শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস-সংহিতাখ্যং সাত্বতসংহিতেত্যপরনামধেয়ম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দশমস্কন্ধমাত্রম্

(উত্তরার্দ্ধ)

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যচিদ্বিলাস-
প্রভুপাদ-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-ঠক্কুরেণ বিরচিতেন
বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতান্বয়-গৌড়ীয়ভাষ্যানুবাদ-তথ্য
বিবৃত্যাত্মক-গৌড়ীয়-ভাষ্যেণ, শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত-
তাৎপর্য্যেণ, শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী-ঠক্কুর-কৃত-
সারার্থদর্শিন্যাখ্যা-টীকয়া
তথা

নবদ্বীপ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক প্রাক্তন অধ্যক্ষ পণ্ডিত **শ্রীকানাইলাল অধিকারী**-পঞ্চতীর্থকৃতেন সারার্থদর্শিনী টীকায়াঃ বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব-গোস্বামি-মহারাজ-
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ
ত্রিদণ্ডিস্বামী-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্—৫১৬ শ্রীগৌরাব্দে

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্যবাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামি-
শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা

২৯ দামোদর, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ
২ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর, ২০০২ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩
জেলা-নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেলা-মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (অসম)

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (অসম)

বিজ্ঞপ্তি

'শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥'

—ভাগবত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব সংস্করণের প্রথম স্কন্ধ, **দ্বিতীয় স্কন্ধ**, **তৃতীয় স্কন্ধ**, **চতুর্থ স্কন্ধ**, **পঞ্চম স্কন্ধ**, **ষষ্ঠ স্কন্ধ**, **সপ্তম স্কন্ধ**, **অষ্টম স্কন্ধ**, **নবম স্কন্ধ**, **দশম স্কন্ধ** (পূর্ব্বার্দ্ধ) বিভিন্ন শুভতিথিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ভক্তগণ জানিয়া উল্লসিত হইবেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় পুনঃ স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের উত্তরার্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা শুভবাসরে প্রকটিত হইলেন। **শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ উত্তরার্দ্ধের** পূর্ণানুকূল্য সংগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য **মহারাজ** আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আশা করি শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধসমূহও ক্রমশঃ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা
২৯ দামোদর, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ
২ অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর, ২০০২ খৃষ্টাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয় ।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥
চারি বেদ—'দধি' ভাগবত—'নবনীত' ।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১।১৫, ১৬

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ ॥
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে ।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয় ।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩।৫১৬, ৫৩০-৫৩১

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত ।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৫।১৪৩

দশম-স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ

দশম-স্কন্ধের কথাসার

কৃষ্ণ যোগমায়া-প্রভাবে পিতামাতার ঐশ্বর্য্যভাব অপনোদন করিয়া তাঁহাদের সমীপে গমনপূর্ব্বক এতাবৎকাল পিতৃমাতৃশুশ্রূষা করিতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বসুদেব ও দেবকী রামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রুকে মোচন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ উগ্রসেন রাজ্য প্রদান করিয়া কংসভয়ে পলায়িত আত্মীয়গণকে আনয়ন করাইয়া তথায় বাস করাইলেন এবং নন্দমহারাজকে বিবিধ উপঢৌকন দিয়া ব্রজে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলেন। নন্দ রামকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর রামকৃষ্ণ দ্বিজাতিসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া গুরুকুলে বাসেচ্ছায় অবন্তীপুরস্থ সান্দীপনি মুনির আশ্রমে গমন করিলেন এবং চতুঃষষ্টি দিবসে চতুঃষষ্টিকলা-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানের ইচ্ছা করিলে সান্দীপনি মৃত পুত্রকে প্রার্থনা করিলেন। রামকৃষ্ণ সমুদ্রসমীপে গুরুপুত্রের নির্দ্দেশ অবগত হইয়া সমুদ্র-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক 'পঞ্চজন' অসুরকে বিনাশ ও তদঙ্গ-জাত শঙ্খ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাহার উদরমধ্যে গুরুপুত্রকে না পাইয়া যমলোকে গমনপূর্ব্বক যম-রাজের দ্বারা পূজিত হইলেন এবং যমরাজকর্ত্তৃক প্রত্যার্পিত গুরুপুত্রকে গ্রহণ করিয়া গুরুকে প্রদান-পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা উদ্ধব বৃষ্ণিগণের মন্ত্রী ছিলেন। একদিন কৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে গমনপূর্ব্বক ব্রজবাসী-গণের মনঃপীড়া নিবারণ করিতে আদেশ করিলেন। উদ্ধব ব্রজে গমন করিলে গোপরাজ তাঁহাকে অর্চ্চন করিয়া কৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা ও কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নন্দযশোদার কৃষ্ণে পরম অনু-রাগ দর্শনে উদ্ধব তাঁহাদিগের নিকট কৃষ্ণের বর্ণন এবং নন্দসহ কৃষ্ণালাপে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রাতঃকালে গোপীগণ ব্রজদ্বারে রথ-দর্শনে অক্রূরের পুনরাগমন সম্ভাবনা করিয়া বিলাপোক্তি করিতেছেন, এমন সময় উদ্ধব প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে তথায় উপস্থিত হইলেন।

গোপীগণ উদ্ধবকে পীতাম্বরপরিহিত পদ্মপলাশ-লোচন দর্শনে তাঁহার পরিচয়জ্ঞাতার্থ উদ্ধবকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনি কৃষ্ণ-প্রেরিত জানিয়া একান্তে লইয়া গেলেন। তাঁহারা কৃষ্ণের পূর্ব্বকৃত লীলাসমূহ স্মরণপূর্ব্বক বিলজ্জভাবে রোদন করিতে লাগিলেন; কেহ বা ভ্রমর-দর্শনে প্রিয়সঙ্গ স্মরণ-পূর্ব্বক বিবিধ উক্তি করিতে লাগিলেন। উদ্ধব গোপীগণকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাদের অনুরোধে মাসত্রয় তথায় অবস্থানপূর্ব্বক গোপগোপীগণের অনুমতিক্রমে মথুরায় প্রত্যাগমন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট ব্রজের সংবাদ অবগত হইয়া উদ্ধব-সহ কুব্জার গৃহে গমন করিলেন এবং কুব্জার অভিলাষানুসারে কিছুকাল তদ্গৃহে অবস্থান-পূর্ব্বক স্বভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বলদেব ও উদ্ধব-সহ অক্রূরের গৃহে গমন করিলেন। অক্রূর রাম-কৃষ্ণের যথোচিত অর্চ্চন করিয়া স্তব করিতে থাকিলে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া অক্রূরের প্রশংসাপূর্ব্বক তাঁহাকে পাণ্ডবগণের সংবাদগ্রহণার্থ হস্তিনাপুরে প্রেরণ করি-লেন।

অক্রূর হস্তিনাতে গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ অবগত হইবার জন্য কয়েকমাস তথায় অবস্থান করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবগণের প্রতি যে অসদাচরণ করিয়াছিল, বিদুর ও কুন্তী তাহা অক্রূর-সমীপে নিবেদন করিলেন। কুন্তী অক্রূরের নিকট মাতাপিতা প্রভৃতি যাদবগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া কৃষ্ণপ্রপত্তিসূচক বাক্যসকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অক্রূর তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে রামকৃষ্ণের আদেশ ও বিবিধ তত্ত্ব-পূর্ণবাক্য জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে সমদর্শী হইয়া প্রজা ও আত্মীয়গণের পালন করিতে বলিলেন এবং পুত্র-স্নেহগ্রস্ত ধৃতরাষ্ট্রের যথাযথ উত্তর শ্রবণ করিয়া মথুরায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রামকৃষ্ণসমীপে তাহা জ্ঞাপন করিলেন।

কংসবিনাশান্তে কংসমহিষীদ্বয় পিতা জরাসন্ধের নিকট বৈধব্যের কারণসমূহ জ্ঞাপন করিলে জরাসন্ধ পৃথ্বীকে যাদবশূন্যা করিবার অভিপ্রায়ে মথুরা অব-

রোধ করিল। ভূভারহারী শ্রীকৃষ্ণ বলদেব-সহ অগণিত জরাসন্ধ-সৈন্য বিনাশ করিলেন এবং বলদেব জরাসন্ধকে পাশবদ্ধ করিলে কৃষ্ণ ভূভারহরণেচ্ছায় জরাসন্ধকে পুনর্ব্বার সৈন্যসংগ্রহার্থ মুক্ত করিয়া দিলেন। জরাসন্ধ রামকৃষ্ণের বৈরতা সাধনোদ্দেশে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে অন্য রাজগণ তাহাকে উপদেশদ্বারা তপস্যায় বিরত করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত করাইলেন ?

জরাসন্ধ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও সপ্তদশবার যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। অতঃপর অষ্টাদশবার যুদ্ধোদ্যোগকালে কালযবন-নামক জনৈক বীর আত্মতুল্য যোদ্ধা অনুসন্ধান করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে যাদবগণের নিকট প্রেরণ করেন, কালযবনও তিনকোটি সৈন্যদ্বারা যদুপুরী অবরোধ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের বিপদাশঙ্কায় সমুদ্রমধ্যে এক পুরী রচনা করিয়া যোগবলে আত্মীয়গণকে তথায় আনয়ন করেন এবং আত্মীয়গণকে সুরক্ষিত দেখিয়া বলদেবানুমতিক্রমে নিরস্ত্রে পুরদ্বার হইতে বহির্গত হন।

কালযবন নারদবর্ণিত লক্ষণানুসারে কৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়া এবং কৃষ্ণকে নিরস্ত্র দেখিয়া যুদ্ধবাসনায় নিরস্ত্রভাবে তাঁহার অনুসরণ করিল। কৃষ্ণ কালযবনের হস্তগত হইবার অভিনয় করিতে করিতে দূরবর্ত্তী পর্ব্বতগহ্বরে প্রবিষ্ট হইলে কালযবন গিরি গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া একজন নিদ্রিত ব্যক্তিকে কৃষ্ণজ্ঞানে পদাঘাত করিল এবং পদাঘাতে উত্থিত পুরুষের প্রখর দৃষ্টিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। সেই নিদ্রিত পুরুষ—মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ। তিনি অসুরভয়ে ভীত দেবগণকে রক্ষা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নিদ্রাবর প্রার্থনা করিয়া নিদ্রা যাইতে ছিলেন। মুচুকুন্দ কৃষ্ণের অতুলনীয় রূপদর্শনে অভিভূত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মুচুকুন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে থাকিলে, ভগবান্ বাসুদেব মুচুকুন্দকে পরজন্মে কৃষ্ণপ্রাপ্তি-বর প্রদান করিলেন। মুচুকুন্দ মুকুন্দকে প্রণাম ও পরিক্রমা করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন-পূর্ব্বক শ্রীহরি আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যবনসৈন্য-পরিবেষ্টিত দ্বারকায় প্রত্যাগত হইয়া সৈন্যবিনাশপূর্ব্বক তাহাদের ধনাদি দ্বারকায় লইয়া যান। তৎপরে জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে রামকৃষ্ণ ভয়ার্ত্তের ন্যায় অভিনয়পূর্ব্বক দূরদেশে পলায়ন করিতে করিতে প্রবর্ষণ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে না পাইয়া পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিলে রামকৃষ্ণ একাদশযোজন উন্নত পর্ব্বত হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রবেশ করেন। জরাসন্ধও রামকৃষ্ণকে অগ্নিদগ্ধ জ্ঞান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী কৃষ্ণগুণাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিজ অনুরূপ পতিরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন। রুক্মিণীভ্রাতা রুক্মী শিশুপালকে রুক্মিণীর বররূপে নির্ণয় করিলে রুক্মিণী জনৈক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা কৃষ্ণসমীপে এক পত্র প্রেরণ করেন এবং শিশুপাল তাঁহাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান এবং হরণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-প্রমুখাৎ রুক্মিণীর পত্র শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী-উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বিবাহের নির্দ্দিষ্টদিনের পূর্ব্বেই রথযোগে বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইলেন।

বিদর্ভরাজ ভীষ্মক শিশুপালকে কন্যা-সম্প্রদানেচ্ছু হইয়া বিবাহোচিত অনুষ্ঠানসমূহ সম্পাদন করিয়াছিলেন। চেদিরাজ দমঘোষও পুত্রের মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিদর্ভনগরে উপস্থিত হইলে ভীষ্মক তাঁহাদিগকে সসম্মানে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণবিদ্বেষি রাজগণ শিশুপালের সাহায্যার্থ তৎসহ আগমন করিয়াছিলেন। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের একাকী গমনহেতু চতুরঙ্গ সৈন্যসহ গমন করিয়াছিলেন। ভীষ্মক রামকৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমন ও অর্চ্চন করিয়া যথাযোগ্য বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

বিবাহদিবসে রুক্মিণী রক্ষিপরিবৃত হইয়া কুলপ্রথানুসারে অম্বিকামন্দিরে গমনপূর্ব্বক অম্বিকার অর্চ্চন ও বন্দনা করিলেন এবং কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার প্রার্থনা করিয়া বহির্গত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজনসমক্ষেই তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া

প্রস্থান করিলেন। বিপক্ষরাজগণ কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবিত হইলে বলদেব বিপক্ষসৈন্য ধ্বংস করিতে থাকিলেন। তখন রাজগণ বিমুখ হইয়া প্রস্থান করিল। রুক্মিণী-ভ্রাতা রুক্মী ভগিনীর তাদৃশ বিবাহ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে কৃষ্ণ রুক্মিণীর অনুরোধে তাহার প্রাণবধ না করিয়া তাহাকে বিরূপ করিয়া দেন। রুক্মী ব্যর্থ মনোরথ হইয়া কৃষ্ণের নিধনকামনায় ভোজকট-নামক নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে নিজপুরে লইয়া গিয়া যথারীতি বিবাহ করিয়াছিলেন।

কামদেব হরকোপানলে দগ্ধ হইয়া পুনরায় রুক্মিণীগর্ভে 'প্রদ্যুম্ন'-নামে জন্মগ্রহণ করেন। শম্বরাসুর তাঁহাকে নিজশত্রু জানিয়া অপহরণপূর্ব্বক সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে এক মৎস তাঁহাকে ভক্ষণ করে। ঐ মৎস্য আবার ধীবরের জালে ধৃত হইয়া শম্বরগৃহে নীত হয়। পাচকগণ উহাকে পাকার্থে ছেদনকালে তদুদরে বালককে পাইয়া মায়াবতীর নিকট অর্পণ করিল। কামদেবের পত্নী রতিদেবী পতির পুনঃ শরীর ধারণের প্রতীক্ষায় শম্বরের গৃহে 'মায়াবতী' নামে পাচিকারূপে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বালকের পরিচয় পাইলেন। প্রদ্যুম্ন যৌবনপ্রাপ্ত হইলে রতিদেবী তাঁহার সম্যক পরিচয় অবগত করাইয়া তাঁহাকে 'মহামায়া'-নাম্নী বিদ্যা প্রদানপূর্ব্বক শম্বরকে বিনাশ করিতে বলেন। কামদেব শম্বরকে যুদ্ধার্থ আহ্বানপূর্ব্বক 'মহামায়া'-বিদ্যা প্রভাবে তাহার সমস্ত মায়া বিনাশপূর্ব্বক তাহাকে সংহার করিলে আকাশচারিণী ভার্য্যা রতিদেবী তাঁহাকে দ্বারকায় উপনীত করেন। প্রদ্যুম্নকে দর্শন করিয়া রুক্মিণীর দুগ্ধক্ষরণ হইতে থাকিলে তিনি প্রদ্যুম্নের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন এবং বসুদেব দেবকী প্রভৃতি তথায় আগমন করিলে নারদ আসিয়া সস্ত্রীক প্রদ্যুম্নের পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহারা প্রদ্যুম্নের পরিচয় পাইয়া পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

রাজা সত্রাজিৎ সূর্য্যারাধনা করিয়া 'স্যমন্তক'-মণি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ মণি প্রত্যহ অষ্টভার-পরিমিত সুবর্ণ প্রসব করিত এবং যেস্থলে উহা সুপূজিত হইয়া অবস্থান করিত, তথায় কোনপ্রকার অমঙ্গল ঘটিত না। শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজের নিমিত্ত উহা প্রার্থনা করায় সত্রাজিৎ তাহা দেন নাই। একদিন সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন উহা কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক অশ্বারোহণে মৃগয়ার্থ বনভ্রমণকালে এক সিংহ অশ্বসহ প্রসেনকে বধ করিয়া ঐ মণি গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বত-গহ্বরে প্রবেশ করিলে ভল্লুকরাজ জাম্ববান্ আবার উহাকে বিনাশ করিয়া সেই মণি গ্রহণপূর্ব্বক তাহার পুত্রের ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করে।

সত্রাজিৎ ভ্রাতার অদর্শনে মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণই মণিলোভে প্রসেনকে হত্যা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ কলঙ্ক অপনোদনের জন্য প্রসেনের গমনমার্গ অনুসরণপূর্ব্বক ক্রমে জাম্ববানের গুহায় উপস্থিত হইয়া জাম্ববানের পুত্রের হস্তে উহা দেখিতে পান। তদ্দর্শনে ভীতা ধাত্রী রোদন করিয়া উঠিলে জাম্ববান্ আসিয়া কৃষ্ণকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অষ্টাবিংশতিদিবস যুদ্ধ করিবার পর কৃষ্ণকে 'পরমেশ্বর' বলিয়া বুঝিতে পারিয়া স্তবদ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক স্যমন্তক সহ নিজকন্যা জাম্ববতীকে কৃষ্ণকরে অর্পণ করে। কৃষ্ণ মণি লইয়া সত্রাজিৎকে সভায় আহ্বানপূর্ব্বক সম্যক্ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মণি প্রত্যর্পণ করিলে সত্রাজিৎ নিজেকে শ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধী জ্ঞান করিয়া তৎক্ষালনার্থ নিজকন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণকরে সম্প্রদান করিলেন এবং মণিটী যৌতুকরূপে প্রদান করিলে কৃষ্ণ তাহা ফিরাইয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব পাণ্ডবগণের অগ্নিদাহ-বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক হস্তিনায় গমন করিলে শতধন্বা অক্রূর ও কৃতবর্ম্মার পরামর্শে সত্রাজিৎকে নিদ্রিতাবস্থায় বিনাশপূর্ব্বক মণি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে। পিতৃশোকগ্রস্তা সত্যভামা স্বয়ং হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণসমীপে পিতৃনিধনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে কৃষ্ণ বলদেব দ্বারকায় প্রত্যাগত হইয়া শতধন্বা অক্রূরের নিকট মণি রাখিয়া প্রস্থান করে। কৃষ্ণ-বলদেব তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাকে বিনাশপূর্ব্বক তাহার নিকট মণি পাইলেন না। অক্রূরও শতধন্বার নিধন শ্রবণে মণি লইয়া পলায়ন করিলে দ্বারকায় বিবিধ অমঙ্গল দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের নিকট মণির অস্তিত্ব অনুমান করেন এবং

তাঁহাকে অনুমান করিয়া উক্ত বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপ-পূর্ব্বক তাঁহাকেই পুনর্বার মণি প্রত্যর্পণ করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পর তাহাদিগকে দর্শন করিবার বাসনায় হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক কয়েকমাস ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করেন। এক-দিবস কৃষ্ণার্জ্জুন বনগমনেচ্ছায় গমনপূর্ব্বক যমুনা-সমীপে এক মনোরমা কন্যা দর্শন করেন এবং তাঁহাকে কৃষ্ণার্থে তপস্যারতা জানিয়া রথারোহণে হস্তিনায় লইয়া আসেন।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের জন্য বিশ্বকর্ম্মাদ্বারা এক রমণীয় নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। খাণ্ডব-দাহন-কালে ময়দানব অর্জ্জুনকর্তৃক রক্ষিত হইয়া অর্জ্জুনকে এক বিচিত্র সভা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তথায় দুর্য্যোধনের দৃষ্টিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ অবন্তীরাজের ভগিনী মিত্রবিন্দাকে তদাসক্তা জানিয়া স্বয়ম্বর সভা হইতে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করেন। অতঃপর নগ্নজিতের কন্যার বিবাহ-পণ অনুসারে সপ্ত ষণ্ডকে পরাজিত করিয়া নাগ্নজিতীকে বিবাহ করেন। বিবাহান্তে শ্রীকৃষ্ণ নাগ্নজিতীকে লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে উক্ত বৃষভগণকর্তৃক হতবীর্য্য রাজগণ কৃষ্ণকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিলে অর্জ্জুন তাহাদিগকে পরাজিত করেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিতৃস্বসা শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা ভদ্রাকে এবং স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণপূর্ব্বক মদ্র-রাজকন্যা লক্ষ্মণাকে বিবাহ করেন।

নরকাসুর দেবগণের প্রতি অত্যাচার করিলে ইন্দ্র তাহা কৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাসহ নরকের রাজ্যে গমনপূর্ব্বক সপুত্রক মুরাসুর এবং নরকের প্রাণ-বিনাশ করিয়া তদাহৃতা ষোড়শ-সহস্র রমণীকে দ্বারকায় প্রেরণ করেন। অনন্তর ইন্দ্রালয়ে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্র ও শচীর পূজা প্রাপ্ত হইয়া সত্যভামার অনুরোধে স্বর্গ হইতে পারি-জাত বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক সত্যভামার গৃহসংলগ্ন উদ্যানে তাহা স্থাপন করিলেন। তৎপর শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া এককালে পূর্ব্বোক্তা রমণীগণের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর শয্যায় উপবিষ্ট রুক্মিণী সখিগণসহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসপূর্ব্বক রুক্মিণীর পতিত্বে নিজ অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিলে রুক্মিণী তাদৃশ অপ্রিয় বচন শ্রবণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে শোক ও ভয় নিবন্ধন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। প্রিয়তমার তাদৃশী অবস্থা-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে উত্তোলন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া নিজ পরিহাসের কথা জানাইলে রুক্মিণী আশ্বস্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিসূচক বিবিধ বাক্য কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবার শ্রেষ্ঠতা জানাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞা কৃষ্ণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা নিজগৃহে পাইয়া আপনাকে পতিপ্রিয়তমা জ্ঞান করি-তেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই দশ জন করিয়া পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপুত্রগণেরও বহু পুত্র-পৌত্রাদি হইয়াছিল। রুক্মী কৃষ্ণকর্তৃক অপমানিত হইয়াও ভগিনীর প্রীত্যর্থ প্রদ্যুম্নকে নিজ কন্যা এবং অনি-রুদ্ধকে পৌত্রী সম্প্রদান করিয়াছিল। অনিরুদ্ধের বিবাহকালে রুক্মী বলদেবসহ পাশক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইলে তাহা অস্বীকারপূর্ব্বক বল-দেবকে 'গোপাল' বলিয়া অবজ্ঞা করে। বলদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রুক্মীকে নিধন করেন। তৎকালে কলিঙ্গরাজ দন্ত বিকাশপূর্ব্বক হাস্য করিতেছিল বলিয়া তাহারাও দন্ত উৎপাটিত করিয়া দেন। অতঃপর নবপরিণীতা বধূর সহিত অনিরুদ্ধকে লইয়া বলদেব প্রভৃতি যাদবগণ ভোজকট হইতে দ্বারকাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন।

বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণাসুর শিব-প্রসাদে ইন্দ্রাদি-দেবগণকেও ভৃত্যের ন্যায় জ্ঞান করিত। তাহার কন্যা উষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধের সঙ্গম লাভ করিয়া ব্যাকুলভাবে জাগ্রতা হইল এবং চিত্রলেখাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। চিত্রলেখা দেব গন্ধর্ব্ব বৃষ্ণি-বংশীয় প্রভৃতি পুরুষগণের চিত্র অঙ্কন করিয়া উষার নিকট তাহার স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষকে নির্দ্দেশ করিতে বলিলে উষা অনিরুদ্ধকে নির্দ্দেশ করিল। তখন চিত্রলেখা যোগবলে দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক অনিরুদ্ধকে আনয়ন করিয়া উষার নিকট উপস্থিত করিল। উষা অনিরুদ্ধের সেবা করিতে থাকিলে অন্তঃপুর-রক্ষকগণ উষার শরীরে রতিচিহ্ন দর্শন করিয়া বাণাসুরকে

জ্ঞাপন করিল। বাণাসুর কন্যাগৃহে অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

অনিরুদ্ধের অদর্শনে তদীয় আত্মীয়গণ চারিমাস্ শোকাকুল থাকিলে নারদ আসিয়া অনিরুদ্ধের বন্ধন-বার্ত্তা প্রদান করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ যদুবীরগণকে লইয়া বাণাসুরের পুরী অবরোধপূর্ব্বক তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাদেব আসিয়া নিজভক্ত বাণাসুরের পক্ষে যোগ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করকে মোহিত করিয়া বাণাসুরের সহস্র বাহু ছেদনপূর্ব্বক দুই বাহু মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া রুদ্রের অনুরোধে তাহার প্রাণ রক্ষা করিলে বাণাসুর স্তুতি-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদন করিল। শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক বধূসহ অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকায় যাত্রা করিলেন।

একদা যদুকুমারগণ ক্রীড়ান্তে জল অন্বেষণ করিতে করিতে এক জলশূন্য কূপসমীপে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে এক কৃকলাস দেখিতে পান এবং তাহাকে উত্তোলনের চেষ্টা করিয়া অসমর্থ হইলে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে জ্ঞাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ উঁহাকে বাম-হস্তে ধারণ করিয়া কূপ হইতে উদ্ধার করিলে ঐ কৃকলাস দেবতনু লাভ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নৃগ-নামক ইক্ষ্বা-কুতনয়রূপে স্বীয় পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক দানধর্ম্মে বৈগুণ্য-হেতু কৃকলাস-যোনি-প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে স্বর্গলোকে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এতৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মস্ব-হরণের বিষময় ফলের বিষয় যদুকুমারগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া সর্ব্বদা ব্রাহ্মণোৎপীড়ন হইতে নিরস্ত থাকিতে উপদেশ করিলেন।

একদিন বলদেব সুহৃদ্গণের দর্শনার্থ গোকুলে যাত্রা করিলে নন্দ যশোদা প্রভৃতি তাঁহাকে সানন্দে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলদেব পূজ-নীয়গণকে প্রণামপূর্ব্বক বয়স্যগণের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা গোপীগণকে কৃষ্ণবার্ত্তাপ্রদানে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর দুই মাসকাল গোকুলে অবস্থান-পূর্ব্বক তদনুরক্তা গোপীগণ-সহ যমুনা-পুলিনে বিহার এবং বরুণ-প্রেরিত দিব্য বারুণী পান করিয়া জল-ক্রীড়ার্থ যমুনাকে আহ্বান করিলে যমুনা বলদেবকে মত্ত-জ্ঞানে উপেক্ষা করেন। তখন বলদেব লাঙ্গলাগ্র-ভাগ-দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিতে থাকিলে ভীতা যমুনা শ্রীবলদেবচরণে প্রপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অনন্তর শ্রীবলদেব প্রসন্ন হইয়া গোপীগণ-সহ যমুনাতে জল-ক্রীড়া করেন।

বলদেব নন্দব্রজে গমন করিলে করুষাধিপতি পৌণ্ড্রক আপনাকে 'বাসুদেব' বলিয়া খ্যাপনপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, সে নিজেই 'বাসুদেব', কৃষ্ণ যেন তাঁহার বাসুদেব-চিহ্নাদি পরি-ত্যাগপূর্ব্বক পৌণ্ড্রকের শরণ গ্রহণ করেন, নতুবা তাহার সহিত যুদ্ধ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার সোঽহংবাদ বা মায়াবাদবিমূঢ়তারূপ পাষণ্ডতার সমুচিত শাস্তিবিধানার্থ কাশীপুরীতে গমন করিয়া কৃত্রিম-বাসুদেব-চিহ্ন-ধারী পৌণ্ড্রক ও তন্মিত্র কাশী-রাজের মস্তক ছেদনপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর কাশীরাজপুত্র সুদক্ষিণ পিতৃ-হন্তার হিংসার্থ মহাদেবের আরাধনা করিতে থাকে এবং মহাদেবের উপদেশে অভিচার-যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে থাকিলে এক অগ্নিমূর্ত্তি শূলহস্তে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া দ্বারকাভিমুখে গমন করিতে থাকে এবং সুদর্শন-প্রভাবে প্রতিহত হইয়া বারাণসীপুরীতে প্রত্যা-গমনপূর্ব্বক পুরোহিতগণ-সহ সুদক্ষিণকে দগ্ধ করে। আবার সুদর্শনচক্রও তৎপশ্চাৎ কাশীপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া রাজপুরীর সহিত সমগ্র বারাণসীপুরীকে দগ্ধ করিয়াছিলেন।

নরকাসুরের মিত্র মৈন্দ বানরের ভ্রাতা দ্বিবিদ মিত্রবধ-প্রতিশোধ-কামনায় গোকুলে উৎপীড়ন এবং রৈবতক পর্ব্বতে বলদেব-সহ বিহার-রতা রমণীগণকে অবজ্ঞা করিতে থাকিলে বলদেব হল-মুষল-দ্বারা তাহার প্রাণ বিনাশ করেন।

জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব দুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ম্বরসভা হইতে হরণ করিলে কৌরবগণ একত্র মিলিত হইয়া সাম্বকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্ধনপূর্ব্বক হস্তিনাতে লইয়া যায়। নারদের মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া বলদেব হস্তিনাপুরে আগমনপূর্ব্বক

কৌরবগণের প্রতি সাম্বকে ফিরাইয়া দিবার আদেশ জানাইলে তাহারা যাদবগণকে অবজ্ঞা করে। বলদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া হলাগ্রভাগ-দ্বারা হস্তিনাপুরী আকর্ষণ করিতে থাকেন। তখন কৌরবগণ ভীত হইয়া বলদেবের স্তব করিতে করিতে উপায়ন-সহ সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে প্রদান করিলে বলদেব দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীকৃষ্ণের এককালে পৃথগ্‌ভাবে ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ অতীব বিচিত্রজ্ঞানে দেবর্ষি নারদ তদ্দর্শনে দ্বারকায় আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে এককালে বিভিন্ন পত্নীর গৃহে বিভিন্ন কার্য্যরত দর্শন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যদর্শনে মুগ্ধ হইতে নিষেধ করিয়া নিজাবতারের কারণ বর্ণন করেন। অতঃপর নারদ কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক যথাবিধি সৎকৃত হইয়া ভগবদ্ধ্যান করিতে করিতে প্রস্থান করেন।

একদিবস শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে সভা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে জরাসন্ধকর্ত্তৃক কারাবদ্ধ রাজগণ তাঁহাদের উদ্ধারার্থ শ্রীকৃষ্ণসমীপে দূতদ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ আসিয়া জানাইলেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন প্রার্থনা করিতেছেন। এতদুভয় কার্য্য মধ্যে কোন্‌টী অগ্রে কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণ তদ্বিষয়ে মন্ত্রী উদ্ধবের পরামর্শ চাহিলে উদ্ধব রাজসূয়ের অনুষ্ঠানদ্বারা উভয় কার্য্য সমাধা করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ তদনুসারে অবিলম্বে জরাসন্ধের বিনাশ করিবেন বলিয়া রাজগণসমীপে সংবাদ প্রেরণপূর্ব্বক মহিষীগণসহ হস্তিনায় গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণসমীপে রাজসূয়ানুষ্ঠানের অনুমোদন চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইয়া যজ্ঞীয়োপকরণ-সংগ্রহার্থ পৃথিবীর রাজগণকে পরাজিত ও বশীভূত করিবার আবশ্যকতা জানাইলেন। যুধিষ্ঠির তদনুসারে ভ্রাতৃগণকে দিগ্বিজয়ার্থ প্রেরণ করিলে তাঁহারা দিগ্বিজয়ান্তে প্রভূত ধন-সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। অতঃপর জরাসন্ধকে অপরাজিত জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন ব্রাহ্মণবংশে জরাসন্ধের নিকট তাঁহাদের প্রার্থনীয় বস্তু প্রদানের জন্য জরাসন্ধকে অনুরোধ করিলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদিগের অঙ্গে ধনুর্জ্যাঘাত-চিহ্ন-দর্শনে ক্ষত্রিয় বলিয়া বুঝিতে পারিলেও তাঁহাদের প্রার্থনা-পূরণে সম্মত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাহার নিকট দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রার্থনা জানাইলে জরাসন্ধ ভীমসহ যুদ্ধার্থ ইচ্ছুক হইয়া গদাহস্তে যুদ্ধারম্ভ করিল। অতঃপর উভয়কে সমযোদ্ধা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ একটি বৃক্ষশাখা চিরিয়া ভীমকে জরাসন্ধবধোপায় নির্দ্দেশ করিলে ভীম জরাসন্ধকে ভূপতিত করিয়া চিরিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক আবদ্ধ বিংশতিসহস্র অষ্টশত নৃপতি কৃষ্ণকৃপায় কারামুক্ত হইয়া কৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে রাজযোগ্য ভূষণে ভূষিত করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রেরণপূর্ব্বক ভীমার্জ্জুনসহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ-নিধন-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতিকে হোতৃরূপে বরণ করিলেন। অতঃপর 'সর্ব্বাগ্রে পূজালাভের যোগ্য কে?' তদ্বিষয়ে প্রশ্ন উঠিলে সহদেব 'শ্রীকৃষ্ণের পূজায় সকলের পূজা হইয়া থাকে' বলিয়া তাঁহারই পূজার প্রস্তাব জানাইলে সভাস্থ সকলেই তাহাতে অনুমোদন করিলেন এবং যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের পূজা করণানন্তর তদীয় পাদ-প্রক্ষালন-বারি অমাত্য-আত্মীয়গণের সহিত মস্তকে ধারণ করিলেন। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের পূজায় অসহিষ্ণু হইয়া সভাস্থ সকলের ও শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিতে থাকিলে সভ্যগণ কর্ণ আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য রাজগণ কৃষ্ণ নিন্দাকারীর শাস্তি-বিধানার্থ অস্ত্র উদ্যত করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া সুদর্শন-দ্বারা শিশুপালের শিরশ্ছেদন করেন। অতঃপর যথাবিধানে যজ্ঞ সমাধাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণ-সহ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ব্যতীত সভাস্থ সকলেই রাজসূয় যজ্ঞ ও যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুর ময়দানব-কর্ত্তৃক বিবিধ ঐশ্বর্য্যসহকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা দুর্য্যোধন

ঈর্ষাবশতঃ তাহা সহ্য করিতে পারে নাই। একদিন যুধিষ্ঠির সভামধ্যে বান্ধব ও শ্রীকৃষ্ণ-সহ উপবিষ্ট থাকিলে দুর্য্যোধন ঐ সভায় প্রবেশ করিতে করিতে স্থলভাগে 'জল' এবং জলভাগে 'স্থল' ভ্রম করিয়াছিল। তাহাতে ভীমসেন ও স্ত্রীগণ হাস্য করিয়া উঠিলে দুর্য্যোধন লজ্জায় তৎস্থান ত্যাগ করিল।

রুক্মিণীবিবাহকালে পরাজিত রাজগণের অন্যতম শাল্ব পৃথিবী যাদবশূন্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যহ ধূলিমুষ্টি মাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিল। অতঃপর আশুতোষ-প্রসাদে ময়দানব নির্ম্মিত ইচ্ছানুরূপ গতিশীল 'সৌভ'-নামক যান প্রাপ্ত হইয়া দ্বারকাপুরী অবরোধপূর্ব্বক বিমান হইতে বৃক্ষ, প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি যদুবীরগণ শাল্বের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর শাল্বের জনৈক অনুচর প্রদ্যুম্নকে অপসারিত করে। প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন জন্য সারথিকে তিরস্কারপূর্ব্বক পুনরায় রণক্ষেত্রে আগমন করিলেন। যাদবগণের সহিত সপ্তবিংশতি অহোরাত্র যুদ্ধ চলিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। শাল্ব সৌভমধ্যে অব-স্থিত থাকিয়া বিবিধ মায়া প্রদর্শন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ গদা-দ্বারা সৌভ ভগ্ন করিয়া শাল্বের মস্তক ছেদন করেন।

শাল্ব-মিত্র দন্তবক্র বৈরনির্য্যাতনকামনায় যুদ্ধ-স্থলে উপস্থিত হইয়া কর্কশবচনে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিলে শ্রীকৃষ্ণ গদাদ্বারা তাহার বক্ষে আঘাতপূর্ব্বক তাহার প্রাণ সংহার করেন। অতঃপর তদীয় ভ্রাতা বিদূরথ অসি হস্তে যুদ্ধে আগমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন-দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধোপক্রম-শ্রবণে স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকিবার বাসনায় শ্রীবলদেব তীর্থযাত্রাচ্ছলে দ্বারকা ত্যাগ করিয়া বিবিধ তীর্থে স্নানপূর্ব্বক নৈমিষারণ্যে মুনি-যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন এবং তথায় প্রত্যুত্থানাদি-ক্রিয়ায় বিরত উচ্চাসনে উপবিষ্ট রোমহর্ষণকে দর্শন করিয়া কুশদ্বারা তাহার প্রাণ বিনাশ করেন। তাহাতে মুনিগণ দুঃখিত হইয়া তাঁহাদের যজ্ঞ-সমাপ্তি কাল-পর্য্যন্ত রোমহর্ষণের পরমায়ু প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া জানাইলে তিনি তৎপুত্র উগ্রশ্রবাকে ইচ্ছানুরূপ আয়ু প্রদান করিয়া পুরাণ-বক্তৃরূপে নির্দ্দেশ করিলেন এবং মুনিগণের অনুরোধক্রমে যজ্ঞনষ্টকারী বল্বলনামক দানবকে বিনাশ করিয়া মুনিগণের বিধানক্রমে প্রাকৃতলোকানুকরণপূর্ব্বক রোমহর্ষণ-বিনাশের প্রায়-শ্চিত্তার্থ দ্বাদশমাসিক ব্রতানুষ্ঠান ও তীর্থস্নানার্থ প্রস্থান করিলেন।

শ্রীবলদেব বিবিধ তীর্থে পর্য্যটনপূর্ব্বক কুরু-পাণ্ডবগণের যুদ্ধ-সংবাদ অবগত হইয়া গদাযুদ্ধ-নিরত ভীম ও দুর্য্যোধনের সংগ্রামনিবারণেচ্ছায় কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং ভীম ও দুর্য্যোধনকে সংগ্রামে বিরত হইতে আদেশ করিলে তাঁহারা নিরস্ত না হওয়ায় ঐ যুদ্ধ দৈবকৃত জ্ঞানে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন-পূর্ব্বক ঋষিগণের অনুরোধে বহু যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ঋষিগণকে নিজস্বরূপ-জ্ঞান প্রদান করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সখা শ্রীদামা বিপ্র অনায়াসলব্ধ দ্রব্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি একদিন পত্নীর অনুরোধে নিজ দারিদ্র-মোচনার্থ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমনের ইচ্ছা করিয়া পত্নীর নিকট কৃষ্ণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ উপায়ন প্রার্থনা করিলে তদীয় পত্নী প্রতি-বেশীগণের নিকট হইতে ভিক্ষালব্ধ চারিমুষ্টি তণ্ডুল-প্রায় চিপিটক জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া স্বামিহস্তে প্রদান করিলেন। শ্রীদামা রুক্মিণীমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের যথোচিত সম্মান করিলেন এবং সখার হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক গুরুকুলে বাসকালীন চরিতসমূহের আলো-চনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সখার নিকট হইতে উপায়ন প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণ লজ্জায় নগণ্য চিপিটকসমূহ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীদামার বস্ত্রাবদ্ধ চিপিটকসমূহ হইতে একমুষ্টি ভক্ষণপূর্ব্বক দ্বিতীয় মুষ্টিগ্রহণে ইচ্ছা করিলে রুক্মিণীদেবী তাহা নিবারণ করিয়া ব্রাহ্মণকে অতুল ঐশ্বর্য্যপ্রদানে প্রতিশ্রুতা হই-লেন। দ্বিজবর পরদিন নিজালয়ে গমন করিলেন এবং নিজ-আশ্রম-সমীপে উপস্থিত হইয়া এক বিচিত্র প্রাসাদ দর্শনপূর্ব্বক বিস্মিত হইলে দাসীপরিবেষ্টিতা তদীয় পত্নী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে গৃহে

লইয়া গেলেন। শ্রীদামা পত্নী-সহ অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করিয়া অচিরকালমধ্যে বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিলেন।

রামকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলাকালে একদা সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ সংঘটিত হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত পুণ্যার্জ্জনেচ্ছায় ভারতবর্ষীয় জনগণ কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিলেন। যাদবগণ গোপগোপীগণও তথায় গমনপূর্ব্বক পরস্পর আলিঙ্গনাদিদ্বারা সম্ভাষণ করিয়াছিলেন সমাগত নৃপতিগণ সপত্নীক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণসঙ্গ-লাভ-হেতু যাদবগণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন; নন্দ-যশোদা রামকৃষ্ণকে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক প্রেমাশ্রু মোচন করিতে থাকিলেন, দেবকী ও রোহিণী যশোদাকে আলিঙ্গন করিয়া রামকৃষ্ণের লালনপালনাদির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বিরহ সন্তপ্তা গোপীগণের প্রীতিবিধানার্থ বিবিধ তত্ত্বপূর্ণ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক নিজ-স্বরূপ-জ্ঞান প্রদান করিলে গোপীগণ নিরন্তর কৃষ্ণধ্যানরতা থাকিয়া অবশেষে তাঁহাকে লাভ করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদির কুশলপ্রশ্ন করিবার পর দ্রৌপদী কৃষ্ণপত্নীগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক তাঁহাদের বিবাহব্যাপার অবগত হইতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ সকলেই স্ব-স্ব-বিবাহ-কাহিনী কীর্ত্তন করেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অন্যান্য রাজপত্নীগণ কৃষ্ণমহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রতি প্রণয়াতিশয্যদর্শনে বিস্মিত হইলেন। অনন্তর ব্যাসদেব-নারদাদি মুনিগণ কৃষ্ণসন্দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইলে উপবিষ্ট রাজগণ এবং রামকৃষ্ণ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মুনিগণকে প্রণাম ও আসন-পাদ্যার্ঘ্যাদি-দ্বারা অর্চ্চন করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ বাক্যে তাঁহাদের প্রশংসা করিলে তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া প্রস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন বসুদেব মুনিগণের নিকট কর্ম্মবন্ধন-নিরাসের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিতে উপদেশ করিলেন। বসুদেব তাঁহাদিগকে ঋত্বিক্‌রূপে বরণ করিয়া বহুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার পর সকলেই স্ব-স্ব-স্থানে প্রস্থান করেন।

মুনিগণের নিকট পুত্রদ্বয়ের প্রভাব অবগত হইয়া বসুদেব রামকৃষ্ণের স্তব করিয়া তাঁহাদের প্রতি পুত্রবুদ্ধি অপনোদন করিবার প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবকে ভগবত্তত্ত্ব উপদেশ করেন। দেবকী রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীসান্দীপনি মুনির মৃতপুত্রের প্রত্যানয়নবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বীয় মৃতপুত্রগণকে আনয়নার্থ রামকৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সুতলপুরে বলিরাজ-সমীপে গমনপূর্ব্বক বলির পূজা গ্রহণ করিয়া তথায় অবস্থিত মৃত দেবকীপুত্রগণকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। দেবকী-পুত্রগণকে দর্শন করিলে তাঁহার স্তন্য ক্ষরিত হইতে থাকিল। তিনি পুত্রগণকে শ্রীকৃষ্ণপীতাবশিষ্ট স্তন্য পান করাইলে তাঁহারা তৎপ্রভাবে স্বকীয় স্বরূপ অবগত হইয়া দেবলোকে গমন করিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট নিজ পিতামহী সুভদ্রাদেবীর বিবাহ-বার্ত্তা জানিতে অভিলাষী হওয়ায় শুকদেব বলিতে লাগিলেন,—অর্জ্জুন তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে প্রভাসে উপস্থিত হইয়া সুভদ্রার বিবাহ-বার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক সুভদ্রা-হরণ-মানসে ত্রিদণ্ডি বেষে দ্বারকায় গমন করেন এবং তথায় কতিপয় মাস অবস্থানের পর একদিন দেবোৎসবোপলক্ষে সুভদ্রা বহির্গতা হইলে অর্জ্জুন বসুদেবাদির অভিপ্রায়ানুসারে সুভদ্রাকে হরণ করেন। বলদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও বান্ধবগণ-কর্ত্তৃক সান্ত্বনা লাভ করিয়া বরবধূকে উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব-নামক দুইজন শ্রীকৃষ্ণভক্ত মিথিলাতে বাস করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ নারদাদি-মুনিগণ-সহ উভয়ের গৃহে গমন করিলে তাঁহারা সানুচর শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও স্তব করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মুনিগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও ভক্তদ্বয়কে সন্মার্গের উপদেশ প্রদান করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ব্রহ্মবস্তু গুণাতীত বলিয়া অনির্দ্দেশ্য; সুতরাং ত্রিগুণবিষয়ক বেদসমূহ কিরূপে অভিধা বৃত্তি-দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করে, তদ্বিষয়ে পরীক্ষিতের প্রশ্ন হইলে শ্রীশুকদেব নারায়ণ-নারদ-সংবাদ উল্লেখপূর্ব্বক জনলোকে ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের মধ্যে সনন্দনকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত শ্রুতি-স্তব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যাঁহারা ভোগরহিত শঙ্করের উপাসক, তাঁহারা

প্রায়ই ধনাঢ্য, কিন্তু সর্ব্বভোগাশ্রয় শ্রীহরির সেবকগণ ভোগহীন কেন, তদ্বিষয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে শ্রীশুকদেব বলেন যে, শঙ্কর ত্রিগুণময় বলিয়া তাঁহার উপাসকগণও ত্রিগুণান্তর্গত বিকার-পদার্থসকলই লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীহরি নির্গুণ বলিয়া তাঁহার ভক্তগণও নির্গুণ হইয়া থাকেন। এতদ্‌বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, তিনি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাঁহার ধন অপহরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার আত্মীয়গণ ঐ নির্ধন-পুরুষকে ত্যাগ করেন। ঐ নির্ধন ব্যক্তি পুনরায় ধন-সংগ্রহে যত্নবান্ হইলেও কৃষ্ণকৃপায় বিফল মনোরথ হন এবং নির্ব্বিণ্নচিত্তে সাধুগণের সঙ্গ লাভ করিয়া কৃষ্ণ কৃপায় বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা দুষ্কর জানিয়া আশুতোষ দেবতাগণের উপাসনায় রাজ্য-শ্রী প্রভৃতি লাভ করিয়া গর্ব্বভরে বরদাতৃগণকেই অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। এতৎপ্রসঙ্গে বৃকাসুরের আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। বৃকাসুর 'কোন্ দেবতা—আশুতোষ' তদ্বিষয়ে নারদের নিকট প্রশ্ন করিয়া নারদোপদেশে শঙ্করের আরাধনা করে। শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া বর-প্রদানেচ্ছু হইলে বৃকাসুর 'যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিবে, তাহারই মৃত্যু হইবে'—এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়া শিব-মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক তাহার সত্যতা পরীক্ষার্থ উদ্যত হইলে শঙ্কর ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ বাল-ব্রহ্মচারীর বেশে বৃকাসুরের সমীপে আগমনপূর্ব্বক ছল করিয়া উহারই মস্তকে হস্তার্পণ করাইয়া উহাকে বিনাশ করেন।

গুণাবতারত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তদ্বিষয়ে মুনিগণের সরস্বতী তীরস্থ বিতর্ক হইলে তাঁহারা ভৃগুকে তদ্বিষয়ের নিরূপণার্থ প্রেরণ করেন। ভৃগু ব্রহ্মার সমীপে গমন করিয়া প্রণামাদি না করায় ব্রহ্মা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং শঙ্করের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে 'উন্মার্গগামী' বলিয়া সম্বোধন করিলে শঙ্কর ত্রিশূলহস্তে ভৃগুবধে উদ্যত হন। অতঃপর নারায়ণ-সমীপে গমনপূর্ব্বক তদীয় বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলে লক্ষ্মী-সহ নারায়ণ ভৃগুর সম্মান করিয়া, তাঁহার আগমন-বার্ত্তা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই বলিয়া সম্মানপ্রদর্শনে ত্রুটী হইবার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ভৃগু মুনিগণ-সমীপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করেন। মুনিগণ বিষ্ণুকেই 'শ্রেষ্ঠ' নিশ্চয় করিয়া তাঁহার আরাধনাদ্বারা মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

একদা দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণের পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মৃত্যু লাভ করায় ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে গমনপূর্ব্বক রাজার বিকর্ম্মই পুত্রের মৃত্যু-কারণ বলিয়া নির্ণয় করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের নবম পুত্রের মৃত্যুকালে অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের সন্তান-রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ পত্নীর আসন্ন-প্রসবকালে অশেষ যত্ন করিয়াও বিফল-মনোরথ হন এবং প্রতিজ্ঞাভঙ্গহেতু প্রাণত্যাগে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে মহাকালপুরে লইয়া গিয়া সহস্র ফণাবিশিষ্ট অনন্তদেবকে এবং তাঁহার শরীরে অবস্থিত বিরাট্‌পুরুষ বিভুকে প্রদর্শন করেন। বিরাট্‌পুরুষ কৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন-নিমিত্তই বিপ্রপুত্রগণকে আনয়ন করিয়াছেন জানাইয়া অনেক স্তুতি করিলেন। অতঃপর কৃষ্ণার্জ্জুন তথা হইতে বিপ্রপুত্রগণকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের নিকট অর্পণ করেন। তৎকালে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণপ্রভাব-দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় যাদবগণ ও মহিষীগণপরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেন। তিনি মহিষীগণ সহ বিবিধ ক্রীড়ারত থাকিলে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন এবং বন্দিগণ তাঁহার স্তুতি পাঠ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক মহিষীর গর্ভে দশটী করিয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অষ্টাদশ জন মহারথ। যদুবংশীয়গণের সংখ্যা নির্ণয় করা দূরের কথা, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ-চরিত্রগণের সংখ্যা করাও অসম্ভব ছিল। যদুবংশে তিনকোটি অষ্টসহস্র অষ্টশত অধ্যাপকের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অসুরগণ মনুষ্যগণকে উৎপীড়ন করিতে থাকিলে ভগবদাদেশে দেবগণ যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন এবং সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসমীপে অবস্থানপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন।

অতঃপর শুকদেব কৃষ্ণকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন ফল কীর্ত্তন করিয়া স্কন্ধ সমাপ্ত করেন।

দশম-স্কন্ধের বিষয়-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

খ

গ

ভ

ম

ষ

স

দশম-স্কন্ধের শ্লোক-সূচী

(দশম-স্কন্ধের মাতৃকাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোক-সূচী)

[পার্শ্বস্থিত অঙ্কদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটী অধ্যায় ও দ্বিতীয়টী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক]

ভ

দশম-স্কন্ধের পাত্র-সূচী

[প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক]

অ

দশম-স্কন্ধের স্থান-সূচী

[প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দশমস্কন্ধঃ

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ —

পিতরাবুপলব্ধার্থৌ বিদিত্বা পুরুষোত্তমঃ।
মাভূদিতি নিজাং মায়াং ততান জনমোহিনীম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী ও নন্দকে সান্ত্বনাদান, উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক ও বিদ্যাধ্যয়নানন্তর রামকৃষ্ণের গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ পিতা-মাতার স্ব-যাথাত্ম্য-জ্ঞান-দর্শনে তাহা মোহনের নিমিত্ত নিজ মায়া বিস্তারপূর্ব্বক বলদেবসহ তাঁহাদের নিকট গমন করিলেন এবং মাতৃ-পিতৃ-সমীপে অবস্থানের দ্বারা যে পরস্পর সুখানুভব, তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, দেহই সকল অর্থের উৎপাদক ; যাঁহাদের নিকট হইতে তাহা লাভ করা যায়, মনুষ্য শতবর্ষ আয়ুদ্বারা সেবা করিয়াও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না। যে পুত্র সমর্থ হইয়াও দেহ ও ধনাদির দ্বারা পিতা-মাতার জীবিকা প্রদান না করে, পরলোকে সে স্ব-মাংসই ভক্ষণ করিয়া থাকে। সমর্থব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা-মাতা, পুত্র-কলত্র, গুরু, ব্রাহ্মণ ও শরণাগত-ব্যক্তির ভরণ-পোষণ না করিলে সে জীবন্মৃত। তাঁহারা কংসভয়ে পিতা-মাতার শুশ্রূষা করিতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বসুদেব ও দেবকী মায়ামনুষ্য বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে মোহিত হইয়া পুত্রদ্বয়কে গ্রহণপূর্ব্বক আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। দেবকীনন্দন এইরূপে পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা প্রদানানন্তর মাতামহ উগ্রসেনকে কংসের রাজ্য প্রদান করিয়া স্বয়ং ভৃত্যবৎ তাঁহার আদেশ পালনে অঙ্গীকার করিলেন এবং কংসভয়ে পলায়িত আত্মীয়-কুটুম্বগণকে আনয়ন করাইয়া নিজ গৃহে বাস করাইলেন। রাম-কৃষ্ণের ভুজ-রক্ষিত হইয়া যাদবগণ পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব গোপরাজ নন্দের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন যে, যাঁহারা পোষণ ও রক্ষণে অসমর্থ বন্ধুগণত্যক্ত অনাত্মজ সন্তানগণকে পালন করেন, তাহারাই পিতা-মাতা—এই কথা বলিয়া এবং সুহৃদগণের সুখ বিধানের পর সত্বর ব্রজে প্রত্যাগমনের অঙ্গীকার-পূর্ব্বক বিবিধ উপঢৌকন দ্বারা নন্দের পূজা করিয়া তাহাকে ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। মহারাজ নন্দ স্নেহে বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে গোপগণ সহ ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বসুদেব পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ-দ্বারা পুত্র-দ্বয়ের দ্বিজাতি-সংস্কার সম্পন্ন করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে স্বলঙ্কৃতা সবৎসা ধেনু দান করিলেন। রামকৃষ্ণ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া গর্গমুনির নিকট ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করিলেন। পরে সর্ব্ববিদ্যার উৎপাদক সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গুরুকুলে বাসেচ্ছায় অবন্তী-পুরবাসী সান্দীপনি মুনির নিকট গমন করিলেন।

তাঁহারা জগৎকে গুরুসেবার প্রকার শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দেবতার ন্যায় ভক্তিপূর্ব্বক গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন। সান্দীপনি তাঁহাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে ষড়ঙ্গ ও উপনিষদ্‌সহ নিখিল বেদ এবং রাজনীতি প্রভৃতি উপদেশ প্রদান করিলেন। সর্ব্ববিদ্যা-প্রবর্ত্তক রাম-কৃষ্ণ একবার শ্রবণমাত্র সমস্ত উপদেশ সম্যক্ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা চতুঃষষ্টি দিবসে চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা সান্দীপনি তাঁহাদের অদ্ভুত মহিমা ও অতিমানুষী চেষ্টা দর্শনে প্রভাসতীর্থে মহাসমুদ্রে মৃত স্বীয় পুত্রকে প্রার্থনা করিলেন। রাম-কৃষ্ণ রথারোহণে প্রভাসে উপস্থিত হইয়া সমুদ্রতীরে গমন করিলে সমুদ্র বিবিধ উপহারে তাঁহাদের পূজা করিলেন। ভগবান্ মধুসূদন সমুদ্রের নিকট গুরুপুত্রকে প্রার্থনা করিলেন ; সমুদ্র প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, সমুদ্রবাসী মহাসুর পঞ্চজন বালককে হরণ করিয়াছে। তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ অসুরকে বিনাশ করিলেন এবং তদঙ্গজাত শঙ্খ গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু বালককে তাহার উদর মধ্যে দেখিতে না পাইয়া যমলোকে গমনপূর্ব্বক পাঞ্চজন্য-শঙ্খধ্বনি করিলেন। ধর্ম্মরাজ যম শ্রীকৃষ্ণের আগমন জানিয়া তাঁহাকে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া তদাজ্ঞা পালনার্থ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বকর্ম্ম-নিবন্ধন মৃত গুরুপুত্রকে প্রার্থনা করিলে যমরাজ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গুরুকে পুত্র প্রদান করিয়া অন্য বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। গুরু তাঁহাদের ন্যায় শিষ্যলাভে তাঁহার সমুদায় কামনার পূর্ত্তি হইয়াছে জানাইয়া তাঁহাদিগকে স্ব-গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন। রাম-কৃষ্ণ রথারোহণে স্বপুরে প্রত্যাগমন করিলে প্রজাগণ নষ্টধন পুনঃ প্রাপ্তির ন্যায় তাঁহাদের দর্শনে পরম আনন্দিত হইল।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ (শ্রীবাদরায়ণিঃ) উবাচ,—পুরুষোত্তমঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পিতরৌ (দেবকী-বসুদেবৌ) উপলব্ধার্থৌ (অস্মদৈশ্বর্য্যং জ্ঞানরূপং ধনং যাভ্যাং তথাভূতৌ) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) মাভূৎ ইতি (ময়ি প্রসন্নে সতি অনয়োঃ জ্ঞানং নাম কিং দুর্ল্লভং স্যাৎ দুর্ল্লভন্তু ময়ি পুত্রতয়া প্রেমসুখং অত ইদানীমেতজ্‌জ্ঞানং মাভূদিতি) নিজাং (স্বাধীনাং) জনমোহিনীং (উন্মুখমোহিনীং) মায়াং ততান (তয়োঃ প্রসারিতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে দেবকী ও বসুদেব যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সম্পন্ন, তাহা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু স্বীয়ভাবের শৈথিল্যকারক ঐ জ্ঞান সঙ্গত নহে মনে করিয়া দেবকী বসুদেবকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাধুর্য্য প্রেম আস্বাদন করাইবার উদ্দেশে উন্মুখমোহিনী স্বকীয়া মায়াকে বিস্তার করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

স্বপিত্রোঃ সান্ত্বনং কংসতাতে রাজ্যং ব্রজেশিতুঃ।
সমাধিং পঞ্চচত্বারিংশে সবাসং গুরৌ ব্যধাৎ ॥০॥

উপলব্ধোঽর্থঃ অস্মদৈশ্বর্য্যজ্ঞানরূপং ধনং যাভ্যাং তথাভূতৌ পিতরৌ জ্ঞাত্বা মা ভূদিতি স চার্থোঽনয়োর্মাস্তু কিন্তু তদাবরকো বাৎসল্যপ্রেমৈব সম্প্রত্যস্তু, মম চানয়োশ্চ তেনৈব পরমানন্দলাভাদিতি মনসি বিমৃশ্য নিজামন্তরঙ্গাং মায়াং স্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানমাবরীতুং যোগমায়াং ততান, জনমোহিনীং "দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনা" ইত্যত্র জনশব্দেন ভক্তা এবোক্তাস্তান্ মোহয়িতুং শীলং যস্যাস্তাম্। যদ্বা, জনয়ত ইতি জনৌ জননী জনকৌ তয়োর্মোহিনীম্। শ্রীস্বামিচরণাশ্চাত্র ময়ি প্রসন্নে সত্যনয়োর্জ্ঞানং নাম কিং দুর্ল্লভং স্যাৎ। দুর্ল্লভন্তু ময়ি পুত্রতয়া প্রেমেতি ভগবদভিপ্রায়মাহুঃ। অতএব পিতরৌ বাৎসল্যরসং গ্রাহয়িতুমগ্রিমশ্লোকেষু তয়োঃ কপটোক্তিরপি ন দোষায়েতিজ্ঞেয়ম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মথুরায় কংস বধের পর নিজ মাতাপিতা দেবকী বসুদেবের সান্ত্বনা, কংসপিতা উগ্রসেনের রাজ্য প্রাপ্তি, ব্রজরাজ শ্রীনন্দমহারাজের ব্রজে বিদায় ও শ্রীকৃষ্ণের উজ্জয়িনীতে সান্দিপনীমুনি গুরুগৃহে বাস বর্ণিত হইয়াছে ॥০॥

আমার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানরূপসম্পদ দেবকী বসুদেব মাতাপিতা জানিয়াছেন, এই জ্ঞান ইহাদের না হউক, কিন্তু ঐ জ্ঞানের আচ্ছাদক আমার প্রতি বাৎসল্য প্রেমই সম্প্রতি হউক, আমার ও মাতাপিতার তাহাতেই

পরমানন্দ লাভ হইবে—ইহা মনে চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ অন্তরঙ্গা যোগমায়াকে নিজ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আবরণের জন্য বিস্তার করিলেন। জনমোহিনী অর্থাৎ এস্থলে 'জন'শব্দে যাহারা আমার সেবা ব্যতীত সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় আমি দিলেও নেন না, এইরূপ ভক্তগণকেই বুঝায়, তাহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইলে তাহা আবরণ করিতে যাহার শক্তি—তাহাই যোগমায়া।

অথবা যাহারা জন্মদান করিয়াছেন এমন যে মাতা পিতা ঐ উভয়ের মোহিনী যোগমায়াকে বিস্তার করিলেন।

এস্থলে শ্রীস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন আমি প্রসন্ন হইলে মাতা পিতার কি আমা বিষয়ে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান দুর্ল্লভ হইবে? কিন্তু আমাতে পুত্রবুদ্ধিতে যে বাৎসল্য প্রেম তাহাই দুর্ল্লভ' ইহা ভগবৎ অভিপ্রায়। অতএব মাতা পিতাকে বাৎসল্য-রস আস্বাদন করাইবার জন্য অগ্রিম শ্লোকসমূহেও তাহাদের সম্বন্ধে 'শ্রীকৃষ্ণের কপট উক্তি দোষাবহ নহে' ইহাই জানিবেন ॥ ১ ॥

———

উবাচ পিতরাবেত্য সাগ্রজঃ সাত্বতর্ষভঃ।
প্রশ্রয়াবনতঃ প্রীণন্নম্ব তাতেতি সাদরম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সাগ্রজঃ (অগ্রজেন বলদেবেন সহিতঃ) সাত্বতর্ষভঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পিতরৌ এত্য (তয়োঃ সমীপমাগত্য) প্রশ্রয়াবনতঃ (বিনয়নম্রঃ সন্) অম্ব, (হে মাতঃ,) তাত, (হে পিতঃ,) ইতি প্রীণন্ (প্রীণয়ন্) সাদরং (ব্রুবন্) উবাচ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তখন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত পিতা মাতার নিকটে আসিয়া বিনয় নম্রভাবে 'হে মাতঃ, হে পিতঃ,' এইরূপ প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

———

নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োরপি।
বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাঃ পুত্রাভ্যামভবন্ কৃচিৎ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, (হে পিতঃ,) অস্মত্তঃ (অস্মন্নিমিত্তং) নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োঃ (নিত্যম্ উদ্বিগ্নয়োঃ) অপি যুবয়োঃ পুত্রাভ্যাং (আবাভ্যাং কৃত্বা) কৃচিৎ (কদাচিদপি) বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাঃ (বাল্যাদি-তত্তদবস্থানুভবসুখানি) ন অভবন্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে পিতঃ, আপনারা উভয়ে আমাদের নিমিত্ত চিরদিন উদ্বিগ্ন থাকায় কখনও পুত্রের বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোর দশা দর্শন-জনিত সুখ অনুভব করিতে পারেন নাই ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মত্তঃ অস্মদ্ধেতোর্নিত্যমুৎকণ্ঠিতয়োরপি যুবয়োঃ পুত্রাভ্যামাবাভ্যাং কৃত্বা বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাস্তত্তদবস্থানুভবলালনাদিসুখানি। পুংস্ত্বমার্ষম্। "ননু ক্ব চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনা"বিতি পুরস্ত্রীণামুক্তেঃ কথং কৈশোরস্যাতীতত্বমুচ্যতে। "কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। কৈশোরমাপঞ্চদশাৎ যৌবনন্তু ততঃ পর"মিতি বচনাৎ। পঞ্চদশবর্ষপর্য্যন্তমেব কৈশোরং কৃষ্ণস্ত্বেকাদশবর্ষবয়া এব কংসং জঘান। "একাদশসমাস্তত্র গূঢ়োঽর্চ্চিঃ সবলোঽবস"দিত্যুদ্ধবোক্তের্ব্রজভূমাবুপনয়নাভাবাচ্চেত্যতস্তদানীং তয়োঃ কৈশোরস্যারম্ভ এব নতু শেষোঽপীতি, সত্যং যদ্যপি সামান্যতো বয়োগণনা ঈদৃশ্যেব তথাপি "কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোব্রজে। অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরঞ্জসে"ত্যুক্তে রাজকুমারাদপি কৃচিৎ কৃচিদতিসুখিনি পৌগণ্ডবয়স্যপি শরীরবৃদ্ধিমতিকৈশোরচেষ্টাদর্শনাৎ, কৃষ্ণে তু কৈমুত্যপ্রাপ্তের্বৈষ্ণবতোষণী ভক্তিরসামৃতানন্দবৃন্দাবনাদিমতমনুসৃত্যৈবং ব্যবস্থেয়ম্। মাসচতুষ্টয়াধিকবর্ষত্রয়স্যৈব কৃষ্ণে পঞ্চবর্ষীয়মাণত্বাৎ তৎপ্রমাণং প্রথমং বয় এব কৌমারং, তত্র কৃষ্ণস্য মহাবনে স্থিতিঃ, ততঃ পরমষ্টমাসাধিকষড়্‌বর্ষপর্য্যন্তং বয়ঃ পৌগণ্ডং, তত্র বৃন্দাবনে স্থিতিঃ। ততঃ পরং দশবর্ষপর্য্যন্তং কৈশোরং, তত্র নন্দীশ্বরে স্থিতিঃ। ততঃ সপ্তমে মাসি চৈত্রে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং মথুরাগমনং, চতুর্দ্দশ্যাং কংসবধ ইতি। তত্র দশবর্ষস্তু শেষ কৈশোরং তত্রৈব নিত্যস্থিতিরতস্তদনন্তরং সর্ব্বকালমেব তস্য কৈশোরমেব জ্ঞেয়ম্। "কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীণা লিলিল্যুস্তত্র তত্র হে"তি কিশোরস্য প্রদ্যুম্নস্যাগমনে তৎ "সাম্যাবগমাৎ সন্তং বয়সি কৈশোর" ইতি সামান্যোক্তেশ্চ, আগমাদিষ্বপি বিংশাক্ষরাদিমন্ত্রাণাং দ্বারকালীলাময়ধ্যানেষ্বপি তথা দৃষ্টেশ্চ। তস্মাৎ

কংসবধদিনে তস্য কৈশোরাপগমঃ কৈশোরানপগমশ্চেতি কৃষ্ণস্য পুরস্ত্রীণাং চ বাক্যং সঙ্গচ্ছতে স্ম ॥৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ মাতা-পিতাকে বলিতেছেন—আপনারা আমাদের জন্য নিত্য উৎকণ্ঠিত হইলেও আমরা—পুত্রদ্বয় হইতে বাল্য পৌগণ্ড ও কৈশোর অবস্থার লালনপালনাদি সুখ অনুভব করিতে পারেন নাই। এস্থলে পুংলিঙ্গ ঋষি প্রয়োগ।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে কংসরঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণ বলরামকে দেখিয়া পুরস্ত্রীগণ বলিয়াছিলেন—'কোথায় পর্ব্বত আকার মল্লযোদ্ধাগণ, আর কোথায় অতিসুকুমার কৃষ্ণ বলরাম এখনও যৌবন প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ সমীচীন নহে'। এই উক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণ কথিত ব্রজে কৈশোর অতিক্রম কিভাবে সম্ভব হয়?

প্রাচীন উক্তিতে আছে—কৌমারকাল পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত, পৌগণ্ড দশমবর্ষ পর্য্যন্ত, কৈশোর পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত, তৎপরে যৌবন কাল। তাহা হইলে পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্তই কৈশোর বয়স। কৃষ্ণ কিন্তু একাদশ বর্ষ বয়সেই কংস বধ করিলেন, ইহা শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের বাক্যে পাওয়া যায়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত ঐশ্বর্য্য গোপন করিয়া একাদশ বর্ষ বাস করিয়াছিলেন, আর ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের উপনয়ন হয় নাই, ক্ষত্রিয় বালকের দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন বিধি, অতএব তখন কৃষ্ণ-বলরামের কৈশোর আরম্ভ বা শেষও হয় নাই, ইহার সমাধান কি? ইহার সমাধান এই— যদিও সাধারণভাবে বয়স গণনা এইরূপই তথাপি শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিত! কৃষ্ণ ও বলরাম অল্পকাল মধ্যেই ব্রজে হামাগুড়ি না দিয়া হাঁটিতে শিখিলেন। তাহা সামর্থ্য অধিকেই সম্ভব, আর রাজপুত্র বলিয়া কখন কখনও ভোগসুখে পৌগণ্ড বয়সেও শরীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কৈশোরের আচরণ দেখা যায়। অতএব কৃষ্ণ সম্বন্ধে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ইত্যাদি পূর্ব্ব মহাজনগণের গ্রন্থানুসারে এইরূপ ব্যবস্থা। শ্রীকৃষ্ণের তিন বৎসর চার মাস বয়সে পঞ্চবর্ষের ন্যায় কৌমার কাল অতীত হইয়াছিল, ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণের গোকুল মহাবনে স্থিতি। তৎপরে ছয় বৎসর আট মাস পর্য্যন্ত পৌগণ্ডবয়সে শ্রীবৃন্দাবনে স্থিতি। তৎপরে দশবর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর বয়সে নন্দীশ্বরে স্থিতি। তৎপরে সপ্তম চৈত্র মাসে কৃষ্ণত্রয়োদশীতে মথুরা আগমন, চতুর্দ্দশীতে কংসবধ। অতএব দশবর্ষ বয়সেই শ্রীকৃষ্ণের শেষ কৈশোর, ঐরূপে নিত্যস্থিতি এবং তৎপরে সর্ব্বকালই শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়স জানিতে হইবে।

শ্রীদ্বারকালীলাতেও শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়সের উল্লেখ পাওয়া যায়—প্রদ্যুম্ন যখন শম্বরাসুরকে বধ করিয়া রতি দেবীর সহিত কৈশোর বয়সে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন, তাহাকে দেখিয়া রুক্মিণী ব্যতীত অন্য শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একই বয়স দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া লজ্জায় লুক্কায়িত হইতে থাকিলেন।

আগমাদি শাস্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণের বিংশ অক্ষর আদি মন্ত্রের ধ্যানে দ্বারকালীলায় ঐরূপ কৈশোর বয়স বর্ণন দেখা যায়, অতএব কংসবধ দিনে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়স গত হওয়া ও না হওয়া, কৃষ্ণের ও পুরস্ত্রীগণের উভয়বাক্য সমাধান হইল ॥ ৩ ॥

ন লব্ধো দৈবহতয়োর্বাসো নৌ ভবদন্তিকে।
যাং বালাঃ পিতৃগেহস্থা বিন্দন্তে লালিতা মুদম্ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ আবামেব দৈবহীনাবিত্যাহ) দৈবহতয়োঃ (বিধিবিড়ম্বিতয়োঃ) নৌ (আবয়োঃ) ভবদন্তিকে (ভবতোঃ সমীপে) বাসঃ (স্থিতিরপি) ন লব্ধঃ, (ন প্রাপ্তঃ) পিতৃগেহস্থাঃ (পিতৃ-গৃহস্থিতাঃ) লালিতাঃ বালাঃ যাং মুদং (সুখং) বিন্দতে (লভন্তে সা মুদমপি ন লব্ধা ইতিঃ শেষঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—আমাদেরও দৈব বিড়ম্বনাহেতু আপনাদের নিকটে বাস ঘটে নাই এবং পিতৃ-গৃহস্থিত বালগণলভ্য সুখও অনুভূত হয় নাই ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাবামেব ভাগ্যহীনাবিত্যাহ নেতি। দৈবহতয়োর্হতভাগ্যয়োর্ভাগ্যেন প্রাপ্তয়োরিতি বাস্তবোঽর্থঃ। তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী। বালাং যাং মুদং বিন্দন্তে সা চ ন লব্ধেতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আরও আমরা দুইজনই ভাগ্যহীন কারণ দৈবহত অর্থাৎ হতভাগ্য আমাদের ভাগ্যে পিতামাতারূপে আপনাদের

দুইজনকে প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই বাস্তব অর্থ। তৃতীয়ার অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি করা হইয়াছে। বালকগণ বাল্য-কালে মাতা পিতার নিকট হইতে যে আনন্দলাভ করে সে আনন্দও আমরা পাই নাই ॥ ৪ ॥

সর্ব্বার্থসম্ভবো দেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ।
ন তয়োর্যাতি নির্ব্বেশং পিত্রোর্মর্ত্ত্যঃ শতায়ুষা ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বার্থসম্ভবঃ (সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাদ্যর্থানাং সম্ভবো যস্মিন্ সঃ) দেহঃ (ইদং শরীরং) যতঃ (যাভ্যাং পিতৃ-মাতৃভ্যাং) জনিতঃ (উৎপাদিতঃ) পোষিতঃ (রক্ষিতশ্চ ভবতি) মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) শতায়ুষা (শতসম্বৎসরমাত্রেণায়ুষা অপি) তয়োঃ পিত্রোঃ (জনক-জনন্যোঃ) নির্ব্বেশং (নিষ্কৃতিং আনৃণ্যং) ন যাতি (ন প্রাপ্নোতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মাদি যাবতীয় অর্থসাধক এই শরীর যে পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন হইয়া রক্ষিত হয় মনুষ্য শতবর্ষ জীবন লাভ করিয়াও সেই পিতামাতার ঋণ মোচনে সমর্থ হয় না ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাদ্যর্থানাং সম্ভবো যস্মিন্ স দেহো যতো যাভ্যাম্। নির্বেশমানৃণ্যম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বার্থসম্ভব অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম ইহাদের উৎপত্তি যাহা হইতে, সেই দেহ যে মাতা পিতা হইতে পাওয়া গিয়াছে তাহার ঋণ সন্তান শোধ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

যস্তয়োরাত্মজঃ কল্প আত্মনা চ ধনেন চ।
বৃত্তিং ন দদ্যাৎ তং প্রেত্য স্বমাংসং খাদয়ন্তি হি ॥৬॥

অন্বয়ঃ—যঃ আত্মজঃ (পুত্রঃ) কল্পঃ (সমর্থঃ সন্ অপি) আত্মনা চ (দেহেন চ) ধনেন চ তয়োঃ (পিত্রোঃ) বৃত্তিং (জীবিকাং) ন দদ্যাৎ (ন সম্পা-দয়েৎ) তং (পুত্রং) প্রেত্য (লোকান্তরে যমদূতাঃ) স্বমাংসং (স্বস্যৈব মাংসং) খাদয়ন্তি হি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যে পুত্র সামর্থ্যসত্ত্বেও দেহ বা ধনদ্বারা পিতামাতার জীবিকা সম্পাদন করে না, পরলোকে যমদূতগণ তাহাকে তাহার নিজমাংসই ভক্ষণ করাইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যস্তু কল্পঃ সমর্থঃ শাস্ত্রবিধিনা দাতুং যোগ্যঃ, কর্ম্মবর্ত্মনি স্থিত ইতি যাবৎ। বৃত্তিং জীবিকাং, তং প্রেত্য মৃত্বা বর্ত্তমানং যমদূতাঃ স্বস্য তস্যৈব মাংসং বলাৎ তং খাদয়ন্তি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়া অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিমত বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে জীবিকা দান করিতে যোগ্য অর্থাৎ কর্ম্মমার্গে থাকিয়া মাতা-পিতাকে জীবিকা দান করে না মৃত্যুর পর যমদূতগণ তাহাকে তাহার নিজেরই মাংস বল পূর্ব্বক কাটিয়া তাঁহাকেই খাওয়ায় ॥ ৬ ॥

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাং সাধ্বীং সুতং শিশুম্।
গুরুং বিপ্রং প্রপন্নঞ্চ কল্পোঽবিভ্রচ্ছ্বসন্ মৃতঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অপিচ) মাতরং পিতরং বৃদ্ধং (কুলবৃদ্ধং) সাধ্বীং ভার্য্যাং (পতিপরায়ণাং পত্নীং) শিশুং সুতং গুরুং বিপ্রং প্রপন্নং চ (আশ্রিতং জনঞ্চ) অবিভ্রৎ (অপুষ্ণন্) কল্পঃ (সমর্থঃ জনঃ) শ্বসন্ (জীবন্ অপি) মৃতঃ (মৃততুল্য এব) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সমর্থ পুরুষ মাতা, পিতা, কুলবৃদ্ধ, সাধ্বী স্ত্রী, শিশুপুত্র, গুরু, ব্রাহ্মণ এবং আশ্রিতজনের পালন না করিলে জীবিত অবস্থায়ও মৃততুল্য ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অবিভ্রৎ অপুষ্ণন্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অবিভ্রৎ অর্থাৎ পোষণ করে না ॥ ৭ ॥

তন্নাবকল্পয়োঃ কংসান্নিত্যমুদ্বিগ্নচেতসোঃ।
মোঘমেতে ব্যতিক্রান্তা দিবসা বামনর্চ্চতোঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ) অকল্পয়োঃ (অস-মর্থয়োঃ) নিত্যং কংসাৎ উদ্বিগ্নচেতসোঃ (উৎকণ্ঠিত-চিত্তয়োঃ) বাং (যুবাম্) অনর্চ্চতোঃ (অপূজয়তোঃ) নৌ (আবয়োঃ) এতে দিবসাঃ মোঘং (ব্যর্থমেব) ব্যতিক্রান্তাঃ (গতাঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—আমরা দুই জন এতদিন কংসের ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকায় অসামর্থ্য নিবন্ধন আপনাদের পূজা করিতে পারি নাই, অতএব আমাদের এই সমস্ত দিবস বৃথাই অতিবাহিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্মাৎ নৌ আবয়োঃ অকল্পয়োঃ। অত্রাকল্পশব্দঃ কেবলাসমর্থস্যৈব বাচকঃ। তত্র হেতুঃ কংসাদিতি। অতএব মোঘমিতি দোষোক্তিঃ। ন বিদ্যতে কল্পো যাভ্যাং তয়োঃ, কংসাৎ কংসমাকর্ণ্য যুদ্ধোৎসাহবশাৎ নিত্যমুদোরতএব বিগ্নচেতসোঃ পুরীং প্রতি চলিতচেতসোঃ। "ও বিজী ভয়চলনয়োঃ" মোঘমিত্যাদিঃ কাকুক্তিরিতি বাস্তবোঽর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ' সেই হেতু আমরা দুইজন অকল্প—অসমর্থ, এস্থলে অকল্প শব্দ কেবল অসমর্থ—এই অর্থই প্রকাশ করে। তাহার কারণ কংস হইতে ভয় পাইয়া আসিতে পারি নাই—ইহাই আমাদের দোষ। মোঘ অর্থাৎ আমাদের এই দিবসগুলি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে অকল্প অর্থাৎ আমরা দুইজন মাতাপিতার পালনে অসমর্থ। কংসাৎ অর্থাৎ কংসের দুষ্টতার কথা শুনিয়া যুদ্ধ করিবার উৎসাহ থাকিলেও নিত্য আনন্দের বিঘ্ন চিন্তা করিয়া মথুরা পুরীতে আসি নাই। উদ্বিগ্ন এস্থলে বিজী ধাতুর অর্থ ভয় ও চলন। মোঘং ইত্যাদি বাক্যগুলি শ্রীকৃষ্ণের দৈন্য উক্তি—ইহাই বাস্তব অর্থ ॥ ৮ ॥

তৎ ক্ষন্তুমর্হথস্তাত মাতর্নৌ পরতন্ত্রয়োঃ।
অকুর্ব্বতোর্বাং শুশ্রূষাং ক্লিষ্টয়োর্দুর্হৃদা ভৃশম্ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, (হে) মাতঃ, পরতন্ত্রয়োঃ (পরাধীনয়োঃ) দুর্হৃদা (শত্রুনা কংসেন) ভৃশম্ (অত্যর্থং) ক্লিষ্টয়ো (ব্যথিতয়োঃ অতএব) বাং (যুবয়োঃ) শুশ্রূষাং (সেবাম্) অকুর্ব্বতোঃ (অনাচরতোঃ) নৌ (আবয়োঃ) তৎ (অনর্চ্চনং) ক্ষন্তুং অর্হথঃ (সোঢ়ুং সমর্থৌ ভবথ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে পিতঃ, হে মাতঃ, আমরা পরাধীন এবং শত্রুকর্ত্তৃক অতিশয় উৎপীড়িত থাকায় আপনাদের সেবা করিতে পারি নাই, আপনারা আমাদের উক্ত অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—নৌ আবয়োঃ দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী। পক্ষে পরতন্ত্রয়োরিতি দুর্হৃদা কংসেন ক্লিষ্টয়োরিতি বামিত্যস্য বিশেষণে জ্ঞেয়ে ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নৌ অর্থাৎ আমরা দুইজনকে, এস্থলে দ্বিতীয়ার অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। অপর পক্ষে পরতন্ত্র আমাদের দুইজনের দুর্ভাগ্যের কারণ কংস কর্ত্তৃক আপনারা কষ্টভোগ করিলেন এখানে এই দুইটি পদ বিশেষণ অর্থে জানিবেন ॥ ৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
ইতি মায়ামনুষ্যস্য হরের্বিশ্বাত্মনো গিরা।
মোহিতাবঙ্কমারোপ্য পরিষ্বজ্যাপতুর্মুদম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—বিশ্বাত্মনঃ (সর্ব্বান্তর্য্যামিনঃ পরস্ত) মায়ামনুষ্যস্য (মায়য়া মনুষ্যরূপাশ্রিতস্য) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারয়া) গিরা (বাক্যেন) মোহিতৌ (মোহং গতৌ পিতরৌ) অঙ্কং আরোপ্য (তৌ কৃষ্ণ-বলদেবৌ অঙ্কে ধৃত্বা) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) মুদং (প্রীতিম্) আপতুঃ (প্রাপ্তবন্তৌ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, সর্ব্বান্তর্য্যামী মায়ামনুষ্য বিগ্রহ অর্থাৎ কারুণ্যময় নরাকার পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এবম্বিধ বাক্যে মোহিত হইয়া দেবকী এবং বসুদেব তাহাদিগকে ক্রোড়দেশে গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিয়া প্রীতি লাভ করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি এবং মায়া কপটং মনুষ্যেষু যস্যেতি গত্বাদি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি শ্রীকৃষ্ণের মায়া অর্থাৎ মনুষ্যলীলায় তিনি কপট ভাবেই এইরূপে মাতাপিতার সান্ত্বনা দিলেন ॥ ১০ ॥

সিঞ্চন্তাবশ্রুধারাভিঃ স্নেহপাশেন চাবৃতৌ।
ন কিঞ্চিদূচতূ রাজন্ বাষ্পকণ্ঠৌ বিমোহিতৌ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অশ্রুধারাভিঃ (নয়নজলধারাভিঃ) সিঞ্চন্তৌ (পুত্রৌ অভিষিক্তৌ কুর্ব্বন্তৌ) স্নেহপাশেন চ (স্নেহবন্ধনেন চ) আবৃতৌ (আচ্ছাদিতৌ) বাষ্পকণ্ঠৌ (বাষ্পোদ্গমেন রুদ্ধকণ্ঠৌ) বিমোহিতৌ (সন্তৌ তৌ) কিঞ্চিৎ (বাক্যং) ন ঊচতুঃ (ন বক্তুং সমর্থৌ বভূবতুঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তাঁহারা তৎকালে অশ্রু-

ধারায় পুত্রদ্বয়কে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, পরন্তু স্নেহপাশে আচ্ছাদন এবং বাষ্প উদ্‌গমে কণ্ঠাবরোধ হেতু বিমোহিত হইয়া অন্য কোন বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিলেন না ॥ ১১ ॥

এবমাশ্বাস্য পিতরৌ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মাতামহন্তূগ্রসেনং যদূনামকরোন্নৃপম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ দেবকীসুতঃ পিতরৌ (দেবকী-বসুদেবৌ) এবং (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) আশ্বাস্য মাতা-মহং উগ্রসেনং তু যদূনাং (যাদবানাং) নৃপং (রাজা-নম্) অকরোৎ (কৃতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পিতামাতাকে আশ্বস্ত করিয়া মাতামহ উগ্রসেনকে যদুগণের রাজা করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—এবমাশ্বাস্যেত্যাদিকং শ্রীনন্দস্য পরোক্ষ-মেব। মৎপুত্রং যুদ্ধশ্রান্তমেতে পরমানন্দমত্তাঃ স্নেহেন ভোজয়িতুমন্তঃপুরং নয়ন্তি, তন্নয়নন্তু অহন্তু সংপ্রতি পুত্রার্থে গতভীঃ স্বাবাসে এবাহ্নিকং কৃত্যং করবৈ ইত্যুক্ত্বা তেন তত্রৈব গতত্বাৎ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে পিতামাতাকে আশ্বাস দিয়া—'এই বাক্যগুলি শ্রীনন্দমহারাজের অসাক্ষাতেই। আমার পুত্র যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়াছে কিন্তু পরমানন্দ মত্ত হইয়া জানিতে পারে নাই—এইভাবে স্নেহ হেতু দেবকী বসুদেব কৃষ্ণবলরামকে ভোজন করাইবার জন্য অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছেন, এই লইয়া যাওয়ার কারণ বসুদেব ভাবিলেন আমি এখন পুত্রের জন্য ভয়হীন হইয়াছি। অতএব নিজের গৃহেই আহ্নিক-কৃত্য করিয়া ইহাদিগকে ভোজন করাইব এই ভাবিয়া বসুদেব নিজগৃহে পুত্রদ্বয়কে লইয়া গিয়াছেন ॥ ১২ ॥

আহ চাস্মান্ মহারাজ প্রজাশ্চাজ্ঞপ্তুমর্হসি।
যযাতিশাপাদ্‌যদুভির্নাসিতব্যং নৃপাসনে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তং উগ্রসেনং প্রতি) আহ (উবাচ) চ (হে) মহারাজ, (ত্বং) প্রজাঃ (অধীনজনান্) অস্মান্ আজ্ঞপ্তুম্ (আদেষ্টুম্) অর্হসি (যোগ্যো ভবসি, ননু ত্বমেবাজ্ঞাপয় ইত্যাহ) যযাতিশাপাৎ (যযাতেঃ রাজ্ঞঃ শাপবশাৎ) যদুভিঃ (যাদবজনৈঃ) নৃপাসনে (রাজসিংহাসনে) ন আসিতব্যং (ন উপ-বেষ্টব্যং ভবতো যাদবত্বেঽপি মদাজ্ঞয়া ন দোষ ইতি ভাবঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তিনি তাঁহাকে বলিলেন—হে মহারাজ, আমরা আপনার প্রজা, আপনি আমাদিগকে যথেচ্ছ আজ্ঞা করিতে সমর্থ ; যযাতির শাপে যাদবগণের সিংহাসনে উপবেশন নিষিদ্ধ, অতএব আমার সিংহা-সনে অধিকার নাই, আপনি যদিও যাদব তথাপি আমার আদেশহেতু আপনার কোন দোষ হইবে না ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবংস্ত্বমেব নৃপো ভব ত্বমেবা-স্মানাজ্ঞাপয়েতি মা বদেত্যাহ,—যযাতিশাপাদিতি। তব তু যাদবত্বেঽপি মদাজ্ঞয়া নাস্তি দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতঃপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রই কংস পিতা উগ্রসেনের নিকটে গিয়া বলিলেন—হে মহারাজ! আপনি আমাদের রাজা হউন, আপনিই আমাদিগকে আজ্ঞাদান করুন। যযাতির শাপ বশতঃ যদুবংশীয় আমাদের রাজ আসনে বসা উচিত নহে, তুমি কিন্তু যদুবংশ হইলেও আমার আদেশে রাজসিংহাসনে বসুন ইহাতে দোষ নাই ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৩ ॥

ময়ি ভৃত্য উপাসীনে ভবতো বিবুধাদয়ঃ।
বলিং হরন্ত্যবনতাঃ কিমুতান্যে নরাধিপাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(মম তাদৃশী শক্তির্নাস্তীতি চেত্তত্রাহ) ময়ি (শ্রীকৃষ্ণে) ভৃত্য (আজ্ঞাকারকে তত্রাপি) উপা-সীনে (ত্বদুপাসনাং কুর্ব্বতি সতি) বিবুধাদয়ঃ (দেবা-দয়ঃ অপি) অবনতাঃ (সন্তঃ) ভবতঃ বলিং (উপ-হারম্) হরন্তি (দাস্যন্তীত্যর্থঃ) অন্যে (ইতরে) নরাধিপাঃ (রাজানঃ) কিমুতঃ (বলিং হরন্তীত্যত্র কিং বক্তব্যং অবশ্যমেব দাস্যন্তীত্যর্থঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—আমি স্বয়ং আপনার আজ্ঞাপালক এবং উপাসক থাকিলে দেবগণও অবনতভাবে আপ-নাকে উপহার প্রদান করিবে, অন্য রাজগণের সম্বন্ধে আর কি বলিব ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—মম তাদৃশী শক্তির্নাস্তীতি চেত্তত্রাহ—ময়ি ভৃত্যে তত্রাপ্যুপাসীনে ত্বদুপাসনাং কুর্ব্বতি সতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন, বার্দ্ধক্য হেতু আমার সেইরূপ শক্তি নাই, তাহার উত্তরে বলি—আমি আপনার ভৃত্য থাকিতে ভয় কি ? আমি আপনার নিকটে থাকিয়া আপনার পূজা করিলে আর ভয় কি ? ১৪ ॥

সর্ব্বান্ স্বান্ জ্ঞাতিসম্বন্ধান্ দিগ্ভ্যঃ কংসভয়াকুলান্।
যদু বৃষ্ণ্যন্ধক-মধু-দাশার্হ-কুকুরাদিকান্ ॥ ১৫ ॥
সভাজিতান্ সমাশ্বাস্য বিদেশাবাসকর্শিতান্ ।
ন্যবাসয়ৎ স্বগেহেষু বিত্তৈঃ সন্তর্প্য বিশ্বকৃৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) বিশ্বকৃৎ (বিশ্বকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণঃ) কংসভয়াৎ গতান্ (পলায়িতান্) যদু-বৃষ্ণ্যন্ধক-মধু-দাশার্হ-কুকুরাদিকান্ (যাদবাদীন্) সর্ব্বান্, বিদেশাবাসকর্ষিতান্ (প্রবাসক্লিষ্টান্) স্বান্ জ্ঞাতিসম্বন্ধান্ (স্বান্ জ্ঞাতীন্ সম্বন্ধান্ চ) দিগ্ভ্যঃ (নানা-দিগ্দেশেভ্যঃ) সমাশ্বাস্য (আনয়িত্বা) সভাজিতান্ (সমর্চিতান্ তান্) বিত্তৈঃ (ধনাদিভিঃ) সন্তর্প্য (প্রীণয়িত্বা) স্বগেহেষু (নিজ-নিজ-গৃহেষু) ন্যবাসয়ৎ (সংস্থাপিতবান্) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিশ্বকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ কংসভয়ে পলায়িত যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ, কুকুর প্রভৃতির বংশোদ্ভব প্রবাস-বাসপীড়িত নিজ জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণকে নানা দেশ হইতে আনয়ন করিয়া সম্মান সহকারে অর্থাদিদ্বারা প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে সংস্থাপিত করিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ-ভুজৈর্গুপ্তা লব্ধমনোরথাঃ ।
গৃহেষু রেমিরে সিদ্ধাঃ কৃষ্ণ-রাম-গতজ্বরাঃ ॥ ১৭ ॥
বীক্ষন্তোঽহরহঃ প্রীতা মুকুন্দ-বদনাম্বুজম্ ।
নিত্যং প্রমুদিতং শ্রীমৎ সদয়-স্মিত-বীক্ষণম্ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ-ভুজৈঃ (তয়োঃ ভুজ-বলেন) গুপ্তাঃ (রক্ষিতাঃ) লব্ধমনোরথাঃ (প্রাপ্ত-কামাঃ) সিদ্ধাঃ (পূর্ণাঃ) কৃষ্ণ-রাম-গতজ্বরাঃ (কৃষ্ণ-রামাভ্যাং গতো নিবৃত্তো জ্বরঃ তাপো যেষাং তে) প্রীতাঃ অহরহঃ (প্রতিদিনং) নিত্যং প্রমুদিতং (সদা হর্ষযুক্তং) সদয়-স্মিত-বীক্ষণং (সদয়-স্মিতং বীক্ষণং যস্মিন্ তৎ) শ্রীমৎ (কান্তিপূর্ণং) মুকুন্দ-বদনাম্বুজং (শ্রীকৃষ্ণমুখ-কমলং) বীক্ষন্তঃ (পশ্যন্তঃ সন্তঃ) গৃহেষু রেমিরে (বিহারঃ চক্রুঃ) ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা কৃষ্ণ ও বলদেবের ভুজবলে পরিরক্ষিত এবং স্বীয় অভীষ্টলাভে পরিপূর্ণকাম হইলেন। রাম-কৃষ্ণ হইতে তাঁহাদের যাবতীয় সন্তাপ দূরীভূত হইল এবং তাঁহারা প্রতিদিন প্রীতিসহকারে নিত্য প্রমুদিত কান্তিযুক্ত সহাসদৃষ্টিপূর্ণ মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া গৃহসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজসঃ ।
পিবন্তোঽক্ষৈর্মুকুন্দস্য মুখাম্বুজ-সুধাং মুহুঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তেষু মধ্যে) প্রবয়সঃ (বৃদ্ধাঃ) অপি অক্ষৈঃ (নেত্রৈঃ) মুহুঃ (নিরন্তরং) মুকুন্দস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মুখাম্ভোজ-সুধাং (বদনকমল-পীযূষং) পিবন্তঃ (আস্বাদয়ন্তঃ সন্তঃ) অতিবলৌজসঃ (অতি-শয়িতং বলং ওজশ্চ যেষাং তে) যুবানঃ আসন্ (তরুণাঃ অভবন্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ ছিলেন তাঁহারাও নিরন্তর স্বীয়নেত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বদনকমলসুধা পান করিতে করিতে অতিশয় বল ও ওজঃশালী তরুণভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রবয়সো বৃদ্ধা অপি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই স্থলে অবস্থিত প্রবয়সঃ—বৃদ্ধ ব্যক্তিগণও ॥ ১৯ ॥

অথ নন্দং সমাসাদ্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
সঙ্কর্ষণশ্চ রাজেন্দ্র পরিষ্বজ্যেদমূচতুঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—রাজেন্দ্র, (হে মহারাজ,) অথ ভগবান্ দেবকীসুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) চ সঙ্কর্ষণঃ নন্দং সমাসাদ্য (সম্প্রাপ্য) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য চ) ইদং উচতুঃ (কথয়ামাসতুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব নন্দ মহারাজের নিকট গমন ও আলিঙ্গন করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—বহুদিবসীয়কথাং কথয়িত্বা কংসবধদিবসস্য পরেদ্যবি কস্যাচিদতিমুখ্যায়াঃ দুরধিগমার্থায়াঃ কথায়াঃ কথনারম্ভবোধনায় অথশব্দঃ। নন্দং সম্যগাসাদ্যেতি তৎপুত্রত্বাভিমানবত্বেনৈবেত্যর্থঃ। দেবকীসুত ইতি দেবকীসুতত্বাভিমানমপি গূহন্নিত্যর্থঃ। ভগবানিত্যুভয়োঃ সমাধাত্রীং স্বীয়ামৈশ্বর্য্যশক্তিমেবাশ্রিত্যেতি ভাবঃ। সঙ্কর্ষণশ্চেতি "যদূনামপৃথগ্ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যপী"তি স্বনাম্নো ব্যুৎপত্তিং দর্শয়ন্নিতি ভাবঃ। পরিষ্বজ্যেতি প্রণামেঽবসরাপ্রাপ্তেরিতি ভাবঃ। তদবসরপ্রাপ্ত্যভাবশ্চ তয়োর্দর্শনমাত্রেণৈব অর্গলোপমাভ্যাং ভুজাভ্যাং শ্রীনন্দেনানন্দসমুদ্রনিমগ্নেন যুগপদেবোদ্ধৃত্যাতিবিস্তীর্ণে স্ববক্ষসি তয়োর্দ্বয়োরেব ধারণাৎ। অতস্তয়োরত্র পরিষঙ্গকর্ম্মত্বেনৈব পরিষ্বঙ্গকর্ত্তৃত্বমভূদিতি বুধ্যতে। উচতুরিতি। তদনন্তরমুপবিষ্টে ব্রজরাজে তদাসনমধ্যাস্য তদ্ভুজাশ্লিষ্টাবেব তৌ সংপ্রশ্নোত্তরবৃত্তবহুবৃত্তান্তকথনানন্তরমিদং সবিনয়ং সান্তঃ সঙ্কোচং যাদবজনতোঽপরোধজ্ঞাপনপূর্ব্বকং সাশ্বাসং সসান্ত্বমমূচতুঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বহু দিবসীয় কথা বলিয়া কংসবধের পরদিনে কোন এক অতি মুখ্য দুরধিগম্য অর্থের কথা বলিবার আরম্ভ জানাইবার জন্য শ্রীশুকদেব গোস্বামিচরণ 'অথ' শব্দ দিয়া নূতন প্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজের সম্পূর্ণ নিকটে আসিয়া তাহারই পুত্র এই অভিমান ভরে বলিতেছেন—নিজের দেবকীপুত্র অভিমান গোপন করিয়া। ভগবান এই বিশেষণ বলার উদ্দেশ্য উভয় পক্ষ সমাধানকারিণী নিজ ঐশ্বর্য্যশক্তিকেই আশ্রয় করিয়া, ইহাই ভাবার্থ। সঙ্কর্ষণও এই নিজনামের ব্যুৎপত্তি দেখাইতেছেন, যদুগণের সহিত গোপগণের অভেদভাব দেখাইবার জন্য নন্দমহারাজকে আলিঙ্গন করিয়া অর্থাৎ প্রণাম করিবার অবসর না পাইয়া, অবসর না পাওয়ার কারণ কৃষ্ণ ও বলরামের দর্শনমাত্রেই শ্রীনন্দমহারাজ অনর্গলের ন্যায় দুই বাহু প্রসারণ করিয়া আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া একই কালে কৃষ্ণ ও বলরামকে নিজ অতি বিশাল বক্ষে ধারণ করিলেন। অতএব কৃষ্ণ বলরামের এই সময়ে আলিঙ্গনের কর্ম্ম ও কর্ত্তা উভয়ই বুঝাইতেছে। ব্রজরাজ শ্রীনন্দ বলিতে লাগিলেন অতঃপর উপবেশন করিলে তাহার আসনে বসিয়া তাহার বাহুদ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াই উভয়ে প্রশ্নোত্তর ও বহুবৃত্তান্ত কথনের পর সবিনয়ে শান্ত সঙ্কোচে যাদবগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণবলরামের অবরোধ জ্ঞাপন পূর্ব্বক আশ্বাস বাক্যের সহিত সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

পিতর্যুবাভ্যাং স্নিগ্ধাভ্যাং পোষিতৌ লালিতৌ ভৃশম্।
পিত্রোরভ্যধিকা প্রীতিরাত্মজেষ্বাত্মনোঽপি হি ॥২১॥

অন্বয়ঃ—(হে) পিতঃ, (আবাং) স্নিগ্ধাভ্যাং (স্নেহযুক্তাভ্যাং) যুবাভ্যাং (নন্দযশোদাভ্যাং) ভৃশম্ (আত্মনোঽপ্যাধিক্যেন) পোষিতৌ (পালিতৌ) লালিতৌ (আদৃতৌ চ, নাশ্চর্য্যমেতদিত্যাহ) আত্মজেষু (পুত্রেষু) আত্মনঃ অপি (স্বদেহাদপি) পিত্রোঃ (জনক-জনন্যোঃ) অভ্যধিকা (বহুলা) প্রীতিঃ হি (স্নেহঃ ভবতি) ॥২১॥

অনুবাদ—হে পিতঃ, আপনি এবং যশোদা দেবী স্নেহশীল হইয়া নিজ হইতেই অধিক ভাবে আমাদের লালন পালন করিয়াছেন, জনক জননীর পুত্রের প্রতি নিজ শরীর অপেক্ষাও অধিক প্রীতি বর্ত্তমান বলিয়া আপনাদের পক্ষে এইরূপ করা আশ্চর্য্য হয় নাই ॥২১

বিশ্বনাথ—প্রথমং জ্যেষ্ঠত্বাদ্বলদেব আহ—দ্বাভ্যাম্। হে পিতর্যুবাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যাং যশোদানন্দসংজ্ঞাভ্যামিত্যর্থঃ। এতচ্চ যুক্তমেবেত্যাহ,—পিত্রোরিতি। আত্মনো দেহাদপি আত্মজেষ্বভ্যধিকা প্রীতিঃ স্যাদেব। পোষিতৌ লালিতাবিত্যত্র দ্বিবচনেন মিত্রপুত্রে ময়ি স্বপুত্রে কৃষ্ণে চ যুবয়োস্তুল্যবাৎসল্যস্য দৃষ্টত্বাৎ, যুবামেব যথা কৃষ্ণস্য তথা মমাপীত্যাবয়োর্দ্বয়োরপি পিতরাবিতি দ্যোতয়িত্বা যুবাং লালকৌ বিনা কোটিপ্রাণপ্রিয়তমং কৃষ্ণং ভ্রাতরং চ বিনাত্র পুর্য্যামপরিচিতয়োর্দেবকী-বসুদেবয়োঃ পিত্রোর্গৃহে ময়া স্থাতুং ন শক্যতে ইত্যনুদ্যোতিতম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবলদেব জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রথমে তিনি বলিতেছেন দুইটী শ্লোকদ্বারা—হে যশোদা ও নন্দনামক আপনারা দুইজন মাতা পিতা আমাদিগকে

অতি স্নেহভরে পোষণ ও লালন করিয়াছেন, ইহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। কারণ মাতা-পিতা নিজদেহ হইতেও আত্মজ সন্তান বিষয়ে অধিক প্রীতি করিয়া থাকেন। পোষিতৌ লালিতৌ এই দ্বিবচন প্রয়োগ করায় আপনার মিত্র বসুদেবের পুত্র আমাতে এবং আপনার নিজপুত্র কৃষ্ণেও আপনাদের সমান বাৎসল্য স্নেহ দেখা গিয়াছে, আপনারা দুইজনই যেমন কৃষ্ণের মাতা পিতা, সেইরূপ আমারও মাতা পিতা—এইভাব প্রকাশ করিয়া আপনারা লালন করিয়াছেন। কোটি-প্রাণ প্রিয়তম কৃষ্ণকে এবং আমি বলদেব আমাকে যে স্নেহ করিয়াছেন, তাহাতে দেবকী বসুদেব আমার পিতামাতা হইলেও কৃষ্ণকে ছাড়া এই মথুরাপুরীতে তাহাদের গৃহে আমি থাকিতে পারিব না—ইহাই শ্রীবলদেবের অন্তরের ভাব, এই সঙ্গে প্রকাশ করিলেন ॥ ২১ ॥

স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্ণীতাং স্বপুত্রবৎ।
শিশূন্ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্পৈঃ পোষরক্ষণে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(দেবকীবসুদেবয়োঃ পুত্রৌ যুবাং নাস্মৎপুত্রৌ ইত্যপি ন বাচ্যমিত্যাহ) পোষরক্ষণে (শিশূনাং বর্ধনে রক্ষণে চ) অকল্পৈঃ (অসমর্থৈঃ) বন্ধুভিঃ (স্বজনৈঃ পিত্রাদিভিঃ) উৎসৃষ্টান্ (ত্যক্তান্) শিশূন্ যৌ স্বপুত্রবৎ (নিজ তনয়বৎ) পুষ্ণীতাং (বর্দ্ধয়েতাং) সঃ (পোষণকর্ত্তা) পিতা (যাথার্থ্যেন পিতা ভবতি) সা চ (পোষণকর্ত্রী যাথার্থতঃ) জননী (ভবতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ শিশুর ভরণ-পোষণে অসমর্থ হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলে যাঁহারা নিজ পুত্রের ন্যায় তাঁহাকে পোষণ করেন তাঁহারাই প্রকৃত পিতা মাতা রূপে গণ্য ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভো বলভদ্র, সত্যমেব ত্বং বসুদেবস্য মন্মিত্রস্যৈবোরসঃ পুত্রোঽসি। স চ বিপন্মুক্তশ্চিরাৎ প্রাপ্তং স্বপুত্রং ত্বাং কথং ত্যক্তুং প্রভবিষ্যত্যতস্ত্বং সংপ্রতি স্বপিতুস্তস্যৈব গৃহে তিষ্ঠ, আবান্তু, ত্বদ্বিচ্ছেদবিদীর্ণং স্বহৃদয়ং বিবেকশিলয়া পিধায় কথঞ্চিজ্জীবিষ্যাবো নতু বসুদেবস্য সখ্যুর্দুঃখং দ্রষ্টুং প্রভবিষ্যাবো যত আবাং তব পোষকাবেব পিতরাবিতি চেত্তত্রাহ, স ইতি। তেষাং শিশূনাং স এব পিতা সৈব জননী। নত্বাধানকর্ত্তাপি পিতা স্বকুক্ষৌ ধৃতবত্যপি জননী। তাভ্যামুৎসৃষ্টানাং শিশূনাং যদি প্রাণা নিরয়াস্যদাস্তদা কেষাং তৌ পিতরাবভবিষ্যতামতঃ শিশুভিরপি বিবেকিভি পোষকাবেব পিতরৌ তাভ্যামপি সকাশাদ্বহুমাননীয়াবতো ময়া নাত্র স্থাতব্যং যদি স্বয়ং ব্রহ্মাপ্যাগত্য বদেত্তেনাপি মমায়ং হঠো ন শিথিলয়িতুং শক্যঃ। হন্ত হন্ত পিতুস্তব সঙ্গে কৃষ্ণো ব্রজং গত্বা সুখেন খেলিষ্যতি। অহন্তু কৃষ্ণবিচ্ছেদদাবদগ্ধো মথুরায়াং স্থাস্যামীতি সর্ব্বথৈব ন ভবেৎ, তস্মাদ্ভোঃ পিতরহং সশপথমেবেদং ব্রুবে। যদি কৃষ্ণো মাং হিত্বা তৎসঙ্গেন ব্রজং যাস্যতি তদা মে প্রাণাঃ সদ্য এব যাস্যন্তীতি স্বাভিপ্রায়ো দ্যোতিতঃ ॥২২

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনন্দমহারাজ যেন প্রশ্ন করিতেছেন—ওহে বলভদ্র! সত্যই তুমি আমার মিত্র বসুদেবেরই ঔরসজাত পুত্র হও, তিনিও বহুকালপরে বিপদমুক্ত হইয়া নিজপুত্র তোমাকে পাইয়াছেন, এখন কিরূপে তোমাকে আমার সহিত ছাড়িয়া দিতে পারিবেন? অতএব তুমি এখন নিজ পিতা বসুদেব গৃহেই থাক। যশোদা ও আমি তোমার বিচ্ছেদে নিজহৃদয়কে বিবেকশীলার উপর আছড়াইয়া কোন প্রকারে বিদীর্ণ হৃদয়ে বাঁচিয়া থাকিতে পারিব। কিন্তু আমার সখা বসুদেবের তোমাকে ব্যতীত তাহাদের যে দুঃখ, তাহা দেখিতে পারিব না। যেহেতু যশোদা ও আমি তোমার পোষণকারী মাতাপিতা, এইরূপ যদি বলেন, তাহার উত্তরে শ্রীবলদেব বলিতেছেন—তিনি পিতা তিনি জননী যাঁহারা অন্যের পরিত্যক্ত শিশুকে নিজপুত্রবৎ পোষণ করেন। পরিত্যক্ত শিশুদের তিনিই পিতা তিনিই জননী। পরন্ত যিনি বীর্য্যাধানকর্ত্তা পিতা বা নিজ উদরে ধারণ কারিণী তিনি মাতা নহেন। যদি ঐ পরিত্যক্ত শিশুদের প্রাণ বিগত হয়, তখন কে কাহার পিতা ও মাতা হইবেন? অতএব ঐ শিশুগণও জ্ঞানলাভ করিয়া পোষণ কর্ত্তা মাতা পিতাকেই জন্মদাতা মাতা পিতা হইতে অধিকসম্মান প্রদর্শন করে। অতএব আমি এই মথুরায় থাকিব না, যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও আসিয়া থাকিতে বলেন, তাহা হইলেও আমার এই প্রতিজ্ঞা নড়াইতে পারিবেন না। হায়! হায়! পিতা তোমার সঙ্গে কৃষ্ণ ব্রজে গিয়া সুখে খেলিবে, আর

আমি কৃষ্ণবিচ্ছেদরূপ দাবানলে দগ্ধ হইয়া মথুরায় থাকিব ইহা কোন প্রকারেই সম্ভব হইবে না। অতএব হে পিত! আমি শপথ করিয়া এই বলিতেছি—যদি কৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার সঙ্গে ব্রজে যায় তখন আমার প্রাণ সদ্যই বাহির হইয়া যাইবে। শ্রীবলদেব নিজ অভিপ্রায় এইভাবে ব্যক্ত করিলেন ॥২২॥

যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহ-দুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্ ॥২৩

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, (পিতঃ) যূয়ং ব্রজং যাত (গচ্ছত) বয়ং চ সুহৃদাং (ভবৎসখ্যাদিসম্বন্ধেনৈব পিত্রাদিতয়া মতানাং শ্রীবসুদেবাদীনাং) সুখং বিধায় (তত্তদভিলষিত-কর্ম্মসম্পাদনেন প্রীতিং সম্পাদ্য) স্নেহদুঃখিতান্ (অস্মৎ স্নেহবশাদ্বিরহদুঃখযুক্তান্) জ্ঞাতীন্ বঃ (যুষ্মান্) দ্রষ্টুং এষ্যামঃ (আগমিষ্যামঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে পিতঃ, আপনারা সম্প্রতি ব্রজে গমন করুন, আমরাও বসুদেবাদিসুহৃদ্গণের অভিলষিত কর্ম্মসকল সমাপন দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বিরহদুঃখকাতর জ্ঞাতি ভাবাপন্ন আপনাদিগকে দেখিতে যাইব ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ হন্ত! হন্ত! কিমহং করোমি। যদি বলদেবং নীত্বৈব ব্রজং যামি তদা ব্রজে মহাসুখং ভবিষ্যতি। কিন্ত্বত্র যাদবানাং বিশেষতো বসুদেবস্য মহাদুঃখং ভবিষ্যতি মমাপি মহাকলঙ্কো ভাবী। হাহা কংসেন মে সর্ব্বে পুত্রা হতাঃ যস্ত্বেকস্তদ্ধস্তাদপি রক্ষিতোঽবশিষ্টোঽভূদয়ং বলভদ্রস্তমপি নীত্বা নন্দো ব্রজং জগাম তন্মে নায়ং সখা, কিন্তু দৈবহতস্য মম দ্বিতীয়ঃ কংস এবেতি ভাবয়ন্নতিসন্তপ্তো বসুদেবঃ পরঃ সহস্রানভিশাপান্মে দাস্যতি, ততশ্চ মে কৃষ্ণস্যাপি কুতঃ কুশলমিতি ভাবনাসঙ্কটগ্রস্তং নন্দং কতিশঃ ক্ষণাংস্তূষ্ণীমেব স্থিতমালক্ষ্য তং যুক্ত্যা প্রবোধয়ন্ কৃষ্ণঃ সসান্ত্বনমাহ, যাতেতি। হে তাত, যূয়ং সংপ্রতি ব্রজং যাত। বয়মিত্যহং বলদেবো মধুমঙ্গলাদয়ঃ প্রিয়সখাশ্চ বো জ্ঞাতীন্ দ্রষ্টুমেষ্যামঃ সংপ্রতি কতিশো দিনান্যত্রৈব পুর্য্যাং বসেমেতি ভাবঃ। কদা আয়াস্যথেত্যত আহ,—বঃ সুহৃদাং বসুদেবাদীনাং সুখং বিধায়েতি যথা ত্বাং কলঙ্কো ন স্পৃশেৎ যথৈতেষাঞ্চ স্বপুত্রং বলদেবং প্রাপ্যাভিমত্য সংলাল্যাস্মদ্গৃহে স্থাস্যতীতি বিশ্বস্য সুখং ভবেত্তথা কৃত্বেত্যর্থঃ ॥২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতঃপর শ্রীনন্দ ভাবিতেছেন—হায়! হায়! আমি এখন কি করি। যদি বলদেবকে লইয়া ব্রজে যাই তবে ব্রজে মহাসুখ হইবে। কিন্তু এই মথুরায় যাদবগণের বিশেষত বসুদেবের মহাদুঃখ হইবে, আমারও মহা কলঙ্ক হইবে। বসুদেব ভাবিবেন হায়! হায়! কংস কর্ত্তৃক আমার সকলপুত্র মৃত হইয়াছে, আর একটি যে পুত্র তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইল এই বলভদ্র, তাহাকেও আমার মিত্র নন্দ ব্রজে লইয়া গেল, তাহা হইলে নন্দ আমার সখা নয়, কিন্তু ভাগ্যহীন আমার এই নন্দ দ্বিতীয় কংস এই রূপ ভাবিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া বসুদেব সহস্র সহস্র অভিশাপ আমাকে দিবেন। তাহা হইলে আমার কৃষ্ণেরও কোথায় কুশল? এই ভাবনা সঙ্কটগ্রস্ত হইয়া নন্দমহারাজকে কিছুকাল মৌন থাকিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজকে যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন—হে পিত! আপনারা সম্প্রতি ব্রজে গমন করুন—'বয়ম্' অর্থাৎ আমি, বলদেব ও মধুমঙ্গল আদি প্রিয় সখাগণ জ্ঞাতী আপনাদিগকে দেখিতে যাইব, সম্প্রতি কিছুদিন এই মথুরাপুরীতে বাস করিব, ইহাই ভাবার্থ। কখন আসিবে? ইহার উত্তরে বলিলেন—আপনাদের সুহৃদ্ বসুদেবাদির সুখ বিধান করিয়া আসিব যাহাতে আপনাকে কোন কলঙ্ক স্পর্শ না করে এবং যাহাতে তাহাদের নিজপুত্র বলদেবকে পাইয়া মনমত লালনাদিদ্বারা যখন জানিবেন বলদেব আমাদের গৃহে থাকিবে, এই বিশ্বাস জন্মাইলে তাহাদের সুখ হইবে, তখন আমরা ব্রজে যাইব ॥ ২৩ ॥

এবং সান্ত্বয্য ভগবান্ নন্দং সব্রজমচ্যুতঃ।
বাসোঽলঙ্কারকুপ্যাদ্যৈরর্হয়ামাস সাদরম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং (এবম্প্রকারেণ) সব্রজং (ব্রজবাসিভিঃ সহিতং) নন্দং সান্ত্বয্য (সান্ত্বয়িত্বা) বাসোঽলঙ্কারকুপাদ্যৈঃ (বাসঃ বসনং অলঙ্কারঃ ভূষণং কুপ্যানি সুবর্ণ-রজত-

ব্যতিরিক্ত-কাংস্যাদিপাত্রাণি তৎ প্রভৃতিভিঃ) সাদরং (আদরেণ সহ যথা স্যাৎ তথা) অর্হয়ামাস (পূজয়ামাস) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে নন্দ প্রমুখ ব্রজবাসিগণকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক বস্ত্র, অলঙ্কার এবং সুবর্ণ রজত ভিন্ন অন্যান্য ধাতু-পাত্রাদিদ্বারা সাদরে তাঁহাদের পূজা করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং সান্ত্বয্যেতি যদ্যত্র মম কতিচিদ্দিনবিলম্বো ভবেত্তদাপি ন ব্যাকুলী ভবিতব্যম্। মম তত্রৈব মনোঽস্ত্যত্রত্বেতদনুরোধেনৈব স্থিতিরিতি। সব্রজং ব্রজবাসিভিঃ সহিতং কুপ্যানি স্বর্ণরজতাতিরিক্তকাংস্যাদিপাত্রাণি তৎ প্রভৃতিভিঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনন্দমহারাজকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—পূর্ব্বোক্তভাবে যাদবগণকে সান্ত্বনা দিয়া যদি এই মধুপুরীতে আমার কিছুদিন বিলম্ব হয়, তাহা হইলেও আপনারা ব্যাকুল হইবেন না। আমার ব্রজেই মন আছে, এই মধুপুরীতে কেবল ইহাদের অনুরোধেই স্থিতি। ব্রজবাসিগণের সহিত শ্রীনন্দমহারাজকে স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন কাংস্যপাত্রাদি দিয়া বিদায় করিলেন ॥ ২৪ ॥

ইত্যুক্তস্তৌ পরিষ্বজ্য নন্দঃ প্রণয়বিহ্বলঃ।
পূরয়ন্নশ্রুভির্নেত্রে সহ গোপৈর্ব্রজং যযৌ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ভগবতা) ইতি (এবম্প্রকারম্) উক্তঃ (কথিতঃ) নন্দঃ প্রণয়বিহ্বলঃ (প্রীত্যা আকুলঃ সন্) তৌ (কৃষ্ণ-বলদেবৌ) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) অশ্রুভিঃ (নয়নজলৈঃ) নেত্রে (নয়নযুগলং) পূরয়ন্ (প্লাবয়ন্) গোপৈঃ সহ ব্রজং যযৌ (গতবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—নন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণে প্রণয়বশতঃ আকুল হইয়া তাঁহাদের দুইজনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুপ্লাবিত নয়নে গোপগণের সহিত ব্রজে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রণয়বিহ্বলঃ পুত্রবিচ্ছেদোত্থমূর্চ্ছাবিবশঃ, ব্রজং যযৌ, রাম-কৃষ্ণৌ তৌ তু শ্রীবসুদেবস্য গৃহমাগত্য সুখং বর্ত্তেতেস্মেতি, অত্র কেচিদ্রসজ্ঞাঃ প্রেম্ণোঽনুমাত্রমপ্যপচয়মসহমানা আক্ষিপন্তো বিবদন্তে ইতি তাংশ্চ সমাধিৎসামো ব্যাখ্যান্তরেণ তচ্চ যে উপাদিৎসতে ত এব উপাদদতাম্।

তত্রায়মাক্ষেপঃ। পিতর্যুবাভ্যামিত্যাদি শ্লোকপঞ্চকস্য যথাশ্রুতার্থঃ খলু প্রেমপ্রতিকূল এব স্পষ্টঃ। এতাবতা ব্যাখ্যানেনাপি ন প্রেমা স্থিরী ভবতি নন্দকৃষ্ণয়োর্মিথস্ত্যাগাৎ। তত্রাপি কৃষ্ণঃ খল্বীশ্বরো দুর্গমলীলো নন্দং পিতরমপি ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতু নাম। নন্দস্তু কৃষ্ণং ত্যক্ত্বা কথং ব্রজং গন্তুমশকৎ প্রাণকোট্যধিকপ্রেষ্ঠং তমপ্যপেক্ষ্য ব্রজে গোধনাদ্যপেক্ষৈব কিং তস্য দুস্ত্যজাভূৎ। মথুরাপ্রান্ত এব তাবৎ কালং কিং নাবসৎ। তদ্ব্যাখ্যানঞ্চৈবং শ্রীনন্দপ্রবোধনামাত্রোপক্ষীণং নতু রাম-কৃষ্ণয়োস্তাদৃশ্যেব মনসি নিষ্ঠা বাস্তবী। যতো রামোঽপি ব্রজমায়াস্যন্ দশমে বর্ণিতো নতু কৃষ্ণঃ। নিখিলান্ স্ববধ্যান্ শত্রূন্ দন্তবক্রপর্য্যন্তান্ হত্বা নিশ্চিন্তীভূয় যদ্ব্রজাগমনং পাদ্মোত্তরখণ্ডদৃষ্টং "যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্ কুরূন্ মধূন্ বে"তি প্রথমস্কন্ধীয় বাক্যজ্ঞাপিতং চ বর্ত্ততে তদপি ন প্রেমলক্ষণং সঙ্গময়তি।

তথাহি "তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ। সান্ত্বয়ামাসসপ্রেমৈর্বায়াস্য ইতি দৌত্যকৈ"রিতি শ্রীশুকোক্তৌ দৌত্যকৈর্দূতবাক্যৈরিতি টীকাকারাণাং ব্যাখ্যানং তত্র বহুবচনেন বহূনাং দূতানাং বাক্যেরেকস্যৈব বা দূতস্য আয়াস্যে, আয়াস্যে, আয়াস্যে অবশ্যমায়াস্যাম্যেবেতি পুনঃ পুনরুক্তেরিতি বুদ্ধ্যতে। কীদৃশৈঃ সপ্রেমৈঃ প্রেমসহিতৈরিতি দুর্ল্লঙ্ঘ্যাজ্ঞস্য রাজ্ঞো ধনুর্মখদর্শনার্থকনিমন্ত্রণানুরোধেনৈবাদ্য মথুরাং যুষ্মাং স্ত্যক্ত্বা যামি নতু স্বেচ্ছয়া। অতঃ শ্বো ধনুর্মখং দৃষ্ট্বা পরশ্ব আয়াস্যামি। তত্র যদি কার্য্যান্তরমাপতেত্তদপি শ্ব এব কৃত্বা পরশ্বস্তু শীঘ্রমায়াস্যাম্যেবেত্যেষোঽর্থএব কৃষ্ণস্য যদি বাঙ্মনসয়োঃ স্যাত্তদৈব তদ্বাক্যানাং প্রেমসহিতত্বং স্যাদন্যথা তু কপটসহিতত্বমেব। যথা "ন লব্ধো দৈবহতয়োর্বাসো নৌ ভবদন্তিকে। যাং বালাঃ পিতৃগেহস্থা বিন্দন্তে লালিতা মুদ"মিত্যাদি দেবকীবসুদেবমোহনার্থকানাং তদ্বাক্যানামিতি সন্তু বা তদ্বাক্যানি তাদৃশান্যেবঃ শ্রীশুকদেবঃ কথং সপ্রেমৈরিত্যনেন তানি বিশিনষ্টি স্ম। তস্মাদ্যদি জরাসন্ধাদি-দুষ্টদমনাদিনানাকৃত্যান্যনপেক্ষ্যৈব কংসবধপরদিন এব কৃষ্ণঃ শীঘ্রং ব্রজ-

মাগচ্ছেত্তদৈব তস্য গোপীনাং প্রেম্ণ্যপেক্ষা স্যাদন্যথা তূপেক্ষৈব সপ্রেমৈরিতি পদার্থশ্চালীক এব স্যাৎ। তস্মাদত্রোপপত্তিশ্চিন্তনীয়া।

অত্রেয়ং চিন্তা বসুদেবাদয়োঽপি প্রেমবন্তো ভবন্ত্যেবেত্যেষামপ্যপেক্ষা অনুচিতা নন্দাদয়স্তুসমোর্দ্ধ্ব প্রেমবন্তস্তেষামুপেক্ষা সর্ব্বথৈবানুচিতা। জরাসন্ধাদিদুষ্টবধ-শিষ্টপালনমপ্যবতার-প্রয়োজনমবশ্যং সম্পাদ্যম্। রুক্মিণ্যাদি পারিজাতাদ্যাহরণধর্ম্মপুত্রাদিসাহিত্যবিচিত্রচরিত্রাত্মিকা দ্বারিকাদিলীলাপ্যবশ্য-প্রকাশ্যা। ধনুর্মখং দৃষ্ট্বৈবায়াস্যামীতি গোপীষ্বাগমনং প্রতিশ্রুতঞ্চ সত্যং কার্য্যং, বহ্নি দাহেন কনকস্বরূপমিব মহাপ্রবাস-বিপ্রলম্ভ-প্রকাশিতং তাসামসমোর্দ্ধ্বপ্রেমস্বরূপঞ্চ মথুরা-দ্বারকাপ্রেমপরিকরমুখ্যমভিজ্ঞচূড়ামণিমুদ্ধবং দর্শয়িত্বা তস্যৈব প্রেম্ণঃ সর্ব্বোৎকর্ষশ্চ খ্যাপনীয় ইত্যাদ্যাবশ্যক নিখিল-কৃত্য-সমাধাত্রীমতর্কৈশ্বর্য্যাং স্বীয়-যোগমায়ায়াঃ শক্তিমাশ্রিত্য বলদেব-সহিত এব কৃষ্ণঃ শ্রীনন্দং পিতরমাসাদ্য তদৈব তেষাং নন্দাদীনাঃ স্বস্য চ দ্বৌ দ্বৌ প্রকাশাবাবির্ভাব্য প্রথমেন প্রকাশেন শ্রীনন্দং প্রতি "পিতর্যুবাভ্যা"মিতি শ্লোকত্রয়ং যদুবাচ তস্য "এবং সান্ত্বয্যে"তি তদুত্তরস্য শ্লোকদ্বয়স্য চ ব্যাখ্যা-কৃতৈব। তত্রৈব প্রকারান্তরেণ বর্ত্তমানৌ কৃষ্ণরামাবাহতুঃ পিতরিতি 'যুবাভ্যাং স্নিগ্ধাভ্যাং আবাং কৃষ্ণরামৌ দ্বাবপি পোষিতৌ লালিতৌ চে'তি যুবয়োরাবাং পোষ্যপুত্রাবেব নত্বাত্মজৌ কিমিত্যাবাভ্যাং ত্বং পৃচ্ছ্যসে তত্র তত্ত্বং ব্রূহি। অত্রত্যাস্ত নন্দস্য পৌষ্যপুত্রাবেবেত্যুগ্রসেনাদয়ঃ সর্ব্ব এব যাদবা শৃণ্বন্তি, অতএব দেবকী-বসুদেবৌ আবামাত্মজৌ মত্বা লালনাদিকং বহুতরং কৃত্বা মথুরায়ামত্রৈব বহুতরং নিরুদ্ধ্য রক্ষিতুমীহতে, ত্বৎ-সমীপমায়াতুমপি ন দদাতে, ত্বং তৎপ্রিয়সখোঽপি লৌকিকরীত্যা শ্বো ভোজনার্থমপি ন নিমন্ত্রিতঃ। অদ্যাপি তাং মিলিতুমপি কেঽপি যাদবা নায়ান্তি, আবাস্ত্বাতিতরামুদ্বিগ্নৌ তৈরলক্ষিতং বলাৎ পলায্যৈব ত্বৎসমীপমায়াতাবিতি ভাবঃ।

ননু ভো কৃষ্ণ, ত্বং পূর্ব্বজন্মনি বসুদেবস্য পুত্র আসীরেব "প্রাগয়ং বসুদেবস্য কৃচিজ্জাতস্তবাত্মজ" ইতি তন্নামকরণসময়ে গর্গেণোক্তং তেনৈব বসুদেবং প্রত্যপি তথৈবোক্তমিত্যনুমিমে। অতো বসুদেবস্ত্বাং গুণগণার্ণবমেতজ্জন্মন্যপি পুত্রত্বেনাভিমত্য জিঘৃক্ষতি বলদেবং স্বপুত্রং তু স্বগৃহং নেষ্যত্যেবেত্যহং জানে এব তৎ ত্বামপ্যহং পৃচ্ছামি এতেষাং বাচৈব ত্বং কিমাবাং পোষকৌ পিতরাবেব সংপ্রতি মন্যসে। আবয়োঃ কিং ত্বং পোষ্য এব পুত্রোঽভূস্তত্র কৃষ্ণঃ সাস্রমাহ,—পিত্রোঃ খল্বাত্মজেষ্বেব পুত্রেষু আত্মনো দেহাৎ জীবাত্মনশ্চাপি সকাশাদপ্যধিকা প্রীতির্ভবেৎ। যদ্যহং যুবয়োঃ পোষ্য এব পুত্রঃ আত্মজস্তদা কথমহং যুবয়োরাত্মপ্রাণকোটেরপি প্রিয়োঽভূবমতস্ত্বদ্বৈরিণাং বসুদেবাদীনাং মুখমপ্যতঃ পরং ন দ্রক্ষ্যামীতি ভাবঃ।

ননু ভো বৎস! বলদেব! তব কোঽভিপ্রায়স্তং ব্রূহীত্যত আহ,—স পিতেত্যাদি। তস্মাদহং বসুদেবস্য গৃহে ত্বাং কৃষ্ণঞ্চ হিত্বা নৈব স্থাস্যামি যদি স্বয়ং ব্রহ্মাপ্যাগত্য বদেদিতি পূর্ব্বব্যাখ্যাত এব ভাবঃ। ততশ্চ যদি বলদেবমপি নীত্বা ব্রজং যামি তর্হ্যেতে মহাদুঃখিনো ভবিষ্যন্তি। এতৈঃ স্বার্থপরৈর্মম্যি বৈরভাবঃ কৃত এব, অহন্ত বৈরং কথং করবাণীতি ক্ষণং চিন্তয়ন্তং ব্রজরাজং তৌ সত্বরমাহতুঃ যাতেতি। হে তাতেতি হে তাত, যূয়ং ব্রজং যাত বয়ঞ্চ ব্রজং যামঃ, ন চাত্র ক্ষণমপি বিলম্ব্যতামিতি ভাবঃ।

"জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ্দিব্যৌষধৈঃ কিং ফল"মিতি নীতিশাস্ত্রং জানাস্যেব তদপি স্বসাধুত্বেন যদ্দোষাং দুঃখগন্ধমপি সোঢ়ুং ন শক্নোষি তর্হি শৃণু যদ্ব্রূমহে ইত্যাহতুঃ জ্ঞাতীনিতি। বো যুষ্মাকং যাদবত্বেন জ্ঞাতীন্ বসুদেবাদীন্ দ্রষ্টুমেষ্যামঃ। সুহৃদাং তত্রত্যানাং সৌহার্দ্দবতাং জনানাং স্বদর্শন-দানাদিনা সুখং বিধায় ইতি তাভ্যামুক্তস্তৌ কৃষ্ণরামৌ বামদক্ষিণাভ্যাং ভুজাভ্যাং পরিষ্বজ্যৈব কৃপণঃ স্বধনমিব নতু স্বাঙ্গবিচ্যুতীকৃত্যেত্যর্থঃ। প্রণয়ানন্দবিবশঃ। অশ্রুভিরানন্দধারাভির্নেত্রে পূরয়ন্নেব কনকশকটমারুহ্য ব্রজং যযৌ। অতো যোগমায়াপ্রভাবাৎ পরস্পরালক্ষিত একো নন্দঃ কৃষ্ণবিযুক্ত এব ব্রজং যযাবন্যস্ত কৃষ্ণসংযুক্ত ইতি।

এবঞ্চ ব্রজস্থানামপি সর্ব্বেষাং গোপী-গোপ-পশ্বাদীনাং প্রকাশদ্বয়ীকরণাদেকে কৃষ্ণ-বিযুক্তেন নন্দেন সহ দুঃখসমুদ্রে নিমগ্না, অন্যে কৃষ্ণসংযুক্তেন নন্দেন মহানন্দসমুদ্রে নিমগ্না ব্রজ এব তত্র পরস্পরমলক্ষিতা অসংপৃক্তা এব বর্ত্তন্তে স্ম।

যথা দ্বারকায়াং নারদদৃষ্টপ্রকাশেষু একত্র কৃষ্ণং

লালয়ন্তী ভোজয়ন্তী দেবকী পরমানন্দনিমগ্না, তদৈবান্যত্র কৃষ্ণবিযুক্তা হন্ত, হন্ত, মৃগয়াং কৃত্বা অধুনাপি নায়াতঃ মৎপুত্রো ক্ষুধাতৃষ্ণা ব্যাকুল ইতি বদন্তী পরমদুঃখে নিমগ্নৈবেতি। যদুক্তং ভাগবতামৃতে,—"আশ্চর্য্যমেকদৈকত্র বর্ত্তমানানপি ধ্রুবম্। পরস্পরমসংপৃক্তস্বরূপাণ্যেব সর্ব্বথে"তি। 'যদ্যপি প্রকাশস্ত ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথ'গিত্যুক্তের্বস্তুতো ন প্রকাশানাং ভেদ স্তদপ্যভিমানচেষ্টাদীনাং লীলাশক্তিপ্রভাবাত্তেদস্তিষ্ঠত্যেবেতি, যোগমায়াবিভূত্যাধ্যায়ে বহুলাশ্বশ্রুতদেবোপাখ্যানে চ ব্যক্তী ভবিষ্যতীতি, প্রকাশদ্বয়স্য ক্রমেণ প্রয়োজনদ্বয়ং, যথা স্বীয়কনকস্যানর্ঘ্যস্য স্বরূপজ্ঞাপনার্থমেব যথা বহ্নিনা তৎসংদহ্যতে, তথৈব স্বীয়সর্ব্বপ্রেমপরিকরমুখ্যমপ্যুদ্ধবং দিব্যোন্মাদচিত্রজল্পাদিভি র্মহাচমৎকারময়ং ব্রজপ্রেম্ণ উৎকর্ষং জ্ঞাপয়িতুমেব প্রথমো বিয়োগময়ঃ প্রকাশঃ প্রকাশিতঃ। অতএব ব্রজং প্রত্যুদ্ধব এব প্রস্থাপয়িষ্যতে, স চ প্রায়স্তমেব বিয়োগময়ং প্রকাশং দৃষ্ট্বা মহাপ্রেমচমৎকারমাপ্নু ব"ন্নেতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবী"তি "নায়ং-শ্রিয়োঙ্গে"তি "আসামহো চরণরেণুজুষা"মিত্যাদিপদ্যৈস্তৎপ্রেম্ন এব সর্ব্বোৎকর্ষমুদ্ঘোষয়িষ্যতি। স এব প্রকাশঃ কুরুক্ষেত্রং গত্বা দেবকী-বসুদেবাদীন্ রুক্মিণ্যাদীংশ্চ স্বং দর্শয়িত্বা মহাপ্রেমচমৎকারং প্রাপয়িষ্যতি। বলভদ্রোঽপি ব্রজং গতস্তমেব প্রকাশং প্রেমোন্মাদময়ং দৃষ্ট্বা চমৎকারমাপ্স্যতীতি। ব্রজবিষয়কং স্বাশ্রয়কং প্রেমাণং নিশ্চলমেব জ্ঞাপয়িতুং দ্বিতীয়ঃ সংযোগময়ঃ প্রকাশঃ অতএব "বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিত"মিত্যত্রাহনী ইতি দ্বিবচনেন দ্বে অহনী ব্যাপ্যৈব বিচ্ছেদো ন তত ইতি জ্ঞাপিতম্,—উদ্ধবেনাপি "হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাম্। যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি ত"দিতি তদা বর্ত্তমানকাল এব প্রযুক্তঃ। তথা তেন ব্রজপ্রবেশে প্রথমং স সংযোগময় এব প্রকাশঃ সামান্যতো দ্রক্ষ্যতে। যদ্বক্ষ্যতে 'বাসিতার্থেতি যুদ্ধ্যদ্ভির্নাদিতং শুশ্মিভির্নৃষৈ'রিতি। "গোদোহশব্দাভিরবং বেণুনাং নিস্বনেন চে"তি "স্বলঙ্কৃতাভির্গোপীভির্গোভিশ্চ সুবিরাজিত"মিতি "তা দীপদীপ্তৈর্মণিভিবিরেজু রজ্জুবিকর্ষভুজকঙ্কণস্রজঃ। চলন্নিতম্বস্তনহারকুণ্ডলত্বিষৎকপোলারুণকুঙ্কুমাননা" সামান্যতো দ্রক্ষতে। "উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচন"মিত্যাদি কৃষ্ণসংযোগানন্দলক্ষণমিত্যেবং প্রকাশদ্বয়স্য প্রয়োজনং প্রমাণঞ্চোক্তম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে শ্রীনন্দমহারাজ পুত্র বিচ্ছেদজনিত মূর্চ্ছাতে বিবশ হইয়া কৃষ্ণবলরামকে দুই বাহুদ্বারা বক্ষে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ব্রজবাসিগোপগণের সহিত দুই চক্ষুতে অশ্রুধারা প্রবাহ ত্যাগ করিতে করিতে ব্রজে গমন করিলেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম শ্রীবসুদেবের গৃহে আসিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এস্থলে কোন কোন রসজ্ঞভক্তগণ প্রেমের বিন্দুমাত্রও অপচয় সহ্য করিতে না পারিয়া আক্ষেপের সহিত বিবাদ করেন, তাহাদিগকেও অন্যরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা সমাধান করিব—তাহা এই যাঁহারা প্রেমের অপচয় না ভাবিয়া উপচয় মনে করেন তাহারাই তাই মনে করুন। এস্থলে আক্ষেপ এই বলদেবের উক্তি ২১ হইতে ২৫ নম্বর পর্য্যন্ত পাঁচটি শ্লোকের সাধারণ অর্থ নিশ্চয়ই প্রেমের প্রতিকূলই ইহা স্পষ্ট। এই পর্য্যন্ত যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইল তাহা দ্বারাও প্রেমের স্থির হয় না, কারণ শ্রীনন্দমহারাজ ও কৃষ্ণের পরস্পর বিচ্ছেদ হেতু।

তাহার মধ্যেও কৃষ্ণ নিশ্চয়ই ঈশ্বর দুর্গম-লীলাময়। অতএব পিতা নন্দকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় থাকুন। শ্রীনন্দমহারাজ কিন্তু কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া কিরূপে ব্রজে যাইতে পারিলেন, প্রাণকোটি অধিক প্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া ব্রজে কেবল গোধনাদির জন্যই কি তাঁহার ব্রজে গমন? মথুরার শেষ সীমায় ঐ কাল পর্য্যন্ত কি বাস করিতে পারিলেন না? তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ—শ্রীনন্দমহারাজকে প্রবোধ দিয়া প্রীতি শেষ হইয়া গেল, কৃষ্ণ বলরামের কিন্তু মনের নিষ্ঠা ঐরূপই বাস্তব নয়। যেহেতু বলরামও পুনরায় ব্রজে আসিয়াছেন ইহা দশমস্কন্ধে বর্ণিত আছে কিন্তু কৃষ্ণ যান নাই। নিজের বধ যোগ্য সকল শত্রুগণকে দন্তবক্র পর্য্যন্তকে বধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যে আগমন করিয়াছিলেন তাহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত আছে দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধের বাক্য—'যর্হ্যম্বুজাক্ষ' ইত্যাদি পদ্যে যে জানানো হইয়াছে কৃষ্ণের মধুপুরীতে আসার কথা তাহাও প্রেমলক্ষণের সঙ্গতি হয় না আর

শ্রীশুকদেবের উক্তিতে—'তাস্তথাতপ্যতীঃ' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের সহিত সান্ত্বনা দিয়াছিলেন—আসিব এই বলিয়া দূত মুখে টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দূত বাক্যসমূহের দ্বারা এস্থলে বহুবচন প্রয়োগদ্বারা বহু দূতগণের বাক্যদ্বারা অথবা একজন দূতের বাক্যে আসিব আসিব আসিব অবশ্যই আসিব —এইরূপ পুনঃ পুনঃ উক্তিও বুঝায়।

প্রেমের সহিত বাক্য কিরূপ—তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে—রাজার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা যায় না, এরূপ কংসের ধনুর্যজ্ঞ দর্শনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণের অনুরোধেই অদ্য তোমাদের (গোপিদের) ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইতেছি নিজ ইচ্ছায় নহে। অতএব আগামী কল্য ধনুর্যজ্ঞ দেখিয়া পরশু আসিব। তার মধ্যে যদি অন্য কার্য্য আসিয়া পড়ে তাহা আগামী কল্য সমাধা করিয়া পরশু শীঘ্র আসিবই ইহাই অর্থ। শ্রীকৃষ্ণের যদি বাক্য ও মনের মধ্যে একতা থাকে তাহা হইলেই ঐ বাক্য সমূহের প্রেমযুক্ততা হয়, তাহা না হইলে ঐ বাক্যগুলি কপটতা পূর্ণ। যেমন বলদেব বসুদেবকে সান্ত্বনা কালে বলিয়াছেন আমরা হতভাগ্য বাল্যকাল হইতে পিতা মাতা আপনাদের সঙ্গে আমাদের বাস হয় নাই এবং বালকগণের পিতা মাতার গৃহে থাকিয়া, লালিত পালিত হইয়া যে আনন্দলাভ হয় তাহাও পাই নাই। এই সকল বাক্য দেবকী বসুদেবের মোহনের জন্য। হউক বা ঐ বাক্যগুলি ঐ রূপই। শ্রীশুকদেব কি কারণ প্রেমের সহিত এই বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব যদি জরাসন্ধাদি দুষ্ট দমন দ্বারা নানা কার্য্য অপেক্ষায় কংসবধের পরদিনই কৃষ্ণ শীঘ্র ব্রজে আসিতেন তাহা হইলেই ঐ ব্রজগোপীগণের প্রেমের অপেক্ষা আছে বুঝা যাইত, তাহা না হইলে উপেক্ষাই বুঝা যায়। সপ্রেম এই পদের অর্থও মিথ্যাই হয়। অতএব এস্থলে যুক্তি সমাধানের জন্য চিন্তার আবশ্যক।

এই স্থলে চিন্তা এই—বসুদেবাদিও প্রেমবানই হন, তাহাদেরও উপেক্ষা করা অনুচিত, নন্দ প্রভৃতি কিন্তু অসমোর্দ্ধ প্রেমবান্ তাহাদের উপক্ষো করা সর্ব্বপ্রকারেই অনুচিত। জরাসন্ধাদি দুষ্ট বধ ও শিষ্ট পালন অবতারের অবশ্য প্রয়োজন, ইহা সম্পাদন করা উচিত। রুক্মিণী বিবাহ, পারিজাত হরণ, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদির সহিত মিলন এই সকল বিচিত্র চরিত্রময় দ্বারকাদিলীলাও অবশ্য প্রকাশনীয়।

মথুরায় ধনুর্যজ্ঞ দেখিয়াই আসিব' এইপ্রকার গোপীগণের প্রতি প্রতিশ্রুতি দান ইহাও সত্য করা উচিত, স্বর্ণকে যেমন বহুবার অগ্নি দগ্ধ করিলে স্বর্ণের যেরূপ স্বরূপ প্রকাশ হয়, সেইরূপ গোপীগণের অসমোর্দ্ধ প্রেমের স্বরূপ মহা প্রবাস বিপ্রলম্ভদ্বারা প্রকাশ করিবার জন্য মথুরা দ্বারকালীলার প্রেমিক পরিকরগণের মধ্যে মুখ্য অভিজ্ঞ চূড়ামণি উদ্ধবকে গোপীপ্রেম দর্শন করাইয়া সেই প্রেমের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা প্রচার কর্ত্তব্য ইত্যাদি আবশ্যকীয় নিখিল কার্য্য সমাধান কারিণী অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যরূপিণী নিজ যোগমায়ার শক্তিকে আশ্রয় করিয়া শ্রীবলদেবের সহিতই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দমহারাজ পিতার নিকট আসিয়া তখনই সেই নন্দাদির নিকটে নিজের দুইটি দুইটি প্রকাশ আবির্ভাব করিয়া প্রথম প্রকাশ দ্বারা (২১নং পদ্য) 'হে পিত! আপনারা' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন এবং (২৪) 'এবং সান্ত্বয্য' এই পরের ২টি শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহার মধ্যেই প্রকারান্তরে অবস্থিত কৃষ্ণ ও বলরাম বলিতেছেন হে পিতা নন্দ! আপনারা অর্থাৎ যশোদা ও আপনি আমাদের অর্থাৎ কৃষ্ণ ও বলরামকে পোষণ ও লালন করিয়াছেন, আপনাদের দুই জনের আমরা পোষ্য পুত্রই, পরন্তু 'আত্মজ' নহে। আমাদিগকে আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহা বলুন? এই মথুরাস্থিত উগ্রসেনাদি সকল যাদবগণ বলিতেছেন—কৃষ্ণ বলরাম নন্দ মহারাজের পোষ্যপুত্রদ্বয়, অতএব দেবকী বসুদেব আমাদের দুইজনকে আত্মজ পুত্র মনে করিয়া এই মথুরাতেই অবরোধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আপনার নিকট আসিতেও দিতেছেন না, আপনি তাহাদের প্রিয়সখা হইলেও লৌকিক রীতিতে আগামীকল্য ভোজনের জন্যও নিমন্ত্রণ করিলেন না। আজও আপনার সহিত মিলিত হইবার জন্যও কোন যাদবই আসিতেছেন না, আমরা দুইজন ইহাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাদের অলক্ষ্যে বলপূর্ব্বক পলাইয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি ইহাই ভাবার্থ।

শ্রীনন্দ মহারাজ যদি বলেন ওহে কৃষ্ণ! তুমি পূর্ব্ব

জন্মে বসুদেবের পুত্রই ছিলে—ইহা তোমার নামকরণ সময়ে গর্গাচার্য্য আমার নিকট বলিয়াছেন, এই কারণেই হয়ত বসুদেবের নিকট গর্গাচার্য্য ঐরূপ বলিয়া থাকিবেন—ইহাই অনুমান করি। অতএব বসুদেব গুণসাগর তোমাকে এই জন্মেও পুত্ররূপে মনে করিয়া নিজপুত্র বলদেবের সহিত তাহার গৃহে তোমাকেও লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন—ইহাই আমি জানি। এখন তোমাকেও আমি জিজ্ঞাসা করি, যাদবগণের বাক্যেই তুমি কি আমাদিগকে পালক পিতা মাতাই সম্প্রতি মনে করিতেছ, আমাদের কি তুমি পোষ্যপুত্রই ছিলে ? তখন কৃষ্ণ সজল নয়নে বলিতেছেন—পিতা মাতার নিশ্চয়ই আত্মজাত পুত্রগণেই দেহ ও জীবাত্মা হইতে অধিক প্রীতি হয়, যদি আমি আপনাদের আত্মজ ও পোষ্যপুত্র তাহা হইলে আমি কিরূপে আপনাদের আত্মা হইতেও প্রাণকোটি হইতেও প্রিয় হইতে পারি ? অতএব আপনার বৈরী বসুদেবাদির মুখও ইহার পর দেখিব না ইহাই ভাবার্থ।

তখন শ্রীনন্দমহারাজ বলিতেছেন, হে বৎস বলদেব ! তোমার কি অভিপ্রায় তুমি বল (২২) স পিতা ইত্যাদি পদ্যে শ্রীবলদেব বলিতেছেন তাহা হইলে আমি, হে নন্দ তোমাকে ও কৃষ্ণকে ছাড়িয়া বসুদেবের গৃহে থাকিবই না, যদি স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়াও বলেন তাহাতেও না, ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার পর শ্রীনন্দ ভাবিতেছেন যদি কৃষ্ণ ও বলদেবকে লইয়া আমি ব্রজে যাই তাহা হইলে এই বসুদেবাদি যাদবগণ মহা দুঃখী হইবে এবং স্বার্থপর ইহারা আমার সহিত বৈরভাব করিবেই, আমি কিন্তু কিভাবে বৈরভাব করিব—ইহা কিছুকাল চিন্তা করিলে পর ব্রজরাজ নন্দমহারাজকে কৃষ্ণ বলরাম সত্বর বলিলেন-(২৩) "যাত ইতি" হে পিত ! আপনারা ব্রজে গমন করুন, আমরাও ব্রজে যাইতেছি, এস্থলে একক্ষণও বিলম্ব করিবেন না ইহাই ভাবার্থ। হে পিত ! নীতি শাস্ত্র জানেনই, তাহা হইলেও নিজ সাধুতা দ্বারা যদি যাদবগণের দুঃখগন্ধও সহিতে না পারেন তাহা হইলে শ্রবণ করুন, যাহা বলি, এই বলিয়া কৃষ্ণ বলরাম বলিতে লাগিলেন—আপনাদের যাদবগণ জ্ঞাতী বলিয়া বসুদেবাদিকে দেখিতে আসিব এবং মথুরাস্থিত সৌহার্দ্দ যুক্ত জনগণের নিজদর্শন দানাদিদ্বারা সুখবিধান করিয়া—ইহা শ্রীকৃষ্ণ বলরাম বলিলেন। তখন নন্দ মহারাজ কৃষ্ণ ও বলরামকে বাম ও দক্ষিণ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে জড়াইয়া কৃপণব্যক্তি যেমন নিজ ধনকে বুকে জড়াইয়া লইয়া যায় সেইরূপ নন্দমহারাজ কৃষ্ণ বলরামকে নিজ অঙ্গ হইতে না ছাড়িয়া লইয়া গেলেন। প্রীতির আনন্দে বিবশ হইয়া দুইনয়ন হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। এই অবস্থায় স্বর্ণরথে আরোহণ করাইয়া ব্রজে চলিলেন। অতএব যোগমায়া প্রভাবে পরস্পর অলক্ষিত ভাবেই একনন্দমহারাজ কৃষ্ণ বলরামকে লইয়া চলিলেন এবং অন্য নন্দমহারাজ কৃষ্ণছাড়াই ব্রজে চলিলেন অতএব ব্রজবাসিগণেরও সকলের গোপী গোপ পশু প্রভৃতির দুইটি প্রকাশ যোগমায়া করাইয়া একটি প্রকাশ কৃষ্ণ বিমুক্ত নন্দের সহিত দুঃখ সমুদ্রে নিমগ্ন, অন্য প্রকাশ কৃষ্ণ সংযুক্ত নন্দ মহারাজ মহা আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া ব্রজধামেই একই স্থলে পরস্পর পরস্পরকে না দেখিয়া না স্পর্শ করিয়াই অবস্থান করিতেছেন।

যেমন দ্বারকাতে শ্রীনারদমুনি কৃষ্ণের বহুপ্রকাশ দেখিয়াছিলেন—একস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীদেবী পরমানন্দ নিমগ্ন হইয়া লালন ও ভোজন করাইতেছেন, সেই সময়ে অন্যত্র দেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিযুক্ত হইয়া হায় ! হায় ! আমার পুত্র মৃগয়া করিতে গিয়া এখনও আসিতেছে না, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ব্যাকুল—এই বলিয়া পরম দুঃখে নিমগ্ন হইয়াছেন। যেমন ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন—ইহাই আশ্চর্য্য একই সময়ে বর্ত্তমান থাকিয়াও নিশ্চয়ই পরস্পর অসংযুক্ত স্বরূপ সমূহ সর্ব্বপ্রকারে বর্ত্তমান আছেন। লঘুভাগবতামৃতে বলিতেছেন যদিও প্রকাশ অর্থাৎ যাহাকে ভিন্ন বলিয়া গণনা করা যায় না তাহাও পৃথক্ নয়। বস্তুত প্রকাশ সমূহের মধ্যে ভেদ নাই তথাপি চেষ্টাও অভিমান ভেদ লীলাশক্তি প্রভাবেই আছে। যোগমায়া বিভূতি অধ্যায়ে বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব উপাখ্যানেও ভবিষ্যতে প্রকাশ হইবে, দুইটি প্রকাশে প্রয়োজন দুইটি ক্রমে বলা হইতেছে—যেমন নিজ দুর্ম্মূল্যস্বর্ণের স্বরূপ জানাইবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে দগ্ধ করা হয় সেইরূপই নিজ সর্ব্ব প্রেমপরিকর মুখ্য উদ্ধবকে ব্রজপ্রেমের দিব্য উন্মাদ চিত্রজল্প আদি দ্বারা

চমৎকারিতা ও উৎকর্ষতা জানাইবার জন্যই প্রথমতঃ ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগময় প্রকাশ দেখাইলেন। এই কারণেই উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইবেন, উদ্ধবও প্রায়ই সেই বিয়োগময় প্রকাশ দেখিয়া মহাপ্রেমচমৎকার প্রাপ্ত হইয়া 'এই গোপবধূগণ এই জগতে এই দেহ ধারণ করিয়াছেন' 'আশ্চর্য্য মহালক্ষ্মীও গোপীগণের ন্যায় ব্রজলীলা পাইবার আশায় তপস্যা করিয়াও পান নাই' 'আমি এই ব্রজগোপীগণের চরণরেণু সেবা করার সৌভাগ্যবান ব্রজের লতা গুল্ম হইবার আশা করি'—এই সকল পদ্যে ব্রজদেবীগণের প্রেমেরই সর্ব্বোৎকৃষ্টতা উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবেন।

সেই প্রকাশই কুরুক্ষেত্রে গিয়া দেবকী বসুদেব প্রভৃতি ও রুক্মিণী আদিকে নিজে দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রেম চমৎকারিতা প্রাপ্ত করাইবেন। বলদেবও ব্রজে গিয়া সেই কৃষ্ণ বিয়োগযুক্ত প্রকাশ ও প্রেম-উন্মাদময় চেষ্টা দেখিয়া চমৎকারিতা প্রাপ্ত হইবেন। ব্রজবিষয়ক নিজ আশ্রিত প্রেমকে নিশ্চলভাবে জানাইবার জন্য দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ সংযোগময় প্রকাশ যেমন-দুইদিন ব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগ-প্রাপ্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা গান করিয়া অতিবাহিত করিলেন। এস্থলে দুইদিন ব্যাপী তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ ছিল না ইহাই জানাইলেন। শ্রীউদ্ধবও ব্রজবাসিগণকে বলিলেন—রঙ্গমধ্যে সকল যাদবগণের শত্রু কংসকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, ব্রজে আসিয়া তিনি তাহা সত্য করিবেন। 'করোতি তৎ' এই স্থলে উদ্ধব বর্ত্তমানকাল প্রয়োগ করিয়াছেন। সেইরূপ উদ্ধব মহাশয় ব্রজে প্রবেশ করিয়াই প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগময় প্রকাশ সামান্যভাবে দেখিবেন, যাহা—'বাসিতার্থে' ইত্যাদি পদ্যে বলিবেন এবং গোদোহ শব্দাদি রবং বেণুনাং নিস্বনেন চ, স্বলংকৃতাভিঃ, ত্যা দীপদীপ্তৈর্ম্মণিভিঃ, 'উদ্গায়তীনাং'—ইত্যাদি কৃষ্ণসংযোগানন্দলক্ষণ এই প্রকাশদ্বয়ের প্রয়োজন ও প্রমাণ বলা হইল ॥ ২৫ ॥

———

অথ শূরসুতো রাজন্ পুত্রয়োঃ সমকারয়ৎ।
পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ যথাবদ্দ্বিজসংস্কৃতিম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অথ (অনন্তরং) শূরসুতঃ (বসুদেবঃ) পুরোধসা (গর্গাচার্য্যেণ) ব্রাহ্মণৈঃ চ (অন্যৈঃ বিপ্রৈশ্চ) যথাবৎ (যথাবিধানং) পুত্রয়োঃ (কৃষ্ণ-বলদেবয়োঃ) দ্বিজসংস্কৃতিং (উপনয়নং) সমকারয়ৎ (সম্পাদয়ামাস) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অনন্তর বসুদেব পুরোহিত গর্গমুনি এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বিধি অনুসারে পুত্রদ্বয়ের উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদন করিলেন ॥২৬॥

বিশ্বনাথ—পুরোধসা গর্গেণ দ্বিজসংস্কৃতিমুপনয়নম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরোহিত গর্গকর্ত্তৃক দ্বিজ-সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন কৃষ্ণবলরামের করান হইল ॥ ২৬ ॥

———

তেভ্যোঽদাদ্দক্ষিণা গাবো রুক্মমালাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ সম্পূজ্য সবৎসাঃ ক্ষৌমমালিনীঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ (বস্ত্রাভরণাদিভিঃ ভূষিতেভ্যঃ) তেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ) সম্পূজ্য (অর্চ্চয়িত্বা) স্বলঙ্কৃতাঃ (সম্যগ্ বিভূষিতাঃ) রুক্মমালাঃ (রুক্মস্য সুবর্ণস্য মালা বিদ্যন্তে যাসাং তাঃ) ক্ষৌমমালিনীঃ (ক্ষৌমবস্ত্রমালাবতীঃ) সবৎসাঃ (বৎসেন সহ বিদ্যমানাঃ) গাবঃ (গাঃ) দক্ষিণাঃ অদাৎ (দক্ষিণাত্বেন দদৌ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তিনি বস্ত্র ও আভরণাদি দ্বারা বিভূষিত ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগকে অলঙ্কার, সুবর্ণ, মাল্য এবং ক্ষৌমবস্ত্র মাল্যধারী সবৎস গোসমূহ দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষৌমবস্ত্রমাল্যবতীর্গাঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপনয়ন উৎসবে গাভীগণকে তসর কাপড় ও মালাদ্বারা সাজাইয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করা হইল ॥ ২৭ ॥

———

যাঃ কৃষ্ণ-রাম-জন্মর্ক্ষে মনোদত্তা মহামতিঃ।
তাশ্চাদদাদনুস্মৃত্য কংসেনাধর্ম্মতো হৃতাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—রাম-কৃষ্ণজন্মর্ক্ষে (রামকৃষ্ণয়োঃ জন্ম-নক্ষত্রে) যা মনোদত্তাঃ (যা এব গাবঃ মনসা দত্তা আসন্) কংসেন অধর্ম্মতঃ (অন্যায়েন) হৃতাঃ

(অপহৃতাঃ) তাঃ চ (গাঃ) অনুস্মৃত্য (স্মৃত্বা রাজগোষ্ঠাদাচ্ছিদ্য) মহামতিঃ (বসুদেবঃ) অদদাৎ (ব্রাহ্মণেভ্যো দত্তবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—রাম কৃষ্ণের জন্মদিনে ব্রাহ্মণগণকে মনে মনে যে সকল ধেনু প্রদত্ত হইয়াছিল, রাজা কংস ঐ সকল ধেনু অপহরণ করিয়াছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া মহামতি বসুদেব রাজগোষ্ঠ হইতে সেই সকল ধেনু আনয়নপূর্ব্বক বিপ্রগণকে প্রদান করিলেন ॥২৮॥

বিশ্বনাথ—মনসা দত্তা যা যাবত্য আসন্ কংসেনাপহৃতা ইতি। তা এব স্বীয়া রাজগোষ্ঠাদাচ্ছিদ্য অদদাৎ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে বসুদেব মনে মনে যে সকল কারাগারে বন্ধন অবস্থায় দান করিয়াছিলেন, পরে কংস যাহা অপহরণ করিয়া লইয়াছিল, সেই সকল গাভী কংস রাজার গোষ্ঠ হইতে বসুদেব ছিনাইয়া লইয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন ॥ ২৮ ॥

ততশ্চ লব্ধসংস্কারৌ দ্বিজত্বং প্রাপ্য সুব্রতৌ।
গর্গাদ্‌যদুকুলাচার্য্যোদ্‌গায়ত্রং ব্রতমাস্থিতৌ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ চ (তদনন্তরং) যদুকুলাচার্য্যাৎ (যদুবংশীয়পুরোহিতাৎ) গর্গাৎ (গর্গমুনেঃ) লব্ধসংস্কারৌ (প্রাপ্তোপনয়নসংস্কারৌ) সুব্রতৌ (রামকৃষ্ণৌ) দ্বিজত্বং প্রাপ্য গায়ত্রং ব্রতং (ব্রহ্মচর্য্যম্) আস্থিতৌ (অবলম্বিতবন্তৌ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যদুকুলাচার্য্য গর্গমুনির নিকট হইতে উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়া রাম-কৃষ্ণ উভয়ে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—গায়ত্রং ব্রহ্মচর্য্যম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গায়ত্র অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যব্রত কৃষ্ণ-বলরাম ধারণ করিলেন ॥ ২৯ ॥

প্রভবৌ সর্ব্ববিদ্যানাং সর্ব্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ।
নান্যসিদ্ধামলং জ্ঞানং গূহমানৌ নরেহিতৈঃ ॥ ৩০ ॥
অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ।
কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তিপুরবাসিনম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অথো (অনন্তরং) সর্ব্ববিদ্যানাং প্রভবৌ (উৎপত্তিস্থানভূতৌ) সর্ব্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) নরেহিতৈঃ (নরচেষ্টিতৈঃ) নান্যসিদ্ধামলং (স্বতঃ সিদ্ধং অমলং) জ্ঞানং গূহমানৌ (প্রচ্ছাদয়ন্তৌ সন্তৌ) গুরুকুলে (গুরুগৃহে) বাসং ইচ্ছন্তৌ কাশ্যং (কাশীদেশোৎপন্নম্) অবন্তীপুরবাসিনম্ (অবন্তীনগরস্থং) সান্দীপনিং নাম (সান্দীপনিনামানং গুরুম্) উপজগ্মতুঃ হি (গতবন্তৌ) ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নিখিল বিদ্যার আকর-স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর রাম-কৃষ্ণ মনুষ্যোচিত আচরণে স্বকীয় স্বতঃসিদ্ধ বিমল জ্ঞান গোপন করিয়া গুরুকুলে বাসের জন্য কাশীদেশজাত অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি নামক গুরুর নিকট গমন করিলেন ॥ ৩০-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অনন্যসিদ্ধং স্বাভাবিকং জ্ঞানং নরচেষ্টিতৈরেব যত আচ্ছাদয়ন্তাবথো অতএব গুরুকুলে ইত্যাদি ॥ ৩০-৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নিজ স্বাভাবিক অনন্যসিদ্ধ জ্ঞানকে নরলীলাদ্বারা আবরণ করিয়াছিলেন, তাহাই গুরুগৃহে গমন করিয়া শিক্ষা করিলেন ॥ ৩০-৩১ ॥

যথোপসাদ্য তৌ দান্তৌ গুরৌ বৃত্তিমনিন্দিতাম্।
গ্রাহয়ন্তাবুপেতৌ স্ম ভক্ত্যা দেবমিবাদৃতৌ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—দান্তৌ (ইন্দ্রিয়বৃত্তিদমনশীলৌ) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) গুরৌ (গুরুবিষয়ে) যথা (যথাবৎ) অনিন্দিতাম্ (উত্তমাং) বৃত্তিং (সেবাদিব্যবহারং) উপসাদ্য (প্রাপ্য) গ্রাহয়ন্তৌ (অন্যানপি তাং বৃত্তিং শিক্ষয়ন্তৌ) আদৃতৌ (সযত্নৌ সন্তৌ) ভক্ত্যা দেবং ইব (দেববৎ গুরুম্) উপেতৌ স্ম (উপগতৌ সেবিতবন্তৌ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—জিতেন্দ্রিয় রাম-কৃষ্ণ উভয়ে গুরুবিষয়ে অনিন্দিত আচরণ-গ্রহণপূর্ব্বক অন্যকেও তাদৃশ আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য যত্ন ও ভক্তি-সহকারে দেবতার ন্যায় গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

বিশ্বনাথ—যথাযথাবৎ। গুরৌ বৃত্তিম্ উপসত্তিং

অন্যান্ গ্রাহয়ন্তৌ শিক্ষয়ন্তৌ। উপেতৌ স্ম সেবিতবন্তৌ। গুরুণা তেনাপ্যাদৃতৌ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যথা অর্থাৎ যেমন যেমন গুরুগৃহে থাকাকালে ভোজনাদি লাভ হইত তাহাই নিজে গ্রহণ করিতেন এবং অন্যকেও গ্রহণ করিবার শিক্ষাদান করিতেন। শ্রীগুরুদেবকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং অন্যকেও শিক্ষা দিতেন ॥৩২॥

তয়োর্দ্বিজবরস্তুষ্টঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ।
প্রোবাচ বেদানখিলান্ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—গুরুঃ দ্বিজবরঃ (সান্দীপনিঃ) তয়োঃ (রাম-কৃষ্ণয়োঃ) শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ (শুদ্ধো ভাবো যাসু তাভিঃ অনুবৃত্তিভিঃ আনুগত্যৈঃ) তুষ্টঃ (প্রীতঃ সন্) সাঙ্গোপনিষদঃ (অঙ্গানি শিক্ষাদীনি তৈঃ উপনিষদ্ভিশ্চ সহিতান্) অখিলান্ (সর্ব্বান্) বেদান্ প্রোবাচ (উপদিদেশ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—গুরু সান্দীপনি তাঁহাদের শুদ্ধভাবযুক্ত আনুগত্যে সন্তুষ্ট হইয়া অঙ্গ ও উপনিষদ্ সকলের সহিত নিখিল বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং ধর্ম্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা।
তথাচান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড়্বিধাম্ ॥৩৪

অন্বয়ঃ—সরহস্যং (মন্ত্রদেবতাজ্ঞান-সহিতং) ধনুর্ব্বেদং ধর্ম্মান্ (মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রাণি) ন্যায়পথান্ (মীমাংসাদীন্) তত্রা আন্বীক্ষিকীং বিদ্যাং (তর্কবিদ্যাং) তথা চ ষড়্বিধাং (সন্ধি-বিগ্রহ-যানা-সনদ্বৈধাশ্রয়রূপাং ষট্প্রকারাং) রাজনীতিং চ (প্রোবাচেতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মন্ত্র-দেবতা-জ্ঞান-সহ ধনুর্ব্বেদ, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থ, তর্কবিদ্যা এবং ষড়্বিধ রাজনীতির উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—সরহস্যং মন্ত্রদেবতাজ্ঞানসহিতং ধর্ম্মান্ মন্বাদিশাস্ত্রাণি। ন্যায়পথান্ মীমাংসাদীন্। আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাম্। "সন্ধির্নাবিগ্রহো যানমানসং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ।" ইত্যমরোক্তাং ষড়্বিধাং রাজনীতিং তাবতীশ্চতুঃষষ্টিকলাঃ তাশ্চৈব তন্ত্রে দ্রষ্টব্যাঃ ॥৩৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সরহস্য অর্থাৎ মন্ত্র দেবতা জ্ঞান সহিত, ধর্ম্মসমূহ অর্থাৎ মনুস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র। ন্যায় পথসমূহ—মীমাংসা শাস্ত্রসমূহ, তর্কবিদ্যাসমূহ, সন্ধি-বিগ্রহ, যান-আসন, দ্বিবিধ আশ্রয়—এই ছয় প্রকার রাজনীতি সর্ব্বমোট চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যাও শিক্ষা করিলেন ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বং নরবরশ্রেষ্ঠৌ সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তকৌ।
সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সঞ্জগৃহতুর্নৃপ ॥ ৩৫ ॥
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ।
গুরুদক্ষিণয়াচার্য্যং ছন্দয়ামাসতুর্নৃপ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, সংযত্তৌ (একাগ্রচিত্তৌ) নরবরশ্রেষ্ঠৌ (দেবোত্তমৌ) সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তকৌ (সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং প্রবৃত্তি-নিমিত্তভূতৌ) তৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) সকৃন্নিগদমাত্রেণ (একবার-কথনমাত্রেণ) তৎসর্ব্বং (সর্ব্ববিদ্যাবিষয়কং জ্ঞানং) সংজগৃহতুঃ (লব্ধবন্তৌ) চতুঃষষ্ট্যা অহোরাত্রৈঃ তাবতীঃ (চতুঃষষ্টিসংখ্যকাঃ) কলাঃ (কলাবিদ্যাশ্চ সংজগৃহতুঃ) নৃপ, (হে রাজন্, ততঃ তৌ) গুরুদক্ষিণয়া (গুরুদক্ষিণার্থম্) আচার্য্যং (গুরুং) ছন্দয়ামাসতুঃ (প্রলোভিতবন্তৌ) ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সেই একাগ্রচিত্ত, সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তক, অমর-প্রধান রামকৃষ্ণ একবার উপদেশেই সমস্ত বিদ্যাবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিলেন ; তাঁহারা চতুঃষষ্টি অহোরাত্র মধ্যেই চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যার অভ্যাস করিয়াছিলেন, অনন্তর গুরুদক্ষিণা গ্রহণের জন্য আচার্য্যকে প্রলোভিত করিলেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

বিশ্বনাথ — ছন্দয়ামাসতুঃ কামপ্যভীপ্সিতাং দক্ষিণাং গৃহাণেত্যুক্ত্যা তৎপ্রাপ্তীচ্ছাং কারয়ামাসতুরিত্যর্থঃ। 'অভিপ্রায়বশৌ ছন্দা'বিত্যমরঃ ॥৩৫-৩৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ছন্দয়ামাস' কোন একটি নিজ অভিলষিত দক্ষিণা গ্রহণ করুন—এইরূপ উক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবকে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। অমরকোষ অভিধানে ছন্দ শব্দের অর্থ অভিপ্রায় প্রকাশ করা লিখিয়াছেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

দ্বিজস্তয়োস্তং মহিমানমদ্ভুতং
সংলক্ষ্য রাজন্নতিমানুষীং মতিম্ ।
সম্মন্ত্র্য পত্ন্যা স মহার্ণবে মৃতং
বালং প্রভাসে বরয়াম্বভূব হ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—রাজন্, (হে মহারাজ,) সঃ দ্বিজঃ তয়োঃ (রাম-কৃষ্ণয়োঃ) অদ্ভুতং (বিচিত্রং) তন্মহিমানং (তাদৃশং মাহাত্ম্যং তথা) অতিমানুষীং (মনুষ্যজনাতীতাং) মতিং (বুদ্ধিঞ্চ) সংলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) পত্ন্যা (সহ) সংমন্ত্র্য (মন্ত্রয়িত্বা) প্রভাসে (প্রভাসক্ষেত্রে) মহার্ণবে (মহাসমুদ্রে) মৃতং (তীর্থযাত্রায়াং পিতৃভ্যাং সহ তত্র মহাশিবক্ষেত্রে গতং বালতয়া জলে ক্রীড়ন্তং শঙ্খাসুরেণ চ গ্রস্তং) বালং (স্বপুত্রং) বরয়াম্বভূব হ (গুরুদক্ষিণাত্বেন প্রার্থয়ামাস কিল) ॥৩৭॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, উক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের অদ্ভুত মহিমা এবং অলৌকিকী বুদ্ধি দর্শন করিয়া পত্নীর সহিত পরামর্শপূর্ব্বক প্রভাসক্ষেত্রে মহাসমুদ্রে নিমগ্ন স্বীয় মৃতপুত্রকেই দক্ষিণারূপে প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রভাসে মৃতমিতি তত্র মহাশিবক্ষেত্রে বালতয়া জলে ক্রীড়তস্তস্য শঙ্খাসুরেণ গ্রসনাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রভাসে মৃত অর্থাৎ প্রভাস তীর্থ মহাশিবক্ষেত্র সেখানে সান্দীপনির মাতা পৌর্ণমাসী নাতীর সহিত তীর্থ স্নানে গিয়াছিলেন ॥ ঐগুরুপুত্র বালক স্বভাব বশতঃ জলে খেলা করিবার কালে তাহাকে শঙ্খাসুরে গ্রাস করে ॥ ৩৭ ॥

তথেত্যথারুহ্য মহারথৌ রথং
প্রভাসমাসাদ্য দুরন্তবিক্রমৌ ।
বেলামুপব্রজ্য নিষীদতুঃ ক্ষণং
সিন্ধুর্বিদিত্বার্হণমাহরৎ তয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ দুরন্তবিক্রমৌ (অসীমপরাক্রমৌ) মহারথৌ (তৌ রাম-কৃষ্ণৌ) তথা (তথাস্তু) ইতি (উক্ত্বা) রথং আরুহ্যং প্রভাসং (তৎ ক্ষেত্রম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) বেলাং (মহার্ণবস্য তটভাগম্) উপব্রজ্য (গত্বা) ক্ষণং (ক্ষণকালং তত্র) নিষীদতুঃ (উপবিশতুঃ) সিন্ধুঃ (সমুদ্রশ্চ) বিদিত্বা (তয়োরাগমনং জ্ঞাত্বা) তয়োঃ অর্হণং (পূজনম্) আহরৎ (উপনীতবান্) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অসীম পরাক্রমশালী মহারথ রামকৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক প্রভাসক্ষেত্রে মহাসমুদ্রের তীরভূমিতে উপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল তথায় উপবেশন করিলেন, তৎকালে সমুদ্র তাঁহাদের আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পূজা-সম্ভার লইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

তমাহ ভগবানাশু গুরুপুত্রঃ প্রদীয়তাম্ ।
যোঽসাবিহ ত্বয়া গ্রস্তো বালকো মহতোর্ম্মিণা ॥৩৯॥

অন্বয়—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তং (সমুদ্রং) আহ (উবাচ) যঃ অসৌ বালকঃ (গুরুপুত্রঃ) ত্বয়া মহতা উর্ম্মিণা (তরঙ্গেণ) ইহ (প্রভাসক্ষেত্রে) গ্রস্তঃ (কবলিতঃ গৃহীতঃ ইত্যর্থঃ) আশু (শীঘ্রং সঃ) গুরুপুত্রঃ (মদ্গুরুতনয়ঃ) প্রদীয়তাং (প্রত্যর্প্যতাম্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—তখন ভগবান্ সমুদ্রকে বলিলেন যে,—তুমি মহাতরঙ্গ দ্বারা আমাদের যে গুরুপুত্রকে এই প্রভাসক্ষেত্রে গ্রাস করিয়াছ, সম্প্রতি সত্বর তাহাকে প্রত্যর্পণ কর ॥ ৩৯ ॥

শ্রীসমুদ্র উবাচ—
ন চাহার্ষমহং দেব দৈত্যং পঞ্চজনো মহান্ ।
অন্তর্জলচরঃ কৃষ্ণ শঙ্খরূপধরোঽসুরঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসমুদ্রঃ উবাচ । (হে) দেব, কৃষ্ণ, অহং (তব গুরুপুত্রং) ন চ অহার্ষং (ন হৃতবান্ পরন্তু) অন্তর্জলচরঃ (মম গভীরজলমধ্যে বিচরণশীলঃ) শঙ্খরূপধরঃ অসুরঃ পঞ্চজনঃ (তন্নামকঃ) মহান্ (মমাসাধ্যঃ) দৈত্যঃ (কশ্চিৎ বর্ত্ততে) ॥৪০

অনুবাদ—শ্রীসমুদ্র বলিলেন,—হে দেব, শ্রীকৃষ্ণ, আমি আপনার গুরুপুত্র হরণ করি নাই, পরন্তু মদীয় গভীর জলমধ্যস্থ শঙ্খরূপধারী পঞ্চজন নামক অসুরভাবাপন্ন এক মহাদৈত্য বর্ত্তমান আছে ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—পঞ্চজনোঽহার্ষীদিতি শেষঃ । স চ মহান্ মমাসাধ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমুদ্র বলিলেন, পঞ্চজন নামক শঙ্খাসুর আপনার গুরুপুত্রকে অপহরণ করিয়াছে, সে মহা অসুর তাহাকে ধরা আমার অসাধ্য ॥ ৪০ ॥

———

আস্তে তেনাহৃতো নূনং তচ্ছ্রুত্বা সত্বরং প্রভুঃ।
জলমাবিশ্য তং হত্বা নাপশ্যদুদরেঽর্ভকম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(গুরুপুত্রঃ) নূনং (নিশ্চিতং) তেন (অসুরেণ) আহৃতঃ (অপহৃতঃ) আস্তে তৎ (বচনং) শ্রুত্বা প্রভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সত্বরং জলং আবিশ্য (প্রবিশ্য) তম্ (অসুরং) হত্বা উদরে (তস্য জঠরে) অর্ভকং (গুরুপুত্রং শিশুং) ন অপশ্যৎ (ন দৃষ্টবান্) ॥৪১

অনুবাদ—নিশ্চয়ই আপনার গুরুপুত্রকে ঐ দৈত্য অপহরণ করিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর জলে প্রবেশপূর্ব্বক সেই অসুরকে বিনষ্ট করিয়া তাহার উদর মধ্যে শিশু গুরুপুত্রকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তর্জ্জলচর ইত্যত্রান্তে ইতি শেষো জ্ঞেয়ঃ, "আস্তে তেনাহৃতো নূনং তৎ শ্রুত্বা সত্বরং প্রভু"রিতি পদ্যার্দ্ধমধিকং কৃচিদিতি বৈষ্ণবতোষণী অত উত্তরত্রাপি প্রভুরিত্যাধ্যাহার্য্যম্ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ শঙ্খাসুর এই জলের মধ্যে আছে। শ্রীবৈষ্ণবতোষণী টীকাতে আরো অধিক অর্দ্ধ পদ্য দেখা যায়—তাহার অর্থ ঐ শঙ্খাসুর কর্ত্তৃক আপনার গুরুপুত্র নিশ্চয়ই হৃত হইয়াছে তাহা শুনিয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। পরবর্ত্তী শ্লোকেও প্রভুশব্দটি সংযোগ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥

———

তদঙ্গপ্রভবং শঙ্খমাদায় রথমাগমৎ।
ততঃ সংযমনীং নাম যমস্য দয়িতাং পুরীম্ ॥ ৪২ ॥
গত্বা জনার্দ্দনঃ শঙ্খং প্রদধ্মৌ সহলায়ুধঃ।
শঙ্খনির্হ্রাদমাকর্ণ্য প্রজাসংযমনো যমঃ ॥ ৪৩ ॥
তয়োঃ সপর্য্যাং মহতীং চক্রে ভক্ত্যুপবৃংহিতাম্।
উবাচাবনতঃ কৃষ্ণং সর্ব্বভূতাশয়ালয়ম্।
লীলামনুষ্যয়োর্বিষ্ণো যুবয়োঃ করবাম কিম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—তদঙ্গপ্রভবং (তস্য অসুরস্য অঙ্গজাতং) শঙ্খং আদায় রথং আগমৎ। ততঃ সহলায়ুধঃ (হলায়ুধেন বলদেবেন সহিতঃ) জনার্দ্দনঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যমস্য সংযমনীং নাম (তন্নাম্নীং) দয়িতাং (প্রিয়াং) পুরীং গত্বা শঙ্খং প্রদধ্মৌ (বাদয়ামাস) প্রজাসংযমনঃ (প্রজাশাসকঃ) যমঃ শঙ্খনির্হ্রাদং (শঙ্খধ্বনিম্) আকর্ণ্য তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) ভক্ত্যুপবৃংহিতাং (পরময়া ভক্ত্যা বর্দ্ধিততমাং) মহতীং সপর্য্যাং (পূজাং) চক্রে (কৃতবান্) অবনতঃ (বিনতঃ সন্) সর্ব্বভূতাশয়ালয়ং (সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়া অন্তঃকরণানি আলয়ো নিবাসো যস্য তং) কৃষ্ণং উবাচ (কথয়ামাস) হে বিষ্ণো, লীলামনুষ্যয়োঃ (লীলয়া মনুষ্য-বিগ্রহধারিণোঃ) যুবয়োঃ (কৃষ্ণ-বলদেবয়োঃ) কিং (কার্য্যং) করবাম (সম্পাদয়ামঃ বয়মিতি বদ) ॥ ৪২-৪৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি উক্ত অসুরের শরীরজাত শঙ্খ গ্রহণপূর্ব্বক রথে আগমন করিলেন এবং বলদেবের সহিত যমরাজের সংযমনী নাম্নী প্রিয় পুরীতে উপস্থিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। প্রজাশাসক যমরাজ শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাম-কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তি-সমৃদ্ধা মহাপূজার অনুষ্ঠান করিলেন। অতঃপর বিনীতভাবে সর্ব্বভূতহৃদয়গত শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে বিষ্ণো, আপনারা দুইজন লীলায় মনুষ্যবিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। আমি আপনাদের কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব তাহা আদেশ করুন্ ॥ ৪২-৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—রথমাগমদিতি। রথং তত্রস্থং বলদেবং চ তীরে স্থাপয়িত্বৈব স্বয়মেকক এব কৃষ্ণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাত্তত্র গুরুপুত্রাপ্রাপ্তিং জানন্নপি তদন্বেষণমিষেণ স্বীয়ং শঙ্খমানৈষীদিতি জ্ঞেয়ম্। তদঙ্গপ্রভবমিতি। চিন্ময়ত্বান্নিত্যস্যাপি পাঞ্চজন্যস্য জয়-বিজয়বদসুরত্বমিতিকেচিদাহুঃ,—"ততঃ পঞ্চজনং হত্বা গ্রাহরূপং মহাসুরম্। তন্মধ্যস্থং স জগ্রাহ শঙ্খগ্রস্তং হি যৎ পুরে"-ত্যবন্তীখণ্ডবচনদৃষ্ট্যা তদঙ্গমধ্যে প্রকর্ষেণ ভবঃ স্থিতির্যস্য তমিতি চ কেচিদ্ব্যাচক্ষতে শঙ্খং প্রদধ্মাবিতি তদ্ধ্বনিং শ্রাবয়িত্বা সর্ব্বানেব নারকান্ জীবান্ কৃপাসিন্ধুঃ সংসারাদুদ্দধারেত্যবন্তীখণ্ডদৃষ্টম্। যথা—"অসিপত্রবনং নাম শীর্ণপত্রমজায়ত। রৌরবং নাম নরকমরৌরবমভূত্তদা। অভৈরবং ভৈরবাখ্যং কুম্ভীপাকমপাচক"মিত্যাদ্যন্তে চ "পাপক্ষয়াত্ততঃ সর্ব্বে বিমুক্তা নারকা নরাঃ। পদমব্যয়মাসাদ্যে"ত্যাদিনা।

বৈকুণ্ঠঞ্চ তান্ প্রস্থাপয়ামাসেত্যপি দৃষ্টম্। "লীলামনুষ্যয়োবিষ্ণো"রিতি "লীলামনুষ্য হে বিষ্ণো" ইতি চ পাঠদ্বয়ম্ ॥ ৪২-৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রথে আসিলেন অর্থাৎ সমুদ্র-তীরে শ্রীবলদেবকে রথে রাখিয়া সর্ব্বজ্ঞ হেতু শ্রীকৃষ্ণ একাই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সেখানে গুরুপুত্রকে পাওয়া যাইবে না জানিয়াও তাহার অন্বেষণ জন্য ছলপূর্ব্বক সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া শঙ্খাসুরকে ধরিয়া আনিলেন। তাহার অঙ্গজাত ঐ শঙ্খটি চিন্ময় হইলেও পঞ্চজন নামক অসুরের অঙ্গজাত বলিয়া তাহার নাম পাঞ্চজন্য। যেমন জয়-বিজয় নিত্য পার্ষদ চিন্ময় দেহ হইয়াও অভিশাপ বশতঃ অসুর হইয়াছিল সেইরূপ এই কৃষ্ণ হস্তস্থিত শঙ্খও অসুর হইয়াছিল, ইহা কেহ বলেন—শ্রীকৃষ্ণ ঐ কুম্ভীররূপী মহা অসুর পঞ্চজনকে বধ করিয়া তাহার মধ্যে গুরুপুত্রকে না দেখিয়া যমপুরে গিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন, সেই ধ্বনি শুনাইয়া নরকবাসী জীবসমূহকে কৃপাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ সংসার হইতে উদ্ধার করিলেন ইহা স্কন্দপুরাণে অবন্তী খণ্ডে বর্ণনা দৃষ্ট হয়। আরো যেমন অসিপত্রবন নামক নরক পত্রশূন্য হইল, রৌরব নামক নরক রুরু নামক জন্তু শূন্য হইল, ভৈরব নরক ভয়শূন্য হইল, কুম্ভীপাক নরক পাচকশূন্য হইল, শঙ্খধ্বনি শুনিয়া নরকবাসী মানবগণ পাপক্ষয় হেতু সকলে বিমুক্ত হইল এবং অক্ষয়ধাম বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইল ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া দিলেন ইহাও দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বিষ্ণুভগবান হইয়াও মনুষ্যলীলা করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এইরূপ পাঠ দেখা যায় ॥ ৪২-৪৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

গুরুপুত্রমিহানীতং নিজ-কর্ম্ম-নিবন্ধনম্।
আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) মহারাজ, মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ (মদাজ্ঞানুবর্ত্তী সন্ ত্বং) নিজকর্ম্ম-নিবন্ধনং (নিজং কর্ম্ম নিবন্ধনং যস্য তং) ইহ (তব পুরে) আনীতং গুরুপুত্রং আনয়স্ব (আনীয় প্রত্যর্পয় ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে যমরাজ, আপনি আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া নিজকর্ম্মনিবন্ধন যমপুরে আনীত গুরুপুত্রকে প্রত্যর্পণ করুন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—নিজং কর্ম্মপ্রারব্ধলক্ষণমবশ্যভোগ্যং তথাভূতমপি। 'মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীত'-মিত্যেকাদশোক্তেঃ তেনৈব শরীরেণৈব যুক্তমিতি টীকা ব্যাখ্যানাচ্চ, মচ্ছাসনেতি মদাজ্ঞা পুরস্কারেণানয়তস্তব কো দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— নিজ কর্ম্ম অর্থাৎ প্রারব্ধ নামক অবশ্য ভোগ্য যাহার, সেইরূপ গুরুপুত্রকে হে যমরাজ তুমি এখানে আনিয়াছ, আমার আদেশে ঐ গুরুপুত্রকে আনিয়া দাও। একাদশস্কন্ধেও বলা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ এই নরলীলায় যমলোকে নীত গুরুপুত্রকে সেই শরীরই যুক্ত করিয়া আনিলেন টীকা ব্যাখ্যাতেও তাহাই বলিয়াছেন। 'মৎশাসন' অর্থাৎ হে যমরাজ। আমার আজ্ঞায় আমার নিকট আনিয়া দাও, তাহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না-ভাবার্থ ॥ ৪৫ ॥

তথেতি তেনোপানীতং গুরু-পুত্রং যদূত্তমৌ।
দত্ত্বা স্বগুরবে ভূয়ো বৃণীষ্বেতি তমূচতুঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদূত্তমৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) তেন (যমরাজেন) তথা ইতি (তথাস্তু ইতি উক্ত্বা) উপানীতং (প্রাপিতং) গুরুপুত্রং স্বগুরবে দত্ত্বা ভূয়ঃ (পুনরপি) বৃণীষ্ব (বরং প্রার্থয়স্ব) ইতি তম্ (গুরুম্) উচতুঃ (কথয়মাসতুঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—যমরাজ তথাস্তু বলিয়া গুরুপুত্রকে তাঁহাদের নিকটে আনয়ন করিলে রাম-কৃষ্ণ স্বীয় গুরুর নিকট তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন,—হে গুরুদেব, আপনি পুনরায় বর প্রার্থনা করুন ॥৪৬॥

শ্রীগুরুরুবাচ—

সম্যক্ সম্পাদিতো বৎস ভবদ্ভ্যাং গুরুনিষ্ক্রয়ঃ।
কো নু যুষ্মদ্বিধগুরোঃ কামানামবশিষ্যতে ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীগুরুঃ উবাচ,—(হে) বৎস, ভবদ্ভ্যাং (রামকৃষ্ণাভ্যাং) সম্যক্ (যথাযথং) গুরুনিষ্ক্রয়ঃ

(গুরুদক্ষিণা) সম্পাদিতঃ (সমাচরিতঃ) যুষ্মদ্‌বিধ-গুরোঃ (যুষ্মদ্‌বিধয়োঃ গুরোঃ মম) কামানাং (মধ্যে) কঃ নু কামঃ অবশিষ্যতে (ন কোঽপীত্যর্থঃ, মম সর্ব্বে কামাঃ পূর্ণা ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরু বলিলেন—হে বৎস, তোমরা দুইজনে যথাযথ গুরুদক্ষিণা সম্পাদন করিয়াছ। যিনি তোমাদের ন্যায় পুরুষের গুরু তাহার আর কোন কাম অপূর্ণ থাকিতে পারে ? ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—যুষ্মদ্বিধানামপি গুরোঃ কিমুত যুবয়োর্গুরোর্মম কামানাং নানাবিধানং মধ্যে কঃ কামঃ ॥৪৭

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমস্য পঞ্চচত্বারিংশোঽপ্যজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চচত্বারিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুরুপুত্র দক্ষিণা দেওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে গুরুদেব ! আপনার আর কোন কামনা থাকিলে বলুন, তাহাতে সান্দীপনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, আপনাদের ন্যায় অন্য ব্যক্তির গুরুর আর কি কামনা থাকিতে পারে, আপনাদের গুরু আমি আমার নানাবিধ কামনার মধ্যে আর কি কামনা ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জনসম্মত পঁয়তাল্লিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০-৪৫ ॥

গচ্ছতং স্বগৃহং বীরৌ কীর্ত্তির্বামস্তু পাবনী।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীরৌ, স্বগৃহং গচ্ছতং (যুবাং যাতং) বাং (যুবয়োঃ) পাবনী (পবিত্রকরী) কীর্ত্তিঃ অস্তু। ছন্দাংসি (বেদাঃ) ইহ (অস্মিন্ জন্মনি) পরত্র (পরজন্মনি চ) অযাতযামানি (সদা প্রকাশিতানি) ভবন্তু ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—হে বীরদ্বয়, সম্প্রতি তোমরা স্বগৃহে গমন কর, তোমাদের লোকপাবনী কীর্ত্তিলাভ হউক এবং ইহলোকে ও পরলোকে বেদ শাস্ত্রসকল সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুক ॥ ৪৮ ॥

গুরুণৈবমনুজ্ঞাতৌ রথেনানিলরংহসা।
আয়াতৌ স্বপুরং তাত পর্জ্জন্য-নিনদেন বৈ ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, (পরীক্ষিৎ) গুরুণা এবং অনুজ্ঞাতৌ (অনুমতৌ তৌ) অনিলরংহসা (বায়ুবদ্‌বেগশালিনা) পর্জ্জন্যনিনদেন (মেঘবৎ গম্ভীর-ধ্বনিযুক্তেন) রথেন স্বপুরং (নিজপুরীম্) আয়াতৌ বৈ (আগতবন্তৌ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে তাত, পরীক্ষিৎ, রাম-কৃষ্ণ গুরুদেবের এইরূপ অনুমতি অনুসারে মেঘগম্ভীর ধ্বনি-যুক্ত বায়ুবেগ রথে আরোহণপূর্ব্বক নিজ পুরীতে আগমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

সমনন্দন্ প্রজাঃ সর্ব্বা দৃষ্ট্বা রাম-জনার্দ্দনৌ।
অপশ্যন্ত্যো বহ্বহানি নষ্টলব্ধধনা ইব ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে গুরুপুত্রানয়নং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—বহ্বহানি (বহূনি দিনানি ব্যাপ্য) অপশ্যন্ত্যঃ (রাম-কৃষ্ণৌ অদৃষ্টবত্যঃ (সর্ব্বা প্রজাঃ (জনাঃ) রামজনার্দ্দনৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) দৃষ্ট্বা নষ্ট-লব্ধ-ধনাঃ (নষ্টমদৃষ্টং তৎ পুনর্লব্ধং ধনং যাভিঃ তা) ইব সমনন্দন্ (আনন্দিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চচত্বারিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—প্রজাগণ বহুকাল অদর্শনের পর রাম-কৃষ্ণকে লাভ করিয়া নষ্টধনলাভে লোকের যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ আনন্দযুক্ত হইল ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চচত্বারিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণপূর্ব্বক নন্দযশোদার শোকাপনোদন বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা, বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মান্য মন্ত্রী ছিলেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সমাচার প্রদান দ্বারা জনক-জননী ও গোপীগণের মনঃপীড়া নিবারণ করিতে আদেশ করিলেন। কারণ যাঁহারা ঐহিক-পারত্রিক সুখ ও তৎসাধন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই মন অর্পণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সুখ বিধান করিয়া থাকেন। গোপকামিনীগণের যাবতীয় প্রিয় পদার্থের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই প্রিয়তম। তাঁহার অদর্শনজনিত বিরহে এবং তাঁহার শীঘ্র প্রত্যাগমনের আশায় গোপীগণ উৎকণ্ঠার সহিত প্রাণধারণ করিতেছিলেন।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া রথারোহণে সূর্য্যাস্তসময়ে ব্রজে প্রবেশ করিলেন। তখন পশুগণ ব্রজে প্রত্যাগমন করিতেছিল। তাহাদের খুরোত্থিত ধূলিতে রথ আচ্ছন্ন হইল; বৎসগণের ইতস্ততঃ লম্ফপ্রদান এবং উধোভারাক্রান্ত ধেনুগণের বৎস সমীপে গমন প্রভৃতির দ্বারা এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। গোপ-গোপীগণ রাম-কৃষ্ণের চরিতানুকীর্ত্তন করিতেছিলেন এবং ধূপ-দীপাবলীতে ব্রজে মনোরম দৃশ্য হইয়াছিল। উদ্ধবকে সমাগত দেখিয়া গোপরাজ তাঁহাকে বাসুদেববোধেই অর্চ্চনা করিলেন এবং ভোজন করাইয়া শয্যায় সুখাসীন হইলে সপুত্র বসুদেবের কুশল প্রশ্ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সখাগণকে, গোকুল ও গোবর্দ্ধনগিরিকে স্মরণ করেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া নন্দ কৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দাবানল, বায়ু, বর্ষা এবং অপরাপর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার লীলা-সমূহ স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদের সকল কর্ম্মেই শৈথিল্য আসে। তাঁহার পদচিহ্নিত স্থানসমূহ দর্শন করিলে চিত্ত তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। গর্গ-বাক্যানুসারে তাঁহার মনে হয় যে, কৃষ্ণ ও বলরাম স্বয়ংই অবতীর্ণ হইয়াছেন, কারণ তাঁহারা কংস, মল্লগণ, কুবলয়াপীড় হস্তী ও অপরাপর অসুরগণকে অবলীলাক্রমে সংহার করিয়াছেন। নন্দ এইরূপে কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিতে করিতে অশ্রুকণ্ঠ হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন; যশোদার পুত্রস্নেহ হেতু স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ এবং নয়ন হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল।

নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণে পরম অনুরাগ দর্শন করিয়া উদ্ধব বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহারাই শ্লাঘ্যতম, কারণ অখিলগুরু নারায়ণে তাঁহাদের সেই প্রকার মতি হইয়াছে। রাম ও কৃষ্ণ বিশ্বের বীজস্বরূপ এবং যোনিস্বরূপ। তাঁহারা ভূতসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীবগণের নিয়ন্তাস্বরূপে অবস্থিত। প্রাণ-বিয়োগকালে শ্রীকৃষ্ণে ক্ষণমাত্র চিত্ত সমাবেশ দ্বারা কর্ম্মাশয় দগ্ধ হইয়া জীবের পরমা গতি লাভ হয়; তাঁহারা যখন সেই নরাকৃতি পরব্রহ্মে একান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের আর কোন কার্য্যই অবশিষ্ট নাই। তিনি কাষ্ঠের মধ্যে তেজের ন্যায় ভূতগণের হৃদয়াভ্যন্তরে বিরাজমান আছেন। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই। তিনি অহং-মমাভিমানশূন্য; তাঁহার পিতা, মাতা, ভার্য্যা বা সুতাদি নাই এবং তাঁহার জন্ম অথবা প্রাকৃত দেহ নাই। তিনি ক্রীড়ার্থ ও সাধুগণের পরিত্রাণার্থ সদসন্মিশ্র যোনিতে স্বেচ্ছাক্রমে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ গুণাতীত হইয়াও ত্রিগুণস্বীকার পূর্ব্বক সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন। ভ্রাম্যমাণ ব্যক্তির চক্ষুর ভ্রান্তিবশতঃ যেমন পৃথিবীকেও ভ্রমণশীল জ্ঞান হয়, জীব নিজে কর্ত্তা হইয়া সেইরূপ ভগবানকেই কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করে। তিনি কেবল নন্দ-যশোদার পুত্র নহেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বভূতের পুত্র, পিতামাতা এবং আত্মীয় অর্থাৎ দৃষ্ট, শ্রুত, ভূত,

ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, স্থাবর ও জঙ্গম তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র কিছুই নাই।

নন্দ ও উদ্ধবের এই প্রকার আলাপে রাত্রি অতীত হইল। তখন গোপাঙ্গনাগণ বাস্তুপুরুষের পূজা সমাপন পূর্ব্বক দধিমন্থন-কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তাঁহারা মন্থনরজ্জু আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যশোগান করিতে লাগিলেন; তাহাতে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইয়া দিক্ সকলের অমঙ্গল বিনাশ করিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের পর ব্রজ-দ্বারে রথ দর্শন করিয়া গোপীগণ অক্রূরের পুনর্ব্বার আগমন সম্ভাবনা করিতেছিলেন, তখন উদ্ধব প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—বৃষ্ণীনাং (বৃষ্ণিবংশীয়ানাং) প্রবরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) সখা সাক্ষাৎ বৃহস্পতেঃ শিষ্যঃ বুদ্ধিসত্তমঃ (বুদ্ধ্যা অতিশ্রেষ্ঠঃ) উদ্ধবঃ (উদ্ধব নামা কশ্চিৎ বভূব ইতি শেষঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে উদ্ধব নামে একজন শ্রেষ্ঠ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য বলিয়া পরিচিত এবং কৃষ্ণের প্রিয়সখা ও মন্ত্রী ছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ষট্‌চত্বারিংশকে গোষ্ঠং গত উদ্ধব উদ্ধবম্।
দদর্শস্যেশয়োঃ কৃষ্ণ-বিরহাদত্যনুদ্ধবম্ ॥ ০ ॥

স্ব-বিচ্ছেদবতাং ব্রজস্থানাং দুঃখমনুস্মৃত্য তেন স্বয়ং ব্যাকুলস্তদ্দুঃখহরং মৎসন্দেশং প্রাপয়িতুং তত্তৎ প্রেম্ণাঞ্চ সর্ব্বোৎকর্ষং খ্যাপয়িতুমত্র পুর্য্যাং কোহনুরূপো যঃ খলু ব্রজনগরস্থঃ তত্রস্থানাং তত্তৎপ্রেম্ণাঞ্চ মাধুর্য্যসুধাসিন্ধৌ খেলিতুং কৃতপরঃসহস্রতপস্কোহস্তীতি পরামৃশতি; ভগবত্যকস্মাত্তত্রৈবাগতমুদ্ধবং তৎকৃত্যসাধকং জ্ঞাপয়িতুং বিশিনষ্টি। বৃষ্ণীনাং সম্মতঃ যদুবংশ্যৈঃ সর্ব্বৈরেব প্রমাণীকৃতবচনাচরণাদিভিরিত্যর্থঃ। তেন ব্রজাদাগত্য যদয়ং তত্তৎপ্রেমাণমনুভূয় শ্রীযশোদা-নন্দয়োঃ গোপানাং গোপীনাং প্রেম্ণাং সৌভাগ্যোৎকর্ষান্ অত্র তেভ্যোহপি পরঃসহস্রান্ বক্ষ্যতে তত্র সর্ব্বেহপি বৃষ্ণয়ো বিশ্বাসং প্রাপস্যন্তি। যেহমী পরমেশ্বরপুত্রকত্বেন দেবকীবসুদেবয়োরেব সৌভাগ্যস্য প্রেম্ণশ্চ সর্ব্বোৎকর্ষং তৎসম্বন্ধিত্বেন স্বেষামেব চ তং মন্যন্ত ইতি ভাবঃ। মন্ত্রীতি ব্রজস্থানাং সান্ত্বনং, যয়া মন্ত্রণয়া সম্ভবেত্তদভিজ্ঞ ইতি ভাবঃ। কৃষ্ণস্য দয়িতো বল্লভ ইত্যত এব ব্রজপ্রেমসুধাপানযোগ্যতেতি ভাবঃ। সখেতি ব্রজভূমৌ সুবলস্যেবাস্যাপ্যুজ্জ্বলরস-সংলাপবাবদূকত্বং হৃদ্যুৎপন্নমেবাগ্রতস্তদধিকমেবোৎপৎস্যতে তথা "নোদ্ধবোহণ্বপি মন্ন্যূন" ইতি তৃতীয়োক্তেশ্চ, কৃষ্ণতুল্যত্বাৎ কৃষ্ণপ্রতিমূর্ত্তিনা অনেন কৃষ্ণদূত্যং সাধু সংপৎস্যতে ইতি ভাবঃ। বৃহস্পতেঃ সাক্ষাৎ শিষ্য ইত্যস্য বুদ্ধেরতিতৈক্ষ্ণ্যং দৃষ্ট্বা স্বয়মেব বৃহস্পতিরিমং সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যধ্যাপয়ামাস; কিন্ত্বেকস্মিন্ শাস্ত্রে বৃহস্পতেরপ্যগম্যেহস্য ন্যূনতেত্যতস্তৎ সর্ব্বমুকুটোত্তমং কৃষ্ণবশীকারকং প্রেমশাস্ত্রমেনং কৃষ্ণদয়িতত্বাৎ ব্রজে গোপিকা এবাধ্যাপয়িষ্যন্তীতি ভাবঃ। বুদ্ধিসত্তম ইতি অতিবুদ্ধিমত্ত্বাৎ তচ্ছাস্ত্রাবধারণক্ষমমেনং কৃষ্ণোহপি রহসি পট্টমহিষীসভায়াং তচ্ছাস্ত্রমেব বাচয়িষ্যতি। তদেব শ্রুত্বা—"ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ। গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ" ইত্যুক্তিমত্যঃ পট্টমহিষ্যোহপ্যভিলষিষ্যন্তীতি ভাবঃ। উদ্ধবোহয়ং বসুদেবভ্রাতুর্দেবভাগস্য পুত্রঃ। তদুক্তং হরিবংশে,—"উদ্ধবো দেবভাগস্য মহাভাগঃ সুতোহভব"দিত্যত এব "কচ্চিদঙ্গ মহাভাগে"তি শ্রীনন্দেন সংবোধয়িষ্যতে। শ্লেষেণ সাক্ষাদুদ্ধবো মূর্ত্তিমানুৎসব ইতীমং দৃষ্ট্বা ব্রজস্থা উৎসবং প্রাপস্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ছয়চল্লিশ অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধব ব্রজে গেলেন, উদ্ধবকে দেখিয়া শ্রীনন্দ ও যশোদা কৃষ্ণবিরহে অতিশয় কাতর হইলেন ॥ ০ ॥

নিজ বিচ্ছেদ গ্রস্ত ব্রজবাসীগণের দুঃখ স্মরণ করিয়া ঐ দুঃখ দ্বারা নিজে ব্যাকুল হইয়া ঐ দুঃখহারী নিজ সংবাদ ব্রজে পাঠাইবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই ব্রজবাসিগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেম জগতে প্রচার করিবার জন্য, এই মথুরাপুরীতে কে এমন যোগ্য ব্যক্তি আছেন যিনি নিশ্চয়ই ব্রজবাসিগণেরও সেই সেই প্রেমের মাধুর্য্য-সুধা সমুদ্রে সাঁতার দিতে পারেন। এমন যাহার সহস্র সহস্র তপস্যা আছে, ঐরূপ ব্যক্তি আছে কি? ইহা স্বয়ং ভগবান্ বিবেচনা করিতেছেন। ঐ সময়ে অকস্মাৎ শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে

নিকটে আসিতে দেখিয়া পূর্ব্বচিন্তিত কার্য্যের সহায়ক জানিয়া উদ্ধবের পরিচয় জানাইবার জন্য শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—এই উদ্ধব মহাশয় বাক্য ও আচরণাদির দ্বারা যদুবংশীয় সকলেরই মাননীয়।

যিনি ব্রজ হইতে আসিয়া এই উদ্ধব ব্রজবাসিগণের প্রেমপরিপাটি অনুভব করিয়া শ্রীনন্দযশোদার, গোপগণের ও গোপীগণের প্রেম সৌভাগ্যের উৎকর্ষ এই মধুপুরীতে আসিয়া তাহা হইতেও সহস্র সহস্র গুণে বলিবেন, তাহা দ্বারা সকল যাদব ব্রজবাসির প্রেমের প্রতি বিশ্বাস লাভ করিবেন। এই মধুপুরীতে যাঁহারা যাদবগণ পরমেশ্বরকে পুত্ররূপে পাইয়াছেন এমন দেবকী ও বসুদেবের সৌভাগ্য ও প্রেমকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করেন এবং সেই সম্বন্ধে নিজেদেরকেও ঐরূপ শ্রেষ্ঠ মনে করেন ইহাই ভাবার্থ।

শ্রীউদ্ধব মহাশয় মন্ত্রী অর্থাৎ ব্রজবাসিগণের সান্ত্বনা যে মন্ত্রণা দ্বারা সম্ভব হইবে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ। কৃষ্ণের দয়িত অর্থাৎ বল্লভ, এই কারণেই ব্রজপ্রেম-সুধা পান করিতে যোগ্য। শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্থাৎ ব্রজভূমিতে সুবলের ন্যায় মধুর রসেরও সংলাপ করিতে অভিজ্ঞ, হৃদয় হইতে উৎপন্ন ভাষার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ হইতেও অধিক বুদ্ধি সম্পন্ন। তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—শ্রীউদ্ধব আমা হইতে বিন্দুমাত্রও কম নয়, অতএব কৃষ্ণতুল্য হেতু কৃষ্ণপ্রতিমূর্ত্তি উদ্ধব কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের দূতকার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবে। এই উদ্ধব বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য ইহার বুদ্ধির অতিশয় তীক্ষ্ণতা দেখিয়া দেবগুরু স্বয়ংই ইহাকে সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছেন। কিন্তু একটি শাস্ত্রে বৃহস্পতিরও অভিজ্ঞতা না থাকায় কিঞ্চিৎ ন্যূনতা এই উদ্ধবের আছে। সেই বিষয়টি সর্ব্বমুকুটোত্তম কৃষ্ণবশীকারক প্রেমশাস্ত্র, এই উদ্ধবকে কৃষ্ণপ্রিয়তম ভাবিয়া ব্রজে গোপীগণই ইহাকে অধ্যয়ন করাইবেন ইহাই ভাবার্থ।

বুদ্ধিসত্তম অর্থাৎ অতিশয় বুদ্ধিমান বলিয়া ঐ ব্রজ-প্রেম-শাস্ত্র ধারণের যোগ্য ভাবিয়া ইহাকে কৃষ্ণও নির্জ্জনে পট্টমহিষী সভায় ব্রজপ্রেম শাস্ত্রই ব্যাখ্যা করাইবেন, তাহাই শুনিয়া মহিষীগণ বলিবেন—ব্রজস্ত্রীগণ যাহা বাঞ্ছা করিয়াছেন, পুলিন্দীরমণীগণ যাহা তৃণগুল্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কুঙ্কুমলাভ করিয়াছিলেন, গোচারণকালে গোপগণ যে মহাত্মার চরণস্পর্শ পাইয়াছিল, সেই গদাধরের চরণ রেণু ব্যতীত অন্য কিছুই চাই না—এই উক্তিদ্বারা পট্টমহিষীগণও অভিলাষ করিবেন। এই উদ্ধব বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র মহাভাগ। ইহাই শ্রীহরিবংশে বলা হইয়াছে—দেবভাগের পুত্র উদ্ধব মহাভাগ জন্মিয়াছিলেন, শ্রীনন্দমহারাজও ঐ মহাভাগ নামে ইহাকে সম্বোধন করিবেন।

উদ্ধব শব্দের আর একটি অর্থ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান আনন্দ উৎসব এইজন্য ইহাকে দেখিয়া ব্রজবাসিগণ আনন্দলাভ করিবেন ইহাই ভাবার্থ ॥ ১ ॥

তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তিহরো হরিঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—প্রপন্নার্ত্তিহরঃ (প্রপন্নানাং আশ্রিতানাং আর্ত্তিং দুঃখং হরতীতি তথাভূতঃ) ভগবান্ হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ক্বচিৎ (রহসি) একান্তিনম্ (অনন্যচিত্তং) প্রেষ্ঠং (প্রিয়ং) ভক্তং তং (উদ্ধবং) পাণিনা (স্বহস্তেন) (তস্য) পাণিং (হস্তং) গৃহীত্বা আহ (উবাচ) ॥২॥

অনুবাদ—শরণাগতসন্তাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদা নির্জ্জনে নিজহস্তে অনন্যচিত্ত প্রিয়ভক্ত উদ্ধবের হস্তধারণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তং তত্রাপ্যেকান্তিনং—"বিহায় পিতৃদেবাদীন্ পরিনিষ্ঠাঙ্গতো হরৌ। তদ্‌গাঢ়প্রেমভিঃ পূর্ণ একান্তীতি নিগদ্যতে" ইতি তল্লক্ষণম্। তত্রাপি প্রেষ্ঠং তেষ্বতিপ্রীতিবিষয়ম্। ক্বচিৎ বিবিক্তে গৃহীত্বা পাণিনা পাণিমিতি স্ববৈয়গ্র্যদ্যোতনা। প্রপন্নমাত্রস্যাপ্যার্ত্তিহরঃ কিমুত প্রেমবচ্ছিরোমণীনাং ব্রজস্থানামিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীউদ্ধব মহাশয় ভক্ত, তাহাতে আবার একান্তিভক্ত, একান্তি ভক্তের লক্ষণ এই—'পিতৃগণ ও দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া উত্তম নিষ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়প্রেমদ্বারা পরিপূর্ণ যিনি, তাহাকেই একান্তি ভক্ত বলা হয়। তাহার উপর ও প্রেষ্ঠ ঐ একান্তিভক্তগণ হইতেও অতিশয় প্রীতিবান, ক্বচিৎ কোন এক নির্জ্জন স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নিজহস্তদ্বারা উদ্ধবের হস্ত ধরিয়া, ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিজের ব্যাগ্রতা

প্রকাশ হইতেছে। যিনি শরণাগত ব্যক্তিমাত্রেরই দুঃখ হরণ করেন, তিনি যে ব্রজবাসি প্রেমবানগণেরও শিরোমণি তাহাদের দুঃখ হরণ করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ॥ ২ ॥

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয় ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) সৌম্য, উদ্ধব, ব্রজং গচ্ছ, নৌ (আবয়োঃ) পিত্রোঃ (যশোদা-নন্দয়োঃ) প্রীতিং আবহ (সুখং প্রাপয়) মৎসন্দেশৈঃ (মম বার্ত্তাভিঃ) গোপীনাং (ব্রজস্ত্রীণাং) মদ্‌বিয়োগাধিং (মদ্‌বিরহ-ব্যথাং) বিমোচয় (দূরীকুরু) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে সৌম্য, উদ্ধব, তুমি ব্রজে গমন কর এবং পিতামাতার প্রীতি উৎপাদন ও মদীয়বার্ত্তা দ্বারা গোপীগণের বিরহব্যথা নিবারণ কর ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—আ সম্যক্‌বহ প্রাপয় বিমোচয়েত্যনেন মদ্বিয়োগাধিস্তাসাং হৃদি দৃঢ়েন গ্রন্থিনা নিবদ্ধ ইতি জ্ঞাপয়তি, তদ্বিমোচনমপি মম সন্দেশৈরেব ন তু ত্বদ্বাক্‌চাতুর্য্যাদিভিঃ। সন্দেশৈরপি বহুভিরেব ন তু সন্দেশেনৈকেন জ্ঞানযোগোপদেশেন, ন তু দ্বাভ্যাং তদনন্তরং বক্তব্যাভ্যাং সন্দেশাভ্যাং মৎপ্রাপ্ত্যুপায়াশ্বাসনাভ্যাং তৎপ্রেমবাড়বাগ্নিজ্বালয়া ভস্মীভাবিত্বাৎ। কিন্তু সর্ব্বান্তে প্রকাশিতৈস্তাভ্যোঽন্যত্র জ্ঞাপনানর্হৈঃ সন্দেশৈ রহস্যব্যঞ্জকৈর্বহুভিরেব ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আ-বহ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে আমার সংবাদ ব্রজে পৌঁছাইয়া দাও অর্থাৎ আমার বিয়োগ জনিত যে মনোদুঃখ গোপীগণের হৃদয়ে দৃঢ়-রূপে গ্রন্থির ন্যায় আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে বিমুক্ত কর, ইহার দ্বারা আমার সংবাদ ব্রজে জানাও, আমার বিয়োগ মোচন করানোর উপায় আমার সংবাদই, তোমার বাক্যচাতুর্য্যদ্বারা তাহা সম্ভব নয়। সন্দেশ, তাহাও বহু সন্দেশ দান দ্বারা, অল্প একটি সন্দেশ, যেমন জ্ঞান-যোগ উপদেশ দ্বারা হইবে না, দুইটি সন্দেশ দ্বারা অর্থাৎ তৎপরে দুইটি বক্তব্য সন্দেশ দ্বারা আমার প্রাপ্তির উপায় আশ্বাস বাক্যদ্বারা ব্রজগোপী-গণের প্রেম প্রলয়াগ্নির জ্বালায় ভস্ম হইবে। কিন্তু সর্ব্বশেষে প্রকাশিত তাহা হইতে অন্যত্র প্রকাশ করা অযোগ্য, সন্দেশসমূহ দ্বারা রহস্য প্রকাশক বহু সন্দেশ দ্বারা তাহাদের হৃদয় ব্যথা দূরীভূত হইবে ॥ ৩ ॥

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(গোপীনাং বিশেষতঃ সন্দেশে কারণ-মাহ) তাঃ (গোপ্যঃ) মন্মনস্কাঃ (ময্যেব সঙ্কল্পাত্মকং মনো যাসাং তাঃ) মৎপ্রাণাঃ (অহমেব প্রাণো যাসাং তাঃ) মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ (ত্যক্তা দৈহিকাঃ পতি-পুত্রাদয়ঃ যাভিঃ তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) মনসা মাং এব দয়িতং (প্রিয়ং) প্রেষ্ঠং (ততোঽপি প্রিয়তমং) আত্মানম্ (ইতি) গতাঃ (জ্ঞাতবত্যঃ নিশ্চিতবত্যঃ) মদর্থে (মন্নিমিত্তং) যে (জনাঃ) ত্যক্তলোকধর্ম্মাঃ (ত্যক্তৌ লোকধর্ম্মৌ ইহামুত্র সুখে তৎসাধনানি চ যৈঃ তাদৃশাঃ ভবন্তি) অহং তান্ (জনান্) বিভর্ম্মি (পোষয়ামি, সংবর্দ্ধয়ামি, সুখয়ামীত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে সৌম্য, উক্ত গোপীগণ আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে, আমি তাহাদের প্রাণস্বরূপ, তাহারা আমার জন্য পতি-পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া মনের দ্বারা আমাকেই প্রিয়তম আত্মস্বরূপে নিশ্চয় করিয়াছে, যাহারা আমার জন্য যাবতীয় লোকধর্ম্ম পরিত্যাগ করে আমি তাহাদিগের ভরণ করিয়া থাকি ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ময্যেব সঙ্কল্পাত্মকং মনো যাসাং তাঃ। অহমেব প্রাণো যাসাং তাঃ। ত্যক্তা দৈহিকাঃ পতি-পুত্র-পিতৃ-শয়ন-ভোজন-পানাদয়োঽপি যাভিস্তাঃ। তত্র তত্র হেতুঃ। মামেব নতু স্ব স্ব পতিমন্যং দয়িতং প্রিয়ং মনসা গতা জ্ঞানবত্যঃ। ন কেবলং দয়িতমেব অপি তু প্রেষ্ঠং ন চ প্রেষ্ঠমেব কিন্ত্বাত্মানং তাভিরহমেব স্ব-স্ব-জীবাত্মা পরমাত্মা চ নিশ্চিত ইত্যর্থঃ। স চাহমত্র মথুরায়ামতস্তাভিঃ স্বস্বদেহান্নির্গতাত্মান এব মন্যন্তে কেবলং মদীয়যোগমায়য়ৈব দুস্তর্কয়া শক্ত্যা জীব্যন্তে ইতি ভাবঃ। যেঽন্যেঽপি সাধকভক্তা অপি মন্নিমিত্তং লোকধর্ম্মাদীংস্ত্যজন্তি তানপি বিভর্ম্মি কিং পুনস্তাঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব মহাশয়ের হাত

ধরিয়া বলিতেছেন—সেই ব্রজগোপীগণ যাহাদের সঙ্কল্পময় মনটি আমাতে দিয়াছেন, আমি যাঁহাদের প্রাণ সেই গোপীগণ, যাহারা দেহসম্বন্ধীয় যাহা কিছু পতি, পুত্র, পিতা, শয়ন, ভোজন ও পানাদি ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কারণ আমাকেই দয়িত অর্থাৎ প্রিয় ইহা মনে মনে জ্ঞানবতী, নিজ নিজ পতিম্মন্য গোপগণকে প্রিয় মনে করেন না, আমাকে কেবল প্রিয়ই মনে করেন না, পরন্তু 'প্রিয়তম' মনে করেন। কিন্তু আমাকে আত্মা তাহাদের নিজ নিজ জীবাত্মা ও পরমাত্মা নিশ্চিতরূপেই মনে করেন। সেই আমি এই মথুরাপুরীতে অবস্থান করিতেছি, অতএব তাহাদের নিজ নিজ দেহ হইতে নির্গত হইয়া আমি এখানে বাস করিতেছি, ইহাই মনে করেন। প্রশ্ন হইতে পারে দেহ হইতে আত্মা ও পরমাত্মা বাহিরে আসিলে দেহ কিরূপে বাঁচিয়া থাকে? ইহার উত্তরে বলি-কেবল আমার যোগমায়ার অচিন্ত্য শক্তি দ্বারাই বাঁচিয়া আছেন। যে সকল অন্য সাধকভক্তগণও আমার নিমিত্ত লোকধর্ম্মাদি ত্যাগ করেন, তাহাদিগকেও আমি পোষণ করি, সংবর্দ্ধন করি ও সুখদান করি, গোপীগণ নিত্যসিদ্ধা আমারই স্বরূপশক্তি, তাহাদিগকে আমি যে পোষণ করি, সংবর্দ্ধন করি ও সুখদান করি ইহা আর আশ্চর্য্য কি ॥ ৪ ॥

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে উদ্ধব) প্রেয়সাং (প্রীতিবিষয়াণাং মধ্যে) প্রেষ্ঠে (প্রিয়তমে) ময়ি দূরস্থে (সতি) তাঃ গোকুল-স্ত্রিয়ঃ স্মরন্ত্যঃ (মাং চিন্তয়ন্ত্যঃ) বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ (বিরহেণ যৎ ঔৎকণ্ঠ্যং তেন বিহ্বলাঃ পরবশাঃ) বিমুহ্যন্তি (মূর্চ্ছাং প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে উদ্ধব, আমি তাহাদের যাবতীয় প্রিয় বিষয়সকলের মধ্যে প্রিয়তম, সম্প্রতি আমি দূরে অবস্থান করিতেছি বলিয়া সেই গোকুল-রমণীগণ আমাকে চিন্তা করিতে করিতে বিরহজনিত উৎকণ্ঠে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছাগত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তাসাং যদি ত্বমেব মনঃপ্রাণাদয়ঃ প্রেষ্ঠ আত্মা চ তর্হি তাঃ কথমত্র নায়াতাস্তত্র স্থাতুমেব কথং শক্নুবন্তি তত্রাহ,—ময়ি তাঃ খলু গোকুলস্য স্ত্রিয়ঃ গুঞ্জা-গৈরিক-মুরলী-ময়ূরপিচ্ছাদ্যলঙ্কৃতেন গোপবেশেনৈব ময়া সহ তত্র গোকুলে এব বিলাসে প্রাপ্তমনোনিষ্ঠা, ময়াপ্যত্রানেতুমনভিপ্রেতাঃ কথমত্র বৃষ্ণিপুর্য্যামাগচ্ছেয়ুরিতি ভাবঃ। ততশ্চ প্রেয়সামপি প্রেষ্ঠে দূরস্থে সতীতি প্রিয়ং তাবৎ সর্ব্বং মমতাস্পদং ততোঽপ্যধিকোঽহন্তাস্পদমাত্মা প্রেয়ান্, তে চ যদ্যেকস্য বহবঃ সম্ভবন্তি তদা তেষামপি কোটিসংখ্যানাং প্রেষ্ঠ ইতি। যদ্যাত্মকোটিভ্যোঽপি কেচিৎ পদার্থাঃ প্রিয়াঃ সংভবেয়ুস্তেষামপি মধ্যে যোঽতিপ্রিয়স্তদ্রূপে ময়ীত্যর্থঃ। অতএব বিমুহ্যন্তি বিশিষ্টাং মূর্চ্ছাং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। মদীয় দুস্তর্কয়া শক্ত্যা জীব্যমানা অপি ন জীবয়িতুমিব শক্যন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উদ্ধব মহাশয় প্রশ্ন করিতে পারেন ব্রজগোপীদের যদি তুমিই মন প্রাণ আদি, প্রেষ্ঠ আত্মা ও পরমাত্মা হও তাহা হইলে তাঁহারা কি কারণ এই মথুরায় আসিতেছেন না, ব্রজেই বা থাকিতে কি করিয়া পারিতেছেন? তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—তাহারা নিশ্চয়ই গোকুলবাসি গোপীগণ গুঞ্জা গৈরীক মুরলী ময়ূর পুচ্ছাদি অলংকারের দ্বারা ভূষিত গোপবেশ আমার সহিতই সেই গোকুলেই বিলাস করিতে মনে নিষ্ঠা প্রাপ্ত, আমা কর্ত্তৃকও এখানে আনিতে অনিচ্ছুক। কিরূপে এখানে যদুপুরীতে তাহারা আসিতে পারিবেন ইহাই ভাবার্থ।

অনন্তর যতকিছু প্রিয় বস্তু আছে তাহার মধ্যে প্রিয়তম আমি দূরে থাকিলে ঐ সকল প্রিয় মমতাস্পদ, তাহা হইতেও অধিক অহন্তাস্পদ আত্মা প্রিয়তম। তাহাও যদি একজনের বহু সম্ভব হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যেও কোটি প্রিয়তম আমি। যদি আত্মকোটি হইতেও কোন পদার্থ প্রিয় হয়, তাহাদের মধ্যেও যে অতিপ্রিয় সেইরূপ আমি দূরে আছি। অতএব তাহারা ব্রজগোপীগণ বিমুহ্যন্তি বিমোহ প্রাপ্ত হইতেছেন। এই মূর্চ্ছা সাধারণ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত নহে, বিশিষ্ট মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমারই অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা বাঁচাইয়া রাখিলেও প্রকৃত বাঁচার মত থাকিতে পারিতেছেন না, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৫ ॥

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমন-সন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—মদাত্মিকাঃ (মৎস্বরূপভূতশক্তয়ঃ) বল্লব্যঃ (গোপ্যঃ) মে (মম) প্রত্যাগমনসন্দেশৈঃ (গোকুলান্নির্গমনসময়ে শীঘ্রমাগমিষ্যামীতি যে প্রত্যাগমন সন্দেশাঃ তৈঃ) কথঞ্চন (কেনাপি প্রকারেণ) অতিকৃচ্ছ্রেণ (অতিকষ্টেন) প্রায়ঃ প্রাণান্ ধারয়ন্তি (জীবন্তি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—উক্ত গোপীগণ আমার স্বরূপশক্তিভূত, আমি গোকুল হইতে আসিবার সময় তাহাদের নিকট সত্বরই প্রত্যাগমনের কথা বলিয়াছিলাম, তাহারা সেই আশ্বাস বাক্যেই কোনরূপে অতিকষ্টে এখনও জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অতিকৃচ্ছ্রেণেতি। তাসাং মৎ প্রাপ্ত্যাশয়া প্রাণধারণমেবাতিকষ্টং, প্রাণত্যাগস্তু সুগম এবেতি ভাবঃ। ননু কেন প্রকারেণ প্রাণান্ ধারয়ন্ত্যত আহ,—প্রতীতি। গোকুলান্নির্গমনসময়ে শীঘ্রমাগমিষ্যামীতি যে প্রত্যাগমনসন্দেশাস্তৈরতো মৎপ্রাপ্ত্যাশৈব মহাবলবতী নির্গচ্ছতোঽপি প্রাণান্ বধ্নাতীতি ভাবঃ। তব কা ভবন্তি তাস্তত্রাহ,—বল্লব্যঃ যদ্যপি তা বল্লবানামেব স্ত্রিয়স্তমপি মে মদীয়া এব তাসাং মহামাধুর্য্যময়-রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদিসম্বন্ধগন্ধমপি তৎপতয়ঃ স্বপ্নেঽপি ন লভন্তে কিন্তস্মদ্ভার্য্যা ইমা ইত্যভিমানমাত্রমেবেত্যতো রসশক্ত্যৈব স্বস্পুষ্টার্থমনাদিত এব নিত্যপরকীয়াঃ কৃতা অপি তা মদ্ভোগ্যা মদীয়া এব যতো মদাত্মিকাঃ মৎস্বরূপশক্তেহ্লাদিন্যা অপি মহাসারপ্রেমবৃত্তিত্বান্মৎস্বরূপভূতা অপি সর্ব্বোৎকৃষ্টহ্লাদরূপত্বান্মদাকর্ষণসমর্থা, অতএবাত্মারামস্যাপি মম তাভী রমণসুখমত্যধিকম্। অতএব ময়াত্মনঃ সকাশাদপি তা অধিকমনুকম্পনীয়া ইত্যনুকম্পার্থকঃ 'কপ্রত্যয়ঃ' প্রযুক্তঃ। শ্লেষেণ মমাত্মা মনোরমণার্থী যাসু তাঃ, ময্যেবাত্মা তথাভূতো যাসাং তা ইতি বা মৎসম্ভোগ্যত্বান্মদীয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতি কষ্টে অর্থাৎ আমার প্রাপ্তির আশায় তাহাদের প্রাণধারণই অতি কষ্ট, প্রাণত্যাগ কিন্তু সহজই। প্রশ্ন হইতে পারে কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতেছেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'প্রত্যাগমন' গোকুল হইতে আসিবার কালে আমি শীঘ্র আসিব, এই যে প্রত্যাগমন সন্দেশ ঐ আশায়ই তাহারা প্রাণ ধারণ করিতেছেন। অতএব আমার প্রাপ্তি আশাই মহাবলবতী প্রাণ নির্গত হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রাণকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ইহাই ভাবার্থ।

উদ্ধব মহাশয় প্রশ্ন করিতেছেন—তাহারা তোমার কে হয়? তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—তাহারা আমার প্রেয়সী গোপী অর্থাৎ যদিও তাহারা গোপগণেরই স্ত্রী, তাহা হইলেও তাহারা আমারই, তাহাদের মহামাধুর্য্যময় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ ও স্পর্শাদির সম্বন্ধলেশও তাহাদের পতিগণ স্বপ্নেও পায় না। কিন্তু 'ইহারা আমার ভার্য্যাই'—এই অভিমানমাত্র ঐ পতিস্মন্য গোপগণের আছে অতএব রসশক্তিদ্বারাই নিজরসপুষ্টির জন্যই অনাদিকাল হইতেই নিত্যপরকীয়া ভাবে বিভাবিত করিয়া তাহাদিগকে রাখিয়াছি। তাহা হইলেও তাহারা আমার ভোগ্যা আমারই, অতএব মদাত্মিকা অর্থাৎ আমার স্বরূপশক্তি হলাদিনীরও মহাসার প্রেমবৃত্তিহেতু আমার স্বরূপাভূতা হইয়াও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হলাদরূপ হওয়ায় আমাকে আকর্ষণ করিতে সমর্থা। অতএব আমি আত্মারাম হইলেও তাঁহাদের সহিত রমণসুখ আমার অধিক হয়, অতএব আমার আত্মা হইতেও তাহারা অধিক অনুকম্পার পাত্রী,—এই অনুকম্পা অর্থে 'ক' প্রত্যয় হইয়াছে। শ্লেষে আর একটী অর্থে আমার আত্মা অর্থাৎ মন যাহাদিগের সহিত রমণার্থী সেই গোপীগণ আমাতেও সেইরূপ আত্মা অর্থাৎ রমণার্থিণী যাঁহারা সেই আমার সম্ভোগযোগ্য বলিয়া মদীয়া ॥ ৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্ত উদ্ধবো রাজন্ সন্দেশং ভর্ত্তুরাদৃতঃ।
আদায় রথমারুহ্য প্রযযৌ নন্দ-গোকুলম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। (হে) রাজন্, ইতি (এবম্প্রকারম্) উক্তঃ (শ্রীকৃষ্ণেন সন্দিষ্টঃ) উদ্ধবঃ আদৃতঃ (ভগবতঃ আদেশে আদরযুক্তঃ সন্) ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) সন্দেশং ("ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা কৃচিৎ" ইত্যাদিকং বক্ষ্যমাণং

আদেশম্) আদায় রথং আরুহ্য নন্দ-গোকুলং প্রযযৌ (গতবান্)॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, ভগবান্ এরূপ বলিলে উদ্ধব সাদরে প্রভুর আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক রথযোগে নন্দ-গোকুলে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

প্রাপ্তো নন্দ-ব্রজং শ্রীমান্ নিম্লোচতি বিভাবসৌ।
ছন্নযানঃ প্রবিশতাং পশূনাং খুররেণুভিঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—বিভাবসৌ (সূর্য্যে) নিম্লোচতি (অস্তং গচ্ছতি সতি) প্রবিশতাং (গোষ্ঠাদ্ গৃহমাগচ্ছতাং) পশূনাং খুররেণুভিঃ (খুরোত্থিত-ধূলি-পটলৈঃ) ছন্নযানঃ (ছন্নং যানং যস্য সঃ ইত্যনেন গোপীভিঃ অজ্ঞাতত্বেন নন্দসঙ্গং লব্ধবানিতি সূচিতম্) শ্রীমান্ (উদ্ধবঃ) নন্দ-ব্রজং প্রাপ্তঃ (গতঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন এমন সময় উদ্ধব নন্দব্রজে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগত পশুগণের খুরোত্থিত ধূলি দ্বারা রথ আচ্ছাদিত হওয়ায় গোপীগণ তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারেন নাই, এইরূপ অজ্ঞাতসারেই তিনি নন্দ-মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—নিম্লোচতি অস্তং গচ্ছতি সতি। ছন্নযানঃ আচ্ছন্নরথঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সূর্য্য অস্ত গেলে পর ছন্নজান গোধূলির দ্বারা উদ্ধব মহাশয়ের রথ ঢাকিয়া গেল ॥৮

বাসিতার্থেঽভিযুদ্ধ্যদ্ভির্নাদিতং শুষ্মিভির্বৃষৈঃ।
ধাবন্তীভিশ্চ বাস্রাভিরুধোভারৈঃ স্ব-বৎসকান্ ॥৯॥
ইতস্ততো বিলঙ্ঘদ্ভির্গো-বৎসৈর্মণ্ডিতং সিতৈঃ।
গোদোহ-শব্দাভিরবং বেণূনাং নিঃস্বনেন চ ॥ ১০ ॥
গায়ন্তীভিশ্চ কর্ম্মাণি শুভানি বল-কৃষ্ণয়োঃ।
স্বলঙ্কৃতাভির্গোপীভির্গোপৈশ্চ সুবিরাজিতম্ ॥ ১১ ॥
অগ্ন্যর্কাতিথি-গো-বিপ্র-পিতৃদেবার্চ্চনান্বিতৈঃ।
ধূপ-দীপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ গোপাবাসৈর্মনোরমম্ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতম্।
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—বাসিতার্থে (বাসিতাঃ পুষ্পবত্যঃ গাবস্তদর্থে তন্নিমিত্তম্) অভিযুদ্ধ্যদ্ভিঃ (অভিতো যুদ্ধ্যদ্ভিঃ) শুষ্মিভিঃ (মত্তৈঃ) বৃষৈ নাদিতং (শব্দিতং তথা) উধোভারৈঃ (স্তনভারৈঃ উপলক্ষিতাভিঃ) স্ববৎসকান্ (নিজবৎসান্ প্রতি) ধাবন্তীভিঃ বাস্রাভিঃ (ধেনুভিঃ) চ নাদিতং (শব্দিতম্) ইতস্ততঃ বিলঙ্ঘদ্ভিঃ (উৎপতদ্ভিঃ) সিতৈঃ (শুভ্রৈঃ) গোবৎসৈঃ (তথা) বেণূনাং নিঃস্বনেন চ মণ্ডিতং (শোভিতং তথা) গোদোহ-শব্দাভিরবং (গোদোহ শব্দমিশ্রা অভিতো রবাঃ মুঞ্চ মা মুঞ্চ, নয় মা নয় আনয় দেহি গৃহাণেত্যাদয়ো যস্মিন্ তৎ) বল-কৃষ্ণয়োঃ (রাম-কৃষ্ণয়োঃ) শুভানি কর্ম্মাণি চ গায়ন্তীভিঃ (কীর্ত্তয়ন্তীভিঃ) স্বলঙ্কৃতাভিঃ (সুভূষিতাভিঃ) গোপীভিঃ গোপৈঃ চ সুবিরাজিতং (তথা) অগ্ন্যর্কা-তিথি-গো-বিপ্র-পিতৃ-দেবার্চ্চনান্বিতৈঃ (অগ্ন্যাদ্যর্চ্চনান্বিতৈঃ) গোপাবাসৈঃ (গোপগৃহৈঃ তথা) ধূপদীপৈঃ চ মাল্যৈঃ চ মনোরমং সর্ব্বতঃ পুষ্পিতবনং (পুষ্পিতানি বনানি যস্মিন্ তৎ) দ্বিজালিকুলনাদিতং (দ্বিজানাং পক্ষিণাম্ অলীনাং ভৃঙ্গানাঞ্চ কুলৈঃ সমূহৈ নাদিতং) হংস-কারণ্ডবাকীর্ণৈঃ (হংসৈঃ কারণ্ডবৈশ্চ আকীর্ণৈঃ সঙ্কুলৈঃ) পদ্মষণ্ডৈঃ (পদ্ম-সমূহৈঃ) চ মণ্ডিতং (শোভিতং) (নন্দব্রজং প্রাপ্ত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৯-১৩ ॥

অনুবাদ—তৎকালে ব্রজ ঋতুমতী ধেনুগণের সম্ভোগের নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধরত মত্ত বৃষগণের এবং নিজ নিজ বৎসগণের প্রতি ধাবমান স্তনভার-বিশিষ্ট ধেনুগণের উচ্চরবে শব্দায়মান হইতেছিল। লম্ফ-প্রদান করিতে করিতে বিচরণশীল শুভ্র বৎস এবং ধেনুগণের শব্দে ব্রজমণ্ডল মণ্ডিত হইয়াছিল। তৎকালে ব্রজের নানা স্থানে গোদোহন শব্দসহ "ইহাকে ছাড়িয়া দাও, উহাকে লইয়া আইস, শীঘ্র দাও" প্রভৃতি নানা প্রকার শব্দ শুনা যাইতেছিল। রাম-কৃষ্ণের পবিত্র চরিত-কীর্ত্তনরত সুভূষিত গোপ-গোপীগণের দ্বারা সেই স্থান শোভমান ছিল, গোপীদিগের গৃহে অগ্নি, সূর্য্য, অতিথি, গো, বিপ্র, পিতৃদেবতার অর্চ্চন হইতে-ছিল, ধূপ, দীপ, মাল্যসমূহের দ্বারা সেই স্থান অতীব মনোরম হইয়াছিল, চতুর্দ্দিকে বন-সমূহ পক্ষী ও ভৃঙ্গকুলের নিনাদে নিনাদিত এবং হংস ও কারণ্ডব (জল-কাক)-সমাকীর্ণ পদ্মসমূহে সুশোভিত হইয়া-ছিল ॥ ৯-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রজং বর্ণয়তি,—বাসিতার্থ ইতি পঞ্চভিঃ। মদীয়ব্রজস্য শোভামুদ্ধবঃ পশ্যত্বিতি ভগবদিচ্ছাশক্তিপ্রেরিতা যোগমায়া নির্ব্বেদ-বিষাদদৈন্যাদি-সঞ্চারিভির্বিধুরং কৃষ্ণবিযুক্তপ্রকাশং সংবৃত্য হর্ষোৎসুক্য-চাপল্যোৎসাহাদিভিরতিমনোহরং কৃষ্ণসংযুক্ত-প্রকাশং প্রথমং সায়ং সময়ে সামান্যত এবোদ্ধবং দর্শয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্। বাসিতাঃ পুষ্পবত্যো গাবস্তন্নিমিত্তং অভিতো যুদ্ধদ্ভির্মিথো যুদ্ধ্যমানৈঃ শুষ্মিভির্মত্তৈঃ নাদিতং নাদযুক্তীকৃতম্। বাস্রাভির্ধেনুভিশ্চ নাদিতম্। স্ববৎসকান্ নূতনান্ প্রতিধাবন্তীভিঃ। গোদোহশব্দৈঃ সহ অভিতো রবা মুঞ্চ মা মুঞ্চ, উপেহি অপসর, ত্বরস্ব মা ত্বরস্ব, নয়ানয়, দেহি গৃহাণেত্যাদয়ো যস্মিংস্তৎ বেণূনাং নিঃস্বনেন চ গায়ন্ত্যাদিভিশ্চ বিরাজিতং, অগ্ন্যর্কেতি গোপাবাসৈরিত্যস্য বিশেষণম্ ॥ ৯-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রজধামের বর্ণনা দিতেছেন পাঁচটি শ্লোকদ্বারা। শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব আমার ব্রজের শোভা উদ্ধব দর্শন করুক, এই শ্রীভগবৎ ইচ্ছা শক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়া যোগমায়া নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য আদি সঞ্চারী ভাবসমূহদ্বারা বিরহ-কাতর কৃষ্ণবিমুক্ত প্রকাশ ব্রজধামকে আবৃত করিয়া হর্ষ-উৎসুক্য-চাপল্য-উৎসাহ আদি অতি মনোহর শ্রীকৃষ্ণ-সংযুক্ত ব্রজের প্রকাশটিকে প্রথমতঃ সন্ধ্যাকালে সামান্য ভাবেই উদ্ধবকে দর্শন করাইলেন—ইহাই জানিতে হইবে। 'বাসিতাঃ' পুষ্পবতী গাভীগণকে সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বৃষগণ পরস্পর মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে গর্জ্জন করিতেছে। বৎসবতী ধেনুগণও হাম্বারব করিতেছে এবং নূতন নিজ নিজ বৎসের দিকে ধাবিত হইতেছে গাভী দোহনের শব্দ-সমূহের সহিত চতুর্দ্দিকে কেহ বলিতেছেন বাছুর ছাড়িয়া দাও; কেহ বলিতেছেন ছাড়িয়া দিও না, কেহ বলিতেছেন এদিকে লইয়া আইস, কেহ বলিতেছেন অন্যদিকে লইয়া যাও। কেহ বলিতেছেন শীঘ্র কর, কেহ বলিতেছেন শীঘ্র করিও না। কেহ বলিতেছেন লইয়া যাও; কেহ বলিতেছেন লইয়া আইস, কেহ বলিতেছেন দোহন পাত্র দাও, কেহ বলিতেছেন দোহন পাত্র লও, এইভাবে যেখানে সেই বেণুসমূহের ধ্বনি হইতেছে এবং গান করিতেছে—এইভাবে ব্রজের শোভা উদ্ধব মহাশয় দেখিলেন। আরও গোপগণের গৃহে কোথাও হোম হইতেছে কোথাও সূর্য্যপূজা, কোথাও অতিথি সেবা, ব্রাহ্মণসেবা, কোথাও গো-সেবা, পিতৃ-পুরুষ ও দেবতাগণের অর্চ্চনযুক্ত ধূপ দীপ মাল্য দ্বারা শোভিত মনোরম গোপগৃহসমূহ দেখিলেন ॥ ৯-১৩ ॥

———

তমাগতং সমাগম্য কৃষ্ণস্যানুচরং প্রিয়ম্।
নন্দঃ প্রীতঃ পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়ার্চ্চয়ৎ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—নন্দঃ কৃষ্ণস্য প্রিয়ম্ অনুচরং (ভক্তং) তম্ (উদ্ধবং) আগতং সমাগম্য (শ্রুত্বা সমীপমাগত্য) প্রীতঃ (সন্) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) বাসুদেবধিয়া (কৃষ্ণবুদ্ধ্যা) অর্চ্চয়ৎ (পূজয়ামাস) ॥১৪॥

অনুবাদ—নন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর উদ্ধবের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রীতিভরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-জ্ঞানে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অথোদ্ধবঃ কৃষ্ণবিযুক্তপ্রকাশং নন্দালয়ং প্রবিবেশেত্যাহ,—তমিতি। সমাগম্য অভ্যন্তরতঃ সমীপমাগত্যেতি স্বপুত্রসারূপ্যাবলোকনেনোদ্ধবস্য চ স্বদ্রষ্টৃজনমাত্রোৎসবদায়িত্বশক্ত্যা চ শ্রীনন্দস্য বাহ্য-ব্যবহারানুসন্ধানসম্ভাষণাদিসামর্থ্যোদয়ো জ্ঞেয়ঃ। বাসুদেবধিয়া অতিথিরূপেণ মদিষ্টদেবো নারায়ণ এবাগত ইত্যার্চ্চয়ৎ পাদ্যাদিনা ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শ্রীউদ্ধব কৃষ্ণবিযুক্ত প্রকাশ শ্রীনন্দালয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহাই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের অনুচর শ্রীউদ্ধবকে আসিতে দেখিয়া গৃহের ভিতর হইতে শ্রীনন্দমহারাজ রথের নিকটে আসিয়া নিজপুত্রের সমানরূপ দেখিয়া, উদ্ধবেরও নিজদর্শনকারীজনমাত্রের আনন্দপ্রদশক্তি দ্বারা শ্রী-নন্দমহারাজের বাহ্য ব্যবহার অনুসন্ধান ও সম্ভাষণাদির সামর্থ্য উদয় হইল। বসুদেব-নন্দন বুদ্ধিতে অতিথিরূপে আমার ইষ্টদেব নারায়ণই আসিয়াছেন এই ভাবে পাদ্যাদিদ্বারা অর্চ্চন করিলেন ॥ ১৪ ॥

———

ভোজিতং পরমান্নেন সংবিষ্টং কশিপৌ সুখম্।
গতশ্রমং পর্য্যপৃচ্ছৎপাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) পরমান্নেন (উৎকৃষ্টান্নেন) ভোজিতং কশিপৌ (শয্যায়াং) সুখং সম্বিষ্টং (স্থিতং) পাদসম্বাহনাদিভিঃ (পাদসংমর্দ্দনাদিভিঃ ক্রিয়াভিঃ) গতশ্রমম্ (গতক্লমং উদ্ধবং) পর্য্যপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহাকে উৎকৃষ্ট অন্নভোজন করাইলেন, ভোজনান্তে তিনি সুখে শয্যায় অবস্থান করিলে পাদমর্দ্দনাদিদ্বারা শ্রান্তি দূর করিয়া অতঃপর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভোজিতং পরমান্নেনেতি। যদ্যপি মথুরা প্রস্থানদিনাবধি ব্রজস্থজনানাং সর্ব্বমেব মহানসমমার্জ্জিতমলিপ্তং তৃণপত্রধূলিভিঃ পরিপূর্ণং লূতাতন্তবিতানময়মেবাভূৎ। পরস্পর প্রতিবেশিজনদত্তৈর্দধিদুগ্ধ-তক্রাদিভিরেব প্রাণান্ ধারয়ন্তো, 'হা হতাঃ স্মে'তি বাদিনঃ সর্ব্বে বিষীদন্ত্যেব তদপি তদ্দিনে হন্ত হন্ত মদ্গৃহমায়াতোহয়মুদ্ধবোঽদ্য মা ক্ষুধয়া বিষীদত্বিতি ব্রজরাজস্যাশয়মভিজ্ঞায় কশ্চিৎ পরিজনো ব্রাহ্মণঃ খণ্ডতণ্ডুলপয়োভিরেকপুরুষমাত্রভোজ্যং পরমান্নং পপাচেতি জ্ঞেয়ম্। পাদসম্বাহনং সেবকদ্বারৈব উদ্ধবস্য তদ্ভ্রাতুষ্পুত্রত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমান্নদ্বারা ভোজন করাইলেন, যদিও মথুরা যাওয়ার দিন হইতে ব্রজবাসি জনগণের সকলেরই রন্ধনগৃহ অমার্জ্জিত, অলিপ্ত, তৃণ পত্র ধূলি প্রভৃতির দ্বারা পরিপূর্ণ, মাকড়ষার জাল বিস্তার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

পরস্পর প্রতিবেশীগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত দধি-দুগ্ধ তক্রাদিদ্বারাই সকলে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। হায়! হায়! মরিলাম এই বলিয়া সকলে বিষাদ ভাবিতেছেন। তথাপি ঐদিনে হায়! হায়! আমার গৃহে আজ এই উদ্ধব আসিয়াছেন ক্ষুধায় কষ্ট না পাউক—এই ব্রজরাজের অভিপ্রায় জানিয়া কোন এক পরিজন ব্রাহ্মণ ভগ্নতণ্ডুল ও দুগ্ধদ্বারা একজন মাত্র ভোজন করিতে পারে এই পরিমাণ পরমান্ন পাক করিয়াছিলেন জানিতে হইবে। উদ্ধবের 'পাদসম্বাহন করিয়াছিলেন' ইহা কোন সেবকদ্বারাই নন্দমহারাজ করাইয়াছিলেন জানিতে হইবে, কারণ উদ্ধব ব্রজরাজের সম্বন্ধে ভ্রাতুষ্পুত্র হন ॥ ১৫ ॥

কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখা নঃ শূরনন্দনঃ।
আস্তে কুশল্যপত্যাদ্যৈর্যুক্তো মুক্তঃ সুহৃদ্বৃতঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, মহাভাগ, নঃ (অস্মাকং) সখা মুক্তঃ (কংস-বন্ধনাৎ বিমুক্তঃ) শূরনন্দনঃ (বসুদেবঃ) সুহৃদ্বৃতঃ (সুহৃদ্ভিঃ বৃতঃ তথা) অপত্যাদ্যৈঃ (সন্তত্যাদিভিঃ স্বজনৈঃ) যুক্তঃ (সন্) কুশলী (সুখী) আস্তে কচ্চিৎ (কিম্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ, কংসকারাগার-মুক্ত সখা বসুদেব সম্প্রতি সুহৃদ্গণ এবং সন্তানাদির সহিত মিলিত হইয়া সুখে আছেন ত'? ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণস্য প্রশ্নে অশ্রুকণ্ঠাবরোধাদয়ঃ সহসোদ্ভবিষ্যন্তীত্যাশঙ্ক্য প্রথমং বসুদেবস্য কুশলং পৃচ্ছতি। মুক্তো বন্ধনাৎ সর্ব্বাপদ্ভ্যশ্চ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে-গেলে নয়নজল দ্বারা কণ্ঠস্বর অবরোধাদি সহসা হইবে এই আশঙ্কা করিয়া নন্দমহারাজ প্রথমে বসুদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মুক্ত অর্থাৎ বন্ধন ও সকল আপদ হইতে মুক্ত ॥ ১৬ ॥

দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপঃ সানুগঃ স্বেন পাপ্মনা।
সাধূনাং ধর্ম্মশীলানাং যদূনাং দ্বেষ্টি যঃ সদা ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—যঃ সদা (পুরা সর্ব্বকালং) ধর্ম্মশীলানাং সাধূনাং যদূনাং দ্বেষ্টি (দ্বেষমকরোৎ সঃ) সানুগঃ (সানুচরঃ) পাপঃ (পাপী) কংসঃ স্বেন পাপ্মনা (স্বকীয়েন পাপেন হেতুনা) হতঃ (নিহতঃ ইতি) দিষ্ট্যা (অস্মাকং মহৎ সৌভাগ্যম্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যে ইতঃপূর্ব্বে সর্ব্বদা ধর্ম্মশীল সাধু যাদবগণের প্রতি বিদ্বেষ করিতেছিল, সেই পাপাত্মা কংস নিজ অনুচরগণের সহিত স্বীয়পাপ-ফলে নিহত হইয়াছে, ইহা আমাদের মহাসৌভাগ্য ॥ ১৭ ॥

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্ ॥১৮

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণঃ নঃ (অস্মান্) মাতরং (যশোদাং) সুহৃদঃ (গোপালাদীন্) সখীন্ (শ্রীদামাদীন্) গোপান্ (ইতরান্ গোপান্) আত্মনাথং (আত্মা কৃষ্ণ এব নাথঃ

যস্য তৎ) ব্রজং গাবঃ (গাঃ) বৃন্দাবনং গিরিং (গোবর্দ্ধনং) চ স্মরতি অপি (স্মরতি কিম্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমানে আমাকে এবং মাতা যশোদা, গোপালাদি সুহৃদ্‌গণ, শ্রীদামাদি সখিগণ, অন্যান্য গোপগণ, নিজরক্ষিত ব্রজমণ্ডল, গো-সকল, বৃন্দাবন ও গোবর্দ্ধন গিরিকে স্মরণ করেন কি ? ১৮॥

বিশ্বনাথ—ততঃ সাশ্রুগদ্‌গদং পৃচ্ছতি,—অপীতি। মাতরমিতি তন্মাতুর্দুরবস্থা ত্বয়ৈব দৃশ্যতামিতি তর্জ্জন্যা তাং দর্শয়তি। আত্মা স্বয়মেব নাথো যস্য তমিমমনাথং সম্প্রতি নিঃশোভং ব্রজঞ্চ পশ্যেতি ভাবঃ। গাবো গাঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতঃপর নয়নজলের সহিত গদ্‌গদ বাক্যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কৃষ্ণ কি কখনও তাহার মাতাকে স্মরণ করে, ঐ তাহার মায়ের দুর্দ্দশা এই বলিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলিদ্বারা যশোদাকে দেখাইলেন এবং 'আত্মনাথ' অর্থাৎ স্বয়ংই যাঁহার পালয়িতা সেই ব্রজের গাভী, বৃন্দাবন ও গোবর্দ্ধনকে সম্প্রতি শোভাহীন ব্রজকে দেখ, ইহাদিগকে কৃষ্ণ স্মরণ করে কি ? ॥ ১৮ ॥

———

অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্ ।
তর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্ত্রং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—গোবিন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বজনান্ (আত্মীয়ান্ অস্মান্) ঈক্ষিতুং (দ্রষ্টুং) সকৃৎ (বারমেকম্) আয়াস্যতি অপি (আগমিষ্যতি কিং) তর্হি (যদি আয়াস্যতি তদা) সুনসং (শোভননাসাযুক্তং) সুস্মিতেক্ষণং (সুস্মিতে শোভনহাস্যযুক্তে ঈক্ষণে নয়নে যস্মিন্ তৎ) তদ্‌বক্ত্রং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ত্রং বদনং) দ্রক্ষ্যামি (অবলোকয়িষ্যামি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এই আত্মীয়গণকে দর্শন করিবার জন্য একবার এখানে আসিবেন কি ? সুরম্য নাসিকা এবং সুন্দর হাস্যভাবপূর্ণনয়নযুগলবিমণ্ডিত তদীয় বদনমণ্ডল আবার আমরা কবে দেখিতে পাইব ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্যায়াস্যতীতি কিং স্বিদুদ্ধব তন্মনোঽভিপ্রায়ং জানাসীতি ভাবঃ। ননু জানাম্যেব স আয়াস্যতি যুষ্মান্ সান্ত্বয়িষ্যতি নিশ্চলমত্রৈব স্থাস্যতীতি তত্রাস্মৎ সান্ত্বনং দূরে বর্ত্ততাং, নিশ্চলবাসোঽপি মা ভবতু, কিন্তু তদ্দর্শনমাত্রমহং যাচে ইত্যাহ,—গোবিন্দ ইতি। স্বস্বজনানস্মান্ বিরহমহাজ্বরপীড়িতান্ অদ্য শ্বো বা মরিষ্যতো দ্রষ্টুমপি সকৃদপি কিং আয়াস্যতি গোবিন্দ ইতি পরঃ পরার্দ্ধান্ গাস্তদুপলক্ষিতানি কোটিশঃ স্বর্ণমুদ্রামুক্তাহীরকাদিরত্নরাজতকানকপাত্রবিবিধবস্ত্রালঙ্কারচন্দনাগুরুকুঙ্কুমাদ্যনেকগৃহদ্রব্যাণি স্বীয়ানি বিন্দতাং লভতাম্। আবয়োর্মৃতয়োরেষু বস্তুষু কোঽন্যঃ স্বত্বং কল্পয়েদত এতানি গৃহীত্বা যত্র তস্য বস্তুমিচ্ছাস্তি তত্রৈব বসত্বিতি ভাবঃ। ননু কিমেবং দ্যোতয়সি তমাগতপ্রায়ং বিদ্ধীতি। তত্র বিলম্বমসহমান আহ—কর্হীতি। তর্হীতি চ পাঠঃ। দ্রক্ষ্যাম ইতি সলোপ আর্ষঃ। তচ্চন্দ্রকোটিতিরস্কারিবক্ত্রং তাং নিরুপমাং নাসাং, তদমৃতমধুরং স্মিতং তে কমলদলাকারে সুদীর্ঘনয়নে অস্মিন্নন্তকালে উপসন্নে দৃষ্টৈব ম্রিয়েমহীত্যাকাঙ্ক্ষা মহতী বর্ত্তত ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিবে কি ? অর্থাৎ হে উদ্ধব ! তুমি কৃষ্ণের মনের অভিপ্রায় জান। উদ্ধব যেন বলিতেছেন তাহার মনোভাব জানিই, তিনি আসিবেন, আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিবেন, নিশ্চলভাবে এখানেই থাকিবেন। নন্দমহারাজ বলিতেছেন—আমাদের সান্ত্বনা দূরে থাকুক, ব্রজে নিশ্চলভাবে বাস না হউক কিন্তু তাহার দর্শনই একমাত্র আমি প্রার্থনা করি, এই বলিয়া গোবিন্দ নিজ স্বজন আমাদিগকে বিরহ মহাজ্বর পীড়িত হইয়া আজ বা কাল মরিব ইহা দর্শন করিতে একবারও কি আসিবে ? গোবিন্দ অর্থাৎ পরার্দ্ধেরও অধিক গাভীগণ তদুপলক্ষিত কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা মুক্তা হিরকাদি রত্ন রৌপ্য স্বর্ণপাত্র বিবিধ বস্ত্র অলংকার চন্দন অগুরু কুঙ্কুম আদি বহু গৃহদ্রব্যসমূহ তাহার নিজের এইগুলি লইয়া যাউক, আমরা দুইজন তাহার মাতা পিতা মরিলে পর এই সকল বস্তুকে আর অন্য সত্ত্বাধিকারী হইবে ? অতএব এই সকল দ্রব্য লইয়া যেখানে তাহার বাস করিবার ইচ্ছা আছে, সেইখানেই বাস করুক। উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন—কেন এইপ্রকার বলিতেছেন ? তাহার সত্বর আগমন জানুন। তাহাতে বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া নন্দমহারাজ বলিতেছেন—কবে আসিবে, তাহাকে দেখিব। তাহা হইলে

দেখিব, এইরূপ একটি পাঠও আছে। 'দ্রক্ষ্যাম' এই স্থলে বিসর্গের লোপ ঋষি উক্ত পাঠ। কোটি চন্দ্র তিরস্কারী তাহার বদন মণ্ডলখানি, তাহার উপমাহীন নাসিকা, তাহার অমৃতমধুর মৃদুহাস্য, তাহার সুদীর্ঘ কমল দোলাকৃতি নয়নদ্বয়, এই মরণকালে নিকটে আসিলে দেখিয়াই মরিব এইরূপ মহতী আকাঙ্ক্ষা আছে ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৯ ॥

দাবাগ্নের্বাতবর্ষাচ্চ বৃষসর্পাচ্চ রক্ষিতাঃ।
দুরত্যয়েভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(বয়ং) সুমহাত্মনা কৃষ্ণেন দাবাগ্নেঃ বাতবর্ষাৎ চ (ইন্দ্রকৃতাৎ বাতাৎ বর্ষণাচ্চ) বৃষসর্পাৎ চ (বৃষাৎ বৃষাসুরাৎ সর্পাৎ কালীয়নাগাৎ চ) দুরত্যয়েভ্যঃ (দুরতিক্রমেভ্যঃ) মৃত্যুভ্যঃ রক্ষিতাঃ ॥২০॥

অনুবাদ—মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে দাবানল, ইন্দ্রকৃত বর্ষণ, বৃষভাসুর এবং কালীয়নাগ প্রভৃতি দুরতিক্রম মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥২০॥

বিশ্বনাথ—ননু নৈব মরিষ্যাথ বহুকালমেব তং স্বসুতং লালয়ন্তো জীবিষ্যথেতি। তত্রাধুনা তু মৃত্যুহস্তান্নমুচ্যামহে ইতি বক্তুমতীতান্ মৃত্যূন্ গণয়তি,—দাবাগ্নেরিতি। সুমহাত্মনা মহাস্নেহময়স্বভাবেন কিন্ত্বধুনা সুমহোগ্রবাড়বানলাৎ কথং ন তেন রক্ষামহে ইতি ন জানীম ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন—আপনি শীঘ্র মরিবেন না, বহুকালই সেই নিজপুত্রকে লালন করিতে করিতে জীবিত থাকিবেন। ইহার উত্তরে নন্দ মহারাজ বলিতেছেন—এখন আমরা মৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত হইব না ইহা বলিবার জন্য অতীতকালে যে সকল মৃত্যুযোগ আসিয়াছিল তাহাই গণনা করিয়া বলিতেছেন দাবাগ্নি, ঝড় বৃষ্টি, বৃষভাসুর কালিয়সর্প এই সকল মৃত্যুর হাত হইতে সুমহাত্মা মহাস্নেহময় কৃষ্ণকর্ত্তৃক রক্ষা পাইয়াছি। কিন্তু এখন সুমহাউগ্রপ্রলয়াগ্নি হইতে কেন তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছি না, ইহা জানি না, ইহাই ভাবার্থ ॥ ২০ ॥

স্মরতাং কৃষ্ণবীর্য্যাণি লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতম্।
হসিতং ভাষিতঞ্চাঙ্গ সর্ব্বা নঃ শিথিলাঃ ক্রিয়াঃ ॥২১

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (হে উদ্ধব,) কৃষ্ণবীর্য্যাণি (কৃষ্ণস্য বীর্য্যাণি দাবানল-মোচনাদি রূপাণি প্রভাবময় চরিতানি) লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতং (লীলয়া অপাঙ্গেন নিরীক্ষিতং তথা) হসিতং (হাসং) ভাষিতং (বাক্যং) চ স্মরতাং (চিন্তয়তাং) নঃ (অস্মাকং) সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ (ভোজাদিব্যাপারাঃ) শিথিলাঃ (প্রযত্নশূন্যাঃ ভবন্তীতি শেষঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রভাবময় চরিত্র, লীলাময় কটাক্ষপাত, হাস্য এবং সম্ভাষণ স্মরণ করিলে আমাদের ভোজনাদি যাবতীয় ব্যাপারেই শৈথিল্য উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তদীয়মুখচন্দ্রস্মরণসুধয়ৈব সর্ব্বে সন্তাপাঃ শাম্যতীতি সত্যং তৎস্মরণং সর্ব্বসন্তাপহরমপি সম্প্রতি দুরদৃষ্টবশাদস্মাকং সর্ব্বসন্তাপকরমেবাভূদিত্যাহ,—স্মরতামিতি। ক্রিয়াঃ শিথিলা ইতি স্নানভোজনপানাদ্যা অভ্যাসবশাজ্জায়মানা অপি সম্প্রতি শিথিলী ভবন্ত্যত এব ন জীবাম ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিতেছেন—শ্রীগোবিন্দের শ্রীমুখচন্দ্র স্মরণ সুধা দ্বারাই সকল সন্তাপ দূর হয়। নন্দমহারাজ বলিতেছেন—ইহা সত্য তাহার স্মরণ সর্ব্বসন্তাপহারী হইলেও সম্প্রতি দুর্ভাগ্যবশে আমাদিগকে সর্ব্বসন্তাপকরই বোধ হইতেছে—ইহাই বলিতেছেন। তাহার স্মরণকারী আমাদের সকল ক্রিয়া শিথিল হইতেছে, স্নান ভোজন পান আদি অভ্যাস বশতঃ পূর্ব্বে হইলেও এখন শিথিল হইতেছে। অতএব আর বাঁচিব না ॥ ২১ ॥

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশান্ মুকুন্দপদভূষিতান্।
আক্রীড়ানীক্ষ্যমাণানাং মনো যাতি তদাত্মতাম্ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—মুকুন্দপদ-ভূষিতান্ (শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মলক্ষণসুশোভিতান্) সরিচ্ছৈল-বনোদ্দেশান্ (সরিতঃ নদ্যঃ চ শৈলাঃ পর্ব্বতাশ্চ বনোদ্দেশাঃ কাননভাগাশ্চ তান্) আক্রীড়ান্ (ক্রীড়াস্থানানি) ঈক্ষমাণানাং (পশ্যতামস্মাকং) মনঃ তদাত্মতাং (কৃষ্ণময়ত্বং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আমরা যখনই শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন-

শোভিত নদী, পর্ব্বত, বনভাগ এবং তদীয় ক্রীড়াস্থান দর্শন করি তখনই চিত্ত কৃষ্ণময় হইয়া থাকে ।।২২।।

বিশ্বনাথ—ননু যদ্যেবং তর্হি গৃহাবস্থানে পুত্র-স্মরণমধিকং স্যাদতস্তত্ত্যাগায় স্বয়মেব গাঃ পালয়তা ভবতা যমুনাতীরাদৌ ভ্রম্যতামিত্যাশঙ্ক্য তেনাপ্যপ্রতীকারং জ্ঞাপয়তি,—সরিদিতি। উদ্দেশাঃ প্রদেশাঃ। তদাত্মতাং তৎস্ফূর্ত্তিময়তাং তস্মিন্ লীনতাং বা ।।২২

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিতেছেন —যদিগৃহে থাকিলে এইরূপ পুত্র স্মরণ অধিক হয়, অতএব ঐ স্মরণ ত্যাগ করিবার জন্য নিজেই গোপালনের জন্য আপনি যমুনাতীরাদিতে ভ্রমণ করুণ, এই আশঙ্কায় নন্দমহারাজ বলিতেছেন— তাহাতেও কৃষ্ণের স্মরণ ছাড়া যাইবে না, ইহাই জানাইতেছেন। যমুনাতীর গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এবং বন-প্রদেশ সমূহ এবং তাহার খেলার মাঠ প্রভৃতিতে গোবিন্দের চরণচিহ্ন ভূষিত থাকায় তাহা দেখিয়া আমাদের মন তাহার স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাতেই লীন হইয়া যাইতেছে ।। ২২ ।।

———

মন্যে কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ ।
সুরাণাং মহদর্থায় গর্গস্য বচনং যথা ।। ২৩ ।।

অন্বয়ঃ—মহৎ (গম্ভীরং) গর্গস্য (গর্গমুনেঃ) বচনং যথা (ভবতি তথা অহমপি) সুরাণাং (দেবানাম্) অর্থায় (কংসবধাদি-প্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থং) রামং কৃষ্ণং চ ইহ (মমালয়ে) প্রাপ্তৌ (আবির্ভূতৌ) সুরোত্তমৌ (দেবশ্রেষ্ঠৌ) মন্যে (জানামি) ।।২৩।।

অনুবাদ—মহাত্মা গর্গমুনির মহৎ বচনানুসারে আমিও শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেবকে দেবকার্য্য সাধনের জন্য ভূতলে আমার গৃহে আবির্ভূত দেবশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি ।। ২৩ ।।

বিশ্বনাথ—বিশ্লেষময়প্রীতিজাতি-স্বভাবাদেব সহসা স্ফুরিতেন তদৈশ্বর্য্যেণ ক্ষণং লব্ধবিবেক ইবাহ,—মন্যে ইতি। ইহ মদ্গৃহে প্রাপ্তৌ মম চ বসুদেবস্য চ ভাগ্যাৎ পুত্রাবভূতামিত্যর্থঃ। সুরাণাং অর্থায় কংসাদি শত্রুবধলক্ষণায় প্রয়োজনায় মহৎ গম্ভীরং গর্গস্য বচনং যথা ।। ২৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিচ্ছেদময় প্রীতিজাতি স্বভাববশতঃই সহসা স্ফুরিত কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রাপ্ততত্ত্ব-জ্ঞানে শ্রীনন্দমহারাজ একক্ষণ স্তব্ধ হইয়া যেন বলিতেছেন,—আমার মনে হয়, আমার গৃহে আমার এবং বসুদেবের ভাগ্যবশতঃ দেবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও বল-রামকে পুত্ররূপে পাইয়াছি। দেবগণের মহৎকার্য্য জন্য অর্থাৎ কংসাদি শত্রুবধরূপ প্রয়োজন বশতঃ, গর্গাচার্য্যের গম্ভীর বাক্যদ্বারা ইহাই বুঝা যায় ।।২৩।।

———

কংসং নাগাযুতপ্রাণং মল্লৌ গজপতিং যথা ।
অবধিষ্টাং লীলয়ৈব পশূনিব মৃগাধিপঃ ।। ২৪ ।।

অন্বয়ঃ—(ন কেবলং তদ্‌বচনানুসারেণৈব, পরন্তু ব্যবহারসম্বাদাদপি তৌ সুরোত্তমৌ মন্যে ইত্যাহ— তৌ রাম-কৃষ্ণৌ) নাগাযুতপ্রাণম্ (অযুতহস্তিবল-ধারিণং) কংসং মল্লৌ (চাণূর-মুষ্টিকৌ) (তথা) গজপতিং (কুবলয়াপীড়নামানং হস্তিরাজঞ্চ) লীলয়া (অনায়াসেন) এব যথা মৃগাধিপঃ (সিংহঃ) পশূন্ ইব (ইতরপ্রাণিন ইব) অবধিষ্টাং (জঘ্নতুঃ) ।।২৪

অনুবাদ—তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ব্যবহার দর্শনেও তাদৃশ প্রতীতি হইয়া থাকে, যেহেতু সিংহ যেরূপ অনায়াসে ইতর প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে সেইরূপ তাঁহারা দুইজনেও অযুতহস্তিবলধারী রাজা কংস, চাণূর মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয় এবং কুবলয়াপীড় নামক মত্তহস্তীর প্রাণসংহার করিয়াছিলেন ।। ২৪ ।।

———

তালত্রয়ং মহাসারং ধনুর্যষ্টিমিবেভরাট্ ।
বভঞ্জৈকেন হস্তেন সপ্তাহমদধাদ্‌গিরিম্ ।। ২৫ ।।

অন্বয়ঃ—ইভরাট্ (হস্তিরাজঃ) যষ্টিম্ ইব মহাসারং (লৌহবদ্দৃঢ়ং) তালত্রয়ং (তালত্রয়-প্রমাণং) ধনুঃ বভঞ্জ (দ্বিধা চকার তথা) সপ্তাহং (সপ্তদিনানি ব্যাপ্য) একেন হস্তেন (বামকরেণ) গিরিং (গোবর্দ্ধনপর্ব্বতম্) অদধাৎ (ধৃতবান্) ।। ২৫ ।।

অনুবাদ—হস্তিরাজ যেরূপ অবলীলাক্রমে যষ্টিকে দ্বিখণ্ডিত করে সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও লৌহতুল্য সুদৃঢ় এবং তালত্রয়-প্রমাণ ধনুককে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন এবং সপ্তাহ পর্য্যন্ত এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন ।। ২৫ ।।

বিশ্বনাথ—তালঃ ষষ্টিহস্তপ্রমাণকপরিণততাল-বৃক্ষঃ। একেন বামেনৈব ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাল অর্থাৎ ষাটহস্ত পরিমাণ পরিণত তাল বৃক্ষ এইরূপ তিন তালবৃক্ষের সমান কংসের ধনুককে বাম হস্তে ধরিয়া দুই খণ্ড করিয়া-দিলেন ॥ ২৫ ॥

প্রলম্বোধেনুকোঽরিষ্টস্তৃণাবর্ত্তো বকাদয়ঃ।
দৈত্যাঃ সুরাসুরজিতো হতা যেনেহ লীলয়া ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যেন (রামেণ কৃষ্ণেন চ) সুরাসুর-জিতঃ (দেবদৈত্যবিজয়িনঃ) প্রলম্বঃ ধেনুকঃ অরিষ্টঃ তৃণাবর্ত্তঃ বকাদয়ঃ দৈত্যাঃ ইহ লীলয়া (অনায়াসে-নৈব) হতাঃ (বিনাশিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—রাম-কৃষ্ণ দুইজনে দেবাসুরবিজয়ী প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত্ত, বক প্রভৃতি দৈত্য-গণকে লীলায় সংহার করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ।
অত্যুৎকণ্ঠোঽভবৎ তূষ্ণীং প্রেমপ্রসরবিহ্বলঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ, — কৃষ্ণানুরক্তধীঃ (কৃষ্ণে অনুরক্তা ধীঃ যস্য সঃ) নন্দঃ ইতি (পূর্ব্বোক্ত-রূপং) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারম্বারং চিন্তয়িত্বা) প্রেমপ্রসরবিহ্বলঃ (প্রেম্ণঃ প্রসরেণ বেগেন বিহ্বলঃ বিবশঃ) অত্যুৎকণ্ঠঃ (সন্) তূষ্ণীম্ অভবৎ (কিমপি বক্তুং ন শশাকেত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, এই সকল কথা বর্ণনকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বসু-দেবাদির ন্যায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য বিশুদ্ধ অনুরাগযুক্ত নন্দমহারাজ তৎসমুদয়চরিত স্মরণ করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল ও উৎকণ্ঠিত হওয়ায় অন্য কিছু বলিতে না পারিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগি-লেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণানুরক্তধীরিতি স্মৃত্যারূঢ়েন মহৈ-শ্বর্য্যেণাপি হন্ত! হন্ত! এতাদৃশৈশ্বর্য্যবতা গুণরত্না-করেণ স্বপুত্রেণ দুরদৃষ্টবশাদ্বিশ্লিষ্টোঽভূবমিতি কৃষ্ণে অনুরক্তৈব ধী র্ন তু বসুদেবস্যেবৈশ্বর্য্যগন্ধেনাপি শিথিলিতস্বসম্বন্ধাসংকুচিতানুরাগা বীর্য্যস্য সঃ। প্রেম-প্রসরবিহ্বল ইতি। অতিপ্রমাণাধিক্যবতঃ প্রম্ণোঽ-গস্ত্যস্যাগ্রে খল্বৈশ্বর্য্যস্য সমুদ্রোঽপি কিয়ানিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—নন্দমহারাজের স্মৃতিতে কৃষ্ণের মহা ঐশ্বর্য্য আগত হইলেও হায়! হায়! এইরূপ ঐশ্বর্য্যবান্ গুণরত্নের খনি নিজপুত্রের সহিত দুর্ভাগ্য বশতঃ বিচ্ছিন্ন হইলাম। কৃষ্ণে অনুরক্ত বুদ্ধি নন্দমহারাজ কিন্তু বসুদেবের ন্যায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বিন্দুমাত্র আসিলেই নিজপুত্ররূপ সম্বন্ধ শিথিল হইয়া পড়ে, নন্দমহারাজ এইরূপ নহেন। তাহার পুত্রের প্রতি অনুরাগ সঙ্কুচিত হয় না। নন্দমহারাজ প্রেমের প্রবলতা হেতু বিহ্বল হইয়া পড়েন, যেমন সমুদ্রের পারাপারহীন ঐশ্বর্য্য থাকিলেও অগস্ত্যমুনির সম্মুখে ঐ সমুদ্র কিছুই নয়, নন্দমহারাজের নিকট কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানও ঐরূপ তুচ্ছ ॥ ২৭ ॥

যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ।
শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—যশোদা চ বর্ণ্যমাণানি পুত্রস্য চরিতানি শৃণ্বন্তী স্নেহস্নুতপয়োধরা (স্নেহেন পুত্রস্নেহেন স্নুতৌ স্বয়ং ক্ষরিতৌ পয়োধরৌ যস্যাঃ তথাভূতা সতী) অশ্রূণি (নয়নজলানি) অবাস্রাক্ষীৎ (কেবলমশ্রু-বিসর্জ্জনং চকার) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যশোদাদেবীও তাদৃশ পুত্র-চরিত্র-বর্ণন শ্রবণে কেবলমাত্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তৎকালে স্নেহবশতঃ তাঁহার স্তনযুগলে স্বতঃই দুগ্ধ-ধারা ক্ষরিত হইতেছিল ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবং কৃষ্ণস্য পিতা নন্দো গাম্ভীর্য্যবলা-দেব ধৃতিং ধৃত্বা লৌকিক্যা রীত্যা উদ্ধবমাতিথ্যেন সম্মানয়িতুং সম্যগীক্ষিতুং পরিচেতুং কুশলং প্রষ্টুং কৃষ্ণস্য প্রভাবময়ং চরিতং বক্তুং শশাক মাতা শ্রীযশোদা ত্বধৈর্য্যসিন্ধুভ্রমিনিমজ্জনোন্মজ্জনবতী তত্তৎ কিমপি কর্ত্তুং ন শশাকেত্যাহ,—যশোদেতি। মথুরা-প্রস্থানদিনমারভ্যৈবশতশঃ স্ত্রীপুংস্বজনৈঃ প্রবোধ্যমানাপি

পুত্রমুখং বিনা অন্যৎ কিমপ্যহং ন দ্রক্ষ্যামীতি প্রতিক্ষণমেব প্রতিজনানাং মুদ্রিতনেত্রৈব অশ্রূণি অব সমন্তাৎ নিজবস্ত্রাদিকমাপ্লাব্য অস্রাক্ষীৎ বিসসর্জৈব কেবলং নতূদ্ধবং পরিচেতুং বাৎসল্যবিষয়ীকর্ত্তুং স্বয়ং কিঞ্চিৎ প্রষ্টুং পুত্রং প্রতি কিঞ্চিৎ সন্দেষ্টুঞ্চ ন শক্তেত্যর্থঃ। স্নেহেন পুত্রবিষয়কেন স্নুতপয়সৌ পয়োধরৌ যস্যাঃ, শ্লেষেণ স্নুতানাং বর্ষণে জলধারায়মাণা ॥২৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে কৃষ্ণের পিতা নন্দ নিজ গাম্ভীর্য্যবলেই ধৈর্য্যধারণ করিয়া লৌকিকরীতিতে উদ্ধবকে আতিথ্যদ্বারা সম্মান দেওয়ার জন্য, সম্পূর্ণ তাহার দিকে তাকাইতে, পরিচয় করিতে, কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে, কৃষ্ণের প্রভাবময় চরিত বলিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু মাতা শ্রীযশোদা অধৈর্য্যরূপ সাগরের ঘূর্ণীচক্রে নিমজ্জিত ও উন্মজ্জিত হইতে থাকায় নন্দমহারাজের মত কিছুই করিতে পারিলেন না, ইহাই শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাওয়ার দিন হইতেই শত শত স্ত্রীপুরুষ স্বজন ব্যক্তিগণদ্বারা প্রবোধ দিলেও মা যশোদা পুত্রমুখ দর্শন ব্যতীত আমি অন্যকিছুই দেখিব না এই বলিয়া প্রতিক্ষণেই প্রত্যেক জনকে চোখ মুদিয়াই নয়নজলে নিজবস্ত্র ভাসাইয়া অবস্থান করিতেছেন। এমন কি উদ্ধবকে পরিচিত করা, বাৎসল্য স্নেহ করা, নিজে কিছু জিজ্ঞাসা করা, পুত্রের প্রতি কিছু সংবাদ দেওয়া, এই সকল কিছুই করিতে পারিলেন না। কেবল পুত্রস্নেহে নিজস্তনদ্বয় হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া বস্ত্র ভাসিয়া যাইতে লাগিল বৃষ্টির জলধারায় যেমন স্নান হয় ॥ ২৮ ॥

তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দ-যশোদয়োঃ।
বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—উদ্ধবঃ ভগবতি কৃষ্ণে তয়োঃ নন্দ-যশোদয়োঃ ইত্থং (এবম্প্রকারং) পরমং অনুরাগং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং অনুরাগং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) মুদা (হর্ষেণ) নন্দম্ আহ (উবাচ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ এবং যশোদার ঈদৃশ পরম অনুরাগ দর্শন করিয়া আনন্দে নন্দ মহারাজকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বীক্ষ্য জ্ঞাতচরতন্মহাপ্রেমকোঽপি বিশেষেণ ঈক্ষিত্বা পরমং দেবকী-বসুদেবাভ্যাং সকাশাদপ্যুৎকৃষ্টং মুদেতি মমৈতজ্জন্মৈব সার্থকমভূৎ যদীদৃশোঽনুরাগো দৃষ্ট ইতি তয়োর্দুঃখদর্শনেঽপ্যুদ্ধবস্যানন্দঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীউদ্ধব মহাশয় কৃষ্ণের প্রতি নন্দ যশোদার পুত্র স্নেহরূপ বাৎসল্য প্রেম পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত থাকিলেও দেবকী বসুদেব হইতেও উৎকৃষ্ট নন্দযশোদার বাৎসল্য-প্রেম স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আনন্দে 'আমার এই জন্ম সার্থক হইল, যেহেতু এইরূপ অনুরাগ দর্শন করিলাম' এইভাবে নন্দ যশোদার দুঃখ দর্শন করিয়াও উদ্ধব মহাশয়ের পরম আনন্দ ॥ ২৯ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ—
যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ।
নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎ কৃতা মতিরীদৃশী ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ। (হে) মানদ, যৎ (যস্মাৎ) অখিলগুরৌ (বিশ্ববন্দ্যে) নারায়ণে ঈদৃশী মতিঃ (এবম্বিধা অনুরাগযুক্তা মতিঃ) কৃতা (বিহিতা যুবাভ্যামিতি শেষঃ তস্মাৎ) যুবাং (যশোদা-নন্দশ্চ) নূনং (নিশ্চিতমেব) ইহ (জগতি) দেহিনাং (প্রাণিনাং সর্ব্বেষাং) শ্লাঘ্যতমৌ (পূজ্যতমৌ ভবতঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে মানদ, নিখিলগুরু নারায়ণ-শ্রীকৃষ্ণে আপনাদের ঈদৃশী অনুরাগযুক্তা বুদ্ধি উদিত হইয়াছে, (সুতরাং) আপনারা দুই জন ইহজগতে প্রাণিগণের পূজ্যতম ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ইহ জগতি শ্লাঘ্যেষু ভক্তেষ্বপি মধ্যে দেবকী-বসুদেবৌ শ্লাঘ্যতরৌ তাভ্যামপ্যুৎকর্ষাৎ যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ। "নারায়ণেঽখিলগুরা"বিতি। "মন্যে রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমা"বিতি তদ্বাক্যেনৈব তস্য কৃষ্ণৈশ্বর্য্যস্ফূর্তিং জ্ঞাত্বা তদৈশ্বর্য্যেণৈব তৌ সান্ত্বয়িতুং তদেব ব্যাচষ্টেমেতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই জগতে পূজনীয় ভক্তগণের মধ্যে দেবকী ও বসুদেব 'পূজনীয়তর' তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট আপনারা নন্দ ও যশোদা 'পূজনীয়তম'—উদ্ধব মহাশয় বলিলেন। সর্ব্বগুরু নারায়ণে

যেহেতু আপনারা ঐরূপ পুত্রস্নেহ করিয়াছেন। শ্রীনন্দবাক্যে উদ্ধব শুনিয়াছেন—কৃষ্ণবলরাম দেবশ্রেষ্ঠ পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, ঐবাক্যদ্বারা নন্দমহারাজের কৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যস্ফূর্ত্তি জানিয়া ঐ ঐশ্বর্য্য বর্ণনদ্বারা নন্দ যশোদার সান্ত্বনা হইবে—এইরূপ ভাবিয়া ঐভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন ॥ ৩০ ॥

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—রামঃ মুকুন্দঃ চ এতৌ বিশ্বস্য বীজযোনী (নিমিত্তোপাদানভূতৌ ননু পুরুষ-প্রধানয়োর্বীজযোনিত্বং প্রসিদ্ধমত আহ) পুরুষঃ (অংশঃ) প্রধানং (শক্তিঃ অতঃ প্রধানপুরুষাবপ্যেতাবিত্যর্থঃ) ইমৌ পুরাণৌ (অনাদী সন্তৌ) ভূতেষু অন্বীয় (অনুপ্রবিশ্য) বিলক্ষণস্য (তদ্বিলক্ষণস্যান্তর্য্যামিনঃ) জ্ঞানস্য (চিন্মাত্রস্য ব্রহ্মণঃ) ঈশাতে (প্রকাশনাপ্রকাশনয়োঃ প্রভবতি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ এই বিশ্বের নিমিত্ত এবং উপাদানস্বরূপ, ইঁহারা দুইজনেই পুরুষ এবং দুইজনেই প্রকৃতি ; এই পুরাণ-পুরুষ-দ্বয় সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীব হইতে ভিন্ন অন্তর্য্যামি-পরমাত্মা এবং চিন্মাত্র ব্রহ্ম এই দুই স্বরূপ প্রকট ও অপ্রকট করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ— নারায়ণত্বমখিলগুরুত্বঞ্চাহ,—এতাবিতি। অংশাংশিনোরভিন্নত্বাৎ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকমিত্যক্রুরোক্তেশ্চ এতৌ দ্বাবপি এক এব নারায়ণ ইত্যর্থঃ। বিশ্বস্য বীজযোনী দ্বাবপি নিমিত্তোপাদানরূপৌ দ্বাবেব পুরুষঃ প্রধানং শক্তিশক্তিমতোরৈক্যাদিতি ভাবঃ। "প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্মতত্ত্রিতয়ন্ত্বহ"-মিত্যাদ্যুক্তেঃ। ভূতেষু অন্বীয় অন্তর্য্যামিতয়া প্রবিশ্য বিলক্ষণজ্ঞানস্য ঈশাতে প্রদানসমর্থৌ ভক্তেভ্যো ভগবজ্জ্ঞানস্য জ্ঞানিভ্যো ব্রহ্মজ্ঞানস্য চ কৃপয়া দাতারৌ স্যাতাং,—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥" ইতি "মদীয়ং মহিমানং চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদী"তি চৈতদুক্তেঃ। চকারাদবিলক্ষণজ্ঞানস্য প্রাকৃতস্য স্বর্গাদিসাধনস্যাপি কর্ম্মিভ্যো দাতারৌ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ ও অখিলগুরু' ইহাই উদ্ধব মহাশয় প্রমাণ করিতেছেন—যদিও কৃষ্ণ অংশী, বলরাম অংশ, তথাপি অংশ ও অংশীতে অভিন্ন এবং অক্রূরের উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ একমূর্ত্তি হইয়াও বহুমূর্ত্তি, আবার বহুমূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তি। অতএব কৃষ্ণ বলরাম একই নারায়ণ এই বিশ্বের বীজ ও যোনি, দুইজনই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, পুরুষ ও প্রকৃতি, শক্তি ও শক্তিমানে ঐক্যহেতু এই বিশ্বের যিনি প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ, আধার অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ সৎ-ই এই বিশ্বের প্রকাশক, তাহাকে কালও বলা হয়, ব্রহ্ম প্রকৃতি পুরুষ এই তিনই কিন্তু আমি পঞ্চমহাভূতের বা প্রাণীগণের অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া বিলক্ষণ জ্ঞান প্রদান করিতে সমর্থ, ভক্তগণকে ভগবৎ জ্ঞান, জ্ঞানীগণকে ব্রহ্মজ্ঞান কৃপা পূর্ব্বক দান করিতে কৃষ্ণবলরাম সমর্থ। শ্রীগীতাতে বলিয়াছেন 'নিরন্তর প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারী গণকে আমি বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকি, যে জ্ঞান দ্বারা তাহারা আমাকে পাইতে পারে। আমার মহিমাকেও শাস্ত্রে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। উহা পরিপূর্ণ প্রশ্ন সমূহের দ্বারা আমার অনুগ্রহে তোমার হৃদয়ে বিস্তারলাভ করিলে তুমি জানিতে পারিবে। চকার দ্বারা কর্ম্মিগণকে প্রাকৃত স্বর্গাদি সাধনের সাধারণ জ্ঞানও কৃষ্ণ বলরাম দিয়া থাকেন ॥৩১ ॥

যস্মিন্ জনঃ প্রাণবিয়োগকালে
ক্ষণং সমাবেশ্য মনো বিশুদ্ধম্।
নির্হৃত্য কর্ম্মাশয়মাশু যাতি
পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ ॥ ৩২ ॥
তস্মিন্ ভবন্তাবখিলাত্মহেতৌ
নারায়ণে কারণমর্ত্ত্যমূর্ত্তৌ।
ভাবং বিধত্তাং নিতরাং মহাত্মন্।
কিংবাঽবশিষ্টং যুবয়োঃ সুকৃত্যম্ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—(দর্শনাচ্চ তস্যানেভ্যঃ কো বিশেষ

ইত্যাশঙ্ক্যাহ) জনঃ (জীবঃ) প্রাণবিয়োগকালে (মৃত্যু-সময়ে) যস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) ক্ষণং (ক্ষণকালমপি) অবিশুদ্ধং (অপি) মনঃ সমাবেশ্য (স্থাপয়িত্বা) কর্ম্মাশয়ং (কর্ম্মবাসনাং) নির্হৃত্য (দগ্ধ্বা) ব্রহ্মময়ঃ (ভগবৎপার্ষদরূপতয়া চিচ্ছক্তিবৃত্তিশুদ্ধসত্ত্বস্যৈব তাদৃশ-মূর্ত্তিত্বেন স্বরূপপ্রকাশপ্রচুরঃ) অর্কবর্ণঃ (স্বয়মেব প্রকাশমাণোঽন্যাংশ্চ প্রকাশয়ন্) পরাং গতিং (তৎ-পদং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ভবন্তৌ অখিলাত্মহেতৌ (অখিলস্য আত্মা চ হেতুশ্চ তস্মিন্) কারণমর্ত্ত্যমূর্ত্তৌ (সর্ব্বকারণং যত্তত্ত্বং তদেব নরাকৃতি পরব্রহ্ম) মহাত্মন্ (মহাত্মনি পরিপূর্ণে) তস্মিন্ নারায়ণে পিতরাং ভাবং বিধত্তাং (নিরতিশয়াং ভক্তিং কুরুতঃ অতঃ) যুবয়োঃ কিং সুকৃত্যং (সৎকর্ম্ম) বা অবশিষ্টং (কর্ত্তব্যতয়া বর্ত্ততে কিমপি ন পরন্তু কৃতকৃত্যৌ যুবামিত্যর্থঃ) ॥ ৩২-৩৩ ॥

অনুবাদ—জীব প্রাণ-পরিত্যাগকালে যাঁহাতে অবিশুদ্ধ চিত্তও ক্ষণকালমাত্র আবিষ্ট করিয়া কর্ম্মা-শয় দগ্ধপূর্ব্বক স্ব-পর-প্রকাশক সূর্য্যতুল্য স্বীয় চিন্ময় স্বরূপ লাভ করেন, আপনারা উভয়ে সেই বিশ্বাত্মা, বিশ্ব-কারণ ও সর্ব্বকারণ-কারণ নরাকৃতি পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ-স্বরূপ নারায়ণে নিরতিশয় ভক্তিভাব পোষণ করিতেছেন, অতএব আপনাদের আর কোন্ সৎকর্ম্ম অবশিষ্ট রহিয়াছে ? ৩২-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—নির্হৃত্য দগ্ধ্বা, পরাং গতিং বৈকুণ্ঠ-লোকং ব্রহ্মময়শ্চিন্ময়শরীরঃ সন্ অর্কবর্ণঃ সূর্য্য-তুল্যতেজাঃ। অখিলানাং আত্মা চ হেতুশ্চ তস্মিন্, কারণঞ্চ মনুষ্য-মূর্ত্তিশ্চ তস্মিন্। যুবয়োস্তু কৃত্যং কিমবিশিষ্টমিতি তু কারেণ তস্য কৃষ্ণস্যৈব যুষ্মৎ-সান্ত্বনপ্রীণন-বশীভবনাদিকৃত্যমবশিষ্যত ইতি জ্ঞাপ্যতে। 'স্বকৃত্য'মিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥ ৩২-৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নির্হৃত্য অর্থাৎ দগ্ধ করিয়া, পরাগতি বৈকুণ্ঠলোক, ব্রহ্মময়, চিন্ময় শরীর হইয়া, অর্কবর্ণ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী। অখিলজীবের আত্মা ও হেতু অর্থাৎ কারণ সেই শ্রীকৃষ্ণে, যিনি কারণ হইয়াও মনুষ্যমূর্ত্তি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। হে নন্দমহারাজ! আপনাদের কি করণীয় অবশিষ্ট থাকিতে পারে। তু শব্দদ্বারা সেই কৃষ্ণেরই আপনাদের সান্ত্বনা দান, প্রীতি করা, বশীভূত হইয়া থাকা, ইত্যাদি কৃত্য অবশিষ্ট আছে ইহাই জানাইতেছেন। **'স্ব কৃত্য'** এইরূপ পাঠ ধরিলেও শ্রীকৃষ্ণের নিজকৃত্য অবশিষ্ট আছে, ইহাই বুঝায় ॥ ৩২-৩৩ ॥

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—সাত্বতাং পতিঃ (অধীশ্বরঃ) ভগবান্ অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অদীর্ঘেণ কালেন (অচিরেণৈব) ব্রজং আগমিষ্যতি। পিত্রোঃ (যুবয়োঃ) প্রিয়ং (সুখঞ্চ) বিধাস্যতে (করিষ্যতি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—(হে মহাভাগ,) যাদবপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই ব্রজে আগমনপূর্ব্বক আপনাদের উভয়ের প্রীতি বিধান করিবেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভো বৎস, উদ্ধব, ত্বমতিবুদ্ধিমান্ শ্রুতঃ, কিন্তু মুগ্ধ এবাসি যাদবামপি স্তৌষি। হন্ত হন্ত তাদৃশো গুণার্ণবঃ পুত্রো যদ্‌গৃহাদন্যত্র গতস্ততোঽধিকো মন্দভাগ্যোঽধমো দুঃখী ত্রিভুবনমধ্যে কোঽস্তীত্যাবাং সর্ব্বৈর্নিন্দনীয়াবেবেতি তদুক্তিমাশঙ্ক্য সাশ্বাসমাহ,—আগমিষ্যতীতি। অচ্যুতঃ দ্রষ্টুমেষ্যাম ইতি সত্য-বাক্যাৎ চ্যুতিরহিতঃ। সাত্বতাং যদূনাং পতিঃ পালক এব কেবলমত্রৈব স্থিত্বা ভবিষ্যতি। যুবয়োস্তু প্রিয়ং মনোঽভীষ্টং করিষ্যতীতি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনন্দ মহারাজ বলিতেছেন—ওহে বৎস উদ্ধব! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান শুনিয়াছি কিন্তু এখনও মুগ্ধ আছ, যেহেতু আমাদুইজনকেও স্তব করিতেছ। হায়! হায়! ঐরূপ গুণসাগর পুত্র যাহার গৃহ হইতে অন্যত্র যায় তাহার ন্যায় অধিক মন্দভাগ্য অধম দুঃখী ত্রিভুবন মধ্যে কে আছে, ইহা দ্বারা আমরা দুইজনই সকলেরই নিন্দনীয় নন্দমহারাজ এইকথা বলিবেন আশঙ্কা করিয়া আশ্বাস বাক্য বলিতেছেন—অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়া-ছেন 'আপনাদের দেখিতে আসিব'—এই সত্যবাক্য হইতে চ্যুতি রহিত। সাত্বত যদুগণের পতি 'পালকই' কেবল, এই ব্রজে থাকিয়াই পালন কার্য্য হইবে, আপনাদের দুইজনের প্রীতি বিধান মনোঽভীষ্ট পূরণ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাম্ ।
যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ ॥৩৫

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণঃ রঙ্গমধ্যে সর্ব্বসাত্বতাং প্রতীপং (শত্রুং) কংসং হত্বা বঃ (যুষ্মান্) সমাগত্য (সম্প্রাপ্য) যৎ ("যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্ । জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্" ইতি যদ্ বচনম্) আহ (উক্তবান্) তৎ (বচনং) সত্যং করোতি (করিষ্যতীত্যর্থঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ রঙ্গমধ্যে যাদবরিপু কংসকে হত্যা করিয়া আসিয়া আপনাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অবশ্যই পালন করিবেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—যদাহ,—"যাত যূয়ং ব্রজং তাত" ইতি শ্লোকেন তৎ সত্যং করোতি করিষ্যতি । বর্ত্তমান-সামীপ্যে লট্ । বস্তুতস্তূদ্ধবেনাদৃষ্টস্তত্রৈব তাভ্যাং তদৈব লালিতঃ সপ্রকাশান্তরেণ বর্ত্তত এবেত্যুদ্ধবমুখাৎ সত্যৈব বাগ্দেবীনিরগাৎ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিনি যে বলিয়াছেন, হে পিত ! আপনারা ব্রজে গমন করুন, এই শ্লোকদ্বারা সেই বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিবেন । এস্থানে করোতি এই বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ দ্বারা বর্ত্তমান সামীপ্য অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে । বস্তুত কিন্তু উদ্ধব না দেখিলেও ব্রজেই নন্দযশোদার দ্বারা তখনই শ্রীকৃষ্ণ লালিত হইতেছেন, অন্য প্রকাশদ্বারা তৎকালেই শ্রীকৃষ্ণ সেইখানেই আছেন । ইহা সরস্বতীদেবী উদ্ধবের মুখ হইতে সত্যই বলিলেন ॥ ৩৫ ॥

মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে ।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগৌ, মা খিদ্যতং (খেদং মা কুরুতং) অন্তিকে (ইদানীমেব সমীপে বা) কৃষ্ণং দ্রক্ষ্যথঃ (যতঃ) এধসি (দারুণি) জ্যোতিঃ (অগ্নিঃ) ইব সঃ (কৃষ্ণঃ) ভূতানাং (প্রাণিমাত্রাণাম্) অন্তর্হৃদি (হৃদয়াভ্যন্তরে) আস্তে (তিষ্ঠতি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগদ্বয়, আপনারা কোনরূপ খেদ করিবেন না, এখনও নিকটেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারেন, যেহেতু—কাষ্ঠমধ্য-গত অনলের ন্যায় তিনি প্রাণিমাত্রেরই অন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥৩৬॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত ধিগাবাং যয়োরভাগ্যস্য প্রাবল্যমেব সত্যবচসোঽপি পুত্রস্যাত্রাগমনে প্রতিবন্ধকী-ভবতীতি খিদ্যন্তৌ তৌ প্রত্যাহ,—মেতি । নন্বন্তিকে যদ্দ্রক্ষ্যাবস্তৎ কস্মিন্ দিনে, শ্বঃ পরশ্বো বা পঞ্চমে দিনে দশমে দিনে বা সংপ্রতি নির্জ্জিগমিষূন্ প্রাণান্ কেনাশ্বাসেন স্থাপয়িষ্যাবস্তাবৎ । নচেদাগমিষ্যতি তদেব নিশ্চিত্য ব্রূহি । নির্য্যান্ত প্রাণা মাস্তু তন্নি-রোধনকষ্টমাবয়োরিত্যুক্তবতি শ্রীনন্দে উদ্ধবঃ স্বহৃদি পরামমর্শ । হন্তাত্র কমুপায়মনুতিষ্ঠামি । প্রাকৃত-পুত্রবিয়োগাতুরাঃ খলু এবং প্রবোধ্যন্তে ভো ভোঃ কিমিতি সাংসারিকমোহে মগ্না ভবথ মিথ্যাভূতপুত্র-কলত্রাদিষ্বাসক্তিমনর্থহেতুং পরিত্যজ্য ভগবত্যাসক্তিঃ ক্রিয়তামিতি । যস্য তু ভগবত্যেব পুত্রীভূতে আসক্তিঃ স নন্দোঽয়ং কথং প্রবোধয়িতব্যঃ, নচ বসুদেবস্যে-বাস্য পুত্রভাবঃ ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শনয়া শিথিলয়িতুং শক্যঃ, প্রত্যুত অনয়োর্গাঢ়ত্বমেবাপদ্যতে । হন্ত প্রাকৃতপুত্র-মপি গৃহে খেলন্তমদৃষ্ট্বা তৎপিতরৌ দুঃখেন ম্রিয়েতে । আবয়োস্তুতিভাগ্যবশাৎ পরমেশ্বরোঽপি পুত্রীভূতো গৃহে খেলতি স্ম । আবয়োঃ ক্ষণমপি লালনমপ্রাপ্য খিদ্যতে স্ম । স্বগৃহে তং পুত্রমদৃষ্ট্বা কথং জীবি-ষ্যাবঃ । ধিগাবাং যত্তাদৃশাদপি পুত্রাদ্বিযুক্তাবিত্যেবম্বিধ অনয়োর্মনো নিষ্ঠা দেবকীবসুদেবৌ ত্বেতৎপার-মৈশ্বর্য্যানুভবে সতি হন্তাবয়োরয়মারাধ্য এব নতু পুত্র ইত্যেতৎ পরিষ্বঙ্গলালনাদাবপি শঙ্কেতে । ন চ কেবল-মেষামেব কৃষ্ণে মমতাগ্রন্থির্দৃঢ়ঃ । কিন্তু পরমেশ্বরস্যাপি তস্যৈতেষু দৃঢ়ৈব মমতা । "গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহে"ত্যেতদর্থে তস্যাপি ব্যাকুলতা ময়া দৃষ্টৈব । "দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নৌ ব্রজৌকসাম্ । নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎ-পত্তিকঃ কথ"মিতি গোপবাগপি শ্রুতা স্মর্য্যতে এব । যদি পুনর্মথুরাং গত্বা শ্বস্তমানয়ামি তদা কংসভার্য্যা-দ্বয়োপজাতকুপিতে জরাসন্ধে মথুরাং হন্তুমাগমিষ্যতি সতি তত্র এব বসুদেবাদীন্ যাদবান্ কো রক্ষেৎ । যদি তদ্রক্ষার্থং কৃষ্ণ এব পুনর্মথুরাং গচ্ছেৎ তদৈতে ম্রিয়েরন্ । যদি চাতশ্চতুঃপঞ্চবর্ষান্তে আয়াস্যতীতি ব্রবীমি তদা তাবৎকালপর্য্যন্তং ধৈর্য্যাদিধীর্ষাপ্যেতৈ-র্দুষ্করা । চতুঃপঞ্চদিনান্তে আয়াস্যতীত্যলীকোক্ত্যা আশ্বাসনে তদ্দিন এব মদুক্তেরলীকত্বে ব্যক্তে ম্রিয়ে-

রন্। তস্মাদুপায়ান্তরাভাবাদধুনা কৃষ্ণস্য পরমাত্মত্বেন সর্ব্বত্রৌদাসীন্যম্। তথা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপত্বেন জন্ম-কর্ম্ম-শরীরপিত্রাদিসম্বন্ধরাহিত্যং তদনুকূলমধ্যাত্ম-যোগঞ্চ প্রপঞ্চ্যানয়োঃ প্রেমা সঙ্কোচনীয়ঃ। তেন তেনাপ্যপ্রমেয়ো দুষ্পারো দুর্নিবারঃ প্রেমা—যদি প্রত্যুত বর্দ্ধেতৈব তদা মথুরাং গত্বা কৃষ্ণ-বসুদেবোগ্রসেনাদি মহাসদস্যানয়োঃ প্রেম্ণা নিরূপমাং কীর্ত্তিং কীর্ত্তয়িত্বা সর্ব্বান্ বিস্মাপ্য কৃষ্ণ এব ময়োপালম্ভনীয় ইতি মনসা কৃত্বা প্রথমং কৃষ্ণস্য পরমাত্মত্বং দ্যোতয়ন্নাহ,—অন্তরিতি। তর্হি সর্ব্বৈঃ কিমিতি ন দৃশ্যতে তত্রাহ,—জ্যোতিরিতি। তদ্‌যথা মন্থনং বিনা ন দৃশ্যতে তথৈব কৃষ্ণোঽপি তস্মাৎ যুবাভ্যাং তস্মিন্ পুত্রে কৃষ্ণে বৈষ্ণবৈরিব ভক্তিঃ কর্ত্তুং ন শক্যতে, কথং স সাক্ষাৎ স্বগৃহে দ্রষ্টব্য ইতি দ্যোতিতে সতি যেন তেন প্রকারেণ পুত্রঃ স্বগৃহমায়াতু পুত্রেঽপি তস্মিন্ ভক্তিঃ কর্ত্তব্যেতি নন্দ-যশোদাভ্যাং মনসি বিচারিতম্। অতএব "মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়া" ইত্যুদ্ধবং প্রত্যুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যতে ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনন্দমহারাজ বলিতেছেন—হায়! হায়! আমাদের দুইজনকে ধিক্ যে আমাদের দুইজনের দুর্ভাগ্যের প্রবলতা বশতঃই সত্যবাদি ঐ পুত্রের ব্রজে আগমনে প্রতিবন্ধক হইতেছে—এইরূপ খেদযুক্ত নন্দযশোদাকে উদ্ধব বলিতেছেন—খেদ করিবেন না, আপনারা দুইজন মহাভাগ্যবন্ কৃষ্ণকে নিকটেই দেখিবেন। ইহার উত্তরে নন্দমহারাজ বলিতেছেন—নিকটে যে দেখিব তাহা কোন্ দিনে? আগামী দিনে, পরশু বা পঞ্চম দিনে, দশম দিনে, সম্প্রতি আমাদের প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবার ইচ্ছা করিতেছে কোন্ আশ্বাস দ্বারা সেই পর্য্যন্ত প্রাণকে স্থাপন করিব। না হয় বল 'আসিবে না' তাহাই নিশ্চয় করিয়া বল প্রাণ বাহির হইয়া যাউক, তাহাকে আমাদের নিরোধ করিয়া রাখার কষ্টের আর প্রয়োজন নাই। এইরূপ শ্রীনন্দমহারাজ বলিবেন—ইহা ভাবিয়া উদ্ধব মহাশয় নিজ হৃদয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন—হায়! হায়! এই অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন করি, যাহাদের প্রাকৃত পুত্র বিয়োগে আতুর হয় তাহাদিগকে নিশ্চয়ই এইরূপ প্রবোধ দিয়া থাকে—ওহে ওহে! কি কারণ সাংসারিক মোহে মগ্ন হইতেছ, মিথ্যাস্বরূপ এই জগতে পুত্র পরিবার আদিতে আসক্তি অনর্থের কারণ হয় অতএব উহা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে আসক্তি কর।

কিন্তু যাহার ভগবানই পুত্র হইয়াছেন এবং তাহাতে আসক্তি, সেই এই নন্দমহারাজকে কি প্রকারে প্রবোধ দান করিব, বসুদেবের ন্যায় ইহার শ্রীকৃষ্ণে পুত্রভাব ঐশ্বর্য্য প্রধান নহে, সুতরাং ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন দ্বারা ইহার পুত্রভাব শিথিল করিতে পারিব না। বস্তুত নন্দযশোদার বাৎসল্যভাব গাঢ়তাই প্রাপ্ত হইতেছে।

হায়! প্রাকৃত লৌকিক ব্যক্তিগণের পুত্রকে গৃহে খেলা করিতে থাকিলেও তাহাকে না দেখিয়া তাহার পিতা-মাতা দুঃখে মরিয়া যায়। নন্দমহারাজ ভাবিতেছেন আমাদের দুইজনের কিন্তু অতিভাগ্যবশে পরমেশ্বরও পুত্র হইয়া গৃহে খেলিতেছিল। আমাদের দুইজনের একক্ষণও লালন না পাইয়া মনখিন্ন হইত। নিজগৃহে সেই পুত্রকে না দেখিয়া কিভাবে বাঁচিয়া থাকিব। আমাদের দুইজনকে ধিক্, যেহেতু ঐরূপ পুত্র হইতে বিযুক্ত হইয়াছি, এইরূপ নন্দযশোদার মনের নিষ্ঠা। দেবকী বসুদেবের কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পরম ঐশ্বর্য্য অনুভব হইলে পর হায়! হায়! আমাদের ইনি আরাধ্যদেবই, পুত্র নয় এই ভাবিয়া আলিঙ্গন ও লালনাদিতেও ভয় পান। কেবল যে নন্দ যশোদারই কৃষ্ণে মমতা বন্ধন, তাহা নহে। পরন্তু কৃষ্ণচন্দ্র পরমেশ্বর হইলেও তাহার ব্রজবাসির প্রতি মমতা আরো দৃঢ়। যেহেতু নিজ হস্তদ্বারা আমার হাতে ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'আমাদের পিতামাতার প্রীতি বর্দ্ধন কর' ইহা দ্বারাও আমি দেখিয়াছি নন্দ যশোদার প্রতি তাহারও ব্যাকুলতা। ব্রজবাসীগণও বলিয়াছিলেন গোলোক দর্শনের পরে 'হে নন্দ মহারাজ! এই তোমার পুত্রে আমাদের সকল ব্রজবাসীর এতদৃঢ় অনুরাগ কেন? আমাদের প্রতি তোমার পুত্রেরও জন্মকাল হইতে এত অনুরাগ কেন? এই সকল গোপগণের বাক্যও শুনিয়া স্মরণই করিতেছি। যদি পুনরায় মথুরায় গিয়া আগামী কল্য কৃষ্ণকে ব্রজে আনি, তাহা হইলে কংসের ভার্য্যাদ্বয়ের ক্রোধ সঞ্জাত হইলে জরাসন্ধ মথুরায় যাদবগণকে বধ করিতে আসিবে। তখন সেখানেই বসুদেব প্রভৃতি

যাদবগণকে কে রক্ষা করিবে। যদি তাহাদের রক্ষার জন্য কৃষ্ণই পুনঃরায় মথুরায় গমন করেন তখনই ব্রজবাসীগণ মরিবে।

যদি বলি চার পাঁচ বৎসর পরে কৃষ্ণ ব্রজে আসিবেন, তখন সেই কাল পর্য্যন্ত ব্রজবাসীগণের ধৈর্য্যধরা দুষ্কর হইবে। যদি বলি চার পাঁচ দিন পরে কৃষ্ণ আসিবে এইরূপ মিথ্যা বাক্যদ্বারা যদি আশ্বাস দেই ঐ চার পাঁচ দিন পরেই আমার কথার মিথ্যা প্রকাশ হইলে ইহারা মরিবে। অতএব অন্য উপায় ভাবনার দ্বারা কৃষ্ণকে পরমাত্মারূপে সর্ব্বত্র উদাসীন এইরূপ বলি এবং তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ। অতএব তাহার জন্ম কর্ম্ম শরীর ক্রিয়াদি সম্বন্ধ কিছুই নাই, ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল অধ্যাত্মযোগও বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়া নন্দ যশোদার বাৎসল্য প্রেম সংকোচ করা কর্ত্তব্য, ঐ সকল উপায় দ্বারাও দুষ্পার দুনিবার ব্রজপ্রেম যদি বস্তুত বৃদ্ধি প্রাপ্তই হয়, তখন মথুরায় গিয়া কৃষ্ণ বসুদেব ও উগ্রসেনাদির মহাসভায় নন্দযশোদার প্রেমের উপমাহীন কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া কৃষ্ণকেই আমি তিরস্কার করিব—এই মনে ভাবিয়া উদ্ধব মহাশয় প্রথমে কৃষ্ণই যে পরমাত্মা, ইহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—সেই কৃষ্ণ প্রাণীগণের হৃদয় মধ্যে আছেন, নন্দমহারাজ যদি বলেন তাহা হইলে সকলে কেন দেখিতেছে না? তাহার উত্তরে উদ্ধব বলিতেছেন—তিনি অগ্নি, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ মধ্যে থাকে, কাষ্ঠ মন্থন না করিলে অগ্নি দেখা যায় না, সেইরূপ আপনারা দুইজন সেই পুত্র কৃষ্ণকে বৈষ্ণবগণের ন্যায় ভক্তি করিতে পারিতেছেন না। অতএব তাহাকে নিজগৃহে কিভাবে দর্শন করিবেন। উদ্ধব মহাশয় এইরূপ বলিলে নন্দ-যশোদা মনে বিচার করিলেন যে কোন প্রকারে পুত্র নিজগৃহে আসুক সেই পুত্রে ভক্তি করিব সুতরাং নন্দমহারাজ উদ্ধবকে অতঃপর বলিবেন কৃষ্ণের চরণকমলে আমাদের মনোবৃত্তি সমূহ আশ্রয় করুক ॥ ৩৬ ॥

———

নহ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়োঽস্ত্যমানিনঃ।
নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপি বা ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—(অহো আস্তামেতৎ তস্য তু ইহা গমনং স্বস্যাতিপ্রিয়ান্ পিত্রাদীন্ বিহায় ন সঙ্গচ্ছতে ইত্যাহ) অমানিনঃ (মমতাভিমানরহিতস্য) সমানস্য (সর্ব্বসমস্য) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) কশ্চিৎ (জনঃ) প্রিয় নহি অস্তি (উপকারাদিনা প্রিয়ো নাস্তীত্যর্থঃ) অপ্রিয়ঃ বা ন অস্তি (অপকারাদিনা অপ্রিয়োঽপি নাস্তি) উত্তমঃ (উত্তমত্বাদপেক্ষ্যঃ) ন (নাস্তি) অধমঃ (অধমত্বাদুপেক্ষ্যঃ) অপি বা ন (নাস্তি) আসমঃ (সর্ব্বতঃ সমঃ) অপি বা (নাস্তি) ॥৩৭॥

অনুবাদ—তিনি মমতাবুদ্ধিশূন্য এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী, তাঁহার নিকট প্রিয় বা অপ্রিয়, উত্তম বা অধম কিম্বা সর্ব্বতোভাবে সম কোন ব্যক্তি নাই ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অথাপি প্রেমাণমসঙ্কুচন্তমালক্ষ্য ভো ব্রজরাজ, কৃষ্ণঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাহ,—ত্রিভিঃ অস্য প্রিয়াদয়ো ন সন্তি, তত্র হেতুঃ,—অমানিনঃ সমানস্যেতি চ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবেও ব্রজরাজের বাৎসল্য প্রেম অসঙ্কোচ দেখিয়া উদ্ধব মহাশয় বলিলেন—হে ব্রজরাজ! কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরংব্রহ্মই হন ইহাই বলিতেছেন তিনটি শ্লোকদ্বারা। কৃষ্ণের প্রিয়াদি কেহ নাই, তার কারণ তিনি অমানিগণের সমান ॥ ৩৭ ॥

———

ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মাতা ন (অস্তি) পিতা ন (অস্তি) ভার্য্যা ন (অস্তি) সুতাদয়ঃ ন (সন্তি) আত্মীয়ঃ ন (অস্তি) পরঃ চ অপি ন (অস্তি) দেহঃ ন (অস্তি) জন্ম এব চ (নাস্তি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—তাঁহার মাতা, পিতা, ভার্য্যা, পুত্রাদি আত্মীয়জন, শত্রু, প্রাকৃতদেহ বা জন্ম বলিয়া কিছু নাই ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ন মাতেত্যাদি প্রকটার্থো নন্দং জ্ঞাপয়িতুমভীপ্সিতঃ। অপ্রকটোঽর্থস্তন্য এব ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার মাতা নাই ইত্যাদি স্পষ্ট অর্থ নন্দমহারাজকে জানাইবার ইচ্ছায় অস্পষ্ট অর্থে অন্যরূপ ॥ ৩৮ ॥

———

ন চাস্য কর্ম্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু ।
ক্রীড়ার্থং সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) কর্ম্ম বা ন চ (অস্তি) সঃ অপি (জন্মকর্ম্মাদিরহিতোঽপি) ক্রীড়ার্থং (ক্রীড়াপ্রয়োজনঃ সন্) সাধূনাং পরিত্রাণায় (পরিপালনায়) লোকে (জগতি) সদসন্মিশ্রযোনিষু (সাত্ত্বিক-রাজস-তামসযোনিষু, যদ্বা দেবাদি-মৎস্যাদি-নৃসিংহাদি-যোনিষু) কল্পতে (আবির্ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—ইঁহার জন্মমূল কোন কর্ম্ম নাই ; তবে যে তাঁহার দেব, মনুষ্য, কূর্ম্ম, মৎস্য, বরাহ যোনিতে আবির্ভাব, তাহা সাধুদিগকে স্বীয় বিরহ-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ এবং তাঁহাদের সহিত লীলারস আস্বাদনের নিমিত্তই ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র সদসন্মিশ্রাঃ সাত্ত্বিক-তামস-রাজস্যো যা যোনয়স্তাসু অস্য জন্ম নাস্তি, জন্মাভাবাদেব তদুত্তরকালভবং কর্ম্মাপি নাস্তি। তাদৃশজন্মা দেহোঽপি নাস্তি, তেন দেহেন ক্রীড়াপি নৈবার্থঃ প্রয়োজনঞ্চ নৈব। যা গুণাতীতাঃ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যশোদা-দেবকী-কৌশল্যাদ্যাস্তাসু জন্ম চ তদনন্তরং কর্ম্ম চ তজ্জন্মা দেহশ্চ ক্রীড়া চ প্রয়োজনঞ্চাস্তি, তদ্রূপা মাত্রাদ্যাশ্চ সন্তীতি ভাবঃ। কিন্ত্বয়ং নন্দং জ্ঞাপয়িতুমনভীপ্সিতঃ। সোঽপি এবং ব্রহ্মস্বরূপোঽপি সাধূনাং স্বভক্তানাং দুঃখত্রাণায় কল্পতে যোগ্যো ভবত্যেব ভক্তবাৎসল্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণেতে সৎ অসৎ ও মিশ্র অর্থাৎ সাত্ত্বিক তামস ও রাজস যে সকল প্রাণী, তাহাতে ইহার জন্ম নাই। জন্ম না থাকায় তাহার পর যে সকল কর্ম্ম তাহাও নাই, ঐরূপ জন্মের দেহও নাই, ঐ দেহদ্বারা লীলাও নাই, প্রয়োজনও নাই, যে সকল গুণাতীত শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ যশোদা দেবকী কৌশল্যাদি তাহাতে জন্ম ও তৎপরভাবি কর্ম্ম সেইরূপ দেহ ক্রীড়াও প্রয়োজন আছে এবং সেইরূপ মাতা পিতাদিও আছে—ইহাই ভাবার্থ। কিন্তু ইহা নন্দ-মহারাজকে জানাইবার জন্য মনোভাব। তাহাও এইপ্রকার ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও নিজ ভক্ত সাধুগণের দুঃখ বিনাশনের জন্য অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্য হেতু যোগ্যই হয় ॥ ৩৯ ॥

———

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভজতে নির্গুণো গুণান্ ।
ক্রীড়ন্নতীতোঽপি গুণৈঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—(ননু জন্ম-কর্ম্মরহিতস্য কুত এতৎ ইত্যত আহ) অজঃ (জন্মরহিতোঽপি) নির্গুণঃ (প্রাকৃতগুণরহিতঃ) সত্ত্বং রজস্তমঃ ইতি গুণান্ ভজতে (স্বীকুরুতে) অতীতঃ অপি (ক্রীড়ামতীতোঽপি) ক্রীড়ন্ (সাধুপরিত্রাণময়ক্রীড়াং কুর্ব্বন্) গুণৈঃ সৃজতি (জগদ্‌বিরচয়তি) অবতি (তৎ রক্ষতি) হন্তি (বিনাশয়তি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—তিনি জন্মরহিত ও নির্গুণ হইয়াও (অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে) সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অঙ্গীকার করেন। ক্রীড়াতীত হইয়াও সাধুদিগকে বিরহ-দুঃখ হইতে পরিত্রাণরূপ ক্রীড়া করিতে করিতে প্রাকৃত গুণের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যদি তস্য সর্ব্বত্র সাম্যাৎ প্রিয়াপ্রিয়াদয়ো ন সন্তি, তর্হি কথং তেন কেচিৎ সুখিনঃ কেচিদ্দুঃখিনশ্চ জগত্যত্র সৃষ্টাস্তত্র গুণকৃতমেব সুখ-দুঃখাদিকং ন তৎকৃতমিত্যাহ,—সত্ত্বমিতি নির্গুণোঽপি স্বমায়াশক্ত্যাবীক্ষণাদিনা গুণাংস্তদীয়ান্ ভজতে স্বীকুরুতে কিমর্থং? ক্রীড়ন্ ক্রীড়িতুং অতীতঃ ক্রীড়ামতীতঃ ইতি ক্রীড়াপি তস্য নাস্তীতি নন্দং বোধয়িতুমভীপ্সিতোঽর্থঃ। বস্তুতস্তু গুণানতীতঃ সন্ অত্র মায়িকলোকমধ্যে কৃষ্ণরামাদ্যবতারেণ স্বভক্তৈঃ সহ ক্রীড়িতুমিত্যর্থঃ। অতো গুণান্ অতীতেঽপি গুণৈর্জগৎ সৃজতি, যত এব প্রাক্কল্পগতজীবাঃ স্বস্বশুভাশুভকর্ম্মসাধনফলসিদ্ধ্যর্থং বুদ্ধীন্দ্রিয়াদীনি প্রাপ্য সুখিনো দুঃখিনশ্চ ভবন্তীতি তত্র তস্য কো দোষঃ। নহি তস্য তে প্রিয়া অপ্রিয়াশ্চেতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনন্দমহারাজ বলিতে পারেন যদি কৃষ্ণের সর্ব্বত্র সাম্যভাব—প্রিয় অপ্রিয় আদি নাই, তাহা হইলে কেন তাহার দ্বারা কেহ সুখী কেহ দুঃখী এই জগতে সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহার উত্তরে উদ্ধব মহাশয় বলিতেছেন—এই সকল সুখ দুঃখাদি প্রকৃতির সত্ত্ব রজ তম আদিগুণ কৃত, ব্রহ্মকৃত নয়। ইহাই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ হইয়াও নিজ-মায়াশক্তির প্রতি ঈক্ষণ করিয়া সত্ত্ব রজ ঐ প্রকৃতির গুণ সমূহ স্বীকার করিতেছেন। যদি বলেন কি

কারণ ক্রীড়া করিবার জন্য, তাহার অতীত ক্রীড়াও নাই। ইহা নন্দমহারাজকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য অভিলসিত অর্থ। বস্তুত গুণ সমূহকে অতিক্রম করিয়া এই মায়িক লোক মধ্যে কৃষ্ণ বলরাম আদি অবতার দ্বারা নিজভক্তগণের সহিত ক্রীড়া করিবার জন্য আসিয়াছেন। অতএব গুণাতীত হইয়াও প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা জগৎ সৃজন করেন, যেহেতু পূর্ব্ব কল্পগত জীবসমূহ নিজ নিজ শুভ অশুভ কর্ম্ম সাধনের ফল সিদ্ধির নিমিত্ত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি পাইয়া সুখী ও দুঃখী হইতেছে, ইহাতে কৃষ্ণের কি দোষ? ঐসকল প্রিয় অপ্রিয় আদি কিছুই নাই ॥ ৪০ ॥

যথা ভ্রমরিকাদৃষ্ট্যা ভ্রাম্যতীব মহীয়তে।
চিত্তে কর্ত্তরি তত্রাত্মা কর্ত্তেবাহং ধিয়া স্মৃতঃ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—(অত্র অবিদ্যোপাধের্জীবস্য কর্ত্তৃত্বং দৃষ্টান্তীকুর্ব্বন্ তস্যাবিদ্যয়ৈব কর্ত্তৃত্বমিতি সদৃষ্টান্তমাহ) যথা ভ্রমরিকাদৃষ্ট্যা (ভ্রমরিকাপরিভ্রমণং তয়া উপলক্ষিতয়া দৃষ্ট্যা) মহী (ইয়ং ভূমিঃ) ভ্রাম্যতি ইব (ঘূর্ণতীব ইতি) ঈয়তে (প্রতীয়তে জনৈঃ তথা) চিত্তে (অপি) কর্ত্তরি (সতি) তত্র অহং ধিয়া (আত্মাধ্যাসেন) আত্মা (অপি) কর্ত্তা ইব স্মৃতঃ (প্রতীত ইত্যর্থঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—বায়ু, পিত্ত, কফ—এই ত্রিবিধ ধাতুর বৈষম্যহেতু ঘূর্ণায়মান-মস্তিষ্ক-ব্যক্তির দৃষ্টিতে যেরূপ সমগ্র জগৎ কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে, মনই কর্ত্তা—এইরূপ প্রতীতি হইলে মনে আত্মবুদ্ধিবশতঃ যেরূপ মনের কার্য্যকে আত্মার কার্য্য বলিয়া (ভ্রমাত্মক) প্রতীত হয়, সেইরূপ সৃষ্ট্যাদি প্রাকৃত গুণের কার্য্যকে ভগবানের কার্য্য বলিয়া ধারণা হয়, বস্তুতঃ সৃষ্ট্যাদি স্বয়ংরূপ ভগবানের কার্য্য নহে ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—জগৎসৃষ্টৃত্বমপি তত্র পরমেশ্বরে বস্তুতো নাস্তি তস্যাপি গুণকৃতত্বাদিত্যাহ—যথেতি। ভ্রমরিকা পরিভ্রমণং বাতাদিধাতুবৈগুণ্যাত্তদ্যুক্তয়া দৃষ্ট্যা জনেন মহী কুম্ভকারচক্রবদ্ভ্রাম্যতীব ঈয়তে প্রতীয়তে, যথা চ জীবেন চিত্তেঽপি কর্ত্তরি সতি তত্রৈবাহং ধিয়া চিত্তমেবাহমিতি বুদ্ধ্যা আত্মা কর্ত্তা স্মৃতঃ স্মর্য্যতে, তথৈব গুণকৃতৈব জগৎসৃষ্টিরীশ্বরে প্রতীয়ত ইতি শেষঃ। এবঞ্চ স্বরূপেণৈব তস্য জগৎস্রষ্টৃত্বং নাস্তি, কিন্তু স্বরূপভূতায়া অপি মায়ায়াস্তচ্ছক্তিত্বেন তদভেদাজ্জগৎস্রষ্টৃত্বমস্যাপীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উদ্ধব বলিতেছেন জগৎ সৃষ্টি আদি কর্ম্মও সেই পরমেশ্বরে বস্তুত নাই। ঐগুলিও প্রকৃতির গুণকৃত ইহাই বলিতেছেন—যেমন ভ্রমরিকা (চরকী) বায়ুদ্বারা ঘুরিতে থাকে, আর বায়ুবিকার জন্য ঐরূপ ব্যক্তির দৃষ্টিও ভ্রম হয়, কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় পৃথিবী ঘুরিতেছে ইহা দেখে, আরো যেমন চিত্তের কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া জীবসকল আমি কর্ত্তা এইরূপ বুদ্ধিদ্বারা চিত্তকে আমি এই বুদ্ধি দ্বারা আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব স্মরণ করে, সেইরূপ প্রকৃতির গুণবশতঃ জগৎ সৃষ্টি ঈশ্বরে প্রতীতি হয়। এইভাবে কৃষ্ণের স্বরূপে জগৎ স্রষ্টৃত্ব নাই, কিন্তু স্বরূপভূত মায়া তাহার শক্তি বলিয়া তাহার সহিত শক্তিও শক্তিমানের অভেদ হেতু শ্রীকৃষ্ণকে জগৎ স্রষ্টা বলা হয় ॥ ৪১ ॥

যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।
সর্ব্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—অয়ং ভগবান্ হরিঃ যুবয়োঃ এব আত্মজঃ (পুত্রঃ) ন এব (ন ভবতি) হি (যস্মাৎ) সঃ সর্ব্বেষাং (জীবানাং আত্মজঃ) আত্মা (পরমাত্মা) পিতা মাতা ঈশ্বরঃ (নিয়ন্তা চ ভবতি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র তোমাদের দুইজনেরই পুত্র নহেন, পরন্তু তিনি সকল জীবেরই পুত্র, পরমাত্মা, পিতা, মাতা এবং নিয়ন্তৃ-স্বরূপ ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—অথ সর্ব্বজগৎস্রষ্টরি তস্মিন্ পরমেশ্বরে পুত্রাদিভাবনা সুখ-দুঃখদত্বাদিভাবনা চ কর্ত্তুং নোচিতা। তদপি পরমেশ্বরোঽপি স কৃষ্ণো মমৈব পুত্র ইতি যদি মন্যসে তদা শৃণু তত্ত্বমিত্যাহ,—যুবয়োরেব ন আত্মজঃ। কিন্তু যে যে তস্মিন্নাত্মজভাবং কুর্য্যুস্তেষাং সর্ব্বেষামেবাত্মজঃ আত্মা আত্মবৎপ্রেষ্ঠঃ। যে যে তস্মিন্নাত্মৈবায়মিতি ভাবং কুর্য্যুস্তেষামাত্মা এবং পিত্রাদিভাববতাং স পিত্রাদিঃ। ঈশ্বর ইতীশ্বরত্বাত্তস্মিন্ কিমপি নাযুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর উদ্ধব মহাশয় বলিতেছেন—সর্ব্বজগৎ কর্ত্তা সেই পরমেশ্বর কৃষ্ণে পুত্রাদি ভাবনা ও সুখ দুঃখাদি ভাবনা করা উচিৎ নয়। সেই পরমেশ্বরও সেই কৃষ্ণ আমারই পুত্র যদি মনে করেন, তবে তত্ত্ব কথা শ্রবণ করুন—কেবল আপনাদের দুইজনেরই আত্মজপুত্র কৃষ্ণ নহেন কিন্তু যাহারা যাহারা তাহাতে আত্মজভাব করিবেন, তাহাদের সকলেরই তিনি আত্মজ ও আত্মবৎ প্রিয়, যাহারা যাহারা তাহাতে ইনি আমার আত্মাই এইভাব করেন, তাহাদের তিনি আত্মা এবং যাহারা পিতৃআদি ভাব করেন তিনি তাহাদের পিতা আদি হন। ঈশ্বর অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর হেতু তাহাতে কিছুই অযৌক্তিক নহে॥৪২

———

দৃষ্টং শ্রুতং ভূত-ভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকঞ্চ।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তু তরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ॥ ৪৩॥

অন্বয়ঃ—ভূত-ভবদ্-ভবিষ্যৎ স্থাস্নুঃ (স্থিতি-শীলঃ) চরিষ্ণুঃ (গতিশীলঃ) মহৎ অল্পকং দৃষ্টং শ্রুতং চ (যাবৎ) বস্তু অচ্যুতাৎ বিনা (শ্রীকৃষ্ণং বিনা) ন তরাং বাচ্যং (তত্ত্বতো বাচ্যং নির্ব্বচনার্হং নাস্তি) পরমাত্মভূতঃ (সর্ব্বেষাং মূলীভূতঃ) সঃ এব (শ্রীকৃষ্ণঃ এব) সর্ব্বং (জগৎস্বরূপো ভবতীত্যর্থঃ)॥ ৪৩॥

অনুবাদ—ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থিতিশীল, গতিশীল, বৃহৎ, ক্ষুদ্র, দৃষ্ট, শ্রুত প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত তত্ত্বতঃ অনির্ব্বাচ্য, তিনি সকলের মূলস্বরূপ এবং 'সর্ব্ব' শব্দবাচ্য॥ ৪৩॥

বিশ্বনাথ—বস্তুতস্তু ভো ব্রজরাজ! যুষ্মদাদিকং সর্ব্বমিদং জগত্তচ্ছক্তিসৃষ্টত্বাত্তদাত্মকমেব জানীহি শৃণুহি চ তদনুরূপমিত্যাহ,—দৃষ্টমিতি। অচ্যুতাৎ বিনা বস্তু ন তরাং নৈব বাচ্যম্। প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যাভাব আর্ষঃ॥ ৪৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বস্তুতঃ ওহে ব্রজরাজ! আপনাদের ন্যায় এই সকল জগৎ তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হওয়ায় এই জগৎ কৃষ্ণময়ই জানিবেন ও তদনুরূপ বলিবেন। অচ্যুত ব্যতীত অন্য কোন বস্তু এই জগতে নাই— ইহাই বলিবেন। এই স্থলে ব্যাকরণ-গত প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের আগে পরে স্থাপন ইহা ঋষি-কৃত অতএব নির্দ্দোষ॥ ৪৩॥

———

এবং নিশা সা ব্রুবতোর্ব্যতীতা
নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্।
গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্য দীপান্
বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্চ্য দধীন্যমন্থন্॥ ৪৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য চ (উদ্ধবস্য চ এতয়োঃ দ্বয়োঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তক্রমং) ব্রুবতোঃ (কথয়তোঃ সতোঃ) সা নিশা ব্যতীতা (গতা বভূব তদা) গোপ্যঃ সমুত্থায় (শয্যাং সন্ত্যজ্য) দীপান্ নিরূপ্য (প্রজ্বাল্য) বাস্তূন্ (দেহল্যাদীন্) সমভ্যর্চ্চ্য (গন্ধাদিভিরর্চ্চয়িত্বা) দধীনি অমন্থন্ (মমন্থুঃ)॥ ৪৪॥

অনুবাদ—হে রাজন্, নন্দ এবং উদ্ধবের এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইলে, গোপীগণ শয্যা পরিত্যাগ এবং প্রদীপ প্রজ্বালনপূর্ব্বক গন্ধাদি-দ্বারা বাস্তুভূমির অর্চ্চনা করিয়া দধিমন্থনে রত হইয়াছিলেন॥ ৪৪॥

বিশ্বনাথ—এবং তয়ো র্ব্রুবতোরেব সা নিশা ব্যতীতা, নতু নন্দ-যশোদয়োঃ সান্ত্বনং কর্ত্তুমুদ্ধবঃ শশাক, নাপ্যুদ্ধবস্য প্রবোধনং তৌ জগৃহতুরিতি ভাবঃ। অত্র ব্রজরাজো মনস্যেবং বিচারয়ামাস। অয়ং কৃষ্ণঃ পরমেশ্বর এবেতি প্রাবোধয়দুদ্ধবস্তৎ কিমহং ন জানামি। অস্য নামকরণসময় এব "নারায়ণসমোঽয়"মিতি গর্গমুখাদশ্রৌষমেব। নারায়ণস্য সমত্বং বিনা কোঽন্যস্তস্মাত্তথা পূতনাঘবকাদিমারণাদ্গোবর্দ্ধনধারণাদ্দাবানলোপশমনাদ্বরুণলোকপালপ্রণমান্নারায়ণত্বমস্যান্বভূমৈব নারায়ণ এব পরমাত্মা স এব পরং ব্রহ্মেত্যেতদপি জানাম্যেব। তদপ্যয়মাবয়োরেব পুত্র ইত্যত্রাবাধিতোঽস্মদনুভব এব প্রমাণং "তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে" ইতি শ্রীগর্গমহামুনিবাক্যমপি পরমেশ্বরেঽপি তস্মিন্নারাধ্যত্ববুদ্ধিমকৃতবতোরপি স্বভুক্তশেষতাম্বূলচর্ব্বিতাদিকং সমর্পিতবতোরপ্যাবয়োর্মনঃপ্রসাদান্যথানুপপত্তিরপি কৃষ্ণজন্মনঃ পূর্ব্বমাবয়োরিষ্টদেবো নারায়ণো ধ্যাতুং শক্য এবাসীদধুনা তু ধ্যানমাত্র এব স্ফুরত্যাবির্ভবতি চেত্যাবয়োর্মনঃপ্রসাদে

লিঙ্গমত আবয়োঃ পুত্রে তস্মিংস্তত্তদ্ব্যবহৃতির্ন দোষঃ তথা কৃষ্ণস্যাবাং পিতরাবেত্যত্র কৃষ্ণস্যানুভবঃ প্রমাণং আবয়োস্তাম্বুলচর্ব্বিতপ্রদানাঙ্কারোহণ-পরিষ্বঙ্গ-চুম্বনাদিলক্ষণলালনস্যাপ্রাপ্তৌ সত্যাং তস্য মুখম্লানে বহুশো দৃষ্টত্বাৎ। যদি তস্যেয়ং মাতা ন স্যাৎ, তদা ভাণ্ডস্ফোটাপরাধে তং কথং ববন্ধ। বন্ধনে মুখম্লানে ময়া মোচনে মুখপ্রসাদস্য চ তদানীং দৃষ্টত্বাৎ। আবয়োঃ পিতৃত্বে সত্যেব পরমেশ্বরোঽপি স বিবিধানুশাসন-ভর্ৎসন-বন্ধনাদিকমঙ্গীকুরুতে স্ম, অন্যথা পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বব্যাপকস্য পরমেশ্বরস্য কথং বন্ধনমিতি। কিন্তু সাম্প্রতং মথুরায়াং চাণূরকংসাদি-বধানন্তরম্। হে কৃষ্ণ, ত্বং পরমেশ্বর এবেতি সর্ব্ব এব শ্রুবতে স্ম ; তত্র দেবকী তু অহং তে মাতেতি, বসুদেবোঽহং তে পিতেতি, কেচিদন্যে বয়ং তে পিতৃব্যা ইতি, কেচিচ্চ বয়ং ভ্রাতরঃ ইতি, আত্মীয়া ইতি বান্ধব ইত্যুক্ত্বা বহব এব যদা তং স্ব-স্বগেহং প্রতি নেতুং নিমন্ত্রয়ন্তো মথুরায়ামেব রোদ্ধুং প্রাবর্ত্তন্ত। তদা মৎ-পুত্রো মহাভব্যশিরোমণিঃ স মহাসঙ্কটে তত্তন্মুখা-পেক্ষয়া জালে পতিতঃ। স্বীয়ং ব্রজমপ্যাগন্তুমপারয়ন্ সর্ব্বত্রৈব দাক্ষিণ্যাদেবমব্রবীদিত্যহমনুমিমে। অহং খলু পরমেশ্বর এব সর্ব্ববিশ্বস্রষ্টা। মম কা মাতা, কঃ খলু পিতা, ক আত্মীয়ঃ, কো বা পরঃ, কিন্তু যূয়ং সর্ব্বশাস্ত্রং পশ্যত, যে মে ভক্তিং করিষ্যতি তস্মৈবাহং নান্যস্য, তস্যৈব গৃহং যাস্যামি, স এব মে পিত্রা-দিরিতি। অয়ন্তু উদ্ধবো বালক এব বুদ্ধিমানপি মৎপুত্রস্য তস্য মহাগম্ভীরহৃদয়মবগাঢুমসমর্থস্তদ্বাচং ত্বাং শ্রুত্বা কৃষ্ণস্যায়মেবাশয় ইতি মত্বা তত আগত্যাত্র মাং তথৈব প্রবোধয়তি স্ম। কিঞ্চ মৎপুত্রেণ চাতুর্য্যাৎ সম্যগেতদুক্তং, যো মে ভক্তিং করিষ্যতি স এব মে পিত্রাদিস্তস্যৈব গৃহে বসামীত্যতোঽহমপ্যুদ্ধবদ্বারা সন্দেশমিমং সংপ্রেষয়িষ্যামি। "হে কৃষ্ণ ত্বচ্চরণে মম ভক্তির্ভবেত্তথা কৃপয়া প্রসীদ। যথা তদীয়শ্রবণকীর্তন-স্মরণপ্রণমনাদিভক্ত্যা ত্বামহং প্রাপ্নুয়ামিতি। ততশ্চ সর্ব্বযাদবসভাসু মৎসন্দেশমিমং প্রার্থয়িত্বা ভো ভো যদুবংশ্যাঃ, ভবন্তোঽত্র মদ্ভক্তিং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তি, নন্দস্তু করোত্যতঃ স এব পিতা বন্ধুঃ প্রিয়শ্চ, তদ্গৃহ-মেব যামীত্যুক্ত্বা স শীঘ্রমিহাগচ্ছেদিতি তদন্তে ব্রজ-রাজস্তমপি পরামমর্শ। দৈন্যসঞ্চারিপ্রাবল্যেন বিস-স্মারৈব অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সমু-ত্থায় দীপান্ নিরাপ্য প্রজ্বাল্য বাস্তূন্ দেহল্যাদীন্ ॥৪৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে উদ্ধব ও নন্দমহা-রাজের কথা চলিতে চলিতে ঐ রাত্রি প্রভাব হইয়া গেল। কিন্তু উদ্ধব নন্দযশোদাকে সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না অর্থাৎ উদ্ধবের প্রবোধ বাক্য নন্দযশোদা গ্রহণ করিলেন না ইহাই ভাবার্থ।

এইস্থলে ব্রজরাজ মনে এইরূপ বিচার করিলেন—এই কৃষ্ণ পরমেশ্বরই এই প্রবোধ বাক্য উদ্ধব যে আমাকে দিতেছে, তাহা কি আমি জানি না ? ইহার নামকরণ সময়েই 'এই ছেলেটি তোমার নারায়ণের সমান' ইহা গর্গ আচার্য্যের মুখ হইতেই শুনিয়াছি। নারায়ণেরই সমান, নারায়ণ ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি পূতনা বকাসুর আদিকে মারণ, গোবর্দ্ধন ধারণ, দাবানল উপশম, বরুণ লোকপালের প্রণাম গ্রহণ, এই সকল কার্য্যে কৃষ্ণকে নারায়ণরূপে অনুভব করিয়াছি, নারায়ণই পরমাত্মা, তিনিই পরমব্রহ্ম ইহাও জানি। তাহা হইলেও এই কৃষ্ণ আমাদের দুই-জনেরই পুত্র ইহা এইখানে জন্মাবধি আমাদের অনু-ভবই প্রমাণ, গর্গমুনিও বলিয়াছেন। অতএব এই ছেলেটি তোমার আত্মজ, পরমেশ্বরে ও ঐ কৃষ্ণে পূজ্যবুদ্ধি না করিলেও আমাদের নিজভুক্ত অবশেষ তাম্বুল চর্ব্বিত আদি ইহাকে দিলেও আমাদের দুই-জনের মনের আনন্দ হয়, অন্য কোনরূপ যুক্তিও কৃষ্ণজন্মের পূর্ব্ব হইতে আমাদের ইষ্টদেব নারায়ণ-কে ধ্যান করিতে পারিতাম। এখন কিন্তু ধ্যান মাত্রই আমাদের মনে এই পুত্রের স্ফূর্ত্তি হয় এবং সম্মুখে আসিয়াও উপস্থিত হয়—ইহাই আমাদের দুইজনের মনে প্রসন্নতার চিহ্ন। অতএব আমাদের পুত্রে ঐরূপ বাৎসল্য ব্যবহার দোষের নহে, সেইরূপ কৃষ্ণের আমাদের দুইজনের প্রতি ইহারা মাতা পিতা এই-রূপ অনুভব ইহাও একটি প্রমাণ। আমাদের তাম্বুল চর্ব্বিত প্রদান, কোলে আরোহণ, আলিঙ্গন, চুম্বন আদি লক্ষণ, লালন না পাইলে কৃষ্ণের মুখে গ্লানি বহুবার দেখিয়াছি। যদি এই যশোদা তাহার মাতা না হইত তাহা হইলে দধিভাণ্ড ভঙ্গের অপরাধে তাহাকে কেন বাধিলেন ? বন্ধনের পর কৃষ্ণের মুখে গ্লানি ও আমা কর্ত্তৃক বন্ধন মোচনে তাহার মুখে

প্রসন্নতাও তখন দেখিয়াছি। আমরা পিতা মাতা হইলেই পরমেশ্বর হইয়াও সে বিবিধ শাসন ভর্ৎসন বন্ধনাদি স্বীকার করিয়াছে তাহা না হইলে পরব্রহ্ম সর্ব্ব ব্যাপক পরমেশ্বরের বন্ধন কিরূপে হয়। কিন্তু এখন চাণূর কংসাদি বধের পর হে কৃষ্ণ! তুমি পরমেশ্বরই ইহা সকলেই বলিতেছে। সেখানে দেবকী কিন্তু আমি তোমার মাতা এবং বসুদেব আমি তোমার পিতা, কেহ কেহ মনে করে, আমরা তোমার পিতৃব্য, কেহ বলে আমরা তোমার ভাইগণ, কেহ বলে আত্মীয়, কেহ বলে বন্ধু এইরূপ বহু লোকেই যখন তাহাকে নিজ নিজ গৃহে লইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া মথুরাতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে যত্ন করে, তখন আমার পুত্র মহাভদ্র শিরোমণি সে মহাশঙ্কটে তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া যেন মহাজালে পতিত হয়। নিজ স্থান ব্রজে আসিতেও না পারিয়া সকলকেই সরলভাবে বলিয়া থাকে যাইব, ইহা আমি অনুমান করি। আমি পরমেশ্বরই সর্ব্ব বিশ্ব স্রষ্টা আমার মাতা কে, পিতাই বা কে, কে আত্মীয়, কে বা পর। কিন্তু তোমরা সর্ব্বশাস্ত্রে দেখ, যে আমাকে ভক্তি করিবে তাহারই আমি, অন্যের নহে। তাহারই গৃহে যাইব সেই আমার পিতা আদি। এই উদ্ধব কিন্তু বালকই বুদ্ধিমান হইয়াও আমার পুত্র কৃষ্ণের মহাগভীর হৃদয় অবগাহন করিতে অসমর্থ। তাহার বাক্য শুনিয়া কৃষ্ণের ইহাই মনোভাব ইহা মনে করিয়া মথুরা হইতে আসিয়া এখানে আমাকে সেইরূপই বুঝাইতেছে। কিন্তু আমার পুত্রের চাতুরী হইতে সম্পূর্ণভাবে ইহা যে তাহার উক্তি 'যে আমাকে ভক্তি করিবে, সেই-ই আমার পিতা আদি, তাহারই গৃহে থাকিব এইজন্য আমিও উদ্ধব দ্বারা এই সন্দেশ প্রেরণ করিব। "হে কৃষ্ণ তোমার চরণে আমার যাহাতে ভক্তি হয় সেইরূপ কৃপাদ্বারা প্রসন্ন হও। তোমার শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ প্রণামাদি ভক্তিদ্বারা তোমাকে আমি যাহাতে পাইতে পারি" অনন্তর সর্ব্ব যাদব সভাতে আমার এই সংবাদ প্রার্থনা করিয়া 'ওহে! ওহে! যদুবংশীয়গণ আপনারা এখানে আমার প্রতি ভক্তি করিতে সমর্থ হইতেছেন না, নন্দ কিন্তু ভক্তি করিতেছেন, অতএব তিনিই পিতা বন্ধু ও প্রিয় তাহার গৃহেই যাইতেছি এই বলিয়া কৃষ্ণ শীঘ্র এইখানে আসিবে। ইহার পর ব্রজরাজ তাহাকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। দৈন্য সঞ্চারী ও প্রাবল্যাদি ভাবদ্বারা সব কিছুই যেন বিস্মৃত হইলেন। এখন প্রকৃত কথা বলিতেছি—গোপীগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া দীপ জ্বালাইয়া বাস্তুপূজা করিতে লাগিলেন ॥৪৪

———

তা দীপদীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজু-
রজ্জুর্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ।
চলন্নিতম্ব-স্তনহার-কুণ্ডল-
ত্বিষৎ কপোলারুণকুঙ্কুমাননাঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—রজ্জুঃ বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ (রজ্জুঃ মন্থনদণ্ডলগ্নাঃ রজ্জুঃ বিকর্ষৎসু সমাকর্ষৎসু ভুজেষু কঙ্কণানাং স্রজঃ শ্রেণ্যং যাসাং তাঃ) চলন্নিতম্ব-স্তন-হার-কুণ্ডল-ত্বিষৎকপোলারুণ-কুঙ্কুমাননাঃ (চলন্তো নিতম্বাঃ স্তনা হারাশ্চ যাসাং তাঃ, কুণ্ডলৈঃ ত্বিষন্তঃ স্ফুরন্তঃ কপোলা যাসাং তাঃ, অরুণানি কুঙ্কুমানি যেষু তানি আননানি যাসাং তা এব তাশ্চ তাশ্চ) তাঃ (গোপ্যঃ) দীপ-দীপ্তৈঃ (দীপৈর্হেতুভিঃ দীপ্তৈঃ সমুজ্জ্বলিতৈঃ) মণিভিঃ (কাঞ্চ্যাদিষু স্থিতৈঃ রত্নৈঃ) বিরেজুঃ (অশোভন্ত) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—উক্ত গোপাঙ্গনাদিগের হস্তে কঙ্কণশ্রেণী শোভা পাইতেছিল। তাঁহারা মন্থন-দণ্ড-সংলগ্ন রজ্জু আকর্ষণ করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাদের নিতম্ব, স্তন ও হার বিচলিত এবং কপোলদেশ কুন্তল-প্রভায় প্রস্ফুরিত, মুখমণ্ডল অরুণ-কুঙ্কুম-রাগে রঞ্জিত হইয়াছিল, প্রদীপ শিখায় উজ্জ্বল অলঙ্কারস্থিত রত্ন-সমূহ দ্বারা তাঁহারা শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—মণিভিঃ কঙ্কণ-কিঙ্কিণ্যাদিষু স্থিতৈঃ, রজ্জুর্বিকর্ষৎসু ভুজেষু কঙ্কণানাং স্রক্ শ্রেণী যাসাং তাঃ। চলন্তঃ কম্পমানা নিতম্বাঃ স্তনা হারাশ্চ যাসাম্। কুণ্ডলৈস্ত্বিষ্যন্তঃ স্ফুরন্তঃ কপোলা যাসাম্। অরুণকুঙ্কুমং যদ্বাহলীকদেশোদ্ভূতং তদ্যুক্তান্যাননানি যাসাং তাশ্চ তাশ্চ তাশ্চ তাঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গোপাঙ্গনাগণ প্রাতঃকালে দধিমন্থন করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে কঙ্কণ সমূহ মণিজটিতছিল, প্রদীপে শিখার জ্যোতিতে ঐ মণি সমূহ ঝলমল করিতেছিল, কোটীতে কিঙ্কিণী সমূহ বাদ্য করিতেছিল, মন্থন দণ্ডের রজ্জু আকর্ষণ বিকর্ষণ

কালে কঙ্কণশ্রেণী বাদ্য করিতেছিল, নিতম্বদেশ, স্তন সমূহ ও হার সমূহ কম্পিত হইতেছিল, কর্ণ লম্বিত কুণ্ডল সমূহের ছটায় গণ্ডদেশ আলোকিত হইতেছিল, বাহলীক দেশজাত অরুণবর্ণের কুঙ্কুম লেপিত মুখ-মণ্ডল সমূহ মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছিল, শ্রী-উদ্ধব মহাশয় দেখিলেন ॥ ৪৫ ॥

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থশব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—অরবিন্দলোচনং (শ্রীকৃষ্ণম্) উদ্গায়-তীনাং (উচ্চৈস্তদ্বিষয়কং গানং কুর্ব্বতীনামিত্যর্থঃ) ব্রজাঙ্গনানাং (গোপীনাং) ধ্বনিঃ (শব্দঃ) দধ্নঃ নির্ম্মন্থন-শব্দ-মিশ্রিতঃ চ (দধ্নঃ নির্ম্মন্থনক্রিয়াজাতেন শব্দেন মিশ্রিতঃ সন্) দিবম্ (আকাশং) অস্পৃশৎ যেন (ধ্বনিনা) দিশাং (সর্ব্বেষাং দিঙ্মণ্ডলানাম্) অমঙ্গলম্ (ঐহিকামুষ্মিকাশেষদুঃখং তন্মূলং পাপঞ্চ) নিরস্যতে (নিঃশেষতয়া দূরতঃ ক্ষিপ্যতে) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহাদের সেই কীর্ত্তন-ধ্বনি দধি-মন্থন শব্দের সহিত হইয়া গগন-স্পর্শ করিতেছিল। তদ্দ্বারা দিঙ্মণ্ডলের যাবতীয় অমঙ্গল দূরীভূত হইয়াছিল ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—উদ্গায়তীনামিত্যানন্দদ্যোতকং, বস্ত্রা-লঙ্কার-কুঙ্কুমালেপ-মধুরগানাদিকং বিরহে ন ঘটত ইত্যতঃ কৃষ্ণসংযুক্তপ্রকাশ এবোদ্ধবেন সামান্যতো রাত্র্যন্তেঽপি দৃষ্টো যথা দিনান্তে ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥৪৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ গোপাঙ্গনা গণের কৃষ্ণের উচ্চস্বরে গুণ কীর্ত্তন কালে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ পাইতেছিল। বস্ত্র অলংকার কুঙ্কুমলেপন মধুরগানাদি শ্রীকৃষ্ণবিরহে সম্ভব নয়। অতএব জানিতে হইবে কৃষ্ণসংযুক্ত ব্রজের প্রকাশই উদ্ধব মহাশয় সাধারণ-ভাবে রাত্রিশেষে দেখিয়াছিলেন, যেমন ব্রজে প্রবেশ কালে দিনের শেষে কৃষ্ণসংযুক্ত উল্লাসভর বৃন্দাবন দর্শন করিয়াছিলেন, ইহাই জানিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥

ভগবত্যুদিতে সূর্য্যে নন্দদ্বারি ব্রজৌকসঃ ।
দৃষ্ট্বা রথং শাতকৌম্ভং কস্যায়মিতি চাব্রুবন্ ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ—(অথ) ভগবতি সূর্য্যে উদিতে (সতি) ব্রজৌকসঃ (গোপ্য) নন্দদ্বারি (ব্রজ-দ্বারে) শাতকৌম্ভং (সুবর্ণময়ং) রথং দৃষ্ট্বা অয়ং (রথঃ) কস্য (ভবতি) ইতি চ অব্রুবন্ (অকথয়ন্) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পরমপূজ্য সূর্য্যদেব উদিত হইলে গোপাঙ্গনাগণ ব্রজ-দ্বারে সুবর্ণময় রথ দেখিয়া 'এই রথ কাহার' এরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন ॥

বিশ্বনাথ—ব্রজৌকসো বিরহিণ্যো গোপ্যঃ ॥৪৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রজবাসিগণ অর্থাৎ বিরহিণী গোপীগণ ॥ ৪৭ ॥

অক্রূর আগতঃ কিংবা যঃ কংসস্যার্থসাধকঃ ।
যেন নীতো মধুপুরীং কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—(সক্রোধমাহুঃ) যঃ কংসস্য অর্থসাধকঃ (অর্থং সাধিতবান্ সঃ) অক্রূরঃ আগতঃ কিংবা (আগতঃ ভবতি কিং) যেন (অক্রূরেণ) কমল-লোচনঃ কৃষ্ণঃ (অস্মাৎ) মধুপুরীং নীতঃ (প্রাপিতঃ অভবৎ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সক্রোধে বলিতে লাগিলেন,—যে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে এস্থান হইতে মধুপুরে লইয়া গিয়াছিল, কংসকার্য্য-সাধক সেই অক্রূর পুন-রায় এখানে আসিয়াছে কি ? ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—সক্রোধমাহুরক্রূর ইতি। অর্থং সাধিত-বানিতি সঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ ব্রজগোপীগণ নন্দমহা-রাজের দ্বারে স্বর্ণমণ্ডিত রথ দেখিয়া ক্রোধভরে বলিতে-ছেন—যে অক্রুর কংসের স্বার্থ সাধক শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গিয়াছিল সেই অক্রূর কি আবার অসিল ॥ ৪৮ ॥

কিং সাধয়িষ্যত্যস্মাভির্ভর্ত্তুঃ প্রীতস্য নিষ্কৃতিম্ ।
ততঃ স্ত্রীণাং বদন্তীনামুদ্ধবোঽগাৎ কৃতাহ্নিকঃ ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নন্দশোকাপনয়নং নাম ষট্চত্বা-রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—(কংসং ঘাতয়িত্বা পুনঃ কিমর্থমিহাগত ইত্যাশঙ্ক্য স্বয়মেব কারণং সম্ভাবয়ন্তি) প্রীতস্য (তদা সাধিতেন কার্য্যেণ তুষ্টস্য) ভর্ত্তুঃ (কংসস্য) নিষ্কৃতিং (ঔর্দ্ধ্বদেহিকম্) অস্মাভিঃ সাধয়িষ্যতি কিং (অস্মন্মাংসৈঃ পিণ্ডান্ কৃত্বা দাস্যতীত্যর্থঃ) ততঃ [ইতি (ইত্যেবং)] বদন্তীনাং স্ত্রীণাং (স্ত্রীষু পরস্পরং বদন্তীষু সতীষু) কৃতাহ্নিকঃ (কৃতস্নানাদিনিয়মঃ) উদ্ধবঃ অগাৎ (আগতঃ) ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌চত্বারিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—তৎকালে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাওয়ায় কংস তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিল, সম্প্রতি কি আবার আমাদের মাংস দ্বারা মৃত কংসের পিণ্ড প্রদানের জন্য এখানে আসিয়াছে ? গোপীগণ এরূপ বলিতেছেন, এই অবসরে উদ্ধব স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌চত্বারিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—কংসং ঘাতয়িত্বা পুনঃ কিমর্থমাগত ইত্যাশঙ্ক্য কার্য্যং সংভাবয়ন্তি কিমিতি । তদা সাধিতেন কার্য্যেণ । প্রীতস্য ভর্ত্তুঃ । "প্রেতস্যে"তি পাঠে মৃতস্য কংসস্য নিষ্কৃতিমৌর্দ্ধ্বদেহিকং অস্মাভিঃ কৃত্বা সাধয়িষ্যতে । অস্মান্মাংসৈঃ পিণ্ডান্ কৃত্বা দাস্যতীত্যর্থঃ । ইতি বদন্তীনাং সমীপমগাৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ষট্‌চত্বারিংশকোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌চত্বারিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কংসকে কৃষ্ণদ্বারা বধ করাইয়া পুনঃরায় কি জন্য আসিয়াছে ? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অক্রুর নিজকার্য্য সাধন করিয়া নিজমৃত প্রভুর পরলোকে প্রীতি অথবা পলান্ন শ্রাদ্ধের জন্য আমাদের লইয়া গিয়া আমাদের মাংসদ্বারা পিণ্ডদান করিবে কি ? এইরূপ বলিবার কালে শ্রীউদ্ধব মহাশয় তাঁহাদের নিকট আসিলেন ॥ ৪৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ ভাগবতের দশমস্কন্ধের ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয়ঃ
প্রলম্ববাহুং নবকঞ্জলোচনম্ ।
পীতাম্বরং পুষ্করমালিনং লসন্-
মুখারবিন্দং পরিমৃষ্টকুণ্ডলম্ ॥ ১ ॥
সুবিস্মিতাঃ কোঽয়মপীব্যদর্শনঃ
কুতশ্চ কস্যাচ্যুতবেষভূষণঃ ।
ইতি স্ম সর্ব্বাঃ পরিবব্রুরুৎসুকা-
স্তমুত্তমঃশ্লোকপদাম্বুজাশ্রয়ম্ ॥ ২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণাদেশে গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণ-সন্দেশ প্রদানদ্বারা সান্ত্বনাপূর্ব্বক উদ্ধবের মধুপুরী প্রত্যাগমন বর্ণিত হইয়াছে ।

ব্রজরামাগণ পদ্মপলাশলোচন, পীতাম্বর পরিহিত, কুণ্ডলাঙ্কৃত উদ্ধবকে দর্শনপূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া, তিনি কে, কাহার নিকট হইতে আসিলেন এবং তাঁহার

বেশভূষা কৃষ্ণের ন্যায় কেন ?—এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে উদ্ধবকে বেষ্টনপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত জানিয়া একান্তে লইয়া গেলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বকৃত লীলাসমূহ স্মরণপূর্ব্বক লোকমর্য্যাদা ও লজ্জাশূন্যা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কোন গোপী কৃষ্ণসঙ্গম ধ্যান করিতে করিতে সম্মুখে এক ভ্রমরকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে কৃষ্ণ-দূতরূপে কল্পনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, ভ্রমরের পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও ব্রজরামাগণকে ত্যাগ করিয়া নূতন স্ত্রীগণে অনুরাগযুক্ত হইয়াছেন। এইরূপে বিবিধবাক্যে নিজেদের দুর্ভাগ্য ও সপত্নীগণের সৌভাগ্য-বর্ণনচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাসমূহ কীর্ত্তন করিতে করিতে জানাইলেন যে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিলেও তাঁহারা ক্ষণমাত্রও কৃষ্ণস্মৃতি পরিত্যাগ করিতে অক্ষম।

উদ্ধব কৃষ্ণদর্শনলোলুপা ব্রজাঙ্গনাগণকে সান্ত্বনাপ্রদানের নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন যে, লোকে কৃষ্ণভক্তি-সাধনের নিমিত্ত শ্রেয়ঃসাধক বিবিধ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ; কিন্তু গোপীগণ সৌভাগ্যক্রমে শ্রীকৃষ্ণে অত্যুত্তমা ভক্তিলাভ করিয়া ধন্যা হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রীত্যর্থে যাহা বলিয়াছিলেন, উদ্ধব তাহাই বর্ণন করিতে লাগিলেন,—

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বাশ্রয় ; তিনি স্বীয় শক্তি দ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি গোপীগণের প্রিয়তম হইয়াও দূরে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ও স্মৃতি বর্দ্ধন করিতেছেন ; কারণ, প্রিয়ব্যক্তি দূরস্থ হইলে স্ত্রীলোকের মন সম্যগ্‌রূপে প্রিয়ের প্রতিই বর্ত্তমান থাকে। তাঁহারা অনুক্ষণ কৃষ্ণ-স্মৃতিফলে শীঘ্রই তাঁহার সঙ্গ লাভ করিবেন।

ব্রজনারীগণ উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদুগণের দুঃখদায়ক কংসকে বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয় পরিবৃত ও পুরনারীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রীতি অনুভব করিতেছেন কি না ? তিনি গোপাঙ্গনাগণ-সহ পূর্ব্বকৃত রাসাদি লীলা সকল স্মরণ করেন কি না ? এবং ইন্দ্রের বারিবর্ষণ দ্বারা গ্রীষ্ম-সন্তপ্ত বনকে উজ্জীবিত করার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার দর্শন প্রদানপূর্ব্বক আনন্দিত করিবেন কি না ? নৈরাশ্যই পরম সুখ—জানিয়াও তাঁহারা কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা অথবা তাঁহার স্মৃতি ত্যাগ করিতে পারেন নাই ; যেহেতু, ব্রজভূমির সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের পদ-চিহ্নাঙ্কিত, তদ্দ্বারা কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হয় এবং কৃষ্ণের মনোজ্ঞ গমন-ভঙ্গী, উদার হাস্য ও মধুময় বাক্যে তাঁহারা হৃতচিত্তা। এই বলিয়া গোপীগণ কৃষ্ণের বিভিন্ন নাম সকল উচ্চারণপূর্ব্বক নিজেদের দুঃখবিনাশের নিমিত্ত গোবিন্দকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উদ্ধব বর্ণিত বাক্যে বিরহ-সন্তাপশূন্যা হইয়া ও উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ জানিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। মহামতি উদ্ধবও কতিপয় মাস যাবৎ ব্রজমণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধপ্রকারে ব্রজবাসিগণের চিত্তে কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্বোধনপূর্ব্বক আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। তিনি গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেম-দর্শনে প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, জীবের আত্মস্বরূপ কৃষ্ণে অনন্যপ্রেমা হইয়া গোপীগণ সার্থকজন্মা। কৃষ্ণরস-রসিকগণের নিকট শৌক্র-সাবিত্র্যাদি ত্রিবিধ জন্মলাভকারী অথবা চতুর্ম্মুখজন্মলাভকারীও নিকৃষ্ট। যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও কৃষ্ণ-ভক্তগণ সর্ব্বোত্তম। লোকে অমৃতের স্বরূপ অবগত না হইয়াও উহা সেবন করিলে যেরূপ তাহাতে কল্যাণের উদয় করে, তদ্রূপ কৃষ্ণের স্বরূপানভিজ্ঞ ব্যক্তিও সর্ব্বদা কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণ তাহাকে অভীষ্ট-ফল প্রদান করিয়া থাকেন। স্বীয় ভুজদণ্ড দ্বারা রাসলীলায় গোপীগণের কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যাদৃশ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা লক্ষ্মীদেবীও তাদৃশ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই, অন্যের কা কথা। এবম্বিধা গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্মলতারূপে জন্মগ্রহণেও নিজেকে ধন্য মনে করা যায়।

উদ্ধব নন্দাদি গোপগণের নিকট মথুরা-গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে মহারাজ নন্দ উদ্ধবকে বিবিধ উপহার প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণস্মৃতিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উদ্ধবও মথুরায় উপস্থিত হইয়া রাম-কৃষ্ণ ও উগ্রসেনের নিকট নন্দপ্রদত্ত উপহারসমূহ অর্পণপূর্ব্বক যথাযোগ্য বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ব্রজস্ত্রিয়ঃ (গোপ্যঃ)

প্রলম্ববাহুম্ (আজানুলম্বিতভুজং) নব-কঞ্জ-লোচনং (বিকসিতকমলনয়নং) পীতাম্বরং (পীতবস্ত্রং) পুষ্করমালিনং (পদ্মমালাধারিণং) লসন্মুখারবিন্দং (লসৎ শোভমানং মুখারবিন্দং মুখকমলং যস্য তং) পরিমৃষ্টে পরিমার্জ্জিতে কুণ্ডলে যস্য তং) কৃষ্ণানুচরং (কৃষ্ণানুগতং) তং (উদ্ধবং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) সুবিস্মিতাঃ (বিস্ময়ং প্রাপ্তাঃ) অপীব্যদর্শনঃ (অপীব্যং সুন্দরং দর্শনং যস্য সঃ) অচ্যুতবেষভূষণঃ (অচ্যুতস্যেব বেষো ভূষণাণি চ যস্য সঃ) অয়ং কঃ কুতঃ চ (কস্মাৎ চ সমাগতঃ) কস্য (অয়ং জনো ভবতি) ইতি (উক্ত্বা) সর্ব্বাঃ (গোপ্যঃ) উৎসুকাঃ (সমুৎকণ্ঠিতাঃ সত্যঃ) উত্তমঃশ্লোকপদাম্বুজাশ্রয়ম্ (উত্তমঃ শ্লোকঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তৎপদাম্বুজমেব আশ্রয়ো যস্য) তম্ (উদ্ধবং) পরিবব্রুঃ (পরিতঃ বেষ্টয়ামাসুঃ) ॥১-২॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, কৃষ্ণানুগত উদ্ধবের বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, নয়নযুগল প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় ; তিনি (কটিদেশে) পীতাম্বর এবং (বক্ষঃস্থলে) পদ্মমাল্য ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখপদ্ম অতীব মনোহর, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। গোপীগণ তাঁহাকে দেখিয়া অতীব বিস্মিতা হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণতুল্য বেষভূষাধারী এই সুরম্যকান্তি পুরুষ কে, ইনি কোথা হইতে আসিলেন, কাহারই বা আত্মীয়— এইরূপ বলিয়া সকলে ঔৎসুক্যের সহিত উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রিত উদ্ধবকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

সপ্তচত্বারিংশকেঽস্মিন্ চিত্রজল্পান্ দশোদ্ধবঃ।
আকর্ণ্য প্রোচ্য সন্দেশান্ গোপীঃ স্তুত্বা পুরীং যযৌ ॥০

শুচি শুদ্ধং স্মিতং যাসামিতি কৃষ্ণস্মারকবেশদর্শনোত্থেন হর্ষেণ স্মিতম্। "সুবিস্মিতা" ইতি পাঠে কৃষ্ণস্যৈব পীতোত্তরীয়মিদং তদঙ্গোত্তীর্ণমেব কমলমালাং চ কথমনেন প্রাপ্তমিতি বিস্ময়ঃ। অপীব্যং সুন্দরং দর্শনং যস্য সঃ। কোঽয়ং কুতঃ কস্য বা মনুষ্য ইতি বদন্ত্যঃ কৃষ্ণবৃত্তান্তপ্রাপ্তিসংভাবনয়া উৎসুকাঃ ॥ ১-২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সাতচল্লিশ অধ্যায়ে দশটি শ্লোকে গোপীগণের চিত্রজল্পসমূহ শ্রবণ করিয়া শ্রীউদ্ধব কৃষ্ণের সন্দেশ সমূহ গোপীগণকে বলিয়া গোপীগণের স্তব করিয়া মথুরাপুরীতে ফিরিয়া গেলেন ॥ ০ ॥

ব্রজাঙ্গনাগণের পবিত্র মৃদুহাস্য উদ্ধব দর্শন করিলেন। তাহাদের হাস্যের কারণ কৃষ্ণ স্মৃতির উদ্দীপন উদ্ধবের বেশ দর্শন করিয়া আনন্দে হাস্য। সুবিস্মিতা এই পাঠ ধরিলে শ্রীকৃষ্ণেরই পীতবর্ণ উত্তরীয়খানি এই এবং কৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ পদ্মমালা কিরূপে এই ব্যক্তি পাইল। এইরূপ বিস্ময়হেতু। অপীব্য অর্থাৎ সুন্দর দর্শন 'এই ব্যক্তি কোথা হইতে কাহার প্রেরিত এই মনুষ্য' এইরূপ বলিতে বলিতে কৃষ্ণ বৃত্তান্ত প্রাপ্তির আশায় ব্রজাঙ্গনাগণ উৎসুক হইলেন ॥ ১-২ ॥

তং প্রশ্রয়েণাবনতাঃ সুসৎকৃতং
স-ব্রীড়হাসেক্ষণসূনৃতাদিভিঃ।
রহস্যপৃচ্ছন্ন্ উপবিষ্টমাসনে
বিজ্ঞায় সন্দেশহরং রমাপতেঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ব্রজস্ত্রিয়ঃ) প্রশ্রয়েণ (বিনয়েন) অবনতাঃ (সত্যঃ) রহসি (একান্তে) আসনে উপবিষ্টং তম্ (উদ্ধবং) রমাপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সন্দেশহরং (বার্ত্তাবহং) বিজ্ঞায় সব্রীড়হাসেক্ষণ-সূনৃতাদিভিঃ (সব্রীড়েন সলজ্জেন হাসেন ঈক্ষণেন দৃষ্ট্যা সূনৃতেন মধুরবাক্যেন তদাদিভিঃ) সুসৎকৃতং (কৃত্বা) অপৃচ্ছন্ (জিজ্ঞাসিতবত্যঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উদ্ধব একান্তে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তাবহ জানিয়া গোপীগণ বিনয় নম্রভাবে সলজ্জহাস্য-দৃষ্টিপাত এবং মধুর বচনে তাঁহার সৎকার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রশ্রয়েণাবনতা বিনয়নম্রশিরসঃ। ব্রীড়া স্বীয়স্বভাবোত্থা মূর্দ্ধাদেরীষদ্বস্ত্রাবরণলক্ষণা লজ্জা সা হ্যাদরণীয়জনসামান্যদর্শনে সহসৈব ভবেৎ। হাসঃ স্বপ্রিয়দাস এবায়মিতি নিশ্চয়েন মুখপ্রসাদঃ তাভ্যাং যুক্তমীক্ষণং সম্পূর্ণাবলোকনম্। সূনৃতং স্বাগতং কুশলমিত্যাদি প্রিয়বাক্যম্। আদিশব্দাৎ যথা সময়ং যথোপস্থিতঞ্চ পাদ্যাদিকমাতিথ্যং তৈঃ সুসৎকৃতামাদৃতম্। রহসি বিজাতীয়জনাগোচরে স্থলে অপৃচ্ছন্ তাদৃশস্থলে সহসৈবাগমনেন তং রহঃ সন্দেশহরং

বিজ্ঞায় রমাপতেরিতি। গোপীপক্ষপাতিনঃ শুকস্যাসূয়াদ্যোতনং সম্প্রতি মথুরায়াং স্পষ্টমেব পরমেশ্বরং তং সুখয়িতুং রমা এবাগমিষ্যতি কিমেত্তাসু সন্দেশপ্রেষণদম্ভেনেত্যাকারকম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রজাঙ্গনাগণ বিনয় বশতঃ অবনত মস্তক হইয়া এবং লজ্জাবশতঃ নিজ স্বভাব জাত মস্তকে ঈষৎ বস্ত্র আবরণরূপ লজ্জা, যাহা আদরণীয় জনসাধারণকে দেখিলে সহসা উদিত হয়। হাস অর্থাৎ নিজ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের দাস এই ব্যক্তি এইরূপ নিশ্চয় হেতু মুখের প্রসন্নতা এই দুইযুক্ত সম্পূর্ণ দর্শন। সুনৃত অর্থাৎ স্বাগত কুশল প্রশ্নাদি সহিত প্রিয় বাক্য আদি শব্দদ্বারা যথা সময়ে অনায়াস লভ্য পাদ্যাদির দ্বারা উদ্ধবের আতিথ্য সৎকার আদরের সহিত ব্রজাঙ্গনাগণ করিলেন। তৎপরে নির্জ্জনে অর্থাৎ বিজাতীয় জনগণের অগোচর স্থানে লইয়া গিয়া উদ্ধবের সহসা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং উদ্ধবকে রমাপতি শ্রীকৃষ্ণের গোপন সংবাদবাহক জানিলেন। গোপী পক্ষপাতী শ্রীশুকদেব অসূয়া প্রকাশক কৃষ্ণসম্প্রতি মথুরায় স্পষ্টই পরমেশ্বর হইয়াছেন, তাহাকে সুখ দেওয়ার জন্য রমা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী আসিবেন? এইভাবে রমাপতি শব্দ দিয়াছেন। আর এই ব্রজাঙ্গনাগণের নিকট সন্দেশ প্রেরণ ইহা একটি শ্রীকৃষ্ণের দম্ভ প্রকাশক ॥ ৩ ॥

জানীমস্ত্বাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগতম্।
ভর্ত্রেহ প্রেষিতঃ পিত্রোর্ভবান্ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সমুপাগতং ত্বাং যদুপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পার্ষদং (অনুচরং) জানীমঃ। পিত্রোঃ (যশোদানন্দয়োঃ) প্রিয়চিকীর্ষয়া (তৎসন্দেশৈঃ প্রীতিং কর্ত্তুমিচ্ছয়া) ভর্ত্রা (শ্রীকৃষ্ণেন) ভবান্ ইহ (ব্রজে) প্রেষিতঃ (প্রেরিতঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে মহাত্মন্, ব্রজে সমাগত আপনাকে আমরা শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ বলিয়া অনুভব করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ তৎপিতা নন্দ ও মাতা যশোদার প্রীত্যর্থে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—জানীম ইত্যত এবালং প্রশ্নেনেতি ভাবঃ। যদুপতেরিতি স গোপজাতিরপি সম্প্রতি যদূনাং পতিরভূদিতি বৃহৎপদপ্রাপ্তস্য স্বয়ং কথমত্রাজিগমিষা সম্ভবেদিতি ভাবঃ। অতএব ভবান্ প্রেষিতঃ। পিত্রোঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া, নতু স্বেষাং, তেন যশোদানন্দাভ্যাং পিতৃভ্যাং গোপজাতিব্যঞ্জকাভ্যাং তস্য কিং প্রয়োজনমিতি ভাবঃ। নন্দ-যশোদে রুদিত্বা ম্রিয়েতে কৃষ্ণো মথুরায়াং রাজ্যং করোতীতি লোকনিন্দাভয়াদেব ত্বং প্রেষিত ইতি মন্যামহে। কিন্তু ভো শ্চতুরবর্য্য! তেন সুবুদ্ধিশেখরেণ প্রেষিতঃ পিত্রোঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ত্বঞ্চাত্রায়াতোঽতঃ প্রযাহি যশোদানন্দয়োঃ সমীপং তৌ হি ত্বাং প্রাপ্যানন্দেন কৃষ্ণং তং বিস্মরিষ্যেতে ইতি। ধন্যৈব তস্য বিবেকতীক্ষ্ণতেত্যাদ্যাঃ বহব এব ব্যাজস্তুতিময়োৎপন্নতিরস্কৃত রাচ্যধ্বনেঃ পল্লবাঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রজদেবীগণ বলিলেন—হে উদ্ধব! তোমাকে যদুপতির পার্ষদ জানিয়াছি, তুমি আসিয়াছ, অতএব অন্য প্রশ্নের প্রয়োজন নাই। যদু অর্থাৎ তিনি এখানে গোপজাতি হইয়াও এখন যদুগণের পতি হইয়াছেন, উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রজে স্বয়ং কৃষ্ণের আসিবার ইচ্ছা কিরূপে সম্ভব হইবে ইহাই ভাবার্থ। অতএব আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন, পিতা মাতার প্রীতি ইচ্ছা করিয়া, আমাদের প্রীতির জন্য নহে। অতএব যশোদা ও নন্দ এই মাতা পিতার দ্বারা গোপজাতি প্রকাশ করিবার তাহার কি প্রয়োজন ইহাই ভাবার্থ। নন্দ যশোদা কাঁদিয়া মরিতেছে, কৃষ্ণ মথুরায় রাজ্য পালন করিতেছেন—এইরূপ লোকনিন্দা ভয়েই তোমাকে পাঠাইয়াছেন মনে করি। কিন্তু ওহে চতুর শ্রেষ্ঠ! সেই সুবুদ্ধি চূড়ামণি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পিতামাতার প্রীতি ইচ্ছায় তুমিও এখানে আসিয়াছ, অতএব যাও নন্দ যশোদার নিকট, তাঁহারা দুইজনই তোমাকে পাইয়া আনন্দহেতু সেই কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাইবেন, ধন্যই তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ইত্যাদি বহু ব্যাজস্তুতিময় তিরস্কার বাক্য এইস্থলে অলংকাররূপে পল্লবিত হয় ॥ ৪ ॥

অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে।
স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যথা (যশোদা-নন্দৌ বিনা) গোব্রজে

তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) স্মরণীয়ং (স্মরণযোগ্যমপি কিঞ্চিৎ বস্তু) ন চক্ষ্মহে (ন পশ্যামঃ) বন্ধুনাং (পিত্রাদিস্বজনানাং) স্নেহানুবন্ধঃ (স্নেহানুবর্ত্তনং) মুনেঃ (সংযমিনঃ) অপি সুদুস্ত্যজঃ (দুষ্পরিহার্য্যো ভবতি) ॥৫॥

অনুবাদ—এই ব্রজমণ্ডলে নন্দ-যশোদা ব্যতীত তাঁহার স্মরণযোগ্য অন্য কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, পিতা প্রভৃতি স্বজনগণের স্নেহানুবৃত্তি মুনিগণেরও দুস্ত্যাজ্য হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্মরণীয়ং স্মরণযোগ্যং জনং কমপি ন চক্ষ্মহে ন পশ্যামঃ, স্মৃতয়োঃ যশোদা-নন্দয়োঃ পিত্রোরপি তেন যদ্যেবমনাদরঃ কৃতস্তদা অস্মদাদীনাং তদীয়স্মৃত্যেকভূমিকায়ামপ্যারোহণযোগ্যতা কুতএব স্যাদিতি ভাবঃ। মুনেঃ কৃতসন্ন্যাসস্যাপি দুস্ত্যজঃ। ষষ্ঠী আর্ষী। কৃষ্ণেন তু পরস্ত্রীপুঞ্জেষু রমমাণেনাপি দুস্ত্যজ এবেত্যহো কৃষ্ণস্য বৈরাগ্যতীব্রতেতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রজদেবীগণ উদ্ধব মহাশয়কে বলিতেছেন—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণযোগ্য কোন ব্যক্তিকে দেখিতেছি না, শ্রীনন্দ যশোদা পিতামাতাকেও যদি তিনি এইরূপ অনাদর করেন, তাহা হইলে আমাদিগের তাঁহার স্মরণ পথে আরোহণ যোগ্যতা কোথা হইতে হইবে? ইহাই ভাবার্থ। সন্ন্যাসীরও বন্ধুদের প্রতি স্নেহ অনুরাগ দুস্ত্যজ—এই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি ঋষি প্রয়োগ। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কিন্তু পরস্ত্রীগণের মধ্যে ক্রীড়া করিয়াও তাহারা দুস্ত্যজই। অহো! কৃষ্ণের বৈরাগ্যের কি তীব্রতা, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৫ ॥

অন্যেষ্বর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থবিড়ম্বনম্।
পুম্ভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্‌পদৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—পুংভিঃ (পুরুষৈঃ) স্ত্রীষু (পুংশ্চলীষু) কৃতা মৈত্রী যদ্বৎ (যথা ভবতি অপি চ) ষট্‌পদৈঃ (ভ্রমরৈঃ) সুমনঃসু (পুষ্পেষু কৃতা মৈত্রী) ইব অন্যেষু (বন্ধুব্যতিরিক্তেষু) অর্থকৃতা (প্রার্থনীয় পদোপাধিকা, নতু স্বাভাবিকী মৈত্রী) যাবদর্থবিড়ম্বনং (যাবন্তঃ তে অর্থাস্তাবদেব তস্যা মৈত্র্যাঃ অনুকরণমাত্রং ভবতি) ॥৬

অনুবাদ—পুরুষগণ স্ত্রীগণমধ্যে যেরূপ মিত্রতা স্থাপন করে, ভ্রমর যেরূপ পুষ্পের প্রতি আসক্তি করিয়া থাকে, আত্মীয়স্বজন ব্যতীত অন্যের সহিত বন্ধুতাও তদ্রূপ, উহা প্রকৃত মিত্রতা নহে, পরন্তু যতদিন স্বার্থসিদ্ধি না হয়, ততদিন উহার অনুকরণমাত্র হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কৃষ্ণস্য পিতৃভ্যাং ভ্রাত্রাদিভিশ্চ নিষ্প্রয়োজনত্বান্মমতা মাস্তু। যুষ্মাভিঃ স্ত্রীভিস্তু লম্পটত্বাৎ তস্য প্রয়োজনমস্ত্যেবেতি যূয়মেব স্মরণীয়া ভবথেতি তত্রাহুঃ,—অন্যেস্বিতি। অর্থকৃতা প্রয়োজনবতী নিন্দ্যৈব মৈত্রী যাবদর্থবিড়ম্বনম্। "যাবত্তাবচ্চ সাকল্যে" ইত্যভিধানাৎ। সর্ব্বার্থবিড়ম্বনরূপায়া মৈত্র্যাঃ কর্ত্তা, যশ্চ মৈত্র্যাঃ প্রতিযোগী, যশ্চ প্রযোজকঃ, যশ্চোপকরণং তেষাং সর্ব্বেষামপ্যর্থানাং বিড়ম্বনং তিরস্কারস্তদ্রূপেত্যর্থঃ। স্বস্য প্রয়োজনসম্ভাবে মৈত্র্যাঃ সত্ত্বং, প্রয়োজনাভাবে মৈত্র্যা অভাব ইত্যর্থঃ। অত্রাপি পুংভিঃ সুমনঃস্বিব পুষ্পসদৃশীষু সৌন্দর্য্য-সৌরভ্য-সৌকুমার্য্য-মাধুর্য্যবতীষ্বপি স্ত্রীষু শ্লেষেণ শোভনমনস্কাসু অচঞ্চলচিত্তাস্বপি মৈত্রী তদ্বৎকৃতা যদ্বৎ ষট্‌পদৈঃ কৃতেত্যন্বয়ঃ। ষট্‌পদা হি সৌরভ্যাদিগুণবন্ত্যপি পুষ্পাণি সকৃৎ পীত্বৈব স্বচাঞ্চল্যদোষাৎ যথা ত্যজন্তি তথৈব পুমাংসঃ স্বসম্ভোগার্হমাধুর্য্যাদিমতীরপ্যেকনিষ্ঠা অপি স্ত্রীঃ সম্ভুজ্য ত্যজন্তীতি প্রয়োজনসম্ভাবেঽপি মৈত্র্যা অভাব ইত্যতিনিন্দা ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের পিতা মাতা ও ভাই দিগের প্রতি নিষ্প্রয়োজন হেতু মমতা না থাকুক আপনারা ব্রজসুন্দরী আপনাদের প্রতি তাঁহার লাম্পট্য থাকায় প্রয়োজন আছেই, অতএব আপনারাই তাঁহার স্মরণের বিষয় হইতেছেন। তাহার উত্তরে ব্রজদেবীগণ বলিতেছেন—অর্থদ্বারা প্রয়োজন অনুসারে যে মৈত্রীভাব তাহা ঐ প্রয়োজন সিদ্ধি পর্য্যন্তই, তৎপরে বিড়ম্বনামাত্র অভিধানে যাবৎ ও তাবৎ পদ সমষ্টি অর্থে বলা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকারে বিড়ম্বনরূপ ঐ মৈত্রীদ্বারা এবং ঐ মৈত্রীর বিরোধি ও যাহা উপকরণ সেই সকলই বিড়ম্বনা মাত্র, নিন্দার হেতু বলিয়া। নিজের প্রয়োজন থাকিলে মৈত্রী আছে, প্রয়োজন না থাকিলে মৈত্রীও নাই, এইস্থলে স্ত্রীগণের প্রতি পুরুষগণের ঐরূপই মৈত্রী, যেমন পুষ্পের প্রতি ভ্রমরগণের, পুষ্প সদৃশ স্ত্রীগণের সৌন্দর্য্য সুরভিতা সৌকুমার্য্য ও মাধুর্য্যবতী স্ত্রীগণের প্রতিও পুরুষের

অস্থায়ী মৈত্রী। শোভন মনস্কা ও অচঞ্চল চিত্তা স্ত্রী-প্রতি পুরুষগণের মৈত্রী ঠিক ভ্রমরের ন্যায়। ভ্রমরগুলি সৌরভাদি গুণযুক্ত পুষ্পসমূহের উপর একবার বসিয়া মধুপান করিয়াই নিজ চাঞ্চল্যদোষে যেমন পুষ্প সমূহকে ত্যাগ করে, সেইরূপই পুরুষগণ নিজ সম্ভোগ যোগ্য মাধুর্য্যাদি যুক্ত একনিষ্ঠা স্ত্রীগণকেও সম্ভোগ করিয়া ত্যাগ করে। প্রয়োজন থাকিলেও মিত্রতার অভাব, এই কারণে অতিশয় নিন্দনীয় ॥ ৬ ॥

নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্পং নৃপতিং প্রজাঃ।
অধীতবিদ্যা আচার্য্যমৃত্বিজো দত্তদক্ষিণম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—গণিকাঃ (বেশ্যাঃ) নিঃস্বং (নির্দ্ধনং জনং) ত্যজন্তি, প্রজাঃ (জনাঃ) অকল্পং (প্রজাপালনা-সমর্থং) নৃপতিং (ত্যজন্তি) অধীতবিদ্যাঃ (অধিতা বিদ্যা যৈস্তে শিষ্যাঃ) আচার্য্যং (গুরুং) ত্যজন্তি ঋত্বিজঃ (পুরোহিতাঃ) দত্তদক্ষিণং (দত্তা দক্ষিণা যেন তং যজমানং ত্যজন্তি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বেশ্যাগণ নির্দ্ধন পুরুষকে, প্রজাগণ অসমর্থ রাজাকে, অধীতবিদ্য শিষ্যগণ অধ্যাপককে, এবং পুরোহিতগণ দক্ষিণান্তে যজমানকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহম্।
দগ্ধং মৃগাস্তথারণ্যং জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়ম্ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—খগাঃ (পক্ষিণঃ) বীতফলং (বীতানি বিগতানি ফলানি যস্মাৎ তং) বৃক্ষং (ত্যজন্তি) অতিথয়ঃ চ ভুক্ত্বা (ভোজনান্তরং) গৃহং (গৃহস্থালয়ং ত্যজন্তি) তথা (তদ্বৎ) মৃগাঃ দগ্ধং (দাবানল-দগ্ধী-ভূতম্) অরণ্যং (বনং ত্যজন্তি) জারাঃ (উপপতয়শ্চ) রতাম্ (আসক্তং) স্ত্রীয়ং ভুক্ত্বা (সম্ভোগানন্তরং তাং ত্যজন্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—বৃক্ষ ফলশূন্য হইলে পক্ষিগণ তাহাকে পরিত্যাগ করে, অতিথিগণ ভোজনান্তে গৃহস্থালয় পরিত্যাগ করে, মৃগগণ দাবানলদগ্ধ বনকে ত্যাগ করে এবং উপপতিগণ আসক্তা কামিনীকে সম্ভো-গান্তে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র স্বপ্রয়োজনাভাব এবং মৈত্র্যা অভাব ইত্যত্র দৃষ্টান্তান্ দীপকন্যায়েনাহঃ,—নিঃস্বং গণিকা-স্ত্যজন্তি। তেন যাবদ্ধনপ্রাপ্তিস্তাবন্ন ত্যজন্তীতি এবম-গ্রেঽপি ব্যাখ্যেয়ম্। অকল্পং পালনাসমর্থম্। দত্তা দক্ষিণা যেন যজমানং বীত-ফলং বিগতফলম্। জারাঃ খলু রতাং রমণবতীমপি স্ত্রিয়ং ত্যজন্তি। তেন যাবত্তস্যা যৌবনং তাবন্নত্যজন্তীতি পূর্ব্ববদর্থাভাবাৎ। যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজনাভাবেঽপি মৈত্র্যা অভাবঃ প্রতি-পাদিতঃ। তেন তস্য স্বপ্রয়োজনসিদ্ধিঃ। পুরস্ত্রীভিরেব ভবতীতি কথং বয়ং স্মরণীয়া ভবামেতি কৃষ্ণস্য স্বেষু প্রেমাভাবো ব্যঞ্জিতঃ। তত্রাপি "জারা" ইতি বহুবচনেন 'স্ত্রিয়' মিত্যেকবচনেন চ বহুজারপরায়াঃ কামোপাধিকপ্রীতিমত্যাস্তৈস্ত্যাগঃ সম্ভবতু। অস্মাকন্তু বহ্বীনামপি তদেকনিষ্ঠত্বমেব কেবলম্। প্রেমাপি ন সম্ভবেদিত্যভিব্যজ্য নিরূপমং নৃশংসত্বমেব কৃষ্ণস্য দ্যোতিতম্ ॥ ৭-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে নিজ প্রয়োজন অভাব ও মৈত্রী অভাব এইস্থলে দৃষ্টান্ত সমূহ দীপক অলঙ্কার ন্যায়ে বলিতেছেন—ধনহীন পুরুষকে গণিকাগণ ত্যাগ করে। পুরুষ হইতে যে পর্য্যন্ত ধন পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত ত্যাগ করে না—এইরূপে পরেও ব্যাখ্যা জানিবেন। অকল্প অর্থাৎ পালন সামর্থ্য হীন রাজাকে, দক্ষিণা দেওয়া হইলে পর ব্রাহ্মণ যজমানকে ছাড়িয়া যান, বৃক্ষের ফল নিঃশেষ হইলে পক্ষীগণ বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া যায়, জার পুরুষগণ রমণবতী স্ত্রীকেও ত্যাগ করে, স্ত্রীলোকের যে পর্য্যন্ত যৌবন সে পর্য্যন্ত ত্যাগ করে না, অর্থের অভাব হইলেই ত্যাগ করে, যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজন অভাবেও মৈত্রীর অভাব এই পর্য্যন্ত দেখান হইল। ইহা দ্বারা কৃষ্ণের নিজ প্রয়োজন সিদ্ধি দেখান হইল, ঐরূপ প্রয়োজন মথুরা-নাগরীগণ হইতে সিদ্ধি হইতেছে অতএব আমরা তাহার স্মরণীয়া হইব কিরূপে? ইহা দ্বারা ব্রজ-দেবীগণের নিজেদের প্রতি কৃষ্ণের প্রীতির অভাব প্রকাশ করা হইল, তাহার মধ্যে জার পুরুষে বহু-বচন ও স্ত্রীপদে একবচন প্রয়োগ, বহু জার পরায়ণা কাম উপাধিযুক্ত প্রীতিমতিকে জার পুরুষগণ কর্ত্তৃক ত্যাগ ইহা সম্ভব হইতে পারে। আমাদের কিন্তু বহু-ব্রজগোপীর একমাত্র কেবল কৃষ্ণেতেই নিষ্ঠা, অতএব

কৃষ্ণের আমাদের প্রতি প্রীতিও সম্ভব নহে—এইভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপমারহিত নিষ্ঠুরতাই ব্রজদেবীগণ প্রকাশ করিলেন ॥ ৭-৮ ॥

ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে গতবাক্কায়মানসাঃ।
কৃষ্ণদূতে সমায়াতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ ॥ ৯ ॥
গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্ম্মাণি রুদন্ত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ।
তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোর-বাল্যয়োঃ ॥১০

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণদূতে উদ্ধবে সমায়াতে (সম্প্রাপ্তে সতি) ইতি হি (পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ) গোবিন্দে (শ্রীকৃষ্ণে) গতবাক্কায়মানসাঃ (গতানি বাক্‌কায়মানসানি যাসাং তাঃ) ত্যক্তলৌকিকাঃ (ত্যক্তলোক-ব্যবহারাঃ) গোপ্যঃ গতহ্রিয়ঃ (বিগতলজ্জাঃ সত্যঃ) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) কৈশোর-বাল্যয়োঃ (কৈশোরদশায়াঃ বাল্যদশায়াশ্চ) যানি প্রিয়কর্ম্মাণি (প্রীতিকরাণি আচরিতানি সন্তি তানি) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (মুহুর্ম্মুহুঃ স্মৃত্বাঃ) গায়ন্ত্যঃ (তানি কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ) রুদন্ত্যঃ চ (রোদনপরায়ণাশ্চ বভূবুঃ, কিম্বা তথা সত্যঃ মুমুহুরিত্যন্বয়ঃ) ॥৯-১০॥

অনুবাদ—কৃষ্ণদূত উদ্ধব সমাগত হইলে শ্রীকৃষ্ণ-গত কায়মনো-বাক্যযুক্তা, লৌকিকমর্য্যাদা-শূন্যা, বিগতলজ্জা গোপনারীগণ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর ও বাল্যকালীন প্রিয় আচরণ সকল মুহুর্ম্মুহুঃ স্মরণ ও কীর্ত্তন সহকারে রোদন করিতেছিলেন ॥ ৯-১০ ॥

বিশ্বনাথ—ত্যক্তলৌকিকাঃ স্বমুখেনৈবৌপপত্য-স্পষ্টীকরণাৎ ত্যক্তলৌকিকব্যবহারা বভূবুঃ। রুদন্ত্যশ্চ বভূবুঃ। কৈশোর-বাল্যয়োরিতি বাল্যমারভ্যৈব তস্মিংস্তাসাং প্রেমা নিরুপাধিক এব নতু কৈশোর এব কামোপাধিক ইতি ভাবঃ ॥ ৯-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রজদেবীগণ নিজমুখেই শ্রীকৃষ্ণে উপপতিভাব স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব উদ্ধবের প্রতিও লৌকিক ব্যবহার লজ্জাদি ত্যাগ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছেন—বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণে ব্রজদেবীগণের নিরুপাধিকপ্রীতি আছে, কেবল যে কৈশোর কালেই কাম ভাবযুক্ত তাহাদের প্রীতি ইহা নহে, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৯-১০ ॥

কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণ-সঙ্গমম্‌
প্রিয়-প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণসঙ্গমং ধ্যায়ন্তী (স্মরন্তী) কাচিৎ (গোপী) মধুকরং (ভ্রমরমেকং) দৃষ্ট্বা (তং) প্রিয়-প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বা (প্রিয়েণ শ্রীকৃষ্ণেন মাং প্রসাদয়িতুং প্রস্থাপিতোঽয়ং দূত ইতি কল্পয়িত্বা) ইদং (বক্ষ্যমাণং) অব্রবীৎ (কথিতবতী, যদ্বা তস্মিন্‌ অপি উদ্ধবে প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতমিতি দূতদৃষ্টিং কৃত্বা মধুকরাপদেশেনোদ্ধবমেব অব্রবীৎ ইত্যর্থঃ) ॥১১॥

অনুবাদ—কোনও এক গোপাঙ্গনা কৃষ্ণসঙ্গম ধ্যান করিতে করিতে সমীপে এক ভ্রমরকে দেখিয়া তাহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত দূতরূপে কল্পনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কাচিদিতি। হ্লাদিনীশক্তিসারবৃত্তি-রূপস্য প্রেম্নোঽপি যা সপ্তমী ভূমিকা মহাভাবস্তন্ময়ী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীয়মিতি বৈষ্ণবতোষণী, কৃষ্ণকর্ত্তৃকং সঙ্গমং মথুরাঙ্গনাসু ধ্যায়ন্তী ধ্যানেন কল্পয়ন্তী অতএব উদ্ভূতমানা প্রিয়েণ শ্রীকৃষ্ণেন মাং প্রসাদয়িতুং প্রস্থাপিতোঽয়ং দূত ইতি কল্পয়িত্বা কমপি মধুকরমব্রবীৎ। যদ্বা, মধুকরাপদেশেনোদ্ধবমেবাব্রবীদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন এক গোপী অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির সারবৃত্তিরূপ প্রেমেরও যে সপ্তমী ভূমিকা 'মহাভাব' সেই মহাভাববতী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, ইনি শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে ইহাই বলিয়াছেন। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মথুরা নাগরীগণের সহিত সঙ্গম ধ্যানে কল্পনা করিতে করিতে মান উদিত হইলে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য এই দূত প্রেরণ করিয়াছেন, এই ভাব কল্পনা করিয়া কোন একটি ভ্রমরকে দেখিয়া বলিতেছেন। অথবা উদ্ধবকেই মধুকর কল্পনা করিয়া বলিতেছেন ॥ ১১ ॥

গোপ্যুবাচ—

মধুপ কিতব-বন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচ-বিলুলিতমালা-কুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদু সদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—গোপী উবাচ,—(হে) কিতববন্ধো,

(কিতবস্য ধূর্ত্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বন্ধো) মধুপ, (হে ভ্রমর) সপত্ন্যাঃ কুচবিলুলিতমালা-কুঙ্কুম-শ্মশ্রুভিঃ (কুচাভ্যাং বিলুলিতা সম্মর্দ্দিতা যা কৃষ্ণস্য বনমালা তস্যাঃ কুঙ্কুমং যেষু তৈঃ শ্মশ্রুভিঃ উপলক্ষিতঃ ত্বং) নঃ (অস্মাকম্) অঙ্ঘ্রিং (পদং) মা স্পৃশ (মা মাং নমস্কারেণ প্রার্থয়স্বেত্যর্থঃ) মধুপতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তন্মানিনীনাং (তাসাং মানিনীনামেব) প্রসাদং বহতু (কিমস্মৎ প্রসাদনেন তস্য) যদুসদসি (যাদবসভায়াং তস্য তাদৃক্ চরিতং) বিড়ম্বম্ (উপহসনীয়ং ভবতি যতঃ) যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) দূতঃ (অপি) ত্বম্ ঈদৃক্ (ব্যক্তসুরতচিহ্নধারী ভবসি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—গোপীগণ বলিলেন,—হে ধূর্ত্তবন্ধো, মধুকর, তুমি আমাদের চরণ স্পর্শ করিও না। আমাদের সপত্নীদিগের কুচে শ্রীকৃষ্ণের বনমালা বিমর্দ্দিত হইয়াছে, তোমার শ্মশ্রুতে তাহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। মধুপতি সেই সকল মানিনীর সন্তোষ বিধান করুন, তুমি যাহার দূত হইয়াও ঈদৃশ সুরত-চিহ্ন ধারণ করিয়াছ, সেই কৃষ্ণের এতাদৃশ আচরণ নিশ্চয়ই যাদব সভায় উপহাসাস্পদ হইবে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—স্বচরণকমলসৌরভলোভেন ভ্রমন্তং ভ্রমরং বীক্ষ্য দিব্যোন্মাদবতী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী প্রজল্পতি। হে মধুপ, ভ্রমর, কিতবস্য ধূর্ত্তস্য এবং "মদর্থোজ্ঝিতে"ত্যাদিনা "ন পারয়েঽহ"মিত্যাদিনা "আয়াস্য" ইতি দৌত্যকেন চ মিথ্যাবচনবৃন্দেন বঞ্চকস্য কৃষ্ণস্য বন্ধো, বন্ধুতারূপদৌত্যকারিন্, অঙ্ঘ্রিং মা স্পৃশ। ননু কিমিতি নমস্কর্ত্তুং ন দদাসি ? তত্রাহ, —হে মধুপ,—মদ্যপ "মধু মদ্যে পুষ্পরস"ইত্যনেকার্থবর্গঃ। মদ্যপস্পর্শে চরণস্যাপাবিত্র্যং স্যাদতো নমশ্চিকীর্ষা চেদ্দূরমপসৃত্য নমস্কুর্ব্বিতি ভাবঃ। নন্বদুষ্টেঽপি ময়ি মিথ্যামদ্যপত্বপরিবাদং কিমর্পয়সি ইতি তত্র নায়ং পরিবাদঃ, কিন্তু যথার্থমেব বচ্মীত্যাহ, —মম সপত্ন্যাঃ কুচয়োঃ কৃষ্ণবক্ষঃসংঘর্ষেণ বিলুলিতা বিমর্দ্দিতা যা মালা কিম্বা কুচাভ্যামেব বিলুলিতা যা কৃষ্ণস্য বনমালা তৎসম্বন্ধিকুঙ্কুমযুক্তৈঃ শ্মশ্রুভি র্মা স্পৃশেতি ভ্রমরস্য স্বাভাবিকশ্মশ্রুপীতিম্নি এব তথারোপঃ, তেন চ মানিনীং মামনুনেতুং ত্বমিহায়াতোঽস্যথ চ তথাভূত কুঙ্কুমশ্মশ্রুপ্রক্ষালনং বিনৈবেতি বিবেকাভাব এব মদ্যপানলক্ষণম্। এতদ্দর্শনয়া মানো বর্দ্ধেত এব, নতু নিবর্ত্তেত ইতি বুদ্ধ্যস্বেতি ভাবঃ। ননু যথা তথাস্তু ত্বং তাবৎ প্রসীদেতি তত্রাহ,—হে মধুপ, মদ্যপালক, তত্র গত্বা নিজপ্রভোঃ পেয়ং মদ্যমেব পালয় পিব চ তৎ কর্ম্মৈব ত্বং কর্ত্তুং শক্নোষি, নতু দৌত্যং নির্বুদ্ধিত্বাদিতিভাবঃ। নন্বেবঞ্চেদলং ময়া সংপ্রত্যহং পুনর্মথুরামেব যামি স এব গোপেন্দ্র-নন্দনঃ স্বয়মেত্য ত্বাং প্রসাদয়ত্বিত্যত আহ,—বহত্বিত্যাদি। মধূনাং যাদববিশেষাণাং পতিঃ সংপ্রতি সোঽভূৎ, ব্রজেশ্বরীগর্ভজাতত্বেন গোপজাতিরতি ভাগ্যবশাৎ ক্ষত্রিয়জাতিরভূদতস্তন্মানিনীনাং ক্ষত্রিয়স্ত্রীণাং প্রসাদং বহতু প্রাপ্নোতু। তা এব সদা প্রসাদয়তু কিমস্মাভির্নিকৃষ্টাভির্গোপস্ত্রীভিরিতি ভাবঃ। অত্র বহুবচনেন বহধাতুপ্রয়োগেণ চ মধুস্ত্রীণামানন্ত্যাৎ সর্ব্বাসামেব তদ্ভুক্তত্বাৎ একস্যাং প্রসাদিতায়ামন্যস্যা মানোৎপত্তেস্তস্যামপি প্রসাদিতায়ামন্যস্যা ইত্যেবং তাসাং প্রবাহরূপেণ প্রসাদং প্রাপ্নোত্বিত্যস্মৎসন্নিধাবাগমনে তস্যাবসর এব নাস্তীতি ভাবঃ। ননু তদীয়-সর্ব্বসৌভাগ্যনিধে, দেবি, মৈবং বাদীর্যদি ত্বয়ি তস্য মনো নাস্তি তর্হি কথমহং তেন দূতঃ প্রস্থাপিতস্তত্রাহ, —যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্। ক্ষত্রিয়স্ত্রীজনসুরতচিহ্নধারী তস্য যদুসদসি বিড়ম্ব্যং বিড়ম্বনমেব। যদুস্ত্রীণাং তৎকৃতস্য ধর্ম্মলোপস্য ব্যক্তীভাবেন কুপিতৈস্তত্তৎ-পতিভিস্তস্য বিড়ম্বনমেব করিষ্যত ইতি ভাবঃ। যদ্বা, যস্য ত্বমীদৃগ্ দূতস্তস্য যৎ যদুসদস্তত্র অধিকরণ এব বিড়ম্বনং ভাবি। গোপেন তন্নারীণাং ভুক্তত্বাৎ যদূনাং নিন্দৈব সর্ব্বদেশে ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। শ্লেষেণ যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ স চ মধুপতির্মধূনাং মদ্যানাং পতিরিতি মদ্যপ এব যতো মদ্যস্য বিক্ষেপেনৈব ত্বাদৃশো ভ্রমরো দূতঃ কৃত ইতি। অত্র কিতবেত্যসূয়া। সপত্ন্যা ইত্যাদিনের্ষ্যা। অঙ্ঘ্রিং মা স্পৃশ ইতি মদঃ। বহত্বিত্যাদিনা অবধীরণম্। যদুসদসীত্যাদিনাঽকৌশলোদ্গার ইত্যয়ং প্রজল্পঃ। যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ,— "অসূয়ের্ষ্যা মদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া। প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ সতু কীর্ত্ত্যতে" ইতি ॥১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ চরণ কমলের সৌরভ লোভে ভ্রমণকারী ভ্রমরকে দেখিয়া দিব্য উন্মাদ যুক্ত শ্রীবৃষভানুনন্দিনী প্রজল্প করিতেছেন—হে মধুপ! অর্থাৎ হে ভ্রমর! কিতব অর্থাৎ ধূর্ত্তের—'আমার

জন্য তোমরা লোকধর্ম্ম ও বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ', 'আমি তোমাদের ঋণ শোধ করিতে পারিব না', ইহা নিজমুখে এবং দূত মুখে 'কংস বধের পর আমি আসিতেছি'—এই সকল মিথ্যা বাক্য বলায় কৃষ্ণ-বঞ্চক তাহার বন্ধু হে ভ্রমর! বন্ধুতারূপ দূত কার্য্য-কারী আমার একটি চরণও স্পর্শ করিও না। প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে কি নমস্কার করিতে দিবেন না? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— হে মদ্যপ! মধু-শব্দে মদ ও পুষ্প মধু এই উভয়কেই বুঝায়, তুমি মদ্যপানকারী, তোমার স্পর্শে আমার চরণ অপবিত্র হইয়া যাইবে। অতএব নমস্কার করিবার ইচ্ছা থাকিলে দূরে গিয়া নমস্কার কর, ইহাই ভাবার্থ। প্রশ্ন হইতে পারে, আমি দুষ্ট না হইলেও আমাতে মিথ্যা মদ্যপায়ী এই নিন্দা দান করিতেছেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ইহা নিন্দা নহে, কিন্তু যথার্থই বলিতেছি—আমার সপত্নি কোন মথুরা বাসিনীর কুচযুগলের সহিত কৃষ্ণ বক্ষ সংঘর্ষ দ্বারা মর্দ্দিত যে মালা, কিংবা কুচযুগলের দ্বারা বিমর্দ্দিত কৃষ্ণের বক্ষ-স্থিত যে বনমালা তাহাতে যে কুঙ্কুম যুক্ত ছিল তাহাতে মধুপান করায় তোমার গুম্ফে ঐ কুঙ্কুম লাগিয়াছে, ঐ গুম্ফ দ্বারা আমার চরণ স্পর্শ করিও না। ভ্রমরের স্বাভাবিক পীতবর্ণ গুম্ফ থাকে, তাহাতেই ঐরূপ আরোপ করিয়াছেন। ঐ গুম্ফ লইয়া মানিনী আমাকে অনুনয় করার জন্য তুমি আসিয়াছ, অথচ ঐরূপ কুঙ্কুম যুক্ত গুম্ফ প্রক্ষালন না করিয়াই আসিয়াছ, ইহা তোমার বিবেকের অভাবই, মদ্যপানের লক্ষণ।

ইহা দেখিয়া আমার মান আরও বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা দ্বারা আমার মান ভঞ্জন হইবে না, ইহা জানিও। প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা যেমন তেমনই হউক আপনি প্রসন্ন হউন। তাহার উত্তরে বৃষভানুনন্দিনী বলিতে-ছেন—হে মধুপ! হে মদ্যপালক! সেই মথুরায় গিয়া নিজ প্রভুর পানীয় মদ্যই রক্ষা কর ও পান কর, ঐ কর্ম্মই তুমি করিতে পার, দূতের কার্য্য তোমার বুদ্ধিহীনতা হেতু করিতে পারিবে না। বলিতে পারেন, যদি এইরূপই হয় আমি সম্প্রতি মথুরায় যাইব সেই ব্রজরাজনন্দন স্বয়ং আসিয়া আপনাকে প্রসন্ন করুন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মধুবংশীয় যাদবগণের পতি অর্থাৎ মধুপ—তিনি এখন হইয়াছেন। ব্রজে-শ্বরী গর্ভজাত গোপজাতি হইলেও তিনি ভাগ্যবশে ক্ষত্রিয় জাতি হইয়াছেন, অতএব সেই ক্ষত্রিয় স্ত্রীগণের মানভঞ্জন করুন, তাহাদিগকেই সর্ব্বদা প্রসন্ন করুন, আমরা নিকৃষ্ট গোপস্ত্রী আমাদের কি প্রয়োজন। এইস্থলে বহুবচন ও বহুধাতু প্রয়োগ করায় মথুরা বাসিনী স্ত্রীগণের অসংখ্যতা হেতু সকলেরই তিনি ভোগ্য, একজনের প্রসন্নতা করিতে গেলে অন্যের মান জন্মিবে, তাহাকে প্রসন্ন করিলে অন্যের মান বৃদ্ধি হইবে এইরূপে প্রবাহ ক্রমে পর পর তাহাদের প্রসন্ন-ভাজন হউন, আমাদের নিকটে আসিতে তাহার অবসরই নাই। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব সৌভাগ্য নিধি, হে ব্রজদেবি! এইরূপ বলিবেন না, যদি আপনাতে তাহার মন না থাকে তাহা হইলে তিনি আমাকে দূত করিয়া পাঠাইবেন কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যাহার দূত তুমি এই প্রকার, ক্ষত্রিয় স্ত্রীগণের সহিত সম্ভোগ চিহ্নধারী, তাহার যদু-সভাতেই বিড়ম্বনামাত্র। যদুস্ত্রীগণের কৃষ্ণকৃত ধর্ম্ম-লোপ প্রকাশ পাইলে, কোপিত হইয়া ঐ স্ত্রীগণের পতিগণ কর্ত্তৃক তাহার বিড়ম্বনাই করিবে। অথবা তুমি যাহার এই প্রকার দূত, তাহার যে যদুসভাতেই বিড়ম্বনা হইবে, অর্থাৎ গোপকৃষ্ণকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় নারী-গণের সম্ভোগ হেতু যদুগণের নিন্দাই সর্ব্বদেশে প্রচা-রিত হইবে। অথবা যাহার দূত তুমি, এই প্রকার সেই মধুপতি বহুমদ্যের ব্যবসায়ী, তিনিও মদপান করিয়া মদের বিক্ষেপেই তোমার ন্যায় ভ্রমরকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন।

এস্থলে 'কিতব' শব্দে অসূয়া, 'সপত্নি' শব্দে ঈর্ষ্যা, 'অঙ্ঘ্রিং মা স্পৃশ' ইহা দ্বারা মদ, 'বহতু' ইহা দ্বারা অবধীরণ, 'যদুসদাসি' ইত্যাদি দ্বারা কৌশল উদ্গার, এই প্রকারে ইহা যে 'প্রজল্প' দশবিধ চিত্রজল্পের এক-প্রকার উদাহরণ। উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার লক্ষণ বলা হইয়াছে ॥ ১২ ॥

সকৃদধর-সুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎ-পাদপদ্মং নু পদ্মা
হ্যপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—ভবাদৃক্ (ত্বাদৃশো দুর্ম্মনাঃ) সুমনসঃ (কুসুমানি) ইব (যথা ত্যজতি তথা ইত্যর্থঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বাং (স্বকীয়ামসাধারণীং) মোহিনীং (লালসাজননীম্) অধর-সুধাং সকৃৎ (বারমেকং) পায়য়িত্বা (আস্বাদয়িত্বা) সদ্যঃ অস্মান্ তত্যজে (পরিহৃতবান্) পদ্মা (লক্ষ্মীঃ) কথং নু (কেন হেতুনা) তৎপাদপদ্মং (তস্য অবিজ্ঞস্য পাদপদ্মং) পরিচরতি (সেবতে, বিদিতং ময়া ইত্যাহ) বত (অহো) অপি (সম্ভাবনায়াং) হি (নিশ্চিতম্) উত্তমঃ শ্লোকজল্পৈঃ (উত্তমঃশ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য জল্পৈঃ মিথ্যাবচনৈঃ প্রায়ঃ) হৃতচেতাঃ (আকৃষ্টচিত্তা সতী পরিচরতীতি, পরন্তু বয়ং ন লক্ষ্মীবদবিচক্ষণা ইত্যর্থঃ)॥ ১৩॥

অনুবাদ—তুমি যেরূপ পুষ্পসকলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া যাও, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও আমাদিগকে একবার মাত্র লালসাবর্দ্ধক স্বকীয় অধরামৃত পান করাইয়া সদ্যই পরিত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী কি হেতু তাদৃশ ব্যক্তির পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন ? আমাদের মনে হয়, নিশ্চয়ই তিনি শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যাবচনে আকৃষ্টচিত্তা হইয়াছেন, পরন্তু আমরা লক্ষ্মীর ন্যায় অবিচক্ষণা নহি॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ—ননু ভ্রমরজাতের্ম্মমায়ং স্বাভাবিক এব শ্মশ্রুপীতিমা, নতু সুরতকুঙ্কুমমিদং তস্য চ ত্বদেকতানমানসস্য মধুপুর্য্যাং কামপি স্ত্রিয়ং স্বপ্নেঽপ্যপশ্যতঃ কোঽপরাধো যতস্ত্বমীদৃশং মানমাবিষ্করোষীতি তত্রাহ,—সকৃদিতি। পায়নস্যাসকৃত্ত্বেঽপি সকৃদিত্যুক্তিরনুরাগেণ তত্র তৃষ্ণাধিক্যং ব্যঞ্জয়তি। অধর এব সুধা তামিত্যত এব এতাবদ্ভিরপি সন্তাপৈর্ন ম্রিয়ামহে ইতি ভাবঃ। এতা মদ্দত্তৈঃ কষ্টৈর্যদি মরিষ্যন্তি তদাহং কাভ্যঃ কষ্টং দাস্যামি। তস্মাদাসাং মরণাভাবায় স্বামধরসুধাং পায়য়ামীতি স পুরৈব বিচারয়ামাসেতি ভাবঃ। অতঃ সকৃদেব পায়য়িত্বা সদ্যস্তৎক্ষণ এবাস্মাংস্তত্যাজ। অতোঽস্মৎ সুখদানে তাৎপর্য্যে সতি সুধাপায়নস্যাসকৃত্ত্বং স্যাদিতি, ত্বমেব বিচারয়েতি ভাবঃ। তত্রাপি পায়য়িত্বেতি ণিচা তস্য বলাৎকারো দর্শিতঃ।

নন্বেবঞ্চেৎ সাধ্ব্যো ভবত্যঃ কথং তস্মৈ স্পৃহয়ন্তি তত্রাহ,—মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশিনীম্। অতস্তেনাস্মদাদয়ো লোকদ্বয়ত এব ভ্রংশিতা ইতি। "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রত"মিতি ন্যায়োঽপি কৃষ্ণেন ন গণিত ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তস্য প্রীত্যপ্রীতি দ্বে এবাতিচিত্রে ইত্যাহ,— সুমনসো দেবশ্রেণীরিব বিষ্ণুঃ কৃষ্ণোঽস্মান্ সুধাং পায়য়িত্বা সুমনসো মালতীর্ভবাদৃক্ ভ্রমর ইবাস্মাংস্তত্যাজেতি পায়নত্যাজনয়োঃ কর্ম্মণি কর্ত্তরি চ পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টান্তঃ। দেবপক্ষে হে অধর, নিকৃষ্টেতি সম্বোধনম্। "সুপর্বাণঃ সুমনস" ইত্যমরঃ।

ননু তস্য যুষ্মৎকর্ম্মকত্যাগে যুস্মাকমেব কোঽপি দোষঃ কারণমস্তি তস্য বেতি তত্রাহ—সুমনস ইবাস্মান্ স ভবাদৃক্ তত্যাজ। ভ্রমরো যন্মালতীস্ত্যজতি তত্র দোষঃ কস্যেতি ত্বয়ৈব বিচার্য্যতামিতি ভাবঃ। 'সুমনা মালতী জাতি'রিত্যমরঃ। সৌরভ্য-সৌকুমার্য্য-পাবিত্র্য-সর্ব্বোৎকর্ষাদিভিঃ সুমনঃসাধর্ম্ম্যাৎ শোভনমনস্কত্বাচ্চ বয়ং সুমনস ইতি ব্রজে প্রসিদ্ধা এব, সচ ভ্রমরসাধর্ম্ম্যাৎ চপলঃ স্বসুখমাত্রার্থী প্রসিদ্ধ এবেতি নেদং কবিতামাত্রমিতি ধ্বনিঃ। ততশ্চ চাঞ্চল্যদোষাদেব মালতী বহ্বীরপি ত্যক্ত্বা নিকৃষ্টেষ্বপি পুষ্পেষু বিষজ্জতি অবিষজ্জতি বা ভ্রমরে ইব কৃষ্ণে কথং বয়ং মানিন্যো ন ভবাম ইত্যনুধ্বনিঃ।

ননু কৃষ্ণস্য নির্দ্দোষত্বং শাস্ত্রপ্রসিদ্ধমেব, শাস্ত্রজ্ঞেন গর্গেণ "নারায়ণসমঃ" ইত্যুক্তত্বাৎ। তত্র ভবতু স নারায়ণস্তথাপি পরবঞ্চনাদিদোষাণাং তত্র প্রত্যক্ষত এব দৃষ্টত্বাত্তে কথমপলপনীয়া ভবন্তিতি বিমৃশ্য সবিচিকিৎসমাহ,—পরিচরতীতি। পদ্মা লক্ষ্মীঃ পরিচর্য্যায়ামপি হেতুং স্বয়মেবোদ্ভাবয়ন্ত্যাহ,— অপি বর্ত্তেতি। উত্তমঃশ্লোক ইতি যে জল্পস্তাবকলোকানাং স্তুতিমাত্রাণি তৈর্হৃতং চেতো যস্যাঃ সা। তেন লক্ষ্মীরতিঋজ্বী বয়ন্তু বৈচক্ষণ্য-বৈদগ্ধ্য-বুদ্ধিবৈচিত্র্যাদিগুণানাং বিধাত্রা দত্তত্বাৎ কথং তাদৃশী ভবিতুং প্রভবামেতি ভাবঃ। অত্র পায়য়িত্বেতি মোহিনীমিতি চ তস্য শাঠ্য, সদ্যস্ত্যাগান্নির্দয়ত্বং, ভবাদৃগিতি চাপল্যং, লক্ষ্ম্যা আর্জ্জবব্যঞ্জনয়া স্ববিচক্ষণত্বং আদি-শব্দাদকৃতজ্ঞত্ব-প্রেমশূন্যত্বাদিকং তু সর্ব্বত্রৈবানুস্যূতমিত্যয়ং পরিজল্পঃ। যদুক্তং, — "প্রভোর্নির্দয়তাশাঠ্যচাপলাদ্যুপপাদনাৎ। স্ববিচক্ষণতা ব্যক্তির্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতম্" ১৪।২৯॥ ১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভ্রমররূপী, উদ্ধব বলিতেছেন

—ভ্রমরজাতি আমার এই গুম্ফের পীতবর্ণ স্বাভাবিকই, ইহা সুরত কুঙ্কুম নহে, সেই কৃষ্ণের তোমাতেই মনের একনিষ্ঠতা, মধুপুরীতে কোনও স্ত্রীকে স্বপ্নেও দেখেন না। অতএব কি অপরাধ, যাহাতে আপনি এইরূপ মান আবিষ্কার করিতেছেন ? তাহার উত্তরে বৃষভানুনন্দিনী বলিতেছেন—একবার মাত্র নিজের মোহিনী অধরসুধা পান করাইয়া সদ্যই পরিত্যাগ করিয়াছেন, বহুবার পান করাইলেও একবার উক্তি অনুরাগভরে তৃষ্ণার আধিক্য প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার অধরই সুধা তাহা একবার পান করাইলেও এ পর্য্যন্ত বহুসন্তাপ ভোগ করিলেও আমরা মরিতেছিনা। এই ব্রজগোপীগণ আমার প্রদত্ত কষ্টসমূহের দ্বারা যদি মরিবে তাহা হইলে আমি কাহাদিগকে কষ্ট দান করিব। অতএব গোপীগণ যাহাতে না মরে সেই নিজ অধরসুধা পান করাইলাম—তিনি পূর্ব্ব হইতেই এই বিচার করিয়াছেন। অতএব একবার পান করাইয়াই তৎক্ষণাৎই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব আমাদিগকে সুখদানের ইচ্ছা থাকিলে সুধা পান করান বারবার হইত, তুমিই বিচার কর। এই স্থলেও নিজন্ত ধাতু প্রয়োগদ্বারা তিনি বলপূর্ব্বক পান করাইয়াছেন।

উদ্ধব বলিতেছেন—যদি এইরূপই হয় আপনারা সতী, কি কারণ তাহাকে পাইবার ইচ্ছা করিতেছেন ? তদুত্তরে বলি, ঐ অধরসুধামোহিনী অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধি ভ্রংশকারিণী। অতএব তাহা কর্ত্তৃক আমরা ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। বিষবৃক্ষও স্বয়ং রোপণ ও বর্দ্ধন করিতে নাই—এই নীতিও কৃষ্ণ পালন করেন না। আরো বলি, তাহার প্রীতি ও অপ্রীতি দুইটিই অতি আশ্চর্য্য। বলি শুন ! 'সুমনসঃ' অর্থাৎ দেববৃন্দের ন্যায় কৃষ্ণ আমাদের সুধা পান করাইয়া আর সুমনসঃ অর্থাৎ মালতী তুমি যেমন ভ্রমর ত্যাগ কর, তোমার ন্যায় আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। এস্থলে পান করান ও ত্যাগ করা কর্ম্ম ও কর্ত্তা পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টান্ত। দেবতাপক্ষে হে অধর ! ইহা নিকৃষ্ট সম্বোধন। অমরকোষে সুমনসঃ শব্দে দেবতাকেই বুঝাইয়াছেন।

জিজ্ঞাসা করি আপনাদিগকে কৃষ্ণ ত্যাগ করায় আপনাদেরই কোন দোষ কারণ হইতে পারে, অথবা তাহার কোন দোষ আছে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—পুষ্পের ন্যায় আমাদিগকে তিনি, তোমার ন্যায় ভ্রমর ত্যাগ করিয়াছেন। ভ্রমর যখন মালতীকে ত্যাগ করে সেখানে দোষ কাহার তুমিই বিচার কর, সুমনা শব্দে মালতী—ইহা অমরকোষ বলিয়াছেন। সৌরভ সৌকুমার্য্য পবিত্রতা সর্ব্বোৎকৃষ্টাদি গুণদ্বারা মালতী পুষ্পের সহিত সমান ধর্ম্ম থাকায় এবং শোভন ও মনস্কাদি থাকায় আমরা ব্রজগোপীগণ ব্রজে 'সুমন' নামে প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণও ভ্রমরের সহিত সমান ধর্ম্মহেতু চঞ্চল নিজসুখ মাত্র প্রার্থী ইহা ব্রজে প্রসিদ্ধই, ইহা কেবল কবিতামাত্র নহে। সেইহেতুও চঞ্চল দোষে মালতী আমরা বহু হইলেও আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট পুষ্প সমূহে আসক্ত বা অনাসক্ত ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণে কিরূপে আমরা মানিনী না হইব।

উদ্ধব বলিতেছেন—কৃষ্ণের দোষহীনতা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধই। শাস্ত্রজ্ঞ গর্গাচার্য্য কৃষ্ণকে নারায়ণের সমান গুণ ইহা বলিয়াছেন। বৃষভানুনন্দিনী বলিতেছেন—তিনি নারায়ণ হইলেও পরবঞ্চনাদি দোষ সমূহ তাহাতে প্রত্যক্ষই দেখা যায়, তাহা কিরূপে মিথ্যা করিবে ? এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিতেছেন—পদ্মা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর পরিচর্য্যাতেও নিজেই দোষ উদ্ভাবন করিয়া বলিতেছেন—উত্তমশ্লোক এই যে কৃষ্ণের নাম বলিয়া থাকে, সে কেবল স্তুতিকারীগণের স্তুতিমাত্র। তাহাদের স্তুতিতে লক্ষ্মীদেবীর চিত্ত অপহৃত হইয়াছে, সেই লক্ষ্মীদেবীও অতিশয় সরলা। আমরা কিন্তু বিচক্ষণা পাণ্ডিত্য, বুদ্ধির বিচিত্রতাদি গুণসমূহ বিধাতা আমাদিগকে দিয়াছেন অতএব আমরা কিরূপে লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় সরলা হইতে পারিব ? এস্থলে বলপূর্ব্বক অধর-সুধা পান করাইয়াছেন এবং ঐ সুধা মোহিনী, ইহা তাহার শঠতা, সদ্য ত্যাগ হেতু নির্দ্দয়তা, তুমি ভ্রমর তোমার ন্যায় চাঞ্চল্য, লক্ষ্মীদেবীর সরলতা প্রকাশদ্বারা নিজের বিচক্ষণতা আদিশব্দে অকৃতজ্ঞ প্রেমশূন্যতাআদি সর্ব্বত্রই তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে ইহাই 'পরিজল্প' দশবিধ চিত্রজল্পের মধ্যে ইহা দ্বিতীয়, ইহার লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণিতে দৃষ্ট হয়। প্রভুর নির্দ্দয়তা শাঠ্য চাপল্য প্রতিপাদন এবং নিজেদের বিচক্ষণতা বচন ভঙ্গীদ্বারা প্রকাশ পাইলে তাহাকে 'পরিজল্প' বলে ॥ ১৩ ॥

কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনা-
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্ ।
বিজয়সখ-সখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—(ঝঙ্কারান্ বহুধা কুর্ব্বন্তং তং অস্মৎ প্রসাদলাভায় কৃষ্ণং গায়তীতি মত্বা আহ) ষড়ঙ্ঘ্রে, (হে ভ্রমর), ত্বম্ ইহ অগৃহাণাং (বনবাসিনীনাং) নঃ (অস্মাকং গোপীনাম্) অগ্রতঃ পুরাণং (বহুশঃ অনুভূতং) যদূনাম অধিপতিং (শ্রীকৃষ্ণং) কিং বহু গায়সি (কথং বহুধা কীর্ত্তয়সি) বিজয়সখ-সখীনাং (বিজয়সখস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সাম্প্রতং যাঃ সখ্যঃ তাসাং অগ্রতঃ) তৎপ্রসঙ্গঃ (কৃষ্ণপ্রসঙ্গঃ) গীয়তাং ক্ষপিত-কুচরুজঃ (কৃষ্ণেন আলিঙ্গনেন ক্ষপিতা বিনাশিতা কুচরুক্ স্তনপীড়া যাসাং তাঃ) ইষ্টাঃ (কৃষ্ণস্য প্রিয়াঃ তেন পূজিতা বা তাঃ) তে (তব) ইষ্টং কল্পয়ন্তি (অভীপ্সিতং দাস্যন্তি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে ভ্রমর, তুমি এই বনবাসিনীগণের সম্মুখে কি জন্য সেই পুরাতন কৃষ্ণের কথা বহুধা গান করিতেছ ? শ্রীকৃষ্ণের নূতন সখীগণের নিকট যাইয়া কৃষ্ণপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন কর, তাঁহার আলিঙ্গন দ্বারা যাঁহাদের স্তনপীড়ার শান্তি হইয়াছে, তাদৃশ কৃষ্ণপ্রিয়া কামিনীগণ তোমার অভীষ্ট পূরণ করিবেন ॥১৪॥

বিশ্বনাথ—ভ্রমরজাতিস্বভাবেন হুঙ্কারান্ কুর্ব্বন্তং তং মৎকৃতেন তিরস্কারেণাপ্তঃ সংরম্ভোঽয়ং স্বীয়ং গানগুণং প্রকাশয়তীতি মত্বাহ,—ইহ গোপীসভাসু কিং গায়সি ? অজ্ঞস্য তব গানে নৈতাঃ প্রসীদন্তীতি ভাবঃ। তদপি পুনঃ পুনর্গায়সি। তত্রাপি যদুপতিং যদূনাং পতিত্বেন খ্যাপ্যমানম্। তত্রাপি নোঽস্মাকমগ্রতঃ। কীদৃশীনাং অগৃহাণাং তেনৈব ত্যাজিতগৃহাণামিহ বনপ্রদেশে উপবিষ্টানাং তুভ্যঞ্চণকমুষ্টিভিক্ষাদানেঽপ্যসমর্থানাম্। ননু স্বাঙ্গোত্তীর্ণপুরাতনবস্ত্রমাল্যাদিকং কিঞ্চিদ্দেহীতি চেৎ তুভ্যং সর্ব্বথৈবানভিজ্ঞায় নৈব দদামীত্যাহ, পুরাণং গায়সি তস্য যদুপতিত্বে পুরাণং প্রমাণয়সীত্যর্থঃ। হে ষড়ঙ্ঘ্রে, ইতি পশুস্তাবচ্চতুষ্পাৎ ত্বন্তু ষট্পদং সার্দ্ধপশুঃ কুত্র কিং বা গাতুমুচিতমিতি বুদ্ধ্যভাবান্ন জানাসি, পশুত্বাৎ পুরাণং বা কথং জানাস্যতঃ কথং ভিক্ষাং প্রাপ্স্যসীতি ভাবঃ। কিন্তু তব পশুত্বাত্তুভ্যং বয়ং ন কুপ্যামঃ, কিন্তু গানোপজীবিনস্তবস্থানমুপদিশামঃ শৃণ্বিত্যাহ,—বিজয়েতি। কামযুদ্ধে বিশিষ্টো জয়ো যস্য বিগতজয়ো বা যস্য স চাসৌ সখা চেতি বিজয়সখস্তস্য সখীনাং তব সখা কামযুদ্ধে যা জয়তি যাভির্বা বিজীয়তে তাসামেবাগ্রতস্তৎপ্রসঙ্গঃ সুরতজয়পরাজয়বিরুদাবলী গীয়তাম্ শ্লেষেণ পূর্ব্বং সুবলসখ আসীৎ সম্প্রতি বিজয়োঽর্জ্জুনস্তস্য সখা অভবদিতি ভাবিবার্ত্তাপি তস্যা মুখাৎ স্বয়ং নিঃসৃতেতি জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ তাঃ ক্ষপিতকুচরুজঃ খণ্ডিতকুচজ্বালাস্তুংবেষ্টং বাঞ্ছিতং কল্পয়িষ্যন্তি, ত্বয়া চ ত্বদ্গানশ্রাবণয়া ইষ্টাঃ পূজিতাঃ সত্যঃ। অত্র উত্তরার্দ্ধে, অসূয়ামানগর্ভা, সর্ব্বত্রৈব উপহাসাত্মকঃ কটাক্ষঃ কৃষ্ণে পর্য্যাপ্নোতীত্যয়ং বিজল্পঃ,—যদুক্তং, —"ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া। অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তিবিজল্পো বিদুষাং মতঃ॥" ১৪।২০৩ ইতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভ্রমরজাতি স্বভাব হেতু ঝংকারকারী সেই ভ্রমরকে আমাকর্ত্তৃক তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধবশতঃই ভ্রমর নিজগান গুণ প্রকাশ করিতেছে, এই মনে করিয়া বৃষভানুনন্দিনী বলিতেছেন—এই গোপীগণের সভাতে কি গান করিতেছিস্ ? অজ্ঞ তোমার গানে এই গোপীগণ প্রসন্ন হইবে না, তাহাতে আবার পুনঃ পুনঃ গান করিতেছিস্। তাহাতে আবার যদুগণের পতিরূপে কৃষ্ণের যশ গান করিতেছিস্। তাহাতে আবার আমাদের সম্মুখে, আমরা কিরূপ গৃহহীন বনবাসী, কৃষ্ণকর্ত্তৃকই গৃহহীন হইয়া এই বন প্রদেশে বসিয়াছি, তোমাকে একমুষ্টি চানাভিক্ষা দানেও আমরা অসমর্থ। উদ্ধব বলিতেছেন— তাহা হইলে নিজেদের অঙ্গ হইতে ফেলিয়া দেওয়া পুরাতন বস্ত্র ও মাল্য আদি কিঞ্চিৎ দান করুন, এই যদি বল, তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে অনভিজ্ঞ জানিয়া কিছুই দান করিব না। পুরাণ কথাই গান করিতেছিস্, কৃষ্ণের যদুপতিত্ব ইহা পুরাণ কথা প্রমাণ করিতেছিস্। হে ষট্পদ ! তুমি পশু হইতেও অধম, পশুগণ চতুষ্পদ তুমি কিন্তু ষট্পদ সার্দ্ধপশু, কোথায় বা কি গান করা উচিৎ তোমার বুদ্ধির অভাব হেতু জান না, পশু বলিয়া পুরাণ কথা কি করিয়া জানিবে ? অতএব কিরূপে ভিক্ষা পাইবে, ইহাই ভাবার্থ। কিন্তু তোমার পশুত্ব থাকায় তোমাদিগের প্রতি আমরা ক্রোধ করি

না, কিন্তু গান উপজীবি তোমাকে সেই গানের স্থান উপদেশ করিতেছি শ্রবণ কর। 'বিজয়সখ' কামযুদ্ধে বিশিষ্ট জয় হইয়াছে যাঁহার বা অতীত জয় হইয়াছে যাহার, তাহার সখা সেই বিজয়সখার সখীগণের তুমি সখা, কামযুদ্ধে যে সখীগণ জয়লাভ করিয়াছে, অথবা যে সখীগণের সহিত জয়লাভ করে সেই সখীগণেরই সম্মুখে গিয়া সেই বিজয়সখার প্রসঙ্গ অর্থাৎ সুরত জয়-পরাজয় বিরুদাবলী-সমূহ গান কর।

অথবা পূর্ব্বে যিনি সুবলসখা ছিলেন, সম্প্রতি বিজয় অর্থাৎ অর্জ্জুনের সখা হইয়াছেন, যদিও ইহা ভবিষ্যৎ বার্ত্তা শ্রীরাধারাণীর মুখ হইতে আপনিই বহির্গত হইয়াছে। সেই হেতু সেই পুররমণীগণের কুচব্যথা যিনি দূর করিয়াছেন বা যাঁহাদের ঐ বক্ষোজ জ্বালা দূর হইয়াছে, তাহাদের নিকট গান করিলে তোমার বাঞ্ছিত ফল দান করিবে। তুমিও তোমার গান শুনাইয়া তাহাদিগকে পূজিত করিবে।

এই শ্লোকে উত্তরার্দ্ধে অসূয়া মানগর্ভ সর্ব্বত্রই উপহাসাত্মক কটাক্ষ কৃষ্ণেতেই পর্য্যাপ্তি। ইহাই 'বিজল্প' উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার লক্ষণ বর্ণিত আছে ॥১৪॥

দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপটরুচির-হাস-ভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।
চরণ-রজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা
অপিচ কৃপণ-পক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ভো কৃষ্ণ, প্রেয়সীশিরোমণে, মৈবং বোচস্ত্বামনুস্মৃত্যানঙ্গবিক্লবস্ত্বাং প্রসাদয়িতুং মামাদিষ্টবান্ ইত্যত আহ) দিবি (স্বর্গে) ভুবি (ভূতলে) রসায়াং চ (রসাতলে চ) যাঃ স্ত্রিয়ঃ (সন্তি, তাসু) কাঃ (কা নাম স্ত্রিয়ঃ) তদ্দুরাপা (তস্য দুর্ল্লভাঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ কা অপি ন তস্য দুর্ল্লভা ইত্যর্থঃ) ভূতিঃ (লক্ষ্মীঃ স্বয়ং) কপটরুচির-হাস-ভ্রূবিজৃম্ভস্য (কপটেন রুচিরেণ হাসেন ভ্রূ-বিজৃম্ভো যস্য তস্য) যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) চরণরজঃ উপাস্তে (সেবতে তত্র) বয়ং (গোপ্যঃ) কাঃ (কথমপি ন যোগ্যা ইত্যর্থঃ) অপি চ (যদ্যপ্যেবং তথাপি) কৃপণ-পক্ষে (কৃপানুকম্পিনি পুংসি) উত্তমঃশ্লোকশব্দঃ (ভবতীতি তথা কথনীয়ং ত্বয়েতি ভাবঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—(হে কৃষ্ণপ্রেয়সী শিরোমণে, এরূপ বলিও না; পরন্তু তোমাকে স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কামবিড়ম্বনা উপস্থিত হওয়াতেই তিনি তোমার প্রসন্নতা উৎপাদনের জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন এইরূপ ভ্রমরের ধ্বনি কল্পনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন) —স্বর্গ মর্ত্ত্য বা রসাতলস্থ কামিনীগণের মধ্যে তাঁহার দুর্ল্লভ কে? স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী কপটরুচিরহাস্য সহকৃত ভ্রূবিজৃম্ভনশীল শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলির সেবা করিয়া থাকেন, এ অবস্থায় আমরা কিরূপে তাঁহার যোগ্য হইতে পারি? কৃপণগণই অনুকম্পাশীল তাদৃশ পুরুষকে উত্তমঃশ্লোকশব্দে কীর্ত্তন করিতে পারে, মাদৃশ গোপীগণ তাহা পারে না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভোঃ কৃষ্ণপ্রেয়সীশিরোমণে, তত্র স্থিতঃ স রাত্রিন্দিবমেব ত্বাং ধ্যায়ন্ কামশরার্দ্দিতঃ খিদ্যতি। ত্বঞ্চেৎ প্রসীদসি তদৈব তস্য নিস্তার ইতি। তত্র সাসূয়মাহ,—দিবীত্যাদি। অয়মর্থঃ—কৃষ্ণস্য স্ত্রীভির্বিনা কালো ন যাতীত্যহং সুষ্ঠু জানামি; তত্র যদি মথুরায়াং স্ত্রিয়ো ন মিলন্তি তদা সোঽস্মান্ ধ্যায়তু প্রসাদয়তু, তত্র নেতুং ত্বাদৃশং দূতঞ্চ প্রস্থাপয়তু। ন চ গোপজাতিং তং পুরস্ত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ কথমঙ্গীকরিষ্যন্তীতি বাচ্যম্; যতো দিবি ভুবীতি। তদিত্যব্যয়ম্। তস্য কা দুরাপাঃ যদি স স্বর্গে গচ্ছেৎ তদা দেব্যোঽপি রসায়াং রসাতলাদিষু নাগপত্ন্যোঽপি স্বস্বপতীংস্ত্যক্ত্বা তমাগচ্ছেয়ুর্মথুরাঙ্গনানাং কা বার্ত্তেতি ভাবঃ। ন চ তত্তদঙ্গনাপ্রাপ্তৌ তস্য কিঞ্চিৎ পণাদিকমপেক্ষিতব্যমিত্যাহ,—কপটেনাপি রুচিরৌ সর্ব্বাসাং মনোহরৌ ভ্রূবিজৃম্ভহাসৌ যস্য তথা ভূতস্যৈব তস্য যা দেব্যাদয়ঃ স্যুঃ, নতু স্বস্বপতীনামিত্যর্থঃ। সকপটহাসমূল্যেনৈব তাঃ স্বয়মেব ক্রীত্বা ভুক্ত্বা স্বস্বপতীং স্ত্যজন্তি। কপটপদেন কৃষ্ণস্তু তাঃ সকৃদেব ভুক্ত্বা ত্যজতি নবপ্রিয়ত্বাদিতি ভাবঃ। দেব্যাদয়ো দূরে বর্ত্তন্তাং ভূতির্লক্ষ্মীর্নারায়ণস্যাপি স্ত্রীচরণরজ উপাস্তে। তদঙ্গসঙ্গার্থমিতি নাগপত্নীবাক্যং বয়ং পৌর্ণমাসীমুখাদশ্রৌষ্ম। অতো বয়ং কাঃ কস্যাং গণনায়াং তিষ্ঠামো যতো মানুষ্যস্তত্রাপি গোপ্য-স্তত্রাপি বৃন্দাবনীয়া ইতি ভাবঃ। ইদং দৈন্যময়বাক্যমপি সমস্তকোদ্ধুনস্বরবিশেষেণ গর্ব্বগর্ভিতামীর্ষ্যামেব ব্যনক্তি। সা চের্ষ্যা স্বেষাং লক্ষ্ম্যাদিতোঽপি প্রেমাধিক্যং

রূপসাবর্ণ্যাধিক্যঞ্চানুব্যনক্তি। অপিচ কিঞ্চ উত্তমঃ-শ্লোকশব্দো হি কৃপণপক্ষ এব সন্তপ্তদীনহীনজনান্ যো দয়তে স হ্যুত্তমঃশ্লোক উচ্যতে। কৃষ্ণে তু তল্লক্ষণা ভাবান্মিথ্যৈবোত্তমঃশ্লোকতেত্যর্থঃ। যদ্যস্মদ্বিধান্ কৃপণজনান্ স নাদুঃখয়িষ্যতদা স্বস্মিন্ কথমুত্তমঃ-শ্লোকশব্দবাচ্যত্বমধাস্যদিতি যুবা আক্ষেপধ্বনিঃ। অত্র পূর্ব্বার্দ্ধে দিবি ভুবীত্যাদিনা কুহকতাখ্যানং চরণরজ ইতি তৃতীয়চরণে গর্ব্বগভিতা ঈর্ষ্যা। অপিচেতি চতুর্থপাদে সাসূয় আক্ষেপ ইত্যয়মুজ্জল্পঃ। যদুক্তং,—"হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্ব্বগর্ভিতয়ের্ষ্যয়া। সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্ষ্যতে॥" (১৪।২০৫) ইতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ প্রেয়সী শিরোমণি! মথুরায় থাকিয়া কৃষ্ণ রাত্রি দিনই তোমাকে ধ্যান করিতে করিতে কামশরে পীড়িত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন। তুমি যদি প্রসন্ন হও তাহাতেই তাহার নিস্তার হয়। তাহার উত্তরে অসূয়ার সহিত বলিতেছেন—দিবি ইত্যাদি। এই স্থলে ভাবার্থ এই যে কৃষ্ণের স্ত্রীগণের সঙ্গ ব্যতীত কাল যায় না ইহা আমি ভালই জানি। যদি মথুরায় স্ত্রীগণ না পাওয়া যায় তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে ধ্যান করুন এবং প্রসন্ন করুন, মথুরায় আমাদিগকে লইবার জন্য তোমার ন্যায় দূতকে প্রেরণ করুন। ইহাও বলিতে পার না যে গোপজাতি কৃষ্ণকে ক্ষত্রিয় জাতি মথুরা পুরস্ত্রীগণ অঙ্গীকার করিবে কেন? যেহেতু স্বর্গে পৃথিবীতে এবং রসাতলে কোন্ স্ত্রীগণ তাঁহার দুর্ল্লভ। যদি তিনি স্বর্গে যান তখন দেবীগণও এবং রসাতলে যদি যান সেই রসাতলবাসিনী নাগ পত্নীগণও নিজ নিজ পতিগণকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট আসিবে। মথুরানাগরী গণের আর কি কথা। ইহাও বলিতে পার না, সেই সেই নাগরীগণকে পাইতে হইলে তাহার কিছু পণ্য-অর্থাদি প্রয়োজন হইবে, কারণ কপটভাবেও সকলের মনোহর ভ্রূভঙ্গী ও হাস্য যাঁহার সেইরূপ কৃষ্ণের যে সকল দেবী প্রভৃতি সেবা করিবে সেইরূপ নিজ নিজ পতিগণের সেবা করিবে না। কপটতাযুক্ত হাস্যমূল্য দ্বারাই ঐ সকল দেবী আদি স্বেচ্ছায়ই বিক্রীত হইয়া নিজ নিজ পতিকে ত্যাগ করিতেছে। কপট হাঁসি কেন বলিতেছি—কৃষ্ণ কিন্তু তাহাদিগকে একবারই ভোগ করিয়া ত্যাগ করেন, কারণ তিনি নূতনকেই ভালবাসেন। দেবীগণের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী নারায়ণেরও স্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের চরণরজঃ উপাসনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভের জন্য—ইহা নাগ পত্নীগণের বাক্য, আমরা পৌর্ণমাসীদেবীর মুখ হইতে শুনিয়াছি। অতএব আমরা তাহাদের গণনার মধ্যে পড়িতেছিনা, যেহেতু আমরা মনুষ্যজাতী তাহাতে আবার গোপী তাহাতে আবার বৃন্দাবনবাসিনী,—ইহাই ভাবার্থ।

ইহা দৈন্যময় বাক্য হইলেও মস্তক কম্পন সহ বিশেষ স্বরদ্বারা অন্তরে গর্ব্ব ও ঈর্ষাই প্রকাশ করিতেছে। সেই ঈর্ষাও নিজেদের লক্ষ্মী প্রভৃতি হইতেও প্রেমের আধিক্য রূপ রস বর্ণের আধিক্যও প্রকাশ করিতেছে। আর কিছুবলি উত্তমশ্লোক শব্দটি কৃপণ পক্ষেই প্রকাশ পায়, সন্তপ্ত দীনহীন জনগণকে যে দয়া করে তিনিই উত্তমশ্লোক বলিয়াই কথিত হন। কৃষ্ণে কিন্তু সেই লক্ষণ না থাকায় মিথ্যাই উত্তমশ্লোক নাম নিত্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি আমাদের ন্যায় কৃপণ জনগণকে তিনি দুঃখ না দিতেন তাহা হইলে নিজেকে কি করিয়া উত্তমশ্লোক নাম ধারণ করিতেন—ইহা আক্ষেপ ধ্বনিঃ। এই পদ্যের পূর্ব্বার্দ্ধে দিবি ভুবি ইত্যাদি শব্দ দ্বারা কপটতা উক্তি চরণরজঃ এই তৃতীয় চরণে গর্ব্বযুক্ত ঈর্ষা, অপি চ এই চতুর্থ চরণে অসূয়ার সহিত আক্ষেপ অতএব ইহা উজ্জল্প নামক দিব্য উন্মাদের একটি উদাহরণ। ইহার লক্ষণ উজ্জ্বল-নীলমণিতে শ্রীহরির কপটতা বর্ণন গর্ব্বযুক্ত ঈর্ষাদ্বারা অসূয়ার সহিত ঐ আক্ষেপকে পণ্ডিতগণ উজ্জল্প বলেন ॥ ১৫ ॥

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ-
রনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(পাদমূলে প্রবিশন্তং ক্ষমাপয়ন্তমিব মত্বা আহ) শিরসি (তব মস্তকে ন্যস্তং মম) পাদং বিসৃজ (ত্যজ, তথাপি অমুঞ্চন্তমাহ) মুকুন্দাৎ অভ্যেত্য (শিক্ষিত্বা) দৌত্যৈঃ (দূতকর্ম্মভি) চাটুকারৈঃ

(প্রিয়োক্তি-রচনাভিঃ) অনুনয়-বিদুষঃ (প্রার্থনাচতুরস্য) তে (তব সর্ব্বম্) অহং বেদ্মি (জানামি) (ননু তেন কিমপরাদ্ধমিত্যাহ) অকৃতচেতাঃ (অসংযত চিত্তঃ যঃ) স্বকৃতে (তদর্থমেব) বিসৃষ্টাপত্য-পত্যন্যলোকাঃ (বিসৃষ্টাঃ অপত্যানি পতয়শ্চ অন্যলোকাঃ ধর্ম্ম-সাধ্যাশ্চ যাভিঃ তাঃ নঃ) ব্যসৃজৎ (পরিত্যক্তবান্) অস্মিন্ (জনে) কিং নু সন্ধেয়ং (সন্ধাতব্যং ভবতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভ্রমর তাঁহার পদস্পর্শ করিলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে মনে করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে ভ্রমর, তুমি স্বীয় মস্তকধৃত মদীয় চরণ ত্যাগ কর, (তথাপিও পরিত্যাগ না করায় বলিতে লাগিলেন) তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া দূতোচিত প্রিয়বাক্য রচনাদ্বারা অনুনয়-বিষয়ে পণ্ডিত হইয়াছ, তোমার সকল বিষয়ই আমি জানিয়াছি, আমরা তাঁহার জন্য পতি, পুত্র, পরলোক সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, এ অবস্থায় সেই অসংযতচিত্ত পুরুষ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এরূপ লোকের সঙ্গে কিরূপে সন্ধি হইতে পারে ? ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সৌরভলোভেন চরণতলে প্রবিশন্তমপি ভ্রমরং, ননু, লক্ষ্মীকোটিনির্ম্মঞ্ছনীয়নখদ্যুতে, দেবি, সত্যং ত্বমপরাদ্ধ এব কৃষ্ণস্তস্মাত্ত্বঃ কৃপয়ৈব ক্ষমস্বেতি প্রণমন্তং তং মত্বাহ,—শিরসি ধৃতং মম পাদং বিসৃজ ত্যজেতো দূরীভবেত্যর্থঃ। বেদ্ম্যহমিতি,—লক্ষ্ম্যা-দিকেব নাহং প্রতার্য্যেতি ভাবঃ। মুকুন্দাৎ সকাশা-দভ্যেত্য চাটুকারৈঃ প্রিয়োক্তিরচনারূপৈর্দৌত্যৈর্দূত-কর্ম্মভিরনুনয়বিদুষস্তস্মাদনুনয়প্রকারং শিক্ষিতবতস্তব সর্ব্বং শীলাদিকমহং বেদ্মি। কর্ম্মণি বা ষষ্ঠী। ত্বাং বেদ্মীত্যর্থঃ। ননু স্বামিনি, ত্বৎপ্রাণকোট্যধিকেন তেন সহ বিগ্রহেণালম্। প্রত্যুত ময়া মন্ত্রী সন্ধিরেব কর্ত্তুং যুজ্যত ইতি তত্রাহ,—স্বকৃতে তদর্থং বিসৃষ্টানি ত্যক্তানি অপত্যানি চ পতয়শ্চান্যলোকাশ্চ মাতাপিত্রাদয়শ্চ যাভিঃ। তত্র রাসমুরলীবাদনসময়ে অন্তর্গৃহনিরুদ্ধ-গোপীভিরপত্যানি ত্যক্তানি, তদানীং তানি ত্যক্তৈবাভি-সৃতত্বাৎ। অস্মাভিঃ পতয়ঃ, ধন্যাদিককন্যাভিঃ পিত্রা-দয় ইতি যথাসম্ভবং জ্ঞেয়ম্। তা গোপী র্যো ব্যসৃজৎ। কীদৃশঃ, অকৃতচেতাঃ ন বিদ্যতে কৃতে উপকৃতে চেতো যস্য স অকৃতজ্ঞ ইত্যর্থঃ। নু অহো ঈদৃশে-হস্মিন্ কঠোরে কিং নু সন্ধেয়ং সন্ধাতুমর্হং, অপি তু নৈবেত্যর্থঃ। অত্র পূর্ব্বার্দ্ধে সোল্লুণ্ঠা আক্ষেপমুদ্রা। উত্তরার্দ্ধে অকৃতজ্ঞতা। আদিশব্দান্নির্দ্দয়ত্ব-পরদ্রোহিত্ব-প্রেমশূন্যত্বানীত্যয়ং সংজল্পঃ। যদুক্তং,—"সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া। তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্পঃ কথিতো বুধৈঃ" (১৪।২০৭) ইতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর চরণের সৌরভ লোভে ভ্রমর চরণতলে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া ভ্রমরকে বলিতেছেন—হে ভ্রমর! তোমার মস্তক ধৃত আমার চরণ ত্যাগ কর। ভ্রমররূপী উদ্ধব বলিতেছেন—হে দেবী! আপনি কোটি লক্ষ্মী কর্ত্তৃক পূজনীয় আপনার চরণ নখজ্যোতি সত্যই কৃষ্ণ আপনার নিকট অপরাধী অতএব কৃপা পূর্ব্বক ক্ষমা করুন এই বলিয়া প্রণাম করিতেছে। তাহাকে মনে করিয়া বলিতেছেন, তোমার মস্তকে ধৃত আমার চরণ ত্যাগ কর, দূরে যাও, তোমার সকল ভাব আমি জানি। লক্ষ্মী আদিকে প্রতারণা করিলেও আমাকে প্রতারণা করিতে পারিবে না, মুকুন্দের নিকট হইতে আসিয়াছ, তিনি চাটুকার, তাহার নিকট হইতে মধুর বাক্য রচনারূপ দূত কার্য্য শিক্ষা করিয়া অনুনয় বিষয়ে বিদ্বান্, তাহার নিকট হইতে অনুনয়ের ভঙ্গী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছ, তোমার সকল প্রকার স্বভাব আদি আমি জানি বা তোমাকে আমি জানি। যদি বল, হে দেবী! তোমার প্রাণকোটি সর্ব্বস্ব হইতেও অধিক সেই কৃষ্ণের সহিত বিগ্রহ করার প্রয়োজন নাই। বস্তুত আমি মন্ত্রী আমার দ্বারা তাহার সহিত সন্ধি করা উচিৎ তাহার উত্তরে দেবী বলিতেছেন—তাহার জন্য অপত্যসমূহ পতিগণকে এবং অন্যলোক-গণকে মাতা পিতা আদিকে ত্যাগ করিয়াছি, যে আমরা রাস রজনীতে মুরলী বাদন সময়ে গৃহ মধ্যে আবদ্ধ গোপীগণ সন্তানগণকে ত্যাগ করিয়াছে, সেই কালে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াই অভিসার করিয়াছিল। আমরাও পতিগণকে, ধন্যাদি কন্যাগণ, পিতৃগণকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া ছিলাম, সেই গোপীগণকে যিনি ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ন্যায় অকৃতজ্ঞ চিত্ত আর কে আছে ? অহো! এই প্রকার কঠিনচিত্ত ব্যক্তির সহিত সন্ধি করিবার কি আছে ? অর্থাৎ কিছুই নাই।

এই শ্লোকে পূর্ব্বার্দ্ধে পরিহাসযুক্ত আক্ষেপ মুদ্রা,

উত্তরার্দ্ধে অকৃতজ্ঞতা আদি—শব্দদ্বারা নির্দ্দয়তা পর-দ্রোহিতা ও প্রেমশূন্যতা আদি প্রকাশ পাইয়াছে, অতএব ইহা দিব্যউন্মাদের সংজল্প নামক চিত্রজল্পের উদাহরণ। ইহার লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে ।।১৬।।

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্ ।
বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্য-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ।। ১৭ ।।

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ কৃষ্ণস্য পূর্ব্বাণি কর্ম্মাণি অনুসন্দধানা বিভেম্যহমস্মাদিত্যাহ) লুব্ধধর্ম্মা (ক্রৌর্য্যবান্ অথবা অলুব্ধধর্ম্মা, লুব্ধকো হি তন্মাংসমত্তুকামঃ বিধ্যতি অয়ন্তু ন তথা অতো বৃথা কঠিনঃ) যঃ (কৃষ্ণঃ রামচন্দ্রাবতার) মৃগয়ুঃ (ব্যাধঃ) ইব কপীন্দ্রং (বানরশ্রেষ্ঠং বালিনং) বিব্যধে (জঘান অপি চ) স্ত্রীজিতঃ (সীতাপরতন্ত্রঃ সন্) কামযানাং (কাম এব যানং প্রাপ্তিসাধনং যস্যাঃ তাং) স্ত্রিয়ং (শূর্পনখাং) বিরূপাং (ছিন্ন-কর্ণ-নাসিকাম্) অকৃত (কৃতবান্ তথা) বলিং অপি (দৈত্যরাজমপি) বলিং (তদ্দত্তং পূজোপহারম্) অত্ত্বা (ভক্ষয়িত্বা) ধ্বাঙ্ক্ষবৎ (কাকবৎ, কাকো যথা বলিং ভুক্ত্বাপি লোকং বেষ্টয়তি তথা বামনরূপেণ) অবেষ্টয়ৎ (ববন্ধ) তৎ (তস্মাৎ) অসিতসখ্যৈঃ (অসিতস্য কৃষ্ণস্য সখ্যৈঃ) অলং (প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ, এবঞ্চেৎ কিমিতি তং নিত্যং গায়থ ইত্যাহ) তৎকথার্থঃ (তস্য কথারূপঃ অর্থস্তু) দুস্ত্যজঃ (ত্যক্তুং ন শক্যতে ইত্যর্থঃ) ।। ১৭ ।।

অনুবাদ—যে নৃশংস-প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণ রামাবতারে ব্যাধের ন্যায় বানররাজ বালিকে বধ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীবশীভূত হইয়া কামপীড়ায় সমাগতা শূর্পনখার নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন, বামন অবতারে বলিরাজপ্রদত্ত পূজোপহার ভক্ষণ করিয়া কাকের ন্যায় বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, তাদৃশ কৃষ্ণের সহিত বন্ধুত্বে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাঁহার কথারূপ অর্থ ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে দুষ্কর ।।১৭

বিশ্বনাথ—নন্বতিকোমলমনাঃ স ত্বামেব ধ্যায়ংস্তত্রাস্মাভির্দৃশ্যত ইতি। তত্র ত্বমর্বাচীনো দাসস্তস্য তত্ত্বং ন জানাসি। ন কেবলং সত্যস্মিন্নেব জন্মনি কঠোরঃ, কিন্তু পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মস্বপীতি পৌর্ণমাসীমুখাদস্মাভিঃ শ্রুতত্বাদিত্যাহ,—যদা স ক্ষত্রিয়জাতৌ রামচন্দ্রোঽভূত্তদা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মং পরিত্যাজ্য মৃগয়ুর্ব্যাধ ইব কপীনামিন্দ্রং বালিনং বিব্যাধে বিব্যাধ। নির্দ্দয়ো গুপ্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অধর্ম্মকথাপি তদুপাখ্যানে জ্ঞেয়া। অত্রাপি লুব্ধস্য ব্যাধস্যাপি ধর্ম্মরহিতঃ। নহি ব্যাধো বানরান্ হিনস্তি, তন্মাংসস্যাভক্ষ্যত্বেন কেনাপ্যক্রেয়ত্বাদিতি ভাবঃ। অন্যমধর্ম্মং শৃণ্বিত্যাহ,—স্ত্রিয়ং সূপর্ণখাং কামযানাং ত্বমেব কাময়মানাং তাং বিরূপাং ছিন্নকর্ণনাসামকৃত। অন্যোঽপি কোঽপ্যেতাং ন সংভুক্তামিতি ক্রৌর্য্যেণেতি ভাবঃ। ন চ জটাবল্কলধারিত্বাদ্বৈরাগ্যেণেত্যত আহ,—স্ত্রিয়া সীতয়া জিতঃ। তথা তৎ পূর্ব্বজন্মনি স ব্রাহ্মণোঽভূত্তদাপি ব্রাহ্মণধর্ম্মং শান্ত্যকৈতবাদিকং পরিত্যাজ্য বলিং পরমধার্ম্মিকমপি তত্রাপি বলিং তৎ পূজোপহারং অত্ত্বা ভুক্ত্বা পিষ্টপাৎ ত্রৈলোক্যরাজ্যাদক্ষিপৎ তত্রাপি ভূবিবরে। পাঠান্তরে অবেষ্টয়ৎ ছলেন ববন্ধ। ধ্বাঙ্ক্ষবৎ কাকবৎ স যথা বলিং জগ্ধ্বাপি স্ত্রীজনং বেষ্টয়তি স্বজাতীয়ানন্যানাহূয় তমারুণোতি কদর্থয়তি চ। তস্মাদসিতস্য কৃষ্ণবর্ণস্য তস্য সখ্যৈঃ সর্ব্বৈরেবালমস্মাকং গৌরীণাং তৎসম্বন্ধিনঃ সখ্যস্য যাবন্তঃ প্রভেদাস্তেষামেকোঽপি ন ভদ্র ইতি বহুবচনেন দ্যোতিতম্। অসিতাঃ খল্বশুদ্ধচিত্তা ভবন্তীতি তেভ্যো ভয়স্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদিতি ভাবঃ। নন্বভীক্ষ্ণং পরনিন্দাং কুর্ব্বতী কিং শুদ্ধচিত্তাসীতি তত্রাহ,—তস্য কথায়াঃ প্রতিজন্মচরিত্রস্যার্থো ব্যাখ্যা দুস্ত্যজঃ সোঽস্মানেবং দুঃখয়তি। অস্মাভিস্তৎকথায়া অপ্যর্থো ন বক্তব্য এব, কিন্তু অত্র নিন্দা বা ভবতু যথার্থভাষণত্বেনানিন্দা বা ভবতু। অসৌ ত্যক্তুমশক্য এবেতি ভাবঃ। যদ্বা, সত্বস্মাভিস্ত্যক্ত এব, কিন্তু তৎকথারূপোঽর্থো বস্তুবিশেষস্তু দুস্ত্যজ এব। কর্ত্তৃপদানুক্ত্যা সর্ব্বৈরেব মুন্যাদিভিরপীত্যর্থঃ। অত্র বিব্যধে ইতি কাঠিন্যং, স্ত্রীজিত ইতি কামিত্বং, বলিমপীতি ধৌর্ত্ত্যং, অসিতসখ্যৈরিত্যাসক্ত্যযোগ্যতা ভয়মীর্ষ্যা চেত্যয়মবজল্পঃ। যদুক্তং,—"হরৌ কাঠিন্য-কামিত্ব-ধৌর্ত্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা। যত্র সের্ষ্যাভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ"(১৪-২০৯)ইতি ।। ১৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— ভ্রমররূপী উদ্ধব বলিতেছেন

—অতিকোমল মতি সেই শ্রীকৃষ্ণ আপনাকেই ধ্যান করিতেছেন, সেইখানে আমরা দেখিয়াছি। ইহার উত্তরে দেবী বলিতেছেন—তুমি আধুনিক দাস, তাহার তত্ত্ব কি জান ? তিনি কেবল এই জন্মে কঠিন নহে কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও কঠিন ছিলেন, পৌর্ণমাসীর মুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি তিনি যখন ক্ষত্রিয় জাতিতে রামচন্দ্র ছিলেন তখন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্যাধের ন্যায় বানররাজ বালীকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন নির্দ্দয়ভাবে গোপনে থাকিয়া, অধর্ম্ম কথাও সেই প্রসঙ্গে জানিবে। এখানেও ব্যাধেরও ধর্ম্মরহিত হইয়াছেন ব্যাধ বানরগণকে কখনও হিংসা করে না কারণ তাহার মাংস অখাদ্য, কেহ ক্রয়ও করে না। তারও অন্য অধর্ম্মের কথা শ্রবণ কর, সূর্পণখা স্ত্রী জাতি কাম পীড়িত হইয়া রামচন্দ্রকেই পাইবার আশায় গিয়াছিল, তাহাকে নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন করিয়াছিলেন, অন্য কোন ব্যক্তি এইরূপ করে না, কেবল ক্রূরভাবে এই-রূপ করিয়াছেন, ইহাও বলিতে পারনা যে জটা বল্কল-ধারী হেতু বৈরাগ্য বশত এইরূপ করিয়াছেন, তদুত্তরে বলি যিনি নিজ স্ত্রী সীতা কর্ত্তৃক জিত, আরো তাহার পূর্ব্ব জন্মে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম শান্তি অকপটতা আদি ত্যাগ করিয়া পরম ধার্ম্মিক বলী মহা-রাজকে তাহার প্রদত্ত পূজার উপহার ভোজন করিয়া ত্রৈলোক্যরাজ্য হইতে ফেলিয়া দিলেন, সে আবার কোথায় পৃথিবীর গর্ত্তে রসাতলে। পাঠান্তরে অবেষ্ট-য়ৎ অর্থাৎ ছল পূর্ব্বক বন্ধন করিলেন কাকের ন্যায়, কাক যেমন খাদ্য খাইয়া স্ত্রী লোককে বেষ্টন করে তিনিও সেইরূপ সজাতীয় অন্য সমূহকে আহ্বাহন করিয়া তাহাদিগকে কদর্থনা করেন, তাহা হইতেও অধিক অসিত কৃষ্ণবর্ণ তাহার কথা শুন, সখ্যভাবে আমাদের সকলকে সপ্তবর্ষীয়া গৌরীগণকে তাঁহার সম্বন্ধীয় সখিগণের যত প্রভেদ আছে তাহাদের এক-জনকেও ভদ্র ব্যবহার করেন নাই। তাহারা অসিতা অর্থাৎ অশুদ্ধ চিত্তা হইল, তাহাদিগ হইতে ভয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও। যদি বল, তীব্রভাবে পরনিন্দা করিয়া আপনি কি শুদ্ধচিত্তা ? তাহার উত্তরে বলি—তাহার কথার প্রতিজন্ম চরিত্রের অর্থ ব্যাখ্যা ত্যাগ করা যায় না তিনি এরূপ ভাবে আমাদিগকে দুঃখ দিতেছেন। আমাদিগ কর্ত্তৃক তাহার কথার অর্থও বক্তব্য বিষয় নয় কিন্তু এস্থলে নিন্দাই বা হউক অথবা যথার্থ ভাষণ দ্বারা অনিন্দাই হউক ইহা ত্যাগ করা যায় না।

অথবা তিনি কিন্তু আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন তাহার কথারূপ বিশেষ বস্তু আমাদের পক্ষে ত্যাগ করা কঠিন এইস্থলে কর্ত্তৃপদ বলা না থাকায় মুনি আদি বাল্মিকী ব্যাস আদি মুনিগণও কেহই ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

এই শ্লোকে 'বিব্যধে' এই পদে কাঠিন্য, স্ত্রীজিত-পদে কামিতা, 'বলিং' এইপদে ধূর্ত্ততা, 'অসিত সখ্যৈ' এই পদে অতি আসক্তি, অযোগ্যতা, ভয়, ঈর্ষা এই সকল দ্বারা 'অবজল্প' উদাহরণ বলা হইল। ইহার লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণিতে দৃষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

যদনুচরিতলীলা-কর্ণপীযূষ-বিপ্রুট্-
সকৃদদন-বিধূত-দ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্যদীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অপিচ জানীম এব তৎকথাপি ত্রিবর্গ-লতোন্মূলনীতি তথাপি ন ত্যক্তুং শক্নুমঃ ইত্যাহ) যদনুচরিত-লীলা-কর্ণ-পীযূষ-বিপ্রুট্ সকৃদদন-বিধূত-দ্বন্দ্বধর্ম্মাঃ (যস্য অনুচরিতমেব লীলা তমেব কর্ণ-পীযূষং তস্য বিপ্রুট্ কণিকা তস্যাঃ সকৃৎ অদনং সেবনং তেন বিধূতা নিরস্তা দ্বন্দ্বধর্ম্মা রাগাদয়ো যেষাং তে অতএব) বিনষ্টাঃ (অসতুল্যাঃ) দীনাঃ (ভোগ-হীনাঃ) বহবঃ (অনেকে) বিহঙ্গাঃ (পক্ষিণঃ অপি) সপদি (তৎক্ষণাৎ) দীনং (দুঃখিতং) গৃহকুটুম্বং (পিত্রাদিকং) উৎসৃজ্য (পরিত্যজ্য) ইহ (বৃন্দাবনে) ভিক্ষুচর্য্যাং (প্রাণবৃত্তিমাত্রং) চরন্তি (অতঃ ত্যাজ্যঃ তথাপি ত্যক্তুং ন শক্নুমঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হংসবৎ সারাসারজ্ঞগণ যাঁহার চরিত্র লীলাকথামৃতের কণিকামাত্র কর্ণপুটে আস্বাদন করিয়া রাগাদিদ্বন্দ্ব রহিত ও ভোগনিস্পৃহ হইয়া দুঃখপূর্ণ গৃহ পরিজন পরিত্যাগ করিয়া প্রাণধারণ নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাদৃশ কৃষ্ণের কথা আমরা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—বয়ং সাক্ষাত্তেন সহ সখ্যং কৃতবত্যো

যদ্দুঃখিন্যোঽভূম তত্র কিং চিত্রম্। তল্লীলা-কথাপি সর্ব্বজগৎসন্তাপনীত্যাহ, — যস্যানুচরিতং প্রতিক্ষণ-চেষ্টিতমেব লীলা সৈব কর্ণপীযূষং শব্দমাত্রেণৈব সুখদং কিং পুনরর্থত ইতি ভাবঃ। তস্যা অপি বিপ্রুট্ তস্যা অপি সকৃদপ্যদনং কিঞ্চিদাস্বাদনং তেনাপি বিধূতা বিশেষেণ খণ্ডিতা দ্বন্দ্বধর্ম্মা স্ত্রীপুংসাদিপরস্পর সখ্যরূপধর্ম্মা যেষাং তে। তৎকথাং স্ত্রী চেৎ শৃণোতি সদ্য এব পতিস্নেহং ত্যজতি, পতিশ্চেৎ স্ত্রীস্নেহং, এবং পুত্রশ্চেৎ পিতরং মাতরঞ্চ। মাতা চেৎ পুত্রমিত্যেবং পরস্পরত্যাগাদ্বিশেষেণ নষ্টা ইতি তেষাং নাশে তথা ন দুঃখং যথা বৈরাগ্য ইতি সাংসারিকলোকানুভব এব প্রমাণমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তে জনাঃ স্নিগ্ধ-মনসোঽপি কঠোরস্য কৃষ্ণস্য লীলাশ্রবণাদতিকঠোরা নির্দ্দয়াঃ কৃতঘ্নাশ্চ ভবন্তীত্যাহ,—সপদি কথাশ্রবণ-মাত্র এব গৃহকুটুম্বং পিতৃশ্বশ্র্বাদিপর্যন্তমপি দীনং অন্যস্যোপার্জ্জকস্যাভাবাৎ শ্বো যদ্ভোক্ষ্যতে তদ্ধন-রহিতমপি। যদ্বা, তদ্বিচ্ছেদকাতরং উৎসৃজ্য মৃত্যবে কুশবারিসংযোগেন সম্প্রদায়েবেত্যর্থঃ। হন্ত হন্ত তে স্ত্রীপুত্রাদয়ো ম্রিয়ন্তাং নাম স্বয়মপি সুখিনো নৈব ভবন্তীত্যাহ,—দীনাঃ গৃহং ত্যক্ত্বা গচ্ছন্তশ্চিত্তবিক্ষেপা-দ্বরাটকমাত্রমপি গ্রন্থৌ ন গৃহ্ণন্তীতি ভাবঃ। 'ধীরা' ইতি পাঠে ভার্য্যাদিরোদন-দর্শনেঽপ্যক্ষুভ্যন্তো মহা-কঠোরা ইত্যর্থঃ। ন চ তে একদ্বা দ্বিত্রা বা চতুঃ পঞ্চা বা কিন্তু বহবঃ পরঃশতা পরঃসহস্রাশ্চ। ননু ততস্তে কয়া জীবিকয়া জীবন্তীত্যত আহ,—বিহঙ্গাঃ পক্ষিণ ইব ভিক্ষুচর্য্যাং গোধূমাদিকণভিক্ষাপরিপাট্যৈব জীবন্তি। নতু কেনাপি দত্তয়া স্থূলভিক্ষয়াপীতি ভাবঃ। 'ইহে'তি পাঠে অত্রৈবাস্মদ্দুঃখস্থানে বৃন্দাবন এবাগত্যেতি অস্মৎ সঙ্গাদপি মহাদুঃখিনো ভবন্তীতি ভাবঃ। তেন তৎকথায়া বহুমৎস্যগুলিকাময়ধুস্তুর-বীজচুর্ণত্বং, কথাবাচকস্য সাধুবেশচ্ছন্ন মহাঘাত-কত্বম্। পুরাণপুস্তকস্য জালত্বং। অতএব তে বনাদ্বনং ভ্রমন্তোঽপি স্বকক্ষগৃহীতপুস্তকা এব দৃশ্যন্তে, ব্যাসাদীনাং জালনির্ম্মাতৃত্বং, কৃষ্ণস্য পরমেশ্বরত্বেন তত্তদাদেষ্টৃত্বং। এতদর্থমেব কৃষ্ণেন পরমেশ্বরতা গৃহীতা, গোপ্য ইব সর্ব্বলোকা অপি দুঃখাব্ধৌ পতন্ত্বিতি তস্য বিচারঃ। ঈদৃশপরদুঃখদর্শনমেব তস্য সুখম্। অত ঈদৃশ পরদুঃখদানজন্য ফলভাগী যথা স ভবিষ্যতি ন তথা ব্যাসাদয় ইতি পরঃশতা এব ধ্বনয়োঽস্য পদ্যস্য সর্ব্ব এব সিদ্ধান্তস্ততো ব্যাজস্তুত্যা ভক্তেঃ সর্ব্বোৎকর্ষব্যঞ্জকা জ্ঞেয়াঃ। অত্র খগং সদৃশীকৃত্য সজ্জনানাং খেদনাত্তস্য ত্যাগ এব সমুচিত ইত্যনুতাপময়ং বাক্যমিত্যভিজ্ঞঃ। যদুক্তং,—"ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপি খেদনাৎ। যত্র সানুশয়ং প্রোক্তা তদ্ভবেদভিজল্পিতম্" (১৪।২১১)॥ ১৮।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা সাক্ষাদ্ভাবে তাহার সহিত সখ্যভাব করিয়া যে দুঃখ পাইতেছি তাহা আর কি আশ্চর্য্য। তাহার লীলাকথাও সকল জগতে সন্তাপদানকারিণী—ইহাই বৃষভানুনন্দিনী বলিতে-ছেন। যে কৃষ্ণের অনুচরিত অর্থাৎ প্রতিক্ষণের লীলা তাহাই কর্ণ পীযূষ অর্থাৎ শব্দ কর্ণ স্পর্শ মাত্রই সুখপ্রদ, অর্থবোধ হইলে যে সুখপ্রদ তাহা আর কি বলিব। তাহারও বিন্দুমাত্র একবারও কিঞ্চিৎ আস্বা-দন করিলে তাহার দ্বারাও বিশেষরূপে দ্বন্দ্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ পরস্পরে সৌখ্যরূপ গৃহস্থ ধর্ম্ম যাঁহাদের তাহাদিগকে খণ্ডন করে, অর্থাৎ তাহার (কৃষ্ণ) কথা স্ত্রীলোক যদি শ্রবণ করে, তাহা হইলে সদ্যই পতিস্নেহ ত্যাগ করে, পতি যদি শ্রবণ করে স্ত্রীর প্রতিস্নেহ ত্যাগ করে, সেইরূপ পুত্র যদি শ্রবণ করে পিতা ও মাতার প্রতি স্নেহ ত্যাগ করে, মাতা যদি শ্রবণ করে পুত্র স্নেহ ত্যাগ করে, এইরূপ পরস্পর বিচ্ছেদ হওয়ায় তাহাদের বিনাশ হয়। বৈরাগ্যে সেইরূপ দুঃখ হয় না, ইহা সাংসারিক লোকগণের অনুভবই প্রমাণ। আর সংসারি-জন স্নিগ্ধ চিত্ত হইলেও কৃষ্ণলীলা শ্রবণ মাত্র তাহাদের চিত্ত কঠোর হয়, অর্থাৎ সংসারে নির্দ্দয় ও কৃতঘ্ন হয়, ইহাই বলিতেছেন—কৃষ্ণকথা শ্রবণমাত্রই গৃহ কুটুম্ব পিতা মাতা শ্বশুর আদিকেও তাহাদের উপার্জ্জন করিবার লোক না থাকায় দীন অর্থাৎ আগামী কল্য কি ভোজন করিবে সেইরূপ অর্থ না থাকিলেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যায়। অথবা বিচ্ছেদ কাতর তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কুশ ও জল সংযোগ করিয়া মৃত্যুর হাতে সম্প্রদান করিয়া যায়। হায়! হায়! তাহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি মরে মরুক নিজেরাও সুখী হইতে পারে না, তাহাই বলিতেছেন—দীন ভাবে গৃহ ত্যাগ করিয়া যায় এবং চিত্তবিক্ষেপ হেতু একটি কড়িও পাথেয় রূপে অঞ্চলে

গ্রন্থি দিয়া লইয়া যায় না। 'দীনা' স্থলে 'ধীরা' পাঠ ধরিলে ভার্য্যাদির ক্রন্দন দর্শনেও চিত্তে ক্ষোভ না হওয়ায় তাহারা মহা কঠোর চিত্ত হয়। এমন বলিতেও পারনা যে তাহারা এক দুই বা দুই তিন বা চার পাঁচ জন এইরূপ লোক দেখা যাইবে, কিন্তু শতাধিক বা সহস্রাধিক বহু লোক এইভাবে যাইতেছে।

যদি বল, তাহার পর তাহারা কিভাবে জীবিকা দ্বারা বাঁচিয়া থাকে? তাহার উত্তরে বলি,—পক্ষীগণের ন্যায় গোধূম কণাদি ভিক্ষা করিয়াই জীবন ধারণ করে। কিন্তু কেহ স্থূল ভিক্ষা দিলেও নেয় না। যদি বল, তাহারা কোথায় এইরূপ করে? তাহার উত্তরে বলি এই বৃন্দাবনেই আমাদের দুঃখ স্থানে আসিয়া ভিক্ষা করে, আমাদের সঙ্গে মহাদুঃখী হয়। অতএব কৃষ্ণ কথায় বহু মিশ্রির সহিত ধুতুরা বীজচূর্ণ মিশানো থাকে, কথা বাচকের সাধুবেশ দ্বারা ঢাকা থাকায় তাহা আরো মহাঘাতক। পুরাণপুস্তক জাল স্বরূপ। অতএব পাঠকগণকে ঐ জাল পুস্তক বগলে লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। ব্যাস আদি কবিগণ ঐ জাল নির্ম্মাণকারী, কৃষ্ণ পরমেশ্বরহেতু ঐ ব্যাসাদির উপদেষ্টা, এই জন্যই কৃষ্ণ পরম ঈশ্বরতা গ্রহণ করিয়াছেন। গোপীগণের ন্যায় সকল লোকই দুঃখ সমুদ্রে পড়ুক ইহাই তাহার বিচার। এই প্রকার পর দুঃখ দর্শনই তাহার সুখ, অতএব এইপ্রকার পর-দুঃখ দান জন্য তিনি যেমন ফলভাগী হইবেন, ব্যাসাদি মুনিগণ সেইরূপ ফলভাগী হইবেন না। এইরূপ শতাধিকই ধ্বনি অর্থ এই পদ্যের সকলই সিদ্ধান্তই। তাহার দ্বারা ভক্তিরই সর্ব্বোৎকর্ষতা ব্যাজস্তুতিদ্বারা প্রকাশ করিতেছে।

এই পদ্যে সজ্জনগণকে পক্ষীর ন্যায় করিয়া দুঃখদান হেতু তাহার ত্যাগই সমুচিত; এইরূপ অনুতাপময় বাক্যই 'অভিজল্প'—যাঁহার লক্ষণ উজ্জ্বল-নীলমণিতে দৃষ্ট হয়। যেহেতু পক্ষীগণকেও দুঃখ দান করে, সেই কৃষ্ণের ত্যাগ করা উচিৎ—এইরূপ ভঙ্গিদ্বারা যে স্থলে নিজের অন্তরের আশয় বলা হয়, তাহাকেই 'অভিজল্পিত' বলে ॥ ১৮ ॥

বয়মৃতমিব জিহ্ম-ব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিক-রুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণ বধ্বো হরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতৎ তন্নখস্পর্শতীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু কিমেবং ব্রূষে, পূর্ব্বং ত্বয়ৈব সাকং রহসি বিরহন্তং কিমেবং নাবোচ ইত্যত আহ) উপমন্ত্রিন্, (হে দূত,) অজ্ঞাঃ কৃষ্ণ-বধ্বঃ (কৃষ্ণস্য কৃষ্ণসারমৃগস্য ভার্য্যাঃ) হরিণ্যঃ কুলিক-রুতং ইব (কুলিকস্য মৃগয়োঃ রুতং গীতং ইব, হরিণ্যঃ যথা মৃগয়োঃ গীতং সত্যং ইতি শ্রদ্দধানাঃ পশ্চাৎ শরৈঃ ক্ষতাঃ সত্যঃ রুজঃ) দদৃশুঃ (তথা ইত্যর্থঃ) বয়ম্ (অপি) জিহ্ম-ব্যাহৃতং (জিহ্মস্য তস্য কুটিলস্য ব্যাহৃতং বচনং) ঋতম্ ইব (সত্যমিতি) শ্রদ্দধানাঃ (স্পৃহয়ন্ত্যঃ সত্যঃ) অসকৃৎ (বহুবারং) তন্নখ-স্পর্শ-তীব্র-স্মররুজঃ (তস্য নখৈঃ যঃ স্পর্শঃ তেন তীব্রঃ স্মরঃ তেন রুজঃ পীড়াঃ ইতি) এতৎ (দদৃশিম তস্মাৎ) অন্যবার্ত্তা (কৃষ্ণেতরকথা) ভণ্যতাং (গীয়তাম্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে দূত, মুগ্ধ কৃষ্ণসারবধূ হরিণীগণ যেরূপ ব্যাধের গীতে আসক্ত হইয়া পশ্চাৎ শরপ্রহার-জনিত ব্যথা অনুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ আমরাও কুটিল শ্রীকৃষ্ণের বাক্য সত্য মনে করিয়া বহুবার তদীয় নখস্পর্শজনিত তীব্র কামবেদনার অনুভব করিয়াছি, অতএব তুমি অন্যপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন কর ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবঞ্চেৎ পরমবিজ্ঞাভির্ভবতীভিঃ কৃষ্ণে তস্মিন্ কথং সখ্যং কৃতং তত্রাহ,—বয়ং তস্য "পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজা"-মিত্যাদিকং জিহ্ম-ব্যাহৃতমপি ঋতমিব সত্যমিব শ্রদ্দধানা অজ্ঞা অভূম। কুলিকস্য ব্যাধস্য রুতং শ্রদ্দধানা হরিণ্যঃ কৃষ্ণবধ্বঃ কৃষ্ণসারস্ত্রিয় ইব ততঃ কিমিত্যত আহ,—এতৎ কুলিকরুতং দদৃশুঃ। রুতস্য দর্শনাসম্ভবাৎ তৎফলং শরাঘাতং দদৃশুরিত্যর্থঃ। তথৈব বয়মপি তন্নখ-স্পর্শেন তীব্রাঃ স্মররুজঃ কন্দর্পপীড়া দদৃশিমেত্যর্থঃ। অসকৃদিতি একবারং তৎফলদর্শনেঽপি পুনরপি বিশ্বাসাৎ পুনরপি তৎফলদর্শনাদজ্ঞত্বাধিক্যং, হরিণী-নাং তথৈবাস্মাকমপি লব্ধপুনঃপুনর্মানোত্থদুঃখদশানাং তস্মাৎ উপমন্ত্রিন্, হে বিদূষক, অন্যবার্ত্তা ভণ্যতাম্। তস্য তদ্বার্ত্তায়াশ্চ দুঃখদত্বাদন্যকথৈব সংপ্রত্যস্মাকং সুখদা ইত্যর্থঃ। অত্র তস্য কৌটিল্যং তদ্বার্ত্তায়া দুঃখ-দত্বং অন্যবার্ত্তায়া সুখদত্বমিত্যয়মাজল্পঃ। যদুক্তং,—

'জৈহ্ম্যং তস্যাত্তিদত্বঞ্চ নির্ব্বেদাদ্যত্র কীৰ্ত্তিতম্।
ভঙ্গ্যান্যসুখদত্বঞ্চ সা আজল্প উদীরিতঃ"
(১৪।২১৩) ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বলিতে পার আপনারা পরম অভিজ্ঞ হইয়াও সেই কৃষ্ণে কেন সখ্য ভাব স্থাপন করিলেন ? তাহার উত্তরে বলি—আমরা তাহার 'ন পারয়েঽহং' ইত্যাদি তোমাদের বিশুদ্ধ প্রেমের ঋণ শোধ করিতে পারিব না এই কপট বাক্যকেও সত্য মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিয়া অজ্ঞ হইয়াছিলাম। ব্যাধের কার্য্যে হরিণীগণ শ্রদ্ধা করিয়া কৃষ্ণবধূ অর্থাৎ কৃষ্ণসার হরিণের স্ত্রীগণের ন্যায় আমরাও শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম। তাহাতে কি হইল ? তাহার উত্তরে বলি ইহা ব্যাধের গান দেখিলাম। অর্থাৎ ব্যাধের গান দেখা সম্ভব না হইলেও তাহার ফল যে তীরের আঘাত তাহা দেখিলাম। সেইরূপ আমরাও তাহার নখস্পর্শে তীব্র কন্দর্প পীড়া দেখিলাম। একবার তাহার ফল দেখিয়াও পুনঃরায় বিশ্বাস হেতু পুনঃ পুনঃ তাহার ফল দর্শন হেতু আমাদের অজ্ঞতা অধিক, হরিণীগণের সেইরূপই। আমাদেরও পুনঃ পুনঃ মানজাত দুঃখ দশা প্রাপ্ত হইলেও, সেই হেতু হে উপমন্ত্রি ! হে বিদূষক ! অন্য কথা বল সেই কৃষ্ণের কথাও দুঃখপ্রদ অন্যকথাই সম্প্রতি আমাদের সুখপ্রদ।

এই শ্লোকে কৃষ্ণের কৌটিল্য তাহার কথা দুঃখপ্রদ অন্যকথা সুখপ্রদ—এইরূপে ইহা 'আজল্প' যাহার লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণের কপটতা দুঃখপ্রদত্ব নির্ব্বেদ যেখানে ভঙ্গি সহকারে অন্যকথা সুখপ্রদ বলা হয় তাহাকে 'আজল্প' বলে ॥ ১৯ ॥

প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে ॥ ২০ ॥

অন্বয়—(পরাগত্য গত্বা পুনরাগতং প্রত্যাহ) প্রিয়সখ, (হে প্রিয়স্য সখে,) প্রেয়সা (কৃষ্ণেন) পুনঃ প্রেষিতঃ কিং (ত্বম্) আগাঃ (আগতঃ অসি) অঙ্গ, (হে দূত,) মে (মম) মাননীয়ঃ (পূজ্যঃ) অসি (অতঃ ভবান্) কিম্ অনুরুন্ধে (প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি তৎ) বরয় (বৃণীষ্ব ননু যুষ্মাকং মধুপুরীগমনমেব বৃণোমি তত্রাহ) সৌম্য, (হে সোমবৎ প্রিয়দর্শন,) ইহ (ব্রজে স্থিতাঃ) অস্মান্ দুস্ত্যজ-দ্বন্দ্বপার্শ্বং (দুস্ত্যজং দ্বন্দ্বং মিথুনী ভাবো যস্য তস্য পার্শ্বং সমীপং) কথং নয়সি (নেষ্যসি, তথাহি) শ্রীঃ (লক্ষ্মীর্নাম) বধূঃ সততং সাকং (সহৈব, তত্রাপি) উরসি (বক্ষস্যেব) আস্তে (রাজতে) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ভ্রমর প্রস্থান করিয়া পুনরায় আগমন করিলে বলিতে লাগিলেন—হে প্রিয় কৃষ্ণবন্ধো, তুমি কি পুনরায় প্রিয়তমের প্রেরণাবশতঃই আসিয়াছ ? হে দূত, তুমি আমার মাননীয় অতএব তোমার প্রার্থনীয় বিষয় বর্ণন কর, যদি আমাদের মধুপুরী গমনই তোমার প্রার্থনীয়, তাহা হইলে বল-দেখি, লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা যাঁহার সহচরীরূপে বক্ষোদেশে বিরাজমানা রহিয়াছেন, তাদৃশ দুষ্পরিহার্য্য যুগ্মভাবপ্রাপ্ত পুরুষের নিকট আমাদিগকে কি জন্য লইয়া যাইবে ? ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অথোন্মাদেন তত্রৈব ভ্রমন্তমপি তং ভ্রমরমননুসন্ধায় ক্ষণমন্তর্হিতং বা তমপশ্যন্তী সখেদং পরামমর্শ। হন্ত হন্ত মম তীক্ষ্ণয়া গিরা সন্তপ্তেনানেন দূতেন মথুরাং গতেনাবেদিত-সর্ব্ববৃত্তান্তঃ কৃষ্ণো মামুপেক্ষাঞ্চক্রে ইতি। কলহান্তরিতাং দশাং প্রাপ্তা প্রেমাম্বুধিনা তদ্‌গুণমৌলিনা মৎকান্তেন পুনরপি স এব প্রেষিতো দূতোঽত্রায়াত্বিতি তদ্বর্ত্ম নিরীক্ষ্যমাণা অকস্মাত্তং বিলোক্য সাদরমাহ,—হে প্রিয়সখ, মৎপ্রিয়স্য সখে, পুনরাগাঃ মদ্বাক্‌শরতাড়িতোঽপি স্বসাধুগুণ্যেন মদপরাধমগণয়িত্বৈব আগাঃ। আং জানামি, প্রেয়সা ময্যতিপ্রেমবতা মদপরাধকোটীরপ্যগণয়তা তেনৈব কিং প্রেষিতঃ তর্হি বরয় বৃণু কিমনুরুন্ধে অনুরুৎসে কাময়সে ইত্যর্থঃ। যদ্বা, কমনুরোধঃ তে সংপাদয়ামীত্যর্থঃ। তব মথুরাগমনমেব বৃণোমীতি চেদ্‌যামি মথুরামিত্যুক্ত্বাপি পুনঃ পরস্ত্রীবেষ্টিতং তং তত্র পশ্যন্ত্যা মেঽবশ্যং মানো ভবতীতি পরামৃশ্যাহ,—নয়সীতি। দুস্ত্যজং দ্বন্দ্বং মিথুনীভাবো যস্য তস্য পার্শ্বে। নন্বেকাকী তত্র স বৰ্ত্তত ইতি সশপথং ব্রবীমিতি তত্রাহ,—হে সৌম্য, আৰ্য্যবুদ্ধিরসীতি ভাবঃ। শ্রীরেব

বধ্বঃ সাকং সহৈব তত্রাপি সততং তত্রাপ্যুরসি পুরুষায়িতত্বেনৈবেতি ভাবঃ। অয়মর্থঃ—শ্রিয়ো দেবীত্বেন নানারূপধারিত্বশক্তেঃ কৃষ্ণো যদা অন্যাঃ স্ত্রীঃ সংভুঙক্তে তদা স্বর্ণরেখারূপৈব তদ্বক্ষসি তিষ্ঠতি। যদা তমন্যাঃ স্ত্রিয়ো নায়ান্তি তদা রেখারূপতাং হিত্বা প্রকটমেব যুবতির্ভূত্বা তং রময়তীতি। অত্র দূতং সংমান্যাপি তদুক্তিমঙ্গীকৃত্যাপ্যনৌচিত্যং জ্ঞাপয়ন্তী নাঙ্গীকুরুতে ইত্যয়ং প্রতিজল্পঃ। যদুক্তং,—"দুস্ত্যজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হেত্যনুদ্ধতম্। দূতসংমাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পকঃ"(১৪।২১৫) ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর বৃষভানুনন্দিনী উন্মাদ হেতু সেইখানেই ভ্রমরকে ভ্রমণ করিতে না দেখিয়া অথবা ক্ষণমাত্র অন্যত্র গেলে সেই ভ্রমরকে না দেখিয়া খেদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন—হায়! হায়! আমার তীক্ষ্ণবাক্যে সন্তাপ পাইয়া ঐ দূত মথুরায় গিয়া আমার সকল কথা কৃষ্ণকে বলিবে তাহাতে কৃষ্ণ আমাকে উপেক্ষা করিবেন। এইরূপ 'কলহান্তরিতা' দশা প্রাপ্ত হইয়া প্রেমসমুদ্র ও গুণ মুকুটমণি আমার কান্ত পুনঃরায় ঐ দূতকে পাঠাইয়াছেন, এইখানে আসুক, এইরূপে তাহার আসিবার পথে তাকাইয়া আছেন, ঐ সময় তাহাকে দেখিয়া আদর পূর্ব্বক বলিতেছেন, হে প্রিয়-সখ! আমার প্রিয়তমের সখা! পুনঃরায় আসিয়াছ আমার তীক্ষ্ণ বাক্যরূপ শর দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও নিজ সদ্‌গুণ দ্বারা আমার অপরাধ গণনা না করিয়াই আসিয়াছ। ওহে জানি, আমাতে অতিশয় প্রেমবান আমার প্রিয়তম আমার কোটি অপরাধ গণনা না করিয়া তিনি কি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন? তাহা হইলে কি বর চাও প্রার্থনা কর, কি অনুরোধ বা কি ইচ্ছা করিতেছ বল, অথবা তোমার কি অনুরোধ তোমার সম্পাদন করিব তাহা বল। যদি বল, আপনার মথুরা গমনই প্রার্থনা করি, তাহার উত্তরে বলি মথুরা যাইব এই কথা বলিয়াও পুনরায় পরস্ত্রী বেষ্টিত সেই কৃষ্ণকে মথুরায় দেখিয়া অবশ্যই আমার মান বৃদ্ধি হইবে এইরূপ অন্তরে পরামর্শ করিয়া বলিতেছেন—লইয়া যাইবে? তিনি যুগল ভাবেই আছেন তাহা ত্যাগ করা অসম্ভব, তাহার পার্শ্বে লইয়া যাইবে? যদি বল মথুরায় তিনি একাকী আছেন—ইহা সপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, তাহার উত্তরে বলি হে সৌম্য! তুমি সরল বুদ্ধি হও তাহার নিকট মথুরায় লক্ষ্মীদেবীই তাহার সহিত আছে। তাহাতে আবার তাহার বক্ষে সর্ব্বদাই আছে পুরুষভাবে। ভাবার্থ এই যে লক্ষ্মীদেবী বলিয়া নানা রূপ ধারণ করিবার শক্তি আছে। কৃষ্ণ যখন অন্যস্ত্রীকে সম্ভোগ করেন তখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্ণরেখা রূপেই তাহার বক্ষে থাকে। যখন তাহার নিকট অন্য স্ত্রী না আসে, তখন ঐ রেখারূপ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীদেবী নিজ যুবতী মূর্ত্তি হইয়া কৃষ্ণকে সুখ দেন।

এইস্থলে দূত মনে করিয়াও তাহার উক্তি অঙ্গীকার করিয়াও কৃষ্ণের নিকট যাওয়া অনুচিত, ইহা জানাইয়া মথুরায় যাওয়া স্বীকার করিলেন না, ইহাই "প্রতিজল্প"।

ইহার লক্ষণ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীকৃষ্ণ কখনও অন্য স্ত্রী বর্জ্জিত নহে। অতএব তাহাকে পাওয়া যাইবে না এই নম্রবাক্যে দূতকে সম্মান দান করা রূপ যেখানে উক্তি থাকে, তাহাই 'প্রতিজল্প' ॥২০॥

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(তেন সম্মন্ত্রিতা সতী শৃণুতে) সৌম্য, বত (হর্ষে) আর্য্যপুত্রঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ গুরুকুলাদাগত্য) অধুনা মধুপুর্য্যাম্ আস্তে অপি (বর্ত্ততে কিং) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পিতৃগেহান্ (নন্দালয়ান্) বন্ধূন্ গোপান চ স্মরতি (কিং) সঃ ক্বচিদপি (কদাচিৎ অপি) কিঙ্করীণাং (তদ্দাসীনাং) নঃ (অস্মাকং) কথাঃ (বার্ত্তাঃ) গৃণীতে (বদতে কিং) কদা নু (কস্মিন্ কালে সঃ) অগুরুসুগন্ধম্ (অগুরুবৎ সুগন্ধং) ভুজং (স্ববাহুং) মূর্দ্ধি (অস্মাকং মস্তকে) অধাস্যৎ (ধারয়িষ্যতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে সৌম্য, আর্য্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণ গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বর্ত্তমানে মধুপুরীতে আছেন কি? তিনি এখন নন্দালয় এবং গোপগণের স্মরণ করেন কি? কখনও এই দাসীগণের কথা উচ্চারণ করেন কি? কোন্ কালে পুনরায় তিনি অগুরুতুল্য

সুগন্ধ নিজ বাহু আমাদের মস্তকে ধারণ করিবেন ? ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত ময়োন্মত্তয়া কিং প্রলপ্যতে প্রষ্টব্যন্তু ন পৃচ্ছ্যতে ইত্যনুতপ্য সসম্ভ্রমমাহ,—অপি বর্ত্তেতি। মধুপুর্য্যামাস্তে ব্রজমিব তামপি ত্যক্ত্বা অন্যত্র কিংস্বিন্ন যিযাসতীতি ভাবঃ। ইতঃ সমীপবর্ত্তিন্যাং তত্র পুর্য্যাং তস্য স্থিতিরত্রাগমনসম্ভাবনামপ্যুৎপাদয়তীত্যভিপ্রায়েণ। যদ্বা, সুখমাস্তে ইত্যনুক্তেরস্মৎপ্রণয়স্মরণব্যাকুলোঽনুরোধবশাদেব তত্রাস্তে যত আর্য্যস্য যদুভির্দুর্বিনীতৈঃ প্রতার্য্যমাণত্বাৎ সারল্যসমুদ্রস্য শ্রীব্রজরাজস্য তদেকপ্রাণস্য পুত্রঃ। হন্ত হন্ত মৎপিতাপি মাং ব্রজং নেতুং নাশকত্তদহং তত্র গন্তুং কমুপায়ং করোমীতি স্ববিলম্বমসহমানস্ত্বাং প্রস্থাপয়তি স্মেতি ভাবঃ। তেন মধুপুর্য্যামাস্ত ইতি তস্য কো দোষঃ। যত আর্য্যস্যাতিসরলস্য স্বপরিণামদর্শিত্বেনাপি শূন্যস্য নন্দস্য পুত্রঃ। তাদৃশং পুত্রং তাদৃশং পিতা যৎ ত্যক্ত্বা ব্রজমায়াস্যতীতি কো জানাতি। যদ্যজ্ঞাস্যৎ ব্রজরাজ্ঞী সা তাবদক্রূররথারূঢ়ৈব স্বপত্রং কণ্ঠে কুর্ব্বত্যেব মথুরামযাস্যৎ, তামনু গোপিকাশ্রেণ্যশ্চ ইতি ব্রজরাজস্যার্য্যত্বমেবাস্মাকং সর্ব্বনাশে করণমভূদিতি ভাবঃ। অতস্তাদৃশস্যাপি পিতুরতিসরলস্য বসুদেবেন মহাপ্রতারকেণাচ্ছিদ্য গৃহীতপুত্রস্য ব্রজমাগত্য মূর্চ্ছয়া পতিত্বা স্থিতস্য গেহান্, কোষাগারবন্ধনাগার-শয়নাগারাদীন্ সংপ্রত্যমার্জ্জিতালিপ্তত্বেন তৃণ-ধূলি-পত্র-লূতাতন্তুবৃতান্ শূন্যায়িতান্ স্মরতি কৃচিৎ। তথা গেহান্তরেষু বন্ধূন্ সুবলাদীন্ সংপ্রতি মূর্চ্ছিতান্ কৃচিদপীতি যদা তস্য মনোঽভিরুচিতং কৈঙ্কর্য্যং কর্ত্তুং পুরস্ত্রিয়ো ন জানন্তি। তদৈব তৎসুখমনুপলব্ধবতীভিস্তাভিঃ সুখানুপলম্ভকারণং পৃষ্টো নোঽস্মাকং কথাং গৃণীতে। বনমালাগুম্ফনে স্থাসকসম্পাদনে বীটিকানির্ম্মাণে বীণাবাদনে রাগতালাদিসৃষ্টৌ গীত-নৃত্যরাসাদৌ সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-বৈদগ্ধ্যাদিষু প্রশ্নোত্তরবিলাসে সংযোগলীলায়াং প্রেমস্নেহমান-প্রণয়াদিষু যথাস্মদ্ব্রজস্থা গোপ্যো মাং সুখয়ন্তি ন তথা যূয়মিতি গচ্ছত ভো যদুস্ত্রিয়, স্বস্বপতীনেবামলং যুষ্মাভিঃ। অহন্তু শ্বঃ প্রাতর্ব্রজমেব গচ্ছন্নস্মীত্যুক্ত্বা অত্রাগত্য অগুরু-সুগন্ধভুজমস্মাকং মূর্দ্ধ্নি কদা অধাস্যৎ ধাস্যতি। তেন চ সমাশ্বসিত ভোঃ প্রাণপ্রেয়স্যঃ, সশপথমিদমহং ব্রবীমি ভবতিস্ত্যক্ত্বা ন ক্বাপি যাস্যামি ত্রিভুবনমধ্যে ক্বাপি যুষ্মৎসাদৃশ্যগন্ধলেশমপি নোপলব্ধবানস্মীতি ব্যঞ্জয়িষ্যতি। অত্র প্রথমে পাদে আর্জ্জবং, দ্বিতীয়ে স্বপ্রসঙ্গানুত্থাপনেন গাম্ভীর্য্যং, তৃতীয়-চতুর্থয়োর্দৈন্যচাপলোৎকণ্ঠা ইত্যয়ং সুজল্পঃ। যদুক্তং—"যত্রার্জ্জবাৎ সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলম্। সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্পো নিগদ্যতে" (১৪।২১৭) ইত্যেবং দশবিধো দিব্যোন্মাদপ্রভেদশ্চিত্রজল্পো জ্ঞেয়ঃ। স চ দিব্যোন্মাদো মহাভাবোৎকৃষ্টভাগস্য মোহনস্য বিলাসবিশেষো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং বর্ণিতঃ।

"প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি।
এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ॥
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।
উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥
প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ।
ভূরিভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ॥
চিত্রজল্পো দশাঙ্গোঽয়ং প্রজল্পঃ পরিজল্পিতঃ।
বিজল্পোজ্জল্পসংজল্প অবজল্পোঽভিজল্পিতম্॥
আজল্পঃ প্রতিজল্পশ্চ সুজল্পশ্চেতি কীর্ত্তিতাঃ"।

ইতি প্রেয়স্যাশ্চিত্রজল্পমাধুরীপিপাসয়া কৃষ্ণ এব ভ্রমররূপমধাদিতি কেচিৎ ॥২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবৃষভানুনন্দিনী মনে মনে বলিতেছেন—হায়! হায়! উন্মত্ত হইয়া আমি কি প্রলাপ করিতেছি। যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, এইভাবে অনুতপ্ত হইয়া সসম্ভ্রমে বলিতেছেন—আর্য্যপুত্র মধুপুরীতে কি আছেন? অথবা ব্রজের ন্যায় মধুপুরীকেও ত্যাগ করিয়া কি অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা করিতেছেন না। এই ব্রজের নিকটবর্ত্তি সেই মথুরাপুরীতে তাহার স্থিতি হইলে এইখানে আসিবার সম্ভাবনাও মনে হয়, এই অভিপ্রায়ে বলিলেন। অথবা সুখে আছেন ত' ইহা না বলার উদ্দেশ্য আমার প্রতি প্রণয় স্মরণে ব্যাকুল ও অনুরোধ বশেই সেই মথুরাতে আছেন যেহেতু আর্য্যশীল ব্রজরাজ সরলতার সমুদ্র, দুর্ব্বিনীত যদুগণ প্রতারণা করিয়া তাহার একমাত্র প্রাণস্বরূপ পুত্রকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন হায়! হায়! আমার পিতা ব্রজরাজও আমাকে ব্রজে লইতে পারিলেন না,

অতএব আমি ব্রজে যাইবার কি উপায় করি, এই ভাবিয়া নিজের বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া হে ভ্রমর! তোমাকে পাঠাইয়াছেন। অতএব তিনি মথুরাপুরীতে আছেন, ইহা তাহার কি দোষ! যেহেতু তিনি অতিসরল আর্য্য নিজ পরিণাম-দর্শী নহেন এমন নন্দমহারাজের পুত্র। ঐরূপ পুত্রকে ঐরূপ পিতা যে ত্যাগ করিয়া ব্রজে আসিবেন ইহা কে জানিত। যদি জানিত তাহা হইলে ব্রজরাজ্ঞী যশোদা ঐ অক্রূরের রথে চড়িয়াই নিজ পুত্রকে কণ্ঠে ধরিয়া মথুরায় যাইতেন, তাহার সঙ্গে গোপীগণও যাইতেন। ব্রজরাজের সরলতাই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। অতএব ঐরূপ অতি সরল পিতা পুত্রকে মহাপ্রতারক বসুদেব পুত্রকে ছিনাইয়া লইলে ব্রজরাজ বৃন্দাবনে আসিয়া মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার গৃহ সমূহ, ধনাগার, রন্ধনশালা, শয়নাগার আদি সম্প্রতি অমার্জ্জিত অলিপ্ত তৃণধূলি শুষ্কপত্র মাকড়সার জালে আবৃত এবং সর্ব্বত্র শূন্যপ্রায় ব্রজকে কেহ স্মরণ করিতেছে কি? সেইরূপ অন্যগৃহে সুবলাদি বন্ধুগণকে সম্প্রতি মূর্চ্ছিত অবস্থায় কেহ স্মরণ করিতেছে কি?

যখন কৃষ্ণের মনোমত সেবা করিতে পুরস্ত্রীগণ জানিতেছে না, তখনই তাঁহার সুখ হইতেছে না, ইহা জানিয়া মথুরা নাগরীগণ সুখ না পাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ আমাদের কথা কীর্ত্তন করেন কি? বনমালা গুম্ফনে চন্দন ঘর্ষণে, পানের খিলি নির্ম্মাণে, বীণা বাদনে রাগ তালাদি সৃষ্টি সময়ে, গীত নৃত্য রাসাদিতে এবং ব্রজগোপীগণের সৌন্দর্য্য লাবণ্য অভিজ্ঞতাদিতে, প্রশ্ন উত্তর বিলাসে, সংযোগ লীলাতে প্রেম স্নেহ মান প্রণয়াদিতে যেমন আমার ব্রজবাসি গোপীগণ আমাকে সুখ দেয়, সেইরূপ তোমরা মথুরাবাসিনী পার না। অতএব এখান হইতে তোমরা যদুস্ত্রীগণ সরিয়া যাও, তোমাদের নিজ নিজ পতীর সেবা কর, না না তোমাদের প্রয়োজন নাই। আমি কিন্তু আগামী কল্য প্রাতঃকালে ব্রজেই যাইতেছি, এই বলিয়া ব্রজে আসিয়া অগুরু চন্দনাদিদ্বারা সুগন্ধিবাহু আমাদের মস্তকে কখন ধারণ করিবেন? এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে আশ্বাস দান করিয়া হে প্রাণ-প্রেয়সীগণ! আমি সপথের সহিত ইহা বলিতেছি, আপনাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না। ত্রিভুবন মধ্যে তোমাদের সাদৃশ্যের গন্ধলেশও কোথাও পাইলাম না ইহা প্রকাশ করিবেন।

এই শ্লোকের প্রথম পাদে সরলতা দ্বিতীয় পাদে নিজ প্রসঙ্গ না করার জন্য গাম্ভীর্য্য, তৃতীয় চতুর্থপাদে দৈন্য চপলতা উৎকণ্ঠা এই সকল মিলিয়া সুজল্প। ইহার লক্ষণ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে (১৪।২১৭) দৃষ্ট হয় যে স্থলে সরলতা গাম্ভীর্য্যের সহিত দৈন্য চপলতা ও উৎকণ্ঠাসহ শ্রীহরিকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাহাকেই 'সুজল্প' বলে।

এই প্রকার দশবিধ দিব্যোন্মাদরূপ চিত্রজল্প জানিবেন। সেই দিব্যোন্মাদও মহাভাবের উৎকৃষ্ট-ভাগ মোহনের বিলাস বিশেষ বৃন্দাবনেশ্বরীতে বর্ণিত হইল।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত হইয়াছে এই মোহন-ভাব শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীতেই বাহুল্যরূপে উদয় হয়—কোনও অনির্ব্বাচ্য বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত মোহনভাবের অদ্ভুত ভ্রান্তি সদৃশী বৈচিত্রী। ইহার উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি অনেক ভেদ আছে। প্রিয়জনের সুহৃদের সহিত দেখা হইলে অবহিত্থা আলম্বনে অন্তরে নিরুদ্ধ ক্রোধে সুপ্রকাশিত—গর্ব্ব অসূয়া দৈন্য চাপল্য ও উৎসুক্যাদি ভাবে প্রচুর এবং অন্তে তীব্র উৎকণ্ঠা বিশিষ্ট আলাপকে 'চিত্রজল্প' বলে। এই চিত্রজল্প দশপ্রকার—প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প। এই দশবিধ চিত্রজল্প এই ভ্রমরগীতে প্রকটিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণই নিজ প্রেয়সী বৃষভানু-নন্দিনীর চিত্রজল্পের মাধুর্য্য পান করিবার ইচ্ছায় ভ্রমর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

অথোদ্ধবো নিশম্যৈবং কৃষ্ণ-দর্শনলালসাঃ।
সান্ত্বয়ন্ প্রিয়-সন্দেশৈর্গোপীরিদমভাষত ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। অথ উদ্ধবঃ এবং নিশম্য (শ্রুত্বা) কৃষ্ণ-দর্শনলালসাঃ (শ্রীকৃষ্ণদর্শনোৎসুকাঃ) গোপীঃ প্রিয়-সন্দেশৈঃ (প্রিয়স্য সন্দেশৈঃ) সান্ত্বয়ন্ (প্রথমং তাবৎ) ইদম্ অভাষত ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্,

অনন্তর উদ্ধব এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-লালসাগ্রস্তা গোপীগণকে প্রিয়তমের বার্ত্তা দ্বারা সান্ত্বনা করিবার জন্য প্রথমতঃ এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ। অহো (আশ্চর্য্যং) ভগবতি বাসুদেবে যাসাং মনঃ ইতি (এবম্প্রকারেণ) অর্পিতং (তাঃ) যূয়ং (গোপ্যঃ) স্ম (নূনং) পূর্ণার্থাঃ (কৃতার্থাঃ জাতাঃ, অপি চ) ভবত্যঃ (যূয়ং) লোক-পূজিতাঃ (লোকেষু পূজিতাঃ জাতাঃ ইতি শেষঃ) ॥২৩॥

অনুবাদ—শ্রীউদ্ধব বলিলেন, অহো। যাঁহাদের চিত্ত এইরূপে ভগবান্ বাসুদেবে অর্পিত হইয়াছে, তাদৃশ আপনারা কৃতার্থ এবং লোকপূজ্য হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অহো ইতি। স্ম নূনং যূয়ং পূর্ণার্থাঃ কৃতার্থাঃ। যাসাং মন ইতি। এবং প্রকারেণ ভগবত্যর্পিতমিত্যন্বয়ঃ অন্যেষামপি ভক্তানাং মনো ভগবত্যর্পিতং দৃষ্টং কিন্ত্বেবম্প্রকারেণ তু ন দৃষ্টমিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো ইত্যাদি শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজদেবীগণকে বলিতেছেন—আপনারা নিশ্চয়ই পূর্ণ কৃতার্থ হইয়াছেন। যে আপনাদের মন এই প্রকারে ভগবানে অর্পিত হইয়াছে। অন্য ভক্তগণের মনও ভগবানে অর্পিত দেখিয়াছি কিন্তু এই প্রকার দেখি নাই ॥ ২৩ ॥

দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥২৪

অন্বয়ঃ—(জীবৈঃ কর্ত্তৃভিঃ) দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ (দানাদিভিঃ শ্রেয়ঃ সাধনৈঃ তথা) অন্যৈঃ (দানাদি ভিন্নৈঃ) বিবিধৈঃ শ্রেয়োভিঃ (শ্রেয়ঃসাধনৈঃ) চ কৃষ্ণে ভক্তিঃ (কৃষ্ণবিষয়িনী ভক্তিঃ) সাধ্যতে হি (ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—জীবগণ ইহলোকে দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদ অধ্যয়ন, সংযম এবং অন্যান্য বিবিধ মঙ্গলানুষ্ঠান দ্বারা কৃষ্ণভক্তির সাধন করিয়া থাকেন

বিশ্বনাথ—দানাদিভিঃ সাধনৈঃ কৃষ্ণে ভক্তিঃ সাধ্যতে। তত্র দানং বিষ্ণু-বৈষ্ণবসম্প্রদানকম্। ব্রত-মেকাদশ্যাদিকম্, তপঃ কৃষ্ণার্থ-ভোগত্যাগাদি। হোমো বৈষ্ণবঃ, জপো বিষ্ণুমন্ত্রাণাং, স্বাধ্যায়ো গোপালতা-পন্যাদিপাঠঃ। শ্রেয়াংস্যপি ভক্ত্যঙ্গান্যেব জ্ঞেয়ানি। অন্যেষাং দানাদীনাং ভক্তিহেতুত্বাভাবস্য প্রাক্ প্রতি-পাদিতত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দান ব্রত আদি সাধন সমূহের দ্বারা কৃষ্ণে ভক্তি সাধন করা হয়। তন্মধ্যে দান বিষ্ণুবৈষ্ণবকে সম্প্রদান। ব্রত—একাদশী আদি, তপস্যা অর্থাৎ কৃষ্ণের জন্য ভোগ ত্যাগ আদি। হোম বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বৈষ্ণব হোম, জপ—বিষ্ণুমন্ত্র সমূহের, স্বাধ্যায় গোপালতাপনী আদি পাঠ—এই সকল মঙ্গল জনক ভক্তির অঙ্গ সমূহ জানিবেন। ভক্তি অঙ্গ ব্যতীত অন্যদান আদি ভক্তিহীন, উহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা ।
ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্ল্লভা ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—ভবতীভিঃ (যুষ্মাভিঃ গোপীভিঃ) উত্তমঃশ্লোকে ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে) মুনীনাম্ অপি দুর্ল্লভা (দুঃসাধ্যা) অনুত্তমা (অতিশ্রেষ্ঠা) ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতা (বিহিতা ইতি) দিষ্ট্যা (মহদ্‌ভাগ্যমিত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদঃ—আপনারা সেই উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণে মুনিজনদুর্ল্লভ অত্যুত্তম ভক্তির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা মহাভাগ্যসূচক ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভবতীনাং ভক্তিস্তন্যৈব সর্ব্ববিলক্ষণে-ত্যাহ,—ভগবতীতি। অনুত্তমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। প্রবর্ত্তি-তেতি প্রাগিয়ং নাসীৎ, পরন্তু ভবতীনাং রাগাত্মিকাং ভক্তিমনুসৃত্যৈব রাগানুগা ভক্তির্লোকৈঃ ক্রিয়মাণা প্রচরিষ্যতীত্যর্থঃ। প্রবর্ত্তিতেতি "আশংসায়াং ভূত-বচ্চে"তি নিষ্ঠা। দিষ্ট্যা লোকানামতিভাগ্যেন ॥২৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজদেবী-

গণকে বলিতেছেন—আপনাদের ভক্তি কিন্তু অন্য-প্রকারই সর্ব্ব বিলক্ষণ উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ ভগবানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভক্তি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, পূর্ব্বে ইহা ছিল না পরন্তু আপনাদের রাগাত্মিকা ভক্তি অনুসরণ করিয়াই রাগানুগা ভক্তি এই জগতে লোকে আচরণ করিয়া প্রচার করিবেন। অতি ভাগ্যবশতঃ জগদ্-বাসিগণ ইহা পাইলেন মুনিগণেরও দুর্ল্লভা এই ভক্তি ॥ ২৫ ॥

———

দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।
হিত্বাবৃণীত যূয়ং যৎ কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—যূয়ং পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি (স্বগৃহানি) চ হিত্বা (সন্ত্যজ্য) কৃষ্ণাখ্যং (কৃষ্ণনামকং) পরং পুরুষং (পুরুষোত্তমং) যৎ অবৃণীত (বৃতবত্যঃ তদপি) দিষ্ট্যা (মহদ্ভাগ্য-মিত্যর্থঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—আপনারা যে পুত্র, পতি, দেহ, স্বজন, গৃহ প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণসংজ্ঞক পরমপুরুষকে বরণ করিয়াছেন, ইহাও মহাভাগ্য ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—পুত্রাদীন্ মমতাস্পদানি ত্যক্ত্বা কৃষ্ণাভি-ধানং পরং পুরুষং স্বসন্তোক্তৃত্বেন যৎ অবৃণীত এত-দ্দিষ্ট্যা মমাতিভাগ্যেনৈব ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মমতাস্পদ পুত্র প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পতিরূপে যে বরণ করিয়াছেন ইহা আমার অতি ভাগ্যেই দর্শন করিলাম ॥ ২৬ ॥

———

সর্ব্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে।
বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—মহাভাগাঃ, (হে মহাভাগ্যশীলাঃ) অধোক্ষজে (ইন্দ্রিয়জ্ঞানাবিষয়ে ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে) ভবতীনাং সর্ব্বাত্মভাবঃ (একান্তভক্তিঃ) অধিকৃতঃ (প্রাপ্তঃ, ইদানীং) বিরহেণ (ভগবৎ-প্রেমসুখপ্রদর্শনেন ইত্যর্থঃ) মে (মমৈব) মহান্ অনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥২৭॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ্যবতীগণ, আপনারা অধো-ক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে একান্ত ভক্তি লাভ করিয়াছেন, সম্প্রতি বিরহ দশায় ঈদৃশ ভগবৎপ্রেমসুখ প্রদর্শন দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশই করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বয়ং ধর্ম্মং ত্যক্ত্বা যৎ পরমপুরুষং বৃতবত্যস্তত্র ভবতঃ কিং ভাগ্যমভূত্তত্রাহ,—সর্ব্বাত্মেতি। অধোক্ষজে অন্যৈঃ প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমপ্যশক্যে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমৈব তাবদ্দুর্ল্লভঃ। ভবতীনাস্তু সর্ব্বাত্মভাবঃ সর্ব্বা-ত্মনা সর্ব্বেনৈব স্বরূপেণ সহিতঃ পরিপূর্ণো যো ভাবঃ স 'মহাভাব' ইত্যর্থঃ। সূর্য্যো যথা সর্ব্বাংস্তাপ-সংক্রমণেন ব্যাপ্নোতি, চন্দ্রো যথা সর্ব্বান্ শৈত্যসংক্র-মণেন ব্যাপ্নোতি, তথা যঃ সর্ব্বান্ স্বধর্ম্মসংক্রমণেন অততি ব্যাপ্নোতীতি। সর্ব্বাত্মা চাসৌ ভাবশ্চেতি স ইতি শ্লেষেণ তল্লক্ষণমপি প্রকটীকৃতম্। যদুক্তং,— "অনুরাগঃ স্ব-সংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিং স্যাদ্ভাব ইতভিধীয়ত" ইতি। স চ মহাভাবঃ প্রেম্ণঃ সপ্তমো বিলাসঃ। ভবতীনাং ন ত্বন্যাসাং লক্ষ্ম্যাদীনামপীত্যর্থঃ। কীদৃশঃ? অধিকৃতঃ অধিকারবিষয়ীকৃতঃ তত্রাধিকারো ভবতীভ্য এব পরমেশ্বরেণ দত্তো নান্যাভ্য ইতি ভাবঃ। অতএব বিরহেণ কর্ত্রা মে মম মহান্ অনুগ্রহঃ কৃতঃ দিব্যো-ন্মাদচিত্রজল্পাদিমহাভাবভেদান্ দর্শয়িত্বেতি ভাবঃ। যদি ভবতীনাং বিরহো নাভবিষ্যত্তদা কৃষ্ণো ন মাং প্রস্থাপয়িষ্যৎ॥ অহঞ্চ এতদাশ্চর্য্যং নাদ্রক্ষ্যামিতি স্ব-ভাগ্যপরা বধিরুক্তঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রজদেবীগণ যদি বলেন আমরা ধর্ম্মত্যাগ করিয়া যে পরম পুরুষকে বরণ করিয়াছি তাহাতে আপনার কি ভাগ্য হইল? তাহার উত্তরে বলি, অন্যব্যক্তিরা যাহার দর্শনও পায় না সেই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভাবই দুর্ল্লভ। আপনাদের কিন্তু সর্ব্বাত্মভাব অর্থাৎ সর্ব্বস্বরূপের সহিত পরিপূর্ণ যে ভাব তাহা 'মহাভাব'। সূর্য্য যেমন সকলকে তাপ সংক্রমণ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, চন্দ্র যেমন শীতলতা গুণ-দ্বারা সকলকে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ যিনি সকল ধর্ম্মকে সংক্রমণ দ্বারা ব্যাপ্ত হন, সেই সর্ব্বাত্মাতে ভাবযুক্ত তাহারা 'সর্ব্বাত্মভাব' অর্থাৎ মহাভাবযুক্ত এই লক্ষণটি প্রকাশ হইল—উজ্জ্বলনীলমণিতে উক্ত হই-য়াছে, অনুরাগ স্বসংবেদ্য দশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয় এবং স্থাবর জঙ্গম যতকিছু বস্তুতে ব্যাপ্ত হয় তাহাকেই ভাব বলা হয়। সেই মহাভাব প্রেমের

সপ্তম বিলাস, সেই মহাভাব আপনাদের হইয়াছে, লক্ষ্মী আদিরও হয় নাই। কি প্রকারে পাইলেন অর্থাৎ পরমেশ্বরই মহাভাবের অধিকার আপনাদিগকেই দান করিয়াছেন, অন্য কাহাকেও নহে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনাদের বিরহ দ্বারা আমার প্রতি মহা অনুগ্রহ করিয়া দিব্য উন্মাদ চিত্রজল্প আদি মহাভাব সমূহ আপনারা দর্শন করাইয়া আমার মহা উপকার করিয়াছেন। যদি আপনাদিগের কৃষ্ণ বিরহ না হইত তাহা হইলে কৃষ্ণ আমাকে ব্রজে পাঠাইতেন না, আমিও এই প্রকার আশ্চর্য্য মহাভাব দেখিতে পাইতাম না—ইহাই আমার ভাগ্যের চরম অবস্থা ॥ ২৭ ॥

———

শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ।
যমাদায়াগতো ভদ্রা অহং ভর্ত্তুরহস্করঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভদ্রাঃ (হে কুশলিন্যঃ, ইদানীং) ভবতীনাং সুখাবহঃ (সুখকরঃ) প্রিয়সন্দেশঃ (প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য সন্দেশঃ) শ্রূয়তাং, ভর্ত্তুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) রহস্করঃ (রহস্য কার্য্যকর্ত্তা) অহং যং (সন্দেশম্) আদায় (গৃহীত্বা) আগতঃ (ভবতীনাং পার্শ্বং প্রাপ্তঃ অস্মি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে ভদ্রাগণ, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের গোপনীয় কার্য্যসাধকরূপে আমি আপনাদের প্রীতিজনক যে সন্দেশ বহনপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছি, প্রিয়তমের সেই সন্দেশই শ্রবণ করুন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, কিমেতয়ৈবাস্মৎস্বশ্লাঘয়া চাস্মান্ সান্ত্বয়িতুং ত্বমিহায়াতঃ কিঞ্চিদস্তি বা কৃষ্ণসন্দেশাদিকমস্মদ্দুঃখোপশমকং তদ্‌শ্রূহীত্যত আহ,—শ্রূয়তামিতি। ভর্ত্তুঃ কৃষ্ণস্য রহস্করঃ রহস্যকার্য্যকর্ত্তা ॥২৮

টীকার বঙ্গানুবাদ—বলদেখি আমাদের নিজ প্রশংসা দ্বারা আমাদিগকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য তুমি এইখানে আসিয়াছ? অথবা কৃষ্ণ সন্দেশ আদি আমাদের দুঃখ নিবারক কিছু আছে তাহা বল? ইহার উত্তরে উদ্ধব মহাশয় বলিতেছেন—আপনারা শ্রবণ করুন, আমি আপনাদের প্রিয়তম কৃষ্ণের রহস্য—গোপন কার্য্যকর্ত্তারূপে আসিয়াছি ॥ ২৮ ॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—
ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ।
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জলং মহী।
তথাহঞ্চ মনঃপ্রাণভূতেন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ। সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বস্ব উপাদানকারণেন) মে (ময়া সহ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ অপি) ভবতীনাং (যুষ্মাকং) বিয়োগঃ ন (বিরহো নাস্তি) খম্ (আকাশং) বায়ুগ্নিঃ (বায়ুসহিতঃ অগ্নিঃ, বায়ুশ্চ অগ্নিশ্চ) জলং মহী (ক্ষিতিশ্চ) ভূতানি (পূর্ব্বোক্তানি এতানি মহাভূতানি) যথা (যদ্বৎ) ভূতেষু (চরাচরেষু অনুগতত্বেন বর্ত্তন্তে) তথা (তদ্বৎ) অহং চ (অহমপি) মনঃপ্রাণ-ভূতেন্দ্রিয়-গুণাশ্রয়ঃ (মন আদীনি কার্য্যাণি গুণাঃ কারণং তেষামাশ্রয়ত্বেন অনুগতঃ অস্মি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে গোপীগণ! আমি সর্ব্বাত্মা, অতএব আমার সহিত কখনও তোমাদের বিচ্ছেদ হইতে পারে না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ক্ষিতি যেরূপ যাবতীয় চরাচর ভৌতিক পদার্থমধ্যে অবস্থিত, সেইরূপ আমিও তোমাদের মন, প্রাণ, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়গণ এবং গুণ সকলের আশ্রয়রূপে তাহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র প্রথমো জ্ঞানোপদেশরূপঃ সন্দেশঃ পরমবিজ্ঞান প্রতি তৎ প্রেম্ণোহন্যাধর্ষণীয়ঃ মহাবলবত্ত্বজ্ঞাপনার্থকঃ মন্দধিয়ঃ প্রতি তৎপ্রেমমাহাত্ম্যাচ্ছাদনার্থকশ্চ,—তথাহি ময়া গোপীভ্যো দাতুমুদ্ধবদ্বারা জ্ঞানামৃতং প্রেষিতং তদপি তাসাং প্রেমাগ্নিং নির্ব্বাপয়িতুমসমর্থং প্রত্যুত তত্তাপেনৈবাবলীঢ়ং বভূবেত্যহো তাসাং প্রেমপ্রাবল্যং মন্মনো যোগেশ্বরেণ ময়াপ্যুপদিষ্টো জ্ঞানযোগো বৈয়র্থ্যমগাৎ। যথা রাসারম্ভে কর্ম্মযোগ ইত্যন্তরঙ্গবিজ্ঞভক্তান্ প্রেম্ণঃ প্রাবল্যং প্রকাশয়ামাস। মহাপ্রেমবতীষ্বপি গোপীষু সর্ব্বহিতকারিণা পরমেশ্বরেণ মোক্ষসিদ্ধ্যর্থ্যং জ্ঞানোপদেশঃ কৃত ইত্যন্যান্ পণ্ডিতম্মন্যান্ মন্দধিয়ঃ প্রতি প্রেম্ণো মাহাত্ম্যমাচ্ছাদয়ামাস। পরমরহস্যত্বাদিত্যেবং ভক্তবিবুধান্ প্রেমামৃতস্য প্রদানেন পুষ্ণাতি। অভক্তাংস্তু সুরাপ্রদানেন বঞ্চয়তীত্যুভয়মেব মোহিনী সধর্ম্মণঃ শাস্ত্রস্যাস্য প্রয়োজনং জ্ঞেয়ম্। অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। ভগবানুবাচেত্যুদ্ধববাক্যম্। তত্রোবাচেতি লিটা মহা-

প্রেমবত্তোঽপি মৎপ্রভোরেতাদৃশবচনস্য প্রয়োজনং মম দুর্গমত্বাৎ পরোক্ষমেবেতি জ্ঞাপিতম্। ভবতীনাং মে ময়া সহ সদা বিয়োগো নাস্ত্যেব কথং রুদিত্বা রুদিত্বা মর্ত্তুমীহধ্বে ইতি ভাবঃ। কুতঃ সর্ব্বেষাং আত্মনা পরমাত্মনা। অহং হি পরমাত্মা ভবামি অত্র সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্বে গর্গাদয়ো মুনয়শ্চ, বরুণাদয়ো দেবাশ্চ প্রমাণং তস্মাৎ পরমাত্মরূপেণ ভবতীনাং দেহেঽপ্যহং বর্ত্তে এবেত্যতো ময়া সহ সদা সংযোগ এবেতি ভাবঃ। অত্র চ যথা রাসারম্ভে ধর্ম্মোপদেশবাক্যেঽপ্যাভ্যন্তরী শৃঙ্গারকথা স্বোপালম্ভনদোষনিবৃত্ত্যর্থা স্থাপিতা। তথাহি দিনান্তরে ভো কৃষ্ণ! কামুকশিরোমণে, ত্বয়া রাসকেলিদিনে কথমস্মাসু ধর্ম্মোপদেশঃ কৃত ইতি প্রেয়সীভিঃ সোপালম্ভমুক্তে সতি ভো অবিদুষ্যঃ, ময়া তু তদ্দিনে সম্ভোগকৃত্যোপদেশ এব কৃতঃ কথং মুগ্ধাভির্ভবতীভিঃ ধর্ম্মোপদেশ এবাবধারিত ইত্যুক্ত্বা "রজন্যেষা ঘোররূপে"ত্যাদি বাক্যানাং সম্ভোগকথারূপং দ্বিতীয়মর্থং কৃষ্ণো ব্যাচষ্টে স্ম। তথৈব সুদূরপ্রবাসান্তে ভাবিনী সংযোগে ভোঃ প্রাণনাথ, কথমস্মাসু মহাবিরহিণীযুদ্ধবদ্বারা ত্বয়া জ্ঞানোপদেশঃ কৃত ইত্যাভির্গোপীভির্বক্ষ্যমাণে ভোঃ অবিদগ্ধাঃ, ময়াতূদ্ধবদ্বারা প্রেমরীত্যুপদেশ এব কৃতঃ। কথং যুষ্মাভির্জ্ঞানোপদেশ এবাবধারিত ইত্যুক্ত্বা 'ভবতীনাং বিয়োগো মে' ইত্যাদি বাক্যানাং দ্বিতীয়ং প্রেমরীতিময়মর্থং ব্যাখ্যাস্যতীত্যত এতেষু বাক্যেষু বর্ত্তমান এব দ্বিতীয়ঃ প্রেমরীতিময়োঽর্থো ব্যাখ্যেয়ঃ। স যথা ভবতীনাং ময়া সহ বিরহো ন সর্ব্বেণাত্মনা কিন্ত্বেকেন দেহেনৈব আত্মশব্দস্য দেহ-জীব-মনোবুদ্ধিবাচিত্বাৎ প্রেমা হ্যাত্ম ধর্ম্ম এব মমাত্মবুদ্ধীন্দ্রিয়াদয়ো ভবতীষ্বেব স্থিতাঃ, কেবলমেকো দেহ এব ময়া মথুরামানীতঃ। ভবতীনামপ্যাত্মমনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াদয়ো ময্যেব বর্ত্তন্তে কেবলং দেহা এব তত্র ব্রজে স্থিতাঃ। কিন্ত্বহং সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বৈঃ প্রেমাধীন এব নিরূপিতঃ। অতএব প্রেম্নি মম নাস্তি স্বাতন্ত্র্যম্। প্রেমবতামস্মাকং পরস্পরদেহবিচ্ছেদ এব বিপ্রলম্ভস্তমারুহ্য প্রেমা সম্প্রত্যতিবর্দ্ধিতুমিচ্ছতি। অতো ময়া সোৎকণ্ঠেনাপি স্বদেহঃ কথং সাম্প্রতং ব্রজমানেতুং শক্যঃ, কিন্তু স এব প্রেমা স্বাভীপ্সিতাং বৃদ্ধিং প্রাপ্য বিপ্রলম্ভং দর্শয়িত্বা যদা সম্ভোগভূমিকামারোক্ষ্যতি তদৈব ময়া তদধীনেন স্বদেহো ব্রজমানেতব্য ইতি দেহেনাপি বিয়োগোঽপযাস্যতীতি ভাবঃ। কিন্ত্বহং উপাদানকারণত্বাদপি সর্ব্বভূতেষু বর্ত্তে এবেত্যাহ,—যথেতি। ভূতেষু চরাচরেষু ভূতানি মহাভূতানি। তান্যেব কানীত্যত আহ, —খমিতি। বায়ুগ্নি বায়ুসহিতোঽগ্নি যথা বর্ত্ততে তথৈবাহং মন আদীনি কার্য্যাণি গুণাস্তেষাং কারণং সর্ব্বেষামপি পরমকারণত্বেনাশ্রয়ঃ। তত্র তত্রানুগতো বর্ত্তে এবেত্যর্থঃ। পক্ষে—মাং সদা প্রেম্না ধ্যায়ন্তীনাং ভবতীনাং মনঃ-প্রাণ-বুদ্ধীরিন্দ্রিয়গুণান্ শব্দাদীংশ্চ আশ্রয়ামীতি। সঃ আশ্রিত্য তত্র তত্র স্ফুরন্নেবাহং সদা বর্ত্তে ইত্যর্থঃ॥ ২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই উদ্ধব সন্দেশে প্রথমে জ্ঞান উপদেশরূপ সন্দেশ পরম বিদ্বানগণের প্রতি, তাহা অন্যের অখণ্ডনীয় প্রেমের মহাবলবত্ব জ্ঞাপনের জন্য, মন্দবুদ্ধি গণের প্রতি ঐ প্রেমের মাহাত্ম্য আচ্ছাদনের জন্য, তাহা এই—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপীগণকে দান করিবার জন্য উদ্ধব দ্বারা জ্ঞানরূপ অমৃত প্রেরিত হইয়াছে, তাহাও গোপীগণের প্রেমরূপ অগ্নি নির্ব্বাপণ করিতে অসমর্থ, বস্তুত ঐ তাপে ব্রজদেবীগণ অধিক দগ্ধ হইলেন, অহো আশ্চর্য্য ব্রজদেবীগণের প্রেমের প্রবলতা আমার মন এবং যোগেশ্বর আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞানযোগ যাহার নিকট ব্যর্থ হইল। যেমন রাসের প্রারম্ভে কর্ম্মযোগ ব্যর্থ হইয়াছিল। এইভাব অন্তরঙ্গ বিজ্ঞভক্তগণের প্রতি প্রেমের প্রবলতা প্রকাশ করিলেন। মহা প্রেমবতী গোপীগণের নিকট সর্ব্বহিতকারী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রেরিত মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞান উপদেশ করা হইয়াছিল ইহা অন্য পণ্ডিতমানী মন্দ বুদ্ধিগণের প্রতি প্রেমের মাহাত্ম্য আচ্ছাদন করা হইয়াছে জ্ঞান গুধড়ী দ্বারা। যেহেতু ইহা পরম গোপনীয় অতএব ভক্তবিদ্বানগণের প্রতি প্রেমরূপ অমৃতের প্রদান দ্বারা প্রেমের পুষ্টি করে, কিন্তু অভক্তগণকে মদ্যপ্রদান দ্বারা বঞ্চনা করা হয়। এই উভয়ই মোহিনীর সমান ধর্ম্মপ্রাপ্ত এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের প্রয়োজন জানিবেন।

অতঃপর প্রকৃত কথার অনুসরণ করিতেছি শ্রীভগবান্ উবাচ—ইহা উদ্ধবের বাক্য, এস্থলে অতিশয় অতীতকালের ক্রিয়া প্রয়োগ হেতু মহা প্রেমবান্ আমার প্রভুর শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্যের কি প্রয়োজন

তাহা আমার পক্ষেও দুর্গম, এই কারণে পরোক্ষ উক্তি জানাইলেন। আপনাদের আমার সহিত সর্ব্বদা বিয়োগ নাইই। কি কারণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছেন—ইহাই ভাবার্থ। কিরূপে বিয়োগ নাই ? তাহা বলি—সকল প্রাণীর পরমাত্মারূপে আমি ভিতরে আছি, অর্থাৎ আমিই পরমাত্মা হই, এ বিষয়ে সর্ব্বশাস্ত্র গর্গ আদি সকল মুনিগণ ও বরুণাদি দেবগণ প্রমাণ। সেই হেতু পরমাত্মারূপে আপনাদের দেহে আমি আছিই। এই কারণে আমার সহিত আপনাদের সর্ব্বদা সংযোগ আছেই। এইখানেও যেমন রাসের আরম্ভে ধর্ম্ম উপদেশ বাক্য সমূহ মধ্যে শৃঙ্গার রসকথা নিজের তিরস্কার দোষ নিবারণের জন্য রাখিয়াছেন। তাহা এই—অন্যদিনে ব্রজদেবীগণ বলিতেছেন ওহে কৃষ্ণ ! কামুক শিরোমণি তুমি রাসকেলি দিনে কি কারণ আমাদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলে ? এইভাবে প্রেয়সীগণ কর্ত্তৃক তিরস্কার বাক্য উক্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—ওহে ! অবিদুষীগণ আমাকর্ত্তৃক ঐ দিনে সম্ভোগপর বাক্যই উপদেশ করা হইয়াছিল, মুগ্ধা আপনারা কেন উহাকে ধর্ম্ম উপদেশ বলিয়া ধারণা করিলেন ? এই বলিয়া, 'এই রাত্রি ঘোররূপা' এই সকল বাক্যের সম্ভোগ রূপ দ্বিতীয় অর্থ কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই প্রকার সুদূর প্রবাসের অন্তে ভবিষ্যৎ সংযোগে—ওহে প্রাণনাথ ! মহাবিরহিণী আমাদের নিকট কেন উদ্ধবদ্বারা তুমি জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলে ? গোপীগণ এই কথা বলিবেন, তজ্জন্য বলিতেছেন ওহে অবিদগ্ধাগণ ! আমি উদ্ধব দ্বারা প্রেমরীতি উপদেশই করিয়াছি, তোমরা কেন জ্ঞান উপদেশ বলিয়া ধারণা করিলে। সেইরূপ এস্থলে 'ভবতীনাং বিয়োগো মে' ইত্যাদি বাক্যের দ্বিতীয় প্রেমরীতিময় অর্থ ব্যাখ্যা করিবেন। অতএব এই সকল বাক্যে দ্বিতীয় প্রেমরীতিময় অর্থ ব্যাখ্যা করা উচিৎ।

তাহা যেমন আপনাদের আমার সহিত বিয়োগ সর্ব্ব প্রকারে নহে, কিন্তু একমাত্র দেহ দ্বারাই। **আত্মশব্দের দেহ, জীব, মন ও বুদ্ধি অর্থ হয়। সুতরাং প্রেমই আত্ম ধর্ম্ম, আমার আত্মা বুদ্ধি ইন্দ্রিয় আদি** আপনাদের মধ্যে আছে, কেবলমাত্র **এক দেহই আমি মথুরায়** আনিয়াছি আপনাদেরও আত্মা মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় আদি আমাতেই আছে কেবল আপনাদের দেহই সেই ব্রজে আছে। কিন্তু আমি সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রমাণে সকলের প্রেমাধীনই নিরূপিত আছি। অতএব প্রেমের উপর আমার স্বতন্ত্রতা নাই। প্রেমবান ও প্রেমবতী আমাদের পরস্পর দেহ বিচ্ছেদই, বিপ্রলম্ভ ভাব। তাহাতে আরোহণ করিয়া প্রেমভাব সম্প্রতি অতিশয় বৃদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। অতএব আমি ইচ্ছা করিলেও নিজ দেহকে কিরূপে এক্ষণে ব্রজে আনিতে পারি। কিন্তু সেই প্রেম নিজ ইচ্ছাধীন বৃদ্ধিলাভ করিয়া বিপ্রলম্ভ ভাব দেখাইয়া যখন সম্ভোগ ভূমিকাতে আরোহণ করিবে, তখনই আমি সেই প্রেমের অধীন হইয়া নিজদেহকে ব্রজে আনিতে পারিব অতএব দেহ জনিত বিয়োগ অপসারিত হইবে। কিন্তু আমি উপাদান কারণ রূপেও সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে বর্ত্তমান আছি—যেমন স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীর মধ্যে পৃথিবী আদি মহাভূত সমূহ আছে সেই আকাশ বায়ু অগ্নি এবং বায়ুর সহিত অগ্নি যেমন থাকে সেইরূপ আমি, মন আদি কার্য্যরূপগুণ সমূহ তাহাদের কারণ, সেইরূপ সকলের পরম কারণ আমিই আশ্রয় সেই সেই স্থানে অনুগত হইয়া বর্ত্তমান আছি।

অন্য পক্ষে আমাকে সর্ব্বদা প্রেমভাবে ধ্যানকারিণী আপনাদের মন প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় শব্দাদি গুণকেও আমি আশ্রয় করিয়া আছি। সেই প্রেম আপনাদের মন প্রাণ বুদ্ধিতে স্ফূর্ত্তি পাইয়া আমি সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছি ॥ ২৯ ॥

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু কারণত্বে সর্ব্বানুগতত্বে চ কার্য্যকারণভেদঃ স্যাদত আহ,—অহম্) আত্মমায়ানুভাবেন (স্বস্য মায়াশক্তিবলেন) আত্মনি (স্বস্মিন্নেব) ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা (ভূতানি চ ইন্দ্রিয়াণি চ গুণাশ্চ তদাত্মনা তৎস্বরূপভূতেন) আত্মনা (স্বেনৈব উপাদানেন) আত্মানং সৃজে (আত্মনিয়ম্যং বস্তুজাতং রচয়ামি, তং) হন্মি (অন্তকালে নাশয়ামি) অনুপালয়ে (স্থিতিকালে পালয়ামি চ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—আমি স্বকীয় মায়াশক্তিবলে নিজের মধ্যেই ভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণস্বরূপ নিজের দ্বারা নিজে-তেই সৃষ্টি, পালন এবং সংহার সাধন করিতেছি ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাহমেব কর্ত্তা অধিকরণং কর্ম্ম-চেত্যাহ,—আত্মন্যেবাধিষ্ঠানে আত্মনৈব কারণেন আত্মানমেব জগদ্রূপং সৃজে সৃজামি। ননু তং সচ্চিদা-নন্দস্বরূপঃ। জগদিদং ততো ভিন্নং প্রতীয়তে তত্রাহ,—আত্মনো মম যা মায়া শক্তিস্তস্যা অনুভাবঃ কার্য্যং তেন ভূতাদাত্মনা সৃজামি। তস্যা মদ্বহিরঙ্গশক্তিত্বা-জ্জগতোঽস্য মদ্রূপত্বং, নতু মৎস্বরূপত্বমিতি ভাবঃ। পক্ষে ভবতীনাং আত্মনি মনসি আত্মনা প্রযত্নেন আত্মানং স্বং সৃজাম্যাবির্ভাবয়ামি সম্ভোগাদিলীলার্থং মুহূর্ত্তং অনুপালয়ামি। ততো হন্মি অন্তর্ধাপয়ামি। কেন প্রযত্নেন আত্মমায়াপ্রভাবেন যোগমায়া-প্রভাব এব মম প্রযত্ন ইতি ভাবঃ। আত্মানং কথম্ভূতম্। ভূতান্যঙ্গানি ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি গুণাঃ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদয়ঃ। আত্মনো বুদ্ধ্যাদয়স্তেষাং দ্বন্দ্বৈক্যং তেন সহিতম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরো শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি কর্ত্তা আমি আধার ও আমি কর্ম্ম—আমারূপ অধিষ্ঠানে আত্মরূপ করণ দ্বারা, আত্মরূপ জগৎকে আমি সৃজন করি। যদি বল, তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, এই ভৌতিক জগৎ তোমা হইতে ভিন্নবোধ হইতেছে। তাহার উত্তরে বলি আমার যে মায়াশক্তি তাহার কার্য্য যে আকাশাদিভূৎ ঐ পঞ্চভূতদ্বারা বিশ্বসৃজন করি। আমার বহিরঙ্গা শক্তির কার্য্য বলিয়া এই জগৎকে আমার একটি রূপ বলা হয়, কিন্তু আমার স্বরূপ নহে। পক্ষান্তরে আপনাদের মনে চেষ্টাদ্বারা আমি আমাকে সৃজন করি অর্থাৎ সম্ভোগাদিলীলার জন্য আমাকে আবির্ভাব করাই এবং মুহূর্ত্তকাল পালন করি, তাহার পরে অন্তর্দ্ধান করাই। কোন চেষ্টা দ্বারা যদি বল, তাহার উত্তরে বলি নিজ যোগ-মায়া প্রভাবই আমার চেষ্টা। যদি বল, তোমার আত্মা কিরূপ? ভূতসমূহ অঙ্গসমূহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ আদি গুণ সমূহ নিজ বুদ্ধি আদি একত্র মিলাইয়া সৃজন করি ॥ ৩০ ॥

———

আত্মা জ্ঞানময় শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোঽগুণান্বয়ঃ।
সুষুপ্তি-স্বপ্নজাগ্রদ্ভির্মায়াবৃত্তিভিরীয়তে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু আত্মনো ভূতাদিরূপত্বে তদ্দোষ-প্রসঙ্গঃ স্যাৎ তত্রাহ) জ্ঞানময়ঃ (জ্ঞানস্বরূপঃ) ব্যতি-রিক্তঃ (গুণাদি ব্যতিরিক্তঃ, অতঃ) অগুণান্বয়ঃ (ন গুণেষু অন্বেতি অনুগতো ভবতীতি তথাভূতঃ) আত্মা (তু) শুদ্ধঃ (ভবতি, ননু অহং প্রত্যয়ে স্বসং-বেদ্যমেব আত্মনো নানাবস্থাবত্ত্বমিতি কুতঃ শুদ্ধতা তত্রাহ,—স তু) সুষুপ্তি-স্বপ্ন-জাগ্রদ্ভিঃ (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-স্বরূপাভিঃ) মায়াবৃত্তিভিঃ (মায়াকার্য্যমনো-বৃত্তিভিঃ) ঈয়তে (বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞরূপেণ প্রতীয়তে নতু স্বতঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—আত্মা জ্ঞানময় এবং গুণাতীত বলিয়া বস্তুতঃ গুণসমূহে অননুগত ও শুদ্ধ-স্বরূপ। তিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিরূপ মায়িক মনোবৃত্তি-নিবন্ধন বিশ্ব তৈজস এবং প্রাজ্ঞরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, স্বভাবতঃ তাদৃশ স্বরূপ নহেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি তব স্ব-স্বরূপং কিং, লোকৈঃ কথং বা জ্ঞেয়মিতি চেৎ? মৎস্বরূপস্তু গুণাতীত-মন্তর্য্যামিসংজ্ঞং সর্ব্বত্র প্রতীয়ত এবেত্যাহ,—আত্মা পরমাত্মা জ্ঞানময়ঃ, জ্ঞানং মায়াতীতং চিৎ, তন্ময়ঃ গুণৈঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা তৎসম্বন্ধাভাবা-চ্ছুদ্ধঃ। শরীরমধ্যবর্ত্তিত্বেঽপি ব্যতিরিক্তঃ। গুণাধি-ষ্ঠাতৃত্বেঽপি ন গুণান্ অন্বেতীতি সঃ। স তু সর্ব্বৈরপ্যনুমানগম্য ইত্যাহ,—সুষুপ্তেতি। ঈয়তে অনু-মীয়তে। যদুক্তং;—পক্ষে,—"গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্" ইতি। "ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ। দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ" ॥ ইতি চ আত্মা অহং জ্ঞানময়ঃ অত্র স্থিতোঽপি যুষ্ম-দ্বিষয়কাতিশয়জ্ঞানবান্,—নতু কদাচিদপি যুষ্মান্ বিস্মরামীত্যর্থঃ। স্থিতোঽপি মথুরাঙ্গনাসঙ্গদোষ-রহিতঃ যতো ব্যতিরিক্তো যুষ্মদ্বিয়োগখিন্নঃ কথমন্যা-রোচয়ামীতি ভাবঃ। যতো গুণান্বয়ঃ যুষ্মদ্গুণান্ সৌন্দর্য্য মধুর-কটাক্ষাবলোকাদীন্ অন্বেমি ধ্যানেন নিরন্তরং প্রাপ্নোমীত্যর্থঃ। এবম্ভূতো যুষ্মাভিরপি সদৈবাহমনুভূয়ঃ ইত্যাহ,—সুষুপ্তেতি। তত্র সুষুপ্তেন মমাত্মনোঽনুভূতচরস্য রূপগুণাদিসামান্যং স্বপ্নেন

তদ্বিশেষঃ। জাগরেণ তু হাস্য-লাস্যাদিসম্ভোগমাধুর্য্যময়ঃ। সাক্ষাদাত্মৈব ঈয়তে অনুভূয়তে এব ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল, তাহা হইলে তোমার নিজ স্বরূপ কি ? লোক সমূহ কি করিয়া বা জানিবে ? তাহার উত্তরে বলি—আমার স্বরূপ কিন্তু গুণাতীত অন্তর্য্যামী নামে সর্ব্বত্র বোধ হয়ই আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা জ্ঞানময়, জ্ঞান মায়ার অতীত চিৎ, সেই চিন্ময় গুণ সমূহ দ্বারা সৃষ্টি আদি করিলেও অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ না থাকায় অমি শুদ্ধ, সকলের শরীর মধ্যে থাকিয়াও পৃথক্, গুণের অধিষ্ঠাতা হইয়াও গুণসমূহে মিলিত নহে, ঐ পরমাত্মা কিন্তু সকলেরই অনুমান দ্বারা জ্ঞাতব্য, ইহাই বলিতেছেন—গাঢ় নিদ্রাকালে অনুমান করেন, আপনি সৃষ্টি লীলা প্রকাশদ্বারাও গুণসমূহের প্রকাশ দ্বারা অনুমান যোগ্য হয়েন। ভগবান্ হরি নিজ কর্ত্তৃক সর্ব্বভূতে লক্ষিত হন, চক্ষুদ্বারা বুদ্ধিআদিদ্বারা দৃষ্ট হন, লক্ষণ অনুমানের বিষয়ও হন, আমি আত্মজ্ঞানময়, এই মথুরাতে থাকিয়াও তোমাদের (ব্রজদেবী) বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানবান, কখনও কিন্তু তোমাদিগকে বিস্মৃত হইনা, মথুরায় থাকিয়াও মথুরাঙ্গনাগণের সঙ্গ দোষ রহিত, যেহেতু তোমাদের বিয়োগে কাতর। অতএব অন্য জন কিরূপে রুচিকর হইবে ? তোমাদের সৌন্দর্য্য মধুর কটাক্ষে অবলোকন আদি, তোমাদের গুণ সমূহ ধ্যানদ্বারা সর্ব্বদা প্রাপ্ত হই। এইপ্রকার তোমাদিগ-কর্ত্তৃকও সর্ব্বদাই আমি অনুভূত হই। গাঢ় নিদ্রা কালে আমার সামান্যরূপ গুণাদি অনুভব কর তাহার বিশেষ অনুভব স্বপ্নে দেখ, জাগরণ কালে হাস্য নৃত্য আদি সম্ভোগ মাধুর্য্য সাক্ষাৎভাবে আমাকেই অনুভব কর ॥ ৩১ ॥

যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(কুতঃ এতৎ, মনোনিরোধে তদভাবাদিতি ব্যতিরেকং দর্শয়িতুং মনোনিরোধং বিধত্তে) উত্থিতঃ (জাগ্রতঃ পুমান্) মৃষা স্বপ্নবৎ (যথা- মিথ্যাভূতমেব স্বপ্নং ধ্যায়তি এবং বাধিতান্ অপি) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (শব্দাদীন্ বিষয়ান্) যেন (মনসা) ধ্যায়েত (চিন্তয়েৎ, ধ্যায়ন্ চ যেন) ইন্দ্রিয়াণি প্রত্যপদ্যত (প্রাপ) বিনিদ্রঃ (অনলসঃ সন্) তৎ (মনঃ) নিরুন্ধ্যাৎ (নিযচ্ছেৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—জাগ্রত পুরুষ যেরূপ মিথ্যাভূত স্বপ্নের বিষয় স্মরণ করেন, সেইরূপ যে মনের দ্বারা শব্দাদি বিষয় সকল চিন্তা করিয়া উহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে, অনলসভাবে সেই মনের নিগ্রহ করিবে ॥৩২॥

বিশ্বনাথ—উপদিষ্টোঽয়ং জ্ঞানযোগো মনো নিরোধে সতি ফলতীতি মনো নিরোধং বিধত্তে, যেন মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ ধ্যায়েত উত্থিতঃ প্রবুদ্ধো জনঃ স্বপ্নবৎ স্বপ্নং যথা মৃষাভূতানপ্যর্থান্ ধ্যায়েৎ তন্মন ইন্দ্রিয়াণি চ নিরুন্ধ্যাৎ, যতো বিনিদ্রঃ সাবধান এব জনঃ প্রত্যপদ্যত। প্রতিপন্নো জ্ঞানবানভূদিতি পূর্ব্বাচারঃ প্রমাণিতঃ। পক্ষে উত্থিতঃ মূর্চ্ছাতঃ প্রবুদ্ধো ভবদ্বিধো জনঃ ইন্দ্রিয়ার্থান্ মদ্দর্শনসংস্পর্শনাধরপানালিঙ্গনাদীন্ বিষয়ান্ মদাবির্ভাবজনিতত্বাৎ সত্যানেব যেন মনসা স্বপ্নবন্মৃষাভূতানেব ধ্যায়েত তন্মনো নিরুন্ধ্যাৎ তিরস্কুর্বীত তদপ্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ। যতো বিনিদ্রঃ নিদ্রারহিত এব ভবদাদিঃ ইন্দ্রিয়াণি স্বনেত্রাদীনি প্রত্যপদ্যত প্রত্যক্ষত এব নিরঞ্জননীরাগনিশ্চন্দনানি অপদ্যত, জ্ঞাতবানেব যুষ্মাভিরনুরাগান্ধাভি র্মহাবিরহোৎকণ্ঠাবিগতবিচারাভির্মৎকর্ত্তৃকযুষ্মৎকর্ম্মকনানাবিধসম্ভোগোঽপি যন্মৃষাভূত এব মন্যতে এতদেব মে মহদ্দুঃখম্। অতএব তত্ত্বৎসত্যাপনার্থকমেতৎ সন্দেশপ্রেষণং মমেতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই উপদিষ্ট জ্ঞানযোগ মনের একাগ্রতা হইলেই ফল দেয়। এই কারণে মনে একাগ্রতার বিধি বলিতেছেন—যে মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে রূপ গুণাদি বিষয়ে প্রেরণ করে, জাগরণ কালে জনগণ, স্বপ্ন কালে যেমন মিথ্যাভূত সমূহকেও ধ্যান করে; সেই মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিবে। নিদ্রিত না হইয়া সাবধান ভাবে জনগণ যেমন মন সংযত করে, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পূর্ব্ব মহাজনের আচরণ অনুসরণ করে।

অন্যপক্ষে মূর্চ্ছা হইতে জাগিয়া আপনাদের ন্যায় জনগণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহকে অর্থাৎ আমার দর্শন, স্পর্শন, অধর সুধা পান, আলিঙ্গনাদি বিষয় সমূহকে আমার আবির্ভাব জনিত হইলেও যে মন দ্বারা স্বপ্ন-

বৎ মিথ্যা বলিয়াই ধ্যান কর, সেই মনকে নিরোধ অর্থাৎ তিরস্কার করিয়া সত্য মনে কর। যেহেতু নিদ্রাহীনেই আপনাদের ইন্দ্রিয় নিজ নয়নাদি প্রত্যক্ষই অঞ্জনহীন রাগহীন চন্দন বিহীন মনে কর। আপনারা জানেনই অনুরাগে অন্ধ ব্যক্তিগণ মহাবিরহ উৎকণ্ঠা বিচারহীন হইয়া আমাকর্ত্তৃক আপনাদিগকে নানা-বিধভাবে সম্ভোগ করিলেও যাহাকে মিথ্যাই মনে করেন। ইহাই আমার বড় দুঃখ অতএব ঐ সকল-কে সত্য বলিয়া জানাইবার জন্য আমার এই সন্দেশ প্রেরণ করিলাম ॥ ৩২ ॥

———

এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাঙ্খ্যং মনীষিণাম্।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তাবতা চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ) মনীষিণাং (বিবেকিনাং) সমাম্নায়ঃ (বেদঃ) যোগঃ (অষ্টাঙ্গঃ যোগঃ) সাংখ্যম্ (আত্মানাত্ম-বিবেকঃ) ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ) তপঃ (স্বধর্ম্মঃ) দমঃ (ইন্দ্রিয়-দমনং) সত্যং চ সমুদ্রান্তাঃ (সমুদ্র এব অন্তঃ সমাপ্তিঃ যাসাং তাঃ) আপগাঃ (নদ্যঃ) ইব এতদন্তঃ (এষ মনোনিরোধঃ অন্তঃ সমাপ্তিঃ ফলং যস্য সঃ তাদৃশো ভবতি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—নদী সকলের যেরূপ সমুদ্র পর্য্যন্ত সীমা নির্দ্দিষ্ট, সেইরূপ বিবেকিগণের বেদশাস্ত্র, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যজ্ঞান, সন্ন্যাস, স্বধর্ম্ম, ইন্দ্রিয় দমন এবং সত্যের সীমাও এই মনোনিরোধ পর্য্যন্তই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—মনোনিরোধার্থকা এব সর্ব্বশাস্ত্রোক্তা সর্ব্বেহপ্যুপায়া ইত্যাহ,—এতদন্ত ইতি। এষ মনো নিরোধ এব অন্তঃ সমাপ্তিঃ ফলং যস্য সঃ সমাম্নায়ঃ সম্পূর্ণো বেদঃ স তত্র পর্য্যবস্যতীত্যর্থঃ। যোগোহ-ষ্টাঙ্গঃ। সাঙ্খ্যমাত্মানাত্মবিবেকঃ। মার্গভেদেহপ্যেকত্র পর্য্যবসানে দৃষ্টান্তঃ ;— সমুদ্রান্তা আপগা নদ্য ইব। পক্ষে যথা,—মনো নিরোধে সত্যেব সংসারতরণং তথৈব ভবতীনামপি মদ্বিরহতরণং মনো নিরোধা-দেব। যৎ খলু মনঃ সত্যমপি মৎসঙ্গং ভবতীর-লীকত্বেন প্রত্যায়য়তীতি ভাবঃ। অর্থস্তূভয়ত্র তুল্য এব ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মনকে সংযত করিবার জন্যই সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশ এবং সর্ব্ব প্রকার সাধন। ইহাই বলিতেছেন—এই মন নিরোধ করাই তাহার ফল। সেই উপদেশ সমূহ সম্পূর্ণ বেদ যোগ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য-জ্ঞান, সাধন পথ বিভিন্ন হইলেও পরিশেষে একত্র সমাপ্তি। দৃষ্টান্ত যেমন নদী সমূহ, বিভিন্ন পর্ব্বত হইতে আসিয়া এক সমুদ্রেই মিলিত হয়। পক্ষান্তরে যেমন মন নিরোধ হইলেই সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এই প্রকারই আপনাদের আমার বিরহ সমুদ্র পার হওয়া মন সংযত দ্বারাই। আপনারা যে মন দ্বারা সত্য সত্যই আমার সঙ্গকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিতেছেন। উহাকে সত্য ভাবুন, অর্থত উভয় পক্ষে ব্যাখ্যা সমানই ॥ ৩৩ ॥

———

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যান-কাম্যয়া ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু কিং অন্যান্ ইব অস্মান্ আত্ম-বিদ্যয়া প্রলোভয়সি, বয়ন্তু সর্ব্বসুন্দর-সকল-গুণগণা-লঙ্কৃতেন ত্বয়া বিরহং নৈব সহাম ইতি চেদত আহ) প্রিয়ঃ (প্রীতিবিষয়ঃ) অহং তু ভবতীনাং (যুষ্মাকং) দৃশাং (চক্ষুষাং) দূরে বৈ যৎ বর্ত্তে (তিষ্ঠামি তৎ) মদনুধ্যান-কাম্যয়া (মদনুধ্যানার্থং অনুক্ষণং মচ্চিন্ত-নার্থমিত্যর্থঃ তচ্চ ধ্যানং) মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং (ভবতি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—আমি যে আপনাদের প্রিয় হইয়াও দৃষ্টিপথ হইতে দূরে অবস্থিত রহিয়াছি, তাহা কেবল মাত্র আমার বিষয়ে আপনাদের অনুক্ষণ চিন্তা উৎপা-দনের জন্যই জানিবেন, তাদৃশ চিন্তা দ্বারা মানসিক সন্নিকর্ষ ঘটিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভো উদ্ধব, এতেন সন্দেশেনাস্মাংস্তুং দ্বিগুণং জ্বালয়সি স্ম। তস্মাত্বং সন্দেশপ্রেষকং কাল-দেশ-পাত্রানভিজ্ঞং কিং ভ্রমমত্তং বা পরামর্শশূন্যং কিমাক্ষিপামঃ। এতদ্ব্রহ্মজ্ঞানং খলু ব্রজভূমাবস্যাং কঃ ক্রেষ্যতি ? যস্য ভাবস্ত্বয়া এতাবৎ দূরমানীতঃ। কিমেতে গোপীজনা জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্য্যামৃত-পায়িনঃ সংপ্রতি ব্রহ্মজ্ঞাননিম্বরসং পাস্যন্তি, মহাদুর্ভিক্ষে

হি বরমিহ স্ত্রিয়ঃ প্রাণান্ জহতি তদপি ঘাসং নাশ্নন্তি। শৃণু রে মহামূর্খ ! শৃণু ; ইদং ব্রহ্মজ্ঞানং খলু সংসার-রোগস্যৌষধং মহামুনিচিকিৎসকানাং হৃদয়পর্ণ-শালায়াং তিষ্ঠতি। কিমিদং কৃষ্ণপ্রেমমহারোগস্য ভেষজং ভবতি ? তে চিকিৎসকা অপি কিমিমং রোগং তাবৎ কদাপি পরিচিন্বন্ত্যপি সান্দীপনিমুনেঃ সকাশাচ্চিকিৎসাশাস্ত্রমধীত্য ত্বামুদ্ধবমধ্যাপ্য অস্মভ্যং প্রেমজ্বালোপশমকমৌষধং প্রেষয়ামাস। গচ্ছাধুনৈ-বাস্মৎপ্রেষিত ইদমৌষধং নীত্বা, স এব এতৎ পীত্বা অস্মদ্বিষয়কস্য প্রেমরোগস্য জ্বালাং ন্যবর্ত্তয়ৎ পুনরপি রোগশেষং নিবর্ত্তয়তু অস্মাকং প্রেমানলমহাজ্বালৈব শতজন্মপর্য্যন্তং বর্ত্ততাম্। নচৈতদৌষধস্পর্শোঽপি, কিমরে দাবানলোপশমকোঽপ্যম্বুরাশির্বজ্রানলমুপশম-য়িতুং শক্নোতি ? কিঞ্চাস্য সন্দেশস্যান্তরস্মৎকিঞ্চি-দনুকূলোঽপ্যর্থো যো যথা কথঞ্চিদ্ভাসতে স কিং তদভিপ্রেতো ঘুণাক্ষরন্যায়েনায়াতো বেতি ন তত্র বিশ্বসিম ইতি স-সংরম্ভং ব্রুবাণাসু তাসু ভো স্বামিন্যঃ, ক্ষণমবধত্ত ব্রহ্মজ্ঞানাদন্যমপি সন্দেশমানীতবানস্মী-ত্যুক্ত্বা তত্র শ্রোতুং শ্রদ্দধানাস্তাঃ প্রতি কৃষ্ণ-বাক্যমাহ, —যত্ত্বহমিতি। ভবতীনাং দৃশাং প্রিয়োঽপি যদধুনা দৃশাং দূরে বর্ত্তে তন্মদনুধ্যানকাম্যয়ৈব। তচ্চানু-ধ্যানং মনসঃ সন্নিকর্ষার্থম্। অতোঽধুনা ভবতীনাং মনসঃ সমীপ এব বর্ত্তে। একত্রোপলক্ষণমেতৎ। মম দৃশাং প্রিয়া অপি ভবত্যো যদধুনা দৃশাং দূরে স্থিতাস্তন্মনসঃ সমীপ এব বর্ত্তধ্বে ইত্যপ্যর্থঃ। তেন চ দৃক্সমীপবর্ত্তিত্বে মনোদূরবর্ত্তিত্বং, মনঃসমীপ-বর্ত্তিত্বে দৃগ্দূরবর্ত্তিত্বমাসক্তিবিষয়ীভূতস্য বস্তুনো ভবতি। অত্রাপি মনোদৃশোর্মধ্যে মনস এবাভ্যহিতত্বাৎ মনঃসমীপবর্ত্তিত্বমেব মদভীপ্সিতং তদেব ভবতীনা-মপ্যভীপ্সিতং ভবত্বিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রজদেবীগণ বলিতে পারেন অহে উদ্ধব ! এই সন্দেশ দ্বারা আমাদিগকে তুমি বিরহ তাপে দ্বিগুণ জ্বালাইতেছ। অতএব দেশ কাল পাত্র অনভিজ্ঞ সন্দেশ প্রেরক তাহাকে আর কি বলিব। বিচারশূন্য তোমাকেই বা কি তিরস্কার করিব। এই ব্রহ্মজ্ঞান নিশ্চয়ই এই ব্রজভূমিতে কে কিনিবে ? যাহার ভার তুমি এই দূরদেশে বহিয়া আনিয়াছ। এই গোপজনগণ জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত পানকারী, তাহারা কি নিম্বরসরূপ ব্রহ্মজ্ঞান সম্প্রতি পান করিবে ? মহা দুর্ভিক্ষ হইলেও এই স্ত্রীগণ প্রাণ ত্যাগ করিবে, তথাপি ঘাস খাইবে না। ওরে মহা-মূর্খ ! শুনরে শুন্ ! এই ব্রহ্মজ্ঞান নিশ্চয়ই সংসার রোগের ঔষধ—মহামুনি চিকিৎসকগণের হৃদয়রূপ পর্ণ কুটীরে থাকে। ইহা কি কৃষ্ণপ্রেম মহারোগের ঔষধ হইতে পারে ? সেই চিকিৎসকগণও ইহা কি রোগ, তাহা কোনদিনও নির্ণয় করিতে পারেন ? পারিলেও সান্দিপনী মুনির নিকট হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উদ্ধব তোমাকে পড়াইয়া আমা-দিগের নিকট প্রেমজ্বালা উপশমের ঔষধ বলিয়া প্রেরণ করিত। যাও যাও এখনই আমাদের প্রেরিত এই ঔষধ লইয়া যাও তিনিই এই ঔষধ পান করিয়া আমাদের বিষয়ে প্রেমরোগের জ্বালা নিবারণ করিয়া পুনঃরায় রোগ শেষ নিবারণের জন্য আমাদের প্রেমাগ্নি মহাজ্বালার দ্বারাই শতজন্ম পর্য্যন্ত ভোগ করুন, ঐ ঔষধ স্পর্শ করিবার প্রয়োজন নাই। অরে উদ্ধব দাবানল নিবারণের জন্য জলরাশির পরিবর্ত্তে বজ্রাগ্নি প্রেমজ্বালা নিবাইতে পারে ?

আরো বলি—এই সন্দেশের মধ্যে আমাদের কিঞ্চিৎ অনুকূল অর্থ আছে, যাহা যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাই-তেছি। তাহাও কি কৃষ্ণের অভিপ্রায় ঘুণাক্ষর ন্যায়ে এইখানে আসিয়াছে কিনা জানি না। এই সসম্ভ্রমে বলিতে ইচ্ছা কারিণী গোপিগণের মধ্যে উদ্ধব বলিতেছেন হে স্বামিনীগণ ! একক্ষণ মনোযোগ দিন। ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও অন্য একটি সন্দেশ আনিয়াছি। এই বলিয়া ব্রজদেবীগণ যখন শ্রবণের ইচ্ছা করিলেন। তাহাদের প্রতি কৃষ্ণবাক্য বলিতেছেন—আমি যে আপনাদের প্রিয় হইয়াও যে এখন দৃষ্টির বাহিরে দূরে আছি, তাহা আমার নিরন্তর ধ্যান বাসনা করি-য়াই। সেই নিরন্তর ধ্যান মনের নিকটে থাকার জন্য। অতএব এখন আপনাদের মনের নিকটেই আছি। ইহা একত্র থাকারই মত। আমার দৃষ্টি প্রিয়বস্তু আপনারাও যে এখন আমার দৃষ্টির দূরে আছেন, তাহাও আমার মনের নিকটেই আছেন। তাহা দ্বারাও দৃষ্টির নিকটে থাকিলে মনের দূরে থাকা হয়, মনের নিকটে থাকিলে দৃষ্টির দূরে থাকা হয়। ইহা আসক্তিযুক্ত বস্ত স্বরূপ। এস্থলেও মন

ও দৃষ্টির মধ্যে মনেই প্রসংশনীয় হেতু, মনের সমীপে থাকাই আমার বাঞ্ছিত, তাহাই আপনাদেরও বাঞ্ছিত হউক, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩৪ ॥

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—(এতদুপপাদয়তি শ্লোকত্রয়েণেত্যাহ) প্রেষ্ঠে দূরচরে স্ত্রীণাং চ মনঃ যথা (যদ্বৎ তত্র) আবিশ্য (সম্যক্ প্রবিশ্য) বর্ত্ততে, অক্ষিগোচরে (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যে) সন্নিকৃষ্টে (সমীপবর্ত্তিনি) চেতঃ (চিত্তং) তথা ন (তদ্বৎ আবিশ্য ন বর্ত্ততে) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—প্রিয়জন দূরবর্ত্তী হইলে স্ত্রীলোকের মন যেরূপ তাহার মধ্যে সম্যগ্‌ভাবে প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান থাকে, সাক্ষাৎ বর্ত্তমান থাকিলে মন সেরূপ হয় না ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—এতদেব স্ত্রীপুংসানামনুভবদর্শনায়োপপাদয়তি,—যথেতি। স্ত্রীণাঞ্চেতি চকারাৎ পুংসাঞ্চ দূরবর্ত্তিন্যাং প্রেষ্ঠায়াং যথা মন আবিশ্য বর্ত্ততে। ন তথা সন্নিকৃষ্টায়ামক্ষিগোচরীভূতায়াঞ্চেত্যর্থঃ ॥৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই স্ত্রী-পুরুষগণের অনুভব ও দর্শনের উপায় স্বরূপ বলিতেছেন—যথা ইত্যাদি। স্ত্রীগণের ও পুরুষগণের প্রিয়তম দূরবর্ত্তী হইলে যেমন মন আবিষ্ট হইয়া থাকে, নিকটে থাকিলে সেরূপ আবেশ হয় না। চক্ষুর নিকটে থাকিলেও সেইরূপ আবেশ হয় না ॥ ৩৫ ॥

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ যূয়ং) ময়ি (শ্রীকৃষ্ণে) বিমুক্তাশেষবৃত্তি (বিমুক্তা অশেষা বৃত্তির্যস্য তৎ) কৃৎস্নং (সমগ্রং) মনঃ আবেশ্য (সংস্থাপ্য) নিত্যং মাম্ অনুস্মরন্ত্যঃ (অনুচিন্তয়ন্ত্যঃ সত্যঃ তিষ্ঠথ তস্মাৎ) অচিরাৎ (সত্বরমেব) মাম্ উপৈষ্যথ (সমীপে প্রাপ্স্যথ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যেহেতু তোমরা মনের যাবতীয় বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক উহা আমার প্রতি সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদা আমাকেই নিরন্তর চিন্তা করিতেছ, সেইজন্য অচিরেই আমাকে নিকটে লাভ করিবে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—হং হো উদ্ধব, এষোঽপি সন্দেশঃ সম্প্রতি ত্বয়া স্বহৃদয়সম্পুটে এব স্থাপ্যতাং, সম্প্রতি কৃষ্ণেন যাঃ স্ত্রিয়ঃ সংভুজ্যন্তে কদাচিত্তাসাং দৃশাং দূরবর্ত্তিনী কৃষ্ণে ভবিষ্যতি সতি তাভ্য এব তদানীং ত্বয়া দাতব্যঃ। সম্প্রতি ব্রজস্থাস্ত নাস্য গ্রাহিকাঃ। যাসাং পূর্ব্বং ব্রজবর্ত্তিন্যপি দৃগ্‌গোচরীভূতেঽপি তস্মিন্ কৃষ্ণে একৈকনিমেষেণৈকৈকযুগকালং ব্যাপ্য স দৃগ্‌দূরবর্ত্তিকৃত এবাভূৎ, তদা তদৈব সহস্রশো বিরহেষু সহস্রকৃত্ব এব মনঃসন্নিকর্ষঃ খল্বভূদেবাসামিতি সাবহেলমাচক্ষাণাসু তাসু ভোঃ স্বামিন্যঃ! যদ্যেষোঽপি ন রোচতে তর্হ্যস্মাদপ্যন্যং সন্দেশং শৃণুত, ময়া তু বহব এব সন্দেশা আনীতা ইতি প্রোচ্য পুনঃ কৃষ্ণবাক্যমাহ,—ময়ীতি। বিশেষেণ মুক্তাস্ত্যক্তা গৃহপত্যাদিবিষয়াঃ অশেষাশ্চ স্ববৃত্তয়ো যেন তথাভূতং মনঃ ময়ি কৃষ্ণে আবিশ্য মাং নিত্যমনুস্মরন্ত্যো যূয়ং তদচিরাদেব মাং উপ স্বসমীপ এব বর্ত্তমানং এষ্যথ প্রাপ্স্যথ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ওহে উদ্ধব! এই সন্দেশও সম্প্রতি তুমি নিজ হৃদয় সম্পুটেই স্থাপন কর। সম্প্রতি কৃষ্ণের যে স্ত্রীগণ সম্ভোগ করিতেছে। পরে কখনও তাহাদের দৃষ্টির দূরবর্ত্তী কৃষ্ণ হইলে তাহাদিগকেই তখন তুমি এই সন্দেশ দান করিবে। পূর্ব্বে যাহাদের ব্রজ অবস্থিত গোপীগণেরও দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণে এক এক নিমেষে এক এক যুগ কাল ব্যাপিয়া তিনি দৃষ্টির দূরবর্ত্তী হইয়াই ছিলেন, সেই সেই কালে সহস্র সহস্র বিরহে সহস্র সহস্র বারই মনের সহযোগ হইয়াছিলই। তাহাদের অবহেলার সহিত দর্শনকারিণী সেই ব্রজদেবীগণের মধ্যে উদ্ধব বলিতেছেন—হে স্বামিনীগণ যদি এই সন্দেশও রুচিকর না হয় তাহা হইলে ইহা হইতে অন্য সন্দেশ শ্রবণ করুন, আমি বহু সন্দেশই আনিয়াছি। এই বলিয়া পুনরায় কৃষ্ণবাক্য বলিতেছেন 'ময়ি' ইত্যাদি। বিশেষভাবে গৃহপতি প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াছেন এবং নিজ বৃত্তিসমূহ অশেষভাবে ত্যাগ করিয়াছেন যে মন দ্বারা, সেই মন কৃষ্ণ আমাতে আবিষ্ট করিয়া আমাকে নিত্য নিরন্তর স্মরণ

করিয়া যে আপনারা অবস্থান করিতেছেন, তাহাতে অচিরেই আমাকে নিজ নিকটেই অবস্থিত পাইবেন ॥ ৩৬ ॥

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কল্যাণ্যঃ, যাঃ (স্বভর্ত্তৃভিঃ প্রতিবদ্ধা যা ব্রজস্ত্রিয়ঃ) রাত্র্যাং (শারদরজন্যাম্) অস্মিন্ বনে ক্রীড়তা (বিহারং কুর্ব্বতা) ময়া (সহ) অলব্ধরাসাঃ (অলব্ধক্রীড়াঃ সত্যঃ) ব্রজে আস্থিতাঃ (তাঃ) মদ্বীর্য্যচিন্তয়া (তত্র স্থিত্বৈব মৎপ্রভাব-ধ্যানেন) মা (মাম্) আপুঃ (প্রাপুঃ, মুক্তা বভূবু-রিত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে কল্যাণীগণ, যে সকল ব্রজরামা নিজ নিজ পতি কর্ত্তৃক গৃহে আবদ্ধ থাকায় শারদীয়া রজনীতে বনবিহাররত আমার সহিত রাসক্রীড়া উপভোগ করিতে পারে নাই, তাহারা ব্রজে থাকিয়াও মদীয় প্রভাব চিন্তা দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অত্রার্থে ভবতীনাং মধ্যে পূর্ব্বমন্তর্গৃহ-নিরুদ্ধা যা গোপ্যস্তা এব প্রমাণমিত্যাহ,—যা ইতি। অস্মিন্ বৃন্দাবনে রাত্র্যাং ক্রীড়তা ময়া সহ যা অলব্ধরাসা অভবন্ কুতঃ ব্রজে আস্থিতাঃ। ভর্ত্তৃ-ভির্নিরুদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ। তাঃ স্বমনোরথাসিদ্ধ্যা মদ্বিচ্ছেদমহাপীড়য়া চ মর্ত্তুকামা অপি কল্যাণ্যঃ কল্যাণবত্যো জীবন্ত্য এব মদ্বীর্য্যচিন্তয়া মা মাং তদৈ-বাপুঃ। তত্রৈবাবির্ভূয় রমমাণেন ময়া সার্দ্ধমেব তস্যাং রাত্রৌ ব্রজে স্থিতাঃ। তৎপররাত্রিষু রাসমপি প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে আপনাদিগের মধ্যে পূর্ব্বে যে গোপীগণ গৃহ মধ্যে অবরুদ্ধা ছিলেন, তাহারাই এ বিষয়ে প্রমাণ যা ইত্যাদি এই বৃন্দাবনে রাত্রিতে আমার সহিত রাসক্রীড়াকালে যাহারা রাস-ক্রীড়া লাভ করিতে পারেন নাই, কারণ ব্রজেই স্বামী-গণ কর্ত্তৃক আবদ্ধ ছিলেন, তাহারা নিজ মনোরথ অপূরণেও আমার বিচ্ছেদ-মহাপীড়াদ্বারা মরিতে ইচ্ছা করিয়াও কল্যাণীগণ জীবিতই থাকিয়া আমার প্রভাব চিন্তাদ্বারা তখনই আমাকে পাইয়াছিলেন। সেখানেই আবির্ভূত হইয়া ক্রীড়াকারী আমার সহিতই সেই রাত্রিতে ব্রজে থাকিলেন, তার পররাত্রি সমূহে রাসও পাইয়াছিলেন ইহাই অর্থ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং প্রিয়তমাদিষ্টমাকর্ণ্য ব্রজ-যোষিতঃ।
তা ঊচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগতস্মৃতীঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—তাঃ ব্রজ-যোষিতঃ (গোপ্যঃ) এবম্ (উদ্ধববর্ণিতং) প্রিয়তমাদিষ্টং (শ্রীকৃষ্ণাদেশম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) তৎসন্দেশাগত-স্মৃতীঃ (তৎসন্দেশাগতস্মৃতয়ঃ, তস্য সন্দেশেন আগতা স্মৃতির্যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ, তথাচ) প্রীতাঃ (সন্তুষ্টাঃ সত্যঃ) উদ্ধবম্ উচুঃ (কথয়ামাসুঃ) ॥৩৮॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—সেই ব্রজনারী-গণ উদ্ধব-বর্ণিত এবম্বিধ প্রিয়তমের আদেশ শ্রবণ-পূর্ব্বক তন্নিবন্ধন পূর্ব্ব স্মৃতি লাভ করিয়া প্রীতিবশতঃ উদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—তা অন্তর্গৃহনিরুদ্ধচর্য্য এবোচুঃ। তেন সন্দেশেন আগতাঃ স্মৃতির্যাসাং তাঃ। দ্বিতীয়া আর্ষী। আং সত্যমেব তস্যাং রাত্রৌ তেন রমমাণেনৈব সহ বয়মাস্মেতি স্মরন্ত্যঃ স্বানুভবং প্রমাণীকৃত্য উদ্ধবং প্রতি প্রীতাস্তা এব লৌকিকরীত্যা উদ্ধবং পপ্রচ্ছুঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—এই-রূপ প্রিয়তমের উপদিষ্ট সন্দেশ শ্রবণ করিয়া সেই অন্তর গৃহনিরুদ্ধ গোপীগণই বলিতেছেন—যাহাদের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল তাহারাই,—ওহো! সত্যই সেই রাত্রিতে ক্রীড়াশীল কৃষ্ণের সহিতই আমরা ছিলাম ইহা স্মরণ করিয়া নিজ অনুভবকে প্রমাণ করিয়া উদ্ধবের প্রতি প্রীত হইয়া তাহারাই লৌকিক রীতিতে উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৮ ॥

গোপ্য ঊচুঃ—

দিষ্ট্যাহিতো হতঃ কংসো যদূনাং সানুগোঽঘকৃৎ।
দিষ্ট্যাপ্তৈর্লব্ধসর্ব্বার্থৈঃ কুশল্যাস্তেঽচ্যুতোঽধুনা ॥৩৯

অন্বয়ঃ—গোপ্যঃ উচুঃ—দিষ্ট্যা (ইতি আনন্দ-সূচকমব্যয়পদং) যদুনাম্ অহিতঃ (শত্রুঃ) অঘকৃৎ (দুঃখকরঃ) সানুগঃ (অনুগৈঃ অনুচরৈঃ সহিতঃ) কংসঃ হতঃ (বিনষ্টঃ অভবৎ) দিষ্ট্যা অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অধুনা লব্ধসর্ব্বার্থৈঃ (পরিপূর্ণসর্ব্বকামৈঃ) আপ্তৈঃ (হিতৈঃ জনৈঃ সহ) কুশলী আস্তে (মঙ্গলেন বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—গোপীগণ বলিলেন,—ভাগ্যক্রমে যদু-গণের দুঃখদায়ক শত্রু কংস অনুচরগণের সহিত হত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি পূর্ণকাম আপ্তজনের সহিত কুশলে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—দিষ্ট্যা ভদ্রমিত্যর্থঃ। অহিতঃ শত্রুঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — গোপীগণ বলিতেছেন—ভাগ্যবশতঃ শত্রু কংস হত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

কচ্চিদ্‌গদাগ্রজঃ সৌম্য করোতি পুরযোষিতাম্।
প্রীতিং ন স্নিগ্ধসব্রীড়-হাসোদারেক্ষণার্চ্চিতঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সৌম্য, গদাগ্রজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্নিগ্ধসব্রীড়হাসোদারেক্ষণার্চ্চিতঃ (স্নিগ্ধঞ্চ তৎ সব্রীড়ং হাসেন উদারমীক্ষণং তেন অর্চ্চিতঃ সন্) নঃ (অস্মাকং করণীয়াং) প্রীতিং পুরযোষিতাং (তত্রত্য পুরনারীণাং বিষয়ে) করোতি কচ্চিৎ (করোতি কিম্ ?) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে সৌম্য, শ্রীকৃষ্ণের আমাদের প্রতি যে প্রীতিভাব কর্ত্তব্য, সম্প্রতি পুরনারীগণের স্নিগ্ধ সলজ্জ উদার দৃষ্টিপাতে অর্চ্চিত হইয়া তাহাদের প্রতি উক্ত প্রীতিভাব প্রকাশ করিতেছেন কি ? ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যাঃ সের্ষ্যমাহুঃ — কচ্চিদিতি। গদাগ্রজ ইতি। গদো দেবরক্ষিতায়াঃ প্রথমঃ পুত্রঃ দেবকীপুত্রমাত্মানং মত্বা সংপ্রতি তস্যাগ্রজোঽভূদিতি গোকুলসম্বন্ধস্তস্য শিথিলীভূত ইতি দ্যোতয়ামাসুঃ। নোঽস্মাকং স্নিগ্ধং চ তৎ সব্রীড়হাসেনোদারং চ যদীক্ষণং তেনাস্মাভিরর্চ্চিতঃ স সম্প্রতি পুরযোষিতাং প্রীতিমুৎপাদয়তি সহসাবলোকাদিভিস্তা অর্চ্চয়তি কিম্ ? শিব ! শিব ! অস্মদর্চ্চনীয়ঃ সংস্তাসামর্চ্চকোঽভূদিত্যস্মাকমেব দৌর্ভাগ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্য গোপীগণ ঈর্ষার সহিত বলিতেছেন—কচ্চিৎ ইত্যাদি। গদাগ্রজ বসুদেবের অন্য স্ত্রীর নাম 'দেবরক্ষিতা', তাহার প্রথম পুত্র নিজেকে দেবকী পুত্র মনে করিয়া সম্প্রতি তাহার অগ্রজ হইয়াছেন কৃষ্ণ। অতএব গোকুলের সম্বন্ধ তাহার শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহাই প্রকাশ করিতেছেন—আমাদের প্রতি স্নিগ্ধ ও তাহার সলজ্জ হাস্য এবং উদার যে দৃষ্টি তাহার দ্বারা আমাদিগ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি মথুরানাগরীগণের প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন, অর্থাৎ সহসা অবলোকন আদি দ্বারা তাহাদিগকে পূজিত করিতেছেন কি ? ভাল ভাল আমাদের পূজিত হইয়াও নাগরীগণের অর্চ্চনাকারী হইয়াছেন ইহা আমাদেরই দুর্ভাগ্য ইহাই ভাবার্থ ॥ ৪০ ॥

কথং রতিবিশেষজ্ঞঃ প্রিয়শ্চ পুরযোষিতাম্।
নানুবধ্যেত তদ্বাক্যৈর্বিভ্রমৈশ্চানুভাজিতঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(অন্যা উচুঃ) রতিবিশেষজ্ঞঃ (সম্ভোগ-নিপুণঃ) পুরযোষিতাং চ প্রিয়ঃ (সঃ) তদ্বাক্যৈঃ (তাসাং বাক্যৈঃ) বিভ্রমৈঃ চ (বিলাসৈশ্চ) অনুভাজিতঃ (পূজিতঃ সন্) কথং ন অনুবধ্যেত (কথং তাসু আসক্তো ন ভবেৎ অবশ্যমেবাসক্তো ভবেদিতি ভাবঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অন্য গোপীগণ বলিলেন,— রতিনিপুণ এবং পুরনারীগণের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বচন এবং বিলাসে পূজিত হইয়া কিরূপে আসক্ত না হইবেন ? ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ— অয়ি মুগ্ধাঃ, কিমিদমপি জিজ্ঞাসধ্বে ? অত্র সন্দেহ এব নাস্তীত্যন্যাঃ সোল্লুণ্ঠং সান্তঃকোপ-মাহুঃ,—কথমিতি। রতিবিশেষজ্ঞঃ স সাম্প্রতং পুর-যোষিতাং যোঽভূৎ কথং নানুবধ্যেত নাসক্তো ভবেৎ। তাসাং বাক্যৈস্তাদৃশৈর্বিভ্রমৈশ্চ অনুভাজিতঃ নিরন্তরং তা ভজন্নসৌ তৈর্ভাজিতঃ ভজনং কারিত ইত্যর্থঃ। তেন বয়ং গ্রামযোষিতঃ রতিবিশেষঞ্চ মহামত্তায় তস্মৈ ন দিৎসামহে। তাদৃশীং বাচমনুকূলাং বিভ্র-মাংশ্চ ন জানীম ইত্যতো বয়ং তেন তাঃ প্রাপ্য ত্যক্তা এবেতি নিশ্চিনুধ্বমিতি পৃচ্ছ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্য গোপীগণ—তোমরা মূঢ়া ইহাই কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহাতে সন্দেহই নাই, এই বলিয়া পরিহাসযুক্ত ও অন্তরে কোপযুক্ত হইয়া বলিতেছেন—'কথম্' ইত্যাদি। রতি বিশেষজ্ঞ তিনি সম্প্রতি পুরনাগরীগণের যাহা হইয়াছেন, তাহাতে কেন আসক্ত হইবেন না? তাহাদের বাক্য সমূহদ্বারা এবং বিভ্রমরূপ বিলাস বিশেষদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বদা তাহাদিগ-কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া এই কৃষ্ণ তাহাদের সেবা করিতেছেন। অতএব আমরা গ্রাম্য স্ত্রী, মহামত্ত তাহাকে রতি বিশেষও দান করিতে ইচ্ছুক নহি, ঐরূপ তাহাদের মত বাক্যের অনুকূল বিভ্রম আদিও জানিনা, অতএব আমরা তাহাকে পাইয়াও ত্যক্ত হইয়াছিই ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

অপি স্মরতি নঃ সাধো গোবিন্দঃ প্রস্তুতে ক্বচিৎ।
গোষ্ঠি-মধ্যে পুরস্ত্রীণাং গ্রাম্যাঃ স্বৈর-কথান্তরে ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—(কিমনয়া চিন্তয়া ইত্যপরা আহুঃ) সাধো, (হে সজ্জন) গোবিন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পুরস্ত্রীণাং (পুরনারীণাং বিদগ্ধানামিত্যর্থঃ) গোষ্ঠীমধ্যে (সভায়াং) স্বৈর-কথান্তরে (স্বচ্ছন্দতঃ প্রচলিত কথাভ্যন্তরে) ক্বচিৎ প্রস্তুতে (কস্মিংশ্চিৎ প্রসঙ্গে) গ্রাম্যাঃ (অবিদগ্ধাঃ) নঃ (অস্মান্ গোপীঃ) স্মরতি অপি (স্মরতি কিম্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অপর গোপাঙ্গনাগণ বলিলেন,—হে সজ্জনবর, শ্রীকৃষ্ণ পুরনারীগণের সভামধ্যে স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত কথামধ্যে কোনও প্রসঙ্গে এই গ্রাম্য গোপাঙ্গনাগণকে স্মরণ করেন কি? ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—অপীতি। সখ্যঃ, সত্যমেব ত্যক্তুমর্হত্বাত্তেন বয়ং ত্যক্তা এব। কিঞ্চ, লোকে হি অতিনিকৃষ্টা অপি সংভুক্তত্যক্তা অপি কেন চিদ্‌গুণাংশেন দোষাংশেন বা স্মৃত্যারূঢ়া কদাচিদ্ভবন্তীতি পৃচ্ছ্যতে ইত্যাহুঃ,—গ্রাম্যা অবিদগ্ধা স্বৈর-কথান্তরে গান-নর্ম্ম-প্রহেলীকবিত্বাদিরচনাকথামধ্যে। ভোঃ পুরস্ত্রিয়ঃ, যূয়ং যথা গানাদিকং জানীধ্বে এবমস্মদ্‌গোষ্ঠে গোপ্যোঽপি প্রায়ঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিজ্জানন্তি। যদ্বা, এবং নৈব তা গ্রাম্যত্বাজ্জানন্তীতি কিমস্মানুল্লিখতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপি ইত্যাদি। হে সখিগণ! সত্যই আমরা ত্যাগের যোগ্য বলিয়া কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আমরা ত্যক্ত হইয়াছি। তারো এই জগতে অতি নিকৃষ্টা স্ত্রীকেও সম্ভোগ করিয়া ত্যাগ করিলেও কোন একটু গুণের বা দোষের স্মরণ করিয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসা করে, ইহাই বলিতেছেন—আমরা গ্রাম্য স্ত্রী, অরসজ্ঞা স্বাভাবিক কথা প্রসঙ্গে অর্থাৎ গান হেঁয়ালি কবিত্যাদি রচনা প্রসঙ্গে কথা মধ্যে—ওহে পুরস্ত্রীগণ! তোমরা গান আদি কিছুই জাননা, আমার ব্রজের গোপীগণও প্রায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জানে অথবা তাহারা গ্রাম্য হেতু তোমাদের মত নয় তথাপি তাহারা জানে—এই বলিয়া আমাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন কি? ৪২ ॥

তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভি-
র্বৃন্দাবনে কুমুদ-কুন্দ-শশাঙ্ক-রম্যে।
রেমে কণচ্চরণনূপুর-রাসগোষ্ঠ্যা-
মস্মাভিরীড়িতমনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অন্যা উচুঃ) কুমুদ-কুন্দ-শশাঙ্ক-রম্যে (এতৈঃ রমণীয়ে) বৃন্দাবনে কণচ্চরণ-নূপুর-রাস-গোষ্ঠ্যাং (কণন্তি চরণনূপুরাণি যস্যাং তস্যাং রাস-গোষ্ঠ্যাং রাস-সভায়াং) অস্মাভিঃ প্রিয়াভিঃ ঈড়িত-মনোজ্ঞ-কথঃ (ঈড়িতা মনোজ্ঞাঃ কথা যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তদা যাসু (নিশাসু) রেমে (চিক্রীড়) কদাচিৎ তাঃ নিশাঃ স্মরতি কিম্? ৪৩ ॥

অনুবাদ—অন্য গোপনারীগণ বলিলেন,—কুমুদ, কুন্দ ও শশাঙ্ক-কর্ত্তৃক সুরম্য বৃন্দাবনে চরণনূপুর-নিনাদিত রাসসভায় এই প্রিয় গোপাঙ্গনাগণ তদীয় মনোজ্ঞ কথার স্তুতি করিতে থাকিলে তিনি যে সকল রজনীতে বিহার করিয়াছিলেন কখনও সেই সকল রজনীর স্মরণ করেন কি? ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভো ভো গোপ্যঃ, বক্রোক্ত্যা অলং তাসাং তস্য চ নিন্দয়া, স্পষ্টমেব কিং ন ব্রূধ্বে অন্য-বৈদগ্ধ্যাদিকমস্মদ্দৌর্ভাগ্যবশাৎ কৃষ্ণেন বিস্মর্যতাং নাম, স্ববাসঃ কথং বিস্মৃত ইত্যন্যাঃ সরোদনমাহুঃ,—তা ইতি। কুমুদ-কুন্দ-শশাঙ্কৈর্বৃন্দাবনীয়পুলিনস্য সর্ব্বশুক্লীকৃতত্বাদ্রম্যে। কণন্তি চরণনূপুরাণি যস্যাং

তস্যাং রাসগোষ্ঠ্যাং প্রিয়াভিরস্মাভিঃ সহ রেমে। ঈড়িতা বিমানচারিণীভিঃ স্বর্গাঙ্গনাভিরপি স্তুতাঃ কথা যস্য স ইতি তেন পুরাঙ্গনাঃ বরাক্যঃ কা বা কথা জানন্তি মথুরায়াং, ক্ব বা পুলিনমেতাদৃশং তদভিমতানি নৃত্য - গীত - বাদিত্রাণি চূড়া-মুকুট-স্থাপক-বনমালা-বীটিকাদিরচনা বা তত্র কাঃ কর্ত্তুং জানন্তীতি মথুরায়াং স্থিত্বা কৃষ্ণস্য সর্ব্বমেব সুখমস্তীভূতমিতি। তদীয়ানন্দাভাবমেব স্মৃত্বা বয়ং দুঃখেন ম্রিয়ামহে। বয়মিব তত্র কাশ্চিত্তদভিমতা বিলাসিন্যঃ স্যুশ্চেত্তাভিঃ সহ রাসলাস্যবেণুবাদ্যাদিবিনোদঞ্চ শৃণুয়াম চেত্তদাত্র তদ্বিরহেঽপি বয়ং সুখেনৈব বর্ত্তেমহীতি ধ্বনিতম্ ॥ ৪৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ওহে ওহে গোপীগণ! বক্র উক্তিদ্বারা মথুরানাগরীগণের ও শ্রীকৃষ্ণের নিন্দায় কি প্রয়োজন। স্পষ্ট ভাবেই বলনা কেন—অন্য রসজ্ঞতাদি আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ কৃষ্ণ বিস্মৃত হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু নিজের বাসভূমি কিরূপে বিস্মৃত হইলেন—ইহা অন্য গোপীগণ ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছেন—'তা' ইত্যাদি। কুমুদ কুন্দ চন্দ্রমা প্রভৃতি দ্বারা বৃন্দাবনের পুলিনকে সম্পূর্ণ শুক্ল করিয়াছিল। এমন রমণীয় বৃন্দাবনে চরণের নূপুর সমূহের ধ্বনি, যেখানে সেই রাসগোষ্ঠীতে প্রিয়া আমাদিগের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। যাহা দেখিয়া স্বর্গের রমণীগণও বিমানচারিণী হইয়া স্তব করিয়াছিলেন যার কথা, সেই রাসকথার নিকট পুররমণীগণ অতিক্ষুদ্র তাহাদের কথা মথুরাতেই বা কে জানে। সেখানে এইরূপ বৃন্দাবনের ন্যায় যমুনা পুলিন বা কোথায়? দেবীগণদ্বারা প্রশংসিত ঐরূপ নৃত্য গীত বাদ্য সমূহ, চূড়া মুকুট চন্দনের ছাপ, বনমালা, পানখিলি রচনা বা কোথায়? এই সকল কি মথুরাবাসিনীগণ করিতে জানে? মথুরায় থাকিয়া কৃষ্ণের সকল সুখই অস্তমিত হইয়াছে। তাহাকে আনন্দহীন ভাবে স্মরণ করিয়া আমরা দুঃখে মরিতেছি। আমাদের মত সেই মথুরাতে কৃষ্ণের অভিমত বিলাসিনী যদি থাকিত, তাহাদের সহিত রাসনৃত্য বেণুবাদনাদি ক্রীড়াও যদি শুনিতাম্ তাহা হইলে এখানে তাহার বিরহে থাকিয়াও আমরা সুখেই থাকিতাম ॥ ৪৩॥

অপ্যেষ্যতীহ দাশার্হস্তপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা।
সঞ্জীবয়ন্ নু নো গাত্রৈর্যথেন্দ্রো বনমম্বুদৈঃ ॥ ৪৪॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রঃ অম্বুদৈঃ বনং যথা (যথা ইন্দ্রঃ মেঘবর্ষণৈঃ গ্রীষ্মহতং বনং সঞ্জীবয়তি তথা) দাশার্হঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বকৃতয়া (স্বনিমিত্তয়া) শুচা (শোকেন) তপ্তাঃ ন (অস্মান্) গাত্রৈঃ (করস্পর্শাদিভিঃ) সঞ্জীবয়ন্ (সান্ত্বয়ন্) ইহ (ব্রজে) নু এষ্যতি অপি (পুনরাগমিষ্যতি কিম্) ॥ ৪৪॥

অনুবাদ—ইন্দ্র যেরূপ মেঘবর্ষণ দ্বারা গ্রীষ্ম সন্তপ্ত বনকে উজ্জীবিত করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তন্নিমিত্ত শোকসন্তপ্তা আমাদিগকে করস্পর্শাদি দ্বারা সঞ্জীবিত করিবার জন্য ব্রজে পুনরাগমন করিবেন কি? ৪৪॥

বিশ্বনাথ—ভোঃ সখ্যঃ, অতএব তস্মাৎ পুরাদুদ্বিগ্নঃ কৃষ্ণঃ শীঘ্রমত্রায়াত্বিতি তদাগমনমাশাসনম্। অন্যাস্তৎ সমভাবা আহুঃ,—অপীতি। স্বনিমিত্তেন শোকেন তপ্তা অস্মান্ স্বগাত্রৈর্দর্শিতৈঃ সংজীবয়ন্ কিং নু ইহৈষ্যতীতি ॥ ৪৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে সখীগণ! অতএব সেই মথুরা পুরী হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া কৃষ্ণ শীঘ্র এই ব্রজে আগমন করুন, তাহার আগমন আমরা আশা করি। অন্যগোপীগণ তাহাদের সমভাবাপন্ন হইয়া বলিতেছেন—'অপি' ইত্যাদি। তাঁহার নিমিত্ত শোকদ্বারা তপ্ত আমাদিগকে মেঘের ন্যায় ঘনশ্যাম নিজ শরীর দেখাইয়া আমাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তিনি কি এখানে আসিবেন ॥ ৪৪॥

কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ।
নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য প্রীতঃ সর্ব্বসুহৃদ্‌বৃতঃ ॥ ৪৫॥

অন্বয়ঃ—(অন্যাঃ উচুঃ) হতাহিতঃ (হতশত্রুঃ) প্রাপ্তরাজ্যঃ (রাজপদাধিষ্ঠিতঃ) নরেন্দ্রকন্যাঃ (রাজকন্যাঃ) উদ্‌বাহ্য (পরিণীয়) প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ) সর্ব্বসুহৃদ্‌বৃতঃ (সর্ব্বৈঃ সুহৃদ্ভিঃ বৃতঃ সন্ স্থিতঃ) কৃষ্ণঃ কস্মাৎ (কিমর্থম্) ইহ (ব্রজে) আয়াতি (আগমিষ্যতি, পূর্ব্বং অনন্যগতিকত্বেন অত্রাবসৎ, সম্প্রতি মহদৈশ্বর্য্যং প্রাপ্তঃ কস্মাৎ ইহাগমিষ্যতীত্যর্থঃ) ॥৪৫

অনুবাদ—অপর গোপনারীগণ বলিলেন,—সম্প্রতি শত্রুর বিনাশ এবং রাজপদলাভ হওয়ায় তিনি রাজ-

কন্যাগণকে বিবাহ করিয়া স্বজনগণে পরিবৃত অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতেছেন, অতএব কি জন্য আর এখানে আসিবেন ? ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ শ্রুত্বা অন্যা বাম্যময়স্বভাবাঃ ভোঃ সখ্যঃ, কৃষ্ণস্য রাসাদিভিঃ কিং সুখং তাবৎ মুগ্ধা যূয়ং কিমপি ন জানীধ্বে। তদভিমতসুখং মন্মুখাৎ শৃণুতেতি বক্রোক্ত্যাহুঃ,—কস্মাদিতি। অত্র গোচারণক্লিষ্টস্তত্র তু প্রাপ্তরাজ্যোঽভূৎ। অত্র গোপজাতিভিস্তত্রাপি পরকীয়াভিঃ কিং সুখং ? অত্র গোপস্তত্র তু নরেন্দ্র ইত্যাদি। উদ্বাহ্যেতি কুচিৎ পুরাণে মথুরাস্থস্য কৃষ্ণস্য রুক্মিণ্যুদ্বাহঃ কল্পভেদেন জ্ঞেয়ঃ। "প্রাপ্য মথুরা"মিত্যাধিকৃত্য "রামানিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্নৈঃ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভু"রিতি গোপালতাপন্যাঞ্চ শ্রূয়তে ॥৪৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত গোপীর কথা শুনিয়া অন্য গোপীগণ বাম্যময় স্বভাববশতঃ বলিতেছেন—ওহে সখীগণ ! কৃষ্ণের রাসাদিলীলাদ্বারা কি সুখ ? তোমরা মূঢ়া, কিছুই জাননা, তাহার অভিমত সুখ আমার মুখ হইতে শুন, এই বক্র উক্তির দ্বারা বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ এখানে কেন আসিবেন ? এখানে গোচারণে কষ্ট, সেখানে কিন্তু রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখানে গোপজাতিগণের সহিত, তাহাতে আবার পরকীয়া গণের সহিত কি সুখ ? এখানে গোপ সেইখানে রাজা, সেখানে রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছেন। কোন কোন পুরাণে মথুরাতেই কৃষ্ণের রুক্মিণী বিবাহ, কল্পভেদে জানিতে হইবে। গোপাল-তাপনী শ্রুতিতেও শুনা যায় তিনি মথুরায় গিয়া বলরাম অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন ও রুক্মিনীর সহিত বিরাজিত ॥৪৫

কিমস্মাভির্বনৌকোভিরন্যাভির্বা মহাত্মনঃ।
শ্রীপতেরাপ্তকামস্য ক্রিয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অন্যাস্তু পরমার্থমূচুঃ) বনৌকোভিঃ (বনবাসিনীভিঃ) অস্মাভিঃ (গোপীভিঃ) অন্যাভিঃ (রাজকন্যাভিঃ) বা মহাত্মনঃ (ধীরস্য) শ্রীপতেঃ (সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্র্যাঃ লক্ষ্মীদেব্যা অপি অধীশস্য) আত্মকামস্য (তত্রাপি স্বত এব প্রাপ্তকামস্য) কৃতাত্মনঃ (পূর্ণস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) কিং (কোঽপি) অর্থঃ ক্রিয়েত (ন কশ্চিদিত্যর্থঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—অন্য গোপীগণ যথার্থ তত্ত্ব বলিলেন,—**শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্ব্ব সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর অধীশ্বর, ধীরস্বভাব, আপ্তকাম এবং পরিপূর্ণস্বরূপ,** অতএব এই বনবাসিনী গোপাঙ্গনা অথবা রাজকন্যা দ্বারা তাঁহার আবশ্যক কি ? ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভোঃ সহচর্য্যঃ, প্রেমশূন্যে কৃষ্ণে ঈর্ষ্যাসূয়াদিকং ত্যজ্যতামিতি বদন্ত্যস্তস্য সর্ব্বত্রৌদাসীন্যমন্যা আহুঃ,—কিমিতি। ননু শ্রীপতিত্বাত্তস্যাং তস্য প্রেমাস্তি চেন্ন আপ্তকামস্য কৃতাত্মনঃ পূর্ণস্বরূপস্য তয়াপি কিং কোঽর্থঃ ক্রিয়তে। "যুগপর্য্যাপ্তয়োঃ কৃত"মিত্যমরঃ। পর্য্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা ততশ্চ কাচিদপি কন্যকা তস্য বিবাহার্থং নাহর্ত্তব্যেত্যুদ্ধবং প্রতি কিমপি নিগূঢ়ং তত্ত্বং সূচিতম্ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ওহে সহচরীগণ ! প্রেমশূন্য কৃষ্ণে ঈর্ষ্যা অসূয়াদি ত্যাগ কর, এই বলিয়া তাহার সর্ব্বত্র উদাসীনতা অন্য গোপীগণ বলিতেছেন—কৃষ্ণের আমাদের সহিত কি প্রয়োজন ? আমরা বনবাসিনী, যদি বল, তিনি শ্রীপতি হেতু লক্ষ্মীতে তাহার প্রীতি আছে, ইহাও বলিতে পার না। তিনি আত্মকাম পূর্ণস্বরূপ, অতএব লক্ষ্মীর সহিত কি প্রয়োজন ? অতএব কোনও কন্যা তাহার বিবাহের জন্য আহরণ করা উচিত নয়, উদ্ধবের প্রতি এইরূপ নিষেধ বাক্য। ইহা নিগূঢ়তত্ত্ব ॥ ৪৬ ॥

পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—নৈরাশ্যং হি (নিরাশভাব এব) পরং সৌখ্যং (পরমসুখজনকং ইতি) স্বৈরিণী (কামচারিণী) পিঙ্গলা (তন্নাম্নী কাচিৎ রমণী) অপি আহ (উবাচ) তথাপি তৎ (উপদেশবচনং) জানতীনাং (জ্ঞাতবতীনাং) নঃ (অস্মাকং) কৃষ্ণে (কৃষ্ণপ্রাপ্তিবিষয়ে) আশা দুরত্যয়া (দুষ্পরিহার্য্যা ভবতি) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—নিরাশ ভাবই পরম সুখজনক, ইহা পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যাও বলিয়াছে, সেই উপদেশ-বচন জানিয়াও আমাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তিবিষয়ে আশা দুষ্পরিহার্য্য ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি তৎপ্রাপ্ত্যাশা ত্যজ্যতামিতি চেন্ন

স্যা সর্ব্বথৈব ত্যক্তুমশক্যেত্যাহুঃ,—পরমিতি। তদপি কৃষ্ণে আশা কৃষ্ণবিষয়াহ্যাশা দুরত্যয়া সর্ব্বৈরেব দুস্ত্যজা। পিঙ্গলায়াঃ খলু পুরুষান্তর এবাশাসীদতঃ সা তয়া ত্যক্তেতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে তাহার প্রাপ্তির আশা ত্যাগ কর, ইহা যদি বল, তাহা সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ করিতে অসমর্থ, ইহাই বলিতেছেন—কৃষ্ণের বিষয়ে আশা ত্যাগ করা কঠিন সকলের পক্ষেই। পিঙ্গলা বেশ্যা যে আশা ত্যাগ করিয়া সুখী হইয়াছিল অন্য পুরুষেই তাহার আশা ছিল, তাহাই সে ত্যাগ করিয়াছিল ॥ ৪৭ ॥

———

ক উৎসহেত সন্ত্যক্তুমুত্তমঃশ্লোকসংবিদম্।
অনিচ্ছতোঽপি যস্য শ্রীরঙ্গান্ন চ্যবতে ক্বচিৎ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—কঃ (জনঃ) উত্তমঃশ্লোক-সংবিদং (উত্তমঃশ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সংবিদং একান্তবার্ত্তাং) সন্ত্যক্তুং (পরিহর্ত্তুম্) উৎসহেত (অভিলষেৎ ন কোঽপি ইত্যর্থঃ) শ্রীঃ (স্বয়ং লক্ষ্মীরপি) অনিচ্ছতঃ অপি (শ্রিয়মনপেক্ষমাণস্যাপি) যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অঙ্গাৎ (বক্ষসঃ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) ন চ্যবতে (নাপযাতি) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—ত্রিজগতে কোন্ ব্যক্তি উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের একান্ত বার্ত্তা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? যদিও তিনি পূর্ণকাম বলিয়া লক্ষ্মীদেবীর অপেক্ষা করেন না, তথাপি সেই লক্ষ্মীদেবী তাঁহার বক্ষোদেশ হইতে ক্ষণকালের জন্য বিচ্যুত হ'ন না ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, লোভী খলু লোভ্যং বস্তু প্রাপ্নোতু ন প্রাপ্নোতু বা কিন্তু তত্রৌৎসুক্যং ত্যক্তুং নোৎসহতে ইত্যাহুঃ,—ক ইতি। উত্তমঃশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য সংবিদং সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদ্যুপলব্ধিং ত্যক্তুং ক উৎসহেত ন কোঽপি। শ্রিয়মনপেক্ষমাণস্যাপি যস্য শ্রীর্লক্ষ্মীরেখা-রূপেণ বর্ত্তমানা অঙ্গাদ্বক্ষসঃ কদাপি ন চ্যবতে নাপ-যাতি ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর বলি, লোভী ব্যক্তি লোভনীয় বস্তু পাউক বা না পাউক, কিন্তু সে বিষয়ে ঔৎসুকতা ত্যাগ করিতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন—উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি উপলব্ধি ত্যাগ করিতে কে পারিয়াছে? কেহই পারে নাই। লক্ষ্মীদেবীকে কৃষ্ণ না চাহিলেও সেই লক্ষ্মী রেখারূপে থাকিয়া তাহার বক্ষ হইতে কখনও ছাড়িয়া যায় না ॥ ৪৮ ॥

———

সরিচ্ছৈল-বনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে।
সঙ্কর্ষণ-সহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, (উদ্ধব) সঙ্কর্ষণ-সহায়েন (বলদেব-সহিতেন) কৃষ্ণেন ইমে (দৃশ্যমানাঃ) সরিচ্ছৈল বনোদ্দেশাঃ (সরিতঃ নদ্যশ্চ শৈলাঃ গোবর্দ্ধনাদয়ঃ পর্ব্বতাশ্চ বনোদ্দেশাঃ বনভাগাশ্চ) গাবঃ (গোসমূহাঃ) বেণুরবাঃ (বংশীরবাশ্চ) আচরিতাঃ (ইহ সেবিতাঃ, অতঃ কথং তং বিস্মরামো বয়মিতি ভাবঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ এই সকল নদী, পর্ব্বত, বনবিভাগ, গোসমূহ এবং বংশীরবের সহিত বিচরণ করিয়াছেন অতএব কিরূপে তাঁহাকে বিস্মৃত হইব? ৪৯ ॥

———

পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপ-সুতং বত।
শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্বিস্মর্ত্তুং নৈব শক্নুমঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—বত (অহো, পূর্ব্বোক্তাঃ পদার্থাঃ) শ্রীনিকেতৈঃ (ধ্বজ-বজ্রাদিচিহ্ন-শোভাযুক্তৈঃ) তৎ-পদকৈঃ (শিলাদিষু অদ্যাপি বর্ত্তমানৈঃ পদচিহ্নৈঃ) পুনঃ পুনঃ নন্দগোপ-সুতং (শ্রীকৃষ্ণং) স্মারয়ন্তি (চিত্তমার্গে সমুপস্থাপয়ন্তি অতঃ) বিস্মর্ত্তুং (মনসঃ তৎপ্রসঙ্গং পরিহর্ত্তুং) ন এব শক্নুমঃ (কথমপি ন সমর্থা ভবামঃ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অহো! পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকল ধ্বজ-বজ্রাদিচিহ্নিত তদীয় পদচিহ্ন সকল ধারণ দ্বারা অদ্যাপি আমাদের চিত্তে তদীয় স্মৃতির উদয় করাইয়া দিতেছে, অতএব আমরা চিত্ত হইতে তৎপ্রসঙ্গ পরিত্যাগে সমর্থ নহি ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, তদ্বিস্মৃতৌ সত্যামাশাপি হীয়তে। সা ত্বমস্মাকং নৈব ঘটত ইত্যাহুঃ,—সরিদিতি ত্রিভিঃ। আচরিতাঃ সেবিতা অনুশীলিতাঃ। শ্রীনিকে-

তৈর্ধ্বজবজ্রাদিচিহ্নশোভাযুক্তৈঃ শিলাদিস্ববদ্যাপি বর্ত্তমানৈঃ ॥ ৪৯-৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও বলি, তাহার বিস্মৃতি হইলেও আশাও ত্যাগ করে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহাও ঘটিতেছেনা। ইহাই বলিতেছেন—'সরিৎ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকদ্বারা। শ্রীবলদেবের সহায়ে যমুনা, গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবনে বিভিন্ন বনে গোচারণ বংশী শিক্ষা ইত্যাদি লীলা করিয়াছেন। সেই সকল স্থানে তাঁহার চরণের ধ্বজ বজ্র আদি চিহ্ন সমূহের শোভাযুক্ত শিলাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারিব না ॥৪৯-৫০॥

গত্যা ললিতয়োদার-হাসলীলাবলোকনৈঃ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তং বিস্মরাম হে ॥৫১

অন্বয়ঃ—হে (উদ্ধব) ললিতয়া (মনোজ্ঞয়া) গত্যা (তস্য গমন-ভঙ্গ্যা) উদার-হাস-লীলাবলোকনৈঃ (উদারহাসশ্চ লীলাবলোকনানি চ তৈঃ) মাধ্ব্যা (মধুময্যা) গিরা (বাক্যেন চ) হৃতধিয়ঃ (হৃতবুদ্ধয়ঃ বয়ং) কথং (কেন প্রকারেণ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) বিস্মরাম (বিস্মরামঃ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে উদ্ধব, আমরা তদীয় মনোজ্ঞ গমনভঙ্গী, উদার হাস্য, সলীল দৃষ্টিপাত এবং মধুময় বাক্যে হৃতচিত্তা হইয়াছি, অতএব কিরূপে তাঁহাকে বিস্মৃত হইব ? ৫১ ॥

হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্থিনাশন।
মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবাৎ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—হে নাথ, (হে প্রভো) হে রমানাথ, (লক্ষ্মীপতে) ব্রজনাথ, (হে ব্রজস্বামিন্) আর্ত্তিনাশন, (হে দুঃখবিনাশন হে) গোবিন্দ, বৃজিনার্ণবাৎ (দুঃখসাগরাৎ) মগ্নম্ (ইদং) গোকুলং (ব্রজমণ্ডলম্) উদ্ধর (রক্ষ ইত্যর্থঃ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, হে রমানাথ, হে ব্রজপতে, হে দুঃখবিনাশন, হে গোবিন্দ, আপনি দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন এই ব্রজমণ্ডলকে সম্প্রতি উদ্ধার করুন্ ॥৫২॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি সরিদাদিষু কুত্রাপ্যগত্বা বস্ত্রেণ নেত্রমাবৃত্য ধিয়া মনোঽন্যত্র নীত্বা স বিস্মর্য্যতাং, তত্রাস্মাকং ধীর্নাস্ত্যেব তেনৈব হৃতত্বাদিত্যাহঃ,—গত্যেতি। মাধ্ব্যা মধুরয়া। হে উদ্ধব, ততশ্চোদ্ধবমপ্যনাদৃত্য পরমার্ত্ত্যা মথুরাভিমুখীভবন্ত্যঃ কৃষ্ণাভিমুখেনৈব সম্বোধয়ন্ত্যঃ সদৈন্যরোদনমাহুঃ,—হে কৃষ্ণ, অযোগ্যানামপ্যস্মাকং চিত্তাকর্ষক, হে রমানাথ, রময়াপি নাথ্যমানাদ্ভুতমাধুর্য্যরসবিলাসাদিমহাসম্পত্তে, হে ব্রজনাথ, ব্রজস্তাং নাথেতি। হে আর্ত্তিনাশন, পূর্ব্বং গোবর্দ্ধনং ধৃত্বা ইন্দ্রকৃতানার্ত্তিমনাশয়ৎ ভবানিত্যর্থঃ। সম্প্রতি তু ত্বদ্বিরহাদেব সর্ব্বতোঽপ্যধিকে বৃজিনস্যার্ণব এব অদ্য শ্বো বা নশ্যদেব গোকুলং স্বয়মেবাগত্যোদ্ধর, হে গোবিন্দ, স্বপালিতচরীঃ স্বীয়গবীবিন্দস্ব। অলং দূতপ্রস্থাপনয়েতি ভাবঃ ॥ ৫১-৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে যমুনা প্রভৃতি কোথাও না গিয়া বস্ত্র দ্বারা চক্ষু আবরণ করিয়া বুদ্ধি দ্বারা মনকে অন্যত্র লইয়া কৃষ্ণকে বিস্মৃত হও। ইহা যদি বল, তাহাতে আমাদের বুদ্ধি নাইই, বুদ্ধিটি তিনিই হরণ করিয়া লইয়াছেন—ইহাই বলিতেছেন —মধুর বাক্যদ্বারা।

হে উদ্ধব ! বলিয়া তাহার পর উদ্ধবকে অনাদর করিয়া পরম আর্ত্তিসহকারে মথুরার দিকে মুখ ফিরাইয়া কৃষ্ণকেই সম্বোধন করিয়া দৈন্যের সহিত রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ ! অযোগ্য হইলেও আমাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছ, হে রমানাথ !—লক্ষ্মীদেবীরও প্রার্থনীয় অদ্ভুত মাধুর্য্যরস বিলাসাদি মহাসম্পত্তিবান। হে ব্রজনাথ ! —ব্রজ তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে। হে আর্ত্তিনাশন ! —পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রকৃত দুঃখ সমূহ আপনি নাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কিন্তু তোমার বিরহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ সমুদ্রেই পড়িয়া আজ অথবা কাল নাশ পাইবেই, তুমি স্বয়ংই আসিয়া গোকুলকে উদ্ধার কর। হে গোবিন্দ ! নিজ পালিত তোমার গাভীগণকে লাভ কর, দূত পাঠাইবার প্রয়োজন নাই ॥ ৫১-৫২ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈর্ব্যপেত-বিরহ-জ্বরাঃ।
উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুর্জ্ঞাত্বাত্মানমধোক্ষজম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ততঃ (তদনন্তরং) তাঃ (গোপ্যঃ) কৃষ্ণসন্দেশৈঃ (উদ্ধব-কথিতকৃষ্ণ-বার্ত্তাভিঃ) ব্যপেত-বিরহ-জ্বরাঃ (ব্যপেতঃ ব্যপগতঃ বিরহজ্বরঃ কৃষ্ণবিয়োগদুঃখং যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ শ্রীকৃষ্ণম্) অধোক্ষজং (তঞ্চ) আত্মানং জ্ঞাত্বা উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুঃ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্তর গোপীগণ উদ্ধব-বর্ণিত কৃষ্ণসন্দেশে বিরহ-সন্তাপ-শূন্যা হইয়া তাঁহাকে অধোক্ষজ-আত্মস্বরূপ জানিতে পারিয়া উদ্ধবের পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্ শুচঃ।
কৃষ্ণ-লীলা-কথাং গায়ন্ রময়ামাস গোকুলম্ ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ—[স (উদ্ধবঃ)] গোপীনাং শুচঃ (শোকান্) বিনুদন্ (অপনয়ন্) কতিচিৎ মাসান্ (তত্র) উবাস (বাসং চকার, অপি চ) কৃষ্ণলীলা-কথাং (শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাসম্বন্ধিনীং কথাং) গায়ন্ (কীর্ত্তয়ন্) গোকুলং (ব্রজং) রময়ামাস (আনন্দয়ামাস) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপে উদ্ধব গোপীগণের শোকাপনোদন সহকারে কতিপয় মাস তথায় অবস্থান এবং কৃষ্ণলীলাকথা-কীর্ত্তন সহকারে ব্রজমণ্ডলের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তাসু দুঃখেনাশামপি শিথিলয়িত্বা মর্ত্তুমুদ্যতাসু অন্যানপ্যতিরহস্যান্ সন্দেশানুক্ত্বা উদ্ধবস্তা আনন্দয়ামাসেত্যাহ,—ততস্তা ইতি। ততস্তদনন্তরং যে কৃষ্ণ-সন্দেশাঃ পূর্ব্বসন্দেশেভ্যোঽভিন্নাস্তৈরিত্যন্বয়ঃ। তে চ সন্দেশাঃ শ্রীশুকেনাবিবৃতা অপি ফলতো জ্ঞেয়াঃ। যথা ভোঃ প্রাণপ্রেয়স্যঃ, মৎপ্রেষিতস্যোদ্ধবস্যাগ্রে যুষ্মাভিশ্চক্ষূংষি মুদ্রয়িতব্যানি ; ততশ্চ পূর্ব্বং যথা গোপালকাশ্চক্ষুর্মুদ্রণেন মুঞ্জাটবীদাবানলাদুদ্ধৃতাস্তথৈব বিরহানলাস্তবতীরপ্যুদ্ধরিষ্যামি, পশ্যত মে যোগবলমিতি সন্দেশশ্রবণেন তা যদৈব চক্ষূংষি মুদ্রয়ামাসুস্তৎক্ষণমধ্য এব শতকোটিবর্ষসময়ং যোগমায়য়া প্রবেশ্য তত্র তাভিঃ সহ রাসবৃন্দাবনবিহারদ্যূতমধুপান-জলবিহারহিন্দোলনাদিবিলাসানন্যালক্ষিতান্ কৃষ্ণস্তাবচ্চক্রে। যাবদ্ভিঃ সা বিরহপীড়া সম্যগেব বিস্মৃতা ভবেৎ। ততশ্চ তাসামঙ্গানাানন্দপ্রমুদিতান্যালক্ষ্য মুহূর্ত্তানন্তরং ভো স্বামিন্যঃ, সাম্প্রতং চক্ষূংষি উন্মীলয়তেত্যুদ্ধবেনোক্তে সতি তাশ্চক্ষূংষ্যুন্মীল্য অধোক্ষজং অধঃকৃতেভ্যোঽক্ষিভ্যঃ নিমীলিতেভ্যো নেত্রেভ্যঃ পরঃসহস্রানন্দপ্রাপ্ত্যা পুনর্জাতমিব আত্মানং স্বং জ্ঞাত্বা পূজয়াঞ্চক্রুঃ। ভোঃ প্রেমবত্যঃ, যদি যূয়ং প্রাণাংস্ত্যক্তুমীহধ্বে তর্হি যুষ্মদ্দশাং শ্রুত্বা অহমপি প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি নাত্র সন্দেহঃ, শপথ-সহস্রং কুর্ব্বন্নহং ব্রবীমি, যূয়মেব প্রাণা ভবথ, ব্রজং গন্তুং প্রতিক্ষণম্ যতমানোঽপ্যহং যন্ন শক্নোমি তত্রায়ং কাল এব কর্ম্মৈব বা ব্যাখ্যাত-লক্ষণঃ প্রেমৈব বা প্রতিবন্ধক ইত্যহং শঙ্কে। ইত্যেবম্প্রকারকৈঃ সন্দেশৈর্ব্যপেতো বিরহজ্বরঃ স্বেষু তৎপ্রেমাভাবনিশ্চয়লক্ষণঃ সন্তাপো যাসাং তাঃ, অধোক্ষজং কৃষ্ণং আত্মানং আত্মতুল্যং বিরহসন্তাপজর্জ্জরং জ্ঞাত্বা কিং বা আত্মানং আত্মানঃ স্বানেব অনাঃ প্রাণা যস্য তথাভূতমধোক্ষজং কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুরিতি। ভোঃ উদ্ধব, সাধূক্তমতঃ পরং কষ্টেনাপি স্বপ্রাণান্ বয়ং রক্ষিষ্যামঃ, এবং যদীমং সন্দেশং ত্বং নাখ্যাস্যস্তদা বয়মমরিষ্যামৈব, ততশ্চ সর্ব্বনাশ এবাভবিষ্যদতোঽস্মদিষ্টা সর্ব্বরক্ষা ত্বয়া কৃতেতি তং সম্মানয়ামাসুঃ। আত্মানং স্বস্বজীবাত্মানং অধোক্ষজং পরমাত্মানং জ্ঞাত্বেতি প্রকটোঽর্থোঽসুরমোহনার্থ এব, ন তু বাস্তবঃ, শাস্ত্রস্যাস্য মোহিনীসাধর্ম্যাৎ। নহি কেনাপি প্রেমরসাস্বাদিনা ভক্তেনাত্মৈক্যজ্ঞানং কদাপি রোচিতাম্। আভ্যঃ প্রেমিভক্তমুকুটমণিভ্যস্তৎ কথং রোচতাম্,—"তৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্"। ইত্যার্ষশাস্ত্রতাৎপর্য্যাভিজ্ঞৈঃ স্বামিচরণৈরপ্যুক্তম্। নাপি বলবতাপ্যাত্মজ্ঞানেন সম্পূর্ণঃ প্রেমা ক্বাপ্যবরীতুং শক্যো দৃষ্টঃ। বসুদেবার্জ্জুনয়োরপি মহৈশ্বর্য্যদর্শনোদ্দীপিতদাস্যভক্ত্যৈব বাৎসল্যসখ্যভাবাবাবৃতৌ, ন তু ব্রহ্মজ্ঞানেন। যত্তু "তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতা" ইতি ব্রজৌকসাং ব্রহ্মরসনিমগ্নত্বং শ্রূয়তে, তদপি ব্রহ্মজ্ঞানস্য তদরোচকত্বজ্ঞাপনার্থমেব। তে এব তত্র 'উদ্ধৃতা' ইতি পদং প্রযুক্তম্। যথা সংসারকূপাজ্জীবা উদ্ধ্রিয়ন্তে তথৈব ব্রহ্মরসাত্তে ব্রজৌকস উদ্ধৃতা ইতি। কিঞ্চ, আসামুৎপন্ননির্ভেদাত্মজ্ঞানবত্বে

'গোপ্যো হসন্ত্যঃ পপ্রচ্ছুঃ রামসন্দর্শনাদৃতাঃ। কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণঃ পুরস্ত্রীজনবল্লভ' ইতি। কথং নু গৃহ্ন্ত্যনবস্থিতাত্মনো, 'বচঃ কৃতঘ্নস্য বুধাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ' (১০।৬৫।১৩) ইত্যাদ্যগ্রিমবচনানি সাভিমানান্যজ্ঞানদ্যোতকানি ন সন্তবয়ুরিতি বিবেচনীয়ম্ ॥৫৩-৫৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—অনন্তর ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের আশাও দুঃখের সহিত শিথিল করিয়া মরিবার উদ্‌যোগ করিলে শ্রীউদ্ধব আর অন্য অতি গোপন সন্দেশ বলিয়া ব্রজদেবীগণকে আনন্দিত করিলেন 'ততস্তা' ইত্যাদি। অতঃপর যে সকল কৃষ্ণসন্দেশ পূর্ব্বসন্দেশ হইতে ভিন্ন ঐসকল দ্বারা উদ্ধব সান্ত্বনা দিতেছেন। ঐসকল সন্দেশ শ্রীশুকদেব বর্ণন না করিলেও ফলতঃ জানিতে হইবে। যেমন—ওহে প্রাণ প্রেয়সীগণ! আমার প্রেরিত উদ্ধবের সম্মুখে তোমরা চক্ষুমুদ্রিত করিবে। তাহা হইলে পূর্ব্বে যেমন গোপবালকগণ চক্ষুমুদ্রিত করিলে মুঞ্জাটবীর দাবানল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, সেইরূপ বিরহ অনল হইতে আপনাদিগকেও উদ্ধার করিব। আমার যোগবল দেখুন, এই সন্দেশ শ্রবণ করিয়া ব্রজদেবীগণ যখনই চক্ষুমুদ্রিত করিলেন সেইক্ষণ মধ্যেই শত কোটি বৎসর সময়কে যোগমায়াদ্বারা প্রবেশ করাইয়া সেই ব্রজে ব্রজদেবীগণের সহিত রাসলীলা, বৃন্দাবন বিহার, পাশাখেলা, মধুপান, জলকেলী, হিন্দোলাদি বিলাস অন্যের অলক্ষিত ভাবে কৃষ্ণ করিলেন। যে পর্য্যন্ত ঐ বিরহ পীড়া সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হন। তৎপরে ব্রজদেবীগণের অঙ্গসমূহ আনন্দপূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া মুহূর্ত্ত পরেই ওহে দেবীগণ! এখন চক্ষু উন্মীলন করুণ ইহা উদ্ধব বলিলে পর তাহারা চক্ষু উন্মীলন করিয়া অধোক্ষজ কৃষ্ণকে অর্থাৎ চক্ষুমুদ্রিত করিলে পর সহস্রাধিক আনন্দ পাইয়া পুনর্জন্মের ন্যায় নিজেকে জানিয়া কৃষ্ণকে পূজা করিলেন।

কৃষ্ণ বলিতেছেন—ওহে প্রেমবতীগণ! যদি তোমরা প্রাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমাদের দশা শুনিয়া আমিও প্রাণ ত্যাগ করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই। সহস্র সহস্র শপথ করিয়া আমি বলিতেছি—তোমরাই আমার প্রাণ হও, ব্রজে যাইতে প্রতিক্ষণে আমি চেষ্টা করিলেও যাইতে পারিতেছি না, তাহার কারণ এই—কালই, বা কর্ম্মই, বা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ প্রেমই প্রতিবন্ধক ইহা আমি শঙ্কা করিতেছি। এই প্রকার সন্দেশ সমূহ দ্বারা নিজেদের বিরহ জ্বর অর্থাৎ নিজেদের কৃষ্ণপ্রেম অভাব নিশ্চয় করিয়া যে সন্তাপ ভোগ করিতেছিলেন সেই গোপীগণ অধোক্ষজ কৃষ্ণকে নিজেদের ন্যায় বিরহ জ্বালায় জর্জ্জরিত জানিয়া অথবা নিজেদের প্রাণকে কৃষ্ণের প্রাণ এইরূপ কৃষ্ণকে জানিয়া উদ্ধবকে পূজা করিলেন।

ওহে উদ্ধব! উত্তম বলিয়াছ ইহার পর কষ্ট করিয়াও নিজ প্রাণকে আমরা রক্ষা করিব। যদি তুমি এইরূপ সন্দেশ না বলিতে, আমরা তাহা হইলে মরিতামই, তাহা হইলে সর্ব্বনাশই হইত। অতএব আমাদের ভাগ্যে তুমি সকলই রক্ষা করিলে। এই বলিয়া উদ্ধবকে সম্মান করিলেন। এবং নিজ নিজ জীবাত্মাকে কৃষ্ণরূপী পরমাত্মা জানিলেন—এস্থলে স্পষ্ট অর্থ অসুরমোহনের জন্যই, বাস্তব অর্থ নহে। এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রটী-মোহিনী অবতারের সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রেমরস আস্বাদনকারী কোন ভক্তও নিজের আত্মার সহিত ভগবানকে একজ্ঞান করা কখনও রুচিকর নহে। প্রেমভক্ত মুকুটমণি এই ব্রজদেবীগণের সম্বন্ধে কৃষ্ণের সহিত নিজ আত্মার ঐক্য কিভাবে রুচিকর হয়? শ্রীকৃষ্ণ কথারূপ অমৃত সমুদ্রে মহানন্দে বিহারকারী কোন কোন সুকৃতিমান্ ভক্তগণ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ চতুর্বর্গকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বোধ করেন।—এই ঋষি শাস্ত্রে তাৎপর্য্যে অভিজ্ঞ শ্রীশ্রীধরস্বামিচরণও ইহাই বলিয়াছেন। ইহাও নহে যে বলবান ব্যক্তি আত্ম-জ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণ প্রেম কোথাও আবরণ করিতে সমর্থ দেখিয়াছেন। বসুদেব ও অর্জ্জুন মহা ঐশ্বর্য্য দর্শনদ্বারা প্রভাবিত হইয়া দাস্য ভক্তিদ্বারাই বাৎসল্য সখ্যভাবদ্বয় আবৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা নহে। আর যে ব্রজবাসিগণের ব্রহ্মরসে নিমগ্নকথা শুনা যায়, তাহাও ব্রজবাসিগণের অরুচিকর জানাইবার জন্যই। সেইস্থলে কৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছিল—এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন সংসারকূপ হইতে জীবগণকে উদ্ধার করেন, সেইরূপই ব্রহ্মরস হইতে ব্রজবাসিগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

এই ব্রজদেবীগণের নির্ব্বেদ আত্মজ্ঞান থাকিলেও

(জাত হইলেও) "বলরামকে দর্শন করিয়া আদর-পূর্ব্বক গোপীগণ হাঁসিতে হাঁসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন — পুরস্ত্রীজন বল্লভ কৃষ্ণ সুখে আছেন ত'। অগ্রে (১০।৬৫।১৩) অন্য গোপীগণ বলিলেন—সেইখানে বুদ্ধিমতি পুরনারীগণ কিজন্য সে ঐ অস্থির চিত্ত অকৃতজ্ঞ কৃষ্ণের বাক্য বিশ্বাস করে, তাহাই আশ্চর্য্য। অভিমানের সহিত অন্যজ্ঞান প্রকাশক বাক্য সমূহ সম্ভব হইবে না—ইহাই বিচারণীয় ॥ ৫৩-৫৪ ॥

যাবন্ত্যহানি নন্দস্য ব্রজেঽবাৎসীৎ স উদ্ধবঃ।
ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণ্যাসন্ কৃষ্ণস্য বার্ত্তয়া ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ উদ্ধবঃ যাবন্তি (যাবৎ পরিমিতানি) অহানি (দিনানি ব্যাপ্য) নন্দস্য ব্রজে অবাৎসীৎ (বাসমকরোৎ) কৃষ্ণস্য বার্ত্তয়া (নিরন্তর-কৃষ্ণ-কথা-লোচনেন) ব্রজৌকসাং (ব্রজবাসিনাং তাবন্তি অহানি) ক্ষণপ্রায়াণি (ক্ষণতুল্যত্বেন অবগতানি) আসন্ (অভবন্) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—উদ্ধব এইরূপে যতকাল ব্রজমণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন, নিরন্তর কৃষ্ণকথার আলোচনায় ব্রজবাসিগণের নিকট সেই দিনসকল ক্ষণকালতুল্য প্রতীয়মান হইয়াছিল ॥ ৫৫ ॥

সরিদ্বন-গিরি-দ্রোণীর্বীক্ষন্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্।
কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্ ॥৫৬

অন্বয়ঃ—হরিদাসঃ (শ্রীকৃষ্ণসেবকঃ স উদ্ধবঃ) সরিদ্বন-গিরিদ্রোণীঃ (সরিতঃ নদ্যঃ বনানি গিরয়ঃ দ্রোণ্যঃ গহ্বরাঃ এতান্ পদার্থান্ তথা) কুসুমিতান্ (পুষ্পশোভিতান্) দ্রুমান্ (বৃক্ষান্) বীক্ষন্ (পশ্যন্) ব্রজৌকসাং কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ (সরিদাদিষু প্রত্যেকং শ্রীকৃষ্ণং লীলাপ্রশ্নাদিভিঃ সম্যক্ স্মারয়ন্) রেমে (বিজহার) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণসেবক উদ্ধব নদী, বন, পর্ব্বত, গহ্বর এবং পুষ্পশোভিত বৃক্ষসকল দর্শন-কালে প্রত্যেক স্থানে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক প্রশ্নদ্বারা ব্রজ-বাসিগণের চিত্তে কৃষ্ণস্মৃতির উদ্বোধনপূর্ব্বক আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষণপ্রায়াণীতি। উদ্ধবস্যান্বর্থনামত্বা-দ্ভগবতাপ্যানন্দদাতৃত্ব স্বশক্ত্যর্পণাচ্চেতি গম্যতে ॥ ৫৫-৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ক্ষণপ্রায় ইত্যাদি—উদ্ধবের নামটি যথার্থ আনন্দ স্বরূপ এবং শ্রীভগবান্ কৃষ্ণও নিজ আনন্দ দাতৃত্ব শক্তি তাহাতে অর্পণ করায় সেই উদ্ধব যে পর্য্যন্ত নন্দ মহারাজের ব্রজে বাস করিয়া-ছিলেন সেই দিনগুলি কৃষ্ণকথার আবেশে ব্রজবাসি-গণের এক ক্ষণমাত্র বোধ হইয়াছিল ইহাই জানা যায় ॥ ৫৫-৫৬ ॥

দৃষ্ট্বৈবমাদি গোপীনাং কৃষ্ণাবেশাত্মবিক্লবম্।
উদ্ধবঃ পরমপ্রীতস্তা নমস্যন্নিদং জগৌ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—উদ্ধবঃ গোপীনাম্ এবমাদি (এব-ম্প্রকারং) কৃষ্ণাবেশাত্ম-বিক্লবং (কৃষ্ণাবেশেন আত্মনো মনসো বিক্লবং বৈক্লব্যং) দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ (সন্) তাঃ (গোপীঃ) নমস্যন্ (নমস্করিষ্যন্) ইদং (বক্ষ্যমাণং) জগৌ (কীর্ত্তয়ামাস) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—উদ্ধব গোপীগণের কৃষ্ণাবেশনিবন্ধন এবম্বিধ মানসিক বিকার দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে নমস্কারপূর্ব্বক এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—'এবমাদিচরিত'মিতি শেষঃ। কৃষ্ণা-বেশেনাত্মনো মনসো বিক্লবো দিব্যোন্মাদাদির্যত্র তৎ। নমস্যন্নিদং নমস্কারমন্ত্রমিব জগাবুচ্চৈরুচ্চারয়ামাস। ক্ষত্রিয়জাতেরপি 'স্বস্য গোপস্ত্রীনমস্কৃতিরন্যায্যা ন ভবতীতি দর্শয়িতু'মিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইত্যাদি গোপীগণের 'চরিত' এই শব্দটি এই পদ্যের সহিত যোগ করিতে হইবে। কৃষ্ণের আবেশে মন: বিকল হওয়ায় ব্রজগোপীগণের দিব্য উন্মাদ আদি যে ব্রজে প্রকট হইল, উদ্ধব তাহা দেখিয়া ব্রজদেবীগণকে নমস্কার মন্ত্র পাঠ করিয়া (চরণে ধরিয়া নহে) এইরূপ উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় জাতি হইয়াও উদ্ধব গোপস্ত্রীগণের নমস্কার নিজের ন্যায্য হয় না, ইহা দেখাইবার জন্য—ইহা শ্রীধরস্বামিচরণ বলিয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত-কথারসস্য ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—নিখিলাত্মনি (সর্ব্বেষাং আত্মভূতে) গোবিন্দে এব (অনন্যগতত্বেন কেবলং শ্রীকৃষ্ণে এব) রূঢ়ভাবাঃ (পরম-প্রেমবত্যঃ) এতাঃ গোপবধ্বঃ ভুবি পরং (কেবলং) তনুভৃতঃ (শরীরিণ্যঃ সার্থক জন্মান ইত্যর্থঃ) যৎ (যং রূঢ়ং ভাবং) ভবভিয়ঃ (মুমুক্ষবঃ) মুনয়ঃ (মুক্তা অপি) বয়ং চ (মাদৃশাঃ ভক্তজনাশ্চ) বাঞ্ছন্তি (সততং প্রার্থয়ন্তি, অতঃ) অনন্ত-কথারসস্য (অনন্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কথাসু রসঃ রাগঃ যস্য তস্য) ব্রহ্মজন্মভিঃ (বিপ্রসম্বন্ধিভিঃ শৌক্র-সাবিত্র-যাজ্ঞিকৈঃ ত্রিভিঃ জন্মভিঃ) কিং (কো নাম অতিশয়ঃ যত্র তত্র জাতঃ স এব সর্ব্বোত্তম ইত্যর্থঃ। যদ্বা অনন্তকথাসু রসো যস্য তস্য ব্রহ্মভিশ্চতুর্মুখ জন্মভিরপি কিমিত্যর্থঃ) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে এই গোপীগণের অনন্যগত পরম প্রেম উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহারাই কেবলমাত্র সার্থকজন্ম লাভ করিয়াছেন। মুমুক্ষু মুনিগণ এবং মাদৃশ ভক্তজন সর্ব্বদা এতাদৃশ পরম প্রেমভাব প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকথা-রসিক ব্যক্তিগণের শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিক—এই ত্রিবিধ জন্মেই বা কি অথবা চতুর্মুখ-জন্মেই বা কি ? যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহারা সর্ব্বোত্তম ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—তাসাং সর্ব্বোৎকৃষ্টং মাহাত্ম্যমাহ —পঞ্চভিঃ। এতাঃ পরং কেবলং তনুভৃতঃ সফল-জন্মানঃ। রূঢ়ভাবাঃ মহাভাববত্যঃ। যদিতি যং নিরূঢ়ভাবং ভবভিয়ো মুমুক্ষবঃ। মুনয়ো মুক্তাঃ বয়ঞ্চ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনোঽপি ভক্তাঃ বাঞ্ছন্তি নতু প্রাপ্নুবন্তি। অতোঽনন্তকথাসু রসো রাগো যস্য তস্য ব্রহ্মজন্মভির্বিপ্রসম্বন্ধিভিঃ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈস্ত্রিভির্জন্মভিশ্চতুর্ম্মুখজন্মভি র্বা কিং কোঽতিশয়ঃ ন কোঽপি। যতোঽনন্তকথাসু রাগ এব সর্ব্বোৎকর্ষ-প্রতিপাদকো নান্য ইতি ভাবঃ। যদ্বা, অনন্তকথাসু অরসো যস্য তস্য বিপ্রজন্মভি র্বা কিম্। যতস্তৎ-কথাসু রাগাভাব এব তত্তৎসর্ব্ববৈফল্যপ্রতিপাদক ইতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীব্রজদেবীগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য বলিতেছেন পাঁচটি শ্লোকদ্বারা। শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিতেছেন—এই ব্রজদেবীগণই একমাত্র জন্ম সফল করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে মহাভাববতী যে নিরূঢ় ভাবকে মুমুক্ষুগণ মুনিগণ মুক্তগণ এবং আমরা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গি ভক্তগণও বাঞ্ছা করি, কিন্তু পাইনা। অতএব শ্রীকৃষ্ণকথাতে অনুরাগ যাঁহার সেই বিপ্র-সম্বন্ধে শৌক্র সাবিত্র যাজ্ঞিক এই ত্রিবিধ জন্ম বা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা জন্ম ইহা হইতে অধিক কি, কিছুই নহে। যেহেতু কৃষ্ণকথাতে অনুরাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক, অন্য কিছুই নহে।

অথবা কৃষ্ণকথাতে অরস যাঁহার তাঁহার ব্রাহ্মণ জন্মাদিদ্বারা কি লাভ ? যেহেতু কৃষ্ণকথাতে অনুরাগের অভাবই সেই সেই সর্ব্বপ্রকার গুণের বিফলতা প্রতিপাদক ॥ ৫৮ ॥

ক্বেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক্ব চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষা-
চ্ছ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ঈশ্বরপ্রসাদ এব মহত্ত্বে কারণং তস্য চ ন জাতিরাচারো বা জ্ঞানং বা কারণং, কিন্তু কেবলং ভজনমেব ইত্যাহ) ব্যভিচারদুষ্টাঃ (স্বপতিং ত্যক্ত্বা ভগবদ্রমণং যদ্যপি অনভিজ্ঞঃ জননিন্দনীয়ং তথাপি অভিজ্ঞজনশাস্ত্রয়োঃ পরমার্হণীয়মিতি ন ব্যভিচারঃ তথাপি ব্যভিচারসাধর্ম্ম্যাদেব ব্যভিচার উক্তঃ, অতঃ অত্র ব্যভিচারদুষ্টা ইত্যস্য ব্যভিচারেণ দুষ্টা ইব ইত্যর্থঃ) ইমাঃ বনচরীঃ (বনচর্য্যঃ) স্ত্রিয়ঃ (গোপ্যঃ) ক্ব (কুত্র বর্ত্তন্তে) পরমাত্মনি কৃষ্ণে (পরমাত্ম-শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে) এষঃ রূঢ়ভাবঃ (পরমং প্রেম) ক্ব চ এব (কুত্র বা বর্ত্ততে, দ্বয়োঃ মহৎ অন্তরমিত্যর্থঃ) ননু (অহো) ঈশ্বরঃ (ভগবান্ শ্রীহরিঃ) উপযুক্তঃ (সেবিতঃ) অগদরাজঃ (অমৃতম্) ইব (অমৃতত্বেন অজ্ঞাত্বা সেবিতং অপি অমৃতং যথা সেবকস্য শ্রেয়ঃ দদাতি তথা ইত্যর্থঃ) অনুভজতঃ (নিরন্তরং ভজনশীলস্য)

অবিদুষঃ (তৎস্বরূপানভিজ্ঞস্য) অপি (সেবকস্য) সাক্ষাৎ শ্রেয়ঃ (অভীষ্টং ফলং) তনোতি (দদাতি) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—লোকদৃষ্টিতে ব্যভিচারদোষ-গ্রস্তা বনবাসিনী এই গোপীগণ কোথায় ? আর পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক তাদৃশ পরম প্রেমই বা কোথায় ? অহো ! লোক যদি অমৃতের স্বরূপ না জানিয়া উহা সেবন করে, তাহা হইলেও অমৃত যেরূপ সেবকের কল্যাণ উৎপাদন করে ; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানভিজ্ঞ ব্যক্তিও যদি সর্ব্বদা তাঁহার ভজন করেন, তাহা হইলে তিনিও তাঁহার সাক্ষাৎ অভীষ্টফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাজ্জনানাং মহোৎকর্ষে ভক্তিরেব কারণং ন তু তপো জ্ঞানাদিকম্। সাচ ভক্তিঃ স্বয়ং সর্ব্বোৎকৃষ্টাপি সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিতত্বেন সর্ব্বোৎকৃষ্টেঽপি স্থলেন তিষ্ঠতি, সর্ব্বলোকবিগীতত্বেনাতি-নিকৃষ্টেঽপি স্থলে তিষ্ঠতি, স্থিত্বা চ তদেব স্বাস্পদং সর্ব্বোৎকৃষ্টং সর্ব্বপূজ্যং সর্ব্বদুর্লভপদবীকঞ্চ করোতীতি সবিস্ময়ং সরোমাঞ্চমাহ,—ক্বেতি দ্বাভ্যাম্। ইমাঃ স্ত্রিয়ঃ ইতি। স্ত্রীত্বেন গোপসন্ততিত্বেম চ জাত্যা বিগীতাঃ। বনচরীর্বনচর্য্য ইতি বনভ্রমণশীলত্বাৎ স্বভাবেনাপি ব্যভিচারদুষ্টা ইত্যাচারেণাপি বিগীতা। ইমাঃ ক্ব কৃষ্ণে পরমাত্মনি বৈকুণ্ঠনাথাদিভ্য আত্মভ্যোঽপি পরমে সর্ব্বাংশিনি পূর্ণস্বরূপে রূঢ়ভাবঃ ভক্তেরপি পরমমহান্ বিলাসো মহাভাবঃ ক্বেত্যন্তাসম্ভবে ক্বদ্বয়প্রয়োগঃ। অহো অত্যাশ্চর্য্যমিতি বিমৃশ্য ক্ষণং বিভাব্য জ্ঞাততত্ত্বো নৈতদত্যাশ্চর্য্যমিত্যাহ,—নন্বিতি নিশ্চয়ে, নু ভো ইতি স্বমন এব সংবোধ্যোক্তিঃ। ঈশ্বরো ভগবান্ ভজতো জনস্য, নাপি ভজনসিদ্ধস্য অবিদুষোঽপি তৎপদার্থ-ত্বম্পদার্থ-জ্ঞানরহিতস্যাপি সাক্ষাৎশ্রেয়ঃ সংসারমুক্তিপূর্ব্বকস্বপ্রেমরসাস্বাদরূপং মঙ্গলং সর্ব্বমুক্তৈরপি দুর্ল্লভং বস্তু তনোতি। যথা অগদরাজোঽমৃতং উপযুক্তঃ পীতঃ সন্ তৎস্বরূপমজানতোঽপি জনস্য শ্রেয়ঃ সর্ব্বব্যাধিপ্রশমনপূর্ব্বকমপূর্ব্বাস্বাদবিশেষং তনোতি,—কিং পুনরাসাং ভক্তিসিদ্ধ-নিত্যসিদ্ধ শিরোমণীনাং তৎস্বরূপ-রূপগুণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-মহাবিদুষীণাং তৎপরিচর্য্যোপকরণীকৃতস্বীয়বুদ্ধীন্দ্রিয়-সর্ব্বগাত্রযৌবনালঙ্কারপরিচ্ছদানাং নারদাদিসর্ব্বভক্তদুর্ল্লভং রূঢ়ভাবং ন ? তনুয়াদিতি ভাবঃ। রূঢ়ভাবস্য লক্ষণমুজ্জলনীলমণৌ দৃশ্যম্। ব্যভিচারদুষ্টা ইতি স্ত্রীণাং ত্রৈবিধ্যাৎ ব্যভিচারস্ত্রিবিধঃ,—পতিমুপপতিঞ্চ রময়ন্ত্যা একঃ, স হি লোকশাস্ত্রয়োর্বিগীতঃ, পতিং ত্যক্ত্বা উপপতিমেকমেব রময়ন্ত্যাঃ অন্যঃ। স হি লোকশাস্ত্রবিগীতত্বেঽপি একপুরুষমাত্রপ্রীতিমত্ত্বেন রসশাস্ত্রসঙ্গীতঃ। স্বপতিং ত্যক্ত্বা উপপতিবুদ্ধ্যা ভগবন্তমেব রময়ন্ত্যা অপরঃ স হ্যনভিজ্ঞলোকবিগীতত্বেঽপ্যভিজ্ঞলোকসঙ্গীতত্বাল্লোকশাস্ত্রয়োঃ পরমার্হণীয়ত্বাচ্চ। যদ্যপি ন ব্যভিচারস্তথাপি ব্যভিচার সাধর্ম্ম্যাদেব ব্যভিচার উচ্যতে। ব্রজসুন্দরীণাং অতোঽত্র ব্যভিচারেণ দুষ্টা ইবেতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব জনগণের মহাশ্রেষ্ঠতার কারণ ভক্তিই, তপস্যা জ্ঞানাদি নহে। সেই ভক্তিও স্বয়ং সর্ব্বোৎকৃষ্টা সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিতা। অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানেও থাকেন না, সর্ব্বলোক নিন্দিত অতি নিকৃষ্টস্থানেও থাকেন, থাকিয়াই নিজ আশ্রয়কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বদুর্লভ পদাধিকারী করেন। ইহা বিস্ময়ের সহিত রোমাঞ্চিত হইয়া শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিতেছেন—দুইটি শ্লোকদ্বারা—এই ব্রজস্ত্রীগণ ইত্যাদি। ইহারা যেহেতু গোপস্ত্রী ও গোপ সন্ততি অতএব জাতিতে নিন্দিত। বনচরী অর্থাৎ বন ভ্রমণশীলহেতু স্বভাবেও ব্যভিচার দুষ্টা, অতএব আচার দ্বারাও নিন্দিতা। ইহারা কোথায়, পরমাত্মা বৈকুণ্ঠনাথ আদি হইতেও শ্রেষ্ঠ পরম অংশী পূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে রূঢ়ভাব অর্থাৎ ভক্তিরও পরম মহাবিলাস মহাভাবযুক্তা ব্রজদেবীগণ কোথায় ? এই অত্যন্ত অসম্ভব সংযোগ হওয়াতে দুইবার 'ক্ব' প্রয়োগ করিয়াছেন। অহো অতি আশ্চর্য্য ! এই বলিয়া কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করিয়া তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, ইহা অতি আশ্চর্য্য নহে বলিয়া বলিতেছেন, নিজ মনে মনেই নিশ্চয় করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন—পরমেশ্বর ভগবান্ ভজনকারী জনের, ভজনসিদ্ধগণেরও নহে, ব্রহ্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরও সাক্ষাৎ মঙ্গল সংসার মুক্তিপূর্ব্বক, নিজ প্রেমরস আস্বাদন রূপ মঙ্গল সর্ব্ব মুক্তগণেরও দুর্ল্লভ বস্তু বিস্তার করেন। যেমন ঔষধ শ্রেষ্ঠ অমৃত পান করিলে তাহার স্বরূপ অজানা ব্যক্তিরও সর্ব্বব্যাধি

উপশম করিয়া অপূর্ব্ব আস্বাদন বিশেষ বিস্তার করে। আর এই ব্রজদেবীগণ ভক্তিসিদ্ধ তাহাতে আবার নিত্যসিদ্ধ শিরোমণিগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ পরিচর্য্যা উপকরণরূপে নিজবুদ্ধি ইন্দ্রিয় সর্ব্বশরীর যৌবন অলংকার পরিচ্ছদ সমূহ উৎসর্গ করিয়াছেন, নারদাদি সর্ব্বভক্ত দুর্ল্লভ অধিরূঢ় মহাভাব বিস্তার করিয়াছেন। অধিরূঢ় মহাভাবের লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণিতে দৃষ্ট হয়। ব্যভিচার দুষ্টা ইহার অর্থ—স্ত্রীগণ ত্রিবিধহেতু ব্যভিচার ত্রিবিধ,—পতি ও উপপতিকে রমণ করায় এই একপ্রকার ইহলোকে ও শাস্ত্রেতে নিন্দিত, পতিকে ত্যাগ করিয়া উপপতিকেই ক্রীড়া করায় এই দ্বিতীয়, ইহা লোকে ও শাস্ত্রে নিন্দিত হইলেও এক-পুরুষমাত্রকে প্রীতিদান করে বলিয়া রসশাস্ত্রে প্রসংশিত। নিজ পতিকে ত্যাগ করিয়া উপপতি বুদ্ধিতে ভগবানকেই আনন্দ দান করায় ইহা তৃতীয়, ইহারা অনভিজ্ঞ লোককর্ত্তৃক নিন্দিত হইলেও, অভিজ্ঞ লোক-কর্ত্তৃক প্রশংসিত বলিয়া লোকে ও শাস্ত্রে পরম পূজনীয়। যদিও ইহারা ব্যভিচারী নয়, তথাপি ব্যভিচারের সমান ধর্ম্ম থাকায়ই ব্যভিচার বলে। অতএব ব্রজসুন্দরীগণের এইস্থলে ব্যভিচার দুষ্ট না হইয়া ব্যভিচারের মত এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিৎ ॥ ৫৯ ॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজ-দণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদ্‌গাদ্‌ব্রজবল্লবীনাম্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—(অত্যন্তাপূর্ব্বশ্চায়ং গোপীষু ভগবতঃ প্রসাদ ইত্যাহ) রাসোৎসবে (রাসলীলায়াম্) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) ভুজ-দণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠ-লব্ধাশিষাং (ভুজ-দণ্ডাভ্যাং গৃহীতঃ আলিঙ্গিতঃ কণ্ঠঃ তেন লব্ধা আশিষঃ কামাঃ যাভিঃ তাসাং) ব্রজবল্লবীনাং (ব্রজ-গোপীনাং) যঃ (প্রসাদঃ) উদ্‌গাৎ (আবির্বভূব) উ (অহো) অঙ্গে (বক্ষসি) নিতান্তরতেঃ (একান্ত-রতিমত্যাঃ) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) অয়ং প্রসাদঃ (অনুগ্রহঃ) ন (নাস্তি) নলিনগন্ধরুচাং (নলিনস্যেব গন্ধঃ রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং তাসাং) স্বর্যোষিতাং (স্বর্গাঙ্গনানাম্ অপ্সরসামপি নাস্তি) অন্যাঃ (স্ত্রিয়ঃ) কুতঃ (কথং তাদৃশ প্রসাদলব্ধা ভবেয়ুঃ, তাস্তু দূরতঃ এব নিরস্তা ইতি ভাবঃ) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—রাসলীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় ভুজদণ্ড দ্বারা গোপীগণের কণ্ঠ আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণ দ্বারা যাদৃশ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদীয় বক্ষঃস্থলে একান্তাসক্তা লক্ষ্মীদেবী বা পদ্মসদৃশ অঙ্গসৌরভ এবং কান্তিবিশিষ্টা অপ্সরাগণও তাদৃশ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই, অন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—যথা সর্ব্বাবতারিশ্রেষ্ঠ এব কৃষ্ণো গোচারণ-বানর-বালকৈঃ সহ ভোজিত্ব দধি-চৌর্য্য-পরস্ত্রীচৌর্য্যাদিলোকবিগানং গৃহীত্বৈব সর্ব্বসঙ্গীতঃ সর্ব্বোৎকর্ষসীমানং প্রাপ, তথৈব সর্ব্বাহলাদিনীশক্তি-শিরোমণিভূতা অপি ইমাঃ স্ত্রিয়ো গোপস্ত্রীত্ব-বনচারিত্ব-ব্রজলোকবিখ্যাত-ব্যভিচারাদিবিগানং গৃহীত্বৈব লক্ষ্ম্যাদিভ্যোঽপি পরমসৌভাগ্যোৎকর্ষসীমানমবাপুরিত্যাহ,—নায়মিতি। অয়ং প্রসাদঃ। উ অহো অঙ্গে নারায়ণস্য বক্ষসি বর্ত্তমানায়াং শ্রিয়োঽপি নিতান্ত-রতেঃ প্রাপ্তাত্যন্তরমণায়া অপি কদাপি নোদ্‌গাৎ। কুতঃ পুনঃ স্বর্যোষিতাং উপেন্দ্রাদ্যবতারপত্নীনাং নলিনস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসামিতি সৌন্দর্য্য-সৌরভ্যাদিমত্ত্বে সত্যপীতি ভাবঃ। অন্যাবতারস্ত্রিয়ঃ পুনঃ কুত এতৎ প্রসাদভাজঃ স্যুরিত্যর্থঃ। রাসোৎসবে অস্য তু ভুজ-দণ্ডাভ্যাং গৃহীত আলিঙ্গিতো যঃ কণ্ঠস্তেন লব্ধা আশিষো যাভিস্তাসাং তেন ভক্তিমজ্জনানাং মধ্যে সর্ব্বোৎকর্ষকোট্যাং গোপ্য এব স্থিতাঃ। সাক্ষাৎ শ্রেয়সোঽপি মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টকোট্যাং রাস ইতি সূচিতম্ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেমন সর্ব্ব অবতারীর শ্রেষ্ঠই কৃষ্ণ গোচারণ বানর ও বালকগণের সহিত ভোজনকারী, দধি চুরি পরস্ত্রী চুরি আদি লোকনিন্দিত হইয়াও সর্ব্ব প্রসংশনীয় সর্ব্ব উৎকর্ষ সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেইরূপই সর্ব্ব হলাদিনীশক্তি শিরোমণি স্বরূপা হইয়াও এই ব্রজস্ত্রীগণ গোপস্ত্রী বনচারী ব্রজলোকে বিখ্যাত ব্যভিচার আদি নিন্দা গ্রহণ করিয়াই, মহা-লক্ষ্মীগণ হইতেও পরম সৌভাগ্য উৎকর্ষ সীমা প্রাপ্ত

হইয়াছেন, ইঁহাই বলিতেছেন—নায়ম্ ইত্যাদি। এই প্রসাদ অনুগ্রহ আশ্চর্য্য, নারায়ণের বক্ষে বর্ত্তমান থাকিয়া লক্ষ্মীদেবীরও ব্রজদেবীগণের ন্যায় নিতান্ত রতি প্রাপ্ত অতিশয় প্রেম বিলাস কখনও প্রাপ্তি হয় নাই। আর স্বর্গীয় রমণীগণের অর্থাৎ বামনদেবাদি অবতার পত্নীগণের, পদ্মেরন্যায় যাঁহাদের অঙ্গগন্ধ, পদ্মের ন্যায় অঙ্গকান্তি যাহাদের, তাহাদের কথা আর কি বলিব? সৌন্দর্য্য সৌরভ্য আদি থাকিতেও ব্রজদেবীগণের ন্যায় কৃষ্ণের প্রসাদ কোথায় পাইবেন। অন্য অবতারের লক্ষ্মীগণ আর এই কৃষ্ণের প্রসাদ কিরূপে লাভ করিবেন। রাস উৎসবে এই কৃষ্ণের দুই বাহুদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গন লাভ করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ যাহারা পাইয়াছেন, এই ব্রজদেবীগণের ভক্তিমান জনগণের মধ্যে সর্ব্ব উৎকৃষ্ট সীমাতে গোপীগণই অবস্থিত হইয়াছেন। সাক্ষাৎ মঙ্গলের মধ্যেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সীমা রাসলীলাতেই বর্ত্তমান ॥ ৬০ ॥

আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম-লতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য পথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—যাঃ (এতাঃ ব্রজস্ত্রিয়ঃ) দুস্ত্যজং স্বজনং (পতি-পুত্র-পিত্রাদিকং তথা) আর্য্যপথং (সজ্জন-মার্গং) চ হিত্বা (পরিত্যজ্য) শ্রুতিভিঃ (বেদৈঃ) বিমৃগ্যাং (অন্বেষণীয়াং) মুকুন্দপদবীং ভেজুঃ (কৃষ্ণান্বেষণং চক্রুরিত্যর্থঃ) অহো অহং বৃন্দাবনে আসাং (গোপীনাং) চরণ-রেণুজুষাং (চরণরেণু-ভাজাং) গুল্ম-লতৌষধীনাং (মধ্যে) কিম্ অপি (যৎকিঞ্চিৎ বস্তু) স্যাম্ (ভবেয়ম্) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয়-স্বজন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো, আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণু-ভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটী স্বরূপে জন্ম লাভ করিব ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদাসাং ভাবে পরমদুর্ল্লভে মনোরথস্যাপ্যনৌচিত্যাৎ "বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চে"তি যন্ময়োক্তং তদবিচারাদেব। সাম্প্রতন্তু সবিচারমাশাসে এতদেব মে ভূয়াদিত্যাহ,—আসামিতি। ইমা যাসামুপরি চরণৌ বিন্যস্যন্তি তাসামতি-ক্ষুদ্রজাতীনাং গুল্মলতৌষধীনাং মধ্যে কিমপ্যহং স্যাম্। ননু ভজনস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টকাষ্ঠা কা খল্বেতাসু বর্ত্ততে। যামেবালক্ষ্য ত্বমাসামেব চরণরেণূন্ বাঞ্ছসি, নতু লক্ষ্ম্যাদীনামপীত্যত আহ,—যা ইত্যাদি। লোকধর্ম্মধৈর্য্যলজ্জামর্য্যাদাদিত্রোটনপূর্ব্বকং মহা-রোগেন ভজনমেবং ময়া ন ক্বাপি দৃষ্টমত এব প্রতি-রজনি যদা যদা স্বকুলধর্ম্মাদিমর্য্যাদা বজ্রশলাকা অপি মহারোগবলেন ত্রোটয়িত্বা কৃষ্ণমভিসরিষ্যন্তি, তদা কৃষ্ণপার্শ্বং প্রতিগমনে বর্ত্মাবর্ত্মবিচারো নাসামিতি তৃণাদিরূপস্য মম মূর্দ্ধ্নিচরণাবর্পয়িষ্যন্তি। অধুনা তু কোটিশঃ সকাকু প্রার্থিতা অপি নৈতা মন্মূর্দ্ধ্নিচরণান্ আধিৎসন্তীত্যতস্তৈরৈব মম ধন্যজন্মতা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব পরম দুর্ল্লভ ব্রজ-দেবীগণের ভাবে বাঞ্ছা করাও অনুচিৎ—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তিতে—"ব্রজগোপীর ভাব তুমি লইতে নারিবা। দূরে রহি নতি স্তুতি প্রণতি জানাইবা।"

শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন—পূর্ব্বে (৫৮) আমি যে বলিয়াছি মুমুক্ষুগণ মুনিগণ ও আমরা যাহা প্রার্থনা করি ইত্যাদি, তাহা বিচার না করিয়াই বলিয়াছি, কিন্তু সম্প্রতি বিচারপূর্ব্বক প্রার্থনা করি ইহাই আমার হউক 'আসা মোহ' ইত্যাদি যাহাদের উপরে ব্রজ-দেবীগণ চরণ স্থাপন করেন সেই ক্ষুদ্র জাতীয় গুল্ম লতা, ওষধিগণের মধ্যে আমি একটা কিছু হই। প্রশ্ন হইতে পারে ভজনের সর্ব্ব উৎকৃষ্টসীমা ব্রজ-দেবীগণের মধ্যে কি আছে? যাহা দেখিয়া তুমি এই ব্রজদেবীগণেরই চরণরেণু সমূহ বাঞ্ছা করিতেছ কিন্তু লক্ষ্মী আদির চরণরেণু চাহিতেছ না? ইহার উত্তরে বলি—যাহারা লোকধর্ম্ম ধৈর্য্য লজ্জা মর্য্যাদা আদি ছিন্ন করিয়া মহা অনুরাগের সহিত ভজন করেন—এইরূপ আমি কোথাও দেখি নাই। অতএব প্রতি রাত্রিতে যখন যখন নিজ কূল ধর্ম্মাদির মর্য্যাদা বজ্রশলকার ন্যায় মহা বায়ুরোগ বলে ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণের নিকট অভিসার করিবেন, তখন কৃষ্ণের পার্শ্বে

গমনের পথ বিপথ বিচার ইহাদের নাই। ঐ কালে তৃণ আদি আমার মস্তকের উপর চরণদ্বয় অর্পণ করিবেন। এখন কিন্তু কোটি কোটিবার সকাতরে প্রার্থনা করিয়াও এই ব্রজদেবীগণ আমার মস্তকে চরণ স্পর্শ করিতে দিতেছেন না। অতএব ব্রজে তৃণ গুল্ম লতারূপে আমার জন্ম হইলে আমি ধন্য হইব ইহাই ভাবার্থ ॥ ৬১ ॥

যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈ-
র্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্।
কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং
ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—(পুনঃ তা এব বিশিনষ্টি) শ্রিয়া (লক্ষ্ম্যা) আত্মকামৈঃ (পূর্ণকামৈঃ) অজাদিভিঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ) যোগেশ্বরৈঃ অপি আত্মনি (হৃদয়ে এব) যৎ (ভগবতঃ পাদপদ্মং) অর্চ্চিতং (নতু সাক্ষাৎ স্পর্শেন ইত্যর্থঃ) যাঃ বৈ (ব্রজস্ত্রিয়ঃ) রাসগোষ্ঠ্যাং (রাসক্ষেত্রে) স্তনেষু (স্বীয়কুচমণ্ডলেষু) ন্যস্তং (স্থাপিতং) ভগবতঃ কৃষ্ণস্য তৎচরণারবিন্দং পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) তাপং (স্বস্বচিত্তসন্তাপং) বিজহুঃ (তত্যজুঃ, তাঃ অতীব-পুণ্যশীলা ইত্যর্থঃ) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—লক্ষ্মীদেবী যাঁহার পদসেবা এবং আপ্তকাম ব্রহ্মাদি কেবলমাত্র স্বকীয় হৃদয়ে যে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, রাসসভায় সাক্ষাদ্-ভাবে সেই ভগবানের চরণ কমল স্ব-স্ব স্তনমণ্ডলে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই গোপীগণ চিত্ত-সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—পুনরপি তাসাং লক্ষ্ম্যাদিদুর্ল্লভবস্তু-লাভান্মাহাত্ম্যমাহ,—যা বৈ, যা এব স্তনেষু ন্যস্তং কৃষ্ণস্য চরণারবিন্দং পরিরভ্য তাপং জহুঃ। যৎ খলু শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা অজাদিভিশ্চ আত্মনি মনস্যেব অর্চ্চিতং ন তু সাক্ষাৎ স্প্রষ্টুং শক্যমিতি ভাবঃ। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ" ইত্যাদেঃ রাসগোষ্ঠ্যাং রাসসভায়াম্ ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনঃরায় ব্রজদেবীগণের লক্ষ্মী আদি দুর্ল্লভ বস্তু লাভহেতু মাহাত্ম্য বলিতেছেন 'যা বৈ' ইত্যাদি। যে ব্রজদেবীগণই বক্ষস্থিত স্তন সমূহে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল রাখিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাপ জুড়াইয়া থাকেন, যাহা নিশ্চয়ই লক্ষ্মী ব্রহ্মা আদি কর্ত্তৃক মনেও আনিতে পারেন না, সাক্ষাৎ স্পর্শকরার শক্তি দূরে থাকুক যাহা বাঞ্ছা করিয়া লক্ষ্মীদেবী চঞ্চল হইয়া ব্রজে বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন ইত্যাদি। রাসগোষ্ঠীতে অর্থাৎ রাস সভাতে ॥৬২

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্নশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং মহত্ত্বং প্রতিপাদ্য নমস্করোতি) (অহং) নন্দব্রজ-স্ত্রীণাং (নন্দব্রজস্থানাং গোপীনাং) পদরেণুং (চরণরজঃ) অভীক্ষ্নশঃ (নিরন্তরং) বন্দে (প্রণমামি) যাসাং (নন্দব্রজস্ত্রীণাং) হরিকথোদ্‌গীতং (শ্রীকৃষ্ণবিষয়কং-গানং) ভুবনত্রয়ং পুনাতি (পবিত্রী-করোতি) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—আমি নন্দব্রজস্থিত তাদৃশ গোপীগণের চরণরেণুর নিরন্তর বন্দনা করি, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গান দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র হইয়া থাকে ॥৬৩॥

বিশ্বনাথ—এবং মহত্ত্বং প্রতিপাদ্য প্রণমতি বন্দে ইতি। পাদরেণুমভীক্ষ্নম্। তত্রাপি শস্ প্রত্যয়েন প্রতিক্ষণমেব, ন তু ত্রিকালং পঞ্চকালং বেত্যর্থঃ। যাবদনায়াসেন তৎপ্রাপ্ত্যনুকূলতৃণাদিজন্মভাগ্যং মে নাভূদিতি ভাবঃ। যাসাং উদ্‌গীতং যৎকর্ম্মকমুচ্চৈর্গান-মেব হরিকথা ভুবনত্রয়ং পবিত্রীকরোত্যবিদ্যা মালিন্যা-দিতি ভাবঃ। প্রকরণেঽস্মিন্ ব্যাসাদিমহাবক্তৄণাং তাৎপর্য্যমিদং সর্ব্বভাগবতানাং মধ্যে কৃষ্ণসম্বন্ধিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ, কৃষ্ণস্য তস্যৈব স্বয়ং ভগবত্ত্বাৎ। তত্রাপি তল্লীলাপরিকরা এবান্তরঙ্গাঃ, অন্যেষাং তদনুগতত্বাৎ, তেষ্বপি শ্রীমানুদ্ধবঃ "তত্ত্ব ভাগবতেষ্বহ"মিতি "নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূন" ইত্যাদি দর্শনাত্তস্যাপীদৃশী ভাবস্পৃহা তাস্বাদরোঽধিকো ন জাতু পট্টমহিষীষ্বপীতি কেন বা তাসাং চরণকমলং নানুগমনীয়ম্। তত্রাপি শ্রীরাধায়াঃ। ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ॥ ৬৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ভাবে মহিমা প্রতিপাদন করিয়া ব্রজদেবীগণকে প্রণাম জানাইতেছেন—বন্দে ইত্যাদি। চরণরেণুকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি তাহাও প্রতিক্ষণেই, ত্রিকাল বা পঞ্চকাল এই নিয়ম করিয়া

নহে। যে পর্য্যন্ত অনায়াসে চরণরেণু প্রাপ্তির অনুকূল ব্রজেতৃণাদি জন্মভাগ্য আমার না হয়। যে ব্রজদেবীগণের উচ্চকীর্ত্তনই হরিকথা ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন, ত্রিভুবনের অবিদ্যা মলিনতা আদি দূর করেন। এই প্রকরণে ব্যাস আদি মহা বক্তাগণের ইহাই তাৎপর্য্য—সর্ব্ব ভাগবতগণের মধ্যে কৃষ্ণ-সঙ্গী ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ যেহেতু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তাহার মধ্যেও কৃষ্ণলীলা পরিকরগণই অন্তরঙ্গভক্ত অন্য সকলে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অনুগত হইলেই মাননীয় তাহাদের মধ্যেও শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 'তাহার বিভূতিভাগবতগণ মধ্যে উদ্ধবই তিনি। উদ্ধবও আমা হইতে বিন্দুমাত্র কথা নয়—ইত্যাদি বাক্য থাকায় সেই উদ্ধবেরও এইরূপ ব্রজভাব প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকায় ব্রজদেবীগণের প্রতি অধিক আদর, পট্টমহিষীগণের মধ্যে ঐরূপ নহে; অতএব কেই বা ব্রজগোপীগণের চরণ কমলের অনুগত না হইবেন? তাহাদের মধ্যেও শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর। ইতি বৈষ্ণব তোষণী ॥ ৬৩ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ।
গোপানামন্ত্র্য দাশার্হো যাস্যন্নারুরুহে রথম্ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—অথ (অনন্তরং) দাশার্হঃ (উদ্ধবঃ) গোপীঃ যশোদাং নন্দম্ এব চ অনুজ্ঞাপ্য (গমনানুজ্ঞাং যাচিত্বা) গোপান্ (চ) আমন্ত্র্য (স্পৃষ্ট্বা) যাস্যন্ (গন্তুং ইষ্যন্) রথম্ আরুরুহে (আরোহিতবান্) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্তর উদ্ধব গোপীগণ, যশোদা ও নন্দের নিকট গমনানুমতি প্রার্থনা এবং গোপগণের আমন্ত্রণপূর্ব্বক গমনাভিলাষে রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং যাচয়িত্বা। আমন্ত্র্য স্পৃষ্ট্বা ॥ ৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—উদ্ধব মহাশয় মথুরা যাওয়ার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ব্রজদেবীগণের আদেশ প্রার্থনা করিয়া তৎপরে যশোদা মায়ের ও নন্দমহারাজের আদেশ লইয়া, পরে গোপবালকগণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৬৪ ॥

———

তং নির্গতং সমাসাদ্য নানোপায়ন-পাণয়ঃ।
নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রুলোচনাঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ—নানোপায়নপাণয়ঃ (বিবিধোপহারহস্তাঃ) নন্দাদয়ঃ (গোপজনাঃ) নির্গতং (গমনায় বহির্গতং) তম্ (উদ্ধবং) সমাসাদ্য (সংপ্রাপ্য) অনুরাগেণ (প্রেম্ণা) অশ্রুলোচনাঃ (উদ্গতনেত্র-বাষ্পাঃ সন্তঃ) প্রাবোচন্ (কথয়ামাসুঃ) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—উদ্ধব প্রস্থানার্থ বহির্গত হইলে নন্দাদি গোপগণ বিবিধ উপহার হস্তে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রেমবশতঃ সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন,— ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বনাথ—নানোপায়নানি কৃষ্ণস্য পৌগণ্ড-কৈশোর-বিলাস-সময় এব যানি সঞ্চিতানি বহুরত্ন-স্বর্ণমুদ্রা-মুক্তালঙ্কারাদীনি যৌবনে সতি কৃষ্ণস্য পরিধাস্যমানানি তদা তু তদ্বিয়োগাত্তেষু মমতা-ত্যাগাত্তান্যেবোপায়নত্বেন কল্পিতানি জ্ঞেয়ানি ॥ ৬৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উদ্ধব রথে উঠিলে পর নন্দমহারাজ কৃষ্ণের পৌগণ্ড ও কৈশোর বয়সের যে সকল দ্রব্য সঞ্চিত ছিল, বহুরত্ন স্বর্ণমুদ্রা মুক্তা অলঙ্কার আদি যৌবনে শ্রীকৃষ্ণের পরিধান যোগ্য বস্তু সমূহ, শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগ হেতু ঐ সকল দ্রব্যে মমতা ত্যাগপূর্ব্বক ঐগুলি উপায়ন রূপে শ্রীমান্ উদ্ধবের হস্তে প্রদান করিলেন ॥ ৬৫ ॥

———

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণ-পাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥৬৬॥

অন্বয়ঃ—নঃ (অস্মাকং) মনসঃ বৃত্তয়ঃ (মনোবৃত্তয়ঃ চিন্তা ইত্যর্থঃ) কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়ঃ (কৃষ্ণস্য পাদাম্বুজং এব আশ্রয়ঃ বিষয়ঃ যাসাং তাঃ তাঃ তথাভূতাঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) বাচঃ (অস্মাকং বাক্যানি) নাম্নাং (কৃষ্ণস্য নামসমূহানাম্) অভিধায়িনীঃ (অভিধায়িন্যঃ কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ স্যুঃ) কায়ঃ (শরীরঞ্চ) তৎপ্রহ্বণাদিষু (তস্য প্রণামাদিক্রিয়াসু স্যাৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ, আমাদের মনোবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মাবলম্বিনী হউক, বাক্য শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করুক্ এবং শরীর তদীয় প্রণামাদি ক্রিয়ায় রত থাকুক ॥ ৬৬ ॥

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ঃ—ঈশ্বরেচ্ছয়া (শ্রীকৃষ্ণস্য ইচ্ছাবশাৎ) কর্ম্মভিঃ (স্বোপার্জ্জিতৈঃ পুণ্যাপুণ্যৈঃ হেতুভিঃ) যত্র ক্ব অপি (উচ্চযোনিষু নিম্নযোনিষু বা যত্র কুত্রাপি) ভ্রাম্যমাণানাং (ভ্রমণশীলানাং) নঃ (অস্মাকং ইত্যর্থঃ) মঙ্গলাচরিতৈঃ (মঙ্গলানুষ্ঠানৈঃ) দানৈঃ (চ) ঈশ্বরে কৃষ্ণে রতিঃ (আসক্তিঃ প্রেম) স্যাৎ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—আমরা তদীয় ইচ্ছাক্রমে কর্ম্মবশতঃ যে স্থানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্ব্বত্রই যেন দান এবং পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়িনী আসক্তি লাভ হয় ॥ ৬৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভো আয়ুষ্মন্নুদ্ধব, আবয়োর্মাতাপিত্রোস্তাদৃশেঽপি মহারূপগুণশীলসমুদ্রেঽপি বালকে মহাকঠোরত্বমেবাসীদধুনাপি বর্ত্তত এব। তদানীং যদ্বহুতরস্নেহলালনাদিকং কৃতং তৎ সর্ব্বং কৃত্রিমমেবেত্যধুনাবগতম্। যত্তদ্বিরহেঽপ্যাবাভ্যাং জীব্যতে। পিতা খলু জগত্যেকঃ স এব দশরথো যঃ পুত্রং রামং বিদূরগতং শ্রুত্বৈব প্রাণাংস্তত্যাজ। আবয়োস্তু তস্মিন্ পুত্রে কৃষ্ণে প্রেমগন্ধোঽপি নাস্তীত্যত এবাভিজ্ঞচূড়ামণিরস্মৎপুত্রঃ সঃ স্বাননুরূপৌ পিতরৌ পরিত্যজ্য পরমেশ্বরত্বেনাতর্ক্যবিচিত্রত্বাদন্যাবেব দেবকী-বসুদেবৌ পিতরৌ চকার। তদ্ধিক্ আবাং ত্রিজগত্যতিদুর্ভগৌ যশোদা-নন্দৌ। তদপি কস্মিংশ্চিদপি ভাবিজন্মনি তস্মিন্মতিঃ স্তাদ্রতিঃ স্তাদিতি প্রার্থয়তে,—দ্বাভ্যাম্। মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুরিতি। মহানুরাগমহাবর্ত্তএবায়ম্। অতএব মন আদীন্দ্রিয়াণাং প্রতিক্ষণমেব কৃষ্ণরূপাদিনিমগ্নত্বেঽপি মনসো বৃত্তয়ঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ স্যুরিতি রতিঃ স্যাদিতি প্রার্থনায়াং লিঙ্। দৈন্যসঞ্চারিণো মহাপ্রাবল্যং জ্ঞাপয়তি। কিঞ্চ, সখ্য-বাৎসল্যোজ্জ্বলপ্রেমবতাং স্বভাব এবায়ং যৎ বিরহবৈবশ্যেন বিষয়ালম্বনস্য স্বস্মিন্নৌদাসীন্যজ্ঞানেন চ জনিতে মহাদৈন্যে স্বস্বভাববিচ্যুতির্দাস্যভাবগ্রহণঞ্চ। যথা অয়মপি কৃষ্ণে নাদ্যাবধি নঃ বিশ্বস্তমৌদাসীন্যাদেবেতি মত্বা বলদেবেন 'প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তু'-রিত্যুক্তম্। 'দাস্যান্তে কৃপণায়া মে' ইতি শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ। "কৃচিদপি স কথং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে" ইতি শ্রীগোপীভিঃ। 'মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যু'রিতি শ্রীনন্দাদ্যৈঃ। নতু সুখসময়েঽপি। দেবকী-বসুদেবাভ্যামিব 'যুবাং ন নঃ সুতা'বিত্যাদিকমৈশ্বর্য্য-জ্ঞানজনিতস্বসম্বন্ধত্যাগপূর্ব্বকং কদাপ্যুক্তম্ ॥ ৬৬-৬৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনন্দমহারাজ বলিতেছেন—ওহে আয়ুষ্মন্! উদ্ধব! আমরা মাতা পিতা উভয়ের ঐরূপ মহারূপ গুণশীল-সাগর বালকে মহা কঠোরতাই ছিল এখনও আছেই। তখন যে বহু স্নেহ লালনাদি করিয়াছি সেই সকল কৃত্রিমই—এখন জানিতেছি। যেহেতু তাহার বিরহেও আমরা বাঁচিয়া আছি, সেই দশরথই একমাত্র জগতে পিতা যিনি পুত্র রামচন্দ্রকে দূরদেশে যাইতে শুনিয়াই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের উভয়ের কিন্তু ঐ পুত্র কৃষ্ণে প্রেমগন্ধও নাই। অতএব অভিজ্ঞ চূড়ামণি আমার পুত্র সেই নিজ অনুরূপ মাতা পিতা পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরহেতু অচিন্ত্য বিচিত্রলীলা। অন্য দেবকী বসুদেবকে মাতা পিতা করিয়াছেন। অতএব ধিক্ আমাদের এই ত্রিজগতে অতি দুর্ভাগ্য যশোদা নন্দ। তাহা হইলেও ভবিষ্যৎ কোনও জন্মে তাহাতে রতি-মতি থাকুক ইহাই প্রার্থনা করিতেছেন, দুইটি শ্লোকে—মনের বৃত্তিসমূহ আমাদের শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মতে আশ্রয় করিয়া থাকুক, মহা অনুরাগের মহাঘূর্ণীচক্রই ইহা। অতএব মন আদি ইন্দ্রিয় সমূহের প্রতিক্ষণই কৃষ্ণরূপ আদিতে মন নিমগ্ন থাকিলেও মনের বৃত্তি সমূহকে শ্রীকৃষ্ণচরণ কমলে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন। দৈন্যরূপ সঞ্চারীভাবের মহা প্রবলতা জানাইতেছেন। আরো সখ্য বাৎসল্য ও উজ্জ্বল প্রেমবানগণের স্বভাবই এইরূপ যে বিরহ বিবশদ্বারা বিষয়ালম্বন কৃষ্ণকে নিজের প্রতি উদাসীন জ্ঞান দ্বারা জাত মহাদৈন্যে নিজ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া দাস্য-ভাব গ্রহণ। এইরূপ ভাব শ্রীবলদেবেরও হইয়াছিল কৃষ্ণের প্রতি। কৃষ্ণ ঐ বৎস ও বালকরূপ ধারণ করিয়াছেন বলদেবকে না জানাইয়া, বলদেব ভাবিলেন

কৃষ্ণ আমাকে বিশ্বাস করে না অদ্যাবধি। অতএব আমার প্রতি উদাসীন, আমি জানিতেছি আমার প্রভুর এই সকল মায়া ইহা বলিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী, শ্রীরাধারাণী বলিয়াছিলেন—হে কৃষ্ণ! তোমার দাসীগণ আমরা, কৃপাপূর্ব্বক আমাদের দর্শন দাও। গোপীগণও উদ্ধবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আমরা কিঙ্করী আমাদের কথা কি শ্রীকৃষ্ণ কখনও কীর্ত্তন করেন? শ্রীনন্দআদি গোপগণ বলিতেছেন—আমাদের মনের বৃত্তি সমূহ কৃষ্ণের চরণে থাকুক। সুখের সময়েও ঐরূপ বলেন না, বসুদেব দেবকী বলিয়াছেন—হে রামকৃষ্ণ তোমরা দুইজন আমাদের পুত্র নও পরমেশ্বর ইত্যাদি, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানজনিত নিজ সম্বন্ধ ত্যাগ পূর্ব্বক কখনও নন্দযশোদা এইরূপ বলেন নাই ॥ ৬৬-৬৭ ॥

এবং সভাজিতো গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা নরাধিপ।
উদ্ধবঃ পুনরাগচ্ছন্মথুরাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরাধিপ, (রাজন্) উদ্ধবঃ গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা এবং সভাজিতঃ (সম্মানিতঃ সন্) পুনঃ কৃষ্ণপালিতাং মথুরাম্ আগচ্ছৎ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, উদ্ধব কৃষ্ণভক্তিনিবন্ধন গোপগণ কর্ত্তৃক এইরূপে সম্মানিত হইয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণপালিত মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন ॥৬৮॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণভক্ত্যা মহানুরাগময্যা। কৃষ্ণপালিতামিত্যত এবোদ্ধবেন ব্রজভূমাবত্যনুরক্তেনাপি তত্র গতম্। সম্প্রতি মথুরা কৃষ্ণেন পাল্যতে, ব্রজঃ কথং ন পাল্যতে ইত্যুপালব্ধুমেবেতি মুনেরাশয়ঃ ॥৬৮

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহা অনুরাগময়ী কৃষ্ণভক্তিদ্বারা গোপগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া শ্রীউদ্ধব কৃষ্ণপালিত মথুরাতে ফিরিয়া আসিলেন, ব্রজভূমিতে অতিশয় অনুরাগ থাকিলেও সম্প্রতি মথুরা কৃষ্ণকর্ত্তৃক পালিত হইতেছে, ব্রজ কেন কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পালিত হইতেছে না? কৃষ্ণকে এই তিরস্কার দেওয়ার জন্য মুনিবর শ্রীশুকদেবের এইরূপ আশয়ে এই উক্তি ॥ ৬৮ ॥

কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ ভক্ত্যুদ্রেকং ব্রজৌকসাম্।
বাসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে চোপায়নান্যদাৎ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে উদ্ধবপ্রতিযানে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অনন্তরং সঃ) কৃষ্ণায় (নিজান্তঃপুরস্থিতায় শ্রীকৃষ্ণায় প্রথমং) প্রণিপত্য ব্রজৌকসাং (ব্রজবাসিনাং) ভক্ত্যুদ্রেকং (প্রেমাতিশয়ং যথাযোগ্যম্) আহ, (ততশ্চ) বাসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে চ (উগ্রসেনায় চ তেষাং ভক্ত্যুদ্রেকং যথাযুক্তম্ আহ তদনন্তরমেব যথাবসরং তস্মৈ তেভ্যশ্চ) উপায়নানি (নন্দাদিপ্রদত্তোপহারান্) অদাৎ (সমর্পয়ামাস) ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অনন্তর তিনি অন্তঃপুরস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণিপাত এবং তৎসমীপে ব্রজবাসিগণের প্রেমাতিশয্য যথাযোগ্য বর্ণন করিয়া বাসুদেব, বলদেব এবং মহারাজ উগ্রসেনের নিকট যথাযোগ্য বার্ত্তা জ্ঞাপনপূর্ব্বক নন্দাদি প্রদত্ত উপহার সকল অর্পণ করিলেন ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ব্রজৌকসাং ভক্ত্যুদ্রেকং মথুরৌকোভ্যঃ সকাশাদিত্যর্থস্তেন ভোঃ প্রভো, কৃষ্ণ, ত্বং ভক্তিবশগো ভক্তিপ্রাপ্যো ভক্তিদৃশ্য ইতি সর্ব্বশাস্ত্রার্থস্তেষাং চ ময়া ত্বদীয়সর্ব্বভক্তেভ্যোঽপি সকাশাৎ ভক্ত্যুদ্রেক এব দৃষ্টো যতঃ 'শ্বেতীকৃতাখিলজনং বিরহেন তবাধুনা। গোকুলং কৃষ্ণ দেবর্ষেঃ শ্বেতদ্বীপভ্রমং দধে"। তৎপিতুর্নন্দস্য তু মহানুরাগভ্রমিরিয়ং ত্বয়ৈব বোদ্ধুং-শক্যা। যদুক্তং "মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যু"রিতি পদ্যদ্বয়ম্। ত্বন্মাতা তু গদ্গদরুদ্ধকণ্ঠীনৈব কিমপি বক্তুং ন শশাকেতি শ্রুত্বা কৃষ্ণো বিগলিতধৈর্য্যোমধ্যেসভামপ্যুচ্চৈ রুরোদ। তৎপ্রেয়সীনাং প্রেমবাড়বানলস্ত রজন্যাং কুত্রচিদ্রহস্যেবোদ্ঘাট্য দর্শিতস্তৎপ্রেয়সীশিরোমণেস্ত দিব্যোন্মাদচিত্রজল্পাদিদিঙ্মাত্রমেবাবিষ্কৃতং যদবধার্য্য কৃষ্ণস্তাং রাত্রিং সর্ব্বাং জজ্বালৈবেতি ॥৬৯॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাঃ হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
সপ্তচত্বারিংশকোঽয়ং দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রজবাসিগণের ভক্তির উদ্রেক মথুরাবাসিগণ অপেক্ষা অতিশয় অধিক ইহা জানাইবার জন্য উদ্ধব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন—ওহে প্রভু! কৃষ্ণ তুমি ভক্তির বশ, ভক্তির দ্বারা প্রাপ্য, ভক্তিদ্বারা দৃশ্য, এইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ তাহাদের মধ্যে আমি তোমার সর্ব্ব ভক্তগণের নিকট হইতে ভক্তির উদ্রেকই দেখিয়াছি। যেহেতু 'এখন তোমার বিরহে বৃন্দাবনের সকল লোকই শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! দেবর্ষি নারদ এই কারণে গোকুলকে শ্বেতদ্বীপ ভ্রম করিয়াছিলেন। তোমার পিতা নন্দমহারাজের মহা অনুরাগ ঘূর্ণীচক্র তুমিই বুঝিতে পারিবে, তিনি যাহা বলিয়াছেন—আমাদের মনের বৃত্তিসমূহ কৃষ্ণপাদপদ্মে আশ্রয় করুক ইত্যাদি পদ্য দ্বারা। তোমার মাতা যশোদা কিন্তু গদ্‌গদস্বরে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া সভামধ্যেই উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ প্রেয়সীগণের প্রেম বাড়বাগ্নি কিন্তু রাত্রিতে কোন নির্জ্জন স্থলেই উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইলেন। তাঁহার প্রেয়সী শিরোমণি শ্রীরাধিকার দিব্য উন্মাদ চিত্রজল্প আদি কিঞ্চিৎমাত্রই আবিষ্কার করিলেন। যাহা শুনিয়া কৃষ্ণ সেই রাত্রির সমগ্র সময় জ্বলিতেই থাকিলেন ।। ৬৯ ।।

ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকা দশম স্কন্ধের সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ।। ৪৭ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথ বিজ্ঞায় ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ।
সৈরিন্ধ্র্যাঃ কামতপ্তায়াঃ প্রিয়মিচ্ছন্ গৃহং যযৌ ।। ১ ।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কুব্জার মনোভিলাষ পূর্ণ করণার্থ শ্রীকৃষ্ণের কুব্জার সহিত বিহার এবং অক্রূরের গৃহে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে হস্তিনা প্রেরণ দ্বারা পাণ্ডবদিগের সান্ত্বনা বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট হইতে ব্রজের সংবাদ অবগত হইয়া কুব্জার গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার গৃহ নানাবিধ বিলাসোপযোগী উপকরণে সজ্জিত ছিল। কুব্জা শ্রীকৃষ্ণকে স্বগৃহে প্রাপ্ত হইয়া উত্তম আসন প্রদানপূর্ব্বক সখিগণের সহিত তাঁহার পূজা করিলেন এবং উদ্ধবকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলে তিনি উহা ভক্তিপূর্ব্বক স্পর্শ করিয়া ভূমিতেই উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহুমূল্য শয্যায় উপবেশন করিলে সৈরিন্ধ্রী কুব্জা নানাপ্রকারে স্বীয় অঙ্গের প্রসাধনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নবসঙ্গম-জনিত লজ্জায় শঙ্কিতা কুব্জাকে শয্যায় আনয়নপূর্ব্বক তৎসহ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কুব্জা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া দীর্ঘকাল সঞ্চিত কামসন্তাপ দূর করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে কিছুকাল তাঁহার সহিত অবস্থানের জন্য অনুরোধ করিলেন। মানদ শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার মনোহভীষ্ট পূর্ণ করিয়া উদ্ধবের সহিত স্বভবনে যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে অনুলেপন প্রদান ব্যতীত কুব্জার অন্যরূপ পুণ্য ছিল না। তাদৃশ একমাত্র পুণ্যবলে দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও উদ্ধবের সহিত অক্রূরের গৃহে গমন করিলে অক্রূর তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্‌গমন ও

প্রণামপূর্ব্বক যথোচিত আসন প্রদান করিলেন। তাঁহারাও অক্রূরকে অভিবাদনপূর্ব্বক সুখাসনে উপবিষ্ট হইলে অক্রূর রামকৃষ্ণের পূজা করিয়া তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন-বারি মস্তকে ধারণ করিলেন এবং স্তব করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন যে, রাম-কৃষ্ণ সানুচর কংসকে বিনাশ করিয়া যাদবগণকে দুরন্ত কষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা পুরুষোত্তম এবং জগতের কারণ। বিশ্বভাবন ভগবান্ রজঃ প্রভৃতি শক্তিদ্বারা বিশ্বসৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবিষ্টভাবে অবস্থান করিয়াও স্বতন্ত্রভাবে প্রতীত হইয়া থাকেন। তিনি লীলার্থ নটবৎ নৃ-মৃগাদি শরীর ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তিনি গুণাবতাররূপে সৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও তত্তৎ কর্ম্মে লিপ্ত হন না এবং বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহার অবিদ্যাবন্ধন হয় না। ধর্ম্মমার্গ যখন যখন পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তিনি তত্তৎকালে শুদ্ধ সত্ত্বে আবির্ভূত হইয়া অসুরবিনাশাদি কার্য্য দ্বারা ভূভার অপনোদন ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন। তিনি সম্প্রতি কংসাদি অসুরগণকে বিনাশের নিমিত্ত বলদেবের সহিত বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ভক্তবৎসল; ভক্তগণ তাঁহার প্রতি যৎকিঞ্চিৎ সেবাচেষ্টা প্রদর্শন করিলে তিনি তদ্বিনিময়ে যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়া নিজেকে পর্য্যন্ত ভক্তের নিকট সমর্পণ করেন; তাঁহার উপচয় অথবা অপচয় হয় না।

যোগীন্দ্রবন্দিতপদ ভগবান্ অক্রূরের স্তবে প্রীত হইয়া বলিলেন যে, অক্রূর তাঁহাদের পিতৃব্য, সুতরাং রাম-কৃষ্ণ অক্রূরের পাল্য ও অনুকম্পার পাত্র। তিনি সাধু এবং পরানুগ্রহ পরায়ণ। জলময় তীর্থ সকল ও মৃৎশীলাময় দেবতাগণ দীর্ঘকাল সেবিত হইলে চিত্তশোধন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সাধুগণ দর্শন মাত্রেই পবিত্র করেন। এইরূপে অক্রূরের প্রশংসা করিয়া পিতৃহীন পাণ্ডবগণ কিরূপে হস্তিনাপুরীতে অবস্থান করিতেছেন তজ্জ্ঞানার্থ শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে তথায় প্রেরণপূর্ব্বক বলদেব ও উদ্ধবের সহিত স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অথ (অনন্তরং) সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বিজ্ঞায় (সৈরিন্ধ্র্যাঃ কামতাপং জ্ঞাত্বা) কামতপ্তায়াঃ (কামাতুরায়াঃ) সৈরিন্ধ্র্যাঃ (কুব্জায়াঃ) প্রিয়ম্ ইচ্ছন্ (প্রীতিসাধনমভিলষন্) গৃহং (তদালয়ং) যযৌ (গতবান্)॥ ১॥

অনুবাদ—অনন্তর সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বদর্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট ব্রজের সংবাদ অবগত হইয়া কামাতুরা সৈরিন্ধ্রীর প্রীতিসাধন উদ্দেশ্যে তাহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টচত্বারিংশকেঽগাৎ কুব্জাং রময়িতুং হরিঃ।
স্ততোঽক্রূরেণ তদ্‌গেহে প্রাহিণোত্তং গজাহ্বয়ম্॥০॥

বিজ্ঞায়োদ্ধবোক্তং বিশেষতো জ্ঞাত্বা তত্র সমাধানং পূর্ব্বমেব কৃতবানিত্যাহ,—ভগবান্মহাতর্ক্যৈশ্বর্য্যাদেব মথুরায়াং স্থিতোঽপি প্রকাশান্তরেণ ব্রজমগাদেবেত্যর্থঃ। সর্ব্বাত্মত্বাদেব সর্ব্বমনোরথং পূরয়িতুমিত্যর্থঃ। কিন্তুদ্ধবসমাধানার্থং সর্ব্বদর্শনঃ। তদা উদ্ধবং প্রতি স্বীয় প্রকাশদ্বৈত্যবিরহপ্রকাশেঽপ্যাবির্ভাবাদিকমতিরহস্যমপি জ্ঞাপয়ামাসৈবেত্যর্থঃ। ততশ্চ পূর্ব্বং যৎ প্রতিশ্রুতং তৎ দাতুং তেন সহ কুব্জায়া গৃহং জগমেত্যাহ,—সৈরিন্ধ্র্যা ইতি॥ ১॥

এই অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ে শ্রীহরি কুব্জাকে আনন্দ দানের জন্য তাহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বলরাম উদ্ধবসহ অক্রূরের গৃহে গিয়া অক্রূর কর্ত্তৃক স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়াছিলেন॥ ০॥

শ্রীভগবান্ বিশ্বাত্মা সর্ব্বদর্শন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট ব্রজের সংবাদ শুনিয়া এবং বিশেষরূপে জানিয়া তাহার সমাধান পূর্ব্বেই করিয়াছেন—শ্রীশুকদেব গোস্বামী--ভগবান অর্থাৎ যিনি মহা অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যবান হেতু মথুরায় থাকিয়াই অন্যপ্রকাশ দ্বারা ব্রজে গিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বাত্মা এই হেতু সর্ব্বমনোরথ পূরণ করিবার জন্য ব্রজে গিয়াছিলেন, অথবা উদ্ধব সমাধানের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদর্শন অর্থাৎ ঐ সময় উদ্ধবের প্রতি দ্বিতীয় প্রকাশ ব্রজদেবীগণের) বিরহ অবস্থাতেই নিজেকে আবির্ভাব করিয়া) অতি রহস্য গোপনীয় তিনি নিজেকে জানাইয়াছিলেন। [illegible]

তৎপরে পূর্ব্বে যে কুব্জাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া [illegible]

ছিলেন তাহার মনোরথ পূরণের জন্য শ্রীউদ্ধবের সহিত কুব্জার গৃহে গিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

———

মহার্হোপস্করৈরাঢ্যং কামোপায়োপবৃংহিতম্ ।
মুক্তাদাম-পতাকাভির্বিতানশয়নাসনৈঃ ।
ধূপৈঃ সুরভিভির্দীপৈঃ স্রগ্‌গন্ধৈরপি মণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(তৎ গৃহং) মহার্হোপস্করৈঃ (মহামূল্যগৃহোপকরণৈঃ) আঢ্যম্ (অন্বিতং) কামোপায়োপবৃংহিতং (কামোপায়ৈঃ তদুদ্দীপকৈঃ সুরতবন্ধাদিলেখ্যৈঃ উপবৃংহিতং ভূষিতং (মুক্তাদামভিঃ মুক্তামাল্যৈঃ তথা পতাকাভিঃ ধ্বজৈশ্চ) বিতানশয়নাসনৈঃ (চন্দ্রাতপ-শয্যাসনৈঃ) সুরভিভিঃ (সুগন্ধিভিঃ) ধূপৈঃ দীপৈঃ স্রগ্‌গন্ধৈঃ (মাল্যগন্ধৈঃ) অপি মণ্ডিতং (শোভিতং আসীৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তদীয় গৃহ মহামূল্য উপকরণ সমূহে সমৃদ্ধ, কামোদ্দীপক বস্তুসমূহে বিভূষিত ও মুক্তামাল্য, পতাকা, চন্দ্রাতপ, শয্যা, আসন, সুগন্ধি ধূপ, দীপ এবং মাল্যগন্ধে বিমণ্ডিত ছিল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—মহার্হেতি সম্ভোগোৎসবোপযোগিবহুপকরণান্বিতমিত্যর্থঃ। কামোপায়াঃ কামোদ্দীপকালেখ্যবিশেষা ঔষধবিশেষাশ্চ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কুব্জার গৃহে সম্ভোগ আনন্দ লাভের উপযোগী বহুমূল্য উপকরণসমূহ বিদ্যমান ছিল, সেইরূপ কাম-উদ্দীপক আলেখ্য ও ঔষধ বিশেষও ছিল ॥ ২ ॥

———

গৃহং তমায়ান্তমবেক্ষ্য সাসনাৎ
সদ্যঃ সমুত্থায় হি জাতসম্ভ্রমা ।
যথোপসঙ্গম্য সখীভিরচ্যুতং
সভাজয়ামাস সদাসনাদিভিঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—সা (সৈরিন্ধ্রী) তং অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) গৃহং (স্বালয়ং) আয়ান্তং (সমাগতম্) অবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) হি (এব) জাতসম্ভ্রমা (জাতঃ সম্ভ্রমঃ হর্ষাদিজনিতঃ আবেগঃ যস্যাঃ তাদৃশী সতী) আসনাৎ সমুত্থায় সখীভিঃ (সহ) যথা (যথাবৎ) উপসঙ্গম্য (প্রত্যুদ্‌গমনাদিবিধায়) সদাসনাদিভিঃ (উত্তমাসনাদ্যুপকরণৈঃ) সভাজয়ামাস (পূজয়ামাস) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সৈরিন্ধ্রী শ্রীকৃষ্ণকে স্বকীয় গৃহে সমাগত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক সখীগণের সহিত তদীয় প্রত্যুদ্‌গমনাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া উত্তম আসন প্রভৃতি উপকরণসমূহে যথোচিতভাবে তাঁহার পূজা করিয়াছিল ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—যথা যথোচিতম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যথা অর্থাৎ যথোচিত ॥৩॥

———

তথোদ্ধবঃ সাধুতয়াঽভিপূজিতো
ন্যষীদদুর্ব্ব্যামভিমৃশ্য চাসনম্ ।
কৃষ্ণোঽপি তূর্ণং শয়নং মহাধনং
বিবেশ লোকাচরিতান্যনুব্রতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—উদ্ধবঃ (অপি) তথা (তদ্বৎ) সাধুতয়া (উত্তমভাবেন) অভিপূজিতঃ (সম্মানিতঃ সন্) আসনম্ অভিমৃশ্য (তথা কৃষ্ণপ্রিয়য়া দত্তং আসনং ভক্ত্যা স্পৃষ্ট্বা পরন্তু তত্রোপবেশনং অনুচিতমিতি) উর্ব্ব্যাং (ভূমৌ এব) ন্যষীদৎ (উপবিবেশ) লোকাচরিতানি (লোকাচারান্) অনুব্রতঃ (অনুসৃতঃ) কৃষ্ণঃ অপি তূর্ণং (সত্বরং) মহাধনং (মহামূল্যং) শয়নং (শয্যাং) বিবেশ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—উদ্ধবও কুব্জা-কর্তৃক উত্তমরূপে সম্মানিত হইয়া তৎপ্রদত্ত আসন ভক্তিপূর্ব্বক স্পর্শ করিয়া ভূমিতেই উপবেশন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোকাচারের অনুবর্ত্তন করিয়া বহুমূল্য শয্যায় উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—উর্ব্ব্যাং ন্যষীদদিতি কৃষ্ণপ্রিয়য়া তয়া স্বহস্তদত্তাসনে দাসস্য তস্যোপবেশানৌচিত্যাৎ। অভিমৃশ্য স্বহস্তেন স্পৃষ্ট্বেতি তস্যাজ্ঞাপালনার্থম্। শয়নমন্তর্গৃহস্থিতশয্যাম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কুব্জাগৃহে উদ্ধব মহাশয় গেলে পর কুব্জা নিজহস্তে তাহাকে বসিতে আসন দিলে উদ্ধব বিচার করিলেন কৃষ্ণপ্রিয়া কুব্জা নিজ হস্তে আসন দিয়াছেন, আমি প্রভুর দাস, ঐ আসনে বসা আমার উচিৎ নয় এই ভাবিয়া তিনি ভূমিতেই বসিলেন। আর ঐ আসনটিকে স্বহস্তে স্পর্শ করি-

লেন, কারণ কুব্জার আজ্ঞাপালন করিবার জন্য ভিন্ন রাখিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই কুব্জার গৃহমধ্যেস্থিত শয্যায় বসিলেন ॥ ৪ ॥

সা মজ্জনালেপ-দুকূল-ভূষণ-
স্রগ্-গন্ধ-তাম্বূল-সুধাসবাদিভিঃ ।
প্রসাধিতাত্মোপসসার মাধবং
সব্রীড় লীলোৎস্মিত বিভ্রমেক্ষিতৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সা (সৈরিন্ধ্রী অপি) মজ্জনালেপদুকূল-ভূষণস্রগ্-গন্ধ-তাম্বূল-সুধাসবাদিভিঃ (মজ্জনং স্নানং) আলেপঃ গন্ধাদিলেপনং দুকূলং মনোজ্ঞবস্ত্রং ভূষণং অলঙ্কারঃ স্রক্‌মাল্যং গন্ধঃ সুগন্ধিদ্রব্যং তাম্বূলং সুধা-সবঃ সুধাবৎ আসবো মধু তদাদিভিঃ) প্রসাধিতাত্মা (প্রসাধিতঃ যোগ্যতাং আপাদিতঃ আত্মা দেহো যয়া সা) সব্রীড়-লীলোৎস্মিত-বিভ্রমেক্ষিতৈঃ (সব্রীড়ং সলজ্জং যৎ লীলয়া উদ্‌গতং স্মিতং তৎ যেষু বিভ্র-মেষু তদ্‌যুক্তৈঃ ঈক্ষিতৈঃ উপলক্ষিতা সতী) মাধবং (শ্রীকৃষ্ণম্‌) উপসসার (তৎসমীপমাজগাম ইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সৈরিন্ধ্রী স্নান, গন্ধাদি অনু-লেপনদ্রব্য, মনোহর বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য, গন্ধ, তাম্বূল, সুধা, আসব প্রভৃতি বস্তুদ্বারা স্বকীয় দেহের প্রসাধন-পূর্ব্বক সলজ্জ লীলাজাত হাস্য-মিশ্রিত বিভ্রমযুক্ত কটাক্ষপাত সহকারে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া-ছিল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—গন্ধোঽগুরুধূপঃ প্রসাধিতঃ রতিযোগ্য-তামাপাদিত আত্মা দেহো যয়া সা ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই কুব্জা স্নান ও অগুরু ধূপ চন্দন আদিদ্বারা নিজদেহের প্রসাধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট সলজ্জ গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

আহূয় কান্তাং নবসঙ্গম-হ্রিয়া
বিশঙ্কিতাং কঙ্কণভূষিতে করে ।
প্রগৃহ্য শয্যামধিবেশ্য রাময়া
রেমেঽনুলেপার্পণপুণ্যলেশয়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা শ্রীকৃষ্ণঃ) নবসঙ্গম-হ্রিয়া (নবীনসমাগমলজ্জয়া) বিশঙ্কিতাং কান্তাং (কুব্জাম্‌) আহূয় কঙ্কণভূষিতে (কঙ্কণেন ভূষিতে) করে (হস্তে তাং) প্রগৃহ্য (ধৃত্বা) শয্যাং অধিবেশ্য (আনীয়) অনুলেপার্পণপুণ্যলেশয়া (অনুলেপার্পণা-দন্যৎ তস্যাঃ পুণ্যং নাস্তীতি দর্শয়িতুং পুণ্যলেশয়ে-ত্যুক্তং, নতু পুণ্যস্যাল্পত্ববিবক্ষয়া) রাময়া (সুন্দর্য্যা সহ) রেমে (চিক্রীড়) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ নবসঙ্গম-জনিত লজ্জায় শঙ্কিতা কান্তাকে আহ্বান করিয়া তাহার কঙ্কণ-শোভিত হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। সেই সৈরিন্ধ্রীর কেবল অনুলেপন প্রদানরূপ পুণ্য ব্যতীত ব্রজস্ত্রীগণের ন্যায় পুণ্যরাশি ছিল না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—নবসঙ্গমেতি বিশঙ্কিতেতি পদাভ্যাং মন্দধিয়ঃ প্রতি তস্যা অনন্যভোগ্যত্বং জ্ঞাপিতম্‌। তত্র তস্যাঃ মহাসুন্দর্য্যা অপি কুব্জ এব রক্ষকং আসী-দিতি ভাবঃ। অনুলেপার্পণলক্ষণ স্তৎপ্রাপকঃ যস্যা পুণ্যলেশ ইতি। নতু সাধনসিদ্ধানাং ব্রজস্ত্রীণামিব বা পুণ্যপুঞ্জ ইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ নব সঙ্গমজাত লজ্জায় শঙ্কিতা কুব্জাকে আহ্বান করিয়া লইলেন। এই-স্থলে নবসঙ্গম ও বিশঙ্কিতা এই দুইটি পদদ্বারা কুব্জা যে অন্যের ভোগ্যা নহে—একমাত্র কৃষ্ণেরই প্রেয়সী, ইহা মন্দবুদ্ধি লোকদিগকে জানাইবার জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কুব্জা মহাসুন্দরী থাকিলেও এতদিন তাহাকে ঐ কুব্জই রক্ষা করিয়াছিল। মথুরায় গমন পথে কৃষ্ণকে যে বিভিন্ন সুগন্ধিচন্দন দান করিয়াছিল, ঐ পুণ্য লেশ দ্বারা কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইল, কিন্তু সাধনসিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধা ব্রজদেবীগণের ন্যায় বহুপুণ্য ছিল না ॥ ৬ ॥

সানঙ্গ-তপ্ত-কুচয়োরুরসস্তথাক্ষ্ণো-
র্জিঘ্রন্ত্যনন্তচরণেন রুজো মৃজন্তী ।
দোর্ভ্যাং স্তনান্তরগতং পরিরভ্য কান্ত-
মানন্দমূর্ত্তিমজহাদতিদীর্ঘতাপম্‌ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সা (সৈরিন্ধ্রী) অনন্তচরণেন (শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমলেন) অনঙ্গ-তপ্তকুচয়োঃ (কাম-সন্তপ্তস্তন-দ্বয়স্য) উরসঃ (বক্ষসঃ) তথা অক্ষ্ণোঃ (নেত্রয়োঃ) রুজঃ (পীড়াঃ সন্তাপান্‌) মৃজন্তী (পরিহরন্তী)

জিঘ্রন্তী (তচ্চরণঘ্রাণং কুর্ব্বন্তী চ সতী) দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) স্তনান্তরগতং (স্তনদ্বয়মধ্যগতম্) আনন্দ-মূর্ত্তিং (আনন্দস্বরূপং) কান্তং (প্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণং) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) অতিদীর্ঘতাপং (অতিদীর্ঘকাল-সঞ্চিত-চিত্ত-সন্তাপম্) অজহাৎ (তত্যাজ) ।। ৭ ।।

অনুবাদ—সৈরিন্ধ্রী শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল-স্পর্শে কামসন্তপ্ত স্তনদ্বয়, বক্ষোদেশ এবং নেত্রযুগলের সন্তাপ পরিহার পূর্ব্বক উহা আঘ্রাণ করিয়া বাহুযুগল দ্বারা স্তনদ্বয়ের মধ্যগত আনন্দস্বরূপ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া সুদীর্ঘকালসঞ্চিত চিত্ত-সন্তাপ দূর করিয়াছিল ।। ৭ ।।

বিশ্বনাথ—কুচাদীনাং রুজো মৃজন্তী চরণং জিঘ্রন্তী চ ।। ৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— কুব্জা শ্রীকৃষ্ণচরণকে স্তন-দ্বয়ে, বক্ষদেশে, নয়নে ধারণ করিয়া তাপ দূর করি-লেন ।। ৭ ।।

———

সৈবং কৈবল্য-নাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যমীশ্বরম্ ।
অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত ।। ৮ ।।

অন্বয়ঃ—সা (কুব্জা) অঙ্গরাগার্পণেন (অঙ্গ-রাগদানপুণ্যেন) এবম্ (এবম্প্রকারেণ) দুষ্প্রাপ্যং (দুর্ল্লভম্) ঈশ্বরং কৈবল্যনাথং (মোক্ষফলাধিপতিং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) প্রাপ্য (লব্ধ্বাপি) অহো ! দুর্ভগা (দুর্ভাগ্যবতী) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অযাচত (প্রার্থয়া-মাস । সা তু প্রাকৃতদৃষ্ট্যা কামমেব অযাচত, ন তু গোপ্য ইব সা তন্নিষ্ঠা ইতি দুর্ভগা ইত্যুক্তম্) ।।৮।।

অনুবাদ—কুব্জা অঙ্গরাগ প্রদান-জনিত পুণ্যবলে দুষ্প্রাপ্য কৈবল্যনাথ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া স্বীয় দুর্ভাগ্যবশতঃ এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল (গোপী-গণের ন্যায় কৃষ্ণসেবা না চাহিয়া প্রাকৃত দৃষ্টিতে কামই প্রার্থনা করিয়াছিল) ।। ৮ ।।

বিশ্বনাথ—সা তং কৈবল্যেনৈব নাথং অযাচত । কেবলয়া ময়ৈব সহ রমস্ব ন ত্বন্যয়া কয়াচিদপি ইতি প্রার্থয়ামাসেত্যর্থঃ । তথাভূতবরস্য কৃষ্ণেনাপ্রদাস্য-মানত্বাৎ দুর্ভগা ।। ৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ কুব্জা কেবলা ভক্তির দ্বারাই প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিলেন—কেবল আমার সহিতই রমণ কর অন্য কাহারও সহিত নহে । ঐরূপ বর শ্রীকৃষ্ণ প্রদান না করার জন্য তাহাকে দুর্ভগা বলা হইল ।। ৮ ।।

———

সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া ।
রমস্ব নোৎসহে ত্যক্তুং সঙ্গং তেঽম্বুরুহেক্ষণ ।। ৯ ।।

অন্বয়ঃ—অম্বুরুহেক্ষণ, (হে কমললোচন) প্রেষ্ঠ, (প্রিয়) ইহ (অস্মিন্ মদালয়ে) কতিচিৎ দিনানি ময়া সহ উষ্যতাং (ত্বয়া স্থীয়তাং) রমস্ব (ময়া সহ ত্বং বিহর) তে (তব) সঙ্গং ত্যক্তুং ন উৎসহে (অভিলষামি) ।। ৯ ।।

অনুবাদ—হে কমলনয়ন, প্রিয়তম, তুমি কিছু-দিন আমার সহিত এখানে অবস্থান এবং বিহার কর, আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে বাঞ্ছা করি না ।। ৯ ।।

বিশ্বনাথ—তত্রাপি কতিচিদ্দিনানি ইহান্তর্গৃহ এব উষ্যতাং ন তু বহির্নিষ্ক্রম্যতাম্ । ভোজনপানাদি-ব্যবহারসিদ্ধিরেতদ্গৃহমধ্য এব সর্ব্বা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ । "সহোষ্যতাম্" "অহোষ্যতা"মিতি চাত্র পাঠ-দ্বয়ম্ ।। ৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রার্থনা মধ্যে বলিয়াছিল—হে প্রিয়তম ! আমার এই গৃহমধ্যেই কয়েকদিন বাস করুন, বাহিরে যাইবেন না । আমার এই গৃহ-মধ্যেই সকল প্রকার ভোজন পান আদি ব্যবহার সিদ্ধ হইবে, সকল দ্রব্যই আছে । "আমার সহিত বাস করুন" আর একটি পাঠও "বাস করুন এই বলিয়াছিলেন" ।। ৯ ।।

———

তস্যৈ কামবরং দত্ত্বা মানয়িত্বা চ মানদঃ ।
সহোদ্ধবেন সর্ব্বেশঃ স্বধামাগমদৃদ্ধিমৎ ।। ১০ ।।

অন্বয়ঃ—মানদঃ সর্ব্বেশঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তস্যৈ (কুব্জায়ৈ) কামবরং (কাম এব বর তং) দত্ত্বা মানয়িত্বা চ (অলঙ্কারাদিদানৈঃ সৎকৃত্য চ) উদ্ধবেন সহ ঋদ্ধিমৎ (সমৃদ্ধিশালি) স্বধাম (নিজবাসভবনম্) অগমৎ (গতবান্) ।। ১০ ।।

অনুবাদ—সর্ব্বেশ্বর, মানদ শ্রীকৃষ্ণ কুব্জাকে

তদীয় অভীষ্ট বর প্রদান এবং সম্ভাষণপূর্ব্বক উদ্ধবের সহিত স্বীয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বাস-ভবনে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কামবরং দত্ত্বেতি মৎকর্ত্তৃকপূর্ণসম্ভোগ এব তবাভিপ্রেতঃ, স চ সামান্যস্ত্রীসত্ত্বেঽপি তে সেৎস্যতীতি প্রতিশ্রুত্যেত্যর্থঃ। মানয়িত্বা তত্র তাং সম্মতাং কারয়িত্বা নিরন্তর-রমণং তু ত্বদিষ্টং ন সম্ভবেৎ কিম্বদন্তীভয়াদিতি চোক্ত্বাগমৎ। গমনা-গমনয়োরুদ্ধবসাহিত্যং লোকবিতর্কাভাবায় তস্য মহাশিষ্টশিরোমণিত্বেন সর্ব্বত্র খ্যাতত্বাৎ কুব্জেয়ং ভূশক্তের্বিভূতির্জ্ঞেয়া পূর্ব্বব্যাখ্যানাৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অভীষ্ট বর দান করিয়া অর্থাৎ আমা কর্ত্তৃক পূর্ণ সম্ভোগই তোমার অভীষ্ট ছিল, তাহাও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তোমাকে দান করিলাম, ইহাতেই তোমার অভীষ্ট পূরণ হইবে, তাহাকে সম্মান দান করিয়া তোমার সহিত সর্ব্বদা থাকা তোমার অভিলষিত কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে না, লোকে কি বলিবে—এই বলিয়া চলিয়া আসিলেন। গমন ও আগমনকালে উদ্ধবকে সঙ্গে রাখার কারণ যাহাতে লোক নিন্দা না হয়, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধব মহাসাধু শিরোমণি ইহা সর্ব্বত্র সর্ব্ব-জনবিদিত। এই কুব্জা ভূশক্তির বিভূতি ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥ ১০ ॥

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।
যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (জনঃ) দুরারাধ্যং সর্ব্বেশ্বরে-শ্বরং (সর্ব্বেষাং ঈশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশ্বরং অধিপতিং) বিষ্ণুং সমারাধ্য (সম্যক্ আরাধ্য) মনোগ্রাহ্যং (বিষয়সুখং) বৃণীতে (প্রার্থয়তি) অসত্ত্বাৎ (তস্য ফলস্য তুচ্ছত্বাৎ) অসৌ (জনঃ) কুমনীষী (দুর্বুদ্ধিঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর দুরারাধ্য বিষ্ণুকে আরাধনাপূর্ব্বক তৎসমীপে বিষয়সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকে, উহা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া তাদৃশ ব্যক্তি অতিশয় কুমনীষাযুক্ত ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রসঙ্গাৎ প্রেয়সীভাবেন ভজতো জনান্ শিক্ষয়তি,—দুরারাধ্যমিতি। মনোগ্রাহ্যং স্বেন্দ্রিয়সুখং তেন কৃষ্ণেন্দ্রিয়সুখ এব সর্ব্বথা দৃষ্ট্যা যদ্যানুষঙ্গিকং স্বেন্দ্রিয়সুখং সাত্তদা ন দোষঃ। ভক্তিমাত্রৈককামি-ত্বেঽপি সংসারধ্বংসবদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রসঙ্গক্রমে প্রেয়সীভাবে ভজন-কারী জনগণকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর দুরারাধ্য বিষ্ণুকে আরাধনা পূর্ব্বক তাহার নিকটে মনোমত নিজ ইন্দ্রিয় সুখ প্রার্থনা করে, তাহা অতি তুচ্ছ বলিয়া ঐ ব্যক্তি অতিশয় কুবুদ্ধি সম্পন্ন, কিন্তু সেই ব্যক্তি কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় সুখই সর্ব্ব-প্রকারে কামনা করিয়া যদি ঐ সঙ্গে নিজ ইন্দ্রিয় সুখ হয়, তাহাতে দোষ নাই। ভক্তিই একমাত্র কাম্য, তাহাতে যদি সংসার নাশ হয়—তাহা যেমন দোষের নহে ঐরূপ জানিবেন ॥ ১১ ॥

অক্রূর-ভবনং কৃষ্ণঃ সহরামোদ্ধবঃ প্রভুঃ।
কিঞ্চিচ্চিকীর্ষয়ন্ প্রাগাদক্রূর-প্রিয়কাম্যয়া ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) সহ রামোদ্ধবঃ (রামেণ উদ্ধবেন চ সহিতঃ) প্রভুঃ কৃষ্ণঃ কিঞ্চিৎ চিকীর্ষন্ (হস্তিনাপুরপ্রস্থানং কারয়িতুমিচ্ছন্) অক্রূরপ্রিয়-কাম্যয়া (তস্য প্রীতিসাধনেচ্ছয়া চ) অক্রূরভবনং প্রাগাৎ (জগাম) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের প্রীতি-সাধনের জন্য এবং তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ কার্য্য সম্পাদন মানসে বলদেব এবং উদ্ধবের সহিত অক্রূরের গৃহে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অক্রূর-প্রিয়কাম্যয়ৈব কিঞ্চিচ্চিকীর্ষ-য়ন্ দাসস্য স্ববিষয়কপ্রভুনির্দেশস্যৈব প্রিয়ত্বমননাৎ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অক্রূরকে প্রীতিদানের ইচ্ছায়ই শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও উদ্ধবের সহিত, আর কিছু বাসনা পূরণের ইচ্ছায় অক্রূরের গৃহে গমন করিলেন। প্রভুর আদেশ পালন করাই দাসের প্রভুপ্রীতিসম্পাদন ॥ ১২ ॥

স তান্ নরবর শ্রেষ্ঠানারাদ্বীক্ষ্য স্ব-বান্ধবান্।
প্রত্যুত্থায় প্রমুদিতঃ পরিষ্বজ্যাভিনন্দ্য চ ॥ ১৩ ॥

ননাম কৃষ্ণং রামঞ্চ স তৈরপ্যভিবাদিতঃ ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহান্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (অক্রূরঃ) সবান্ধবান্ (বান্ধবৈঃ সহিতান্) তান্ নরবর শ্রেষ্ঠান্ (নরোত্তমান্) আরাৎ (দূরতঃ এব) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রমুদিতঃ (হৃষ্টঃ সন্) প্রত্যুত্থায় (প্রত্যুদ্গম্য) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) অভিনন্দ্য (প্রীণয়িত্বা) চ কৃষ্ণং রামং চ ননাম (প্রণমতি স্ম ততঃ) সঃ (অক্রূরঃ) অপি তৈঃ (কৃষ্ণাদিভিঃ) অভিবাদিতঃ (বন্দিতঃ সন্) কৃতাসন-পরিগ্রহান্ (কৃতঃ আসনপরিগ্রহঃ যৈঃ তান্, উপবিষ্টান্ তান্ কৃষ্ণাদীন্ ইত্যর্থঃ) বিধিবৎ (যথাবিধানং) পূজয়ামাস (অর্চ্চয়ামাস) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—অক্রূর দূর হইতেই উক্ত নরোত্তমগণকে সবান্ধবে সমাগত দেখিয়া হর্ষ সহকারে প্রত্যুদ্গমন, আলিঙ্গন ও অভিনন্দনপূর্ব্বক কৃষ্ণ এবং বলদেবকে প্রণাম করিলেন, তাঁহারাও অক্রূরকে অভিবাদনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে অক্রূর তাঁহাদের যথাবিধি পূজা করিয়াছিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

পাদাবনেজনীরাপো ধারয়ন্ শিরসা নৃপ ।
অর্হণেনাম্বরৈর্দিব্যৈর্গন্ধস্রগ্ভূষণোত্তমৈঃ ॥ ১৫ ॥
অর্চ্চিত্বা শিরসানম্য পাদাবঙ্কগতৌ মৃজন্ ।
প্রশ্রয়াবনতোঽক্রূরঃ কৃষ্ণ-রামাবভাষত ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, পাদাবনেজনীঃ (তয়োঃ পাদপদ্ম-প্রক্ষালনীঃ) অপঃ (জলানি) শিরসা আ (সর্ব্বতঃ) ধারয়ন্ অর্হণেন (অর্হণদ্রব্যেন) দিব্যৈঃ অম্বরৈঃ (বসনৈঃ) গন্ধস্রগ্-ভূষণোত্তমৈঃ (গন্ধৈঃ স্রগ্ভিঃ উত্তমভূষণৈশ্চ) অর্চ্চিত্বা (সম্পূজ্য) শিরসা আনম্য (প্রণম্য) অঙ্কগতৌ (স্বীয়ক্রোড়ে ধৃতৌ) পাদৌ (চরণদ্বয়ং) মৃজন্ (মর্দ্দয়ন্) প্রশ্রয়াবনতঃ (বিনয়নম্রঃ সন্) অক্রূরঃ কৃষ্ণ-রামৌ অভাষত (অকথয়ৎ) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের পাদপ্রক্ষালন-বারি মস্তকদ্বারা সর্ব্বত্র ধারণ করিয়া দিব্য বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য, উত্তম অলঙ্কার এবং বিবিধ পূজাদ্রব্য দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনপূর্ব্বক অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া চরণদ্বয় মর্দ্দন-সহকারে বিনয়নম্রভাবে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—আ সর্ব্বতঃ অপঃ শিরসা শিরসি ধারয়ন্ । মৃজন্ হস্তাভ্যাং মৃদুমর্দ্দনেন সম্বাহয়ন্ ॥ ১৩-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের পাদপ্রক্ষালন জল মস্তকে ধারণ করিয়া হস্তদ্বয়দ্বারা মৃদুমর্দ্দন পূর্ব্বক চরণ সম্বাহন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৬ ॥

দিষ্ট্যা পাপো হতঃ কংসঃ সানুগো বামিদং কুলম্ ।
ভবদ্ভ্যামুদ্ধৃতং কৃচ্ছ্রাদ্দুরন্তাচ্চ সমেধিতম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) সানুগঃ (অনুগৈঃ ভ্রাত্রাদিভিঃ অনুচরৈঃ সহিতঃ) পাপঃ (পাপী) কংসঃ হতঃ (অভূৎ) বাং (যুবয়োঃ) ইদং কুলং ভবদ্ভ্যাং দুরন্তাৎ (দুষ্পারাৎ) কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টাৎ) উদ্ধৃতং (রক্ষিতং) সমেধিতং চ (সমৃদ্ধিং প্রাপিতঞ্চেত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—আমাদের ভাগ্যবলে দুরাচার কংস অনুচরগণের সহিত নিহত হইয়াছে এবং আপনাদের দুই ভ্রাতাকর্ত্তৃক যদুকুল দুরন্ত কষ্ট হইতে রক্ষিত হইয়া সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতু জগন্ময়ৌ ।
ভবদ্ভ্যাং ন বিনা কিঞ্চিৎ পরমস্তি ন চাপরম্ ॥১৮

অন্বয়ঃ—(পরমার্থং বদতি) যুবাং (রাম-কৃষ্ণৌ) প্রধানপুরুষৌ (তদাত্মকৌ) জগদ্ধেতু (জগৎ-কারণভূতৌ অতঃ) জগন্ময়ৌ (জগৎস্বরূপভূতৌ চ ভবথঃ) ভবদ্ভ্যাং বিনা পরং (কারণম্) অপরং চ (কার্য্যঞ্চ) কিঞ্চিৎ (বস্তু) ন অস্তি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—আপনারা দুইজন পুরুষোত্তম, এই জগতের কারণ এবং জগন্ময় আপনাদের উভয়ের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন কারণ বা কার্য্যই বর্ত্তমান নাই ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ইদং কুলং বামিতি কিমুচ্যতে জগদপি যুষ্মদীয়মিত্যাহ,—যুবামিতি । একস্যাপীশ্বরস্য দ্বিধাবির্ভাবাদ্ দ্বিত্বেন নির্দ্দেশঃ । তেন ত্বমেব প্রধানং ত্বমেব পুরুষ ইত্যর্থঃ । জগদ্ধেতু জগন্ময়াবিতি ত্বমেব

কারণং ত্বমেব কার্য্যমিত্যর্থঃ। এতদেব ব্যতিরেকে-ণাহ,—ভবত্ত্যামিতি। পরং কারণমপরং কার্য্যম্ ॥ ১৭-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের এই কুলকে আপনারা দুইজন পবিত্র করিলেন ইহা আর কি বলিব। এই জগৎ ত' আপনাদের-ইহাই বলিতেছেন—যুবামিতি। একই ঈশ্বরের দুইরূপে আবির্ভাব হেতু কৃষ্ণ বলরামকে অক্রূর দুইভাবে নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাহা দ্বারা কৃষ্ণই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি এবং তুমিই পুরুষ। জগতের হেতু ও জগতময় আপনারা দুই-জন, অর্থাৎ তুমিই কারণ তুমিই কার্য্য। ইহাই বিপরীতভাবে বলিতেছেন আপনারাই পরমকারণ ও কার্য্য ॥ ১৭-১৮ ॥

আত্মসৃষ্টমিদং বিশ্বমন্বাবিশ্য স্ব-শক্তিভিঃ।
ঈয়তে বহুধা ব্রহ্মন্ শ্রুত-প্রত্যক্ষগোচরম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, স্বশক্তিভিঃ (রজ আদিভিঃ) আত্মসৃষ্টম্ (আত্মনা এব সৃষ্টং) ইদং বিশ্বম্ অন্বাবিশ্য (কারণত্বাৎ অননুপ্রবিষ্টোঽপি অনুপ্রবিশ্যেব স্থিতঃ) শ্রুতপ্রত্যক্ষগোচরং (যথা ভবতি তথা) বহুধা ঈয়তে (ভবানেব প্রতীতিবিষয়ো ভবতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, আপনি রজঃ প্রভৃতি শক্তি-দ্বারা নিজকর্ত্তৃক বিরচিত এই বিশ্বে অনুপ্রবিষ্টের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক শ্রুত এবং প্রত্যক্ষগোচর হইয়া বিবিধরূপে প্রতীত হইতেছেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—এক এব ভগবান্ জগদ্রূপেণ নানা ভবতীত্যাহ,—আত্মসৃষ্টং স্ব-কার্য্যং বিশ্বমিদন্বাবিশ্য অত্র প্রবিশ্য স্থিত ইত্যর্থঃ। বহুধা দেবগন্ধর্ব্বাদিরূপেণ মনুষ্যগবাদিরূপেণ চ ঈয়তে অবগম্যতে। যতো বিশ্বমিদং শ্রুতপ্রত্যক্ষ-গোচরং শ্রবণদর্শনবিষয়ীভূতং ক্লীবত্বমার্ষম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—একই ভগবান্ জগৎরূপে নানা মূর্ত্তি হন—নিজ কার্য্য এই বিশ্বকে আবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ বিশ্বমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। দেব-গন্ধর্ব্ব আদি ও মনুষ্য গো প্রভৃতি রূপে বহুপ্রকারে জানা যায়। যেহেতু এই বিশ্বকে শ্রবণ দর্শন আদি করা যায় ॥ ১৯ ॥

যথাহি ভূতেষু চরাচরেষু
মহ্যাদয়ো যোনিষু ভান্তি নানা।
এবং ভবান্ কেবল আত্মযোনি-
ষ্বাত্মাত্মতন্ত্রো বহুধা বিভাতি ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(একস্যৈব বহুধা প্রতীতিং সদৃষ্টান্ত-মাহ) মহ্যাদয়ঃ (ক্ষিত্যাদয়ো মহাভূতাঃ) যথা হি (যদ্বৎ) যোনিষু (স্বস্যৈব রূপান্তরেণ অভিব্যক্তি স্থানেষু) চরাচরেষু (স্থাবরজঙ্গমেষু) ভূতেষু (ভৌতিক-পদার্থেষু) নানা ভান্তি (বহুধা প্রকাশন্তে) এবং (তথা) কেবলঃ (নিরবচ্ছিন্নঃ) আত্মতন্ত্রঃ (স্বতন্ত্রঃ) আত্মা (সর্ব্বান্তর্য্যামী) ভবান্ আত্মযোনিষু (আত্মা-ভিব্যক্তিস্থানেষু নরমৃগাদি শরীরেষু বালযুবাদ্যবস্থাসু চ) বহুধা বিভাতি (নানারূপঃ প্রতীয়তে) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ক্ষিতি প্রভৃতি মহাভূতগণ যেরূপ স্বীয় রূপান্তর পরিণত, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভৌতিক পদার্থ-সমূহে বিবিধরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী হইয়াও আপনি লীলার্থ স্বীয় অভিব্যক্তিস্থল নর-মৃগাদি শরীরে এবং বাল্যযৌবনাদি অবস্থায় নানারূপে প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—একস্যৈব নানারূপত্বে সদৃষ্টান্তমাহ,—যথা ভূতেষু ভৌতিকশরীরেষু চরাচরেষু যোনিষু জাতিষু মহ্যাদয়ো হেতবো নানা ভূত্বা ভান্তি। এবং কেবল এক এব আত্মযোনিষু আত্মাভিব্যক্তিস্থলেষু আত্মা ভবান্ বহুধা বিভাতি আত্মতন্ত্রঃ স্বতন্ত্রঃ ॥২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—একই ভগবান্ নানারূপে অবস্থান করিতেছেন—ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—যেমন ভৌতিকশরীরসমূহে স্থাবর জঙ্গম প্রাণী মধ্যে পৃথিবী আদি কারণভূত সমূহ, নানাকার্য্য রূপে প্রকাশিত আছে, কেবল একই আত্মা নিজ সৃষ্ট প্রাণীগণের মধ্যে এবং নিজ অবতার সমূহ মধ্যে বহু প্রকারে দৃষ্ট হইতেছেন যেহেতু স্বতন্ত্র ॥ ২০ ॥

সৃজস্যথো লুম্পসি পাসি বিশ্বং
রজস্তমঃসত্ত্বগুণৈঃ স্বশক্তিভিঃ ।
ন বধ্যসে তদ্গুণকর্ম্মভির্বা
জ্ঞানাত্মনস্তে ক্ব চ বন্ধহেতুঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বেন সগুণত্বেন চ মম কিং জীববদ্ বন্ধঃ কথিতঃ নহি নহীত্যাহ ত্বং) স্বশক্তিভিঃ (স্বশক্তিস্বরূপৈঃ) রজস্তমঃ সত্ত্বগুণৈঃ (রজসা তমসা সত্ত্বেন চ যথাক্রমং) বিশ্বং সৃজসি অথো (পশ্চাৎ তৎ) লুম্পসি (সংহরসি) পাসি (স্থিতৌ রক্ষসি চ) তদ্গুণকর্ম্মভিঃ বা (তৈঃ গুণৈঃ কর্ম্মভির্বা) ন বধ্যসে (স্বয়ং বদ্ধো ভবসি যতঃ) জ্ঞানাত্মনঃ (জ্ঞানস্বরূপস্য পরব্রহ্মণঃ) তে (তব) বন্ধহেতুঃ (অবিদ্যা) ক্ব চ (জীবস্যেব তব সা নাস্তীত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—আপনি স্বীয় শক্তিভূত রজঃ তমঃ এবং সত্ত্বগুণ দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি সংহার এবং পালন-ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন, পরন্তু স্বয়ং উক্ত গুণসমূহ বা কর্ম্মসমূহে আবদ্ধ হ'ন না, যেহেতু আপনি জ্ঞানাত্মা, জীবের ন্যায় আপনার বন্ধন-হেতুভূত অবিদ্যা নাই ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্ত্বমেবৈকো জগদীশ্বর ইত্যাহ,—সৃজসীতি । তত্তদভিধৈস্তৈর্গুণৈস্তৈস্তৈঃ কর্ম্মভিশ্চ জীব ইব ত্বং ন বধ্যসে । ননু কুতোঽহং ন বধ্যে তত্রাহ,—জ্ঞানাত্মনঃ জ্ঞানস্বরূপস্য পরব্রহ্মণ স্তব বন্ধহেতুরবিদ্যা ক্ব ? জীবস্যেব তব সা নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আপনিই একমাত্র জগদীশ্বর, এই জগতের সৃষ্টি, লয় ও পালন করিতেছেন । ঐ সকল নাম-রূপ-গুণ ও কর্ম্মদ্বারা জীবের ন্যায় আপনি বন্ধন প্রাপ্ত হন না, কি কারণ, ইহার উত্তরে বলি—জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম তোমার বন্ধন অবিদ্যা কিভাবে করিবে ? জীবেরই বন্ধন করে অবিদ্যা, তোমাতে সেই অবিদ্যা নাই ॥ ২১ ॥

দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বা-
দ্ভবো ন সাক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ ।
অতো ন বন্ধস্তব নৈব মোক্ষঃ
স্যাতাং নিকামস্ত্বয়ি নোঽবিবেকঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ আস্তাং তাবৎ তব বন্ধশঙ্কা যতঃ অবিদ্যোপাধের্জীবাত্মনোঽপি ন বস্তুতো বন্ধঃ অস্তীত্যাহ) আত্মনঃ (জীবাত্মনঃ) দেহাদ্যুপাধেঃ (দেহমনঃ প্রভৃতীনামুপাধীনাম্) অনিরূপিতত্বাৎ (অনিয়তত্বাৎ আগমাপায়িত্বাৎ ইত্যর্থঃ) সাক্ষাৎ (স্বরূপতঃ) ভবঃ (জন্মঃ) ন স্যাৎ ভিদা (তন্মূলকঃ ভেদশ্চ) ন স্যাৎ (ননু মম বন্ধাভাবং বদতা ত্বয়া কিং মোক্ষঃ স্বীকৃতঃ ওমিতি চেৎ তর্হি বন্ধাভাবে মোক্ষাসম্ভবাৎ প্রাপ্তঃ বন্ধোঽপীত্যাশঙ্ক্যাহ) অতঃ (যতো ন অবিদ্যা তস্মাৎ) তব বন্ধঃ ন (নাস্তি) মোক্ষঃ ন এব (সুতরামেব নাস্তি পরন্তু) নিকামঃ (ভবদভিপ্রায়ানুরূপঃ) ত্বয়ি (ভবদ্বিষয়ে) নঃ (অস্মাকম্) অবিবেকঃ (অজ্ঞানমেব) স্যাতাং (বন্ধ-মোক্ষৌ ভবেতাম্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যদি বলেন, "আমার অবিদ্যা না থাকিলে এই অবিদ্যা সম্বন্ধীয় দেহ কোথা হইতে আসিবে ?" তদুত্তর এই যে, আপনার দেহাদি উপাধি অবিদ্যাহেতু, ইহা কোন শাস্ত্রজ্ঞকর্তৃক নিরূপিত হয় নাই ; অতএব জীববৎ আপনার সংসার অথবা জন্মলাভ হয় না । যদি জীবের ন্যায় অবিদ্যা-জনিত দেহই আপনার হইত, তবে আপনিও জীববৎ জন্মাদিমান্ হইতেন । আপনার দেহ উপাধিত্বভাব-হেতু জীববৎ আপনার পৈত্রিক ধাতু-সম্বন্ধীয় জন্মাদি হয় না, কিন্তু আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র হইয়া থাকে, যেহেতু আপনার দেহ-দেহী-পার্থক্য নাই, অতএব আপনার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মে যদ্যবিদ্যা নাস্তি তদাত্মদেহোঽয়মবিদ্যকঃ কুত আয়াত স্তত্রাহ,—দেহাদীতি । তব দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বাদিতি । তব দেহাদিরুপাধিরাবিদ্যক ইতি কৈরপি শাস্ত্রজ্ঞৈর্ন নিরূপিত ইত্যর্থঃ । অতএব তব ন ভবঃ জীববৎ সংসারো জন্ম বা নৈব স্যাৎ । তবাপি দেহাদিরাবিদ্যকো যদি ভবেৎ তদা ত্বমপি স্বাতন্ত্র্যেঽপি জীবতুল্য এব জন্মাদিমানেব স্যা ইত্যর্থঃ । অতস্তব দেহাদেরুপাধিত্বাভাবাৎ জীববৎ সাক্ষাৎ পৈতৃকধাতুসম্বন্ধং জন্ম ন স্যাৎ, কিন্ত্বাবির্ভাবাত্মকমেব জন্ম ভবেৎ । তথা আত্মনো দেহাদ্ভিদা ভিন্নত্বং জীবস্যেব তব নাস্তি । ত্বদ্দেহোঽপি ত্বমেবেত্যর্থঃ । দেহ-দেহি-বিভাগোঽত্র নেশ্বরে বিদ্যতে

কৃচি'দিত্যুক্তেঃ। অতস্তব ব্রহ্মস্তব ব্রহ্মত্বাদেবাবিদ্যা-বিদ্যাভ্যামতীতস্য নৈব বন্ধো নৈব মোক্ষঃ। উলূখলে মাত্রানিবদ্ধস্য কালিয়হ্রদান্মুক্তস্য মম বন্ধ-মোক্ষৌ স্ত ইতি চেৎ স্যাতাং, তৌ তু তে ন নিষিদ্ধ্যেতে ইতি ভাবঃ। কুতস্তুর্হি স বন্ধঃ স মোক্ষশ্চ নোঽস্মাকং ভক্তানাং নিকামো ধ্যেয়ত্বাদভীষ্ট এব। যতো বিবেকঃ স বন্ধো মোক্ষশ্চ বিবেক এব মায়িকত্বাভাবাৎ। জ্ঞান-স্বরূপস্য নতু তাবদজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষাবিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে—আমার যদি অবিদ্যা নাই তাহা হইলে অবিদ্যাময় আমার এই দেহ কোথা হইতে আসিল? তাহার উত্তরে বলি—তোমার দেহাদি মায়া উপাধিদ্বারা রচিত নহে, তোমার দেহাদি অবিদ্যা উপাধি রচিত, ইহা কোন শাস্ত্রজ্ঞই নিরূপণ করে না। অতএব তোমার জীবের ন্যায় সংসার বা জন্ম হয় না। তোমার দেহাদি যদি অবিদ্যা রচিত হয়, তাহা হইলে তুমি স্বতন্ত্র পুরুষ হইয়াও জীবের ন্যায়ই জন্মাদিযুক্ত হইতে। অতএব তোমার দেহাদি মায়া উপাধিময় না হওয়ায় জীবের ন্যায় সাক্ষাদ্ভাবে পৈত্রিক ধাতুসম্বন্ধ জন্ম নাই। কিন্তু আবির্ভাব রূপ জন্ম হয়, সেইরূপ দেহাদিও আত্মার জীবের ন্যায় ভিন্নত্ব তোমার নাই। তোমার দেহও তুমি। এই ঈশ্বরে দেহ ও দেহী বিভাগ কখনও নাই—ইহা পঞ্চরাত্র শাস্ত্র বলেন। অতএব তুমি ব্রহ্ম তোমাতে অবিদ্যা নাই, অবিদ্যার অতীত হেতু বন্ধও নাই মোক্ষও নাই। যদি বল, মা যশোদা আমাকে উদূখলে বন্ধন করিয়াছিল, কালিয় হ্রদ হইতে আমি মুক্ত হইলাম, অতএব বন্ধ ও মোক্ষ আছে—ইহা যদি বল তাহা থাকুক, তাহা নিষেধ করি না তোমায় মায়িক বন্ধন ও মোক্ষ না থাকায় সেই মায়িক বন্ধ ও মোক্ষ ভক্তগণের ধ্যানের বিষয় নহে, ব্রজলীলায় তোমার বন্ধন ও মোক্ষ ভক্তগণের ধ্যানের বিষয়, অতএব অভীষ্ট। জ্ঞান স্বরূপ তোমাতে অজ্ঞানরূপ সংসার বন্ধ মোক্ষ নাই ॥ ২২ ॥

———

ত্বয়োদিতোঽয়ং জগতো হিতায়
যদা যদা বেদপথঃ পুরাণ।
বাধ্যেত পাষণ্ড-পথৈরসদ্ভি-
স্তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্ত্তি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু তর্হি মমাবতারাস্তচ্চরিতানি চ শুক্তিরজতবদবিদ্যা কল্পিতান্যেব কিং নহি নহি ইয়ন্তু তব লীলা ইত্যাহ) ত্বয়া জগতো হিতায় উদিতঃ (প্রকাশিতঃ) পুরাণঃ (প্রাচীনঃ) অয়ং বেদপথঃ (বেদরূপো ধর্ম্মমার্গঃ) যদা যদা (যস্মিন্ যস্মিন্ কালে) পাষণ্ডপথৈঃ (নাস্তিক্যাদিমতানুসারিভিঃ) অসদ্ভিঃ (দুর্জ্জনৈঃ) বাধ্যেত (পীড্যেত) তদা (তস্মিন্নেব কালে) ভবান্ (ধর্ম্মমার্গরক্ষয়া শিষ্টজন-পালনার্থং) সত্ত্বগুণং বিভর্ত্তি (আবির্ভবতীত্যর্থঃ)॥২৩॥

অনুবাদ—আপনি জগতের কল্যাণ কামনায় যে বৈদিক ধর্ম্মমার্গের প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ বেদমার্গ যে যে সময়ে পাষণ্ডমার্গানুযায়ী অসদ্‌গণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, আপনি তত্তৎকালে শুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং গুণাতীতস্বরূপলীলোঽপি ত্বং ধর্ম্মমার্গরক্ষয়া শিষ্টজনপালনার্থং সত্ত্বগুণং পুষ্ণন্না-বির্ভবসীত্যাহ,—ত্বয়া উদিত উক্তঃ বেদপথঃ ধর্ম্ম-মার্গঃ। পুরাণঃ প্রাচীনঃ। ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে গুণাতীত স্বরূপ লীলাময় হইয়াও আপনি ধর্ম্মমার্গ রক্ষাদ্বারা শিষ্টজন পালনের জন্য সত্ত্বগুণ গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হন, ইহাই বলিতেছেন—তোমাকর্ত্তৃক উক্ত বেদপথ অর্থাৎ প্রাচীন ॥ ২৩ ॥

———

স ত্বং প্রভোঽদ্য বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণ
স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ।
অক্ষৌহিণী-শত-বধেন সুরেতরাংশ-
রাজ্ঞামমুষ্য চ কুলস্য যশো বিতন্বন্ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো (বিভো,) সঃ ত্বং সুরেতরাংশরাজ্ঞাং (সুরেতরাংশাঃ অসুরাংশভূতাঃ যে রাজানঃ তেষাম্) অক্ষৌহিণী শতবধেন (অক্ষৌ-হিণীশতস্য বিনাশেন) ভূমেঃ ভারম্ অপনেতুং (দূরীকর্ত্তুং) অমুষ্য কুলস্য চ (যাদববংশস্য) যশঃ বিতন্বন্ (বিস্তারয়ন্) অদ্য ইহ বসুদেবগৃহে স্বাংশেন (রামেণ সহ) অবতীর্ণঃ অসি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, আপনি শত-সহস্র অসুর-রাজগণের বিনাশ দ্বারা ভূভার অপনয়নের জন্য বসুদেবের গৃহে স্বাংশ বলদেব সহ অবতীর্ণ হইয়া এই যদুকুলের যশোবিস্তার করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্বাংশেন রামেণ সহ। সুরেতরাংশা যে রাজানস্তেষামক্ষৌহিণীশতস্য বধেন ভূমের্ভারমপনেতুম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বাংশ অর্থাৎ শ্রীবলরামের সহিত অসুরাংশ যে রাজাগণ তাহাদের শত অক্ষৌহিণী সৈন্যকে বধ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

অদ্যেশ নো বসতয়ঃ খলু ভূরিভাগা
যঃ সর্ব্বদেব-পিতৃ-ভূত-নৃদেব-মূর্ত্তিঃ।
যৎপাদশৌচসলিলং ত্রিজগৎ পুনাতি
স ত্বং জগদ্গুরুরধোক্ষজ যাঃ প্রবিষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, (হে) অধোক্ষজ, যঃ (ত্বং) সর্ব্বদেব-পিতৃ-ভূত-নৃদেব-মূর্ত্তিঃ (সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং স্বরূপভূতঃ, পঞ্চযজ্ঞ দেবতামূর্ত্তিঃ ভবসি ইত্যর্থঃ। অপিচ) যৎপাদশৌচজলং (যস্য তব পাদশৌচসলিলমেব গঙ্গা) ত্রিজগৎ (ত্রিভুবনং) পুনাতি (পবিত্রীকরোতি) জগদ্গুরুঃ সঃ ত্বং যাঃ (বসন্তীঃ) প্রবিষ্টঃ (প্রাপ্তঃ) অদ্য নঃ (অস্মাকং তাঃ) বসতয়ঃ (গৃহাঃ) ভূরিভাগা খলু (তপোবনাদপি পুণ্যতমাঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে অধোক্ষজ! হে ভগবন্! আপনি দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত এবং মনুষ্য—এই পঞ্চ যজ্ঞ দেবতামূর্ত্তি; আপনার পাদশৌচ সলিলরূপিণী গঙ্গাদেবী ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন। সেই জগদ্গুরু আপনি অদ্য আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া আমার গৃহকে অতি পবিত্র করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—যা বসতীঃ স এব ত্বং প্রবিষ্টং যস্ত্বং সর্ব্বদেবাদিমূর্ত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার যে গৃহ তাহাতে আপনি সর্ব্বদেবাদি মূর্ত্তি প্রবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—কঃ পণ্ডিতঃ (কো নাম মনীষী জনঃ) ভক্তপ্রিয়াৎ (ভক্তঃ প্রিয়ঃ যস্য তস্মাৎ) ঋতগিরঃ (সত্যবাচঃ) সুহৃদঃ (হিতকারিণঃ) কৃতজ্ঞাৎ (কাদাচিৎকমপি যৎকিঞ্চিদপি ভক্তেন বিস্মৃতমপি কৃতং ত্বদ্ ভজনং জানতঃ) ত্বৎ অপরং (ভবন্তং বিনা অন্যং পুরুষং) শরণং সমীয়াৎ (আশ্রয়ত্বেন গচ্ছেৎ, ন কোঽপি গচ্ছতীত্যর্থঃ। যতঃ ভবান্) ভজতঃ সুহৃদঃ (সেবকজনস্য) সর্ব্বান্ অভিকামান্ (কামনীয়বিষয়ান্ অপিচ) যস্য (স্বস্বরূপস্য) উপচয়াপচয়ৌ (কালাদিকৃতৌ বৃদ্ধিহ্রাসৌ) ন (নাস্তি তাদৃশম্) আত্মানং (স্বস্বরূপম্) অপি দদাতি ॥২৬

অনুবাদ—হে দেব, আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃদ এবং কৃতজ্ঞ; অতএব কোন্ পণ্ডিত জন আপনাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাকে আশ্রয় করে? কোন কালে কোন ভক্ত আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ ভজন করিলেও আপনি তদ্বিনিময়ে তাঁহাকে যাবতীয় বিষয় প্রদান করেন, কেবল তাহাতেই আপনি নিবৃত্ত হন না, অপচয় এবং উপচয়বিহীন নিজেকে পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন। (কোটী কোটী ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক উপহৃত হইয়াও আপনার কিছু উপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি হয় না এবং আপনাকে ভক্তসমীপে প্রদান করিলেও অচিন্ত্যশক্তিহেতু আপনার কিছুমাত্র অপচয় হয় না) ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বদপরং ত্বত্তোঽন্যম্। ঋতগিরঃ সত্যবাক্যাৎ "কংসং হত্বা ত্বদ্গৃহং যাস্যামী"তি স্ববাক্যং সত্যং কৃতমিতি ভাবঃ। সুহৃদঃ হিতকারিণঃ যেন দাসস্য হিতং স্যাত্তৎ ত্বমেব জ্ঞাত্বা করোষীত্যর্থঃ। কৃতজ্ঞাৎ কদাচিৎকমপি যৎকিঞ্চিদপি ভক্তেন বিস্মৃতমপি ত্বদ্ভজনং কৃতং ত্বং জানাস্যেবেত্যর্থঃ। যো ভবান্ সুহৃদঃ শোভনান্তঃকরণায় নিষ্কামায়েত্যর্থঃ। ভজতে ভজনং কুর্ব্বতে জনায় অভিকামান্ অভিবাঞ্ছিতার্থান্ সর্ব্বানেব তেনাকামিতানপি দদাতি। নচ তাবতোঽপি দত্ত্বা নিবর্ত্তসে ইত্যাহ,—আত্মানং স্বমপি দদাতি। অত্র ভবানিত্যধ্যাহার্য্যম্।

ননু স্বপর্য্যন্তদানং নাম মহানপচয়স্তত্রাহ,—যস্য তব উপচয়াপচয়ৌ ন স্তঃ। কোটিব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিদ্রব্যেষু কোটিসংখ্য ব্রহ্মাদ্যৈস্তভ্যমুপহৃতেষ্বপি তব ন কোঽপ্যুপচয়ঃ। ত্বয়া স্বভক্তায় স্বপর্য্যন্তবস্তুজাতপ্রদানেঽপি ন কোঽপ্যপচয়ঃ। অতর্ক্যানন্তশক্তিত্বাদিতি ভাবঃ ॥২৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনা-কর্ত্তৃক অন্য সত্য-বাক্য—আপনি যে বলিয়াছিলেন কংসকে বধ করিয়া আপনার গৃহে যাইব এই নিজ বাক্য সত্য করিয়াছেন। সুহৃদ্গণের হিতকারী আপনি যে দাসের দ্বারা যে প্রকারে হিত হইবে তাহা আপনি জানিয়া সেইরূপ কার্য্য করেন, আপনি কৃতজ্ঞ কখনও যৎকিঞ্চিৎ ভজন ভক্ত বিস্মৃত হইলেও আপনি তাহা জানেন। আপনি সুহৃদগণের নিষ্কাম অন্তঃকরণ করাইবার জন্য ভজন করাইয়া থাকেন, তাহারা না চাহিলেও তাহাদের বাঞ্ছিত সর্ব্ববিধ ফলই দিয়া থাকেন, তাহাদের প্রার্থিত বস্তু দিয়াই ক্ষান্ত হন না, নিজেকেও দান করেন। যদি বলেন, নিজ পর্য্যন্ত দান করিলে আমার মহান্ ক্ষতি হয়? তাহার উত্তরে বলি—আপনার ক্ষয়বৃদ্ধি নাই। কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্থিত বস্তু সমূহের মধ্যে কোটি সংখ্যা ব্রহ্মা আদি দেবগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইলেও আপনার কোন ক্ষতি নাই। আপনি নিজভক্তকে নিজেকেও প্রদান করিলেও কোন ক্ষতি নাই। যেহেতু আপনি অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিমান্ ॥২৬॥

দিষ্ট্যা জনার্দ্দন ভবানিহ নঃ প্রতীতো
যোগেশ্বরৈরপি দুরাপগতিঃ সুরেশৈঃ।
ছিন্ধ্যাশু নঃ সুত কলত্র-ধনাপ্ত-গেহ-
দেহাদিমোহরশনাং ভবদীয়মায়াম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) জনার্দ্দন, যোগেশ্বরৈঃ (সনকাদিভিঃ) সুরেশৈঃ (ব্রহ্মরুদ্রাদিভিঃ) অপি দুরাপগতিঃ (দুরাপা দুর্ল্লভা গতিঃ জ্ঞানং যস্য সঃ তাদৃশঃ) ভবান্ ইহ (গৃহে) নঃ (অস্মাকং) প্রতীতঃ (প্রতীতি-বিষয়ং গতঃ ইতি) দিষ্ট্যা (মহদ্ ভাগ্যং অতঃ) আশু (সত্বরং) নঃ (অস্মাকং) ভবদীয়মায়াং (ভবদীয়মায়াকার্য্যভূতাং) সুত-কলত্র-ধনাপ্তি-গেহ-দেহাদিমোহরশনাং (সুতাঃ কলত্রাণি স্ত্রিয়ঃ ধনানি আপ্তাঃ সুহৃদঃ গেহাঃ গৃহাণি দেহাঃ শরীরাণি তদাদিষু যো মোহঃ অহং মমাভিমানলক্ষণঃ স এব রশনা পাশঃ তাং) ছিন্ধি (বিনাশয়) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন, আপনি সনকাদি যোগীন্দ্র এবং ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্রগণেরও দুর্জ্ঞেয়, তাদৃশ আপনি যে অদ্য আমাদের ন্যায় অধমগণের গৃহে প্রতীতির বিষয় হইয়াছেন তাহা নিতান্তই সৌভাগ্যসূচক, অতএব হে প্রভো, আপনি আমাদের আপনার মায়াজনিত পুত্র, কলত্র ধন, স্বজন, গৃহ-দেহাদিতে দুষ্পরিহার্য্য মোহবন্ধন সত্বর ছেদন করুন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—নোঽস্মাভিঃ প্রতীতঃ প্রত্যক্ষীকৃতঃ ॥২৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ॥২৭

ইত্যর্চ্চিতঃ সংস্তুতশ্চ ভক্তেন ভগবান্ হরিঃ।
অক্রূরং সস্মিতং প্রাহ গীর্ভিঃ সম্মোহয়ন্নিব ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—ভক্তেন (অক্রূরেণ) ইতি (এবং ক্রমেণ) অর্চ্চিতঃ সংস্তুতঃ (সম্যক্ স্তুতিবিষয়ীভূতঃ) চ ভগবান্ হরিঃ গীর্ভিঃ (স্ববাক্যৈঃ) অক্রূরং সম্মোহয়ন্ ইব (মোহং প্রাপয়ন্ ইব) সস্মিতং (সহাসং) প্রাহ (উবাচ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—ভক্ত অক্রূর এইরূপে অর্চ্চন ও স্তব করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষদ্ধাস্যযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে যেন মোহিত করিয়াই বলিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—সংমোহয়ন্ স্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানং পুষ্ণন্। ইবেতি সম্যগলুম্পন্নপি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান পোষণ করিয়া যেন তাহাকে বাক্যদ্বারা সম্পূর্ণ মোহিত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্বং নো গুরুঃ পিতৃব্যশ্চ শ্লাঘ্যো বন্ধুশ্চ নিত্যদা।
বয়ন্তু রক্ষ্যাঃ পোষ্যাশ্চ অনুকম্প্যাঃ প্রজা হি বঃ ॥২৯

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ। ত্বং নঃ (অস্মাকং মম ইত্যর্থঃ) গুরুঃ পিতৃব্যঃ চ শ্লাঘ্যঃ বন্ধুঃ চ (ভবসি) বয়ং তু নিত্যদা (সর্ব্বদা) বঃ (যুষ্মাকং) রক্ষ্যাঃ (রক্ষণীয়াঃ) পোষ্যাঃ (বধনীয়াঃ) অনুকম্প্যাঃ (কৃপাযোগ্যাঃ) প্রজাঃ হি (সন্ততয় এব ভবামঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে অক্রূর, আপনি আমাদের গুরু, পিতৃব্য এবং শ্লাঘ্য বন্ধু, আমরা সর্ব্বদাই আপনার রক্ষণীয়, পোষণীয় ও অনুকম্পার পাত্র ॥ ২৯ ॥

ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—(ননু নৃভিঃ দেবাঃ সেব্যা ইতি প্রসিদ্ধং তত্রাহ) শ্রেয়স্কামৈঃ (আত্মমঙ্গলপ্রার্থিভিঃ) নৃভিঃ (মানবৈঃ) নিত্যং ভবদ্বিধাঃ (ত্বাদৃশাঃ) অর্হসত্তমাঃ (পূজ্যতমাঃ) মহাভাগাঃ (সাধবঃ) নিষেব্যাঃ (সংপূজ্যাঃ যতঃ) দেবাঃ স্বার্থাঃ (স্বকার্য্যসাধনতৎপরাঃ) সাধবঃ ন (স্বার্থাঃ পরন্তু পরানুগ্রহপরাঃ অতঃ সাধব এব পরমার্থতঃ দেবা ইতি ত এব সেব্যা ইত্যর্থঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—আপনার ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণ আত্মকল্যাণকামী মানবগণের নিকট সর্ব্বদাই পূজার যোগ্য। দেবগণ স্বকার্য্যসাধনতৎপর, কিন্তু সাধুগণ—নিরন্তর পরানুগ্রহপরায়ণ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজাঃ পুত্রতুল্যাঃ। এবং ব্যবহারদৃষ্ট্যা ত্বমস্মাকমাদরণীয় এব। পরমার্থদৃষ্ট্যা তু ত্বং পরমবৈষ্ণবত্বাৎ পূজ্য এবেত্যাহ,—ভবদ্বিধা ইতি। অর্হ্যন্ত ইত্যর্হাঃ পূজ্যাস্তেষু সত্তমাঃ। ননু, নৃভির্দেবাঃ সেব্যা ইতি প্রসিদ্ধিস্তত্রাহ,—দেবাঃ খলু স্বার্থাঃ স্বকার্য্যসাধনপরাং ন তু তথা সাধবঃ। তে তু পরানুগ্রহকাতরা এবেতি ভাবঃ ॥ ২৯-৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রজাগণ পুত্র তুল্য। এবং ব্যবহার দৃষ্টিদ্বারা তুমি আমাদের আদরণীয়ই, পরমার্থ দৃষ্টিদ্বারা কিন্তু তুমি পরম বৈষ্ণবহেতু পূজ্যই, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আপনার ন্যায় ইত্যাদি। অতি পূজনীয় সত্তমগণ। যদি বল মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক দেবগণই পূজনীয় ইহা প্রসিদ্ধি আছে, তাহার উত্তরে বলি—দেবগণ নিশ্চয়ই নিজ কার্য্য সাধন পরায়ণ, কিন্তু সাধুগণ সেইরূপ নহেন তাঁহারা পরের প্রতি অনুগ্রহ কাতরই ॥ ২৯-৩০ ॥

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(তর্হি কিং মৃচ্ছিলাদিময়াঃ দেবাদয়ো নৈব ইত্যত আহ) অম্ময়ানি (জলময়ানি গঙ্গাদীনি) তীর্থানি মৃচ্ছিলাময়াঃ (মৃন্ময়াঃ শিলাময়াশ্চ) দেবাঃ ন (ইতি) ন (পরন্তু তান্যপি তীর্থানি তে অপি দেবা ইতি ভাবঃ, তথাপি সাধূনাং তেষাঞ্চ মহান্ ভেদ ইত্যাহ) তে (তীর্থানি দেবাশ্চ) উরুকালেন (দীর্ঘকালব্যাপি-সেবনেন ইত্যর্থঃ) পুনন্তি (সেবকজনান্ পবিত্রীকুর্ব্বন্তি কিন্তু) সাধবঃ দর্শনাৎ এব (দর্শনসমকালমেব পুনন্তীতিশেষঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যদি বলেন,—তবে কি দেবতাগণ সেব্য নহেন? তদুত্তর এই যে, জলময় তীর্থসকল এবং মৃৎশিলাময় দেবগণও পূজ্য; তথাপি তাঁহারা দীর্ঘকাল সেবিত হইলে চিত্ত শোধন করিতে পারেন, কিন্তু আপনারা দর্শন মাত্রই পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অম্ময়ানি তীর্থানি, নহীতি শিরশ্চালেন নঞ্। অপি তু এবং দেবা অপি তু ভবন্ত্যেব এবং দেবা অপি, কিন্তু সাধূনাং তেভ্যো মহদন্তরমিত্যাহ,—তে ইতি। একশেষে পুংস্ত্বমার্ষম্। দর্শনাদপি ॥৩১

টীকার বঙ্গানুবাদ—জলময় তীর্থসমূহ এবং দেবগণও দীর্ঘকালে পবিত্র করে, কিন্তু সাধুগণ তাহাদিগ হইতে বহুপার্থক্য, তাহারা দর্শনমাত্রই পবিত্র করেন ॥ ৩১ ॥

স ভবান্ সুহৃদাং বৈ নঃ শ্রেয়ান্ শ্রেয়শ্চিকীর্ষয়া।
জিজ্ঞাসার্থং পাণ্ডবানাং গচ্ছস্ব ত্বং গজাহ্বয়ম্ ॥৩২

অন্বয়ঃ—সঃ ভবান্ বৈ (নিশ্চিতং) নঃ (অস্মাকং) সুহৃদাং (মধ্যে) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠো ভবতি অতঃ) পাণ্ডবানাং শ্রেয়ঃ চিকীর্ষয়া (মঙ্গলকরণেচ্ছয়া) জিজ্ঞাসার্থং (তেষাং যা জিজ্ঞাসা ধৃতরাষ্ট্রাশ্রয়ে তে কথমবতিষ্ঠন্ত ইতি পর্য্যালোচনং তদর্থং) গজাহ্বয়ং (হস্তিনাপুরং) ত্বং গচ্ছস্ব (গচ্ছ) ॥৩২॥

অনুবাদ—আপনি নিশ্চয় আমাদের সুহৃদ্গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অতএব আমাদের মঙ্গল কামনায় আপনি হস্তিনাপুরে পাণ্ডবগণের নিকট গমন করুন্।

তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে কিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করিবেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অতঃ পিতৃব্যত্বেনাস্মৎপ্রিয়ঙ্করত্বাৎ সাধুত্বেন পরোপকারকত্বাচ্চ ইদং ত্বয়া কর্ত্তব্যমিত্যাহ,—ইতি। গচ্ছস্ব গচ্ছ। স্বেতি সম্বোধনঃ বা ॥৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আপনি আমাদের পিতৃব্য বলিয়া আমাদের হিতকারী এবং সাধু বলিয়া পরোপকারী। এই কার্য্যটি আপনার কর্ত্তব্য **ইহাই** বলিতেছেন—আপনি হস্তিনাপুরে গমন করুন। **গচ্ছ**—গমন কর, স্ব—ইহা দ্বারা সম্বোধনও বুঝায় ॥৩২

পিতর্য্যুপরতে বালাঃ সহ মাত্রা সুদুঃখিতাঃ।
আনিতাঃ স্বপুরং রাজ্ঞা বসন্ত ইতি শুশ্রুম ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—পিতরি (পাণ্ডৌ) উপরতে (মৃতে-সতি) মাত্রা (জনন্যা কুন্ত্যা) সহ সুদুঃখিতাঃ বালাঃ (যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ) রাজ্ঞঃ (ধৃতরাষ্ট্রেণ) স্বপুরং (হস্তিনাপুরম্) আনীতাঃ (সন্তঃ তত্র) বসন্তে (নিবসন্তি) ইতি শুশ্রুম (বয়ং শ্রুতবন্তঃ) ॥৩৩॥

অনুবাদ—আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে,—পিতা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর সুদুঃখিত বালকগণ জননী কুন্তীদেবীর সহিত ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক হস্তিনাপুরে আনীত হইয়া তথায় অবস্থান করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

তেষু রাজাম্বিকাপুত্রো ভ্রাতৃপুত্রেষু দীনধীঃ।
সমো ন বর্ত্ততে নূনং দুষ্পুত্রবশগোহন্ধদৃক্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—দীনধীঃ (দুর্ব্বলমতিঃ) দুষ্পুত্রবশগঃ (দুর্য্যোধনাদিদুঃশীলপুত্রগণবশীভূতঃ) অন্ধদৃক্ (স্বয়ং অন্ধদৃষ্টিঃ) রাজা অম্বিকাপুত্রঃ (ধৃতরাষ্ট্রঃ) তেষু (যুধিষ্ঠিরাদিষু) ভ্রাতৃপুত্রেষু নূনং (নিশ্চিতমেব) সমঃ (তুল্যভাবাপন্নো) ন বর্ত্ততে ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অম্বিকাপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং দুর্ব্বলমতি, অন্ধদৃষ্টি এবং দুষ্টস্বভাব-সম্পন্ন পুত্রগণের বশীভূত, অতএব নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতুষ্পুত্রগণের প্রতি সমদৃষ্টিপরায়ণ নহেন ॥ ৩৪ ॥

গচ্ছ জানীহি তদ্বৃত্তমধুনা সাধ্বসাধু বা।
বিজ্ঞায় তদ্বিধাস্যামো যথা শং সুহৃদাং ভবেৎ ॥৩৫

অন্বয়ঃ—(অতঃ তত্র) গচ্ছ অধুনা (ইদানীং) তদ্বৃত্তং (তস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য বৃত্তং আচরণং) সাধু (সম্যক্) অসাধু (অসম্যক্) বা জানীহি। বিজ্ঞায় (তদ্বৃত্তং জ্ঞাত্বা) যথা (যেন প্রকারেণ) সুহৃদাং (পাণ্ডবানাং) শং (কল্যাণং) ভবেৎ (বয়ং) তদ্বিধাস্যামঃ (তথা কার্য্যং করিষ্যাম ইত্যর্থঃ) ॥৩৫

অনুবাদ—অতএব আপনি সম্প্রতি তথায় গমন করুন্ এবং তাহাদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ সাধু বা অসাধু তাহা অবগত হউন্। আমরা তাহা জানিয়া যাহাতে সুহৃদ্ পাণ্ডবগণের মঙ্গল হয়, সেইরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিব ॥ ৩৫ ॥

ইত্যক্রূরং সমাদিশ্য ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
সঙ্কর্ষণোদ্ধবাভ্যাং বৈ ততঃ স্বভবনং যযৌ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অক্রূরগৃহগমনং নাম অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ অক্রূরং ইতি (পূর্ব্বোক্তং) সমাদিশ্য সঙ্কর্ষণোদ্ধবাভ্যাং (সহ) ততঃ বৈ (অক্রূরগৃহাৎ) স্বভবনং (নিজালয়ং) যযৌ (জগাম) ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—ভগবান্ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া বলদেব এবং উদ্ধবের সহিত তথা হইতে স্বগৃহে গমন করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—রাজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রেণ বসন্তে বসন্তি ॥৩৩-৩৬

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টচত্বারিংশকোঽয়ং দশমেহজনি সঙ্গতঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর মায়ের সহিত নিজপুরে আনীত হইয়া বাস করিতেছেন ॥ ৩৩-৩৬ ॥

দশমের এই অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ভক্তগণের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্ত হইলেন।

এই শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥১০॥৪৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

স গত্বা হাস্তিনপুরং পৌরবেন্দ্রযশোঽঙ্কিতম্।
দদর্শ তত্রাম্বিকেয়ং সভীষ্মং বিদুরং পৃথাম্ ॥ ১ ॥
সহপুত্রঞ্চ বাহ্লীকং ভারদ্বাজং সগৌতমম্।
কর্ণং সুযোধনং দ্রৌণিং পাণ্ডবান্ সুহৃদোঽপরান্ ॥২॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অক্রূরের হস্তিনাপুর-গমন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবগণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বৈষম্য-ব্যবহার দর্শনপূর্ব্বক প্রত্যাগমন বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণাদেশে অক্রূর হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক কৌরব ও পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পর কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর তিনি পাণ্ডবগণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ অবগত হইবার জন্য কয়েক মাস তথায় বাস করিলেন। পাণ্ডবগণের গুণগরিমা-দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবগণের উচ্ছেদসাধন-মানসে তাঁহাদের প্রতি যে সকল অসদাচরণ করিয়াছিল ও যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছিল, বিদুর ও কুন্তীদেবী সে সমস্তই অক্রূর সমীপে নিবেদন করিলেন। কুন্তীদেবী ঈষদশ্রুযুক্ত নয়নে অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার পিতা-মাতা, কৃষ্ণবলরাম ও অন্যান্য বন্ধুবর্গ তাঁহাকে এবং তৎপুত্রগণকে স্মরণ করেন কি না এবং শোকাতুর তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ সান্ত্বনা প্রদান করিবেন কি না। এই কথা বলিয়া কুন্তীদেবী পুত্রগণসহ নিজের রক্ষার্থ কৃষ্ণের প্রপত্তিসূচক বাক্যসমূহ দ্বারা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেন। অক্রূর কুন্তীদেবীর পুত্রগণের ধর্ম্ম, বায়ু প্রভৃতির দ্বারা উৎপত্তিহেতু অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, পরন্তু অচিরাৎ তাঁহাদের পরমমঙ্গলের সম্ভাবনা ইহা বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক বিষমদর্শী ধৃতরাষ্ট্র সমীপে রামকৃষ্ণের আদেশ জ্ঞাপনার্থ বলিলেন যে, পাণ্ডুর মৃত্যুর ধৃতরাষ্ট্র রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন; রাজনীতি অনুসারে সমদর্শী হইয়া প্রজা ও আত্মীয়গণের পালন করিলে তাঁহার কীর্ত্তি ও মঙ্গল লাভ হইবে। তদ্বিপরীত আচরণে তাঁহার ইহলোকে অকীর্ত্তি এবং পরলোকে নরকপ্রাপ্তি ঘটিবে। জীবগণ একাকীই এই সংসার ত্যাগ করিয়া যায় এবং একাকীই নিজকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ করে। অতএব আত্মস্বরূপ অবগত না হইয়া পুত্রদিগকে পোষ্য জ্ঞানে তাহাদের প্রতি আসক্তিবশতঃ তাহাদের ভরণ-পোষণার্থ অধর্ম্মের অবাহন করা কর্ত্তব্য নহে, তাদৃশ-পুত্রবিত্তাদিতে যে অহং-মম ভাব, তাহা অনিত্য; তাহাদের দ্বারা আমরা যে স্বার্থসিদ্ধির মানস করিয়া থাকি, তৎপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই তাহারা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া জগতের অনিত্যতার উপলব্ধি করাইয়া দেয়। তাদৃশ অপূর্ণমনোরথ এবং স্বধর্ম্মবিমুখ জীবগণ জীবনান্তে নরকে প্রবিষ্ট হয়। অতএব এই সংসারকে স্বপ্ন, মায়া ও মনোরথতুল্য অস্থির জ্ঞানে আত্মাকে সংযত করিয়া শান্ত ও সমদর্শী হওয়া কর্ত্তব্য।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন যে, অক্রূরের হিতবাক্যে তিনি অমৃতাস্বাদনের ন্যায় তৃপ্তির অবধি লাভ করিতেছেন না, তবে উক্ত হিতবাণী সকল পুত্রস্নেহগ্রস্ত বিষমদর্শী তাঁহার চিত্তে স্থির হইতেছে না। ভগবানের বিধান লঙ্ঘন করার সাধ্য কাহারও নাই, তিনি যে জন্য

যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।

অক্রূর ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত ভাব অবগত হইয়া সুহৃদ্‌গণের নিকট অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক মথুরায় গমন করিলেন এবং রাম-কৃষ্ণের নিকট সম্যক্ বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(ততঃ) সঃ (অক্রূরঃ) পৌরবেন্দ্রযশোঽঙ্কিতং (পৌরবেন্দ্রাণাং যশোভিঃ তৎকৃতদেব-ব্রাহ্মণায়তনাদিভিঃ অঙ্কিতং চিহ্নিতং ভূষিতমিত্যর্থঃ) হাস্তিনপুরং গত্বা তত্র (পুরে) সভীষ্মং (ভীষ্মেণ সহ বর্ত্তমানম্) আম্বিকেয়ং (অম্বিকাপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রং) বিদুরং পৃথাং (কুন্তীং) সহপুত্রং (পুত্রেণ সোমদত্তেন সহ বর্ত্তমানং) বাহ্লীকং চ ভারদ্বাজং (দ্রোণং) গৌতমং (কৃপং) কর্ণং দুর্য্যোধনং দ্রৌণিম্ (অশ্বত্থামানং) পাণ্ডবান্ (যুধিষ্ঠিরাদিপাণ্ডুপুত্রান্ তথা) অপরান্ সুহৃদঃ (চ) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥১-২॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অতঃপর অক্রূর পৌরব রাজগণের কীর্ত্তিচিহ্নযুক্ত হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক তথায় ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কুন্তী, সপুত্র বাহ্লীকরাজ, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, পাণ্ডুপুত্রগণ এবং অন্যান্য সুহৃদ্‌গণকে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

উনপঞ্চাশত্তমেঽগাদক্রূরো হস্তিনাপুরম।
ভ্রাতুষ্পুত্রেষু বৈষম্যং রাজ্ঞো জ্ঞাত্বাগমত্ততঃ ॥ ০ ॥

পৌরবেন্দ্রাণাং যশোভির্যশোদ্যোতকৈস্তৎকৃতদেব-ব্রাহ্মণায়তনাদিভিরঙ্কিতম্। আম্বিকেয়ং ধৃতরাষ্ট্রম্। সহপুত্রং সোমদত্তসহিতং ভারদ্বাজং, দ্রোণং, গৌতমং, কৃপম্ ॥ ১-২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে অক্রূর হস্তিনাপুরে গেলেন এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতৃপুত্রগণের প্রতি বৈষম্যভাব জানিয়া সেইখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ০ ॥

কুরুশ্রেষ্ঠগণের যশ প্রকাশক অর্থাৎ তাহাদের কৃত দেবমন্দির ব্রাহ্মণ গৃহাদি দ্বারা অলংকৃত। অম্বিকাপুত্র এই ধৃতরাষ্ট্র, পুত্র সোমদত্তের সহিত ভরদ্বাজ, দ্রোণ, গৌতম ও কৃপকে তথায় অক্রূর দেখিলেন ॥ ১-২ ॥

———

যথাবদুপসঙ্গম্য বন্ধুভির্গান্দিনীসুতঃ।
সম্পৃষ্টস্তৈঃ সুহৃদ্বার্ত্তাং স্বয়ঞ্চাপৃচ্ছদব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) গান্দিনীসুত (অক্রূরঃ) যথাবৎ (যথাবিধানং) বন্ধুভিঃ উপসঙ্গম্য (তৈঃ সঙ্গতো ভূত্বা) তৈঃ (বন্ধুভিঃ) সুহৃদ্‌বার্ত্তাং (সুহৃদ্‌বিষয়কং বৃত্তান্তং) সংপৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ সন্) স্বয়ং চ অব্যয়ং (তেষাং কুশলম্) অপৃচ্ছৎ (পৃষ্টবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অক্রূর যথাবিধানে বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইলে তাঁহারা বন্ধুগণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং অক্রূরও স্বয়ং তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—অব্যয়ং কুশলম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অব্যয় অর্থাৎ কুশল ॥ ৩ ॥

———

উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্ঞো বৃত্তবিবিৎসয়া।
দুষ্প্রজস্যাল্পসারস্য খলচ্ছন্দানুবর্ত্তিনঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) দুষ্প্রজস্য (দুষ্টাঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ প্রজাঃ পুত্রাঃ যস্য তস্য) অল্পসারস্য (মন্দধৃতেঃ) খলচ্ছন্দানুবর্ত্তিনঃ (খলানাং কর্ণাদীনাং ছন্দং ইচ্ছাং অনুবর্ত্তিতুং শীলং যস্য তস্য) রাজ্ঞঃ (ধৃতরাষ্ট্রস্য) বৃত্তবিবিৎসয়া (পাণ্ডববিষয়কং আচরণং জ্ঞাতুমিত্যর্থঃ) কতিচিৎ মাসান্ (তত্র) উবাস (অবসৎ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তিনি দুরন্তস্বভাবযুক্ত পুত্রগণের পিতা, মন্দধৃতি, খলজনের অভিপ্রায়ানুমোদনকারী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবগণের প্রতি আচরণ অবগত হওয়ার জন্য কয়েক মাস তথায় বাস করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—খলানাং কর্ণাদীনাং ছন্দমিচ্ছামনুবর্ত্তিতুং শীলং যস্য তথা তস্য ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—খল কর্ণ প্রভৃতির ছন্দ অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিতা ॥ ৪ ॥

———

তেজ ওজো বলং বীর্য্যং প্রশ্রয়াদীংশ্চ সদ্‌গুণান্।
প্রজানুরাগং পার্থেষু ন সহদ্ভিশ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ৫ ॥
কৃতঞ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্যদ্‌গরদানাদ্যপেশলম্।
আচখ্যৌ সর্ব্বমেবাস্মৈ পৃথা বিদুর এব চ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(পাণ্ডবানাং) তেজঃ (প্রভাবম্) ওজঃ (শস্ত্রাদিনৈপুণ্যং) বলং (দৈহিকসামর্থ্যং) বীর্য্যং (শৌর্য্যং) প্রশ্রয়াদীন্ (বিনয়প্রমুখান্) সদ্‌গুণান্ (প্রজানুরাগং চ ন সহদ্ভিঃ) (অসহমানৈঃ দুর্য্যোধনাদিভিঃ) পার্থেষু (পাণ্ডববিষয়ে) চিকীর্ষিতং (পশ্চাৎ কর্ত্তুং ইষ্টং তথা) ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রৈঃ) কৃতং চ (পূর্ব্বমাচরিতং) যৎ গরদানাদি (গরস্য বিষস্য দানামেব আদি যস্য তৎ) সর্ব্বম্ এব (বৃত্তং) পৃথা (কুন্তী) বিদুরঃ এব চ অস্মৈ (অক্রূরায়) আচখ্যৌ (উবাচ) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—পাণ্ডবগণের তেজঃ, শস্ত্রাদি-নৈপুণ্য, বল, বীর্য্য, বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণ এবং প্রজানুরাগ সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ পাণ্ডবগণের প্রতি যে সমস্ত অসদাচরণ করিতে মনস্থ করিয়াছে এবং পূর্ব্বেও বিষপ্রদান প্রভৃতি যে সমস্ত আচরণ করিয়াছে বিদুর এবং কুন্তী তৎসমস্তই অক্রূরের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—তেজঃ প্রভাবঃ ওজঃ শাস্ত্রাদিনৈপুণ্যম্, বীর্য্যং শৌর্য্যং অপেশলমন্যায্যম্ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তেজ—প্রভাব, ওজঃ—শস্ত্রাদি নৈপুণ্য, বীর্য্য—শৌর্য্য, অপেশল—অন্যায্য ॥ ৫-৬ ॥

পৃথা তু ভ্রাতরং প্রাপ্তমক্রূরমুপসৃত্য তম্ ।
উবাচ জন্ম-নিলয়ং স্মরন্ত্যশ্রুকলেক্ষণা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—পৃথা (কুন্তী) তু প্রাপ্তং (সমাগতং) ভ্রাতরম্ তম্ অক্রূরম্ উপসৃত্য (তৎসমীপমাগত্য ইত্যর্থঃ) জন্মনিলয়ং (স্বজন্মভূমিং) স্মরন্তী (অতঃ) অশ্রুকলেক্ষণা (অশ্রূণাং কলাঃ লেশাঃ যয়োঃ তে ঈক্ষণে যস্যাঃ সা তথা সতী) উবাচ (কথয়ামাস) ॥৭॥

অনুবাদ—কুন্তীদেবী সমাগত ভ্রাতা অক্রূরের সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় জন্মভূমির স্মরণপূর্ব্বক ঈষদ্ অশ্রুযুক্ত নয়নে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তৎকথনাৎ পূর্ব্বতরং পৃথাবৃত্তামাহ, —পৃথা ত্বিতি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবাদির প্রতি অন্যায় আচরণ কথা বলিবার পূর্ব্বে কুন্তীদেবীর বৃত্তান্ত বলিতেছেন ॥ ৭ ॥

অপি স্মরন্তি নঃ সৌম্য পিতরৌ ভ্রাতরশ্চ মে ।
ভগিন্যো ভ্রাতৃপুত্রাশ্চ জাময়ঃ সখ্য এব চ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সৌম্য, নঃ (অস্মাকং) পিতরৌ (পিতা চ মাতা চ) ভ্রাতরঃ চ ভগিন্যঃ ভ্রাতৃপুত্রাঃ চ জাময়ঃ (কুলস্ত্রিয়ঃ) সখ্যঃ এব চ মে স্মরন্তি অপি (মাং স্মরন্তি কিম্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে সৌম্য ! আমাদের পিতা মাতা, ভ্রাতৃগণ, ভগিনীগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, কুলনারীগণ এবং সখীগণ আমাকে স্মরণ করেন কি ? ৮ ॥

ভ্রাত্রেয়ো ভগবান্ কৃষ্ণঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ ।
পৈতৃষ্বস্রেয়ান্ স্মরতি রামশ্চাম্বুরুহেক্ষণঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভ্রাত্রেয়ঃ (মম ভ্রাতৃপুত্রঃ) শরণ্যঃ (আশ্রয়ভূতঃ) ভক্তবৎসলঃ (ভক্তেষু স্নেহশীলঃ) ভগবান্ কৃষ্ণঃ অম্বুরুহেক্ষণঃ (কমলনয়নঃ) রামঃ (বলদেবঃ) চ পৈতৃষ্বস্রেয়ান্ (মম পুত্রান্) স্মরতি (কিম্ ?) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আমাদের আশ্রয়স্বরূপ, ভক্তবৎসল, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং কমললোচন বলদেব আমার পুত্রগণকে স্মরণ করেন কি ? ৯ ॥

বিশ্বনাথ—জাময়ঃ কুলস্ত্রিয়ঃ ॥ ৮-৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জাময়—কুলস্ত্রীগণ ॥৮-৯॥

সপত্নমধ্যে শোচন্তীং বৃকাণাং হরিণীমিব ।
সান্ত্বয়িষ্যতি মাং বাক্যৈঃ পিতৃহীনাংশ্চ বালকান্ ॥১০

অন্বয়ঃ—বৃকাণাং (ব্যাঘ্রবিশেষাণাং মধ্যে) হরিণীম্ ইব (শোকগ্রস্তাং হরিণবধূং ইব) সপত্ন-মধ্যে (শত্রুমধ্যে) শোচন্তীং (শোকগ্রস্তাং) মাং পিতৃহীনান্ বালকান্ (যুধিষ্ঠির প্রভৃতীন্) চ বাক্যৈঃ (স্ববচনৈঃ) সান্ত্বয়িষ্যতি (কিম্) ? ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—বৃকগণ-মধ্যগতা হরিণীর ন্যায় শত্রু-মধ্যগতা শোকাতুরা আমাকে এবং পিতৃহীন বালক-গণকে স্বীয়বচনে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা প্রদান করিবেন কি ? ১০ ॥

বিশ্বনাথ—বৃকাণামিত্যনন্তরং মধ্যে ইত্যধ্যাহার্য্যম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কুন্তীদেবী বলিতেছেন—শত্রু-রূপ নেকড়ে বাঘসমূহের মধ্যে আমি হরিণীর ন্যায় শোকাতুরা ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ শিশুভিশ্চাবসীদতীম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাযোগিন্, (মহান্ যোগ উপায়ো মায়াখ্যোঽস্যাস্তীতি তাদৃশ) বিশ্বাত্মন্, (সর্ব্বান্তর্য্যামিন্) বিশ্বভাবন, (বিশ্বপালক) গোবিন্দ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ শিশুভিঃ (স্বপুত্রৈঃ সহ) অবসীদতীং (ক্লিশ্যন্তীং) প্রপন্নাং চ (তদাশ্রিতাং চ মাং) পাহি (রক্ষ) ॥১১॥

অনুবাদ—হে মহাযোগিন্, সর্ব্বান্তর্য্যামিন্, বিশ্বপালক, গোবিন্দ, কৃষ্ণ, শিশুপুত্রগণের সহিত ক্লেশগ্রস্তা এই আশ্রিতাকে রক্ষা কর ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—মহাযোগিন্নিতি। মথুরায়াং স্থিতোঽপি মমৈতাং খেদোক্তিং শৃণ্বিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, বিশ্বাত্মন্নিতি। মম হৃদ্যপি ত্বং স্থিতঃ শৃণোষ্যেবেতি ভাবঃ। বিশ্বভাবনেতি, বিশ্বমপি ত্বং পালয়সি মৎ পালনং তে কোঽতিভার ইতি ভাবঃ। হে গোবিন্দ, মম নেত্রগোচরীভব ত্বামহং দৃশ্যাসমিতি ভাবঃ ॥১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কুন্তীদেবী বলিতেছেন—হে মহাযোগী কৃষ্ণ! তুমি মথুরায় থাকিয়াও আমার এই খেদবাক্যসমূহ শ্রবণ কর। আর তুমি বিশ্বাত্মা অতএব আমার হৃদয়মধ্যে থাকিয়াও শ্রবণ করিতেছ। হে বিশ্বভাবন! তুমি বিশ্বকে যখন পালন করিতেছ, তখন আমার পালন তোমার পক্ষে কি অতি ভার। হে গোবিন্দ! আমার নয়নগোচর হও, তোমাকে আমি দর্শন করি ॥ ১১ ॥

নান্যৎ তব পদাম্ভোজাৎ পশ্যামি শরণং নৃণাম্।
বিভ্যতাং মৃত্যুসংসারাদীশ্বরস্যাপবর্গিকাৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে দেব) ঈশ্বরস্য তব আপবর্গিকাৎ (মোক্ষপ্রদাৎ) পদাম্ভোজাৎ অন্যৎ (পাদপদ্মং বিনা অন্যৎ কিমপি বস্তু) মৃত্যুসংসারাৎ বিভ্যতাং (জন্ম-মরণ-ভয়গ্রস্তানাং) নৃণাং শরণং (ভয়নিবর্ত্তকত্বেন আশ্রয়ং) ন পশ্যামি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে দেব, ঈশ্বরস্বরূপ তোমার মোক্ষপ্রদ পাদপদ্ম ব্যতীত জন্ম-মরণ-ভীতিগ্রস্ত মানবগণের জন্য কোন আশ্রয় দেখিতে পাই না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—আপবর্গিকাৎ অপবর্গদানার্হাৎ ॥১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপবর্গিক—অপবর্গ দান যোগ্য ॥ ১২ ॥

নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতা ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—শুদ্ধায় (সর্ব্বদোষরহিতায়) ব্রহ্মণে (সর্ব্বব্যাপকায়) পরমাত্মনে (সর্ব্বেষাং হৃদ্যন্তর্য্যামিতয়া বর্ত্তমানায়) যোগেশ্বরায় (ভক্তিযোগ-প্রবর্ত্তকায়) যোগায় (জ্ঞানাত্মনে) কৃষ্ণায় (তুভ্যং) নমঃ। অহং ত্বাং শরণং গতা (সমাশ্রয়ত্বেন প্রাপ্তাস্মীত্যর্থঃ) ॥১৩

অনুবাদ—হে দেব শ্রীকৃষ্ণ, আপনি শুদ্ধ, অপরিচ্ছিন্ন, পরমাত্মা, যোগেশ্বর এবং জ্ঞানস্বরূপ, আমি আপনার শরণাগত হইতেছি ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণায় ভক্তৈরুপাস্যায়েত্যর্থঃ। শুদ্ধায় দৃশ্যত্বেঽপি মায়াতীতায়। ব্রহ্মণে জ্ঞানীভিরুপাস্যায়। পরমাত্মনে যোগিভিরুপাস্যায়, যোগানাং তত্তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানাং ভক্ত্যাদীনাম্। ঈশ্বরায় প্রদানসামর্থ্যায়। যোগায় তত্তদুপায়ায় স্বরূপায় চ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকুন্তীদেবী ভক্তগণ কর্ত্তৃক উপাস্য কৃষ্ণকে নমস্কার করিতেছেন। তিনি শুদ্ধ, অতএব দৃশ্য হইয়াও মায়াতীত, ব্রহ্ম জ্ঞানীগণের উপাস্য, পরমাত্মা যোগীগণের উপাস্য, ভক্তি আদি তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় সমূহের ঈশ্বর অর্থাৎ প্রদান-সামর্থ্য এবং সেই সেই ভক্তি আদি যোগসমূহের উপায় ও স্বরূপ ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যনুস্মৃত্য স্বজনং কৃষ্ণঞ্চ জগদীশ্বরম্।
প্রারুদদ্দুঃখিতা রাজন্ ভবতাং প্রপিতামহী ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, ইতি (এবংপ্রকারেণ) স্বজনং (পিত্রাদিবন্ধুবর্গং তথা) জগদীশ্বরং কৃষ্ণং চ অনুস্মৃত্য (স্মৃত্বা) দুঃখিতা

ভবতাং প্রপিতামহী (কুন্তী) প্রারুদৎ (রোদিতবতী) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, এইরূপে স্বজনবর্গ এবং জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ-পূর্ব্বক দুঃখিতা কুন্তীদেবী রোদন করিয়াছিলেন ॥১৪

বিশ্বনাথ—প্রপিতামহী কুন্তী ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রপিতামহী কুন্তীদেবী ॥১৪॥

সমদুঃখসুখোঽক্রূরো বিদুরশ্চ মহাযশাঃ ।
সান্ত্বয়ামাসতুঃ কুন্তীং তৎপুত্রোৎপত্তিহেতুভিঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—সমদুঃখসুখঃ (পৃথয়া সহ সমং দুঃখং সুখঞ্চ যস্য সঃ) অক্রূরঃ মহাযশাঃ (মহাকীর্ত্তিঃ) বিদুরঃ চ তৎপুত্রোৎপত্তিহেতুভিঃ (তস্যাঃ পুত্রাণাং উৎপত্তিহেতুভিঃ জনকৈঃ ধর্ম্মানিলেন্দ্রাদিভিঃ তৎ-কথনৈরিত্যর্থঃ) কুন্তীং সান্ত্বয়ামাসতুঃ (তস্যাঃ সান্ত্বনাং কৃতবন্তৌ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহার সমসুখ-দুঃখভাগী অক্রূর এবং মহাযশা বিদুর তদীয় পুত্রগণের ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দ্বারা জন্মহেতু তাঁহাদের অশুভ ঘটিবে না, পরন্ত অচিরাৎ পরমমঙ্গলের সম্ভাবনা ইহা জানাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাঃ পুত্রাণামুৎপত্তিহেতুভির্জনকৈ-র্ধর্ম্মানিলাদিভিঃ । এতে ধর্ম্মাদ্যংশাঃ কেন নাশয়িতুং শক্যা ইত্যাদি তৎপ্রভাবকথনৈরিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই কুন্তীদেবীর পুত্রগণের উৎপত্তির জনক ধর্ম্মরাজ, পবন ইত্যাদি। ইহারা ধর্ম্মাদির অংশ যুধিষ্ঠিরাদি, ইহাদিগকে নাশ করিতে কে পারিবে ? ইত্যাদি পাণ্ডবগণের প্রভাব বর্ণনদ্বারা অক্রূর মহাশয় ও বিদুর কুন্তীদেবীকে সান্ত্বনা করি-লেন ॥ ১৫ ॥

যাস্যন্ রাজানমভ্যেত্য বিষমং পুত্রলালসম্ ।
অবদৎ সুহৃদাং মধ্যে বন্ধুভিঃ সৌহৃদোদিতম্ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—(অথ) যাস্যন্ (স্বস্থানং গন্তুমিষ্যন্ অক্রূরঃ) সুহৃদাং মধ্যে (স্থিতং) বিষমং (সমদৃষ্টি-রহিতং) পুত্রলালসং (পুত্রবৎসলং) রাজানমভ্যেত্য (ধৃতরাষ্ট্রমুপসঙ্গম্য) বন্ধুভিঃ (রাম-কৃষ্ণাদিভিঃ) সৌহৃদোদিতং (সৌহৃদেন উদিত উক্তং যৎ তৎ) অবদৎ (কথয়ামাস) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গমনাভিলাষী অক্রূর সুহৃদ্-গণের মধ্যে অবস্থিত, বিষমদর্শী পুত্রবৎসল ধৃত-রাষ্ট্রের সমীপে গমন করিয়া রাম-কৃষ্ণ প্রভৃতি বন্ধু-গণ সৌহার্দ্দবশতঃ যে সমস্ত বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সুহৃদাং ভীষ্মাদীনাং মধ্যে স্থিতং বন্ধু-ভির্বিদুরাদিভিঃ সহিতং সৌহৃদোদিতং সৌহৃদব্যঞ্জকং বাক্যম্ ॥ ১৬ ॥

অক্রূর উবাচ—

ভো ভো বৈচিত্রবীর্য্য ত্বং কুরূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধন ।
ভ্রাতর্য্যুপরতে পাণ্ডাবধুনাসনমাস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অক্রূরঃ উবাচ—ভো ভো কুরূণাং (কুরুবংশানাং) কীর্ত্তিবর্দ্ধন, (যশোবিস্তারকারিন্) বৈচিত্রবীর্য্য (বিচিত্রবীর্য্যস্য নন্দন, ধৃতরাষ্ট্র) ভ্রাতরি (সহোদরে) পাণ্ডৌ উপরতে (মৃতে সতি) অধুনা (ইদানীং) ত্বম্ আসনম্ আস্থিতঃ (পাণ্ডোঃ পুত্রেষু সৎসু ত্বং রাজাসনং অধিকৃতবান্ ইতি কটাক্ষঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অক্রূর বলিলেন,—হে কুরুবংশকীর্ত্তি-বর্দ্ধন, ধৃতরাষ্ট্র, আপনি ভ্রাতা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর সম্প্রতি রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন ॥১৭॥

বিশ্বনাথ—ভ্রাতুর্য্যুপরতে ইতি। পাণ্ডোঃ পুত্রেষু সৎস্বপি ত্বং রাজাসনমাস্থিত ইতি কটাক্ষঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সুহৃদ ভীষ্ম আদির মধ্যে অবস্থিত ধৃতরাষ্ট্রকে বন্ধুবিদুরাদির সহিত সৌহার্দ্য প্রকাশক বাক্যদ্বারা বলিতে লাগিলেন। অক্রূর বলিলেন—আপনার ভ্রাতা পাণ্ডু পরলোকগত হইলে তাহার পুত্রগণ থাকিতে আপনি রাজআসনে বসিয়া-ছেন। ইহা কটাক্ষ উক্তি ॥ ১৭ ॥

ধর্ম্মেণ পালয়ন্নুর্ব্বীং প্রজাঃ শীলেন রঞ্জয়ন্ ।
বর্ত্তমানঃ সমঃ স্বেষু শ্রেয়ঃ কীর্ত্তিমবাপ্স্যসি ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(ত্বং) ধর্ম্মেণ (রাজধর্ম্মেণ) উর্ব্বীং (পৃথ্বীং) পালয়ন্ শীলেন (সৎস্বভাবেন) প্রজাঃ (জনান্) রঞ্জয়ন্ (আনন্দয়ন্) স্বেষু (আত্মীয়-জ্ঞাতিজনেষু) সমঃ (তুল্যভাবাপন্নঃ) বর্ত্তমানঃ (স্থিতঃ সন্) শ্রেয়ঃ (কল্যাণং) কীর্ত্তিং (যশশ্চ) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—আপনি রাজধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন, সৎস্বভাবে প্রজারঞ্জন এবং আত্মীয়জনের প্রতি সম-দর্শন প্রকাশ করিলে কল্যাণ ও কীর্ত্তি লাভ করিবেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভবতু তদপ্যেবং বর্ত্তস্বেত্যাহ,—ধর্ম্মে-ণেতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাই হউক তথাপি ধর্ম্ম-পথে অবস্থান করুন ॥ ১৮ ॥

অন্যথা ত্বাচরঁল্লোকে গর্হিতো যাস্যসে তমঃ ।
তস্মাৎ সমত্বে বর্ত্তস্ব পাণ্ডবেষ্বাত্মজেষু চ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যথা তু আচরন্ (বৈপরীত্যেন বর্ত্তমানঃ সন্) লোকে (জগতি) গর্হিতঃ (নিন্দিতঃ সন্) তমঃ (নরকং) যাস্যসে (যাস্যসি প্রাপ্স্যসী-ত্যর্থঃ) তস্মাৎ পাণ্ডবেষু (পাণ্ডুপুত্রেষু) আত্মজেষু (স্বপুত্রেষু) চ সমত্বে বর্ত্তস্ব (তুল্যদর্শী ভব) ॥১৯॥

অনুবাদ—ইহার বিপরীত আচরণ করিলে ইহলোকে নিন্দিত হইয়া পরলোকেও নরকপ্রাপ্ত হই-বেন, অতএব পাণ্ডুপুত্র এবং নিজপুত্রগণের প্রতি সম-দর্শী হউন্ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তমো নরকম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিপরীত আচরণ করিলে ইহলোকে নিন্দা ও পরলোকে তমঃলোক অর্থাৎ নরকপ্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৯ ॥

নেহ চাত্যন্তসংবাসঃ কস্যচিৎ কেনচিৎ সহ ।
রাজন্ স্বেনাপি দেহেন কিমু জায়াত্মজাদিভিঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—(ননু আত্মজানাত্মজাদিষু কথং সমত্বং স্যাৎ তত্রাহ,—হে) রাজন্, ইহ (লোকে) কস্যচিৎ (জনস্য) কেনচিৎ (জনেন) সহ অত্যন্তসংবাসঃ (অত্যন্তং নিত্যং সংবাসঃ সম্যক্ স্থিতিঃ) ন চ (ন ভবত্যেব) স্বেন (স্বকীয়েন) দেহেন অপি (দেহেন সহাপি অত্যন্তসংবাসো ন ভবতি) জায়াত্মজাদিভিঃ (স্ত্রীপুত্রাদিভিঃ সহ নিত্যসংবাসঃ) কিমু (কথং সম্ভবেৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ইহলোকে অথবা পরলোকে কাহারও সহিত নিত্যকাল স্থিতি ঘটে না, এমন কি স্বীয় দেহের সহিতই চিরদিন অবস্থান হয় না, স্ত্রী পুত্রাদির কথা আর কি বলিব ? ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ তে প্রিয়া অপি পুত্রা দুর্য্যোধনা-দয়ঃ চিরস্থায়িন ইত্যাহ,—নেহেতি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার প্রিয় পুত্রগণ দুর্য্যো-ধনাদি চিরস্থায়ী নহেন, ইহাই বলিতেছেন ॥ ২০ ॥

একঃ প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে ।
একোঽনুভুঙ্ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(অত্র তাবৎ উৎপত্তিমরণয়োঃ সুখ-দুঃখয়োশ্চ কেনাপি সাহিত্যং নাস্তীত্যাহ) একঃ (সহায়ান্তররহিতঃ সন্ এব) জন্তুঃ (জীবঃ) প্রসূ-য়তে (জায়তে) একঃ (তাদৃশঃ) এবচ প্রলীয়তে (ম্রিয়তে) একঃ (সন্) সুকৃতং (পুণ্যফলং তথা) একঃ এবচ দুষ্কৃতং (পাপফলম্) অনুভুঙ্ক্তে (অনু-ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ইহ জগতে জীবগণ একাকীই জন্ম-গ্রহণ করে এবং একাকীই মৃত্যু-দশাগ্রস্ত হয়, একা-কীই পুণ্য ও পাপের ফল ভোগ করে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র তাবদুৎপত্তি-মরণয়োঃ সুখ-দুঃখয়োশ্চ ন কেনাপি সাহিত্যমিত্যাহ,—এক ইতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে জন্ম মরণ ও সুখ দুঃখের সহিত কেহও যাইবে না, একাকীই যাইতে হইবে ॥ ২১ ॥

অধর্ম্মোপচিতং বিত্তং হরন্ত্যন্যেঽল্পমেধসঃ ।
সম্ভোজনীয়াপদেশৈর্জলানীব জলৌকসঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ, যদা চ সহ সংবসন্তি তদা চ ক্লেশোপার্জ্জিতবিত্তাপহারিতয়া পুত্রাণাং শত্রব এব জ্ঞেয়া

ইত্যাহ) অন্যে (পুত্রাদয়ঃ) সংভোজনীয়াপদেশৈঃ (সংভোজনীয়াঃ পোষ্যাঃ পুত্রাদয়ঃ ইতি ব্যপদেশৈঃ) জলৌকসঃ (মৎস্যস্য) জলানি ইব (জীবনভূতানি জলানি যথা তৎপুত্রাঃ হরন্তি তদ্‌বৎ) অল্পমেধসঃ (মূঢ়জনস্য) অধর্ম্মোপচিতঃ (অধর্ম্মেণ সঞ্চিতং) বিত্তং (ধনং) হরন্তি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুত্রগণ যেরূপ স্বীয় জনক-জননীর জীবনস্বরূপ জলকেই হরণ অর্থাৎ পান করিয়া থাকে সেইরূপ পুত্রাদিও পোষ্যসংজ্ঞাচ্ছলে মূঢ় ব্যক্তিগণের অধর্ম্মার্জ্জিত ধন হরণ করিয়া থাকে ॥২২

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যদা চ সহ বসন্তি তদাপি ক্লেশোপার্জ্জিতবিত্তাপহারিতয়া পুত্রা নাম শত্রব এব জ্ঞেয়া ইত্যাহ,—অধর্ম্মেতি। সংভোজনীয়াঃ পোষ্যাঃ বয়ং পুত্রাদয় ইতি ব্যপদেশৈরল্পধিয়ো মূঢ়স্য বিত্তং হরন্তি। জলৌকসো মৎস্যস্য জীবনভূতানি জলানি যথা তৎপুত্রা হরন্তি তদ্বৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরো যখন সঙ্গে বাস করে, সেই কালে আপনার কষ্টে উপার্জ্জিত ধনসমূহ হরণ করে বলিয়া পুত্রগণ শত্রুই জানিবেন। ইহাই বলিতে-ছেন —পুত্রাদি বলিয়া থাকে আমরা তোমার পোষ্য-বর্গ, অতএব আমাদিগকে ভোজন দান করিতে হইবে —এই বলিয়া অল্প বুদ্ধি মূঢ় পিতার বিত্ত হরণ করে। যথা—জলবাসী মৎস্যগণের জীবনস্বরূপ জলসমূহকে তাহার পুত্রগণ হরণ করে সেইরূপ ॥ ২২ ॥

পুষ্ণাতি যানধর্ম্মেণ স্ববুদ্ধ্যা তমপণ্ডিতম্।
তেঽকৃতার্থং প্রহিণ্বন্তি প্রাণা রায়ঃ সুতাদয়ঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ জনঃ) স্ববুদ্ধ্যা (এতে মম ইতি বুদ্ধ্যা) যান্ (প্রাণধনসুতাদীন্) অধর্ম্মেণ (দুষ্কর্ম্মাচরণেনাপি) পুষ্ণাতি (রক্ষতি বর্দ্ধয়তি চ) তে প্রাণাঃ রায়ঃ (ধনানি) সুতাদয়ঃ (পুত্রাদিজনাশ্চ) অকৃতার্থম্ (অপ্রাপ্তভোগং) তম্ অপণ্ডিতম্ (অবুধ-জনং) প্রহিণ্বন্তি (ত্যজন্তি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—মানব নিজের বস্তু মনে করিয়া অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যে প্রাণ, ধন এবং পুত্রাদির রক্ষণ ও বর্দ্ধন করিয়া থাকে, সেই প্রাণ, ধন এবং পুত্রাদি অপ্রাপ্ত-ভোগ-দশায়ই তাদৃশ অবুধ মানবকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

স্বয়ং কিল্বিষমাদায় তৈস্ত্যক্তো নার্থকোবিদঃ।
অসিদ্ধার্থো বিশত্যন্ধং স্বধর্ম্মবিমুখস্তমঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—নার্থকোবিদঃ (অর্থতত্ত্বানভিজ্ঞঃ) তৈঃ (ধনাদিভিঃ) ত্যক্তঃ অসিদ্ধার্থঃ (অপূর্ণমনোরথঃ) স্বধর্ম্মবিমুখঃ (সঃ জনঃ) স্বয়ং কিল্বিষম্ আদায় (পাপমাত্রমেব পাথেয়ত্বেন স্বীকৃত্য) অন্ধং তমঃ (নরকং) বিশতি (প্রবিশতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—তৎকালে অর্থতত্ত্বানভিজ্ঞ, প্রাণ-ধনাদি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, অপূর্ণমনোরথ এবং স্বধর্ম্মবিমুখ তাদৃশ মানব কেবলমাত্র পাপকেই পাথেয়রূপে গ্রহণ করিয়া নরকে প্রবিষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, সুবুদ্ধ্যা স্বীয় ইত্যভিমানেন যান্ যঃ পুষ্ণাতি তে প্রাণাদয়স্তং মূর্খকৃতার্থমেব প্রহি-ণ্বন্তি ত্যজন্তি। রায়ঃ অর্থাঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও সুবুদ্ধিদ্বারা নিজের মনে করিয়া যাহাদিগকে পোষণ করে সেই প্রাণ প্রভৃতি ঐ মূর্খকৃত অর্থকেও ত্যাগ করে ॥ ২৩-২৪ ॥

তস্মাল্লোকমিমং রাজন্ স্বপ্নমায়ামনোরথম্।
বীক্ষ্যায়ম্যাত্মনাত্মানং সমং শান্তো ভব প্রভো ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, রাজন্, তস্মাৎ ইমং লোকং স্বপ্নমায়ামনোরথং (স্বপ্নশ্চ মায়া চ মনোরথশ্চ তৎ তেন তুল্যং) বীক্ষ্য (বিচার্য্য) আত্মনা (স্বেনৈব) আত্মানং (স্বম্) আযম্য (নিয়ম্য) শান্তঃ (সন্) সমঃ (তুল্যদর্শী) ভব ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অতএব এই সংসারকে স্বপ্নমায়া এবং মনোরথতুল্য অস্থির জ্ঞানে স্বয়ংই আত্মাকে সংযত করিয়া শান্ত এবং সমদর্শী হউন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অস্থিরাৎ স্বপ্নাদিতুল্যং আযম্য নিয়ম্য ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বপ্নতুল্য সংসারকে অস্থির জ্ঞানে স্বয়ংই আত্মাকে সংযত করিয়া ॥ ২৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

যথা বদতি কল্যাণীং বাচং দানপতে ভবান্।
তথানয়া ন তৃপ্যামি মর্ত্ত্যঃ প্রাপ্য যথামৃতম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ—(হে) দানপতে, (অক্রূর) ভবান্ যথা (যেন প্রকারেণ) কল্যাণীং (হিতজননীং) বাচং বদতি মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) যথা অমৃতং প্রাপ্য (ন তৃপ্যতি পুনঃ পুনঃ তদাশা বর্দ্ধত এব) তথা (তদ্বৎ অহমপি) অনয়া (ভবদুক্তয়া বাচা) ন তৃপ্যামি (তৃপ্তেঃ পারং ন গচ্ছামি) ॥২৬॥

অনুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে অক্রূর, আপনি যেরূপ হিতজনক বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন, মনুষ্য অমৃত লাভে যেরূপ তৃপ্তির সীমা লাভ করিতে পারে না, আমিও এই বাক্যে সেইরূপ তৃপ্তির অবধি প্রাপ্ত হইতেছি না ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অভিজ্ঞম্মন্যোঽয়মক্রূরো মামপি তত্ত্বমুপদেষ্টুং প্রগল্ভতে, কিমহমিদং ন জানামীত্যন্তর্মদপূর্ণোঽপি মহাগাম্ভীর্য্যং প্রকাশয়ন্ বহির্মহাসাধুরিবাহ,—যথেতি। দানপতে ইতি মথুরায়ামন্নদানেন যথা বুভুক্ষুংস্তর্পয়সি তথৈবাত্র হস্তিনাপুরে অনভিজ্ঞং মাং জ্ঞানদানেন তর্পয়সীতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র নিজেকে অভিজ্ঞ মনে করিয়া এই অক্রূর আমাকেও তত্ত্ব উপদেশ দ্বারা বাচালতা করিতেছে, আমি কি ইহা জানি না ? এইরূপ অন্তরে গর্ব্ব পূর্ণ হইলেও মহা গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়া বাহিরে মহাসাধুর ন্যায় বলিতেছেন—হে দানপতি অর্থাৎ মথুরাতে অন্ন প্রদান দ্বারা ভিখারীগণকে তৃপ্তি দান করেন, সেইরূপ এই হস্তিনাপুরে অনভিজ্ঞ আমাকে জ্ঞান দান দ্বারা তৃপ্ত করিতেছেন। ইহাই ভাবার্থ ॥ ২৬ ॥

তথাপি সূনৃতা সৌম্য হৃদি ন স্থীয়তে চলে।
পুত্রানুরাগবিষমে বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সৌম্য, তথা অপি (ভবদ্বচসঃ হিতপ্রদত্বেঽপি) সৌদামনী (সুদামপর্ব্বতজাতা) বিদ্যুৎ যথা (বিদ্যুদ্ ইব সা যথা তত্র স্ফটিকশিলাময়ে সহসৈবাতিস্ফুরিতা লীয়তে তদ্বৎ) সূনৃতা (ভবতঃ যথার্থা বাণী অপি) পুত্রানুরাগবিষমে (পুত্রানুরাগবশাৎ বিষমদর্শিনি) চলে (চঞ্চলে) হৃদি (মম হৃদয়ে) ন স্থীয়তে (ন স্থিরা ভবতি) ॥২৭॥

অনুবাদ—হে সৌম্য, আপনার বাক্য অতিশয় হিতপ্রদ হইলেও মেঘস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় এই যথার্থ বাক্যও পুত্রস্নেহ-বশতঃ বিষমভাবাপন্ন মদীয় চঞ্চলহৃদয়ে স্থির হইতে পারিতেছে না ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সূনৃতা প্রিয়বাক্ ন স্থীয়তে ন তিষ্ঠতি। সুদামা মেঘঃ। 'সুদামা ভূধরে মেঘে' ইতি বিশ্বঃ। তত্র ভবা সৌদামনী, চপলে মেঘে চপলা বিদ্যুদিবেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে সৌম্য ! আপনার প্রিয় বাক্য আমার চঞ্চল হৃদয়ে স্থান পাইতেছেনা। সুদামা —মেঘ তাহাতে জাত সৌদামিনী চপলা বিদ্যুৎ যেমন স্থির হয় না ॥ ২৭ ॥

ঈশ্বরস্য বিধিং কো নু বিধুনোত্যন্যথা পুমান্।
ভূমের্ভারাবতারায় যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—যঃ ভূমে (পৃথিব্যাঃ) ভারাবতারায় (ভারম্ অপনেতুং) যদোঃ কুলে অবতীর্ণঃ (তস্য) ঈশ্বরস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) বিধিং (বিধানং) কঃ নু পুমান্ (কো নাম পুরুষঃ) অন্যথা বিধুনোতি (অন্যথা কর্ত্তুং ন কোঽপি শক্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যিনি ভূভারহরণের জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিধান অন্যথা করিতে কে সমর্থ হইবে ? ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিধিং বিধানং অন্যথেতি প্রকারান্তরেণাপি কো নু বিধুনোতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। অত্র প্রমাণং ত্বমেব। এতাবতাপি শিক্ষণেন মাং বিবেকং গ্রাহয়িতুং নৈবাশক ইতি ভাবঃ। স চেশ্বরঃ সম্প্রতি যুষ্মদ্গৃহে বর্ত্ততে ইত্যাহ,—ভূমেরিতি। তেন তত্র গত্বা স এব নিবেদ্যতাং যন্মন বিধেয়ং স নৈবং প্রেরয়েদিতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিধির বিধানকে কে অন্যপ্রকার করিতে পারে ? কেহই পারে না। এইখানে প্রমাণ তুমিই, এপর্য্যন্ত শিক্ষাদান দ্বারা আমার বুদ্ধিকে সৎবস্তু গ্রহণ করাইতে পারিলে না। সেই ঈশ্বরও সম্প্রতি তোমাদিগের গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তুমি

সেইখানে গিয়া তাঁহাকে নিবেদন কর, তিনি আমার মনকে যেমন প্রেরণ করিবেন, তাহাই হইবে ॥২৮॥

———

যো দুর্ব্বিমর্শপথয়া নিজমায়য়েদং
সৃষ্ট্বা গুণান্ বিভজতে তদনুপ্রবিষ্টঃ।
তস্মৈ নমো দুরববোধবিহার-তন্ত্র-
সংসারচক্রগতয়ে পরমেশ্বরায় ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (পুরুষোত্তমঃ) দুর্ব্বিমর্শপথয়া (অবিতর্ক্যমার্গয়া) নিজমায়য়া ইদং (বিশ্বং) সৃষ্ট্বা তৎ অনুপ্রবিষ্টঃ (অন্তর্য্যামিত্বেন তত্র স্থিতঃ সন্) গুণান্ (কর্ম্মাণি তৎফলানি চ) বিভজতে (যথাযথং ব্যবস্থাপয়তি) দুরববোধবিহারতন্ত্রসংসারচক্রগতয়ে (দুরববোধঃ দুর্জ্ঞেয়ঃ যঃ বিহারঃ তস্য ক্রীড়া স এব তন্ত্রং প্রধানং মুখ্যং কারণং যস্য সংসারচক্রস্য অতএব তস্য গতির্যস্মাৎ তস্মৈ) তস্মৈ পরমেশ্বরায় নমঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যিনি অচিন্ত্যমার্গানুযায়িনী নিজমায়ায় এই বিশ্ব বিরচিত করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে তন্মধ্যে অবস্থিত হইয়া কর্ম্ম ও তৎফল সমূহের যথাযথ ব্যবস্থা করিতেছেন এবং যাঁহার দুর্জ্ঞেয় ক্রীড়াই এই সংসার-চক্রের আবর্ত্তনের একমাত্র কারণ, সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্তমেব নমস্যতি,—য ইতি। দুর্ব্বিমর্শকথয়া দুর্ব্বিতর্ক্য-মার্গয়া গুণান্ বিভজতে শান্ত-ঘোর-মূঢ়-রূপত্বেন বিভক্তান্ করোতি। দুরববোধং দুর্গমম্। বিহারতন্ত্রং লীলাসিদ্ধান্তো যস্য, সংসার-চক্রাদস্মাৎ গতিরুদ্ধারো যস্মাৎ সচ সচ তস্মৈ। ধৃতরাষ্ট্রং প্রবোধয়েতি। ত্বাং মৎপ্রবোধার্থং প্রেরয়তি মা প্রবুধ্যস্বেত্যবোধার্থং মাঞ্চ প্রেরয়তীত্যেবং বিষমা তস্য লীলা। অতোঽস্যাঃ সিদ্ধান্তং কো জানীয়াদিতি ভাবঃ। ন চ ত্বন্ত সংসারচক্রে পতিত এবেত্যপি বাচ্যং, মমাপি তস্মাদেব গতির্ভাবিনীতি ভাবঃ ॥২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব সেই পরমেশ্বরকেই নমস্কার করিতেছেন—অচিন্ত্য পথ দ্বারা শান্ত, ঘোর, মূঢ় রূপে প্রাণীগণকে যিনি বিভক্ত করিতেছেন। সেইরূপ লীলা সিদ্ধান্ত যাহার, সংসার চক্র হইতে উদ্ধার করা যাঁহার ইচ্ছা, সেই সেই অচিন্ত্যলীল পরমেশ্বরকে নমস্কার করি, তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধদান করুন। তোমাকে আমার প্রবোধের জন্য প্রেরণ করিতেছেন এবং আমাকেও 'তুমি প্রবোদ্ধ হইও না' এইরূপ প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার লীলা বিষমা—অতএব ঐ পরমেশ্বরের সিদ্ধান্ত কে জানিবে। ইহাও বলিতে পার না যে, তুমি সংসার চক্রে পতিতই, কারণ আমারও ভাবী গতি তাঁহা হইতেই হইবে ॥ ২৯ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—
ইত্যভিপ্রেত্য নৃপতেরভিপ্রায়ং স যাদবঃ।
সুহৃদ্ভিঃ সমনুজ্ঞাতঃ পুনর্যদুপুরীমগাৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—সঃ যাদবঃ (অক্রূরঃ) নৃপতেঃ (ধৃতরাষ্ট্রস্য) ইতি অভিপ্রায়ং (বাসনাম্) অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) সুহৃদ্ভিঃ (বান্ধবৈঃ) সমনুজ্ঞাতঃ (সন্) পুনঃ যদুপুরীম্ অগাৎ (গতঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অক্রূর ধৃতরাষ্ট্রের এতাদৃশ অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সুহৃদ্‌গণের অনুমতি অনুসারে পুনরায় যদুপুরীতে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অভিপ্রায়ং বৈষম্যাপরিত্যাগরূপমভিপ্রেত্য জ্ঞাত্বা ॥ ৩০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
উনপঞ্চাশত্তমোঽত্র দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্য
শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-
দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—সেই যদুবংশীয় অক্রূর 'রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের প্রতি বিষম ভাব পরিত্যাগ করিবে না'—এই অভিপ্রায় জানিয়া পুনঃরায় যদুপুরী মথুরাতে ফিরিয়া গেলেন ॥ ৩০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার সজ্জন-সম্মত দশমস্কন্ধের একোপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার দশমস্কন্ধের একোপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

———

শশংস রাম-কৃষ্ণাভ্যাং ধৃতরাষ্ট্র-বিচেষ্টিতম্।
পাণ্ডবান্ প্রতি কৌরব্য যদর্থং প্রেষিতঃ স্বয়ম্ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অক্রূর-গৃহগমনং নাম একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কৌরব্য, (পরীক্ষিৎ) যদর্থং (যন্নিমিত্তং যদ্ জ্ঞাতুমিত্যর্থঃ) স্বয়ং (অক্রূরঃ) প্রেষিতঃ (রাম-কৃষ্ণাভ্যাং হস্তিনাপুরং প্রেরিতঃ অভূৎ সঃ) পাণ্ডবান্ প্রতি ধৃতরাষ্ট্র-বিচেষ্টিতং (ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বং বৃত্তং) রামকৃষ্ণাভ্যাং শশংস (জ্ঞাপয়ামাস) ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোন-পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে পরীক্ষিৎ, অক্রূর যে বৃত্তান্ত জানিবার জন্য হস্তিনাপুরে প্রেরিত হইয়াছিলেন, রাম-কৃষ্ণের নিকট পাণ্ডবগণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সেই সকল আচরণের বৃত্তান্ত যথাযথ জ্ঞাপন করিলেন ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনপঞ্চশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—
অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ কংসস্য মহিষ্যৌ ভরতর্ষভ।
মৃতে ভর্ত্তরি দুঃখার্ত্তে ঈয়তুঃ স্ম পিতুর্গৃহান্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে জরাসন্ধের ১৭ বার পরাজয় এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকানগরী নির্ম্মাণ বর্ণিত হইয়াছে।

কংস নিহত হইলে অস্তি ও প্রাপ্তি-নাম্নী কংস-মহিষীদ্বয় পিতা জরাসন্ধের গৃহে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের বৈধব্যের কারণসমূহ দুঃখের সহিত জরাসন্ধের নিকট জ্ঞাপন করিল। রাজা জরাসন্ধ কংস-নিধন-সংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক শোকার্ত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথ্বীকে যাদবশূন্য করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিল এবং অপরিমিত সৈন্য লইয়া মথুরা অবরোধ করিল। তদ্দর্শনে ভূভারহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজাবতার-প্রয়োজন চিন্তাপূর্ব্বক ভূভারস্বরূপ মগধরাজসৈন্য-গণকে বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পৃথিবীর ভারহরণ, সাধুর রক্ষণ ও অসাধুর বিনাশ প্রভৃতি কার্য্যের জন্যই ভগবানের এই অবতার-স্বীকার এবং ধর্ম্মরক্ষার্থ ও অধর্ম্মনিবৃত্তির নিমিত্ত বরাহাদি দেহও স্বীকার করিয়া থাকেন,—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সারথি এবং পরিচ্ছদ-সহিত দীপ্তিশালী দুইখানি রথ ও দিব্য আয়ুধসকল যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ বল-দেবকে জরাসন্ধের দ্বারা মথুরাপুরী অবরোধের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক বিপক্ষসৈন্য বিনাশ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন এবং উভয়ে আয়ুধাদিতে সুসজ্জিত হইয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পুর হইতে বহির্গত হইলেন। শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইয়া ভগবান্ শ্রীহরি শঙ্খনিনাদদ্বারা তাহা-দের ভয় উৎপাদন করিলেন। পরে জরাসন্ধের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধারম্ভ হইলে জরাসন্ধ সৈন্য ও রথাদিদ্বারা কৃষ্ণ-বলরামকে আবরণ করিল ; পুরস্ত্রীগণ প্রাসাদো-পরি আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শত্রুসৈন্যদ্বারা স্বসৈন্যগণকে পীড়িত দেখিয়া গুণাকর্ষণপূর্ব্বক শত্রু-সৈন্যগণকে পুনঃ পুনঃ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই দুষ্পার সৈন্যরাশিকে বিধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। পলকে প্রলয়কারী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাদৃশ ব্যাপার কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে।

অতঃপর বলদেব হতসৈন্য জরাসন্ধকে সিংহ-বিক্রমে আক্রমণ করিয়া তাহাকে পাশবদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ উহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। কারণ, জরাসন্ধ পুনর্ব্বার ভূভারস্বরূপ সৈন্যগণকে সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিলে তাঁহার ভূভার-হরণ-কার্য্যসাধনের সুযোগ হইবে। জরাসন্ধ পরাজিত হইয়া লজ্জার সহিত রাম-কৃষ্ণের বৈরতা সাধনোদ্দেশে তপশ্চরণে কৃতসঙ্কল্প হইলে অন্যান্য রাজগণ লৌকিক নীতির উপদেশদ্বারা 'তাহার পরাজয় যে কেবল কর্ম্মফলহেতু',—ইহা বুঝাইয়া দিলে তদনুষ্ঠানে বিরত হইয়া দুঃখিত চিত্তে স্বরাজ্যে প্রস্থান করিল।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরাবাসিগণের সহিত মিলিত হইলে সকলে তাঁহার বিজয়গান ও বিজয়োৎসব-সম্পাদনার্থ বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ রণ-স্থলী হইতে সংগৃহীত যোদ্ধৃগণের ভূষণসমূহ মহারাজ উগ্রসেনকে উপহার দিলেন।

জরাসন্ধ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও সপ্তদশবার যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে তাহার যাবতীয় সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর তাহার অষ্টাদশবার যুদ্ধোদ্যোগকালে কাল-যবন-নামক জনৈক বীর আত্মতুল্য যোদ্ধা অন্বেষণ করিলে দেবর্ষি নারদ তাহাকে যাদবগণের নিকট প্রেরণ করেন; কালযবন তিন কোটি সৈন্যদ্বারা যদু-পুরী অবরোধ করিল। শ্রীকৃষ্ণ উহা অবগত হইয়া এবং অবিলম্বে জরাসন্ধের আগমন সম্ভাবনা জানিয়া উভয়ের দ্বারা যাদবগণের বিপদ সংঘটিত হইতে পারে—এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার নিমিত্ত সমুদ্রমধ্যে এক বিচিত্র নগর রচনা করিলেন এবং যোগবলে আত্মীয়গণকে তথায় আনয়ন করিলেন। উহা চতুর্ব্বর্ণের লোক পরিপূর্ণ ছিল এবং তাহাদের ক্ষুৎপিপাসাদি মর্ত্ত্যধর্ম্মে অভিভূত হইতে হইত না। ইন্দ্রাদি দেবগণ নিজ নিজ অধি-কার সিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রাপ্ত স্ব-স্ব বিভূতি-সকল শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়গণকে সুরক্ষিত দেখিয়া বলদেবের অনুমতিক্রমে নিরস্ত্রভাবে পুরদ্বার হইতে বহির্গত হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) ভরতর্ষভ, কংসস্য মহিষ্যৌ (রাজ্ঞ্যৌ) অস্তিঃ প্রাপ্তিঃ চ ভর্ত্তরি (স্বামিনি কংসে) মৃতে (সতি) দুঃখার্ত্তে (দুঃখাকুলে সত্যৌ) পিতুঃ (রাজ্ঞঃ জরাসন্ধস্য) গৃহান্ ঈয়তুঃ স্ম (জগ্মতুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে ভরতকুল-শ্রেষ্ঠ রাজন্! কংসের অস্তি ও প্রাপ্তি-নামক মহিষী-দ্বয় স্বামীর মৃত্যুর পর দুঃখার্ত্তা হইয়া পিতা জরা-সন্ধের গৃহে গমন করিয়াছিল ॥ ১ ॥

পিত্রে মগধরাজায় জরাসন্ধায় দুঃখিতে।
বেদয়াঞ্চক্রতুঃ সর্ব্বমাত্মবৈধব্যকারণম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—দুঃখিতে (দুঃখযুক্তে তে অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ) পিত্রে (স্বজনকায়) মগধরাজায় জরাসন্ধায় আত্ম-বৈধব্যকারণম্ (আত্মনঃ বৈধব্যহেতুং) সর্ব্বং বেদয়াঞ্চ-ক্রতুঃ (নিবেদয়ামাসতুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—দুঃখিতা অস্তি ও প্রাপ্তি জনক মগধ-রাজ জরাসন্ধের নিকট নিজ নিজ বৈধব্যদশার কারণ-সমূহ নিবেদন করিয়াছিল ॥ ২ ॥

স তদপ্রিয়মাকর্ণ্য শোকামর্ষযুতো নৃপ।
অযাদবীং মহীং কর্ত্তুং চক্রে পরমমুদ্যমম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ (পরীক্ষিৎ), সঃ (জরাসন্ধঃ) তৎ (কন্যাবৈধব্যকারণরূপম্) অপ্রিয়ম্ আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) শোকামর্ষযুতঃ (শোক-ক্রোধযুক্তঃ সন্) মহীং (পৃথিবীম্) অযাদবীং (যাদব-শূন্যাং) কর্ত্তুং পরমং (মহান্তম্) উদ্যমং (যত্নং) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! রাজা জরাসন্ধ উক্ত অপ্রিয়-বৃত্তান্ত-শ্রবণে শোকে ও ক্রোধে পৃথিবী যাদবশূন্য করিবার অভিপ্রায়ে অতিশয় উদ্যম করিয়াছিল ॥৩॥

অক্ষৌহিণীভির্বিংশত্যা তিসৃভিশ্চাপি সংবৃতঃ।
যদুরাজধানীং মথুরাং ন্যরুধৎ সর্ব্বতো দিশম্ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—বিংশত্যা তিসৃভিঃ চ অপি (ত্রয়ো-

বিংশত্যা ইত্যর্থঃ) অক্ষৌহিণীভিঃ (সেনাভিঃ) সংবৃতঃ (সংবেষ্টিতঃ সঃ) যদুরাজধানীং মথুরাং সর্ব্বতো দিশং (সর্ব্বাসু দিক্ষু) ন্যরুধৎ (রুরোধ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তিনি ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী পরিবৃত হইয়া যদুরাজধানী মথুরার চতুর্দ্দিকে অবরোধ করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—

দশমস্যৈষ পূর্ব্বার্দ্ধে'হনুগৃহ্ণান্মে ধিয়ং যথা।
পরার্দ্ধোঽপ্যনুগৃহ্ণাতু তথা শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ০ ॥
পঞ্চাশত্তম ঈশোঽপি বিজিত্বাপি জরাসুতম্।
দ্বারকাং স্বজনং নিন্যে তদ্ভীত্যাষ্টাদশে মৃধে ॥১-৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম স্কন্ধের পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীগুরুদেব যেমনভাবে আমার বুদ্ধিকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, পরার্দ্ধেও সেইরূপ অনুগ্রহ করুন, শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥ ০ ॥

এই পঞ্চাশতম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে জয় করিয়াও অষ্টাদশবার যুদ্ধে যেন ভয় পাইয়া স্বজন বর্গকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন ॥ ১-৪ ॥

নিরীক্ষ্য তদ্বলং কৃষ্ণ উদ্বেলমিব সাগরম্।
স্বপুরং তেন সংরুদ্ধং স্বজনঞ্চ ভয়াকুলম্ ॥ ৫ ॥
চিন্তয়ামাস ভগবান্ হরিঃ কারণমানুষঃ।
তদ্দেশকালানুগুণং স্বাবতারপ্রয়োজনম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—উদ্বেলং (বেলাভূমিমতিক্রান্তং) সাগরম্ ইব তদ্‌বলং (জরাসন্ধসৈন্যমণ্ডলং) তেন (বলেন) সংরুদ্ধং স্বপুরং (স্বকীয়াং মধুপুরীং তথা) ভয়াকুলং (ভীতিবিহ্বলং) স্বজনম্ (আত্মজনং) চ নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) কারণমানুষঃ (ভূভারাবতারকারণেন মানুষঃ ন তু তত্ত্বতঃ) ভগবান্ হরিঃ কৃষ্ণঃ তদ্দেশকালানুগুণং (তদ্দেশ-কালানুরূপং) স্বাবতারপ্রয়োজনং (স্বকীয়াবতারহেতুং) চিন্তয়ামাসঃ (কিং বলমেব হন্মি ন মাগধং বা হত্বা বলং গৃহ্ণামি। যদ্বা, সমাগধং সর্ব্বং বলং হন্মীতি চিন্তয়ামাস) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—উদ্বেল সাগরতুল্য সৈন্যমণ্ডলকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ নিজপুর এবং ভয়াতুর স্বজনগণকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ভূভারহরণার্থ মনুষ্যরূপধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অবতার প্রয়োজন চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৫-৬

বিশ্বনাথ—উদ্বেলং বেলাতস্তীরাদপ্যুদ্‌গতং লঙ্ঘিতমর্য্যাদামিত্যর্থঃ। ননু কিমনেন চিন্তয়ামাস তত্র নহি নহীত্যাহ,—কারণং সর্ব্বকারণস্বরূপো মহামহেশ্বর শ্চাসৌ মানুষশ্চেতি সঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তচ্চিন্তনমাহ,—চতুর্ভিঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমুদ্র যেমন তীরভূমিকে উত্তীর্ণ হইয়া সীমালঙ্ঘন করিয়া যায়। প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণ কি চিন্তা করিলেন? তাহার উত্তরে বলি---না না, সর্ব্বকারণ স্বরূপ ও মহামহেশ্বর হইয়াও মনুষ্য লীলাকারী তিনি চিন্তা করিলেন ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই চিন্তার প্রকার বলিতেছেন চারটি শ্লোকদ্বারা ॥ ৬ ॥

হনিষ্যামি বলং হ্যেতদ্ভুবি ভারং সমাহিতম্।
মাগধেন সমানীতং বশ্যানাং সর্ব্বভূভুজাম্ ॥ ৭ ॥
অক্ষৌহিণীভিঃ সংখ্যাতং ভটাশ্বরথকুঞ্জরৈঃ।
মাগধস্তু ন হন্তব্যো ভূয়ঃ কর্ত্তা বলোদ্যমম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং ত্রিধা বিচিন্ত্য প্রথমং পক্ষং নির্দ্ধারিতবান্ তদাহ) বশ্যানাং (বশীভূতানাং) সর্ব্বভূভুজাং (সর্ব্বেষাং অধীনস্থরাজ্ঞাং) ভটাশ্বরথকুঞ্জরৈঃ (ভটৈঃ সৈন্যৈঃ অশ্বৈঃ রথৈঃ কুঞ্জরৈশ্চ এতদাত্মিকাভিঃ ইত্যর্থঃ) অক্ষৌহিণীভিঃ (সেনাভিঃ) সংখ্যাতং (সমাবেশিতং) মাগধেন সমানীতং (জরাসন্ধেন সংপ্রাপিতং) ভুবি (পৃথিব্যাং) সমাহিতং (সংস্থাপিতং) ভারং (ভারস্বরূপম্) এতৎ বলং (সৈন্যমণ্ডলং) হি (নিশ্চিতং) হনিষ্যামি (বিনাশয়িষ্যামি) মাগধঃ (জরাসন্ধঃ) তু ন হন্তব্যঃ (ময়া ন হননীয়ঃ যতঃ সঃ) ভূয়ঃ (পুনরপি) বলোদ্যমং (সৈন্যসমাবেশার্থম্ উদ্যমং যত্নং) কর্ত্তা (করিষ্যতি) ॥ ৭-৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি স্থির করিলেন যে, জরাসন্ধ অধীনস্থ রাজগণের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক রূপ অক্ষৌহিণী-সমূহের সমাবেশে পৃথিবীতে যে ভার উপস্থিত করিয়াছে, আমি অদ্য ঐ ভার স্বরূপ সৈন্যমণ্ডলকেই বিনষ্ট করিব, পরন্তু জরাসন্ধের বিনাশ করিব না, যেহেতু তাহা হইলেই সে পুনরায় সৈন্যসমাবেশের জন্য যত্ন করিবে ॥ ৭-৮ ॥

বিশ্বনাথ—বলং সৈন্যং তদর্থমুদ্যমং কর্ত্তা করিষ্যতি ॥ ৭-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বল—সৈন্য, তাহার জন্য উদ্দম কর্ত্তা অর্থাৎ করিবেন ॥ ৭-৮ ॥

এতদর্থোঽবতারোঽয়ং ভূভারহরণায় মে।
সংরক্ষণায় সাধূনাং কৃতোঽন্যেষাং বধায় চ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভূভারহরণায় (ভূমেঃ ভারাপনয়নায় তথা) সাধূনাং সংরক্ষণায় (তথা) অন্যেষাম্ (অসাধূনাং) বধায় চ (ইতি) এতদর্থঃ (এতে ত্রিবিধাঃ অর্থাঃ প্রয়োজনানি যস্য সঃ) অয়ং (কৃষ্ণরূপঃ) অবতারঃ মে (ময়া) কৃতঃ (সম্পাদিতঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ভূভার হরণ ; সাধুগণের সংরক্ষণ এবং অসাধুগণের বিনাশ—এই ত্রিবিধ প্রয়োজন সাধনের জন্যই আমার এই অবতার ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—এতদর্থোঽবতারঃ কৃতঃ অর্থং বিবৃণোতি,—ভূভারেতি। অন্যেষামসাধূনাম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই কারণে অবতার করিয়াছেন, তাহার কারণ বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন—ভূ-ভার হরণের জন্য। অন্যগণের অর্থাৎ অসাধুগণের ॥৯॥

অন্যোঽপি ধর্ম্মরক্ষায়ৈ দেহঃ সংভ্রিয়তে ময়া।
বিরামায়াপ্যধর্ম্মস্য কালে প্রভবতঃ কৃচিৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মরক্ষায়ৈ (ধর্ম্মরক্ষার্থং তথা) কৃচিৎ (কদাচিৎ) কালে প্রভবতঃ (উদ্ভবতঃ) অধর্ম্মস্য বিরামায় অপি (নিবর্ত্তনার্থং চ) ময়া অন্যঃ অপি (এতদতিরিক্তোঽপি) দেহঃ (শরীরং) সংভ্রিয়তে (অঙ্গীক্রিয়তে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মরক্ষা এবং কোন সময়ে প্রভাব প্রাপ্ত অধর্ম্মের নিবৃত্তির জন্য আমি এতদ্‌ব্যতীত বরাহাদি দেহেরও অঙ্গীকার করিয়া থাকি ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যোঽপি দেহো বারাহাদিঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্য দেহ বরাহ অবতার আদি ॥ ১০ ॥

এবং ধ্যায়তি গোবিন্দ আকাশাৎ সূর্য্যবর্চ্চসৌ।
রথাবুপস্থিতৌ সদ্যঃ সসূতৌ সপরিচ্ছদৌ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—গোবিন্দে (শ্রীকৃষ্ণে) এবং (পূর্ব্বোক্তং) ধ্যায়তি (চিন্তয়তি সতি) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) আকাশাৎ সূর্য্যবর্চ্চসৌ (সূর্য্যবৎ তেজস্বিনৌ) সসূতৌ (সারথিযুক্তৌ) সপরিচ্ছদৌ (পরিকর সহিতৌ চ) রথৌ উপস্থিতৌ (তৎসমীপং প্রাপ্তৌ বভূবতুঃ) ॥১১॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তাপরায়ণ হইলে তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে—সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী, সারথিযুক্ত এবং পরিচ্ছদ সমন্বিত রথযুগল তথায় উপস্থিত হইল ॥ ১১ ॥

আয়ুধানি চ দিব্যানি পুরাণানি যদৃচ্ছয়া।
দৃষ্ট্বা তানি হৃষীকেশঃ সঙ্কর্ষণমথাব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যদৃচ্ছয়া (স্বৈরিতয়া প্রযত্নং বিনৈব) দিব্যানি (লোকাতীতানি) পুরাণানি (সনাতনানি) আয়ুধানি চ (ভগবতাস্ত্রাণি চ উপস্থিতানি বভূবুঃ ইতি শেষঃ) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তানি (সংগ্রামসাধনানি) দৃষ্ট্বা অথ (অনন্তরং) সঙ্কর্ষণং (বলদেবং প্রতি) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তৎপরে যদৃচ্ছাক্রমে দিব্য, সনাতন অস্ত্র-শস্ত্র সমূহ উপস্থিত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা দর্শন করিয়া বলদেবকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ —উপস্থিতৌ তদিচ্ছয়ৈব বৈকুণ্ঠাদাগত্য নিকটে স্থিতৌ ॥ ১১-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়ই বৈকুণ্ঠ হইতে দিব্য সনাতন অস্ত্র সমূহ আসিয়া নিকটে উপস্থিত হইল ॥ ১১-১২ ॥

পশ্যার্য্য ব্যসনং প্রাপ্তং যদূনাং ত্বাবতাং প্রভো।
এষ তে রথ আয়াতো দয়িতান্যায়ুধানি চ ॥ ১৩ ॥
যানমাস্থায় জহ্যেতদ্ব্যসনাৎ স্বান্ সমুদ্ধর।
এতদর্থং হি নৌ জন্ম সাধূনামীশ শর্ম্মকৃৎ।
ত্রয়োবিংশত্যনীকাখ্যং ভূমের্ভারমপাকুরু ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) আর্য্য, (পূজ্য) প্রভো, (যদূনাং পালক) ত্বাবতাং (ত্বমেব অবন্ রক্ষ কো নাথো

বিদ্যসে যেষাং তে ত্বাবন্তঃ তেষাং ত্বয়া রক্ষিতানামিত্যর্থঃ) যদূনাং প্রাপ্তং (জরাসন্ধনিমিত্তং সমুপস্থিতং এতৎ) ব্যসনং (বিপদং) পশ্য। এষঃ (প্রত্যক্ষবর্ত্তী অয়ং) তে (তব) রথঃ আয়াতঃ (উপস্থিতঃ) দয়িতানি (প্রিয়ানি) আয়ুধানি (তব অস্ত্রাণি) চ (আয়াতানি অতঃ) যানং (রথম্) আস্থায় (আরুহ্য) এতৎ (রিপুসৈন্যং) জহি (বিনাশায়) স্বান্ (স্বকীয়ান্ যাদবজনান্) ব্যসনাৎ (প্রাপ্তবিপন্মধ্যাৎ) সমুদ্ধর (রক্ষ হে) ঈশ, (প্রভো) এতদর্থং (দুর্জ্জনবিনাশার্থং) হি সাধূনাং (সতাং) শর্ম্মকৃৎ (মঙ্গলজনকং) নৌ (আবয়োঃ) জন্ম (অবতারঃ ভবেৎ অতঃ) ত্রয়োবিশত্যনীকাখ্যং (ত্রয়োবিংশত্যক্ষৌহিণীরূপং) ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারম্ অপাকুরু (অপনয়) ॥১৩-১৪॥

অনুবাদ— হে পূজনীয়, হে প্রভো, আপনার রক্ষিত যদুগণের জরাসন্ধকৃত বিপদ অবলোকন করুন। এই সম্মুখে আপনার রথ এবং প্রিয় অস্ত্রসমূহ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব রথে আরোহণপূর্ব্বক এই রিপুসৈন্যের বিনাশ এবং যাদবগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। হে প্রভো, এই দুর্জ্জনগণের বিনাশ এবং সাধুগণের মঙ্গল বিধানের জন্যই আমাদের অবতার হইয়াছে, অতএব ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীরূপ এই ভূভার-হরণ করুন্ ॥ ১৩-১৪ ॥

এবং সম্মন্ত্র্য দাশার্হৌ দংশিতৌ রথিনৌ পুরাৎ।
নির্জ্জগ্মতুঃ স্বায়ুধাঢ্যৌ বলেনাল্পীয়সা বৃতৌ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (পূর্ব্বোক্তরূপং) সম্মন্ত্র্য (বিচার্য্য) দংশিতৌ (বদ্ধকবচৌ) স্বায়ুধাঢ্যৌ (শোভনাস্ত্রসম্পন্নৌ) অল্পীয়সা (অপ্রচুরেণ) বলেন (সৈন্যেন) বৃতৌ রথিনৌ (রথস্থৌ সন্তৌ) দাসার্হৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) পুরাৎ (মধুপুর্য্যাঃ) নির্জ্জগ্মতুঃ (যুদ্ধার্থং নির্গতৌ বভূবতুঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—রাম-কৃষ্ণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া কবচ বন্ধন, উত্তম অস্ত্র ধারণ এবং রথে আরোহণপূর্ব্বক অল্প সংখ্যক সৈন্য পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থে পুরমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১৫ ॥

শঙ্খং দধ্মৌ বিনির্গত্য হরির্দারুকসারথিঃ।
ততোঽভূৎ পরসৈন্যানাং হৃদি বিত্রাসবেপথুঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—দারুকসারথিঃ (দারুকঃ সারথিঃ যস্য সঃ) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বিনির্গত্য (পুরাৎ বহির্গত্য) শঙ্খং (পাঞ্চজন্যং) দধ্মৌ (বাদয়ামাস) ততঃ (শঙ্খধ্মানাৎ) পরসৈন্যানাং (শত্রুসৈন্যানাং) হৃদি বিত্রাসবেপথুঃ (বিত্রাসেন মহাভয়েন বেপথুঃ কম্পঃ) অভূৎ (জাতঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—দারুক সারথি সহায় শ্রীকৃষ্ণ পুরী হইতে বহির্গত হইয়া পাঞ্চজন্য ধ্বনি করিলেন, তাহা হইতে শত্রুসৈন্যগণের হৃদয়ে মহাভয়জনিত কম্প উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ— ত্বং নাথো বিদ্যতে যেষাং তে ত্বাবন্তস্তেষাং দকারস্যাত্বমার্ষম্ ॥ ১৩-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুমি যাহাদের নাথরূপে বিদ্যমান সেই যাদবগণের প্রভু আপনি' শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে বলিলেন ॥ ১৩-১৬ ॥

তাবাহ মাগধো বীক্ষ্য হে কৃষ্ণ পুরুষাধম।
ন ত্বয়া যোদ্ধুমিচ্ছামি বালেনৈকেন লজ্জয়া।
গুপ্তেন হি ত্বয়া মন্দ ন যোৎস্যে যাহি বন্ধুহন্ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—মাগধঃ (মগধরাজঃ জরাসন্ধঃ) তৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) আহ (উবাচ) হে পুরুষাধম, (পুরুষেষু অধম হীন, বাস্তবোঽর্থঃ—পুরুষাঃ অধমাঃ যস্মাৎ তাদৃশ, হে পুরুষোত্তম, ইত্যর্থঃ) কৃষ্ণ, (অহং) বলেন একেন ত্বয়া (সহ) লজ্জয়া যোদ্ধুং ন ইচ্ছামি। (হে) বন্ধুহন্, (কংসরূপস্ববান্ধবঘাতিন্, বস্তুতঃ অর্থঃ— বধ্নাতি ইতি বন্ধুঃ অবিদ্যা তাং হন্তীতি তাদৃশ, হে অবিদ্যানিরসন) মন্দ, (দুর্জ্জন, বাস্তবার্থঃ— অকার বিশ্লেষাৎ অমন্দ, হে উত্তম) গুপ্তেন (প্রাণভয়াৎ লুক্কায়িতেন, বাস্তবার্থঃ— সর্ব্বান্তরত্বাৎ দর্শনাযোগ্যেন) ত্বয়া হি ন যোৎস্যে (অহং ন যুদ্ধং করিষ্যামি অতঃ) যাহি (স্বস্থানং গচ্ছ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মগধরাজ জরাসন্ধ রাম-কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বলিলেন,—হে পুরুষাধম, (যাহা হইতে অন্য পুরুষগণ অধম) কৃষ্ণ, তুমি বালক অতএব আমি তোমার একার সহিত লজ্জায় যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক

নহি। হে বন্ধুঘাতিন্, তুমি প্রাণভয়ে লুক্কায়িত হও বলিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না, অতএব স্বস্থানে গমন কর ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষা অধমা যস্মাৎ। হে পুরুষোত্তমেতি ভবত্যভিমতোঽর্থঃ। বালে বাল এব কো ব্রহ্মা যস্য তেন মহামহেশ্বরেণ লজ্জয়েতি মম দুর্জ্জীবত্বেনাযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ। গুপ্তেনেতি কংসস্য ভয়াদ্‌গোকুলং প্রতি গতস্য এব বৈশ্যপালিতত্বেন বৈশ্যসাধর্ম্ম্যপ্রাপ্তেঃ। পক্ষে সর্ব্বান্তরত্বাদ্দর্শনানর্হেণ। হে অমন্দ, বন্ধুহন্, হে মাতুলহন্তঃ, পক্ষে বধ্নাতীতি বন্ধুরবিদ্যা তাং হন্তীতি তথা ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জরাসন্ধ কৃষ্ণ-বলরামকে দেখিয়া বলিলেন—হে পুরুষাধম! ইহার অর্থ পুরুষগণ যাহা হইতে অধম সেই হে পুরুষোত্তম! ইহা প্রকৃত অর্থ। 'বালেনৈকেন'—ব্রহ্মা যাঁহার বালক, সেই মহামহেশ্বরের সহিত যুদ্ধ করা লজ্জা—আমার দুর্জ্জীবন হেতু অযোগ্য। 'গুপ্তেন'—কংসের ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক গোকুলে থাকিয়া বৈশ্য কর্ত্তৃক পালিত অতএব বৈশ্যের সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত তোমার দ্বারা। অন্যপক্ষে সকলের অন্তর্য্যামীহেতু তোমার দর্শন পাওয়া অসম্ভব, অতএব 'গুপ্ত'। হে অমন্দ! হে বন্ধুহননকারী! হে মাতুল হন্তা! অন্যপক্ষে—বন্ধন করে বলিয়া 'বন্ধু', অবিদ্যা তাহাকে হত্যা কর অতএব তুমি বন্ধু হন্তা ॥ ১৭ ॥

তব রাম যদি শ্রদ্ধা যুধ্যস্ব ধৈর্য্যমুদ্বহ।
হিত্বা বা মচ্ছরৈশ্ছিন্নং দেহং স্বর্যাহি মাং জহি ॥১৮

অন্বয়ঃ—(হে) রাম, যদি তব শ্রদ্ধা (যুদ্ধবাসনা ভবতি তদা) যুধ্যস্ব (যুদ্ধং কুরু) ধৈর্য্যং (ধীরভাবম্) উদ্বহ (অবলম্বস্ব) মচ্ছরৈঃ (মম বাণৈঃ) ছিন্নং (দ্বিধাকৃতং) দেহং (নিজশরীরং) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) স্বঃ (স্বর্গং) যাহি (গচ্ছ) বা (অথবা) মাং জহি (বিনাশয়) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাম, যদি তোমার বাসনা থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আমার বাণে দ্বিখণ্ডীকৃত দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন কর অথবা আমাকেই যুদ্ধে বিনাশ কর ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ন বৈ শূরা বিকত্থন্তে দর্শয়ন্ত্যেব পৌরুষম্।
ন গৃহ্ণীমো বচো রাজন্ আতুরস্য মুমূর্ষতঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) উবাচ—(হে) রাজন্, শূরাঃ (বীরাঃ) বৈ (নিশ্চিতং) ন বিকত্থন্তে (আত্মশ্লাঘাং ন কুর্ব্বন্তি কিন্তু) পৌরুষং (স্ববিক্রমম্) এব দর্শয়ন্তি (যুদ্ধকালে প্রকাশয়ন্তি বয়ম্) আতুরস্য (দুর্ব্বলস্য তথা) মুমূর্ষতঃ (মর্ত্তুং ইচ্ছতঃ তব) বচঃ (অপ্রিয়বাক্যং) ন গৃহ্ণীমঃ (ন যথার্থতয়া অবধারয়ামঃ)। ১৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্, বীরগণ কখনও আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করেন না, পরন্তু স্বকীয় বিক্রমই প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তুমি দুর্ব্বল এবং মুমূর্ষু বলিয়া আমরা তোমার বিকৃত বাক্য গ্রাহ্য করি না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অচ্ছেদ্যদেহোঽসাবিতি। স্বয়মেব মত্বা পরিতোষাৎ। পক্ষান্তরমাহ,—যদ্বা মাং, জহীতি, শ্রীস্বামিচরণাঃ। যদ্বা, মৎ মত্তঃ পাপাত্মনঃ সকাশাৎ স্বর্বৈকুণ্ঠং যাহি কিং কৃত্বা শরৈশ্ছিন্নম্ অর্থান্মমদেহং হিত্বা ত্যক্ত্বা অত্রৈব প্রক্ষিপ্যেত্যর্থঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অচ্ছেদ্য দেহ হইলেও বলরাম। নিজেই মনে করিয়া জরাসন্ধ পরিপুষ্ট হইতেছে। অন্যপক্ষে বলিতেছেন—অথবা আমাকে বধ করা—ইহা শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন। অথবা আমি পাপাত্মা আমার নিকট হইতে স্বর্গ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন কর। কি করিয়া? শর সমূহদ্বারা আমার দেহকে ছিন্ন করিয়া এইখানেই ক্ষেপণ কর ॥ ১৮-১৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

জরাসুতস্তাবভিসৃত্য মাধবৌ
মহাবলৌঘেন বলীয়সাবৃণোৎ।
সসৈন্যযান-ধ্বজ-বাজি-সারথী
সূর্য্যানলৌ বায়ুরিবাভ্ররেণুভিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—বায়ুঃ অভ্ররেণুভিঃ সূর্য্যানলৌ ইব (যথা বায়ুঃ অভ্রৈঃ মেঘৈঃ সূর্য্যং রেণুভিঃ ধূলিলবৈঃ অনলং চ আবৃণোতি তথা) জরাসুতঃ (জরাসন্ধঃ) মাধবৌ (মধুবংশজাতৌ) তৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) অভিসৃত্য (সমীপমাগত্য) বলীয়সা (বলবতা) মহাবলৌঘেন (মহতা সৈন্যবৃন্দেন) সসৈন্য-যান-ধ্বজবাজি-সারথী (সৈন্যৈঃ যানৈঃ ধ্বজৈঃ বাজিভিঃ অশ্বৈঃ সারথিভিশ্চ সহ তৌ) আবৃণোৎ (রুরোধঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর বায়ু যেরূপ মেঘমালা এবং ধূলিরাশি দ্বারা যথাক্রমে সূর্য্য এবং অগ্নিকে আবৃত করে, সেইরূপ জরাসন্ধ মধুবংশোদ্ভব রাম-কৃষ্ণের সমীপাগত হইয়া বলশালী মহাসৈন্যরাশি দ্বারা সৈন্য, যান, ধ্বজ, অশ্ব এবং সারথির সহিত তাঁহাদের দুই জনকে আবৃত করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—মাধবৌ মধুবংশোদ্ভূতৌ বায়ুর্যথা সূর্য্যমভ্রৈরগ্নিঞ্চ রেণুভিরাবৃণোতি তথেত্যদর্শনমাত্রমেবাবরণমিতি সূচিতম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মাধবদ্বয় মধুবংশ জাত, বায়ু যেমন সূর্য্যকে মেঘ দ্বারা এবং অগ্নিকে ধূলিসমূহ দ্বারা আবৃত করে, সেইরূপ জরাসন্ধ মহা সৈন্যরাশি প্রভৃতি দ্বারা কৃষ্ণ-বলরামকে আবরণ করিল, এস্থলে অদর্শন মাত্রই আবরণ ॥ ২০ ॥

সুপর্ণতালধ্বজচিহ্নিতৌ রথা-
বলক্ষয়ন্ত্যো হরিরাময়োর্মৃধে।
স্ত্রিয়ঃ পুরাট্টালক-হর্ম্ম্য-গোপুরং
সমাশ্রিতাঃ সংমুমুহুঃ শুচার্দ্দিতাঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—পুরাট্টালক-হর্ম্ম্য-গোপুরং (পুরস্য অট্টালকং দুর্গোপরি রচিতং উচ্চগৃহং হর্ম্ম্যং উচ্চপ্রাসাদং গোপুরং পুরদ্বারঞ্চ) সমাশ্রিতাঃ (তত্র তত্র স্থিতাঃ) স্ত্রিয়ঃ (পুরনার্য্য) মৃধে (সংগ্রামক্ষেত্রে) হরি-রাময়োঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য রামস্য চ যথাক্রমং) সুপর্ণ-তালধ্বজ-চিহ্নিতৌ (সুপর্ণচিহ্নিতং তালধ্বজচিহ্নিতঞ্চ) রথৌ অলক্ষয়ন্ত্যঃ (অপশ্যন্ত্যঃ) শুচার্দ্দিতাঃ (শোকপীড়িতাঃ সত্যঃ) সংমুমুহুঃ (মূর্চ্ছিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তৎকালে দুর্গোপরি রচিত উচ্চগৃহ, উচ্চ প্রাসাদ এবং পুরদ্বারে অবস্থিত পুরনারীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের গরুড় এবং তালধ্বজ চিহ্নিত রথযুগল দেখিতে না পাইয়া শোকে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—শুচাপিতাঃ শোকব্যাপ্তাঃ 'শুচার্দ্দিতা' ইত্যপি পাঠঃ। স্ত্রিয়ঃ ইতি পুম্ভ্যঃ সকাশাৎ কৃষ্ণে স্ত্রীণামাসক্ত্যাধিক্যাৎ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মথুরাপুর নারীগণ উচ্চ অট্টালিকার উপর হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ-বলরামকে না দেখিতে পাইয়া শোকাচ্ছন্ন হইলেন, ইহা দ্বারা পুরুষগণ হইতে স্ত্রীগণ কৃষ্ণে অধিক আসক্ত জানা যায় ॥ ২১ ॥

হরিঃ পরানীকপয়োমুচাং মুহুঃ
শিলীমুখাত্যুল্বণবর্ষপীড়িতম্।
স্বসৈন্যমালোক্য সুরাসুরার্চ্চিতং
ব্যস্ফূর্জ্জয়চ্ছার্ঙ্গ শরাসনোত্তমম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) মুহুঃ (বারম্বারং) পরানীকপয়োমুচাং (পরস্য অনীকানি সৈন্যানি তান্যেব পয়োমুচঃ মেঘাঃ তেষাং) শিলিমুখাত্যুল্বণ-বর্ষপীড়িতং (শিলিমুখাঃ বাণাঃ তেষাং অত্যুল্বণং অত্যুগ্রং বর্ষঃ তেন পীড়িতং) স্বসৈন্যং আলোক্য সুরাসুরার্চ্চিতং (দেবাসুরবন্দিতং) শার্ঙ্গশরাসনোত্তমং (শার্ঙ্গনামকং স্বস্য উত্তমং শরাসনং ধনুঃ) ব্যস্ফূর্জ্জয়ৎ (বিজৃম্ভিতবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার শত্রুসৈন্যরূপ মেঘসমূহের বাণরাশির অত্যুগ্র বর্ষণে নিজ সৈন্যগণকে পীড়িত দেখিয়া দেবাসুর বন্দিত শার্ঙ্গনামক স্বকীয় উত্তম ধনুঃ বিস্ফূর্জ্জিত করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—পরেষাং শত্রূণামনীকান্যেব পয়োমুচো মেঘাস্তেষাং শিলীমুখা বাণাস্তেষামত্যুল্বণবর্ষেণ পীড়িতং ব্যস্ফূর্জ্জয়ৎ উজ্জৃম্ভয়ামাস ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শত্রুগণের সৈন্যসমূহই মেঘ, তাহাদের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের অধিক বর্ষণদ্বারা পীড়িত যাদব সৈন্যগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ ধনুকে টঙ্কার দিলেন ॥ ২২ ॥

গৃহ্ণন্নিষঙ্গাদথ সন্দধচ্ছরান্
বিকৃষ্য মুঞ্চন্ শিতবাণপূগান্ ।
নিঘ্নন্ রথান্ কুঞ্জরবাজিপত্তীন্
নিরন্তরং যদ্বদলাতচক্রম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ— অথ (অনন্তরং) নিষঙ্গাৎ (তূণাৎ) নিরন্তরং শরান্ (বাণান্) গৃহ্ণন্ (অথ) সন্দধৎ (তান্ গুণে সংযোজয়ন্) বিকৃষ্য (গুণাকর্ষণপূর্ব্বকং) শিতবাণপুগান্ (তীক্ষ্ণবাণসমূহান্) মুঞ্চন্ (নিক্ষিপন্) রথান্ (শত্রুরথান্ তথা) কুঞ্জর-বাজিপত্তীন্ (হস্ত্যশ্ব-পাদাতং) নিঘ্নন্ (বিনাশয়ন্ সন্) অলাতচক্রং যদ্বৎ (জলৎকাষ্ঠং ভ্রমণেন যথা চক্রবৎ ভ্রমতি তদ্বৎ ব্যস্ফূর্জ্জয়ৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তূণ হইতে নিরন্তর বাণ-গ্রহণ, ধনুর্গুণে তাহার সংযোজন, গুণাকর্ষণ, তীক্ষ্ণ বাণরাশি নিক্ষেপ এবং শত্রুগণের রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতিক বিনাশসহকারে অলাতচক্রের ন্যায় শরাসনের বিস্ফুরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

নির্ভিন্নকুম্ভাঃ করিণো নিপেতু-
রনেকশোঽশ্বাঃ শরবৃক্ণকন্ধরাঃ ।
রথা হতাশ্বধ্বজসূতনায়কাঃ
পদাতয়শ্ছিন্নভুজোরুকন্ধরাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(শ্রীহরেঃ এবং ধনুর্বিস্ফূর্জ্জনেন) করিণঃ (শত্রুপক্ষীয়াঃ রণগজাঃ) নির্ভিন্নকুম্ভাঃ (নির্ভিন্নাঃ কুম্ভদেশাঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ সন্তঃ) নিপেতুঃ (রণক্ষেত্রে পতিতাঃ বভূবুঃ) অনেকশঃ (বহবঃ) অশ্বাঃ (যুদ্ধাশ্বাঃ) শরবৃক্ণকন্ধরাঃ (শরৈঃ বৃক্ণাঃ ছিন্নাঃ কন্ধরাঃ গ্রীবাঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ সন্তঃ নিপেতুঃ) রথাঃ (শত্রুরথাঃ) হতাশ্বধ্বজ-সূত-নায়কাঃ (হতা অশ্বা ধ্বজাঃ সূতাঃ সারথয়ঃ নায়কাঃ রথিনশ্চ যেষু তে তাদৃশাঃ সন্তঃ নিপেতুঃ তথা) পদাতয়ঃ (পদচারিণঃ সৈনিকাঃ) ছিন্নভুজোরুকন্ধরাঃ (ছিন্নাঃ ভুজাঃ উরবঃ কন্ধরাশ্চ যেষাং তে তাদৃশাঃ সন্তঃ নিপেতুঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ধনুক পরিচালনে শত্রুপক্ষীয় হস্তিসমূহের কুম্ভদেশ ভিন্ন, অশ্বসকলের গ্রীবাদেশ ছিন্ন, রথসমূহের অশ্ব, ধ্বজ ও সারথি নিহত এবং পদাতিকরাশির ভুজ, উরু ও গ্রীবাদেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় তাহারা ভূপতিত হইয়াছিল ॥২৪॥

বিশ্বনাথ—কিং কুর্ব্বন্নিত্যাত আহ,—নিষঙ্গাৎ ইষুধেঃ সকাশাৎ শরান্ একৈকান্ গৃহ্ণন্। অথ তদনন্তরং তান্ গুণে সন্দধৎ গুণমাকৃষ্য তান্ মুঞ্চন্ তৈশ্চ রথাদীন্নিঘ্নন্নিরন্তরমিতি গ্রহণাদি সর্ব্বক্রিয়া-বিশেষণম্। তেন গ্রহণযোজনবিকর্ষণনিঃক্ষেপণ-প্রহরণক্রিয়াঃ ক্রমেণোদ্ভূতা অপি সদৈবোত্তবন্ত্য ইব দ্রষ্টৃন প্রতি ভাতাঃ ক্ষণার্দ্ধমধ্যে শতকোটিকৃত্বোত্ত-বন্তীত্যর্থঃ। ততশ্চ অলাতচক্রং জ্বলৎকাষ্ঠং ভ্রমণে যথা চক্রবত্তবতি তদ্বদেব মথুরায়াশ্চতুর্দিক্ষু সৈন্যাভি-মুখং ভ্রমন্ শার্ঙ্গং ব্যস্ফূর্জ্জয়দিতি ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে যুদ্ধ করিতেছেন তাহাই বলিতেছেন—তূণ হইতে শর সমূহ এক এক করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক ধনুকের গুণে যোগ করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহার দ্বারা জরাসন্ধের সৈন্যের রথআদি ক্ষণার্দ্ধমধ্যে শত-কোটি ধ্বংস হইল, পরে অলাতচক্রের ন্যায় মথুরার চতুর্দ্দিকে সৈন্যসমূহের অভিমুখে শারঙ্গধনুক লইয়া টঙ্কার দিতে লাগিলেন ॥ ২৩-২৪ ॥

সংছিদ্যমানদ্বিপদেভবাজিনা-
মঙ্গপ্রসূতাঃ শতশোঽসৃগাপগাঃ ।
ভুজাহয়ঃ পুরুষশীর্ষকচ্ছপা
হতদ্বিপদ্বীপহয়গ্রহাকুলাঃ ॥ ২৫ ॥
করোরুমীনা নরকেশশৈবলা
ধনুস্তরঙ্গায়ুধগুল্মসঙ্কুলাঃ ।
অচ্ছুরিকাবর্ত্তভয়ানকা মহা-
মণিপ্রবেকাভরণাশ্মশর্করাঃ ॥ ২৬ ॥
প্রবর্ত্তিতা ভীরুভয়াবহা মৃধে
মনস্বিনাং হর্ষকরী পরস্পরম্ ।
বিনিঘ্নতারীন্ মুষলেন দুর্ম্মদান্
সঙ্কর্ষণেনাপরিমেয়তেজসা ॥ ২৭ ॥
বলং তদঙ্গার্ণবদুর্গভৈরবং
দুরন্তপারং মগধেন্দ্রপালিতম্ ।
ক্ষয়ং প্রণীতং বসুদেবপুত্রয়ো-
র্বিক্রীড়িতং তজ্জগদীশয়োঃ পরম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ— সংছিদ্যমানদ্বিপদেভবাজিনাং (সংছিদ্যমানানাং দ্বিপদানাং মনুষ্যাণাং ইভানাং হস্তিনাং বাজিনাং অশ্বানাঞ্চ) অঙ্গপ্রসূতাঃ (অঙ্গজাতাঃ) শতশঃ (বহ্ব্যঃ) অসৃগাপগাঃ (শোণিতনদ্যঃ প্রবর্ত্তিতা ইতি পরশ্লোকস্থপদেনান্বয়ঃ) ভুজাহয়ঃ (তেষাং ভুজা এব অহয়ঃ সর্পাঃ যাসু তাঃ) পুরুষশীর্ষ-কচ্ছপাঃ (পুরুষাণাং শীর্ষান্যেব কচ্ছপা যাসু তাঃ) হতদ্বিপ-দ্বীপ-হয়গ্রহাকুলাঃ (হতা দ্বিপা এব দ্বীপা অন্তর্বর্ত্তিতটানি হয়া এব গ্রহা গ্রাহাঃ তৈঃ আকুলাঃ ব্যাপ্তাঃ) করোরুমীনাঃ (করাঃ হস্তদেশাঃ উরবশ্চ মীনাঃ যাসু তাঃ) নরকেশ শৈবলাঃ (নরাণাং কেশা এব শৈবলা যাসু তাঃ) ধনুস্তরঙ্গায়ুধ-গুল্ম-সঙ্কুলাঃ (ধনূংষ্যেব তরঙ্গা আয়ুধান্যেব গুল্মাঃ তৈশ্চ সঙ্কুলাঃ) অচ্ছুরিকাবর্ত্তভয়ানকাঃ (অচ্ছুরিকাঃ চর্ম্মাণি চক্রাণি বাতা এব আবর্ত্তাঃ তৈঃ ভয়ানকাঃ) মহামণিপ্রবেকাভরণাশ্মশর্করাঃ (মহামণীনাং প্রবেকা উত্তমা আভরণানি চ যথাযথং অশ্মানঃ প্রস্তরাঃ শর্করাঃ বালুকাশ্চ যাসু তাঃ) মৃধে (সংগ্রামক্ষেত্রে) পরস্পরং প্রবর্ত্তিতাঃ (তাঃ নদ্যঃ) ভীরুভয়াবহাঃ (ভীরুজনানাং ভয়ঙ্কর্য্যঃ) মনস্বিনাং (ধীরাণাঞ্চ) হর্ষকরী (হর্ষকর্য্যঃ বভূবুঃ ইত্যর্থঃ) অঙ্গ, (হে রাজন্) অপরিমেয়তেজসা (অমিতবলেন) সঙ্কর্ষণেন (বলদেবেন) দুর্ম্মদান্ অরীন্ অর্ণবদুর্গভৈরবং (সমুদ্রবৎ দুর্গমং ভয়ঙ্করঞ্চ) দুরন্তপারং (অপারং) মগধেন্দ্রপালিতং (জরাসন্ধরক্ষিতং) তৎ বলং (সৈন্যং) মুষলেন ক্ষয়ং (বিনাশং) প্রণীতং (প্রাপিতং বভূব) বসুদেবপুত্রয়োঃ জগদীশয়োঃ (রাম-কৃষ্ণয়োঃ) তৎ (যৎ কর্ম্ম রিপুহননরূপং কথিতং তৎ) পরং (কেবলং) বিক্রীড়িতং (ক্রীড়ামাত্রং ন তু পরাক্রমঃ) ॥ ২৫-২৮ ॥

অনুবাদ—দ্বিখণ্ডিত মনুষ্য, হস্তী, এবং অশ্বগণের শরীরজাত শত শত শোণিতনদী প্রবাহিত হইয়াছিল তন্মধ্যে ভুজসমূহ সর্পের ন্যায়, পুরুষগণের মস্তক সকল কচ্ছপের ন্যায়, নিহত হস্তিগণ দ্বীপের ন্যায়, অশ্বসকল হাঙ্গরের ন্যায়, হস্ত এবং উরুদেশ মীনের ন্যায়, মনুষ্যগণের কেশরাশি শৈবালের ন্যায়, ধনু সকল তরঙ্গের ন্যায়, অস্ত্র সকল গুল্মের ন্যায়, চর্ম্মসকল আবর্ত্তের ন্যায়, উত্তম মহামণি এবং আভরণসমূহ প্রস্তর এবং বালুকার ন্যায় প্রতীত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ভীরু ব্যক্তিগণের ভয় সঞ্চার এবং মনস্বিগণের হর্ষোদ্গম হইয়াছিল। হে রাজন্, অমিতবলশালী সঙ্কর্ষণ সমুদ্রতুল্য দুর্গম এবং ভয়ঙ্কর জরাসন্ধরক্ষিত দুষ্পার, দুর্ম্মদান্ধ শত্রু সৈন্যরাশিকে মুষলদ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন, বস্তুত বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবের তাদৃশ কর্ম্ম কেবল ক্রীড়ামাত্র জানিবে ॥ ২৫-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ সংছিদ্যমানানাং দ্বিপদাদীনাং অঙ্গেভ্যঃ প্রসূতা অসৃগাপগা রুধিরনদ্যঃ পরস্পরং কৃষ্ণরামাভ্যাং প্রবর্ত্তিতা ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। প্রসিদ্ধনদীরূপকমাহ,—ভুজা এবাহহয়ো যাসু তাঃ। হতদ্বিপাঃ এব দ্বীপাঃ অন্তর্বর্ত্তিন উচ্চপ্রদেশাঃ হয়া এব গ্রহা গ্রাহাশ্চলাস্তৈরাকুলাঃ ব্যাপ্তাঃ ॥ ২৫ ॥

অচ্ছুরিকাশ্চর্ম্মাণি চক্রাণি বা তা এবাবর্ত্তাস্তৈর্ভয়ানকাঃ। মহামণীনাং প্রবেকাঃ শ্রেষ্ঠা আভরণানি চ ক্রমেণ অশ্মানঃ শর্করাশ্চ যাসু তাঃ। মনস্বিনাং বীরাণাং হর্ষকর্য্যঃ ॥ ২৬ ॥

অঙ্গ হে রাজন্, তদ্বলং অর্ণবৎ দুর্গং ভৈরবঞ্চ দুরন্তপারং দুঃশব্দো নিষেধে, অন্তস্তলং পারমবধিঃ। বিক্রমেণাগাধং দেশতশ্চ নিরবধিকমিত্যর্থঃ। বস্তুবিচারে তয়োস্তৎ কর্ম্ম কেবলং বিক্রীড়িতং নতু পরাক্রমঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্ত যুদ্ধে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ছিন্ন সৈন্যগণের অঙ্গ হইতে রক্তনদী সমূহ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ নদীর সহিত এই রক্তনদীর রূপক কল্পনা করা হইতেছে— সৈন্যগণের বাহু সকলই সর্প সদৃশ, মৃতহস্তী সমূহই দ্বীপ, আর অশ্বসমূহই মধ্যবর্ত্তী কুম্ভীর সদৃশ ॥ ২৫ ॥

চর্ম্ম বা চক্রসকল ভয়ানক আবর্ত্ত, মহামণি সমূহের শ্রেষ্ঠ আভরণ সমূহ ক্রমে পাথর ও বালি সদৃশ, মনস্বিবীরগণের আনন্দ হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

হে রাজন্ ! সৈন্যসমূহ সমুদ্রতুল্য, দুর্গম ভয়ঙ্কর জরাসন্ধ রক্ষিত অপার শত্রুসৈন্যরাশিকে বলদেব মুষলদ্বারা বিনাশ করিলেন। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের ঐ কর্ম্ম কেবল ক্রীড়া সদৃশ, পরাক্রমের পরিচয় নহে ॥ ২৭-২৮ ॥

———

স্থিত্যুদ্ভবান্তং ভুবনত্রয়স্য যঃ
সমীহতেঽনন্তগুণঃ স্বলীলয়া।
ন তস্য চিত্রং পরপক্ষনিগ্রহ-
স্তথাপি মর্ত্ত্যানুবিধস্য বর্ণ্যতে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অনন্তগুণঃ (অসীমগুণগণভূষিতঃ) স্বলীলয়া (ক্রীড়ামাত্রেণৈব) ভুবনত্রয়স্য (ত্রিভুবনস্য) স্থিত্যুদ্ভবান্তং (সৃষ্টিস্থিতিসংহারান্) সমীহতে (করোতি) পরপক্ষনিগ্রহঃ (শত্রুপক্ষক্ষয়ঃ) তস্য (অনন্তগুণস্য ভগবতঃ) ন চিত্রং (নাশ্চর্য্যজনকং, তর্হি কিমাশ্চর্য্যমিব বর্ণিতং তত্রাহ) তথাপি মর্ত্ত্যানুবিধস্য (মর্ত্ত্যান্ অনুবিধত্তে অনুকরোতি ইতি মর্ত্ত্যানুবিধঃ তস্য) বর্ণ্যতে (ব্যাখ্যায়তে) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ— অনন্তগুণ-বিভূষিত যে ভগবান্ স্বকীয় লীলামাত্র অবলম্বনে ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এতাদৃশ শত্রু-পক্ষ বিনাশ কিছুমাত্রই আশ্চর্য্যজনক নহে, তথাপি তাঁহারা মানবলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়াই কেবলমাত্র উহা বর্ণন করিলাম ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, যদি জগদীশতা তদা কথং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রৈর্জীবৈঃ স্বস্যাননুরূপৈঃ সহ যুদ্ধে রসঃ সিদ্ধ্যতি। নচেত্তর্হি তদ্বর্ণনয়া কিন্তত্রাহ,—স্থিতীতি। তর্হি কিমত্যাশ্চর্য্যমিব বর্ণিতং তত্রাহং,—তথাপীতি। মর্ত্ত্যানুবিধস্য মর্ত্ত্যঃ সন্ননুরূপমেব বিধত্ত ইতি মর্ত্ত্যানু-বিধস্তস্যায়মর্থঃ। যেন জগৎসৃষ্ট্যাদিকং করোতি তেনৈব যদি জরাসন্ধং জয়তি তদা খল্বননুরূপত্বান্ন রসঃ। যদি চ মর্ত্ত্যঃ সন্ জয়তি তদা মর্ত্ত্যস্য প্রতি-যোদ্ধা মর্ত্ত্যোঽনুরূপ এব। তত্রাপ্যতিপ্রৌঢ়স্য জরাসন্ধস্য জয়াচ্চমৎকার ইতি রস এব ভবতি। ন চ মর্ত্ত্য-দেহস্যাস্বরূপত্বং বাচ্যম্। পরমাত্মা নরাকৃতিঃ। "নরাকৃতি পরব্রহ্ম হরিঃ কারণ-মানুষঃ" ইতি। "যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম" ইতি শ্রবণাৎ ॥২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম যদি জগদীশ্বর হন, তাহা হইলে কি কারণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন? নিজের অনুরূপ যোদ্ধার সহিত যুদ্ধরস সিদ্ধ হয়, তাহা যদি না হয় তবে ঐরূপ বর্ণনার কি প্রয়োজন? তাহা হইলে কি কারণ অতি আশ্চর্য্যের ন্যায় বর্ণিত হইতেছে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—নরলীলাকারী শ্রীকৃষ্ণ নরগণের অনুরূপ হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিতে-ছেন, তাঁহার প্রয়োজন এইরূপ—যিনি জগৎ সৃষ্টি আদি করিতেছেন, তিনি যদি জরাসন্ধকে জয় করেন তাহা হইলে অনুরূপ যা হওয়ায় যুদ্ধরস হয় না, যদি মনুষ্যবৎ হইয়া জয় করেন, তখনই মনুষ্যের প্রতি-যোদ্ধা মনুষ্য অনুরূপ হয়ই তথাপি অতিশয় প্রৌঢ়-বয়স্ক জরাসন্ধের জয়দ্বারা চমৎকার রসই হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই নরদেহ তাঁহার স্বরূপ নয়, একথা বলিতে পার না পরমাত্মাই 'নরাকৃতি' হইয়াছেন, পুরাণেও বর্ণিত আছে 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম', 'শ্রীহরি কারণ মানুষ', শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন 'পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসিগণ মিত্র' ॥ ২৯ ॥

জগ্রাহ বিরথং রামো জরাসন্ধং মহাবলম্।
হতানীকাবশিষ্টাসুং সিংহঃ সিংহমিবৌজসা ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—(অনন্তরং) রাম (বলদেবঃ) বিরথং (রথহীনং) হতানীকাবশিষ্টাসুং (হতানি অনীকানি যস্য অবশিষ্টা অসবঃ প্রাণা যস্য তঞ্চ তঞ্চ) মহা-বলং (মহাবিক্রমং) জরাসন্ধং সিংহঃ সিংহং ইব (সিংহো যথা অপরং সিংহং বলেন গৃহ্ণাতি তথা) ওজসা (বলেন) জগ্রাহ (গৃহীতবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—সিংহ যেরূপ অপর সিংহকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ বলদেব রথহীন হতসৈন্য প্রাণমাত্রধারী মহাবল জরাসন্ধকে পরাক্রমসহকারে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—হতানীকশ্চাসৌ অবশিষ্টা অসব এব যস্য স চ তম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সৈন্যসমূহ যাহার হত হই-য়াছে, কেবলমাত্র প্রাণ অবশিষ্ট আছে, ঐরূপ সিংহ সদৃশ বিক্রমদ্বারা বলরাম সিংহ সদৃশ জরাসন্ধকে ধরিলেন ॥ ৩০ ॥

বধ্যমানং হতারাতিং পাশৈর্বারুণমানুষৈঃ।
বারয়ামাস গোবিন্দস্তেন কার্য্যচিকীর্ষয়া ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—হতারাতিং (হতাঃ বিনষ্টাঃ বহুশঃ অরাতয়ঃ শত্রবো যেন তথাভূতমপি) বারুণমানুষৈঃ

পাশৈঃ (বারুণপাশেন মানুষপাশেন চ) বধ্যমানং (রামেণ বন্ধনং প্রপদ্যমানং তং জরাসন্ধং) গোবিন্দঃ তেন (জরাসন্ধেন) কার্য্যচিকীর্ষয়া (কার্য্যং বধ্যানাং ভূভারভূতানাং সৈন্যানাং একত্র সম্মেলনং তস্যৈব পুনঃ পুনঃ তদ্দ্বারা চিকীর্ষয়া) বারয়ামাস (মোচয়ামাস ইত্যর্থঃ, যদা রামঃ বারুণমানুষৈঃ পাশৈঃ জরাসন্ধং বদ্ধুমুপচক্রমে তদা শ্রীকৃষ্ণঃ তেন পুনরপি ভূভারভূতসৈন্যসমাবেশরূপস্বকার্য্যসিদ্ধ্যর্থং বন্ধনাৎ মোচয়ামাস ইত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—বলদেব বারুণ এবং মানুষ পাশদ্বারা বহু শত্রুবিনাশী জরাসন্ধকে বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ঐ জরাসন্ধকর্ত্তৃক পুনরায় ভূভারভূত সৈন্যরাশির একত্র সমাবেশ সাধিত হইলে ভূভার হরণরূপ স্বকার্য্য সাধনের সুযোগ হইবে মনে করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—হতারাতিং হতপ্রায়মরাতিং কার্য্যং বধ্যানাং ভূভারভূতানাং সৈন্যানামেকত্র সংমেলনং তস্যৈব পুনঃ পুনস্তদ্দ্বারা চিকীর্ষয়া ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হতপ্রায় জরাসন্ধকে বলদেব বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলে পৃথিবীর ভারস্বরূপ সৈন্যগণকে একত্র পুনঃ পুনঃ সম্মেলন কার্য্যকারী জানিয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া দিলেন ॥ ৩১ ॥

স মুক্তো লোকনাথাভ্যাং ব্রীড়িতো বীরসম্মতঃ।
তপসে কৃতসঙ্কল্পো বারিতঃ পথি রাজভিঃ ॥ ৩২ ॥
বাক্যৈঃ পবিত্রার্থপদৈর্নয়নৈঃ প্রাকৃতৈরপি।
স্বকর্ম্মবন্ধপ্রাপ্তোঽয়ং যদুভিস্তে পরাভবঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—লোকনাথাভ্যাং (জগদীশ্বরাভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং) মুক্তঃ (অতএব) ব্রীড়িতঃ (লজ্জিতঃ) বীরসম্মতঃ (বীরত্বেন জগতি পূজিতঃ) স (জরাসন্ধঃ) তপসে (তপস্যাং কর্ত্তুং) কৃতসঙ্কল্পঃ (কৃতনিশ্চয়ঃ সন্) পথি (গমনমার্গে) রাজভিঃ (অন্যৈঃ নৃপতিভিঃ) পবিত্রার্থপদৈঃ (পবিত্রার্থানি ধর্ম্মোপদেশপরাণি পদানি যেষু তৈঃ) বাক্যৈঃ অপি (অপি চ) যদুভিঃ (অল্পকৈঃ যাদবৈঃ) তে (তব মহতঃ) অয়ং পরাভবঃ (তিরস্কারঃ) স্বকর্ম্মবন্ধপ্রাপ্তঃ (কেবলং নিজকর্ম্মবন্ধেন প্রাপ্তঃ অতস্ত্বয়া ন লজ্জিতব্যং ইত্যাদিভিঃ) প্রাকৃতৈঃ নয়নৈঃ (লৌকিকনীতিভিশ্চ) বারিতঃ (তপসঃ নিবারিতঃ বভূব) ॥ ৩২-৩৩ ॥

অনুবাদ—লোকপালক রাম-কৃষ্ণকর্ত্তৃক বিমুক্ত বীরাগ্রগণ্য জরাসন্ধ অতিশয় লজ্জিত হইয়া তপশ্চরণে কৃতসঙ্কল্প হইলে পথে অন্যান্য নৃপতিগণ ধর্ম্মোপদেশযুক্ত বাক্য দ্বারা এবং অল্পসংখ্যক যাদবের নিকট ঈদৃশ পরাভব কেবল স্বকীয় পূর্ব্বকর্ম্মজাত ইত্যাদি লৌকিক নীতিপূর্ণবাক্যদ্বারা তাঁহাকে নিবারিত করিয়াছিলেন ॥ ৩২-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—লজ্জিতত্বে হেতুঃ বীরসম্মত ইতি ॥৩২

বিশ্বনাথ—পবিত্রাণি তত্ত্বোপদেশপরাণি। অর্থাঃ পদানি চ যেষু তৈঃ। নয়নৈর্নীতিভিঃ প্রাকৃতৈর্লৌকিকৈঃ। তত্র তত্ত্বোপদেশমাহু,—স্বকর্ম্মেতি তবৈতৎ পরাভবদুঃখং ললাটে লিখিতমেব তৎ কথমন্যথা ভবতি "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম" ইতি স্মৃতেঃ। এতদ্ব্যঙ্গেনার্থেন নীতিশ্চাহুঃ। স চার্থো যথা যদ্যেষ পরাভবস্তে প্রারব্ধকর্ম্মাধীন এব তর্হি কা তে লজ্জা, কঃ খলু বুদ্ধিমানতিক্ষুদ্রাৎ যাদবাদপি ত্বাং দুর্ব্বলং মংস্যতে, যাদবেন সহ যুদ্ধে তব জয়ে সতি ন কিমপি যশঃ, পরাজয়েঽপি ন কাচিল্লজ্জা। জরাসন্ধসিংহো হি কৃষ্ণসারং জিত্বাপি ন কমপ্যুৎকর্ষমজিত্বাপি ন কামপি নিন্দাং প্রাপ্নোতীতি বয়ং জানীমঃ। সমকক্ষেণাপি সহযুদ্ধে জয়-পরাজয়াভ্যাং ক্ষত্রিয়ৈ র্ন গর্ব্বদৈন্যে ধার্য্যে, কিমুত স্বতোঽতিন্যূনেনেতি শাস্ত্রমিতি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বীরগণের মাননীয় জরাসন্ধ লজ্জিত হইয়া তপস্যা করিতে উদ্যত হইলেন ॥৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পবিত্র তত্ত্ব উপদেশপর বাক্য, অর্থ ও পদ সমূহদ্বারা এবং প্রাকৃত লৌকিক নীতি সমূহদ্বারা অন্যরাজগণ জরাসন্ধকে উপদেশ করিতেছেন—নিজ কর্ম্ম জন্য তোমার এই পরাজয় দুঃখ ললাটে লিখিতই ছিল, তাহা কিরূপে অন্যথা হইবে ? স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে—নিজ কৃতকর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোক্তব্য, শতকোটি কল্পদ্বারাও। ইহার ব্যঙ্গ অর্থ দ্বারা নীতিও বলিতেছেন—তাহার অর্থ এই—যদি এই পরাজয় তোমার প্রারব্ধ কর্ম্মের অধীন হয়ই তাহা হইলে তোমার লজ্জা কি ? বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তি অতিক্ষুদ্র যাদবগণ হইতেও তোমাকে

দুর্ব্বল মনে করে ? যাদবগণের সহিত তোমার যুদ্ধে জয় হইলে কোন যশ নাই, পরাজয়েও কোন লজ্জা নাই, জরাসন্ধ সিংহ কৃষ্ণসার হরিণকে জয় করিয়া তাহার কোন উৎকর্ষ প্রকাশ পায় না, জয় না করিতে পারিলেও কোন নিন্দা হয় না, আমরা জানি সমকক্ষ যোদ্ধার সহিত যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের জয়-পরাজয়, গর্ব্ব ও দৈন্য ধার্য্য হয় না। আর নিজ হইতে অতিক্ষুদ্র যাদবগণের নিকট পরাজয় ইহাতে কি লজ্জা ॥৩৩॥

হতেষু সর্ব্বানীকেষু নৃপো বার্হদ্রথস্তদা ।
উপেক্ষিতো ভগবতা মগধান্ দুর্ম্মনা যযৌ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বানীকেষু (সর্ব্বসৈন্যেষু) হতেষু (বিনষ্টেষু সৎসু) তদা ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) উপেক্ষিতঃ (উপেক্ষয়া ত্যক্তঃ) নৃপঃ বার্হদ্রথঃ (জরাসন্ধঃ) দুর্ম্মনাঃ (দুঃখিতচিত্তঃ সন্ মগধান্ (মগধরাজ্যং) যযৌ (গতবান্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপে সকল সৈন্য হত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া রাজা জরাসন্ধ দুঃখিতচিত্তে মগধরাজ্যে গমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—বার্হদ্রথো বৃহদ্রথপুত্রো জরাসন্ধঃ ॥৩৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৃহদ্রথ পুত্র জরাসন্ধ ॥৩৪॥

মুকুন্দোঽপ্যক্ষতবলো নিস্তীর্ণারিবলার্ণবঃ ।
বিকীর্য্যমাণঃ কুসুমৈস্ত্রিদশৈরনুমোদিতঃ ॥ ৩৫ ॥
মাথুরৈরুপসঙ্গম্য বিজ্বরৈর্মুদিতাত্মভিঃ ।
উপগীয়মানবিজয়ঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অক্ষতবলঃ (অক্ষতং অবিনষ্টং বলং সৈন্যমণ্ডলং যস্য তাদৃশঃ) নিস্তীর্ণারিবলার্ণবঃ (নিস্তীর্ণঃ সমুত্তীর্ণঃ অরিবলং শত্রুসৈন্যং এব অর্ণবঃ সমুদ্রঃ যেন তাদৃশঃ) ত্রিদশৈঃ (দেবৈঃ) কুসুমৈঃ (পুষ্পৈঃ) বিকীর্য্যমাণঃ (পুষ্পবর্ষণেন পূজিতঃ ইত্যর্থঃ) অনুমোদিতঃ (সাধু সাধু ইতি অভিনন্দিতশ্চ সন্) মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি বিজ্বরৈঃ (বিগতব্যথৈঃ) মুদিতাত্মভিঃ (হৃষ্টচিত্তৈঃ) মাথুরৈঃ প্রত্যুদ্গতৈঃ (মথুরাবাসিভিঃ) উপসঙ্গম্য (মিলিত্বা) সূতমাগধবন্দিভিঃ (সূতৈঃ মাগধৈঃ বন্দিভিশ্চ) উপগীয়মানঃ বিজয়ঃ (উপগীয়মানঃ সমীপে উচ্চার্য্যমানঃ বিজয়ঃ জয়গানং যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্ যযৌ ইতি শেষঃ) ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ অক্ষত সৈন্যমণ্ডলীর সহিত শত্রুসৈন্যরূপ সিন্ধু উত্তীর্ণ হইলে দেবতাগণ পুষ্পবর্ষণ এবং অভিনন্দন করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি বিগততাপ হৃষ্টচিত্ত মথুরাবাসিগণের সহিত মিলিত হইলে সূত, মাগধ এবং বন্দিগণ তাঁহার বিজয় গান করিয়াছিল ॥ ৩৫-৩৬ ॥

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্ভেরীতূর্য্যাণ্যনেকশঃ ।
বীণাবেণুমৃদঙ্গানি পুরং প্রবিশতি প্রভৌ ॥ ৩৭ ॥
সিক্তমার্গাং হৃষ্টজনাং পতাকাভিরলঙ্কৃতাম্ ।
নির্ঘুষ্টাং ব্রহ্মঘোষেণ কৌতুকাবদ্ধতোরণাম্ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—প্রভৌ (শ্রীকৃষ্ণে) সিক্তমার্গাং (সিক্তাঃ জলবর্ষণেনাদ্রীকৃতাঃ মার্গাঃ পন্থানঃ যস্যাঃ তাং) হৃষ্টজনাং (হৃষ্টাঃ জনাঃ যস্যাং তাং) পতাকাভিঃ অলঙ্কৃতাং ব্রহ্মঘোষেণ বেদধ্বনিনা) নির্ঘুষ্টাং (নিনাদিতাং) কৌতুকাবদ্ধতোরণাং (কৌতুকেণ উৎসবেন আ সর্ব্বতো বদ্ধানি তোরণানি যস্যাং তাং) পুরং (মধুপুরীং) প্রবিশতি (সতি) বীণাবেণুমৃদঙ্গানি শঙ্খদুন্দুভয়ঃ (বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-শঙ্খাশ্চ দুন্দুভয়শ্চ) ভেরীতূর্য্যাণি (ভের্য্যশ্চ তূর্য্যাণি চ) অনেকশঃ (অনেকবারান্) নেদুঃ (শব্দিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৩৭-৩৮ ॥

অনুবাদ—তৎকালে মথুরার রাজপথসমূহ জলসিক্ত, জনসমূহ হর্ষপূর্ণ, সর্ব্বস্থান পতাকায় অলঙ্কৃত, বেদধ্বনিতে নিনাদিত এবং চতুর্দ্দিকে তোরণ সুশোভিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের পুরমধ্যে প্রবেশকালে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী, এবং তূর্য্যসমূহ বারম্বার ধ্বনিত হইতেছিল ॥ ৩৭-৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—মুকুন্দোঽপি যযাবিত্যনুষঙ্গঃ ॥৩৫-৩৭

বিশ্বনাথ—পুরং বিশিনষ্টি সিক্তমার্গামিত্যাদিন্য ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণও শঙ্খ দুন্দুভি আদি বাদ্য সহ মথুরায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৫-৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মথুরা পুরীর বর্ণনা করিতেছেন—আনন্দিত প্রজাগণ চন্দন জলাদিদ্বারা নগরের পথ সমূহকে সেচন করিয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

নিচীয়মানো নারীভির্মাল্যদধ্যক্ষতাঙ্কুরৈঃ ।
নিরীক্ষ্যমাণঃ সস্নেহং প্রীত্যুৎকলিতলোচনৈঃ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—(সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পুরীমধ্যে) নারীভিঃ (পুরস্ত্রীভিঃ) মাল্য দধ্যক্ষতাঙ্কুরৈঃ নিচীয়মানঃ (বিকীর্য্যমাণঃ) প্রীত্যুৎকলিতলোচনৈঃ (প্রীতিপ্রফুল্ল-নয়নৈঃ) সস্নেহং নিরীক্ষ্যমাণঃ (সন্ প্রাবিশৎ ইতি-শেষঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তিনি পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে পুরনারীগণ মাল্য, দধি, অক্ষত ও অঙ্কুরসকল তদুপরি নিক্ষেপ এবং প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে সস্নেহে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—নিচীয়মানঃ বিকীর্য্যমাণঃ প্রভুঃ প্রাবিশ-দিতি বিপরিণতানুষঙ্গ ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। যদ্বা, প্রাদিশদিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নারীগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত মাল্য, দধি, অক্ষত আদি মঙ্গল দ্রব্যের মধ্য দিয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিলেন—ইহা শ্রীস্বামি-পাদের সম্মত অথবা পরশ্লোকের প্রাদিশৎ ক্রিয়ার সহিত অন্বয় ॥ ৩৯ ॥

আয়োধনগতং বিত্তমনন্তং বীরভূষণম্ ।
যদুরাজায় তৎ সর্ব্বমাহৃতং প্রাদিশৎ প্রভুঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—আয়োধনগতং (রণভূমিস্থং) বীর-ভূষণং (বীরাণাং ভূষণং অলঙ্কাররূপং যৎ) অনন্তং (অসংখ্যং) বিত্তং (সম্পৎ) আহৃতং (সংগৃহীতং অভূৎ) প্রভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৎ সর্ব্বং (বিত্তং) যদু-রাজায় (উগ্রসেনায়) প্রাদিশৎ (উপহৃতবান্) ॥৪০॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ রণভূমি হইতে সংগৃহীত যোদ্ধৃগণের ভূষণরূপ অসংখ্যবিত্ত উগ্রসেনকে উপহার প্রদান করিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—আয়োধনং যুদ্ধভূমিস্তত্র পতিতং বীরাণাং ভূষণং গাত্রলগ্নম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যুদ্ধভূমিতে পতিত বীরগণের গাত্রলগ্ন ভূষণসমূহ আয়োধন ॥ ৪০ ॥

এবং সপ্তদশকৃত্বস্তাবত্যক্ষৌহিণীবলঃ ।
যুযুধে মাগধো রাজা যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—তাবতি (পরাজয়ে বর্ত্তমানে অপি) অক্ষৌহিণীবলঃ (অক্ষৌহিণ্যঃ বলং যস্য সঃ) রাজা মাগধঃ (জরাসন্ধঃ) কৃষ্ণপালিতৈঃ (শ্রীকৃষ্ণরক্ষিতৈঃ) যদুভিঃ (সহ) এবং সপ্তদশকৃত্বঃ (সপ্তদশবারান্) যুযুধে (যুদ্ধং কৃতবান্) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—এইরূপে পরাজিত হইয়াও অক্ষৌহিণী-সহায় রাজা জরাসন্ধ কৃষ্ণপালিত যাদবগণের সহিত সপ্তদশবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—তাবত্যঃ ত্রয়োবিংশতিসংখ্যা অক্ষৌ-হিণ্যো বলং সৈন্যং যস্য সঃ। পুংবদ্ভাবাভাব আর্ষঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ত্রয়োবিংশতি সংখ্যক অক্ষৌ-হিনী সৈন্য যাহার সেই জরাসন্ধ সপ্তদশবার কৃষ্ণ-পালিত যদুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন। পুংলিঙ্গ আর্ষপ্রয়োগ ॥ ৪১ ॥

অক্ষিণ্বংস্তদ্বলং সর্ব্বং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণতেজসা ।
হতেষু স্বেষ্বনীকেষু ত্যক্তোঽগাদরিভির্নৃপঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—বৃষ্ণয়ঃ (যাদবা এব) কৃষ্ণতেজসা (শ্রীকৃষ্ণস্য তেজোবলেন) সর্ব্বং তদ্‌বলং (জরাসন্ধ-সৈন্যং) অক্ষিণ্বন্ (ক্ষয়ং নিন্যুঃ) স্বেষু (স্বকীয়েষু) অনীকেষু (সৈন্যেষু) হতেষু (বিনষ্টেষু সৎসু) অরিভিঃ (শত্রুভিঃ) ত্যক্তঃ [পরিত্যক্তঃ (উপেক্ষিতঃ)] নৃপঃ (জরাসন্ধঃ) অগাৎ (স্বস্থানং গতবান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে তদীয় সমস্ত সৈন্যের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। স্বকীয় সৈন্যসমূহ বিনষ্ট হইলে শত্রুগণকর্ত্তৃক উপেক্ষা-সহকারে পরিত্যক্ত হইয়া জরাসন্ধ স্বস্থানে গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—অক্ষিণ্বন্ ক্ষয়ং নিন্যুঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের তেজে যাদবসৈন্য-গণ জরাসন্ধের সকল সৈন্যকে ক্ষয় করিলেন ॥৪২॥

অষ্টাদশমসংগ্রামে আগামিনি তদন্তরা ।
নারদপ্রেষিতো বীরো যবনঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) অষ্টাদশমসংগ্রামে (অষ্টা-

দশমে অষ্টাদশে সংগ্রামে) ভাব্যে (ভবিষ্যমাণে সতি) তদন্তরা (তন্মধ্যে অকস্মাৎ) নারদপ্রেরিতঃ (যাদবাঃ এব ত্বৎসদৃশা বীরাঃ যদি যুদ্ধস্পৃহা তদা তত্রৈব গচ্ছ ইতি ভগবতা নারদেন প্রেরিতঃ) বীরঃ যবনঃ (কাল-যবনঃ) প্রত্যাদৃশ্যত (যুদ্ধার্থিত্বেন পরিদৃষ্টঃ অভূৎ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর অষ্টাদশবার সংগ্রামের সম্ভাবনাকালে নারদকর্তৃক প্রেরিত কালযবন নামক বীর যুদ্ধার্থী হইয়া উপস্থিত হইল ॥ ৪৩ ॥

রুরোধ মথুরামেত্য তিসৃভির্ম্লেচ্ছকোটিভিঃ ।
নৃলোকে চা প্রতিদ্বন্দ্বো বৃষ্ণীন্ শ্রুত্বাত্মসম্মিতান্ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—নৃলোকে (মর্ত্ত্যলোকে) অপ্রতিদ্বন্দ্বঃ (প্রতিযোধরহিতঃ সঃ) বৃষ্ণীন্ (যাদবান্ এব) আত্মসম্মিতান্ (আত্মতুল্যবীরান্) শ্রুত্বা চ মথুরাং এত্য (আগত্য) তিসৃভিঃ (ত্রিকোটিভিঃ) ম্লেচ্ছ-কোটিভিঃ (ত্রিকোটিমিত ম্লেচ্ছসৈন্যৈঃ তাং পুরীং) রুরোধ (অবরুদ্ধবান্) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—মর্ত্ত্যলোকে তাহার অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় সে যাদবগণকে আত্মতুল্য বীর্য্যবান্ শ্রবণ করিয়া মথুরায় আগমনপূর্ব্বক তিনকোটি ম্লেচ্ছসৈন্যে নগর অবরোধ করিল ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—নারদপ্রেরিত ইতি বিষ্ণুপুরাণে কথা। যথা,—কদাচিদ্‌গার্গ্যঃ স্বশ্যালেন শণ্ড ইতি পরিহসিতঃ তৎ শ্রুত্বা যাদবো বহু জহসুঃ । ততস্তেষাং হাস্যেন বহুকুপিতো গার্গ্যো দক্ষিণাপথং গত্বা যাদবভয়ঙ্করো মে পুত্রো ভবত্বিতি সঙ্কল্প্য অয়শ্চূর্ণং ভুঞ্জানো মহাদেব-মারাধ্য দ্বাদশবর্ষান্তে তস্মাৎ স্বাভীষ্টং বরং প্রাপ্য হৃষ্যন্ স্বগৃহমাগাচ্ছন্নপুত্রকেণ যবনেশ্বরেণ পুত্রার্থং স বৃতস্তদ্ভার্য্যায়াং কালযবনং পুত্রং জনয়ামাস, স চ কালযবনঃ মহাকালোন্মত্তঃ পৃথিব্যামিদানীং কে বলিনো নৃপা ইতি নারদং পপ্রচ্ছ ; স চ যদূন্ প্রাহ। এবং নারদপ্রেষিতো মথুরায়াং দৃষ্টো বভুব ॥৪৩-৪৪

টীকার বঙ্গানুবাদ---অষ্টাদশ যুদ্ধে নারদ প্রেরিত কালযবন বীর মথুরা আক্রমণের জন্য আসিল ইহা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—কোন একদিন যাদব পুরোহিত গর্গবংশীয়, নিজ শ্যালক কর্ত্তৃক ক্লীব বলিয়া পরিহসিত হইলে বহুযাদবগণ হাসিতে লাগিলেন, তাহাদের হাস্য দ্বারা বিশেষ কোপিত হইয়া ঐ পুরো-হিত দক্ষিণ ভারতে গিয়া "যাদবগণের ভয়ঙ্কর আমার পুত্র হউক" এই সঙ্কল্প করিয়া লৌহ চূর্ণ ভক্ষণ পূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিলে দ্বাদশ বর্ষ শেষে মহাদেব হইতে নিজ অভীষ্টবর পাইয়া সানন্দে নিজগৃহে আগমন কালে কোন যবন রাজ কর্ত্তৃক পুত্র প্রার্থী হইয়া তাহার ভার্য্যাতে কালযবন পুত্র জন্মা-ইলেন, সেই কালযবন মহাকালের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া পৃথিবীতে এখন কাহারা বলবান রাজা আছে ইহা নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি যদুগণকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলবান বলিলেন। এইরূপে নারদ প্রেরিত কাল-যবন মথুরায় উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৪৩-৪৪ ॥

তং দৃষ্ট্বাচিন্তয়ৎ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণসহায়বান্ ।
অহো যদূনাং বৃজিনং প্রাপ্তং হ্যুভয়তো মহৎ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—তং (কালযবনং) দৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণ-সহায়বান্ (সঙ্কর্ষণঃ সহায়ঃ যস্য সঃ) কৃষ্ণঃ অচিন্তয়ৎ (চিন্তিতবান্) অহো যদূনাং উভয়তঃ হি (যবনাৎ জরাসন্ধাচ্চ) মহৎ বৃজিনং (দুঃখং) প্রাপ্তং (সমু-পস্থিতম্) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—সঙ্কর্ষণসহায় শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে, যদুগণের উভয়দিক্ হইতে মহাদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

যবনোঽয়ং নিরুন্ধেঽস্মানদ্য তাবন্মহাবলঃ ।
মাগধোঽপ্যদ্য বা শ্বো বা পরশ্বো বাগমিষ্যতি ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—(তদাহ) অদ্য তাবৎ অয়ং মহাবলঃ পরাক্রমঃ) যবনঃ (কালযবনঃ) অস্মান্ (যাদবান্) নিরুন্ধে (নিরুদ্ধবান্) মাগধঃ (জরাসন্ধঃ) অপি অদ্য বা শ্বঃ বা (আগামিনি দিবসে বা) পরশ্বঃ (তৎপরদিবসে) বা আগমিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—যেহেতু, এই মহাবল কালযবন অদ্য আমাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছে, জরাসন্ধ অদ্য, কল্য বা পরশ্ব উপস্থিত হইবে ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণো যাদবস্নেহাবিষ্টত্বাদচিন্তয়ৎ। উভয়তো যবনাৎ জরাসন্ধাচ্চ ॥ ৪৫-৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণ যাদবগণের সহিত স্নেহ পরায়ণ হেতু চিন্তা করিলেন—যাদবগণের উভয় দিক হইতেই বিপদ, একদিকে কাল যবন, অন্যদিকে জরাসন্ধ ॥ ৪৫-৪৬ ॥

আবয়োর্যুধ্যতোরস্য যদ্যাগন্তা জরাসুতঃ।
বন্ধূন্ হনিষ্যত্যথবা নেষ্যতে স্বপুরং বলী ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (অনেন যবনেন সহ) আবয়োঃ (রাম-কৃষ্ণয়োঃ) যুধ্যতোঃ (যুদ্ধং কুর্ব্বতোঃ সতোঃ) যদি জরাসুতঃ (জরাসন্ধঃ) আগন্তা (আগমিষ্যতি তদা) বলী (বলবান্ সঃ জরাসন্ধঃ) বন্ধূন্ (অসহায়ান্-অস্মদ্ বান্ধবজনান্) হনিষ্যতি অথবা স্বপুরং (মগধরাজধানীং) নেষ্যতি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—আমরা উভয়ে কালযবনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যদি জরাসন্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ বলবান্ শত্রু আমাদের অসহায় বন্ধুগণকে হত্যা করিবে, অথবা নিজ পুরীতে লইয়া যাইবে ॥ ৪৭ ॥

তস্মাদদ্য বিধাস্যামো দুর্গং দ্বিপদদুর্গমম্।
তত্র জ্ঞাতীন্ সমাধায় যবনং ঘাতয়ামহে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ অদ্য দ্বিপদদুর্গমং (মনুষ্যজনদুরাসদং) দুর্গং বিধাস্যামঃ (রচয়িষ্যামঃ) তত্র (দুর্গমধ্যে) জ্ঞাতীন্ (বান্ধবান্) সমাধায় (স্থাপয়িত্বা পশ্চাৎ) যবনং (কাল যবনং) ঘাতয়ামহে (বিনাশয়িষ্যামঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—অতএব অদ্যই এক দ্বিপদদুর্গম দুর্গ রচনা করিয়া তন্মধ্যে আত্মীয়গণকে স্থাপনপূর্ব্বক পশ্চাৎ কালযবনকে বিনষ্ট করিব ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য অনেন ॥ ৪৭-৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অস্য—ইহার অর্থ হইবে কালযবনের সহিত ॥ ৪৭-৪৮ ॥

ইতি সম্মন্ত্র্য ভগবান্ দুর্গং দ্বাদশযোজনম্।
অন্তঃসমুদ্রে নগরং কৃৎস্নাদ্ভুতমচীকরৎ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ ইতি (এবম্প্রকারং) সংমন্ত্র্য (সমালোচ্য) অন্তঃ সমুদ্রে (সমুদ্রমধ্যে) দ্বাদশযোজনং (দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণং) দুর্গং (তন্মধ্যে চ) কৃৎস্নাদ্ভুতং (সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং) নগরং অচীকরৎ (সম্পাদয়ামাস) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আলোচনা করিয়া সমুদ্রমধ্যে দ্বাদশ যোজন, বিস্তৃত দুর্গ এবং তন্মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্যজনক নগর প্রস্তুত করিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—সমুদ্রমধ্যে দুর্গং দ্বাদশযোজনমিতি। 'অষ্টভির্যবমধ্যৈঃ স্যাদঙ্গুলং দ্বাদশাঙ্গুলম্। তালং ত্রিতালকো হস্তো হস্তৌ দ্বৌ কিষ্কুরুচ্যতে। কিষ্কুদ্বয়ং ধনুঃ প্রোক্তং ধনুষো দ্বিসহস্রকম্। ক্রোশঃ ক্রোশৌ তু গব্যূতি র্গব্যূতী দ্বেতু যোজন'মিতি তন্মধ্যে নগরম্ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বিপদ চিন্তা করিয়া সমুদ্রমধ্যে দ্বাদশ যোজন পরিমাণ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। হস্তের মধ্যম অঙ্গুলির মধ্যভাগকে অষ্টযব পরিমাণ বলা হয়, ঐরূপ দ্বাদশ অঙ্গুলিতে একতাল, তিন তালে এক হস্ত, দুই হস্তে এক গজ, দুইগজে এক ধনু, দুই সহস্র ধনুতে এক ক্রোশ, দুই ক্রোশে এক গব্যূতি, দুই গব্যূতি সমান এক যোজন, ঐরূপ দ্বাদশ যোজন মধ্যে দ্বারকানগর ॥ ৪৯ ॥

দৃশ্যতে যত্র হি ত্বাষ্ট্রং বিজ্ঞানং শিল্পনৈপুণম্।
রথ্যাচত্বরবীথীভির্যথাবাস্তু বিনির্ম্মিতম্ ॥ ৫০ ॥
সুরদ্রুমলতোদ্যানবিচিত্রোপবনান্বিতম্।
হেমশৃঙ্গৈর্দিবিস্পৃগ্‌ভিঃ স্ফটিকাট্টালগোপুরৈঃ ॥ ৫১ ॥
রাজতারকুটৈঃ কোষ্ঠৈর্হেমকুম্ভৈরলঙ্কৃতৈঃ।
রত্নকূটৈর্গৃহৈর্হৈমৈর্মহামারকতস্থলৈঃ ॥ ৫২ ॥
বাস্তোষ্পতীনাঞ্চ গৃহৈর্বলভীভিশ্চ নির্ম্মিতম্।
চাতুর্ব্বর্ণ্যজনাকীর্ণং যদুদেবগৃহোল্লসৎ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (নগরে) হি (নিশ্চিতং) ত্বাষ্ট্রং (ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মা তদীয়ং) বিজ্ঞানং শিল্পনৈপুণ্যং (ক্রিয়াকৌশলং) দৃশ্যতে (সম্যক্ পরিলক্ষ্যতে তদাহ)

রথ্যাচত্বর-বীথিভিঃ (রথ্যা রাজমার্গাঃ পুরতঃ, বীথ্যঃ উপমার্গাঃ পশ্চিমতঃ, উভয়তোঽপি চত্বরাণি অঙ্গণানি, তন্মধ্যে কোষ্ঠাঃ তত্রাপ্যন্তঃ সুবর্ণভবনানি তদুপরি স্ফাটিকাট্টালিকাঃ তদুপরি হেমকুম্ভা ইতি বহুভূমিকং) যথা বাস্তু (বাস্তু গৃহাদিনির্ম্মাণস্থানং তদনতিক্রম্য নির্ম্মিতং) সুরদ্রুমলতোদ্যান-বিচিত্রোপবনান্বিতং (সুরাণাং দ্রুমা লতাশ্চ যেষু তানি উদ্যানানি বিচিত্রো-পবনানি চ তৈঃ অন্বিতং যুক্তং) হেমশৃঙ্গৈঃ (হেম-ময়ানি শৃঙ্গানি যেষু তৈঃ) দিবি স্পৃগ্ভিঃ (অত্যুচ্চৈঃ) স্ফাটিকাট্টালগোপুরৈঃ (স্ফাটিকা অট্টালা উপরি-ভূমিকা গোপুরাণি চ দ্বারাণি তৈঃ নির্ম্মিতং ইত্যুত্তরে-ণান্বয়ঃ) রাজতারকূটৈঃ (রজতঞ্চ আরকূটঞ্চ পীত-লোহং তাভ্যাং নির্ম্মিতৈঃ হেমকুম্ভৈঃ (সুবর্ণকলসৈঃ) অলঙ্কৃতৈঃ কোষ্ঠৈঃ (অশ্বশালান্নশালাদিভিঃ তথা) মহামারকতস্থলৈঃ (মহামরকতময়ানি স্থলানি যেষু তৈঃ) রত্নকূটৈঃ (পদ্মরাগাদিশিখরৈঃ) হৈমৈঃ (সুবর্ণ-ময়ৈঃ) গৃহৈঃ (তথা) বাস্তোষ্পতীনাং (দেবানাং) গৃহৈঃ চ বলভীভিঃ (চন্দ্রশালিকাভিঃ) চ নির্ম্মিতং (রচিতং) চাতুর্বর্ণ্যজনাকীর্ণং (ব্রাহ্মণাদি-চতুর্বর্ণ-জাত-জনপূর্ণং) যদুদেবগৃহোল্লসৎ (যদুদেবগৃহৈঃ রাজগৃহৈঃ উল্লসৎ শোভমানং তৎ নগরং বভূব ইতি শেষঃ) ॥ ৫০-৫৩ ॥

অনুবাদ—উক্ত নগর মধ্যে বিশ্বকর্ম্মার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক শিল্পনৈপুণ্য পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, যথাযথ-রূপে রাজপথ, বীথিকা এবং চত্বরসমূহ বিন্যস্ত হইয়াছিল, দেবতরু ও লতাসমূহে সুশোভিত উদ্যান-রাশি ঐ নগরের শোভা সম্পাদন করিতেছিল, এবং স্বর্ণশৃঙ্গ সমন্বিত, অত্যুচ্চ স্ফটিকময় অট্টাল এবং গোপুর (পুরদ্বার) বর্ত্তমান ছিল। সুবর্ণকুম্ভ, অশ্ব-শালা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ, মহামরকতময় স্থলীসমূহ এবং পদ্মরাগাদি মণিময় শৃঙ্গসমন্বিত রজত ও পীত, লৌহ নির্ম্মিত, সুবর্ণমণ্ডিত গৃহ সকল এবং দেবতাগৃহ চন্দ্রশালাসমূহে ঐ নগর সুশোভিত হইয়াছিল। উক্ত নগর ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ লোকপূর্ণ এবং সর্ব্বোপরি রাজগৃহসমূহে শোভমান হইয়াছিল ॥ ৫০-৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বাষ্ট্রং বিজ্ঞানং বিশ্বকর্ম্মণঃ পাণ্ডিত্যা শিল্পে শিল্পকর্ম্মণি নৈপুণ্যং যত স্তৎ। নগরং বিশিনষ্টি, —সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। রথ্যা রাজমার্গাঃ। চত্বরাণ্যঙ্গণানি। বীথ্য উপমার্গাঃ বাস্তুর্গৃহাদি নির্ম্মাণস্থানং তমনতিক্রম্য নির্ম্মিতম্। রাজতঞ্চ আরকূটং পীতং লোহঞ্চ তাভ্যাং নির্ম্মিতৈঃ রত্নকূটৈঃ পদ্মরাগাদিশিখরৈঃ। বাস্তো-স্পতীনাং দেবানাং বলভীভিশ্চন্দ্রশালাভিঃ যদুদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য গৃহৈরুৎকর্ষেণ লসৎ ॥ ৫০-৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ত্বষ্ট্রার পুত্র বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার শিল্পকর্ম্মের নৈপুণ্য জানিয়া তাহাকে নগর নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। ঐ নগরীর বিশেষণ সমূহ বলি-তেছেন—সার্দ্ধ তিনটি শ্লোকদ্বারা—রথ্যা—রাজমার্গ-সমূহ, চত্বর-অঙ্গন, বীথি—উপমার্গ, বাস্তু-গৃহাদি নির্ম্মাণ স্থান, তাহাকে অতিক্রম না করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন। রৌপ্য আরকূট—পীত ও লৌহ উভয় মিশ্রিত করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন। রত্নকূট সমূহদ্বারা পদ্মরাগ আদি শিখরসমূহ দ্বারা বাস্তুপতি দেবগণের চন্দ্রশালা, যদুদেব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গৃহসমূহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৫০-৫৩ ॥

সুধর্ম্মাং পারিজাতঞ্চ মহেন্দ্রঃ প্রাহিণোদ্ধরেঃ।
যত্র চাবস্থিতো মর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যতে ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—মহেন্দ্রঃ (ইন্দ্রঃ) সুধর্ম্মাং (তন্নাম্নীং দেবসভাং) পারিজাতং চ হরেঃ প্রাহিণোৎ (শ্রীকৃষ্ণায় উপহৃতবান্ ইতি শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদাৎ পূর্ব্ব-ভাবিত্বাৎ ভূতনির্দ্দেশঃ) যত্র চ (পুরে) অবস্থিতঃ মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) মর্ত্ত্যধর্ম্মৈঃ ক্ষুৎপিপাসাদি ষড়ূর্ম্মিভিঃ) ন যুজ্যতে (ন আক্রম্যতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—দেবরাজ ইন্দ্র সুধর্ম্মা নাম্নী দেবসভা এবং পারিজাত শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপহার-স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ নগরে অবস্থিত মনুষ্যগণ ক্ষুৎ-পিপাসাদি মর্ত্ত্যধর্ম্মে অভিভূত হইত না ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—পারিজাতঞ্চ প্রাহিণোদিতি শুকপরী-ক্ষিতস্বম্বাদাৎ পূর্ব্বভূতত্বাদ্ভূতনির্দ্দেশঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বর্গীয় পারিজাতও রোপণ করিলেন, শুক পরীক্ষিত সংবাদে অতীত কথা হও-য়ায় অতীত নির্দ্দেশ ॥ ৫৪ ॥

শ্যামৈককর্ণান্ বরুণো হয়ান্ শুক্লান্ মনোজবান্।
অষ্টৌ নিধিপতিঃ কোশান্‌লোকপালো নিজোদয়ান্ ॥

অন্বয়ঃ—বরুণঃ (জলাধিপতিঃ) শ্যামৈককর্ণান্ (শ্যামঃ শ্যামবর্ণঃ এককর্ণঃ যেষাং তাং) শুক্লান্ (শুক্লবর্ণান্) মনোজবান্ (অতিবেগান্) হয়ান্ (অশ্বান্ তথা) নিধিপতিঃ (কুবেরঃ) অষ্টৌ কোশান্ "পদ্মশ্চৈব মহাপদ্মো মৎস্যকূর্ম্মৌ তথৌদকঃ। নীলো মুকুন্দঃ শঙ্খশ্চ নিধয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।।" ইতি প্রসিদ্ধান্ অষ্টৌ নিধীন্ তথা) লোকপালঃ (অন্যো লোকপালগণঃ) নিজোদয়ান্ (নিজবিভূতীঃ হরেঃ প্রাহিণোৎ ইত্যন্বয়ঃ) ।। ৫৫ ।।

অনুবাদ—বরুণদেব অতিবেগবান্ শুক্লবর্ণ অশ্বসকল প্রেরণ করিলেন, তাহাদের একটী কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। কুবের, পদ্ম প্রভৃতি অষ্টকোশ এবং অন্যান্য লোকপালগণ নিজ নিজ বিভূতি শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন ।। ৫৫ ।।

যদ্‌যদ্‌ভগবতা দত্তমাধিপত্যং স্বসিদ্ধয়ে।
সর্ব্বং প্রত্যর্পয়ামাসুর্হরৌ ভূমিগতে নৃপ ।। ৫৬ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (রাজন্, পরীক্ষিৎ, অন্যে চ সিদ্ধাদয়ঃ) ভগবতা (শ্রীহরিণা) স্বসিদ্ধয়ে (স্বাধিকারসিদ্ধয়ে পুরা) যৎ যৎ আধিপত্যং দত্তম্ (আসীৎ) হরৌ (শ্রীকৃষ্ণে) ভূমিগতে (ভূতলং অবতীর্ণে সতি) সর্ব্বং (তৎ সর্ব্বং আধিপত্যং) প্রত্যর্পয়ামাসুঃ (শ্রীকৃষ্ণায় প্রত্যর্পিতবন্তঃ) ।। ৫৬ ।।

অনুবাদ—অন্যান্য সিদ্ধগণও শ্রীহরির নিকট হইতে নিজ নিজ অধিকার সিদ্ধির জন্য পূর্ব্বে যে সমস্ত আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীহরি ভূতলে অবতীর্ণ হইলে তৎসমস্তই তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন ।। ৫৬ ।।

বিশ্বনাথ—নিধিপতিঃ কুবেরঃ। কোষান্ নিধীন্,—'পদ্মশ্চৈব মহাপদ্মো মৎস্যঃ কূর্ম্মস্তথৌদকঃ। নীলো মুকুন্দঃ শঙ্খশ্চ নিধয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা'ইতি। নিজোদয়ান্ স্বীয়সম্পত্তীঃ ।। ৫৫-৫৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিধিপতি—কুবের, কোষ সমূহ—ধনভাণ্ডার সমূহ। নিধি—পদ্ম, মহাপদ্ম, মৎস্য, কূর্ম্ম, ঔদক, নীল, মুকুন্দ, শঙ্খ—ইহারা অষ্ট নিধি বলিয়া কথিত। নিজ উদয়—স্বকীয় সম্পত্তি ।। ৫৫-৫৬ ।।

তত্র যোগপ্রভাবেণ নীত্বা সর্ব্বজনং হরিঃ।
প্রজাপালেন রামেণ কৃষ্ণঃ সমনুমন্ত্রিতঃ।
নির্জগাম পুরদ্বারাৎ পদ্মমালী নিরায়ুধঃ ।।৫৭।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দুর্গনিবেশনং নাম পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।। ৫০ ।।

অন্বয়ঃ—হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যোগপ্রভাবেন (যথা কালযবনো ন বেত্তি ন চাসৌ জনঃ তথা যোগবলেন) সর্ব্বজনং (সর্ব্বান্ আত্মীয়ান্) তত্র (তস্মিন্ পুরে) নীত্বা প্রজাপালেন রামেণ সমনুমন্ত্রিতঃ ('ত্বমত্র স্থিত্বা প্রজাঃ পালয় অহং শত্রূন্ ঘাতয়িষ্যে' ইতি কৃতানুমন্ত্রঃ) পদ্মমালী (পদ্মমাল্যভূষিতঃ) নিরায়ুধঃ (নিরস্ত্রঃ) কৃষ্ণঃ পুরদ্বারাৎ নির্জগাম (নির্গতো বভূব) ।।৫৭।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে ঐ পুরমধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক প্রজাপালক বলদেবের অনুমতিক্রমে পদ্মমাল্য-বিভূষিত এবং নিরস্ত্রভাবে পুরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন ।। ৫৭ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—যোগো যোগমায়া তৎপ্রভাবেন তৎ প্রকারঃ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে যথা,—"সুষুপ্তান্মথুরায়াস্তু পৌরাংস্তত্র জনার্দ্দনঃ। উদ্ধৃত্য সহসা রাত্রৌ দ্বারকায়াং ন্যবেশয়ৎ ।। প্রবুদ্ধা স্তে জনাঃ সর্ব্বে পুত্রদ্বারসমন্বিতাঃ ; হৈম হর্ম্ম্যতলে বিষ্টা বিস্ময়ং পরমং যযু"রিতি। রামেণ সহ সমনুমন্ত্রিতঃ। ত্বমত্রৈব মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ অহমনয়া যুক্ত্যা ইমং ঘাতয়িষ্য ইতি কৃতমন্ত্রণ ইত্যর্থঃ ।। ৫৭ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে সঙ্গতঃ পঞ্চাশত্তমঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চাশত্তমোধ্যায়স্য
শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-
দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগ—যোগমায়া তাহার প্রভাব দ্বারা আনীত, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বর্ণিত—শ্রীজনার্দ্দন কৃষ্ণ মথুরাপুরীর জনগণকে নিদ্রিত অব-

স্থায় উদ্ধৃত করিয়া রাত্রিমধ্যে দ্বারকায় নিবেশ করাইলেন জনগণ জাগিয়া সকলেই পুত্র পরিবার সঙ্গে স্বর্ণ নির্ম্মিত প্রাসাদ মধ্যে পরম বিস্মৃত হইলেন। বলরামের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তুমি এইখানেই একমুহূর্ত্ত কাল থাক আমি যুক্তিদ্বারা এই যবনকে সংহার করিব এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া ॥ ৫৭ ॥

ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী দশম স্কন্ধের পঞ্চাশতম অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে পঞ্চাশতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তং বিলোক্য বিনিষ্ক্রান্তমুজ্জিহানমিবোড়ুপম্ ।
দর্শনীয়তমং শ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ১ ॥
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্ ।
পৃথুদীর্ঘচতুর্বাহুং নবকঞ্জারুণেক্ষণম্ ॥ ২ ॥
নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎসুকপোলং শুচিস্মিতম্ ।
মুখারবিন্দং বিভ্রাণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥
বাসুদেবো হ্যয়মিতি পুমান্ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ ।
চতুর্ভুজোঽরবিন্দাক্ষো বনমাল্যতিসুন্দরঃ ॥ ৪ ॥
লক্ষণৈর্নারদপ্রোক্তৈর্নান্যো ভবিতুমর্হতি ।
নিরায়ুধশ্চলন্ পদ্ভ্যাং যোৎস্যেঽনেন নিরায়ুধঃ ॥৫॥
ইতি নিশ্চিত্য যবনঃ প্রাদ্রবন্তং পরাঙ্মুখম্ ।
অন্বধাবজ্জিঘৃক্ষুস্তং দুরাপমপি যোগিনাম্ ॥ ৬ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মুচুকুন্দের প্রখর দৃষ্টিদ্বারা কালযবন সংহার ও মুচুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণকে অভিভাষণাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়বর্গকে দুর্গমধ্যস্থ পুরীতে রাখিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলে, তাঁহাকে উদীয়মান শশধরের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। তাঁহার উজ্জ্বল কান্তি ও অঙ্গের ভগবচ্চিহ্নাদি দর্শন করিয়া কালযবন নারদবর্ণিত লক্ষণানুসারে তাঁহাকে নিরস্ত্র দেখিয়া নিজেও নিরস্ত্র হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধমানসে তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণও প্রতিপদক্ষেপে কালযবনের হস্তগত হওয়ার অভিনয় করিতে করিতে তাঁহাকে দূরবর্ত্তী পর্ব্বত গহ্বরে আনয়ন করিলেন। তখন কালযবন পলায়নপর কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে ধারণ করিতে পারিল না, যেহেতু তখনও তাহার অশুভ কর্ম্মবন্ধন নষ্ট হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ তিরস্কৃত হইয়া পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ করিলেন, কালযবনও গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়া একজন পুরুষকে শায়িত দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে পদাঘাত করিল। দীর্ঘকাল নিদ্রিত সেই পুরুষ পদাঘাতে উত্থিত হইয়া চারিদিকে অবলোকন করিতে করিতে যবনকে দেখিতে পাইলেন। তখন কালযবন সেই ক্রুদ্ধপুরুষের প্রখর দৃষ্টিতে এবং তদ্দেহজাত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মীভূত হইল।

সেই মহাপুরুষ মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ নামে বিখ্যাত। তিনি ব্রহ্মপরায়ণ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। পুরাকালে অসুরভয়ে ভীত ইন্দ্রাদিদেবগণ-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে তাঁহাদের রক্ষকস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মুচুকুন্দকে তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলিলেন এবং তাঁহার কার্য্যের বহু প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে মুক্তি ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, কারণ বিষ্ণু ব্যতীত অপরে মুক্তিপ্রদানে অসমর্থ। মুচুকুন্দ দেবগণের নিকট

হইতে নিদ্রাবর গ্রহণ করিয়া গুহামধ্যে শয়ন করিয়া রহিলেন।

কালযবন ভস্মীভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দকে নিজস্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মুচুকুন্দ কৃষ্ণের অতুলনীয় রূপ দর্শনে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন যে, তিনি বহুদিন জাগরণজনিত ক্লান্তির পর সেই গুহায় নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন, কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছে এবং স্বীয় পাপহেতু ভস্মীভূত হওয়ার পর মুচুকুন্দের ভাগ্যে রিপুবিনাশন ভগবানের রূপদর্শন ঘটিয়াছে।

মুচুকুন্দের প্রার্থনামত ভগবান্ বাসুদেব আত্ম-পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার বহুসংখ্যক জন্ম, কর্ম্ম এবং নাম আছে, তাহা কেহ গণনা করিতে সক্ষম নহে। তিনি ব্রহ্মাদিদেবগণ-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভূভার-হরণ-মানসে সম্প্রতি যদুবংশে 'বাসু-দেব' নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে কাল-নেমি, কংস প্রভৃতি সজ্জনবিদ্বেষী অসুরদিগকে তিনি সংহার করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি মহর্ষিগণের বচন স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকে নারায়ণজ্ঞানে প্রণাম করিয়া বলিলেন যে, স্ত্রী পুরুষ সকলেই কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম-সেবাবিমুখ হয় এবং বিষয়-সুখবাসনা দ্বারা গৃহান্ধকূপে পতিত হইয়া থাকে। মুচুকুন্দও তদ্রূপ ভাবে জীবনের কিয়ংদশ অতিবাহিত করিয়াছেন। যাহারা এইরূপে নানা অসৎ কামনায় জীবনের অমূল্য সময় বৃথাই নষ্ট করে, তাহারা দূরতিক্রমণীয় কাল-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিষ্ঠা, কৃমি বা ভস্মসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। যিনি নিখিল দিঙ্মণ্ডল জয় করিয়া শত্রুশূন্য ভাবে সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করেন, তিনিও মৈথুনসুখ-যুক্ত গৃহে কামিনীগণের ক্রীড়ামৃগ হইয়া ইতস্ততঃ পরিচালিত হইয়া থাকেন। বিষয়-ভোগলালসাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ জন্মান্তরে ইন্দ্রত্ব লাভ প্রভৃতি সঙ্কল্পের বশ-বর্ত্তী হইয়া ভোগশূন্যাবস্থায় তপস্যানিরত হইয়া সুখানুভবের অবসরই প্রাপ্ত হয় না। এতাদৃশ ব্যক্তি-গণের বন্ধন দশা শেষ হইয়া আসিলে সৎসঙ্গ লাভ করিয়া ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ হয় এবং ভববন্ধন মুক্ত হইয়া থাকে। মুচুকুন্দ ঐহিক কোন বিষয়ের প্রার্থনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপন্ন হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার একান্ত ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের বরদানেচ্ছায় প্রলুব্ধ হন না, কিন্তু অভক্ত যোগী ও জ্ঞানিগণের মন বাসনা-শূন্য না হইয়া বিষয়াভিমুখী হইয়া থাকে। ভগবান্ বাসুদেব মুচু-কুন্দকে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমান্ থাকিয়া তপস্যা দ্বারা মৃগয়াদি প্রাণিহিংসাজনক পাপ বিনাশ করিতে আদেশ করিলেন এবং পরজন্মে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপ লাভ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—বিনিষ্ক্রান্তং (পুর-দ্বারাৎ বহির্গতং) উজ্জিহানম্ (উদ্গচ্ছন্তম্) উড়ুপং (চন্দ্রম্) ইব দর্শনীয়তমং (সুরম্য দর্শনং) শ্যামং (শ্যামবর্ণং) পীতকৌশেয়বাসসং (পীতবর্ণকৌশেয়-বস্ত্রং দধানং) শ্রীবৎসবক্ষসং (শ্রীবৎসনাম-মণি-ভূষিতবক্ষোভাগং) ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধরং (ভ্রাজতা দীপ্তিমতা কৌস্তুভেন আমুক্তা বদ্ধা কন্ধরা গ্রীবা যস্য তং) পৃথুদীর্ঘচতুর্ব্বাহুং (পৃথবঃ পীনাঃ দীর্ঘাশ্চ চত্বারো বাহবঃ যস্য তং) নবকঞ্জারুণেক্ষণং (নবকঞ্জবৎ নবীনকমলবৎ অরুণে ঈক্ষণে নেত্রে যস্য তং) নিত্য-প্রমুদিতং (নিত্য প্রসন্নং) শুচিস্মিতং (শুদ্ধহাস্যযুক্তং) সুকপোলং (শোভনগণ্ডযুগলশালি) স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং (স্ফুরন্তী দীপ্যমানে মকরতুল্যে কুণ্ডলে যত্র তৎ) মুখারবিন্দং (মুখপদ্মং) বিভ্রাণং (ধারয়ন্তং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ (শ্রীবৎসচিহ্নিতঃ) চতুর্ভুজঃ অরবিন্দাক্ষঃ (কমল-লোচনঃ) বনমালী অতিসুন্দরঃ অয়ং পুমান্ হি নারদ-প্রোক্তৈঃ (নারদবর্ণিতৈঃ) লক্ষণৈঃ বাসুদেবঃ ইতি (শ্রীকৃষ্ণ এব) অন্যঃ (তদিতরঃ) ভবিতুং ন অর্হতি (শ্রীকৃষ্ণব্যতিরিক্তঃ অন্যো ন ভবেদিত্যর্থঃ) নিরায়ুধঃ (অয়ঞ্চ নিরস্ত্রঃ ভবতি অতঃ অহমপি) পদ্ভ্যাং চলন্ (ভূমিস্থ এব ইত্যর্থঃ) নিরায়ুধঃ (নিরস্ত্রশ্চ সন্) অনেন (সহ) যোৎস্যে (যুদ্ধং করিষ্যামি) ইতি নিশ্চিত্য (স্থিরীকৃত্য) যবনঃ (কালযবনঃ) পরাঙ্মুখং প্রাদ্রবন্তং (পরাঙ্মুখতয়া পশ্চাৎপ্রদর্শনপূর্ব্বকং ধাব-মানং) যোগিনাং অপি দুরাপং (দুর্ল্লভং) তং (শ্রীকৃষ্ণং)

জিঘৃক্ষুঃ (গ্রহীতুমিচ্ছুঃ সন্) অন্বধাবৎ (অনুসৃতবান্) ॥ ১-৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ পুরদ্বার হইতে বহির্গত হইলেন, তাঁহাকে উদীয়মান শশধরের ন্যায় রমণীয় দেখা যাইতেছিল; তাঁহার বর্ণ অত্যুজ্জ্বল শ্যামল, পরিধানে পীতকৌশেয় বসন, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস মণি, গ্রীবাদেশ কৌস্তুভ মণিতে আবদ্ধ, বাহু-চতুষ্টয় স্থূল ও দীর্ঘ, নয়নযুগল নবীন কমলতুল্য অরুণবর্ণ, মূর্ত্তি চিরপ্রসন্ন, বদনে বিশুদ্ধ হাস্য, কপোলদেশ সুশোভন, কর্ণযুগলে দীপ্তিময় মকরাকৃতি কুণ্ডল এবং বদনমণ্ডল কমলতুল্য বিরাজমান ছিল, তাঁহাকে দেখিয়া কালযবন নিশ্চয় করিল যে, নারদ-বর্ণিত লক্ষণানুসারে এই শ্রীবৎস-চিহ্নিত, চতুর্ভুজ কমললোচন, বনমালী, সুপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহই হইতে পারে না, যাহা হৌক্ ইনি যেহেতু নিরস্ত্র, অতএব আমিও ভূমিস্থ এবং নিরস্ত্র হইয়াই ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিব—এইরূপ নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সেই কালযবন পশ্চাৎপ্রদর্শনপূর্ব্বক ধাবমান, যোগি-জন-দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিবার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিল ॥ ১-৬ ॥

বিশ্বনাথ

একপঞ্চাশত্তমে শ্রীমুচুকুন্দো দৃশাদহৎ।
যবনং তুষ্টুবে কৃষ্ণং স তুষ্টোঽস্মৈ বরং দদৌ ॥০

উজ্জিহানমুদ্গচ্ছন্তং প্রকটিতমপি অন্যৈর্যথাযোগমাস্বাদ্যমানমপি ভগবন্মাধুর্য্যমসুরা বৈরভাবা দেবানুভবিতুং চক্ষুর্ভ্যাং পশ্যন্তোঽপি ন শক্নুবন্তীতি জ্ঞাপয়িতুং দর্শনীয়েত্যাদিনা সৌন্দর্য্যং বর্ণিতম্। প্রাদ্রবন্তং পলায়মানম্ ॥ ১-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একপঞ্চাশতম অধ্যায়ে শ্রীমুচুকুন্দের দৃষ্টিতে কালযবন দগ্ধ হইলে পর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করেন, ঐ স্তবে শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া মুচুকুন্দকে বর প্রদান করেন ॥ ০ ॥

মথুরা পুরী হইতে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রকটিত হইলেও তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমতঃ কালযবন চিনিতে পারেন নাই। কারণ বৈরভাবযুক্ত অসুরগণ চক্ষুর্দ্বয় দ্বারা দেখিলেও দেবতাগণের মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ কালযবন অন্যের ন্যায় ভগবৎ মাধুর্য্য যথাযথ আস্বাদন করিতে পারে নাই, পরে শ্রীনারদমুনি কথিত স্মরণে ও শ্রীভগবৎ কৃপায় যে মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছিল, তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীনারদমুনি বর্ণিত কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া কালযবন পলায়মান কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ১-৬ ॥

হস্তপ্রাপ্তমিবাত্মানং হরিণা স পদে পদে।
নীতো দর্শয়তা দূরং যবনেশোঽদ্রিকন্দরম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—হরিণা পদে পদে (প্রতিপদক্ষেপম্) আত্মানং (স্বং) হস্তপ্রাপ্তং (হস্তেন প্রাপ্তম্) ইব দর্শয়তা (সতা) সঃ যবনেশঃ (যবনরাজঃ) দূরং (দূরস্থং) অদ্রিকন্দরং (পর্ব্বতগহ্বরং) নীতঃ (প্রাপিতঃ বভূব) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণও প্রতি-পদক্ষেপে স্বয়ং তাহার হস্তগত হওয়ার ন্যায় অভিনয় প্রদর্শন করিতে করিতে উক্ত যবনকে দূরবর্ত্তী পর্ব্বতগহ্বরে উপনীত করিলেন ॥ ৭ ॥

পলায়নং যদুকুলে জাতস্য তব নোচিতম্।
ইতি ক্ষিপন্ননুগতো নৈনং প্রাপাহতাশুভঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে কৃষ্ণ) যদুকুলে জাতস্য তব পলায়নং ন উচিতং (ভবতি) ইতি (এবং প্রকারং) ক্ষিপন্ (শ্রীকৃষ্ণং ভর্ৎসয়ন্) অহতাশুভঃ (অহতানি অবিনষ্টানি অশুভানি যস্য সঃ অক্ষীণকর্ম্মা ইত্যর্থঃ অতএব সঃ) এনং (শ্রীকৃষ্ণং) ন প্রাপ (ন প্রাপ্তবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তখন কালযবন বলিল,—হে কৃষ্ণ, তুমি যদুবংশে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব তোমার এতাদৃশ পলায়ন সমুচিত নহে। যাহা হউক এরূপ ভর্ৎসনা করিয়াও সে শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিতে পারিল না ; যেহেতু তখনও তাহার অশুভ কর্ম্মবন্ধন নষ্ট হয় নাই ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মানং হস্তপ্রাপ্তমিব দর্শয়তা দূরং নীত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৭-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে কালযবনের

হাতে পাওয়ার ন্যায় দেখাইয়া বহুদূরে লইয়া গেলেন ॥ ৭-৮ ॥

———

এবং ক্ষিপ্তোঽপি ভগবান্ প্রাবিশদ্গিরিকন্দরম্ ।
সোঽপি প্রবিষ্টস্তত্রান্যং শয়ানং দদৃশে নরম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং ক্ষিপ্তঃ অপি (যবনেন ভৎর্সিতোঽপি) গিরিকন্দরং (পর্ব্বতগহ্বরং) প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) সঃ (কালযবনঃ) অপি তত্র (গিরিকন্দরে) প্রবিষ্টঃ (সন্) শয়ানং (শয্যাশ্রিতং) অন্যং নরং দদৃশে (দৃষ্টবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ করিলেন। কালযবনও গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়া শয্যাগত অপর এক পুরুষকে দেখিতে পাইল ॥ ৯ ॥

———

নন্বসৌ দূরমানীয় শেতে মামিহ সাধুবৎ ।
ইতি মত্বাচ্যুতং মূঢ়স্তং পদা সমতাড়য়ৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ননু [নূনং (নিশ্চিতম্)] অসৌ (বাসুদেব এব) মাং দূরং (দূরস্থং পর্ব্বত কন্দরং) আনীয় (প্রাপয়িত্বা অধুনা স্বয়ম্) ইহ (পর্ব্বতকন্দরে) সাধুবৎ (সাধু ইব) শেতে (শয়নং করোতি) ইতি (এবং রূপেণ) তং (শয়ানং নরং) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) মত্বা মূঢ়ঃ (মূর্খঃ যবনঃ) পদা (পদেন) সমতাড়য়ৎ (পদপ্রহারং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কালযবন মনে করিল যে শ্রীকৃষ্ণই আমাকে সুদূর পর্ব্বত গহ্বরে আনয়নপূর্ব্বক স্বয়ং সাধুর ন্যায় শয়ন করিয়াছে, এইরূপে মূর্খ যবন উক্ত শয়ান পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া পদাঘাত করিল ॥ ১০ ॥

———

স উত্থায় চিরং সুপ্তঃ শনৈরুন্মীল্য লোচনে ।
দিশো বিলোকয়ন্ পার্শ্বে তমদ্রাক্ষীদবস্থিতম্ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—চিরং (দীর্ঘকালং ব্যাপ্য) সুপ্তঃ (নিদ্রিতঃ) সঃ (পুরুষঃ) উত্থায় (পদাঘাতেন উত্থিতো ভূত্বা) শনৈঃ (মন্দং মন্দং) লোচনে (নেত্র-যুগলম্) উন্মীল্য (উদ্‌ঘাট্য) দিশঃ (সর্ব্বান্ দিগ্‌ভাগান্) বিলোকয়ন্ (বিশেষেন পশ্যন্ সন্) পার্শ্বে (স্বপার্শ্বদেশে) অবস্থিতং তং (যবনং) অদ্রাক্ষীৎ (দৃষ্টবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উক্ত দীর্ঘকাল নিদ্রিত পুরুষ পদাঘাতে উত্থিত হইয়া ধীরে ধীরে নেত্রযুগল উন্মীলন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে করিতে স্বকীয় পার্শ্বদেশে যবনকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—সোঽপি কালযবনোঽপি অন্যং নরং দদর্শ ॥ ৯-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দের গুহায় প্রবিষ্ট হইলে পর কালযবনও তথায় প্রবেশ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে তথায় শায়িত দেখিলেন ॥ ৯-১১ ॥

———

স তাবৎ তস্য রুষ্টস্য দৃষ্টিপাতেন ভারত ।
দেহজেনাগ্নিনা দগ্ধো ভস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, (পরীক্ষিৎ) সঃ (কালযবনঃ) তাবৎ রুষ্টস্য (ক্রুদ্ধস্য) তস্য (পুরুষস্য) দৃষ্টিপাতেন (দৃষ্টিপাতবশাৎ প্রদীপ্তেন) দেহজেন (স্বদেহজাতেন) অগ্নিনা দগ্ধঃ (সন্) ক্ষণাৎ ভস্মসাৎ অভবৎ (ভস্মীভূতঃ বভূব) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তখন কালযবন উক্ত ক্রুদ্ধ পুরুষের দৃষ্টিপাতবশতঃ তদ্দেহজাত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মরাশিতে পরিণত হইল ॥১২

বিশ্বনাথ—তস্য ক্রুদ্ধস্য দৃষ্টিপাতেন সংদীপ্তো যঃ স্বদেহজোঽগ্নিস্তেনেতি তথৈব তদ্বরপ্রার্থনাত্তদ্বর দানাচ্চ। তথা হরিবংশে "প্রসুপ্তং বোধয়েদ্‌যো মাং তং দহেয়মহং সুরাঃ। চক্ষুষা ক্রোধদীপ্তেন এবমাহ পুনঃ পুন"রিতি। অত্র নিদ্রাপ্রার্থনমিদং বৃদ্ধগর্গোক্ত-কৃষ্ণদর্শনং যাবদ্ভবিষ্যতি তাবন্নিদ্রৈব মম সুখায় ন তু জাগরঃ। তদ্দর্শনসমুৎকণ্ঠস্য মম বহুতরচতুর্যুগাবচ্ছিন্নঃ কালো জাগরেণ যাপয়িতুমশক্যঃ নিদ্রয়া তু তাবানপি কালঃ ক্ষণপ্রায় এব ভবিষ্যতি ইত্যভিপ্রায়েণ। ক্রোধকরণকদাহপ্রার্থনং তু শত্রুং ভীষয়িতুমেবান্যথা স্ববৈরিঘাতনার্থং পুনরপি তং শত্রোজাগরয়েদিত্যভিপ্রায়েণ। ততশ্চ তদ্বরো বিষ্ণুপুরাণে যথা,—"প্রোক্তশ্চ দেবৈঃ সংসুপ্তং যস্তামুত্থাপয়িষ্যতি। দেহজেনাগ্নিনা সদ্যঃ সতু ভস্মীভবিষ্যতী"তি ॥১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কালযবন ঐ শায়িত ব্যক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া পদাঘাতে জাগরিত করিলেন। অকালে নিদ্রাভঙ্গের জন্য ঐ মুচুকুন্দের ক্রোধ দৃষ্টিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে ঐ অগ্নিতে কালযবন ভষ্ম হইল। মুচুকুন্দ ঐরূপ বর দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দেবতাগণও তাহাকে ঐরূপ বর দিয়াছিলেন। "শ্রীহরিবংশে এইরূপ বর্ণনা আছে—মুচুকুন্দ বলিলেন—নিদ্রিত অবস্থায় যে আমাকে জাগাইবে হে দেবগণ! আমি যেন তাহাকে দগ্ধ করিতে পারি ক্রোধ-প্রদীপ্ত চক্ষুদ্বারা, দেবতাগণও তাহাকে ঐ বর দিলেন।" এস্থলে এইরূপ নিদ্রা প্রার্থনা বৃদ্ধগর্গঋষির বাক্যে পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পর্য্যন্ত আমার যেন নিদ্রা থাকে, তাহা হইলেই আমি সুখী থাকিব, জাগরিত থাকিলে সুখী হইব না, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন উৎকণ্ঠাতে বহু চতুর্যুগকাল জাগিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভবই। নিদ্রায় থাকিলে ঐ সুদীর্ঘকাল একক্ষণ মাত্র বোধ হইবে, এই অভিপ্রায়ে নিদ্রাবর চাহিয়াছিলেন। আর নিদ্রাভঙ্গে ক্রোধাগ্নিতে ঐ ব্যক্তির দাহ প্রার্থনা কিন্তু ইন্দ্রকে ভয় দেখাইবার জন্যই। তাহা না হইলে ইন্দ্র নিজ শত্রু অসুরগণকে বধ করিবার জন্য পুনঃরায় তাহাকে জাগাইবে—এই অভিপ্রায়ে। ঐ বর বিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত আছে দেবগণ তাহার সুনিদ্রার বর দিলেও যদি তাহাকে কেহ নিদ্রাভঙ্গ করিয়া উঠায় তাহা হইলে মুচুকুন্দের দেহ জাত অগ্নিদ্বারা সদ্যই সে ভষ্মীভূত হইবে ॥ ১২ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

কো নাম স পুমান্ ব্রহ্মন্ কস্য কিংবীর্য্য এব চ
কস্মাদ্‌গুহাং গতঃ শিশ্যে কিং তেজো যবনার্দ্দনঃ ॥১৩

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা (শ্রীপরীক্ষিৎ) উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্, (হে মুনিবর), যবনার্দ্দনঃ (যবন-বিনাশনঃ) সঃ পুমান্ (পুরুষঃ) কঃ নাম (কো ভবতি) কস্য (কস্য বংশ্যঃ) কিং বীর্য্যঃ (কীদৃক্ প্রভাববান্) কিং তেজঃ (কস্য বীর্য্যং পুত্র ইত্যর্থঃ) কস্মাৎ (হেতোঃ) গুহাং গতঃ (সন্) শিশ্যে (অশয়িষ্ট) এব চ (তৎসর্ব্বং বদ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—হে মুনিবর, যবন-বিনাশন পুরুষ কে? তিনি কোন্ বংশজাত? কাহার পুত্র? তাঁহার প্রভাবই বা কিরূপ এবং কি জন্যই বা তিনি গিরিগুহায় শয়ন করিয়াছিলেন? এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করুন্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

স ইক্ষ্বাকুকুলে জাতো মান্ধাতৃতনয়ো মহান্।
মুচুকুন্দ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—সঃ মহান্ (পুরুষঃ) ইক্ষ্বাকুকুলে জাতঃ (উৎপন্নঃ) মান্ধাতৃতনয়ঃ (মান্ধাতৃ-নামক নৃপতেঃ পুত্রঃ) মুচুকুন্দঃ ইতি (নাম্না) খ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ) ব্রহ্মণ্যঃ (ব্রহ্মপরায়ণঃ) সত্যসঙ্গরঃ (সত্যঃ সঙ্গরো যুদ্ধং প্রতিজ্ঞা বা যস্য সঃ তাদৃশো বভূব) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, উক্ত মহাপুরুষ ইক্ষ্বাকু বংশে উৎপন্ন, রাজা মান্ধাতার পুত্র এবং মুচুকুন্দ নামে বিখ্যাত, তিনি ব্রহ্মপরায়ণ এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন ॥ ১৪ ॥

স যাচিতঃ সুরগণৈরিন্দ্রাদ্যৈরাত্মরক্ষণে।
অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈস্তদ্রক্ষাং সোঽকরোচ্চিরম্ ॥১৫

অন্বয়ঃ—সঃ (মুচুকুন্দঃ) অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈঃ (অসুরভীতিগ্রস্তৈঃ) ইন্দ্রাদ্যৈঃ সুরগণৈঃ আত্মরক্ষণে (আত্মরক্ষার্থং) যাচিতঃ (পুরা প্রার্থিতঃ বভূব ততঃ) সঃ (মুচকুন্দঃ) চিরং (বহুকালং) তদ্‌রক্ষাং (তেষাং সুরগণানাং রক্ষাম্) অকরোৎ (কৃতবান্) ॥১৫

অনুবাদ—তিনি পুরাকালে অসুরভয়গ্রস্ত ইন্দ্রাদি-দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের রক্ষার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥১৫॥

বিশ্বনাথ—কস্য বংশ্যঃ কিং বীর্য্যঃ কিং প্রভাবঃ কিং তেজঃ কস্য পুত্র ইত্যর্থঃ ॥ ১৩-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিবর! যবন বিধ্বংশীতেজ সম্পন্ন ঐ ব্যক্তি কাহার বংশজাত তাহার কি প্রভাব? কি তেজ? কাহার পুত্র সে ॥ ১৩-১৫ ॥

লব্ধ্বা গুহং তে স্বঃপালং মুচুকুন্দমথাব্রুবন্ ।
রাজন্ বিরমতাং কৃচ্ছ্রাদ্ভবান্ নঃ পরিপালনাৎ ॥১৬

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) তে (সুরগণাঃ) গুহং (কার্ত্তিকেয়ং) স্বঃপালং (স্বর্গপালকং সেনান্যং, লব্ধ্বা (প্রাপ্য) মুচুকুন্দং অব্রুবন্ (ঊচুঃ) রাজন্, (হে মহারাজ) ভবান্ নঃ (অস্মাকং) পরিপালনাৎ (পরিরক্ষণরূপাৎ) কৃচ্ছ্রাৎ (ক্লেশাৎ অধুনা) বিরমতাং (নিবর্ত্ততাম্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে স্বর্গরক্ষক সেনাপতিরূপে লাভ করিয়া মুচুকুন্দকে বলিলেন,—হে রাজন্, আপনি আমাদের পরিরক্ষণরূপ ক্লেশ হইতে সম্প্রতি বিশ্রাম লাভ করুন্ ॥ ১৬ ॥

নরলোকং পরিত্যজ্য রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।
অস্মান্ পালয়তো বীর কামাস্তে সর্ব্ব উজ্ঝিতাঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, নরলোকে নিহতকণ্টকং (নির্ব্বিঘ্নং) রাজ্যং পরিত্যজ্য অস্মান্ (দেবান্) পালয়তঃ (অসুরেভ্যঃ রক্ষয়তঃ) তে (তব) সর্ব্বে কামাঃ উজ্ঝিতাঃ (ত্যক্তাঃ গতাঃ ইত্যর্থঃ) ॥১৭॥

অনুবাদ—হে বীরবর, আপনি মর্ত্ত্যলোকের রাজত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের পালন-কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় যাবতীয় বিষয়ভোগ পরিহার করিয়াছেন ॥১৭

বিশ্বনাথ—গুহং কার্ত্তিকেয়ম্ ॥ ১৬-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুহ অর্থাৎ মহাদেবের পুত্র কার্ত্তিক ॥ ১৬-১৭ ॥

সুতা মহিষ্যো ভবতো জ্ঞাতয়োঽমাত্যমন্ত্রিণঃ ।
প্রজাশ্চ তুল্যকালীয়া নাধুনা সন্তি কালিতাঃ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ) ভবতঃ তুল্যকালীনাঃ (সমকালবর্ত্তিনঃ) সুতাঃ (পুত্রাঃ) মহিষ্যঃ (রাজ্ঞ্যঃ) জ্ঞাতয়ঃ (বান্ধবাঃ) অমাত্যমন্ত্রিণঃ (অমত্যাশ্চ মন্ত্রিণশ্চ) প্রজাঃ চ (এতে) অধুনা (ইদানীং) ন সন্তি (ন বর্ত্তন্তে পরন্ত) কালিতাঃ (বিচালিতাঃ অভবন্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ আপনার সমকালীন পুত্র, মহিষী, জ্ঞাতি, অমাত্য মন্ত্রী এবং প্রজাগণ মধ্যে কেহই সম্প্রতি বর্ত্তমান নাই, পরন্ত সকলেই কালগ্রস্ত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কালিতাশ্চালিতাঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কালিত—কাল কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে চালিত ॥ ১৮ ॥

কালো বলীয়ান্ বলিনাং ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ ।
প্রজাঃ কালয়তে ক্রীড়ন্ পশুপালো যথা পশূন্ ॥১৯

অন্বয়ঃ—(মৎপ্রজাঃ কোঽন্যঃ কালয়েৎ ইতি চেৎ অতঃ আহুঃ) ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী) ঈশ্বরঃ (নিয়ন্তা) অব্যয়ঃ (অক্ষয়ঃ) বলিনাং (বলবতাং মধ্যে) বলীয়ান্ (প্রশস্তবলঃ) কালঃ ক্রীড়ন্ (সন্) পশুপালঃ (পশুপালকঃ) পশূন্ কালয়তে তথা) প্রজাঃ (জনান্) কালয়তে (ইতস্ততঃ চালয়তি) ॥১৯

অনুবাদ—পশুপালক যেরূপ পশুগণকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করে, সেইরূপ কালও ক্রীড়াসহকারে প্রজা সমূহকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করিয়া থাকেন। তিনি ভগবান্, প্রাণিগণের নিয়ন্তা, অব্যয় এবং বলবান্-গণের মধ্যেও মহাবলশালী ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কেন কালিতা ইত্যত আহুঃ,—কাল ইতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কাহার দ্বারা কালিত? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বলীয়ান্ কাল দ্বারা ॥ ১৯ ॥

বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্!) অদ্য কৈবল্যং (মুক্তিম্) ঋতে (বিনা) বরং বৃণীষ্ব (প্রার্থয়) তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলং অস্তু) নঃ (অস্মাকং মধ্যে) অব্যয়ঃ (অবিনশ্বরঃ) একঃ ভগবান্ বিষ্ণুঃ তস্য (কৈবল্যস্য) ঈশ্বরঃ (প্রভুর্ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ আপনার মঙ্গল হউক। আপনি অদ্য মুক্তি ব্যতীত অপর যে কোন বর প্রার্থনা করুন্, আমাদের মধ্যে একমাত্র অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই মুক্তি প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

এবমুক্তঃ স বৈ দেবানভিবন্দ্য মহাযশাঃ ।
(নিদ্রামেব ততো বব্রে স রাজা শ্রমকর্ষিতঃ ।
যঃ কশ্চিন্মম নিদ্রায়া ভঙ্গং কুর্য্যাৎ সুরোত্তমাঃ ।
স হি ভস্মীভবেদাশু তথোক্তশ্চ সুরৈস্তদা ।
স্বাপং যাতং য মধ্যেস্তু বোধয়েৎ ত্বামচেতনঃ ।
স ত্বয়া দৃষ্টমাত্রস্তু ভস্মীভবতু তৎক্ষণাৎ ॥)
অশয়িষ্ট গুহাবিষ্টো নিদ্রয়া দেবদত্তয়া ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—এবং উক্তঃ (দেবৈঃ কথিতঃ) সঃ মহাযশাঃ (মহাকীর্ত্তিঃ মুচুকুন্দঃ) বৈ দেবান্ অভিবন্দ্য (স্তুত্বা প্রণম্য বা) গুহাবিষ্টঃ (পর্ব্বতগহ্বরগতঃ সন্) দেবদত্তয়া নিদ্রয়া (দেববরলব্ধয়া নিদ্রয়া) অশয়িষ্ট (নিদ্রিতঃ বভূব) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—দেবগণ এইরূপ বলিলে মহাকীর্ত্তিসম্পন্ন মুচুকুন্দ দেবতাগণকে বন্দনা করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট হইতে নিদ্রাবর গ্রহণ করিয়া গুহামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিলেন ॥ ২১ ॥

যবনে ভস্মসান্নীতে ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ ।
আত্মানং দর্শয়ামাস মুচুকুন্দায় ধীমতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যবনে ভস্মসাৎ নীতে (ভস্মীভূতে সতি) ভগবান্ (সাত্বতশ্রেষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ধীমতে জ্ঞানিনে) মুচুকুন্দায় আত্মানং (স্বরূপং) দর্শয়ামাস (প্রদর্শিতবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কালযবন ভস্মীভূত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধীমান্ মুচুকুন্দকে নিজস্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য কৈবল্যস্য দাতেত্যর্থঃ ॥২০-২২

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই কৈবল্য মুক্তির দাতা ভগবান্ বিষ্ণুই ॥ ২০-২২ ॥

তমালোক্য ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥২৩॥
চতুর্ভুজং রোচমানং বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া ।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ২৪ ॥
প্রেক্ষণীয়ং নৃলোকস্য সানুরাগস্মিতেক্ষণম্ ।
অপীব্যবয়সং মত্তমৃগেন্দ্রোদারবিক্রমম্ ॥ ২৫ ॥
পর্য্যপৃচ্ছন্মহাবুদ্ধিস্তেজসা তস্য ধর্ষিতঃ ।
শঙ্কিতঃ শনকৈ রাজা দুর্দ্ধর্ষমিব তেজসা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ঘনশ্যামং (জলদকান্তিং) পীতকৌশেয়বাসসং (পীতবর্ণকৌশেয়বস্ত্রধরং) শ্রীবৎসবক্ষসং (শ্রীবৎসভূষিতবক্ষোভাগং) ভ্রাজৎকৌস্তুভেন (ভ্রাজতা দীপ্যমানেন কৌস্তুভেন) বিরাজিতং (সুশোভিতং) চতুর্ভুজং বৈজয়ন্ত্যা (তদাখ্যয়া) মালয়া চ রোচমানং (শোভমানং) চারুপ্রসন্নবদনং (চারু সুন্দরং প্রসন্নবদনং যস্য তং) স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং (স্ফুরন্তী মকরাকারে কুণ্ডলে যস্য তং) নৃলোকস্য (মর্ত্ত্যলোকস্য) প্রেক্ষণীয়াং (দর্শনীয়ং) সানুরাগ-স্মিতেক্ষণং (অনুরাগ-স্মিতাভ্যাং যুক্তে ঈক্ষণে নেত্রে তাভ্যাং সহ বর্ত্তমানং) অপীব্যবয়সং (অপীব্যং সুন্দরতরং বয়ঃ নবযৌবনরূপং যস্য তং) মত্তমৃগেন্দ্রো দারবিক্রমং (মত্তসিংহবৎ সুরম্যপ্রভাবং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) আলোক্য (দৃষ্ট্বা) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) তেজসা ধর্ষিতঃ (অভিভূতঃ) মহাবুদ্ধিঃ (পরমপণ্ডিতঃ) রাজা (মুচুকুন্দঃ) শঙ্কিতঃ (কিং অয়ং ঈশ্বর এব ইতি আগতাশঙ্কঃ সন্) তেজসা দুর্দ্ধর্ষং (অধৃষ্যম্) ইব (বাক্যালঙ্কারে, তং) শনকৈঃ (ক্রমশঃ) পর্য্যপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥২৩-২৬॥

অনুবাদ—তৎকালে জলদশ্যামল, পীতকৌশেয়ধারী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস বিভূষিত, প্রদীপ্তকৌস্তুভশোভিত, চতুর্ভুজবিশিষ্ট, বৈজয়ন্তী-মাল্যবিমণ্ডিত, চারুপ্রসন্নবদনযুক্ত, দেদীপ্যমান মকরকুণ্ডলশালী, নরলোক-দর্শনীয়, অনুরাগ এবং মন্দহাস্য-বিমিশ্রিত নয়নযুক্ত, নবযৌবনশালী, মত্তসিংহতুল্য সুরম্যপ্রভাবসম্পন্ন রূপদর্শনে তদীয় তেজে অভিভূত হইয়া মহামতি মুচুকুন্দ শঙ্কা সহকারে তেজঃপ্রভাবে দুর্দ্ধর্ষস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ক্রমশঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩-২৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্বপন্তমিতি পদ্যং ন সর্ব্বসম্মতম্ ॥২৫

বিশ্বনাথ —শঙ্কিতঃ কিময়মীশ্বর এবেত্যাগতাশঙ্কঃ। দুর্দ্ধর্ষমপ্রধৃষ্যম্ ইবেতি বাক্যালঙ্কারে ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বপন্ত'—এই পদ্যটি সর্ব্বসম্মত নহে ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুচুকুন্দ রাজা গুহা মধ্যে কৃষ্ণকে দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া বলিতেছেন—ইনি কি

ঈশ্বরই আসিলেন। ইহার তেজে ইনিকে দুর্দ্ধর্ষ মনে হইতেছে—ইহা একটি বাক্যের অলঙ্কার ॥ ২৬ ॥

———

শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ—

কো ভবানিহ সম্প্রাপ্তো বিপিনে গিরিগহ্বরে।
পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং বিচরস্যুরুকণ্টকে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমুচুকুন্দঃ উবাচ—বিপিনে (অরণ্যে তত্রাপি) ইহ গিরিগহ্বরে (গিরেঃ গহ্বরে দুষ্প্রবেশস্থানে তত্রাপি) উরুকণ্টকে (মহাকণ্টকমধ্যে) সম্প্রাপ্তঃ (সমাগতঃ) ভবান্ কঃ (কো নাম ভবতি তত্রাপি ত্বং) পদ্মপলাশাভ্যাং (পদ্মদলতুল্যমৃদুভ্যাং) পদ্ভ্যাং বিচরসি (ইতস্ততঃ ভ্রমসি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ— শ্রীমুচুকুন্দ বলিলেন,—এই অরণ্যে গিরিগহ্বর মধ্যে মহাকণ্টকময়স্থানে আপনি কে কমলদল-সদৃশ সুকোমল পদে ভ্রমণ করিতেছেন ॥২৭

———

কিংস্বিৎ তেজস্বিনাং তেজো ভগবান্ বা বিভাবসুঃ।
সূর্য্যঃ সোমো মহেন্দ্রো বা লোকপালো পরোঽপি বা ॥

অন্বয়ঃ—(ভবান্) তেজস্বিনাং তেজঃ (সর্ব্বেষাং তেজস্বিনাং তেজঃ মূর্ত্তিঃ প্রভাবো বা ভবতি) কিং স্বিৎ (কিম্ ?) ভগবান্ বিভাবসুঃ (অগ্নিঃ) বা সূর্য্যঃ সোমঃ (চন্দ্রঃ) মহেন্দ্রঃ (ইন্দ্রঃ) বা (ভবতি কিং স্বিৎ) অপরঃ (অন্যঃ কশ্চিৎ) লোকপালঃ অপি বা (ভবতি কিং স্বিৎ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আপনি কি নিখিল তেজস্বিগণের মূর্ত্তি-স্বরূপ ? অথবা ভগবান্ অনলদেব, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র কিংবা অন্য কোন লোকপাল ? ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—পদ্মপলাশতুল্যাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ ॥২৭-২৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় ॥ ২৭-২৮ ॥

———

মন্যে ত্বাং দেবদেবানাং ত্রয়াণাং পুরুষর্ষভম্।
যদ্বাধসে গুহাধ্বান্তং প্রদীপঃ প্রভয়া যথা ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(সর্ব্বত্র অপরিতোষাৎ আহ) ত্বাং ত্রয়াণাং দেবদেবানাং (ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং মধ্যে) পুরুষর্ষভং (শ্রেষ্ঠপুরুষং শ্রীবিষ্ণুং) মন্যে (অবধারয়ামি) যৎ (যস্মাৎ) প্রদীপঃ যথা (প্রদীপঃ ইব) প্রভয়া (স্বকীয়দীপ্ত্যা) গুহাধ্বান্তং (অন্তস্তমঃ) বাধসে (বিনাশয়সি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—আমি আপনাকে দেবাধিপতি ত্রয়ের মধ্যে পুরুষোত্তম বিষ্ণু বলিয়া মনে করিতেছি। যেহেতু, আপনি প্রদীপের ন্যায় স্বকীয় প্রভাদ্বারা গুহান্ধকার বিনাশ করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—গুহয়োর্গিরিকন্দরমদন্তঃকরণয়োর্ধ্বান্তং তমস্তচ্চান্ধকারমবিদ্যাঞ্চ প্রদীপো মণিময়ঃ জ্ঞানময়শ্চ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুহা শব্দে গিরিগুহা ও অন্তঃকরণ এই উভয়কে বুঝায়, ধ্বান্ত অর্থাৎ অন্ধকার ও অবিদ্যাকে বুঝায়, প্রদীপ অর্থে মণিময় প্রদীপ ও জ্ঞানময় প্রদীপ এই উভয়কে বুঝায় ॥ ২৯ ॥

———

শুশ্রূষতামব্যলীকমস্মাকং নরপুঙ্গব।
স্বজন্ম কর্ম্ম গোত্রং বা কথ্যতাং যদি রোচতে ॥৩০

অন্বয়ঃ—(হে) নরপুঙ্গব, (পুরুষবর) শুশ্রূষতাং (ভবদ্বৃত্তান্তং শ্রোতুং ইচ্ছতাং) অস্মাকং (সমীপে) যদি রোচতে (তব বাঞ্ছা ভবতি তদা) স্বজন্ম (স্বস্য উৎপত্তিঃ) কর্ম্ম (স্বস্য কর্ম্ম) গোত্রং বা (স্বস্য বংশশ্চ) অব্যলীকং (নিষ্কপটং) কথ্যতাং (বর্ণ্যতাম্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে পুরুষপ্রবর, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তির নিকটে স্বীয় উৎপত্তি, কর্ম্ম এবং গোত্র নিষ্কপটে বর্ণন করুন্ ॥৩০

বিশ্বনাথ—'শুশ্রূষতা'মিতি বহুবচনেন স্বগৌরব প্রখ্যাপনং তৎপ্রতিবচনশ্রবণার্থমেব স্বস্য নিকৃষ্টত্বে প্রত্যুত্তরানর্হত্বাৎ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে নরশ্রেষ্ঠ ! আমাদের সত্য সত্যই পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন ? এইস্থলে শ্রীকৃষ্ণ নিজ গৌরব প্রচার করিলেন বহুবচনদ্বারা মুচুকুন্দের উত্তর শুনিবার জন্যই, নিজেকে নিকৃষ্ট বুঝাইলে অন্যের নিকট হইতে উত্তর পাওয়া যাইবে না এই অর্থে ॥ ৩০ ॥

———

বয়ন্তু পুরুষব্যাঘ্র ঐক্ষ্বাকাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ।
মুচুকুন্দ ইতি প্রোক্তো যৌবনাশ্বাত্মজঃ প্রভো ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—(হে) পুরুষব্যাঘ্র, (পুরুষোত্তম) প্রভো, বয়ং তু ঐক্ষ্বাকাঃ (ইক্ষ্বাকুবংশীয়াঃ) ক্ষত্রবন্ধবঃ (ক্ষত্রিয়া ইত্যর্থঃ, বংশ্যাভিপ্রায়েণ বহুবচনং, তেষু অহং) যৌবনাশ্বাত্মজঃ (যুবনাশ্বস্য পুত্রঃ যৌবনাশ্বঃ মান্ধাতা তস্য আত্মজঃ পুত্রঃ) মুচুকুন্দঃ ইতি (নাম্না) খ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ ভবামি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে পুরুষোত্তম, প্রভো, আমরা ইক্ষ্বাকু-বংশজাত ক্ষত্রিয়, তন্মধ্যে আমি যুবনাশ্ব নামক রাজার পৌত্র এবং মান্ধাতা নামক নৃপতির পুত্র, মুচুকুন্দ নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৩১ ॥

চিরপ্রজাগরশ্রান্তো নিদ্রয়াপহতেন্দ্রিয়ঃ।
শয়েঽস্মিন্ বিজনে কামং কেনাপ্যুত্থাপিতোঽধুনা ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—চিরপ্রজাগরশ্রান্ত (দীর্ঘকালজাগরণেন ক্লান্তঃ অহং) নিদ্রয়া অপহতেন্দ্রিয়ঃ (অপহতানি লুপ্তানি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) অস্মিন্ বিজনে (নির্জ্জনে গিরিগহ্বরে) কামং (যথাভিলাষং) শয়ে (নিদ্রাসুখমনুভবামি পরন্তু) অধুনা কেন অপি (অজ্ঞাতজনেন) উত্থাপিতঃ (জাগরিতঃ অস্মি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—দীর্ঘকাল জাগরণজনিত ক্লান্তির পর নিদ্রাবেশে ইন্দ্রিয় ব্যাপার রহিত হইয়া এই নির্জ্জন গিরিগহ্বরে ইচ্ছানুরূপ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলাম, পরন্তু বর্ত্তমানে কোন অজ্ঞাতজন-কর্ত্তৃক জাগরিত হইয়াছি ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি মৌনমালক্ষ্য স্বোৎকর্ষমপি ব্যঞ্জয়ন্ তং পরিচারয়তি—বয়ন্ত্বিতি। ক্ষত্রবন্ধব ইতি যস্য নিকর্ষোঽপি নিরহঙ্কারিত্ব জ্ঞাপনয়া প্রকর্ষ এব ॥ ৩১-৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি মৌন দেখিয়া নিজের উৎকর্ষও প্রকাশ করিয়া নিজের পরিচয় দিতেছেন মুচুকুন্দ। আমরা ক্ষত্রিয় অধম—ইহা দ্বারা নিজের অপকর্ষ ও অহংকার শূন্য জানাইয়া নিজ বংশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা ॥ ৩২-৩২ ॥

সোঽপি ভস্মীকৃতো নূনমাত্মীয়েনৈব পাপ্মানা।
অনন্তরং ভবান্ শ্রীমাঁল্লক্ষিতোঽমিত্রশাসনঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—সঃ (মম উত্থাপকঃ) অপি নূনং (নিশ্চিতম্) আত্মীয়েন (স্বকীয়েন) পাপ্মনা (পাপেন) এব ভস্মীকৃতঃ (অভবৎ) অনন্তরং (ততঃ পরম্) অমিত্রশাতনঃ (শত্রুসংহারকঃ) শ্রীমান্ ভবান্ লক্ষিতঃ (দৃষ্টিবিষয়ীভূতঃ অভবৎ)

অনুবাদ—আমার সেই নিদ্রাভঙ্গকারীও নিশ্চয় স্বকীয় পাপহেতুই ভস্মীভূত হইয়াছে অনন্তর রিপু-বিনাশন আপনার রূপ আমার দৃষ্টিগোচর হইল ॥৩৩

তেজসা তেঽবিষহ্যেণ ভূরি দ্রষ্টুং ন শক্নুমঃ।
হতৌজসো মহাভাগ মাননীয়োঽসি দেহিনাম্ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগ, তে (তব) অবিষহ্যেন (সোঢুং অশক্যেন) তেজসা (প্রভয়া) হতৌজসঃ (প্রতিহতপ্রভাবাঃ বয়ং) ভূরি দ্রষ্টুং (ভবন্তং বারম্বারং দ্রষ্টুমিত্যর্থঃ) ন শক্নুম (ন সমর্থা ভবামঃ ত্বং) দেহিনাং প্রাণিনাং) মাননীয়ঃ অসি (পূজনীয়ো ভবসি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ, আপনার অসহনীয় তেজঃ প্রভাবে হত প্রভাব হওয়ায় আমি বারম্বার আপনার দর্শনে সমর্থ হইতেছি না, আপনি নিখিল প্রাণিগণের পূজনীয় ॥ ৩৪ ॥

এবং সম্ভাষিতো রাজ্ঞা ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
প্রত্যাহ প্রহসন্ বাণ্যা মেঘনাদগভীরয়া ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—রাজ্ঞা (মুচুকুন্দেন) এবং সম্ভাষিতঃ (কথিতঃ) ভূতভাবনঃ (ভূতপালকঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রহসন্ (প্রকৃষ্টং হসন্ সন্) মেঘনাদ-গভীরয়া (মেঘনিনাদবৎ গাম্ভীর্য্যযুক্তয়া) বাণ্যা (বাক্যেন) প্রত্যাহ (প্রত্যুত্তরং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ)

অনুবাদ—রাজা মুচুকুন্দ এরূপ বলিলে পর ভূতপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য সহকারে মেঘ-গম্ভীরবচনে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—অমিত্রশাসনেতি মন্যে মদ্দ্বারেণ ত্বয়ৈব স্বশত্রুর্ঘাতিত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৩-৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুচুকুন্দ বলিতেছেন—আপনাকে শক্রদমনকারী মনে হইতেছে অর্থাৎ আমার দ্বারা আপনিই নিজ শক্রকে বধ করিলেন ॥৩৩-৩৫॥

শ্রীভগবানুবাচ—

জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ ।
ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বন্ময়াপি হি ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ। অঙ্গ, (হে রাজন্) মে (মম) সহস্রশঃ (বহু সহস্রাণি) জন্মকর্ম্মাভিধানানি (জন্মানি উৎপত্তয়ঃ কর্ম্মাণি আচরিতানি অভিধানানি নামানি) সন্তি। অনন্তত্বাৎ (তেষামসংখ্যত্বাৎ) ময়া অপি হি (নিশ্চিতং তানি) অনুসংখ্যাতুং (ইয়ত্তয়া নির্ণেতুং) ন শক্যন্তে (ন পার্য্যন্তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে রাজন্, আমার বহু সহস্র জন্ম, কর্ম্ম এবং নাম বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহাদের অসংখ্যতাবশতঃ আমিও ইয়ত্তা-নির্ণয়ে সমর্থ নহি ॥ ৩৬ ॥

কৃচিদ্রজাংসি বিমমে পার্থিবান্যুরুজন্মভিঃ ।
গুণকর্ম্মাভিধানানি ন মে জন্মানি কর্হিচিৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(যদি কশ্চিৎজনঃ) কৃচিৎ (কদাচিৎ) পার্থিবানি (পৃথিবীস্থিতানি) রজাংসি (ধূলিকণান্) বিমমে (গণিতবান্ তথাপি) উরুজন্মভিঃ (বহুভিঃ জন্মভিঃ অপি) কর্হিচিৎ (কদাচিৎ) মে (মম) গুণকর্ম্মাভিধানানি (গুণাশ্চ কর্ম্মাণি চ অভিধানানি নামানি চ) জন্মানি (উৎপত্তীশ্চ) ন (ন বিমিমীতে) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—যদি কোন পুরুষ কোন সময়ে পৃথিবীস্থ ধূলিকণারও গণনা করিয়া থাকে, তথাপি বহু জন্মেও কখনও আমার গুণ, কর্ম্ম, নাম বা জন্মের সংখ্যা করিতে পারিবে না ॥ ৩৭ ॥

কালত্রয়োপপন্নানি জন্মকর্ম্মাণি মে নৃপ ।
অনুক্রমন্তো নৈবান্তং গচ্ছন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥ ৩৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (রাজন্) মে (মম) কালত্রয়োপপন্নানি (কালত্রয়ে সিদ্ধানি) জন্মকর্ম্মাণি (জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি সন্তি তানি) অনুক্রমন্তঃ (ক্রমেণ গণয়ন্তঃ) পরমর্ষয়ঃ (অপি) অন্তম্ (অবধিং) ন এব গচ্ছন্তি (নৈব প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আমার ত্রৈকালিক জন্ম এবং কর্ম্মসমূহ ক্রমশঃ গণনা আরম্ভ করিলে পরমর্ষিগণও ঐ সকলের অন্তলাভে সমর্থ হন না ॥ ৩৮ ॥

তথাপ্যদ্যতনান্যঙ্গ শৃণুষ্ব গদতো মম।
বিজ্ঞাপিতো বিরিঞ্চেন পুরাহং ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
ভূমের্ভারায়মাণানামসুরাণাং ক্ষয়ায় চ ॥ ৩৯ ॥
অবতীর্ণো যদুকুলে গৃহ আনকদুন্দুভেঃ ।
বদন্তি বাসুদেবেতি বাসুদেবসুতং হি মাম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে রাজন্) তথাপি (জন্ম-কর্ম্মাদীনাং তাদৃশে অনন্তত্বে অপি) অদ্যতনানি (ইদানীন্তনানি তানি) গদতঃ (কথয়তঃ) মম (মৎসকাশাৎ ইত্যর্থঃ) শৃণুষ্ব (অবধারয়) অহং পুরা বিরিঞ্চেন (ব্রহ্মণা) ধর্ম্মগুপ্তয়ে (ধর্ম্মরক্ষার্থং) ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারায়মাণানাং (ভারভূতানাং) অসুরাণাং ক্ষয়ায় চ (বিনাশার্থমপি) বিজ্ঞাপিতঃ (সন্) যদুকুলে আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) গৃহে অবতীর্ণঃ (অস্মি অতঃ) বসুদেবসুতং মাং (জনাঃ) বাসুদেবঃ ইতি (বাসুদেবনাম্না) বদন্তি হি (কথয়ন্তি) ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তথাপি আমার বর্ত্তমান বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর, পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমাকে ধর্ম্মরক্ষা এবং পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণের বিনাশের জন্য নিবেদন করিলে আমি যদুবংশে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছি, অতএব জনসমূহ আমাকে 'বসুদেবের পুত্র' বলিয়া 'বাসুদেব' নামে অভিহিত করিয়া থাকে ॥ ৩৯-৪০ ॥

কালনেমির্হতঃ কংসঃ প্রলম্বাদ্যাশ্চ সদ্দ্বিষঃ ।
অয়ঞ্চ যবনো দগ্ধো রাজংস্তে তিগ্মচক্ষুষা ॥ ৪১॥

অন্বয়ঃ—ময়া কালনেমিঃ (তন্নামকঃ দৈত্যঃ)

কংসঃ সদ্দ্বিষঃ (সজ্জন হিংসুকাঃ) প্রলম্বাদ্যাঃ প্রলম্বপ্রভৃতয়ঃ (অসুরাঃ) চ হতঃ (বিনাশিতঃ) রাজন্, (হে মুচুকুন্দ ইদানীং) তে (তব) তিগ্ম-চক্ষুষা (তীক্ষ্ণনেত্রেণ নিমিত্তেন ময়ৈব) অয়ং যবনঃ (কালযবনঃ) চ দগ্ধঃ (ভস্মীকৃতঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—আমি ইতঃপূর্ব্বে কালনেমি, কংস এবং সজ্জনবিদ্বেষী প্রলম্ব প্রভৃতি অসুরগণের বিনাশ করিয়াছি। হে রাজন্, সম্প্রতি তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-পাতনিমিত্ত এই কালযবনও ভস্মীকৃত হইল ॥৪১॥

সোঽহং তবানুগ্রহার্থং গুহামেতামুপাগতঃ।
প্রার্থিতঃ প্রচুরং পূর্ব্বং ত্বয়াহং ভক্তবৎসলঃ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—সঃ (বিষ্ণুঃ) অহং তব অনুগ্রহার্থং (ত্বাং অনুগ্রহীতুম) এতাং গুহাং (এতৎ পর্ব্বত-গহ্বরম্) উপাগতঃ (প্রাপ্তোঽস্মি যতঃ) পূর্ব্বং (পুরাকালে) ত্বয়া ভক্তবৎসলঃ (ভক্তেষু বৎসলঃ কৃপাশীল ইত্যর্থঃ) অহং প্রচুরং (যথেষ্টং) প্রার্থিতঃ (অনুগ্রহার্থং যাচিতঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—সেই বিষ্ণুরূপী আমি তোমার অনু-গ্রহের জন্যই এই গুহামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। যেহেতু, তুমি পুরাকালে ভক্তবৎসল আমার নিকট প্রচুর কৃপা প্রার্থনা করিয়াছিলে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—পরমনিরহঙ্কারিত্বেঽপি মদ্বচনশ্রবণার্থ-মেব স্বোৎকর্ষমসৌ দ্যোতয়ত্যতোঽহমপি পরম-নিরহঙ্কারোঽপি নিজমুখেনৈবাস্মৈ স্বোৎকর্ষমভি-ধাস্যামি (গীঃ ৪।১১) "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইতি মদুক্তেরিতি বিমৃশ্যাহ,—জন্মেতি বিময়ে কশ্চিদ্-গণয়ামাস ॥ ৩৬-৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন—এই ব্যক্তি পরম নিরহংকারী হইলেও আমার বাক্য শ্রবণের জন্যই নিজ উৎকর্ষ প্রকাশ করিতেছে। অতএব আমিও পরম নিরহংকারী হইয়াও নিজ-মুখেই ইহাকে নিজ উৎকর্ষ বলিব—যাহারা যেভাবে আমাকে শরণাপন্ন হয়—এই আমার উক্তি, বিচার করিয়া বলিতেছেন—আমার জন্ম অনন্তহেতু কেহ গণনা করিতে পারিবে না ॥ ৩৬-৪২ ॥

বরান্ বৃণীষ্ব রাজর্ষে সর্ব্বান্ কামান্ দদামি তে।
মাং প্রপন্নো জনঃ কশ্চিন্ন ভূয়োঽর্হতি শোচিতুম্ ॥৪৩

অন্বয়ঃ—(হে) রাজর্ষে বরান্ (অভীষ্টকামান্) বৃণীষ্ব (প্রার্থয়) তে (তুভ্যং) সর্ব্বান্ কামান্ (প্রার্থিত-বিষয়ান্) দদামি। মাং প্রপন্নঃ (আশ্রয়ত্বেন প্রাপ্তঃ) কশ্চিৎ জনঃ (কোঽপি নরঃ) ভূয়ঃ (পুনরপি) শোচিতুম্ (অপূর্ণোঽহং ইতি শোকং কর্ত্তুম্, অথবা অন্যৈঃ দত্তেষু বরেষু ক্ষীয়মানেষু যথা শোচতি, মাং প্রপন্নঃ মদ্দত্তবরাণাং অক্ষয়ত্বাৎ তথা শোচিতুং) ন অর্হতি (ন যোগ্যো ভবতি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজর্ষে, তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে যাবতীয় প্রার্থিত বিষয়ই প্রদান করিব। আমার শরণাগত কোন মানবই পুনরায় শোকগ্রস্ত হইবার যোগ্য নহে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—শোচিতুং নার্হতীত্যন্যৈর্দত্তেষু বরেষু ক্ষীয়মাণেষু সৎসু যথা শোচতি নৈব মাং প্রপন্নঃ। মদ্দত্তবরাণামক্ষয়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দকে বলিলেন—হে রাজর্ষি! শোক করিও না, অন্যের প্রদত্ত বর-সমূহ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। আমাতে শরণাগত হইলে কেহ শোক করে না, যেহেতু আমার প্রদত্ত বরসমূহ অক্ষয় ॥ ৪৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্তস্তং প্রণম্যাহ মুচুকুন্দো মুদান্বিতঃ।
জ্ঞাত্বা নারায়ণং দেবং গর্গবাক্যমনুস্মরন্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (এবম্) উক্তঃ (ভগবতা কথিতঃ) মুচুকুন্দঃ মুদান্বিতঃ (হর্ষযুতঃ সন্) গর্গবাক্যম্ (অষ্টাবিংশতিমে যুগে ভগবান্ অবতরিষ্যতীতি বৃদ্ধগর্গবচনম্) অনুস্মরন্ (স্মৃত্বা) তং (শ্রীকৃষ্ণং) দেবং নারায়ণং জ্ঞাত্বা প্রণম্য আহ (উবাচ) ॥৪৪॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিলে পর মহারাজ মুচুকুন্দ হর্ষান্বিত হইয়া মহর্ষিগর্গের বচন স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকে দেবদেব নারায়ণজ্ঞানে প্রণাম করিয়া বলিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—অষ্টাবিংশতিতমে যুগে ভগবানবত-

রিষ্যতি তং ত্বং দ্রক্ষ্যসীতি বৃদ্ধগর্গবাক্যমনুস্মরন্নিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৃদ্ধগর্গ মুচুকুন্দকে বলিয়াছিলেন—অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন, তখন তুমি তাহাকে দর্শন করিবে—এই বাক্য স্মরণ করিয়া মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ জানিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ—

বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশ মায়য়া
ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্ ।
সুখায় দুঃখপ্রভবেষু সজ্জতে
গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমুচুকুন্দঃ উবাচ,—(ত্বদ্ভক্তিরেব কেবলং দুর্ল্লভা কামস্তু তুচ্ছঃ ন বরণযোগ্যঃ ইত্যাশয়েন ভক্তানাং সংসারং অষ্টভিঃ প্রপঞ্চয়ন্ স্তৌতি হে) ঈশ, যোষিৎ (স্ত্রী) পুরুষঃ চ (দ্বিবিধোঽপি) অয়ং জনঃ ত্বদীয়য়ামায়য়া বিমোহিতঃ (অতঃ) অনর্থদৃক্ (অনর্থে সংসারে দৃক্ দৃষ্টিঃ যস্য অসৌ, যদ্বা অর্থং পরমার্থস্বরূপং ত্বাং ন পশ্যতীতি তথা সন্) ত্বাং ন ভজতি (ন সেবতে, কিন্তু পরস্পরং) বঞ্চিতঃ (সন্) সুখায় (সুখেচ্ছয়া) দুঃখপ্রভবেষু (দুঃখানামেব প্রভবঃ উৎপত্তিঃ যেষু তেষু) গৃহেষু (এব) সজ্জতে (আসক্তো ভবতি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীমুচুকুন্দ বলিলেন,—হে ঈশ, স্ত্রী এবং পুরুষ এই উভয় জাতীয় লোকই আপনার মায়ায় বিমোহিত, সুতরাং অনর্থ দৃষ্টিযুক্ত হইয়া আপনাকে সেবা করে না, পরন্তু পরস্পর বঞ্চিত হইয়া সুখেচ্ছায় দুঃখজনক গৃহেই আসক্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বদ্ভক্তিং পরিহায় কামা যতঃ ব্রিয়ন্তে এষৈব তব মায়েত্যাশয়েনাহ,—বিমোহিত ইতি। যোষিচ্চ জনঃ পুরুষশ্চ জনো বঞ্চিত ইত্যন্বয়ঃ ॥৪৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন—তোমার ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া রাজগণ যেহেতু কামসমূহ বরণ করে, ইহাই তোমার মায়া—এই আশয়েই বলিতেছেন—বিমোহিত ইত্যাদি। সংসারধর্ম্মে স্ত্রীলোক ও পুরুষ বঞ্চিত হয় ॥ ৪৫ ॥

লব্ধ্বা জনো দুর্ল্লভমত্র মানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতি-
র্গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ কামসুখং শূকরাদিষ্বপি সম্ভবতি ভগবদ্ভজনন্তু ন মানুষজন্মব্যতিরেকেণ ইতি মানুষত্বং প্রাপ্য ত্বাং অভজন্ অতিমূঢ় ইত্যাহ হে) অনঘ, জনঃ অত্র (কর্ম্মভূমৌ) দুর্ল্লভং (দুষ্প্রাপ্যম্) অব্যঙ্গং (অবিকলাঙ্গং) মানুষং (মনুষ্যদেহম্) অযত্নতঃ (যত্নং বিনৈব) কথঞ্চিৎ (ভাগ্যক্রমেণ) লব্ধ্বা পাদারবিন্দং (তব পাদপদ্মযুগলং) ন ভজতি (ন সেবতে, পরন্তু) পশুঃ যথা (যথা পশুঃ তৃণলুব্ধঃ অন্ধকূপে পতিত তথা) অসন্মতি (অসতি বিষয়সুখে মতিঃ যস্য যঃ তাদৃশঃ সন্) গৃহান্ধকূপে (গৃহমেব অন্ধঃকূপঃ তস্মিন্) পতিতঃ (ভবতীতি শেষঃ) ॥৪৬॥

অনুবাদ—হে অনঘ, মনুষ্য এই কর্ম্মভূমিতে ভাগ্যক্রমে অযত্নবশতঃ দুর্ল্লভ এবং অবিকলাঙ্গ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও আপনার পাদপদ্মযুগলের সেবা করে না, পরন্তু পশুর ন্যায় বিষয়-সুখ বাসনায় গৃহরূপ অন্ধকূপে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—অহো দ্বিত্রিবরাটিকামূল্যেনাজ্ঞশ্চিন্তামণিং বিক্রীণাতীত্যাহ,—লব্ধ্বেতি। অত্র ভারতভূমৌ অব্যঙ্গমবিকলাঙ্গম্ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আশ্চর্য্য এই দুই তিন কড়ির মূল্যে অজ্ঞব্যক্তি চিন্তামণিকে বিক্রয় করে—ইহাই বলিতেছেন 'লব্ধ্বা' ইত্যাদি। এই ভারত ভূমিতে অবিকলাঙ্গদেহকে প্রাপ্ত হইয়া মানুষ আপনার পাদপদ্ম যুগলের সেবা করে না ॥ ৪৬ ॥

মমৈষ কালোঽজিত নিষ্ফলো গতো
রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধমদস্য ভূপতেঃ ।
মর্ত্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদারকোশভূ-
ষ্বাসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—(ন কেবলং অস্য জনস্য ইয়ং গতিঃ, কিন্তু মমাপি তথৈব ইত্যাহ হে) অজিত, মর্ত্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ (মর্ত্ত্যে শরীরে আত্মবুদ্ধিঃ যস্য তস্য অতএব) সুতদারকোষভূষু (সুতাঃ পুত্রাঃ দারাঃ স্ত্রিয়ঃ কোশাঃ ধনাগারাণি ভূঃ রাজ্যং এতেষু বিষয়েষু) আসজ্জমানস্য (সমাসক্তচিত্তস্য) রাজ্যশ্রিয়া (রাজসম্পদা) উন্নদ্ধমদস্য (সংবৃদ্ধমদস্য) ভূপতেঃ মম (অপি) দুরন্তচিন্তয়া (দুষ্পারচিন্তয়া) এষঃ কালঃ নিষ্ফলঃ (পরমার্থফলরহিতঃ সন্) গতঃ (অতীতঃ অভবৎ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হে অজিত, আমিও দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট, পুত্র, স্ত্রী, কোষ ও রাজত্বের প্রতি আসক্তি-সম্পন্ন এবং রাজসম্পদে অভিমত্ত হইয়া দুরন্ত চিন্তায় এযাবৎ কাল নিষ্ফলভাবে অতিবাহিত করিয়াছি ॥৪৭

বিশ্বনাথ—যমহং নিন্দামি স চাহমেবেত্যাহ,—মমেতি। মর্ত্ত্যে শরীর এব আত্মবুদ্ধির্যস্য তস্য ॥৪৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাঁহাকে আমি নিন্দা করিতেছি; আমিও সেইরূপ এই মরণদেহকেই আত্মবুদ্ধি করিতেছি, সেই আমি ॥ ৪৭ ॥

কলেবরেঽস্মিন্ ঘটকুড্যসন্নিভে
নিরূঢ়মানো নরদেব ইত্যহম্।
বৃতো রথেভাশ্বপদাত্যনীকপৈ-
র্গাং পর্য্যটংস্ত্বাগণয়ন্ সুদুর্ম্মদঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—(উন্নদ্ধমদত্বং প্রপঞ্চয়তি) ঘটকুড্যসন্নিভে (ঘটকুড্যাদিসদৃশে অনাত্মনি) অস্মিন্ কলেবরে অহং নরদেবঃ (নরাণাং দেব অধিপতিঃ) ইতি নিরূঢ়মানঃ (আবদ্ধাভিমানঃ) রথেভাশ্বপদাত্যনীকপৈঃ (রথাশ্চ ইভাঃ হস্তিনশ্চ অশ্বাশ্চ পদাতয়ঃ সৈনিকাশ্চ অনীকপাঃ সেনান্যশ্চ তৈঃ) বৃতঃ (বেষ্টিতঃ) গাং (পৃথ্বীং) পর্য্যটন্ (ভ্রমন্) ত্বা (ত্বাং ভগবন্তম্) অগণয়ন (অচিন্তয়ন্) সুদুর্ম্মদঃ (অভবং অতঃ মমৈব কালো নিষ্ফলো গত ইত্যর্থঃ) ॥৪৮॥

অনুবাদ—এতদিন ঘটকুড্যতুল্য এই অনাত্ম-পদার্থ শরীরে "আমি মানবগণের অধিপতি"—এইরূপ অভিমানযুক্ত হইয়া রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতিক এবং সেনানীগণে পরিবৃত অবস্থায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে আপনাকে চিন্তা না করিয়া অতিশয় মদমত্ত হইয়াছিলাম ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—কুড্যং ভিত্তিঃ যতোঽহং সুদুর্ম্মদোঽভূবম্। অত এষ কালো নিষ্ফলো গত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নদীরঘাটে অস্থির কুড়ে ঘরের ন্যায় এই দেহে আমি অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ রাজা এই জ্ঞান করিয়াছি, অতএব আমার এতকাল নিষ্ফলেই গত হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥

প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া
প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে
ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ত্বাং অগণয়ন্তং ত্বং আক্রমসীত্যাহ) ইতিকৃত্যচিন্তয়া (এবমেবং করণীয়ং ইতি মনোরথ-পরম্পরয়া) উচ্চৈঃ প্রমত্তং (নিতরাং অনবহিতং) বিষয়েষু লালসং (মনোরথে ভগ্নে অপি বিষয়েষু উৎসুকং) প্রবৃদ্ধলোভং (প্রাপ্তেঽপি পুনঃ প্রবৃদ্ধঃ লোভঃ তৃষ্ণা যস্য তং তাদৃশং জনং) অপ্রমত্তঃ (সদা প্রবুদ্ধঃ) অন্তকঃ (কালরূপঃ) ত্বং ক্ষুল্লেলিহানঃ (ক্ষুধা সৃক্কণী লেলিহানঃ) অহিঃ (সর্পঃ) আখুং (মূষিকম্) ইব সহসা অভিপদ্যসে (অভিভবসি) ॥৪৯॥

অনুবাদ—হে ভগবান্, যাহারা নিরন্তর "এই কার্য্যের পর অমুক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব"—এইরূপ মনোরথ-পরম্পরায় নিতান্ত অসাবধান হইয়া বিষয়লালসাযুক্ত এবং বিষয়প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় অত্যধিক লোভগ্রস্ত হয়, নিত্যপ্রবুদ্ধ কালরূপী আপনি ক্ষুধাতুর সর্পের সহসা মূষিক আক্রমণের ন্যায় সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বামভজন্তং জনং ত্বৎ স্বরূপঃ কাল এবং গ্রসেদিত্যাহ,—প্রমত্তং বিষয়াসক্তত্বেন ত্বয্যনবহিতম্। ইতিকৃত্যমেবমেবং করণীয়মিতি তচ্চিন্তয়া বিষয়েষু প্রবৃদ্ধলোভম্। মনোরথে ভগ্নেঽপি লালসং বিষয়েষূৎসুকম্। অন্তকঃ কালরূপী ত্বন্তু অপ্রমত্তঃ সাবধান এবাভিপদ্যসে অভিভবসি। ক্ষুধা সৃক্কিণী লেলিহানোঽহিরাখুং মূষিকং যথাভিপদ্যতে তথা ॥৪৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমাকে ভজন করে না এইরূপ ব্যক্তিকে তোমার কালরূপ একটি স্বরূপ তাহাকে গ্রাস করে, ইহাই বলিতেছেন—প্রমত্ত অর্থাৎ বিষয়ে আসক্ত হেতু তোমার চরণে অমনযোগী ব্যক্তিকে। ইতিকৃত্য অর্থাৎ এইরূপ এইরূপ কর্ত্তব্য এই চিন্তাদ্বারা বিষয়সমূহে লোভ বৃদ্ধি পায়, মনের বাসনা অপূর্ণ হইলেও বিষয়ে লালসা থাকিয়া যায়, কালরূপী যম তাহাকে সাবধান করিলেও, সর্প যেমন ক্ষুধায় জিহ্বা দ্বারা লহ লহ করিয়া মূষিককে গ্রাস করে সেইরূপ ॥ ৪৯ ॥

পুরা রথৈর্হেমপরিষ্কৃতৈশ্চরন্
মতঙ্গজৈর্বা নরদেবসংজ্ঞিতঃ।
স এব কালেন দুরত্যয়েন তে
কলেবরো বিট্‌কৃমিভস্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ কালাত্মনা ত্বয়া অভিপন্নঃ দেহঃ এবং ভবতীত্যাহ) পুরা (পূর্ব্বং) হেমপরিষ্কৃতৈঃ (সুবর্ণমণ্ডিতৈঃ) রথৈঃ মতঙ্গজৈঃ (হস্তিভিঃ) বা চরন্ (ভ্রমন্ যঃ কলেবরঃ) নরদেব-সংজ্ঞিতঃ (রাজসংজ্ঞাযুক্তঃ ভবতি) সঃ এব কলেবরঃ (দেহঃ) তে (তব) দুরত্যয়েন (দুরতিক্রমেণ) কালেন বিট্‌কৃমিভস্মসংজ্ঞিতঃ (শ্বশৃগালাদিভিঃ ভক্ষিতঃ বিট-সংজ্ঞিতঃ, তৈঃ অভক্ষিতঃ কৃমিসংজ্ঞিতঃ দগ্ধো ভস্মসংজ্ঞিতঃ ভবতি) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে যে দেহ সুবর্ণমণ্ডিত রথ অথবা গজসমূহে ভ্রমণকালে রাজসংজ্ঞায় অভিহিত হয়, সেই দেহই আপনার দুরতিক্রমণীয় কালগতিতে বিষ্ঠা, কৃমি বা ভস্মসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—কালগ্রস্তো দেহ এবং ভবেদিত্যাহ,—পুরেতি। যো রথৈর্মতঙ্গজৈর্বা চরন্ নরদেবনামা শোভিত আসীৎ স এব দেহঃ বিট্ কৃমিভস্মনামা বীভৎসিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কালগ্রস্তদেহ এইরূপ হয় ইহা বলিতেছেন—যে ব্যক্তি রথসমূহে অথবা হস্তীসমূহে আরোহণ করিয়া রাজা এই নামে শোভিত ছিল, সেই দেহ বিষ্ঠা-কৃমি-ভস্ম নামে ঘৃণীত অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫০ ॥

নির্জ্জিত্য দিক্‌চক্রমভূতবিগ্রহো
বরাসনস্থঃ সমরাজবন্দিতঃ।
গৃহেষু মৈথুন্যসুখেষু যোষিতাং
ক্রীড়ামৃগঃ পুরুষ ঈশ নীয়তে ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ অন্তকপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমপি দিগ্‌বিজয়িনং রাজ্ঞঃ অপি পারতন্ত্র্যদুঃখং তদবস্থমেব ইত্যাহ) ঈশ, (হে ভগবন্) দিক্‌চক্রং (দিঙ্মণ্ডলং) নির্জ্জিত্য (পরাজিত্য) অভূতবিগ্রহঃ (অবিদ্যমান-সংগ্রামঃ) বরাসনস্থঃ (উত্তমরাজসিংহাসনস্থিতঃ) সমরাজবন্দিতঃ (পূর্ব্বং যে সমানাঃ রাজানঃ তৈঃ বন্দিতঃ) পুরুষঃ (অপি) মৈথুন্যসুখেষু (মৈথুন্যং সুরতমেব পরং সুখং যেষু তেষু) যোষিতাং (নারীণাং) গৃহেষু ক্রীড়ামৃগঃ (ক্রীড়ামৃগবৎ) নীয়তে (ইতস্ততঃ চাল্যতে) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, যিনি নিখিল দিঙ্মণ্ডল বিজয়ান্তে সংগ্রামশূন্য অবস্থায় উত্তম সিংহাসনে অবস্থিত হইয়া আত্মসদৃশ রাজগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত হ'ন, তাদৃশ পুরুষও কামিনীগণের মৈথুনসুখযুক্ত গৃহে ক্রীড়ামৃগের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিচালিত হইয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—এবং স্বসজাতীয়জনস্য নরদেবত্বং বিট্‌কৃমিত্বং কালভেদগতমুক্তম্। দিগ্বিজয়িত্বং যোষিৎক্রীড়ামৃগত্বন্তু সমকালগতমেবেত্যাহ,—নির্জ্জিত্যেতি। অভূতবিগ্রহঃ নিবৃত্তসংগ্রামকৃচ্ছ্র ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং যে সমাস্তৈ রাজভির্বন্দিতোঽপি পুরুষঃ যোষিতাং ক্রীড়ামৃগো ভবন্ গৃহেষু বিবিধান্তঃপুরেষু নীয়তে। যোষিদ্ভিস্তদ্দাস্যাদিভির্বেতি শেষঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে নিজ স্বজাতীয়জনের রাজদেহ প্রাপ্তি এবং কালক্রমে বিষ্ঠা কৃমিরূপ প্রাপ্তি বলিলেন। এখন দিগ্বিজয়ীরূপ মহাবিক্রমশালী ব্যক্তি গৃহে আসিলে নিজস্ত্রীর খেলার পুতুল হয়, একই সময়েই ইহাই বলিতেছেন—অভূতবিগ্রহ অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া, পূর্ব্বে যে তাহার সমকক্ষ রাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও বন্দিত হইলেও সেই পুরুষ গৃহমধ্যে অন্তঃপুরে গিয়া স্ত্রীলোকের খেলার পুতুল হয়। অথবা দাসীগণের খেলার পুতুল হয় ॥ ৫১ ॥

করোতি কর্ম্মাণি তপঃসুনিষ্ঠিতো
নিবৃত্তভোগস্তদপেক্ষয়াদদৎ।
পুনশ্চ ভূয়াসমহং স্বরাড়িতি
প্রবৃদ্ধতর্ষো ন সুখায় কল্পতে ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ তত্রাতিতৃষ্ণাকুলস্য ন ভোগক্ষণঃ কশ্চিদস্তীত্যাহ) প্রবৃদ্ধতর্ষঃ (প্রবৃদ্ধঃ তর্ষঃ বিষয়ভোগলালসা যস্য সঃ তাদৃশঃ জনঃ) অহং পুনঃ চ (জন্মান্তরেষু চ) তৎ অপেক্ষয়া স্বরাট্ (ইন্দ্রঃ চক্রবর্ত্তী বা) ভূয়াসং আদদৎ (স্যাম্) ইতি (ইতি সঙ্কল্পবশাৎ) নিবৃত্তভোগঃ (ঐহিকভোগরহিতঃ) তপঃ সুনিষ্ঠিতঃ (তপসি অধঃশয়নব্রহ্মচর্য্যাদৌ সুনিষ্ঠিতঃ নিরতঃ সন্) কর্ম্মাণি করোতি তু সুখায় ন কল্পতে (সুখং অনুভবিতুং ন প্রভবতি) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—যাহারা অতিশয় বিষয়ভোগলালসাগ্রস্ত, তাদৃশ ব্যক্তিগণ "আমি জন্মান্তরে ইন্দ্রত্ব লাভ করিব"—এইরূপ সঙ্কল্পবশবর্ত্তী হইয়া ঐহিক ভোগশূন্য অবস্থায় তপস্যায় আসক্ত হওয়ায় সুখানুভবের অবসরই প্রাপ্ত হয় না ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বামভজতো বিষয়ভোগো যথা নিন্দ্যস্তথা বিষয়ভোগাভাবোঽপি নিন্দ্য ইত্যাহ,—করোতীতি। তপসি অধঃশয়নব্রহ্মচর্য্যাদৌ সুনিষ্ঠিতঃ পুনশ্চ স্বরাড়িন্দ্রশ্চক্রবর্ত্তী বা ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ। তোমাকে ভজন না করিয়া বিষয়ভোগ যেমন নিন্দনীয়, সেইরূপ বিষয়ভোগ অভাবেও নিন্দনীয় ইহাই বলিতেছেন—তপস্যাকালে ভূমিতে শয়ন ব্রহ্মচর্য্য আদি উত্তম নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া পুনঃরায় সম্রাট্ স্বর্গে ইন্দ্রপদ বা ভূতলে চক্রবর্ত্তীরাজা হইব, এই তৃষ্ণায় সুখ আর কখন পাইবে ॥ ৫২ ॥

———

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তদেবং ঈশবিমুখানাং সংসারং প্রপঞ্চ্য ভক্ত্যা তন্নিবৃত্তিমাহ হে) অচ্যুত, ভ্রমতঃ (সংসরতঃ) জনস্য যদা (যস্মিন্ কালে ত্বদনুগ্রহেণ) ভবাপবর্গঃ (ভবস্য বন্ধস্য অপবর্গঃ অন্তঃ) ভবেৎ তর্হি (তদা) সৎসমাগমঃ (সতাং সঙ্গমো ভবেৎ) যর্হি (যদা চ) সৎসঙ্গমঃ (ভবেৎ) তদা এব (তস্মিন্ এব কালে সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা) সদ্গতৌ (সতাং সাধুনাং গতৌ পরমপ্রাপ্যে) পরাবরেশে (কার্য্যকারণনিয়ন্তরি) ত্বয়ি রতিঃ (ভক্তিঃ) জায়তে (ততো মুচ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত, এইরূপে সংসরণশীল ব্যক্তির যৎকালে বন্ধনদশার শেষ হয়, তখনই সৎসঙ্গম ঘটিয়া থাকে এবং যখন সৎসমাগম হয় তখনই সাধুজনের পরম গতিস্বরূপ, নিখিল-কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তা আপনার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই মুক্তি লাভ হয় ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি সর্ব্বদুঃখোপশমনী পরমসুখময়ী ভক্তিরেব কদা ভবেদিত্যতে আহ,—ভবেতি। হে অচ্যুত, ভ্রমতো জীবস্য যদা ভবাপবর্গো ভববন্ধস্য নাশঃ স্যাৎ, তদা সৎসঙ্গমঃ। অনুগ্রাহকসাধুসঙ্গো ভবেৎ। যর্হি সৎসঙ্গমস্তদৈবেত্যেবকারান্নান্যদা কদাপীত্যর্থঃ। অত্র যর্হি তর্হি ইতি স্থূলকালমালম্ব্যোবোক্তিঃ, সূক্ষ্মকালমলম্ব্য তু সৎসমাগম ভবাপবর্গয়োঃ কারণকার্য্যয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যমবশ্যমেব বক্তুমুচিতম্। তদপি তদ্বিপর্য্যয়েণোক্তিঃ, কার্য্যস্যাতিশৈঘ্রবোধিন্যাতিশয়োক্তিশ্চতুর্থী জ্ঞেয়া।

অত্র সদ্গতাবিত্যস্য বৈষ্ণবতোষণ্যাং ব্যাখ্যা যথা,—"ননু মৎকৃপাং বিনা সৎসঙ্গমোঽপি ন স্যাদিত্যতো মৎকৃপৈবাদিকারণমস্ত তত্রাহ,—সন্ত এব গতিরাশ্রয়ো যস্য তস্মিন্। 'স্বেচ্ছাময়স্যেতি', 'অহং ভক্তপরাধীন' ইত্যাদেঃ সদিচ্ছয়ৈব তব সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, ন স্বত ইতি বুধ্যতে। অতস্ত্বৎকৃপাপি সদনুগতৈবেতি ভাবঃ। সতাং গতাবিত্যস্মিন্নর্থেঽপ্যসতাং গতি র্ন ভবসীতি পূর্ব্বপূর্ব্বেণ সতা পরস্পরস্য সত্ত্বে নিষ্পাদিত এব ত্বৎ কৃপা প্রবর্ত্ততে, নতু পূর্ব্বং, 'স্বয়ং সমুত্তীর্য্যেত্যাদেরিত্যেষা ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী পরম সুখময়ী ভক্তিই কখন হইবে—ইহাই বলিতেছেন—হে অচ্যুত! ইহলোকে ভ্রমণকারী জীবের যখন ভববন্ধের নাশ হইবে তখন সাধুসঙ্গ হয় অর্থাৎ অনুগ্রহকারী সাধুর সঙ্গ হয়। যেকালে

সাধুসঙ্গ হয় সেই কালেই, অন্য কখনও নয়। এই-যখন তখন এই দীর্ঘকাল অবলম্বন করিয়াই বলা হইল, সূক্ষ্মকাল অবলম্বন করিলে কিন্তু সাধুসমাগম ও সংসার ক্ষয় ইহার কার্য্য ও কারণের পূর্ব্ব পর বলা একান্ত উচিত, তাহাও বিপরীত ভাবে বলা হইয়াছে। কার্য্য অতি শীঘ্র হয় বুঝাইবার জন্য চতুর্থী অতিশয়োক্তিরূপ অলঙ্কার এইস্থলে জানিতে হইবে। এইস্থলে 'সদ্গতি তোমার চরণে' এই শব্দের বৈষ্ণবতোষণী টীকাতে এইরূপ ব্যাখ্যা—প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার কৃপা ব্যতীত সাধুসঙ্গও হইবে না, অতএব আমার কৃপাই আদি কারণ হউক? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সন্তগণই গতি অর্থাৎ আশ্রয় যাঁহার, সেই তোমাতে মতি হয়। 'তুমি স্বেচ্ছাময়' এবং 'আমি ভক্তপরাধীন' ইত্যাদি মধ্যে সাধুগণের ইচ্ছাতেই সকল কিছুই প্রবর্ত্তিত হয়, স্বাভাবিক ভাবে হয় না—ইহাই বুঝা যাইতেছে। অতএব তোমার কৃপাও সদ্ অনুগতাই। সাধুগণের গতি এই অর্থেও অসাধুগণের গতি তুমি নহ—ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুগণের পরম্পরার সত্ত্বে নিষ্পাদিতই তোমার কৃপা হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বে হয় না। সাধুগণ নিজে তোমার ভক্তিদ্বারাই ভবসমুদ্র পার হইয়া যায়, পরবর্ত্তী লোকের জন্য তোমার চরণতরীকে ভবসমুদ্রের এই পারে রাখিয়া যান ॥ ৫৩ ॥

—————

মন্যে মমানুগ্রহ ঈশ তে কৃতো
রাজ্যানুবন্ধাপগমো যদৃচ্ছয়া।
যঃ প্রার্থ্যতে সাধুভিরেকচর্য্যয়া
বনং বিবিক্ষদ্ভিরখণ্ডভূমিপৈঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, সাধুভিঃ (বিবেকিভিঃ) বনং বিবক্ষদ্ভিঃ (তপসে বনং প্রবেষ্টুং ইচ্ছদ্ভিঃ) অখণ্ডভূমিপৈঃ (রাজচক্রবর্ত্তিভিঃ) একচর্য্যয়া (একচারিত্বেন ত্বদীয়ধ্যানভক্তিসিদ্ধ্যর্থম্) যঃ (রাজ্যানুবন্ধাপগমঃ) প্রার্থ্যতে (স্বয়ং ত্যক্তুং অশক্নুবানৈঃ ত্বৎসমীপে প্রার্থ্যতে) যদৃচ্ছয়া (সৎসঙ্গমাৎ পূর্ব্বমেব যদৃচ্ছাক্রমেণ জাতঃ) মম (সঃ) রাজ্যানুবন্ধাপগমঃ (রাজ্যাদিসঙ্গবিচ্ছেদঃ) তে (ত্বয়া) অনুগ্রহঃ কৃতঃ (ইতি) মন্যে (অবধারয়ামি) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, তপস্যার জন্য বনগমনাভিলাষী বিবেকী রাজচক্রবর্ত্তিগণ ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে ভবদীয় ধ্যানভক্তি সিদ্ধির জন্য যে রাজ্যাদির সঙ্গবিচ্ছেদ প্রার্থনা করেন, আমার উক্ত রাজ্যাদিসঙ্গ যে যদৃচ্ছাক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা আপনারই অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—মম তু ত্বদ্ভক্তগর্গসঙ্গানন্তরমকস্মাদেব যো রাজ্যাদিসঙ্গবিচ্ছেদো জাতঃ স তবৈবানুগ্রহাদিত্যহং জানামীত্যাহ,—মন্য ইতি। "ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎপতির্বিধত্তে পুরুষস্য শক্রঃ। ততোহনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো যো দুর্ল্লভোঽকিঞ্চন গোচরোঽন্যৈ"রিতি (৬।১১।২৩) শ্রীবৃত্রোক্তেঃ। যো রাজ্যানুবন্ধাপগমঃ সাধুভির্ভূমিপৈঃ প্রার্থ্যতে। একচর্য্যয়া একচারিত্বেন নির্ব্বিঘ্নত্বদীয়ধ্যানভক্তিসিদ্ধার্থমিতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার কিন্তু তোমার ভক্ত গর্গসঙ্গের পর অকস্মাৎই যে রাজ্যাদি সঙ্গ বিচ্ছেদ হইল তাহা তোমারই অনুগ্রহ হইতে, ইহা আমি জানিতেছি। ইহাই বলিতেছেন—বৃত্রাসুরের উক্তি—হে ইন্দ্র! আমাদের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরি তদীয় ভক্তগণের ধর্ম্ম-অর্থ-কামচেষ্টারূপ ত্রিবর্গ প্রয়াস নিবারণ করিয়া দেন। তদ্দ্বারাই তাঁহার কৃপা অনুমান করা যায়। এতাদৃশ ভগবৎকৃপা একমাত্র নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তেরই লভ্য, অন্য বিষয়াবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্ল্লভ। যে রাজ্যাদির সম্বন্ধ বিচ্ছেদ সাধুগণ রাজগণের নিকট প্রার্থনা করেন। একচারী হইয়া নির্ব্বিঘ্নে তোমার ধ্যান ভক্তিসিদ্ধির জন্য। ৫৪ ॥

—————

ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনা-
দকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে
বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, হরে, (অহম্) অকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাৎ (অকিঞ্চনাঃ নিবৃত্তাভিমানাঃ তেষাং প্রার্থনীয়েষু সর্ব্বোত্তমাৎ) তব পাদসেবনাৎ (তব পাদপদ্মসেবাং বিনা) অন্যং বরং ন কাময়ে (ন প্রার্থয়ামি) হি (যস্মাৎ) কঃ (কো নাম) আর্য্যঃ

(বিবেকী পুরুষঃ) অপবর্গদং (মুক্তিপ্রদাতারং) ত্বাং আরাধ্য (সেবয়া সন্তুষ্য ইত্যর্থঃ) আত্মবন্ধনং (আত্মনঃ বন্ধনং সংসারঃ যস্মাৎ তং তাদৃশং) বরং বৃণীত (প্রার্থয়েৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, আমি অকিঞ্চনগণের সর্ব্বোত্তম প্রার্থনীয় ভবদীয়-পাদপদ্মসেবন ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করি না। যেহেতু, কোন্ বিবেকী পুরুষ মুক্তিপ্রদাতা আপনার আরাধনা করিয়া স্বকীয় বন্ধনহেতুভূত বর প্রার্থনা করে ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—বরান্ বৃণীষ্বেতি যদুক্তং তত্রোত্তরমাহ,—নেতি। অকিঞ্চনৈঃ প্রার্থ্যা ভক্তিঃ প্রার্থ্যতরঃ প্রেমা প্রার্থ্যতমং পাদসেবনং তস্মাৎ অন্যং মোক্ষমপি ন কাময়ে কিমুতান্যান্ বরান্, অপবর্গদং ভক্তিযোগপ্রদং পঞ্চমস্কন্ধে অপবর্গশব্দেন ভক্তিযোগোক্তেঃ। অথবা দৃষ্টান্তমপি কৈমুত্যেনৈবাহ,—হি অপ্যর্থে। অপবর্গদং মোক্ষার্থিত্বাৎ মোক্ষপ্রদমপি ত্বাং আরাধ্য কঃ খলু বিবেকী আত্মনো বন্ধনং বরং ত্বয়া দিৎসিতমপি বৃণীত। অহন্তু মোক্ষেঽসি নিরপেক্ষঃ কথং তৎ বৃণুয়ামিতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দকে বলিয়াছিলেন যে তুমি বরসকল প্রার্থনা কর, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আমি অন্য বর চাহি না। নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের প্রার্থনীয় ভক্তি ইহা প্রার্থনীয়তর প্রেমভক্তি প্রার্থনীয়তম তোমার শ্রীচরণসেবা, তাহা হইতে অন্য মোক্ষও কামনা করি না, অন্য কি আর বরসমূহ চাহিব। অপবর্গদ অর্থাৎ ভক্তিযোগকে যাহা দান করে, পঞ্চমস্কন্ধে অপবর্গশব্দের অর্থ ভক্তিযোগ বলা হইয়াছে। অথবা দৃষ্টান্তও কৈমুতিক ন্যায়ে বলিতেছেন—অপবর্গ দানকারী তোমাকে মোক্ষপ্রার্থী মোক্ষপ্রদানকারী তোমাকে আরাধনা করিয়া কোন্ বিবেকী ব্যক্তি নিজের বন্ধনকারী বর তুমি দিতে চাহিলেও প্রার্থনা করে ? আমি কিন্তু মোক্ষও চাহি না কিরূপে তাহা বরণ করিব ॥ ৫৫ ॥

তস্মাবিসৃজ্যাশিষ ঈশ সর্ব্বতো
রজস্তমঃসত্ত্বগুণানুবন্ধনাঃ।
নিরঞ্জনং নির্গুণমদ্বয়ং পরং
ত্বাং জ্ঞপ্তিমাত্রং পুরুষং ব্রজাম্যহম্ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ তস্মাৎ (ততঃ হেতোঃ) অহং রজস্তমঃ সত্ত্বগুণানুবন্ধনাঃ (রজস্তমঃ সত্ত্বগুণৈঃ অনুবধ্যন্তে ইতি তথা তাঃ) আশিষঃ (ঐশ্বর্য্যাদি শক্রমারণাদি ধর্ম্মাদিরূপান্ সর্ব্বান্ কামান্) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বতোভাবেন) বিসৃজ্য (পরিত্যজ্য) অদ্বয়ং (প্রকৃতিসম্বন্ধরহিতং অতঃ) নির্গুণং (প্রাকৃতগুণশূন্যম্ অতঃ) নিরঞ্জনম্ (উপাধিং বিনা স্বরূপেণৈব তথাস্থিতং অতঃ) জ্ঞপ্তিমাত্রং (জ্ঞানঘনং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং ইত্যর্থঃ) অক্ষরং পরং পুরুষং ত্বাং (শরণং) ব্রজামি ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, অতএব আমি সর্ব্বতোভাবে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সম্বন্ধযুক্ত কাম্যবিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্বয়, নির্গুণ, নিরুপাধিক, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অক্ষর, পরমপুরুষ আপনার শরণাগত হইতেছি ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্বস্য সর্ব্বকামনিস্পৃহং স্পষ্টীকৃত্যাহ,—তস্মাদিতি। সর্ব্বশঃ সর্ব্বা এবং 'সর্ব্বত' ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। রজস্তমঃ সত্ত্বগুণৈরনুবধ্যন্ত ইতি তাঃ। তেন জ্ঞানহেতুসত্ত্বগুণানুবন্ধিনী মুক্তিরপি বিসৃষ্টা গুণত্রয়াতীতা পাদসেবনাত্মিকা ভক্তিরেব প্রার্থিতা। শ্রীমদ্গীতাস্বেকাদশে চ ভক্তেরেব ত্রিগুণাতীতত্বশ্রবণাৎ ত্বাং পুরুষং ব্রজামি প্রাপ্নুয়ামিত্যর্থঃ। ননু পুরুষাকারং মাং মায়াশরণং ব্রহ্মেতি কেচিদাচক্ষতে। তত্রাহ,—নিরঞ্জনং অঞ্জনমুপাধিস্তদ্রহিতম্। যতো নির্গুণম্। ননু, সত্যং নির্গুণ এবাস্মি ইদং মদীয়ং বপুস্তু গুণময়মেব বদন্তীত্যত আহ,—অদ্বয়ং ত্বং ত্বদ্বপুশ্চ ন ভিন্নং ত্বমেব তদ্বপুরিত্যর্থঃ। তর্হি বপুরিদং কং স্বরূপং তত্রাহ,—জ্ঞপ্তিমাত্রং চিৎস্বরূপং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। যদ্বা, গুণময়জগতোঽপি ত্বচ্ছক্তিময়ত্বেন ত্বত্তিন্নত্বাভাবাদদ্বয়ম্। স্বরূপশক্ত্যা তু জ্ঞপ্তিমাত্রং পুরুষম্ ॥ ৫৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজের সর্ব্বকামনা শূন্যতা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—হে পরমেশ্বর! রজতমঃ সত্ত্বগুণ দ্বারা যাহা বন্ধন করে সেই সকল জ্ঞান কারণ সত্ত্বগুণ সম্বন্ধিনী মুক্তিও ত্যাগ করিয়া গুণত্রয়ের অতীত আপনার পাদপদ্ম সেবনরূপ ভক্তিই প্রার্থনা করি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ও শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ভক্তিকেই ত্রিগুণাতীত বলা হইয়াছে। অতএব

তোমার ভক্তজনকে অনুগমন করি এবং যেন পাই। প্রশ্ন হইতে পারে পুরুষাকার আমাকে মায়াশ্রিত ব্রহ্ম কেহ কেহ বলে, তাহার উত্তরে বলি—নিরঞ্জন অঞ্জন অর্থে উপাধি তাহা রহিত অতএব নির্গুণ তুমি। আবার প্রশ্ন হইতে পারে সত্য নির্গুণই আমি এই আমার শরীরকে গুণময়ই বলিয়া থাকে, তাহার উত্তরে বলি—অদ্বয় অর্থাৎ তুমিও তোমার শরীর ভিন্ন নহে, তুমিই তোমার শরীর তাহা হইলে এই কোন শরীর স্বরূপ ? তাহার উত্তরে বলি—জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই। অথবা গুণময় জগৎ ও তোমার ভক্তিময়হেতু তোমা হইতে ভিন্ন নয়, অতএব অদ্বয় স্বরূপ শক্তির সহিত জ্ঞানমাত্র পুরুষ আপনি ॥ ৫৬ ॥

———

চিরমিহ বৃজিনার্ত্তস্তপ্যমানোঽনুতাপৈ-
রবিতৃষষড়মিত্রো লব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ।
শরণদ সমুপেতস্ত্বৎপদাব্জং পরাত্মন্
অভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শরণদ, (শরণং স্বজ্ঞানং তৎ দদাতীতি শরণদ,) পরাত্মন্, (পরমাত্মরূপিন্,) ঈশ, ইহ (সংসারে) চিরং (দীর্ঘকালং) বৃজিনার্ত্তঃ (বৃজিনৈঃ কর্ম্মফলৈঃ আর্ত্তঃ পীড়িতঃ) অনুতাপৈঃ (পুনঃ তদ্‌বাসনাভিঃ) তপ্যমানঃ (সন্তাপিতঃ তথাপি) অবিতৃষ-ষড়মিত্রঃ (ন বিগততৃষা ষট্ অমিত্রাঃ ইন্দ্রিয়-রূপাঃ শত্রবঃ যস্য সঃ অতএব) অলব্ধশান্তিঃ (অপ্রাপ্ত-সুখঃ অহং) কথঞ্চিৎ (দৈববশেন) ঋতং (সত্যং অতঃ) অভয়ং অশোকং ত্বৎপদাব্জং (তব পাদপদ্মং) সমুপেতঃ (আশ্রয়ত্বেন প্রাপ্তঃ অস্মি অতঃ) আপন্নং (আপদা ব্যাপ্তং) মা (মাং) পাহি (রক্ষ) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—হে শরণপ্রদ, পরমাত্মন্, ঈশ, আমি ইহলোকে দীর্ঘকাল কর্ম্মফলে পীড়িত, অনুতাপে সন্তাপিত, এবং তৃষ্ণার্ত্ত ইন্দ্রিয়-শত্রুগণের তাড়নায় শান্তিশূন্য হইয়া দৈববশতঃ সত্য, অভয়, অশোক ভবদীয় পাদপদ্মের শরণাপন্ন হইয়াছি, এই আপদ্-গ্রস্তকে রক্ষা করুন্ ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভুঙ্ক্ষ্ব তাবদ্ভোগান্ তদন্তে সাক্ষাৎ পাদসেবনং তু তে দাস্যাম্যেবেতি পুনর্বরৈঃ প্রলো-ভয়ন্তং শ্রীকৃষ্ণং পাদোপগ্রহণেন প্রার্থয়তে চিরমিতি। বৃজিনৈঃ সংগ্রামে শত্রুবৈরিজিগীষালক্ষণৈরুপদ্রবৈরে-বার্ত্তঃ। হরি হরি এতাবদ্দিনানি ভগবন্তং নাভজ-মিত্যনুতাপৈস্তপ্যমানঃ বিষয়ভোগে প্রস্তুতে সত্যবিতৃষ-ষড়মিত্রঃ। বিগততৃষ্ণানি মে ষড়িন্দ্রিয়াণি ন ভবন্তি কথঞ্চিৎ স্বকৃতেনান্যদত্তেন বিবেকেনাপ্যলব্ধশান্তিঃ। তেন ত্বদ্দত্তেষ্বপি ভোগেষ্বেবমেব পুনরপ্যহং ভবি-ষ্যামি, বিষয়ভোগস্য স্বভাব এবায়ং তস্মান্মাদেহি ভোগানিতি দ্যোতিতম্ হে পরমাত্মন্। অন্তর্য্যামিন্, সর্ব্বং ত্বং জানাস্যেবেতি ভাবঃ। অভয়মৃতমশোক-মিতিপদাব্জস্য বিশেষণত্রয়েণ। অন্যত্র মানুষসম্পত্তৌ রোগবিপক্ষাদিভয়ং দিব্যসম্পত্তৌ অচিরস্থায়িত্বলক্ষণ-মনৃতত্বম্। ব্রাহ্মসম্পত্তৌ ত্বৎপাদসেবনবঞ্চিতত্ব লক্ষণঃ শোক ইত্যলং তাভিরিতি দ্যোতিতম্। তস্মান্মা মাং আপন্নমাপদ্‌গ্রস্তং পাহি স্বপাদাব্জে এব রক্ষে-ত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— মুচুকুন্দকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, —সেই পর্য্যন্ত ভোগসমূহ ভোগ করিবে তৎপরে সাক্ষাৎ পাদসেবন তোমাকে দান করিব। পুনঃরায় বরসমূহদ্বারা প্রলোভনকারী শ্রীকৃষ্ণকে চরণধারণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছে—'চিরম্' ইত্যাদি। সংগ্রামে ইন্দ্র বৈরী অসুর জয় করিবার ইচ্ছারূপ উপদ্রবে আমি আর্ত্ত, হরি হরি এতদিন পর্য্যন্ত ভগবানকে ভজন না করিয়া। অনুতাপ-সমূহদ্বারা তাপিত বিষয়ভোগে তৃষ্ণার শান্তি নাই, সেইখানে কামক্রোধাদি ছয়জন শত্রু আছে। আমার ছয়টি ইন্দ্রিয় এখনও তৃষ্ণা ত্যাগ করিতেছে না। কথঞ্চিৎ নিজকৃত ও অন্যপ্রদত্ত বিবেকদ্বারাও শান্তি পাইতেছি না। ইহার পর আপনার প্রদত্ত ভোগসমূহেও পুনঃরায় আমি ঐরূপ হইব, বিষয়ভোগের স্বভাবই এইরূপ। অতএব আমাকে আর ভোগ দান করিবেন না—এইভাব প্রকাশ করিয়া মুচুকুন্দ বলিতেছেন—হে পরমাত্মন্! হে অন্তর্য্যামী! আপনি সবই জানিতেছেন। অভয়-অমৃত-অশোক আপনার পাদপদ্ম। মনুষ্য লোকের সম্পত্তিভোগে রোগ ও বিপক্ষ শত্রুর ভয়, দেবলোকের সম্পত্তিতে ক্ষণস্থায়ীত্ব হেতু উহা মিথ্যার ন্যায়। ব্রহ্ম সম্পত্তিতে তোমার চরণসেবা বঞ্চিত, অতএব শোক ভোগ করিতে হয়। সুতরাং ঐ সকল বরে আমার

প্রয়োজন নাই। অতএব আপদ গ্রস্ত আমাকে আপনার চরণকমলেই রক্ষা করুন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

সার্ব্বভৌম মহারাজ মতিস্তে বিমলোর্জ্জিতা।
বরৈঃ প্রলোভিতস্যাপি ন কামৈর্বিহতা যতঃ ॥৫৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) মহারাজ, (হে) সার্ব্বভৌম, (চক্রবর্ত্তিন্,) তে (তব) মতিঃ (বুদ্ধিঃ) বিমলা (প্রাকৃতমলরহিতা) উর্জ্জিতা (চালয়িতুমশক্যত্বাৎ বলবতী চ ভবতি) যতঃ (যস্মাৎ) বরৈঃ (ময়া বরদানস্বীকারবাক্যৈঃ) প্রলোভিতস্য অপি (তব সা মতিঃ) কামৈঃ (বিষয়বাসনাভিঃ) ন বিহতা (ন আক্রান্তা অভবৎ) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে সার্ব্বভৌম, মহারাজ, তোমার বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মলা এবং বলবতী হইয়াছে, যেহেতু আমি বরদানবাক্যে প্রলোভিত করিলেও তোমার বুদ্ধি বিষয়বাসনায় আক্রান্ত হয় নাই ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—উর্জ্জিতা চালয়িতুমশক্যত্বাদ্বলবতী ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উর্জ্জিতা—তোমার বিমল মতিকে চালাইতে পারিলাম না, অতএব তোমার বুদ্ধি বলবতী ॥ ৫৮ ॥

প্রলোভিতো বরৈর্যৎ ত্বপ্রমাদায় বিদ্ধি তৎ।
ন ধীরেকান্তভক্তানামাশীর্ভির্ভিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং (ময়া) বরৈঃ প্রলোভিতঃ (ইতি) যৎ (প্রলোভনং) তৎ অপ্রমাদায় (প্রমাদায় ন ভবতি ইতি) বিদ্ধি (জানীহি যতঃ) একান্তভক্তানাং ধীরা (ভগবন্নিষ্ঠাযুক্তা মতিঃ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ অপি) আশীর্ভিঃ (প্রাপ্তাভিঃ অপি ইত্যর্থঃ) ন ভিদ্যতে (ন বিষয়েষু সজ্জতে ইতি ভাবঃ) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—আমি যে তোমাকে বরদ্বারা প্রলোভিত করিয়াছি, তাহাতেও কোনরূপ প্রমাদের সম্ভাবনা নাই জানিবে, যেহেতু একান্তিভক্তগণের নিশ্চলা মতি বিষয়প্রাপ্তিতেও কদাপি তাহাতে আসক্ত হয় না ॥ ?৯॥

বিশ্বনাথ—অপ্রমাদায় তবাপ্রমাদং দ্রষ্টুমন্যোপাসকান্ দর্শয়িতুমিতি বা 'ক্রিয়ার্থোপপদস্যে'ত্যাদিনা চতুর্থী। যতো ন ধীরিত্যাদি ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার বুদ্ধি প্রমাদগ্রস্ত কিনা ইহা দেখিবার জন্য বা অন্য উপাসকগণকে দেখাইবার জন্য তোমাকে ঐরূপ বর দান দ্বারা লোভ দেখাইয়াছিলাম, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিচলিত হইল না ॥৫৯

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—(ব্যতিরেকমাহ হে) রাজন্, অভক্তানাং (মদ্‌ভক্তভিন্নানাং) যুঞ্জানানাং (যোগিনাং জ্ঞানিনাঞ্চ) মনঃ প্রাণায়ামাদিভিঃ (অনুষ্ঠানৈঃ) অক্ষীণবাসনং (ন ক্ষীণাঃ বাসনাঃ যস্য তৎ তাদৃশং সৎ) [ক্বচিৎ (কদাচিৎ)] পুনঃ উত্থিতং (বিষয়াভিমুখং) দৃশ্যতে (লক্ষ্যতে) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অভক্ত যোগী এবং জ্ঞানিগণের মন প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানেও বাসনাশূন্য না হইয়া কদাচিৎ পুনরায় বিষয়াভিমুখী হইতে দেখা যায় ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যোপাসকানান্তু প্রমাদো ভবত্যেবেত্যাহ,—যুঞ্জানানামিতি। অভক্তানাং মদ্ভক্তভিন্নানাং যোগিনাং জ্ঞানিনাঞ্চেত্যর্থঃ। প্রাণায়াম-শম-দমাদিভিঃ উত্থিতং বিষয়াভিমুখং ভবতি ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্য উপাসকগণের কিন্তু প্রমাদ হয়ই, ইহাই ভগবান্ বলিতেছেন—প্রাণায়ামাদিদ্বারা অভক্ত যোগীগণের ও জ্ঞানীগণের বাসনা ক্ষয় না হওয়ার জন্য পুনঃরায় ভোগ বাসনা জাগে। প্রাণায়াম শম-দম আদিদ্বারা বাসনা উঠিয়া বিষয়াভিমুখী হয় ॥ ৬০ ॥

বিচরস্ব মহীং কামং ময্যাবেশিতমানসঃ।
অস্ত্বেবং নিত্যদা তুভ্যং ভক্তির্ময্যনপায়িনী ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—ময়ি আবেশিতমানসঃ (নিবিষ্টমনাঃ সন্) কামং (যথেচ্ছং) মহীং (পৃথিবীং) বিচরস্ব (বিহর) নিত্যদা (সর্ব্বদা) তুভ্যং (তব) ময়ি

এবং (এতাদৃশী) অনপায়িনী (বিষয়াবাসনারূপাপায়সম্পর্কশূন্যা স্থিরা) ভক্তিঃ অস্তু (ভবতু) ।।৬১।।

অনুবাদ—হে রাজন্, তুমি আমার প্রতি মনোনিবেশ সহকারে যথেচ্ছভাবে পৃথিবীতে বিহার কর। সর্ব্বদা আমার প্রতি তোমার এতাদৃশী বিষয়বাসনা-সম্পর্কশূন্য ভক্তি বর্ত্তমান থাকুক্ ।। ৬১ ।।

বিশ্বনাথ—তুভ্যমিতি পূর্ব্বমধুনাপি বিশেষতো দত্তৈব ।। ৬১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমাকে পূর্ব্বে আমার অনপায়িনী ভক্তি দিয়াছিলাম এখনও বিশেষভাবে দান করিলাম ।। ৬১ ।।

ক্ষাত্রধর্ম্মস্থিতো জন্তূন্ ন্যবধীর্ম্মৃগয়াদিভিঃ ।
সমাহিতস্তৎ তপসা জহ্যঘং মদুপাশ্রিতঃ ।। ৬২ ।।

অন্বয়ঃ—(যুক্ত্যাভাসেন ভীষয়ন্ তপসি লোকসংগ্রহে প্রবর্ত্তয়তি ক্ষাত্রধর্ম্মস্থিতঃ (ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মরতঃ সন্ ত্বং পুরা) মৃগয়াদিভিঃ (মৃগয়া প্রভৃতিব্যাপারৈঃ) জন্তূন্ (বহূন্ প্রাণিনঃ) ন্যবধীঃ (নিহতবান্ ইদানীং) মদুপাশ্রিতঃ (মদাশ্রয়গতঃ) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্) তপসা তৎ অঘং (পাপং) জহি (বিনাশয়) ।। ৬২ ।।

অনুবাদ—তুমি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে রত থাকিয়া মৃগয়াদি ব্যাপারে বহু প্রাণি বধ করিয়াছ, ইদানীং আমার আশ্রিত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া তপস্যাদ্বারা উক্ত পাপ বিনাশ কর ।। ৬২ ।।

বিশ্বনাথ—হা হা অতঃ পরমপি মাং স্বসঙ্গাদ্বিযোজয়িতুমিচ্ছসি নৈবং নৈবমিতি। তস্য মহোৎকণ্ঠামালক্ষ্য ভগবতা বিচারিতম্। অয়মস্মিন্নবতারে স্বসঙ্গে নেতুমনর্হঃ। মদীয়লীলাপরিকরা হি দ্বাপরান্তর্ভবা উদ্ধবাক্রূরাদয়ো যুধিষ্ঠিরার্জ্জুনাদয়শ্চ ইমমেতন্মন্বন্তর প্রথমসময়ভবমতিপ্রাচীনং দৃষ্ট্বা অহো কোঽয়মতিদীর্ঘতমোঽতিস্থূলতমোঽস্মদননুরূপো মানুষ ইত্যুক্ত্বা হসিষ্যন্তি তথা সংপ্রত্যেব জরাসন্ধাৎ পলায়নলীলায়াং তথাগ্রিমাসু রুক্মিণীহরণাদিলীলাসু জরাসন্ধাদিভিঃ শাল্বাদিভিশ্চ সংগ্রামে নায়ং মৎসঙ্গানুরূপো ভবিতুমর্হতি। অয়ং হি তান্ মদ্বিপক্ষান্ মশকানিব করতলাভ্যামেব ঘৃষ্ট্বা বধিষ্যন্তীত্যত ইমং স্বসঙ্গাদ্বিযোজয়িতুং কাং যুক্তিং করোমীতি বিচিন্ত্য কেবলমলীকোক্তিময়ং তৎপ্রত্যায়কং কিমপ্যাহ,—ক্ষাত্রেতি ।। ৬২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! ইহার পরও আমাকে নিজসঙ্গ হইতে বিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? না না। তাহার এইরূপ মহা উৎকণ্ঠা দেখিয়া ভগবান্ বিচার করিলেন এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুচুকুন্দ আমার এই অবতারে নিজ সঙ্গে লইবার অযোগ্য, আমার লীলাপরিকরগণ এই দ্বাপরযুগে আবির্ভূত হইয়াছে, যেমন উদ্ধব-অক্রূরাদি ও যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনাদি, এই মুচুকুন্দ এই মন্বন্তরের প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অতএব অতিপ্রাচীন, ইহাকে দেখিয়া অহো কে এই ব্যক্তি অতিদীর্ঘতম, অতিস্থূলতম, আমাদের অনুরূপ মানুষ নহে এই বলিয়া হাসিবে এবং সম্প্রতিই জরাসন্ধ হইতে পলায়ন লীলাতে এবং ভবিষ্যৎ রুক্মিণী হরণাদি লীলাতে, জরাসন্ধাদি সহিত এবং শাল্ব প্রভৃতির সহিত সংগ্রামে এই ব্যক্তি, আমার সঙ্গের অনুরূপ হইতে পারিবে না। এই ব্যক্তি ঐ সকল আমার বিপক্ষগণকে মশকের ন্যায় করতলে ঘসিয়া বধ করিবে। এই কারণে মুচুকুন্দকে আমার সঙ্গ হইতে বিযুক্ত করিবার কি যুক্তি করি—এইরূপ চিন্তা করিয়া কেবল মিথ্যা উক্তিময়, তাহার বুঝিবার মত শ্রীকৃষ্ণ কিছু বলিতেছেন ।। ৬২ ।।

জন্মন্যনন্তরে রাজন্ সর্ব্বভূতসুহৃত্তমঃ ।
ভূত্বা দ্বিজবরস্ত্বং বৈ মামুপৈষ্যসি কেবলম্ ।।৬৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে মুচুকুন্দস্তুতির্নাম একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।। ৫১ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অনন্তরে (ইতঃ পরং ভাব্যে) জন্মনি ত্বং সর্ব্বভূতসুহৃত্তমঃ (সকলপ্রাণিহিতৈষিপ্রবরঃ) দ্বিজবরঃ (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ) ভূত্বা বৈ (নিশ্চিতং) কেবলং (ত্বদভীষ্টং) মাং (মামেব ন তু অনভীষ্টং বিভূত্যাদিকম্) উপৈষ্যসি (উপ সামীপ্যেন এষ্যসি প্রাপ্স্যসি) ।। ৬৩ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—হে রাজন্, আগামী জন্মে তুমি নিখিল প্রাণিহিতৈষিপ্রবর, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপলাভ করিয়া কেবলমাত্র আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ; অন্য কোন ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইবে না ।। ৬৩ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি ত্বৎসঙ্গী কদা ভবিষ্যামীত্যত আহ,—জন্মনীতি । অয়মর্থঃ । অতঃ পরং দেহান্তে ত্বং মদ্ধাম বৈকুণ্ঠং যাস্যস্যেব স্ববৈরিভ্যোঽপ্যস্মিন্নবতারে মোক্ষং বৈকুণ্ঠবাসঞ্চ দদামি কিং পুনস্তভ্যং পরমভক্তায় । কিন্ত্ববতারান্তরে ত্বাং স্বসঙ্গিনং লীলাপরিকরঞ্চ করিষ্যামি যদা ত্বাং স্বঞ্চ তুল্যকাল এবাবির্ভাবয়িষ্যামীতি অনন্তরে জন্মনি মম চ তব চেত্যর্থঃ সর্ব্বভূতানামুপকারকত্বাৎ যথাযোগং বিদ্যাপ্রদানাচ্চ সুহৃত্তমঃ । দ্বিজবরঃ পরমাদরণীয়ো বিপ্রো ভূত্বা মাং কেবলং বৈরাগ্যত্বান্নিষ্পরিগ্রহমুপৈষ্যসি মৎসঙ্গে এব স্থাস্যসীত্যর্থঃ ।। ৬৩ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
একপঞ্চাশত্তমোঽয়ং দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে তাহা হইলে মুচুকুন্দ কখন তোমার সঙ্গী হইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অন্য জন্মে । ইহার অর্থ অতঃপর দেহান্তে তুমি আমার ধাম বৈকুণ্ঠে যাইবেই নিজ বৈরীগণকেও এই অবতারে মোক্ষ ও বৈকুণ্ঠবাস দান করিব । তোমার ন্যায় পরমভক্তকে কি আর না দিব । কিন্তু অন্য অবতারে তোমাকে নিজসঙ্গী ও লীলাপরিকর করিব । যখন তোমাকে এবং নিজেকে সমান একই সময়ে আবির্ভাব করাইব, আমার ও তোমার পরজন্মে । সর্ব্বভূতগণের উপকারকহেতু এবং যথাযোগ্য বিদ্যা প্রদানহেতু তুমি সুহৃদ্‌ত্তম দ্বিজবর অর্থাৎ পরম আদরণীয় বিপ্র হইয়া কেবল দানাদি গ্রহণ না করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া আমার সঙ্গেই থাকিবে ।। ৬৩ ।।

ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন ।।১০।৫১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্থং সোঽনুগৃহীতোঽঙ্গ কৃষ্ণেনেক্ষ্বাকুনন্দনঃ ।
তং পরিক্রম্য সংনম্য নিশ্চক্রাম গুহামুখাৎ ।। ১ ।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভীতবৎ ধাবমান হইয়া রাম-কৃষ্ণের দ্বারকাগমন এবং ব্রাহ্মণমুখে রুক্মিণীর সংবাদ শুনিয়া তদনুমোদন বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া মহারাজ মুচুকুন্দ তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গুহামধ্য হইতে নির্গত হইলেন এবং মনুষ্য, পশু, বৃক্ষলতাদিকে ক্ষুদ্রকায় দর্শনপূর্ব্বক কলি উপস্থিত জানিতে পারিয়া উত্তরদিকে গমন করিলেন । তিনি বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া নিঃসঙ্গাবস্থায় শ্রীহরির আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীকৃষ্ণ যবনসৈন্যবেষ্টিত মথুরায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যবনসৈন্য বিনাশ করিয়া তাহাদের ধনসম্পত্তি দ্বারকায় লইলেন । তৎপরে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইলে রাম-কৃষ্ণ স্বরূপতঃ ভয়শূন্য হইয়াও ভীরুর ন্যায় ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহু দূরদেশে পলায়ন করিতে লাগি-

লেন। জরাসন্ধও তাঁহাদের প্রভাব বুঝিতে না পারিয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইল। রাম-কৃষ্ণ সুদীর্ঘ পথ ধাবিত হইয়া 'প্রবর্ষণ' নামক পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে উক্ত পর্ব্বতে লুক্কায়িত জ্ঞানে বহু অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাঁহাদের পলায়ন-স্থান অবগত হইতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক পর্ব্বত দগ্ধ করিয়া ফেলিল। পর্ব্বতের তট-দেশ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে রাম-কৃষ্ণ একাদশ যোজন উন্নত পর্ব্বত হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ভূপতিত হইলেন এবং জরাসন্ধ ও তদনুচরগণের অলক্ষিতে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। জরাসন্ধ 'রাম-কৃষ্ণ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন' মনে করিয়া সৈন্যসহ স্বদেশে প্রস্থান করিল।

অতঃপর শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী-বিবাহের বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন।

বিদর্ভপতি মহারাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বীর্য্য ও গুণাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অনুরূপ পতি নির্ণয় করিয়াছিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। রুক্মিণীর অন্যান্য আত্মীয়গণ এই বিবাহে সম্মত থাকিলেও রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মী কৃষ্ণদ্বেষ বশতঃ তাহা নিবারণ পূর্ব্বক শিশুপালকে বররূপে নির্ণয় করিয়াছিল। রুক্মিণী দুঃখিতচিত্তে কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক কোন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দ্বারকায় উপস্থিত হইলে মানদ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য অর্চ্চনাদি করিয়া তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ রুক্মিণীপ্রদত্ত পত্র উন্মোচন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রদর্শন করাইলেন এবং তদনুমতিক্রমে উহা পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শুনাইলেন। তাহার সারমর্ম্ম এই যে, রুক্মিণীদেবী শ্রোতৃজনের অঙ্গতাপহারী শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাতে আসক্তা হইয়াছেন। সুতরাং শিশুপাল তাঁহাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বেই যেন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তাঁহাদের কুলপ্রথামত বিবাহের পূর্ব্বদিবসে তিনি অম্বিকামন্দিরে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া রুক্মিণীকে সহজেই গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবেন। শিবাদিবন্দিতপদ শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভে বঞ্চিত হইলে তিনি ব্রতোপবাসাদি দ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়া অন্যান্য জন্মে তাঁহাকে পাইবার আশা রাখেন।

ব্রাহ্মণ পত্র পাঠানন্তর বিহিত কর্ত্তব্যের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ,—অঙ্গ, (হে রাজন্,) কৃষ্ণেন ইত্থং (অনেন প্রকারেণ) অনুগৃহীতঃ সঃ ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ (মহারাজঃ মুচুকুন্দঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) সংনম্য (সম্যক্ নত্বা চ) গুহামুখাৎ (পর্ব্বতগহ্বরাৎ) নিশ্চক্রাম (নির্গতো বভূব) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপে অনুগৃহীত হইয়া মহারাজ মুচুকুন্দ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া গুহামধ্য হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিপঞ্চাশত্তমে বৈরিদুর্লঙ্ঘ্যাত্তং হরেগিরেঃ। প্রবর্ষণস্য দাহশ্চ ভৈষ্মীসন্দেশবাক্ শ্রুতিঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে শত্রুগণের দুর্ল্লঙ্ঘনীয় পর্ব্বত হইতে শ্রীহরির দ্বারকায় পলায়ন এবং শত্রুকর্ত্তৃক ঐ পর্ব্বতের দাহ। তৎপরে ভীষ্মক কন্যা রুক্মিণীর পত্রবাহক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সন্দেশ শ্রবণ ॥ ১ ॥

সংবীক্ষ্য ক্ষুল্লকান্ মর্ত্ত্যান্ পশূন্ বীরুদ্বনস্পতীন্।
মত্বা কলিযুগং প্রাপ্তং জগাম দিশমুত্তরাম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(নির্গমনানন্তরং) সঃ (মুচুকুন্দঃ) মর্ত্ত্যান্ (মনুষ্যান্) পশূন্ বীরুদ্‌বনস্পতীন্ (বীরুধঃ লতাঃ বনস্পতয়ঃ বৃক্ষাঃ তাশ্চ তাংশ্চ) ক্ষুল্লকান্ (অল্পপ্রমাণান্) সংবীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) কলিযুগং প্রাপ্তং (উপস্থিতং) মত্বা (অবধার্য্য) উত্তরাং দিশং জগাম (গতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি মনুষ্য পশু, বৃক্ষলতা প্রভৃতিকে ক্ষুদ্রকায় দর্শন করিয়া কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া উত্তরদিকে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

তপঃশ্রদ্ধাযুতো ধীরো নিঃসঙ্গো মুক্তসংশয়ঃ।
সমাধায় মনঃ কৃষ্ণে প্রাবিশদ্গন্ধমাদনম্ ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—তপঃশ্রদ্ধাযুতঃ (তপসি শ্রদ্ধাযুতঃ) ধীরঃ (বিবেকনিপুণঃ অতঃ) মুক্তসংশয়ঃ (সন্দেহ রহিতঃ শাস্ত্রাদিভিঃ কৃতপরমনিশ্চয়ঃ অতঃ) নিঃসঙ্গঃ (অন্যোপাসনাফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যঃ সঃ) কৃষ্ণে মনঃ সমাধায় (সমাধিনিষ্ঠং মনঃ কৃত্বা) গন্ধমাদনং (তদাখ্যং পর্ব্বতং) প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ৩॥

অনুবাদ—এইরূপে তিনি তপস্যায় শ্রদ্ধাযুক্ত, বিবেকী, সংশয়শূন্য ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ পূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩ ॥

বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য নরনারায়ণালয়ম্।
সর্ব্বদ্বন্দ্বসহঃ শান্তস্তপসারাধয়দ্ধরিম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র চ) নরনারায়ণালয়ং (নর-নারায়ণয়োঃ আলয়ঃ আশ্রয়ঃ যস্মিন্ তং) বদর্য্যা-শ্রমং (বদরিকাশ্রমম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) সর্ব্বদ্বন্দ্বসহঃ (শীতোষ্ণাদিদুঃখসহনশীলঃ) শান্তঃ (সমপরায়ণঃ সন্) তপসা হরিং আরাধয়ৎ (আরাধিতবান্) ॥৪॥

অনুবাদ—তিনি তথায় নরনারায়ণের নিবাসস্থান বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া শীতোষ্ণাদি দুঃখসহনশীল শান্ত অবস্থায় তপস্যা দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাপ্তং আসন্নত্বাৎ প্রাপ্তপ্রায়মিত্যর্থঃ ॥ ২-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাপ্ত—নিকটহেতু প্রাপ্ত প্রায় এই অর্থ ॥ ২-৪ ॥

ভগবান্ পুনরাব্রজ্য পুরীং যবনবেষ্টিতাম্।
হত্বা ম্লেচ্ছবলং নিন্যে তদীয়ং দ্বারকাং ধনম্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণশ্চ) পুনঃ যবন-বেষ্টিতাং পুরীং (মথুরাম্) আব্রজ্য (প্রত্যাবৃত্য) ম্লেচ্ছবলং (যবনসৈন্যং) হত্বা তদীয়ং (যবন-রাজকীয়ং) ধনং দ্বারকাং নিন্যে (নয়ন্ মার্গে চলতি স্ম) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও পুনরায় যবনসৈন্য-বেষ্টিত মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ধনসম্পত্তি দ্বারকায় লইয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

নীয়মানে ধনে গোভির্নৃভিশ্চাচ্যুতচোদিতৈঃ।
আজগাম জরাসন্ধস্ত্রয়োবিংশত্যনীকপঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অচ্যুতচোদিতৈঃ (শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিতৈঃ) নৃভিঃ (মনুষ্যৈঃ) গোভিঃ চ ধনে নীয়মানে (সতি) ত্রয়োবিংশত্যনীকপঃ (ত্রয়োবিংশত্যক্ষৌহিণী-পতিঃ) জরাসন্ধঃ আজগাম (যুদ্ধার্থং সমাগতঃ বভূব) ॥৬॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত মনুষ্য এবং গোসমূহ ধন লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিলে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌ-হিণীর অধিপতি জরাসন্ধ যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলেন ॥৬

বিশ্বনাথ—নিন্যে নেতুমুপচক্রমে ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিন্যে—নেওয়ার আরম্ভে ॥৫-৬

বিলোক্য বেগরভসং রিপুসৈন্যস্য মাধবৌ।
মনুষ্যচেষ্টামাপন্নৌ রাজন্ দুদ্রুবতুর্দ্রুতম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, মাধবৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) রিপুসৈন্যশ্চ বেগরভসং (বেগোদ্রেকং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) মনুষ্যচেষ্টাং (মানবলীলাম্) আপন্নৌ (স্বীকুর্ব্বন্তৌ সন্তৌ) দ্রুতং দুদ্রুবতুঃ (ধাবিতবন্তৌ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, রাম-কৃষ্ণ তৎকালে শত্রু-সৈন্যের প্রবলবেগ দর্শনে মানবলীলার আশ্রয় করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বেগরভসং বেগোদ্রেকম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বেগরভসং—বেগের উদ্রেক ॥ ৭॥

বিহায় বিত্তং প্রচুরভীতৌ ভীরুভীতবৎ।
পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং চেলতুর্বহুযোজনম্ ॥ ৮॥

অন্বয়ঃ—অভীতৌ (স্বরূপতঃ অভীতৌ অপি রামকৃষ্ণৌ) ভীরুভীতবৎ (ভীরোঃ অপি ভীতবৎ

অতিভীতবৎ ইত্যর্থঃ) প্রচুরং বিত্তং (ধনং) বিহায় (পরিত্যজ্য) পদ্মপলাশাভ্যাং (কমলদল-সুকোমলাভ্যাং) পদ্ভ্যাং বহুযোজনং (বহুযোজনমিতং দেশং) চেলতুঃ (পলায়িতবন্তৌ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা স্বরূপতঃ ভয়শূন্য হইয়াও অতি ভীরুর ন্যায় প্রচুর ধনসম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কমলদলতুল্য সুকোমল পদ বিক্ষেপ সহকারে বহু-যোজন দূরদেশে পলায়ন করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—মনুষ্যচেষ্টামাপন্নাবিতি তস্য স্বভাব এবোক্তঃ ন তু পালায়নেঽয়মেব সিদ্ধান্তঃ। মনুষ্য-চেষ্টামাপন্নত্বেঽপি বহুশঃ সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্ব দর্শনাৎ। তত্র প্রিয়জনস্য কস্যাপ্যভাবান্নাপি প্রেম-মৌগ্ধ্যঞ্চ ব্যাখ্যাতুং শক্যং, নাপি ভয়স্যানুকরণমেবৈতদিতি ব্যাখ্যেয়ম্। 'খিদ্যতি ধীর্বিদামপী'ত্যুদ্ধবোক্তেঃ। তস্মাৎ 'দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়ন'মিত্যুদ্ধব এব তমেব দৃষ্ট্বাস্য সিদ্ধান্তং জ্ঞাস্যতীতি জ্ঞেয়ম্। অভীতাবিতি ভয়াভাবঃ প্রাপ্তঃ ভীরু ভয়শীলাবন্যৌ জনৌ ভীতৌ যথা স্যাতাং তথা ভীতাবিতি, ভয়ঞ্চ প্রাপ্তমিতি বিরোধ এবোক্তঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মনুষ্য চেষ্টাপ্রাপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ে, ইহাদ্বারা তাঁহার স্বভাবই বলা হইল, ইহাই পলায়নের সিদ্ধান্ত নহে, মনুষ্য চেষ্টাপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহার বহুবার সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহার কোন প্রিয়জনের অভাবহেতু প্রেমমুগ্ধতা ব্যাখ্যা করিতে পার না, ইহা ভয়ের অনুকরণ ইহাও ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য নহে, শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পরস্পর বিরোধি লীলাতে বিদ্বানগণের বুদ্ধিও খেদ প্রাপ্ত হয়। অতএব দুর্গের আশ্রয়, শত্রু ভয়ে পলায়ন এই সকললীলা উদ্ধবমহাশয় দেখিয়া ইহার সিদ্ধান্ত তিনি জানেন, ভয়হীন ইহা দ্বারা কৃষ্ণ বলরামের ভয়ের অভাব প্রাপ্তি, ভীরু অর্থাৎ ভয়শীল অন্যজন, ভীতব্যক্তি যেমন হয় সেইরূপ ভীত ভয়ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ বিরোধই বলা হইল ॥৮॥

পলায়মানৌ তৌ দৃষ্ট্বা মাগধঃ প্রহসন্ বলী।
অন্বধাবদ্রথানীকৈরীশয়োরপ্রমাণবিৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—বলী (মহাবলঃ) মাগধঃ (জরাসন্ধঃ) তৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) পলায়মানৌ (পলায়নপরৌ) দৃষ্ট্বা প্রহসন্ ঈশয়োঃ (রাম-কৃষ্ণয়োঃ) অপ্রমাণবিৎ (প্রমাণমিয়ত্তা তন্ন বেত্তীতি তথা প্রমাণং অজানন্ সন্) রথানীকৈঃ (রথৈঃ অনীকৈঃ সৈন্যৈশ্চ সহ) অন্বধাবৎ (পশ্চাৎ ধাবিতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—মহাবল জরাসন্ধ রাম-কৃষ্ণকে পলায়নতৎপর দেখিয়া তাঁহাদের প্রভাব জানিতে না পারিয়া হাস্য সহকারে রথ এবং সৈন্যগণের সহিত তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥ ৯ ॥

প্রদ্রুত্য দূরং সংশ্রান্তৌ তুঙ্গমারুহতাং গিরিম্।
প্রবর্ষণাখ্যং ভগবান্ নিত্যদা যত্র বর্ষতি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—দূরং (দীর্ঘস্থানং) প্রদ্রুত্য (ধাবিত্বা) সংশ্রান্তৌ (সম্যক্ পরিশ্রান্তৌ রাম-কৃষ্ণৌ) তুঙ্গং (একাদশযোজনোন্নতং) প্রবর্ষণাখ্যং (প্রকর্ষেণ বর্ষতি অস্মিন্ ইতি প্রবর্ষণ ইত্যাখ্যা যস্য তং) গিরিং (পর্ব্বতম্) আরুহতাং (আরোহিতবন্তৌ) যত্র (যস্মিন্ গিরৌ) ভগবান্ (ইন্দ্রদেবঃ) নিত্যদা (নিরন্তরং) বর্ষতি (জলবর্ষণং করোতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—রাম-কৃষ্ণ সুদীর্ঘপথ ধাবিত হইয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত হইলে অত্যুচ্চ 'প্রবর্ষণ' নামক পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। তথায় ইন্দ্রদেব নিরন্তর জল বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

গিরৌ নিলীনাবাজ্ঞায় নাধিগম্য পদং নৃপ।
দদাহ গিরিমেধোভিঃ সমন্তাদগ্নিমুৎসৃজন্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপঃ, (সঃ জরাসন্ধঃ রাম-কৃষ্ণৌ) গিরৌ (তত্র পর্ব্বতে) নিলীনৌ (লুক্কায়িতৌ) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা বিচিন্বন্ অপি) পদং (তয়োঃ নিলয়স্থানং) ন অধিগম্য (অলব্ধ্বা) সমন্তাৎ (গিরেঃ চতুর্দ্দিক্ষু) এধোভিঃ (প্রভূতকাষ্ঠৈঃ) অগ্নিং উৎসৃজন্ (উৎপাদয়ন্) গিরিং দদাহ (ভস্মীচকার) ॥১১॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে জরাসন্ধ রাম-কৃষ্ণকে উক্ত পর্ব্বতে লুক্কায়িত জানিয়া অনেক অনু-সন্ধান করিয়াও তাঁহাদের পলায়নস্থান অবগত হইতে

না পারিয়া প্রচুর কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা চতুর্দ্দিকে অগ্নি উৎপাদন-পূর্ব্বক পর্ব্বত দগ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্রমাণবিৎ প্রমাণমিয়ত্তা তন্ন বেত্তীতি তথা ॥ ৯-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপ্রমাণবীৎ—প্রমাণ এইরূপ, তাহা জানেনা এইপ্রকার ॥ ৯-১১ ॥

তত উৎপত্য তরসা দহ্যমানতটাদুভৌ।
দশৈকযোজনোত্তুঙ্গান্নিপেততুরধো ভুবি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—উভৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) দহ্যমানতটাৎ (দহ্যমানাঃ তটাঃ তটভাগাঃ যস্য তস্মাৎ) দশৈক-যোজনোত্তুঙ্গাৎ (একাদশযোজনপ্রোন্নতাৎ) ততঃ (গিরেঃ) তরসা (বেগেন) উৎপত্য (উৎপতিতৌ ভূত্বা) অধঃ (অধোদেশে) ভুবি (ভূতলে) নিপেততুঃ (পতিতবন্তৌ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তৎকালে উক্ত পর্ব্বতের তটভাগ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে রাম-কৃষ্ণ একাদশ যোজন উন্নত পর্ব্বত হইতে সবেগে উলম্ফনপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১২ ॥

অলক্ষ্যমাণৌ রিপুণা সানুগেন যদূত্তমৌ।
স্বপুরং পুনরায়াতৌ সমুদ্রপরিখাং নৃপ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (ততঃ) সানুগেন (অনুচরসহিতেন) রিপুণা (শত্রুনা জরাসন্ধেন) অলক্ষ্যমাণৌ (অদৃশ্যমানৌ) যদূত্তমৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) পুনঃ (পুনরপি) সমুদ্রপরিখাং (সমুদ্ররূপ-পরিখাবেষ্টিতাং) স্বপুরং (নিজপুরীং দ্বারকাম্) আয়াতৌ (আগতবন্তৌ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এইরূপে তাঁহারা জরাসন্ধ এবং তদীয় অনুচরগণের অলক্ষিত অবস্থায় পুনরায় সমুদ্রবেষ্টিত দ্বারকায় আগমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

সোঽপি দগ্ধাবিতি মৃষা মন্বানো বল-কেশবৌ।
বলমাকৃষ্য সুমহন্মগধান্ মাগধো যযৌ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ মাগধঃ (জরাসন্ধঃ) অপি বল-কেশবৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) দগ্ধৌ ইতি মৃষা মন্বানঃ (মিথ্যাজ্ঞানবশীভূতঃ সন্) সুমহৎ বলং (সৈন্য-মণ্ডলম্) আকৃষ্য মগধান্ (স্বদেশান্) যযৌ (প্রস্থিতঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এদিকে জরাসন্ধ রাম-কৃষ্ণ অগ্নিদগ্ধ হইয়াছেন এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া স্বকীয় সুমহৎ সৈন্যসমূহ একত্রিত করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ততো গিরেঃ। দশ চ একঞ্চ যানি তাবত্তুঙ্গাৎ। অধঃ মাগধসৈন্যসংরোধদেশমতিক্রম্য পরতো নিপেততুঃ ॥ ১২-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গিরি হইতে দশ ও এক—একাদশ যোজন উচ্চ পর্ব্বত হইতে জরাসন্ধের সৈন্য সংঘটন দেশ অতিক্রম করিয়া তাহার পর ভূমিতে কৃষ্ণবলরাম পতিত হইলেন ॥ ১২-১৪ ॥

আনর্ত্তাধিপতিঃ শ্রীমান্ রৈবতো রেবতীং সুতাম্।
ব্রহ্মণা চোদিতঃ প্রাদাদ্বলায়েতি পুরোদিতম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—আনর্ত্তাধিপতিঃ (আনর্ত্তদেশাধিপতিঃ) শ্রীমান্ রৈবতঃ ব্রহ্মণা চোদিতঃ (ব্রহ্মণা আজ্ঞপ্তঃ সন্) বলায় (রামায়) সুতাং (নিজকন্যাং) রেবতীং প্রাদাৎ (বিবাহবিধিনা দত্তবান্) ইতি (ইত্যেবং বৃত্তং ময়া) পুরা (নবমস্কন্ধে) উদিতং (কথিতম্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আনর্ত্ত দেশাধিপতি শ্রীমান্ রৈবত ব্রহ্মার আদেশানুসারে নিজ দুহিতা রেবতীকে বলদেবের নিকট সম্প্রদান করিয়াছিলেন ইহা আমি পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণস্য বিবাহান্ বক্তুং প্রথমং বলদেববিবাহং নবমস্কন্ধোক্তমনুস্মারয়তি,—আনর্ত্তেতি। রৈবতঃ রেবতসুতঃ ককুদ্মী ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বিবাহসমূহ বলিবার প্রথমে নবমস্কন্ধে উক্ত বলদেবের বিবাহ পুনঃরায় স্মরণ করাইতেছেন। রৈবত অর্থাৎ রেবতপুত্র ককুদ্মী ॥ ১৫ ॥

ভগবানপি গোবিন্দ উপযেমে কুরূদ্বহ।
বৈদর্ভীং ভীষ্মকসুতাং শ্রিয়ো মাত্রাং স্বয়ম্বরে ॥১৬॥
প্রমথ্য তরসা রাজ্ঞঃ শাল্বাদীংশ্চৈদ্যপক্ষগান্।
পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ সুধামিব ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ, (পরীক্ষিৎ) ভগবান্ গোবিন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি তার্ক্ষ্যপুত্রঃ সুধাং ইব (গরুড়ঃ যথা দেবান্ প্রমথ্য সুধাং অহরৎ তথা) তরসা (বলেন) চৈদ্যপক্ষগান্ (শিশুপালপক্ষগতান্) শাল্বাদীন্ (শাল্বপ্রভৃতীন্) রাজ্ঞঃ (নৃপতীন্) প্রমথ্য সর্ব্বলোকানাং পশ্যতাং (সর্ব্বলোকেষু পশ্যৎসু সৎসু) স্বয়ম্বরে শ্রিয়ঃ মাত্রাং (লক্ষ্ম্যাঃ অংশভূতাং) ভীষ্মক-সুতাং (ভীষ্মক-রাজতনয়াং) বৈদর্ভীং (রুক্মিণীম্) উপযেমে (বিবাহবিধিনা জগ্রাহ) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ—হে কুরুবংশ-পালক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গরুড়ের সুধা হরণের ন্যায় সবলে শিশুপাল-পক্ষভূত শাল্ব প্রভৃতি নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব-লোকের সমক্ষে স্বয়ম্বরে লক্ষ্মীদেবীর অংশসম্ভূতা ভীষ্মক-রাজকন্যা রুক্মিণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—মাত্রাং মূলভূতং সূক্ষ্মস্বরূপং তস্য মাত্রা গুণঃ শব্দ ইতি বৎ কৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বে তস্যা অপি স্বয়ং-লক্ষ্মীত্বৌচিত্যাৎ ॥ ১৬-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মাত্রা অর্থাৎ মূল সূক্ষ্মস্বরূপ তাহার মাত্রা গুণ শব্দ। এইরূপ কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সিদ্ধি হইলে তাহার স্বয়ং লক্ষ্মী ও রুক্মিণী যোগ্য ॥ ১৬-১৭ ॥

শ্রীরাজোবাচ—
ভগবান্ ভীষ্মকসুতাং রুক্মিণীং রুচিরাননাম্।
রাক্ষসেন বিধানেন উপযেম ইতি শ্রুতম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা (পরীক্ষিৎ) উবাচ,—(হে) ভগবন্ (মুনিবর, শ্রীকৃষ্ণঃ) ভীষ্মকসুতাং (ভীষ্মক-রাজকন্যাং) রুচিরাননাং (সুমুখীং) রুক্মিণীং রাক্ষসেন (রাক্ষসো যুদ্ধহরণাদিতিস্মৃতেঃ যুদ্ধে হরণ-পূর্ব্বকঃ কন্যায়াঃ বিবাহঃ রাক্ষসত্বেন কথ্যতে তেন) বিধানেন উপযেমে (ভার্য্যাত্বেন জগ্রাহ) ইতি (পূর্ব্ব-মেব) শ্রুতম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে মুনিবর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণীকে রাক্ষসবিধি অনুসারে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৮ ॥

ভগবন শ্রোতুমিচ্ছামি কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
যথা মাগধশাল্বাদীন্ জিত্বা কন্যামুপাহরৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, (মুনিবর,) (তত্তু-সামান্যতঃ শ্রুতং ইদানীং) যথা (যেন প্রকারেণ) মাগধ-শাল্বাদীন্ (জরাসন্ধ-শাল্বপ্রভৃতীন্ রাজ্ঞঃ) জিত্বা (শ্রীকৃষ্ণঃ) কন্যাং (ভীষ্মক-কন্যাম্) উপা-হরৎ (জগ্রাহ) অমিততেজসঃ (অপরিমিতপরাক্রমস্য) কৃষ্ণস্য (তৎবৃত্তং বিশেষতঃ) শ্রোতুং ইচ্ছামি ॥১৯॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, সম্প্রতি তিনি কিরূপে জরাসন্ধ, শাল্ব প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া রুক্মিণীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন অমিত প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণের উক্ত বৃত্তান্ত বিশেষভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥১৯

বিশ্বনাথ—রাক্ষসেন 'রাক্ষসো যুদ্ধহরণা'দিতি স্মৃতেঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাক্ষস বিধি অনুসারে বিবাহ—স্মৃতি-শাস্ত্রে যুদ্ধ দ্বারা কন্যা হরণকে রাক্ষস বিবাহ বলে ॥ ১৮-১৯ ॥

ব্রহ্মন্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ।
কো নু তৃপ্যেত শৃণ্বানঃ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ (মুনিবর,) শ্রুতজ্ঞঃ (শ্রুতসারবিৎ) কঃ নু (কো নাম নরঃ) পুণ্যাঃ (মহাফলাঃ) মাধ্বীঃ (শ্রুতিসুখাঃ) লোকমলাপহাঃ (লোকস্য মলাপহাঃ পাপরূপমলনাশিনীঃ) নিত্য-নূতনাঃ (প্রতিক্ষণং আশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়মানাঃ) কৃষ্ণ-কথাঃ শৃণ্বানঃ (শৃণ্বন্) তৃপ্যেত (তৃপ্তো ভবেৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ পরন্তু শ্রবণস্পৃহা বর্দ্ধতে এব) ॥২০॥

অনুবাদ—হে মুনিবর, শ্রবণাভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই মহাফলদায়ক, শ্রুতিসুখকর, পাপবিনাশন, নিত্য নূতন কৃষ্ণকথা শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না,

পরন্তু তাঁহার শ্রবণস্পৃহা ক্রমশঃ বর্ধিতই হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—

রাজাসীদ্ভীষ্মকো নাম বিদর্ভাধিপতির্মহান্ ।
তস্য পঞ্চাভবন্ পুত্রাঃ কন্যৈকা চ বরাননা ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ (শ্রীশুকদেবঃ) উবাচ, বিদর্ভাধিপতিঃ (বিদর্ভ-দেশ-পালকঃ) ভীষ্মকঃ নাম মহান্ রাজা আসীৎ তস্য (রাজ্ঞঃ) পঞ্চপুত্রাঃ একা বরাননা (সুমুখী) কন্যা চ অভবন্ (জাতাঃ) ॥২১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, বিদর্ভদেশাধিপতি ভীষ্মকনামে এক মহারাজ ছিলেন, তাঁহার পঞ্চপুত্র এবং সুমুখী এক কন্যা প্রসূত হইয়াছিল ॥ ২১ ॥

রুক্ম্যগ্রজো রুক্মরথো রুক্মবাহুরনন্তরঃ ।
রুক্মকেশো রুক্মমালী রুক্মিণ্যেষাং স্বসা সতী ॥২২॥

অন্বয়ঃ—(এষাং মধ্যে) রুক্মী (রুক্মিনামকঃ পুত্রঃ) অগ্রজঃ (জ্যেষ্ঠ অভবৎ) অনন্তরঃ রুক্মরথঃ (অনন্তরঃ) রুক্মবাহুঃ (অনন্তরঃ) রুক্মকেশঃ (অনন্তরঃ) রুক্মমালী (ইতি চত্বারঃ ক্রমজাতাঃ অভবন্) সতী (রূপগুণৈঃ উত্তমা) রুক্মিণী এষাং (পঞ্চভ্রাতৃণাং) স্বসা (ভগিনী অভবৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে রুক্মী নামক পুত্রই জ্যেষ্ঠ ছিল। অনন্তর ক্রমশঃ রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ এবং রুক্মমালী নামক চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করে। রূপগুণশ্রেষ্ঠা রুক্মিণী ইহাদের ভগ্নীরূপে জাত হইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

সোপশ্রুত্য মুকুন্দস্য রূপবীর্য্যগুণশ্রিয়ঃ ।
গৃহাগতৈর্গীয়মানাস্তং মেনে সদৃশং পতিম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—সা (রুক্মিণী) গৃহাগতৈঃ (পিত্রালয়-সমাগতৈঃ লোকৈঃ) গীয়মানাঃ (কীর্ত্ত্যমানাঃ) মুকুন্দস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) রূপ-বীর্য্য-গুণ-শ্রিয়ঃ (রূপং বীর্য্যং পরাক্রমং গুণান্ শ্রিয়ঃ সম্পদশ্চ) উপশ্রুত্য (আকর্ণ্য) তং (শ্রীকৃষ্ণমেব) সদৃশং (স্বযোগ্যং) পতিং মেনে (নির্দ্ধারিতবতী) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তিনি পিতৃগৃহাগত লোকসমূহের নিকট শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বীর্য্য, গুণ এবং সৌন্দর্য্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অনুরূপ পতি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

তাং বুদ্ধিলক্ষণৌদার্য্যরূপশীলগুণাশ্রয়াম্ ।
কৃষ্ণশ্চ সদৃশীং ভার্য্যাং সমুদ্বোঢ়ুং মনো দধে ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণঃ চ বুদ্ধিলক্ষণৌদার্য্য-রূপ-শীল-গুণাশ্রয়াং (বুদ্ধিঃ লক্ষণং স্বীয়ভগবল্লক্ষ্মাবল্লক্ষ্মী লক্ষ্মা ঔদার্য্যং বদান্যত্বং রূপং শীলং সুস্বভাবঃ গুণাঃ সৌকুমার্য্য সৌরভ্যাদয়ঃ তৈঃ আশ্রিয়তে ইত্যাশ্রয়ঃ তাং) তাং (রুক্মিণীং) সদৃশীং (স্বযোগ্যাং) ভার্য্যাং (পত্নীং নির্ণীয়) সমুদ্বোঢ়ুং (পরিণেতুং) মনঃ দধে (মনসি নিশ্চয়ং চকার) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণও বুদ্ধি, লক্ষণ, উদারতা, রূপ, সুস্বভাব এবং সৌকুমার্য্যাদিগুণশালিনী রুক্মিণীকে স্বকীয় অনুরূপ ভার্য্যাজ্ঞানে বিবাহ করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মাধ্বীর্মধুরাঃ। শৃণ্বানঃ শৃণ্বন্নিত্যর্থঃ ॥ ২০-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মাধ্বী—মধুরা, শ্রবণ করিতে করিতে ॥ ২০-২৪ ॥

বন্ধূনামিচ্ছতাং দাতুং কৃষ্ণায় ভগিনীং নৃপ ।
ততো নিবার্য্য কৃষ্ণদ্বিড্ রুক্মী চৈদ্যমমন্যত ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, কৃষ্ণায় ভগিনীং দাতুং ইচ্ছতাং (অভিলষতাং) বন্ধূনাং তত নিবার্য্য (পিত্রাদীন্ বন্ধূন্ ততঃ নিবার্য্য) কৃষ্ণদ্বিট্ (কৃষ্ণদেষী) রুক্মী চৈদ্যং (শিশুপালং বরম্) অমন্যত (নির্ণীতবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ বন্ধুগণ শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণী প্রদানে অভিলাষী হইলে কৃষ্ণদ্বেষী রুক্মী তাহা নিবারণপূর্ব্বক শিশুপালকে বররূপে নির্ণয় করিয়াছিল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভগিনীং কৃষ্ণায় দাতুমিচ্ছতো বন্ধূন্

পিত্রাদীন্ অনাদৃত্য স্ববলাদেব ততঃ কৃষ্ণাত্তান্নিবার্য্য রুক্মী তাং দাতুং বরং চৈদ্যং অমন্যতেত্যন্বয়ঃ ।।২৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—রুক্মিণীকে পিতা মাতা আদি বন্ধুগণ কৃষ্ণকে দান করিবার ইচ্ছা করিলে রুক্মী তাহা অনাদর পূর্ব্বক নিজ বলে কৃষ্ণকে নিবারণ করিয়া ভগ্নীকে চেদীরাজ শিশুপালকে দান করিবার ইচ্ছা করিলেন ।। ২৫ ।।

———

তদবেত্যাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী দুর্ম্মনা ভৃশম্ ।
বিচিন্ত্যাপ্তং দ্বিজং কঞ্চিৎ কৃষ্ণায় প্রাহিণোদ্দ্রুতম্ ।। ২৬ ।।

অন্বয়ঃ—অসিতাপাঙ্গী (সুনীলকটাক্ষা) বৈদর্ভী তৎ (বৃত্তম্) অবেত্য (জ্ঞাত্বা) ভৃশং দুর্ম্মনাঃ (নিতরাং দুঃখিতচিত্তা সতী) বিচিন্ত্য (কর্ত্তব্যং অবধার্য্য) আপ্তং (বিশ্বস্তং) কঞ্চিৎ দ্বিজং (ব্রাহ্মণং) কৃষ্ণায় (কৃষ্ণং আনেতুং) দ্রুতং (সত্বরং) প্রাহিণোৎ (প্রেরয়ামাস) ।। ২৬ ।।

অনুবাদ—সুনীল কটাক্ষশালিনী রুক্মিণী তদ্-বৃত্তান্তশ্রবণে অতিশয় দুঃখিতচিত্তে কর্ত্তব্য অবধারণ-পূর্ব্বক বিশ্বস্ত কোন ব্রাহ্মণকে সত্বর কৃষ্ণ আনয়নে প্রেরণ করিলেন ।। ২৬ ।।

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণায় কৃষ্ণমানেতুম্ ।। ২৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণায় অর্থাৎ কৃষ্ণকে আনিবার জন্য ।। ২৬ ।।

———

দ্বারকাং স সমভ্যেত্য প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ ।
অপশ্যদাদ্যং পুরুষমাসীনং কাঞ্চনাসনে ।। ২৭ ।।

অন্বয়ঃ—সঃ (দ্বিজঃ) দ্বারকাং সমভ্যেত্য (সংপ্রাপ্য) প্রতীহারৈঃ (দ্বারপালৈঃ) প্রবেশিতঃ (পুরীমধ্যং নীতঃ সন্) কাঞ্চনাসনে (স্বর্ণসিংহাসনে) আসীনম্ (উপবিষ্টম্) আদ্যং পুরুষং (জগতাং আদিপুরুষং শ্রীকৃষ্ণম্) অপশ্যৎ (অবলোকিতবান্) ।। ২৭ ।।

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ দ্বারকায় উপস্থিত হইলে দ্বার-পালকর্ত্তৃক পুরীমধ্যে নীত হইয়া সুবর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন ।।২৭।।

বিশ্বনাথ—প্রতীহারৈর্দ্বারপালৈঃ ।। ২৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রতিহার—দ্বারপাল ।।২৭।।

———

দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণ্যদেবস্তমবরুহ্য নিজাসনাৎ ।
উপবেশ্যার্হয়াঞ্চক্রে যথাত্মানং দিবৌকসঃ ।। ২৮ ।।

অন্বয়ঃ—(শ্রীকৃষ্ণঃ) তং ব্রহ্মণ্যদেবং (ব্রাহ্মণং) দৃষ্ট্বা নিজাসনাৎ (স্বীয় সিংহাসনাৎ) অবরুহ্য (অবতীর্য্য) উপবেশ্য (তং আসনে স্থাপয়িত্বা) দিবৌকসঃ আত্মানং যথা (দেবাঃ যথা আত্মানং শ্রীকৃষ্ণং আরাধয়ন্তি তথা তং দ্বিজম্) অর্হয়াঞ্চক্রে (পূজয়ামাস) ।। ২৮ ।।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ উক্ত ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া স্বকীয় সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া দেবতাগণ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করেন, সেইরূপে তিনিও ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়াছিলেন ।। ২৮ ।।

বিশ্বনাথ—আত্মানং স্বং যথা দেবা অর্হয়ন্তি ।।২৮

টীকার বঙ্গানুবাদ—আত্মা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে যেমন দেবতাগণ পূজা করেন, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ রুক্মিণী প্রেরিত ব্রাহ্মণকে নিজরত্নসিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিলেন ।। ২৮ ।।

———

তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমুপগম্য সতাং গতিঃ ।
পাণিনাভিমৃশন্ পাদাবব্যগ্রস্তমপৃচ্ছত ।। ২৯ ।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) সতাং (সাধূনাং) গতিঃ (আশ্রয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ভুক্তবন্তং (কৃতভোজনং) বিশ্রান্তং (কৃতবিশ্রামঞ্চ) তং (দ্বিজম্) উপগম্য (সমীপে গত্বা) পাণিনা (স্বহস্তেন) পাদৌ (দ্বিজচরণদ্বয়ম্) অভিমৃশন্ (শনৈঃ মর্দ্দয়ন্) অব্যগ্রঃ (সন্) তং (দ্বিজম্) অপৃচ্ছত (জিজ্ঞাসিতবান্) ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—অনন্তর ব্রাহ্মণ আহার এবং বিশ্রাম করিলে পর সাধুজন-শরণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার (ব্রাহ্মণের) সমীপগত হইয়া নিজ হস্তে তদীয় চরণ-যুগল ধীরে ধীরে মর্দ্দন সহকারে অব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ।। ২৯ ।।

———

কচ্চিদ্দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মস্তে বৃদ্ধসম্মতঃ।
বর্ত্ততে নাতিকৃচ্ছ্রেণ সন্তুষ্টমনসঃ সদা ॥ ৩০॥

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ, (উত্তমব্রাহ্মণবর,) সদা সন্তুষ্টমনসঃ (সন্তুষ্টচিত্তস্য) তে (তব) বৃদ্ধসম্মতঃ (বৃদ্ধানাং প্রাচীনদ্বাদশভক্তানাং আধুনিক স্বগুরুপ্রভৃতিনাঞ্চ সম্মতঃ) ধর্ম্মঃ নাতিকৃচ্ছ্রেণ (অনতিকষ্টেন) বর্ত্ততে কচ্চিৎ (অনুষ্ঠীয়তে কিম্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজবরোত্তম, নিরন্তর সন্তুষ্টচিত্তযুক্ত আপনার প্রাচীনসম্মত ধর্ম্মানুষ্ঠান অনতিকষ্টে অর্থাৎ সহজে সম্পন্ন হইতেছে কি ? ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অভিমৃশন্ সংবাহয়ন্ অব্যগ্রঃ তদ্বিবাহার্থমন্তর্ব্যগ্রো সত্যপীতি ভাবঃ ॥ ২৯-৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অভিমৃশন্—পদ সম্বাহন করিতে করিতে। অব্যাগ্র অর্থাৎ রুক্মীকে বিবাহের জন্য অন্তরে ব্যগ্রতা থাকিলেও বাহিরে ধীরচিত্তে ॥ ২৯-৩০ ॥

সন্তুষ্টো যর্হি বর্ত্তেত ব্রাহ্মণো যেন কেনচিৎ।
অহীয়মানঃ স্বাদ্ধর্ম্মাৎ স হ্যস্যাখিলকামধুক্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যর্হি (যদা) স্বাৎ ধর্ম্মাৎ (স্বকীয়ধর্ম্মাৎ) অহীয়মানঃ (অস্খলিতঃ) ব্রাহ্মণঃ যেন কেনচিৎ (যৎকিঞ্চিল্লব্ধবস্তুনা) সন্তুষ্টঃ বর্ত্তেত (তিষ্ঠেৎ তর্হি) সঃ (ধর্ম্মঃ) হি অস্য (ব্রাহ্মণস্য) অখিলকামধুক্ (অখিলকামদোগ্ধা ভবতি, অথবা সঃ ব্রাহ্মণঃ অস্য বিশ্বস্য অখিলকামধুক্ ভবতি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ যদি স্বধর্ম্ম হইতে অস্খলিত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ লব্ধ বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ ধর্ম্মই তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—স্বীয়ধর্ম্মাৎ অহীয়মানশ্চ্যুতিরিহিতঃ স ধর্ম্ম এব ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ ধর্ম্ম হইতে চ্যুতি রহিত তাহাই ধর্ম্ম ॥ ৩১ ॥

অসন্তুষ্টোঽসকৃল্লোকানাপ্নোত্যপি সুরেশ্বরঃ।
অকিঞ্চনোঽপি সন্তুষ্টঃ শেতে সর্ব্বাঙ্গবিজ্বরঃ ॥৩২

অন্বয়ঃ—অসন্তুষ্টঃ (ব্রাহ্মণঃ) সুরেশ্বরঃ (ইন্দ্রঃ সন্) অপি অসকৃৎ (নিরন্তরং) লোকান্ আপ্নোতি (লোকাৎ লোকান্তরং পর্য্যটতি নৈকত্র নির্ব্বৃতাস্তিষ্ঠতি) সন্তুষ্টঃ (ব্রাহ্মণঃ) অকিঞ্চনঃ (ধনরহিতঃ) অপি সর্ব্বাঙ্গবিজ্বরঃ (সর্ব্বেষু অঙ্গেষু বাহ্বঙ্গুল্যাদিষু বিজ্বর তাপরহিতঃ সন্) শেতে (সুখং আস্তে) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ ইন্দ্রত্বলাভ করিয়াও নিরন্তর কেবলমাত্র একলোক হইতে অন্যলোকে পর্য্যটন করিয়া থাকেন, পরন্তু সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ অকিঞ্চন হইয়াও সর্ব্বাঙ্গ-সন্তাপশূন্য অবস্থায় সুখে অবস্থান করেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—লোকান্ আপ্নোতি লোকাল্লোকান্তরং পর্য্যটতি ন তু নির্ব্বৃণোতীত্যর্থঃ। সুরেশ্বর ইন্দ্রোঽপি ভূত্বা 'নাপ্নোতী'তি পাঠে তৃষ্ণাজ্বরার্ত্তিবশাৎ লোকান্ প্রাপ্তোঽপি ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ ইন্দ্রপদ পাইয়াও কামনা বসে একলোক হইতে লোকান্তরে ভ্রমণ করেন, বৈরাগ্য হয় না। নাপ্নোতি এই পাঠ ধরিলে বাসনা জ্বররূপ পীড়া বসে লোকসমূহ প্রাপ্ত হইলেও না পাওয়ারই মত ॥ ৩২ ॥

বিপ্রান্ স্বলাভসন্তুষ্টান্ সাধূন্ ভূতসুহৃত্তমান্।
নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্ নমস্যে শিরসাসকৃৎ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—(অহং) স্বলাভসন্তুষ্টান্ (স্বতএব প্রাপ্তো লাভঃ আত্মলাভো বা স্বলাভঃ তেন সন্তুষ্টান্ পূর্ণান্) সাধূন্ (স্বধর্ম্মনিষ্ঠান্) ভূতসুহৃত্তমান্ (প্রাণিহিতপরায়ণান্) নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্ (শমচিত্তান্) বিপ্রান্ (ব্রাহ্মণান্) শিরসা অসকৃৎ (নিরন্তরং) নমস্যে (প্রণমামি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যে সকল ব্রাহ্মণ আত্মলাভে সন্তুষ্ট, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রাণিহিতপরায়ণ, নিরহঙ্কার এবং শান্তচিত্ত আমি নিরন্তর অবনত মস্তকে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া থাকি ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্বেনৈব শিলোঞ্ছনাদিতো যো লাভস্তেনৈব তুষ্টান্ ন তু পরতো লোভাথিনঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিষ্কাম ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রে পতিত শস্যকণা কুড়াইয়া নিজ বৃত্তিদ্বারা যাহা লাভ করেন তাহা দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকেন। লোভার্থীর ন্যায় অন্যের নিকট প্রার্থনা করেন না ॥ ৩৩ ॥

কচ্চিদ্বঃ কুশলং ব্রহ্মন্ রাজতো যস্য হি প্রজাঃ।
সুখং বসন্তি বিষয়ে পাল্যমানাঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, বঃ (যুষ্মাকং) রাজতঃ (রাজসকাশাৎ) কুশলং (ধর্ম্মরক্ষাদি নিমিত্তং কল্যাণং বর্ত্ততে) কচ্চিৎ (কিং) যস্য (রাজ্ঞঃ) বিষয়ে (দেশে) হি পাল্যমানাঃ (রক্ষিতাঃ) প্রজাঃ হি সুখং বসন্তি (সুখেন তিষ্ঠন্তি) সঃ (রাজা) মে (মম) প্রিয়ঃ (ভবতি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর, আপনারা রাজার নিকট হইতে সর্ব্বদা ধর্ম্মাদিরক্ষা নিমিত্তক কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন কি ? যে রাজার রাজ্যে পালিত প্রজাগণ সুখে বাস করে, তাদৃশ রাজা, আমার প্রিয় হইয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

যতস্ত্বমাগতো দুর্গং নিস্তীর্য্যেহ যদিচ্ছয়া।
সর্ব্বং নো ব্রূহ্যগুহ্যং চেৎ কিং কার্য্যং করবাম তে ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং যতঃ (যস্মাৎ স্থানাৎ) যদিচ্ছয়া (যস্য কর্ম্মণঃ ইচ্ছয়া) দুর্গং (সমুদ্ররূপং) নিস্তীর্য্য (উত্তীর্য্য) ইহ (পুর্য্যাম্) আগতঃ (তৎ) সর্ব্বম্ অগুহ্যং (অগোপ্যং) চেৎ (যদি ভবতি তদা) নঃ (অস্মাকং সমীপে) ব্রূহি (কথয়) তে (তব) কিং কার্য্যং করবাম (বয়ং সম্পাদয়ামঃ তদ্ বদ) ॥৩৫॥

অনুবাদ—আপনি যে স্থান হইতে যে ইচ্ছায় সমুদ্রদুর্গ উত্তীর্ণ হইয়া এই পুরী মধ্যে সমাগত হইয়াছেন, তাহা যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে আমাদের নিকট বর্ণন করুন, আমরা আপনার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব তাহা বলুন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিষয়ে দেশে ॥ ৩৪-৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— বিষয়ে অর্থাৎ দেশে ॥৩৪-৩৫

এবং সংপৃষ্টসংপ্রশ্নো ব্রাহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনা।
লীলাগৃহীতদেহেন তস্মৈ সর্ব্বমবর্ণয়ৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—লীলাগৃহীতদেহেন (লীলয়া গৃহীতঃ স্বীকৃতঃ দেহঃ নরশরীরং যেন তেন) পরমেষ্ঠিনা (শ্রীকৃষ্ণেন) এবং সংপৃষ্টসংপ্রশ্নঃ (জিজ্ঞাসিতপ্রশ্ন) ব্রাহ্মণঃ তস্মৈ (কৃষ্ণায়) সর্ব্বং (নিখিলং বৃত্তম্) অবর্ণয়ৎ (বর্ণিতবান্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—লীলামানুষ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এরূপ প্রশ্ন করিলে ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—সংপৃষ্টঃ সংপ্রশ্নো যস্য স ময়ি কোঽপি প্রশ্নশ্চেদস্তি পৃচ্ছতামিত্যুক্ত ইত্যর্থঃ। লীলয়ৈব দেব্যা গৃহীতঃ স্বীয়ত্বেনাঙ্গীকৃতো দেহো যস্য তেন ॥৩৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—জিজ্ঞাসার পাত্র যে আমি, আমার নিকট কিছু প্রশ্ন থাকিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এই বলিয়া। লীলা অর্থাৎ রুক্মিণী দেবী কর্ত্তৃক নিজ বররূপে স্বীকৃত দেহ যার সেই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ॥ ৩৬ ॥

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(রুক্মিণ্যা স্বয়মেকান্তে লিখিত্বা দত্ত-পত্রিকাং মুদ্রামুন্মুচ্য কৃষ্ণায় প্রেমচিহ্নমদর্শয়ৎ ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণানুজ্ঞয়া বাচয়তি অয়মর্থঃ হে) ভুবনসুন্দর, (হে) অচ্যুত, শৃণ্বতাং (শ্রবণকারিণাং) কর্ণবিবরৈঃ (কর্ণরন্ধ্রৈঃ) নির্ব্বিশ্য (অন্তঃ প্রবিশ্য) অঙ্গতাপং হরতং (দূরীকুর্ব্বতঃ) তে (তব) গুণান্ শ্রুত্বা (লোকমুখাদাকর্ণ্য তথা) দৃশিমতাং (চক্ষুষ্মতাং জনানাম্) দৃশাং (দিগিন্দ্রিয়াণাং) অখিলার্থলাভং (সর্ব্বার্থলাভাত্মকং তব) রূপং (চ শ্রুত্বা) মে (মম) অপত্রপম্ (অপগতা দূরীভূতা ত্রপা লজ্জা যস্মাৎ তৎ) চিত্তং (হৃদয়ং) ত্বয়ি আবিশতি (আসজ্জতে) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রুক্মিণী প্রদত্ত পত্রের আবরণ

উন্মোচনপূর্ব্বক কৃষ্ণকে তাহা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে পাঠ করিলেন, ঐ পত্রে এরূপ লিখিত ছিল,—'হে ভুবনসুন্দর অচ্যুত, আপনার কথা শ্রোতৃ-জনের কর্ণরন্ধ্রপথে অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক অঙ্গতাপ হরণ করিয়া থাকে। লোকমুখে আপনার গুণরাশি এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন জনগণের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের নিখিল-বস্তুলাভাত্মক আপনার সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া আমার নির্লজ্জ চিত্ত আপনার প্রতি আসক্ত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—রুক্মিণ্যা স্বয়মেকান্তে লিখিত্বা দত্ত-পত্রিকাং মুদ্রামুন্মুচ্য কৃষ্ণায় প্রেমচিহ্নমদর্শয়ৎ। ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া বাচয়তীতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। নন্বদৃষ্টা-শ্রুতচরীং নৃপকন্যাং ত্বাং মহ্যং বরায় পত্রিকাং স্ববিবাহার্থং লিখন্তীং নির্লজ্জাং কথমঙ্গীকরোমিতি চেৎ সত্যমহমপি স্বদুর্বশস্য স্বচিত্তস্য স্বভাবমেবা-বেদয়ামি তৎ শ্রুত্বা অপেক্ষস্ব উপেক্ষস্ব বা অনুগৃহাণ নিগৃহাণ বা তত্র খলু দুর্ল্লভস্য তব লাভালাভাভ্যাং সদা সুখং জীবিষ্যন্ত্যা অদ্য শ্বো বা মরিষ্যন্ত্যা মন ন ভয়-লজ্জে ইত্যাহ, শ্রুত্বেতি সপ্তভিঃ। হে অচ্যুত, তব গুণান্ রূপঞ্চ শ্রুত্বা মম চিত্তমপত্রং বিগতলজ্জং সৎ ত্বয়ি আবিশতীতি মচ্চিত্তস্য নিস্ত্রপীকরণে তব গুণ-রূপে হেতু মম চ কর্ণাবিত্যাবয়োরুভয়োরেব দোষ ইতি, ন ত্বয়াহহমুপালম্ভনীয়া, নাপি ময়া ত্বমু-পালম্ভনীয় ইতি ভাবঃ। হে অচ্যুতেতি মচ্চিত্তং নিস্ত্রপীভূয়াপি ত্বয্যাবিশতি তস্মাত্ত্বং চ্যুতো ন ভবসি, ন জানে কিমপরং চিকীর্ষতীতি ভাবঃ। নন্বন্যস্যাপি পুরুষস্য গুণরূপে প্রকৃষ্টে ভবত এবেতি স কিং ন দূষ্যতে তত্র মৈবং বাচ্যমিতি বদন্তী প্রথমং গুণান্ বিশিনষ্টি,—শৃণ্বতাং শ্রবণবতাং কন্যাজনানাং কর্ণ-বিবরৈর্নিবিশ্যাঙ্গতাপং অঙ্গয়োঃ স্থূলসূক্ষ্ময়োরুভয়ো-রেব তাপং সমস্তমেব হরতো নাশয়ত ইত্যেবং ভূতা গুণাঃ কস্যান্যস্য পুংসো বর্ত্তন্তে তং বদেতি ভাবঃ। রূপং বিশিনষ্টি,—দৃশিমতাং চক্ষুষ্মতাং জনানাং দৃশাং দৃগিন্দ্রিয়াণাং অখিলা অন্যূনাঃ শ্রেষ্ঠা যে অর্থাঃ বিষয়াঃ নীলমণিনীলোৎপলাদীনাং কনককুঙ্কুমাদীনাং পদ্মরাগবন্ধূকাদীনাং চন্দ্রকান্তচন্দ্রাদীনাঞ্চ যে বর্ণা নীলপীতরক্তশুক্লাস্তেভ্যঃ সকাশাদপি মহামাধুর্য্যসম্বন্ধী লাভো যত্র তৎ রূপং তদীয়গাত্ররসনাধরনখাদি-সৌন্দর্য্যং তস্মাদেবম্ভূতং রূপং কস্যান্যস্য বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। অতএবানুরূপং সম্বোধয়তি,—হে ভুবনসুন্দর, ভুবনেষূর্দ্ধাধো মধ্যবর্ত্তিষু প্রাকৃতাপ্রাকৃতেষু লোকেষু সুন্দর প্রকৃত্যা চাকৃত্যা চ শোভমান ॥৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রুক্মিণী প্রেরিত ব্রাহ্মণ, রুক্মিণী নিজেই নির্জ্জনে বসিয়া লিখিয়া যে পত্রটি দিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রা মোচন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমচিহ্ন দেখাইলেন। ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় ঐ পত্রটি পড়িতেছেন ইহা শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে—অদৃষ্ট অশ্রুত রাজকন্যাকে আমাকে বররূপে বরণ করিয়া নিজ বিবাহের জন্য তোমাকে পত্রিকা লিখিয়া নির্লজ্জা কিভাবে প্রকাশ করিলেন ইহা যদি বল ? সত্যই, আমিও নিজ অবশ চিত্তের স্বভাবই আবেদন করিব তাহা শুনিয়া আমাকে অনু-গ্রহ কর বা নিগ্রহ কর সে বিষয়ে দুর্ল্লভ তোমার পাওয়া না পাওয়া, সদা সুখে জীবনধারণকারী আমার আজ বা কাল মৃত্যু হইবে আমার তাহাতে ভয় ও লজ্জা নাই, ইহাই সাতটি শ্লোকে বলিতেছেন—হে অচ্যুত ! তোমার গুণ ও রূপ শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত লজ্জা-হীন হইয়া তোমার চরণে আবিষ্ট হইতেছে, আমার চিত্তের নির্লজ্জ্যভাব করণে তোমার গুণ ও রূপ কারণ এবং আমার কর্ণদ্বয়। ইহাই আমাদের উভয়েরই দোষ, অতএব আমি তোমার তিরস্কারের পাত্রী নহি এবং আমাকর্ত্তৃক তুমিও তিরস্কারের যোগ্য নহ। হে অচ্যুত ! আমার চিত্ত নির্লজ্জ্য হইয়াও তোমাতে আবিষ্ট হইতেছে তাহা হইতে তুমি চ্যুত হইও না, জানিনা। তুমি কি অন্য চাহিতেছ। প্রশ্ন হইতে পারে অন্য পুরুষেরও রূপগুণ উত্তমরূপে আছে, তাহাকে কি তুমি দোষ দিতেছ না ? তাহার উত্তরে বলি—না এইরূপ বলিতে পার না। এই বলিয়া প্রথমতঃ গুণসমূহ বিশেষভাবে বলিতেছেন—তোমার গুণসমূহ শ্রবণকারিণী কন্যাগণের কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয় শরীরেরই তাপসমূহই নাশ করে, এইরূপ গুণসমূহ কোন্ অন্যপুরুষের আছে ? তাহা তুমি বল। রূপকে বিশেষভাবে বলিতে-ছেন চক্ষুষ্মান জনগণের চক্ষুর সকল পদার্থ অর্থাৎ বিষয়সমূহ যেমন নীলমণি ও নীলপদ্ম সমূহের, কনককুঙ্কুমাদির, পদ্মরাগ ও বাধুলী পুষ্পসমূহের,

চন্দ্রকান্ত ও চন্দ্রাদির যে বর্ণসমূহ অর্থাৎ নীল পীত শুক্ল আদি তাহা হইতেও মহামাধুর্য্য লাভ যাহাতে সেইরূপ তোমার শরীর রসনা অধর নখাদির সৌন্দর্য্য। অতএব এইপ্রকাররূপ অন্য কোন্ ব্যক্তির আছে। অতএব ঐরূপ সম্বোধন করিতেছেন—হে ভুবন সুন্দর! এই বিশ্বের উপরিভাগে সপ্তলোক এবং নিম্নভাগে সপ্তলোক তাহার মধ্যবর্ত্তী প্রাকৃত অপ্রাকৃত লোকসমূহে যত সুন্দর প্রকৃতি ও আকৃতি আছে তাহা তোমাতেই পরিপূর্ণরূপে আছে ॥ ৩৭ ॥

কা ত্বা মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপ-
বিদ্যাবয়োদ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যম্।
ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা
কালে নৃসিংহ নরলোকমনোভিরামম্ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—(অহো কন্যানামতিধার্ষ্ট্যমিদমিতি মাশঙ্কীরিত্যাহ হে) মুকুন্দ, (হে) নৃসিংহ, (নরশ্রেষ্ঠ) কুলবতী (সৎকুলপ্রসূতা) মহতী (গুণোদারা) ধৃতা (ধৃতমতী) কা (কা নাম) কন্যা কুলশীল-রূপ-বিদ্যা-বয়ো-দ্রবিণ-ধামভিঃ (কুলং সদ্‌বংশঃ শীলং সৎস্বভাবঃ রূপং বিদ্যা বয়ঃ যৌবনং দ্রবিণং দ্রব্য-সম্পৎ ধাম প্রভাবঃ এতৈঃ) আত্মতুল্যম্ (আত্মনা এব তুল্যং নিরূপমং ইত্যর্থঃ তথা) নরলোকমনোভি-রামং (নরলোকস্য মনসাম্ অভিরামঃ অভিরমণং যস্মাৎ তং) ত্বা (ত্বাং শ্রীকৃষ্ণং) কালে (বিবাহা-বসরে) পতিং ন বৃণীত (ন পতিত্বেন প্রাপ্তুমভিলষেৎ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে মুকুন্দ, হে নরোত্তম, আপনি কন্যা-জনের ঈদৃশ আচরণ ধৃষ্টতা মনে করিবেন না, যেহেতু—সদ্‌বংশজাতা উদারগুণযুক্তা ধৈর্য্যসম্পন্না কোন্ কন্যা রূপ, বিদ্যা, বয়স, ধন এবং প্রভাবহেতু নিরূপমস্বরূপ, নরলোকমনোভিরাম আপনাকে বিবাহযোগ্যকালে পতিরূপে লাভ করিতে অভিলাষিণী না হইয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বস্তু মল্লক্ষণঃ পুরুষ এব ত্রিজগত্য-স্মিন্নিরুপমঃ কিং কন্যাপি শ্রোত্রনেত্রবতী জগত্য-স্মিংস্ত্বমেবৈকা বর্ত্তসে যত এবমন্যা ন নির্লজ্জাবতীতি তত্রাহ,—কা ত্বেতি। হে মুকুন্দ, মুখে কুন্দবদ্ধাসো যস্যেতি মামেব হসিতুং প্রাপ্তাবসরেত্যর্থঃ। কা মহতী রূপগুণবতী ধীরা বুদ্ধিমতী কুলবতী ত্বাং পতিং ন বৃণীত। তেন কুরূপা দুঃশীলা কুবুদ্ধিরনভি-জাতৈব অশৃণ্বতী বা ত্বাং ন বৃণীতে ইতি ভাবঃ। কীদৃশং কুলাদিভিরাত্মনৈব তুল্যং নিরুপমমিত্যর্থঃ। কালে স্বসময়ে ইতি অন্যা অপি মত্তুল্যাঃ বহ্ব্য এব কন্যাঃ স্বসময় এব ত্বাং বরিষ্যন্তি নত্বধুনৈব মৎসময় ইতি ভাবঃ। হে নৃসিংহ, নরশ্রেষ্ঠ, হে সিংহবদ্দুর্বশেতি ন মে ত্বদ্বশীকারে কাপীচ্ছাস্তীতি ভাবঃ। তদপি নরলোকমাত্রস্যৈব ত্বং মনোঽভিরময়সীতি মন্মনসঃ কোঽপরাধ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে—আমার মত পুরুষই এই ত্রিজগতে উপমা দেওয়ার মত নাই, তাহা হইলে কর্ণনয়নবর্ত্তী কন্যাও এই জগতে তুমি কি একাই আছ। যেহেতু অন্য কন্যাসকল নির্লজ্জ্য-বতী নহে, তাহার উত্তরে বলি, হে মকুন্দ! অর্থাৎ কুন্দের ন্যায় যাঁহার মুখের হাসি আমাকেই হাস্য করিবার জন্য অবসর পাইয়াছ, কোন্ মহারূপগুণবতী বুদ্ধিমতী কুলবতী কন্যা তোমাকে পতিরূপে বরণ করে না। যেহেতু কুরূপা দুঃশীলা কুবুদ্ধি দুষ্কুলবতী বা যে তোমার গুণ শুনে না তাহারাই তোমাকে বরণ করে না, কেমন কন্যা? কুলাদিদ্বারা আত্মারই তুল্য অর্থাৎ নিরূপম তোমাকে কালে অর্থাৎ নিজ বিবাহ সময়ে অন্য কন্যাও আমার তুল্য বহুই নিজসময়েই তোমাকে বরণ করিবে কিন্তু আমার এই বিবাহ সময়ে এখন কেহই বরণ করিবে না। হে নৃসিংহ! অর্থাৎ নরশ্রেষ্ঠ তুমি সিংহের ন্যায় অবশীভূত, তোমাকে বশীকারে আমার কোন ইচ্ছা নাই। তাহা হইলেও এই মনুষ্যলোকমাত্রেরই তুমি মনকে সর্ব্বভাবে আনন্দ দান কর, অতএব আমার মনের কি অপরাধ, আমাকে বশীকরণ করিতেছ না ॥ ৩৮ ॥

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মাপিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্-
গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, বিভো, অম্বুজাক্ষ, (কমললোচন,)

তৎ (তস্মাৎ) মে (ময়া) ভবান্ খলু (তমেব) পতিঃ বৃতঃ (পতিত্বেন অভিলষিতঃ) আত্মা চ ভবতঃ (ভবতি) অর্পিতঃ (অতঃ ত্বম্) অত্র (অস্মিন্ আগত্য মাং) জায়াং (ভবতঃ পত্নীং) বিধেহি (স্বীকুরু) মৃগপতেঃ (সিংহস্য) বলিং (আহার্য্যং) গোমায়ুবৎ (শৃগালবৎ) বীরভাগং (বীরস্য তব ভাগং প্রাপ্যং বস্তু মাম্) আরাৎ (শীঘ্রম্) [এত্য (আগত্য)] চৈদ্যঃ (শিশুপালঃ) মা অভিমর্শতু (মা স্পৃশতু) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, হে কমললোচন, অতএব আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন। শৃগালের সিংহের আহার্য্য গ্রহণের ন্যায় আপনার ভোগ্য আমাকে যেন শিশুপাল আসিয়া সত্বর স্পর্শ না করে ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং তত্তস্মাৎ ময়া ভবান্ পতির্বৃতঃ প্রথমমেব ন ত্বধুনা ব্রিয়সে আত্মা জীবো দেহশ্চাপিতঃ। পত্রীপ্রেষণং তু ভবন্মনোনির্দ্ধারজ্ঞাপনার্থমেব ভবতোহঙ্গীকারে সতীমং পালয়ামি, অনঙ্গীকারে তু জ্বালয়ামি, ন তু কস্মৈচিদপি দদামি, যদি স্বয়ং ব্রহ্মাপ্যাগত্য স্বয়ং বদেদিতি ভাবঃ। কিন্ত্বাত্মনিবেদনমিদং মে বলিরাজবন্ন নির্ভাবমেব ন, কিন্তু স্বভাবমেবেত্যাহ,—হে বিভো, ভবতো জায়াং বিধেহি। যথা কশ্চিৎ কস্মৈচিৎ কিমপি ভোজ্যং দত্ত্বা ইদং ত্বয়া স্বয়ং ভোক্তব্যমেবেতি ব্রূতে ইত্যতো নির্ভাবাৎ স্বভাবমাত্মনিবেদনং প্রেমস্পর্শিত্বাচ্ছ্রেষ্ঠমিতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, স্বস্যাঙ্গীকারমনঙ্গীকারং বা ব্রাহ্মণং শীঘ্রং প্রেষ্যাহং জ্ঞাপনীয়েত্যাহ,—মেতি। বীরস্য তব ভাগমিমং চৈদ্যো মাভিমর্শতু। ময়ি ত্বদাশয়া দেহমিমমদহন্ত্যামকস্মাৎ চৈদ্য আগত্য যদি স্পৃশেৎ তৎক্ষণএব ত্বদাশায়াং নিবৃত্তায়াং ত্বদ্বিরহাগ্নিরেবাতি প্রজ্বলিত এনং ভস্মীভূতং কুর্য্যাদেব। কিন্তু, তবাপ্রতিষ্ঠাভাবিনীতি মে ভয়মিতি ভাবঃ। অপ্রতিষ্ঠামেবাহ,—'মৃগপতের্বলিং গোমায়ুঃ শৃগাল ইবে'তি অম্বুজাক্ষেতি তদানীং ত্বন্নয়নকমলং ধ্যায়ন্ত্যা মম তু দেহে দহ্যমানেহপি ন তাপো ভাবীতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু এইরূপ তুমি অতএব আপনাকে আমি পতিরূপে প্রথমেই বরণ করিয়াছি এখন নহে। আমার আত্মা ও দেহ অর্পণ করিয়াছি, পত্র প্রেরণ কিন্তু আপনার মন নিশ্চয়রূপে জানিবার জন্যই, আপনি অঙ্গীকার করিলে এই দেহকে আমি পালন করিব, অঙ্গীকার না করিলে অগ্নিতে জ্বালাইয়া দিব। যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও আসিয়া নিজমুখে বলেন তাহাও শুনিব না। কিন্তু আমার এই আত্মনিবেদন বলিরাজার ন্যায় ভাবশূন্য নহে। কিন্তু আমার স্বভাবই, ইহাই বলিতেছেন—হে বিভো! আপনার জায়া করুন আমাকে, যেমন কোন ব্যক্তি কাহাকেও কিছু ভোজ্য দ্রব্যদিয়া ইহা আপনি স্বয়ং ভোজন করিবেন এই কথা বলে, এই হেতু ভাবশূন্য আত্মনিবেদন হইতে স্বাভাবিক আত্মনিবেদন প্রেমস্পর্শিহেতু উহা শ্রেষ্ঠ জানিবেন। আরো নিজ অঙ্গীকার বা অনঙ্গীকার উহা শীঘ্রই ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিয়া আমাকে জানান কর্ত্তব্য ইহাই বলিতেছেন—বীর তোমার এই ভাগ চেদিরাজ শিশুপাল না গ্রহণ করুক। তোমার আশায় আমার এই দেহ দহন করিব না, ইহার মধ্যে অকস্মাৎ শিশুপাল আসিয়া যদি আমাকে স্পর্শ করে, সেই ক্ষণেই তোমার আশার শেষ হওয়ায় তোমার বিরহে অগ্নি জ্বালাইয়া এই দেহকে ভস্মীভূত করিবই। কিন্তু তাহাতে তোমার অযশ হইবে ইহাই আমার ভয়। এই তোমার অযশই বলিতেছি—যেমন সিংহের খাদ্য শৃগাল খায় না। হে কমলনয়ন! ঐ শরীর দাহ কালে তোমার কমলনয়ন ধ্যানকারিণী আমার দেহ দগ্ধ হইতে থাকিলেও আমার তাপ লাগিবে না ॥ ৩৯ ॥

— — —

পূর্ত্তেষ্টদত্তনিয়মব্রতদেববিপ্র-
গুর্ব্বর্চ্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ।
আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং
গৃহ্ণাতু মে ন দমঘোষসুতাদয়োহন্যে ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—(অনেকজন্মকৃতৈঃ সুকৃতৈরিদমেব ভূয়াদিতি প্রার্থয়তে) যদি (যদি পূর্ব্বজন্মনি ময়া) পূর্ত্তেষ্টদত্তনিয়মব্রত-দেববিপ্র-গুর্ব্বর্চ্চনাদিভিঃ (পূর্ত্তং কূপাদি ইষ্টং অগ্নিহোত্রাদিদত্তং হিরণ্যাদিদানং নিয়মস্তীর্থপর্য্যটনাদিঃ ব্রতং কৃচ্ছ্রাদি এতৈঃ তথা দেববিপ্রগুরূণাম্ অর্চ্চনাদিভিশ্চ) ভগবান্ পরেশঃ

(শ্রীহরিঃ) আরাধিতঃ (অভূৎ তদা) গদাগ্রজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) এত্য (আগত্য) মে (মম) পাণিং গৃহ্ণাতু (পত্নীত্বেন মাং অঙ্গীকরোতু) দমঘোষসুতাদয়ঃ (শিশুপালাদয়ঃ) অন্যে (জনাঃ) ন অলং (ন গৃহ্ণন্তু) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—আমি যদি পূর্ব্বজন্মে কূপাদি খনন, অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্ম্ম, সুবর্ণাদি দান, তীর্থ-পর্য্যটনাদি নিয়ম, ব্রত এবং দেব-ব্রাহ্মণ-গুরুজনের অর্চ্চনা দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে যেন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করেন, শিশুপালাদি অন্য কোন ব্যক্তি যেন আমাকে গ্রহণ না করে ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ে মহাদুর্ল্লভপুরুষ, ত্বং নৈকজন্মসুকৃতলভ্যস্তস্মাৎ সামান্যতস্ত্বৎপ্রাপ্তিকাময়া নিষ্কাময়া বা যদি ময়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসু বহূনি সুকৃতানি কৃতানি তদা তেষামেষ এব ফলবিশেষো ভূয়াদিতি প্রার্থয়তে,—পূর্ত্তেতি। পূর্ত্তৈর্দত্তৈর্ভগবৎসংপ্রদানকৈর্নিয়মৈস্তীর্থস্নানাদিভির্ব্রতৈরেকাদশ্যাদিভির্দেববিপ্রগুর্ব্বর্চ্চনৈর্ভগবদর্চ্চনাঙ্গৈর্যদি ময়া ভগবান্ অলমতিশয়েনারাধিতস্তদা মানুষ্যা মে মানুষ এব ভগবান্ গদাগ্রজঃ আগত্য পাণিং গৃহ্ণাতু ন ত্বন্যো নারায়ণাদয়োঽপি দেবা মানুষা বেত্যর্থঃ। দমঘোষসুতস্য তত্রাদিত্বেনোল্লেখস্তু তদ্বিবাহস্য প্রস্তুতত্বাদেব ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহে মহাদুর্ল্লভ পুরুষ। তুমি আমার একজন্মের সুকৃতিদ্বারা লভ্য নহ, অতএব সামান্যত তোমার প্রাপ্তির কামনায় বা নিষ্কামভাবে যদি আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহুজন্মের সুকৃতি হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই সব সুকৃতির ফলে এই জন্মেই বিশেষ ফলরূপে তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি। পূর্ত্ত অর্থাৎ কূপখননাদি দান ভগবৎ সম্বন্ধীয় দান, এক নিয়মে তীর্থ স্নানাদি, ব্রত অর্থাৎ একাদশী প্রভৃতি এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুদেবের উপদেশসমূহ দ্বারা, ভগবৎ অর্চ্চনাঙ্গদ্বারা যদি আমাকর্ত্তৃক ভগবান অতিশয় রূপে আরাধিত হন তাহা হইলে, মানুষই আমার নররূপী ভগবান গদাগ্রজ আসিয়া পাণিগ্রহণ করুন। কিন্তু নারায়ণাদি অন্য ভগবান দেবগণ বা মনুষ্যগণ আমার পাণিগ্রহণ না করুন। দমঘোষসুত তাহাকে আদি করিয়া ঐ সকলের নাম উল্লেখ করার কারণ ঐ শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীদেবীর বিবাহ প্রস্তুত হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্
গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ।
নির্ম্মথ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য
মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্য্যশুল্কাম্ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—(ননু চৈদ্যায় বন্ধুভিঃ অর্পিতায়াং ত্বয়ি কিমধুনা করণীয়মিত্যপেক্ষায়ামাহ হে) অজিত, শ্বঃ (আগামিনি দিবসে) ভাবিনি (ভবিতব্যায়া নির্দ্দিষ্টে) উদ্বহনে (বিবাহে) ত্বং (প্রথমং) গুপ্তঃ (অলক্ষিত এব) বিদর্ভান্ সমেত্য (আগত্য পশ্চাৎ) পৃতনাপতিভিঃ (সেনাপতিভিঃ) পরিতঃ (পরিবৃতঃ সন্) চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং (শিশুপাল-জরাসন্ধ-সৈন্য-মণ্ডলং) নির্ম্মথ্য (পরাজিত্য) প্রসহ্য (বলাৎ) বীর্য্যশুল্কাং (বীর্য্যং প্রভাবদর্শনমেব শুল্কং বৈবাহিকদেয়ং যস্যাঃ তাং) মাম্ (অনেন) রাক্ষসেন বিধিনা উদ্বহ (স্বীকুরু) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে অজিত, আগামী দিবস বিবাহের জন্য নির্ণীত হইয়াছে, অতএব আপনি প্রথমত গুপ্তভাবে আগমনপূর্ব্বক পশ্চাৎ সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া শিশুপাল ও জরাসন্ধের সৈন্যমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া সবলে আমাকে বীর্য্যরূপ শুল্কদানে রাক্ষসবিধানানুসারে বিবাহ করুন্ ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ— সত্যং কৃতৈঃ পূর্ব্বসুকৃতৈস্ত্বমঙ্গীকার্য্যেব ময়া কিন্তু চৈদ্যায় বন্ধুভির্দাস্যমানায়াং ত্বয়ি কিমধুনা করণীয়মিত্যপেক্ষায়াং স্বয়মেবোপায়মুপদিশতি,—শ্ব ইতি। হে, অজিত, ত্বং কৈরপি জেতুমশক্য ইত্যর্থঃ। অতো নির্ভয়ত্বাৎ শ্বো ভাবিনি উদ্বহনে বিবাহে প্রথমং স্বসৈন্যরহিত এব গুপ্তোঽলক্ষিত এবাগত্য কুণ্ডিনপুরীং প্রবিশ্য পশ্চাদেব স্বশোভাখ্যাপনার্থং পৃতনাপতিভিঃ পরীতো ভব। অন্যথৈতৎ পুরপ্রবেশো ঝটিতি দুষ্করঃ। অত্রত্যৈর্বীরৈর্দূরাদেব ত্বয়া সহ যোদ্ধুং প্রযাস্যতে অবশ্যমিতি ভাবঃ। পুরপ্রবেশে তু সতি ময়া বিবাহশোভা প্রেক্ষণার্থমেবাগতমিতি বদতা ত্বয়া সহ যদি বীরা যোদ্ধুং কারণাভাবাদেব ন প্রক্রংস্যন্তে তদা ত্বয়া সুখেনৈবাহং হরণীয়া। যদি চানিষ্টা-

শঙ্কিনো যোৎস্যন্ত এব তদা স্বশৌর্য্যমাবিষ্কার্য্যমেবেত্যাহ,—নির্ম্মথ্যেতি। সমুদ্রং নির্ম্মথ্য যথা লক্ষ্মীর্গৃহীতা তথৈবেতি ভাবঃ। প্রসহ্য হঠাদেব বীর্য্যং প্রভাবদর্শনমেব শুল্কং বৈবাহিকদেয়ং যস্যাস্তাং মাম্ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্য করিয়া বলিতেছি পূর্ব্ব সুকৃতি সমূহের ফলে তুমি আমাকে স্বীকার করিবেই। কিন্তু আমার অগ্রজের বন্ধুগণের ইচ্ছায় চেদিরাজের সহিত বিবাহ ধার্য্য করিয়াছে এই অবস্থায় তোমার এখন কি করণীয় ইহাই রুক্মিণীদেবী স্বয়ং কৃষ্ণকে উপদেশ করিতেছেন—আগামীকল্য ইত্যাদি। হে অজিত! তুমি কাহারও কর্ত্তৃক জয় করিতে অসমর্থ, অতএব নির্ভয় হইয়া আগামী কল্য বিবাহের প্রথমেই নিজ সৈন্যহীন হইয়াই অলক্ষিত ভাবে আসিয়া এই কুণ্ডিন পুরীতে প্রবেশ করিয়া পরে নিজ শোভা প্রচারের জন্য সেনাপতিগণের সহিত পরিবৃত হও। অন্যথা তোমার এই পুরে শীঘ্র প্রবেশ দুষ্কর হইবে। এস্থলে বীরগণের সহিত দূর হইতে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবশ্যই যাইবে, তুমি যদি পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাক, আমার বিবাহ শোভা দর্শনের জন্যই তুমি আসিয়াছ—এই বলিয়া তোমার সহিত বীরগণের যুদ্ধ করিবার কারণ নাই—এই বলিয়া যদি যুদ্ধ আরম্ভ না করে তখনই সুখে আমি তোমা কর্ত্তৃক হৃত হইব। যদিও অনিষ্ট আশঙ্কায় ঐ সময় তোমার সহিত যুদ্ধই করে, তখন নিজ বিক্রম প্রকাশ করিবেই। যেমন সমুদ্রকে মন্থন করিয়া তুমি লক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ করিয়াছিলে, সেই রূপই হঠাৎ বলপূর্ব্বক প্রভাব প্রদর্শনই বিবাহে পণ-দানরূপ তোমার বিক্রম প্রকাশ করতঃ আমাকে হরণ করিবে ॥ ৪১ ॥

অন্তঃপুরান্তরচরীমনিহত্য বন্ধূন্
তামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ম্।
পূর্ব্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেবযাত্রা
যস্যাং বহির্নববধূর্গিরিজামুপেয়াৎ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু ভবতু শিশুপালাদিবলপ্রমথনং অন্তঃপুর মধ্যগতায়াঃ তব হরণে ত্বদ্‌বন্ধুবধোঽপি প্রসজ্জেত ইত্যত আহ) বন্ধূন্ (ত্বদীয়বান্ধবান্) অনিহত্য (অবিনাশ্য) অন্তঃপুরান্তচরীম্ (অন্তপুরমধ্যচারিণীং) ত্বাং কথং (কেন উপায়েন) উদ্বহে (গৃহ্ণামি) ইতি (ইত্যেবং যদি বদসি তদা) উপায়ং প্রবদামি পূর্ব্বেদ্যুঃ বিবাহস্য পূর্ব্বদিনে মহতী কুলদেবযাত্রা (কুলদেবতায়াঃ স্থানযাত্রা) অস্তি (ভবতি) যস্যাং (কুলদেবযাত্রায়াং) নববধূঃ বহিঃ (পুরাৎ বহির্দ্দেশে) গিরিজাম্ (অম্বিকাম্) উপেয়াৎ (তন্মন্দিরং গচ্ছেদিতি রীতিঃ বর্ত্ততে অতঃ গিরিজা স্থানাদেব মম হরণং সুকরমিতি ভাবঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—আপনি যদি বলেন যে, তোমার বন্ধুগণকে বধ না করিয়া কিরূপে অন্তঃপুরচারিণী তোমাকে গ্রহণ করিব তাহা হইলে তাহারও উপায় বলিতেছি—বিবাহের পূর্ব্বদিবস মহাসমারোহের সহিত আমাদের কুলদেবতার স্থানে গমন-প্রথা আছে, নববধূ ঐ উপলক্ষে পুরীর বহির্দ্দেশে অম্বিকা-মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু চৈবং ভবতু শিশুপালাদি বলপ্রমথনমন্তঃপুরস্থায়াস্তব হরণে ত্বদ্বন্ধুবধোঽপি প্রসজ্জেতেত্যত আহ, অন্তঃপুরেতি। কথমিতীত্যনন্তরং ব্রূষে চেদিতি শেষঃ। পুরাদ্বহির্বর্ত্তমানাং গিরিজামম্বিকাং, অম্বিকাগৃহাদেব মম হরণং সুকরমিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল তাহাই হউক শিশুপাল আদি সৈন্যগণকে পরাজিত করা ও অন্তঃপুরস্থিত তোমাকে হরণ করায় তোমার বন্ধুগণের বধও হইয়া যাইবে? তাহার উত্তরে বলি—নগরের বহির্ভাগে পর্ব্বতনন্দিনী অম্বিকার মন্দির, সেই মন্দির হইতে আমার হরণ সহজ হইবে ॥ ৪২ ॥

যস্যাঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) অম্বুজাক্ষ, (কমলনয়ন, শ্রীকৃষ্ণ,) উমাপতিঃ (শঙ্করঃ) ইব মহান্তঃ (সাধবঃ) আত্মতমোঽপহত্যৈ (আত্মনঃ তমসঃ অপহত্যৈ বিনাশায়)

যস্য (ভবতঃ) অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনম্ (অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোভিঃ পাদপদ্মরজোভিঃ স্নপনং স্নানং) বাঞ্ছন্তি (অভিলষন্তি) যর্হি (যদা অহং) ভবৎপ্রসাদং (তস্য ভবতঃ প্রসাদং) ন লভেয় (ন লভেয়ং ন প্রাপ্নুয়াম্ তর্হি) ব্রতকৃশান্ (ব্রতৈঃ উপবাসাদিভিঃ কৃশান্) অসূন্ (প্রাণান্) জহ্যাং (ত্যজেয়ং ততঃ কিং ইত্যাহ এবমেব বারং বারং জহ্যাং যাবৎ) শতজন্মভিঃ (অপি তব প্রসাদঃ) স্যাৎ (ভবেৎ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে কমলনয়ন, শঙ্করের ন্যায় সাধুগণও স্বকীয় তমোগুণের বিনাশের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম প্রক্ষালনবারি প্রার্থনা করেন, আমি যদি সেই আপনার কৃপালাভ না করি তাহা হইলে ব্রতোপবাসাদি দ্বারা কৃশ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে করিতে শতজন্মেও হয়ত আপনার অনুগ্রহ হইবে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—যদি চৈবং ব্রূষে ভো রাজপুত্রি মৎপ্রাপক-প্রাচীন-সুকৃতানি ন তে সন্তি কথং মৎপ্রসাদং লপস্যসে ইতি তর্হি ভাবিনি জন্মনি ত্বৎপ্রাপ্ত্যর্থমেতজ্জন্মনি ব্রহ্মচারিণী সতী তপঃ করিষ্যে যদি চৈকজন্মতপসা ন পর্য্যাপ্তিস্তর্হি কোটিজন্মপর্য্যন্তমপি তপঃ করিষ্যে। মম ত্বৎপ্রাপ্ত্যাগ্রহস্তু ময়া দুর্ব্বার এব, যদি চ বক্ষ্যসে মৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধকানি বহূনি তে দুরিতানি সন্তীতি তর্হি তপসৈব লভ্যাভিস্তচ্চরণধূলিভিস্তান্যপি ধ্বংসয়িষ্যাম্যেবেত্যাহ—যস্য ভবতোঽঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোভিঃ স্নপনং আত্মনস্তমসোঽপহত্যৈ উমাপতিরিব মহান্তো বাঞ্ছন্তীত্যহমপি তপো লব্ধৈস্তৈরেব স্নাত্বা স্বদুষ্কৃতানি নাশয়িষ্যামীতি ভাবঃ। ভবদিতি ষষ্ঠ্যা লুগার্ষঃ। তস্য ভবতো যর্হি যদি প্রসাদং ন লভেয় তদা ব্রতৈরুপবাসাদিভিঃ কৃশান্ প্রাণান্ জহ্যাং ত্যজেয়ম্। ততঃ কিমিত্যাত আহ,—শতজন্মভিরিতি। এবমেবং বারং বারং জহ্যাং যাবচ্ছতজন্মভিরপি তব প্রসাদঃ স্যাদিতি। হে অম্বুজাক্ষেতি—তব সুন্দরনয়নাবলোকলিপ্সৈব মমৈতাদৃশ কৃচ্ছ্রকরণে হেতুরিতি ভাবঃ ॥৪৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল, হে রাজপুত্রী! আমাকে পাইবার প্রাচীন সুকৃতি সমূহ তোমার নাই, কিরূপে তুমি আমার কৃপা লাভ করিবে? তাহার উত্তরে বলি ভবিষ্যৎ জন্মসমূহে তোমাকে প্রাপ্তির জন্য এই জন্মে ব্রহ্মচারিণী হইয়া তপস্যা করিব, যদিও একজন্মের তপস্যাদ্বারা পূরণ না হয়, তাহা হইলে কোটিজন্ম পর্য্যন্তই তপস্যা করিব, তোমার প্রাপ্তির আগ্রহ আমার দুর্ব্বারই। যদিও বল—আমার প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক তোমার বহু দুষ্কৃতি আছে, তাহা হইলে তপস্যাদ্বারা লভ্য চরণধূলিদ্বারা ঐ দুষ্কৃতিসমূহকে ধ্বংস করিবই এইজন্য বলিতেছেন—যে আপনার চরণ কমলের রেণুসমূহদ্বারা স্নান করিলে নিজপাপসমূহ দূর করিবার জন্য উমাপতি মহাদেবের ন্যায় মহান্তগণ বাঞ্ছা করেন। অতএব আমিও তপস্যা লব্ধ তোমার চরণধূলিদ্বারা স্নান করিব, নিজ দুষ্কৃতসমূহকে নাশ করাইব। সেই আপনার যদি প্রসাদ না লাভ করিতে পারি তখন ব্রত উপবাসাদির দ্বারা শরীর কৃশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব, তাহা হইলে কি লাভ হইবে? ইহার উত্তরে বলি—শত জন্মের দ্বারা হইবে, এই এই ভাবে বার-বার দেহত্যাগ করিতে করিতে শত জন্মের দ্বারা তোমার কৃপা হইবে। হে অম্বুজাক্ষ! তোমার সুন্দর নয়ন দর্শন ইচ্ছাই আমার এইরূপ কষ্ট সাধনের কারণ ইহাই ভাবার্থ ॥ ৪৩ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ—

ইত্যেতে গুহ্যসন্দেশা যদুদেব ময়াহৃতাঃ।
বিমৃশ্য কর্ত্তুং যচ্চাত্র ক্রিয়তাং তদনন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা দশমস্কন্ধে রুক্মিণ্যুদ্বাহে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ,—(হে) যদুদেব, (যাদবপতে, শ্রীকৃষ্ণ) ইতি এতে গুহ্যসন্দেশাঃ (গোপনীয়সংবাদাঃ) ময়া আহৃতাঃ (আনীতাঃ) অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে) যৎ কর্ত্তুং (করণীয়ং ভবতি তৎ) বিমৃশ্য (বিচার্য্য) তৎ (তচ্চ) অনন্তরং (সত্বরমেব) ক্রিয়তাম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে যদুদেব, আমি এই গোপনীয় সংবাদ আনয়ন করিয়াছি, এ বিষয়ে

বিচারপূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য তাহা সত্বর সম্পাদন করুন্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—গুহ্যসন্দেশা ইতি ভগবন্, মম শপথো ন ক্বাপ্যেতে প্রকাশ্যাস্তর্হি তস্যা লজ্জা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। যদুদেব ইত্যত্রার্থে যদুভিরপি সহ মন্ত্রণা ন কার্য্যা। যতস্তেষামপি ত্বমেব দেব ইতি স্বয়মেব স্ববুদ্ধ্যা বিমৃশ্য যৎ কর্ত্তুং কর্ত্তব্যং তৎক্রিয়তাং অনন্তরমিতি কার্য্যমিদং বিলম্বং ন সহত ইতি ভাবঃ ॥৪৪॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—এই গোপন সংবাদ হে ভগবন্! আমার সপথ আছে, ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। যদি প্রকাশ হয় তাহা হইলে রুক্মিণীদেবীর লজ্জা হইবে, হে যদুদেব! যদুগণের সহিতও মন্ত্রণা করিবেন না, যেহেতু যদুগণেরও তুমিই দেবতা, নিজেই নিজ-বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া যাহা করা কর্ত্তব্য তাহাই করুন এই কার্য্যে বিলম্ব সহ্য হয় না ॥ ৪৪ ॥

এই দশমস্কন্ধের দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্ত হইলেন ॥১০।৫২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

বৈদর্ভ্যাঃ স তু সন্দেশং নিশম্য যদুনন্দনঃ।
প্রগৃহ্য পাণিনা পাণিং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভনগরে গমনপূর্ব্বক শত্রুবলের সমক্ষে রুক্মিণী-হরণ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর পত্র শ্রবণ করিয়া পত্রপাঠকারী ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, তিনিও রুক্মিণীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন এবং রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মী যে এই বিবাহে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে, তাহাও তিনি অবগত আছেন। অতএব কাষ্ঠ উন্মথনপূর্ব্বক অগ্নি সংগ্রহের ন্যায় তিনি অধম রাজগণকে বিদলিত করিয়া রুক্মিণীকে গ্রহণ করিবেন। সেই দিন হইতে তৃতীয় দিবসে বিবাহদিন ধার্য্য হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ দারুকের দ্বারা রথ সুসজ্জিত করাইয়া তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন এবং একরাত্রেই বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইলেন।

পুত্রস্নেহগ্রস্ত বিদর্ভরাজ ভীষ্মক শিশুপালকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়া আনুষঙ্গিক কর্ম্ম সকল সম্পাদন এবং নগর, মার্গ, চতুষ্পথাদি সুমার্জ্জিত, সুসিক্ত ও বিচিত্র বিভূষণে সুসজ্জিত করাইয়াছিলেন। চেদিরাজ দমঘোষও পুত্রের বিবাহোচিত অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করিয়া বিদর্ভ নগরে গমন করিয়াছিলেন। রাজা ভীষ্মক দমঘোষের প্রত্যুদ্গমন ও যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে বাসস্থান প্রদান করিলেন। জরাসন্ধ, শাল্ব, দন্তবক্র প্রভৃতি অন্যান্য রাজগণ নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ বিদ্বেষি-রাজগণ ইতঃপূর্ব্বেই পরামর্শ করিয়াছিলেন, যদি শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া কন্যা হরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবেন এবং শিশুপালকে কন্যা লাভ করাইবেন। ভগবান্ বলদেব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের একাকী

গমনহেতু কলহশঙ্কিত চিত্তে চতুরঙ্গ সৈন্যসহ সত্বর কুণ্ডিননগরে উপস্থিত হইলেন।

বিবাহদিবসের পূর্ব্বরাত্রি অবসানকালে রুক্মিণী বার্ত্তাবহ ব্রাহ্মণের অথবা শ্রীকৃষ্ণের আগমন না দেখিয়া চিন্তিতচিত্তে নিজ অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার বাম অঙ্গ স্পন্দিত হইল। অনতিবিলম্বেই ব্রাহ্মণ রুক্মিণীর নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, তিনি রুক্মিণীকে গ্রহণ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছেন।

রাজা ভীষ্মক রাম-কৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক তূর্য্যধ্বনি সহকারে তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন করিয়া বিবিধ উপায়ন সহ তাঁহাদের অর্চ্চনা করিলেন এবং তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া সমবেত অন্যান্য রাজগণকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন।

বিদর্ভপুরবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই রুক্মিণীর অনুরূপ পতি এবং তাঁহাদের যেটুকু সঞ্চিত পুণ্য আছে, তদ্বিনিময়েও শ্রীকৃষ্ণ যেন রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করেন,—ইহাই তাঁহাদের প্রার্থনা। এদিকে রুক্মিণীদেবী রক্ষিগণ-পরিবৃত হইয়া শ্রীঅম্বিকামন্দিরে গমন করিলেন এবং অম্বিকার প্রণাম ও বন্দনাপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যেন তিনি পতিরূপে লাভ করিতে পারেন। তৎপরে সখীহস্ত ধারণপূর্ব্বক অম্বিকামন্দির হইতে নির্গত হইলে তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দর্শনে বীরপুরুষগণ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মোহিত হইয়া ভূপতিত হইয়াছিলেন। তিনি ধীরপাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজনসমক্ষেই শৃগালগণের মধ্য হইতে নিজভাগগ্রাহী সিংহের ন্যায় রুক্মিণীকে রথে আরোহণ করাইয়া ও রাজমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া অনুচরবর্গসহ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধপ্রমুখ রাজগণ আত্মপরাভব ও যশোহানি সহ্য করিতে না পারিয়া ধিক্কার সহকারে বলিতে লাগিল যে, তাহাদের যশোহানি মৃগকর্ত্তৃক সিংহের যশোহরণতুল্য হইয়াছে।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ—সঃ যদুনন্দনঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তু বৈদর্ভ্যাঃ (রুক্মিণ্যাঃ) সন্দেশং (বার্ত্তাং) নিশম্য (শ্রুত্বা) পাণিনা (নিজহস্তেন) পাণিং (ব্রাহ্মণস্য হস্তং) প্রগৃহ্য (ধৃত্বা) প্রহসন্ (সন্) ইদং (বক্ষ্যমাণবচনম্) অব্রবীৎ (কথিতবান্)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর পূর্ব্বোক্ত বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিজহস্তে ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক হাস্যসহকারে এরূপ বলিয়াছিলেন॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

ত্রিপঞ্চাশত্তমে কৃষ্ণো গত্বা কুণ্ডিনমর্চ্চিতঃ।
ভীষ্মকেণাহরদ্ভৈষ্মীং দেব্যর্চ্চায়ৈ বিনির্গতাম্॥০॥

রুক্মিণী কৃষ্ণৈকচিত্তা বহিরন্তর্ব্যাকুলৈবাস্তি স্ম। স কৃষ্ণস্তু রুক্মিণ্যেকচিত্তত্বাদন্তর্ব্যাকুলোঽপি প্রহসন্ প্রহাসেন স্বহর্ষ্যমাবিষ্কুর্ব্বন্॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডিননগরে গিয়া ভীষ্মকরাজাদ্বারা পূজিত হইয়া দেবীপূজার জন্য ভীষ্মককন্যা রুক্মিণীদেবী বহির্গত হইলে তাহাকে হরণ করিলেন॥ ০॥

রুক্মিণী কৃষ্ণের প্রতি একান্তচিত্তা বাহিরে ও অন্তরে ব্যাকুলাই ছিলেন। সেই কৃষ্ণও কিন্তু রুক্মিণীর প্রতি একচিত্তহেতু অন্তরে ব্যাকুল হইলেও প্রকৃষ্ট হাস্যদ্বারা নিজ আনন্দ প্রকাশ করিলেন॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি।
বেদাহং রুক্মিণা দ্বেষান্মমোদ্বাহো নিবারিতঃ॥২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—অহং অপি তথা (তদ্বৎ) তচ্চিত্তঃ (রুক্মিণীগতচিত্তঃ সন্) নিশি (রাত্রৌ) নিদ্রাং চ ন লভে (প্রাপ্স্যামি) রুক্মিণা দ্বেষাৎ (মাং প্রতি বিদ্বেষবশাৎ) মম উদ্বাহঃ (বিবাহঃ) নিবারিতঃ (প্রতিষিদ্ধঃ ইতি) অহং বেদ (ত্বয়া অকথিতমপি জানামি)॥ ২॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"হে দ্বিজবর, আমার চিত্তও রুক্মিণীর প্রতি আসক্ত হওয়ায় রাত্রিতে নিদ্রালাভ করিতে পারি না। রুক্মী বিদ্বেষবশতঃ যে আমার এ বিবাহে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে, তাহা আমি জানি॥ ২॥

বিশ্বনাথ—বেদ বেদ্মি॥ ২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বেদ অর্থাৎ আমি জানি॥২॥

তামানয়িষ্য উন্মথ্য রাজন্যাপসদান্ মৃধে।
মৎপরামনবদ্যাঙ্গীমেধসোঽগ্নিশিখামিব ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অহং) মৃধে (সংগ্রামে) রাজন্যাপসদান্ (হীনরাজগণান্) উন্মথ্য এধসঃ (কাষ্ঠানি উন্মথ্য) অগ্নিশিখাং ইব (জনঃ যথা অগ্নিশিখাং গৃহ্ণাতি তথা) মৎপরাং (ময়ি আসক্তাম্) অনবদ্যাঙ্গীং (অনিন্দনীয়াঙ্গীং) তাং (রুক্মিণীম্) আনয়িষ্যে (আনেষ্যামি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—লোক যেরূপ কাষ্ঠ উন্মথনপূর্ব্বক তন্মধ্য হইতে অগ্নিসংগ্রহ করে, সেইরূপ আমিও সংগ্রামে অধম রাজগণকে বিদলিত করিয়া মদ্গতচিত্তা সুন্দরী রুক্মিণীকে আহরণ করিব ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—এধসোঽগ্নি শিখামিবেতি এধসি বর্ত্তমানা অগ্নিশিখা-প্রকটীভূতা যথা এধ এব জ্বালয়তি তথৈব রুক্মিপ্রভৃতি দুষ্টরাজন্যকুলেনাবৃতা সৈব তৎসর্ব্বং জ্বালয়িষ্যতি অহন্তু নিমিত্তমাত্রং ভবিষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কাষ্ঠেতে অবস্থিত অগ্নির ন্যায়, অগ্নিতে বর্ত্তমান অগ্নি শিখা প্রকাশিত হইয়া যেমন কাষ্ঠসমূহকে জ্বালাইয়া দেয় সেইরূপ রুক্মি প্রভৃতি দুষ্টরাজসৈন্যসমূহ দ্বারা আবৃতা রুক্মিণীদেবীই ঐসকল রাজন্যগণকে জ্বালাইয়া দিবে, আমি কিন্তু নিমিত্তমাত্র হইব ॥ ৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

উদ্বাহর্ক্ষঞ্চ বিজ্ঞায় রুক্মিণ্যা মধুসূদনঃ।
রথঃ সংযুজ্যতামাশু দারুকেত্যাহ সারথিম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ, --মধুসূদনঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রুক্মিণ্যাঃ উদ্বাহর্ক্ষং (পরশ্বো রাত্রৌ বিবাহ নক্ষত্রমিতি) বিজ্ঞায় চ (হে) দারুক, আশু (শীঘ্রং) রথঃ সংযুজ্যতাং (সজ্জীক্রিয়তাম্) ইতি সারথিং (দারুকম্) আহ (উবাচ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,— অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ "পরশ্ব রাত্রিতে রুক্মিণীর বিবাহ নক্ষত্র"—ইহা জানিয়া,—"হে দারুক, সত্বর আমার রথ সজ্জিত কর" সারথীকে এরূপ আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—উদ্বাহর্ক্ষমিতি পরশ্বো রাত্রৌ বিবাহনক্ষত্রমিতি বিপ্রমুখাদ্বিজ্ঞায় ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিবাহ নক্ষত্র অর্থাৎ পরশ্বরাত্রিতে বিবাহ নক্ষত্র ইহা ব্রাহ্মণের মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া ॥ ৪ ॥

স চাশ্বৈঃ শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্পবলাহকৈঃ।
যুক্তং রথমুপানীয় তস্থৌ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (দারুকঃ) চ শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্পবলাহকৈঃ (শৈব্যাদিনামকৈঃ চতুর্ভিঃ) অশ্বৈঃ যুক্তং রথং উপানীয় (সমীপমানীয়) প্রাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলিঃ সন্) অগ্রতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য অগ্রে) তস্থৌ (স্থিতবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তখন দারুক শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প এবং বলাহক নামক অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত রথ লইয়া কৃতাঞ্জলি সহকারে সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥৫॥

বিশ্বনাথ—শৈব্যাদীনাং বর্ণো যথা পাদ্মে—"শৈব্যস্তু শুকপত্রাভঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ। মেঘপুষ্পস্তু মেঘাভঃ পাণ্ডুরোহি বলাহকঃ ॥" ইতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের রথের চারিটি অশ্বের বর্ণ পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে এইরূপ—শৈব নামক অশ্বের বর্ণ শুকপক্ষীর পাখার ন্যায়, সুগ্রীবের বর্ণ স্বর্ণপিঙ্গল, মেঘপুষ্পের বর্ণ মেঘের ন্যায়, বলাহক অশ্বের বর্ণ পাণ্ডুর ॥ ৫ ॥

আরুহ্য স্যন্দনং শৌরির্দ্বিজমারোপ্য তূর্ণগৈঃ।
আনর্ত্তাদেকরাত্রেণ বিদর্ভানগমদ্ধয়ৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্যন্দনং (রথম্) আরুহ্য দ্বিজং (ব্রাহ্মণঞ্চ) আরোপ্য তূর্ণগৈঃ (শীঘ্রগামিভিঃ) হয়ৈঃ (অশ্বৈঃ) একরাত্রেণ আনর্ত্তাৎ (আনর্ত্তদেশাৎ) বিদর্ভান্ (বিদর্ভদেশম্) অগমৎ (গতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ উক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকেও আরোহণ করাইয়া দ্রুতগামী অশ্বগণের দ্বারা একরাত্রেই আনর্ত্তদেশ হইতে বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—একা চাসৌ রাত্রিশ্চেতি একরাত্রস্তেন সন্ধ্যায়াং রুক্মিণীসন্দেশান্ শ্রুত্বা তদানীমেব রথমারুহ্য গচ্ছন্ প্রাতঃ কুণ্ডিনং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—একটিমাত্র রাত্রসময় মধ্যে, পরদিন সন্ধ্যায় রুক্মিণী বিবাহ ইহা রুক্মিণীর পত্র হইতে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখনই রথে আরোহণ করিয়া যাইতে যাইতে প্রাতঃকালে কুণ্ডিননগরে পোঁছিলেন ॥ ৬ ॥

রাজা স কুণ্ডিনপতিঃ পুত্রস্নেহবশানুগঃ ।
শিশুপালায় স্বাং কন্যাং দাস্যন্ কর্ম্মাণ্যকারয়ৎ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—পুত্রস্নেহবশানুগঃ (পুত্রস্য রুক্মিণঃ স্নেহেন্ তদ্বশং অনুগচ্ছতীতি তাদৃশঃ, অনেন শিশুপালেন অনভিরুচিং দ্যোতয়তি) কুণ্ডিনপতিঃ (বিদর্ভদেশাধিপতিঃ) সঃ রাজা (ভীষ্মকঃ) শিশুপালায় স্বাং (স্বকীয়াং) কন্যাং (রুক্মিণীং) দাস্যন্ (দাতুমিষ্যন্) কর্ম্মাণি (পুরালঙ্কার-পিতৃদেবার্চ্চনাদীনি কৃত্যানি) অকারয়ৎ (সম্পাদয়ামাস) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—এদিকে পুত্রস্নেহবশবর্ত্তী বিদর্ভরাজ ভীষ্মক শিশুপালকে কন্যা সম্প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া আনুষঙ্গিক কর্ম্মসকল সম্পাদন করাইয়াছিলেন ॥৭॥

পুরং সংমৃষ্টসংসিক্ত-মার্গরথ্যাচতুষ্পথম্ ।
চিত্রধ্বজপতাকাভিস্তোরণৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৮ ॥
স্রগ্গন্ধমাল্যাভরণৈর্বিরজোঽম্বরভূষিতৈঃ ।
জুষ্টং স্ত্রীপুরুষৈঃ শ্রীমদ্গৃহৈরগুরুধূপিতৈঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তান্যেবাহ) পুরং (স্বকীয়কুণ্ডিননগরং) সংমৃষ্ট-সংসিক্ত-মার্গ-রথ্যাচতুষ্পথং (সংমৃষ্টাঃ সংসিক্তাশ্চ মার্গাদয়ঃ যস্মিন্ তৎ তাদৃশং তথা) চিত্রধ্বজপতাকাভিঃ (চিত্রাঃ ধ্বজেষু পতাকাঃ তাভিঃ) তোরণৈঃ (চ) সমলঙ্কৃতং (বিভূষিতং) স্রগ্গন্ধমাল্যাভরণৈঃ (স্রগ্গন্ধমাল্যানি আবিভ্রতি ধারয়ন্তি ইতি তৈঃ) বিরজোঽম্বরভূষিতৈঃ (নির্ম্মলবসনভূষিতৈঃ) স্ত্রীপুরুষৈঃ (তথা) অগুরুধূপিতৈঃ (অগুরু-ধূম-সুবাসিতৈঃ) শ্রীমদ্গৃহৈঃ (শ্রীমদ্ভিঃ গৃহৈশ্চ) জুষ্টং (সংযুক্তং অকারয়ৎ) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—তৎকালে কুণ্ডিননগরের মার্গ, রথ্যা এবং চতুষ্পথসমূহ সুমার্জ্জিত ও সুসিক্ত হইয়াছিল, নগর বিচিত্র ধ্বজপতাকায় ও তোরণসমূহে বিভূষিত, স্রক্গন্ধমাল্যধারী নির্ম্মলবসন স্ত্রীপুরুষে এবং অগুরু-সুবাসিত মনোরম গৃহ সকলে সংযুক্ত হইয়াছিল ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ—পুত্রস্য স্নেহেন বশঃ অতএবানুগশ্চ । কর্ম্মাণি পুরালঙ্করণাদীনি ॥ ৭-৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্রগ্গন্ধমাল্যানি আবিভ্রতীতি তৈঃ ॥ ৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভীষ্মকরাজা পুত্রস্নেহবশে পুত্রের অনুগত হইয়া শিশুপালের সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পাদনের জন্য নগরকে অলঙ্কৃত করিলেন ॥৭-৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গন্ধ চন্দন মালাদিদ্বারা নগরকে সাজাইলেন ॥ ৯ ॥

পিতৄন্ দেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য বিপ্রাংশ্চ বিধিবন্নৃপ ।
ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং বাচয়ামাস মঙ্গলম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (রাজন্, সঃ ভীষ্মকঃ) বিধিবৎ (যথাবিধি) পিতৄন্ দেবান্ বিপ্রান্ চ সমভ্যর্চ্চ্য (সংপূজ্য) যথান্যায়ং (যথাবিধানং অন্যান্ চ) ভোজয়িত্বা মঙ্গলং (কন্যাং প্রতি মঙ্গলবচনং) বাচয়ামাস (পাঠয়ামাস) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, মহারাজ ভীষ্মক যথাবিধি পিতৃদেব এবং ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনপূর্ব্বক যথাযথভাবে অন্যান্যকেও ভোজন করাইয়া কন্যার মঙ্গলবচন পাঠ করাইলেন ॥ ১০ ॥

সুস্নাতাং সুদতীং কন্যাং কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্ ।
আহতাংশুকযুগ্মেন ভূষিতাং ভূষণোত্তমৈঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সুদতীং (তাম্বুলরাগাপসারণেন সহজলাবণ্যপ্রকাশাৎ শোভমানরদাং) সুস্নাতাং কৃতকৌতুকমঙ্গলাং (কৃতং কৌতুকেন বিবাহসূত্রেণ মঙ্গলং যস্যাঃ তাং তাদৃশীং) কন্যাং আহতাংশুক-যুগ্মেন (আহতং নবীনং যৎ অংশুকযুগ্মং বসনযুগলং উত্তরীয়ং অধোবসনঞ্চ তেন তথা) ভূষণোত্তমৈঃ (উত্তমৈঃ অলঙ্কারৈশ্চ) ভূষিতাম্ (অলঙ্কৃতাং অকারয়ৎ) ॥১১॥

অনুবাদ— অনন্তর সুরম্যদন্তযুক্তা, সুস্নাতা কন্যার মঙ্গলসূত্র বন্ধনাদি সমাপনান্তে নবীন বস্ত্রযুগল এবং উত্তম অলঙ্কারসমূহ দ্বারা তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অহতং সদ্যো যন্ত্রনির্ম্মুক্তং যদংশুকযুগ্মং তেন,—"অহতং যন্ত্রনির্ম্মুক্তং বাসঃ স্বয়ম্ভুবা। শস্তং তন্মাঙ্গলিক্যেষু তাবন্মাত্রেণ সর্ব্বদা" ইতি স্মৃতেঃ। 'আহতে'তি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। "আহতং গুণিতেঽপিস্যাত্তাড়িতেঽপি নবেঽপি চ" ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। ভূষিতাঞ্চক্রুঃ রক্ষাঞ্চক্রুরিত্যাবৃত্ত্যা উভয়ত্রাপ্যন্বিতম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহত অর্থাৎ সদ্য যন্ত্র হইতে নিষ্কাসিত যে বস্ত্রদ্বয় তাহা দ্বারা কন্যাকে সাজাইলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—সদ্য যন্ত্রমুক্ত বস্ত্রের নাম 'অহত'। ব্রহ্মা উহাকে মঙ্গল স্বরূপ বলিয়াছেন। তাহাই মাঙ্গলিক কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। আহত এইরূপ পাঠ ধরিলে সেই অর্থই হয়। বিশ্বপ্রকাশ অভিধান আহত শব্দের অর্থ সূত্রকে গুণিত করিয়া এবং তাড়িত করিয়া বস্ত্রনির্ম্মাণ করিলেও তাহা নূতনই হয়। ভীষ্মক রাজা কন্যাকে বস্ত্র অলঙ্কার আদি দ্বারা ভূষিত ও রক্ষাসূত্র বন্ধনাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন ॥ ১১ ॥

চক্রুঃ সামর্গ্‌যজুর্মন্ত্রৈর্বধ্বা রক্ষাং দ্বিজোত্তমাঃ।
পুরোহিতোঽথর্ব্ববিদ্বৈ জুহাব গ্রহশান্তয়ে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—দ্বিজোত্তমাঃ (উত্তমব্রাহ্মণাঃ) সামর্গযজুর্মন্ত্রৈঃ (সাম চ ঋক্ চ যজুশ্চ তেষাং বেদত্রয়াণাং মন্ত্রৈঃ, বধ্বাঃ (কন্যায়াঃ) রক্ষাং (রক্ষাকর্ম্ম) চক্রুঃ (সম্পাদয়ামাসুঃ তথা) অথর্ব্ববিৎ (অথর্ব্ববেদজ্ঞঃ) পুরোহিতঃ বৈ গ্রহশান্তয়ে (প্রতিকূলগ্রহাণাং শান্ত্যর্থং) জুহাব (হোমং কৃতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তৎকালে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রে বধূর রক্ষাকর্ম্ম এবং অথর্ব্ববেদজ্ঞ পুরোহিত প্রতিকূল গ্রহগণের শান্তির জন্য হোম করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অথর্ব্ববিৎ আথর্ব্বণমন্ত্রবিৎ আথর্ব্বণমন্ত্রাণাং গ্রহশান্ত্যাদিপ্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অথর্ব্ববিৎ অর্থাৎ অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রবিৎ। কারণ অথর্ব্ববেদীয় মন্ত্রসমূহমধ্যে গ্রহশান্তি আদি প্রচুরভাবে দেখা যায় ॥ ১২ ॥

হিরণ্যরূপ্যবাসাংসি তিলাংশ্চ গুড়মিশ্রিতান্।
প্রাদাদ্ধেনূশ্চ বিপ্রেভ্যো রাজা বিধিবিদাংবরঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—বিধিবিদাংবরঃ (বিধিজ্ঞানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ সঃ) রাজা বিপ্রেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ) হিরণ্যরূপ্য-বাসাংসি (হিরণ্যানি স্বর্ণানি রূপ্যাণি বাসাংসি চ তথা) গুড়মিশ্রিতান্ তিলান্ চ ধেনূঃ (গাঃ) চ প্রাদাৎ (দত্তবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—বিধিজ্ঞপ্রবর রাজা ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গুড়মিশ্রিত তিলরাশি এবং ধেনুসমূহ দান করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

এবং চেদিপতী রাজা দমঘোষঃ সুতায় বৈ।
কারয়ামাস মন্ত্রজ্ঞৈঃ সর্ব্বমভ্যুদয়োচিতম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—চেদিপতিঃ (চেদিরাজ্যাধিপতিঃ) রাজা দমঘোষঃ (শিশুপালস্য পিতা চ) এবং বৈ (ভীষ্মকবৎ) মন্ত্রজ্ঞৈঃ (মন্ত্রবিদ্ভিঃ ব্রাহ্মণৈঃ) সুতায় (স্বপুত্রং শিশুপালং প্রতি) অভ্যুদয়োচিতম্ (অভ্যুদয়ে শুভকর্ম্মণি উচিতং) সর্ব্বং (সকলং কর্ম্ম) কারয়ামাস (অনুষ্ঠাপয়ামাস) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—চেদিরাজ্যেশ্বর দমঘোষও এইরূপে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণদ্বারা পুত্রের শুভকর্ম্মোচিত অনুষ্ঠান সকল সম্পাদন করাইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সুতায় সুতবিবাহার্থম্ ॥ ১৩-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সুতায় অর্থাৎ দমঘোষ নিজপুত্র শিশুপালের বিবাহের জন্য ॥ ১৩-১৪ ॥

মদচ্যুদ্ভির্গজানীকৈঃ স্যন্দনৈর্হেমমালিভিঃ।
পত্ত্যশ্বসঙ্কুলৈঃ সৈন্যৈঃ পরীতঃ কুণ্ডিনং যযৌ ॥১৫

অন্বয়ঃ—(ততঃ সঃ) মদচ্যুদ্ভিঃ (মদস্রাবিভিঃ) গজানীকৈঃ (হস্তিসমূহৈঃ) হেমমালিভিঃ (স্বর্ণমাল্যভূষিতৈঃ) স্যন্দনৈঃ (রথৈঃ) পত্ত্যশ্বসঙ্কুলৈঃ (পত্তিভিঃ

পদাতিকৈঃ অশ্বৈঃ চ সঙ্কুলৈঃ ব্যাপ্তৈঃ এবং চতুরঙ্গৈঃ) সৈন্যৈঃ পরীতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) কুণ্ডিনং বিদর্ভ-রাজধানীং যযৌ (গতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি মদবর্ষী হস্তিসমূহ, সুবর্ণমাল্যভূষিত রথরাশি এবং পদাতিক ও অশ্বসঙ্কুল সৈন্যসকলে পরিবৃত হইয়া বিদর্ভ রাজধানীর অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

তং বৈ বিদর্ভাধিপতিঃ সমভ্যেত্যাভিপূজ্য চ।
নিবেশয়ামাস মুদা কল্পিতান্যনিবেশনে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিদর্ভাধিপতিঃ (ভীষ্মকঃ) তং বৈ (দমঘোষং) সমভ্যেত্য (প্রত্যুদ্‌গম্য) অভিপূজ্য (যথাবৎ অর্চ্চয়িত্বা) চ মুদা (হর্ষেণ) কল্পিতান্যনিবেশনে (কল্পিতং তদর্থং নির্ম্মিতং যৎ অন্যৎ নিবেশনং বাসস্থানং তস্মিন্) নিবেশয়ামাস (প্রবেশয়ামাস) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—রাজা ভীষ্মক তৎকালে দমঘোষের প্রত্যুদ্‌গমন এবং যথাবিধি অর্চ্চনপূর্ব্বক তাহার জন্য যে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তথায় প্রবেশ করাইয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

তত্র শাল্বো জরাসন্ধো দন্তবক্রো বিদূরথঃ।
আজগ্মুশ্চৈদ্যপক্ষীয়াঃ পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ সহস্রশঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ—শাল্বঃ জরাসন্ধঃ দন্তবক্রঃ বিদূরথঃ (চ) পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ (পৌণ্ড্রকপ্রভৃতয়ঃ) চৈদ্যপক্ষীয়াঃ (চেদিরাজপক্ষগতাঃ অন্যে) সহস্রশঃ (বহুসংখ্যকাঃ রাজানশ্চ) তত্র (পুরে) আজগ্মুঃ (আগতাঃ বভূবুঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে বিদর্ভনগরে শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ, পৌণ্ড্রক প্রভৃতি শিশুপালের পক্ষভুক্ত অন্যান্য বহুসংখ্যক রাজগণও আগমন করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—মদানাং চ্যুৎ ক্ষরণং যেষু তৈঃ ॥১৫-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মদচ্যুৎ যে সকল হস্তীর গণ্ডদেশ হইতে মদক্ষরিত হয়। ঐ সকল হস্তীতে সজ্জিত হইয়া শিশুপাল কুণ্ডিন নগরে গেলেন ॥১৫-১৭

কৃষ্ণরামদ্বিষো যত্তাঃ কন্যাং চৈদ্যায় সাধিতুম্।
যদ্যাগত্য হরেৎ কৃষ্ণো রামাদ্যৈর্যদুভির্বৃতঃ ॥১৮॥
যোৎস্যামঃ সংহতাস্তেন ইতি নিশ্চিতমানসাঃ।
অজগ্মুর্ভূভুজঃ সর্ব্বে সমগ্রবলবাহনাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—রামাদ্যৈঃ (বলদেবপ্রমুখৈঃ) যদুভিঃ বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) কৃষ্ণঃ আগত্য (শিশুপালায় কন্যাদানসময়ে সমাগত্য) যদি (কন্যাং) হরেৎ (গৃহ্নীয়াৎ তদা) সংহতাঃ (মিলিতাঃ বয়ং) তেন (শ্রীকৃষ্ণেন সহ) যোৎস্যামঃ (যুদ্ধং করিষ্যামঃ) ইতি নিশ্চিতমানসাঃ (কৃতসঙ্কল্পাঃ) কৃষ্ণরামদ্বিষঃ (রাম-কৃষ্ণয়োঃ শত্রবঃ) সমগ্রবলবাহনাঃ (নিখিল-সৈন্যবাহনসমন্বিতাঃ) যত্তাঃ (যুদ্ধার্থং কৃতোদ্‌যোগাঃ) সর্ব্বে ভূভুজঃ (রাজানঃ) চৈদ্যায় (শিশুপালায়) কন্যাং সাধিতুং (সাধয়িতুং প্রাপয়িতুম্) আজগ্মুঃ (আগতাঃ) ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—যদি শ্রীকৃষ্ণ বলদেবপ্রমুখ যদুগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া আগমনপূর্ব্বক কন্যাহরণ করেন, তাহা হইলে আমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব,—এইরূপ সঙ্কল্প সহকারে রাম-কৃষ্ণবিদ্বেষী নিখিল নরপতিগণ সমগ্র সৈন্য ও বাহন-সমূহে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া শিশুপালকে কন্যা লাভ করাইবার জন্য আগমন করিয়াছিল ॥১৮-১৯॥

বিশ্বনাথ—সাধিতুং সাধয়িতুম্ ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধিতুং অর্থাৎ সাধয়িতং শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ সম্পাদনের জন্য ॥ ১৮-১৯ ॥

শ্রুত্বৈতদ্‌ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্।
কৃষ্ণঞ্চৈকং গতং হর্ত্তুং কন্যাং কলহশঙ্কিতঃ ॥২০
বলেন মহতা সার্দ্ধং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ।
ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রাগাদ্ গজাশ্বরথপত্তিভিঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ রামঃ (বলদেবঃ) এতৎ (এতং) বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমং (বিপক্ষনৃপতীনাং যুদ্ধার্থং উদ্যমং তথা) কন্যাং হর্ত্তুং একং (অসহায়ং) গতং কৃষ্ণং চ শ্রুত্বা কলহশঙ্কিতঃ (বিবাদশঙ্কাযুক্তঃ) ভ্রাতৃস্নেহ-পরিপ্লুতঃ (ভ্রাতৃস্নেহেন পরিপ্লুতঃ বিগলিতচিত্তঃ সন্) গজাশ্ব-রথ-পত্তিভিঃ (হস্ত্যশ্বরথ-পাদাত-যুক্তেন চতু-

রঙ্গেন) মহতা বলেন সার্দ্ধং (সৈন্যেন সহ) ত্বরিতঃ (ত্বরাযুক্তঃ সন্) কুণ্ডিনং (বিদর্ভনগরং) প্রাগাৎ (আগতবান্) ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বলদেব বিপক্ষরাজগণের তাদৃশ আয়োজন এবং কন্যাহরণার্থ একাকী শ্রীকৃষ্ণের গমন শ্রবণে কলহশঙ্কিত ও ভ্রাতৃস্নেহে বিগলিতচিত্ত হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্যসমাবেশ সহকারে সত্বর কুণ্ডিন-নগরে উপস্থিত হইলেন ॥ ২০-২১ ॥

ভীষ্মকন্যা বরারোহা কাঙ্ক্ষন্ত্যাগমনং হরেঃ ।
প্রত্যাপত্তিমপশ্যন্তী দ্বিজস্যাচিন্তয়ৎ তদা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বমেব রুক্মিণী অচিন্তয়ৎ ইত্যাহ) বরারোহা (বরঃ শ্রেষ্ঠঃ আরোহঃ নিতম্বঃ যস্যাঃ সা) ভীষ্মককন্যা (রুক্মিণী) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) আগমনং কাঙ্ক্ষন্তী (বাঞ্ছন্তী সতী) দ্বিজস্য প্রত্যাপত্তিং (প্রত্যাগমনম্) অপশ্যন্তী তদা অচিন্তয়ৎ (চিন্তয়ামাস) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এদিকে শ্রীকৃষ্ণের আগমনবাসনাযুক্তা নিতম্বিনী রুক্মিণী ব্রাহ্মণকে প্রত্যাবৃত্ত না দেখিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—জনপরম্পরয়ৈব শ্রুত্বা ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিত্বাদিযুক্তোঽপি কলহশঙ্কিতঃ অবশ্যভাবিনি কলহে প্রাপ্তাশঙ্কঃ। তত্র হেতুং ভ্রাতৃস্নেহাব্ধৌ সর্ব্বতোভাবেন মগ্নঃ 'অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুজনহৃদয়ানি ভবন্তী'তি ন্যায়েন প্রবলিতস্য স্নেহস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্যাবরণ-সামর্থ্যাৎ ॥ ২০-২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইয়াও শ্রীবলদেব লোক পরম্পরায় কৃষ্ণ বিবাহ-স্থলে গিয়াছেন শুনিয়া অবশ্যই কলহ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সৈন্য আদি সহ পশ্চাতে গেলেন। তাহার কারণ ভ্রাতৃস্নেহ সমুদ্রে সর্ব্বভাবে মগ্ন। নীতিশাস্ত্রে আছে, বন্ধুগণের হৃদয় সর্ব্বদাই অনিষ্ট আশঙ্কা যুক্ত হয়, প্রবল স্নেহের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতাদি শক্তি আবরণ করে ॥ ২০-২২ ॥

নাগচ্ছত্যরবিন্দাক্ষো নাহং বেদ্ম্যত্র কারণম্ ।
সোঽপি নাবর্ত্ততেঽদ্যাপি মৎসন্দেশহরো দ্বিজঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ—অহো অল্পরাধসঃ (মন্দভাগ্যায়াঃ) মে (মম) উদ্বাহঃ (বিবাহঃ) ত্রিযামান্তরিতঃ (ত্রিযামা রাত্রিঃ তাবন্মাত্রেণ অন্তরিতঃ ব্যবহিতঃ বর্ত্ততে, রাত্র্যবসানে এব মে বিবাহো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ইদানীমপি) অরবিন্দাক্ষঃ (কমললোচনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ন আগচ্ছতি অত্র (শ্রীকৃষ্ণস্য অনাগমনে) অহং কারণং ন বেদ্মি (ন অবধারয়িতুং শক্নোমি) মৎসন্দেশহরঃ (মদীয়-বার্ত্তাবহঃ) সঃ দ্বিজঃ অপি অদ্য অপি (ইদানীমপি) ন আবর্ত্ততে (ন প্রত্যাবৃত্তো ভবতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অহো! রাত্রির অবসানেই এই হতভাগিনীর বিবাহকাল উপস্থিত হইবে, কিন্তু কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ এখনও উপস্থিত হইলেন না, আমি ইহার কারণ বুঝিতেছি না। মদীয় বার্ত্তাসহ ব্রাহ্মণও এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করিলেন না ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বমেবৌৎসুক্যভয়াদিতি রুক্মিণ্যচিন্তয়দিত্যাহ,—ত্রিযামা অদ্যতনী রাত্রিস্তয়ৈবান্তরিতঃ শ্বস্তন্যাং রাত্রৌ তু বিবাহলগ্নমেবেতি ভাবঃ। অল্পরাধসঃ মন্দভাগ্যায়াঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ঔৎসুক্যভরে রুক্মিণী চিন্তা করিতেছেন, তিন প্রহর অদ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল, পররাত্রিতে কিন্তু বিবাহ লগ্ন, এখনও শ্রীকৃষ্ণ মন্দভাগিনী আমার ভাগ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন না ॥ ২৩ ॥

অপি ময্যনবদ্যাত্মা দৃষ্ট্বা কিঞ্চিজ্জুগুপ্সিতম্ ।
মৎপাণিগ্রহণে নূনং নায়াতি হি কৃতোদ্যমঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—অনবদ্যাত্মা (অনিন্দনীয় বিগ্রহঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) কৃতোদ্যমঃ (আগমনার্থং কৃতোদ্‌যোগঃ সন্) অপি (প্রস্থানাবসরে) ময়ি কিঞ্চিৎজুগুপ্সিতং (ধার্ষ্ট্যাদি) দৃষ্ট্বা নূনং (নিশ্চিতং) মৎপাণিগ্রহণে (মমপাণিগ্রহণার্থং) ন আয়াতি হি (অয়মর্থঃ আদৌ কৃতোদ্যমত্বাৎ দ্বিজং ন প্রস্থাপিতবান্, প্রস্থানাবসরে চ কিঞ্চিৎ ময়ি জুগুপ্সিতং মত্বা তং প্রত্যাচষ্ট। অতঃ সোঽপি দ্বিজো নূনং নায়াতীতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনিন্দ্যকান্তি শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবতঃ আগমনের উদ্‌যোগ করিয়াও পশ্চাৎ আমার ধৃষ্টতা

প্রভৃতি দোষ দর্শনপূর্ব্বক পাণিগ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অপীতি শঙ্কায়াম্ নায়াতি হি কৃতোদ্যম ইতি প্রথমমত্রাগন্তুমুদ্যমঃ কৃতএব অতএব বিপ্রমপি স্বসঙ্গ এবানেতুং ন প্রথমং প্রস্থাপিতবান্ প্রস্থানাবসরেতু ময়ি কিঞ্চিজ্জুগুপ্সিতং শরীরবুদ্ধ্যাদিগতং দৃষ্ট্বা প্রত্যাচষ্ট। যতোঽনবদ্যাত্মা নির্দ্দোষদেহান্তঃকরণাদিঃ মম সদোষায়াস্তস্তার্য্যাত্বানর্হত্বমিতি ভাবঃ। অতঃ সোঽপি দ্বিজো নূনমকৃতার্থঃ মত্তনুত্যাগভয়ান্নায়াতীতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আশঙ্কায় ভাবিতেছেন—নিশ্চয়ই আসিলেন না, প্রথমে আসার উদ্যম করিয়াছিলেনই, অতএব ব্রাহ্মণকেও নিজসঙ্গেই আনিবার জন্য প্রথমে পাঠন নাই, পাঠাইবার কালেই আমাতে কিঞ্চিৎ শরীর ও বুদ্ধি আদিতে নিন্দিত কিছু দেখিয়া ভাবিয়াছেন, নির্দ্দোষ প্রভু আমার মধ্যে কিছুদোষ দর্শন করিয়া আমি তাহার ভার্য্যার উপযুক্ত নহি এইরূপ ভাবিয়াছেন, অতএব সেই ব্রাহ্মণও নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া উপস্থিত হইলেই আমি-শরীর ত্যাগ করিব এইভয়ে আসিতেছেন না ॥২৪॥

———

দুর্ভগায়া ন মে ধাতা নানুকূলো মহেশ্বরঃ।
দেবী বা বিমুখী গৌরী রুদ্রাণী গিরিজা সতী ॥২৫

অন্বয়ঃ—দুর্ভগায়াঃ মে (দুর্ভগাং মাং প্রতি ইত্যর্থঃ) ধাতা (প্রজাপতিঃ) মহেশ্বরঃ (শিবশ্চ) ন অনুকূলঃ (সুপ্রসন্নঃ বর্ত্ততে) বা (অথবা) রুদ্রাণী (মহেশ্বরী) সতী (দক্ষকন্যা) গিরিজা (হিমালয়-সুতা) গৌরীদেবী বিমুখী (অপ্রসন্না বর্ত্ততে, অত্র সতীতি বিশেষণেন দক্ষকন্যা উক্তা, তদ্‌বৈমুখ্যাৎ প্রজাপতের্দক্ষস্য অপি নানুকূল্যং, রুদ্রাণীত্যনেন চ মহেশ্বর-প্রাতিকূল্যং সূচিতম্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই দুর্ভাগিনীর প্রতি প্রজাপতি এবং মহেশ্বর অনুকূল নহেন অথবা মহেশ্বরী দক্ষসুতা পার্ব্বতী গৌরীদেবীই বিমুখ হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—পুনরপি বহুতরং সংশয়ানৈবাহ, দুর্ভগায়া ইতি। ধাতা মে নানুকূল ইতি মৎপ্রতিকূলেন বিধাত্রৈব বা বর্ত্মন্যেব কুচিৎ স প্রতিবন্ধিতঃ। তৎপ্রাতিকূল্যে হেতুর্ন দৃশ্যত ইতি। মহেশ্বরো বা কদাচিৎ মৎপূজামপ্রাপ্য কুপিতঃ মহৈশ্বর্য্যাত্তস্য ময়ি বালিকায়াং নিকৃষ্টায়ামজ্ঞায়াং কোপো ন যুজ্যত ইত্যহো প্রত্যহমারাধ্যমানাপি গৌরীদেবী বা বিমুখা হন্ত হন্ত কমপরাধং মে সা প্রাপ্তা যন্ময়ি বৈমুখ্যং গতা। তস্যাঃ সাংসর্গিকোঽয়ং বা দোষ ইত্যাহ, রুদ্রাণীতি। তৎপতিঃ সর্ব্বজনান্ রোদয়েৎ। সা তু মামিতি রোদয়তু নাম। হন্ত মমৈতাবদ্বৈক্লব্যং প্রাণজিহাসা-পর্য্যন্তমপি দৃষ্ট্বা কথং ন দ্রবতি। তত্র পৈতৃকং দোষং সংভাবয়ন্ত্যাহ,—গিরিজা পাষাণপুত্রী কথং দ্রবেদতঃ সা মদ্দেহং ত্যাজয়িষ্যত্যেবেতি নিশ্চিনোমি। যতঃ সতী পূর্ব্বজন্মনি স্বয়মেব দেহং তত্যাজেতি ॥২৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনঃরায় বহু বহু সংশয়ই বলিতেছেন—হতভাগিনী আমি, বিধাতা আমার অনুকূল নন, আমার প্রতিকূলে বিধাতাই হয়ত পথ-মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক ঘটাইয়াছেন, তাহার প্রাতি-কূল্যে কোন কারণ দেখিতেছি না, অথবা মহেশ্বর কোনদিন আমার পূজা না পাইয়া কুপিত হইয়াছেন, না তিনি যেহেতু মহেশ্বর আমি বালিকা নিকৃষ্টা অজ্ঞা আমাতে তাহার কোপ সংগত নহে, অহো! প্রতিদিন আমাকর্ত্তৃক আরাধিতা হইয়াও গৌরীদেবী বিমুখ হইয়াছেন, হায়! হায়! আমার কি অপরাধ তিনি পাইলেন যেহেতু আমাতে বিমুখ হইলেন, অথবা তাঁহার সংসর্গগত স্বভাব দোষ ঐরূপ, তিনি রুদ্রাণী তাহার পতি সকল ব্যক্তিকে রোদন করান, সেই দেবী আমাকেও রোদন করান। হায়! হায়! আমার এইরূপ বিকলতা, প্রাণপরিত্যাগ ইচ্ছা পর্য্যন্তও দেখিয়া কেন দ্রবীভূত হইতেছেন না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার পিতৃগত দোষ সম্ভাবনা করি। তিনি গিরিজা অর্থাৎ তিনি পাষাণময় হিমালয়ের পুত্রী, তিনি আবার কিরূপে দ্রব হইবেন? তিনি আমার দেহকে ত্যাগ করাইবেনই—ইহা নিশ্চয় বুঝিতেছি, যেহেতু পূর্ব্বজন্মে তিনি সতী দক্ষকন্যা ছিলেন, নিজেই দেহকে ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

———

এবং চিন্তয়তী বালা গোবিন্দহৃতমানসা।
ন্যমীলয়ত কালজ্ঞা নেত্রে চাশ্রুকলাকুলে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—গোবিন্দহৃতমানসা (গোবিন্দেন হৃতং মানসং যস্যাঃ সা কৃষ্ণগতচিত্তা ইত্যর্থঃ সা) বালা (রুক্মিণী) এবং চিন্তয়তী কালজ্ঞা (নাধুনাপি গোবিন্দাগমনকাল ইতি মন্বানা কিঞ্চিদাশ্বস্তচিত্তা সতী) অশ্রুকলাকুলে (অশ্রুপ্লাবিতে চিন্তাস্তব্ধে) নেত্রে (নয়নে) চ ন্যমীলয়ত (নিমীলিতবতী) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণাসক্তচিত্তা রুক্মিণী এইরূপ চিন্তা-সহকারে এখনও শ্রীকৃষ্ণের আগমনকাল অতীত হয় নাই মনে করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্তচিত্তে অশ্রুপ্লাবিত নয়নযুগল নিমীলিত করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—কালজ্ঞেতি ভোশ্চঞ্চলচিত্ত, সম্প্রতি তনুত্যাগোপায়ং মা কুরু, যতো নাধুনাপি তস্যাগমন-কালো ব্যতীতস্তস্মাত্তনুত্যাগাৎ পূর্ব্বমধুনা ধ্যানেনৈব তন্মুখমেকবারমবলোকয়ানি নাত্র ত্বং মে প্রতিবধানেতি নেত্রে ন্যমীলয়ত মুদ্রিতবতী ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রুক্মিণী বলিতেছেন—হে আমার চঞ্চলচিত্ত ! সম্প্রতি দেহত্যাগের উপায় চিন্তা করিও না, যেহেতু এখনও শ্রীকৃষ্ণের আগমনকাল অতীত হয় নাই। অতএব দেহত্যাগের পূর্ব্বে ধ্যান দ্বারাই এখন তাহার মুখখানি একবার দর্শন করি ইহাতে তুমি আমার প্রতিবন্ধক হইও না, নয়নদ্বয় বন্ধ করিবার জন্য চক্ষুমুদ্রিত করিলেন ॥ ২৬ ॥

এবং বধ্বাঃ প্রতীক্ষন্ত্যা গোবিন্দাগমনং নৃপ ।
বাম উরুর্ভুজো নেত্রমস্ফুরন্ প্রিয়ভাষিণঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (রাজন্) এবং গোবিন্দা-গমনং প্রতীক্ষন্ত্যাঃ (অভিলষন্ত্যাঃ) বধ্বাঃ (রুক্মিণ্যাঃ) প্রিয়ভাষিণঃ (প্রিয়সূচকাঃ) বামঃ উরুঃ (উরুভাগঃ বামঃ) ভুজঃ নেত্রং (বামং নয়নঞ্চ এতে) অস্ফুরন্ (স্পন্দিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, রুক্মিণীদেবী এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিলে তদীয় শুভসূচক বাম উরু, বাহু, এবং নেত্র স্পন্দিত হইয়া-ছিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—উর্ব্বাদয়োঽস্ফুরন্ । প্রিয়ভাষিণঃ শুভসূচকাঃ। একশেষে সতি পুংস্ত্বমার্ষ্যম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তখন রুক্মিণীদেবীর শুভ সূচনাকারী বাম উরু, বাম ভুজ, বাম নেত্র স্ফুরিত হইতে লাগিল। এস্থলে প্রিয় ভাষিণঃ এই শব্দে একশেষ দ্বন্দ্বসমাস হইলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ আর্ষ ॥২৭

অথ কৃষ্ণবিনির্দ্দিষ্ট স এব দ্বিজসত্তমঃ ।
অন্তঃপুরচরীং দেবীং রাজপুত্রীং দদর্শ হ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) কৃষ্ণবিনির্দ্দিষ্টঃ (পুরোপবনং প্রাপ্তেন শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্দ্দিষ্টঃ সমাগতং মাং কথয় ইতি আদিষ্টঃ) সঃ এব দ্বিজসত্তমঃ (ব্রাহ্মণবরঃ) অন্তঃপুরচরীং রাজপুত্রীং দেবীং (রুক্মিণীং) দদর্শ হ (তৎসমীপং গতবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত দ্বিজবর অন্তঃপুরচারিণী রুক্মিণীর নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণেন বিনির্দ্দিষ্টঃ—পুরোপবনে প্রাপ্তং মাং শীঘ্রং কথয়েত্যাদিষ্টঃ। দেবীং ধ্যানপ্রাপ্তকৃষ্ণ-দর্শনানন্দেন দ্যোতমানাং, ধ্যানাবেশোদ্রেকাদেব কৃষ্ণ-পার্শ্বং গন্তুং অন্তঃপুরাচ্চরতীতি তথা তাম্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণকর্ত্তৃক বিনির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'আমি এই রাজপুরীর উপবনে' আসিয়াছি আমার কথা শীঘ্র রুক্মিণীকে জানাও এই আদেশ করিলেন। দেবী অর্থাৎ ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে দীপ্তিমতী, ধ্যানের উদ্রেকের ফলে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে যাইবার জন্য অন্তঃ-পুর হইতে বাহিরে যাইবার সময় রুক্মিণীর নিকট ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলেন ॥ ২৮ ॥

সা তং প্রহৃষ্টবদনমব্যগ্রাত্মগতিং সতী ।
আলক্ষ্য লক্ষণাভিজ্ঞা সমপৃচ্ছচ্ছুচিস্মিতা ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—লক্ষণাভিজ্ঞা (দূতস্য লক্ষণং তত্তৎ-কার্য্যসূচকমভিজানাতীতি তথা) সা সতী (রুক্মিণী) প্রহৃষ্টবদনং (প্রফুল্লবদনম্) অব্যগ্রাত্মগতিং (ন ব্যগ্রা আত্মনঃ দেহস্য গতির্যস্য তম্) তং (দ্বিজম্) আলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) শুচিস্মিতা (শুদ্ধহাসা সতী) সমপৃচ্ছৎ (সম্যক্ জিজ্ঞাসিতবতী) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—দূতলক্ষণাভিজ্ঞা রুক্মিণী ব্রাহ্মণকে প্রফুল্লবদন এবং অব্যগ্রগতিতে উপস্থিত দেখিয়া বিশুদ্ধ হাস্য সহকারে বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—সুনন্দবিপ্রোঽহং ত্বৎপ্রিয়পার্শ্বাদায়াতো মাং পশ্যেত্যুচ্চৈরুক্তবন্তং প্রাপ্তধ্যানভঙ্গা সাপি তং দদর্শেত্যাহ,—সেতি। ন ব্যগ্রা আত্মনো মনসো গতির্যস্মাত্তং বিপ্রস্য বদনহর্ষদর্শনেন তস্যা মনসো বৈয়গ্র্যং শান্তমভূদিত্যর্থঃ। যতো লক্ষণাভিজ্ঞা লক্ষণং কার্য্যসিদ্ধিসূচকং দূতহর্ষং স্বধামনেত্রাদিস্পন্দনং অভিজানাতীতি সা। শুচি শুদ্ধং হর্ষদ্যোতকং স্মিতং যস্যাঃ সা পূর্ব্বং তু দুঃখেঽপি ভাবগোপনার্থং কপটস্মিতৈবাসীদিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—সুনন্দবিপ্র আমি তোমার প্রিয়তমের নিকট হইতে আসিয়াছি আমাকে দর্শন কর। এইরূপ উচ্চৈস্বরে বলিবার পর ধ্যান ভঙ্গ হইলে পর রুক্মিণী ঐ বিপ্রবরকে দর্শন করিলেন। রুক্মিণী ব্যগ্র নহেন আত্মা ও মনের গতি যাঁহার দিকে ছিল সেই ব্রাহ্মণকে হর্ষবদন দেখিয়া রুক্মিণীর মনের ব্যগ্রতা শান্ত হইল। যেহেতু কার্য্যসিদ্ধিসূচক দূত ব্রাহ্মণের হর্ষ দেখিয়া লক্ষণদ্বারা—নিজবাম নয়নাদি স্পন্দন দ্বারা সর্ব্বভাবে জানিয়া সেই রুক্মিণী শুদ্ধহর্ষ প্রকাশক মৃদুহাস্য সহকারে পূর্ব্বের দুঃখভাব গোপনের জন্য কপটহাসি দিয়াছিলেন ইহাই ভাবার্থ ॥ ২৯ ॥

———

তস্যা আবেদয়ৎ প্রাপ্তং শশংস যদুনন্দনম্।
উক্তঞ্চ সত্যবচনমাত্মোপনয়নং প্রতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ দ্বিজঃ) তস্যাঃ (রুক্মিণ্যা সমীপে) প্রাপ্তং (সমাগতম্) যদুনন্দনং (শ্রীকৃষ্ণম্) আবেদয়ৎ (অবর্ণয়ৎ তথা) আত্মোপনয়নং প্রতি (আত্মনা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণস্য আনয়নং প্রতি) সত্যবচনং (চ) শশংস (বর্ণিতবান্, অথবা আত্মনঃ তস্যাঃ উপনয়নং প্রতি শ্রীকৃষ্ণেন যদুক্তং সত্যবচনং তামানয়িষ্যে ইত্যাদি তচ্চ শশংস) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তখন উক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমন এবং পরিণয় সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ যে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিলেন ॥৩০॥

বিশ্বনাথ—প্রাপ্তং যদুনন্দনং তস্যৈ আবেদয়ৎ। আত্মনঃ স্বস্য উপনয়নং সমীপপ্রাপণং প্রতি যৎ সত্যবচনমুক্তং কৃষ্ণেন "তামানয়িষ্য উন্মথ্যে"ত্যাদি তচ্চ শশংস ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন ইহা ব্রাহ্মণ রুক্মিণীকে জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'সমস্ত রাজগণকে পরাজিত করিয়া রুক্মিণীকে আমার নিকট আনিব' এই সত্যবাক্য বলিয়াছেন তাহাও বলিলেন ॥ ৩০ ॥

———

তমাগতং সমাজ্ঞায় বৈদর্ভী হৃষ্টমানসা।
ন পশ্যন্তী ব্রাহ্মণায় প্রিয়মন্যন্ননাম সা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—তং (শ্রীকৃষ্ণম্) আগতং সমাজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) হৃষ্টমানসা (প্রফুল্লচিত্তা) সা বৈদর্ভী (রুক্মিণী, অস্মিন্ কার্য্যে সর্ব্বস্বার্পণমপি অপর্য্যাপ্তমিতি তদুচিতম্) অন্যৎ প্রিয়ং (বস্তু) ন পশ্যন্তী (ন অবলোকয়ন্তী সতী) ব্রাহ্মণায় ননাম (কেবলং ননাম পশ্চাৎবহু দদৌ ইত্যর্থঃ, অথবা মাং প্রিয়ং যে নমন্তি তে তাবৎ সর্ব্বসম্পদং আস্পদং ভবন্তি কিং পুনর্ম্ময়িপ্রণতায়ামিতি প্রণামাৎ অধিকং অন্যৎ প্রিয়ং অপশ্যন্তী ননাম) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের আগমন শ্রবণে হৃষ্টচিত্তা হইয়া ব্রাহ্মণকে দানযোগ্য অন্য কোন প্রিয়বস্তুর নির্ণয় করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র প্রণাম করিলেন ॥ ৩১ ॥

———

প্রাপ্তৌ শ্রুত্বা স্বদুহিতুরুদ্বাহপ্রেক্ষণোৎসুকৌ।
অভ্যয়াৎ তূর্য্যঘোষেণ রাম-কৃষ্ণৌ সমর্হণৈঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—স্বদুহিতুঃ (স্বস্যাঃ কন্যায়াঃ) উদ্বাহপ্রেক্ষণোৎসুকৌ (বিবাহদর্শনাভিলাষিণৌ) রাম-কৃষ্ণৌ প্রাপ্তৌ (আগতৌ) শ্রুত্বা (ভীষ্মকঃ) তূর্য্যঘোষেণ (তূর্য্যধ্বনিনা) সমর্হণৈঃ (পূজোপহারৈশ্চ) অভ্যয়াৎ (প্রত্যুদ্জগাম) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—মহারাজ ভীষ্মক স্বকীয় কন্যার পরিণয়দর্শনাভিলাষে কৃষ্ণ ও বলদেব সমাগত হইয়াছেন

শ্রবণ করিয়া তূর্য্যধ্বনি এবং বিবিধ পূজাদ্রব্যে তাঁহাদের প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

মধুপর্কমুপানীয় বাসাংসি বিরজাংসি সঃ।
উপায়নান্যভীষ্টানি বিধিবৎ সমপূজয়ৎ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ভীষ্মকঃ) মধুপর্কং বিরজাংসি (বিমলানি) বাসাংসি (বসনানি তথা) অভীষ্টানি উপায়নানি (উপহারান্) উপানীয় (সমর্প্য) বিধিবৎ (যথাবিধি) সমপূজয়ৎ (রাম-কৃষ্ণৌ পূজয়ামাস) ॥৩৩

অনুবাদ—তিনি তৎকালে মধুপর্ক, নির্ম্মল বস্ত্রসমূহ এবং অভীষ্ট উপহার রাশি সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিমস্মৈ পারিতোষিকং দদামীতি বিমৃশন্তী কেবলং ননাম। যতঃ প্রণামাদন্যৎ সর্ব্বস্বার্পণমপি প্রিয়মস্মিন্নর্থে সমুচিতং, ন পশ্যন্তী, প্রণত্যা তু স্বস্য ঋণিত্বমেব ব্যঞ্জয়ামাস। ততশ্চ তদৈব বিপ্রস্য গৃহং সার্ব্বকালিক সর্ব্বসম্পত্তিপূর্ণং বভূব মহালক্ষ্ম্যা অপি ঋণিত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩১-৩৩ ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—রুক্মিণী এই ব্রাহ্মণকে কি পারিতোষিক দান করিব ইহা চিন্তা করিতে করিতে কেবল প্রণাম করিলেন, যেহেতু প্রণাম হইতে অন্য সর্ব্বস্ব অর্পণও এই প্রিয় কার্য্যের জন্য সমুচিত হইবে না, ইহা জানিয়া প্রণাম দ্বারা নিজে ঋণী হইলেনই—ইহাই প্রকাশ করিলেন। অনন্তর ঐ সময়েই বিপ্রের গৃহ সার্ব্বকালিক সর্ব্ব সম্পত্তিপূর্ণ হইয়াছিল, যে স্থলে মহালক্ষ্মীও ঋণী হইয়া যান সেখানে আর অন্য কি অভাব থাকে ইহাই জ্ঞাতব্য ॥ ৩১-৩৩ ॥

তয়োর্নিবেশনং শ্রীমদুপাকল্প্য মহামতিঃ।
সসৈন্যয়োঃ সানুগয়োরাতিথ্যং বিদধে যথা ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—মহামতিঃ (মহামনাঃ ভীষ্মকঃ) সসৈন্যয়োঃ (সৈন্যসহিতয়োঃ) সানুগয়োঃ (অনুচরসহিতয়োঃ) তয়োঃ (রাম-কৃষ্ণয়োঃ) শ্রীমৎ (সুন্দরং) নিবেশনং (বাসস্থানম্) উপাকল্প্য (নির্দ্দিশ্য) যথা (যথাবিধি) আতিথ্যং (অতিথিসৎকারং) বিদধে (কৃতবান্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মহামতি ভীষ্মক রাম-কৃষ্ণ এবং তদীয় সৈন্য ও অনুচরগণের জন্য মনোরম বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া যথাবিধি অতিথি-সৎকার সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

এবং রাজ্ঞাং সমেতানাং যথাবীর্য্যং যথাবয়ঃ।
যথাবলং যথাবিত্তং সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সমর্হয়ৎ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—এবং (এবং ক্রমেণ) সমেতানাং রাজ্ঞাং (মধ্যে) যথাবীর্য্যং (বীর্য্যং অনতিক্রম্য) যথাবয়ঃ (বয়ঃ অনতিক্রম্য) যথাবলং (বলং অনতিক্রম্য) যথাবিত্তং (বিত্তমনতিক্রম্য তং তং) সর্ব্বৈঃ কামৈঃ (কাম্যবস্তুভিঃ) সমর্হয়ৎ (পূজয়ামাস) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—এইরূপে তিনি সমবেত রাজগণের বীর্য্য, বয়স, বল এবং বিত্ত অনুসারে প্রত্যেককে যাবতীয় কাম্যবস্তু দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ—মহামতিরিত্যনেন কৃষ্ণো বাচং কন্যামুদ্বোঢুমেবাগতঃ স্যাদিতি স্বচেতঃ প্রাপ্তাশ্বাসো বরোচিতেন বিধিনৈব সমপূজয়দিতি সূচিতম্ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহামতী ভীষ্মক রাজা কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য আসিয়াছেন ইহা নিজ চিত্তে আশ্বাস লাভ করিয়া বরের উচিৎ বিধিদ্বারাই সম্পূর্ণভাবে পূজা করিলেন ॥ ৩৪-৩৫ ॥

কৃষ্ণমাগতমাকর্ণ্য বিদর্ভপুরবাসিনঃ।
আগত্য নেত্রাঞ্জলিভিঃ পপুস্তন্মুখপঙ্কজম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(শ্রীকৃষ্ণে ভাবিকর্ম্মসূচকং জনানুরাগং দর্শয়তি) বিদর্ভপুরবাসিনঃ (জনাঃ) কৃষ্ণং আগতং আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) আগত্য (তৎসমীপং প্রাপ্য) নেত্রাঞ্জলিভিঃ (নেত্রাণি এব অঞ্জলয়ঃ তৈঃ) তন্মুখপঙ্কজং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুখপঙ্কজং মুখপঙ্কজ- মাধুর্য্য মিত্যর্থঃ) পপুঃ (আস্বাদিতবন্তঃ সরাগং দদৃশুরিত্যর্থঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—বিদর্ভপুরবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের আগমন শ্রবণপূর্ব্বক তৎসমীপে সমাগত হইয়া অতিশয় অনুরাগ সহকারে তদীয় বদনকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ।

বিশ্বনাথ—মুখপঙ্কজং পপুস্তত্রত্যমপারং মাধুর্য্যমেব পপুর্লক্ষণয়া পেয়প্রাচুর্য্যং তথানেককর্ত্তৃকপানাদেকস্যৈব পঙ্কজস্যাপরিমিতমধুমত্ত্বাদদ্ভুতত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নগরবাসী নরনারীগণ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মের অপার মাধুর্য্য পান করিতে লাগিলেন। ইহার দ্বারা পানীয় মাধুর্য্যের যেমন প্রাচুর্য্য, সেইরূপ বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক এক কৃষ্ণেরই বদন কমলে অপরিমিত মাধুর্য্য পান করিয়াও শেষ করিতে পারিলেন না, ইহাই অদ্ভূত রসের প্রকাশ ॥ ৩৬ ॥

অস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরা।
অসাবপ্যনবদ্যাত্মা ভৈম্ম্যাঃ সমুচিতঃ পতিঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—রুক্মিণী এব অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) ভার্য্যা ভবিতুং অর্হতি (যোগ্যা ভবতি) অপরা (অন্যা কাচিৎ) ন (নার্হতি) অনবদ্যাত্মা (অনিন্দনীয়বিগ্রহঃ) অসৌ অপি (অসৌ শ্রীকৃষ্ণ এব) ভৈম্ম্যাঃ (রুক্মিণ্যাঃ) সমুচিতঃ (সুযোগ্যঃ) পতিঃ (ভবিতুমর্হতি ন অপরঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে তাঁহারা এরূপ বলিতে লাগিলেন যে, একমাত্র রুক্মিণীই এই শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ পত্নীরূপে গণ্যা হইতে পারেন, অপর কেহ সমর্থ নহে এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই রুক্মিণীর সুযোগ্য পতি হইতে পারেন, অন্য কেহ হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অস্যৈব নাপরস্য, ভার্য্যৈব নতু ভোগ্যা দাসী, রুক্মিণ্যেব নাপরা, ভবিতুমর্হত্যেব নতু নার্হতি। অসাবেব নান্যঃ, ভৈম্ম্যা এব নাপরস্যাঃ, সম্যগেবোচিতঃ ন ত্বীষদপ্যনুচিত ইতি সপ্তাবধারণানি। তত্রৈকস্মিন্ ব্যতিরেকপ্রদর্শন-মুপলক্ষণার্থং নাপরেতি। অত্র বক্তৃবাহুল্যাদ্বাক্যবাহুল্যমতঃ সপ্তানামেব বাক্যানামেকত্রযোজনমিদং জ্ঞেয়ম্। অত্র চাস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরস্যেত্যেকে বদন্তি স্ম। অস্য ভার্য্যৈব ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতীত্যন্য। অস্য ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যেবার্হতি নাপরেত্যপরে। এবমন্যান্যপি চত্বারি বাক্যান্যত একবাক্যত্বস্যাসম্ভবান্ন বাক্যভেদদোষো জ্ঞেয়ঃ। যদুক্তং,—"সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো হি গৌরব"মিতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই কৃষ্ণেরই অন্যের নহে, ভার্য্যাই পরন্তু ভোগ্যা দাসী নহেন, রুক্মিণীই অপরে নহে, হইবার যোগ্যাই কিন্তু অযোগ্যা নহেন। এই শ্রীকৃষ্ণই অন্য নহে, ভীষ্মককন্যারই অন্যের নহে, সম্পূর্ণই উচিত কিন্তু অল্পও অনুচিৎ নহে—এই সাতপ্রকার নিশ্চয়াত্মক নগরবাসীগণের বাক্য তন্মধ্যে এক কৃষ্ণেই ব্যতিরেক প্রদর্শন উপলক্ষণের জন্য, অন্যের নহে।

এস্থলে বহু বক্তার বহুবাক্য, অতএব সাতটি বাক্যেরই একত্র যোজনা জানিতে হইবে। এস্থলে কৃষ্ণেরই ভার্য্যা হইবার রুক্মিণী যোগ্যা, অপরের নহে, এই একদল নগরবাসী বলিয়াছিল। এই কৃষ্ণের ভার্য্যাই হইবার যোগ্যা শ্রীরুক্মিণী—ইহা অন্য নগরবাসীগণের বাক্য। এই কৃষ্ণের ভার্য্যা হইবার রুক্মিণীই যোগ্যা, অন্য নহে—ইহা অপর নগরবাসী গণের বাক্য। এইরূপ অন্যান্য বাক্য চারিটিও অন্যান্য নগরবাসীগণের অতএব এইস্থলে ইহাকে একবাক্য করিবার সম্ভাবনা না থাকায়, ভিন্ন ভিন্ন সাতটিবাক্য করায় দোষ হয় নাই। যেহেতু শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে স্থলে একবাক্য করা সম্ভব হয় সেস্থলে ভিন্ন বাক্য করিলে গৌরব দোষ হয় ॥৩৭

কিঞ্চিৎ সুচরিতং যন্নস্তেন তুষ্টস্ত্রিলোককৃৎ।
অনুগৃহ্ণাতু গৃহ্ণাতু বৈদর্ভ্যাঃ পাণিমচ্যুতঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—নঃ (অস্মাকং) কিঞ্চিৎ (স্বল্পপ্রমাণং) যৎ সুচরিতং (পুণ্যং বর্ত্ততে) ত্রিলোককৃৎ (ত্রিজগৎস্রষ্টা) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তেন (তাবতৈব সুচরিতেন) তুষ্টঃ (সন্) অনুগৃহ্ণাতু গৃহ্ণাতু (কৃপয়তু, অনুগ্রহং নির্দ্দিশন্তি) বৈদর্ভ্যাঃ (রুক্মিণ্যাঃ) পাণিং গৃহ্ণাতু ॥৩৮

অনুবাদ—আমাদের অত্যল্প প্রমাণ যে পুণ্য বর্ত্তমান আছে, ত্রিলোকস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ সহকারে বৈদর্ভীর প্রাণি-গ্রহণ করুন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—যৎকিঞ্চিৎ সুচরিতং সুকৃতঞ্চেদস্মাকমস্তি তেন তুষ্ট ইতি। তত্তৎ স্বস্বসুকৃতমস্মাভিরস্যৈ রুক্মিণ্যৈ দত্তমিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও নগরবাসীগণ বলিতে-

ছেন—আমাদের যৎকিঞ্চিৎ পুণ্য ও সদাচার আছে তাহার দ্বারা তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করুন। আমাদের নিজ নিজ সুকৃতি আমরা এই রুক্মিণীকে দান করিলাম ইহাই তাঁহাদের মনের ভাব ॥ ৩৮ ॥

এবং প্রেমকলাবদ্ধা বদন্তি স্ম পুরৌকসঃ।
কন্যা চান্তঃপুরাৎ প্রাগাদ্ভটৈর্গুপ্তাম্বিকালয়ম্ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—পুরৌকসঃ (পুরবাসিনঃ) প্রেমকলাবদ্ধাঃ (প্রেম্ণঃ কলা লেশঃ তেন বদ্ধাঃ সন্তঃ) এবং বদন্তি স্ম (উচুঃ) কন্যা (রুক্মিণী) চ ভটৈঃ (রক্ষিভিঃ) গুপ্তা (রক্ষিতা সতী) অন্তঃপুরাৎ অম্বিকালয়ং (নগরবহিঃস্থিতং অম্বিকামন্দিরম্) প্রাগাৎ (গতবতী) ॥৩৯॥

অনুবাদ—প্রেমকলাবদ্ধ পুরবাসিগণ এইরূপ বলিতেছেন, এদিকে রুক্মিণী রক্ষিগণে পরিরক্ষিত হইয়া অন্তঃপুর হইতে অম্বিকামন্দিরে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব চ এবং প্রেমকলয়া রুক্মিণীবিষয়কপ্রেমপ্রবৃদ্ধ্যা বদ্ধা বশীভূতা ইত্যর্থঃ। "কলামূলে প্রবৃদ্ধৌ স্যাচ্ছিল্পাদাবংশমাত্রকে" ইতি মেদিনী। "কলিবলী কামধেনু চে'তি কবয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব এই প্রকার প্রেমকলার দ্বারা অর্থাৎ রুক্মিণী বিষয়ক নগরবাসীগণের প্রীতি বৃদ্ধি পাইয়া তাহারা বশীভূত হইয়াছিল। মেদিনী কোষে বলা হইয়াছে—কলাশব্দের অর্থ মূল, প্রবৃদ্ধি শিল্পাদি এবং ষোলভাগের একভাগকে কলা বলা হয়। অন্যকবিগণ বলেন 'কলিবলী কামধেনু অর্থেও ব্যবহৃত হয় ॥ ৩৯ ॥

পদ্ভ্যাং বিনির্যযৌ দ্রষ্টুং ভবান্যাঃ পাদপল্লবম্।
সা চানুধ্যায়তী সম্যঙ্মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥ ৪০ ॥
যতবাঙ্মাতৃভিঃ সার্দ্ধং সখীভিঃ পরিবারিতা।
গুপ্তা রাজভটৈঃ শূরৈঃ সন্নদ্ধৈরুদ্যতায়ুধৈঃ।
মৃদঙ্গশঙ্খপণবাস্তূর্য্যভের্য্যশ্চ জঘ্নিরে ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—সা চ (রুক্মিণী) মুকুন্দ-চরণাম্বুজং (শ্রীকৃষ্ণচরণকমলযুগলং) সম্যক্ অনুধ্যায়তী (হৃদয়ে নিরন্তরং সম্যক্ চিন্তয়ন্তী) যতবাক্ (সংযতবচনা) মাতৃভিঃ সার্দ্ধং (সহ) সখীভিঃ পরিবারিতা (পরিবেষ্টিতা) সন্নদ্ধৈঃ (কবচাবৃতকায়ৈঃ) উদ্যতায়ুধৈঃ (উদ্যতানি আয়ুধানি অস্ত্রাণি যেষাং তৈঃ) শূরৈঃ (বীরৈঃ) রাজভটৈঃ (রাজসৈন্যৈঃ) গুপ্তা (রক্ষিতা সতী) ভবান্যাঃ (অম্বিকায়াঃ) পাদপল্লবং দ্রষ্টুং পদ্ভ্যাং বিনির্যযৌ (পুরাৎ বহির্গতা বভূব) মৃদঙ্গ-শঙ্খ-পণবাঃ তূর্য্যাঃ ভের্য্যঃ চ জঘ্নিরে (তদা বাদিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪০-৪১ ॥

অনুবাদ—তৎকালে রুক্মিণী মৌনভাবে হৃদয়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে মাতৃগণের সহিত সখীজনপরিবৃত এবং কবচাবদ্ধ উদ্যতাস্ত্রধারী বীর রাজসৈন্যগণে রক্ষিত হইয়া অম্বিকাদেবীর পদপল্লব-দর্শন-কামনায় পদব্রজে পুরী হইতে বহির্গত হইলেন, তখন মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, তূর্য্য ও ভেরীসমূহ নিনাদিত হইতে লাগিল ॥ ৪০-৪১ ॥

নানোপহারবলিভির্বারমুখ্যাঃ সহস্রশঃ।
স্রগ্গন্ধবস্ত্রাভরণৈর্দ্বিজপত্ন্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪২ ॥
গায়ন্তশ্চ স্তুবন্তশ্চ গায়কা বাদ্যবাদকাঃ।
পরিবার্য্য বধূং জগ্মুঃ সূত-মাগধ-বন্দিনঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—সহস্রশঃ (বহুসংখ্যকাঃ) বারমুখ্যাঃ (গণিকোত্তমাঃ) নানোপহারবলিভিঃ (বিবিধৈঃ উপহারৈঃ বলিভিঃ পূজোপকরণৈশ্চ উপলক্ষিতাঃ সত্য তথা) দ্বিজপত্ন্যঃ (ব্রাহ্মণ্যঃ) স্রগ্গন্ধবস্ত্রাভরণৈঃ (মাল্য-চন্দনবসনালঙ্কারৈঃ) স্বলঙ্কৃতাঃ (সুভূষিতাঃ সত্যঃ) গায়কাঃ গায়ন্তঃ চ (গানং কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) স্তুবন্তঃ চ (স্তুতিপাঠকাঃ স্তুতিং কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) বাদ্যবাদকাঃ (বাদ্যানাং বাদকাঃ বাদ্যানি বাদয়ন্তঃ সন্তঃ তথা) সূত-মাগধ-বন্দিনঃ (সূতাঃ মাগধাঃ বন্দিনঃ চ, এতে স্তুতিপাঠকানামেব ভেদাঃ জ্ঞেয়াঃ এতে সর্ব্বে) বধূং (কন্যাং রুক্মিণীং) পরিবার্য্য (বেষ্টয়িত্বা) জগ্মুঃ (গতাঃ) ॥ ৪২-৪৩ ॥

অনুবাদ—তৎকালে বহুসংখ্যক উত্তম বারাঙ্গনা বিবিধ উপহার ও বলি হস্তে লইয়া, দ্বিজপত্নীগণ মাল্য, চন্দন, বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, গায়কগণ গান করিতে করিতে, স্তুতিপাঠকগণ স্তুতিসহ-

কারে, বাদ্যকরগণ বাদ্য করিতে করিতে এবং সূত মাগধ-বন্দিগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানসহকারে কন্যাকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিয়াছিল ॥ ৪২-৪৩ ॥

বিশ্বনাথ — স্বপুরাদ্ভবান্যালয়পর্য্যন্তং নরযানেন সুখপালেনাগত্য আলয়াভ্যন্তরগতাংশ্চতুঃপঞ্চপ্রকোষ্ঠান্ পদ্ভ্যামেব যযৌ, রাজভটের্ভবান্যালয়াদ্বহিঃ সর্ব্বদিক্ষু-স্থিতৈঃ। জঘ্নিরে আহতা বাদিতা ইত্যর্থঃ ॥৪০-৪৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজপুর হইতে রুক্মিণী ভবানী মন্দির পর্য্যন্ত মনুষ্যযানে পাল্কীতে আসিয়া মন্দিরের ভিতর পর্য্যন্ত চার পাঁচটি প্রকোষ্ঠ হাঁটিয়াই গেলেন। রাজসৈন্যগণ ভবানী মন্দিরের বাহিরে সর্ব্বদিকে বেষ্টন করিয়া থাকিল। বাদ্যকারগণ মৃদঙ্গ আদি নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে লাগিল ॥৪০-৪৩

আসাদ্য দেবীসদনং ধৌতপাদকরাম্বুজা।
উপস্পৃশ্য শুচিঃ শান্তা প্রবিবেশাম্বিকান্তিকম্ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ — (অনন্তরং রুক্মিণী) দেবীসদনং (অম্বিকালয়ম্) আসাদ্য (সংপ্রাপ্য) ধৌতপাদ-করাম্বুজা (প্রক্ষালিতপাণিপাদা) উপস্পৃশ্য (আচম্য) শুচিঃ (শুদ্ধা) শান্তা (চ সতী) অম্বিকান্তিকং (অম্বি-কায়াঃ সমীপং) প্রবিবেশ (প্রবিষ্টবতী) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রুক্মিণী অম্বিকালয়ে উপস্থিত হইয়া হস্ত পদ প্রক্ষালন ও আচমনপূর্ব্বক শুদ্ধ ও শান্তভাবে দেবীর নিকট প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ---দেবসদনং দেব্যা মন্দিরম্। বৃহদা-লয়ান্তর্গতং মণিমণ্ডপং কুক্কুট্যাদীনামণ্ডাদিষু পুংবত্ত্বাব ইতি পুংবত্ত্বম্। উপস্পৃশ্য আচম্য ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবসদন অর্থাৎ দেবীর মন্দির, বৃহৎ মন্দিরের অভ্যন্তরে মণিমণ্ডপ সে স্থলে কুক্কুটা-দির ডিম্ব প্রভৃতি পড়িয়া অশুদ্ধ হইয়া থাকে এই কারণে হস্তপদাদি ধৌত করিয়া আচমনপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া শান্তভাবে দেবীর নিকট প্রবেশ করিলেন ॥৪৪

তাং বৈ প্রবয়সো বালাং বিধিজ্ঞা বিপ্রযোষিতঃ।
ভবানীং বন্দয়াঞ্চক্রুর্ভবপত্নীং ভবান্বিতাম্ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—বিধিজ্ঞাঃ (বিধিং তত্র কর্ত্তব্যং জানন্তীতি তাঃ তথাভূতাঃ) প্রবয়সঃ (বৃদ্ধাঃ) বিপ্রযোষিতঃ (ব্রাহ্মণপত্ন্যঃ) তাং বালাং (রুক্মিণীং) বৈ ভবান্বিতাং (ভবেন শঙ্করেণ অন্বিতাং যুক্তাং) ভবপত্নীং ভবানীং (অম্বিকাং) বন্দয়াঞ্চক্রু (তস্যাঃ বন্দনক্রিয়াং কারয়া-মাসুঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—বিধিনিপুণ বৃদ্ধ বিপ্রপত্নীগণ তখন রুক্মিণীকে এইরূপে মহেশ্বর এবং অম্বিকার বন্দনা করাইয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রবয়সো বৃদ্ধাঃ বিপ্রযোষিতঃ পুরো-হিতস্ত্রিয়ঃ বিধিজ্ঞাঃ শাস্ত্রবিধিজ্ঞাঃ রুক্মিণ্যা মনোগত-প্রকারজ্ঞাশ্চ। ভবপত্নীং ভবান্বিতামিতি। হে ভবানি, ত্বং যথা ভবপত্নী ভবান্বিতা চ বিরাজসে তথৈবে-মামপি কৃষ্ণপত্নীং কৃষ্ণান্বিতাং কুর্ব্বিতি তাভিরপি কৃষ্ণমালোক্য "কিঞ্চিৎ সুচরিতং যন্ন" ইতি প্রাক্ প্রার্থিতত্ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরোহিতগণের বৃদ্ধা স্ত্রীগণ শাস্ত্রবিধিতে অভিজ্ঞা এবং রুক্মিণীর মনোগত ভাব বিষয়েও অভিজ্ঞা, মহাদেবের সহিত দেবীকে হে ভবানী! তুমি যেমন ভবপত্নী এবং মহাদেবের সহিত যুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছ, সেইরূপ এই রুক্মিণী-কেও কৃষ্ণপত্নী করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুক্ত কর। ঐ বৃদ্ধা পুরোহিত ভার্য্যাগণও কৃষ্ণকে দেখিয়া পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছিলেন আমরা যদি কিছু পুণ্য আচরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে ঐ পুণ্য রুক্মিণীকে দিলাম, কৃষ্ণ ইহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৪৫ ॥

নমস্যে ত্বাম্বিকেঽভীক্ষ্ণং স্বসন্তানযুতাং শিবাম্।
ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্ কৃষ্ণস্তদনুমোদতাম্ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) অম্বিকে, স্বসন্তানযুতাং (গণে-শাদিসহিতাম্) শিবাং (মঙ্গলজননীং) ত্বা (ত্বাম্) অভীক্ষ্ণং (নিরন্তরং) নমস্যে (প্রণমামি)। ভগবান্ কৃষ্ণঃ মে (মম) পতিঃ ভূয়াৎ (ভবতু, ননু আত্মা-রামোঽসৌ কথং ত্বৎপতির্ভবেৎ ইতি আহ) তৎ অনুমোদতাং (অনুমনাস্ব) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে অম্বিকে, আমি গণেশাদি সন্ততি-

গণের সহিত মঙ্গলদায়িনী আপনাকে প্রণাম করিতেছি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি হউন, ইহা আপনি অনুমোদন করুন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—বন্দনমন্ত্রমপি তা এব তাং বাচয়ামাসুঃ স যথা নমস্যে ইতি। স্বসন্তানযুতামিতি স গণেশো মমাত্র বিঘ্নং খণ্ডয়ত্বিতি ভাবঃ। তত্তত্র ভবতী অনুমোদতাং ভবতু তে স এব পতিরিতি স্বসম্মতিং দত্তামিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বন্দনার মন্ত্রও ঐ বৃদ্ধাগণই রুক্মিণীকে পাঠ করাইলেন। তাহা এই নমস্যে ইত্যাদি, তুমি নিজ সন্তান গণেশের সহিত আমার এই বিষয়ে বিঘ্ন খণ্ডন করুন, আপনি এই বিষয়ে অনুমোদন করুন, সেই কৃষ্ণই রুক্মিণীর পতি হউক এইরূপ নিজ সম্মতি দান করুন ॥ ৪৬ ॥

অদ্ভির্গন্ধাক্ষতৈর্ধূপৈর্বাসঃস্রঙ্‌মাল্যভূষণৈঃ ।
নানোপহারবলিভিঃ প্রদীপাবলিভিঃ পৃথক্ ॥ ৪৭ ॥
বিপ্রস্ত্রিয়ঃ পতিমতীস্তথা তৈঃ সমপূজয়ৎ ।
লবণাপূপতাম্বূল-কণ্ঠসূত্রফলেক্ষুভিঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃপরং সা) অদ্ভিঃ (জলৈঃ) গন্ধাক্ষতৈঃ (গন্ধৈঃ চন্দনৈঃ অক্ষতৈঃ তণ্ডুলৈশ্চ) ধূপৈঃ বাসঃ-স্রঙ্‌মাল্য-ভূষণৈঃ (বাসোভিঃ বস্ত্রৈঃ স্রগ্‌ভিঃ রত্নমাল্যৈঃ মাল্যৈঃ কুসুমমাল্যৈঃ ভূষণৈঃ চ তথা) নানোপহারবলিভিঃ (বিবিধৈঃ উপহারৈঃ বলিভিঃ উপকরণৈশ্চ) প্রদীপাবলিভিঃ (প্রদীপসমূহৈশ্চ) লবণাপূপ-তাম্বূল-কণ্ঠসূত্র-ফলেক্ষুভিঃ (লবণৈঃ অপূপৈঃ যবপিষ্টকৈঃ তাম্বূলৈঃ কণ্ঠসূত্রৈঃ যজ্ঞসূত্রৈঃ ফলৈঃ ইক্ষুভিশ্চ স্বয়ং অম্বিকাং) সমপূজয়ৎ (ততঃ) পতিমতীঃ (পতিমত্যঃ) বিপ্রস্ত্রিয়ঃ (ব্রাহ্মণপত্ন্যশ্চ) তথা (তদ্বৎ) তৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ দ্রব্যসমূহৈঃ) পৃথক্ (পৃথগ্‌ভাবেন সমপূজয়ন্) ॥ ৪৭-৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি জল, গন্ধ, আতপতণ্ডুল, ধূপ, বস্ত্র, রত্নমাল্য, পুষ্পমাল্য, অলঙ্কার, বিবিধ উপহার, প্রদীপসমূহ, লবণ, যবপিষ্টক, তাম্বূল, যজ্ঞসূত্র, ফল এবং ইক্ষুদ্বারা স্বয়ং অম্বিকার পূজা করিলেন, পরে সধবা বিপ্রপত্নীগণ ঐ সকল উপচারে পৃথক্‌ভাবে দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন ॥৪৭-৪৮

বিশ্বনাথ—স্রক্ পৌষ্পী মালা রত্নময়ী ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—লবণাপূপঃ 'কচোরিকা' ইতি কেচিৎ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্রক্—পুষ্পের মালা, মালা-রত্নময়ীমালা ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লবণাপূপ অর্থাৎ কর্চ্চোরিকা ভোগদ্রব্য ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

তস্যৈ স্ত্রিয়স্তাঃ প্রদদুঃ শেষাং যুযুজুরাশিষঃ ।
তাভ্যো দেব্যৈ নমশ্চক্রে শেষাঞ্চ জগৃহে বধূঃ ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) তাঃ স্ত্রিয়ঃ (বিপ্রপত্ন্যঃ) তস্যৈ (রুক্মিণ্যৈ) শেষাং (নির্ম্মাল্যং) প্রদদুঃ (দত্তবত্যঃ) আশিষঃ যুযুজুঃ (আশীর্ব্বাদান্ চ চক্রুঃ ততঃ) বধূঃ (রুক্মিণী) তাভ্যঃ (বিপ্রস্ত্রীভ্যঃ তথা) দেব্যৈ (অম্বিকায়ৈ) নমশ্চক্রে (নমস্কৃতবতী) শেষাং (নির্ম্মাল্যং) জগৃহে চ (স্বীকৃতবতী) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—বিপ্রপত্নীগণ রুক্মিণীকে নির্ম্মাল্য এবং আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। অতঃপর রুক্মিণীও তাঁহাদিগকে এবং দেবীকে প্রণামপূর্ব্বক নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—শেষাং নির্ম্মাল্যম্ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শেষ অর্থাৎ নির্ম্মাল্য ॥৪৯॥

মুনিব্রতমথ ত্যক্ত্বা নিশ্চক্রামাম্বিকাগৃহাৎ ।
প্রগৃহ্য পাণিনা ভৃত্যাং রত্নমুদ্রোপশোভিনা ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং সা) মুনিব্রতং (মৌনং ত্যক্ত্বা রত্নমুদ্রোপশোভিনা (রত্নাঙ্গুরীয়কশোভাযুক্তেন) পাণিনা (স্বহস্তেন) ভৃত্যাং (সখীং) প্রগৃহ্য (হস্তে গৃহীত্বা) অম্বিকাগৃহাৎ নিশ্চক্রাম (বহির্গতা বভূব) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি মৌনব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক রত্নাঙ্গুরীয়কবিভূষিত স্বহস্তে সখীহস্ত ধারণ করিয়া অম্বিকামন্দির হইতে নির্গত হইলেন ॥৫০॥

বিশ্বনাথ—মুনিব্রতং মৌনম্ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুনিব্রত অর্থাৎ মৌন ॥৫০

তাং দেবমায়ামিব ধীরমোহিনীং
সুমধ্যমাং কুণ্ডলমণ্ডিতাননাম্ ।
শ্যামাং নিতম্বার্পিতরত্নমেখলাং
ব্যঞ্জৎস্তনীং কুন্তলশঙ্কিতেক্ষণাম্ ॥ ৫১ ॥
শুচিস্মিতাং বিম্বফলাধরদ্যুতিঃ
শোণায়মান-দ্বিজ-কুন্দ-কুড্মলাম্ ।
পদা চলন্তীং কলহংসগামিনীং
সিঞ্জৎকলানূপুরধামশোভিনা ॥ ৫২ ॥
বিলোক্য বীরা মুমুহুঃ সমাগতা
যশস্বিনস্তৎকৃতহৃচ্ছয়ার্দ্দিতাঃ ।
যাং বীক্ষ্য তে নৃপতয়স্তদুদারহাস-
ব্রীড়াবলোকহৃতচেতস উজ্ঝিতাস্ত্রাঃ ॥ ৫৩॥
পেতুঃ ক্ষিতৌ গজরথাশ্বগতা বিমূঢ়া
যাত্রাচ্ছলেন হরয়েঽর্পয়তীং স্বশোভাম্
সৈবং শনৈশ্চলয়তী চলপদ্মকোশৌ
প্রাপ্তিং তদা ভগবতঃ প্রসমীক্ষমাণা ॥ ৫৪ ॥
উৎসার্য্য বামকরজৈরলকানপাঙ্গৈঃ
প্রাপ্তান্ হ্রিয়ৈক্ষত নৃপান্ দদৃশেঽচ্যুতঞ্চ ।
তাং রাজকন্যাং রথমারুরুক্ষতীং
জহার কৃষ্ণো দ্বিষতাং সমীক্ষতাম্ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—দেবমায়াং ইব (দেবস্য বিষ্ণোঃ মায়াং ইব ন তু মায়াং কিন্তু স্বরূপশক্তিমেবেত্যর্থঃ) ধীর-মোহিনীং (ধীরজনানামপি মোহজননীং) সুমধ্যমাং (শোভন-মধ্যদেশবিশিষ্টাং ক্ষীণকটিমিত্যর্থঃ) কুণ্ডল-মণ্ডিতাননাং (কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতং ভূষিতং আননং বদনং যস্যাঃ তাম্) শ্যামাং (অজাতরজস্কাং) নিতম্বার্পিত-রত্নমেখলাং (নিতম্বে অর্পিতা নিহিতা, রত্নমেখলা রত্নময়ী কাঞ্চী যস্যাঃ তাম্) ব্যঞ্জৎস্তনীং (ব্যঞ্জন্তৌ প্রকাশমানৌ স্তনৌ যস্যাঃ তাম্) কুন্তল-শঙ্কিতেক্ষণাং (কুন্তলেভ্যঃ কেশেভ্যঃ শঙ্কিতে ইব চপলে ইক্ষণে নেত্রে যস্যাঃ তাম্) শুচিস্মিতাং (শুদ্ধ-হাসাং) বিম্বফলাধরদ্যুতিশোণায়মান - দ্বিজ - কুন্দ - কুড্মলাং (বিম্বফলবৎ যঃ অধরঃ তস্য দ্যুতিভিঃ শোণায়মানানি রক্তিমতাং আপন্নানি দ্বিজাঃ দন্তা এব কুন্দ-কুড্মলানি কুন্দকুসুমকলিকাঃ যস্যাঃ তাম্) কলহংসগামিনীং (কলহংসবৎমন্থরগতিম্) সিঞ্জৎ-কলা-নূপুর-ধামশোভিনা (কলা শোভা তদ্ যুক্তং নূপুরং কলানূপুরং সিঞ্জৎ শব্দায়মানঞ্চ তৎকলা-নূপুরঞ্চ তস্য ধাম দীপ্তিঃ তেন শোভিতুং শীলং অস্য তেন) পদা (পদদ্বয়েন) চলন্তীং তাং (রুক্মিণীং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) সমাগতঃ যশস্বিনঃ বীরাঃ (বীর-পুরুষাঃ) তৎকৃত হৃচ্ছয়ার্দ্দিতাঃ (তয়া কৃতঃ জনিতঃ যঃ হৃচ্ছয়ঃ কামঃ তেন অর্দ্দিতাঃ পীড়িতাঃ সন্তঃ) মুমুহুঃ (মোহং গতাঃ) তদুদারহাস-ব্রীড়াবলোক-হৃতচেতসঃ (তস্যাঃ যঃ উদারঃ হাসঃ ব্রীড়য়া সহ অবলোকঃ নিরীক্ষণঞ্চ তাভ্যাং হৃতানি চেতাংসি যেষাং তে) উজ্ঝিতাস্ত্রাঃ (ত্যক্তায়ুধাঃ) গজরথাশ্ব-গতাঃ তে নৃপতয়ঃ যাত্রাচ্ছলেন (যাত্রামিষেণ) হরয়ে (শ্রীকৃষ্ণায়) স্বশোভাং (স্বলাবণ্যম্) অর্পয়তীং (সমর্পয়তীং) যাং (কন্যাং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিমূঢ়াঃ (মোহং গতাঃ সন্তঃ) ক্ষিতৌ (ভূতলে) পেতুঃ (পতিতাঃ) সা (কন্যা রুক্মিণী) [এবং (এবং ক্রমেণ)] শনৈঃ (মন্দং মন্দং) চলপদ্মকোশৌ (চলৎ পদ্মকোশতুল্যৌ চরণৌ) চলয়তী (চালয়ন্তী) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রাপ্তিং (সমাগমং) প্রসমীক্ষমাণা (অপেক্ষ-মাণা সতী) বামকরজৈঃ (বামকরাঙ্গুলিভিঃ) অল-কান্ (চূর্ণকুন্তলান্) উৎসার্য্য (অপসার্য্য) হ্রিয়া (লজ্জয়া) প্রাপ্তান্ (আগতান্) নৃপান্ অপাঙ্গৈঃ ঐক্ষত (অপশ্যৎ) তদা (তদৈব) অচ্যুতং চ (শ্রীকৃষ্ণঞ্চ) দদৃশে [দদর্শ (দৃষ্টবতী অথ)] কৃষ্ণঃ রথং আরু-রুক্ষতীং (রথারোহণে সমুদ্যতাম্) তাং রাজকন্যাং (রুক্মিণীং) দ্বিষতাং সমীক্ষতাং (দ্বিষৎসু শত্রুষু সমীক্ষমাণেষু সৎসু) জহার (হৃতবান্) ॥৫১-৫৫॥

অনুবাদ—তৎকালে বিষ্ণুমায়ার ন্যায় তাঁহার দর্শনে ধীর ব্যক্তিগণেরও মোহ জন্মিয়াছিল, তাঁহার কটিদেশ ক্ষীণ, বদন কুণ্ডল-যুগল-মণ্ডিত, নিতম্বদেশ রত্নমেখলায় আবদ্ধ, স্তনযুগল প্রকাশমান, নেত্রযুগল কেশরাশি হইতে শঙ্কিত হইয়াই যেন চপলভাবগ্রস্ত, হাস্য বিশুদ্ধ, কুন্দকোরক সদৃশ শুভ্রদন্তরাজি, বিম্ব-ফলতুল্য অধরের শোভায় রক্তিম ভাবাপন্ন এবং গমন কলহংস সদৃশ ছিল। সমবেত যশস্বী বীরপুরুষগণ এই অজাতরজস্কা কন্যাকে শব্দায়মান সুশোভন নূপুর-কান্তি-শোভিত পদদ্বয়ে গমন করিতে দেখিয়া কামবেগে পীড়িত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন। যিনি যাত্রাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে স্বকীয়লাবণ্য সমর্পণ করিতে থাকিলে তদীয় উদার হাস্য ও সলজ্জ নিরীক্ষণে

হৃতবিত্ত, গজরথ ও অশ্বস্থিত রাজগণ তাঁহাকে দেখিয়া অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মোহিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন, সেই রুক্মিণী এইরূপে ধীরে ধীরে চঞ্চল কমল-কোশতুল্য চরণযুগল পরিচালন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণসমাগম প্রতীক্ষায় বামহস্তাঙ্গুলী সমূহ-দ্বারা অলকরাশি অপসারিত করিয়া সলজ্জভাবে সমাগত নৃপতিগণকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং তৎ-ক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি রথারোহণে উদ্যত হইলেই শ্রীকৃষ্ণ শত্রুগণের সমক্ষে তাঁহাকে হরণ করিলেন ॥ ৫১-৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তাং চিদানন্দময়ীং ভগবচ্ছক্তিং শ্রীরুক্মিণীং ভগবদ্দ্বিষোঽসুরা মায়ামেব প্রতিয়ন্তি স্মেত্যাহ,—তামিতি সার্দ্ধৈঃ পাদোনত্রিভিঃ। তাং শ্রীরুক্মিণীং দেবমায়ামেব বিলোক্য বীরা মুমুহুরিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। ইবেত্যেবার্থে। "মল্লানামশনি"-রিত্যত্রায়মশনিরেব ন তু সুকুমারো বাল ইতি মল্লাঃ কৃষ্ণং যথা অমংসত অশনিত্বঞ্চ ন তস্য স্বরূপমতো মল্লাদ্যাঃ স্ব স্ব দৃগ্‌ভিস্তস্য স্বরূপমেব জগৃহুঃ, কৃষ্ণ-নিষ্ঠং স্বরূপং স্যাদ্দৈত্যৈঃ সুগমং জনৈরিত্যুক্তেঃ। তথৈব দেবানামপীয়ং মায়া পরমমোহিনী কাপি সুন্দরী ন ত্বিয়ং মানুষীতি তাং মত্বেত্যর্থঃ। দেব-মায়ামেব বিশিনষ্টি। বীরেত্যাদিভিঃ শ্যামাং "শীত-কালে ভবেদুষ্ণা উষ্ণকালে তু শীতলা। স্তনৌ সু-কঠিনৌ যস্যাঃ সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা ॥" ইত্যুক্ত-লক্ষণাং ব্যঞ্জয়ন্তৌ ব্যক্তীভবন্তাবেব স্তনৌ যস্যাস্তাং কুন্তলেভ্যঃ শঙ্কিতে ইব চপলে ইব ঈক্ষণে যস্যাস্তাম্ ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—বিম্বফলাধরস্য দ্যুতিভিঃ শোণায়মানা দ্বিজা দন্তা এব কুন্দকুট্মলানি যস্যাস্তাং শিঞ্জচ্চ তৎকলানূপুরমতিশিল্পনির্ম্মিতনূপুরঞ্চ তস্য ধামভি-র্দীপ্তিভিঃ শোভিনা পদা চলন্তীং, তৎকৃতো মায়া-প্রতীতিজনিতো যে হৃচ্ছয়ঃ কামস্তেনার্দ্দিতাঃ। যথা গন্ধর্ব্বদত্তাগ্নিস্থালীমুর্ব্বশীমেব বিলোক্য পুরুরবাঃ কামার্দ্দিতোঽভূৎ যথৈব তস্য কাম উর্ব্বশীজ্ঞানজন্য এব, নতু স্থালীপ্রতীতিজন্যস্তথৈব বীরাণাং হৃচ্ছয়ো মায়াপ্রতীতিজন্য এব নতু রুক্মিণীপ্রতীতিজন্য এবেত্য-তোঽন্যস্তু বিরুদ্ধোঽর্থঃ পরা হতঃ ॥ ৫২-৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং মুমুহুঃ পেতুশ্চেত্যাহ,—যামিতি। অত্রাপি শ্লোকে দেবমায়ামিতি পদমনু-বর্ত্তনীয়ম্। যাং শ্রীরুক্মিণীং দেবমায়ামিব বীক্ষ্য তে নৃপতয়ো বিমূঢ়াঃ সন্তঃ পেতুঃ। যাং রুক্মিণীং কীদৃশীং হরয়ে স্বশোভামর্পয়ন্তীং ন ত্বন্যেভ্যঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর সেই চিদানন্দময়ী ভগবৎশক্তি শ্রীরুক্মিণীকে ভগবৎ বিদ্বেষী অসুরগণ মায়া বলিয়াই প্রত্যয় করিয়াছিল, তাহাই বলিতেছেন —সেই শ্রীরুক্মিণীকে দেবমায়ারূপেই দেখিয়া বীর-গণ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল—ইহা তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয়। এইস্থলে ইব শব্দ নির্দ্ধারণ এব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মল্লানামশনি' এইখানে এই ব্যক্তি বজ্রই সুকুমার বালক নহে—ইহা মল্লগণ কৃষ্ণকে যেমন মনে করিয়াছিল, বস্তুত কৃষ্ণের স্বরূপ নহে, মল্ল আদিগণ নিজ নিজ চক্ষুদ্বারা রুক্মিণীর স্বরূপও সেইরূপ গ্রহণ করিল, কৃষ্ণনিষ্ঠস্বরূপ রুক্মিণীর হইবে দৈত্যগণ ও জনগণ সহজে বোধ করিতে পারে নাই। সেইরূপই দেবগণেরও এইমায়া পরমমোহিনী কোন এক সুন্দরী, ইহা মানুষী নহে, ইহা মনে করিয়াছিল। দেবমায়াকেই বিশেষণ দ্বারা বলিতেছেন—শ্যামা শীতকালে উষ্ণা, উষ্ণকালে শীতলা, স্তনদ্বয় সু-কঠিন যাঁহার, সেই স্ত্রীশ্যামা বলিয়া কথিত—এই লক্ষণ প্রকাশ করিয়া বলিতে-ছেন, ললাটে চূর্ণ কুন্তলদ্বারা শঙ্কাযুক্ত চঞ্চল নয়নদ্বয় যাঁহার সেই রুক্মিণীকে ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিম্বফলের ন্যায় অধরের কান্তি রক্তবর্ণ দন্তসমূহই কুন্দকুঁড়ীর ন্যায়, তাহার চরণের নূপুর ধ্বনিতে মনে হইতেছে—নিপুণ শিল্পী-দ্বারা উহা নির্ম্মিত দেহকান্তিতে শোভিত, চরণে হাঁটিয়া চলিতেছেন। তাহা হইতে মায়াবুদ্ধিজনিত যে হৃদয়ের কাম তাহা দ্বারা পীড়িত বীরপুরুষগণ। যেমন গন্ধর্ব্বদত্ত অগ্নিথালিকে উর্ব্বশী দেখিয়া পুরুরবা কাম মোহিত হইয়াছিল, যেমন তাঁহার কাম উর্ব্বশী জ্ঞান জন্যাই, অগ্নিথালি জ্ঞানজন্য নহে, সেইরূপ বীরগণের হৃদয়জ কাম মায়া প্রতীতি জন্যাই রুক্মিণী প্রতীতি জন্য নহেই। ইহার অন্য বিরুদ্ধ অর্থ বর্জ্জিত হইল ॥ ৫২-৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল যে বীরগণ মোহিত হইয়াছিল, তাহা নহে অনেকে ভূতলে পতিত হইয়া-

ছিল। যে রুক্মিণীকে দেবমায়ার ন্যায় দেখিয়া সেই রাজগণ মোহিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। সেই রুক্মিণী কেমন? শ্রীকৃষ্ণকে নিজ-শোভা প্রদর্শনকারিণী অন্য কাহাকেও ঐ শোভা দর্শন করাইবার জন্য নহে ॥ ৫৪ ॥

রথং সমারোপ্য সুপর্ণলক্ষণং
রাজন্যচক্রং পরিভূয় মাধবঃ।
ততো যযৌ রামপুরোগমৈঃ শনৈঃ
শৃগালমধ্যাদিব ভাগহৃদ্ধরিঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ তাং কন্যাং সুপর্ণলক্ষণং (গরুড়ধ্বজং) রথং (নিজ-রথং) সমারোপ্য (উত্তোল্য) রাজন্যচক্রং (রাজ-মণ্ডলং) পরিভূয় (পরাজিত্য) শৃগালমধ্যাৎ ভাগহৃৎ (স্বভাগগ্রাহী) হরিঃ (সিংহঃ) ইব রামপুরোগমৈঃ (রামঃ বলদেবঃ পুরোগমঃ অগ্রগামী যেষাং তৈঃ যাদবৈঃ সহ) শনৈঃ (মন্দং মন্দং) যযৌ (গতবান্) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শৃগালগণের মধ্য হইতে নিজ-ভাগগ্রাহী সিংহের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে গরুড়ধ্বজ শোভিত রথে আরোহণ করাইয়া রাজমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া বলদেবপ্রমুখ যাদবগণের সহিত ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—সা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণং দিদৃক্ষমাণৈব প্রাপ্তান্ তত্রাগতান্ হ্রিয়া ঐক্ষত হ্রিয়েত্যেতেঽন্যে পুরুষা ইতি তদ্দর্শনেন লজ্জাঽজনিষ্টেতি ভাবঃ। তন্মধ্যে এবাচ্যুতং দদৃশে দদর্শ। যঃ খলু হৃদয়াৎ চ্যুতো ন ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৫৫-৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছায়ই দর্শন পাইয়া তাহার নিকটে গিয়া লজ্জাযুক্ত হইয়া দেখিলেন—ইনি অন্যপুরুষ কি না এইরূপ ভাবেই লজ্জা জন্মিয়াছিল। তাহাদের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন। অচ্যুত যিনি নিশ্চয় হৃদয় হইতে চ্যুত হন না ইহাই ভাবার্থ ॥ ৫৫-৫৬ ॥

তাং মানিনঃ স্বাভিভবং যশঃক্ষয়ং
পরে জরাসন্ধমুখা ন সেহিরে।
অহো ধিগস্মান্ যশ আত্তধন্বনাং
গোপৈর্হৃতং কেশরিণাং মৃগৈরিব ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রুক্মিণী-হরণং নাম ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—জরাসন্ধমুখাঃ (জরাসন্ধপ্রভৃতয়ঃ) মানিনঃ (অভিমানশীলাঃ) পরে (শত্রবঃ) তং (তাদৃশং) স্বাভিভবং (আত্মপরাভবং) যশঃ ক্ষয়ং (যশো হানিঞ্চ) ন সেহিরে (ন সোঢ়ুং সমর্থা বভূবুঃ, তেষাং আক্রোশং আহ) অহো অস্মান্ ধিক্ (যতঃ) মৃগৈঃ কেশরিণাং ইব (মৃগৈঃ যথা সিংহানাং যশঃ হ্রিয়তে তথা) আত্তধন্বনাং (ধনুর্দ্ধারিণাং অস্মাকং) যশঃ গোপৈঃ (গোপজনৈঃ) হৃতম্ ॥৫৭

অনুবাদ—জরাসন্ধ প্রভৃতি অভিমানী শত্রুগণ তাদৃশ আত্মপরাভব এবং যশোহানি সহ্য করিতে না পারিয়া আক্রোশ সহকারে বলিতে লাগিলেন, "অহো! আমাদিগকে ধিক্, যেহেতু অদ্য গোপগণ আমাদের ন্যায় ধনুর্দ্ধারিগণের যশ হরণ করিল, ইহা মৃগগণের দ্বারা সিংহের যশোহরণতুল্য হইয়াছে" ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—অসহমানানাং তেষামাক্রোশমাহ,—ইতি। যতোঽস্মাকং যশো গোপৈর্হৃতম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তমাঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহা যাঁহারা সহ্য করিতে পারে না তাহাদের আক্রোশ বাক্য বলিতেছেন অহো ইত্যাদি, যেহেতু আমাদিগের যশ গোপগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইল ॥ ৫৭ ॥

ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকাতে দশমস্কন্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুষ্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি সর্ব্বে সুসংরব্ধা বাহানারুহ্য দংশিতাঃ ।
স্বৈঃ স্বৈর্বলৈঃ পরিক্রান্তা অন্বীয়ুর্দ্ধৃতকার্ম্মুকাঃ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুষ্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষরাজগণকে পরাভব ও রুক্মিণীভ্রাতা রুক্মীকে বিরূপ করিয়া নিজপুরীতে গমনপূর্ব্বক রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীকে লইয়া গমন কালে অন্যান্য নৃপতিগণ স্ব-স্ব-সৈন্য সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। বলদেবের সহিত যাদব সেনাপতিগণ তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিলেন। অনন্তর বিপক্ষ-সৈন্যগণ কৃষ্ণ-সৈন্যের উপর অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের ন্যায় বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিল। রুক্মিণী পতির সৈন্যগণকে এইরূপ ভয়ঙ্কর-ভাবে আক্রান্ত দেখিয়া ভয়চকিত-নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে রুক্মিণীকে বলিলেন যে, তাঁহার ভীত হই-বার কারণ নাই, শীঘ্রই তাঁহার সৈন্যগণ বিপক্ষসৈন্য বিনাশ করিবে। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বীরগণ শত্রুগণের বিক্রমে অসহিষ্ণু হইয়া নারাচবাণে বিপক্ষসৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন। যাদবগণকর্ত্তৃক বিপক্ষসৈন্য হত হইতে থাকিলে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ বিমুখ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহারা নিরুৎসাহে শিশুপালের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল যে, প্রাণিগণের সুখ-দুঃখের কোন স্থিরতা নাই। জীব ঈশ্বরের ইচ্ছাধীনে সুখ দুঃখ ভোগ করে। জরাসন্ধ বলিল যে, সে সপ্তদশবার শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরাজিত হইয়া অবশেষে এক যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিল। এইরূপে জয় ও পরাজয় লাভ করিয়া জরাসন্ধ উহা অদৃষ্ট ও কাল কর্ত্তৃক জগতের বিপ্লব জানিয়া শোকান্বিত ও হর্ষযুক্ত হয় নাই। কাল যাদবগণের অনুকূল বলিয়া অল্পসংখক যাদবসৈন্য বিপক্ষগণকে পরাজিত করিয়াছে। আবার বিপক্ষ-গণের কাল অনুকূল হইলে তাহারাও বিজয়ী হইবে। এইরূপ নানা সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ লাভ করিয়া শিশুপাল অনুচরগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

কৃষ্ণদ্বেষী রুক্মিণী-ভ্রাতা রুক্মী ভগিনীর তাদৃশ রাক্ষস পরিণয় সহ্য করিতে না পারিয়া সসৈন্যে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল এবং সমস্ত রাজগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল যে, শ্রীকৃষ্ণের নিধন এবং ভগিনীর উদ্ধার না করিয়া সে কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করিবে না। কৃষ্ণ-মাহাত্ম্যানভিজ্ঞ রুক্মী গর্ব্বের সহিত এক রথমাত্র সহায়ে কৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়া বাণাঘাতে ও দুষ্টবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে ও রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করিতে বলিল। শ্রীকৃষ্ণ উহার অস্ত্রাদি ছেদনপূর্ব্বক তাহার বিনাশের নিমিত্ত অসি উত্তোলন করিলে রুক্মিণী সকাতরে ভ্রাতার প্রাণরক্ষার্থ অনুরোধ করিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তদ্‌বধে নিবৃত্ত হইয়া অসি দ্বারা রুক্মীর দেহের স্থানে স্থানে কর্ত্তন করিয়া তাহাকে বিরূপ করিয়া দিলেন। তৎকালে বলদেব তথায় সমুপস্থিত হইয়া রুক্মীর তাদৃশ দুর্দ্দশা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ-কে বলিলেন যে, সুহৃদ্ ব্যক্তির তাদৃশ বিরূপতা তাহার বধতুল্য হইয়াছে, সুতরাং উহাকে বধ না করিয়া পরিত্যাগই বিধেয়।

পরে রুক্মিণীকে বলিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতার তাদৃশ দুর্দ্দশার হেতু তাহার নিজ কর্ম্মফল, অপরে কেহ কাহারও সুখ দুঃখের প্রদাতা নহে। দেহাভি-মানিগণের আত্মমোহ ভগবন্মায়া-কল্পিত। সর্ব্বজীব অন্তর্য্যামী এক হইলেও মায়াগ্রস্ত জীবগণের দৃষ্টিতে বিভিন্ন রূপে গৃহীত হন। অবিদ্যাই জীবের সংসার প্রদাতা। জন্মাদি বিকার আত্মার নহে, দেহেরই, কিন্তু নিদ্রিত জনের স্বপ্নাবস্থার সুখ-দুঃখ ভোগের ন্যায় জীবাত্মা নিজকে ভোক্তা অভিমান করিয়া সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীবলদেব এই বলিয়া রুক্মিণীকে অজ্ঞান-জনিত শোক পরিহারপূর্ব্বক তত্ত্ব জ্ঞানযোগে স্বস্থ হইতে উপদেশ করিলেন। রুক্মিণীও তদনুযায়ী কার্য্য করিলেন।

হতবল, নিস্তেজ রুক্মী ব্যর্থমনোরথ হইয়া পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে গৃহগমন না করিয়া 'ভোজকট' নামক

এক নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধচিত্তে তথায় বাস করিতে লাগিল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে নিজপুরে লইয়া গিয়া যথাবিধি বিবাহ করিলেন। তৎকালে দ্বারকাতে বিবিধ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রুক্মিণীর হরণবৃত্তান্ত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে রাজগণ ও রাজকন্যাগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর মিলন দর্শনে পুরবাসিজন আনন্দিত হইয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীকৃষ্ণঃ উবাচ,—ইতি (অহো ধিক্ অস্মান্ ইত্যেবং বদন্তঃ) সুসংরব্ধাঃ (ক্রোধাবিষ্টাঃ) দংশিতাঃ (কৃতকবচবন্ধনাঃ) ধৃতকার্ম্মুকাঃ (ধনুর্ধারিণঃ) সর্ব্বে স্বৈঃ স্বৈঃ (স্বকীয়ৈঃ) বলৈঃ (সৈন্যৈঃ) পরিক্রান্তাঃ (পরিবেষ্টিতাঃ সন্তঃ) বাহান্ (অশ্বাদীনি বাহনানি) আরুহ্য অন্বীয়ুঃ (পশ্চাৎ ধাবিতা বভূবুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, তৎকালে সমবেত নৃপতিগণ পূর্ব্বোক্তরূপ আক্রোশ-সহকারে কবচ বন্ধন ও ধনুর্ধারণপূর্ব্বক নিজ নিজ সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বাদি যানারোহণে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

চতুষ্পঞ্চাশত্তমেহরিজয়ো রুক্মিবিরূপতা।
ভৈষ্ম্যাঃ প্রবোধ উদ্বাহো দ্বারকায়ামিত্যর্য্যতে ॥১

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুষ্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে শত্রুজয় পূর্ব্বক রুক্মির বিরূপ করণ রুক্মিণীর সান্ত্বনা, দ্বারকায় রুক্মিণীর বিবাহ বর্ণিত হইতেছে ॥ ১ ॥

———

তানাপতত আলোক্য যাদবানীকযূথপাঃ।
তস্থুস্তৎসম্মুখা রাজন্ বিস্ফূর্জ্য স্বধনূংষি তে ॥২॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তে (শ্রীরামেণ সহাগতাঃ) যাদবানীক-যূথপাঃ (যাদব-সেনাপতয়ঃ) তান্ (শত্রূন্) আপততঃ (স্বাভিমুখং আগতান্) আলোক্য (দৃষ্ট্বা) স্বধনূংষি (নিজ নিজ কার্ম্মুকানি) বিস্ফূর্জ্য (টঙ্কারয়িত্বা) তৎসম্মুখাঃ (শত্রুসম্মুখীনাঃ সন্তঃ) তস্থুঃ (স্থিতাঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বলদেবের সহিত সমাগত যাদব সেনাপতিগণ শত্রুগণকে আসিতে দেখিয়া নিজ নিজ ধনুঃ বিস্ফুর্জ্জিত করিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—বিস্ফুর্জ্জ্য টঙ্কারয়িত্বা ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধনুকে টঙ্কার দিয়া ॥ ২ ॥

———

অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথোপস্থেঽস্ত্রকোবিদাঃ।
মুমুচুঃ শরবর্ষাণি মেঘা অদ্রিষ্বপো যথা ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথোপস্থে (রথোপরিস্থিত নীড়ে স্থিতাঃ) অস্ত্রকোবিদাঃ (অস্ত্র-চালননিপুণাঃ জরাসন্ধাদয়ঃ বীরাঃ) মেঘাঃ অদ্রিষু অপঃ (তোয়ং) যথা (মেঘাঃ যথা পর্ব্বতেষু জলং বর্ষতি তথা) শরবর্ষাণি মুমুচুঃ (বাণবর্ষণং চক্রুঃ) ॥৩॥

অনুবাদ—অনন্তর অশ্বপৃষ্ঠ, হস্তিপৃষ্ঠ এবং রথোপরিস্থিত জরাসন্ধ প্রভৃতি অস্ত্রনিপুণ বীরগণ মেঘবৃন্দের পর্ব্বতোপরি জলবর্ষণের ন্যায় বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—অদ্রিষ্বিতি। তে শরা যদূনামকিঞ্চিৎকরা অভূবন্নিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পর্ব্বতের উপর বৃষ্টিরধারার ন্যায় শত্রুগণের শর সমূহ যদুগণের উপর অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

———

পত্যুর্বলং শরাসারৈশ্ছন্নং বীক্ষ্য সুমধ্যমা।
সব্রীড়মৈক্ষৎ তদ্বক্ত্রং ভয়বিহ্বললোচনা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সুমধ্যমা (সা রুক্মিণী) পত্যুঃ (স্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) বলং (সৈন্যং) শরাসারৈঃ (শরধারাভিঃ) ছন্নং (আচ্ছাদিতং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ভয়বিহ্বললোচনা (ভয়েন বিহ্বলে ব্যাকুলে লোচনে যস্যাঃ সা তাদৃশী সতী) সব্রীড়ং (লজ্জয়া সহ) তদ্বক্ত্রং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ত্রং বদনম্) ঐক্ষৎ (ঐক্ষত) ॥৪॥

অনুবাদ—রুক্মিণী পতির সৈন্যগণকে এইরূপে শরজালে আচ্ছন্ন দেখিয়া ভয়বিহ্বল নয়নে সলজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৪

বিশ্বনাথ—ঐক্ষৎ ঐক্ষত ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐক্ষৎ অর্থাৎ ঐক্ষত—রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের বদন কমল দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

প্রহস্য ভগবানাহ মাস্ম ভৈর্বামলোচনে ।
বিনঙ্ক্ষ্যত্যধুনৈবৈতৎ তাবকৈঃ শাত্রবং বলম্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ তদা) প্রহস্য আহ (হে) বামলোচনে, (সুরম্যনয়নে) মাস্ম ভৈঃ (ভয়ং মা কুরু) তাবকৈঃ (ত্বদীয়ৈঃ অস্মাভিঃ হেতুভিঃ, স্বেষাং ত্বদীয়ত্বনির্দ্দেশস্তস্যাং পরমপ্রণয়ব্যঞ্জকঃ) অধুনা এব এতৎ শাত্রবং (শত্রুপক্ষীয়ং) বলং বিনঙ্ক্ষ্যতি (বিনাশং যাস্যতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন সহাসবচনে বলিলেন,—হে বামলোচনে, তুমি ভীতা হইও না, তোমার সৈন্যগণ সত্বরই এই শত্রুসৈন্য বিনাশ করিবে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—মাস্ম ভৈঃ মাভৈষীঃ। তাবকৈরস্মাভিঃ স্বেষাং ত্বদীয়ত্বনির্দ্দেশস্তস্যাং পরমপ্রণয়ব্যঞ্জকঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—মাভৈষীঃ ভয় পাইও না, তোমার সৈন্যগণ কর্ত্তৃক শত্রুসৈন্য বিনাশ করিবে। ভাবার্থ—এই যে শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যগণকেই রুক্মিণীর প্রতি পরমপ্রণয় প্রকাশ পূর্ব্বক রুক্মিণীর সৈন্য বলা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

তেষাং তদ্বিক্রমং বীরা গদসঙ্কর্ষণাদয়ঃ ।
অমৃষ্যমাণা নারাচৈর্জঘ্নুর্হয়গজান্ রথান্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—গদসঙ্কর্ষণাদয়ঃ বীরাঃ তেষাং (শত্রূণাং) তদ্বিক্রমং অমৃষ্যমাণাঃ (অসহমানাঃ সন্তঃ) নারাচৈঃ (তন্নামকতীক্ষ্ণবাণৈঃ) হয়গজান্ (বিপক্ষস্য হয়ান্ অশ্বান্ গজান্ চ) রথান্ (চ) জঘ্নুঃ (বিনাশয়ামাসুঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—গদ্, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বীরগণ তৎকালে শত্রুগণের তাদৃশ বিক্রমে অসহিষ্ণু হইয়া নারাচবাণে তাহাদের অশ্ব, গজ এবং রথসমূহ বিনষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

পেতুঃ শিরাংসি রথিনামশ্বিনাং গজিনাং ভুবি ।
সকুণ্ডলকিরীটানি সোষ্ণীষাণি চ কোটিশঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—রথিনাং (রথস্থানাং) অশ্বিনাং (অশ্বস্থিতানাং) গজিনাং (গজস্থিতানাঞ্চ যোদ্ধৄণাং) সকুণ্ডলকিরীটানি (কুণ্ডলকিরীটসহিতানি) সোষ্ণীষাণি (উষ্ণীষযুক্তানি) চ কোটিশঃ (বহুসংখ্যকানি) শিরাংসি (মস্তকানি) ভুবি (ভূতলে) পেতুঃ (অস্ত্রঃছিন্নানি সন্তি অপতন্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—রথ, অশ্ব, এবং গজারূঢ় যোদ্ধৃগণের কুণ্ডল কিরীট ও উষ্ণীষযুক্ত অসংখ্য মস্তক অস্ত্রচ্ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তদা স চাসৌ বিক্রমশ্চ তমিতি বা ॥ ৬-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎ বিক্রমং অর্থাৎ সেইকালে শত্রুগণকে এবং তাহাদের বিক্রমকে যদুবীরগণ বিনষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ৬-৭ ॥

হস্তাঃ সাসিগদেষ্বাসাঃ করভা ঊরবোঽঙ্ঘ্রয়ঃ ।
অশ্বাশ্বতরনাগোষ্ট্রখরমর্ত্ত্যশিরাংসি চ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—সাসিগদেষ্বাসাঃ (অসিশ্চ গদা চ ইষ্যাসঃ ধনুশ্চ তৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ) হস্তাঃ করভাঃ (প্রকোষ্ঠাঃ) ঊরবঃ (ঊরুভাগাঃ) অঙ্ঘ্রয়ঃ (পাদাঃ তথা) অশ্বাশ্বতর-নাগোষ্ট্রখর-মর্ত্ত্যশিরাংসি চ (অশ্বাশ্চ অশ্বতরাশ্চ নাগাঃ হস্তিনশ্চ খরাঃ গর্দ্দভাশ্চ মর্ত্ত্যাঃ পদাতয়শ্চ তেষাং শিরাংসি চ পেতুঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অসি, গদা এবং ধনুঃ সহিত হস্তী, ঊরু, পদ এবং অশ্ব অশ্বতর, হস্তী, গর্দ্দভ ও পদাতিকগণের মস্তক নিপতিত হইতেছিল ॥ ৮ ॥

হন্যমানবলানীকা বৃষ্ণিভির্জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ ।
রাজানো বিমুখা জগ্মুর্জরাসন্ধপুরঃসরাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—জয়াকাঙ্ক্ষিভিঃ (জয়াভিলাষিভিঃ) বৃষ্ণিভিঃ (যাদবসৈন্যৈঃ) হন্যমানবলানীকাঃ (হন্যমানানি বলানীকানি সৈন্যসমুদায়াঃ যেষাং তে) জরাসন্ধপুরঃসরাঃ (জরাসন্ধপ্রমুখাঃ) রাজানঃ বিমুখাঃ (সন্তঃ) জগ্মুঃ (প্রত্যাবৃত্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জয়াকাঙ্ক্ষী যাদবগণ কর্ত্তৃক সৈন্যসমুদয় হত হইতে থাকিলে জরাসন্ধ প্রভৃতি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ।৯॥

শিশুপালং সমভ্যেত্য হৃতদারমিবাতুরম্ ।
নষ্টত্বিষং গতোৎসাহং শুষ্যদ্বদনমব্রুবন্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(তে) হৃতদারং ইব আতুরং (অপ্রাপ্ত-দারমেব তং হৃতদারং ইব আতুরং) নষ্টত্বিষং (নষ্টপ্রভং) গতোৎসাহং (উৎসাহশূন্যং) শুষ্যদ্-বদনং (শুষ্কমুখং) শিশুপালং সমভ্যেত্য (সংপ্রাপ্য) অব্রুবন্ (ঊচুঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা হৃতদার সদৃশ আতুর, নিষ্প্রভ, উৎসাহশূন্য, শুষ্কমুখে অবস্থিত শিশুপালের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—করভাঃ 'মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্য করভো বহি'রিত্যমরঃ ॥ ৮-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—করভাঃ অর্থাৎ মনিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত হস্তের ঐ অংশকে করভ বলা হয় ইহা অমরকোষে দ্রষ্টব্য ॥ ৮-১০ ॥

ভো ভোঃ পুরুষশার্দ্দূল দৌর্মনস্যমিদং ত্যজ ।
ন প্রিয়াপ্রিয়য়ো রাজন্ নিষ্ঠা দেহিষু দৃশ্যতে ॥১১॥

অন্বয়ঃ—ভো ভোঃ পুরুষশার্দ্দূল, (পুরুষশ্রেষ্ঠ) রাজন্ ইদং (প্রবর্ত্তমানং) দৌর্মনস্যং (দুঃখং) ত্যজ (পরিহর যতঃ) দেহিষু (দেহিনাং মধ্যে) প্রিয়া-প্রিয়য়োঃ (সুখ-দুঃখয়োঃ) নিষ্ঠা (স্থৈর্য্যং) ন দৃশ্যতে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, রাজন্ আপনি বর্ত্তমান এই দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন্ । যেহেতু, প্রাণিগণের সুখ-দুঃখের কোন স্থিরতা নাই ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—নিষ্ঠা স্থৈর্য্যম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিরতা ॥১১॥

যথা দারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া ।
এবমীশ্বরতন্ত্রোঽয়মীহতে সুখ-দুঃখয়োঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—দারুময়ী যোষিৎ (কাষ্ঠপুত্তলিকা) যথা কুহকেচ্ছয়া (ঐন্দ্রজালিকস্য ইচ্ছানুসারেণ) নৃত্যতে (নৃত্যতি) এবং (তথা) ঈশ্বরতন্ত্রঃ (ঈশ্ব-রেচ্ছাবশীভূতঃ) অয়ং (জীবঃ) সুখ-দুঃখয়োঃ (সুখ-দুঃখবিষয়েষু) ঈহতে (চেষ্টতে) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—কাষ্ঠপুত্তলিকা যেরূপ ঐন্দ্রজালিকের ইচ্ছাক্রমে নৃত্য করে, সেইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন জীবও সুখ-দুঃখে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—কুহকো নর্ত্তয়িতা তস্যেচ্ছয়া এবময়ং জীবলোকঃ । কদাচিৎ সুখে কদাচিদ্দুঃখেঽপি ঈহতে চেষ্টতে প্রবর্ত্তত ইতি যাবৎ । ঈশ্বরাধীন ইতীশ্বরং মানিতবতামপি তেষাং কৃষ্ণবৈমুখ্যাদেবাসুরত্বম্ ॥১২

টীকার বঙ্গানুবাদ—কুহক অর্থাৎ কাষ্ঠ পুত্তলিকা নর্ত্তনকারী, তাহার ইচ্ছায় যেমন পুতুল নৃত্য করে, সেইরূপ ঈশ্বরের অধীনে এই জীবসমূহ কখনও সুখে কখনও দুঃখে প্রবর্ত্তিত হয় । যাঁহারা ঈশ্বরকে মানে তাহারাও কৃষ্ণ বিমুখতা বশতঃই অসুরত্বপ্রাপ্ত হয় ॥ ১২ ॥

শৌরেঃ সপ্তদশাহং বৈ সংযুগানি পরাজিতঃ ।
ত্রয়োবিংশতিভিঃ সৈন্যৈর্জিগ্যে একমহং পরম্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—(অত্র অহমেব দৃষ্টান্তঃ ইত্যাহ) অহং বৈ (অহমপি) শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) সপ্তদশসং-যুগানি (সপ্তদশসংখ্যকানি যুদ্ধানি ব্যাপ্য) পরাজিতঃ (সন্) ত্রয়োবিংশতিভিঃ সৈন্যৈঃ (ত্রয়োবিংশত্যক্ষৌ-হিণীভিঃ) একং (সংযুগং) পরং (কেবলং অন্তিমং বা) অহং জিগ্যে (জিতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—আমিও (জরাসন্ধ) সপ্তদশবার শ্রী-কৃষ্ণের নিকট পরাজিত হইয়া অবশেষে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্যদ্বারা একযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলাম ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—শৌরেঃ সকাশাৎ সংযুগানি ব্যাপ্য সংযুগেষু বা পরাজিতঃ পরাভূতঃ । ত্রয়োবিংশত্য-ক্ষৌহিণীসঙ্খ্যৈঃ একং পরং একস্মিন্নন্তিম এব সংযুগে জিগ্যে জিতবানস্মি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জরাসন্ধ বলিতেছেন—আমি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সপ্তদশবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি,

শেষে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ একটি মাত্র যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি ॥ ১৩ ॥

তথাপ্যহং ন শোচামি ন প্রহৃষ্যামি কর্হিচিৎ ।
কালেন দৈবযুক্তেন জানন্ বিদ্রাবিতং জগৎ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—তথাপি (এবং পরাজয়ং জয়ঞ্চ লব্ধাপি) অহং দৈবযুক্তেন (দৈবং অদৃষ্টং তদ্‌যুক্তেন) কালেন জগৎ বিদ্রাবিতং (বিপ্লাবিতং ভবতি ইতি) জানন্ কর্হিচিৎ (কদাচিৎ অপি) ন শোচামি (পরাজয়-নিমিত্তং শোকং ন করোমি অথবা ন প্রহৃষ্যামি (জয়-নিমিত্তেন হর্ষেণ যুক্তো ন ভবামি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপে পরাজয় এবং জয় লাভ আমি অদৃষ্ট ও কালকর্ত্তৃক এই জগৎ বিপ্লাবিত হইতেছে জানিয়া শোক বা হর্ষযুক্ত হই নাই ॥১৪॥

বিশ্বনাথ—দৈবমদৃষ্টং তদ্‌যুক্তেন বিদ্রাবিতং সংক্ষোভিতম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জরাসন্ধ বলিতেছেন—দৈব অর্থাৎ অদৃষ্টযুক্ত এই জগৎকে বিদ্রাবিত অর্থাৎ সংক্ষোভিত জানিয়া শোক বা হর্ষযুক্ত হই নাই ॥১৪

অধুনাপি বয়ং সর্ব্বে বীরযূথপযূথপাঃ ।
পরাজিতা ফল্গুতন্ত্রৈর্যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অধুনা অপি বীরযূথপ-যূথপাঃ (বীর-পতীনাং অধিপতয়ঃ) বয়ং সর্ব্বে কৃষ্ণপালিতৈঃ (কৃষ্ণরক্ষিতৈঃ) ফল্গুতন্ত্রৈঃ (স্বল্পসৈন্যৈঃ) যদুভিঃ পরাজিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—বীরসেনাপতিগণেরও অধিপতিস্বরূপ আমরা অদ্যও কৃষ্ণপালিত স্বল্পসংখ্যক যদুগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ফল্গুতন্ত্রৈঃ তুচ্ছপরিচ্ছদৈঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ফল্গুতন্ত্র অর্থাৎ তুচ্ছ পরি-চ্ছদ ॥ ১৫ ॥

রিপবো জিগ্যুরধুনা কাল আত্মানুসারিণি ।
তদা বয়ং বিজেষ্যামো যদা কালঃ প্রদক্ষিণঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—অধুনা কালে আত্মানুসারিণি (স্বেষাং অনুকূলে সতি) রিপবঃ (শত্রবঃ যাদবাঃ) জিগ্যুঃ (জয়িনঃ বভূবুঃ) যদা কালঃ প্রদক্ষিণঃ (অনুকূলঃ ভবেৎ) তদা বয়ং বিজেষ্যামঃ (বিজয়িনঃ ভবিষ্যামঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বর্ত্তমানে কাল অনুকূল বলিয়া শত্রুগণ বিজয় লাভ করিয়াছেন। যখন কাল আমাদের অনুকূল হইবে, তখন আমরাও বিজয়ী হইব ॥১৬॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং প্রবোধিতা মিত্রৈশ্চৈদ্যোঽগাৎ সানুগঃ পুরম্ ।
হতশেষাঃ পুনস্তেঽপি যযুঃ স্বং স্বং পুরং নৃপাঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ—মিত্রৈঃ (জরাসন্ধপ্রমুখৈঃ বান্ধবৈঃ) এবং প্রবোধিতঃ সানুগঃ (অনুচরৈঃ সহিতঃ) চৈদ্যঃ (শিশুপালঃ) পুরং (নিজপুরম্) অগাৎ (গতবান্) হতশেষাঃ (হতেভ্যঃ শেষাঃ অবশিষ্টাঃ) তে নৃপাঃ (রাজানঃ) অপি পুনঃ স্বং স্বং পুরং (নিজনগরং) যযুঃ (প্রস্থিতাঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপে মিত্রগণকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া শিশুপাল অনুচরগণের সহিত নিজ পুরে এবং হতা-বশিষ্ট অন্যান্য রাজগণও নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭ ॥

রুক্মী তু রাক্ষসোদ্বাহং কৃষ্ণদ্বিড়সহন্ স্বসুঃ ।
পৃষ্ঠতোঽন্বগমৎ কৃষ্ণমক্ষৌহিণ্যা বৃতো বলী ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণদ্বিট্ (কৃষ্ণদ্বেষী) বলী (বলবান্) রুক্মী তু স্বসুঃ (ভগিন্যাঃ) রাক্ষসোদ্বাহং (তাদৃশ-হরণপূর্ব্বকবিবাহম্) অসহন্ (অসহমানঃ) অক্ষৌ-হিণ্যা (সেনয়া) বৃতঃ (পরিবারিতঃ সন্) শ্রীকৃষ্ণং পৃষ্ঠতঃ অন্বগমৎ (শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাৎ অধাবৎ) ॥১৮॥

অনুবাদ—এ দিকে কৃষ্ণদ্বেষী বলবান্ রুক্মী ভগিনীর তাদৃশ রাক্ষস পরিণয় সহ্য করিতে না পারিয়া সেনাপরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুধাবন করিয়াছিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রদক্ষিণঃ অনুকূলঃ যদা স্যাৎ ॥১৬-১৮

টীকার বঙ্গানুবাদ—জরাসন্ধ বলিতেছেন—যখন

কাল প্রদক্ষিণ অর্থাৎ আমাদের অনুকূল হইবে, তখনই আমরা জয়লাভ করিব ॥ ১৬-১৮ ॥

রুক্ম্যমর্ষী সুসংরব্ধঃ শৃণ্বতাং সর্ব্বভূভুজাম্ ।
প্রতিজজ্ঞে মহাবাহুর্দংশিতঃ সশরাসনঃ ॥ ১৯ ॥
অহত্বা সমরে কৃষ্ণমপ্রত্যূহ্য চ রুক্মিণীম্ ।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি বঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—অমর্ষী (অসহিষ্ণুঃ) সুসংরব্ধঃ (ক্রোধাবিষ্টঃ) দংশিতঃ (কৃতকবচবন্ধনঃ) সশরাসনঃ (ধনুর্ধারী) মহাবাহুঃ (বীরঃ) রুক্মী শৃণ্বতাং (বীরঃ) সর্ব্বভূভুজাং (সর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং সমীপে) প্রতিজজ্ঞে (প্রতিজ্ঞাং কৃতবান্) সময়ে কৃষ্ণং অহত্বা (অবিনাশ্য) রুক্মিণীং (ভগিনীম্) অপ্রত্যূহ্য (অগৃহীত্বা) চ কুণ্ডিনং (নিজপুরং) ন প্রবেক্ষ্যামি (ন তত্র প্রবিষ্টো ভবিষ্যামি) বঃ (যুষ্মান্) এতৎ সত্যং ব্রবীমি ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—অসহিষ্ণু, ক্রুদ্ধ কবচবদ্ধ, ধনুর্ধারী, মহাবাহু রুক্মী সমস্ত রাজগণের শ্রুতিগোচরভাবে প্রতিজ্ঞা করিল যে, সমরে শ্রীকৃষ্ণের নিধন এবং ভগিনীর উদ্ধার না করিয়া কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করিব না—আপনাদের নিকট ইহা সত্য বলিতেছি ॥১৯-২০

বিশ্বনাথ—অমর্ষী অসহিষ্ণুঃ সুসংরব্ধঃ অতিক্রোধীঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—রুক্মি শ্রীকৃষ্ণের জয় সহ্য করিতে না পারিয়া সুসংরব্ধ অর্থাৎ অতিক্রোধী ॥ ১৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য সারথিং প্রাহ সত্বরঃ ।
চোদয়াশ্বান্ যতঃ কৃষ্ণস্তস্য মে সংযুগং ভবেৎ ॥২১

অন্বয়ঃ—ইতি উক্ত্বা রথং আরুহ্য (সঃ) সত্বরঃ (ত্বরাযুক্তঃ সন্) সারথিং প্রাহ (উবাচ) যতঃ (যত্র) কৃষ্ণঃ (বর্ত্ততে তত্র) অশ্বান্ চোদয় (পরিচালয়) তস্য (তেন সহ) মে (মম) সংযুগং (যুদ্ধং) ভবেৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—এই বলিয়া রুক্মী রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর সারথীকে বলিল,—কৃষ্ণ যেখানে আছে তথায় অশ্ব পরিচালনা কর, তাহার সহিত আমার যুদ্ধ হইবে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অহত্বেতি ভারতী পক্ষে অজ্ঞাত্বা অপ্রত্যূহ্য অনিবর্ত্ত্য অনির্ম্মোচ্যেতি বা ॥২০-২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রুক্মি বলিতেছে—এই যুদ্ধে কৃষ্ণকে না মারিয়া 'অহত্বা'—সরস্বতী পক্ষে ইহার অর্থ—শ্রীকৃষ্ণকে না জানিয়া বা বিস্মিত না করিয়া, বা অনুতাপিত বা মুক্ত না করিয়া ইত্যাদি ॥২০-২১॥

অদ্যাহং নিশিতৈর্বাণৈর্গোপালস্য সুদুর্ম্মতেঃ ।
নেষ্যে বীর্য্যমদং যেন স্বসা মে প্রসভং হৃতা ॥২২॥

অন্বয়ঃ—যেন (গোপালেন) মে (মম) স্বসা (ভগিনী) প্রসভং হৃতা (বলেন নীতা) অহং অদ্য নিশিতৈঃ (সুতীক্ষ্ণৈঃ) বাণৈঃ (তস্য) সুদুর্ম্মতেঃ (দুর্বুদ্ধেঃ, শোভনা অনুগ্রহবতী দুষ্টেষ্বপি মতির্যস্য ইতি বাস্তবোঽর্থঃ) গোপালস্য (আভীরনন্দনস্য বেদপালকস্যেতি বাস্তবোঽর্থঃ) বীর্য্যমদং (বীরত্ব গর্ব্বং) নেষ্যে (বিনাশয়িষ্যামি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যে গোপাল আমার ভগিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে, অদ্য আমি তীক্ষ্ণবাণে সেই দুর্ম্মতির বীরত্বগর্ব্ব বিনষ্ট করিব ॥ ২২ ॥

বিকত্থমানঃ কুমতিরীশ্বরস্যাপ্রমাণবিৎ ।
রথেনৈকেন গোবিন্দং তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যথাহ্বয়ৎ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—ঈশ্বরস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অপ্রমাণবিৎ (প্রমাণং ইয়ত্তাং ন বেত্তীতি তথা সঃ) কুমতিঃ (দুর্বুদ্ধিঃ সঃ) বিকত্থমানঃ (এবং শ্লাঘ্যমানঃ সন্) অথ (অনন্তরম্) একেন রথেন (একরথমাত্রসহায়ঃ সন্ ইত্যর্থঃ) তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি (ইত্যুক্ত্বা) গোবিন্দং (শ্রীকৃষ্ণম্) আহ্বয়ৎ (আহূতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যানভিজ্ঞ দুর্বুদ্ধি রুক্মী এইরূপ গর্ব্ব সহকারে এক রথমাত্র সহায়ে "অপেক্ষা কর"—এইকথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—নেষ্যে গময়িষ্যামি হরিষ্যামীত্যর্থঃ। ভারতীপক্ষে—শোভনা কৃপাবতী দুষ্টেষ্বপি মতির্যস্য

তস্য নিশিতৈর্বাণৈর্বীর্য্যমদং স্বপরাক্রমং গর্ব্বমদং নেষ্যে যাপয়িষ্যামী দূরীকরিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২২-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নেষ্যে অর্থাৎ যাইব হরণ করিব। সরস্বতীপক্ষে—দুষ্টগণের প্রতিও শোভনা কৃপাবতী মতি যাঁহার সেই কৃষ্ণে ধারালো বাণ সমূহের দ্বারা নিজ পরাক্রমরূপ গর্ব্বমদকে নেষ্যে অর্থাৎ দূর করিব ॥ ২২-২৩ ॥

ধনুর্বিকৃষ্য সুদৃঢ়ং জঘ্নে কৃষ্ণং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
আহ চাত্র ক্ষণং তিষ্ঠ যদূনাং কুলপাংসন ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) সুদৃঢ়ং ধনুঃ বিকৃষ্য (আকৃষ্য) ত্রিভিঃ শরৈঃ কৃষ্ণং জঘ্নে (প্রহৃতবান্ হে) যদূনাং (যাদবানাং) কুলপাংসন, (কুলদূষণ, বস্তুতস্তু কুলপ, কুলস্য পতে, অংসন, স্বয়ঞ্চ রিপুহননচতুর ইত্যর্থঃ) অত্র ক্ষণং (ক্ষণকালং) তিষ্ঠ (ইতি) আহ চ (উবাচ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর দৃঢ়ভাবে ধনুর্গুণ আকর্ষণ-পূর্ব্বক তিনটী বাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিয়া বলিল,—হে যদুকুলদূষণ, এখানে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কুলস্য পাংশুকরণাৎ কুলপাংসন, পক্ষে—হে যদুকুলপালক, হে অংসন, রিপুঘাতিন্, 'অংস সমাঘাতে' অরে ক্ষণং ভারতীপক্ষে—অরং শীঘ্রমীক্ষণং যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা তিষ্ঠ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে ব্যক্তি নিজকুলকে ভষ্ম করে তাহাকে কুলপাংসন বলে। সরস্বতী পক্ষে—হে যদুকুল পালক! হে শত্রুঘাতী! ওরে ক্ষণকাল সম্মুখে দাঁড়াও। সরস্বতীপক্ষে—অর অর্থাৎ শীঘ্র, ঈক্ষণং—দর্শন যেখানে সেইরূপ ভাবে সম্মুখে দাঁড়াও ॥ ২৪ ॥

কুত্র যাসি স্বসারং মে মুষিত্বা ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ধবিঃ।
হরিষ্যেঽদ্য মদং মন্দ মায়িনঃ কূটযোধিনঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) মন্দ, (মূঢ় বস্তুতস্তু স্থির, ইত্যর্থঃ) হবিঃ (যজ্ঞীয়ং হব্যং অপহৃত্য) ধ্বাঙ্ক্ষবৎ (কাকবৎ কাকঃ যথা পলায়তে তথা, বস্তুতঃ অধ্বাঙ্ক্ষবৎ ইতি ছেদঃ সহস্রাক্ষবৎ ইত্যর্থঃ ত্বং) মে (মম) স্বসারং (ভগিনীং) মুষিত্বা (অপহৃত্য) কুত্র যাসি (পলায়সে) অদ্য কূটযোধিনঃ (কপটযোদ্ধুঃ) মায়িনঃ (মায়াবিনঃ তে) মদং (দর্পং) হরিষ্যে (অপনেষ্যামি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে মূঢ়, কাকের যজ্ঞীয় হবিঃ অপহরণের ন্যায় তুমি আমার ভগিনীকে হরণ করিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? অদ্য আমি মায়াবী কপটযুদ্ধনিপুণ তোমার গর্ব্ব দূর করিব ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ধ্বাঙ্ক্ষঃ কাকঃ স যথা হবির্মুষ্ণাতি তদ্বৎ। পক্ষে মে স্বসারং মহালক্ষ্মীত্বাৎ ত্বদীয়ামপি ত্বং মুষিত্বা অমুষিত্বা বা কুত্র যাসি। অহং স্বসারং স্বভগিনীং হরিষ্যে ত্বত্তো মোচয়িত্বা স্বগৃহং প্রতিনেষ্যামি। কাক ইব হবিঃ যজ্ঞিয়কাষ্ঠিকাং ধ্বাঙ্ক্ষবৎ কাক ইব। "হবির্হোতব্যমাত্রে চ সর্পিষ্যপি নপুংসক"মিতি মেদিনী। তস্মাৎ মন্দশ্চাসৌ মায়ীচেতি তস্য মম কপটযোধিনঃ মদং গর্ব্বঃ দ্য খণ্ডয় ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কাক যেমন ঘৃত হরণ করে, সেইরূপ আমার ভগ্নীকে মহালক্ষ্মীরূপিনী তোমার প্রিয়াকে তুমি হরণ করিয়া অথবা হরণ না করিয়া কোথায় যাইতেছ? আমি নিজ ভগ্নীকে তোমার নিকট হইতে মুক্ত করিয়া নিজ গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইব—অন্যপক্ষে কাক যেমন যজ্ঞীয় কাষ্ঠকে হরণ করে সেই কাকের ন্যায়। মেদিনী কোষে হবি শব্দের অর্থ হোমের যে কোন বস্তু ও ঘৃতকেও বলা হইয়াছে। সেই হেতু মন্দ ও মায়াবী কপট যোদ্ধা আমার মদ অর্থাৎ গর্ব্ব খণ্ডন কর ॥ ২৫ ॥

যাবন্ন মে হতো বাণৈঃ শয়ীথা মুঞ্চ দারিকাম্।
স্ময়ন্ কৃষ্ণো ধনুশ্ছিত্ত্বা ষড়্‌ভির্বিব্যাধ রুক্মিণম্ ॥২৬

অন্বয়ঃ—যাবৎ মে (মম) বাণৈঃ হতঃ (সন্) ন শয়ীথাঃ (ভূতনশায়ী ভবিষ্যসি তাবৎ) দারিকাং (এনাং বালাং) মুঞ্চ (পরিত্যজ) কৃষ্ণঃ (তৎ শ্রুত্বা) স্ময়ন্ (হসন্) ষড়্‌ভিঃ (ষট্‌সংখ্যকৈঃ বাণৈঃ) ধনুঃ (রুক্মিণঃ ধনুঃ) ছিত্ত্বা রুক্মিণং বিব্যাধ (বিদ্ধং চকার) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অতএব আমার বাণে নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হওয়ার পূর্ব্বেই এই কন্যাকে পরিত্যাগ কর। তখন কৃষ্ণ তদীয় বাক্য শ্রবণে হাস্য সহকারে ছয়টী বাণ দ্বারা তাহার ধনুঃ ছেদনপূর্ব্বক তাহাকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৬ ॥

অষ্টভিশ্চতুরো বাহান্ দ্বাভ্যাং সূতং ধ্বজং ত্রিভিঃ।
স চান্যদ্ধনুরাদায় কৃষ্ণং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অষ্টভিঃ (বাণৈঃ) চতুরঃ বাহান্ (রথাশ্বচতুষ্টয়ং তথা) দ্বাভ্যাং (বাণাভ্যাং) সূতং (সারথিং তথা) ত্রিভিঃ (বাণৈঃ) ধ্বজং (বিব্যাধ) সঃ (রুক্মী) চ অন্যৎ ধনুঃ আদায় (গৃহীত্বা) পঞ্চভিঃ (বাণৈঃ) কৃষ্ণং বিব্যাধ (আহতবান্) ॥২৭

অনুবাদ—অনন্তর অষ্টবাণে অশ্ব-চতুষ্টয়, বাণ-দ্বয়ে সারথি এবং বাণত্রয়ে রথধ্বজ বিদ্ধ করিলেন। তখন রুক্ম অন্য ধনুঃ গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চবাণে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিল ॥ ২৭ ॥

তৈস্তাড়িতঃ শরৌঘৈস্তু চিচ্ছেদ ধনুরচ্যুতঃ।
পুনরন্যদুপাদত্ত তদপ্যচ্ছিনদব্যয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তৈঃ শরৌঘৈঃ (বাণসমূহৈঃ) তাড়িতঃ (বিদ্ধঃ) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তু ধনুঃ (রুক্মিণঃ ধনু) চিচ্ছেদ (খণ্ডয়ামাস, রুক্মী) পুনঃ অন্যৎ (ধনুঃ) উপাদত্ত (জগ্রাহ) অব্যয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৎ অপি অচ্ছিনৎ (চিচ্ছেদ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ তদীয় বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া তাহার ধনুঃ ছেদন করিলেন। তখন রুক্মী অন্য ধনুঃ গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাও ছেদন করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

পরিঘং পট্টিশং শূলং চর্ম্মাসী শক্তি-তোমরৌ।
যদ্‌যদায়ুধমাদত্ত তৎসর্ব্বং সোঽচ্ছিনদ্ধরিঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(রুক্মী) পরিঘং পট্টিশং শূলং চর্ম্মাসী (চর্ম্ম চ অসিশ্চ তে) শক্তি-তোমরৌ (শক্তিশ্চ তোমরশ্চ তৌ ইতি) যৎ যৎ আয়ুধং (অস্ত্রম্) আদত্ত

(গৃহীতবান্) সঃ হরিঃ তৎ সর্ব্বং (আয়ুধম্) অচ্ছিনৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপে রুক্মী পরিঘ, পট্টিশ, শূল, চর্ম্ম, অসি, শক্তি তোমর প্রভৃতি যে যে অস্ত্র গ্রহণ করিল, শ্রীকৃষ্ণ তৎসমুদয়ই ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

ততো রথাদবপ্লুত্য খড়্গপাণির্জিঘাংসয়া।
কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধঃ পতঙ্গ ইব পাবকম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং সঃ) ক্রুদ্ধঃ খড়্গ-পাণিঃ (খড়্গধারী সন) রথাৎ অবপ্লুত্য (উল্লম্ফ্য ভূতলং অবতীর্য্য) জিঘাংসয়া (হননেচ্ছয়া) পতঙ্গঃ পাবকং (অনলম্) ইব কৃষ্ণং অভ্যদ্রবৎ (তন্মুখং ধাবিতোঽভূৎ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রুক্মী ক্রুদ্ধ ও খড়্গহস্ত হইয়া রথ হইতে উল্লম্ফনে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক পতঙ্গের অনলাভিমুখে ধাবমানের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে বধ করি-বার জন্য তদভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল ॥ ৩০ ॥

তস্য চাপততঃ খড়্গং তিলশশ্চর্ম্মচেষুভিঃ।
ছিত্বাসিমাদদে তিগ্মং রুক্মিণং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(শ্রীকৃষ্ণঃ) আপাততঃ (স্বাভিমুখং আগচ্ছতঃ) তস্য (রুক্মিণঃ) চ খড়্গং চর্ম্ম চ ইষুভিঃ (বাণৈঃ) তিলশঃ (তিলপ্রমাণং কৃত্বা) ছিত্ত্বা রুক্মিণং হন্তুং উদ্যতঃ (সন্) তিগ্মং (তীক্ষ্ণম্) অসিং আদদে (জগ্রাহ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে স্বীয় অভিমুখে প্রধাবিত রুক্মীর খড়্গ ও চর্ম্ম বাণাঘাতে তিল তিল করিয়া ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে বধ করিবার জন্য তীক্ষ্ণ অসি গ্রহণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—যাবন্মে বাণৈর্হতঃ সন্ সংগ্রামে ন শয়ীথাস্তাবদ্দারিকাং মুঞ্চ। পক্ষে যাবদিত্যেবার্থে মে বাণৈস্ত্বমহত এব। অতো দারিকাং ন মুঞ্চ। 'যাবত্তাবচ্চ সাকল্যেঽবধৌ মানেঽবধারণে' ইত্যমরঃ। 'যাবৎ কার্ৎস্ন্যেঽবধারণে' ইতি মেদিনী। ননু দারি-কয়া মম কিং প্রয়োজনং তত্রাহ,—শয়ীথাঃ। অনয়া সহ পুষ্পশয্যায়ামিতি শেষো লজ্জয়া নোক্তঃ ॥২৬-৩১

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে পর্য্যন্ত আমার বাণ সমূহ দ্বারা হত হইয়া এই যুদ্ধে শয়ন না কর সেই পর্য্যন্ত আমার ভগ্নিকে ত্যাগ কর। অন্যপক্ষে—যে পর্য্যন্ত আমার বাণ সমূহ দ্বারা তুমি আহত না হও সেই পর্য্যন্ত আমার ভগ্নিকে ত্যাগ করিও না। যদি বল, তোমার ভগ্নিকে আমার কি প্রয়োজন? তাহার উত্তরে বলিতেছে—ইহার সহিত পুষ্প শয্যায় শয়ন করিবে। এই শেষ অংশটি লজ্জা বশতঃ বলে নাই ।। ২৬-৩১ ।।

———

দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃবধোদ্যোগং রুক্মিণী ভয়বিহ্বলা।
পতিত্বা পাদয়োর্ভর্ত্তুরুবাচ করুণং সতী ।। ৩২ ।।

অন্বয়ঃ—সতী রুক্মিণী ভ্রাতৃবধোদ্যোগং (ভ্রাতৃবধস্য উপক্রমং) দৃষ্ট্বা ভয়বিহ্বলা (ভয়েন বিহ্বলা) সতী ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদয়োঃ পতিত্বা করুণং (সকাতরম্) উবাচ (কথয়ামাস) ।।৩২।।

অনুবাদ—তখন ভ্রাতৃবধের উপক্রম দর্শনে ভয়-বিহ্বলা রুক্মিণী স্বামী-পদতলে নিপতিত হইয়া সকাতরে বলিতে লাগিলেন ।। ৩২ ।।

বিশ্বনাথ—ভগিন্যাঃ পুরত এব ভ্রাতুর্বধোঽভূদিতি শ্রুত্বা লোকা মাং কিং বদিষ্যন্তীতি ভয়বিহ্বলা নতু স্নেহবিহ্বলেত্যত আসাং পুরসুভ্রুবাং লোকধর্ম্মাপেক্ষা-সহিত এব সমঞ্জসঃ প্রেমা নতু গোষ্ঠসুভ্রুবামিব লোক-ধর্ম্মাপেক্ষারহিতঃ সমর্থঃ প্রেমা অতিপ্রবল ইতি জ্ঞেয়ঃ। 'অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতে'তি প্রেমসামান্যলক্ষণস্যাব্যাপ্তিরপ্যাসু নাশঙ্ক্যা রুক্মিপ্রভৃতি-ষ্বাসামন্তঃ স্নেহাভাবাদিত্যুপরিষ্টাদপি যথাস্থানং ব্যাখ্যেয়ম্ ।। ৩২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগ্নির সম্মুখেই ভ্রাতার বধ হইল, ইহা শুনিয়া লোকসমূহ আমাকে কি বলিবে এই ভয়ে রুক্মিণী বিহ্বল, কিন্তু স্নেহ বশত বিহ্বল নহে এই কারণে এই সকল পুরনারীগণের লোকধর্ম্ম অপেক্ষা থাকায়ই সমঞ্জসা প্রীতি। ব্রজগোপীগণের ন্যায় লোকধর্ম্ম অপেক্ষা রহিত সমর্থা অতি প্রবলা প্রীতি নহে, ইহা জানিতে হইবে। সাধারণ প্রেমের লক্ষণ—শ্রীবিষ্ণুতে অনন্যমমতারূপ যে মমতা তাহারই নাম প্রেম। এই লক্ষণের অব্যাপ্তি রুক্মিণী প্রভৃতিতে আশঙ্কা করা উচিত নহে, ইহাদের অন্তরে স্নেহের অভাব—ইহা পরে যথাস্থানে ব্যাখ্যা করা হইবে ।। ৩২ ।।

———

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ—
যোগেশ্বরাপ্রমেয়াত্মন্ দেবদেব জগৎপতে।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণ ভ্রাতরং মে মহাভুজ ।। ৩৩ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীরুক্মিণী উবাচ,—(হে) যোগেশ্বর, (হে) অপ্রমেয়াত্মন্, অবিজ্ঞেয়স্বরূপ, (হে) দেবদেব, (হে) জগৎপতে, (হে) কল্যাণ, (মঙ্গলময়,) (হে) মহাভুজ, (মহাবাহো,) মে (মম) ভ্রাতরং হন্তুং (বিনাশয়িতুং) ন অর্হসি (ন মে ভ্রাতরং বিনাশয় ইত্যর্থঃ) ।। ৩৩ ।।

অনুবাদ—শ্রীরুক্মিণী বলিলেন,—হে যোগেশ্বর, হে অপ্রমেয়াত্মন্, হে দেবদেব, হে জগন্নাথ, হে মঙ্গলময়, হে মহাবাহো, আমার ভ্রাতাকে বধ করা আপনার উচিত নহে ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ—যোগেতি। ত্বমতর্ক্য মহামহৈশ্বর্য্যঃ অসাবীশিতব্যেষ্বপি মধ্যে নিকৃষ্টঃ ত্বমপ্রমেয়স্বরূপঃ। অয়ং পরিচ্ছিন্নেষ্বপি মধ্যে এককীটতুল্যঃ। ত্বং দেবানামপি দেবঃ, অয়ং মনুষ্যেষ্বপ্যধমঃ ত্বদ্বৈ-মুখ্যাৎ। ত্বং সর্ব্ব জগৎপালকঃ। অয়ং জগদ্বর্ত্তি-ত্বাদ্দুষ্টোঽপ্যদ্য পালনীয় এবেতি ভাবঃ। তস্মাৎ হে কল্যাণ, অকল্যাণং, হে মহাভুজ, ভুজবলরহিত-মিমং ন হন্তুমর্হসি ।। ৩৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিতেছেন—হে যোগেশ্বর! তুমি অচিন্ত্যমহা ঐশ্বর্য্যবান্। এই আমার ভ্রাতা শাসনাধীনগণের মধ্যে নিকৃষ্ট। তুমি অপ্রমেয়স্বরূপ। এই আমার ভ্রাতা পরিচ্ছিন্ন জীব-গণের মধ্যে একটি কীট তুল্য, তুমি দেবগণেরও দেব। এই মনুষ্যগণের মধ্যেও অধম তোমাতে বিমুখ বলিয়া। তুমি সর্ব্বজগৎ পালক। এই জগৎ মধ্যগতহেতু দুষ্ট হইলেও অদ্য তোমা কর্ত্তৃক পাল-নীয়ই। অতএব হে কল্যাণ! এই অকল্যাণকে, হে মহাভুজ! এই ভুজবলরহিত আমার ভ্রাতাকে মারিতে পার না ।। ৩৩ ।।

———

শ্রীশুক উবাচ—
তয়া পরিত্রাসবিকম্পিতাঙ্গয়া
শুচাবশুষ্যন্মুখরুদ্ধকণ্ঠয়া ।
কাতর্য্যবিস্রংসিতহেমমালয়া
গৃহীতপাদঃ করুণো ন্যবর্ত্তত ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ— শ্রীশুক উবাচ,—পরিত্রাসবিকম্পিতাঙ্গয়া (পরিত্রাসেন ভয়েন বিকম্পিতানি অঙ্গানি যস্যাঃ তয়া) শুচা (শোকেন) অবশুষ্যন্মুখরুদ্ধকণ্ঠয়া (অবশুষ্যৎ মুখং যস্যাঃ রুদ্ধঃ কণ্ঠো যস্যাঃ সাচ সা চ তয়া) কাতর্য্য-বিস্রংসিতহেমমালয়া (কাতর্য্যেণ বৈক্লব্যেন বিস্রংসিতা বিগলিতা হেমময়ী মালা যস্যাঃ তয়া) তয়া (রুক্মিণ্যা) গৃহীতপাদঃ (গৃহীতৌ পাদৌ যস্য সঃ অতএব) করুণঃ (দয়াপরবশঃ সন্) ন্যবর্ত্তত (রুক্মিবধাৎ নিবৃত্তঃ অভূৎ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—তৎকালে ভয়বশতঃ রুক্মিণীর অঙ্গ কম্পিত, শোকে মুখ শুষ্ক ও কণ্ঠ অবরুদ্ধ এবং কাতরতা-নিবন্ধন গলদেশস্থ সুবর্ণমাল্য স্খলিত হইয়াছিল। এইরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল ধারণ করিলে ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া রুক্মীবধে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—করুণঃ স্বপ্রতিকূলেঽতিদুষ্টে স্বতনুত্যাগনিমিত্তীভূতেঽপি ভ্রাতরি দয়ায়া ভগিনীমূর্ত্তিরিতি লোকধর্ম্মোক্তিভয়াদেব দয়াবত্যাং রুক্মিণ্যাং সদয়ঃ ॥ ৩৪ ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ করুণ গুণযুক্তহেতু নিজ প্রতিকূল অতিদুষ্ট, নিজদেহত্যাগে কারণ স্বরূপ হইলেও ভ্রাতার প্রতি রুক্মিকে দয়ার মূর্ত্তি ভগ্নী রুক্মিণীকে লোকধর্ম্ম উক্তি ভয়েই সদয় হইলেন ॥ ৩৪ ॥

———

চৈলেন বদ্ধা তমসাধুকারিণং
সশ্মশ্রুকেশং প্রবপন্ ব্যরূপয়ৎ ।
তাবন্মমর্দ্দুঃ পরসৈন্যমদ্ভুতং
যদুপ্রবীরা নলিনীং যথা গজাঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) অসাধুকারিণং (অহিতাচারিণং) তং (রুক্মিণং) চৈলেন (বস্ত্রখণ্ডেন) বদ্ধা সশ্মশ্রুকেশং (স্থানে স্থানে অবশিষ্টানি শ্মশ্রূণি কেশাশ্চ যথা ভবন্তি তথা) প্রবপন্ (তেনৈবাসিনা মুণ্ডয়ন্) ব্যরূপয়ৎ (বিরূপমকরোৎ) তাবৎ (তৎকালং) গজাঃ নলিনীং যথা (হস্তিনো যথা পদ্মবনং মর্দ্দয়ন্তি তথা) যদুপ্রবীরাঃ (যাদববীরাঃ) পরসৈন্যং (শত্রুসৈন্যম্) অদ্ভুতং (যথা স্যাৎ তথা) মমর্দ্দুঃ (দলয়ামাসুঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অহিতকারী রুক্মীকে বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ করিয়া অসি দ্বারা স্থানে স্থানে অল্প অল্প শ্মশ্রুকেশ অবশিষ্ট রাখিয়া মুণ্ডনপূর্ব্বক তাহাকে বিরূপ করিলেন। এদিকে হস্তিগণ যেরূপ পদ্মবন বিদলিত করে, সেইরূপ যাদববীরগণ শত্রুসৈন্যকে অদ্ভুতরূপে বিদলিত করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—পুনরপি রুক্মী প্রাতিকূল্যং মাকার্ষীদিতি তদ্দুর্মদনিবর্ত্তকেন পরাভবস্মারকেণ দুর্ল্লক্ষণেন কেনচিদঙ্কয়িত্বৈব তমুপেক্ষাং চক্রে ইত্যাহ,—চৈলেন গ্রীবায়াং বদ্ধা বামহস্তেন তচ্চৈলাগ্রদ্বয়ং বিধৃত্য দক্ষিণহস্তধৃতেনাসিনা উষ্ণীষং দুরীকৃত্য সশ্মশ্রুকেশং যথা স্যাৎ স্থানে স্থানে কেশগুচ্ছাঃ শ্মশ্রুগুচ্ছাশ্চ যথা তিষ্ঠেয়ুস্তথা প্রকর্ষেণ সমূলকর্ত্তনেন রুধিরমুদ্‌গময্য বপন্ মুণ্ডয়ন্ ব্যরূপয়ৎ বিরূপমকরোৎ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনঃরায় রুক্মি প্রতিকূল আচরণ না করুক, এইভাবে তাহার দুষ্টগর্ব্ব নিবারণের জন্য পরাভবের স্মারক দুর্ল্লক্ষণ কোনও চিহ্ন দ্বারা তাহাকে উপেক্ষা করিলেন ইহাই বলিতেছেন—বস্ত্রখণ্ডদ্বারা রুক্মির গলায় বাঁধিয়া বাম হস্তদ্বারা ঐ বস্ত্রখণ্ডের অগ্রভাগদ্বয় ধরিয়া দক্ষিণহস্ত ধৃত খড়্গদ্বারা মস্তকের পাগড়ী ফেলিয়া দিয়া দাড়ির সহিত কেশ স্থানে স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ ভাবে কোথাও কিছু রাখিয়া, অন্যত্র সমূলে কর্ত্তন করতঃ রক্তবাহির পূর্ব্বক বিরূপ ভাবে মুণ্ডন করিয়াদিলেন ॥ ৩৫ ॥

———

কৃষ্ণান্তিকমুপব্রজ্য দদৃশুস্তত্র রুক্মিণম্ ।
তথাভূতং হতপ্রায়ং দৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ ।
বিমুচ্য বদ্ধং করুণো ভগবান্ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ যদুপ্রবীরাঃ) কৃষ্ণান্তিকং উপব্রজ্য (কৃষ্ণসমীপং আগত্য) তত্র রুক্মিণং দদৃশুঃ (দৃষ্টবন্তঃ) ভগবান্ বিভুঃ সঙ্কর্ষণঃ (বলদেবঃ তং

রুক্মিণং) তথাভূতং (তাদৃশং) হতপ্রায়ং (বিনষ্ট-কল্পং) দৃষ্ট্বা করুণঃ (দয়াপরবশঃ সন্) বদ্ধং (তং) বিমুচ্য (মোচয়িত্বা) কৃষ্ণং (প্রতি) অব্রবীৎ (উক্তবান্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর যদুবীরগণ কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইয়া তথায় রুক্মীকে দর্শন করিলেন। ভগবান্ বলদেব তাহাকে তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন ও মৃতপ্রায় দেখিয়া দয়াবশতঃ বন্ধন উন্মোচনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিমুচ্য স্বয়মেব স্বহস্তেন কৃষ্ণবামহস্তাচ্চেলখণ্ডমপসার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বলদেব স্বয়ংই নিজহস্তদ্বারা কৃষ্ণের বামহস্ত হইতে ঐ বন্ধন বস্ত্রখণ্ড সরাইয়া দিয়া রুক্মিকে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৩৬ ॥

অসাধ্বিদং ত্বয়া কৃষ্ণ কৃতমস্মজ্জুগুপ্সিতম্।
বপনং শ্মশ্রুকেশানাং বৈরূপ্যং সুহৃদো বধঃ ॥৩৭

অন্বয়ঃ—(হে) কৃষ্ণ, ত্বয়া (অস্য রুক্মিণঃ) শ্মশ্রু কেশানাং বপনং (মুণ্ডনরূপম্) ইদং (কর্ম্ম) অস্মজ্জুগুপ্সিতং (অস্মাকং যাদবানাং নিন্দিতং তথা) অসাধু (অন্যায্যং) কৃতং (আচরিতং যতঃ) সুহৃদঃ (সুহৃজ্জনস্য অস্য) বৈরূপ্যং (বিরূপভাব এব) বধঃ (ভবতি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, তুমি ইহার শ্মশ্রুকেশ মুণ্ডনরূপ যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহা যাদবজননিন্দিত এবং অতিশয় অসঙ্গতঃ ; যেহেতু, সুহৃদ্-ব্যক্তির এতাদৃশ বিরূপভাব বধেরই তুল্য হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—বরং বধঃ অপ্যস্য সাধুরভবিষ্যদিদং খড়্গেন মুণ্ডনস্ত্বতিবিভৎসিতমভূদিতি শোচন্ত্যা রুক্মিণ্যাঃ সান্ত্বনার্থং বহিঃ কৃষ্ণং কিঞ্চিদুপালভমানো-হন্তস্তু ভো ভ্রাতঃ, সমুচিতকৃত্যচতুরেণ ত্বয়া সাধ্বেব কৃতমিতি প্রসীদন্নেবাহ,—অসাধ্বিতি। সুহৃদঃ শ্যালকস্য পক্ষে দুর্হৃদোহপি তস্য সুহৃচ্ছব্দবাচ্যত্বেন বিপরীতলক্ষণা ব্যঙ্গ্যা ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবলদেব বলিলেন—ইহার বধ করাই ভাল ছিল এই খড়্গের দ্বারা মুণ্ডন অতিশয় ঘৃণিত কার্য্য হইয়াছে, ইহা শোক কারিণী রুক্মিণীর সান্ত্বনার জন্য বাহিরে কৃষ্ণকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার এবং অন্তরে হে ভ্রাত কৃষ্ণ! তুমি খুব চতুর ইহার উচিত শাস্তি দিয়া মঙ্গলই করিয়াছ ইহা প্রসন্নচিত্তে বলিলেন। আমাদের হিতকারী শ্যালকের পক্ষে দুষ্ট হইলেও তাঁহার সুহৃদ শব্দে নামটি বিপরীত লক্ষণা ব্যঙ্গ্য অলংকার দ্বারা ব্যক্ত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

নৈবাস্মান্ সাধ্ব্যসূয়েথা ভ্রাতুর্বৈরূপ্যচিন্তয়া।
সুখদুঃখদো ন চান্যোঽস্তি যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্ ॥৩৮

অন্বয়ঃ—(রুক্মিণীং সান্ত্বয়তি হে) সাধ্বি, ভ্রাতুঃ, বৈরূপ্যচিন্তয়া (বিরূপভাবং বিচিন্ত্য ইত্যর্থঃ) অস্মান্ ন এব অসূয়েথাঃ (অস্মাসু দোষারোপং মাকার্ষীঃ যতঃ পুমান্ (পুরুষঃ) স্বকৃতভুক্ (স্বকর্ম্মজন্যং ফলমেব ভুঙ্‌ক্তে অতঃ পুরুষস্য) সুখদুঃখদঃ (সুখদুঃখদাতা) অন্যঃ (স্বস্মাৎ ইতরঃ) নচ অস্তি ॥৩৮

অনুবাদ—অতঃপর তিনি রুক্মিণীর সান্ত্বনার জন্য বলিলেন,—হে সাধ্বি, তুমি ভ্রাতার এতাদৃশ বিরূপভাব চিন্তা করিয়া আমাদের প্রতি দোষারোপ করিও না, যেহেতু পুরুষ ইহলোকে স্বকর্ম্মেরই ফলভোগ করে, অপর কেহ তাহার সুখদুঃখদাতা নহে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাঃ শোকাপনোদার্থং বিবেকমুৎপাদয়তি,—নৈবেতি। স্বকৃতভুগিতি অস্মিন্নতিদুষ্টে স্বস্য ভর্ত্তুশ্চ প্রতিকূলে কোঽয়ং তে বৃথা স্নেহ ইতি তাং প্রত্যুপালম্ভশ্চ ধ্বনিতঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রুক্মিণীর শোক নিবারণের জন্য তত্ত্বজ্ঞান বলিতেছেন—নিজকর্ম্মফলভাগী এই অতিদুষ্ট নিজের এবং প্রভুর প্রতিকূলে, এই ভ্রাতার প্রতি তোমার বৃথা স্নেহ কেন ইহা দ্বারা রুক্মিণীর প্রতি তিরস্কারও প্রকাশিত হইল ॥ ৩৮ ॥

বন্ধুর্বধার্হদোষোঽপি ন বন্ধোর্বধমর্হতি।
ত্যাজ্যঃ স্বেনৈবদোষেণ হতঃ কিং হন্যতে পুনঃ ॥৩৯

অন্বয়ঃ—(পুনঃ কৃষ্ণমাক্ষিপতি) বন্ধুঃ (বান্ধব-

জনঃ) বধার্হদোষঃ (বধার্হঃ বধযোগ্যঃ দোষঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ) অপি বন্ধোঃ (নিজবান্ধবাৎ) বধং ন অর্হতি (ন প্রাপ্তং যোগ্যো ভবতি পরন্ত) ত্যাজ্যঃ (ত্যাগযোগ্য এব ভবতি যতঃ যো জনঃ) স্বেন (স্বকীয়েন) দোষেণ এব (বধযোগ্যেন দোষেনৈব) হতঃ (হতপ্রায়ঃ এব সঃ) পুনঃ হন্যতে কিং (তস্য পুনর্বধঃ ন সম্ভবেৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—পুনরায় কৃষ্ণের প্রতি বলিলেন,—বন্ধু ব্যক্তি বধযোগ্য দোষ করিলেও নিজবন্ধুজনের নিকট হইতে বধদণ্ড লাভ করিতে পারেন না, পরন্ত পরিত্যাজ্যই হইয়া থাকেন। যেহেতু, যে ব্যক্তি নিজ দোষেই মৃতপ্রায়, তাহার পুনরায় বধ সম্ভবপর হয় না ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—দেব্যাঃ প্রীণনার্থং কৃষ্ণং নীতিং শিক্ষয়ন্নিবাহ,—বন্ধুঃ শ্যালঃ বন্ধোর্ভগিনীপতেঃ সকাশাৎ ॥৩৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে রুক্মিণীদেবীর প্রীতি উৎপাদনের জন্য কৃষ্ণকে নীতি শিক্ষা দিতেছেন—বন্ধুর শ্যালক বন্ধু ভগ্নীপতির নিকট বধযোগ্য দোষ করিলেও দণ্ডলাভ করিতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ ।
ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্‌যেন ঘোরতরস্ততঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(পুনঃ দেবীং প্রত্যাহ) ক্ষত্রিয়াণাং অয়ং ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ (প্রজাপতিনা ব্রহ্মণা বিনির্ম্মিতঃ বিহিতঃ) যেন (ধর্ম্মেণ) ভ্রাতা অপি ভ্রাতরং হন্যাৎ (বিনাশয়েৎ) ততঃ (তস্মাৎ অয়ং ধর্ম্মঃ) ঘোরতরঃ (অতি দারুণঃ বর্ত্ততে) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—পুনরায় রুক্মিণীর প্রতি বলিলেন,—প্রজাপতিসৃষ্ট এই ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্মানুসারে এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতার প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে, অতএব এই ধর্ম্ম অতিশয় নিদারুণ ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—নীতিমিমাং ত্বদনুজো ন বেত্তীতি মনসা বদন্তীং দেবীং প্রত্যাহ,—ক্ষত্রিয়াণামিতি। 'ভ্রাতরমপি হন্যা'দিতি শাস্ত্রবিধিস্তত্র শ্যালঃ খলু কো বরাক ইতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হয়ত রুক্মিণীদেবী মনে মনে ভাবিতেছেন—এই নীতি তোমার অনুজ জানে না, এই কারণে দেবীকে বলিতেছেন—ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম এইরূপই প্রজাপতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন—ভ্রাতাকেও হত্যা করিবে—এই শাস্ত্র বিধি। সে স্থলে শ্যালক আবার কে অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র ॥ ৪০ ॥

রাজ্যস্য ভূমের্বিত্তস্য স্ত্রিয়ো মানস্য তেজসঃ ।
মানিনোহন্যস্য বা হেতোঃ শ্রীমদান্ধাঃ ক্ষিপন্তি হি ॥

অন্বয়ঃ—(পুনঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ) রাজ্যস্য ভূমেঃ বিত্তস্য স্ত্রিয়ঃ মানস্য তেজসঃ অন্যস্য বা (বিষয়ান্তরস্য বা) হেতোঃ (তত্তদ্‌বিষয়ার্থং ইত্যর্থঃ) শ্রীমদান্ধাঃ (ঐশ্বর্য্যমদমত্তাঃ) মানিনঃ (মানিনো জনাঃ) ক্ষিপন্তি হি (বিক্ষিপ্তাঃ ভবন্তি খলু তথাপ্যস্মাকমেতদনুচিতমিতিভাবঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—পুনরায় কৃষ্ণের প্রতি বলিলেন,—রাজ্য, ভূমি, বিত্ত, স্ত্রী, মান, তেজ বা বিষান্তরের জন্য ঐশ্বর্য্যমদাভিমানিগণ বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া থাকে, তথাপি আমাদের পক্ষে তাদৃশভাব অনুচিত ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ক্ষত্রিয়ো বন্ধুঃ হন্তং বরং, কিন্তু তং বিভৎসিতবৈরূপ্যবন্তং কর্ত্তুং নার্হতীতি দেব্যাঃ স্বগতোক্তিমালক্ষ্য তাং প্রসাদয়িতুং কৃষ্ণমাহ, রাজ্যস্যেতি। রাজ্যাদের্হেতোর্মানিনোহহঙ্কারবন্ত এবান্যানাক্ষিপন্তি অস্মাকন্ত্বেতদনুচিতমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল ক্ষত্রিয় বন্ধু হত্যা করা ভাল কিন্তু তাহাকে এই নিন্দনীয় বিরূপ করা উচিত হয় নাই। দেবীর এই প্রকার মনোগত উক্তি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য কৃষ্ণ বলিতেছেন—রাজ্যাদি লাভের জন্য মানী অহংকারী ব্যক্তিগণেই অন্যকে তিরস্কার করে, আমাদের পক্ষে কিন্তু ইহা উচিত হয় নাই ॥ ৪১ ॥

তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতেষু দুর্হ্নদাম্ ।
যন্মন্যসে সদাভদ্রং সুহৃদাং ভদ্রমজ্ঞবৎ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(পুনঃ দেবীং প্রত্যাহ) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণি বিষয়েষু) দুর্হৃদাং (অহিতানাং ভ্রাতৄণাং বিষয়ে ত্বম্) অজ্ঞবৎ যৎ ভদ্রং (মঙ্গলং) সদা মন্যসে (ইচ্ছসি) ইয়ং তব বিষমা (অসমীচীনা) বুদ্ধিঃ

(ভবতি যতঃ তদেব) সুহৃদাং অভদ্রং (অকল্যাণকরং ভবতি, যদ্বা ভূতেষু দুর্হৃদাং অপি স্বসুহৃদাং ভদ্রমেব দণ্ডরূপং মুণ্ডনং অভদ্রং যন্মন্যসে তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিঃ, অথবা সর্ব্বভূতেষু মধ্যে দুর্হৃদাং শিশুপালাদীনাং অভদ্রং সুহৃদি ভদ্রঞ্চ যন্মন্যসে তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—পুনরায় রুক্মিণীর প্রতি বলিলেন,—সর্ব্বপ্রাণিগণের অহিতপরায়ণ ভ্রাতার বিষয়ে তুমি যে সর্ব্বদা হিত বাঞ্ছা কর, ইহা তোমার বিষমবুদ্ধি বলিতে হইবে, যেহেতু, ইহা সুহৃদ্‌গণের অমঙ্গলজনক ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—নীতিরিয়ং যুদ্ধাদন্যত্রৈব। যুদ্ধেতু বৈরী পরাজিত্য তিরস্ক্রিয়ত এবেতীয়মপি নীতিরিতি কৃষ্ণস্য স্বগতোক্তিমালক্ষ্য দেবীং প্রত্যাহ,—তবেয়মিতি। সুহৃদাং স্ববন্ধূনাং রুক্মিপ্রভৃতীনাং ভদ্রমেব কৃষ্ণকৃতং মুণ্ডনং যৎ সদা অভদ্রং মন্যসে ইয়ং তব বিষমা বুদ্ধিঃ। অজ্ঞবৎ অজ্ঞানামিব তব বিজ্ঞায়া অপীত্যর্থঃ। কীদৃশানাং সর্ব্বভূতেষু দুর্হৃদাং দুষ্টমনসাম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের মনোগত ভাব এই নীতি যুদ্ধ স্থল হইতে অন্যত্রই প্রযোজ্য, যুদ্ধে কিন্তু শত্রুকে পরাজিত করিয়া তিরস্কার করিবেই, ইহাও একটি নীতি এইরূপ উক্তি লক্ষ্য করিয়া দেবীর প্রতি বলদেব বলিতেছেন—তোমার এই সুহৃদ্ নিজ বন্ধু রুক্মি প্রভৃতির মঙ্গল স্বরূপ কৃষ্ণকৃত মুণ্ডন যাহা তুমি সর্ব্বদা অভদ্র মনে করিতেছ ইহা তোমার বিষমাবুদ্ধি অজ্ঞদিগের ন্যায়। তুমি বিজ্ঞ হইয়া ঐরূপ চিন্তা করিতেছ। অজ্ঞগণ কেমন? সর্ব্বভূতে যাহারা দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন ॥ ৪২ ॥

আত্মমোহো নৃণামেষ কল্প্যতে দেবমায়য়া।
সুহৃদ্দুর্হৃদুদাসীন ইতি দেহাত্মমানিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(কুতঃ ইত্যত আহ) দেহাত্মমানিনাং (দেহেষু আত্মত্বাভিমানশীলানাং) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) সুহৃৎ (অয়ং মে বান্ধবো ভবতি) দুর্হৃৎ (অয়ং মে শত্রুর্ভবতি তথা) উদাসীনঃ (অয়ং মধ্যস্থো ভবতি) ইতি এষ আত্মমোহঃ (আত্মনঃ মোহঃ বিভ্রমঃ) দেবমায়য়া (দেবস্য ভগবত এব মায়য়া) কল্প্যতে (বিধীয়তে) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—এই ব্যক্তি আমার বন্ধু, এই ব্যক্তি শত্রু, এই ব্যক্তি মধ্যস্থ, এইরূপ ধারণা দেহাত্মাভিমানী মনুষ্যগণের আত্মমোহ এবং ইহা ভগবানের মায়ায়ই পরিকল্পিত ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—জানাম্যেবেদং যদয়ং ভ্রাতা মে দুষ্ট এব তদপাত্র বন্ধুভাবো নাপযাতি কিঙ্করোমীতি চেৎ সত্যমপ্রাকৃত্যা ভবত্যা এবায়মবিবেকোঽনুচিত ইত্যুচ্যতে সাংসারিকলোকানাং ত্বয়ং স্বাভাবিক এব ধর্ম্ম ইত্যাহ,—আত্মেতি। দেহাত্মমানিনাং দেহ এবাত্মেতি মন্যমানানামেব দেহাত্মমানিনামেব নৃণাং নতু জ্ঞানিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রুক্মিণীর মনোগতভাব—আমি এই সকল জানি এবং আমার ভ্রাতা যে দুষ্ট তাহাও জানি, কিন্তু বন্ধুভাব মন হইতে যাইতেছে না, কি করিব? বলদেব বলিতেছেন—ইহা যদি বল, সত্য। আপনি অপ্রাকৃত। এই রুক্মি অবিবেকী, তাহার প্রতি আপনার অবিবেক অনুচিত ইহাই বলিতেছেন—সংসারী লোকগণের কিন্তু এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম দেহে আত্মবুদ্ধিকারীগণের অর্থাৎ দেহই আত্মা এইরূপ যাহারা মনে করে, সেই দেহাত্মমানী মনুষ্যগণের ঐরূপ চিন্তা হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানীগণের নহে ॥ ৪৩ ॥

এক এব পরো হ্যাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথা জ্যোতির্যথা নভঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(পরমার্থমাহ) সর্ব্বেষাং অপি দেহিনাং পরঃ আত্মা হি (পরমাত্মা অন্তর্যামিরূপঃ) একঃ এব (স তু) একঃ (অপি) মূঢ়ৈঃ (মায়াগ্রস্তৈঃ জীবৈঃ) জ্যোতিঃ তথা (এক এব চন্দ্রাদিজ্যোতিঃ যথা উদকেষু বহুধা লক্ষ্যতে তথা) নভঃ যথা (এক এব আকাশং ঘটাদিষু যথা নানা দৃশ্যতে তথা) নানা ইব (পৃথগ্‌বৎ) গৃহ্যতে (অনুভূয়তে) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বজীবেরই অন্তর্য্যামী পরমাত্মা—এক, পরন্তু এক চন্দ্রই যেরূপ জলাশয়ভেদে অনেক এবং এক আকাশই যেরূপ ঘটাদি উপাধিভেদে অনেক

বলিয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ উক্ত পরমাত্মাও মায়া-গ্রস্ত জীবগণের দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে গৃহীত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—দেহাত্মমানিনাং মতং দ্বাভ্যাং খণ্ডয়ন্ প্রথমং দেহঃ পরমাত্মা ন ভবতীত্যাহ,—এক ইতি। পর আত্মা দেহিনাং দেহবতাং জীবানাং হি নিশ্চিত-মেক এব প্রেরকো ভবতি, একস্যৈবাধিষ্ঠানবাহুল্যে সতি নানাত্বে দৃষ্টান্তৌ। জ্যোতিরগ্নির্দারুষু। নভ আকাশং ঘটেষু। যদুক্তং প্রথমে—"যথাহ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু। নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্" ইতি ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেহাত্মমানীগণের মত দুইটি শ্লোকদ্বারা খণ্ডন করিতে গিয়া প্রথমতঃ দেহ পরমাত্মা নয়, ইহাই বলিতেছেন। পরমাত্মা দেহধারী জীবগণের নিশ্চিত একই প্রেরণ কর্ত্তা হন। একই পরমাত্মার বহু অধিষ্ঠান হেতু নানা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, এক জ্যোতি অর্থাৎ অগ্নি যেমন ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন দেখায়, আকাশ যেমন ভিন্ন ভিন্ন ঘটে বহু দেখায়। প্রথমস্কন্ধে যে বলা হইয়াছে—যেমন অগ্নি নিজ উৎ-পত্তি স্থান কাষ্ঠ সমূহে এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। সেইরূপ পরমাত্মা সকল প্রাণীতে এক হইয়াও ভিন্নরূপে প্রকাশ পান ॥ ৪৪ ॥

দেহ আদ্যন্তবানেষ দ্রব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ।
আত্মন্যবিদ্যয়া কৢপ্তঃ সংসারয়তি দেহিনম্ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—দ্রব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ (দ্রব্যং পৃথিব্যাদি-ভূতপঞ্চকং, প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি, গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ ত এব আত্মা স্বরূপং যস্য সঃ) আদ্যন্তবান্ (উৎপত্তিবিনাশ-যুক্তঃ) এষঃ দেহঃ আত্মনি (জীবে) অবিদ্যয়া (প্রকৃত্যা) কৢপ্তঃ (রাগদ্বেষাদিবিষয়ীভূতঃ সন্) দেহিনং (দেহাভিমানিনং) সংসারয়তি (জন্মাদি-লক্ষণসংসারং প্রাপয়তি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—অবিদ্যা কর্ত্তৃক জীবের জন্য পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় এবং সত্ত্বাদিগুণত্রয়যুক্ত এই দেহটী পরিকল্পিত হইয়া তদভিমানী জীবকে সংসারভাগী করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—দেহো জীবাত্মাপি ন ভবতীত্যাহ,—দেহ ইতি। যঃ সুহৃদ্বুদ্ধ্যা পাল্যঃ দুর্হৃদ্বুদ্ধ্যা বধ্যঃ। স এষ দেহ আদ্যমধিভূতং প্রাণা ইন্দ্রিয়াণ্যধ্যাত্মং গুণশব্দেনাধিদৈবং তন্ত্রিতয়াত্মকঃ। আত্মনি জীবে অবিদ্যয়ৈব কল্পিতঃ। রাগদ্বেষাদিবিষয়ীভূতঃ সন্ দেহিনং সংসারবন্তং করোতি ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেহ জীবাত্মাও নয় ইহাই বলিতেছেন—যে ব্যক্তি সুহৃদ্ বুদ্ধিতে পালিত হয় সেই-ই শত্রুবুদ্ধিতে বধের যোগ্য হয়। সে এই দেহ প্রথম অধিভূত, প্রাণসমূহ ইন্দ্রিয়সমূহ অধ্যাত্ম গুণ-শব্দের দ্বারা অধিদৈব—এই তিনরূপ। আত্মা অর্থাৎ জীবে অবিদ্যা দ্বারাই কল্পিত রাগ দ্বেষ আদির বিষয় হইয়া দেহী জীবকে সংসারে বন্ধন করে ॥ ৪৫ ॥

নাত্মনোঽন্যেন সংযোগো বিয়োগশ্চাসতঃ সতি।
তদ্ধেতুত্বাৎ তৎপ্রসিদ্ধের্দৃগ্রূপাভ্যাং যথা রবেঃ ॥৪৬

অন্বয়ঃ—(হে) সতি, যথা রবেঃ (সূর্য্যস্য) দৃগ্রূপাভ্যাং (দৃক্ রবিনা অনুগ্রাহ্যং চক্ষুঃ, রূপং তেন প্রকাশ্যং শ্যামাদি তাভ্যাং সংযোগ-বিয়োগৌ ন স্তঃ তথা) আত্মনঃ (জীবাত্মনঃ) অন্যেন (জড়েন) সংযোগঃ বিয়োগঃ চ ন (ন স্তঃ কুতঃ) অসতঃ (অন্যস্য অসত্ত্বাৎ) তৎপ্রসিদ্ধেঃ (তস্য জড়স্য প্রসিদ্ধেঃ প্রকাশস্য) তদ্ধেতুত্বাৎ (জীবাত্মহেতুত্বাৎ) ॥৪৬

অনুবাদ—হে সতি, সূর্য্যের যেরূপ তদনুগ্রাহ্য দর্শনেন্দ্রিয় এবং তৎপ্রকাশ্য শ্যামাদিরূপের সঙ্গে সংযোগ বা বিয়োগ নাই, সেইরূপ জীবাত্মারও অন্য জড় পদার্থের সহিত সংযোগ বা বিয়োগ ঘটে না; যেহেতু, তাদৃশ অন্য পদার্থের অসত্তাবশতঃ তাহাদের প্রকাশও জীবাত্মা হেতুই হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্তু জীবাত্মনো দেহলিপ্তত্বাদেব দেহ এবাত্মেতি প্রতীতির্ভবতি। বস্তুতস্তু দেহেন লেপস্তস্য জীবাত্মনো নৈবাস্তি। পরমাত্মনস্তু জীবাত্মনোঽপি লেপো নাস্তীত্যাহ,—নেতি। প্রথমং জীবাত্মপক্ষৌ ব্যাখ্যায়তে—হে সতি, আত্মনো জীবস্য অন্যেন জড়েন দেহেন অসতা আদ্যন্তবত্ত্বাদসর্ব্বকালস্থায়িনা সংযোগো লেপো নাস্তি সংযোগাভাবাদেব বিয়োগোঽপি নাস্তি। কুতঃ তৎপ্রসিদ্ধেঃ দেহপ্রকাশস্য তদ্ধেতুত্বাৎ জীবাত্মহেতুক-ত্বাৎ অতোঽধ্যাত্মাদিময়দেহস্য। জীবাত্মপ্রকাশ্যত্বাত্তেন

সহ জীবাত্মনো ন লেপঃ নহি প্রকাশকঃ প্রকাশ্যেন ক্বাপি লিপ্যতে।

অথ পরমাত্মপক্ষঃ আত্মনঃ পরমাত্মনঃ। অন্যেন জীবেন অসতা অচিরস্থায়িনা দেহেন চ ন সংযোগো ন বিয়োগশ্চ কুতঃ তৎপ্রসিদ্ধেঃ। তয়োর্জীবদেহয়োঃ প্রকাশস্য তদ্ধেতুত্বাৎ পরমাত্মহেতুকত্বাদতঃ পরমাত্মনঃ স্বপ্রকাশাভ্যাং জীবদেহাভ্যাং নৈব লেপঃ। নহি প্রকাশকঃ প্রকাশ্যস্য লিপ্তঃ ক্বাপি ভবতি। উভয়পক্ষ এব দৃষ্টান্তঃ রবেরাকাশস্থসূর্য্যস্য স্বেন প্রকাশিতাভ্যাং দৃগ্রূপাভ্যাং দৃশা চক্ষুষা তৎপ্রকাশ্যেন রূপেণ চ ন লেপঃ। অত্র রবিস্থানীয়ঃ পরমাত্মা, দৃক্স্থানীয়ো জীবঃ, রূপস্থানীয়ো দেহঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু জীবাত্মা দেহে লিপ্ত হেতু দেহই আত্মা এইরূপ জ্ঞান হয়। বস্তুতঃ দেহের সহিত লিপ্ততা সেই জীবাত্মার নাই। পরমাত্মা এবং জীবাত্মারও কিন্তু লেপ নাই। প্রথমে জীবাত্ম পক্ষ দুইটি ব্যাখ্যা করিতেছেন—হে দেবী! আত্মা জীবের অসৎ জড়দেহের সহিত (আদি অন্ত যুক্ত দেহ নিত্যকাল স্থায়ী নহে) সংযোগ নাই। সংযোগ না থাকায় বিয়োগও নাই। তাহা হইলে দেখা যায় কেন? জীবাত্মা দেহে প্রকাশিত হয় বলিয়া অধ্যাত্মাদিময় দেহ জীবাত্মার প্রকাশক হেতু তাহার সহিত জীবাত্মার লেপ নাই। প্রকাশক কোন প্রকাশ্যের সহিত লিপ্ত হয় না।

অতঃপর পরমাত্ম পক্ষ—আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা অন্য অচিরস্থায়ী অসৎ জীবের সহিত ও দেহের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ নাই। তাহা হইলে দেখা যায় কেন? জীবের ও দেহের প্রকাশের তাহার কারণ পরমাত্মাই। অতএব পরমাত্মা স্বপ্রকাশ দেহ ও আত্মার সহিত লিপ্ত নন। কখনও বা কোথাও প্রকাশক প্রকাশ্যের সহিত লিপ্ত হয় না, উভয় পক্ষেই দৃষ্টান্ত—আকাশস্থ সূর্য্যের নিজের দ্বারা প্রকাশিত চক্ষু ও রূপের দ্বারা লিপ্ত হয় না। এস্থলে রবিস্থানীয় পরমাত্মা, চক্ষুস্থানীয় জীব, রূপস্থানীয় দেহ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—জন্মাদয়ঃ বিক্রিয়াঃ তু (বিকারাস্তু) দেহস্য (শরীরস্যৈব) ক্বচিৎ (কদাচিদপি) আত্মনঃ ন (আত্মনঃ তে বিকারা ন ভবন্তি) কলানাং ইব (চন্দ্রস্য কলানামেব জন্মাদয়ঃ) ইন্দোঃ (চন্দ্রস্য) ন এব (জন্মাদয়ঃ ন ভবন্তি তথা) অস্য (জীবস্য) মৃতিঃ হি (মরণমপি) কুহূঃ ইব (অমাবস্যাবৎ যথা অমাবস্যায়াং কলানাশাৎ ইন্দুনাশ উচ্যতে তথা দেহনাশাৎ জীবস্য মরণং উচ্যতে) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—জন্মাদি বিকারসমূহও শরীরেরই হইয়া থাকে, আত্মার তাদৃশ বিকার কখনও জন্মে না। চন্দ্রের কলাসমূহেরই জন্মাদি ঘটিয়া থাকে, চন্দ্রের কখনও জন্মাদি ঘটে না, এইরূপ অমাবস্যায় চন্দ্রের কলাসমূহের বিনাশেই যেরূপ চন্দ্রের নাশ বলা হয়, সেইরূপ দেহের বিনাশেই জীবের মরণ বলা হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—জন্মাদিভিরপি সংযোগাভাবং বক্তুং তেষাং দেহধর্ম্মত্বমাহ,—জন্মাদয় ইতি। কথং তর্হি জাতোঽহং, বালোঽহং বৃদ্ধোঽহমিত্যাত্মনি জন্মাদিপ্রতীতিঃ দেহজন্মাদিনৈবেতি সদৃষ্টান্তমাহ,—ইন্দোঃ কলানামেব জন্মাদয়ো নৈবেন্দোরসংখ্যকলাত্মকস্য যথা তদ্বৎ। যথা চাস্যেন্দোঃ কুহূঃ কলাক্ষয় এব মৃতিরুচ্যতে। 'সা নষ্টেন্দুকলাকুহূ' রিত্যমরঃ। তদ্বদস্যাত্মনো দেহনাশাদেব মৃতিব্যবহারঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জন্মাদিদ্বারাও পরমাত্মার সংযোগ অভাব বলিবার জন্য তাহাদের দেহ ধর্ম্মতা বলিতেছেন—তাহা হইলে কিরূপে 'আমি জাত হইলাম', 'আমি বালক' 'আমি বৃদ্ধ' ইত্যাদি আত্মাতে জন্মাদি প্রতীতি? ইহার উত্তরে—দেহ-জন্মাদিদ্বারাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—যেমন চন্দ্রের কলাসমূহেরই জন্মাদি প্রসিদ্ধি, চন্দ্রের নহে, অসংখ্য কলাত্মক পরমাত্মার সেইরূপ জানিতে হইবে যেমন এই কলাক্ষয়কেই অমাবস্যা বা মৃত্যু বলে। অমরকোষ অভিধানে চন্দ্রের কলাসমূহ নষ্ট হইলে তাহাকে অমাবস্যা বলে। সেইরূপ এই আত্মার দেহ নাশকেই মৃত্যু বলিয়া ব্যবহার করা হয় ॥ ৪৭ ॥

জন্মাদয়স্তু দেহস্য বিক্রিয়া নাত্মনঃ ক্বচিৎ।
কলানামিব নৈবেন্দোর্ম্মৃতির্হ্যস্য কুহূরিব ॥ ৪৭ ॥

যথা শয়ান আত্মানং বিষয়ান্ ফলমেব চ।
অনুভুঙ্‌ক্তেঽপ্যসত্যর্থে তথাপ্নোত্যবুধো ভবম্ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—যথা শয়ানঃ (নিদ্রিতঃ জনঃ) অসতি (অস্থিরে) অপি অর্থে (স্বাপ্নে বস্তুনি) আত্মানং (ভোক্তারং) বিষয়ান্ (ভোগ্যবিষয়ান্) ফলম্ এব (ভোগজন্যং সুখদুঃখাদিকমপি) অনুভুঙ্‌ক্তে (অনুভবতি) তথা অবুধঃ (আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞঃ জনঃ) ভবং (সংসারম্) আপ্নোতি (প্রাপ্তো ভবতি) ॥ ৪৮॥

অনুবাদ—স্বপ্নপদার্থ অস্থির হইলেও নিদ্রিত জন যেরূপ তন্মধ্যে উহাদিগকে ভোগ্য বিষয়, নিজেকে ভোক্তা এবং ভোগজন্য সুখ-দুঃখাদি ফল অনুভব করে, সেইরূপ আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিও সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবম্ "অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেরাত্মনো বস্তুতো দেহলেপাভাবেঽপ্যতর্ক্যশক্ত্যা অবিদ্যয়ৈব দেহসম্বন্ধমননাৎ সংসার ইতি সদৃষ্টান্তমাহ.—যথেতি। অসত্যর্থে কস্মিংশ্চিদপি বস্তুনি বর্ত্তমানেঽপি শয়ানঃ আত্মানং চতুরঙ্গসেনাযুক্তং বিষয়ান্ জেতব্যদেশান্ ফলং তজ্জয়ান্ স্রক্‌চন্দনবনিতাদিভোগসুখং কদাচিদজয়াৎ সবন্ধনতাড়নতিরস্কারাদিকং চ অনুভুঙ্‌ক্তে অনুভবতি। তথৈব অবুধঃ অবিবেকী ভবং অসত্যপি দেহসম্বন্ধোত্থং সুখদুঃখাত্মকং সংসারম্। যথাচোক্তং—"অর্থেহ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে। ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথে"তি ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ শ্রুতিতে 'এই পুরুষ অসঙ্গই' এই বাক্যদ্বারা আত্মার বস্তুত দেহ লেপের অভাব হইলেও অচিন্ত্যশক্তি অবিদ্যাদ্বারাই দেহসম্বন্ধ মনে করায় জীবের সংসার, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলা হইতেছে—কোন বস্তু না থাকিলেও নিদ্রিত ব্যক্তি নিজেকে চতুরঙ্গ সেনাযুক্ত রাজ্য জয় করিবার ফল মালা চন্দন বনিতা আদি সুখ ভোগ, কখনও পরাজয় হেতু বন্ধন তাড়ন তিরস্কার আদিও অনুভব করে, সেইরূপ অজ্ঞব্যক্তি সংসার না থাকিলেও দেহসম্বন্ধ জাত সুখ-দুঃখাত্মক সংসার ভোগ করে, যেমন বলা হইয়াছে—বস্তু না থাকিলেও সংসার যায় না, যেমন স্বপ্নে বিষয় সমূহের ধ্যানকারীর অর্থসমূহ আসিয়া পড়ে ॥ ৪৮ ॥

তস্মাদজ্ঞানজং শোকমাত্মশোষবিমোহনম্।
তত্ত্বজ্ঞানেন নির্হৃত্য স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শুচিস্মিতে, (শুদ্ধহাস্যশীলে,) তস্মাৎ (হেতোঃ) আত্মশোষবিমোহনং (আত্মানং শোষয়তি বিমোহয়তি চেতি তথা তম্ (অজ্ঞানজং (অজ্ঞানজাতম্) শোকং তত্ত্বজ্ঞানেন নির্হৃত্য (অপাকৃত্য) স্বস্থা (শান্তচিত্তা) ভব ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে শুদ্ধহাস্যশীলে, অতএব তুমি নিজের শোষক এবং মোহজনক অজ্ঞানজাত শোক তত্ত্বজ্ঞানযোগে পরিহারপূর্ব্বক স্বস্থা হও ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং তস্মাৎ স্বস্থা স্বভাবস্থা ভব। হে শুচিস্মিতে, মুখস্য স্বাভাবিকীং প্রফুল্লতাং প্রকাশয় ন ত্বং প্রাকৃতী সাংসারিকী বধূরিতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সংসার যেহেতু এইরূপ, সেইহেতু তুমি সুস্থ হও—স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হও। হে শুচিস্মিতে ! মুখের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা প্রকাশ কর, তুমি প্রাকৃত সংসারী ব্যক্তির বধূ নহ ॥৪৯॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং ভগবতা তন্বী রামেণ প্রতিবোধিতা।
বৈমনস্যং পরিত্যজ্য মনো বুদ্ধ্যা সমাদধে ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভগবতা রামেণ এবং প্রতিবোধিতা তন্বী (সুন্দরী রুক্মিণী) বৈমনস্যং (দুঃখং) পরিত্যজ্য বুদ্ধ্যা (যথার্থজ্ঞানেন) মনঃ সমাদধে (সমাহিতং অকরোৎ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ বলদেবের এবম্বিধ প্রবোধবচনে রুক্মিণী দুঃখপরিত্যাগ পূর্ব্বক যথার্থ জ্ঞানাবলম্বনে চিত্ত স্থির করিলেন ॥৫০

বিশ্বনাথ—লোকা মাং কিং বদিষ্যন্তীতি বৈমনস্যং চিন্তাং সমাদধে সমাহিতমকরোৎ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লোকসকল আমাকে কি বলিবে—রুক্মিণী এই ভাবিয়া বিমনাভাব সমাধান চিন্তা করিলেন ॥ ৫০ ॥

প্রাণাবশেষ উৎসৃষ্টো দ্বিড়্ভির্হতবলপ্রভঃ।
স্মরন্ বিরূপকরণং বিতথাত্মমনোরথঃ ॥ ৫১ ॥
(চক্রে ভোজকটং নাম নিবাসায় মহৎপুরম্)

অন্বয়ঃ—হতবলপ্রভঃ (হতং বলং প্রভা তেজসশ্চ যস্য সঃ) প্রাণাবশেষঃ (প্রাণমাত্রবিশিষ্টঃ) দ্বিড্ভিঃ (শত্রুভিঃ) উৎসৃষ্টঃ (পরিত্যক্তঃ) বিতথাত্ম-মনোরথঃ (বিতথঃ ব্যার্থঃ আত্মনঃ স্বস্য মনোরথঃ যস্য সঃ রুক্মী) বিরূপকরণং (স্বস্য বৈরূপ্যরূপ্যং কার্য্যং) স্মরন্ নিবাসায় ("অহত্বা সমরে কৃষ্ণং অপ্রত্যুহ্য চ রুক্মিণীং কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামী"তি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাবশাৎ কুণ্ডিনং অপ্রবিশ্য প্রবাসং কর্ত্তুং) ভোজকটং নাম মহৎপুরং চক্রে (নির্ম্মমে) ॥৫১॥

অনুবাদ—হতবল, নিস্তেজ, শত্রুপরিত্যক্ত রুক্মী প্রাণমাত্র ধারণ সহকারে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া নিজের বৈরূপ্যভাব স্মরণপূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে প্রবাসের জন্য 'ভোজকট' নামক এক বৃহৎ নগর নির্ম্মাণ করিল ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিড্ভিরিত্যনেন কৃষ্ণপার্শ্বাত্ততঃ পদ্ভ্যাঞ্চলন্ যদুসৈন্যৈরপি তিরস্কারভৎর্সনতাড়নাদিভিঃ স বিড়ম্বিত ইতি বধ্যতে ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শত্রুগণ কর্ত্তৃক ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে পায়ে হাঁটিয়া যদুসৈন্যগণ কর্ত্তৃকও তিরস্কার ভৎর্সনা তাড়নাদি দ্বারা সেই রুক্মি বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হইয়া চলিয়া গেল—ইহাই বুঝাইতেছে ॥ ৫১ ॥

অহত্বা দুর্ম্মতিং কৃষ্ণমপ্রত্যুহ্য যবীয়সীম্ ।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামীত্যুক্ত্বা তত্রাবসদ্রুষা ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্ম্মতিং কৃষ্ণং অহত্বা (অবিনাশ্য) যবীয়সীং (অনুজাঞ্চ) অপ্রত্যুহ্য (অগৃহীত্বা) কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি ইতি উক্ত্বা রুষা (ক্রোধেন) তত্র (পুরে) অবসৎ (উবাস) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—'দুর্ম্মতি কৃষ্ণের নিধন এবং কনিষ্ঠা ভগিনীর উদ্ধার না করিয়া কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করিব না'---এই বলিয়া রুক্মী ভোজকট নগরেই ক্রুদ্ধচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

ভগবান্ ভীষ্মকসুতামেবং নির্জ্জিত্য ভূমিপান্ ।
পুরমানীয় বিধিবদুপযেমে কুরূদ্বহ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ, ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং ভূমিপান্ (রাজ্ঞঃ) নির্জ্জিত্য (পরাজিত্য) ভীষ্মকসুতাং (রুক্মিণীং) পুরং (নিজপুরীম্) আনীয় বিধিবৎ (যথাবিধি) উপযেমে পরিণীতবান্) ॥৫৩

অনুবাদ—হে কুরুবংশপালক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে রাজগণের পরাজয়পূর্ব্বক রুক্মিণীকে নিজ-পুরে আনয়ন করিয়া যথাবিধি বিবাহ করিলেন ॥৫৩

বিশ্বনাথ—দুঃখং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভোজো রুক্মী তস্য কটঃ শপথো যত্র তৎ । 'কটঃ কিলিঞ্জে শপথে গজদন্তে কটাবপী'তি নানার্থাৎ । তত্র স্ববিরূপী-করণ প্রদেশে ॥ ৫২-৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ---ভোজকট—দুঃখ ভোগ করি-বার জন্য রুক্মী যেখানে শপথ করিয়াছিল সেইস্থলে। অমরকোষে নানার্থবর্গে কট শব্দের অর্থ 'কলিঙ্গ, শপথ, গজদন্ত, কট ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়'। তন্মধ্যে নিজ বিরূপী করণ প্রদেশে। ৫২-৫৩ ॥

তদা মহোৎসবো নৃণাং যদুপুর্য্যাং গৃহে গৃহে ।
অভূদনন্যভাবানাং কৃষ্ণে যদুপতৌ নৃপ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তদা (পরিণয়কালে) যদুপুর্য্যাং যদুপতৌ কৃষ্ণে অনন্যভাবানাং (আসক্ত-চেতসাম্) নৃণাং গৃহে গৃহে (প্রতিগৃহম্ (মহোৎসবঃ অভূৎ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ উক্ত পরিণয়কালে যদুপুরীতে কৃষ্ণাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের প্রতিগৃহে মহোৎসব হইয়া-ছিল ॥

নরা নার্য্যশ্চ মুদিতাঃ প্রমৃষ্টমনিকুণ্ডলাঃ ।
পারিবর্হমুপাজহ্রুর্বরয়োশ্চিত্রবাসসোঃ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ (প্রমৃষ্টানি সুপরি-স্কৃতানি মণিময়কুণ্ডলানি যেষাং তে) নরাঃ নার্য্যঃ (তাদৃশমণিকুণ্ডলবত্যঃ স্ত্রিয়ঃ) চ মুদিতাঃ (হৃষ্টাঃ সন্তঃ সত্যশ্চ) চিত্রবাসসোঃ (বিচিত্রবসনধারিণোঃ) বরয়োঃ (বর-বধ্বোঃ) পারিবর্হং (দেয়মুপস্করম্) উপাজহ্রুঃ (দদুঃ) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—সুবিমল মণিকুণ্ডলধারী নর-নারীগণ হৃষ্টচিত্তে বিচিত্র বসনভূষিত বর-বধূর জন্য বিবিধ উপহার প্রদান করিয়াছিল ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—অনন্যা একান্তভাবস্তদ্বতাম্ বরয়োবধ্বোঃ ॥ ৫৪-৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণে একান্তভাবযুক্ত যদুপুরবাসী প্রজাগণের গৃহে গৃহে বর ও বধূর মহা উৎসব হইতে লাগিল ॥ ৫৪-৫৫ ॥

সা বৃষ্ণিপুর্য্যুত্তভিতেন্দ্রকেতুভি-
র্বিচিত্রমাল্যাম্বররত্নতোরণৈঃ ।
বভৌ প্রতিদ্বার্য্যুপকॢপ্তমঙ্গলৈ-
রাপূর্ণকুম্ভাগুরুধূপদীপকৈঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) সা বৃষ্ণিপুরী (দ্বারকানগরী) উত্তভিতেন্দ্রকেতুভিঃ (উত্তভিতৈঃ সমারোপিতৈঃ ইন্দ্রকেতুভিঃ ধ্বজবিশেষৈঃ) বিচিত্রমাল্যাম্বররত্নতোরণৈঃ (বিচিত্রৈঃ মাল্যৈঃ অম্বরৈঃ বস্ত্রৈঃ রত্নময়তোরণৈঃ চ) প্রতিদ্বারি (প্রতিদ্বারম্) আপূর্ণকুম্ভাগুরুধূপদীপকৈঃ (আ সম্যক্ পূর্ণৈ কুম্ভৈঃ অগুরুযুক্তৈঃ ধূপৈঃ দীপৈশ্চ এতদাত্মকৈঃ ইত্যর্থঃ) উপকॢপ্তমঙ্গলৈঃ (বিরচিতমাঙ্গলিকদ্রব্যৈঃ) বভৌ (ভাতি স্ম) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—তৎকালে সেই দ্বারকানগরী উদ্যত ইন্দ্রধ্বজসমূহ, বিচিত্র মাল্য, বস্ত্র ও রত্নময় তোরণ মালায় বিভূষিত হইয়াছিল, প্রতিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ, অগুরুযুক্তসুগন্ধিধূপ ও দীপাদি মাঙ্গলিকদ্রব্যসমূহ শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ — উত্তম্ভিতৈরত্যুচ্চৈস্তম্ভৈরিবোন্নমিতৈরিন্দ্রকেতুভিরিন্দ্রিপুরস্পর্শিপতাকাযুক্তৈঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতি উচ্চস্তম্ভসমূহের ন্যায় অতি উচ্চ ইন্দ্রপুরস্পর্শি পতাকাযুক্ত দ্বারকা নগরের তোরণসমূহ শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল ॥ ৫৬ ॥

সিক্তমার্গা মদচ্যুদ্ভিরাহূতপ্রেষ্ঠভূভুজাম্ ।
গজৈর্দ্বাঃসু পরামৃষ্টরম্ভাপূগোপশোভিতা ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—(সা পুরী) আহূতপ্রেষ্ঠভূভুজাং (নিমন্ত্রিতপ্রিয়নৃপতীনাম্) মদচ্যুদ্ভিঃ (মদস্রাবিভিঃ) গজৈঃ (হস্তিভিঃ) সিক্তমার্গা (সিক্তাঃ মার্গাঃ যস্যাঃ সা তাদৃশী তথা) দ্বাঃসু (দ্বারেষু) পরামৃষ্টরম্ভাপূগোপশোভিতা (পরামৃষ্টাঃ উচ্ছ্রিতাঃ রম্ভাশ্চ পূগাঃ গুবাকাশ্চ তৈঃ উপশোভিতা সতী বভৌ ইতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—নগরীর পথসমূহ নিমন্ত্রিত ভূপতিগণের গজমদধারায় সিক্ত এবং দ্বারসমূহ গুবাক ও কদলীবৃক্ষসমূহে শোভিত হইয়াছিল ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—মদচ্যুদ্ভিরাহূত প্রেষ্ঠভূভুজাং গজৈর্দ্বাঃসু পরামৃষ্টরম্ভাপূগোপশোভিতা ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আনন্দিত প্রিয়তম রাজাগণের মদক্ষরিত হস্তীসমূহ দ্বারা এবং মার্জ্জিত দ্বারসমূহ কদলীবৃক্ষ ও সুপারী বৃক্ষসমূহের দ্বারা শোভিত হইয়াছিল ॥ ৫৭ ॥

কুরুসৃঞ্জয়কৈকেয় বিদর্ভযদুকুন্তয়ঃ ।
মিথো মুমুদিরে তস্মিন্ সম্ভ্রমাৎ পরিধাবতাম্ ॥৫৮

অন্বয়ঃ—সম্ভ্রমাৎ (ঔৎসুক্যাৎ) পরিধাবতাং (ধাবমানানাং বন্ধূনাং মধ্যে) কুরু-সৃঞ্জয়-কৈকেয়-বিদর্ভ-যদু-কুন্তয়ঃ (কুরু প্রভৃতি বংশীয়াঃ রাজানঃ) তস্মিন্ (পুরে) মিথঃ (পরস্পরং সমেত্য) মুমুদিরে (হৃষ্টাঃ বভূবুঃ) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—সসম্ভ্রমে ধাবমান বন্ধুগণ মধ্যে কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকেয়, বিদর্ভ, যদু, কুন্তি প্রভৃতি বংশের রাজগণ উক্ত পুরীতে পরস্পর মিলননিবন্ধন আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

রুক্মিণ্যা হরণং শ্রুত্বা গীয়মানং ততস্ততঃ ।
রাজানো রাজকন্যাশ্চ বভূবুর্ভৃশবিস্মিতাঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ ততঃ (তত্র তত্র সর্ব্বত্র ইত্যর্থঃ) গীয়মানং (লোকৈঃ কীর্ত্ত্যমানং) রুক্মিণ্যাঃ হরণং (হরণবৃত্তান্তম্) শ্রুত্বা রাজানঃ রাজকন্যাচ ভৃশবিস্মিতাঃ (অতিবিস্ময়যুক্তাঃ) বভূবুঃ (জাতাঃ) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—তৎকালে রুক্মিণীর হরণ-বৃত্তান্ত লোকমুখে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতেছিল এবং তচ্ছ্রবণে রাজগণ ও রাজকন্যাগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

দ্বারকায়ামভূদ্রাজন্ মহামোদঃ পুরৌকসাম্ ।
রুক্মিণ্যা রময়োপেতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং শ্রিয়ঃ পতিম্ ॥৬০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রুক্মিণ্যুদ্বাহে চতুষ্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

(হে) রাজন্, দ্বারকায়াং রময়া (সাক্ষাল্লক্ষ্মীরূপিণ্যা) রুক্মিণ্যা উপেতং (মিলিতং) শ্রিয়ঃ পতিং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা পুরৌকসাং (পুরজনানাম্) মহামোদঃ (মহান্ আনন্দঃ) অভূৎ (জাতঃ) ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুষ্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—হে রাজন্, দ্বারকায় সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনদর্শনে পুরজনের অতিশয় আনন্দ জন্মিয়াছিল ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুষ্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—পরিধাবতাং বন্ধূনাং মধ্যে মিথঃ সমেত্য ॥ ৫৮-৬০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
চতুষ্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুষ্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধাবমান বন্ধুগণের মধ্যে পরস্পর মিলিত হইয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৫৮-৬০ ॥

ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী দশমস্কন্ধের চতুষ্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী সমাপ্ত হইলেন ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুষ্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুষ্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—
কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্ রুদ্রমন্যুনা ।
দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রত্যপদ্যত ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রদ্যুম্নের জন্ম, শম্বরাসুর কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নের অপহরণ এবং শম্বরকে বধ করিয়া পত্নীর সহিত প্রদ্যুম্নের প্রত্যাগমন বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীবাসুদেবের অংশস্বরূপ কামদেব হরকোপানলে দগ্ধ হইয়া পুনরায় রুক্মিণীর গর্ভে 'প্রদ্যুম্ন' নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । শম্বর নামক অসুর ইহাকে নিজের শত্রু জানিয়া দশদিন গত হইবার পুর্ব্বেই তাঁহাকে সূতিকাগার হইতে অপহরণপূর্ব্বক সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিল । কোন এক মহাবল মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিবার পর ধীবরগণ-কর্ত্তৃক উহা জালে আবদ্ধ হয় । ধীবরগণ ঐ বৃহৎ মৎস্যটীকে শম্বরকে উপহার প্রদান করিলে তদীয় পাচকগণ উহাকে পাকার্থ ছেদনকালে তাহার উদরে বালককে দেখিতে পাইয়া মায়াবতীকে অর্পণ করিল । তিনি ঐ বালকদর্শনে শঙ্কিতচিত্তা হইলে দেবর্ষি নারদ বালকের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । ঐ মায়াবতী কামদেবের পত্নী রতিদেবী । তিনি দগ্ধদেহ পতির পুনর্বার শরীর ধারণ-প্রতীক্ষায় শম্বরের গৃহে পাচিকারূপে নিযুক্তা হইয়াছিলেন । বালকের পরিচয় অবগত হইয়া তিনি বালককে স্নেহ করিতে লাগিলেন । অনতিবিলম্বে কামদেব যৌবনদশায় উপনীত হইলে নারীগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিমোহিতা হইতে লাগিল ।

একদিবস রতিদেবী ভ্রূভঙ্গযুক্ত সুরতভাবে কামদেবের নিকট গমন করিলে প্রদ্যুম্ন তাঁহাকে মাতৃভাবে সম্বোধনপূর্ব্বক তাঁহার মাতৃভাব উল্লঘন করিয়া কামিনীর ন্যায় আচরণের কথা উল্লেখ করেন। রতি প্রদ্যুম্নের পূর্ব্ব পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক শম্বরকে বিনাশ করিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে 'মহামায়া' নাম্নী বিদ্যা প্রদান করিলেন। কামদেব শম্বরের নিকট গমনপূর্ব্বক দুর্বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তাহার ক্রোধোৎপাদনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে শম্বরাসুর ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া গদাহস্তে বহির্গত হইয়াছিল। শম্বর কামদেবের প্রতি বিবিধ মায়া প্রয়োগ করিতে থাকিলে তিনি মহামায়া-বিদ্যা দ্বারা তৎসমস্তই বিনাশ করিয়া অসি দ্বারা তাহার মস্তক ভূপাতিত করিলেন। তখন আকাশচারিণী রতিদেবী প্রদ্যুম্নকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন। কামদেব পত্নীর সহিত শত কামিনী-পরিবৃত কৃষ্ণান্তঃপুরে প্রবেশ করিলে তাঁহার বেশভূষাদি দর্শনে কামিনীগণ তাঁহাকে কৃষ্ণ মনে করিয়া লজ্জায় ইতস্ততঃ লুক্কায়িত হইলেন। পরে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখিয়া কৃষ্ণভিন্ন বুঝিয়া তাঁহার নিকট সমাগতা হইলেন।

প্রদ্যুম্নের দর্শনে পুত্রস্নেহবশতঃ রুক্মিণীদেবীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল। প্রদ্যুম্নকে কৃষ্ণতুল্য দেখিয়া তিনি প্রদ্যুম্নের পরিচয় জানিবার ইচ্ছুক হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, তাঁহার এক পুত্র সূতিকাগৃহ হইতে অপহৃত হইয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে কামদেবের ন্যায় বয়স ও রূপযুক্ত হইতেন। রুক্মিণী এইরূপ আলোচনা করিতে থাকিলে দেবকী ও বসুদেবসহ ভগবান্ বাসুদেব তথায় আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জ্ঞাত হইয়াও মৌনভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া শম্বরকর্ত্তৃক বালকের অপহরণ হইতে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহারা এই বিচিত্র বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক পরমানন্দে প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রদ্যুম্নের রূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ ছিল, তজ্জন্য তাঁহার অন্যান্য মাতৃগণ তাঁহাকে পতিভাবে মনে মনে ভজনা করিতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতিবিম্ব মাত্র, সুতরাং তাঁহাকে তাদৃশ দর্শনে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—বাসুদেবাংশ (বাসুদেবাধিষ্ঠিতচিত্তপ্রভবত্বাৎ বাসুদেবাংশঃ সৃষ্টিহেতুত্বাচ্চ) কামঃ (কামদেবঃ) তু প্রাক্ (পূর্ব্বকালে) রুদ্রমন্যুনা (শঙ্করস্য ক্রোধানলেন) দগ্ধঃ (সন্) দেহোপপত্তয়ে (শরীরগ্রহণার্থং) ভূয়ঃ (পুনরপি) তং (বাসুদেবম্) এব প্রত্যপদ্যত (প্রাপ্তঃ অভূৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—বাসুদেবের অংশরূপী কামদেব পুরাকালে মহাদেবের কোপানলে দগ্ধ হইয়া শরীরধারণের জন্য পুনরায় সেই বাসুদেবকেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পঞ্চপঞ্চাশত্তমে তু প্রদ্যুম্নো রুক্মিণীসুতঃ।
শম্বরেণ হৃতস্তং স হত্বাগাৎ সপ্রিয়ঃ পিতৄন্ ॥০॥

জাম্ববত্যাদিবিবাহেভ্যঃ প্রাগেব প্রদ্যুম্নজন্ম ততো বিবাহাঃ, ততঃ শম্বরাগারাৎ প্রদ্যুম্ন-প্রত্যাগমনমিতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। অত্র তু প্রদ্যুম্নস্য জন্মনি কথিতে তচ্চরিতমপি সর্ব্বং কথনীয়মিতি কথিতম্। তত্র স্বয়ং ভগবতো নিত্যলীলাপরিকরাণাং প্রপঞ্চে প্রাকট্যং খলু ভগবদিচ্ছয়া স্বস্মিন্ প্রবিষ্টানাং স্বস্ববিভূতীনামেব প্রথামাশ্রিত্য দৃশ্যতে ন তু সাক্ষাৎ স্বস্বপ্রথয়া বহির্ম্মুখানাং নানাবাদানামুত্থাতাভাবার্থং ভক্তিযোগসিদ্ধান্তস্য রহস্যত্বরক্ষণার্থঞ্চ। "পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়"মিতি ভগবদুক্তেঃ। যথা দ্রোণ এব নন্দোহভূৎ, ধরৈব যশোদা। বসুদেব উদ্ধবঃ। ইন্দ্র এবার্জ্জুনঃ, যম এব বিদুরঃ। গুহ এব শাম্ব ইত্যেবং কিং বহুনা স্বয়ং ভগবতোহপি স্বপ্রবিষ্টস্বাংশপ্রথয়ৈব জন্ম যথা বৈকুণ্ঠনাথ এবাগত্য বসুদেবগৃহে জাতঃ কৃচিদ্বামন এব কৃচিদৃষির্নারায়ণ এব ক্ষীরোদনাথ এবেত্যেবং তস্য তৃতীয়ো ব্যূহো যঃ প্রদ্যুম্নস্তস্যাপি স্বপ্রবিষ্টপ্রাকৃতকন্দর্পাখ্যস্ববিভূতিপ্রথয়ৈবাবির্ভাবমাহ,—কামস্ত্বিতি। বাসুদেবাংশঃ 'প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ' ইতি গীতোক্তের্বাসুদেব বিভূতিরিত্যর্থঃ। দেহস্য উপপত্তিঃ। স্বাশ্রয় শ্রীপ্রদ্যুম্নদেহপ্রবিষ্টত্বেনৈব যা প্রাপ্তিস্তস্যৈ তমেব বিচিত্রলীলানিধেস্তস্যৈবেচ্ছয়া তং প্রত্যপদ্যত নতু স্বশক্ত্যৈব তং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুর কর্ত্তৃক হৃত হইয়া, তিনি

তাহাকে মারিয়া নিজপ্রিয়ার সহিত পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ০ ॥

জাম্ববতীআদি বিবাহের পূর্ব্বেই প্রদ্যুম্ন জন্ম, তৎপরে বিবাহ সমূহ, তৎপরে শম্বরাসুরের গৃহ হইতে প্রদ্যুম্নের প্রত্যাগমন এইক্রম জানিতে হইবে। এখানে প্রদ্যুম্নের জন্ম বলিতে গিয়া তাহার চরিত্র সকলও বলা উচিত এইজন্য বলিতেছেন। স্বয়ং ভগবানের নিত্যলীলাপরিকরগণের এই জগতে তাঁহাদের প্রাকট্য ভগবৎ ইচ্ছায়, নিজমধ্যে প্রবিষ্ট পরিকরগণের নিজ নিজ বিভূতিগণেরও প্রথা আশ্রয় করিয়া দেখা যাইতেছে, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে নিজ নিজ প্রথায় বহির্ম্মুখগণের নানা বাদবিসম্বাদ সমূহের যাহাতে উত্থান না হইতে পারে এবং ভক্তিযোগ সিদ্ধান্তের গোপনীয়ত্ব রক্ষার জন্য। একাদশে শ্রীভগবানের উক্তি আছে—বেদ পরোক্ষবাদ পরায়ণ, পরোক্ষও আমার প্রিয়। যেমন বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণই নন্দ হইয়াছেন, ধরাই যশোদা। বসুদেব উদ্ধব, ইন্দ্রই অর্জ্জুন, যমরাজই বিদুর, কাত্তিকই সাম্ব এই প্রকার, অধিক আর কি বলিব স্বয়ং ভগবানেরও নিজপ্রবিষ্ট স্বাংশ প্রথাই জন্ম। যেমন বৈকুণ্ঠনাথই আসিয়া বসুদেব গৃহে জন্ম লইলেন, কোথাও আবার বামনদেবই, কোথাও নারায়ণ ঋষিই, কোথাও ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই এইপ্রকার, তাঁহার তৃতীয়ব্যূহ যে প্রদ্যুম্ন তাহাতেও নিজ প্রবিষ্ট প্রাকৃত কামদেব নামে নিজ বিভূতি প্রথায়ই আবির্ভাব বলিতেছেন—বাসুদেবের অংশ গীতায় যে বলিয়াছেন—আমি প্রজন কন্দর্প হই অর্থাৎ বাসুদেবের বিভূতি। দেহের উৎপত্তি নিজ আশ্রয় শ্রীপ্রদ্যুম্নদেহে প্রবিষ্টরূপেই বা প্রাপ্তি, সেই বিচিত্রলীলানিধি তাঁহার ইচ্ছায় তাহার মধ্যে প্রবেশ, কিন্তু নিজশক্তিদ্বারা তাহাকে পাইয়াছেন ইহা নহে ॥ ১ ॥

স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্য্যসমুদ্ভবঃ ।
প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বতোঽনবমঃ পিতুঃ ॥২॥

অন্বয়ঃ—সঃ (কামঃ) এব কৃষ্ণবীর্য্যসমুদ্ভবঃ (কৃষ্ণস্য বীর্য্যাৎ সমুদ্ভবঃ যস্য তাদৃশঃ) বৈদর্ভ্যাং (রুক্মিণীগর্ভে) জাতঃ (উৎপন্নঃ সন্) প্রদ্যুম্নঃ (ইতি নাম্না) বিখ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে) পিতুঃ (জনকাৎ কৃষ্ণাৎ) অনবমঃ (অন্যূনশ্চ অভূৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তিনিই রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রদ্যুম্ননামে বিখ্যাত এবং সর্ব্বতোভাবে পিতৃতুল্য গুণযুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—স এব কাম এব প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ লোকে প্রথামেব প্রাপ্তঃ। বস্তুতস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ প্রদ্যুম্ন এব তৃতীয়ো ব্যূহঃ নতু কামো নাম কেবলজীববিশেষ এব। যদুক্তং শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতৌ,—'যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভু'রিতি প্রথমে চ নারদোপাস্যমন্ত্রো যথা,—'নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চে'তি। অত্রাপি শ্লোকে পিতুঃ কৃষ্ণাৎ সর্ব্বতঃ সর্ব্বপ্রকারেণৈব অনবমঃ অন্যূনঃ। নহীন্দ্রভৃত্যঃ প্রাকৃতঃ কাম এবং ব্যাখ্যাতুমুচিতস্তস্মাত্তস্মিন্ প্রদ্যুম্নে তদিচ্ছয়া স প্রবিশ্য স্থিতো ভগবতি জগদিবেত্যেবং শ্রীনন্দাদিষ্বপি শ্রীদ্রোণাদীনাং স্থিতির্ব্যাখ্যেয়া ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই কামদেবই প্রদ্যুম্ন ইহলোকে বিখ্যাত। বস্তুত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ প্রদ্যুম্নই তৃতীয় ব্যূহ, কিন্তু কামদেব কেবল নহে, কামদেব কেবল জীব বিশেষই। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, মথুরাতে এই শ্রীকৃষ্ণ তিন শক্তির সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করেন। শ্রীবলদেব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও রুক্মিণীদেবীর সহিত। প্রথম স্কন্ধে নারদ ঋষির উপাস্য মন্ত্র—সেই ভগবান অকুণ্ঠশক্তি কৃষ্ণকে নমস্কার, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণকে নমস্কার। এই শ্লোকেও পিতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে সর্ব্ব প্রকারেই প্রদ্যুম্ন কম নয়—এস্থলে ইন্দ্রের ভৃত্য প্রাকৃত কামদেবই এইরূপ ব্যাখ্যা উচিত হইবে না, এই প্রদ্যুম্নে তাঁহার ইচ্ছায় ঐ কামদেব প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন যেমন শ্রীভগবানে জগৎ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে এবং শ্রীনন্দাদির মধ্যেও শ্রীদ্রোণ আদির স্থিতি এইরূপ ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

তং শম্বরঃ কামরূপী হৃত্বা তোকমনির্দ্দশম্ ।
স বিদিত্বাত্মনঃ শত্রুং প্রাস্যোদন্বত্যগাদ্‌গৃহম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—সঃ (প্রসিদ্ধঃ কামশত্রুঃ) কামরূপী (স্বেচ্ছানুরূপবিগ্রহধারী) শম্বরঃ (শম্বরাসুরঃ) তং (কামদেবম্) আত্মনঃ (স্বস্য) শত্রুং বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) অনির্দ্দশং (ন নির্গতানি দশদিনানি যস্য তং, বিষ্ণুপুরাণবচনাৎ ষষ্ঠদিবসে ইতি জ্ঞেয়ম্) তং তোকং (বালকং) হৃত্বা উদন্বতি (সমুদ্রে) প্রাস্য (নিক্ষিপ্য) গৃহং (নিজগৃহম্) অগাৎ (গতবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ইচ্ছানুরূপ শরীরধারী শম্বর নামক কোন এক অসুর কামদেবকে নিজের শত্রু জানিতে পারিয়া দশদিন গত হইবার পূর্ব্বেই সূতিকাগার হইতে তাহাকে হরণপূর্ব্বক সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া নিজগৃহে গমন করিয়াছিল ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—অনির্দ্দশমিতি বিষ্ণুপুরাণদৃষ্ট্যা ষষ্ঠেহহ্নীত্যর্থঃ। বিদিত্বেতি। তদ্বধেচ্ছোঃ শ্রীনারদাৎ ॥৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইস্থলে যে বলা হইয়াছে শম্বরাসুর প্রদ্যুম্নের বয়স দশদিন না হইতেই হরণ করিল, বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে ষষ্ঠদিনে প্রদ্যুম্নহরণ, প্রদ্যুম্ন শম্বরের বধের ইচ্ছাকারী নারদের মুখ হইতে শম্বরকে শত্রু জানিয়া ॥ ৩ ॥

তং নির্জ্জগার বলবান্ মীনঃ সোহপ্যপরৈঃ সহ।
বৃতো জালেন মহতা গৃহীতো মৎস্যজীবিভিঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—বলবান্ মীনঃ (কশ্চিৎ মৎস্যঃ) তং (বালকং) নির্জ্জগার (জগ্রাস ততঃ) স (মীনঃ অপি) অপরৈঃ (অন্যৈঃ মীনৈঃ) সহ মহতা জালেন বৃতঃ (বদ্ধঃ সন্) মৎস্যজীবিভিঃ (ধীবরৈঃ) গৃহীতঃ (অভূৎ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—কোনও এক মহাবল মৎস্য তখন তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল এবং ঐ মৎস্য অন্যান্য মৎস্যগণের সহিত ধীবরগণ কর্ত্তৃক বিশাল জাল দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—নির্জ্জগার গিলিতবানিতি বিচিত্রলীলাচিকীর্ষোর্ভগবত এবেচ্ছয়া নতু প্রদ্যুম্নাদপি মীনো বলবানিতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শম্বরাসুর প্রদ্যুম্নকে সমুদ্রে ফেলিলে কোন একটি মহামৎস্য তাহাকে গিলিয়া ফেলিল, ইহা বিচিত্রলীলা ভগবানের ইচ্ছায় কিন্তু ঐ মৎস্য প্রদ্যুম্ন হইতে বলবান নহে ॥ ৪ ॥

তং শম্বরায় কৈবর্ত্তা উপাজহ্রুরুপায়নম্।
সূদা মহানসং নীত্বাবদ্যন্ সুধিতিনাদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—কৈবর্ত্তাঃ (মৎস্যজীবিনঃ) তং (মীনং) শম্বরায় উপায়নম্ (উপহারম্) উপাজহ্রুঃ (দদুঃ) সূদাঃ (শম্বরস্য পাচকাঃ) মহানসং (পাকগৃহং) নীত্বা অদ্ভুতং (বিচিত্রং তং মীনম্) সুধিতিনা (শস্ত্রিকয়া) অবদ্যন্ (অবাদ্যন্ খণ্ডিতবন্তঃ) ॥৫॥

অনুবাদ—অনন্তর ধীবরগণ শম্বরকে ঐ মৎস্য উপহার প্রদান করিলে তদীয় পাচকগণ ঐ অদ্ভুত মৎস্যকে পাকগৃহে লইয়া অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়াছিল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অবদ্যন্ অবাদ্যন্ খণ্ডিতবন্তঃ ॥৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অবদ্যন্ অর্থাৎ অবাদ্যন্ ইহার অর্থ খণ্ডিত করিল ॥ ৫ ॥

দৃষ্ট্বা তদুদরে বালং মায়াবত্যৈ ন্যবেদয়ন্।
নারদোহকথয়ৎ সর্ব্বং তস্যাঃ শঙ্কিতচেতসঃ ॥
বালস্য তত্ত্বমুৎপত্তিং মৎস্যোদরনিবেশনম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(তে পাচকাঃ) তদুদরে (মৎস্যজঠরে) বালং (বালকং) দৃষ্ট্বা মায়াবত্যৈ (তত্র তন্নিজবিদ্যাপ্রকাশনে তন্নাম্না এব খ্যাতায়ৈ রত্যৈ) ন্যবেদয়ন্ (অর্পয়ামাসুঃ তস্যাঃ সূদাধিপত্বাৎ ইতি ভাবঃ ততঃ) নারদঃ শঙ্কিতচেতসঃ (শঙ্কিতচিত্তায়াঃ) তস্যাঃ (মায়াবত্যাঃ সমীপে) বালস্য তত্ত্বং (কামোহয়ং তব ভর্ত্তা ইতি) উৎপত্তিং (শ্রীকৃষ্ণাৎ রুক্মিণ্যাং উৎপন্ন ইতি) মৎস্যোদরনিবেশনং (যথা চ শম্বরেণ হৃতঃ সমুদ্রে নিক্ষিপ্তঃ মৎস্যোদরে চ প্রবিষ্টঃ ইতি) সর্ব্বং (বৃত্তম্) অকথয়ৎ (বর্ণিতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—পাচকগণ তৎকালে মৎস্যের উদরে ঐ বালককে দেখিতে পাইয়া তাহাকে মায়াবতীর নিকট অর্পণ করিল। তিনি ঐ বালকদর্শনে শঙ্কিতচিত্তা হইলে মহর্ষি নারদ তাঁহার নিকট বালকের

পরিচয়, উৎপত্তি, মৎস্যের উদরে প্রবেশের কারণ প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বং কামোঽয়ং তব ভর্ত্তেতি ॥৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ মৎস্যের উদর হইতে বালকটিকে দেখিয়া মায়াবতী শঙ্কিতা চিন্তা হইলে শ্রীনারদ ঐ বালকের উৎপত্তি আদি সকলবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন—এই কামদেব তোমার স্বামী ॥৬॥

সা চ কামস্য বৈ পত্নী রতির্নাম যশস্বিনী ।
পত্যুর্নির্দগ্ধদেহস্য দেহোৎপত্তিং প্রতীক্ষতী ॥ ৭ ॥
নিরূপিতা শম্বরেণ সা সূদৌদনসাধনে ।
কামদেবং শিশুং বুদ্ধা চক্রে স্নেহং তদার্ভকে ॥৮॥

অন্বয়ঃ—সা চ (মায়াবতী) কামস্য (কামদেবস্য) যশস্বিনী (পতিব্রতা) পত্নী রতিঃ নাম বৈ (ভবতি) নির্দগ্ধদেহস্য (দগ্ধশরীরস্য) পত্যুঃ দেহোৎপত্তিং (শরীরগ্রহণম্) প্রতীক্ষতী (প্রতীক্ষমাণা) সা (রতিঃ) শম্বরেণ সূদৌদনসাধনে (অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুতবিধৌ) নিরূপিতা (নিযুক্তা আসীৎ, তদানীং নারদবাক্যাৎ তম্) শিশুং কামদেবং বুদ্ধা (জ্ঞাত্বা) তদা অর্ভকে (শিশৌ) স্নেহং চক্রে (কৃতবতী) ॥ ৭-৮ ॥

অনুবাদ—এই মায়াবতী কামদেবের পতিব্রতা পত্নী রতিদেবী। তিনি দগ্ধদেহ পতির পুনর্বার শরীরধারণ প্রতীক্ষায় শম্বরকর্ত্তৃক পাচিকারূপে নিযুক্তা হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সম্প্রতি মহর্ষি নারদের বাক্যানুসারে এই শিশুকে কামদেব জানিয়া তিনি তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৭-৮ ॥

নাতিদীর্ঘেণ কালেন স কার্ষ্ণি রূঢ়যৌবনঃ ।
জনয়ামাস নারীণাং বীক্ষন্তীনাঞ্চ বিভ্রমম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—কার্ষ্ণিঃ (কৃষ্ণসুতঃ) স (কামদেবঃ) নাতিদীর্ঘেন (অনতিবিলম্বেন) কালেন রূঢ়যৌবনঃ (যৌবনদশাং প্রাপ্তঃ সন্) বীক্ষন্তীনাং (তং অবলোকন্তীনাম্) নারীণাং বিভ্রমং (সম্মোহং) জনয়ামাস (উৎপাদিতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণনন্দন কামদেব অনতিবিলম্বে যৌবনদশায় উপনীত হইলেন, তৎকালে তাঁহাকে দর্শন করিয়া নারীগণ বিমোহিতা হইতে লাগিল ॥৯

বিশ্বনাথ—দেহোৎপত্তিমিতি। মাৎস্যে কথা ভস্মীভূতে দেহে সতি রতিস্তদ্দেহপ্রাপ্ত্যর্থঃ শিবমারাধয়ামাস। শম্বরশ্চাগতো বরান্তরায় শিবস্তুষ্টঃ প্রথমং বরং বৃণ্বিতি শম্বরং প্রত্যাহ স্ম। স চ রতিং দৃষ্ট্বা কামার্ত্তস্তামেব বব্রে। ততঃ শিবো রুদতীং রতিং সাশ্বাসমাহ,—যাহ্যস্য সঙ্গে তত্রৈব তে বাঞ্ছিতসিদ্ধির্ভাবিনীতি ততো রতির্মায়য়ৈব শম্বরং মোহয়িত্বা স্পর্শরহিতৈব তদ্‌গৃহে মায়াবত্যভিধানা তস্থৌ ॥৭-৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—কামদেবের দেহের উৎপত্তি মৎস্য পুরাণে বর্ণিত আছে—মহাদেবের রোষাগ্নিতে কামদেবের দেহ ভস্মীভূত হইলে পর রতি সেই দেহ প্রাপ্তির জন্য শিবকে আরাধনা করিলেন, শম্বরাসুরও সেখানে আসিয়া অন্য বর লইবার জন্য শিবকে সন্তুষ্ট করিলেন, শিব তুষ্ট হইয়া শম্বরকে বলিলেন—তুমি বর প্রার্থনা কর। শম্বর রতিকে দেখিয়া কামার্ত্ত হইয়া তাহাকেই প্রার্থনা করিল, অতঃপর শিব ক্রন্দনরতা রতিকে আশ্বাসবাক্য বলিলেন—তুমি এই শম্বরাসুরের সঙ্গে যাও সেইখানেই তোমার বাঞ্ছিত সিদ্ধি হইবে। এরপর রতি মায়াদ্বারা শম্বরকে মোহিত করিয়া তাহাকে স্পর্শ না করিয়া তাহার গৃহে মায়াবতী নামে থাকিলেন ॥ ৭-৯ ॥

সা তং পতিং পদ্মদলায়তেক্ষণং
প্রলম্ববাহুং নরলোকসুন্দরম্ ।
সব্রীড়হাসোত্তভিতভ্রুবেক্ষতী
প্রীত্যোপতস্থে রতিরঙ্গ সৌরতৈঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (রাজন্) সা রতিঃ (মায়াবতী) পদ্মদলায়তেক্ষণং (পদ্মপলাশলোচনং) প্রলম্ববাহুং (আজানুলম্বিতভুজম্) নরলোকসুন্দরং (মর্ত্ত্যলোকমনোহরম্) তং পতিং (নিজস্বামিনং) সব্রীড়হাসোত্তভিতভ্রুবা (সব্রীড়হাসেন সলজ্জহাস্যেন উত্তভিতা নত্তিতা যা ভ্রূঃ তয়া উপলক্ষিতৈঃ) সৌরতৈঃ (সুরতসম্বন্ধিভিঃ) ভাবৈঃ ঈক্ষতী (অবলোকয়ন্তী) সতী) প্রীত্যা উপতস্থে (অভজৎ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, কোন একদিন রতিদেবী পদ্মপলাশলোচন, আজানুলম্বিতভুজ, ভুবনমনোহর পতিকে সলজ্জহাস্য সহকারে নন্তিত ভ্রূভঙ্গীযুক্ত সুরতভাবে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার সমীপে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—উত্তম্ভিতা নন্তিতা যা ভ্রূস্তয়া উপলক্ষিতৈঃ সৌরতৈর্ভাবৈঃ অত্রেদং তত্ত্বং—অদ্য বা শ্বো বা সর্ব্বং তত্ত্বমস্মৈ জ্ঞাপয়িত্বৈব সৌরতান্ প্রভাবান্ প্রকাশয়িষ্যামীতি বিচারিতবত্যা এব তস্যা দৈবাদ্রহসি বিজ্ঞাপনাৎ পূর্ব্বমেব কামবৈবশ্যাৎ তে ভাবাঃ স্বয়মেবাদ্ভুতা ইতি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন একদিন রতিদেবী ভ্রূভঙ্গী নন্তিত করিয়া সুরতভাব সমূহের দ্বারা প্রদ্যুম্নের নিকট গমন করিলেন। এস্থলে তত্ত্ব এই—আজ বা কাল সকল তত্ত্ব ইহাকে জানাইয়াই সুরত-প্রভাব সমূহ প্রকাশ করিব, এইরূপ বিচার করিয়াই তাহা দৈবাৎ নির্জ্জনে জানাইবার পূর্ব্বেই কামবিবশ হেতু ঐ ভাবসকল স্বয়ংই উদ্ভূত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

তামাহ ভগবান্ কার্ষ্ণির্মাতস্তে মতিরন্যথা।
মাতৃভাবমতিক্রম্য বর্ত্তসে কামিনী যথা ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ কার্ষ্ণিঃ (কৃষ্ণসুতঃ কামদেবঃ) তাং (রতিম্) আহ (উবাচ হে) মাতঃ, তে (তব) মতিঃ (বুদ্ধিঃ) অন্যথা (অন্যপ্রকারা লক্ষ্যতে যতঃ ইদানীং) মাতৃভাবং (মাতৃব্যবহারং) অতিক্রম্য (উল্লঙ্ঘ্য) কামিনী যথা (কামিনী ইব) বর্ত্তসে (আচরসি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ কামদেব তৎকালে তাঁহাকে বলিলেন,—হে মাতঃ, সম্প্রতি তোমার মতি অন্য-প্রকার লক্ষিত হইতেছে। যেহেতু, তুমি মাতৃভাব উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কামিনীর ন্যায় আচরণে প্রবৃত্তা হইয়াছ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবানিতি। সার্ব্বজ্ঞাদিগুণযুক্তোঽপি লীলানিধেঃ কৃষ্ণস্যৈবেচ্ছয়া সার্ব্বজ্ঞাদ্যাবরণাৎ তথোবাচেত্যর্থঃ। বাস্তবার্থস্তু অতো ভাবাত্তেঽন্যথা-মতির্মাভবত্বিতি শেষঃ। যতস্ত্বং মাতৃভাবমতিক্রম্যৈব বর্ত্তসে যথা যথাবৎ কামিনী মৎকান্তেবেতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ প্রদ্যুম্ন সর্ব্বজ্ঞাদি-গুণযুক্ত হইয়াও লীলানিধি শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় সর্ব্বজ্ঞ-তাদি আবরণ পূর্ব্বক ঐভাবে বলিতেছেন। বাস্তব অর্থ কিন্তু—এই ভাব হইতে তোমার অন্যমতি না হউক যেহেতু তুমি মাতৃভাব অতিক্রম করিয়াই আছ, যেমন কামিনী ইনি আমার নিজ কান্ত এই ভাব প্রকাশ করিতেছ কেন ? ১১ ॥

রতিরুবাচ—

ভবান্ নারায়ণসুতঃ শম্বরেণ হৃতো গৃহাৎ।
অহং তেঽধিকৃতা পত্নী রতিঃ কামো ভবান্ প্রভো ॥

অন্বয়ঃ—রতিঃ উবাচ,—(হে) প্রভো, ভবান্ নারায়ণসুতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য তনয়ঃ ভবতি, সঃ ভবান্) শম্বরেণ (শম্বরাসুরেণ) গৃহাৎ হৃতঃ (অপহৃতঃ অভবৎ) অহং তে (তব) অধিকৃতা পত্নী রতিঃ (ভবামি) ভবান্ কামঃ (কামদেবঃ ভবতি) ॥১২

অনুবাদ—রতি বলিলেন,—হে প্রভো, আপনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, শম্বরাসুর আপনাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিল। আমি আপনার অধীনা পত্নী রতি এবং আপনি স্বয়ং কামদেব ॥ ১২ ॥

এষ ত্বানির্দ্দশং সিন্ধাবক্ষিপচ্ছম্বরোঽসুরঃ।
মৎস্যোঽগ্রসীৎ তদুদরাদিতঃ প্রাপ্তো ভবান্ প্রভো ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, এষঃ শম্বরঃ অসুরঃ অনির্দ্দশং (ন নির্গতানি দশদিনানি যস্য তং) ত্বা (ত্বাং) সিন্ধৌ (সমুদ্রে) অক্ষিপৎ (নিক্ষিপ্তবান্ তত্র) মৎস্যঃ (কশ্চিৎ মীনঃ ত্বাম্) অগ্রসীৎ (গ্রস্তবান্) ইতঃ (অত্র) তদুদরাৎ (তস্য মৎস্যস্য উদরাৎ) ভবান্ প্রাপ্তঃ (লব্ধঃ অভবৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, এই শম্বরাসুর আপনাকে জন্মের পর দশদিন অতীত না হইতেই সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে তথায় কোনও এক মৎস্য আপনাকে গ্রাস করে, অনন্তর আমরা এখানে ঐ মৎস্যের উদর হইতে আপনাকে লাভ করিয়াছি ॥ ১৩ ॥

তন্মিমং জহি দুর্দ্ধর্ষং দুর্জ্জয়ং শত্রুমাত্মনঃ।
মায়াশতবিদং তঞ্চ মায়াভির্মোহনাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং চ মোহনাদিভিঃ মায়াভিঃ দুর্দ্ধর্ষং (দুরাসদং) দুর্জ্জয়ং মায়াশতবিদং (মায়াশতাভিজ্ঞম্) আত্মনঃ (স্বস্য) শত্রুং তং ইমম্ (অসুরং) জহি (বিনাশয়) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—আপনি সম্প্রতি মোহনাদি মায়াবলে দুর্দ্ধর্ষ দুর্জ্জয় মায়াশতাভিজ্ঞ নিজশত্রুরূপী এই অসুরকে বিনাশ করুন্ ॥ ১৪ ॥

পরিশোচতি তে মাতা কুররীব গতপ্রজা।
পুত্রস্নেহাকুলা দীনা বিবৎসা গৌরিবাতুরা ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—গতপ্রজা (নষ্টসন্তানা) কুররী (কুররপক্ষিণী) ইব বিবৎসা) বৎসহীনা) গৌঃ (ধেনুঃ) ইব আতুরা দীনা পুত্রস্নেহাকুলা তে (তব) মাতা (জননী) পরিশোচতি (রোদিতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—নষ্টসন্তানা কুররী পক্ষিণী এবং বৎসহীনা ধেনুর ন্যায় দীনা, আতুরা পুত্রস্নেহাকুলা আপনার জননী নিরন্তর শোক প্রকাশ করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

প্রভাষ্যৈবং দদৌ বিদ্যাং প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে।
মায়াবতী মহামায়াং সর্ব্বমায়াবিনাশিনীম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—মায়াবতী (রতিঃ) এবং প্রভাষ্য (উক্ত্বা) মহাত্মনে প্রদ্যুম্নায় (কামদেবায়) সর্ব্বমায়াবিনাশিনীং মহামায়াং (তন্নাম্নীং) বিদ্যাং দদৌ (দত্তবতী) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মায়াবতী এইরূপ বলিয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে সর্ব্বমায়াবিনাশিনী মহামায়ানাম্নী বিদ্যা প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥

স চ শম্বরমভ্যেত্য সংযুগায় সমাহ্বয়ৎ।
অবিষহ্যৈস্তমাক্ষেপৈঃ ক্ষিপন্ সঞ্জনয়ন্ কলিম্ ॥১৭

অন্বয়ঃ—সঃ (কামদেবঃ) চ শম্বরং অভ্যেত্য (প্রাপ্য) অবিষহ্যৈঃ (অসহনীয়ৈঃ) আক্ষেপৈঃ (দুর্বচনৈঃ) তং ক্ষিপন্ (ভর্ৎসয়ন্) কলিং (বিবাদং) সঞ্জনয়ন্ (উৎপাদয়ন্) সংযুগায় (যুদ্ধায়) সমাহ্বয়ৎ (আহূতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কামদেব শম্বরের সমীপস্থ হইয়া অসহ্য দুর্ব্বাক্যে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বিবাদ উৎপাদন করিয়া তাহাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন ॥ ১৭ ॥

সোঽধিক্ষিপ্তো দুর্ব্বচোভিঃ পদাহত ইবোরগঃ।
নিশ্চক্রাম গদাপাণিরমর্ষাৎ তাম্রলোচনঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—পদাহতঃ উরগঃ (সর্পঃ) ইব দুর্ব্বচোভিঃ (কামদেবস্য দুর্ব্বাক্যৈঃ) অধিক্ষিপ্তঃ (ভর্ৎসিতঃ) অমর্ষাৎ (ক্রোধবশাৎ) তাম্রলোচনঃ (রক্তনয়নঃ) সঃ (শম্বরাসুরঃ) গদাপাণিঃ (গদাহস্তঃ সন্) নিশ্চক্রাম (নির্গতঃ বভূব) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তখন পদাহত সর্পের ন্যায় কামদেবের দুর্ব্বাক্যে ভর্ৎসিত শম্বরাসুর ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া গদাহস্তে বহির্গত হইয়াছিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অহং পত্নীতি তং কামদেবমেব মত্বোক্তিস্তেন প্রদ্যুম্নেনাপি স্পর্শমণিন্যায়েনৈব স্বস্পর্শেন সা স্বকান্তা কৃতা। বস্তুতস্তু অনিরুদ্ধমাতৈব তস্য স্বশক্তিরিতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ॥ ১২-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি পত্নী তুমি কামদেবই, এই মনে করিয়া বলিতেছেন—প্রদ্যুম্নও স্পর্শমণির ন্যায়েই নিজ স্পর্শ দ্বারা মায়াবতীকে নিজ কান্তা করিলেন। বস্তুতঃ অনিরুদ্ধের মাতাই প্রদ্যুম্নের নিজশক্তি—ইহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে বলা হইয়াছে ॥ ১২-১৮ ॥

গদামাবিধ্য তরসা প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে।
প্রক্ষিপ্য ব্যনদন্নাদং বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ সঃ) গদাং আবিধ্য (সঞ্চাল্য) তরসা (বেগেন) মহাত্মনে প্রদ্যুম্নায় (প্রদ্যুম্নং প্রতি তাম্) প্রক্ষিপ্য (নিক্ষিপ্য) বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরং (বজ্রস্য নিষ্পেষে নির্ঘাতে যথা নিষ্ঠুরঃ তীব্রঃ নাদো ভবতি তথাভূতম্) নাদং ব্যনদৎ (অতিনিষ্ঠুরং নাদং অকরোৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সে উক্ত গদা সঞ্চালিত করিয়া সবেগে মহাত্মা প্রদ্যুম্নের প্রতি নিক্ষেপপূর্ব্বক বজ্রপতন তুল্য তীব্র নিনাদ করিয়াছিল ॥ ১৯ ॥

তামাপতন্তীং ভগবান্ প্রদ্যুম্নো গদয়া গদাম্ ।
অপাস্য শত্রবে ক্রুদ্ধঃ প্রাহিণোৎ স্বগদাং নৃপ ॥ ২০

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, ভগবান্ প্রদ্যুম্নঃ (কামদেবঃ) গদয়া (স্বগদয়া) আপতন্তীং (স্বাভিমুখং আগচ্ছন্তীম্) তাং গদাং অপাস্য (নিবার্য্য) ক্রুদ্ধঃ (সন্) শত্রবে (শত্রুং শম্বরং প্রতি) স্বগদাং (নিজগদাং) প্রাহিণোৎ (নিক্ষিপ্তবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ভগবান্ প্রদ্যুম্ন নিজ গদা দ্বারা অভিমুখে সমাগত শত্রুগদা নিবারিত করিয়া ক্রোধে শম্বরের প্রতি নিজ গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥২০

বিশ্বনাথ—নিষ্পেষো নির্ঘাতঃ। বচনমবোচদিতিবন্নাদমনদদিতি সিদ্ধম্ ॥ ১৯-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রদ্যুম্নের সহিত শম্বরাসুরের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে শম্বরাসুর গদা সঞ্চালিত করিয়া প্রদ্যুম্নের প্রতি নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিষ্পেষো অর্থাৎ বজ্রপতন তুল্য তীব্র শব্দ করিয়াছিল ॥ ১৯-২০ ॥

স চ মায়াং সমাশ্রিত্য দৈতেয়ীং ময়দর্শিতাম্ ।
মুমুচেঽস্ত্রময়ং বর্ষং কার্ষ্ণৌ বৈহায়সোঽসুরঃ ॥ ২১

অন্বয়ঃ—(তদা) বৈহায়স (আকাশং গতঃ) সঃ অসুরঃ চ ময়দর্শিতাং (ময়দানবপ্রদর্শিতাম্) দৈতেয়ীং (দানবীং) মায়াং সমাশ্রিত্য (গৃহীত্বা) কার্ষ্ণৌ (কামদেবে) অস্ত্রময়ং বর্ষং মুমুচে (অস্ত্রবর্ষণং চকার) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তখন ঐ অসুর আকাশে অবস্থান করিয়া ময়দানব প্রদর্শিত দানবীমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক কামদেবের প্রতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল ॥২১॥

বিশ্বনাথ—বৈহায়সঃ আকাশচারী ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৈহায়স অর্থাৎ আকাশচারী ॥ ২১ ॥

বাধ্যমানোঽস্ত্রবর্ষেণ রৌক্মিণেয়ো মহারথঃ ।
সত্ত্বাত্মিকাং মহাবিদ্যাং সর্ব্বমায়োপমর্দ্দিনীম্ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) অস্ত্রবর্ষেণ (শম্বরকৃতেন অস্ত্রবর্ষণেন) বাধ্যমানঃ (পীড্যমানঃ) মহারথঃ রৌক্মিণেয়ঃ (রুক্মিণীনন্দনঃ কামদেবঃ) সর্ব্বমায়োপমর্দ্দিনীং (সর্ব্বমায়াবিনাশিনীং) সত্ত্বাত্মিকাং (সত্ত্বগুণময়ীং) মহাবিদ্যাং (প্রযুঙ্‌ক্ত) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—মহারথ কামদেব শত্রুর অস্ত্রবর্ষণে পীড়িত হইয়া সর্ব্বমায়াবিনাশিনী সত্ত্বগুণময়ী মহাবিদ্যার প্রয়োগ করিলেন ॥ ২২ ॥

ততো গৌহ্যকগান্ধর্ব্বপৈশাচোরগরাক্ষসীঃ ।
প্রাযুঙ্‌ক্ত শতশো দৈত্যঃ কার্ষ্ণির্ব্যধময়ৎ স তাঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ—ততঃ দৈত্যঃ (শম্বরঃ) গৌহ্যক-গান্ধর্ব্বপৈশাচোরগরাক্ষসীঃ (গুহ্যক-গন্ধর্ব্বপিশাচোরগ-রাক্ষস-সম্বন্ধিনীঃ) শতশঃ (বহ্বীঃ মায়াঃ) প্রাযুঙ্‌ক্ত (প্রযুক্তবান্) সঃ কার্ষ্ণিঃ (কামদেবঃ অপিঃ) তাঃ (দৈত্যপ্রযুক্তাঃ মায়াঃ) ব্যধময়ৎ (নিবারিতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শম্বর গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, সর্প এবং রাক্ষসগণের শত শত মায়া প্রয়োগ করিতে লাগিল, কামদেবও তৎসমুদয় নিবারিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

নিশাতমসিমুদ্যম্য সকিরীটং সকুণ্ডলম্ ।
শম্বরস্য শিরঃ কায়াৎ তাম্রশ্মশ্রোজসাহরৎ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ সঃ) নিশাতং (সুতীক্ষ্ণম্) অসিং (খড়্গম্) উদ্যম্য (উত্তুল্য) সকিরীটং (কিরীটযুক্তং) সকুণ্ডলং (কুণ্ডলসহিতম্) তাম্রশ্মশ্রু (তাম্রবর্ণশ্মশ্রুবিশিষ্টং) শম্বরস্য শিরঃ (মস্তকম্) ওজসা (বলেন) কায়াৎ (শরীরাৎ) অহরৎ (ভূমৌ পাতয়ামাস) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি তীক্ষ্ণ খড়্গ উত্তোলন করিয়া কিরীটকুণ্ডলযুক্ত, তাম্রবর্ণ-শ্মশ্রুবিশিষ্ট শম্বরের মস্তক সবলে শরীর হইতে ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৪ ॥

আকীর্য্যমাণোদিবিজৈঃ স্তুবদ্ভিঃ কুসুমোৎকরৈঃ ।
ভার্য্যয়াম্বরচারিণ্যা পুরং নীতো বিহায়সা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) স্তুবদ্ভিঃ (স্তুতিং কুর্ব্বদ্ভিঃ) দিবিজৈঃ (দেবৈঃ) কুসুমোৎকরৈঃ (পুষ্পরাশিভিঃ) আকীর্য্যমাণঃ (ব্যাপ্যমানঃ সঃ) অম্বরচারিণ্যা (আকাশচারিণ্যা, এতেন দেবস্বভাবঃ উক্তঃ) ভার্য্যয়া (নিজপত্ন্যা মায়াবত্যা) পুরং (দ্বারকাপুরীং) নীতঃ (প্রাপিতো বভূব) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তখন দেবগণ স্তুতিসহকারে তদুপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে আকাশচারিণী ভার্য্যা রতিদেবী তাঁহাকে দ্বারকায় উপনীত করিলেন ॥ ২৫ ॥

অন্তঃপুরবরং রাজন্ ললনাশতসঙ্কুলম্ ।
বিবেশ পত্ন্যা গগনাদ্বিদ্যুতেব বলাহকঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, বিদ্যুতা (সহ বর্ত্তমানঃ) বলাহকঃ (মেঘঃ) ইব পত্ন্যা (মায়াবত্যা সহ বর্ত্তমানঃ সঃ) গগনাৎ (আকাশাৎ) ললনাশতসঙ্কুলং (কামিনীশতপরিব্যাপ্তম্) অন্তঃপুরবরং (শ্রীকৃষ্ণস্য মনোরমং অন্তঃপুরম্) বিবেশ (প্রবিষ্টঃ) ॥২৬॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বিদ্যুৎসুশোভিত মেঘতুল্য নিজপত্নীসমাগমে সুশোভিত কামদেব আকাশ হইতে কামিনীশতপরিব্যাপ্ত কৃষ্ণান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৬ ॥

তং দৃষ্ট্বা জলদশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ।
প্রলম্ববাহুং তাম্রাক্ষং সুস্মিতং রুচিরাননম্ ॥ ২৭ ॥
স্বলঙ্কৃতমুখাম্ভোজং নীলবক্রালকালিভিঃ ।
কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—জলদশ্যামং (মেঘোজ্জ্বলকান্তিম্) পীতকৌশেয়বাসসং (পীতকৌশেয়বসনধারিণং) প্রলম্ববাহুম্ (আজানুলম্বিতভুজং) তাম্রাক্ষং (কমলতুল্যতাম্রনয়নং) সুস্মিতং (সুহাসং) রুচিরাননং (মনোজ্ঞবদনং) নীলবক্রালকালিভিঃ (নীলাঃ বক্রাশ্চ যে অলকাঃ চূর্ণকুন্তলাঃ তেষাং আলিভিঃ শ্রেণিভিঃ অথবা ত এব অলয়ঃ ভ্রমরাঃ কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ তৈঃ) স্বলঙ্কৃতমুখাম্ভোজং (সুভূষিতবদনকমলং) তং (কামদেবং) দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ঃ (অন্তঃপুরনার্য্যঃ কৃষ্ণং মত্বা অবধার্য্য) হ্রীতাঃ (লজ্জিতাঃ সত্যঃ) তত্র তত্র (ইতস্ততঃ) নিলিল্যুঃ হ (লুক্কায়িতাঃ বভূবুঃ) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—তথায় কামিনীগণ জলদশ্যামল পীতকৌশেয়ভূষিত আজানুলম্বিতভুজবিশিষ্ট মনোরমহাস্যসমন্বিত সুনীল কুটিল অলকজালে-অলঙ্কৃত সুরম্য বদনকমলে সুশোভিত কামদেবকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণজ্ঞানে লজ্জায় ইতস্ততঃ লুক্কায়িতা হইলেন ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—সত্ত্বাত্মিকাং বিদ্যাং প্রাযুঙ্ক্তেত্যুত্তরস্যানুষঙ্গঃ ॥ ২২-২৭ ॥

বিশ্বনাথ—হ্রীতাঃ লজ্জিতাঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রদ্যুম্ন আসুরীমায়ার বিরুদ্ধে সত্ত্বাত্মিকা মহাবিদ্যা প্রয়োগ করিলেন। ইহার পরশ্লোকের সহিত অন্বয় ॥ ২২-২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হ্রীতা অর্থাৎ লজ্জিতা ॥২৮॥

অবধার্য্য শনৈরীষদ্বৈলক্ষণ্যেন যোষিতঃ ।
উপজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ সস্ত্রীরত্নং সুবিস্মিতাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) যোষিতঃ (স্ত্রিয়ঃ) ঈষৎবৈলক্ষণ্যেন (কিঞ্চিদ্‌ভেদদর্শনেন) শনৈঃ (ক্রমশঃ) অবধার্য্য (কৃষ্ণে ন ভবতীতি নির্দ্ধার্য্য) প্রমুদিতাঃ (হৃষ্টচিত্তাঃ) সুবিস্মিতাঃ (অতিবিস্ময়যুক্তাশ্চ সত্যঃ) সস্ত্রীরত্নং (স্ত্রীষু রত্নং শ্রেষ্ঠারতিঃ তৎ সহিতং তম্ (উপজগ্মুঃ (সমাগতাঃ বভূবুঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নারীগণ কিঞ্চিৎ ভেদ দর্শনে ক্রমে তাঁহাকে কৃষ্ণভিন্ন নির্দ্ধারণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বিস্ময়সহকারে স্ত্রীরত্ন সহ বর্ত্তমান কামদেবের নিকট সমাগতা হইলেন ॥ ২৯ ॥

অথ তত্রাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী বল্গুভাষিণী ।
অস্মরৎ স্বসুতং নষ্টং স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) অসিতাপাঙ্গী (অসিতৌ কৃষ্ণবর্ণৌ অপাঙ্গৌ নেত্রপ্রান্তভাগৌ যস্যাঃ সা) বল্গুভাষিণী (মধুরবচনা) বৈদর্ভী (রুক্মিণী) তত্র

(আগত্য) স্নেহস্নুতপয়োধরা (পুত্রস্নেহবশাৎ স্নুতৌ ক্ষরিতৌ পয়োধরৌ স্তনৌ যস্যা সা তাদৃশী সতী) নষ্টং (বিনষ্টং) স্বসুতং (নিজপুত্রম্) অস্মরৎ (স্মৃতবতী) ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—অনন্তর সুনীলনয়না মধুরভাষিণী রুক্মিণী দেবী তথায় আগমন করিলে পুত্রস্নেহবশতঃ তদীয় স্তনযুগল ক্ষরিত হইতে লাগিল। তখন তিনি স্বকীয় বিনষ্ট সন্তানের কথা স্মরণ করিলেন ।।৩০।।

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণো ন ভবতীত্যবধার্য্য তমিতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ ।। ২৯-৩০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী ব্যতীত অন্য পত্নীগণ কৃষ্ণের সমান রূপ কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া কৃষ্ণ মনে করিয়া লজ্জিত হইয়া লুক্কায়িত হইতেছিল, পরে ইনি কৃষ্ণ নন ইহা নিশ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে আনন্দে তাঁহার নিকট আসিলেন ।।২৯-৩০

কোঽন্বয়ং নরবৈদূর্য্যঃ কস্য বা কামলেক্ষণঃ।
ধৃতঃ কয়া বা জঠরে কেয়ং লব্ধা ত্বনেন বা ।।৩১।।

অন্বয়ঃ—নরবৈদূর্য্যঃ (নরশ্রেষ্ঠঃ) অয়ং কঃ নু (কঃ ভবতি অয়ম্) কমলেক্ষণঃ (কমলনয়নঃ) কস্য বা (মহাত্মনঃ সুতো ভবতি) কয়া (নার্য্যা) বা (অয়ং) জঠরে (গর্ভে) ধৃতঃ, অনেন তু লব্ধা (পত্নীত্বেন প্রাপ্তা) ইয়ং বা (কন্যকা) কা (ভবতি) ।। ৩১ ।।

অনুবাদ—অতঃপর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই নরশ্রেষ্ঠ কে ? এই কমলনয়ন পুরুষ কোন্ মহাত্মার পুত্র ? কোন্ রমণীই বা ইহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং ইহার পত্নীরূপে প্রাপ্তা এই কন্যাই বা কে ? ৩১ ।।

বিশ্বনাথ—নরবৈদূর্য্যঃ পুরুষশ্রেষ্ঠঃ কস্য পুত্রঃ ।। ৩১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ — রুক্মিণীদেবী প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া নরবৈদূর্য্য অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ এই কাহার পুত্র ? ৩১ ।।

মম চাপ্যাত্মজো নষ্টো নীতো যঃ সূতিকাগৃহাৎ।
এতত্তুল্যবয়োরূপো যদি জীবতি কুত্রচিৎ ।। ৩২ ।।

অন্বয়ঃ—মম চ আত্মজঃ (পুত্রঃ) অপি নষ্টঃ (অভবৎ) যঃ সূতিকাগৃহাৎ (প্রসবাগারাদেব) নীতঃ (অপহৃতঃ সঃ) যদি কুত্রচিৎ (কস্মিন্নপি স্থানে ঈদানীমপি) জীবতি (তদা) এতত্তুল্যবয়োরূপঃ (এতেন তুল্যং বয়ঃ রূপঞ্চ যস্য সঃ তাদৃশঃ ভবেৎ) ।। ৩২ ।।

অনুবাদ—আমার এক পুত্র নষ্ট হইয়াছে। সে সূতিকাগৃহ হইতেই অপহৃত হইয়াছিল। যদি কোন স্থানে এই পর্য্যন্ত সে জীবিত থাকে, তাহা হইলে এতাদৃশ বয়স ও রূপযুক্ত হইয়া থাকিবে ।। ৩২ ।।

কথন্ত্বনেন সম্প্রাপ্তং সারূপ্যং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
আকৃত্যাবয়বৈর্গত্যা স্বরহাসাবলোকনৈঃ ।। ৩৩ ।।

অন্বয়ঃ—অনেন তু (নরশ্রেষ্ঠেন) কথং (কেন হেতুনা) আকৃত্যা (সংস্থানেন) অবয়বৈঃ (অঙ্গৈঃ) গত্যা (গমনভঙ্গ্যা) স্বরহাসাবলোকনৈঃ (স্বরেণ হাসেন অবলোকনেন চ) শার্ঙ্গধন্বনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সারূপ্যং (সাদৃশং) সম্প্রাপ্তম্ (অধিগতম্) ।।৩৩।।

অনুবাদ—নরশ্রেষ্ঠ কিরূপেই বা আকৃতি, অবয়ব, গতি, স্বর, হাস্য এবং দৃষ্টিপাত বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য লাভ করিলেন ? ৩৩ ।।

স এব বা ভবেন্নূনং যো মে গর্ভে ধৃতোঽর্ভকঃ।
অমুষ্মিন্ প্রীতিরধিকা বামঃ স্ফুরতি মে ভুজঃ ।।৩৪

অন্বয়ঃ—বা (অথবা) যঃ অর্ভকঃ (বালকঃ) মে (ময়া) গর্ভে ধৃতঃ নূনং (নিশ্চিতং অয়ং) সঃ এব ভবেৎ (যতঃ) অমুষ্মিন্ (অমুং প্রতি) মে (মম) অধিকা (নিরতিশয়া) প্রীতিঃ (পুত্রপ্রেম প্রবর্ত্ততে) বাম ভুজঃ (চ) স্ফুরতি (পুত্রসমাগমরূপশুভসূচকং বামভুজস্পন্দনঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ) ।।৩৪।।

অনুবাদ—অথবা যে বালককে আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, এই পুরুষ সেই হইবে, যেহেতু, ইহার প্রতি আমার নিরতিশয় পুত্রস্নেহ প্রবর্ত্তিত এবং মদীয় বামবাহু স্পন্দিত হইতেছে। ৩৪ ।।

এবং মীমাংসমানায়াং বৈদর্ভ্যাং দেবকীসুতঃ ।
দেবক্যানকদুন্দুভ্যামুত্তমঃশ্লোক আগমৎ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—বৈদর্ভ্যাং (রুক্মিণ্যাম্) এবং মীমাংসমানায়াং (মীমাংসাং কুর্ব্বন্ত্যাং সত্যাম্) দেবক্যানকদুন্দুভ্যাং (দেবক্যানকদুন্দুভিভ্যাং দেবকী-বসুদেবাভ্যাং সহ) দেবকীসুতঃ উত্তমঃশ্লোকঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ তত্র) আগমৎ (আগতবান্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—রুক্মিণীদেবী এইরূপ মীমাংসা করিতে থাকিলে দেবকী এবং বসুদেবের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

বিজ্ঞাতার্থোঽপি ভগবাংস্তূষ্ণীমাস জনার্দ্দনঃ ।
নারদোঽকথয়ৎ সর্ব্বং শম্বরাহরণাদিকম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ জনার্দ্দনঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বিজ্ঞাতার্থঃ অপি (সর্ব্বং বৃত্তান্তং জানন্ অপি) তূষ্ণীং আস (মৌনভাবেন স্থিতঃ পরন্তু) নারদঃ শম্বরাহরণাদিকং (শম্বরেণ হরণাৎ আরভ্য ইদানীং যাবৎ উৎপন্নং) সর্ব্বং (নিখিলং বৃত্তং) অকথয়ৎ (তত্র বর্ণয়ামাস) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিলেও মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু মহর্ষি নারদ শম্বরাসুর কর্ত্তৃক হরণ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তচ্ছ্রুত্বা মহদাশ্চর্য্যং কৃষ্ণান্তঃপুরযোষিতঃ ।
অভ্যনন্দন্ বহূনব্দান্ নষ্টং মৃতমিবাগতম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণান্তঃপুরযোষিতঃ (কৃষ্ণস্য অন্তঃপুরনার্য্যঃ) মহদাশ্চর্য্যং (অতিবিচিত্রং) তৎ (বৃত্তং) শ্রুত্বা বহূন্ অব্দান্ (বৎসরান্ ব্যাপ্য) মৃতং ইব নষ্টম্ (অদর্শনং গতং সাম্প্রতম্) আগতং (পুনঃ প্রাপ্তং তম্) অভ্যনন্দন্ (অভিনন্দিতবত্যঃ) ॥৩৭॥

অনুবাদ—কৃষ্ণের অন্তঃপুরনারীগণ উক্ত বিচিত্র বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বহুবর্ষ পর্য্যন্ত মৃতের ন্যায় অগোচরে অবস্থিত এবং সম্প্রতি পুনরায় সমাগত কামদেবকে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

দেবকী বসুদেবশ্চ কৃষ্ণ-রামৌ তথা স্ত্রিয়ঃ ।
দম্পতী তৌ পরিষ্বজ্য রুক্মিণী চ যযুর্মুদম্ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—দেবকী বসুদেবঃ চ কৃষ্ণ-রামৌ তথা স্ত্রিয়ঃ (অন্তঃপুরস্ত্রীজনাঃ) রুক্মিণী চ তৌ দম্পতী (জায়াপতী রতিং কামদেবঞ্চ) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) মুদম্ (আনন্দং) যযুঃ (প্রাপ্তা বভূবুঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—দেবকী, বসুদেব, কৃষ্ণ, বলদেব, অন্তঃপুরনারীগণ এবং রুক্মিণী তখন সস্ত্রীক কামদেবকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন ॥৩৮

নষ্টং প্রদ্যুম্নমায়াতমাকর্ণ্য দ্বারকৌকসঃ ।
অহো মৃত ইবায়াতো বালো দিষ্ট্যেতি হা ব্রুবন্ ॥

অন্বয়ঃ—দ্বারকৌকসঃ (দ্বারকাবাসিনঃ) নষ্টং (অদর্শনং গতং) প্রদ্যুম্নং (পুনঃ) আয়াতম্ (আগতম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) অহো মৃতঃ ইব (মৃততুল্যঃ অদৃশ্যো ভূত্বা) বালঃ (বালকঃ) দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) আয়াতঃ (পুনরাগতঃ) ইতি হ (ইত্যেবম্) অব্রুবন্ (অবদন্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—দ্বারকাবাসিগণ দীর্ঘকাল লোকলোচনের অগোচরে অবস্থিত কামদেবের পুনরাগমন শ্রবণে বলিতে লাগিল, অহো ! এই বালক মৃততুল্য অদৃশ্য হইয়াও কেবলমাত্র ভাগ্যবলেই পুনরাগত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—নীতো বালগ্রহেণ ॥ ৩২-৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রুক্মিণীদেবী প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া ভাবিতেছেন—আমারও একটি পুত্র নষ্ট হইয়াছে, যাহাকে সূতিকাগৃহ হইতে বালকগ্রহ লইয়া গিয়াছিল ॥ ৩২-৩৯ ॥

যং বৈ মুহুঃ পিতৃস্বরূপনিজেশভাবা-
স্তন্মাতরো যদভজন্ রহরূঢ়ভাবাঃ ।
চিত্রং ন তৎ খলু রমাস্পদবিম্ববিম্বে
কামে স্মরেঽক্ষবিষয়ে কিমুতান্যনার্য্যঃ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রদ্যুম্নোৎপত্তিনিরূপণং নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অতিসৌন্দর্য্যেণ প্রদ্যুম্নং বর্ণয়তি) রমাস্পদবিম্ববিম্বে (রমাস্পদং শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য বিম্বং শ্রীমূর্ত্তিঃ তস্য বিম্বে প্রতিবিম্বে পুত্রে) স্মরে (স্মর্য্যমাণত্বেনৈব ক্ষোভকে) কামে (কামদেবে) অক্ষবিষয়ে (অক্ষাণাং ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়ে সতি) পিতৃস্বরূপনিজেশভাবাৎ (পিতা শ্রীকৃষ্ণঃ তৎস্বরূপে তৎসদৃশে প্রদ্যুম্নে নিজঃ আত্মীয় ঈশো ভর্ত্তেতি ভাবো ভাবনা যাসাং তাঃ) তন্মাতরঃ (কামমাতরঃ কৃষ্ণপত্ন্যঃ অপি) রহরূঢ়ভাবাঃ (রহসি নির্জ্জনে নিরূঢ়ভাবাঃ সত্যঃ) মুহুঃ (বারম্বারং) যং (কামদেবম্) অভজন্ (অপশ্যন্ ইত্যর্থ ইতি) যৎ যৎ খলু ন চিত্রং (নাশ্চর্য্যকরং যতঃ তস্মাৎ) অন্যনার্য্যঃ (অন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ তথা সত্যঃ অভজন্ ইতি) কিং উত (অত্র কিং বক্তব্যমস্তি, ন কিমপীতি ভাবঃ) ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—প্রদ্যুম্নের রূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ ছিল। সেইজন্য রুক্মিণী ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য মাতৃগণ পতিবুদ্ধিবিশিষ্ট ভাবে বারম্বার নির্জ্জনে তাঁহাকে ভজনা করিতেন। ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণেও চিত্তে ক্ষোভ জন্মে, তাঁহারই মূর্ত্তির প্রতিবিম্বমাত্র চক্ষুর সম্মুখে বিরাজমান। অতএব অন্যান্য নারীগণ যে তাঁহাকে কান্তভাবে ভজনা করিবেন, তাহাতে আর কি কথা আছে ? ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—প্রদ্যুম্নস্য সৌন্দর্য্যং বর্ণয়তি,—যং মুহুর্বিলোক্য পিতৃস্বরূপাৎ পিতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সমানসৌন্দর্য্যাদ্ধেতোর্নিজেশস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভাব ভাবনা 'কথন্ত্বনেন সংপ্রাপ্তং সারূপ্যং শার্ঙ্গধন্বনঃ। আকৃত্যাবয়বৈ'রিত্যাদিচিন্তনং যাসাং তাঃ। তন্মাতরঃ শ্রীরুক্মিণ্যেব গৌরবেণ বহুত্বম্। তদন্তঃপুরে কৃষ্ণপত্নীনামন্যাসামাগমনাযোগাৎ রহো রহসি তৎপরিচয়াৎ পূর্ব্বমেব রূঢ় উদ্ভূতো ভাবো বাৎসল্যময়ী প্রীতির্যাসাং তাঃ যদুক্তং,—'অমুষ্মিন্ প্রীতিরধিকে'তি। তদাচ 'স এব বা ভবেন্নূনং বামঃ স্ফুরতি মে ভুজ' ইতি। নিশ্চয়ান্তে সন্দেহে সতি যৎ অভজন্ গাত্রাবলোকনমস্তকাঘ্রাণপাণিতলকরণকগাত্রমার্জ্জনাদিত্যনুবৃত্তিম্ কুর্ব্বন্ তৎ তাসাং মাতৃণাং তস্মিন্ প্রদ্যুম্নে ন চিত্রং কীদৃশে ? রমাস্পদং সর্ব্বশোভানিকেতনং যদ্বিম্বং শ্রীকৃষ্ণগাত্রং তস্য বিম্বে প্রতিবিম্বরূপে তথাভূতস্যান্যস্য ত্রিভুবনেঽপ্যভাবাদেব তস্য কৃষ্ণপুত্রত্বনিশ্চয়াত্তথাভূতস্বানুভবাচ্চেতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তন্মাতৃণামেব তস্মিংস্তাদৃশো ভাবো নত্বন্যাসামিত্যাহ,— কামে স্মরে। স্মরত্যস্মাদিতি স্মরস্তস্মিন্ কান্তস্মরণহেতোর্যস্য পরোক্ষত্বেঽপি কামোদ্ভাবকত্বং তস্মিন্নক্ষিবিষয়ে তু সতি। উতেতি তথেত্যর্থে। অন্যনার্য্যঃ কিং তথা ভবিতুং শক্নুবন্তি, অপিতু নৈব যতঃ ক্ষোভমেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽয়ং দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা-সারার্থদর্শিনী-টীকা-সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রদ্যুম্নের সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতেছেন—যাহাকে বারবার দেখিয়া পিতা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হইতে সমান সৌন্দর্য্যহেতু নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের ভাবনা কিরূপে ইনি শারঙ্গধারী শ্রীকৃষ্ণের সমানরূপ প্রাপ্ত হইলেন ! আকৃতি ও অবয়ব সমূহ একই প্রকার ইত্যাদি চিন্তা যাঁহাদের সেই তাঁহার মাতা শ্রীরুক্মিণীই এস্থলে গৌরবে বহুবচন বলা হইয়াছে। তাহার অন্তঃপুরে অন্য কৃষ্ণপত্নীগণের আগমন অসম্ভব হেতু নির্জ্জনে তাহার পরিচয়ের পূর্ব্বেই বাৎসল্যময়ী প্রীতিভাব উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাই বলা হইয়াছে। ইহাতে অধিক প্রীতি হইতেছে কেন ? আবার তখনই বলিতেছেন আমার যে পুত্রটি নষ্ট হইয়াছিল সেই-বা হইতে পারে, নিশ্চয়ই হইবে, আমার বাম বাহু স্ফুরিত হইতেছে। এই নিশ্চয়ের শেষে সন্দেহ উপস্থিত হইলে যাহা করিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছেন—গাত্র অবলোকন, মস্তক আঘ্রাণ, হস্ততলদ্বারা গাত্র মার্জ্জনাদি করিয়া। অন্য মাতৃগণের ঐ প্রদ্যুম্নে যে কৃষ্ণবুদ্ধি আশ্চর্য্য নহে। তিনি কেমন ? সর্ব্বশোভা নিকেতন যে শ্রীকৃষ্ণগাত্র তাহার প্রতিবিম্বরূপে, সেরূপ অন্য ত্রিভুবনেই অভাব বশতঃই। ইনি কৃষ্ণপুত্রে—এই নিশ্চয় হেতু এবং নিজ অনুভব

হেতুও। আরো অন্য মাতৃগণেরই প্রদ্যুম্নে ঐরূপ-ভাব অন্যজনের নহে, ইহাই বলিতেছেন—কামদেবের স্মরণ করিলে পর কান্তভাব স্মরণহেতু যাঁহার আড়ালেও কামভাব উদ্ভূত হয়, তিনি যদি নয়ন-সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহা হইলে আর কি বলা যাইবে। অন্য নারীগণ কি সেইরূপ হইতে পারিবে? কখনই না। যেহেতু ক্ষোভই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমস্কন্ধের পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকা সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
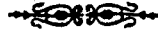
ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

সত্রাজিতঃ স্বতনয়াং কৃষ্ণায় কৃতকিল্বিষঃ।
স্যমন্তকেন মণিনা স্বয়মুদ্যম্য দত্তবান্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যাভিযোগহেতু মণি-আহরণ, জাম্ববান্ ও সত্রাজিতের কন্যাদ্বয়কে প্রাপ্তি এবং স্যমন্তক হরণাদি দ্বারা অর্থের অনর্থতা-কথন বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী কথা প্রসঙ্গে 'স্যমন্তক মণির নিমিত্ত সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী হইয়াছিলেন,—এক কথা বর্ণন করিলে মহারাজ পরীক্ষিৎ উহা বিস্তারিতভাবে অবগত হইতে ইচ্ছা করায় শুকদেব বলিলেন যে, রাজা সত্রাজিৎ তদীয় পরম সুহৃৎ সূর্য্যের কৃপায় স্যমন্তকমণি লাভ করিয়াছিলেন। সত্রাজিৎ উক্ত মণি কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করিলে দ্বারকাবাসিগণ তাঁহাকে 'সূর্য্য' জ্ঞান করিয়া জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট জানাইলেন যে, সূর্য্য শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনার্থ আগমন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, আগমনকারী সূর্য্য নহেন, পরন্তু স্যমন্তকমণির দ্বারা দ্যুতিমান রাজা সত্রাজিৎ।

রাজা সত্রাজিৎ নিজ গৃহে দেবমন্দিরে মণি স্থাপন করিলেন। উহা প্রত্যহ অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করিত এবং উহা যেস্থানে সুপূজিত হইয়া অবস্থান করিত, তথায় কোন প্রকার অমঙ্গল থাকিত না।

এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজের নিমিত্ত ঐ মণি প্রার্থনা করায় অর্থলালসা বশতঃ রাজা সত্রাজিৎ তাহাতে অসম্মত হইলেন। একদিন তাঁহার ভ্রাতা প্রসেন ঐ মণি কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক অশ্বারোহণে মৃগয়ার্থ নির্গত হইলে এক সিংহ তাঁহাকে বিনাশপূর্ব্বক মণি গ্রহণ করিয়া পর্ব্বত-গহ্বরে প্রবেশ করে। তথায় ভল্লুক-রাজ জাম্ববান্ ঐ সিংহকে বিনাশ করিয়া মণি গ্রহণ-পূর্ব্বক পুত্রকে ক্রীড়নকরূপে উহা প্রদান করে।

রাজা সত্রাজিৎ ভ্রাতার অদর্শনে মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মণির নিমিত্ত প্রসেনকে বধ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও এইরূপ জনপ্রবাদ শ্রবণ করিয়া স্বীয় কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য পুরবাসিগণের সহিত প্রসেনের গমন-মার্গ অনুসরণপূর্ব্বক পথিমধ্যে নিহত প্রসেন ও অশ্বকে দেখিতে পাইলেন। পরে জাম্ববান্ কর্ত্তৃক নিহত সিংহকে দর্শনপূর্ব্বক পুরবাসিগণকে বাহিরে রাখিয়া জাম্ববানের অন্ধকারাবৃত গুহায় প্রবেশ করিলেন এবং বালকের নিকট স্যমন্তকমণি দেখিয়া উহা গ্রহণের অভিলাষ করিলেন। তদ্দর্শনে ভীতা ধাত্রী ক্রন্দন করিতে থাকিলে জাম্ববান্ তথায় উপস্থিত হইল। জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত মনুষ্য মনে করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অষ্টা-বিংশতি দিবস অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণের প্রহারে দুর্ব্বল হইয়া জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'পরমেশ্বর' বলিয়া বুঝিতে পারে এবং তাঁহার স্তব করিতে

থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় অভয় করাম্বুজস্পর্শে জাম্ববান্‌কে মণির বিষয় সম্যক্ জানাইলেন। জাম্ববান্ আনন্দের সহিত স্বীয় অপরিণীতা কন্যা জাম্ববতী সহ স্যমন্তকমণি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিল।

শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণ দ্বাদশ দিবস গুহাদ্বারে অপেক্ষাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বহির্নির্গমন না দেখিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়গণ তাঁহার নিমিত্ত শোক করিতে করিতে তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্তির জন্য চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গাদেবীর আরাধনা করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ সস্ত্রীক পুনরাগমন করিলেন। তিনি সত্রাজিতকে রাজসভায় আহ্বানপূর্ব্বক স্যমন্তক লাভের সম্যক্ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া উহা প্রত্যর্পণ করিলেন। সত্রাজিৎ লজ্জিত ও অনুতপ্তচিত্তে মণি গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে নিজকৃত অপরাধের ক্ষালনার্থ স্ত্রীরত্নস্বরূপা নিজ কন্যা সহ স্যমন্তক মণি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ সদ্‌গুণযুক্তা সত্রাজিৎকন্যা সত্যভামাকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু মণিটী গ্রহণ না করিয়া পুনরায় রাজা সত্রাজিতের নিকট উহা রাখিতে বলিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। কৃতকিল্বিষঃ (কৃতং কিল্বিষং যেন সঃ কৃতাপরাধ ইত্যর্থঃ) সত্রাজিতঃ (তন্নামকো রাজা অপরাধশান্তয়ে) স্বয়ং উদ্যম্য (স্বয়মেব উদ্যমং কৃত্বা) স্যমন্তকেন (তন্নামকেন) মণিনা (সহ) স্বতনয়াং (নিজকন্যাং সত্যভামাম্) কৃষ্ণায় দত্তবান্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, রাজা সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ংই উদ্‌যোগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তকমণির সহিত নিজকন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ষট্‌পঞ্চাশত্তমে লব্ধ কলঙ্কোহগান্মণীহয়া।
লেভে জাম্ববতঃ কন্যাং কৃষ্ণঃ সত্রাজিতস্ততঃ ॥০॥

সত্রাজিত ইত্যকারান্তঃ কৃচিত্তকারান্তশ্চ দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কলঙ্কপ্রাপ্ত হইয়া মণি অনুসন্ধানের জন্য গিয়া জাম্ববান হইতে মণি ও কন্যা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর সত্রাজিৎ হইতেও কন্যালাভ করেন। সত্রাজিৎ শব্দে কখনও অকারান্ত, কখনও তকারান্ত (ৎ) পাওয়া যায় ॥ ১ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

সত্রাজিতঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্য কিল্বিষম্।
স্যমন্তকঃ কুতস্তস্য কস্মাদ্দত্তা সুতা হরেঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা (পরীক্ষিৎ) উবাচ। (হে) ব্রহ্মন্, (মুনিবর) সত্রাজিতঃ কৃষ্ণস্য (কৃষ্ণবিষয়ে) কিং কিল্বিষম্ (অপরাধম্) অকরোৎ, কুতঃ (কস্মাচ্চ) তস্য (সত্রাজিতস্য) স্যমন্তকঃ (লব্ধঃ) কস্মাৎ (কেন হেতুনা বা) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণায় ইত্যর্থঃ) সুতা (নিজকন্যা স্যমন্তকেন সহ ইত্যর্থঃ) দত্তা (প্রদত্তা) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে মুনিবর, সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলেন, কোথা হইতেই বা স্যমন্তকমণি লাভ হইয়াছিল এবং কি জন্যই বা শ্রীকৃষ্ণকে মণিসহ কন্যাদান করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করুন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—হরেঃ হরয়ে ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরেঃ' এই স্থলে হরয়ে হইবে ॥ ২ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

আসীৎ সত্রাজিতঃ সূর্য্যো ভক্তস্য পরমঃ সখা।
প্রীতস্তস্মৈ মণিং প্রাদাৎ স চ তুষ্টঃ স্যমন্তকম্ ॥৩

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। সূর্য্যঃ ভক্তস্য (নিজভক্তস্য) সত্রাজিতঃ (সত্রাজিতস্য) পরমঃ সখা (স্বামী অপি পরমসুহৃদিব) আসীৎ। সঃ চ (সূর্য্যঃ) প্রীতঃ (সন্) তস্মৈ (সত্রাজিতায়) স্যমন্তকং মণিং প্রাদাৎ (দত্তবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—সূর্য্যদেব স্বীয় ভক্ত সত্রাজিতের পরম সুহৃৎ ছিলেন এবং তিনিই সন্তুষ্ট হইয়া সত্রাজিতকে স্যমন্তকমণি প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তস্য সত্রাজিতঃ সূর্য্যঃ স্বাম্যপি প্রীতঃ সখা প্রিয়সখ আসীদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্ত সত্রাজিতের সূর্য্যদেব স্বামী হইয়াও প্রীতিতে প্রিয়সখা হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

———

স তং বিভ্রন্মণিং কণ্ঠে ভ্রাজমানো যথা রবিঃ ।
প্রবিষ্টো দ্বারকাং রাজন্ তেজসা নোপলক্ষিতঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, সঃ (সত্রাজিতঃ কদাচিৎ) কণ্ঠে তং মণিং (স্যমন্তকং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) রবিঃ যথা (সূর্য্য ইব) ভ্রাজমানঃ (প্রকাশমানঃ তথা) তেজসা (মণিতেজসা) ন উপলক্ষিতঃ (সত্রাজিতোঽয়ম্ ইত্যবিজ্ঞাতঃ সন্) দ্বারকাং প্রবিষ্টঃ (গতবান্) ॥৪॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সত্রাজিৎ কোন এক সময়ে কণ্ঠদেশে উক্ত মণি ধারণপূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তৎকালে মণির তেজে তাঁহাকে সত্রাজিৎ বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই ॥ ৪ ॥

———

তং বিলোক্য জনা দূরাৎ তেজসা মুষ্টদৃষ্টয়ঃ ।
দীব্যতেঽক্ষৈর্ভগবতে শশংসুঃ সূর্য্যশঙ্কিতাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—জনাঃ (দ্বারকাবাসিনঃ) দূরাৎ তং (সত্রাজিতং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) তেজসা (তদীয়-তেজসা) মুষ্টদৃষ্টয়ঃ (অপহৃতদৃষ্টিশক্তয়ঃ সন্তঃ) সূর্য্যশঙ্কিতাঃ ('সূর্য্যোঽয়ং' ইতি আশঙ্ক্য ইত্যর্থঃ) অক্ষৈঃ দীব্যতে (অক্ষক্রীড়াং কুর্ব্বতে) ভাগবতে (শ্রীকৃষ্ণায়) শশংসুঃ (নিবেদয়ামাসুঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—দ্বারকাবাসিগণ দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক তদীয় তেজঃপ্রভাবে অভিভূতদৃষ্টি হইয়া এবং তাঁহাকে সূর্য্য মনে করিয়া অক্ষক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ নিবেদন করিল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—নোপলক্ষিতঃ সত্রাজিতোঽসাবিত্য-বিজ্ঞাতঃ ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্রাজিৎ সূর্য্যের আরাধনা করিয়া স্যমন্তকমণি লইয়া গৃহে ফিরিবার সময় দ্বারকাবাসীগণ সূর্য্য মনে করিয়াছিলেন, এই সত্রাজিৎ ইহা জানিতে পারে নাই ॥ ৪-৫ ॥

———

নারায়ণ নমস্তেঽস্তু শঙ্খচক্রগদাধর ।
দামোদরারবিন্দাক্ষ গোবিন্দ যদুনন্দন ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শঙ্খচক্রগদাধর, (হে) দামোদর, (হে) অরবিন্দাক্ষ, (কমললোচন, হে) গোবিন্দ, (হে) যদুনন্দন, (হে) নারায়ণ, তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে শঙ্খচক্রগদাধর, দামোদর, কমললোচন, গোবিন্দ, যদুনন্দন, নারায়ণ, আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—দ্যূতক্রীড়াবিষ্টং ভগবন্তং নামকীর্ত্তনৈরবধারয়ন্তি,—নারায়ণেতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পাশাখেলাতে আবিষ্ট ভগবানকে নামকীর্ত্তন দ্বারাই দ্বারকাবাসীগণ মনোযোগ ফিরাইতেছিল ॥ ৬ ॥

———

এষ আয়াতি সবিতা ত্বাং দিদৃক্ষুর্জগৎপতে ।
মুষ্ণন্ গভস্তিচক্রেণ নৃণাং চক্ষূংষি তিগ্মগুঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) জগৎপতে, তিগ্মগুঃ (তিগ্মাঃ তীক্ষ্ণাঃ গাবো রশ্ময়ো যস্য সঃ তীক্ষ্ণকিরণঃ ইত্যর্থঃ) এষঃ সবিতা (সূর্য্যদেবঃ) গভস্তিচক্রেণ (তেজোমণ্ডলেন) নৃণাং চক্ষূংষি (দৃষ্টিশক্তিঃ) মুষ্ণন্ [হরন্ (অভিভবন্)] ত্বাং দিদৃক্ষুঃ (ভবন্তং দ্রষ্টুং ইচ্ছুঃ সন্) আয়াতি (অত্র আগচ্ছতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে জগন্নাথ, তীক্ষ্ণরশ্মি এই সূর্য্যদেব তেজোমণ্ডল দ্বারা সকলের দৃষ্টিশক্তি অভিভূত করিয়া আপনার দর্শনের জন্য আসিতেছেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—গভস্তিচক্রেণ কিরণজালেন ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গভস্তিচক্রদ্বারা অর্থাৎ সূর্য্য-কিরণসমূহ দ্বারা ॥ ৭ ॥

———

নন্বন্বিচ্ছন্তি তে মার্গং ত্রিলোক্যাং বিবুধর্ষভাঃ ।
জ্ঞাত্বাদ্য গূঢ়ং যদুষু দ্রষ্টুং ত্বাং যাত্যজঃ প্রভো ॥ ৮

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, ত্রিলোক্যাং (ত্রিজগতি) বিবুধর্ষভাঃ (দেবশ্রেষ্ঠাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ অপি) ননু (নিশ্চিতং) তে (তব) মার্গং (পদবীম্) অন্বিষ্যন্তি (মৃগয়ন্তে ইতি) জ্ঞাত্বা অদ্য অজঃ (সূর্য্যঃ) যদুষু

(যাদবকুলে) গূঢ়ং (স্বরূপং সংগোপ্য অবস্থিতং) ত্বাং দ্রষ্টুং যাতি (আগচ্ছতি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, ত্রিজগতে দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদিও আপনার পদবী অনুসন্ধান করেন, ইহা জানিয়াই অদ্য সূর্য্যদেব যদুকুলে অবস্থিত গূঢ় আপনার দর্শনার্থ আগমন করিতেছেন ॥ ৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

নিশম্য বালবচনং প্রহস্যাম্বুজলোচনঃ ।
প্রাহ নাসৌ রবির্দেবঃ সত্রাজিন্মণিনা জ্বলন্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। অম্বুজলোচনঃ (কমলনয়নঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বালবচনং (বালানাং অজ্ঞানাং তৎ বচনং) নিশম্য (শ্রুত্বা) প্রহস্য (প্রকৃষ্টং হসিত্বা) প্রাহ (উবাচ) অসৌ (আগচ্ছন্ পুরুষঃ) দেবঃ রবিঃ (সূর্য্যদেবঃ) ন (ন ভবতি পরন্তু) মণিনা (স্যমন্তকমণিনা) জ্বলন্ (বিদ্যোতমানঃ) সত্রাজিৎ রাজা ভবতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞ নরগণের তাদৃশ বাক্য-শ্রবণে অত্যন্ত হাস্যসহকারে বলিলেন,—এই সমাগত পুরুষ সূর্য্যদেব নহেন, পরন্তু ইনি স্যমন্তক মণি দ্বারা প্রকাশমান রাজা সত্রাজিৎ বলিয়া জানিবে ॥ ৯ ॥

সত্রাজিৎ স্বগৃহং শ্রীমৎ কৃতকৌতুকমঙ্গলম্ ।
প্রবিশ্য দেবসদনে মণিং বিপ্রৈর্ন্যবেশয়ৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) সত্রাজিৎ কৃতকৌতুকমঙ্গলং (কৃতানি কৌতুকেন উৎসবেন মঙ্গলানি মাঙ্গলিককৃত্যানি যস্মিন্ তৎ) শ্রীমৎ (সুরম্যং) স্বগৃহং প্রবিশ্য বিপ্রৈঃ (ব্রাহ্মণৈঃ) দেবসদনে (দেবমন্দিরে) মণিং (স্যমন্তকং) ন্যবেশয়ৎ (স্থাপয়ামাস) ॥১০॥

অনুবাদ—অনন্তর সত্রাজিৎ মঙ্গলোৎসবযুক্ত, সুরম্য নিজ ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দেবমন্দিরে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা মণি স্থাপিত করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—মনুষ্যং মাং সূর্য্যো দেবঃ কিং দিদৃক্ষতে ইতি মা বাদীরিত্যাহ,—ননু নিশ্চিতং অন্বেষয়ন্তি অজঃ সূর্য্যঃ ॥ ৮-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসীগণকে বলিতেছেন—মনুষ্য আমাকে সূর্য্যদেব কেন দর্শন করিতে আসিবেন, এই কথা বলিও না—যদি বল নিশ্চয়ই সূর্য্য আপনাকে অন্বেষণ করিতেছে ॥৮-১০

দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ স সৃজতি প্রভো ।
দুর্ভিক্ষমার্য্যরিষ্টানি সর্পাধিব্যাধয়োঽশুভাঃ ।
ন সন্তি মায়িনস্তত্র যত্রাস্তেঽভ্যর্চ্চিতো মণিঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, (রাজন্) সঃ (মণিঃ) দিনে দিনে (প্রতিদিনম্) অষ্টৌ স্বর্ণভারান্ (অষ্টভারপরিমিতানি স্বর্ণানি, ভারপ্রমাণঞ্চ,—'চতুর্ভির্ব্রীহিভির্গুঞ্জাং গুঞ্জাঃ পঞ্চপণং পণান্। অষ্টৌ ধরণমষ্টৌ চ কর্ষং তাংশ্চতুরঃ পলম্। তুলাং পলশতং প্রাহুর্ভারঃ স্যাদ্‌বিংশতিস্তুলা' ইতি) সৃজতি (প্রসূতে) যত্র (সঃ) মণিঃ অভ্যর্চ্চিতঃ (পূজিতঃ সন্) আস্তে (বর্ত্ততে) তত্র দুর্ভিক্ষমার্য্যরিষ্টানি (দুর্ভিক্ষং মারী অকালমৃত্যুঃ অরিষ্টং উপদ্রবং তানি) অশুভাঃ (দুঃখহেতবঃ) সর্পাধিব্যাধয়ঃ (সর্পাশ্চ আধয়ঃ মানসপীড়াঃ ব্যাধয়ঃ শারীরপীড়াশ্চ) মায়িনঃ (সর্ব্বে কপটিনশ্চ) ন সন্তি (ন বর্ত্ততে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ঐ মণি প্রতিদিন অষ্টভার পরিমিত সুবর্ণ প্রসব করিত এবং যেস্থানে উহা সুপূজিত হইয়া অবস্থান করিত, তথায় দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, উপদ্রব, অশুভ, সর্পভয়, শারীর বা মানসিক ব্যাধি এবং মায়াবিগণ অবস্থান করিতে পারিত না ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ভারপ্রমাণং যথা,—"চতুর্ভির্ব্রীহিভির্গুঞ্জাং গুঞ্জাঃ পঞ্চপণং পণান্। অষ্টৌ ধরণমষ্টৌ চ কর্ষং তাংশ্চতুরঃ পলম্। তুলাং পলশতং প্রাহুর্ভারঃ স্যাদ্বিংশতিস্তুলাঃ" ইতি। মারী অকালমৃত্যুঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বর্ণভারের প্রমাণ যেমন—চারটি যব সমান এক গুঞ্জা, গুঞ্জাপঞ্চ সমান এক পণ, আটপণ সমান এক ধরণ, আট ধরণে এক কর্ষ, ঐরূপ চারিকর্ষে এক পল, শতপল সমান একতুলা, বিশতুলা সমান একভার। মারী অর্থাৎ অকাল মৃত্যু ॥ ১১ ॥

স যাচিতো মণিং ক্বাপি যদুরাজায় শৌরিণা।
নৈবার্থকামুকঃ প্রাদাদ্‌যাচঞ্চাভঙ্গমতর্কয়ন্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ব অপি (কদাচিৎ) শৌরিণা (শ্রীকৃষ্ণেন) যদুরাজায় (যদুরাজায় প্রদাতুম্) সঃ (সত্রাজিৎ) মণিং যাচিতঃ (প্রার্থিতঃ অভবৎ পরন্তু সঃ) যাচঞ্চা-ভঙ্গং (শ্রীকৃষ্ণকৃতায়াঃ যাচঞ্চায়াঃ প্রার্থনায়াঃ ভঙ্গং ভঙ্গনিমিত্তং অপরাধম্) অতর্কয়ন্ (অবিচারয়ন্) অর্থকামুকঃ (অর্থকামী সন্) ন এব প্রাদাৎ (মণিং নৈব দত্তবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—কোন এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজকে ঐ মণি প্রদানের জন্য সত্রাজিতের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, পরন্তু তিনি অর্থলালসাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনাভঙ্গজনিত দোষ গ্রাহ্য না করিয়া মণিপ্রদানে অসম্মত হইলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যদুরাজ উগ্রসেনস্তদর্থং যাচঞ্চা ভঙ্গম্ অতর্কয়ন্ ভগবদ্‌যাচঞ্চাভঙ্গেন দোষমবিচারয়ন্ ভগবত্যসমর্প্য স্বয়মগ্রভোজিনঃ সর্ব্বানিষ্টনিবর্ত্তকমপি বস্তু সর্ব্বানিষ্টহেতুর্ভবতি। কিং পুনঃ স্বয়ং প্রার্থয়মানেহপি তস্মিন্নসমর্প্যেতি সূচিতম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদুরাজ উগ্রসেন, তাঁহার রাজভাণ্ডারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মণি যাচঞ্চা করিলেন, সেই যাচঞ্চা ভঙ্গ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ বিচার করিলেন—ভগবৎ যাচঞ্চা ভঙ্গের ফলে সত্রাজিৎ দোষবিচার না করিয়া ভগবানকে না দিয়া স্বয়ং অগ্রভোজনকারীর 'যাহা সর্ব্ব অনিষ্ট নাশ করে, সেই বস্তু সর্ব্ববিধ অনিষ্টের কারণ হয়। আর স্বয়ং ভগবান্ প্রার্থনা করিলেও তাহাকে না দিয়া যে অনর্থ হইবে—তাহার সূচনা হইল ॥ ১২ ॥

———

তমেকদা মণিং কণ্ঠে প্রতিমুচ্য মহাপ্রভম্।
প্রসেনো হয়মারুহ্য মৃগয়াং ব্যচরদ্বনে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—একদা প্রসেনঃ (সত্রাজিতস্য ভ্রাতা) মহাপ্রভং (মহাদীপ্তিময়ং) তং মণিং কণ্ঠে প্রতিমুচ্য (ধৃত্বা) হয়ম্ (অশ্বম্) আরুহ্য বনে মৃগয়াং ব্যচরৎ (মৃগয়ার্থং বনং অগমৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—একদা সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন উক্ত মহাদীপ্তিময় মণি কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক অশ্বারোহণে মৃগয়ার্থ বনভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিমুচ্য বদ্ধা ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন মহা দীপ্তিময় মণি কণ্ঠে প্রতিমুচ্য অর্থাৎ বাঁধিয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ার জন্য বন ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল ॥ ১৩ ॥

———

প্রসেনং সহয়ং হত্বা মণিমাচ্ছিদ্য কেশরী।
গিরিং বিশন্ জাম্ববতা নিহতো মণিমিচ্ছতা ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—(তত্র কশ্চিৎ) কেশরী (সিংহঃ) সহয়ং (অশ্বসহিতং) প্রসেনং হত্বা মণিং আচ্ছিদ্য (গৃহীত্বা) গিরিং (পর্ব্বতগহ্বরং ইত্যর্থঃ) বিশন্ (প্রবিশন্ সন্) মণিং ইচ্ছতা (গ্রহীতুং অভিলষতা) জাম্ববতা (ভল্লুক-রাজেন) নিহতঃ (বিনাশিতঃ অভবৎ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তথায় এক সিংহ অশ্বসহ প্রসেনকে বধ করিয়া মণি গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ করিলে ভল্লুকরাজ জাম্ববান্ মণি-গ্রহণাভিলাষে তাহাকে বিনাশ করিয়াছিল ॥ ১৪ ॥

———

সোহপি চক্রে কুমারস্য মণিং ক্রীড়নকং বিলে।
অপশ্যন্ ভ্রাতরং ভ্রাতা সত্রাজিৎ পর্য্যতপ্যত ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (জাম্ববান্) অপি বিলে (গহ্বর-মধ্যে) মণিং কুমারস্য (স্বতনয়স্য) ক্রীড়নকং (ক্রীড়াদ্রব্যং) চক্রে (কল্পয়ামাস) ভ্রাতা সত্রাজিৎ ভ্রাতরং (প্রসেনম্) অপশ্যন্ (অনিরীক্ষমাণঃ সন্) পর্য্যতপ্যত (পরিতাপগ্রস্তোহভূৎ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর জাম্ববান্ গহ্বরমধ্যে নিজ পুত্রকে ক্রীড়াদ্রব্যরূপে ঐ মণি প্রদান করিল। এদিকে সত্রাজিৎ ভ্রাতাকে না দেখিয়া পরিতপ্ত হইলেন ॥১৫॥

বিশ্বনাথ—আচ্ছিদ্য আকৃষ্য ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক সিংহ প্রসেনকে হত্যা করিয়া মণি আকর্ষণ পূর্ব্বক পর্ব্বত গুহায় লইয়া গেল ॥ ১৪-১৫ ॥

———

প্রায়ঃ কৃষ্ণেন নিহতো মণিগ্রীবো বনং গতঃ।
ভ্রাতা মমেতি তচ্ছ্রুত্বা কর্ণে কর্ণেঽজপন্ জনাঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ—মণিগ্রীবঃ (গ্রীবায়াং মণিধারী সন্) বনং গতঃ মম ভ্রাতা (প্রসেনঃ) প্রায়ঃ (সম্ভাবনায়ার্থকং পদং) কৃষ্ণেন নিহতঃ (বিনাশিতঃ) ইতি (এবম্প্রকারম্) তৎ (তস্য আশঙ্কাবচনম্) শ্রুত্বা জনাঃ কর্ণে কর্ণে অজপন্ (উপাংশু অবোচন্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—আমার ভ্রাতা কণ্ঠে মণি ধারণপূর্ব্বক বনগমন করিলে সম্ভবতঃ কৃষ্ণই তাঁহাকে বধ করিয়াছেন,—তিনি এইরূপ আশঙ্কা করিলে লোকগণ গণ গোপনে এই বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল ॥১৬

ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য দুর্যশো লিপ্তমাত্মনি।
মার্ষ্টুং প্রসেনপদবীমন্বপদ্যত নাগরৈঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ— ভগবান্ তৎ উপশ্রুত্য (শ্রুত্বা) আত্মনি লিপ্তং (আরোপিতং) দুর্যশঃ (কলঙ্কং) মার্ষ্টুং (দূরীকর্ত্তুং) নাগরৈঃ (নগরবাসিভিঃ বহ) প্রসেনপদবীং (প্রসেনস্য মার্গম্) অন্বপদ্যত (অনুসৃতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহা শ্রবণ করিয়া স্বীয় আরোপিত কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য পুরবাসিগণের সহিত প্রসেনের গমনমার্গ অনুসরণ করিলেন ॥১৭॥

হতং প্রসেনমশ্বঞ্চ বীক্ষ্য কেশরিণা বনে।
তঞ্চাদ্রিপৃষ্ঠে নিহতমৃক্ষেণ দদৃশুর্জনাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—জনাঃ বনে কেশরিণা (সিংহেন) হতং প্রসেনং অশ্বং চ বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অদ্রিপৃষ্ঠে (পর্ব্বতোপরি) ঋক্ষেণ (ভল্লুকেন) নিহতং তং (সিংহং) চ দদৃশুঃ (অবলোকয়ামাসুঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বনমধ্যে তাঁহারা সিংহ-কর্ত্তৃক নিহত প্রসেন ও তদীয় অশ্বকে দর্শন করিয়া পশ্চাৎ পর্ব্বতোপরি ভল্লুক-কর্ত্তৃক নিহত সিংহকে অবলোকন করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

ঋক্ষরাজবিলং ভীমমন্ধেন তমসাবৃতম্।
একো বিবেশ ভগবানবস্থাপ্য বহিঃ প্রজাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ প্রজাঃ (জনান্) বহিঃ (গর্ত্তাৎ বহির্দ্দেশে) অবস্থাপ্য (স্থাপয়িত্বা) একঃ (একাকী এব) অন্ধেন তমসা আবৃতম্ (অন্ধকারপরিপূর্ণং) ভীমং (ভয়ানকং) ঋক্ষরাজবিলং (জাম্ববতঃ গর্ত্তং) বিবেশ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তখন শ্রীকৃষ্ণ সহযাত্রিগণকে গর্ত্তের বহির্দ্দেশে স্থাপন করিয়া একাকীই জাম্ববানের অন্ধকারাবৃত, ভয়ানক নিবাসগর্ত্তে প্রবেশ করিলেন ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—জনাস্তৎ সবাসনা দুষ্টা এব অজপন্ উপাংশ্ববোচন্ ॥ ১৬-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জনগণ' সত্রাজিতের সমবাসনা দুষ্টগণ কাণে কাণে কৃষ্ণই তাহার ভ্রাতাকে মারিয়া মণি লইয়াছেন এইরূপ প্রচার করিতে লাগিল ॥ ১৬-১৯ ॥

তত্র দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং বালক্রীড়নকং কৃতম্।
হর্ত্তুং কৃতমতিস্তস্মিন্নবতস্থেঽর্ভকান্তিকে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (গর্ত্তমধ্যে) বালক্রীড়নকং কৃতং (বালকস্য ক্রীড়াদ্রব্যত্বেন কল্পিতং) মণিশ্রেষ্ঠং (স্যমন্তকং) দৃষ্ট্বা হর্ত্তুং (তং মণিং অপহর্ত্তুং) কৃতমতিঃ (নিশ্চিতবুদ্ধিঃ সন্) তস্মিন্ (তত্র) অর্ভকান্তিকে (বালকসমীপে) অবতস্থে (স্থিতবান্) ॥২০॥

অনুবাদ—তথায় বালকের ক্রীড়াদ্রব্যরূপে কৃত স্যমন্তকমণি দর্শনে তাহা হরণ করিবার অভিলাষে বালকের নিকট অবস্থান করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—বালস্য ক্রীড়নং যতস্তথাভূতং জ্ঞাত্বা ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জাম্ববান্ সেই সিংহকে মারিয়া ঐ মণি লইয়া গিয়া পাতালপুরীতে নিজ বালকের খেলনা করিয়া দিয়াছে, কৃষ্ণ সুড়ঙ্গপথে পাতালপুরীতে গিয়া মণি লইবার অভিলাষে ক্রীড়ারত বালকের নিকট বসিলেন ॥ ২০ ॥

তমপূর্ব্বং নরং দৃষ্ট্বা ধাত্রী চুক্রোশভীতবৎ।
তচ্ছ্রুত্বাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো জাম্ববান্ বলিনাং বরঃ ॥২১

অন্বয়ঃ—ধাত্রী (বালকস্য ধাত্রী) অপূর্ব্বং তং

নরং (শ্রীকৃষ্ণং) দৃষ্ট্বা ভীতবৎ চুক্রোশ (ক্রন্দিতবতী) তৎ শ্রুত্বা বলিনাং বরঃ (মহাবলঃ) জাম্ববান্ ক্রুদ্ধঃ (সন্) অভ্যদ্রবৎ (তন্মুখং ধাবিতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ— বালকের ধাত্রী অপূর্ব্ব নরদর্শনে ভয়াতুরের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল, মহাবল জাম্ববান্ তচ্ছ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তথায় ধাবিত হইল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ভীতবচ্চুক্রোশেতি হরের্জিহীর্ষামেবালক্ষ্যেত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু ন ভীতা। তদ্দর্শন-স্বভাবেনৈবানন্দোদয়াৎ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৃদ্ধা ধাত্রী শ্রীকৃষ্ণকে অপূর্ব্ব মানুষ দেখিয়া এবং মণি লইবার ভাব বুঝিয়া ভয়ে চিৎকার করিল, বস্তুত ভীত নহে, শ্রীকৃষ্ণদর্শন স্বভাবেই আনন্দের উদয়হেতু চিৎকার করিয়াছিল ॥২১

স বৈ ভগবতা তেন যুযুধে স্বামিনাত্মনঃ।
পুরুষং প্রাকৃতং মত্বা কুপিতো নানুভাববিৎ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—কুপিতঃ (ক্রুদ্ধঃ) নানুভাববিৎ (তৎপ্রভাবানভিজ্ঞঃ) সঃ (জাম্ববান্) প্রাকৃতং পুরুষং মত্বা আত্মনঃ (স্বস্য) স্বামিনা (প্রভুনা) তেন ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন সহ) যুযুধে বৈ (যুদ্ধং কৃতবান্) ॥২২॥

অনুবাদ—তখন তদীয়প্রভাবানভিজ্ঞ জাম্ববান্ ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃতমনুষ্য জ্ঞান করিয়া স্বকীয় প্রভু ভগবানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাকৃতং মত্বা কুপিত ইতি। কেশিচানূরকংশজরাসন্ধাদিভিরল্পবলৈর্ভগবতো যুদ্ধসুখং ক্বাপি নাভূদতঃ সমবলেন স্বভৃত্যেন তেন সহ যুযুৎসোর্ভগবতো যুদ্ধসুখসিদ্ধ্যর্থমেব তদ্ভক্তায় জাম্ববতেঽপি পূর্ব্বং রাবণসেনাভিরপি সম্যগ্বীররসসুখমপ্রাপ্তবতে তৎসুখপূর্ত্তিদানার্থং লীলাশক্ত্যা যোগমায়াদ্বারা ভক্তমপি জাম্ববন্তং প্রতি তন্মাধুর্য্যাবরণং জ্ঞেয়ম্ ॥২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত মনুষ্য মনে করিয়া কুপিত হইয়াছিল। অল্পবল কেশি, চানূর, কংস, জরাসন্ধ আদির সহিত ভগবানের যুদ্ধ সুখ কোথাও পূর্ণ হয় নাই। অতএব সমবল নিজভৃত্য জাম্ববানের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায়, ভগবান যুদ্ধসুখ সিদ্ধির জন্যই, সেই ভক্ত জাম্ববানের অতি পূর্ব্বকালে রাবণসেনাগণের সহিত পরিপূর্ণ বীররসসুখ অপ্রাপ্ত জাম্ববানকে সেইসুখ পূর্ত্তিদানের জন্য, শ্রীকৃষ্ণ লীলাশক্তি যোগমায়াদ্বারা ভক্ত জাম্ববানকে নিজ মাধুর্য্য আবরণ করিলেন ॥ ২২ ॥

দ্বন্দ্বযুদ্ধং সুতুমুলমুভয়োর্বিজিগীষতোঃ।
আয়ুধাশ্মদ্রুমৈর্দোর্ভিঃ ক্রব্যার্থে শ্যেনয়োরিব ॥২৩॥

অন্বয়ঃ---ক্রব্যার্থে (আমিষার্থে) শ্যেনয়োঃ ইব (শ্যেনপক্ষিদ্বয়স্য যথা যুদ্ধং ভবতি তথা) বিজিগীষতোঃ (বিজয়ং ইচ্ছতোঃ) উভয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণজাম্ববতোঃ) আয়ুধাশ্মদ্রুমৈঃ (অস্ত্রপ্রস্তরবৃক্ষৈঃ তথা) দোর্ভিঃ (বাহুভিশ্চ) সুতুমুলং (অতিমহৎ) দ্বন্দ্বযুদ্ধং (বভুব) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ---আমিষার্থী শ্যেনপক্ষিযুগলের যুদ্ধের ন্যায় বিজয়েচ্ছু উভয়ের মধ্যে অস্ত্র, প্রস্তর, বৃক্ষ এবং বাহুদ্বারা তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ক্রব্যার্থে আমিষার্থে ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমিষ খাদ্যের জন্য দুইটি শ্যেন পক্ষী মধ্যে যেমন যুদ্ধ হয়, সেইরূপ পরস্পর জয়লাভের ইচ্ছায় কৃষ্ণও জাম্ববানে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৩॥

আসীৎ তদষ্টাবিংশাহমিতরেতরমুষ্টিভিঃ।
বজ্রনিষ্পেষপরুষৈরবিশ্রমমহর্নিশম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—বজ্রনিষ্পেষপরুষৈঃ (বজ্রস্য নিষ্পেষঃ নির্ঘাতঃ তদ্বৎ পরুষৈঃ নিষ্ঠুরৈঃ) ইতরেতরমুষ্টিভিঃ (পরস্পরমুষ্ট্যাঘাতৈঃ অনুষ্ঠিতং) অহর্নিশং অবিশ্রমম্ (অবিরতং) অষ্টাবিংশাহম্ (অষ্ট চ বিংশতিশ্চ অহানি দিনানি যস্মিন্ তৎ অষ্টাবিংশাহং) তৎ (যুদ্ধম্) আসীৎ (বভূব) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ---এইরূপে পরস্পরে বজ্রনির্ঘাততুল্য কঠোর মুষ্ট্যাঘাতে অষ্টাবিংশতি দিন পর্য্যন্ত দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অষ্টবিংশাহমিত্যার্ষং অষ্টবিংশতিদিনানি ব্যাপ্য রাত্রিষ্বপি যুদ্ধপ্রাপ্ত্যর্থমাহ,— অহর্নিশমিতি। তত্রাপি ক্ষণমাত্রস্যাপি বিশ্রামস্যাভাবার্থমাহ, —অবিশ্রমমিতি নিষ্পেষো নির্ঘাতঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— আঠাইশ দিনরাত্রি ব্যাপী যুদ্ধ চলিতে লাগিল ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম নাই। বজ্রাঘাতের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণমুষ্টিবিনিষ্পাতনিষ্পিষ্টাঙ্গোরুবন্ধনঃ।
ক্ষীণসত্ত্বঃ স্বিন্নগাত্রস্তমাহাতীব বিস্মিতঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) কৃষ্ণমুষ্টিবিনিষ্পাতনিষ্পিষ্টাঙ্গোরুবন্ধনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য মুষ্টিনাং বিনিষ্পাতৈঃ আঘাতৈঃ নিষ্পিষ্টানি শ্লথানি অঙ্গানাং উরূণি বন্ধনানি সন্ধিস্থানানি যস্য সঃ) ক্ষীণসত্ত্বঃ (ক্ষীণবলঃ) স্বিন্নগাত্রঃ (ঘর্ম্মাক্তদেহঃ) অতীব বিস্মিতঃ (অতীবাশ্চর্য্যযুক্তঃ সন্ সঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণম্) আহ (উবাচ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুষ্ট্যাঘাতে অঙ্গের শ্রেষ্ঠ সন্ধিস্থানসমূহ শিথিল হওয়ায় জাম্ববান্ দুর্ব্বল এবং ঘর্ম্মাক্তদেহে অতীব বিস্ময়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—নিষ্পিষ্টানি অঙ্গানাং উরূণি বন্ধনানি সন্ধিস্থানানি যস্য সঃ। মত্তোঽধিকবলো মৎপ্রভুং শ্রীরামং বিনা নান্য ইতি প্রাচীননির্দ্ধারাদয়ং কিং স এবেত্যতি বিস্মিতঃ সন্ বিমৃশ্য নিশ্চিত্যাহ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জাম্ববানের উরুবন্ধনাদি সন্ধিস্থল অঙ্গসমূহ পিষ্ট হইয়াছিল, পরিশেষে জাম্ববান্ বিচার করিল আমা হইতে অধিক বলশালী আমার প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ব্যতীত অন্য কে হইতে পারে? এই প্রাচীন কথা মনে হওয়ায় তাহা হইলে ইনিই কি আমার সেই প্রভু, এইরূপে বিস্মিত ও বিচার পূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া বলিল ॥ ২৫ ॥

জানে ত্বাং সর্ব্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্।
বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(লোকে কো বা অয়ং মত্তো বলীয়ানিতি বিস্মিতঃ সন্ বিমৃশ্য আহ) সর্ব্বভূতানাং (যঃ) প্রাণঃ (তত্র যৎ) ওজঃ সহঃ বলং (চ ইন্দ্রিয়-হৃদয়-দেহ-বলানি ইত্যর্থঃ তৎ স্বরূপং) পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুং (প্রভাবশালিনং) অধীশ্বরং (সর্ব্বান্তর্য্যামিনং) বিষ্ণুং (সর্ব্বব্যাপকং) ত্বাং জানে (অবধারয়ামি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বভূতের প্রাণমধ্যে যে ইন্দ্রিয়, হৃদয় ও দেহ-বল বর্ত্তমান আপনি তৎস্বরূপভূত, পুরাণ-পুরুষ, প্রভাবশালী, সর্ব্বান্তর্য্যামী বিষ্ণু বলিয়া আমার মনে হইতেছে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ— সর্ব্বভূতানামনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনাং যঃ প্রাণ একত্রৈব পুঞ্জীভূতো যদি স্যাৎ তদ্বিশেষশ্চ ওজঃ সহো বলং পৃথক্ পৃথগিন্দ্রিয়মনো দেহসামর্থ্যঞ্চ যদ্যেকীকৃতং ভবেৎ তদপি তদ্বিভূতিত্বাত্ত্বামেবাহং জান ইত্যত একস্য ভূতস্য মম বলেন ত্বদ্বলং পতঙ্গেন গরুড় ইব কথং বার্য্যতামিতি ভাবঃ। বিষ্ণুং সর্ব্ব-ব্যাপকং অহন্তু ব্যাপ্য একঃ পুরাণপুরুষমং অহমর্ব্বাচীনপুরুষঃ প্রভবিষ্ণুমহং প্রভাবহীনঃ অধীশ্বরং অহমীশিতব্যঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বপ্রাণীর অর্থাৎ অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডবাসীগণের যে প্রাণ একত্র পুঞ্জীভূত হয় সেইরূপ বল পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় মন দেহ সামর্থ্যও যদি একীভূত হয় তাহা হইলেও সেই ভগবানের বিভূতি সমান হয়—ইহা আমি জানি, তোমাকে সেইরূপ মনে হইতেছে আমি ঐরূপ একটিপ্রাণী আমার বলের সহিত তোমার বল গরুড়ের সমান, কি করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক আমি কিন্তু ব্যাপ্য, তুমি এক পুরাণ পুরুষ আমি আধুনিক পুরুষ, তুমি প্রভবিষ্ণু আমি প্রভাবহীন, তুমি অধীশ্বর আমি তোমার শাসনাধীন ॥ ২৬ ॥

ত্বং হি বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা সৃষ্টানামপি যচ্চ সৎ।
কালঃ কলয়তামীশঃ পরঃ আত্মা তথাত্মনাম্ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—(পুরাণত্বে হেতুমাহ) ত্বং হি (ত্বমেব) বিশ্বসৃজাং (ব্রহ্মাদীনামপি) স্রষ্টা (নিমিত্তং তথা) সৃষ্টানাং (পদার্থানামপি) যৎ সৎ চ (যৎ উপাদানং তচ্চ, অতঃ পুরাণ ইত্যর্থঃ। প্রভবিষ্ণুত্বে হেতুমাহ) কলয়তাং (সংহর্ত্তৃণাং অন্তকাদীনামপি) কালঃ (সংহর্ত্তা, অধীশ্বরত্বমপ্যত এবাহ) পরঃ ঈশঃ (পরমেশ্বরঃ, ন চ তটস্থ ইত্যাহ) তথা আত্মনাং (জীবানাম্) আত্মা (অন্তর্য্যামী ভবসি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—আপনি ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্ত্তা এবং যাব-

তীয় সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সৎ ; এইজন্যই পুরাণপুরুষ-রূপে এবং যম প্রভৃতি সংহারকর্ত্তৃগণেরও কাল বলিয়া প্রভাবশালী পরমেশ্বর ও সর্ব্বজীবান্তর্য্যামিরূপে নির্ণীত হইয়াছেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বসৃজাং ব্রহ্মাদীনামপি স্রষ্টা, অহন্তু ব্রহ্মসৃষ্টঃ। তৈঃ সৃষ্টানামপি বিশ্বেষাং যৎ সৎ কারণং তৎ ত্বমেব, ন তু তে বিশ্বস্রষ্টারোঽপি ব্রহ্মাদয়োঽপি বিশ্বস্য কারণমতঃ পিষ্টপেষন্যায়েনৈব তে বিশ্বস্রষ্টার ইতি ভাবঃ। কলয়তাং সংহর্ত্তৄণামন্তকাদীনামপি কালঃ সংহর্ত্তা ঈশস্তত্র সমর্থঃ। অহং ত্বন্তকসংহার্য্যঃ। তথা আত্মনাং জীবানাং পর আত্মা অহন্ত্বেকো জীব এব ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি বিশ্বসৃষ্টিকারী ব্রহ্মাদিরও স্রষ্টা, কিন্তু আমি ব্রহ্মার সৃষ্টপ্রাণী, সেই সকল বিশ্বের সৃষ্ট প্রাণীগণের কারণস্বরূপ তুমিই, ব্রহ্মা আদি বিশ্বস্রষ্টাগণও বিশ্বের কারণ নহে, অতএব পিষ্টপেষণ ন্যায়ের দ্বারাই তাহারা বিশ্বস্রষ্টা। বিশ্বের সংহার কর্ত্তা যম প্রভৃতিরও তুমিই কাল অর্থাৎ সংহারকারী ঈশ, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে সমর্থ, কিন্তু আমি যম কর্ত্তৃক সংহার যোগ্য, সেইরূপ জীবাত্মাগণের পরমাত্মা তুমি, কিন্তু আমি একটি জীবই ॥ ২৭ ॥

যস্যেষদুৎকলিতরোষকটাক্ষমোক্ষৈ-
র্বর্ত্মাদিশৎ ক্ষুভিতনক্রতিমিঙ্গিলোঽব্ধিঃ।
সেতুঃ কৃতঃ স্বযশ উজ্জলিতা চ লঙ্কা
রক্ষঃ শিরাংসি ভুবি পেতুরিষুক্ষতানি ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—(যতঃ এবম্ভূতঃ অতো মমেষ্টদৈবতং রঘুনাথ এব ত্বং ইত্যাহ) যস্য (তব) ঈষদুৎকলিত-রোষকটাক্ষমোক্ষৈঃ (ঈষৎ উৎকলিতঃ উদ্দীপিতো যো রোষঃ তেন যে কটাক্ষমোক্ষাঃ তৈঃ) ক্ষুভিত-নক্রতিমিঙ্গিলঃ (ক্ষুভিতাঃ নক্রা গ্রাহাঃ তিমিঙ্গিলাঃ মহামৎস্যাশ্চ যস্মিন্ সঃ) অব্ধিঃ (সমুদ্রঃ) বর্ত্ম (মার্গম্) আদিশৎ (দত্তবান্ তথাপি তস্মিন্ যেন ত্বয়া) স্বযশঃ (স্বস্য আত্মনঃ যশঃ এব) সেতুঃ কৃতঃ লঙ্কা (রাক্ষসপুরী) উজ্জ্বলিতা (দগ্ধা) চ ইষুক্ষতানি (যস্য ইষুভিঃ বাণৈঃ ক্ষতানি ছিন্নানি) রক্ষঃশিরাংসি (রক্ষসঃ দশগ্রীবস্য শিরাংসি) ভুবি পেতুঃ (পতিতানি স এব ত্বমিতি জানে) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আপনার কিঞ্চিন্মাত্র রোষান্বিত দৃষ্টি-পাতে সমুদ্রের নক্র, তিমিঙ্গিল প্রভৃতি ক্ষুভিত হওয়ায় সমুদ্র তৎক্ষণাৎ পথ প্রদান করিয়াছিল, তথাপি আপনি তদুপরি স্বীয় কীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপ সেতুবন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কাদাহ করিয়া বাণাঘাতে রাবণের মস্তকসমূহ ভূপাতিত করিয়াছিলেন, আমি আপনাকে সেই 'রামচন্দ্র' বলিয়া জানিতে পারিয়াছি ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ঈষদুৎকলিত উদ্দীপিতো যো রোষস্তেন যে কটাক্ষমোক্ষাস্তৈঃ ক্ষুভিতা নক্রাস্তিমিঙ্গিলাশ্চ যস্মিন্ সোঽব্ধিঃ বর্ত্ম অদিশৎ দদৌ। তথাপি অস্মিন্ যেন স্বযশ এব সেতুঃ কৃতঃ। উৎকর্ষেণ জ্বলিতা দগ্ধা যেন ইষুভিঃ ক্ষতানি স এব মৎপ্রভুস্ত্বমিতি জানে ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঈষৎ উদ্দীপিত যে ক্রোধ তাহা দ্বারা যে কটাক্ষ নিক্ষেপ তাহার দ্বারা ক্ষোভিত কুম্ভীর ও তিমিঙ্গিলাদি যাহাতে বাস করে সেই সমুদ্র তোমাকে সেতু বন্ধনদ্বারা পথ দান করিয়াছিল। তথাপি এই যেন নিজের যশ দ্বারাই সেতু বন্ধন করা হইয়াছে। উৎকর্ষভাব যে বাণসমূহের দ্বারা আমাদের দেহ দগ্ধ ক্ষত বিক্ষত হইত তাহা আমার প্রভুর হস্তস্পর্শে ব্যথাহীন হইত, সেই আমার প্রভুই তুমি, ইহা জানিতেছি ॥ ২৮ ॥

ইতি বিজ্ঞাতবিজ্ঞানমৃক্ষরাজানমচ্যুতঃ।
ব্যাজহার মহারাজ ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥ ২৯ ॥
অভিমৃশ্যারবিন্দাক্ষঃ পাণিনা শঙ্করেণ তম্।
কৃপয়া পরয়া ভক্তং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ, (পরীক্ষিৎ) ভগবান্ অরবিন্দাক্ষঃ (কমলনয়নঃ) অচ্যুতঃ দেবকীসুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি (এবং ক্রমেণ) বিজ্ঞাতবিজ্ঞানং (বিজ্ঞাতং স্বয়মেব অনুভূতং বিজ্ঞানং বিশিষ্টজ্ঞানং ভগবত্তত্ত্বং যেন তং) ভক্তং (নিজসেবকং) তং ঋক্ষরাজানম্ (ঋক্ষরাজং জাম্ববন্তং) শঙ্করেণ (মঙ্গল-প্রদেন) পাণিনা (স্বহস্তেন) অভিমৃশ্য (স্পৃষ্ট্বা) পরয়া কৃপয়া (পরমকৃপাপূর্ব্বকং) মেঘগম্ভীরয়া

(মেঘধ্বনিবৎ গাম্ভীর্য্যযুক্তয়া) গিরা (বাক্যেন) ব্যাজহার (উক্তবান্) ॥ ২৯-৩০ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, জাম্ববান্ স্বয়ংই এইরূপে কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইলে কমলনয়ন দেবকীনন্দন ভগবান্ অচ্যুত নিজভক্তকে স্বীয় মঙ্গলদায়ক হস্তে স্পর্শ করিয়া পরমকৃপা সহকারে মেঘগম্ভীর বচনে বলিয়াছিলেন ॥ ২৯-৩০ ॥

বিশ্বনাথ—বিজ্ঞাতং স্বয়মেবানুভূতং বিশিষ্টজ্ঞানং ভগবত্তত্ত্বং যেন তম্। ঋক্ষরাজং শঙ্করেণ পাণিনা স্পৃষ্ট্বেতি। ভক্তস্য তস্যাঙ্গ ব্যথোপশমিতা ॥২৯-৩০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিজ্ঞাত অর্থাৎ নিজেই অনুভূতিদ্বারা ভগবৎ তত্ত্ব জ্ঞান বিশিষ্ট সেই ঋক্ষরাজকে শ্রীকৃষ্ণ নিজমঙ্গলময় হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া ভক্তের সেই অঙ্গব্যথা উপশম করিয়া দিলেন ॥ ২৯-৩০ ॥

মণিহেতোরিহ প্রাপ্তা বয়মৃক্ষপতে বিলম্।
মিথ্যাভিশাপং প্রমৃজন্নাত্মনো মণিনামুনা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঋক্ষপতে, (ঋক্ষরাজ) মণিহেতোঃ (অস্য স্যমন্তকস্য মণেঃ হেতোঃ) বয়ং (বহবঃ বিলদ্বারং) প্রাপ্তাঃ (তত্র) অমুনা মণিনা আত্মনঃ (স্বস্য) মিথ্যাভিশাপং (মিথ্যাজাতং কলঙ্কং) প্রমৃজন্ (প্রমার্ষ্টুং অহম্) ইহ (অন্তঃ) বিলং (গহ্বরং প্রাপ্তঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে ঋক্ষরাজ, এই স্যমন্তক মণির জন্য আমরা বহুব্যক্তি গর্ত্তদ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, তন্মধ্য হইতে আমি এই মণি দ্বারা স্বীয় মিথ্যাকলঙ্ক দূর করিবার জন্য গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি ॥৩১॥

ইত্যুক্তঃ স্বাং দুহিতরং কন্যাং জাম্ববতীং মুদা।
অর্হণার্থং স মণিনা কৃষ্ণায়োপজহার হ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি উক্তঃ (শ্রীকৃষ্ণেন কথিতঃ) সঃ (জাম্ববান্) মুদা (হর্ষেণ) অর্হণার্থং (ভগবতঃ পূজনার্থং) মণিনা (স্যমন্তকেন সহ) স্বাং (স্বকীয়াং) কন্যাম্ (অপরিণীতাং) দুহিতরং (তনয়াং) জাম্ববতীং কৃষ্ণায় উপজহার হ (উপহারত্বেন দদৌ) ॥৩২॥

অনুবাদ—ভগবান্ এরূপ বলিলে জাম্ববান্ হর্ষের সহিত ভগবানের পূজনার্থ মণিসহ স্বীয় অপরিণীতা দুহিতা জাম্ববতীকে প্রদান করিয়াছিল ॥ ৩২ ॥

অদৃষ্ট্বা নির্গমং শৌরেঃ প্রবিষ্টস্য বিলং জনাঃ।
প্রতীক্ষ্য দ্বাদশাহানি দুঃখিতাঃ স্বপুরং যযুঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—জনাঃ (বিলদ্বারস্থিতাঃ শ্রীকৃষ্ণসহচরাঃ) বিলং (গর্ত্তমধ্যং) প্রবিষ্টস্য শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) নির্গমং (তস্মাৎ নির্গমনম্) অদৃষ্ট্বা দ্বাদশ অহানি (দিনানি) প্রতীক্ষ্য (নির্গমপ্রতীক্ষাং কৃত্বা ততঃ পরং) দুঃখিতাঃ (সন্তঃ) স্বপুরং (দ্বারকাং) যযুঃ (গতাঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—গর্ত্তদ্বারস্থিত সহচরগণ গর্ত্তপ্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নির্গমন না দেখিয়া দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দুঃখিতচিত্তে দ্বারকায় গমন করিল ॥ ৩৩ ॥

নিশম্য দেবকী দেবী রুক্মিণ্যানকদুন্দুভিঃ।
সুহৃদো জ্ঞাতয়োঽশোচন্ বিলাৎ কৃষ্ণমনির্গতম্ ॥৩৪

অন্বয়ঃ—দেবকী দেবী রুক্মিণী আনকদুন্দুভিঃ (বসুদেব) সুহৃদঃ জ্ঞাতয়ঃ (জ্ঞাতিজনাশ্চ) বিলাৎ অনির্গতং কৃষ্ণং নিশম্য (শ্রুত্বা) অশোচন্ (শোকং অকুর্ব্বন্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—দেবকী, রুক্মিণী, বসুদেব, সুহৃদ্গণ এবং জ্ঞাতিগণ শ্রীকৃষ্ণের গর্ত্ত হইতে নির্গমন না শুনিয়া শোক করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

সত্রাজিতং শপন্তস্তে দুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ।
উপতস্থুশ্চন্দ্রভাগাং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—দ্বারকৌকসঃ (দ্বারকাবাসিনঃ) তে (জনাঃ) সত্রাজিতং শপন্তঃ (তথা) দুঃখিতাঃ (সন্তঃ) কৃষ্ণোপলব্ধয়ে (কৃষ্ণস্য প্রাপ্ত্যর্থং) চন্দ্রভাগাং (চন্দ্রভাগানাম্নীং) দুর্গাং উপতস্থুঃ (অভজন্) ॥৩৫॥

অনুবাদ—অতঃপর দ্বারকাবাসিগণ সত্রাজিতকে তিরস্কার করিতে করিতে দুঃখিত চিত্তে কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গাদেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—বয়ং বহব এব বিলং প্রাপ্তা স্তত্রাঽহমিহ প্রবিষ্ট ইতি শেষঃ। প্রমৃজন্ প্রমার্ষ্টুম্। মণিনা সহ ।। ৩১-৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা বহু ব্যক্তি তোমার বাড়ীর সুড়ঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে আমিই ঐ সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়াছি, এই মণির জন্য আমার অপবাদ হইয়াছে। ঐ অপবাদ মার্জ্জনের জন্য। মণির সহিত ।। ৩১-৩৫ ।।

তেষান্তু দেব্যুপস্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষা স চ।
প্রাদুর্ব্বভূব সিদ্ধার্থঃ সদারো হর্ষয়ন্ হরিঃ ।। ৩৬ ।।

অন্বয়ঃ—তেষাং (দ্বারকাবাসিনাং) দেব্যুপস্থানাৎ (দেব্যাঃ আরাধনাৎ) প্রত্যাদিষ্টাশিষা (তয়া তান্ প্রতি আদিষ্টা দত্তা যা আশীঃ কৃষ্ণং দ্রক্ষ্যথ ইতি তয়া সহৈব) তু সিদ্ধার্থঃ (সিদ্ধমনোরথঃ) সদারঃ (সস্ত্রীকঃ) সঃ হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) চ হর্ষয়ন্ (জনান্ আনন্দয়ন্) প্রাদুর্ব্বভূব (তত্র সমুপস্থিতঃ বভূব) ।।৩৬।।

অনুবাদ—দুর্গাদেবী তাঁহাদিগকে কৃষ্ণদর্শনরূপ আশীর্ব্বাদ প্রদানের সমকালেই সিদ্ধমনোরথ সস্ত্রীক শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আনন্দিত করিয়া উপস্থিত হইলেন ।। ৩৬ ।।

বিশ্বনাথ—দেব্যা প্রত্যাদিষ্টা প্রত্যক্ষীভূয় দত্তা যা আশীঃ কৃষ্ণ আয়াতপ্রায় ইতি তয়া সহৈব আশিষাসব ইতি পাঠে অসব ইতি হরেবিশেষণং প্রাণতুল্য ইত্যর্থঃ ।। ৩৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বারকাবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার নিমিত্ত দুর্গাদেবীর আরাধনা করিতে গেলে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া আশীর্ব্বাদ দিলেন যে 'কৃষ্ণ আগত প্রায়' ঐ আশীর্ব্বাদের সহিত অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের প্রাণতুল্য শ্রীকৃষ্ণ সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া সস্ত্রীক উপস্থিত হইলেন ।। ৩৬ ।।

উপলভ্য হৃষীকেশং মৃতং পুনরিবাগতম্।
সহ পত্ন্যা মণিগ্রীবং সর্ব্বে জাতমহোৎসবাঃ ।।৩৭।।

অন্বয়ঃ—মৃতং পুনঃ আগতং ইব (যদি লোকে জনাঃ কথঞ্চিৎ মৃতং বন্ধুং পুনরাগতং উপলভন্তে তদ্বৎ) সর্ব্বে (দ্বারকাবাসিনঃ) পত্ন্যা সহ (বর্ত্তমানং) মণিগ্রীবং (কণ্ঠে স্যমন্তকধারিণং) হৃষীকেশং (শ্রীকৃষ্ণম্) উপলভ্য (লব্ধা) জাতমহোৎসবাঃ (জাতঃ মহান্ উৎসবঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ বভূবুঃ) ।।৩৭।।

অনুবাদ—দ্বারকাবাসিগণ মরণান্তে পুনরাগত বন্ধুজনের ন্যায় মণিবিভূষিতকণ্ঠ, সস্ত্রীক শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছিলেন ।।৩৭।।

সত্রাজিতং সমাহূয় সভায়াং রাজসন্নিধৌ।
প্রাপ্তিঞ্চাখ্যায় ভগবান্ মণিং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ।।৩৮

অন্বয়ঃ— ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ অনন্তরং) রাজসন্নিধৌ (রাজসমীপে) সভায়াং সত্রাজিতং সমাহূয় (আমন্ত্র্য) প্রাপ্তিং চ (মণেঃ প্রাপ্তিবৃত্তান্তম্) আখ্যায় (উক্ত্বা) তস্মৈ (সত্রাজিতায়) মণিং ন্যবেদয়ৎ (অর্পিতবান্) ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—অতঃপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজসভায় সত্রাজিতকে আহ্বানপূর্ব্বক মণিলাভের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকে উহা প্রদান করিলেন ।। ৩৮ ।।

বিশ্বনাথ—মণিগ্রীবমিতি স্বভক্তেন জাম্ববতা স্বকন্যাসম্প্রদানসময়ে গ্রীবায়াং মণিধারণাৎ ।।৩৭-৩৮

টীকার বঙ্গানুবাদ— মণিগ্রীব অর্থাৎ নিজভক্ত জাম্ববান্ নিজকন্যা সম্প্রদানকালে শ্রীকৃষ্ণের গলায় মণিধারণ করাইয়া দিয়াছিলেন ।। ৩৭-৩৮ ।।

স চাতিব্রীড়িতো রত্নং গৃহীত্বাবাঙমুখস্ততঃ।
অনুতপ্যমানো ভবনমগমৎ স্বেন পাপ্মনা ।। ৩৯ ।।

অন্বয়ঃ—সঃ চ (সত্রাজিৎ) অতিব্রীড়িতঃ (অতীব লজ্জিতঃ অতঃ) অবাঙমুখঃ (অধোমুখঃ সন্) রত্নং (মণিং) গৃহীত্বা স্বেন পাপ্মনা (অপরাধেন) অনুতপ্যমানঃ (অনুতপ্তচিত্তঃ সন্) ততঃ (সভামধ্যাৎ) ভবনং (নিজগৃহম্) অগমৎ (গতবান্) ।। ৩৯ ।।

অনুবাদ—তখন সত্রাজিত অতিশয় লজ্জিত ও অধোমুখ হইয়া মণিগ্রহণপূর্ব্বক স্বকীয় অপরাধনিবন্ধন অনুতপ্তচিত্তে সভা হইতে নিজগৃহে গমন করিলেন ।। ৩৯ ।।

বিশ্বনাথ—অনুতপ্যমানোঽনুতপন্ ।। ৩৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতকে সভা-মধ্যে আহ্বান করিয়া ঐ মণি তাহাকে প্রদানকালে মণিলাভের বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন, তাহাতে সত্রাজিৎ অনুতপ্তচিত্তে সভা হইতে নিজগৃহে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

———

সোঽনুধ্যায়ংস্তদেবাঘং বলবদ্বিগ্রহাকুলঃ ।
কথং মৃজাম্যাত্মরজঃ প্রসীদেদ্বাচ্যুতঃ কথম্ ॥৪০॥
কিং কৃত্বা সাধু মহ্যং স্যান্ন শপেদ্বা জনো যথা ।
অদীর্ঘদর্শনং ক্ষুদ্রং মূঢ়ং দ্রবিণলোলুপম্ ॥ ৪১ ॥
দাস্যে দুহিতরং তস্মৈ স্ত্রীরত্নং রত্নমেব চ ।
উপায়োঽয়ং সমীচীনস্তস্য শান্তির্ন চান্যথা ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—বলবদ্‌বিগ্রহাকুলঃ (বলবদ্ভিঃ ভগবদীয়ৈঃ সহ বিগ্রহঃ বিরোধঃ তেন আকুলঃ সন্) সঃ তৎ এব অঘম্ (অপরাধম্) অনুধ্যায়ন্ (অনুক্ষণং চিন্তয়ন্) কথং (কেন প্রকারেণ) আত্মরজঃ (আত্মাপরাধং) মৃজামি (অপনয়ামি) কথং বা অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রসীদেৎ (প্রসন্নো ভবেৎ) কিং কৃত্বা (কস্মিন্ কৃতে) মহ্যং (মম) সাধু (ভদ্রং) স্যাৎ যথা (যেন প্রকারেণ) অদীর্ঘদর্শনং (অদূরদর্শিনং অবিচারকং) ক্ষুদ্রং (কৃপণং) মূঢ়ং (মন্দমতিং) দ্রবিণলোলুপং (ধনলুব্ধং মাং) জনঃ ন শপেৎ (অভিশপ্তং ন কুর্য্যাৎ) বা (এবং ধ্যায়ন্ উপায়ং নিশ্চিনোতি) তস্মৈ (শ্রীকৃষ্ণায়) স্ত্রীরত্নং (স্ত্রীষু রত্নস্বরূপাং) দুহিতরং (নিজকন্যাং) রত্নং (স্যমন্তকম্) এব চ (অপি) দাস্যে (দাস্যামি) অয়ং সমীচীনঃ (যুক্তঃ) উপায়ঃ (পন্থাঃ) অন্যথা (অন্যপ্রকারেণ) তস্য (অপরাধস্য) শান্তিঃ ন চ (ভবেৎ) ॥ ৪০-৪২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বলশালী কৃষ্ণপক্ষীয়গণের সহিত বিরোধবশতঃ আকুল হইয়া অনুক্ষণ উক্ত অপরাধের চিন্তা করিতে করিতে—"কিরূপে নিজ অপরাধের পরিহার করিব, কিরূপেই বা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইবেন, কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে আমার মঙ্গল হইবে, এবং লোক আমাকে অদূরদর্শী, কৃপণ, মূঢ় ও ধনলুব্ধ বলিয়া তিরস্কার করিবে না" ইত্যাদি আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণকে স্ত্রীরত্নস্বরূপা নিজকন্যা এবং স্যমন্তক মণি প্রদান করিব। ইহাই সমীচীন উপায়, অন্যথা এই অপরাধের শান্তি হইবে না" ॥ ৪০-৪২ ॥

———

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সত্রাজিৎ স্বসুতাং শুভাম্ ।
মণিঞ্চ স্বয়মুদ্যম্য কৃষ্ণায়োপজহার হ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ— সত্রাজিৎ বুদ্ধ্যা (চিত্তেন) এবং ব্যবসিতঃ (নিশ্চয়যুক্তঃ সন্) শুভাং (সুলক্ষণাং) স্বসুতাং (নিজকন্যাং) মণিং (স্যমন্তকং) চ স্বয়ং উদ্‌যম্য (উদ্‌যোগং কৃত্বা) কৃষ্ণায় উপজহার হ (উপহৃতবান্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—সত্রাজিৎ মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া স্বয়ং উদ্‌যোগপূর্ব্বক সুলক্ষণা স্বীয়কন্যা এবং স্যমন্তক মণি শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করিলেন ॥৪৩

———

তাং সত্যভামাং ভগবানুপযেমে যথাবিধি ।
বহুভির্যাচিতাং শীল-রূপৌদার্য্যগুণান্বিতাম্ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বহুভিঃ (কৃতবর্ম্মাদিভিঃ অনেকৈঃ রাজন্যৈঃ পূর্ব্বং) যাচিতাং (পরিণেতুং প্রার্থিতাং) শীলরূপৌদার্য্যগুণান্বিতাং (শীলং স্বভাবঃ রূপং ঔদার্য্যং সারল্যং গুণাঃ অন্যে চ যে সদ্‌গুণাঃ তৈঃ যুক্তাং) তাং সত্যভামাং (সত্যভামানাম্নীং সত্রাজিৎকন্যাং) যথাবিধি (যথাবিধানম্) উপযেমে (পরিণীতবান্) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি বহুরাজগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিতা, স্বভাব, সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং অন্যান্য বিবিধ সদ্‌গুণযুক্তা সত্যভামাকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ —বলবদ্ভির্ভগবদীয়ৈঃ সহ বিগ্রহঃ বিরোধস্তেনাকুলোঽভূৎ। অনুধ্যানমাহ,—কথমিতি সার্দ্ধদ্বয়েন ॥ ৪০-৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্রাজিৎ ভগবৎপক্ষীয় বলবান বীরগণের সহিত বিরোধ হইল, এইজন্য আকুল হইলেন এবং অনুধ্যান করিলেন— কিরূপে আমি এই অপরাধের শান্তি করিতে পারি, ইহা আড়াইটি পদ্যে বলিতেছেন ॥ ৪০-৪৪ ॥

———

ভগবানাহ ন মণিং প্রতীচ্ছামো বয়ং নৃপ।
তবাস্তাং দেবভক্তস্য বয়ঞ্চ ফলভাগিনঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে স্যমন্তকোপাখ্যানে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ সত্রাজিতং প্রতি) আহ (উবাচ হে) নৃপ (রাজন্) বয়ং মণিং ন প্রতীচ্ছামঃ (ন অভিলষামঃ) দেবভক্তস্য (সূর্য্যভক্তস্য) তব (এব এষঃ) আস্তাং (তিষ্ঠতু) বয়ং চ ফলভাগিনঃ (ভবতঃ মণিনা যৎ ফলং দৃষ্টং অদৃষ্টং বা শ্রেয়ঃ ভবেৎ তৎপরমান্তরঙ্গত্বাৎ অস্মাসু অপি পর্য্যবস্যেৎ ইতি বাক্যার্থঃ, তব অপুত্রত্বাৎ ত্বদীয়ং ধনং অস্মাকমেব ইতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ) ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতকে বলিলেন,—হে রাজন্, আমরা এই মণির অভিলাষী নহি, সূর্য্যভক্ত আপনারই ইহা থাকুক, তাহা হইলে আমরাও ইহার ফলভাগী হইব ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—দেবঃ সূর্য্যস্তদ্ভক্তস্য। ফলভাগিন ইতি তবাপুত্রত্বাদীয়ং ধনমস্মাকমেবেতি ন্যায়ো ধ্বনিতঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্রাজিৎ সর্ব্বসদ্গুণ সম্পন্না নিজকন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে মণিসহ প্রদান করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে মহারাজ! সূর্য্যভক্ত আপনার মণি আমরা চাই না, দেবভক্ত আপনার কাছেই থাকুক, কেবল তুমি অপুত্রক বলিয়া আমরা ফলভোগ করিব, ঐ সম্পদটি আমাদেরই—এই ন্যায়টি প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪৫ ॥

ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমস্কন্ধের ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—
বিজ্ঞাতার্থোঽপি গোবিন্দো দগ্ধানাকর্ণ্য পাণ্ডবান্।
কুন্তীঞ্চ কুল্যকরণে সহরামো যযৌ কুরূন্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শতধন্বার বধে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের দুর্যশঃ হইলে শ্রীকৃষ্ণের অক্রূর কর্ত্তৃক আনীত মণিদ্বারা স্বীয় অপযশ মার্জ্জন বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ জতুগৃহে পাণ্ডবগণের অগ্নিদাহের বিবরণ শ্রবণ করিয়া স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কৌলিক ব্যবহার রক্ষার্থ বলদেবের সহিত হস্তিনাপুরে গমন করিলে অক্রূর এবং কৃতবর্ম্মা শতধন্বাকে সত্রাজিতের নিকট হইতে মণিগ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাক্যে ভেদবুদ্ধিগ্রস্ত পাপাত্মা শতধন্বা সত্রাজিতকে নিদ্রিতাবস্থায় বিনাশপূর্ব্বক মণিগ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। পিতার নিধনে শোকগ্রস্তা সত্যভামা স্বয়ং হস্তিনাপুরে গমন করিয়া পরিতপ্তচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পিতৃবধবৃত্তান্ত নিবেদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলদেব সহ দ্বারকায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শতধন্বার বিনাশের উপক্রম করেন। শতধন্বা অক্রূর ও কৃতবর্ম্মার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ

হওয়ায় অক্রূরের নিকট মণি রক্ষা করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। বলদেব সহ শ্রীকৃষ্ণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তীক্ষ্ণধার চক্রদ্বারা উঁহার শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক তাহার নিকট মণি দেখিতে পাইলেন না। তখন বলদেব বলিলেন যে, শতধন্বা নিশ্চয়ই কাহারও নিকট মণি গচ্ছিত রাখিয়াছে এবং তদনুসন্ধানার্থ শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় গমন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং বিদেহরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক কতিপয় বৎসর তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে রাজা দুর্য্যোধন বলদেবের নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মৃত সত্রাজিতের পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করিলেন। অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বার নিধনবার্ত্তাশ্রবণে দ্বারকা হইতে পলায়ন করিলে দ্বারকায় আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ সন্তাপ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল, তাহাতে পুরবাসিগণ অক্রূরের প্রবাসকেই উঁহার কারণ নির্ণয় করিলেন; কারণ এক সময়ে কাশীতে অনাবৃষ্টি হইলে কাশীরাজ তথায় সমাগত অক্রূরের পিতাকে নিজ কন্যা প্রদান করিলে তথায় বৃষ্টি হইয়াছিল। পিতৃতুল্য প্রভাবশালী অক্রূরেরও তাদৃশ প্রভাব সম্ভব জ্ঞানে বৃদ্ধগণ অক্রূরকে আনয়ন করিতে বলিলে শ্রীকৃষ্ণ কেবল অক্রূরের প্রবাসকেই অমঙ্গলের কারণ মনে না করিয়া মণির অপগমনকেও তৎকারণ নির্দ্ধারণপূর্ব্বক অক্রূরকে আনাইয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন এবং বিবিধ প্রিয়বাক্যে বলিলেন যে, শতধন্বা যে অক্রূরের নিকট মণি রক্ষা করিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ উহা অবগত আছেন। সত্রাজিৎ নিঃসন্তান হওয়ায় তাঁহার দৌহিত্রগণই তদবশিষ্ট বিত্তের অধিকারী; অথাপি অন্যের দুর্দ্ধর মণি অক্রূরের নিকটই রক্ষা করিবেন। কেবলমাত্র উহা বন্ধুগণের নিকট প্রদর্শন করিবেন। অক্রূর সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত মণি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণ উহা জ্ঞাতিগণকে প্রদর্শন করাইয়া অক্রূরকে পুনঃ প্রত্যর্পণ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,— বিজ্ঞাতার্থঃ (পাণ্ডবাঃ বিলদ্বারেণ জতুগৃহাৎ নির্গতাঃ ইত্যেবং বিজ্ঞাতঃ অর্থঃ যেন সঃ তথাভূতঃ) অপি গোবিন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কুন্তীং পাণ্ডবান্ চ দগ্ধান্ (জতুগৃহে অগ্নিনা দগ্ধান্ ইতি) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) কুল্যকরণে (কুলোচিতসংব্যবহারার্থং) সহ রামঃ (রামেণ সহ) কুরূন্ যযৌ (কুরূণাং সমীপং গতবান্)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ, কুন্তী এবং পাণ্ডবগণ জতুগৃহে অগ্নিদগ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া কৌলিক প্রথারক্ষার জন্য বলদেবের সহিত কুরুগণ সমীপে গমন করিয়াছিলেন, পরন্তু পাণ্ডবগণ যে গর্ত্তপথে জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছেন এই প্রকৃতবৃত্তান্ত তিনি অবগত ছিলেন॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

সপ্তপঞ্চাশত্তমে তু বধঃ সত্রাজিতো হতঃ।
শতধন্বা তু কৃষ্ণেনাক্রূরাৎ প্রাপ্তো মণিস্ততঃ॥
সাধারকং পালকোঽপি হন্যাৎ কৃষ্ণাবমাননাৎ।
ইতি বিজ্ঞাপয়ামাস মণিঃ সত্রাজিতো বধাৎ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তপঞ্চশত্তম অধ্যায়ে সত্রাজিতের বধ, কৃষ্ণকর্ত্তৃক শতধন্বার বধ, অক্রূর হইতে মণিলাভ॥

শ্রীকৃষ্ণের অপমান হেতু সত্রাজিৎ মণির ধারক ও পালক হইলেও মণি তাহাকেই বধ করিল—ইহাই জানানো হইল॥ ০॥

ভীষ্মং কৃপং সবিদুরং গান্ধারীং দ্রোণমেব চ।
তুল্যদুঃখৌ চ সঙ্গম্য হা কষ্টমিতি হোচতুঃ॥ ২॥

অন্বয়ঃ—(তৌ) ভীষ্মং সবিদুরং (বিদুরেণ সহ বর্ত্তমানং) কৃপং (কৃপাচার্য্যং) গান্ধারীং দ্রোণং এব চ সঙ্গম্য (অন্যেষাং তদ্দাহদুঃখাভাবাৎ ভীষ্মাদীন্ এব সঙ্গম্য সংপ্রাপ্য) তুল্যদুঃখৌ (তুল্যং দুঃখং যয়োঃ তৌ সমদুঃখভাগিনৌ সন্তৌ) হা কষ্টং (দুঃখম্) ইতি (ইত্যেবম্) উচতুঃ (কথয়ামাসতুঃ)॥ ২॥

অনুবাদ—তাঁহারা ভীষ্ম, বিদুর, কৃপাচার্য্য, গান্ধারী এবং দ্রোণাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া সমদুঃখে "হায় একি কষ্টের কারণ ঘটিল!" ইত্যাদি শোকপ্রকাশক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন॥ ২॥

বিশ্বনাথ—পাণ্ডবাঃ বিলদ্বারেণ জতুগৃহান্নির্গতা ইতি বিজ্ঞাতোঽর্থো যেন সঃ। কুন্তীঞ্চ দগ্ধামাকর্ণ্য কুল্যকরণে কুলোচিতব্যবহারার্থম্॥ ১-২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুর্য্যোধন কুন্তীসহ পঞ্চ-পাণ্ডবকে পুড়াইয়া মারিবার জন্য জতুগৃহে পাঠাইয়াছিল। বিদুর মহাশয় সুড়ঙ্গ খনন করিবার লোক পাঠাইয়া জতুগৃহ দাহের পূর্ব্বেই তাহাদিগকে সুড়ঙ্গ পথে পলাইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ ঐ সুড়ঙ্গ পথে বাহিরে চলিয়া যান, শ্রীকৃষ্ণ এই কথা জানিয়াও 'কুন্তীদেবী পুত্রগণের সহিত দগ্ধ হইয়াছেন'—এই কথা শুনিয়া কুলাচার অনুযায়ী ব্যবহার দেখাইবার জন্য বলরামের সহিত দ্বারকা হইতে কৌরবদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। ১-২ ॥

লব্ধৈতদন্তরং রাজন্ শতধন্বানমূচতুঃ।
অক্রূরকৃতবর্ম্মাণৌ মণিঃ কস্মান্ন গৃহ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অক্রূর-কৃতবর্ম্মাণৌ (অক্রূরঃ কৃতবর্ম্মা চ) এতৎ (কৃষ্ণ-রাময়োঃ অসান্নিধ্য-রূপম্) অন্তরম্ (অবসরং) লব্ধ্বা (প্রাপ্য) শতধন্বানং ঊচতুঃ (এবং কথয়ামাসতুঃ) কস্মাৎ (কেন হেতুনা) মণিঃ (স্যমন্তকঃ সত্রাজিতঃ সকাশাৎ) ন গৃহ্যতে (ত্বয়া ন নীয়তে)। ৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অক্রূর এবং কৃতবর্ম্মা এই অবসরে শতধন্বাকে বলিল যে, তুমি কি জন্য সত্রাজিতের নিকট হইতে মণি গ্রহণ করিতেছ না ॥৩॥

বিশ্বনাথ—এতদন্তরমিতি সংপ্রতি রাম-কৃষ্ণৌ দ্বারকায়াং নস্ত ইত্যধুনৈব সত্রাজিতং হত্বা মণির্গ্রহীতুং শক্যঃ তত্রাবাভ্যাং সকাশাৎ ত্বমেব শূর ইতি ত্বয়ৈবায়ং হন্যতাম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অবসরে অর্থাৎ এখন কৃষ্ণ বলরাম দ্বারকায় নাই, অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বাকে বলিল— এখনই সত্রাজিৎকে মারিয়া তুমি মণি গ্রহণ করিতে পার, আমাদের দুইজন হইতে তুমি অধিক বীর, তুমিই উহাকে বধ কর ॥ ৩ ॥

যোঽস্মভ্যং সম্প্রতিশ্রুত্য কন্যারত্নং বিগর্হ্য নঃ।
কৃষ্ণায়াদান্ন সত্রাজিৎ কস্মাদ্ভ্রাতরমন্বিয়াৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু জীবন্ সত্রাজিৎ কথং মণিং দাস্যতীত্যূচতুঃ) যঃ (সত্রাজিৎ) অস্মভ্যং কন্যারত্নং (সত্যভামাং দাতুং) সম্প্রতিশ্রুত্য (সম্যক্ অঙ্গীকৃত্যাপি) নঃ (অস্মান্) বিগর্হ্য (পশ্চাৎ তুচ্ছীকৃত্য) কৃষ্ণায় অদাৎ (কন্যারত্নং দত্তবান্ সঃ) সত্রাজিৎ কস্মাৎ [কথং (কেন হেতুনা)] ভ্রাতরং (মৃতং প্রসেনং) ন অন্বিয়াৎ (ন অনুগচ্ছেৎ ম্রিয়তাং ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যে সত্রাজিৎ আমাদিগকে কন্যারত্ন প্রদানে অঙ্গীকারপূর্ব্বক পশ্চাৎ আমাদিগকে অবহেলা করিয়া কৃষ্ণকে কন্যাদান করিয়াছে, সে কেন মৃত-ভ্রাতার অনুগামী না হইবে? ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র সত্রাজিতোঽপরাধমাহতুঃ,—যোঽস্মভ্যমিতি। বহুভির্যাচিতামিতি পূর্ব্বোক্তৈরেভিঃ পূর্ব্বং সা প্রত্যেকং প্রার্থিতা তেনাপি দাতুং প্রতিশ্রুতা আসীদিতি গম্যতে। ভ্রাতরং প্রসেনং মৃতং কস্মান্নান্বিয়াৎ অপি তু অনুগচ্ছেদেব ম্রিয়তামিত্যর্থঃ। অত্র ভগবন্মিথ্যাপবাদোত্থাপকে সত্রাজিতি মহাক্রোধেনৈব ভক্তপ্রবরাভ্যামক্রূরকৃতবর্ম্মভ্যাং তদ্বধে শতধন্বপ্রবর্ত্তনার্থমেব তাদৃশমুক্তিমিতি প্রাঞ্চঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এ বিষয়ে সত্রাজিতের অপরাধ অক্রূর বলিতেছেন—যে সত্রাজিৎ নিজ কন্যাকে আমাদিগের সহিত বিবাহ দানের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। আমাদিগকে কন্যা দান না করিয়া যেহেতু কৃষ্ণকে দিয়াছে সেইহেতু তাহার ভ্রাতা মৃত প্রসেনের পশ্চাৎ গমন করুক অর্থাৎ মরুক। ভগবানকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার ফলে সত্রাজিতের উপর ভক্ত প্রবরদ্বয় অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা সত্রাজিতের বধের জন্য শতধন্বাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন, ইহা প্রাচীন টীকাকারগণও বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥

এবং ভিন্নমতিস্তাভ্যাং সত্রাজিতমসত্তমঃ।
শয়ানমবধীল্লোভাৎ স পাপঃ ক্ষীণজীবিতঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তাভ্যাং (অক্রূর-কৃতবর্ম্মাভ্যাম্) এবং ক্রমেণ) ভিন্নমতিঃ (ভিন্না ভেদং প্রাপিতা মতিঃ বুদ্ধিঃ যস্যঃ সঃ) অসত্তমঃ (দুর্জ্জনশ্রেষ্ঠঃ) ক্ষীণজীবিতঃ (হতায়ুষ্কঃ) পাপঃ (পাপাত্মা) সঃ (শতধন্বা) লোভাৎ (মণিলোভেন) শয়ানং (নিদ্রিতং সত্রাজিতম্ অবধীৎ (নিহতবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অক্রূর এবং কৃতবর্ম্মার বাক্যে ভেদ-বুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া দুর্জ্জনপ্রবর, হতায়ুঃ, পাপাত্মা শতধন্বা মণিলোভে সত্রাজিতকে নিদ্রিত অবস্থায় নিহত করিয়া-ছিল ॥ ৫ ॥

স্ত্রীণাং বিক্রোশমানানাং ক্রন্দন্তীনামনাথবৎ ।
হত্বা পশূন্ সৌনিকবন্মণিমাদায় জগ্মিবান্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—স্ত্রীণাং বিক্রোশমানানাং অনাথবৎ ক্রন্দন্তীনাম্ (অন্তঃপুরস্ত্রীষু বিলপন্তীষু অনাথবৎ ক্রন্দ-তীষু চ সতীষু) পশূন্ হত্বা সৌনিকবৎ (সৌনিকঃ মাংসবিক্রেতা যথা পশূন্ হত্বা গচ্ছতি তথাঃ সঃ সত্রা-জিতং হত্বা) মণিং আদায় (গৃহীত্বা) জগ্মিবান্ (গতঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তৎকালে অন্তঃপুরনারীগণ বিলাপ এবং অনাথের ন্যায় ক্রন্দন করিতে থাকিলে পশুঘাতী মাংসবিক্রয়ীর ন্যায় শতধন্বা মণিগ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল ॥ ৬ ॥

সত্যভামা চ পিতরং হতং বীক্ষ্য শুচাৰ্পিতা ।
ব্যলপৎ তাত তাতেতি হা হতাস্মীতি মুহ্যতী ॥৭॥

অন্বয়ঃ—সত্যভামা চ হতং পিতরং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) শুচাৰ্পিতা (শোকাকুলা) হা হতা অস্মি ইতি মুহ্যতী (মোহং গতা সতী) তাত তাত ইতি (উক্ত্বা) ব্যলপৎ (বিললাপ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—নিহত পিতার দর্শনে শোকাকুলা সত্যভামা "হায় আমি হত হইলাম" এইরূপে মোহ-প্রাপ্ত হইয়া হা পিতঃ, হা পিতঃ, এইরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভিন্নমতিঃ প্রতারিতবুদ্ধিঃ । অসত্তম ইতি শতধন্বা মূলত এব কুবুদ্ধিঃ সত্রাজিতি বদ্ধবৈরশ্চ ॥ ৫-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্রাজিৎ ভিন্নমতি অর্থাৎ প্রতারিত বুদ্ধি হইয়া অসত্তম মূলত কুবুদ্ধি সম্পন্ন এবং সত্রাজিতের উপর বদ্ধবৈরভাবযুক্ত ॥ ৫-৭ ॥

তৈলদ্রোণ্যাং মৃতং প্রাস্য জগাম গজসাহ্বয়ম্ ।
কৃষ্ণায় বিদিতার্থায় তপ্তাচখ্যৌ পিতুর্বধম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ সা) তৈলদ্রোণ্যাং (তৈলপূর্ণ-ভাণ্ডে) মৃতং (পিতরং) প্রাস্য (সংস্থাপ্য) গজসাহ্বয়ং (হস্তিনাপুরং) জগাম (গতবতী) তপ্তা (তাপগ্রস্তা সতী) বিদিতার্থায় (স্বয়মেব বিদিতবৃত্তান্তায়) কৃষ্ণায় পিতুঃ বধং আচখ্যৌ (বর্ণয়ামাস) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তৈলপূর্ণভাণ্ডে পিতার মৃতদেহ রক্ষা করিয়া স্বয়ং হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক পরিতপ্ত-চিত্তে কৃষ্ণের নিকট পিতৃবধবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই স্বয়ং এই বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ —তৈলদ্রোণ্যাং প্রাস্যেতি । যস্যা ভর্ত্তা পরমেশ্বরঃ সা তদ্দ্বারা স্বতাতং কথং নাজীবয়িষ্যদিতি লোকোক্ত্যৈব জগাম ন তু কৃষ্ণপ্রাতিকূল্যে সত্রাজিতি তস্যা বস্তুতঃ স্নেহঃ কৃষ্ণায় কৃষ্ণমপি তাপযুক্তীকর্ত্তুং তপ্তেতি যথাহং তপ্তা তথা ত্বমপি তাপমেবাভিনয়েতি জ্ঞাপয়ন্তীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্রাজিৎকে ঘুমন্ত অবস্থায় শতধন্বা বধ করিয়া মণি লইয়া পলায়ণ করিল, এদিকে সত্যভামা পিতার মৃতদেহ তৈলপূর্ণ নৌকাতে রক্ষা করিয়া স্বয়ং হস্তীনাপুরে গমন করিলেন,—যাঁহার স্বামী পরমেশ্বর সেই কন্যা পরমেশ্বর দ্বারা নিজ পিতাকে কেন না বাঁচাইবে—এই লোকোক্তি দ্বারাই । কৃষ্ণের প্রতি সত্রাজিতের প্রতিকূলভাব থাকায়, বস্তুত পিতার প্রতি সত্যভামার স্নেহ ছিল না । কৃষ্ণকে উত্তপ্ত করিবার জন্য নিজে তপ্ত হইয়া আমি যেমন তপ্ত হইয়াছি তুমিও সেই প্রকার উত্তপ্ত অভিনয় কর, ইহাই জানাইবার জন্য—ইহাই ভাবার্থ ॥ ৮ ॥

তদাকর্ণ্যেশ্বরৌ রাজন্নমুসৃত্য নৃলোকতাম্ ।
অহো নঃ পরমং কষ্টমিত্যস্রাক্ষৌ বিলেপতুঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, ঈশ্বরৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) তৎ (সত্রাজিতবধবৃত্তম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) নৃলোকতাং (নরোচিত ব্যবহারম্) অনুসৃত্য (অনুকৃত্য) অহো নঃ (অস্মাকং) পরমং কষ্টং (মহৎ দুঃখং জাতম্) ইতি (উক্ত্বা) অস্রাক্ষৌ (বাষ্পাকুলিতলোচনৌ সন্তৌ) বিলেপতুঃ (বিলাপং কৃতবন্তৌ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, রাম-কৃষ্ণ উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনুষ্যোচিতব্যবহারের অনুসরণপূর্ব্বক "অহো! আমাদের মহাদুঃখের কারণ উপস্থিত হইল"—এই বলিয়া বাষ্পাকুললোচনে বিলাপ করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্যাবচনং শ্রুত্বা অশ্রুপাতং বিনা বিলাপঞ্চাভিনিন্যতুর্ল্লোকসমাধানার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্যভামার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অশ্রুপাত না করিয়া লোক সমাধানের জন্য বিলাপের অভিনয় করিলেন ॥ ৯ ॥

———

আগত্য ভগবাংস্তস্মাৎ সভার্য্যঃ সাগ্রজঃ পুরম্ ।
শতধন্বানমারেভে হন্তুং হর্ত্তুং মণিং ততঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) সভার্য্যঃ (সস্ত্রীকঃ) সাগ্রজঃ [সাগ্রজেন (অগ্রজেন রামেণ সহিতশ্চ)] ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তস্মাৎ (কৌরবনগরাৎ) পুরং (দ্বারকাম্) আগত্য শতধন্বানং হন্তুং ততঃ (তস্য সকাশাৎ) মণিং হর্ত্তুং (গ্রহীতুং চ) আরেভে (উপক্রান্তবান্) ॥১০॥

অনুবাদ—অনন্তর সস্ত্রীক শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক শতধন্বার বধ এবং তাহার নিকট হইতে মণিগ্রহণের উপক্রম করিলেন ॥ ১০ ॥

———

সোঽপি কৃষ্ণোদ্যমং জ্ঞাত্বা ভীতঃ প্রাণপরীপ্সয়া ।
সাহায্যে কৃতবর্ম্মাণমযাচত স চাব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (শতধন্বা) অপি কৃষ্ণোদ্যমং (কৃষ্ণস্য প্রযত্নং) জ্ঞাত্বা ভীতঃ (সন্) প্রাণপরীপ্সয়া (প্রাণস্য প্রাপ্তুং ইচ্ছয়া প্রাণরক্ষণকামনয়া ইত্যর্থঃ) সাহায্যে (সহায়কর্ম্মণি) কৃতবর্ম্মাণম্ অযাচত (প্রার্থিতবান্) সঃ (কৃতবর্ম্মা) চ অব্রবীৎ (বক্ষ্যমাণবচনং উক্তবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শতধন্বাও শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ উদ্যম অবগত হইয়া ভয়ে প্রাণরক্ষার্থ কৃতবর্ম্মার সাহায্য প্রার্থনা করিল। তখন কৃতবর্ম্মা তাহাকে এইরূপ বলিয়াছিল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ সা আগত্য জীবয়িতুমশক্তাবেব সাস্রং বিলেপতুরিতি স্ববন্ধূন্ অবদদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥১০-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতঃপর সত্যভামা আসিয়া পিতাকে জীবিত করিতে না পারিয়া অশ্রুপাতসহ বিলাপ দ্বারা নিজ বন্ধুগণকে বলিতে লাগিলেন ॥১০-১১

———

নাহমীশ্বরয়োঃ কুর্য্যাং হেলনং রাম-কৃষ্ণয়োঃ ।
কো নু ক্ষেমায় কল্পেত তয়োর্বৃজিনমাচরন্ ॥ ১২ ॥
কংসঃ সহানুগোঽপীতো যদ্দ্বেষাত্ত্যাজিতঃ শ্রিয়া ।
জরাসন্ধঃ সপ্তদশ সংযুগাদ্ বিরথো গতঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—অহং ঈশ্বরয়োঃ রাম-কৃষ্ণয়োঃ হেলনং (প্রাতিকূল্যং) ন কুর্য্যাং (কর্ত্তুং ন শক্নুয়াং ইত্যর্থঃ) তয়োঃ (রাম-কৃষ্ণয়োঃ বিষয়ে) বৃজিনং (পাপং অপরাধং ইত্যর্থঃ) আচরন্ (কুর্ব্বন্ সন্) কঃ নু (কোঃ জনঃ) ক্ষেমায় কল্পেত (মঙ্গলেন স্থাতুং শক্নুয়াৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্দ্বেষাৎ (যয়োঃ রাম-কৃষ্ণয়োঃ দ্বেষবশাৎ) সহানুগঃ (সানুচরঃ) কংসঃ শ্রিয়া (সম্পদা) ত্যাজিতঃ (ভ্রংশিতঃ সন্) অপীতঃ (মৃতঃ অভবৎ) জরাসন্ধঃ (মগধরাজশ্চ) সপ্তদশ সংযুগান্ (যুদ্ধানি-কৃত্বা) বিরথঃ (রথশূন্যঃ সন্) গতঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—আমি ঈশ্বরস্বরূপ রামকৃষ্ণের প্রতিকূল আচরণে সমর্থ নহি, যেহেতু যাঁহাদের বিদ্বেষে অনুচরগণের সহিত রাজা কংস শ্রীভ্রষ্ট ও বিনষ্ট হইয়াছে এবং রাজা জরাসন্ধও সপ্তদশবার যুদ্ধ করিয়া রথহীন হইয়াছিলেন ; তাঁহাদের নিকট অপরাধ করিয়া কোন্ ব্যক্তি মঙ্গললাভ করিতে পারে ? ১২-১৩॥

বিশ্বনাথ—নাহমিত্যয়ং ভাবঃ। ময়া সত্রাজিদ্বধ এব ভবান্ প্রবর্ত্তিতো নতু ভগবৎ প্রাতিকূল্যে। তত্ত্ব ত্বং যদি শরণং ন যিযাসসি তর্হি ত্বমিব কিমহমপি তৎপ্রতিকূলো বুভূষামীতি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অপীতোমৃতঃ অপ্যয়শব্দস্যামরণার্থকত্বাৎ শ্রিয়া ত্যাজিতস্ত্যক্তঃ। যদ্বা হত ইহ যৎ দ্বেষাৎ স্ববিষয়কাদ্দ্বেতোঃ কংসঃ শ্রিয়া ত্যাজিতঃ সপ্তদশানাং সংযুগানাং সমাহারস্তস্মাৎ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নাহং ইত্যাদি শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, আমাকর্ত্তৃক সত্রাজিৎ বধই আপনি করা-

হইয়াছেন কিন্তু ভগবানের প্রতিকুল আচরণে তাহার বধ হয় নাই। সেই ভগবানে তুমি যদি স্মরণাপন্ন না হও তাহা হইলে তোমার ন্যায় কি আমিও কৃষ্ণের প্রতিকুল আচরণ করিব ? ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপীত অর্থাৎ অমৃত, অপ্যয় শব্দের অমরণ অর্থ হেতু, লক্ষ্মীকর্ত্তৃক ত্যক্ত, অথবা হত এইস্থলে যাহার দ্বেষ বশতঃ নিজ বিষয়ক কারণে কংস লক্ষ্মীকর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়াছিল, জরাসন্ধ সপ্তদশবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল সেই কৃষ্ণের নিকট অপরাধ করিয়া কোন্ ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করিতে পারে ? ১৩ ॥

———

প্রত্যাখ্যাতঃ স চাক্রূরং পার্ষ্ণিগ্রাহমযাচত ।
সোঽপ্যাহ কো বিরুধ্যেত বিদ্যানীশ্বরয়োর্বলম্ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—(কৃতবর্ম্মণা এবং) প্রত্যাখ্যাতঃ সঃ (শতধন্বা) অক্রূরং চ পার্ষ্ণিগ্রাহং (সাহায্যম্) অযাচত (প্রার্থিতবান্) সঃ (অক্রূরঃ) অপি আহ (উক্তবান্ যৎ) ঈশ্বরয়োঃ (রাম-কৃষ্ণয়োঃ) বলং (প্রভাবং) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) কঃ (কো জনঃ তাভ্যাং) বিরুধ্যেত (বিরোধং কুর্য্যাৎ ন কোঽপীতি ভাবঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপে কৃতবর্ম্মা প্রত্যাখ্যান করিলে শতধন্বা অক্রূরের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তখন অক্রূর বলিলেন যে, রাম-কৃষ্ণের প্রভাব অবগত হইয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে ? ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং কৃতবর্ম্মণা প্রত্যাখ্যাতঃ ॥১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক শতধন্বা পরিত্যক্ত হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥

———

য ইদং লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি চ ।
চেষ্টাং বিশ্বসৃজো যস্য ন বিদুর্মোহিতাজয়া ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—যঃ (রাম-কৃষ্ণৌ একমেবতত্ত্বং ইত্যভিপ্রেত্য একবচনপ্রয়োগঃ) লীলয়া ইদং বিশ্বং সৃজতি অবতি (রক্ষতি) হন্তি (বিনাশয়তি) চ (অপি চ) অজয়া (যস্য মায়য়া) মোহিতাঃ (সন্তঃ) বিশ্বসৃজঃ (বিশ্বরচয়িতারঃ ব্রহ্মাদয়ঃ অপি) যস্য চেষ্টাং (প্রযত্নং লীলাং) ন বিদুঃ (ন জানন্তি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যিনি লীলায় এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্য সাধন করিতেছেন এবং যাঁহার মায়ায় মোহিত বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত তাঁহার লীলা জানিতে পারেন না ॥ ১৫ ॥

———

যঃ সপ্তহায়নঃ শৈলমুৎপাট্যৈকেন পাণিনা ।
দধার লীলয়া বাল উচ্ছিলীন্ধ্রমিবার্ভকঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—সপ্তহায়নঃ (সপ্তবর্ষবয়স্কঃ) যঃ বালঃ (বালকঃ) শৈলং (গোবর্দ্ধনপর্ব্বতম্) উৎপাট্য অর্ভকঃ (শিশুঃ) উচ্ছিলীন্ধ্রং ইব (যথা ছত্রাকং ধারয়তি তথা) লীলয়া একেন পাণিনা (বামহস্তেন) দধার (ব্রজমণ্ডলোপরি ধৃতবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—সপ্তবর্ষবয়স্ক যে বালক শিশুর ছত্রাকধারণের ন্যায় অবলীলাক্রমে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটনপূর্ব্বক একহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

———

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াদ্ভুতকর্ম্মণে ।
অনন্তায়াদিভূতায় কূটস্থায়াত্মনে নমঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অতএব) অদ্ভুতকর্ম্মণে (অদ্ভুতচরিতায়) ভগবতে কৃষ্ণায় (নরাকৃতি পরব্রহ্মণে) তস্মৈ নমঃ। অনন্তায় (অন্তরহিতায় সদা বর্ত্তমানায়) আদিভূতায় (অনাদয়ে) কূটস্থায় (মধ্যে সৃষ্ট্যাদৌ অপি বিকাররহিতায়) আত্মনে (সর্ব্বান্তর্য্যামিনে তস্মৈ) নমঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সেই অদ্ভুতকর্ম্মা, অনন্ত, অনাদি, নির্ব্বিকার, সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—রামকৃষ্ণাবেকমেব তত্ত্বমিত্যভিপ্রেত্যাহ,—য ইতি। মোহিতা অজয়া ইতি সন্ধিরার্ষঃ ॥১৫-১৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবলরাম ও কৃষ্ণ একই তত্ত্ব এই অভিপ্রায়ে অক্রূর বলিতেছেন—যিনি লীলাদ্বারা এই বিশ্বকে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছেন, বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মারগণ তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহার লীলা বুঝিতে পারেন না ॥ ১৫-১৭ ॥

———

প্রত্যাখ্যাতঃ স তেনাপি শতধন্বা মহামণিম্ ।
তস্মিন্ ন্যস্যাশ্বমারুহ্য শতযোজনগং যযৌ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—তেন (অক্রূরেণ) অপি প্রত্যাখ্যাতঃ সঃ শতধন্বা তস্মিন্ (অক্রূরে) মহামণিং (স্যমন্তকং) ন্যস্য (সমর্প্য) শতযোজনগং (শতযোজনগামিনম্) অশ্বম্ (আরুহ্য) যযৌ (পলায়নঞ্চক্রে) ॥১৮॥

অনুবাদ—এইরূপে অক্রূরের নিকটেও প্রত্যাখ্যাত হইয়া শতধন্বা তাঁহার নিকট মণি সমর্পণ করিয়া শতযোজনগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ন্যস্য ন্যাসরূপেণ স্থাপয়িত্বেতি স্বাত্মনোঽপি স্বধনে মমত্বাধিক্যং দর্শিতম্ । শতযোজনগামিত্বং তস্য স্বভাব এব বিপৎপ্রাপ্তত্বে তু বহুশতযোজনগমনসামর্থ্যমপি জ্ঞেয়ম্ । অতো দ্বারকাতো মিথিলোপবনপর্য্যন্তমতিকষ্টেন গত্বা তত্রৈবাশ্বো মৃত ইতি বক্ষ্যতে ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শতধন্বা ঐ মণি অক্রূরের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া অর্থাৎ নিজ আত্মা হইতেও নিজের ধনে অধিক মমতা দেখাইয়া শত যোজনগামী যে অশ্বের স্বভাব, বিপদকালে সেই অশ্ব বহুশত যোজন গমন সামর্থ্য রাখে । অতএব দ্বারকা হইতে মিথিলার উপবন পর্য্যন্ত অতিকষ্টে গিয়া সেইখানেই শতধন্বার অশ্ব মৃত হইল, ইহাই বলিবেন ॥ ১৮ ॥

গরুড়ধ্বজমারুহ্য রথং রাম-জনার্দ্দনৌ ।
অন্বয়াতাং মহাবেগৈরশ্বৈ রাজন্ গুরুদ্রুহম্ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, (ততঃ) রাম-জনার্দ্দনৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) গরুড়ধ্বজং রথং আরুহ্য মহাবেগৈঃ অশ্বৈঃ (রথাশ্বৈঃ) গুরুদ্রুহং (গুরুজনহন্তারং তং শতধন্বানম্) অন্বযাতাম্ (অন্বগচ্ছতাম্) ॥১৯॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অনন্তর বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণপূর্ব্বক মহাবেগশালী অশ্বগণের দ্বারা গুরুদ্রোহী শতধন্বার অনুসরণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

মিথিলায়ামুপবনে বিসৃজ্য পতিতং হয়ম্ ।
পদ্ভ্যামধাবৎ সন্ত্রস্তঃ কৃষ্ণোঽপ্যন্বদ্রবদ্রুষা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ শতধন্বা) মিথিলায়াং উপবনে পতিতং (শতযোজনমাত্রগামিত্বাৎ ততঃ পরং গন্তুমশক্তং তত্র পতিতং তং) হয়ম্ (অশ্বং) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) সন্ত্রস্তঃ (ভীতঃ সন্) পদ্ভ্যাং অধাবৎ (ধাবিতবান্) কৃষ্ণঃ অপি রুষা (ক্রোধেন তম্) অন্বদ্রবৎ (অনুধাবিতবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শতধন্বার অশ্ব শতযোজনদূরবর্ত্তী মিথিলার উপবনে গমন করিয়াই অশক্ত ও ভূপতিত হইলে সে অশ্বকে পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে পদব্রজেই ধাবিত হইল, শ্রীকৃষ্ণও ক্রোধে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

পদাতের্ভগবাংস্তস্য পদাতিস্তিগ্মনেমিনা ।
চক্রেণ শির উৎকৃত্য বাসসোর্ব্যচিনোন্মণিম্ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—পদাতিঃ (পদগামী) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তিগ্মনেমিনা (তীক্ষ্ণপ্রান্তেন) চক্রেণ পদাতেঃ (পদগামিনঃ) তস্য (শতধন্বনঃ) শিরঃ (মস্তকম্) উৎকৃত্য (ছিত্ত্বা) বাসসোঃ (বস্ত্রযুগলে উত্তরীয়ে অধোবস্ত্রে চ) মণিং ব্যচিনোৎ (অন্বিষ্টবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—পদচারী ভগবান্ তীক্ষ্ণধার চক্রদ্বারা পদাতি শতধন্বার মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক বস্ত্রযুগলের অভ্যন্তরে মণির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥২১॥

অলব্ধমণিরাগত্য কৃষ্ণ আহাগ্রজান্তিকম্ ।
বৃথা হতঃ শতধনুর্মণিস্তত্র ন বিদ্যতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অলব্ধমণিঃ (শতধন্বসমীপে অন্বেষণেন অপ্রাপ্তমণিঃ) কৃষ্ণঃ অগ্রজান্তিকং (রামসমীপম্) আগত্য আহ (উক্তবান্) শতধনুঃ (শতধন্বা) বৃথা (নিরর্থকমেব) হতঃ (বিনাশিতঃ যতঃ) তত্র (তস্মিন্) মণিঃ ন বিদ্যতে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তাহার নিকট মণি না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের নিকট আসিয়া বলিলেন যে, আমি নিরর্থক শতধন্বাকে বধ করিলাম যেহেতু উহার নিকট মণি নাই ॥ ২২ ॥

তত আহ বলো নূনং স মণিঃ শতধন্বনা।
কস্মিংশ্চিৎ পুরুষে ন্যস্তস্তমন্বেষ পুরং ব্রজ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) বলঃ (বলদেবঃ) আহ (উক্তবান্) নূনং (নিশ্চিতং) শতধন্বনা কস্মিংশ্চিৎ পুরুষে সঃ মণিঃ ন্যস্ত (স্থাপিতঃ) তং (মণিরক্ষকং পুরুষম্) অন্বেষ (মৃগয় সাম্প্রতং) পুরং (দ্বারকাং) ব্রজ (গচ্ছ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তখন বলদেব বলিলেন, শতধন্বা নিশ্চয়ই অন্য কোন ব্যক্তির নিকট মণি গচ্ছিত রাখিয়াছে, ঐ মণিরক্ষক পুরুষের সন্ধানার্থ তুমি দ্বারকাপুরীতে গমন কর ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—গুরুদ্রুহং শ্বশুরহন্তারম্, অক্রূরে মণিরস্তীতি সর্ব্বজ্ঞতয়া জ্ঞাত্বাপি দূরাৎ পশ্যতো রামস্যৈব মোহনার্থং ব্যচিনোৎ। তন্মোহনঞ্চ স্বস্মাদ্বিযুক্তস্য তস্য স্বপ্রিয়ে বহুলাশ্বে নৃপে কৃপাভরপ্রাপণার্থমিতি জ্ঞেয়ম্, অন্বেষ অন্বেষয় ॥ ১৯-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ গুরুদ্রোহকারী অর্থাৎ শ্বশুরকে হত্যাকারী শতধন্বার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, 'অক্রূরের নিকট মণি আছে' ইহা সর্ব্বজ্ঞতা হেতু জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে বলরাম দেখিতেছেন তাহার মোহনের জন্য শতধন্বার শরীরে মণি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বলদেবকে মোহিত করিবার কারণ নিজ হইতে বলরামকে পৃথক্ করিয়া বলদেবের নিজ প্রিয় বহুলাশ্ব রাজার প্রতি অধিক কৃপা পাওয়াইবার জন্য। কৃষ্ণ যখন বলদেবকে বলিলেন—এই শতধন্বার নিকট মণি পাওয়া গেল না, এই নির্দ্দোষ লোকটিকে আমি মারিয়া ফেলিলাম। বলদেব বলিলেন শতধন্বা অন্য কাহার নিকট নিশ্চয়ই মণি গচ্ছিত রাখিয়াছে ঐ লোকটিকে অনুসন্ধানের জন্য তুমি দ্বারকাপুরীতে গমন কর ॥২৩॥

অহং বৈদেহমিচ্ছামি দ্রষ্টুং প্রিয়তমং মম।
ইত্যুক্ত্বা মিথিলাং রাজন্ বিবেশ যদুনন্দনঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, (পরীক্ষিৎ) (অনন্তরম্) অহং মম প্রিয়তমং বৈদেহং (বিদেহরাজং) দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি ইতি উক্ত্বা যদুনন্দনঃ (বলদেবঃ) মিথিলাং (মিথিলাপুরীং) বিবেশ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—"আমি প্রিয়তম বিদেহরাজকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি" এই বলিয়া বলদেব মিথিলাপুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৪ ॥

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় মৈথিলঃ প্রীতমানসঃ।
অর্হয়ামাস বিধিবদর্হণীয়ং সমর্হণৈঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—মৈথিলঃ (বিদেহরাজঃ) তং (বলদেবং) দৃষ্ট্বা প্রীতমানসঃ (সন্তুষ্টচিত্তঃ সন্) সহসা (সত্বরম্) উত্থায় সমর্হণৈঃ (পূজোপচারৈঃ) বিধিবৎ (যথাবিধি) অর্হণীয়ং (পূজনীয়ং তং বলদেবম্) অর্হয়ামাস (পূজয়ামাস) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বিদেহরাজ জনক বলদেবের দর্শনে সহসা উত্থিত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বিবিধ উপচার দ্বারা পূজনীয় বলদেবের যথাবিধি পূজা করিয়াছিলেন ॥২৫

বিশ্বনাথ—সর্ব্বজ্ঞস্যৈবং চেষ্টিতং মদ্বঞ্চনায়ৈবেতি মত্বা তন্মোহিতত্বাদেব তং প্রতি গূঢ়মন্যুরাহ,—অহমিতি। ত্বদীয় দ্বারকামপ্যহং ন যাস্যামি ত্বং স্বপ্রিয়ায়ৈ মণিং স্বচ্ছন্দেনৈব দেহীতি ভাবঃ ॥২৪-২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণের ঐরূপ চেষ্টা আমাকে বঞ্চনা করিবার জন্যই—এই মনে করিয়া বলদেব কৃষ্ণের প্রতি গোপন ক্রোধ করিয়া বলিলেন—আমি আমার ভক্ত বিদেহ রাজের বাড়ী যাইব, তুমি দ্বারকায় গিয়া নিজপ্রিয়াকে মণি-স্বচ্ছন্দে দান কর, দ্বারকায় আমি যাইব না ॥ ২৪-২৫ ॥

উবাস তস্যাং কতিচিন্মিথিলায়াং সমা বিভুঃ।
মানিতঃ প্রীতিযুক্তেন জনকেন মহাত্মনা।
ততোঽশিক্ষদ্‌গদাং কালে ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (বলদেবঃ) প্রীতিযুক্তেন মহাত্মনা জনকেন মানিতঃ (সম্মানিতঃ সন্) কতিচিৎ (কতিপয়াঃ) সমাঃ (সম্বৎসরান্) তস্যাং মিথিলায়াং উবাস। ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ (ধৃতরাষ্ট্রসুতঃ) সুযোধনঃ (দুর্য্যোধনঃ) কালে (তস্য শ্রীকৃষ্ণতঃ রুষ্টৈকান্তাগতত্বান্নিজাবসরে) ততঃ (বলদেবাৎ) গদাং (গদাযুদ্ধম্) অশিক্ষৎ (শিক্ষিতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—মহাত্মা জনক-কর্ত্তৃক প্রীতিসহকারে

সম্মানিত হইয়া বলদেব কতিপয় বৎসর তথায় অবস্থান করিলেন, ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন বলদেবকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে দূরে লাভ করিয়া এই অবসরে তাঁহার নিকট হইতে গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ — মানিত ইত্যস্য বিভুরিত্যনেনৈবান্বয়ঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিভু অর্থাৎ বলদেব জনকরাজকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া কয়েক বৎসর সেখানে থাকিলেন ॥ ২৬ ॥

কেশবো দ্বারকামেত্য নিধনং শতধন্বনঃ ।
অপ্রাপ্তিঞ্চ মণেঃ প্রাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কৃদ্বিভুঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়তমায়াঃ সত্যভামায়াঃ) প্রিয়কৃৎ (প্রিয়ানুষ্ঠাতা) বিভুঃ কেশবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দ্বারকাং এত্য (আগত্য) শতধন্বনঃ নিধনং (বধং) মণেঃ (স্যমন্তকস্য) অপ্রাপ্তিং (তৎসমীপে অলাভং) চ প্রাহ (উক্তবান্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—সত্যভামার প্রীতিকারী বিভু শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আগমনপূর্ব্বক শতধন্বার নিধন এবং মণির অপ্রাপ্তি জ্ঞাপন করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কৃদিতি আয়ুরভাবাদেব ত্বৎ পিতা জীবয়িতুমশক্যঃ, কিন্তু ত্বৎ পিতৃহন্তা ময়া স্বহস্তেন হত ইতি প্রিয়াং প্রত্যুক্তেঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রিয়া সত্যভামার হিতকারী শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিলেন--তোমার পিতার আয়ু নাই, অতএব বাঁচাইবার অযোগ্য, কিন্তু তোমার পিতৃহত্যাকারীকে আমি স্বহস্তেই হত্যা করিয়াছি ॥২৭

ততঃ স কারয়ামাস ক্রিয়া বন্ধোর্হতস্য বৈ ।
সাকং সুহৃদ্ভির্ভগবান্ যাঃ যাঃ স্যুঃ সাম্পরায়িকীঃ ॥২৮

অন্বয়ঃ—ততঃ সঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যাঃ যাঃ সাম্পরায়িকীঃ (পারলৌকিক্যঃ ক্রিয়াঃ শাস্ত্রে বিহিতাঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) সুহৃদ্ভিঃ সাকং (বান্ধবৈঃ সহ মিলিত্বা) হতস্য বন্ধোঃ (সত্রাজিতঃ তাঃ তাঃ) ক্রিয়াঃ বৈ কারয়ামাস (সম্পাদয়ামাস) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ— অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া মৃত আত্মীয় সত্রাজিতের শাস্ত্রবিহিত যাবতীয় পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ— বন্ধোঃ সত্রাজিতঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৃত বন্ধু সত্রাজিতের পারলৌকিক-কৃত্যসমূহ সুহৃদ্‌গণের সহিত মিলিয়া সম্পাদন করিলেন ॥ ২৮ ॥

অক্রূরঃ কৃতবর্ম্মা চ শ্রুত্বা শতধনোর্বধম্ ।
ব্যূষতুর্ভয়বিত্রস্তৌ দ্বারকায়াঃ প্রযোজকৌ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—প্রযোজকৌ (মণিহরণে শতধন্বনঃ প্রবর্ত্তকৌ) অক্রূরঃ কৃতবর্ম্মা চ শতধনোঃ (শতধন্বনঃ) বধং শ্রুত্বা ভয়বিত্রস্তৌ (ভয়েন বিহ্বলৌ সন্তৌ) দ্বারকায়াঃ ব্যূষতুঃ (ক্বাপি পলায়িতৌ, তত্র অক্রূরঃ কৃষ্ণানুমতেনৈব গতঃ। কৃতবর্ম্মা তু ভক্তপক্ষপাতপ্রাকট্যভয়াদিবোপেক্ষিত ইতি গম্যতে। কথমন্যথা সর্ব্বজ্ঞেশ্বরবঞ্চনং তয়োঃ সম্ভবতীতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—মণিহরণে প্রযোজক অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বার নিধন শ্রবণে ভয়বিহ্বল হইয়া দ্বারকা হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ— ব্যূষতুর্দ্বারকায়াঃ সকাশাৎ ক্বাপি পলায়িতৌ। যতঃ প্রযোজকৌ সত্রাজিদ্বধে শতধন্বনঃ প্রবর্ত্তকৌ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শতধন্বার প্রতি সত্রাজিৎ বধের উৎসাহদাতা অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা দ্বারকা হইতে অন্য কোথাও পলাইয়াছে ॥ ২৯ ॥

অক্রূরে প্রোষিতেঽরিষ্টান্যাসন্ বৈ দ্বারকৌকসাম্ ।
শারীরা মানসাস্তাপা মুহুর্দৈবিকভৌতিকাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অক্রূরে প্রোষিতে (দ্বারকাতঃ প্রবাসং গতে সতি) দ্বারকৌকসাং (দ্বারকাবাসিনাম্) শারীরাঃ (শরীরমধিকৃত্য জাতাঃ) মানসাঃ (মনঃ অধিকৃত্য জাতাঃ এতেন আধ্যাত্মিকাঃ উক্তাঃ তথা) দৈবিকভৌতিকাঃ (আধিদৈবিকাঃ আধিভৌতিকাশ্চ) তাপাঃ (তাপরূপাণি) অরিষ্টানি (দুঃখানি) মুহুঃ (বারম্বারম্) আসন্ বৈ (প্রাদুর্বভূবুঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—এইরূপে অক্রূর দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিলে পুরবাসিগণের বারম্বার শারীরিক, মানসিক, আদিদৈবিক, আধিভৌতিক সন্তাপরূপ বিবিধ দুঃখ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

ইত্যঙ্গোপদিশন্ত্যেকে বিস্মৃত্য প্রাগুদাহৃতম্ ।
মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে রাজন্) একে (কেচিৎ জনাঃ) প্রাক্ (পূর্ব্বম্) উদাহৃতং (স্বয়মুক্তমপি কৃষ্ণমাহাত্ম্যং) বিস্মৃত্য ইতি (অক্রূর প্রবাস-গমনমেব) অমঙ্গলকারণম্ উপদিশন্তি (বর্ণয়ন্তি পরন্ত) মুনিবাস-নিবাসে (মুনিনাং বাসো যস্মিন্ সঃ মুনিবাসঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য নিবাসে অক্রূরাপগমনমাত্রেন) অরিষ্টদর্শনং (অমঙ্গলদর্শনং) ঘটেত কিং (তদিচ্ছাং বিনা সম্ভবেৎ কিম্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে কতিপয় ব্যক্তি প্রাগুদাহৃত কৃষ্ণমাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া অক্রূরের প্রবাসকেই অমঙ্গলের কারণ বলিতে লাগিল, পরন্ত মুনিজনশরণ শ্রীকৃষ্ণের আবাসে তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত অক্রূরের প্রবাসমাত্রকারণে কখনও অমঙ্গল ঘটিতে পারে কি ? ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং ব্রজদেব্যপরাধফলমিদমক্রূরস্য যদ্বহুবর্ষপর্য্যন্তং কৃষ্ণবিচ্ছেদদুঃখানুভবঃ তদ্বিপক্ষজনসঙ্ঘট্টে কাশীপুরে বাসশ্চ "উবাস তস্যাং কতিচিন্মিথিলায়াং সমাবিভু"রিত্যুক্তের্যাবন্ত্যেব বর্ষাণি মিথিলায়াং বলদেবোঽবসত্তাবন্ত্যেবাক্রূরোঽপি বারাণস্যাং তস্যাঞ্চ তসা রুক্মবেদিকনানাযজ্ঞান্ ব্রাহ্মণেভ্যো বহুদানখ্যাতিং চ শ্রুত্বা কৃষ্ণেনৈব প্রস্থাপিতোঽক্রূর ইতি কর্ণে কর্ণে জপতি জনে সত্যভামা-রামাদীনামপ্যবিশ্বাসে সতি পুনরপ্যদ্ভুতং স্বস্মিন্ কলঙ্কং মার্ষ্টুং দ্বারকাস্থলোকদ্বারৈবাক্রূরানয়নকারণানি ভগবতৈব সৃষ্ট্যানি নানারিষ্টানীতি তত্ত্বং তদ্বুদ্ধা দ্বারকায়ামরিষ্টদর্শনং কালবশাদেবোত্থতমিতি বদতাং মুনীনাং মতমনূদ্য দূষয়তি,—অক্রূরে ইতি দ্বাভ্যাম্ । একে বৈসম্পায়নাদয়ঃ । প্রাক্ স্বয়মুক্তমপি বিস্মৃত্যাননুসন্ধায়েত্যর্থঃ, মুনেরেকস্যাপি নিবাসে সতি তৎপ্রভাবাদ্গ্রামে অরিষ্টদর্শনং ন ভবেৎ, মুনীনাং সর্ব্বেষামপি বাসো যত্র তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নিবাসে সতি কিমরিষ্টদর্শনমেকমপি ঘটেত নৈব ঘটেতেত্যর্থঃ ॥৩০-৩১

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে ব্রজদেবীগণের নিকট অপরাধের ফলে এই অক্রূরের বহুবর্ষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবিচ্ছেদ দুঃখ অনুভব করিয়া তাহার বিপক্ষজন সংঘট্ট কাশীপুরে বাস হইল । শ্রীবলদেব যে কয়-বৎসর মিথিলাতে বাস করিলেন, অক্রূরও বারাণসীতে ততদিন বাস করিয়া সেইখানে সু-বর্ণ যজ্ঞবেদিতে ব্রাহ্মণগণকে বহুদান ও যজ্ঞ করিয়া যশ অর্জ্জন করিতেছেন,—ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণই অক্রূরকে কাশীধামে পাঠাইয়াছেন এইরূপ লোকে কানে কানে কৃষ্ণের অপযশ প্রচার করিতে লাগিল ।

প্রথমতঃ সত্যভামা ও বলরামের কৃষ্ণের প্রতি অবিশ্বাস ছিল, পুনঃরায় অক্রূরকে লইয়া একটি অদ্ভুত অপযশ, নিজের প্রতি এই কলঙ্ক মার্জ্জনের জন্য দ্বারকাবাসী লোকদ্বারাই অক্রূরকে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া ভগবানই দ্বারকাতে নানা প্রকার অমঙ্গল সৃষ্টি করাইলেন—ইহাই এস্থলে তত্ত্ব, তাহা বুঝিয়া দ্বারকাতে অমঙ্গল দর্শন কালক্রমেই হইয়াছে —এইরূপ মুনিগণের বাক্য ও মত উত্থাপন করিয়া দোষ দিতেছেন "অক্রূরে" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা । বৈশম্পায়নাদি একদল মুনি । পূর্ব্বে নিজে বলিলেও তাহা ভুলিয়া অর্থাৎ অনুসন্ধান না করিয়া । বহুমুনি বাস করেন অতএব তাহাদের প্রভাবে গ্রামে অমঙ্গল দর্শন হয় না কিন্তু দ্বারকায় সকলমুনির বাস, সেইখানে শ্রীকৃষ্ণের নিবাসহেতু সেইখানে কি একটিও অমঙ্গল ঘটিতে পারে ? না পারে না ॥ ৩০-৩১ ॥

দেবেঽবর্ষতি কাশীশঃ শ্বফল্কায়াগতায় বৈ ।
স্বসুতাং গান্দিনীং প্রাদাত্ততোঽবর্ষৎ স্ম কাশিষু ॥৩২

অন্বয়ঃ—(একদা কাশীরাজ্যে) দেবে (পর্জ্জন্যে) অবর্ষতি (অবৃষ্টে সতি) কাশীশঃ (কাশীরাজঃ) আগতায় (সমাগতায়) শ্বফল্কায় (অক্রূরজনকায়) স্বসুতাং (নিজকন্যাং) গান্দিনীং প্রাদাৎ (দত্তবান্) বৈ ততঃ কাশিষু (কাশীরাজ্যে) অবর্ষৎ স্ম (বৃষ্টিরভবৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এক সময়ে কাশীতে অনাবৃষ্টি হইলে

কাশীরাজ সমাগত স্বফল্ক অর্থাৎ অক্রূরের পিতাকে গান্দিনী নাম্নী নিজকন্যা প্রদান করিলে নিজরাজ্যে বৃষ্টি হইয়াছিল ।। ৩২ ।।

তৎসুতস্তৎপ্রভাবোঽসাবক্রূরো যত্র তত্র হ ।
দেবোঽভিবর্ষতে তত্র নোপতাপা ন মারিকাঃ ।।৩৩।।

অন্বয়ঃ—তৎপ্রভাবঃ (শ্বফল্কতুল্যপ্রভাবশালী) তৎসুতঃ (শ্বফল্কপুত্রঃ) অসৌ অক্রূর যত্র যত্র হ (যস্মিন্ যস্মিন্ বর্ত্ততে খলু) তত্র (তত্তৎস্থানে) দেবঃ (পর্জ্জন্যঃ) অভিবর্ষতে (সম্যগ্ বৃষ্টিং করোতি অপি চ তত্র) উপতাপাঃ (বিবিধসন্তাপাঃ) ন (ন তিষ্ঠন্তি) মারিকাঃ (মারীভীতয়শ্চ) ন (তিষ্ঠন্তি) ।। ৩৩ ।।

অনুবাদ—পিতৃতুল্য প্রভাবশালী এই অক্রূরও যেখানে অবস্থান করেন, তথায় সম্যগ্রূপে বারিবর্ষণ হয় এবং বিবিধ সন্তাপ ও মারীভয় থাকে না ।।৩৩।।

ইতি বৃদ্ধবচঃ শ্রুত্বা নৈতাবদিহ কারণম্ ।
ইতি মত্বা সমানায্য প্রাহাক্রূরং জনার্দ্দনঃ ।। ৩৪ ।।

অন্বয়ঃ—ইতি (এবম্ভূতং অক্রূরমহিমপ্রতিপাদনপরং) বৃদ্ধবচঃ (বৃদ্ধানাং বাক্যং) শ্রুত্বা ইহ (অস্মিন্ বিষয়ে) এতাবৎ কারণং ন (অক্রূরাপগমনমাত্রং কারণং ন ভবতি কিন্তু মণেরপ্যপগমঃ) ইতি মত্বা (জ্ঞাত্বা) জনার্দ্দনঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অক্রূরং সমানায্য (আনয়িত্বা) প্রাহ (উক্তবান্) ।। ৩৪ ।।

অনুবাদ—বৃদ্ধগণের নিকট এইরূপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র অক্রূরের প্রবাসকেই অমঙ্গলকারণ মনে না করিয়া মণির অপগমনকে কারণ নির্দ্ধারণপূর্ব্বক অক্রূরকে আনয়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন ।। ৩৪ ।।

বিশ্বনাথ—দেবে ইন্দ্রে অবর্ষতি সতি কাশীষু তৎসুতোঽক্রূর ইত্যতো মাতামহসম্বন্ধাদেবাক্রূরঃ কাশীং জগামেতি জ্ঞেয়ম্ । ইতি অক্রূরাগমনে প্রবর্ত্তকং বৃদ্ধানাং বচনং শ্রুত্বা ইহ এতাবদেবে ন কারণং, কিন্তু মমেচ্ছয়ৈবেত্যন্তর্মত্বা কাশীতঃ অক্রূরং সমানায্য ।। ৩২-৩৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কাশীতে ইন্দ্রদেব বর্ষণ না করিলে, স্বফল্কপুত্র অক্রূর, অতএব মাতমহ সম্বন্ধ হইতেই অক্রূর কাশীতে গিয়াছিলেন। অক্রূর আসিলে পর প্রবর্ত্তক বৃদ্ধগণের বচন শুনিয়া দ্বারকায় এই অমঙ্গলের কারণ নহে কিন্তু আমার ইচ্ছায়ই, আন্তরিকভাব কাশী হইতে অক্রূরকে আনাইয়া ।। ৩২-৩৪ ।।

পূজয়িত্বাভিভাষ্যৈনং কথয়িত্বা প্রিয়াঃ কথাঃ ।
বিজ্ঞাতাখিলচিত্তজ্ঞঃ স্ময়মানঃ উবাচ হ ।। ৩৫ ।।
ননু দানপতে ন্যস্তস্ত্বয্যাস্তে শতধন্বনা ।
স্যমন্তকো মণিঃ শ্রীমান্ বিদিতঃ পূর্ব্বমেব নঃ ।।৩৬

অন্বয়ঃ—(অথ) এনম্ (অক্রূরং) পূজয়িত্বা অভিভাষ্য (সম্ভাষ্য) প্রিয়াঃ কথাঃ (চ) কথয়িত্বা বিজ্ঞাতাখিলচিত্তজ্ঞঃ (বিজ্ঞাতং অখিলং যেন স চাসৌ অতএব চিত্তজ্ঞশ্চ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্ময়মানঃ (হসন্) উবাচ হ (উক্তবান্) ।। ৩৫ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) দানপতে, শতধন্বনা ত্বয়ি ন্যস্তঃ (রক্ষিতঃ) শ্রীমান্ স্যমন্তকঃ মণিঃ পূর্ব্বং এব নঃ (অস্মাকং) বিদিতঃ (অবগতঃ) আস্তে ননু (নিশ্চিতম্) ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—অক্রূরের পূজা এবং সম্ভাষণপূর্ব্বক বিবিধ প্রিয়কথা কীর্ত্তন করিয়া অবশেষে অখিলতত্ত্বদর্শী, চিত্তভাবজ্ঞাতা ভগবান্ হাস্যসহকারে বলিলেন, হে অক্রূর, শতধন্বা যে তোমার নিকট স্যমন্তক মণি গচ্ছিত রাখিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বিশেষরূপে জানিয়াছি ।। ৩৫-৩৬ ।।

বিশ্বনাথ—বিজ্ঞাতাবিজ্ঞঃ বিজ্ঞত্বাদেবাখিলচিত্তজ্ঞঃ ন তু কেবলমন্তর্য্যামিত্বাদেবেতি ভাবঃ। অন্তর্য্যামী হি অখিলচিত্তানাং জ্ঞাতা কৃষ্ণস্ত্বখিলান্তর্য্যামিণামপি জ্ঞাতা ভবতি। তস্যাক্রূরচিত্তজ্ঞানং কিং চিত্রমিতি ভাবঃ। অতঃ স্ময়মান ইতি ন ত্বং সত্রাজিতি কৃতবৈরঃ, নাপি মণেশ্চৌরঃ ; নাপি ধনলুব্ধস্ত্বন্তু মৎপরমভক্ত এবেতি ত্বন্মনঃ কিমহং ন জানামি তদন্তর্য্যামিণমপ্যহং জানামি কথং মত্তত্ত্বং বিভেষীতি ভাবঃ ।।৩৫

বিশ্বনাথ—অত্রার্থে ত্বাং কিং পৃচ্ছামি জানাম্যেবেত্যাহ,—নন্বিতি ।। ৩৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞহেতু সর্ব্বচিত্রজ্ঞ কেবল অন্তর্য্যামী হেতুই নহে। অন্তর্য্যামী কেবল সকলের চিত্ত জানেন, কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব্ব অন্তর্য্যামী-গণেরও চিত্তজ্ঞাতা হন, তাহার পক্ষে অক্রূরের চিত্ত-জ্ঞান কি আশ্চর্য্য। অতএব হাস্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে বলিলেন—তুমি সত্রাজিতের প্রতি শত্রুতা কর নাই, মণি চৌরও নও, তুমি ধনলোভীও নও, আমার পরম ভক্তই হও, তোমার মন কি আমি জানিতেছি না? তোমার অন্তর্য্যামীরও মন আমি জানিতেছি, তুমি কেন আমা হইতে ভয় পাইতেছ—ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে আমি তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করিব, আমি সকল কিছুই জানি—ইহাই বলিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

সত্রাজিতোঽনপত্যত্বাদ্‌গৃহ্ণীয়ুর্দুহিতুঃ সুতাঃ।
দায়ং নিনীয়াপঃ পিণ্ডান্ বিমুচ্যর্ণঞ্চ শেষিতম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—সত্রাজিতঃ অনপত্যত্বাৎ (অপুত্রকত্বাৎ) দুহিতুঃ (কন্যায়াঃ সত্যভামায়াঃ) সুতাঃ (পুত্রাঃ এব) অপঃ (জলানি) পিণ্ডান্ (চ) নিনীয় (দত্বা) ঋণং চ বিমুচ্য (অপাকৃত্য) শেষিতম্ (অবশিষ্টং) দায়ং (বিত্তং) গৃহ্ণীয়ুঃ (লভেরন্ ইতি শাস্ত্র বিধানং বর্ত্ততে ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—সত্রাজিত নিঃসন্তান বলিয়া কন্যা সত্যভামার পুত্রগণই তদীয় জলপিণ্ড প্রদান এবং ঋণমোচন পূর্ব্বক অবশিষ্ট বিত্ত লাভ করিবে, ইহাই শাস্ত্রবিধান রহিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

তথাপি দুর্দ্ধরস্ত্বন্যৈস্ত্বয্যাস্তাং সুব্রতে মণিঃ।
কিন্তু মামগ্রজঃ সম্যঙ্ ন প্রত্যেতি মণিং প্রতি ॥৩৮॥
দর্শয়স্ব মহাভাগ বন্ধূনাং শান্তিমাবহ।
অব্যুচ্ছিন্না মখাস্তেঽদ্য বর্ত্তন্তে রুক্মবেদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—তথাপি (যদ্যপি এবং শাস্ত্রবিধিঃ তথাপি) অন্যৈঃ দুর্দ্ধরঃ (ধারয়িতুমশক্যঃ এষঃ) মণিঃ তু সুব্রতে (সুকর্ম্মণি) ত্বয়ি আস্তাং (তৎসমীপে এব তিষ্ঠতু) কিন্তু অগ্রজঃ (বলদেবঃ অপি) মণিং প্রতি (মণিবিষয়ে) মাং সম্যক্ ন প্রত্যেতি (বিশ্বসিতি অতঃ হে) মহাভাগ, দর্শয়স্ব (মণিং প্রদর্শয়) বন্ধূনাং (বান্ধবানাং অস্মাকং মধ্যে) শান্তিং আবহ (স্থাপয়, নাস্তীতি ন বক্তব্যং যতঃ) অদ্য তে (তব) রুক্ম-বেদয়ঃ (স্বর্ণবেদিময়াঃ) অব্যুচ্ছিন্নাঃ (সন্ততাঃ) মখাঃ (যজ্ঞাঃ) বর্ত্তন্তে ॥ ৩৮-৩৯ ॥

অনুবাদ—তথাপি অন্যের দুর্দ্ধর এই মণি সৎ-কর্ম্মরত তোমার নিকটেই থাকুক্, কিন্তু এই মণি বিষয়ে অগ্রজ বলদেব আমার প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত, অত-এব হে মহাভাগ, তুমি ঐ মণি প্রদর্শনপূর্ব্বক বন্ধু-গণের মধ্যে শান্তিস্থাপন কর। তোমার নিকট ঐ মণি নাই এ কথা বলিতে পারি না, যেহেতু বর্ত্তমানে তোমার গৃহে অবিরত স্বর্ণবেদিময় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে ॥ ৩৮-৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—সত্রাজিতোঽনপত্যত্বাৎ অপুত্রত্বাৎ, স্ত্রী-ণাঞ্চ সহমরণাৎ, দুহিতুঃ সত্যভামায়া মণিনির-পেক্ষত্বাৎ, তৎসুতা এব দায়ং রূপং মণিং গৃহ্ণীয়ুঃ। অপঃ পিণ্ডাংশ্চ নিনীয় মাতামহায় দত্বা শেষিতম-বশিষ্টং ঋণঞ্চ বিমোচ্য সংশোধ্য। তথাচ স্মরন্তি "পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা। তৎসুতা গোত্রজা বন্ধুঃ শিষ্যঃ সব্রহ্মচারিণঃ" ৩৭-৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি ত্বয়ি মণিরস্তীত্যত্রত্যাঃ সর্ব্বে এব জানন্তি তত্র লিঙ্গং অব্যুচ্ছিন্না সন্ততা মখা বর্ত্তন্ত ইতি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্রাজিৎ অনপত্য অর্থাৎ অপুত্রক হেতু, স্ত্রীগণও সহমরণ করিয়াছে, কন্যা সত্যভামা মণির প্রতি নিরপেক্ষ, অতএব সত্যভামার পুত্রগণই দায়রূপে মণিগ্রহণ করুক। মাতামহের জলপিণ্ডদান করিয়া অবশিষ্ট ঋণ শোধ করিয়া। স্মৃতিশাস্ত্রে বলেন পত্নী, কন্যাগণ, পিতা-মাতা, ভাই-গণ, পুত্রগণ, সগোত্র বন্ধু, ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ—ইহারাই মৃতব্যক্তির ধনের অধিকারী ॥ ৩৭-৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে অক্রূর! তোমার নিকট যে মণি আছে, ইহা দ্বারকাবাসী সকলেই জানিতেছে। তাহার চিহ্ন কাশীতে তোমার অবিচ্ছিন্নভাবে যজ্ঞ চলিতেছিল ॥ ৩৯ ॥

এবং সামভিরালব্ধঃ শ্বফল্কতনয়ো মণিম্ ।
আদায় বাসসাচ্ছন্নং দদৌ সূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—সামভিঃ (শ্রীকৃষ্ণেন সাম্যভাবৈঃ) এবং আলব্ধঃ (তিরস্কৃতঃ) শ্বফল্কতনয়ঃ (অক্রূরঃ) বাসসা (বস্ত্রেন) আচ্ছন্নং সূর্য্যসমপ্রভং (সূর্য্যসম-প্রদীপ্তং) মণিং আদায় (গৃহীত্বা কৃষ্ণায়) দদৌ (দত্তবান্) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ সাম্যভাবে এইরূপ তিরস্কার করিলে অক্রূর বস্ত্রদ্বারা আবৃত, সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত মণি লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন ॥ ৪০ ॥

স্যমন্তকং দর্শয়িত্বা জ্ঞাতিভ্যো রজ আত্মনঃ ।
বিমৃজ্য মণিনা ভূয়স্তস্মৈ প্রত্যর্পয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) জ্ঞাতিভ্যঃ স্যমন্তকং দর্শয়িত্বা (তেন) মণিনা আত্মনঃ (স্বস্য) রজঃ (মিথ্যাভিশাপং) বিমৃজ্য (দূরীকৃত্য) ভূয়ঃ (পুনরপি তং মণিং) তস্মৈ (অক্রূরায়) প্রত্যর্পয়ৎ (দত্তবান্) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—প্রভু শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতিগণকে উক্ত মণি প্রদর্শন করিয়া তদ্দ্বারা স্বকীয় মিথ্যাকলঙ্ক অপনয়ন-পূর্ব্বক পুনরায় উহা অক্রূরকে অর্পণ করিলেন ॥৪১॥

বিশ্বনাথ---আলব্ধ উপালব্ধঃ স্বপাণিনা স্পৃষ্টঃ ॥ ৪০-৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে কৃষ্ণকর্তৃক প্রশংসা-ভাবে অক্রূর তিরস্কৃত হইয়া মণি বাহির করিলে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতিগণকে ঐ স্যমন্তক মণি দেখাইয়া নিজের অপবাদ মার্জ্জন করিয়া অক্রূরকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া পুনঃরায় তাহাকে মণি ফিরাইয়া দিলেন। এইস্থলে পাঠান্তর 'হস্তদ্বারা' স্থলে মণিদ্বারা ॥৪০-৪১

যস্ত্বেতদ্ভগবত ঈশ্বরস্য বিষ্ণো-
বীর্য্যাঢ্যং বৃজিনহরং সুমঙ্গলঞ্চ ।
আখ্যানং পঠতি শৃণোত্যনুস্মরেদ্বা
দুষ্কীর্ত্তিং দুরিতমপোহ্য যাতি শান্তিম্ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে স্যমন্তকোপাখ্যানে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—যঃ তু (জনঃ) ভগবতঃ ঈশ্বরস্য বিষ্ণোঃ বীর্য্যাঢ্যং (বীরত্বপূর্ণং) বৃজিনহরং (পাপনাশনং) সুমঙ্গলং চ (পরমমঙ্গলপ্রদঞ্চ) এতৎ আখ্যানং (বৃত্তান্তং) পঠতি শৃণোতি অনুস্মরেৎ (অনুক্ষণং স্মরতি) বা (সঃ জনঃ) দুষ্কীর্ত্তিং (মিথ্যাভিশাপং) দুরিতং (পাপঞ্চ) অপোহ্য (পরিত্যজ্য) শান্তিং যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—যিনি জগদীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর বীরত্ব-পূর্ণ পরম মঙ্গলপ্রদ, পাপবিনাশন এই বৃত্তান্ত পাঠ, শ্রবণ বা অনুক্ষণ স্মরণ করেন, তিনি মিথ্যা কলঙ্ক এবং পাপ পরিহারপূর্ব্বক শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—দুষ্কীর্ত্তিং তন্মূলং দুরিতঞ্চ ॥ ৪২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽয়ং দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুষ্কীর্ত্তি ও তাহার মূল পাপ ॥ ৪২ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশম-স্কন্ধের সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥১০।৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

একদা পাণ্ডবান্ দ্রষ্টুং প্রতীতান্ পুরুষোত্তমঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ শ্রীমান্ যুযুধানাদিভির্বৃতঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের কালিন্দী প্রভৃতি পঞ্চ-কন্যার পাণিগ্রহণ এবং পাণ্ডবগণের দর্শনার্থ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন বর্ণিত হইয়াছে।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পর তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি প্রভৃতি যদুগণ সমভি-ব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলে পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। অতঃপর নবপরিণীতা দ্রৌপদী সলজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পাণ্ডবগণ সাত্যকি প্রভৃতি সহচরগণকেও যথোপযুক্ত পূজা ও বন্দনা করিয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত আসনে উপবেশন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক পরস্পরের কুল জিজ্ঞাসা করিলেন। কুন্তীদেবী দুর্য্যোধনকৃত বিবিধ ক্লেশ স্মরণ করিয়া বলিলেন যে, কৃষ্ণই তাঁহাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। কৃষ্ণ নিখিল জগতের সুহৃদ্ এবং আত্ম-পর ভ্রান্তিশূন্য হইয়াও নিরন্তর তাঁহার ধ্যানরত ব্যক্তি-গণের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাঁহাদের ক্লেশ নাশ করিয়া থাকেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বলি-লেন যে, তাঁহাদের বহু মঙ্গলাচরণফলে তাঁহারা যোগিজনদুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া কয়েকমাস ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে অবস্থান করিলেন।

একদা কৃষ্ণার্জ্জুন বনবিহারকালে যমুনায় স্নান পূর্ব্বক তথায় এক মনোরমা কন্যাকে দেখিতে পাই-লেন। কৃষ্ণাদেশে অর্জ্জুন ঐ রমণীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ সুন্দরী আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন যে, তিনি সূর্য্যকন্যা কালিন্দী, বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করিবার বাসনায় পরম তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন, তিনি বিষ্ণু ব্যতীত অন্য পতি প্রার্থনা করেন না এবং শ্রীহরির দর্শনকাল পর্য্যন্ত তিনি যমুনার জলমধ্যে পিত্রালয়ে অবস্থান করিবেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে সর্ব্বজ্ঞ ভগ-বান্ শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীকে রথে আরোহণ করাইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

একদা শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নগর নির্ম্মাণের জন্য প্রার্থিত হইয়া বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা এক পরম রমণীয় নগর প্রস্তুত করাইলেন। প্রিয়ানুষ্ঠানার্থ ভগবান্ তথায় অবস্থান পূর্ব্বক অগ্নির তৃপ্ত্যর্থে খাণ্ডববন প্রদানেচ্ছায় অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন। অগ্নি প্রীত হইয়া অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব, অশ্ব, রথ, তূণ ও কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। খাণ্ডবদাহকালে ময় নামক এক দানব শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অগ্নি হইতে রক্ষিত হইয়া অর্জ্জুনকে এক বিচিত্র সভা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সভায় দুর্য্যোধনের জলে স্থল ও স্থলে জল ভ্রম হইয়াছিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন প্রভৃতি বান্ধবগণের অনুমোদনানুসারে সহচরগণের সহিত পুনরায় দ্বারকায় গমন করিলেন এবং তথায় কালিন্দীকে বিবাহ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবন্তীরাজের ভগিনী কৃষ্ণাসক্তা মিত্রবিন্দাকে স্বয়ম্বরসভা হইতে রাজগণের সমক্ষেই বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন।

অযোধ্যায় নগ্নজিৎ নামে এক পরমধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার সত্যা বা নাগ্নজিতী নাম্নী এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। ঐ কন্যার আত্মীয়গণ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যিনি দুর্দ্ধর্ষ সপ্ত ষণ্ডকে পরাজিত করিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার পাণিগ্রহণে সমর্থ হইবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত কন্যার কথা শ্রবণ করিয়া সসৈন্যে অযোধ্যায় গমন করিলেন। কোশলরাজ নগ্নজিৎ প্রীতির সহিত বিবিধ উপচারে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা ও অভিনন্দন করিলেন। নাগ্নজিতী শ্রীকৃষ্ণকে বররূপে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে পতিরূপে কামনা করিলেন। নগ্নজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে তদীয় মনো-ভীষ্ট সাধনের অভিপ্রায় জানাইলে তিনি নগ্নজিতের কন্যার সহিত নিজ পরিণয়াভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন।

তখন নগ্নজিৎ অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন যে, তিনিই তাঁহার কন্যার উপযুক্ত বর, তবে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে সপ্ত বৃষকে পরাজিত করিলে তিনি তৎকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা শ্রবণ করিয়া সপ্ত মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া সপ্ত বৃষকে পরাজিত করিলেন। নগ্নজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে কন্যাদান করিয়া প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণ নাগ্নজিতীকে লইয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে বৃষভ কর্ত্তৃক হতবীর্য্য রাজগণ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। অর্জ্জুন তাহাদিগকে অনায়াসে বিতাড়িত করিলে শ্রীকৃষ্ণ নাগ্নজীতিকে লইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিতৃস্বসা শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা ভদ্রাকে এবং স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণপূর্ব্বক মদ্ররাজকন্যা লক্ষ্মণাকে বিবাহ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—একদা শ্রীমান্ পুরুষোত্তমঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রতীতান্ (নষ্টান্ অপি দ্রুপদগৃহে পুনঃ সর্ব্বৈঃ দৃষ্টান্) পাণ্ডবান্ দ্রষ্টুং যুযুধানাদিভিঃ (সাত্যকিপ্রভৃতিভিঃ) বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ (পাণ্ডবরাজধানীং গতবান্) ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—একদা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞাতবাসের পর পুনরায় দ্রুপদগৃহে দৃষ্ট পাণ্ডবগণকে দর্শন করিবার জন্য সাত্যকি প্রভৃতি যদুগণ পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টপঞ্চাশত্তমে তু পাণ্ডূন্ প্রেক্ষ্যাপ পঞ্চ সঃ।
কালিন্দীমিত্রবৃন্দাশ্রীসত্যাভদ্রাঃ সলক্ষ্মণাঃ ॥০॥

প্রতীতান্ নষ্টানপি দ্রুপদগেহে পুনঃ সর্ব্বের্দৃষ্টান্, যুযুধানঃ সাত্যকিঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে পাণ্ডবগণকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দী প্রভৃতি পঞ্চকন্যাকে বিবাহ করিলেন—কালিন্দী, মিত্রবৃন্দা, শ্রীসত্যা, ভদ্রা ও লক্ষ্মণা ॥ ০ ॥

প্রতীত্য অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডব জতুগৃহে মৃত প্রচার হইলেও দ্রুপদ রাজার গৃহে পুনরায় সকলকে দেখিয়া। যুযুধান অর্থাৎ সাত্যকি ॥ ১ ॥

———

দৃষ্ট্বা তমাগতং পার্থা মুকুন্দমখিলেশ্বরম্।
উত্তস্থুর্যুগপদ্বীরাঃ প্রাণা মুখ্যমিবাগতম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—বীরাঃ পার্থাঃ (কুন্তীনন্দনাঃ) অখিলেশ্বরং (নিখিলজগদধিপতিং) তং মুকুন্দং (শ্রীকৃষ্ণম্) আগতং দৃষ্ট্বা প্রাণাঃ আগতং মুখ্যং ইব (প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি যথা মুখ্যং পঞ্চবৃত্তিং প্রাণং সমাগতং আলভ্য যুগপৎ উত্তিষ্ঠন্তি তথা) যুগপৎ (এককালম্) উত্তস্থুঃ (উত্থিতবন্তঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—বীর পাণ্ডবগণ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া, ইন্দ্রিয়গণ যেরূপ মুখ্যপ্রাণ-সমাগমে উত্থিত হয়, সেইরূপ সকলে এককালে আসন হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ২ ॥

———

পরিষ্বজ্যাচ্যুতং বীরা অঙ্গসঙ্গহতৈনসঃ।
সানুরাগস্মিতং বক্ত্রং বীক্ষ্য তস্য মুদং যযুঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—বীরাঃ (তে পাণ্ডবাঃ) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) অঙ্গসঙ্গহতৈনসঃ (তস্য অঙ্গানাং সঙ্গেন হতানি বিনষ্টানি এনাংসি পাপানি যেষাং তে তথাভূতাঃ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমেন বিহতপাপাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) সানুরাগস্মিতম্ (অনুরাগেন সহ বর্ত্তমানং স্মিতং হাস্যং যত্র তৎ তাদৃশং) বক্ত্রং (বদনকমলং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) মুদং যযুঃ (হর্ষং প্রাপুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তদীয় অঙ্গসঙ্গে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহার অনুরাগযুক্ত হাস্যশোভিত মুখপদ্ম-দর্শনে আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি মুখ্যং পঞ্চবৃত্তিং প্রাণমিব ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাণা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ, মুখ্য প্রাণ অর্থাৎ পঞ্চবৃত্তিসহ প্রাণের ন্যায় ॥ ২-৩ ॥

———

যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্।
ফাল্গুনং পরিরভ্যাথ যমাভ্যাং চাভিবন্দিতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য (চ) পাদাভিবন্দনং কৃত্বা (তৌ প্রণম্য) ফাল্গুনং (অর্জ্জুনং

চ) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) অথ (পশ্চাৎ) যমাভ্যাং (নকুল-সহদেবাভ্যাং) চ অভিবন্দিতঃ (বভূব) ॥৪॥

অন্বয়ঃ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও ভীমকে প্রণাম এবং অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলে নকুল ও সহদেব তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অভিবাদিতঃ কৃষ্ণস্তস্থৌ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অভিবন্দিত অর্থাৎ নকুল ও সহদেব কর্তৃক বন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৪ ॥

পরমাসন আসীনং কৃষ্ণা কৃষ্ণমনিন্দিতা ।
নবোঢ়া ব্রীড়িতা কিঞ্চিচ্ছনৈরেত্যাভ্যবন্দত ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) নবোঢ়া (পাণ্ডবৈঃ নবপরিণীতা) অনিন্দিতা (সচ্চরিতা) কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) কিঞ্চিৎ ব্রীড়িতা (ঈষল্লজ্জিতা সতী) শনৈঃ (মন্দং মন্দং) পরমাসনে (উত্তমসিংহাসনে) আসীনম্ (উপবিষ্টং তং) কৃষ্ণং এত্য (তৎসমীপমাগত্য ইত্যর্থঃ) অভ্যবন্দত (অভিবাদনং কৃতবতী) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ উত্তম সিংহাসনে উপবেশন করিলে নবপরিণীতা সচ্চরিত্রা দ্রৌপদী ঈষৎ লজ্জাসহকারে ধীরে ধীরে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণা দ্রৌপদী ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণা অর্থাৎ দ্রৌপদী ॥৫॥

তথৈব সাত্যকিঃ পার্থৈঃ পূজিতশ্চাভিবন্দিতঃ ।
নিষসাদাসনেঽন্যে চ পূজিতাঃ পর্য্যুপাসত ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—তথা এব (তদ্বৎ) সাত্যকিঃ (অপি) পার্থৈঃ (কুন্তীনন্দনৈঃ) পূজিতঃ অভিবন্দিতঃ চ (সন্) আসনে নিষসাদ (উপবিবেশ) অন্যে চ (অপরে কৃষ্ণসঙ্গিনশ্চ) পূজিতাঃ (পার্থৈঃ বন্দিতাঃ সন্তঃ) পর্য্যুপাসত (তত্র চতুর্দ্দিক্ষু সমীপে এব উপবিষ্টাঃ বভূবুঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সাত্যকিও পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও বন্দিত হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন, অন্যান্য কৃষ্ণসহচরগণও পূজিত হইয়া চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—পূজিতৈর্নমস্কৃতৈঃ । অন্যে চ কৃষ্ণসঙ্গিনো নিষেদুঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূজিত অর্থাৎ নমস্কৃত, কৃষ্ণের অন্যান্য সঙ্গীগণও উপবেশন করিলেন ॥৬॥

পৃথাং সমাগত্য কৃতাভিবাদন-
স্তয়াতিহার্দ্দার্দ্র দৃশাভিরম্ভিতঃ ।
আপৃষ্টবাংস্তাং কুশলং সহস্নুষাং
পিতৃষ্বসারং পরিপৃষ্টবান্ধবঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) পৃথাং (কুন্তীং) সমাগত্য (সম্প্রাপ্য) কৃতাভিবাদনঃ (কৃতং অভিবাদনং প্রণামো যেন সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) অতিহার্দ্দার্দ্রদৃশা (অতিহার্দ্দেন অতিস্নেহেন আর্দ্রে সজলে দৃশৌ নেত্রে যস্যাঃ) তয়া অভিরম্ভিতঃ (পরিষ্বক্তঃ ততঃ) পরিপৃষ্টবান্ধবঃ (পরিপৃষ্টাঃ তয়া এব জিজ্ঞাসিতাঃ বান্ধবাঃ বাসুদেবাদিবান্ধববিষয়াঃ বার্ত্তাঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) সহস্নুষাং (স্নুষয়া পুত্রবধ্বা দ্রৌপদ্যা সহিতাম্) তাং পিতৃষ্বসারং (পিতুর্ভগিনীং কুন্তীং) কুশলং (মঙ্গলম্) আপৃষ্টবান্ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীর নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদন করিলে কুন্তী অভিস্নেহার্দ্র নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বান্ধবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার ও দ্রৌপদীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ — তত্রৈবাত্যৌৎসুক্যেন দ্রষ্টুমায়ান্তীমালক্ষ্য স্বাসনাদুত্থায় দ্রুতং তস্যাঃ সমীপমাগত্য অভিবাদনঞ্চকার । অতিহার্দ্দেনাতিপ্রেম্ণা আর্দ্রে দৃশৌ যস্যাস্তয়া । "প্রেমা না প্রিয়তাহার্দ্দ"মিত্যমরঃ । অভিরম্ভিতঃ কোটিপ্রাণৈস্তন্মুখচ্ছবিং নির্ম্মঞ্ছয়্যামীত্যুক্ত্বা সমস্তকাঘ্রাণমালিঙ্গিতঃ । পরিপৃষ্টা বান্ধবা যস্য সঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের নিকট কুন্তীদেবী ঔৎসুক্যেন অর্থাৎ অতি স্নেহার্দ্র নয়নে তাহাকে দেখিতে আসিতেছেন ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ আসন হইতে উঠিয়া শীঘ্র তাহার নিকটে গিয়া চরণ বন্দনা করিলেন। অতি হার্দ্দ অর্থাৎ অতিপ্রীতির সহিত, অমরকোষে—প্রেমা প্রিয়তা ও হার্দ্দ একই

অর্থ। কুন্তীদেবী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গিত হইয়া কোটি প্রাণদ্বারা তোমার মুখমণ্ডলের আরতী করি এই বলিয়া মস্তক আঘ্রাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গিত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ এবং বসুদেবাদি বান্ধবগণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসিত হইলেন ॥ ৭ ॥

তমাহ প্রেমবৈক্লব্যরুদ্ধকণ্ঠাশ্রুলোচনা ।
স্মরন্তী তান্ বহূন্ ক্লেশান্ ক্লেশাপায়াত্মদর্শনম্ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) প্রেম-বৈক্লব্যরুদ্ধকণ্ঠা (প্রেম্না যৎ বৈক্লব্যং তেন রুদ্ধঃ কণ্ঠঃ কণ্ঠস্বরঃ যস্যাঃ সা তথা) অশ্রুলোচনা (অশ্রুপ্লাবিতনয়না কুন্তী) তান্ (দুর্য্যোধনাদিশত্রুকৃতান্) বহূন্ ক্লেশান্ স্মরন্তী (সতী) ক্লেশাপায়াত্মদর্শনং (ক্লেশাপায়ে আত্মনি দর্শনং যস্য তং, ভজতাং ক্লেশাপায়ায় আত্মানং দর্শয়তীতি তাদৃশং বা) তং (শ্রীকৃষ্ণম্) আহ (উবাচ) ॥৮॥

অনুবাদ—অতঃপর প্রেমবিহ্বলতানিবন্ধন রুদ্ধ-কণ্ঠে অশ্রুপ্লাবিত-নয়নে কুন্তীদেবী দুর্য্যোধনকৃত বিবিধক্লেশ স্মরণ করিয়া, জীবগণ ক্লেশাবসানে আত্মমধ্যে যাঁহার দর্শন লাভ করে, সেই শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ক্লেশানাং অপায়ো নাশ আত্মদর্শনে-নাঙ্গদর্শনেনৈব যস্য তম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাঁহার আত্মদর্শন অর্থাৎ অঙ্গদর্শনদ্বারাই ক্লেশসমূহ নাশ হয়, সেই কৃষ্ণকে কুন্তীদেবী বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

তদৈব কুশলং নোঽভূৎ সনাথাস্তে কৃতা বয়ম্ ।
জ্ঞাতীন্ নঃ স্মরতা কৃষ্ণ ভ্রাতা মে প্রেষিতস্ত্বয়া ॥৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) কৃষ্ণ, (যদা) জ্ঞাতীন্ (বান্ধবান্) নঃ (অস্মান্) স্মরতা (চিন্তয়তা) ত্বয়া মে (মম) ভ্রাতা (অক্রূরঃ) প্রেষিতঃ (অস্মৎ সমীপং প্রেরিতঃ) তদা (তৎকালে) এব নঃ (অস্মাকং) কুশলং (মঙ্গলম্) অভূৎ (জাতং) তে (ত্বয়া) বয়ং (অনাথাঃ জনাঃ) সনাথাঃ (নাথবন্তশ্চ) কৃতাঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, যৎকালে তুমি তোমার বান্ধব আমাদিগকে স্মরণ করিয়া মদীয় ভ্রাতা অক্রূরকে প্রেরণ করিয়াছিলে সেই সময়েই আমাদের কুশল লাভ হইয়াছে এবং তোমার দ্বারা আমরা সনাথ হইয়াছি ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভ্রাতা অক্রূরঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভ্রাতা অর্থাৎ অক্রূর ॥৯॥

ন তেঽস্তি স্বপরভ্রান্তির্বিশ্বস্য সুহৃদাত্মনঃ ।
তথাপি স্মরতাং শশ্বৎ ক্লেশান্ হংসি হৃদি স্থিতঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(জ্ঞাতীন্ ইতি বচনাৎ প্রাপ্তং মোহং বারয়ন্তী স্তৌতি যদ্যপি) বিশ্বস্য (নিখিলস্য) সুহৃদাত্মনঃ (সুহৃচ্চ আত্মা চ তস্য সুহৃদাত্মস্বরূপস্য) তে (তব) স্ব-পরভ্রান্তিঃ (অয়ং মে স্বঃ আত্মীয়ঃ অয়ং মে পরঃ শত্রুঃ এবং রূপা ভ্রান্তিঃ) ন অস্তি (নৈব বর্ত্ততে) তথাপি শশ্বৎ (নিরন্তরং) স্মরতাং (ত্বাং চিন্তয়তাং জনানাং) হৃদি স্থিতঃ (সন্ তেষাং) ক্লেশান্ হংসি (নাশয়সি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যদিও তুমি এই নিখিল জগতের সুহৃৎ এবং অন্তর্য্যামী বলিয়া আত্ম-পরভ্রান্তিশূন্য ; তথাপি নিরন্তর ধ্যানরতব্যক্তিগণের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাহাদের ক্লেশনাশ করিয়া থাক ॥ ১০ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ—

কিং ন আচরিতং শ্রেয়ো ন বেদাহমধীশ্বর ।
যোগেশ্বরাণাং দুর্দ্দর্শো যন্নো দৃষ্টঃ কুমেধসাম্ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ,—(হে) অধীশ্বর, নঃ (অস্মাভিঃ) কিং শ্রেয়ঃ (কিং নাম মঙ্গলম্) আচরিতম্ (অনুষ্ঠিতং তৎ) অহং ন বেদ (ন জানামি) যৎ (যস্মাৎ শ্রেয় আচরণাৎ) যোগে-শ্বরাণাম্ (অপি) দুর্দ্দর্শঃ (দুর্ল্লভদর্শনঃ ত্বং) কুমেধসাং (বিষয়াসক্তচিত্তানাং) নঃ (অস্মাকং) দৃষ্টঃ (অস্মাভিঃ অবলোকিতঃ অসি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে অধীশ্বর, আমরা যে কীদৃশ মঙ্গলাচরণ করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারি না, যে হেতু যোগেশ্বরগণেরও দুর্ল্লভদর্শন আপনি বিষয়াসক্ত আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছেন ॥১১

বিশ্বনাথ—পরমেশ্বরস্য কা বাহং বরাকীত্যৈশ্বর্য্য-

মনুসন্ধায়াহ,—নেতি। বিশ্বস্য সুহৃচ্চ আত্মা চ তস্য তবায়ং বন্ধুরয়ং শত্রুরিতি স্ব-পরভ্রমো নাস্তি যদ্যপি তথাপি স্মরতাং স্বভক্তানাম্ ॥ ১০-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমেশ্বরের সম্বন্ধে আমিই বা কে, অতিক্ষুদ্রা—এইরূপ ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিয়া কুন্তীদেবী বলিতেছেন—বিশ্বের সুহৃৎ ও আত্মা সেই তোমার পক্ষে এই বন্ধু, এই শত্রু—যদিও এইরূপ ভ্রম নাই, তথাপি স্মরণকারী নিজ ভক্তগণের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদের দুঃখ নাশ কর ॥ ১০-১১ ॥

ইতি বৈ বার্ষিকান্ মাসান্ রাজ্ঞা সোঽভ্যর্থিতঃ সুখম্।
জনয়ন্ নয়নানন্দমিন্দ্রপ্রস্থৌকসাং বিভুঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ— ইতি বৈ (এবং রূপেণ) রাজ্ঞা (যুধিষ্ঠিরেণ) অভ্যর্থিতঃ (সমাদৃতঃ) সঃ বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইন্দ্রপ্রস্থৌকসাম্ (ইন্দ্রপ্রস্থবাসিনাং) নয়নানন্দং (নয়নয়োঃ আনন্দং উৎসবং) জনয়ন্ (উৎপাদয়ন্ সন্) বার্ষিকান্ মাসান্ (বর্ষাকালীনান্ মাসান্ ব্যাপ্য তত্র) সুখং (সুখেন) অবসৎ (স্থিতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এইরূপে যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থবাসিগণের নয়নানন্দ উৎপাদন সহকারে বর্ষাকালীন কতিপয়মাস তথায় সুখে অতিবাহিত করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—সুখং অবসদিতিশেষঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া বর্ষাকালীন কয়েকমাস সেইখানে সুখে বাস করিলেন ॥ ১২ ॥

একদা রথমারুহ্য বিজয়ো বানরধ্বজম্।
গাণ্ডীবং ধনুরাদায় তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ ॥ ১৩ ॥
সাকং কৃষ্ণেন সন্নদ্ধো বিহর্ত্তুং বিপিনং মহৎ।
বহুব্যালমৃগাকীর্ণং প্রাবিশৎ পরবীরহা ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(কালিন্দীদর্শন প্রসঙ্গমাহ) একদা পরবীরহা (শত্রুবীরহন্তা) বিজয়ঃ (অর্জ্জুনঃ) বানরধ্বজং (কপিচিহ্নিতধ্বজাবিশিষ্টং) রথম্ আরুহ্য গাণ্ডীবং (তন্নামকং) ধনুঃ অক্ষয়সায়কৌ (অক্ষয়বাণপূর্ণৌ) তূণৌ (বাণাধারৌ) চ আদায় (গৃহীত্বা) সন্নদ্ধঃ (কবচবদ্ধকায়ঃ সন্) বিহর্ত্তুং (মৃগয়াবিহারং কর্ত্তুং) কৃষ্ণেন সাকং (সহ) বহুব্যালমৃগাকীর্ণং [বহুব্যালসমাকীর্ণং (বিবিধহিংস্রপ্রাণিসমন্বিতং)] মহৎ (বিস্তৃতং) বিপিনং (বনং) প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—একদা মহাবল শত্রুবিনাশন অর্জ্জুন কপিধ্বজ রথে আরোহণপূর্ব্বক গাণ্ডীব নামক ধনুঃ এবং অক্ষয়বাণপূর্ণ তূণদ্বয় গ্রহণ করিয়া বর্ম্মাবৃত-কলেবরে বিপিন বিহারার্থ কৃষ্ণের সহিত বিবিধ হিংস্রপ্রাণিসঙ্কুল মহাবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

তত্রাবিধ্যচ্ছরৈর্ব্যাঘ্রান্ শূকরান্ মহিষান্ রুরূন্।
শরভান্ গবয়ান্ খড়্গান্ হরিণান্ শশশল্লকান্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—তত্র (বনে সঃ) শরৈঃ (বাণৈঃ) ব্যাঘ্রান্ শূকরান্ মহিষান্ রুরূন্ (মৃগবিশেষান্) শরভান্ (মৃগবিশেষান্) গবয়ান্ (গোসদৃশপশুবিশেষান্) খড়্গান্ (গণ্ডকান্) হরিণান্ শশশল্লকান্ (শশান্ শশকান্ শল্লকান্ সজারু ইতি খ্যাতান্ প্রাণিবিশেষাংশ্চ) অবিধ্যৎ (জঘান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তিনি বনমধ্যে বাণাঘাতে বহু ব্যাঘ্র, শূকর, মহিষ, রুরু, শরভ, গবয়, গণ্ডার, হরিণ, শশক, এবং শজারু বিনাশ করিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—একদেতি খাণ্ডবদাহাদ্যনন্তরং তদানীমেবার্জ্জুনস্য গাণ্ডীবাদিলাভাৎ ॥ ১৩-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—একদিন অর্থাৎ খাণ্ডববন দাহাদির পর, ঐকালেই অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধনুক আদি লাভ ॥ ১৩-১৫ ॥

তান্ নিন্যুঃ কিঙ্করা রাজ্ঞে মেধ্যান্ পর্ব্বণ্যুপাগতে।
তৃট্‌পরীতঃ পরিশ্রান্তো বিভৎসুর্যমুনামগাৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—কিঙ্করাঃ (ভৃত্যজনাঃ) মেধ্যান্ (কর্ম্মার্হান্) তান্ (নিহতপশূন্) পর্ব্বণি (পর্ব্বপ্রযুক্তকর্ম্মণি) উপাগতে (সম্প্রাপ্তে সতি) রাজ্ঞে (যুধিষ্ঠিরায়) নিন্যুঃ (অর্পয়ামাসুঃ) বীভৎসুঃ (অর্জ্জুনশ্চ) তৃট্‌পরীতঃ (তৃষাপরীতঃ পরিব্যাপ্তঃ তথা) পরিশ্রান্তঃ (সন্) যমুনাং অগাৎ (গতঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ভৃত্যগণ তন্মধ্য হইতে বিশুদ্ধমাংস পশুগণকে পর্ব্বকালে তৎকালীন ক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপনীত করিয়াছিল, অতঃপর অর্জ্জুন তৃষ্ণাতুর এবং পরিশ্রান্ত হইয়া যমুনায় গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

তত্রোপস্পৃশ্য বিশদং পীত্বা বারি মহারথৌ ।
কৃষ্ণৌ দদৃশতুঃ কন্যাং চরন্তীং চারুদর্শনাম্ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—মহারথৌ কৃষ্ণৌ (বাসুদেবঃ অর্জ্জুনশ্চ) তত্র (যমুনায়াম্) উপস্পৃশ্য (স্নাত্বা) বিশদং (স্বচ্ছং) বারি (জলঞ্চ) পীত্বা চরন্তীং (তত্র বিচরন্তীং) চারুদর্শনাং (সুরম্যদর্শনাং কাঞ্চিৎ) কন্যাং দদৃশতুঃ (দৃষ্টবন্তৌ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মহারথ বাসুদেব ও অর্জ্জুন যমুনায় স্নান পূর্ব্বক স্বচ্ছবারি পান করিয়া তথায় বিচরণশীলা এক মনোরমা কন্যা দর্শন করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—মেধ্যাংস্তেষু কর্ম্মার্হান্ রাজ্ঞে যাজয়িতুং নিন্যুঃ, বীভৎসুরর্জ্জুনঃ ॥ ১৬-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞের উপযোগী বিশুদ্ধ মাংস সমূহ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের জন্য ভৃত্যগণ লইয়া গেলেন, বীভৎসু তৃষ্ণাতুর অর্জ্জুন ॥ ১৬-১৭ ॥

তামাসাদ্য বরারোহং সুদ্বিজাং রুচিরাননাম্ ।
পপ্রচ্ছ প্রেষিতঃ সখ্যা ফাল্গুনঃ প্রমদোত্তমাম্ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—(অথ) সখ্যা (শ্রীকৃষ্ণেন) প্রেষিতঃ (প্রেরিতঃ সন্) ফাল্গুনঃ (অর্জ্জুনঃ) সুদ্বিজাং (শোভনদন্তবিশিষ্টাং) রুচিরাননাং (সুরম্যবদনাং) বরারোহাং (চারুনিতম্বাং) প্রমদোত্তমাং (রমণীশ্রেষ্ঠাং) তাং (কন্যাম্) আসাদ্য (সমীপে গত্বা) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সখা শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন সুশোভনদন্তযুক্তা, সুরম্যবদনা, চারুনিতম্বা, রমণীকুলোত্তমা কন্যার নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৮ ॥

কা ত্বং কস্যাসি সুশ্রোণি কুতো বা কিং চিকীর্ষসি ।
মন্যে ত্বাং পতিমিচ্ছন্তীং সর্ব্বং কথয় শোভনে ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুশ্রোণি, (শোভনা শ্রোণিঃ কটিঃ যস্যা সা তৎ সম্বোধনং হে ক্ষীণমধ্যে, ইত্যর্থঃ) ত্বং কা (কা নাম ভবসি) কস্য (কস্য বা কন্যা) অসি কুতঃ (কস্মাৎ স্থানাৎ) বা (আগতা অসি) কিং চিকীর্ষসি (কর্ত্তুং ইচ্ছসি বা) ত্বাং (দৃষ্ট্বা) পতিং ইচ্ছন্তীম্ (কাময়মানাং) মন্যে (অবধারয়ামি হে) শোভনে, সর্ব্বং কথয় (বদ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে ক্ষীণমধ্যে, সুন্দরি, তুমি কে ? কাহার কন্যা ? কোথা হইতে এখানে আসিয়াছ এবং কোন্ কার্য্য ইচ্ছা করিতেছ ? তোমাকে দেখিয়া মনে হয় যেন অভিমত পতি কামনা করিতেছ। হে শোভনে, তোমার সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন কর ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—সখ্যা কৃষ্ণেন প্রেষিত ইতি, কালিন্দ্যাঃ স্বস্মিন্নেব নিষ্ঠামর্জ্জুনমাবেদয়িতুম্ ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সখা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত অর্জ্জুন, কালিন্দীর কৃষ্ণেই নিষ্ঠা ইহা কালিন্দী অর্জ্জুনকে কৃষ্ণের নিকট বলিবার জন্য পাঠাইলেন ॥ ১৮-১৯ ॥

শ্রীকালিন্দ্যুবাচ—
অহং দেবস্য সবিতুর্দুহিতা পতিমিচ্ছতী ।
বিষ্ণুং বরেণ্যং বরদং তপঃ পরমমাস্থিতা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকালিন্দী উবাচ,—দেবস্য সবিতুঃ (সূর্য্যস্য) দুহিতা (কন্যা) অহং বরেণ্যং (বরণীয়ং) বরদং (স্বাভিলষিতবরপ্রদং) বিষ্ণুং পতিং ইচ্ছতী (কাময়মানা সতী) পরমং (মহৎ) তপঃ আস্থিতা (আচরামি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীকালিন্দী বলিলেন,—আমি সূর্য্যদেবের কন্যা, সম্প্রতি বরেণ্য, বরপ্রদ বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করিবার অভিলাষে পরম তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছি ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—বরেণ্যমিতি। যো হ্যতিসুন্দরো বিষ্ণুস্তমেব পতিং বরদং মদভীষ্টসম্পাদকম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বরণীয় যিনি অতি সুন্দর বিষ্ণু, তাহাকেই আমার অভীষ্ট সম্পাদক বরদ পতি মনে করি ॥ ২০ ॥

নান্যং পতিং বৃণে বীর তমৃতে শ্রীনিকেতনম্ ।
তুষ্যতাং মে স ভগবান্ মুকুন্দোঽনাথসংশ্রয়ঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, শ্রীনিকেতনং (শ্রীনিবাসং) তং (বিষ্ণুম্) ঋতে (বিনা অহম্) অন্যং পতিং ন বৃণে (ন প্রার্থয়ামি) অনাথসংশ্রয়ঃ (অনাথজনশরণীভূতঃ) সঃ ভগবান্ মুকুন্দ (শ্রীহরিঃ) মে (মাং প্রতি) তুষ্যতাং (প্রীয়তাম্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে বীর, আমি শ্রীনিবাস বিষ্ণু ব্যতীত অন্য পতি প্রার্থনা করি না, অনাথশরণ সেই ভগবান্ শ্রীহরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাচ্ছঙ্কমানা স্বনিষ্ঠাং ব্যতিরেকেণাপি জ্ঞাপয়ন্ত্যাহ,—নান্যমিতি। অনাথসংশ্রয় ইতি স এব নাথ স্বভক্তজনরক্ষক ইতি বিশ্বাসাদেবাহমবলাপি নির্জ্জনে বসন্ত্যপি পুরুষান্তরান্ন বিভেমীতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কালিন্দী অর্জ্জুন হইতে ভয় পাইয়া শ্রীকৃষ্ণে নিজের নিষ্ঠার কথা ব্যতিরেক ভাবে বলিতেছেন—অনাথ সংশ্রয় যিনি অনাথের আশ্রয় সেই শ্রীকৃষ্ণই আমার নাথ স্বভক্তজনরক্ষক। এই বিশ্বাস হইতেই অবলা হইয়াও আমি নির্জ্জনে বাস করিয়াও অন্য পুরুষ হইতে ভয় পাই না, ইহাই ভাবার্থ ॥ ২১ ॥

কালিন্দীতি সমাখ্যাতা বসামি যমুনাজলে ।
নির্ম্মিতে ভবনে পিত্রা যাবদচ্যুতদর্শনম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—কালিন্দী ইতি (নাম্না) সমাখ্যাতা (প্রসিদ্ধা অহং) যমুনাজলে পিত্রা (সূর্য্যদেবেন মদর্থং) নির্ম্মিতে (বিরচিতে) ভবনে (আলয়ে) অচ্যুতদর্শনং যাবৎ (যাবৎ অচ্যুতস্য দর্শনং ন ভবতি তাবৎকালপর্য্যন্তং) বসামি (স্থাস্যামীত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আমি কালিন্দী নামে প্রসিদ্ধা, এই যমুনার জলমধ্যে পিতৃনির্ম্মিত আলয়ে আমি শ্রীহরির দর্শনকালপর্য্যন্ত অবস্থান করিব ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—সমাখ্যাতেতি। সূর্য্যস্য কন্যাং মাং কো ন জানাতীতি স্বপ্রভাবঞ্চ জ্ঞাপয়তি—পিত্রা নির্ম্মিতে ভবনে ইতি। পিতুঃ সূর্য্যস্যাপ্যহমতিবাৎসল্যপাত্রীতি মৎপ্রাতিকূল্যে কো নাম প্রভবেদিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার নাম কালিন্দী, সূর্য্যের কন্যা আমাকে কে না জানে—ইহার দ্বারা নিজের প্রভাবও জানাইতেছেন। জলমধ্যে পিতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ভবনে আমি বাস করি ইহা দ্বারা পিতা সূর্য্যদেবেরও আমি অতি বাৎসল্যপাত্রী আমার প্রতিকূলে কে সমর্থ হইবে ॥ ২২ ॥

তথাবদদ্ গুড়াকেশো বাসুদেবায় সোঽপি তাম্ ।
রথমারোপ্য তদ্বিদ্বান্ ধর্ম্মরাজমুপাগমৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—গুড়াকেশঃ (গুড়াকা নিদ্রা তস্যাঃ ঈশঃ জিতনিদ্রঃ সঃ অর্জ্জুনঃ) বাসুদেবায় তথা (কন্যয়া যথা উক্তং তেন প্রকারেণ সর্ব্বম্) অবদৎ (উক্তবান্) তদ্বিদ্বান্ (পূর্ব্বতঃ এব তদ্বৃত্তং জানন্) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি তাং (কালিন্দীং) রথং আরোপ্য ধর্ম্মরাজং উপাগমৎ (যুধিষ্ঠিরসমীপং গতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ভগবান্ পূর্ব্ব হইতেই তদীয় বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন, অতঃপর তিনি কালিন্দীকে রথে আরোহণ করাইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—রথমারোপ্যেতি। অয়ি সুন্দরি, বরেণ্যো বিষ্ণুরহমেবেত্যতঃ স্বপিত্রুপদিষ্টমদীয়ধ্যানস্য স্বীয় শুদ্ধহৃদয়োত্থভাবস্য চ প্রামাণ্যাদেব ত্বং মাং পরিচিন্বিত্যুক্ত্বা তস্যা রথারুরুক্ষামুৎপদ্যেবেতি ভাবঃ। তাং গৃহীত্বা রথমারুহ্যেত্যনুক্তেঃ। তদ্বিদ্বানিত্যাদাবেব তদর্থং গত ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন এই সংবাদ কৃষ্ণের নিকট আসিয়া বলিলে পর শ্রীকৃষ্ণ কন্যার নিকট আসিয়া বলিতেছেন—অয়ি সুন্দরি! বরণীয় বিষ্ণু আমিই। অতএব তোমার পিতার উপদিষ্ট আমার ধ্যানের এবং নিজ শুদ্ধ হৃদয়ে উদিত ভাবের প্রমাণরূপে তুমি আমাকে চিনিতে পার—এই বলিয়া সেই কন্যার কৃষ্ণের রথে উঠিবার ইচ্ছা জন্মাইলেন। তাহার পর তাহাকে রথে চড়াইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। "তৎ বিদ্বান্"—ইহাদ্বারা

প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ ঐ কন্যার মনোগতভাব জানিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

যদৈব কৃষ্ণঃ সন্দিষ্টঃ পার্থানাং পরমাদ্ভুতম্ ।
কারয়ামাস নগরং বিচিত্রং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(প্রসঙ্গাৎ তৎকালীনং চরিতান্তরমাহ) যদা এব (যস্মিন্নেব দিনে) কৃষ্ণঃ সন্দিষ্টঃ (পার্থৈঃ নগরনির্ম্মাণার্থং বিজ্ঞাপিতঃ তদৈব সঃ) বিশ্বকর্ম্মণা (দেবশিল্পিনা) পার্থানাং পরমাদ্ভুতং (অতীবাশ্চর্য্যং) বিচিত্রং নগরং কারয়ামাস (সম্পাদয়ামাস) ॥২৪॥

অনুবাদ—তৎকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদিন পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নগরনির্ম্মাণের জন্য প্রার্থিত হইয়া সেই সময়েই বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা বিবিধ চিত্রযুক্ত, পরমাশ্চর্য্যজনক নগর প্রস্তুত করাইলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—যদৈবেত্যত্রায়ং ক্রমঃ পূর্ব্বং নগররচনাঃ, ততঃ খাণ্ডবদাহঃ, ততঃ সভাহরণং ততঃ কালিন্দীলাভ ইতি। সন্দিষ্ট পার্থৈর্যদৈব বিজ্ঞাপিতস্তদৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের রাজগৃহ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তখনই কৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্মাকে আদেশ করিয়া বিচিত্র নগর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ইহার ক্রম এইরূপ—পূর্ব্বে নগর রচনা, তৎপরে খাণ্ডবদাহ, তৎপরে সভাহরণ, তাহার পর কালিন্দীলাভ ॥ ২৪ ॥

ভগবাংস্তত্র নিবসন্ স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
অগ্নয়ে খাণ্ডবং দাতুমর্জ্জুনস্যাস সারথিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বানাম্ (আত্মীয়ানাং পার্থানাং) প্রিয়চিকীর্ষয়া (প্রিয়ং কর্ত্তুং ইচ্ছয়া) তত্র (নগরে) নিবসন্ (স্থিতঃ সন্) অগ্নয়ে খাণ্ডবং (খাণ্ডববনং) দাতুং (ভোজ্যত্বেন প্রদাতুম্) অর্জ্জুনস্য সারথিঃ আস (বভূব) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ আত্মীয় পাণ্ডবগণের প্রিয়কর্ম্মানুষ্ঠানার্থ ঐ নগরে অবস্থানপূর্ব্বক অগ্নির ভোজনের জন্য খাণ্ডববন প্রদান কামনায় অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

সোঽগ্নিস্তুষ্টো ধনুরদাদ্ধয়ান্ শ্বেতান্ রথং নৃপ ।
অর্জ্জুনায়াক্ষয়ৌ তূণৌ বর্ম্ম চাভেদ্যমস্ত্রিভিঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, সঃ অগ্নিঃ তুষ্টঃ (সন্) অর্জ্জুনায় ধনুঃ (গাণ্ডীবনামকং ধনুঃ) শ্বেতান্ (শ্বেতবর্ণান্) হয়ান্ (অশ্বান্) রথং অক্ষয়ৌ (অক্ষয়বাণপূর্ণৌ) তূণৌ (বাণাধারৌ) অস্ত্রিভিঃ (অস্ত্রধারিভিঃ) অভেদ্যং (ভেত্তুং অশক্যং) বর্ম্ম (কবচং) চ অদাৎ (দত্তবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অগ্নি তৎকালে সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব নামক ধনু, শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়, রথ, অক্ষয়বাণপূর্ণ তূণদ্বয় এবং অস্ত্রধারিগণের অভেদ্য কবচ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অর্জ্জুনস্য ধনুরাদিলাভায় সারথিরাস অভূৎ। খাণ্ডবং নামেন্দ্রস্য বনম্ ॥ ২৫-২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—খাণ্ডবদাহনকালে অগ্নিদেব অর্জ্জুনকে রথ, গাণ্ডীব ধনুক, অক্ষয় তূণীর দিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তখন অর্জ্জুনের সারথী হইয়াছিলেন। খাণ্ডব ইহা একটি ইন্দ্রের বন ॥ ২৫-২৬ ॥

ময়শ্চ মোচিতো বহ্নেঃ সভাং সখ্য উপাহরৎ ।
যস্মিন্ দুর্য্যোধনস্যাসীজ্জলস্থলদৃশিভ্রমঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ময়ঃ চ (ময়নামা দানবশ্চ) বহ্নেঃ (খাণ্ডবদাহকাৎ অগ্নেঃ) মোচিতঃ (ভগবতা পরিত্রাতঃ সন্) সখ্যে (অর্জ্জুনায়) সভাং উপাহরৎ (দিব্যাং সভাস্থলীং বিরচয়ামাস) জলস্থলদৃশি (জলে স্থলবৎ দৃক্ দৃষ্টিঃ যস্মিন্ তজ্জলস্থলদৃক্ তস্মিন্) যস্মিন্ (যস্যাং সভায়াং) দুর্য্যোধনস্য ভ্রমঃ (ভ্রান্তিঃ) আসীৎ (অভূৎ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ময় নামক দানব খাণ্ডবদাহকালে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অগ্নি হইতে রক্ষিত হইয়া সখা অর্জ্জুনকে এক বিচিত্র সভা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। ঐ সভায় দুর্য্যোধনের জলে স্থল এবং স্থলে জল ভ্রম হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

স তেন সমনুজ্ঞাতঃ সুহৃদ্ভিশ্চানুমোদিতঃ ।
আযযৌ দ্বারকাং ভূয়ঃ সাত্যকিপ্রমুখৈর্বৃতঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তেন (অর্জ্জুনেন) সমনুজ্ঞাতঃ (সম্মতঃ তথা) সুহৃদ্ভিঃ (অপরৈঃ বান্ধবৈঃ) চ অনুমোদিতঃ সাত্যকি প্রমুখৈঃ (সাত্যকি প্রভৃতিভিঃ সহচরৈঃ) বৃতঃ (পরিবৃতশ্চ সন্) ভূয়ঃ (পুনরপি) দ্বারকাং আযযৌ (আগতবান্) ॥২৮॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ও অন্যান্য বান্ধবগণের অনুমোদন অনুসারে সাত্যকি প্রভৃতি সহচরগণে পরিবৃত হইয়া পুনরায় দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

———

অথোপযেমে কালিন্দীং সুপুণ্যর্ত্ত্বৃক্ষ উর্জ্জিতে ।
বিতন্বন্ পরমানন্দং স্বানাং পরমমঙ্গলঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) পরমমঙ্গলঃ (পরম-মঙ্গলময়ঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) উর্জ্জিতে (রবিশুদ্ধ্যাদিসম্পদ্-যুক্তে) সুপুণ্যর্ত্ত্বৃক্ষে (সুপুণ্যঃ ঋতুঃ ঋক্ষং নক্ষত্রঞ্চ যস্মিন্ তস্মিন্ কালে) স্বানাম্ (আত্মীয়ানাং) পরমানন্দং (পরমং সুখং) বিতন্বন্ (বিস্তারয়ন্) কালিন্দীং (সূর্য্যতনয়াম্) উপযেমে (পরিণীতবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ রবিশুদ্ধি প্রভৃতি সম্পদ্‌যুক্ত, সুপুণ্য ঋতু ও নক্ষত্রসমন্বিত সময়ে আত্মীয়গণের পরমানন্দ বিস্তারপূর্ব্বক কালিন্দীকে বিবাহ করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—সখ্যে খাণ্ডবদাহকবহ্নে মিত্রায়ার্জ্জুনায় যস্মিন্ যস্যাম্ ॥ ২৭-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—খাণ্ডবদাহনকারী অগ্নিদেবের মিত্র অর্জ্জুনকে ময়দানব মুক্ত হইয়া সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। যে সভাতে দুর্য্যোধনের জলে-স্থল, স্থলে জল ভ্রম হইয়াছিল ॥ ২৭-২৯ ॥

———

বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দুর্য্যোধনবশানুগৌ ।
স্বয়ংবরে স্বভগিনীং কৃষ্ণে সক্তাং ন্যষেধতাম্ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—দুর্য্যোধনবশানুগৌ (দুর্য্যোধনস্য বশীভূতৌ) অবন্ত্যৌ (অবন্ত্যা রাজানৌ) বিন্দানুবিন্দৌ (বিন্দশ্চ অনুবিন্দশ্চ এতৌ দ্বৌ) স্বয়ম্বরে কৃষ্ণে সক্তাম্ (কৃষ্ণানুরাগিণীং) স্বভগিনীং (মিত্রবিন্দাং নাম নিজ-ভগিনীং) ন্যষেধতাং (শ্রীকৃষ্ণং পতিত্বেন বৃণীতুং নিবারয়ামাসতুঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক অবন্তীরাজদ্বয় স্বয়ম্বরক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তা 'মিত্রবিন্দা' নাম্নী নিজ ভগিনীকে শ্রীকৃষ্ণ-বরণে নিষেধ করিয়াছিল ॥ ৩০ ॥

———

রাজাধিদেব্যাস্তনয়াং মিত্রবিন্দাং পিতৃষ্বসুঃ ।
প্রসহ্য হৃতবান্ কৃষ্ণো রাজন্ রাজ্ঞাং প্রপশ্যতাম্ ॥৩১

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, কৃষ্ণঃ পিতৃষ্বসুঃ রাজাধিদেব্যাঃ তনয়াং (সুতাং তাং) মিত্রবিন্দাং প্রপশ্যতাং (অবলোকয়তাং) রাজ্ঞাং (নৃপানাং সমীপতঃ এব) প্রসহ্য হৃতবান্ (বলেন জহার) ॥৩১॥

অনুবাদ—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ পিতৃষ্বসা রাজাধিদেবীর কন্যা মিত্রবিন্দাকে উক্ত স্বয়ম্বর সভায় রাজগণের সমক্ষেই বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—পঞ্চমং মিত্রবিন্দাবিবাহমাহ,—বিন্দেতি দ্বাভ্যাম্। আবন্ত্যৌ অবন্তীভূপালৌ ॥ ৩০-৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণের সহিত মিত্রবিন্দার বিবাহ কথা বলা হইতেছে—দুইটি শ্লোকে, অবন্তী রাজাদ্বয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ॥ ৩০-৩১ ॥

———

নগ্নজিন্নাম কৌশল্য আসীদ্রাজাতিধার্ম্মিকঃ ।
তস্য সত্যাভবৎ কন্যা দেবী নাগ্নজিতী নৃপ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (রাজন্) কৌশল্যঃ (অযোধ্যাধিপতিঃ) নগ্নজিৎ নাম অতিধার্ম্মিকঃ (কশ্চিৎ) রাজা আসীৎ। তস্য (রাজ্ঞঃ) নাগ্নজিতী (পিতৃনাম্না নাগ্নজিতীতি প্রসিদ্ধা) দেবী (কান্তিমতী) সত্যা (সত্যানাম্নী) কন্যা অভবৎ (জাতা) ॥৩২॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অযোধ্যায় নগ্নজিৎ নামক এক অতিধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার সত্যা-নাম্নী পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিল, ঐ কন্যা পিতৃনামানু-সারে নাগ্নজিতী নামেও কথিত হইত ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ষষ্ঠমাহ,—নগ্নজিদিতি। কৌশল্যঃ অযোধ্যাধিপতিঃ, সত্যেতি সংজ্ঞা ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণের ষষ্ঠ বিবাহের কথা বলা হইতেছে—কৌশল্যা অযোধ্যার অধিপতী নগ্ন-জিৎ, তাহার কন্যার নাম 'সত্যা' ॥ ৩২ ॥

———

ন তাং শেকুর্নৃপা বোঢুমজিত্বা সপ্ত গোবৃষান্ ।
তীক্ষ্ণশৃঙ্গান্ সুদুর্দ্ধর্ষান্ বীরগন্ধাসহান্ খলান্ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—নৃপাঃ (রাজানঃ) তীক্ষ্ণশৃঙ্গান্ সুদুর্দ্ধর্ষান্ (দুরাসদান্) বীরগন্ধাসহান্ (বীরস্য গন্ধমপি ন সহন্তে ইতি তথা তান্) খলান্ (ক্রূরান্) সপ্ত (সপ্তসংখ্যকান্) গোবৃষান্ (গোষু বৃষান্ গোজাতীয়ষণ্ডান্) অজিত্বা (অপরাজিত্য) তাং (কন্যাং) বোঢুং (পরিণেতুং) ন শেকুঃ (ন সমর্থাঃ বভূবুঃ, সপ্তবৃষভবিজয়ী এব অস্যাঃ পাণিং গৃহ্ণীয়াদিতি পিত্রাদিভিঃ নিয়মঃ কৃত আসীদিত্যর্থঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—ঐ কন্যার আত্মীয়গণ নিয়ম করিলেন যে, রাজগণ তীক্ষ্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট, অতিদুর্দ্ধর্ষ, বীরগন্ধাসহিষ্ণু, ক্রূরস্বভাব গোজাতীয় সপ্তষণ্ডকে পরাজিত না করিলে এই কন্যাকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ৩৩ ॥

তাং শ্রুত্বা বৃষজিল্লভ্যাং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ।
জগাম কৌশল্যপুরং সৈন্যেন মহতা বৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাং (কন্যাং) বৃষিজিল্লভ্যাং (বৃষং জয়তীতি বৃষজিৎ তেন লভ্যাং পত্নীত্বেন প্রাপ্যান্ ইতি) শ্রুত্বা মহতা সৈন্যেন বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) কৌশল্যপুরম্ (অযোধ্যাং) জগাম (গতবান্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃষজয়ী পুরুষের লভ্যা উক্ত কন্যার কথা শ্রবণ করিয়া মহৎ সৈন্যমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যায় গমন করিলেন।।৩৪

বিশ্বনাথ—বোঢুং বিবোঢুম্ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"বোঢুং" অর্থাৎ বিবাহ করিবার জন্য ॥ ৩৩-৩৪ ॥

স কোশলপতিঃ প্রীতঃ প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ ।
অর্হণেনাপি গুরুনা পূজয়ন্ প্রতিনন্দিতঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—কোশলপতিঃ (অযোধ্যারাজঃ) সঃ (নগ্নজিৎ) প্রীতঃ (সন্) প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ (প্রত্যুত্থানেন আসনপ্রদানেন অন্যৈশ্চ উপচারৈঃ তথা) গুরুণা (মহতা) অর্হণেন (পূজাসম্ভারেণ) অপি পূজয়ন্ (শ্রীকৃষ্ণং আরাধয়ন্) প্রতিনন্দিতঃ (তং প্রতিনন্দিতবান্, শ্রীকৃষ্ণেন বা স প্রতিনন্দিতঃ বভূব) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—কোশলাধিপতি নগ্নজিৎ প্রীতির সহিত প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক আসনাদি উপচার এবং অন্যান্য মহাপূজা সম্ভারে তাঁহার পূজা ও অভিনন্দন করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণং পূজয়ন্ প্রতিনন্দিতঃ—কৃষ্ণেনাদৃতোঽভূৎ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অযোধ্যারাজ নগ্নজিৎ কৃষ্ণকে মহাপূজার উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে মহারাজও কৃষ্ণকর্ত্তৃক আদৃত হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

বরং বিলোক্যাভিমতং সমাগতং
নরেন্দ্রকন্যা চকমে রমাপতিম্ ।
ভূয়াদয়ং মে পতিরাশিষোঽমলাঃ
করোতু সত্যা যদি মে ধৃতো ব্রতঃ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—নরেন্দ্রকন্যা (নাগ্নজিতী) অভিমতম্ (আত্মনঃ অভীষ্টং) বরং (বরণীয়ং) রমাপতিং (শ্রীকৃষ্ণং) সমাগতং বিলোক্য [বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা)] অয়ং (এবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ এব) মে (মম) পতিঃ ভূয়াৎ (ভবতু) মে (ময়া) ব্রতঃ (তৎপূজাদিনিয়মঃ) যদি ধৃতঃ (যত্নাদ্ রক্ষিতঃ তদা) অনলঃ (অর্চ্চিতঃ অগ্নিঃ) আশিষঃ (মম বাঞ্ছাঃ) সত্যাঃ (সফলাঃ) করোতু (ইতি) চকমে (কাময়ামাস) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—নাগ্নজিতী স্বীয় অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে বররূপে সমাগত দেখিয়া কামনা করিলেন,—'এই শ্রীকৃষ্ণই আমার পতি হউন।' আমি যদি যত্নের সহিত অগ্নিদেবের ব্রত পালন করিয়া থাকি, তাহা হইলে তিনি আমার বাঞ্ছা সফল করুন্ ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিলোক্য চন্দ্রশালাগবাক্ষতঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নাগ্নজিতী সত্যা চন্দ্রশালার জানালার ছিদ্রপথে কৃষ্ণকে বররূপে আসিতে দেখিয়া ॥ ৩৬ ॥

যৎপাদপঙ্কজরজঃ শিরসা বিভর্তি
শ্রীরব্জজঃ সগিরিশঃ সহ লোকপালৈঃ ।

লীলাতনূঃ স্বকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ
কালেঽদধৎ স ভগবান্ মম কেন তুষ্যেৎ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) সগিরিশঃ (শিবেন সহিতঃ) লোকপালৈঃ (ইন্দ্রাদিভিশ্চ) সহ অব্জজঃ (ব্রহ্মা চ) যৎপাদপঙ্কজরজঃ (যস্য চরণকমলস্য রজঃ) শিরসা (মস্তকেন) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) যঃ (যশ্চ) স্বকৃতসেতুপরীপ্সয়া (স্বনির্দ্দিষ্টধর্ম্মমর্য্যাদা-পরিপালনার্থং) কালে (যোগ্যসময়ে) লীলাতনূঃ (বিচিত্রলীলাবিগ্রহান্) অদধৎ (স্বীকৃতবান্) সঃ ভগবান্ মম (মাং প্রতি) কেন (কেন হেতুনা সাধনেন বা) তুষ্যেৎ (প্রসন্নো ভবেৎ তন্নাবধারয়ামি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—লক্ষ্মী, শিব, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ এবং ব্রহ্মা যদীয় পাদপদ্মরজঃ মস্তকে ধারণ করেন এবং যিনি স্বকৃতধর্ম্মমর্য্যাদা পরিপালনের জন্য সমুচিত কালে বিচিত্র লীলাবিগ্রহসমূহ ধারণ করেন, সেই ভগবান্ আমার প্রতি কি হেতু প্রসন্ন হইবেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না ॥ ৩৭ ॥

———

অর্চ্চিতং পুনরিত্যাহ নারায়ণ জগৎপতে ।
আত্মানন্দেন পূর্ণস্য করবাণি কিমল্পকঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(নগ্নজিৎ) অর্চ্চিতং (যথাবিধি পূজিতং শ্রীকৃষ্ণং) পুনঃ ইতি (এবম্) আহ (উক্তবান্ হে) জগৎপতে, (হে) নারায়ণ, অল্পকঃ (ক্ষুদ্রঃ অহম্) আত্মানন্দেন (সানন্দেন) পূর্ণস্য (তৃপ্তস্য তব) কিং করবাণি (কিং প্রিয়ং কর্ত্তুং সমর্থো ভবামি) ॥৩৮॥

অনুবাদ—নগ্নজিৎ যথাবিধি পূজনান্তে শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় এইরূপ বলিলেন, হে জগৎপতে, নারায়ণ, আপনি আত্মানন্দ-পরিপূর্ণ, অতএব মাদৃশ ক্ষুদ্রজন আপনার কোন্ প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানে সমর্থ হইবে ? ॥ ৩৮ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—
তমাহ ভগবান্ হৃষ্টঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা সস্মিতং কুরুনন্দনং ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ--(হে) কুরুনন্দন, (পরীক্ষিৎ) কৃতাসনপরিগ্রহঃ (কৃতঃ আসন পরিগ্রহঃ আসন গ্রহণং যেন সঃ আসনে সমুপবিষ্টঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) হৃষ্টঃ (সন্) মেঘগম্ভীরয়া (মেঘধ্বনিবদ্ গম্ভীরয়া) বাচা (বাক্যেন) তং (নগ্নজিতং) সস্মিতং (হাস্যেন সহ) আহ (উক্তবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, তৎকালে আসনোপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া জলদ-গম্ভীরবচনে হাস্যসহকারে নগ্নজিৎকে বলিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—পরীপ্সয়া পরিপালনেচ্ছয়া তত্তৎকালে দধৎ প্রপঞ্চে প্রাকট্যাৎ পুষ্যন্ । যঃ স্বয়মধুনা বর্ত্ততে সঃ ॥ ৩৭-৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ ধর্ম্মমর্য্যাদা পরিপালনের জন্য সেই সেই কালে যে সকল অবতার এই জগতে প্রকট করিয়া থাকেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ এখন আবির্ভূত আছেন ॥ ৩৭-৩৯ ॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—
নরেন্দ্র যাচ্ঞা কবিভির্বিগর্হিতা
রাজন্যবন্ধোর্নিজধর্ম্মবর্ত্তিনঃ ।
তথাপি যাচে তব সৌহৃদেচ্ছয়া
কন্যাং ত্বদীয়াং নহি শুল্কদা বয়ম্ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) নরেন্দ্র, (হে রাজন্) নিজধর্ম্মবর্ত্তিনঃ (স্বধর্ম্মস্থিতস্য) রাজন্যবন্ধোঃ (হীনক্ষত্রিয়স্যাপি) যাচ্ঞা (পরসমীপে স্বাভীষ্টপ্রার্থনা) কবিভিঃ (প্রাচীনৈঃ বুধজনৈঃ) বিগর্হিতা (শাস্ত্রাদিষু নিন্দিতা) তথা অপি (যাচ্ঞায়াঃ এবং নিন্দায়াং অপি) তব সৌহৃদেচ্ছয়া (ত্বয়া সহ সুসম্বন্ধকামনয়া) ত্বদীয়াং কন্যাং (নাগ্নজিতীং) যাচে (পরিণেতুং প্রার্থয়ামি) বয়ং শুল্কদাঃ (কুলপূজার্থং দ্রব্যাদিপ্রদাঃ) ন (ন ভবামঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজন্, স্বধর্ম্মস্থিত হীনক্ষত্রিয়ের পক্ষেও অন্যের নিকট প্রার্থনা প্রাচীন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রাদিতে নিন্দিত হইয়াছে, তথাপি আমি তোমার সহিত সৎসম্বন্ধ স্থাপনোদ্দেশে তোমার কন্যার সহিত পরিণয় প্রার্থনা করিতেছি, পরন্তু আমরা বিবাহে কোন শুল্ক প্রদান করি না ॥৪০

———

শ্রীরাজোবাচ—

কোঽন্যস্তেঽভ্যধিকো নাথ কন্যাবর ইহেপ্সিতঃ।
গুণৈকধাম্নো যস্যাঙ্গে শ্রীর্বসত্যনপায়িনী ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা (নগ্নজিৎ) উবাচ—(হে) নাথ, (হে ঈশ্বর) গুণৈকধাম্নঃ (গুণানাং একমেব ধাম আশ্রয়ঃ তথাভূতস্য) যস্য (তব) অঙ্গে (শ্রীবিগ্রহে বক্ষসি বা) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) অনপায়িনী (সুস্থিরা সতী) বসতি (তস্য) তে (তব ত্বত্তঃ ইত্যর্থঃ) অভ্যধিকঃ (অধিকগুণশালী) ঈপ্সিতঃ (প্রাপ্তুমভিলষিতঃ) কন্যাবরঃ (কন্যায়াঃ বরঃ) ইহ (মর্ত্যলোকে) অন্যঃ (ত্বদিতরঃ) কঃ (কঃ অস্তি ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥৪১॥

অনুবাদ—নগ্নজিৎ বলিলেন,—হে প্রভো, আপনি নিখিল সদ্গুণসমূহের একমাত্র আধার, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী অচঞ্চলভাবে আপনার শ্রীঅঙ্গে বাস করিতেছেন, অতএব আপনার অপেক্ষা অধিক গুণশালী অভীষ্ট বর এই মর্ত্যলোকে অন্য কে আছে ? ৪১ ॥

বিশ্বনাথ — রাজন্যবন্ধোরতিনিকৃষ্টক্ষত্রিয়স্যাপি অহং রাজন্যশ্রেষ্ঠোঽপি যাচে, কিন্তু বয়ং ন শুল্কদা ন দ্রব্যাদিদায়িনঃ ॥ ৪০-৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজন্যবন্ধু অর্থাৎ অতি নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আমি রাজন্য শ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনার কন্যার বররূপে প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু আমরা বিবাহে কোন শুল্কদান করি না—ইহা কৃষ্ণ বলিলেন ॥ ৪০-৪১ ॥

কিন্ত্বস্মাভিঃ কৃতঃ পূর্ব্বং সময়ঃ সাত্বতর্ষভ।
পুংসাং বীর্য্যপরীক্ষার্থং কন্যাবরপরীপ্সয়া ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সাত্বতর্ষভ, (যাদবকুলশ্রেষ্ঠ) কিন্তু (তথাপি) অস্মাভিঃ কন্যাবরপরীপ্সয়া (কন্যায়াঃ বরং সুযোগ্যং বরণীয়ং জনং প্রাপ্তুং ইচ্ছয়া) পুংসাং (সমাগতানাং রাজন্যপুরুষাণাং) বীর্য্যপরীক্ষার্থং (বীরত্বপরীক্ষণার্থং) পূর্ব্বং (পুরা এব) সময়ঃ (সপ্তবৃষভজয়রূপোনিয়মঃ) কৃতঃ (অবধারিতঃ) ॥৪২॥

অনুবাদ—হে যাদবোত্তম, তথাপি আমরা কন্যার সুযোগ্য বর লাভের ইচ্ছায় সমাগত রাজন্যগণের বীর্য্যপরীক্ষার জন্য পূর্ব্বেই এক নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছি ॥ ৪২ ॥

সপ্তৈতে গোবৃষা বীর দুর্দ্দান্তা দুরবগ্রহাঃ।
এতৈর্ভগ্নাঃ সুবহবো ভিন্নগাত্রা নৃপাত্মজাঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, এতে সপ্ত দুর্দ্দান্তাঃ (অশিক্ষিতাঃ) দুরবগ্রহাঃ (অপরায়ত্তাঃ) গোবৃষাঃ (গোজাতীয়বৃষভাঃ বর্ত্তন্তে) সুবহবঃ নৃপাত্মজাঃ (রাজনন্দনাঃ) এতৈঃ (বৃষৈঃ) ভিন্নগাত্রাঃ (বিদীর্ণদেহাঃ সন্তঃ) ভগ্নাঃ (ভঙ্গং প্রাপিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে বীর, এই সাতটী দুর্দ্দান্ত, দুরায়ত্ত বৃষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বহু রাজপুত্র ইহাদের শৃঙ্গাঘাতে ভিন্নগাত্র ও ভগ্নোৎসাহ হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—বয়মপি ও শুল্কগ্রাহিণ ইত্যাহ,—কিন্ত্বিতি। সময়ো নিয়মঃ কন্যায়া বরপ্রাপ্তীচ্ছয়া যা পুংসাং বীর্য্যপরীক্ষা তদর্থং, অন্যথা মৎকন্যায়াং সর্ব্ব এব নৃপাঃ প্রার্থকাস্তে ময়া কথং প্রত্যাখ্যেয়া ইতি ভাবঃ। কন্যায়া বরঃ শ্রুতরূপগুণস্ত্বমেব বরণীয়স্তস্য তব প্রাপ্ত্যর্থমিত্যর্থস্তু বাস্তবঃ ॥ ৪২-৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নগ্নজিৎ রাজা বলিতেছেন—আমরাও কোন পণ গ্রহণ করি না কিন্তু কন্যার বর প্রাপ্তির জন্য ও বল পরীক্ষার জন্য যে নিয়ম করিয়াছি সেইজন্য, তাহা না হইলে আমার কন্যাকে সকলরাজগণই প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাদিগকে কিভাবে প্রত্যাখ্যান করিব। কন্যার বর যাহার রূপ গুণ শ্রবণ করিয়াছি তিনিই বরণীয়। সেই তোমার প্রাপ্তির নিমিত্ত এই নিয়ম ইহাই বাস্তব অর্থ ॥ ৪২-৪৩ ॥

যদিমে নিগৃহীতাঃ স্যুস্ত্বয়ৈব যদুনন্দন।
বরো ভবানভিমতো দুহিতুর্মে শ্রিয়ঃপতে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) যদুনন্দন, (হে) শ্রিয়ঃপতে, (হে লক্ষ্মীনাথ) যৎ (যদি) ইমে (সপ্তবৃষাঃ) ত্বয়া এব নিগৃহীতাঃ (দমিতাঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ তদা) ভবান্ মে (মম) দুহিতুঃ (কন্যায়াঃ) অভিমতঃ (সুযোগ্যঃ, চিরাভীষ্টঃ ইতি ভাবঃ) বরঃ (বরণীয়ঃ পতিঃ ভবেৎ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে যদুনন্দন, শ্রীপতে, যদি আপনি এই সপ্তবৃষকে দমন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনি আমার কন্যার অভিলষিত পতি হইবেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ যদীতি প্রকটোঽর্থঃ। যৎ যস্মাদিতি বাস্তবঃ। শ্রিয়ঃপতে, ইতি সম্বোধনেন বৃষনিগ্রহো ন ত্বদশক্য ইতি ত্বমেব বরো নির্ণীতঃ বৃষাস্ত্বিমে ত্বদ্বিদ্বেষিবধার্থমেব স্থাপিতা ইতি ভাবঃ ॥৪৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই প্রকৃত বিষয়টি প্রকাশ করিতেছি—লক্ষ্মীপতি! সেই সম্বোধনদ্বারা বৃষভনিগ্রহ আপনার পক্ষে অসাধ্য নয়, অতএব তুমিই বররূপে নির্ণীত। এই বৃষভগুলি তোমার বিদ্বেষীগণের বধের জন্যই রাখা হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

এবং সময়মাকর্ণ্য বদ্ধ্বা পরিকরং প্রভুঃ।
আত্মানং সপ্তধা কৃত্বা ন্যগৃহ্ণাল্লীলয়ৈব তান্ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং সময়ম্ (এতান্ যো নিগৃহ্ণাতি তস্যৈব কন্যেতি কৃতং নিয়মম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) পরিকরং (পরিচ্ছদং) বদ্ধ্বা (দৃঢ়ত্বেন যথাস্থানং বিন্যস্য) আত্মানং (সবিগ্রহং) সপ্তধা (সপ্তধা কৃত্বা প্রকটীকৃত্য, বহ্বীনাং যোষিতাং সম্পূর্ণ এবাহং সম্ভোগযোগ্যঃ স্যাং ইতি কন্যাং প্রতি অসাপত্ন্যপ্রদর্শনায় সপ্তধা করণম্ ইতি ভাবঃ) তান্ (সপ্তবৃষান্) লীলয়া (অনায়াসেন) এব ন্যগৃহ্ণাৎ (নিগৃহীতবান্) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ নিয়ম শ্রবণে স্বীয় পরিচ্ছদ দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্ব্বক একাকী সপ্তমূর্ত্তিতে হইয়া অনায়াসে সপ্তবৃষভকে পরাজিত করিলেন ॥৪৫

বদ্ধ্বা তান্ দামভিঃ শৌরির্ভগ্নদর্পান্ হতৌজসঃ।
ব্যকর্ষল্লীলয়া বদ্ধান্ বালো দারুময়ান্ যথা ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ভগ্নদর্পান্ (গর্ব্বভ্রষ্টান্) হতৌজসঃ (হতবীর্য্যান্) তান্ (সপ্তবৃষান্) দামভিঃ (রজ্জুভিঃ) বদ্ধ্বা (আবদ্ধীকৃত্য) বালঃ (বালকঃ) যথা (যদ্বৎ) বদ্ধান্ (রজ্জ্বাদিভিঃ বদ্ধান্) দারুময়ান্ (কাষ্ঠময়ান্ বৃষান্ বিকর্ষতি তথা) লীলয়া (অনায়াসেনৈব) ব্যকর্ষৎ (আকৃষ্টবান্) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ তখন ভগ্নদর্প, নষ্টবীর্য্য ঐ সপ্তবৃষভকে রজ্জুতে বন্ধনপূর্ব্বক, বালক যেরূপ রজ্জুপ্রভৃতিদ্বারা আবদ্ধ কাষ্ঠময় বৃষগণকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ অনায়াসে আকর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

ততঃ প্রীতঃ সুতাং রাজা দদৌ কৃষ্ণায় বিস্মিতঃ।
তাং প্রত্যগৃহ্ণাদ্ভগবান্ বিধিবৎ সদৃশীং প্রভুঃ ॥৪৭

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) বিস্মিতঃ (শ্রীকৃষ্ণচরিতদর্শনাদ্ বিস্ময়গ্রস্তঃ) রাজা (নগ্নজিৎ) প্রীতঃ (সন্তুষ্টচিত্তঃ সন্) কৃষ্ণায় সুতাং (কন্যাং) দদৌ (দত্তবান্) প্রভুঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ অপি) সদৃশীং (সৎশীলাদিভিঃ স্বযোগ্যাং) তাং (কন্যাং) বিধিবৎ (যথাবিধানং) প্রত্যাগৃহ্ণাৎ (প্রতিগৃহীতবান্) ॥৪৭॥

অনুবাদ—অনন্তর বিস্মিত এবং সন্তুষ্ট নগ্নজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে কন্যাদান করিলেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণও উক্ত সুযোগ্যা কন্যাকে যথাবিধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

রাজপত্ন্যশ্চ দুহিতুঃ কৃষ্ণং লব্ধ্বা প্রিয়ং পতিম্।
লেভিরে পরমানন্দং জাতশ্চ পরমোৎসবঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—রাজপত্ন্যঃ (নগ্নজিতস্য মহিষ্যঃ) চ কৃষ্ণং দুহিতুঃ (কন্যায়াঃ) প্রিয়ং পতিং লব্ধ্বা (প্রিয়পতিত্বেন প্রাপ্য) পরমানন্দং লেভিরে (প্রাপ্তাঃ) পরমোৎসবঃ চ (পরমঃ মহান্ উৎসবঃ চ) জাতঃ (অভূৎ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—নগ্নজিতের মহিষীগণও শ্রীকৃষ্ণকে কন্যার প্রিয়পতিরূপে দর্শন করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে তথায় মহৎ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৮ ॥

শঙ্খভের্য্যানকা নেদুর্গীতবাদ্যদ্বিজাশিষঃ।
নরা নার্য্যঃ প্রমুদিতাঃ সুবাসঃস্রগলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—শঙ্খভের্য্যানকাঃ (শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ আনকাশ্চ তে তথা) গীতবাদ্য দ্বিজাশিষঃ (গীতানি বাদ্যানি দ্বিজানাং আশিষশ্চ) নেদুঃ (ধ্বনিতাঃ বভূবুঃ) নরাঃ নার্য্যঃ চ সুবাসঃস্রগলঙ্কৃতাঃ (সুবাসোভিঃ উত্তমবসনৈঃ স্রগ্‌ভিঃ মাল্যৈশ্চ অলঙ্কৃতাঃ) প্রমুদিতাঃ (প্রহৃষ্টাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—তৎকালে শঙ্খ, ভেরী, আনক প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি এবং গীত, বাদ্য ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ উচ্চারিত হইয়াছিল। নরনারীগণ উত্তমবসন ও মাল্যদ্বারা বিভূষিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

দশধেনুসহস্রাণি পারিবর্হমদাদ্ বিভুঃ।
যুবতীনাং ত্রিসাহস্রং নিষ্কগ্রীবসুবাসসাম্ ॥ ৫০ ॥
নবনাগসহস্রাণি নাগাচ্ছতগুণান্ রথান্।
রথাচ্ছতগুণানশ্বানশ্বানশ্বাচ্ছতগুণান্ নরান্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (নগ্নজিৎ) দশধেনুসহস্রাণি (দশসংখ্যকানি ধেনূনাং সহস্রাণি, দশসহস্রসংখ্যকাঃ ধেনূঃ ইত্যর্থঃ তথা) নিষ্কগ্রীবসুবাসসাং (নিষ্কানি পদকানি গ্রীবায়াং যাসাং তাঃ নিষ্কগ্রীবাঃ তাশ্চ সুবাসসঃ সুবসনাশ্চ তাসাং) যুবতীনাং (দাসীনাঞ্চ) ত্রিসাহস্রং (ত্রীণি সহস্রাণি, ত্রিসহস্রমিতাঃ যুবতীঃ ইত্যর্থঃ) নব (নবসংখ্যকানি) নাগসহস্রাণি (নাগানাং হস্তিনাং সহস্রাণি, নবসহস্রপরিমিতান্ নাগান্ ইত্যর্থঃ তথা) নাগাৎ (হস্তিসংখ্যায়াঃ) শতগুণান্ (নবলক্ষ-সংখ্যকান্) রথান্ (তথা) রথাৎ (রথসংখ্যায়াঃ) শতগুণান্ (নবকোটিসংখ্যকান্ ইত্যর্থঃ) অশ্বান্ (তথা) অশ্বাৎ (অশ্বসংখ্যায়াঃ) শতগুণান্ (নব-শতকোটি-সংখ্যকান্) নরান্ (দাসান্ চ) পারিবর্হম্ (উপহারম্) অদাৎ (দত্তবান্) ॥ ৫০-৫১ ॥

অনুবাদ—নগ্নজিৎ দশসহস্র ধেনু, কণ্ঠে পদক-বিভূষিত ও উত্তম বসনশোভিত তিনসহস্র দাসী, নয় সহস্র হস্তী, নয়লক্ষ রথ, নয়কোটি অশ্ব এবং নয়শত-কোটি ভৃত্য যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। ॥ ৫০-৫১ ॥

বিশ্বনাথ—সপ্তধা কৃত্বেতি সপ্তধা কৃত্বৈত্যেবমেব বহ্বীরপি বিলাসিনীরহং সংভুঞ্জে ইতি মম বহুবল্লভত্বেঽপি ন তে কাপি ক্ষতিরিতি সত্যাং জ্ঞাপয়ামাসেতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ৪৫-৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সাতটি মূর্ত্তি করিয়াই ঐ বৃষভগুলিকে বাঁধিয়া দিলেন, ইহাদ্বারা ঐ কন্যা সত্যাকে জানাইলেন আমি বহুবিলাসিনী কন্যার বর হইতে পারি, যেহেতু আমি বহুবল্লভ হইলেও আমার কোন ক্ষতি নাই,—ইহা শ্রীস্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন ॥ ৪০-৫০ ॥

দম্পতী রথমারোপ্য মহত্যা সেনয়া বৃতৌ।
স্নেহপ্রক্লিন্নহৃদয়ো যাপয়ামাস কোশলঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—কোশলঃ (নগ্নজিৎ) দম্পতী (বরং কন্যাঞ্চ) রথং আরোপ্য (আরোপয়িত্বা) মহত্যা সেনয়া (সৈন্যমণ্ডলেন) বৃতৌ (বেষ্টিতৌ কৃত্বা) স্নেহপ্রক্লিন্নহৃদয়ঃ (স্নেহেন প্রক্লিন্নং সম্যক্ আর্দ্রং হৃদয়ং যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) যাপয়ামাস (তৌ গময়ামাস) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি মহাসৈন্যমণ্ডলে পরি-বেষ্টিত করিয়া বরকন্যাকে রথে আরোহণ করাইয়া স্নেহার্দ্র চিত্তে যাত্রা করাইয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—নাগাৎ নাগেভ্যঃ শতগুণান্ নবলক্ষাণি রথাৎ রথেভ্যঃ শতগুণান্ নবকোটীঃ অশ্বাৎ অশ্বেভ্যঃ শত গুণান্ নবপদ্মানি ॥ ৫১-৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নাগ হইতে শতগুণ নবলক্ষ রথ, রথ হইতে শতগুণ নবকোটি, অশ্ব হইতে শতগুণ নবপদ্ম সমূহ ॥ ৫১-৫২ ॥

শ্রুত্বৈতদ্রুরুধুর্ভূপা নয়ন্তং পথি কন্যকাম্।
ভগ্নবীর্য্যাঃ সুদুর্ম্মর্ষা যদুভির্গোবৃষৈঃ পুরা ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—পুরা (নাগ্নজিতীবিবাহাৎ পূর্ব্বং) যদুভিঃ (যাদবৈঃ তথা) গোবৃষৈঃ (চ) ভগ্নবীর্য্যাঃ (ভগ্নানি বীর্য্যাণি যেষাং তে তথা অপি) সুদুর্ম্মর্ষাঃ (অসহনশীলাঃ) ভূপাঃ (রাজানঃ) এতৎ (নাগ্নজিতীপরিণয়রূপং কৃষ্ণচরিতং) শ্রুত্বা কন্যকাং (কন্যাং) নয়ন্তং (নীত্বা গচ্ছন্তং শ্রীকৃষ্ণং) পথি (গমনমার্গে) রুরুধুঃ (বারয়ামাসুঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে সপ্তবৃষভ কর্ত্তৃক হতবীর্য্য অসহিষ্ণু রাজগণ নাগ্নজিতীর পরিণয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যদুগণসহ কন্যা আনয়নকারী শ্রীকৃষ্ণকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিল ॥ ৫৩ ॥

তানস্যতঃ শরব্রাতান্ বন্ধুপ্রিয়কৃদর্জ্জুনঃ।
গাণ্ডীবী কালয়ামাস সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—বন্ধুপ্রিয়কৃৎ (বন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়ং করোতীতি প্রিয়কৃৎ প্রিয়কার্য্যসাধকঃ) গাণ্ডীবী (গাণ্ডীবনামকধনুর্দ্ধারী) অর্জ্জুনঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগাম্ ইব (সিংহঃ যথা অন্যান্ হীনপশূন্ তাড়য়তি তথা) শরব্রাতান্ (শরসমূহান্) অস্যতঃ (ক্ষিপতঃ) তান্ (ভূপান্) কালয়ামাস (অনায়াসেনৈব বিতাড়য়ামাস) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—সিংহ যেরূপ ক্ষুদ্রজন্তুগণকে বিতাড়িত করে, বান্ধব-প্রীতিকারী গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন সেইরূপ শরবর্ষণকারী রাজগণকে অনায়াসে বিতাড়িত করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদা যদুভির্ভগ্নবীর্য্যা বভূবুঃ। পুরা তু গোবৃষৈরপি, কালয়ামাস ব্যদ্রাবয়ৎ ॥ ৫৩-৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পথে অন্য রাজপুত্রগণ যদুসৈন্যের নিকট পরাজিত হইল। পূর্ব্বে যাঁহারা ঐ বৃষ সকল হইতে পরাজিত হইয়াছিল, কালয়ামাস অর্থাৎ অর্জ্জুন পরাজিত করিলেন ॥ ৫৩-৫৪ ॥

পারিবর্হমুপাগৃহ্য দ্বারকামেত্য সত্যয়া।
রেমে যদূনামৃষভো ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—যদূনাং (যাদবানাং মধ্যে) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ভগবান্ দেবকীসুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পারিবর্হং (শ্বশুরদত্তং উপহারম্) উপাগৃহ্য (স্বাদরং স্বীকৃত্য) সত্যয়া (নাগ্নজিত্যা সহ) দ্বারকাং এত্য (আগত্য) রেমে (চিক্রীড়) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—যাদবশ্রেষ্ঠ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্বশুরপ্রদত্ত উপহার সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক নাগ্নজিতীর সহিত দ্বারকায় আগমন করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন ॥৫৫॥

শ্রুতকীর্ত্তেঃ সুতাং ভদ্রামুপযেমে পিতৃষ্বসুঃ।
কৈকেয়ীং ভ্রাতৃভির্দ্দত্তাং কৃষ্ণঃ সন্তর্দ্দনাদিভিঃ ॥৫৬

অন্বয়ঃ—(সপ্তমং বিবাহং আহ) কৃষ্ণঃ সন্তর্দ্দনাদিভিঃ (সন্তর্দ্দনপ্রভৃতিভিঃ) ভ্রাতৃভিঃ (ভদ্রায়াঃ সহোদরৈঃ) দত্তাং (শ্রীকৃষ্ণায় প্রদত্তাং) কৈকেয়ীং (কেকয়দেশজাং) পিতৃষ্বসুঃ (পিতুঃ বসুদেবস্য স্বসুঃ ভগিন্যাঃ) শ্রুতকীর্ত্তেঃ (তন্নাম্ন্যাঃ) সুতাং (কন্যাং) ভদ্রাং (ভদ্রানাম্নীম্) উপযেমে (পরিণীতবান্) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সন্তর্দ্দন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক প্রদত্তা পিতৃষ্বসা শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা কেকয়দেশজাতা ভদ্রাকে বিবাহ করিলেন ॥ ৫৬ ॥

সুতাঞ্চ মদ্রাধিপতের্লক্ষ্মণাং লক্ষণৈর্য্যুতাম্।
স্বয়ংবরে জহারৈকঃ স সুপর্ণঃ সুধামিব ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অষ্টমং বিবাহমাহ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) লক্ষণৈঃ (শুভচিহ্নৈঃ) যুতাং (যুক্তাং) মদ্রাধিপতেঃ (মদ্ররাজস্য) সুতাং (কন্যাং) লক্ষ্মণাং (লক্ষ্মণানাম্নীং) চ একঃ (সহায়ান্তররহিতঃ সন্ এব) স্বয়ম্বরে (স্বয়ম্বরক্ষেত্রে) সুপর্ণঃ সুধাং ইব (গরুড়ঃ যথা এক এব সন্ অমৃতঃ জহার তথা) জহার (বলেন হৃতবান্) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—গরুড় যেরূপ স্বর্গ হইতে স্ববলে সুধাহরণ করিয়াছিলেন, সেরূপ শ্রীকৃষ্ণও সুলক্ষণা মদ্ররাজকন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ম্বরক্ষেত্রে একাকী সবলে হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—সপ্তমং বিবাহমাহ,—শ্রুতকীর্ত্তেরিতি ॥ ৫৬-৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সপ্তম বিবাহ বলিতেছেন—শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা ॥ ৫৬-৫৭ ॥

অন্যাশ্চৈবংবিধা ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্যাসন্ সহস্রশঃ।
ভৌমং হত্বা তন্নিরোধাদাহৃতাশ্চারুদর্শনা ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টমহিষ্যুদ্বাহো নাম অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৮॥

অন্বয়ঃ—ভৌমং (নরকাসুরং) হত্বা (বিনাশ্য) তন্নিরোধাৎ (তস্য অন্তঃপুরাৎ) আহৃতাঃ (আনীতাঃ) চারুদর্শনাঃ (সুরম্যদর্শনাঃ) এবং বিধাঃ (লক্ষ্মণাসদৃশসুলক্ষণাঃ) কৃষ্ণস্য অন্যাঃ চ সহস্রশঃ (বহুসহস্রসংখ্যকাঃ) ভার্য্যাঃ (পত্ন্যঃ) আসন্ (জাতাঃ) ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—নরকাসুরকে বিনাশ করিয়া তদীয় অন্তঃপুর হইতে শ্রীকৃষ্ণ এবম্বিধা সুরম্যদর্শনা বহু সহস্র রমণীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৫৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—সহস্রশঃ সহস্রাণি ষোড়শসহস্রাণীত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽয়ং দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সহস্রশঃ অর্থাৎ ষোড়শ সহস্র ইহাই অর্থ ॥ ৫৮ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে এই দশমস্কন্ধের অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥১০-৫৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
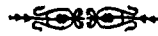
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

যথা হতো ভগবতা ভৌমো যেন চ তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নিরুদ্ধা এতদাচক্ষ্ব বিক্রমং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিনন্দন নরকাসুরকে বিনাশপূর্ব্বক তদাহৃত সহস্র সহস্র কন্যার পাণিগ্রহণ, স্বর্গ হইতে পারিজাত হরণ এবং পাণিগ্রহণান্তে গৃহস্থের ন্যায় কন্যাগণের গৃহে গমন বর্ণিত হইয়াছেন।

নরকাসুর বরুণদেবের ছত্র, অদিতির কুণ্ডলদ্বয় এবং 'মণিপর্ব্বত' নামক দেববিহারস্থলী হরণ করিলে ইন্দ্র দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট নরকাসুরের অত্যাচারকাহিনী বিজ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সহ গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক নরকাসুরের রাজধানীতে গমন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চক্রদ্বারা মুরাসুরের মস্তক ছেদন করিলে তদীয় সপ্তপুত্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকেও যমালয়ে প্রেরণ করিলে নরকাসুর হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিল, শ্রীকৃষ্ণ উহার সৈন্যমণ্ডলী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ক্ষুরধার চক্রদ্বারা নরকাসুরের মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আগমনপূর্ব্বক নরকাপহৃত দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং ভীত নরকাসুরের পুত্রকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। ভগবান্ নরকপুত্রকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক তদ্‌গৃহে প্রবেশ করিয়া ষোড়শ সহস্র রমণীকে দর্শন করিলেন। ঐ রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনপূর্ব্বক মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ধনরাশিসহ রমণীগণকে দ্বারকায় প্রেরণ করিয়া সত্যভামা সহ ইন্দ্রালয়ে গমনপূর্ব্বক অদিতিকে কুণ্ডলদ্বয় প্রত্যর্পণ করিলে ইন্দ্র ও শচীদেবী তাঁহার পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার অনুরোধে পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন ও দেবগণকে পরাজিত করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পারিজাত বৃক্ষকে সত্যভামার গৃহসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে স্থাপন করিলেন।

ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক নরকাসুরের বধের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ কার্য্যসিদ্ধি হইলে ভগবানের সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইলে দেবগণেরও ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অব্যয় ভগবান্ ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া ষোড়শ সহস্র রমণীকে এককালে বিভিন্ন

মন্দিরে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং প্রাকৃতজনের ন্যায় গৃহস্থধর্ম্মসমূহের আচরণ করিয়া তাঁহাদের বিবিধ সেবা গ্রহণপূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা (পরীক্ষিৎ) উবাচ,—(হে ব্রহ্মন্,) যেন (নরকাসুরেণ) চ (যেন হেতুনা চ) তাঃ (ষোড়শসহস্রসংখ্যকাঃ) স্ত্রিয়ঃ (নার্য্যঃ স্বীয়ান্তঃ-পুরে) নিরুদ্ধাঃ (আবদ্ধীকৃতাঃ সঃ) ভৌমঃ (নরকা-সুরঃ) ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) যথা (যেন প্রকারেণ) হতঃ (নিহতঃ বভূব) শার্ঙ্গধন্বনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) এতৎ বিক্রমং (অদ্ভুতচরিতম্) আচক্ষ্ব (কথয়) ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বলিলেন,—হে মুনিবর, যে নরকাসুর পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ সহস্র রমণীকে নিজ অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিয়াছিল তাহাকে ভগবান্ যেরূপে নিহত করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত-চরিত বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

শক্রপ্রোক্তো হরির্ভৌমমহন্ প্রাপ তদাহৃতাঃ।
স্ত্রীঃ সহস্রাণ্যূনষষ্টিতমে দ্যুতরুমাহরৎ ॥ ০ ॥

যেন তাঃ স্ত্রিয়ো নিরুদ্ধাঃ স ভৌমো যথা ভগবতা হতঃ এতৎ আচক্ষেত্যন্বয়ঃ। এতদিতি বিশিনষ্টি,—বিক্রমমিতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একোনষষ্টিতম অধ্যায়ে শ্রীহরি ইন্দ্রের নিমন্ত্রণে ভূমিপুত্র নরকাসুরকে বধ করিয়া তাহার সংগৃহীত ষোল হাজার একশত রাজ-কন্যাকে শ্রীকৃষ্ণ পাইলেন এবং স্বর্গ হইতে কল্পতরু আহরণ করিয়া আনিলেন।

যে ভূমিপুত্র নরকাসুর কর্ত্তৃক রাজকন্যাগণ কারাগারে আবদ্ধ ছিল, সেই নরকাসুর যেভাবে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক হত হইল তাহা বলুন এইভাবে অন্বয় হইবে। এই স্থলে শ্রীহরির বিশেষণ শার্ঙ্গ ধনুকধারী শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম বলুন ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইন্দ্রেণ হৃতছত্রেণ হৃতকুণ্ডলবন্ধুনা।
হৃতামরাদ্রিস্থানেন জ্ঞাপিতো ভৌমচেষ্টিতম্।
সভার্য্যো গরুড়ারূঢ়ঃ প্রাগ্জ্যোতিষপুরং যযৌ ॥২॥

গিরিদুর্গৈঃ শস্ত্রদুর্গৈর্জলাগ্ন্যনিলদুর্গমম্।
মুরপাশাযুতৈর্ঘোরৈর্দৃঢ়ৈঃ সর্ব্বত আবৃতম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—হৃতচ্ছত্রেণ (হৃতং ভৌমেন অপহৃতং ছত্রং যস্য তেন, যদ্যপি বরুণস্য ছত্রং হৃতং তথাপি ইন্দ্র এব লোকপালানাং প্রধান ইতি হেতোঃ তস্যৈব মানভঙ্গাৎ ইন্দ্রস্যৈব বিশেষণ-ত্বেন পদং এতদুক্তম্) হৃতকুণ্ডলবন্ধুনা (হৃতে ভৌমেন অপহৃতে কুণ্ডলে যস্যাঃ সা অদিতিঃ বন্ধুঃ মাতা যস্য তেন তথা) হৃতামরাদ্রিস্থানেন (হৃতং বলেন নীতং অমরাদ্রৌ মন্দরপর্ব্বতে স্থানং মণিপর্ব্বতলক্ষণং যস্য তেন) ইন্দ্রেণ (দ্বারকামাগত্য) ভৌমচেষ্টিতং (নরকা-সুরস্য তত্তৎ আচরণং) জ্ঞাপিতঃ (বিজ্ঞাপিতঃ) সভার্য্যঃ (ভার্য্যয়া সত্যভাময়া সহিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) গরুড়ারূঢ়ঃ (সন্) ঘোরৈঃ (ভয়ঙ্করৈঃ) দৃঢ়ৈঃ (অচ্ছেদ্যৈঃ) মুরপাশাযুতৈঃ (মুরপাশানাং অযুতৈঃ বহুভিঃ মুরপাশৈঃ ইত্যর্থঃ তথা) গিরিদুর্গৈঃ (গিরি-রচিতদুর্গৈঃ) শস্ত্রদুর্গৈঃ (শস্ত্রকল্পিতদুর্গৈঃ চ) সর্ব্বতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) আবৃতং (পরিবেষ্টিতং) জলাগ্ন্যনিল-দুর্গমং (জলদুর্গেন অগ্নিদুর্গেন বায়ুদুর্গেন চ দুর্গমং) প্রাগ্জ্যোতিষপুরং (ভৌমনগরং) যযৌ (গতবান্) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—নরকাসুর বরুণদেবের ছত্র, অদিতির কুণ্ডলদ্বয় এবং মন্দর পর্ব্বতস্থ মণিপর্ব্বত নামক দেববিহারস্থলী হরণ করিলে ইন্দ্র দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া নরকাসুরের অত্যাচার বিজ্ঞাপন করায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্য-ভামার সহিত গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর দৃঢ় অযুত মুরপাশ, গিরিদুর্গ ও শস্ত্রদুর্গসমূহে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত এবং জলদুর্গ, অগ্নিদুর্গ ও বায়ুদুর্গ নিবন্ধন দুর্গম্য প্রাগ্জ্যোতিষপুর অর্থাৎ নরকাসুরের রাজ-ধানীতে গমন করিলেন ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—হৃতছত্রেণেতি বরুণস্য ছত্রহরণেঽপি দেবেন্দ্রত্বাত্তস্যৈব ছত্রং হৃতমভূদিতি। তথোক্তং হৃতে কুণ্ডলে যস্য স বন্ধুর্মাতা যস্য তেন হৃতং অমরাদ্রি-স্থানং মন্দরশৃঙ্গং মণিপর্ব্বতাখ্যং যস্য তেন ইন্দ্রেণ ভৌমস্য চেষ্টিতং ছত্রহরণাদিকং জ্ঞাপিতঃ সন্ যযৌ। ভার্য্যয়া সত্যভাময়া সহিত ইতি ত্বদনুজ্ঞয়ৈব তৎপুত্রং হনিষ্যামীতি ভূম্যৈ যদুক্তং তৎ সত্যং কর্ত্তুং স্ববিভূত্যা

ভূম্যা সহ সত্যভাময়া ঐক্যাদেবাত্র সত্যভামৈব ভূমিঃ। সা চ মহাযুদ্ধসঙ্কটে তদেব জহীমমিত্যনুজ্ঞাস্যতে নান্যদেতি।

নারদানীতপারিজাতপুষ্পস্য রুক্মিণ্যৈ প্রদানাৎ কুপিতাং সত্যভামাং সান্ত্বয়ং স্তভ্যং তদ্বৃক্ষমেব দাস্যামীতি প্রতিশ্রুত্য শক্রাত্তদাহরণসামর্থ্যতাং দর্শয়িতুং তাং সঙ্গে নীতবানিতি বা ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বরুণের ছত্র হরণ করিলেও তিনি দেবশ্রেষ্ঠ বলিয়া ইন্দ্রেরই ছত্র হরণ করা হইল। সেইরূপ অদিতির কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিলে এবং মন্দর পর্ব্বতের চূড়ায় দেবগণের বিহার স্থান মণি-পর্ব্বত ঐ নরকাসুর কর্ত্তৃক হৃত হইলে ইন্দ্র নরকাসুরের অত্যাচার দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা ভার্য্যার সহিত, অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞাতেই তাহার পুত্রকে হত্যা করিব, ইহা ভূমি দেবী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য করিবার জন্য সত্যভামার বিভূতি ভূদেবী তাহার সহিত ঐক্য থাকায় সত্যভামাই ভূদেবী। ঐ সত্যভামাও নরকাসুরের সহিত মহাযুদ্ধ সঙ্কটে 'এই দুষ্টকে হত্যা কর' এইরূপ আদেশ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ হত্যা করিলেন।

একদিন দেবর্ষি নারদ পারিজাত পুষ্প আনিয়া রুক্মিণীকে প্রদান করিলে সত্যভামা কুপিত হইয়া মান করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিয়াছিলেন শান্ত হও, এই পুষ্প বৃক্ষই তোমাকে আনিয়া দিব—এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যও ইন্দ্রের নন্দনকানন হইতে পারিজাত বৃক্ষ হরণের সামর্থ্য দেখাইবার জন্য সত্যভামাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

গদয়া নির্ব্বিভেদাদ্রীন্ শস্ত্রদুর্গাণি সায়কৈঃ।
চক্রেণাগ্নিং জলং বায়ুং মুরপাশাংস্তথাসিনা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(শ্রীকৃষ্ণ) গদয়া অদ্রীন্ (গিরিদুর্গান্) সায়কৈঃ (বাণৈঃ) শস্ত্রদুর্গাণি চক্রেণ (সুদর্শনেন) অগ্নিং (অগ্নিদুর্গং) জলং (জলদুর্গং) বায়ুং (বায়ুদুর্গং চ) তথা অসিনা (খড়্গেন) মুরপাশান্ নির্ব্বিভেদ (সংহারয়ামাস) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তিনি গদাদ্বারা গিরিদুর্গসমূহ বাণদ্বারা শস্ত্রদুর্গসমূহ, চক্রদ্বারা অগ্নিদুর্গ, বায়ুদুর্গ ও জলদুর্গ এবং অসি দ্বারা মুরপাশসমূহ বিনষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—জলাগ্ন্যনিলৈশ্চ সর্ব্বতো বর্ত্তমানৈর্দুর্গমম্ ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নরকাসুরের রাজপুরীর চতুর্দ্দিকে জল, অগ্নি ও বায়ু এই তিনটি প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত ছিল, অতএব দুর্গম ॥ ৩-৪ ॥

শঙ্খনাদেন যন্ত্রাণি হৃদয়ানি মনস্বিনাম্।
প্রাকারং গদয়া গুর্ব্ব্যা নির্ব্বিভেদ গদাধরঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—গদাধরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শঙ্খনাদেন যন্ত্রাণি (ঔষধাদিপ্রয়োগেন লোহগুলকাদিক্ষেপকানি দুর্গন্যস্তানি যন্ত্রাণি তথা) মনস্বিনাং (বীরাণাং) হৃদয়ানি গুর্ব্ব্যা (মহত্যা) গদয়া প্রাকারং (দুর্গপ্রাচীরং চ) নির্ব্বিভেদ (সংহারয়ামাস) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খনাদে দুর্গবিন্যস্ত লৌহগোলকাদি নিক্ষেপক যন্ত্রসমূহ ও বিপক্ষবীরগণের হৃদয় এবং গদা দ্বারা দুর্গপ্রাচীর ভেদ করিলেন ॥৫॥

পাঞ্চজন্যধ্বনিং শ্রুত্বা যুগান্তাশনিভীষণম্।
মুরঃ শয়ান উত্তস্থৌ দৈত্যঃ পঞ্চশিরা জলাৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যুগান্তাশনিভীষণং (যুগান্তাশনেঃ প্রলয়কালীনবজ্রস্য ধ্বনিবৎ ভীষণং ভয়ঙ্করং) পাঞ্চজন্যধ্বনিং (পাঞ্চজন্যনামক কৃষ্ণশঙ্খস্য ধ্বনিং) শ্রুত্বা শয়ানঃ (জলমধ্যে শয়ানঃ) পঞ্চশিরাঃ (পঞ্চমস্তকঃ) মুরঃ (মুরনামা) দৈত্যঃ জলাৎ (জলমধ্যাৎ) উত্তস্থৌ (উত্থিতঃ বভূব) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তৎকালে প্রলয়কালীন বজ্রধ্বনিতুল্য ভয়ঙ্কর পাঞ্চজন্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া জলমধ্যে শয়ান পঞ্চমস্তকশালী মুর নামক অসুর জল হইতে উত্থিত হইল ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—মনস্বিনাং শূরাণাং যন্ত্রতুল্যানি হৃদয়ানি নির্ব্বিভেদ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গদাধর শ্রীকৃষ্ণ বীরগণের যন্ত্রতুল্য হৃদয়সমূহ ভেদ করিলেন ॥ ৫-৬ ॥

ত্রিশূলমুদ্যম্য সুদুর্নিরীক্ষণো
যুগান্তসূর্য্যানলরোচিরুল্বণঃ।
গ্রসংস্ত্রিলোকীমিব পঞ্চভির্মুখৈ-
রভ্যদ্রবৎ তার্ক্ষ্য সুতং যথোরগঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ —(অথ) যুগান্তসূর্য্যানলরোচিঃ (যুগান্তস্য প্রলয়কালস্য সূর্য্যানলবৎ রোচিঃ দীপ্তিঃ যস্য সঃ অতএব) সুদুর্নিরীক্ষণঃ (অতিকষ্টেনাপি নিরীক্ষিতুং অশক্যঃ) উল্বণঃ (ভীষণঃ সঃ মুরঃ) ত্রিশূলং উদ্যম্য (উদ্ধৃত্য) পঞ্চভিঃ মুখৈঃ ত্রিলোকীং (ত্রিজগৎ) গ্রসন্ ইব (গ্রসিতুং উদ্যত ইব সন্) উরগঃ (সর্পঃ) তার্ক্ষ্য-সুতং (গরুড়ং প্রতি) যথা (যদ্বৎ ধাবতি তথা শ্রীকৃষ্ণম্) অভ্যদ্রবৎ (তদভিমুখং ধাবিতঃ অভূৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রলয়কালীন সূর্য্যাগ্নিসদৃশ দীপ্তিশালী দুর্দ্ধর্ষ ভীষণ মুর ত্রিশূল উদ্যত করিয়া পঞ্চমুখে যেন ত্রিলোক গ্রাসের জন্য কৃত-প্রযত্ন হইয়া সর্পের গরুড়াভিমুখে অগ্রসর হওয়ার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণাভি-মুখে ধাবিত হইল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—যুগান্তাশনের্দ্ধ নিবদ্ধভীষণমিতি শব্দাণা-মেব "মল্লানামশনি"রিতিবৎ পরিখায়া জলাৎ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রলয়কালে বজ্রের ধ্বনির ন্যায় ভীষণ শব্দ করিয়া জলমধ্য হইতে মুর নামক দৈত্য শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া উঠিল ॥ ৭ ॥

আবিধ্য শূলং তরসা গরুত্মতে
নিরস্য বক্ত্রৈর্ব্যনদৎ স পঞ্চভিঃ।
স রোদসী সর্ব্বদিশোঽম্বরং মহান্
আপূরয়ন্নণ্ডকটাহমাবৃণোৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ— সঃ (মুরঃ) শূলং (ত্রিশূলম্) আবিধ্য (উত্তোল্য) তরসা (বলেন) গরুত্মতে (গরুড়ং প্রতি) নিরস্য (নিক্ষিপ্য) পঞ্চভিঃ বক্ত্রৈঃ (মুখৈঃ) ব্যনদৎ (নাদং কৃতবান্) সঃ মহান্ (নাদঃ) রোদসী (দ্যাবা-পৃথিব্যৌ) সর্ব্বদিশঃ (সর্ব্বং দিঙমণ্ডলম্) অম্বরম্ (আকাশঞ্চ) আপূরয়ন্ (সম্যক্ পূরয়ন্) অণ্ডকটাহম্ (অণ্ডভিত্তিম্) আবৃণোৎ (আক্রান্তবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সে ত্রিশূল উত্তোলন এবং সবেগে গরুড়ের প্রতি নিক্ষেপপূর্ব্বক পঞ্চমুখে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, নিখিল দিঙমণ্ডল এবং আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকটাহ আবরণ করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—আবিধ্য ভ্রাময়িত্বা স মহান্নাদ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুর দৈত্য ত্রিশূল ভ্রমণ করাইয়া মহান্ শব্দ করিয়াছিল। সেই মহান্ শব্দ ব্রহ্মাণ্ডকে পরিপূর্ণ করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

তদাপতদ্বৈ ত্রিশিখং গরুত্মতে
হরিঃ শরাভ্যামভিনৎ ত্রিধৌজসা।
মুখেষু তঞ্চাপি শরৈরতাড়য়ৎ
তস্মৈ গদাং সোঽপি রুষা ব্যমুঞ্চত ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তদা (তদানীং) বৈ গরুত্মতে (গরুড়ং প্রতি) আপতৎ (আগচ্ছৎ) তৎ ত্রিশিখং (ত্রিশূলম্) ওজসা (বলেন) শরাভ্যাং (বাণ-দ্বয়েন) ত্রিধা (ত্রিভাগং কৃত্বা) অভিনৎ (অচ্ছিদৎ) তং চ (মুরঞ্চ) মুখেষু অপি (পঞ্চসু এব মুখেষু) শরৈঃ (বাণৈঃ) অতাড়য়ৎ (প্রহৃতবান্) সঃ (মুরঃ) অপি রুষা (ক্রোধেন) তস্মৈ (শ্রীকৃষ্ণায়) গদাং ব্যমুঞ্চত (নিক্ষিপ্তবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে গরুড়ের প্রতি সমা-গত উক্ত ত্রিশূলকে বাণদ্বয়ে ত্রিখণ্ড করিয়া মুরাসুরের পঞ্চমুখেই বাণপ্রহার করিলেন, মুরও ক্রোধে তাঁহার প্রতি গদা নিক্ষেপ করিয়াছিল ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—গরুত্মতে গরুত্মতি, আপতদেব নত্বা-পতিতং তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায়, সোঽপি মুরোঽপি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গরুড়ের প্রতি সমাগত উক্ত ত্রিশূলকে শ্রীকৃষ্ণ দুইটি বাণ দ্বারা ত্রিখণ্ড করিয়াছিলেন সেই মুরদৈত্যও কৃষ্ণের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিয়া-ছিল ॥ ৯ ॥

তামাপতন্তীং গদয়া গদাং মৃধে
গদাগ্রজো নির্ব্বিভিদে সহস্রধা।
উদ্যম্য বাহূনভিধাবতোঽজিতঃ
শিরাংসি চক্রেণ জহার লীলয়া ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—গদাগ্রজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আপতন্তীং (স্বাভিমুখং আগচ্ছন্তীং) তাং গদাং গদয়া (নিজগদয়া) মৃধে (যুদ্ধস্থলে) সহস্রধা নিৰ্ব্বিভিদে (ভিন্নাং চকার ততঃ) অজিতঃ (কেনাপি জেতুং অশক্যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বাহূন্ (ভুজান্) উদ্যম্য (উৰ্দ্ধীকৃত্য) অভিধাবতঃ (স্বাভিমুখং আপততঃ তস্য মুরস্য) শিরাংসি (পঞ্চমস্তকানি) চক্রেণ লীলয়া (অনায়াসেন) জহার (চিচ্ছেদ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ নিজ অভিমুখে আগত উক্ত গদাকে নিজ গদা দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্রভাগে ভগ্ন করিলেন, অনন্তর মুর ভুজসমূহ উদ্যত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অভিমুখে ধাবিত হইলে তিনি চক্রদ্বারা অনায়াসে তদীয় মস্তকসমূহ ছেদন করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—উদ্যম উচ্চীকৃত্য অভিধাবতো মুরস্য ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুরদৈত্য বাহুসমূহ উচ্চ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মুরদৈত্যের মস্তক সমূহ চক্রের দ্বারা অনায়াসে ছেদন করিলেন ॥ ১০ ॥

ব্যসুঃ পপাতাম্ভসি কৃত্তশীর্ষো
নিকৃত্তশৃঙ্গোঽদ্রিরিবেন্দ্রতেজসা ।
তস্যাত্মজাঃ সপ্ত পিতুর্বধাতুরাঃ
প্রতিক্রিয়ামর্ষজুষঃ সমুদ্যতাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—কৃত্তশীর্ষঃ (ছিন্নমস্তকঃ) ব্যসুঃ (বিগতপ্রাণঃ সঃ মুরঃ) ইন্দ্রতেজসা (বজ্রেণ) নিকৃত্তশৃঙ্গঃ (বিচ্ছিন্নশৃঙ্গভাগঃ) অদ্রিঃ (পর্ব্বতঃ) ইব অম্ভসি (জলমধ্যে) পপাত (পতিতঃ বভূব ততঃ) তস্য (মুরস্য) সপ্ত আত্মজাঃ (পুত্রাঃ) পিতুঃ বধাতুরাঃ (বধেন শোকাতুরাঃ) প্রতিক্রিয়ামর্ষজুষঃ (প্রতিক্রিয়য়া প্রতিকারেণ হেতুনা অমর্ষঃ ক্রোধঃ তজ্জুষঃ তদ্‌যুক্তাঃ সন্তঃ) সমুদ্যতাঃ (যুদ্ধার্থং উদ্যতাঃ বভূবুঃ) ॥১১॥

অনুবাদ—ইন্দ্রবজ্রাঘাতে বিচ্ছিন্নশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় ছিন্নমস্তক বিগতপ্রাণ মুরাসুর জলমধ্যে পতিত হইল। তখন তাহার সপ্ত পুত্র পিতৃবধে শোকাতুর হইয়া প্রতিকার হেতু ক্রোধসহকারে যুদ্ধে উদ্যত হইল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রতেজসা বজ্রেণ। প্রতিক্রিয়য়া হেতুভূতয়া অমর্ষযুক্তাঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় মুরদৈত্যের মস্তক জলে পতিত হইল। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য মুরের সপ্তপুত্র ক্রোধযুক্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১১ ॥

তাম্রোঽন্তরিক্ষঃ শ্রবণো বিভাবসু-
র্বসুর্নভস্বানরুণশ্চ সপ্তমঃ ।
পীঠং পুরস্কৃত্য চমূপতিং মৃধে
ভৌমপ্রযুক্তা নিরগন্ ধৃতায়ুধাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তাম্রঃ অন্তরিক্ষঃ শ্রবণঃ বিভাবসুঃ বসুঃ নভস্বান্ সপ্তমঃ অরুণঃ চ (এতে সপ্ত মুরপুত্রাঃ) ভৌমপ্রযুক্তাঃ (নরকাসুরেণ প্রেরিতাঃ) ধৃতায়ুধাঃ (অস্ত্রধারিণঃ সন্তঃ) পীঠং (পীঠনামানং) চমূপতিং (সেনাপতিং) পুরস্কৃত্য (অগ্রে কৃত্বা) মৃধে (যুদ্ধক্ষেত্রে) নিরগন্ (নির্গতাঃ অভবন্ ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তাম্র, অন্তরিক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্ এবং অরুণ নামক মুরের সপ্তপুত্র অস্ত্রধারণ এবং পীঠ নামক সেনাপতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বহির্গত হইল ॥ ১২ ॥

প্রাযুঞ্জতাসাদ্য শরানসীন্ গদাঃ
শক্ত্যৃষ্টিশূলান্যজিতে রুষোল্বণাঃ ।
তচ্ছস্ত্রকূটং ভগবান্ স্বমার্গণৈ-
রমোঘবীর্য্যস্তিলশশ্চকর্ত্ত হ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—রুষা (ক্রোধেন) উল্বণাঃ (ভীষণাঃ তে) আসাদ্য (যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণং সম্প্রাপ্য) অজিতে (শ্রীকৃষ্ণে তং প্রতীত্যর্থঃ) শরান্ (বাণান্) অসীন্ (খড়্গান্) গদাঃ শক্ত্যৃষ্টিশূলানি (শক্তয়ঃ ঋষ্টয়ঃ শূলানি এতানি) প্রাযুঞ্জত (প্রযুক্তবন্তঃ) অমোঘবীর্য্যঃ (অব্যর্থপ্রভাবঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বমার্গণৈঃ (নিজবাণৈঃ) তৎ (শত্রুপ্রযুক্তং) শস্ত্রকূটং (শস্ত্ররাশিং) তিলশঃ (তিলপরিমিতান্ কৃত্বা) চকর্ত্ত হ (চিচ্ছেদ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ক্রোধবশতঃ উক্ত ভয়ঙ্কর অসুরগণ

শ্রীকৃষ্ণের সমীপস্থ হইয়া তাঁহার প্রতি বাণ, খড়্গ, গদা, শক্তি, ঋষ্টি এবং শূলসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, ভগবানও নিজ বাণসমূহ দ্বারা শত্রুনিক্ষিপ্ত শস্ত্ররাশি তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—নিরগন্ নিরগমন্ ॥ ১২-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিরগন্ অর্থাৎ বহির্গমন করিল ॥ ১২-১৩ ॥

তান্ পীঠমুখ্যাননয়দ্‌যমক্ষয়ং
নিকৃত্তশীর্ষোরুভুজাঙ্ঘ্রিবর্ম্মণঃ ।
স্বানীকপানচ্যুতচক্রসায়কৈ-
স্তথা নিরস্তান্ নরকো ধরাসুতঃ ।
নিরীক্ষ্য দুর্ম্মর্ষণ আস্রবন্মদৈ-
র্গজৈঃ পয়োধিপ্রভবৈর্নিরাক্রমৎ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ ভগবান্) নিকৃত্তশীর্ষোরুভুজাঙ্ঘ্রি-বর্ম্মণঃ (নিকৃত্তানি ছিন্নানি শীর্ষানি মস্তকানি উরবঃ উরুদেশাঃ ভুজাঃ বাহবঃ অঙ্ঘ্রয়ঃ পাদাশ্চ বর্ম্মাণি কবচানি চ যেষাং তান্) পীঠমুখ্যান্ (পীঠপ্রধানান্) তান্ (শত্রূন্) যমক্ষয়ং (যমালয়ম্) অনয়ৎ (প্রেরয়ামাস অথ) ধরাসুতঃ (ধরণিতনয়ঃ) নরকঃ অচ্যুত-চক্রসায়কৈঃ (অচ্যুতস্য চক্রেণ সায়কৈঃ বাণৈশ্চ) স্বান্ (স্বকীয়ান্) অনীকপান্ (সেনাপতীন্) তথা (শীর্ষাদিকর্ত্তনরূপেণ) নিরস্তান্ (বিধ্বস্তান্) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) দুর্ম্মর্ষণঃ (তৎ অসহমানঃ সন্) পয়োধি-প্রভবৈঃ (ক্ষীরাব্ধিমথনোদ্ভুতৈঃ) আস্রবন্মদৈঃ (আ সর্ব্বতঃ স্রবন্ বিগলন্ মদঃ যেষাং তৈঃ সম্যঙ্‌মদস্রাবিভিঃ মত্তৈঃ ইত্যর্থঃ) গজৈঃ (হস্তিভিঃ) নিরাক্রমৎ (পুরাৎ নির্গতবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি মস্তক, উরু, বাহু, পদ, বর্ম্ম প্রভৃতি ছেদনপূর্ব্বক পীঠ প্রভৃতি সমস্ত শত্রুকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তখন নরকাসুর শ্রীকৃষ্ণের বাণ ও চক্রের আঘাতে নিজ সেনাপতিগণকে পূর্ব্বোক্তরূপে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষীরোদোদ্ভব মদস্রাবী হস্তিসমূহের সহিত পুরমধ্য হইতে বহির্গত হইল ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—যমক্ষয়ং যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গযোগস্থানং মোক্ষমিতি বাস্তবোঽর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যমক্ষয়ং অর্থাৎ যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগস্থানে মোক্ষ দান করিলেন ইহাই বাস্তব অর্থ ॥ ১৪ ॥

দৃষ্ট্বা সভার্য্যং গরুড়োপরি স্থিতং
সূর্য্যোপরিষ্টাৎ সতড়িদ্‌ঘনং যথা ।
কৃষ্ণং স তস্মৈ ব্যসৃজচ্ছতঘ্নীং
যোধাশ্চ সর্ব্বে যুগপৎ চ বিব্যধুঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (নরকাসুরঃ) সূর্য্যোপরিষ্টাৎ (সূর্য্যমণ্ডলাৎ উপরি স্থিতং) সতড়িদ্‌ঘনং (তড়িতা বিদ্যুতা সহ বর্ত্তমানং ঘনং মেঘং) যথা (ইব) গরুড়োপরি স্থিতং সভার্য্যং (ভার্য্যয়া সত্যভাময়া সহ বর্ত্তমানং) কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তস্মৈ (কৃষ্ণায় কৃষ্ণং প্রতীত্যর্থঃ) শতঘ্নীং (শক্তিবিশেষং) ব্যসৃজৎ (নিক্ষিপ্তবান্ (সর্ব্বে যোধাঃ (নরকপক্ষগতাঃ বীরাঃ) চ যুগপৎ (এককালমেব) বিব্যধুঃ স্ম (অস্ত্রৈঃ শ্রীকৃষ্ণং তাড়য়ামাসুঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—নরকাসুর সূর্য্যমণ্ডলের উপরে বিদ্যুতের সহিত বর্ত্তমান মেঘের ন্যায় গরুড়ের উপরে মহিষী সত্যভামার সহিত বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি শতঘ্নী-নামক শক্তি নিক্ষেপ করিল, তাহার পক্ষবর্ত্তী অন্যান্য বীরগণও এককালে অন্যান্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—আস্রবন্তো মদা যেষাং তৈর্গজৈঃ সহ নিরাক্রমৎ, শতঘ্নীং শক্তিবিশেষম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নরকাসুর মদস্রাবী হস্তী সমূহের সহিত পুরমধ্য হইতে নির্গত হইল। শতঘ্নী অর্থাৎ শক্তিবিশেষ অস্ত্র ॥ ১৫ ॥

তদ্ভৌমসৈন্যং ভগবান্ গদাগ্রজো
বিচিত্রবাজৈর্নিশিতৈঃ শিলীমুখৈঃ ।
নিকৃত্তবাহূরুশিরোধ্রবিগ্রহং
চকার তর্হ্যেব হতাশ্বকুঞ্জরম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ গদাগ্রজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তর্হি এব (তদানীমেব) বিচিত্রবাজৈঃ (বিচিত্রাঃ বাজাঃ পত্রাণি যেষাং তৈঃ) নিশিতৈঃ (তীক্ষ্ণৈঃ) শিলীমুখৈঃ (বাণৈঃ)

তৎ ভৌমসৈন্যং (নরকস্য সৈন্যমণ্ডলং) নিকৃত্তবাহূরুশিরোধ্রবিগ্রহং (নিকৃত্তাঃ ছিন্নাঃ বাহবঃ উরবঃ শিরোধ্রাঃ কন্ধরাঃ বিগ্রহাঃ দেহাশ্চ যস্মিন্ তৎ) হতাশ্বকুঞ্জরং (হতাঃ অশ্বাঃ কুঞ্জরাশ্চ যস্মিন্ তৎ তাদৃশং) চকার (কৃতবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বিচিত্রপক্ষ-তীক্ষ্ণবাণসমূহ দ্বারা নরকাসুরের সৈন্যমণ্ডলীর বাহু, উরু, গ্রীবা ও দেহসমূহ ছিন্ন এবং হস্তী, অশ্বসমূহ নিহত করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিচিত্র বাজাঃ পত্রাণি যেষাং তৈঃ ॥১৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণ-বাণসমূহদ্বারা নরকাসুরের সৈন্যসমূহকে নিহত করিলেন ॥ ১৬ ॥

———

যানি যোধৈঃ প্রযুক্তানি শস্ত্রাস্ত্রাণি কুরূদ্বহ ।
হরিস্তান্যচ্ছিনৎ তীক্ষ্ণৈঃ শরৈরেকৈকশস্ত্রিভিঃ ॥১৭॥
উহ্যমানঃ সুপর্ণেন পক্ষাভ্যাং নিঘ্নতা গজান্ ।
গরুত্মতা হন্যমানাস্তুণ্ডপক্ষনখৈর্গজাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ, (হে পরীক্ষিৎ) পক্ষাভ্যাং (স্বীয়পক্ষদ্বয়েন) গজান্ (শত্রুহস্তিনঃ) নিঘ্নতা (বিনাশয়তা) সুপর্ণেন (গরুড়েন) উহ্যমানঃ (পৃষ্ঠে ধৃতঃ সঃ) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যোধৈঃ (নরক-পক্ষীয়বীরৈঃ) যানি শস্ত্রাস্ত্রাণি (শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি চ) প্রযুক্তানি (স্বং প্রতি নিক্ষিপ্তানি, তেষাং সমীপাগমনাৎ পূর্ব্বমেব তৎপ্রয়োগকারি সর্ব্বং সৈন্যং হত্বা পশ্চাৎ) তানি (শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি চ) একৈকশঃ (প্রত্যেকং শস্ত্রং অস্ত্রঞ্চ) ত্রিভিঃ (ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ) তীক্ষ্ণৈঃ শরৈঃ (বাণৈঃ) অচ্ছিনৎ (চিচ্ছেদ) । গরুত্মতা (গরুড়েন) তুণ্ডপক্ষনখৈঃ (চঞ্চুপক্ষনখৈঃ) হন্যমানাঃ (আহতাঃ) গজাঃ আর্ত্তাঃ (ব্যথিতাঃ সন্তঃ) ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—হে কুরুবংশপালক, তৎকালে গরুড় স্বীয় পক্ষদ্বয়ের আঘাতে হস্তিসকল বিনাশ করিতেছিল এবং ভগবান্ তদীয় পৃষ্ঠদেশে অবস্থানপূর্ব্বক নরকপক্ষীয় বীরগণকে অগ্রে নিধন করিয়া পশ্চাৎ তাহাদের নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক অস্ত্র-শস্ত্র তিন তিন তীক্ষ্ণ-বাণে ছেদন করিয়াছিলেন। গরুড়ের চঞ্চু, পক্ষ ও নখসমূহে আহত হস্তিগণ পীড়িত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলে নরকাসুর একাকী যুদ্ধ করিয়াছিল ॥১৭-১৮॥

———

পুরমেবাবিশন্নার্তা নরকো যুধ্যযুধ্যত ।
দৃষ্ট্বা বিদ্রাবিতং সৈন্যং গরুড়েনার্দ্দিতং স্বকম্ ॥১৯
তং ভৌমঃ প্রাহরচ্ছক্ত্যা বজ্রঃ প্রতিহতো যতঃ ।
নাকম্পত তয়া বিদ্ধো মালাহত ইব দ্বিপঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—পুরং (নগরম্) এব আবিশন্ (প্রবিষ্টাঃ) নরকঃ (একঃ নরকাসুরঃ এব) যুধি (যুদ্ধক্ষেত্রে) অযুধ্যত (যুদ্ধং কৃতবান্) ভৌমঃ (নরকঃ) গরুড়েন অর্দ্দিতং (পীড়িতং) স্বকং (স্বকীয়ং) সৈন্যং বিদ্রাবিতং (পলায়িতং) দৃষ্ট্বা যতঃ (যয়া শক্ত্যা) বজ্রঃ (ইন্দ্রায়ুধঃ) প্রতিহতঃ (রুদ্ধঃ আস তয়া) শক্ত্যা তং (গরুত্মন্তং) প্রাহরৎ (প্রহৃতবান্) (সঃ গরুত্মান্) তয়া (শক্ত্যা) বিদ্ধঃ (আহতঃ অপি) মালাহতঃ (মালয়া আহতঃ তাড়িতঃ) দ্বিপঃ (হস্তী) ইব ন অকম্পত (ন কম্পিতঃ বভূব, স্থির এব আসীদিত্যর্থঃ) ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—নরকাসুর নিজ সৈন্যরাশি গরুড় কর্ত্তৃক পীড়িত ও পলায়িত দেখিয়া, যাহাদ্বারা বজ্রকে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিল, উক্ত শক্তিদ্বারা গরুড়কে প্রহার করিল। গরুড় শক্তিদ্বারা আহত হইয়াও মাল্যদ্বারা আহত হস্তীর ন্যায় অকম্পিতভাবে অবস্থান করিয়াছিল ॥ ১৯-২০ ॥

বিশ্বনাথ—সৈন্যস্য বাহ্বাদিচ্ছেদমুক্ত্বা তৎপ্রযুক্তাস্ত্র-শস্ত্রাণাং ছেদমাহ,—যানীতি। শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি অস্ত্রাণি শরাদীনি। একৈকশ ইতি কর্ম্মণঃ করণস্য চ বিশেষণম্। যোধৈর্যানি প্রযুক্তানি তেষাং লক্ষ-প্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব তত্তৎপ্রয়োক্তৃন্ প্রথমং ছিত্বা ততস্তৎ প্রযুক্তানি তানি চিচ্ছেদ তত্রাপ্যেকৈকং শস্ত্রমস্ত্রঞ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ শরৈশ্চিচ্ছেদ। তৈরপি ত্রিভিঃ প্রত্যেকমেব প্রযুক্তৈর্নতু যুগপৎ প্রযুক্তৈরিত্যাশ্চর্য্যেণ সম্বোধনং কুরূদ্বহেতি। কুরুষু মধ্যে ভীষ্মার্জ্জুনাদিভিরপি নৈতৎপ্রয়োগলাঘবং কৃষ্ণেন জ্ঞাপিতৈরপি জ্ঞাতুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১৭-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—যয়া শক্ত্যা বজ্রঃ প্রতিহত আসীৎ ॥২০

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নরকাসুরের

সৈন্যসমূহের বাহু প্রভৃতির ছেদন করিয়া নরকাসুর নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র-সমূহের ছেদন বলিতেছেন—শস্ত্র-সমূহ খড়্গাদি, অস্ত্রসমূহ শর প্রভৃতি। এক একটি করিয়া ইহা কর্ম্ম ও করণের বিশেষণ। নরকাসুর যে সকল অস্ত্র যুদ্ধ কালে প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ সেই সকলকে ছেদন করিয়া তাহার পর এক একটি শস্ত্র ও অস্ত্রকে তিন তিনটি শরদ্বারা ছেদন করিলেন সেই তিন তিনটিদ্বারা প্রত্যেককেই, একইকালে নহে। ইহা আশ্চর্য্য, অতএব পরীক্ষিত মহারাজকে শ্রীশুকদেব কুরূদ্বহ বলিয়া সম্বোধন করিলেন অর্থাৎ কুরুগণের মধ্যে ভীষ্ম অর্জ্জুনাদি কর্ত্তৃক-ও এইপ্রকার শীঘ্র প্রয়োগ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ জানাইলেও জানিতে পারে নাই ॥ ১৭-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে শক্তিদ্বারা বজ্র প্রতিহত হইয়াছিল ॥ ২০ ॥

শূলং ভৌমোঽচ্যুতং হন্তুমাদদে বিতথোদ্যমঃ।
তদ্বিসর্গাৎ পূর্ব্বমেব নরকস্য শিরো হরিঃ।
অপাহরদ্গজস্থস্য চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) বিতথোদ্যমঃ (বিফলিত-প্রযত্নঃ) ভৌমঃ (নরকঃ) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) হন্তুং শূলং আদদে (জগ্রাহ) তদ্বিসর্গাৎ (তচ্ছূলত্যাগাৎ) পূর্ব্বং এব হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ক্ষুরনেমিনা (ক্ষুরবৎ-তীক্ষ্ণ প্রান্তেন) চক্রেণ (সুদর্শনেন) গজস্থস্য (গজোপরি স্থিতস্য) নরকস্য শিরঃ (মস্তকম্) অপাহরৎ (চিচ্ছেদ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্বীয় প্রযত্ন বিফল হওয়ায় নরকাসুর শ্রীকৃষ্ণকে সংহার করিবার জন্য শূল গ্রহণ করিল ; পরন্তু তাহা নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্রদ্বারা গজস্থিত নরকাসুরের মস্তকছেদন করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চামোঘশূলহস্তং ভৌমমালক্ষ্য শীঘ্রমিমং জহীতি, সত্যভাময়োক্তঃ কৃষ্ণস্তং জঘানেত্যাহ,—তদিতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— অনন্তর অমোঘশূল হস্তে নরকাসুরকে আসিতে দেখিয়া সত্যভামা বলিলেন 'শীঘ্র ইহাকে হত্যাকর', কৃষ্ণ তাহাকে হত্যা করিলেন ॥ ২১ ॥

সকুণ্ডলং চারুকিরীটভূষণং
বভৌ পৃথিব্যাং পতিতং সমুজ্জ্বলম্।
হা হেতি সাধ্বিত্যৃষয়ঃ সুরেশ্বরা
মাল্যৈর্মুকুন্দং বিকিরন্ত ঈড়িরে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—সকুণ্ডলং (কুণ্ডলযুক্তং) চারুকিরীট-ভূষণং (চারু সুন্দরং কিরীটং মুকুটং ভূষণং যস্য তৎ, মনোজ্ঞকিরীটভূষিতমিত্যর্থঃ) সমুজ্জ্বলং (সম্যক্ দীপ্যমানং তৎ শিরঃ) পৃথিব্যাং পতিতং (পতিতং সৎ অপি) বভৌ (প্রকাশতে স্ম তদা নরকস্য আত্মীয়াঃ) হা হা ইতি (অহো দুঃখং দুঃখং ইতি) ঋষয়ঃ সাধু ইতি (সাধু সাধু ইতি উচুঃ) সুরেশ্বরাঃ (দেবশ্রেষ্ঠাঃ) মাল্যৈঃ মুকুন্দং (শ্রীকৃষ্ণং) বিকিরন্তঃ (আচ্ছাদয়ন্তঃ সন্তঃ) ঈড়িরে (স্তবং চক্রুঃ) ॥২২॥

অনুবাদ—কুণ্ডলযুক্ত, সুরম্যকিরীটভূষিত, সমুজ্জ্বল অসুরমস্তক ভূপতিত হইয়াও সম্যগ্ভাবে শোভা পাইতেছিল। তদীয় আত্মীয়গণ হাহাকার এবং ঋষিগণ সাধু সাধু শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠ দেবগণও শ্রীকৃষ্ণের উপরে মাল্যবর্ষণ সহকারে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—হাহেতি। 'হা বিষাদশুগার্ত্তিষ্বি'ত্যত্র নিন্দায়াং চেতি ক্ষীরস্বামী। হা পাপিষ্ঠ, নরক, হা বিশ্বোদ্বেজক, ত্বং যন্মৃতস্তং সাধুসাধ্বিত্যূচুঃ। বিকিরন্ত আচ্ছাদয়ন্তঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অমরকোষের টীকায় ক্ষীর-স্বামি বলিয়াছেন—হা শব্দ বিষাদ অশুগ্ ও আর্ত্তি অর্থে ব্যবহার হয় এইস্থলে নিন্দা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'হা পাপিষ্ঠ নরক, হা বিশ্বউদ্বেজক, তুমি যে মরিলে উহা ভাল ভাল' ইহা ঋষিগণ ও দেবগণ বলিলেন। বিকিরন্ত অর্থাৎ দেবগণ মালা-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছাদন করিলেন ॥ ২২ ॥

ততশ্চ ভূঃ কৃষ্ণমুপেত্য কুণ্ডলে
প্রতপ্তজাম্বূনদরত্নভাস্বরে।

সবৈজয়ন্ত্যা বনমালয়ার্পয়ৎ
প্রাচেতসং ছত্রমথো মহামণিম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ চ (নরকবধানন্তরং) ভূঃ (পৃথিবী) কৃষ্ণং উপেত্য (আগত্য) প্রতপ্তজাম্বুনদরত্নভাস্বরে (প্রতপ্তে জাম্বুনদে সুবর্ণে যানি রত্নানি তৈঃ ভাস্বরে দীপ্তিযুক্তে) কুণ্ডলে (অদিতেঃ কুণ্ডলদ্বয়ং তথা) সবৈজয়ন্ত্যা (বৈজয়ন্তী পঞ্চবর্ণা মালা তয়া সহিতয়া) বনমালয়া (আপাদলম্বিন্যা পত্রপুষ্পময্যা মালয়া সহ) প্রাচেতসং (বরুণসম্বন্ধি) ছত্রং অথো (অনন্তরং) মহামণিং (মেরোঃ অংশভূতং মন্দরশিখরং মণিঞ্চ কৃষ্ণায়) অর্পয়ৎ (অর্পয়ামাস) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আগমনপূর্ব্বক অদিতির প্রতপ্ত সুবর্ণ ও রত্নসমূহে সমুজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়, বৈজয়ন্তী ও বনমালার সহিত বরুণের ছত্র এবং মণিপর্ব্বত তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥ ২৩ ॥

অস্তৌষীদথ বিশ্বেশং দেবী দেববরার্চ্চিতম্ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা রাজন্ ভক্তিপ্রবণয়া ধিয়া ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অথ (অনন্তরং) দেবী (পৃথিবী) ভক্তিপ্রবণা (ভক্ত্যা প্রবণা আয়ত্তা বশীকৃতা যা তয়া) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) প্রণতা (স্তুত্যর্থং প্রাক্‌কৃতপ্রণামা পশ্চাৎ) প্রাঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলিঃ সতী) দেববরার্চ্চিতং (দেববরৈঃ ব্রহ্মাদিভিঃ দেবপ্রধানৈঃ অর্চ্চিতং) বিশ্বেশং (নিখিলাধিপতিং শ্রীকৃষ্ণম্) অস্তৌষীৎ (স্তুতবতী) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অতঃপর তিনি ভক্তিবশীভূত বুদ্ধি সহকারে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অর্চ্চিত, বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মহামণিং মণিপর্ব্বতম্ ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহামণি অর্থাৎ মণিপর্ব্বত ॥ ২৩-২৪ ॥

ভূমিরুবাচ—

নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর ।
ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—ভূমিঃ উবাচ—(হে) দেবদেবেশ, (দেবদেবানাং দেবশ্রেষ্ঠানাং ব্রহ্মাদীনামপি অধিপতে) শঙ্খচক্রগদাধর, পরমাত্মন্, (হে অন্তর্য্যামিন্,) তে (তুভ্যং) নমঃ । ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় (ভক্তানামেব ইচ্ছয়া উপাত্তানি প্রকটীকৃতানি রূপাণি অবতারবিগ্রহাঃ যেন তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—পৃথিবী বলিলেন,—হে দেবদেবেশ, শঙ্খচক্রগদাধর, পরমাত্মন্, হে দেব, আপনি ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে স্বীয়রূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—পরমাত্মন্নিতি। ত্বদ্বিদ্বেষো জনন্যা অপি মমান্তঃকরণং ত্বং জানাস্যেবেতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভূমিদেবী কৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন—তোমার প্রতি আমার পুত্রের বিদ্বেষ আমি জননী আমারও অন্তঃকরণ তুমি জানই ॥২৫

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে ।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(যেন মন্ত্রেণ পূর্ব্বং কুন্ত্যাঃ প্রসন্ন আসীৎ তেন মন্ত্রেণ নমস্যতিঃ) পঙ্কজনাভায় (পঙ্কজং কমলং নাভৌ যস্য তস্মৈ জগৎকারণায় ইত্যর্থঃ তে) নমঃ (অতএব) পঙ্কজমালিনে (সৎকীর্ত্তিময়ী পঙ্কজমালা বিদ্যতে যস্য তস্মৈ তে) নমঃ । (এবম্ভূতং ধ্যায়তাং) পঙ্কজনেত্রায় (পঙ্কজবৎ সুপ্রসন্নে তাপোপশমনে নেত্রে যস্য তস্মৈ তে) নমঃ পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে (পঙ্কজবৎ সুসেব্যৌ পঙ্কজাঙ্কিতৌ বা অঙ্ঘ্রী যস্য তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—আপনি পদ্মনাভ, সৎকীর্ত্তিরূপ পঙ্কজমাল্যভূষিত, পঙ্কজতুল্য সুপ্রসন্ন ও সন্তাপবিনাশক নেত্রদ্বয়বিশিষ্ট এবং পঙ্কজতুল্য সুখসেব্য চরণযুগলসমন্বিত। আমি তাদৃশ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মন্নয়নাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়কৃতার্থীকরণায়াগতোঽসীতি মাধুর্য্যং বর্ণয়তি,—নম ইতি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার নয়ন আদি সকল ইন্দ্রিয় কৃতার্থ করিবার জন্য আপনি আগমন করিয়া-

ছেন—এই বলিয়া কৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণন করিতেছেন —নমঃ ইত্যাদি শ্লোকে ॥ ২৬ ॥

নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বিষ্ণবে ।
পুরুষায়াদিবীজায় পূর্ণবোধায় তে নমঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতে (নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যায়) বাসুদেবায় (সর্ব্বভূতাশ্রয়ায় অতএব) বিষ্ণবে (সর্ব্বব্যাপিনে) তুভ্যং নমঃ (নহি সর্ব্বাশ্রয়ত্বং পরিচ্ছিন্নস্য সম্ভবতীতি কুতঃ সর্ব্বাশ্রয়ত্বং তত্রাহ) পুরুষায় (সর্ব্বস্মাৎ কার্য্যাৎ পূর্ব্বমেব সতে) আদিবীজায় (আদেঃ জগৎকারণস্যাপি কারণায়) পূর্ণবোধায় পূর্ণো বোধঃ যস্য তস্মৈ স্বানন্দানুভবপূর্ণায় নতু মৃদাদিবৎ জড়ায় ইত্যর্থঃ) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, হে বাসুদেব, হে বিষ্ণো, হে পুরুষ, হে আদিবীজ, হে পূর্ণবোধ, আমি আপনাকে প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥

অজায় জনয়িত্রেঽস্য ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ।
পরাবরাত্মন্ ভূতাত্মন্ পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে ॥২৮

অন্বয়ঃ—(হে) পরাবরাত্মন্, (উচ্চাবচজীবান্তরাত্মন্, হে) ভূতাত্মন্ (অচিদন্তরাত্মন্,) পরমাত্মন্ (স্বরূপতঃ স্বভাবতশ্চ অব্যয়) অজায় (স্বতঃসিদ্ধায়) অস্য (জগতঃ) জনয়িত্রে (উৎপাদকায়) ব্রহ্মণে (বৃহতে) অনন্তশক্তয়ে তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু ॥২৮॥

অনুবাদ—হে উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট জীবগণের পরমাত্মন্, হে ভূতাত্মন্, আপনি অজ হইয়াও জগতের জনক, আপনি অনন্তশক্তি ব্রহ্ম, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—তবৈশ্বর্য্যামৃতসিন্ধাবপ্যহং খেলয়ন্ত্যেবাস্মীত্যাহ,—নম ইতি। ভগবতে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যায় ভগবত্ত্বেঽপি বাসুদেবায় 'বাসুদেবে ভগবতি' ইত্যুক্তের্বসুদেবনন্দনায় স্বয়ং ভগবতে ইত্যর্থঃ। বসুদেবপুত্রত্বেঽপি বিষ্ণবে সর্ব্বব্যাপকায়, সর্ব্বব্যাপকত্বেঽপি পুরুষায় পুরুষবৎ পরিচ্ছিন্নায়েত্যর্থঃ। পুরুষবৎ পরিচ্ছিন্নত্বেঽপি আদিবীজায় সর্ব্বাদেঃ শ্রীনারায়ণস্যাপ্যাবির্ভাবপ্রয়োজকায় ব্রহ্মমোহনলীলায়াং তথা দর্শনাৎ। তাদৃশাদি বীজত্বেঽপি পূর্ণশ্চাসৌ বোধশ্চেতি পূর্ণং জ্ঞানস্বরূপং যদ্ব্রহ্ম তস্মৈ। অপ্রাকৃতানন্তবিশেষবত্ত্বেঽপি ত্বমেব নির্ব্বিশেষং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। অজায়েতি ত্বমজোঽপ্যথচাস্য বিশ্বস্য জনয়িতা, জনয়িতাপি ত্বমেব ব্রহ্মনির্ব্বিশেষ স্বরূপং, নির্ব্বিশেষরূপমপি ত্বমেবানন্তশক্তিঃ সবিশেষ স্বরূপশ্চ, অনন্তশক্তিত্বেঽপি তব তিস্র এব শক্তয়স্তটস্থবহিরঙ্গান্তরঙ্গলক্ষণাস্তাশ্চ ত্বমেব ইত্যাহ—পরাবরেষামুৎকৃষ্টনিকৃষ্টানামাত্মা জীবস্ত্বমেব। ত্বমেব ভূতাত্মা পঞ্চভূতাত্মকো দেহঃ, ত্বমেব পরমাত্মা অন্তর্য্যামী ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার ঐশ্বর্য্যরূপ অমৃতসিন্ধুতেও আমি খেলা করিতেছি—হে ভগবন্! তুমি অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যবান্ ভগবান্ হইয়াও বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার—বাসুদেব ভগবানে এইরূপ উক্তি হইলে বসুদেব নন্দন স্বয়ং ভগবান্ এই অর্থ হয়। বসুদেব পুত্র হইলেও বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক হইয়াও পুরুষবৎ পরিচ্ছিন্ন। পুরুষবৎ পরিচ্ছিন্ন হইয়াও আদিবীজ, সকলের আদি শ্রীনারায়ণেরও আবির্ভাবের প্রেরক তুমি ব্রহ্মমোহনলীলাতে ঐরূপ দেখাইয়াছ। তাদৃশ আদিবীজ হইয়াও পূর্ণবোধ পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ যে ব্রহ্ম সেই তোমাকে নমস্কার। অপ্রাকৃত অনন্ত বিশেষণযুক্ত হইয়াও তুমি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। তুমি অজ হইয়াও এই বিশ্বের জনক, জনক হইয়াও তুমি ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ স্বরূপ, নির্ব্বিশেষরূপ হইয়াও তুমিই অনন্তশক্তি সবিশেষ স্বরূপ, অনন্তশক্তি হইয়াও তোমার তিনটি শক্তিই প্রধান। তটস্থা, বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা শক্তিসমূহ, তাহারাও তুমি, ছোটবড় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টদিগেরও আত্মা তুমিই জীব। তুমিই ভূতাত্মা অর্থাৎ পঞ্চভূতময় দেহ, তুমিই পরমাত্মা, অন্তর্য্যামী তোমাকে নমস্কার ॥ ২৭-২৮ ॥

ত্বং বৈ সিসৃক্ষুরজ উৎকটং প্রভো
তমো নিরোধায় বিভর্ষ্যসংবৃতঃ।
স্থানায় সত্ত্বং জগতো জগৎপতে
কালঃ প্রধানং পুরুষো ভবান্ পরঃ ॥২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, জগৎপতে, ত্বং বৈ (ত্বমেব) সিসৃক্ষুঃ (জগৎস্রষ্টুং ইচ্ছুঃ সন্) উৎকটং (কার্য্যো-

ন্মুখং) রজঃ (রজোগুণং) বিভর্ষি (সৃজসি তথা) নিরোধায় (জগতঃ নাশায় উৎকটং) তমঃ (তমোগুণং) বিভর্ষি অসংবৃতঃ (তমসঃ ধারণেঽপি অসংবৃতঃ ত্বং অনাবৃতস্বরূপ এব তিষ্ঠসীত্যর্থঃ তথা) জগতঃ স্থানায় (স্থিত্যৈ উৎকটং) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণং বিভর্ষি) কালঃ (সময়ঃ) প্রধানং (প্রকৃতিঃ) পুরুষঃ (অধিষ্ঠাতা এতৎ ত্রয়মপি) ভবান্ (ত্বমেব এতে ত্বদ্ব্যতিরিক্তাঃ ন সন্তি ত্বন্তু) পরঃ (সর্ব্বব্যতিরিক্তঃ অতস্ত্বমেব জনয়িতা ইত্যর্থঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনি জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছায় উৎকট অর্থাৎ কার্য্যোন্মুখ রজোগুণের সৃষ্টি করেন, জগতের নাশের জন্য তমোগুণ এবং জগতের স্থিতির নিমিত্ত সত্ত্বগুণ ধারণ করিয়াও স্বয়ং তদ্দ্বারা আবৃত না হইয়াই অবস্থান করেন। আপনিই কাল, প্রকৃতি এবং পুরুষ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—সময়ভেদেনাস্য বিশ্বস্য মায়াশক্ত্যা সৃষ্ট্যাদিকং করোষীত্যাহ,—ত্বমিতি। উৎকটং উদ্রিক্তং রজস্তমঃ সত্ত্বঞ্চ বিভর্ষি। অসংবৃতঃ ন তু জীববত্তৈঃ সংবৃতঃ। অতস্ত্বচ্ছক্তিকার্য্যত্বাদিদং জগৎ ত্বদাত্মকম্। যে চ নিত্যাঃ কালমায়াজীবাস্তেঽপি ত্বচ্ছক্তিত্বাত্ত্বদাত্মকা এবেত্যাহ,—কাল ইত্যাদি। কিন্তু ত্বং স্বরূপশক্ত্যা উক্তেভ্যঃ এতেভ্যঃ পরোঽন্যঃ ॥২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সময়ভেদে এই বিশ্বের মায়াশক্তিদ্বারা সৃষ্টি আদি তুমি করিয়া থাক। উৎকট অর্থাৎ উচ্ছলিত রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব গুণ ধারণ কর, ঐ সকল গুণ দ্বারা তুমি অনাবৃত, কিন্তু জীবের ন্যায় ঐ সকল গুণ দ্বারা আবৃত নহ। অতএব তোমার শক্তিকার্য্যহেতু এই জগৎ ত্বদাত্মক। কাল মায়া জীব ইহারা নিত্য হইয়াও তোমার শক্তিহেতু তন্ময়ই। কিন্তু তুমি স্বরূপ শক্তিদ্বারা এই সকল হইতে পৃথক্ ॥ ২৯ ॥

———

অহং পয়ো জ্যোতিরথানিলো নভো
মাত্রাণি দেবা মন ইন্দ্রিয়াণি।
কর্ত্তা মহানিত্যখিলং চরাচরং
ত্বয্যদ্বিতীয়ে ভগবন্নয়ং ভ্রমঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(কার্য্যকারণস্য তদ্ব্যতিরেকং তস্য চ সর্ব্বব্যতিরেকং উপপাদয়তি) ভগবন্, (হে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যশালিন,) অহং (ভূমিঃ) পয়ঃ (জলং) জ্যোতিঃ (অগ্নিঃ) অথ অনিলঃ (বায়ুঃ) নভঃ (আকাশং এতে পঞ্চমহাভূতাঃ ইত্যর্থঃ) মাত্রাণি (তন্মাত্রাণি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ ইত্যর্থঃ) দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ) মনঃ ইন্দ্রিয়াণি চ (এতানি অহঙ্কারকার্য্যাণি ইত্যর্থঃ তথা) কর্ত্তা (অহঙ্কারঃ) মহান্ (মহত্তত্ত্বম্) ইতি (এতদাত্মকম্) অখিলং (সর্ব্বং) চরাচরং (স্থাবরজঙ্গমং) অদ্বিতীয়ে (স্বতুল্যবস্ত্বন্তররহিতে) ত্বয়ি (ত্বয্যেব বর্ত্ততে) অয়ং (পৃথিব্যাদিষু স্বতন্ত্রবস্তুত্ব প্রত্যয়স্তু) ভ্রমঃ (ভ্রমাত্মক এব ভবতি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আমি (পৃথিবী) জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চমহাভূত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণ, মনঃ, ইন্দ্রিয়সমূহ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব এই সমুদয়ের সমষ্টিভূত নিখিল চরাচর অদ্বিতীয়-স্বরূপ আপনাতেই অবস্থিত রহিয়াছে, এই সমস্ত পদার্থে স্বতন্ত্র বস্তুত্বপ্রতীতি ভ্রমাত্মক ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মমাপ্যয়ং দেহো ভূতাত্মক এব চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণ্যপি বৈকারিকাণ্যেবেত্যতো মাং মায়াশবলং ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে, কথমহমেতেভ্যঃ পর ইত্যত আহ,—অহং ভূমি, মাত্রাণি বিষয়াঃ। কর্ত্তা অহংকারঃ, মহাংশ্চিত্তমিত্যেতৎ সর্ব্বঞ্চরং মনশ্চক্ষুরাদি, অচরং ভূমিপ্রাণাদি। ত্বয়ি ভ্রমঃ, যে ত্বয্যপি ভূতেন্দ্রিয়াদিকং ব্রুবতে তে ভ্রান্তা এবেত্যর্থঃ। যতোঽদ্বিতীয়ে ন বিদ্যতে দ্বিতীয়ং যস্মিন্, ত্বদীয়ং দেহেন্দ্রিয়াদিকং সর্ব্বং ত্বদাত্মকং চিদেব, নতু ত্বত্তঃ অদ্বিতীয়ং মায়াদিকমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে আমারও এই দেহ পঞ্চভূতাত্মকই, চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় সকলও সত্ত্বগুণের বিকারই, এইজন্য আমাকে মায়ামিশ্রিত ব্রহ্ম এই কথা বলে, কিরূপে আমি ইহা হইতে অন্য হইব ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—আমি ভূমি, মাত্রা অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়সমূহ, কর্ত্তা অর্থাৎ অহংকার, মহান্ অর্থাৎ চিত্ত, এই সকল চর, অর্থাৎ চক্ষুরাদি, অচর অর্থাৎ ভূমি, প্রাণাদি তোমাতেই ভ্রম, যাহারা তোমাতেও ভৌতিক ইন্দ্রিয়াদি বলে, তাহারা ভ্রান্তই।

যেহেতু অদ্বিতীয় তোমাতে দ্বিতীয় নাই, তোমার দেহ ইন্দ্রিয়াদি সকলই তোমার ন্যায় চিদানন্দ স্বরূপ, কিন্তু তোমা হইতে স্বয়ং সিদ্ধ অদ্বিতীয় মায়াদি নহে ॥৩০

তস্যাত্মজোঽয়ং তব পাদপঙ্কজং
ভীতঃ প্রপন্নার্ত্তিহরোপসাদিতঃ।
তৎ পালয়ৈনং কুরু হস্তপঙ্কজং
শিরস্যমুষ্যাখিলকল্মষাপহম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং স্তুত্বা প্রার্থয়তে হে) প্রপন্নার্ত্তিহর, (শরণাগতদুঃখবিনাশন) তস্য (নরকস্য) আত্মজঃ (পুত্রঃ) অয়ং (ভগদত্তঃ) ভীতঃ (অতএব ময়া) তব পাদপঙ্কজং (শ্রীচরণকমলম্) উপসাদিতঃ (প্রাপিতঃ) তৎ (তস্মাৎ) এনং (ভগদত্তং) পালয় (রক্ষ) অমুষ্য (ভগদত্তস্য) শিরসি (মস্তকে) অখিলকল্মষাপহং (সর্ব্বপাপবিনাশনং) হস্তপঙ্কজং (শ্রীকরকমলং) কুরু (অর্পয়) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে শরণাগতদুঃখবিনাশন, নরকাসুরের পুত্র ভীত হওয়ায় আমি তাহাকে আপনার পাদপদ্মসমীপে উপস্থিত করিয়াছি। অতএব ইহাকে রক্ষা করুন্ এবং ইহার মস্তকে সর্ব্বপাপবিনাশন ভবদীয় করকমল অর্পণ করুন্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি ভূম্যার্থিতো বাগ্‌ভির্ভগবান্ ভক্তিনম্রয়া।
দত্ত্বাভয়ং ভৌমগৃহং প্রাবিশৎ সকলর্দ্ধিমৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভক্তিনম্রয়া (ভক্ত্যা বিনতয়া) ভূম্যা (পৃথিব্যা) বাগ্‌ভিঃ (পূর্ব্বোক্তস্তুতিবচনৈঃ) অর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অভয়ং দত্ত্বা (তস্মৈ ভয়াভাবং দত্ত্বা) সকলর্দ্ধিমৎ (সকলসমৃদ্ধিযুক্তং) ভৌমগৃহং (নরকস্য পুরং) প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভক্তিনতা ধরিত্রীর পূর্ব্বোক্ত স্তুতিবচনে প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ ভগদত্তকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক নিখিল সমৃদ্ধিসম্পন্ন নরকাসুরগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং স্তুত্বা প্রার্থয়তে,—তস্যেতি। অয়ং ভগদত্তো নাম ভীতঃ। অতএব ময়া তব পাদপঙ্কজমুপসাদিতঃ ॥ ৩১-৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে স্তব করিয়া ভূমিদেবী প্রার্থনা করিতেছেন—নরকের পুত্র এই 'ভগদত্ত' ভীত অতএব আমি ইহাকে তোমার চরণ কমলে আনিয়াছি অভয় দান করুন্ ॥ ৩১-৩২ ॥

তত্র রাজন্যকন্যানাং ষট্‌সহস্রাধিকাযুতম্।
ভৌমাহৃতানাং বিক্রম্য রাজভ্যো দদৃশে হরিঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্র (ভৌমগৃহে) বিক্রম্য (পরাক্রম্য) রাজভ্যঃ (নৃপতিসমূহাৎ সিদ্ধাদিভ্যঃ অপি) ভৌমাহৃতানাং (ভৌমেন নরকেণ আহৃতানাং আনীতানাং) রাজন্যকন্যানাং ষট্‌সহস্রাধিকাযুতং (ষট্‌সহস্রাণি অধিকানি যস্মিন্ তথাভূতং অযুতং দশসহস্রাণি ষোড়শসহস্রাণি ইত্যর্থঃ। পরাশর বচনাৎ শতাধিকমপি জ্ঞাতব্যং) দদৃশে (দৃষ্টবান্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের গৃহে বিচরণপূর্ব্বক নরক কর্ত্তৃক রাজা এবং সিদ্ধ প্রভৃতির নিকট হইতে আনীত ষোড়শসহস্র রমণী দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

তং প্রবিষ্টং স্ত্রিয়ো বীক্ষ্য নরবীরং বিমোহিতা।
মনসা বব্রিরেঽভীষ্টং পতিং দৈবোপসাদিতম্ ॥৩৪

অন্বয়ঃ—স্ত্রিয়ঃ (তাঃ রমণ্যঃ) প্রবিষ্টং (ভৌমগৃহে সমাগতং) নরবর্য্যং (নরোত্তমং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিমোহিতাঃ (সত্যঃ) মনসা (চিত্তেন) দৈবোপসাদিতং (দৈবেন সমুপস্থাপিতং তং) অভীষ্টং (বাঞ্ছিতং) পতিং (স্বামিনং) বব্রিরে (বৃতবত্যঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ঐ সকল রমণী নরকগৃহে প্রবিষ্ট নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিমোহিতচিত্তে মনে মনে তাঁহাকে দৈবপ্রেরিত অভীষ্ট পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

ভূয়াৎ পতিরয়ং মহ্যং ধাতা তদনুমোদতাম্ ।
ইতি সর্ব্বাঃ পৃথক্ কৃষ্ণে ভাবেন হৃদয়ং দধুঃ ।।৩৫

অন্বয়ঃ—অয়ং (সমাগতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) মহ্যং (মম) পতিঃ (স্বামী) ভূয়াৎ (ভবতু) ধাতা (বিধাতা) তৎ (মম অভিমতম্) অনুমোদতাং (সফলং করোতু) সর্ব্বাঃ (স্ত্রিয়ঃ) ইতি ভাবেন (এবং অভিপ্রায়েণ) পৃথক্ (প্রত্যেকং) কৃষ্ণে (কৃষ্ণং প্রতি) হৃদয়ং দধুঃ (চিত্তং নিদধুঃ, নিবেশয়ামাসুঃ) ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ—'এই শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি হউন্, বিধাতা আমার ইচ্ছা সফল করুন্'—এইরূপে সমস্ত রমণীই পৃথক্‌ভাবে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন ।। ৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—ষট্‌সহস্রেণাধিকমযুতং শতাধিকমপি বিষ্ণুপুরাণদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়ম্ । রাজভ্য ইত্যুপলক্ষণম্, সিদ্ধাদিভিশ্চ সকাশাদাহৃতানাম্ ।। ৩৩-৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—নরকাসুরের গৃহে ষোলহাজার একশত রাজকন্যা আবদ্ধছিল—বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে জানা যায় । রাজকন্যা বলিতে সিদ্ধ দেবতাগণের নিকট হইতেও এই সকল কন্যা আহরণ করিয়াছিল ।। ৩৩-৩৫ ।।

তাঃ প্রাহিণোদ্দ্বারবতীং সুমৃষ্টবিরজোঽম্বরাঃ ।
নরযানৈর্ম্মহাকোশান্ রথাশ্বান্ দ্রবিণং মহৎ ।।৩৬।।

অন্বয়ঃ—(শ্রীকৃষ্ণঃ) সুমৃষ্ট-বিরজোঽম্বরাঃ (সুধৌতনির্ম্মলবসনধারিণীঃ) তাঃ (রাজকন্যাঃ) নরযানৈঃ (শিবিকাভিঃ) দ্বারবতীং (দ্বারকাং) প্রাহিণোৎ (প্রেরিতবান্ তথা) মহাকোশান্ (মহানিধীন্) রথাশ্বান্ (রথান্ অশ্বান্ চ) মহৎ (শ্রেষ্ঠং) দ্রবিণং (ধনঞ্চ প্রাহিণোৎ) ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মহানিধিসমূহ রথ, অশ্ব ও শ্রেষ্ঠ ধনরাশি এবং শিবিকাযোগে নির্ম্মলবসনা রাজকন্যাগণকে দ্বারকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন ।।৩৬

ঐরাবতকুলেভাংশ্চ চতুর্দ্দন্তাংস্তরস্বিনঃ ।
পাণ্ডুরাংশ্চ চতুঃষষ্টিং প্রেষয়ামাস কেশবঃ ।।৩৭।।

অন্বয়ঃ—কেশবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) চতুর্দ্দন্তান্ (দন্ত-চতুষ্টয়বিশিষ্টান্) তরস্বিনঃ (মহাবেগান্) পাণ্ডুরান্ চ (ধবলবর্ণান্) চতুঃষষ্টিং (চতুঃষষ্টি-সংখ্যকান্) ঐরাবতকুলেভান্ চ (ঐরাবতকুলজাতান্ হস্তিনশ্চ) প্রেষয়ামাস (দ্বারবতীং প্রেরিতবান্) ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ—তিনি চতুর্দ্দন্ত, মহাবেগশালী, ধবলবর্ণ এবং ঐরাবতকুলজাত চতুঃষষ্টিসংখ্যক হস্তীও দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন ।। ৩৭ ।।

গত্বা সুরেন্দ্রভবনং দত্ত্বাদিত্যৈ চ কুণ্ডলে ।
পূজিতস্ত্রিদশেন্দ্রেণ মহেন্দ্রাণ্যা চ সপ্রিয়ঃ ।। ৩৮ ।।
চোদিতো ভার্য্যয়োৎপাট্য পারিজাতং গরুত্মতি ।
আরোপ্য সেন্দ্রান্ বিবুধান্ নির্জ্জিত্যোপানয়ৎপুরম্ ।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) সপ্রিয়ঃ (প্রিয়য়া সত্যভাময়া সহিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) সুরেন্দ্রভবনম্ (ইন্দ্রপুরং) গত্বা অদিত্যৈ (দেবমাত্রে) কুণ্ডলে (কুণ্ডলদ্বয়ং) দত্ত্বা চ ত্রিদশেন্দ্রেণ (দেবরাজেন) মহেন্দ্রাণ্যা চ (ইন্দ্রপত্ন্যা শচীদেব্যা চ) পূজিতঃ (বন্দিতঃ) ভার্য্যয়া (সত্যভাময়া) চোদিতঃ (পারিজাতবৃক্ষ-নয়নার্থং প্রেরিতঃ সন্) পারিজাতং (তন্নামকং সুরতরুম্) উৎপাট্য গরুত্মতি (গরুড়োপরি) আরোপ্য (তং বৃক্ষং সংস্থাপ্য) সেন্দ্রান্ (ইন্দ্রেণ সহিতান্) বিবুধান্ (দেবান্) নির্জ্জিত্য (পরাজিত্য, পারিজাতং) পুরং (দ্বারকাম্) উপানয়ৎ (আনীতবান্) ।। ৩৮-৩৯ ।।

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মহিষী সত্যভামার সহিত ইন্দ্রালয়ে গমনপূর্ব্বক অদিতিকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলে ইন্দ্র ও শচীদেবী-কর্তৃক পূজিত হইলেন এবং সত্যভামার অনুরোধে পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন ও গরুড়ের উপরে স্থাপন করিয়া ইন্দ্রসহ দেবগণের পরাজয়পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষ দ্বারকায় আনয়ন করিলেন ।। ৩৮-৩৯ ।।

বিশ্বনাথ—নরযানৈঃ শিবিকাদিভিঃ । মহাকোশাদীনপি ।। ৩৬-৩৮ ।।

বিশ্বনাথ—ভার্য্যয়া সত্যভাময়া প্রেরিতঃ সন্ ।।৩৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐসকল কন্যাকে মনুষ্যবাহিত শিবিকা আদিতে আরোহণ করাইয়া দ্বারকাতে পাঠাইয়া দিলেন ।। ৩৬-৩৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ মহিষী সত্যভামার

সহিত ইন্দ্রভবনে গমনপূর্ব্বক শচীদেবীর কুণ্ডলদ্বয় প্রদান পূর্ব্বক ভার্য্যাসত্যভামা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পারিজাত বৃক্ষ নন্দনকানন হইতে উঠাইয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

স্থাপিতঃ সত্যভামায়া গৃহোদ্যানোপশোভনঃ।
অন্বগুর্ভ্রমরাঃ স্বর্গাৎ তদ্গন্ধাসবলম্পটাঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(স পারিজাতঃ) সত্যভামায়াঃ গৃহোদ্যানোপশোভনঃ (গৃহোদ্যানং গৃহসংলগ্ন পুষ্পকাননং উপশোভয়তীতি তথাভূতঃ) স্থাপিতঃ (সংরোপিতঃ) তদ্গন্ধাসবলম্পটাঃ (তস্য পারিজাতস্য যঃ গন্ধঃ সুরভিঃ, আসবো রসঃ তয়োঃ লম্পটাঃ আসক্তাঃ সন্তঃ) ভ্রমরাঃ স্বর্গাৎ অন্বগুঃ (তত্রোদ্যানে অনুগতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—উক্ত বৃক্ষ সত্যভামার গৃহসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে স্থাপিত হইয়া পরম শোভা সম্পাদন করিলে তদীয় সুরভি ও রসগ্রহণে আসক্তচিত্ত ভ্রমরগণ স্বর্গ হইতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—স্থাপিতঃ পারিজাতবৃক্ষঃ। গৃহান্তস্থিতমুদ্যানমুপশোভয়তীতি সঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বারকায় সত্যভামার গৃহের ভিতর উপবনে পারিজাত বৃক্ষ স্থাপন করিলেন ॥৪০

যযাচ আনম্য কিরীটকোটিভিঃ
পাদৌ স্পৃশন্নচ্যুতমর্থসাধনম্
সিদ্ধার্থঃ এতেন বিগৃহ্যতে মহান্
অহো সুরাণাঞ্চ তমো ধিগাঢ্যতাম্ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—(ননু সংসাধিতস্বমনোরথেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ কথং মহেন্দ্রস্য সংগ্রাম ইত্যাহ ইন্দ্রঃ আদৌ) কিরীটকোটিভিঃ (মৌলিমুকুটাগ্রভাগৈঃ) পাদৌ (শ্রীকৃষ্ণচরণৌ) স্পৃশন্ আনম্য (সম্যক্ প্রণতো ভূত্বা) অচ্যুতং (কৃষ্ণম্) অর্থসাধনং (নরকবধরূপস্বপ্রয়োজন-সম্পাদনং) যযাচ (প্রার্থয়ামাস ততঃ) সিদ্ধার্থঃ (তেন সিদ্ধঃ মনোরথঃ স্বীয়প্রয়োজনং যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) মহান্ (জ্ঞানবান্ অপি) এতেন (ভগবতা সহ) বিগৃহ্যতে (বিগ্রহং করোতি) অহো (আশ্চর্য্যং) সুরাণাং চ (দেবানাং অপি) তমঃ (ক্রোধঃ জাতঃ অতঃ) আঢ্যতাং (ধনিকতাং) ধিক্ ॥৪১॥

অনুবাদ—ইন্দ্র প্রথমে মুকুটাগ্রভাগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল স্পর্শ সহকারে প্রণামপূর্ব্বক নরকাসুরবধরূপ নিজকার্য্য প্রার্থনা করিয়া পশ্চাৎ কার্য্যসিদ্ধি হইলে জ্ঞানী হইয়াও ঐ ভগবানের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অহো! দেবগণেরও ঈদৃশ ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ঐশ্বর্য্যকে ধিক্ ॥৪১॥

বিশ্বনাথ—সেন্দ্রান্ বিবুধান্নির্জিত্যেত্যুক্তং তত্র সার্থসাধকেনাপি স্বেষ্টদেবেনাপি কৃষ্ণেন সহেন্দ্রস্য যুদ্ধং শ্রুত্বাতিবিস্মিতং রাজানং প্রতীন্দ্রদৌরাত্ম্যমাহ, --যযাচে ইতি। অর্থসাধনং স্বার্থসাধকং কৃষ্ণং যযাচে, নরকং হত্বা কুণ্ডলাদীন্যানীয় দেহীতি প্রার্থয়তে স্ম। সিদ্ধার্থঃ প্রাপ্তকুণ্ডলাদিকঃ সন্ এতেন কৃষ্ণেন সহ বিগৃহ্যতে ইত্যার্ষং বিগৃহ্নতি। বিগ্রহং করোতি তত্রাপি মহান্ সুরেশঃ সন্নপি। অহো আশ্চর্য্যং সুরাণামপি তমঃ ক্রোধঃ সাত্ত্বিকানাং তেষামিদমতসম্ভবমিতি ভাবঃ। তত্রাপি সুরেশস্য তস্য তমঃ তস্মাদাঢ্যতাং ধনিকত্বং ধিক্, আঢ্যতা হি কং কমসম্ভবমপ্যনর্থং নোৎপাদয়তীতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রসহ দেবগণকে পরাজিত করিয়া ইহা বলা হইয়াছে—তাহাতে নিজের প্রয়োজন সাধক নিজ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ শুনিয়া অতিবিস্মিত রাজাকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী ইন্দ্রের দৌরাত্ম্যের কথা বলিতেছেন—স্বার্থ সাধক শ্রীকৃষ্ণকে ইন্দ্র প্রার্থনা করিয়া মাতার কুণ্ডল হরণকারী নরকাসুরকে হত্যা করিয়া কুণ্ডল আনিয়া দাও—ইন্দ্র এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কুণ্ডলাদি প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যসিদ্ধির পর ইন্দ্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিল—ইহা দ্বারা মহান্ ইন্দ্র দেবতাগণের ঈশ্বর হইলেও অহো! আশ্চর্য্য দেবগণেরও অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন তাহাদেরও তমগুণজাত ক্রোধ—ইহা অসম্ভব, ইহাই ভাবার্থ। তাহাতেও ঐ দেবরাজের তমগুণ। অতএব ধনবান ব্যক্তিগণের প্রতিধিক্, ধনাঢ্যতাই কাহাকেই না অসম্ভব অনর্থ না জন্মায় ॥৪১

অথো মুহূর্ত্ত একস্মিন্ নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
যথোপযেমে ভগবান্ তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—অথো (অনন্তরং) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাবদ্রূপধরঃ (তাবন্তি স্ত্রীসমসংখ্যকানি রূপাণি ধারয়তীতি তথাভূতঃ ষোড়শসহস্রসংখ্যকবিগ্রহধারী ইত্যর্থঃ তত্রাপি) অব্যয়ঃ সর্ব্বত্রাপি সম্পূর্ণ এব সন্) একস্মিন্ মুহূর্ত্তে (সমকালমেব) নানাগারেষু (বিভিন্ন-মন্দিরেষু) তাঃ স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীঃ) যথা (যথাবৎ) উপযেমে (পরিণীতবান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অব্যয় ভগবান্ ষোড়শসহস্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া এককালে বিভিন্ন মন্দিরে ঐ রমণীগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—অথো দ্বারকামাগত্য একস্মিন্মুহূর্ত্তে ইতি তস্যৈব বৈবাহিকলগ্নস্য তদানীং সর্ব্বতো ভদ্রত্বেন মৌহূর্ত্তিকলোকৈরুক্তত্বাৎ। যাবত্যঃ স্ত্রিয়স্তাবদ্রূপধরঃ। রূপাণ্যত্র একস্যৈব বপুষঃ প্রকাশভেদা এব তানি ধরতীতি সঃ, ন তু তাবদ্বপূর্দ্ধর ইতি কার্য্যব্যূহো ব্যাখ্যেয়ঃ। "চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ" ইত্যগ্রিমোক্তেঃ। যথা যথাবদিত্যনেন দেবক্যাদি বন্ধুজনসমাগমোঽপি প্রতিগৃহং যৌগপদ্যেন সূচিত ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। তেষামপি প্রকাশভেদোঽচিন্ত্য-শক্ত্যৈব কারিতো জ্ঞেয়ঃ। অব্যয়ঃ সর্ব্বত্রাপি পূর্ণ এব, নত্বংশেন বর্ত্তমানঃ। প্রকাশস্তু ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথগিতি ভাগবতামৃতোক্তেঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ একমুহূর্ত্তে দ্বারকায় আসিবার কারণ বিবাহের লগ্ন তখন সর্ব্ব-ভাবে মঙ্গলক্ষণ লোকে বলিয়াছিল। যত সংখ্যা রাজকন্যা, শ্রীকৃষ্ণও ততরূপ ধারণ করিয়া বিবাহ করিলেন। এই স্থলে রূপসমূহ একই বিগ্রহের প্রকাশ ভেদই। এই সকল ধারণ করেন যিনি সেই কৃষ্ণ, ইহা কিন্তু কায়ব্যূহ বলিয়া ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য নয়। শ্রীনারদ ঋষি শ্রীকৃষ্ণের এই গৃহস্থলীলা দর্শন করিতে আসিয়া বলিবেন—অহো আশ্চর্য্য এইলীলা, একই বিগ্রহে একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহসমূহে ষোলহাজার কন্যাকে একাই শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিলেন। কেবল তাহাই নহে দেবকী আদি পিতা-মাতা, বন্ধু-জন সমাগমও প্রতিগৃহে একই সময়ে উপস্থিত ছিলেন—ইহা শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন। ঐ পরি-কর বন্ধুজনগণেরও প্রকাশ ভেদ অচিন্ত্যশক্তিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ করাইয়াছেন জানিতে হইবে। অব্যয় অর্থাৎ সর্ব্বগৃহেই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণই ছিলেন, অংশরূপে নহে। শ্রীভাগবতামৃতে শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—ভগ-বানের প্রকাশ ভেদ, সেইখানেই বলা হয় যাহা মূল হইতে পৃথক্ নহে ॥ ৪২ ॥

গৃহেষু তাসামনপায্যতর্ককৃৎ
নিরস্তসাম্যাতিশয়েষ্ববস্থিতঃ।
রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুতো
যথেতরো গার্হকমেধিকাংশ্চরন্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অহো ভাগ্যং নারীণামিত্যাহ) অতর্ক্য-কৃৎ (অতর্ক্যাণি কর্ম্মাণি করোতীতি তথা অচিন্ত্য চরিতঃ ইত্যর্থঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) নিরস্তসাম্যাতিশয়েষু (নিরস্তং সাম্যং অতিশয়শ্চ অন্যেষাং যৈঃ তেষু) তাসাং (স্ত্রীণাং) গৃহেষু অনপায়ী (সুস্থিরঃ) অব-স্থিতঃ নিজকামসংপ্লুতঃ (স্বানন্দপরিপূর্ণঃ সন্) রমাভিঃ (লক্ষ্ম্যাঃ অংশ-ভূতাভিঃ তাভিঃ কামিনীভিঃ সহ) ইতরঃ (প্রাকৃতঃ জনঃ) যথা (ইব) গার্হক-মেধিকান্ (গৃহস্থধর্ম্মান্) চরন্ (আচরন্) রেমে (ক্রীড়াং চকার) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অচিন্ত্যচরিত শ্রীকৃষ্ণ ঐ রমণীগণের অসমোর্দ্ধ মন্দিরে সুস্থিরভাবে অবস্থিত এবং স্বানন্দ-পরিপূর্ণ হইয়া লক্ষ্মীদেবীর অংশভূত কামিনীগণের সহিত প্রাকৃতজনের ন্যায় গৃহস্থধর্ম্মসমূহের আচরণ সহকারে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—তাসাং গৃহেষ্বনপায়ী প্রকাশভেদৈঃ সর্ব্বেষ্বেব স্থিত ইত্যর্থঃ। অতর্ক্যকৃদিতি তথা অতর্কং কর্ম্ম করোতি যথা সর্ব্বত্রাপি সঞ্চারিত দাসী সখীকা অপি তাঃ প্রত্যেকমহমেব সংযোগিনী অন্যাস্তু বিরহিণ্য এবেতি জানন্তীতি ভাবঃ। নিরস্তং সাম্য-মতিশয়শ্চ যেভ্য ইতি তাদৃশা গৃহা অপি বৈকুণ্ঠেঽপি ন সন্তি কিমুত তাদৃশরমণাদিসুখানীত্যর্থঃ। নিজেন স্বরূপভূতেনৈব কন্দর্পেণৈব সংপ্লুতো নিমগ্নঃ রমাভী রেমে ইতি বৈকুণ্ঠে খল্বেকয়ৈব রময়া স্বাংশো নারায়ণ এব রমতে ইতি বৈকুণ্ঠাদপি দ্বারকায়া ঐশ্বর্য্যেণাধিক্যং গার্হমেধিকান্ ধর্ম্মাংশ্চরন্নিতি মাধুর্য্যেণাপ্যাধিক্যং জ্ঞাপিতম্। তাসাং রমাত্বেন স্বরূপশক্তিত্বং স্কান্দে

প্রভাসখণ্ডেঽপি যথা,—"ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ। হংস এবমতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ। তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ। চন্দ্ররূপীমতঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ। সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শী কলা। ষোড়শৈব কলা যাস্তু গোপীরূপা বরাঙ্গনে। একৈকশস্তাঃ সংভিন্নাঃ সহস্রেণ পৃথক্ পৃথক্" ইতি পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে চ। "কৈশোরে গোপকন্যাস্তা যৌবনে রাজকন্যকা" ইতি অতঃ পূর্ণতমস্য শ্রীবৃন্দাবননাথস্য যথা দ্বারকানাথঃ পূর্ণঃ প্রকাশস্তথৈব পূর্ণতমানাং তদীয়হলাদিনীশক্তিনাং গোপীনাং পূর্ণপ্রকাশরূপা পট্টমহিষ্য ইতি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ষোলসহস্র মহিষীগণের গৃহে সুস্থির ভাবে প্রকাশভেদ সমূহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন। অচিন্ত্যকর্ত্তা অচিন্ত্যকর্ম্ম করিতেছেন। যেমন সর্ব্বত্রও সঞ্চারিত দাসীসখিগণও তাহারা প্রত্যেকে আমিই কৃষ্ণের সহিত সংযোগিনী, অন্যে কিন্তু বিরহিণীই—এইরূপ জানিতেছে। যাহাদের সমান ও অতিশয় নাই সেইরূপ গৃহসমূহও বৈকুণ্ঠেও নাই, ঐরূপ রমণী আদির সুখ যে নাই তাহা আর কি বলিব। নিজ স্বরূপভূত কামদ্বারাই নিমগ্ন লক্ষ্মীগণের সহিত রমণ করিতেছেন। বৈকুণ্ঠে একমাত্র লক্ষ্মীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের অংশ নারায়ণই লীলা করিতেছেন। অতএব বৈকুণ্ঠ হইতেও দ্বারকাতে ঐশ্বর্য্যের আধিক্য। গৃহমেধীগণের ন্যায় ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন। ইহাদ্বারা বৈকুণ্ঠ হইতে দ্বারকার মাধুর্য্যও অধিক, ইহা জানান হইল। দ্বারকার মহিষীগণ যে লক্ষ্মী এবং স্বরূপশক্তি, ইহা স্কন্দপুরাণে প্রভাস খণ্ডেও বর্ণিত আছে—ষোলসহস্র গোপীগণ দ্বারকায় আসিয়াছেন, তাহাতে জনার্দ্দন পরমাত্মা কৃষ্ণ হংসস্বরূপ। তাঁহারই এই শক্তিগণ ষোলসহস্র পরিকীর্ত্তিত। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপী এবং ঐ মহিষীগণ তাহার কলারূপা জানিবে। এই সম্পূর্ণ মণ্ডলা শক্তিগণের মধ্যে 'মালিনী' ষোড়শীকলা যাঁহারা ষোলকলা তাহারা শ্রেষ্ঠ গোপীরূপা তাহারাই এক-একজন সহস্ররূপে পৃথক্ পৃথক্ হইয়াছেন। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যেও বর্ণিত আছে—কৈশোরে যাঁহারা গোপকন্যা ছিলেন, তাহারাই যৌবনে দ্বারকায় রাজকন্যা। অতএব পূর্ণতম শ্রীবৃন্দাবন নাথের দ্বারকানাথ পূর্ণ প্রকাশ। সেইরূপ পূর্ণতমা তাঁহার আহলাদিনী শক্তি গোপীগণের পূর্ণপ্রকাশরূপা পট্টমহিষীগণ ॥ ৪৩ ॥

ইত্থং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা
ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্।
ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগ
হাসাবলোকনবসঙ্গমজল্পলজ্জাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইত্থং (এবং ক্রমেণ) তাঃ স্ত্রিয়ঃ (কামিন্যঃ) ব্রহ্মাদয়ঃ অপি যদীয়াং (যস্য ভগবতঃ সম্বন্ধিনীং) পদবীং (প্রাপ্তিপদ্ধতিং) ন বিদুঃ (ন জানন্তি তং) রমাপতিং (লক্ষ্মীনাথং) পতিম্ অবাপ্য (লব্ধ্বা) অবিরতং (নিরন্তরম্) এধিতয়া (বর্দ্ধমানয়া) মুদা (প্রীত্যা) অনুরাগহাসাবলোক-নবসঙ্গম-জল্পলজ্জাঃ (অনুরাগং হাসসহিতং অবলোকনং তৎপূর্ব্বকং নবসঙ্গমঞ্চ তদ্গতং জল্পঞ্চ তস্মিন্ লজ্জাঞ্চ) ভেজুঃ (প্রাপুঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাদিদেবগণও যাঁহার প্রাপ্তির উপায় অবগত নহেন, সেই শ্রীপতিকে পতিরূপে লাভ করিয়া কামিনীগণ নিরন্তর বর্দ্ধমান প্রীতির সহিত অনুরাগ, হাস্যসহকৃত দৃষ্টিপাত, নবসঙ্গম, তৎপ্রসঙ্গজাত আলাপ এবং লজ্জা প্রাপ্ত হইতেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—রমায়াঃ পূর্ণলক্ষ্মীরূপায়াঃ পতিং শ্রীকৃষ্ণমবাপ্য ব্রহ্মাদয়োঽপি কিং পুনরন্যে পদবীমপি কিং পুনস্তং ন বিদুরপি কিং পুনর্লভেরন্নিত্যর্থঃ। অবিরতমেব এধিতয়া প্রবৃদ্ধয়া মুদা অনুরাগসহিতং হাসাবলোকং তৎপূর্ব্বকং নবসঙ্গমঞ্চ তত্র তদুচিতঃ জল্পঞ্চ তৎপ্রতিজল্পে প্রাপ্তে সতি লজ্জাঞ্চ ভেজুঃ প্রাপুঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ণলক্ষ্মীরূপা রমাদেবীর পতি শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া ব্রহ্মা আদি দেবগণও—অন্যের কথা আর কি বলিব—শ্রেষ্ঠপদধারীগণ তাঁহাকে জানিতে পারে না, তখন অন্যে লাভ করিবে ইহা আর কি বলিব। অনবরতই বর্দ্ধিতরূপে অনুরাগের সহিত হাস্যসহ অবলোকন ও নবসঙ্গম তাহাতে

আবার তদুচিত জল্প প্রতিজল্প প্রাপ্ত হইয়া লজ্জা প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৪৪ ॥

———

প্রত্যুদ্গমাসনবরার্হণপাদশৌচ-
তাম্বূলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ ।
কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্যৈ-
র্দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ ॥৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পারিজাতহরণ-নরকবধৌ নাম একোন ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তাঃ স্ত্রিয়ঃ) দাসীশতাঃ (প্রত্যেকং দাসীনাং শতানি বিদ্যন্তে যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ অপি স্বয়ং) প্রত্যুদ্গমাসনবরার্হণপাদশৌচ-তাম্বূলবিশ্রমণ-বীজন-গন্ধমাল্যৈঃ (প্রত্যুদ্গমঃ তমায়ান্তং দৃষ্ট্বা স্বয়ং তদভিগমনম্, আসনং আসনপ্রদানং বরার্হণং উত্তম-পূজনং পাদশৌচং পাদপ্রক্ষালনং তাম্বূলং তাম্বূলার্পণং বীজনং বায়ুসঞ্চারণং গন্ধঃ চন্দনাদ্যুপলেপঃ মাল্যঞ্চ তৈঃ তথা) কেশপ্রসার-শয়ন-স্নপনোপহার্যৈঃ (কেশ-প্রসারঃ কেশপ্রসাধনং শয়নং স্নপনং উপহার্য্যং উপ-হারদ্রব্যঞ্চ তৈঃ) বিভোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) দাস্যং (দাসীত্বং) বিদধুঃ স্ম (কৃতবত্যঃ) ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনষষ্টি-তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ— উক্ত রমণীগণের প্রত্যেকের শত দাসী বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহারা স্বয়ংই প্রত্যুদ্গমন, আসন প্রদান, উত্তমরূপে অর্চ্চনা, পাদ প্রক্ষালন, তাম্বূল প্রদান, পাদমর্দ্দন, ব্যজন সঞ্চালন, চন্দনাদি উপলেপন, মাল্য, কেশপ্রসাধন, শয়ন রচনা, স্নপন এবং বিবিধ উপহারদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দাস্য-ক্রিয়া বিধান করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—বিশ্রমণং সংবাহনং কেশানাং প্রসারঃ প্রসাধনং দাসীনাং শতানি বিদ্যন্তে যাসাং তথাভূতা অপি স্বয়ং বিভোর্দ্দাস্যং বিদধুরিতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনষষ্টিতমোঽ-ধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—পদসম্বাহন কেশ প্রসাধন জন্য শত শত দাসীগণও তাঁহাদের গৃহে বিদ্যমান, যাঁহাদের ঐরূপ লক্ষ্মীগণ সেইখানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বিভূতা এবং ঐরূপ মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমস্কন্ধের একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০-৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণরুবাচ—
কর্হিচিৎ সুখমাসীনং স্বতল্পস্থং জগদ্‌গুরুম্‌ ।
পতিং পর্য্যচরদ্ভৈষ্মী ব্যজনেন সখীজনৈঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

ষষ্টিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্যে রুক্মিণীর কোপোৎপাদন, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক তাঁহার সান্ত্বনা এবং প্রেমকলহের ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর শয্যায় সুখোপবিষ্ট হইলে রুক্মিণী সখীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের বিবিধপ্রকারে সেবা করিতেছিলেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অনিন্দ্যসুন্দরী রুক্মিণীকে দর্শন করিয়া পরিহাসচ্ছলে বলিতে লাগিলেন যে, রূপগুণ-সমন্বিত বহু ধনাঢ্য নরপতি রুক্মিণীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা তাঁহাকে শিশুপালহস্তে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তবে তিনি কি নিমিত্ত নিজ অসদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করিলেন? যিনি জরাসন্ধ প্রভৃতির ভয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লইয়াছেন এবং রাজ্যাদি প্রায় ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার আচরণ সমূহ লৌকিকপন্থার অনুবর্ত্তী নহে, যিনি নিষ্কিঞ্চন এবং নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়; ধনিগণ এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করে না। উভয়ের জাতি, ঐশ্বর্য্য, রূপাদি পরস্পর সমান হইলেই পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও বন্ধুত্ব সম্ভবপর হয়। রুক্মিণী অদূরদর্শিতাবশতঃ ভিক্ষুকপ্রশংসিত, গুণহীন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে গ্রহণ না করিয়া কোন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় পুরুষকে বিবাহ করিলে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লাভ করিতে পারিবেন। শিশুপালাদি রাজগণ এবং রুক্মিণীর অগ্রজ রুক্মী তাঁহার বিদ্বেষী; সুতরাং তাহাদিগের গর্ব্বনাশ হেতুই তিনি রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্রাদি বিষয়ে উদাসীন, আত্মানন্দী ও নিষ্ক্রিয়—ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণীর পতিপ্রিয়তমা বলিয়া যে গর্ব্ব ছিল, তদ্‌বিনাশার্থ এইরূপ বলিয়া নিরস্ত হইলে রুক্মিণী এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব অপ্রিয়-বচন শ্রবণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে অতিশয় ভয়, দুঃখ ও শোকনিবন্ধন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পরিহাসরহস্য-বিচারে অসমর্থা প্রিয়তমার তাদৃশ অবস্থা দর্শনে কৃপান্বিত শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে উত্তোলন-পূর্ব্বক তদীয় বদন মার্জ্জনপূর্ব্বক সান্ত্বনা প্রদানার্থ বলিলেন যে, রুক্মিণী যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তচিত্তা, ইহা জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে এবং তদীয় সুন্দর ভ্রুকুটীবিশিষ্ট মুখপদ্ম দর্শন-লালসায় তাদৃশ আচরণ করিয়াছিলেন। প্রণয়িণীর সহিত পরিহাস-বচনে কালযাপন গৃহস্থাশ্রমে গৃহব্রতগণের পরম লাভ-রূপে গণ্য হইয়া থাকে।

রুক্মিণী ভগবানের বাক্যে পরিত্যাগভয় দূর করিয়া এবং তাহা পরিহাস মাত্র জানিয়া বলিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যে নিজেকে রুক্মিণীর অসমান বলিয়া-ছেন, তাহা সত্য; যেহেতু ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের অধীশ্বর সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণের সমান কেহই নাই; তিনি সমুদ্রতুল্য অগাধ জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে শয়ান বলিয়া তাঁহার "রাজগণের ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্রে পলায়ন" বাক্যটীও যথার্থ, বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়পরায়ণ-গণের সহিত তাঁহার বিরোধও সত্য, তিনি রাজ-সিংহাসনপ্রায় ত্যাগ করিয়াছেন, উহাও সুসঙ্গত; যেহেতু তাঁহার সেবকগণই অবিবেকবহুল রাজপদ ত্যাগ করিয়া থাকেন। তিনি লৌকিক পন্থার অনু-বর্ত্তী নহেন এবং অজ্ঞাত আচরণকারী, যে হেতু তাঁহার আচরণ তদীয় পদসেবা মুনিজনের নিকটই অপ্রকাশিত, সুতরাং নরাকৃতি পশুগণের পক্ষে উহা দুর্ব্বোধ্য। তিনি যে স্বয়ং নিষ্কিঞ্চন তাহাও সত্য, যে হেতু ব্রহ্মাদি বন্দিতপদ তিনি ব্যতীত স্বতন্ত্র কিঞ্চিৎ বস্তুও নাই, তিনি ব্রহ্মাদির প্রিয় এবং ব্রহ্মাদি তাঁহার প্রিয়, তিনি ধনিগণসেব্য নহেন, যেহেতু তাহারা অন্তকরূপী শ্রীকৃষ্ণকে না জানিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণেই রত থাকে। তাঁহাকে লাভের জন্য সুধীগণ নিখিল বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহাদের সহিতই ভগবানের সম্বন্ধ সুসঙ্গত, কিন্তু পরস্পর আসক্ত, সুখ-দুঃখভাগী স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ সমুচিত হয় না। ত্যক্তদণ্ড মুনিগণই তাঁহার প্রভাব অবগত এবং

তিনি নিজ ভজনকারীকে নিজেকে পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন বলিয়া রুক্মিণী ভগবানের ভ্রূসঞ্জাত কালবেগে বিনষ্ট আশীষ ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। তাঁহার পাদপদ্মসৌরভ আত্মারামগণেরও প্রশংসিত এবং লক্ষ্মীদেবীরও সেব্য, সুতরাং কোন্ রমণী উহা লাভ করিয়া অনাদর পূর্ব্বক অর্থকামনায় মরণশীল পুরুষান্তরের আশ্রয় করিতে বাঞ্ছা করে? ব্রহ্মা-মহেশ্বর-কীর্ত্তিত তাঁহার চরিত্র যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই এবং যাহারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণসরোজমকরন্দ আঘ্রাণ করে নাই, তাদৃশ স্ত্রীলোকগণই চর্ম্মাস্থি ও বায়ু পিত্ত কফাদিযুক্ত জীবিত শবতুল্য পুরষাধমকে স্বামীজ্ঞানে সেবা করিয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিভরে বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসবচনে রুক্মিণীর মতি বিক্ষিপ্ত করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহা হয় নাই, এতদ্দ্বারা তাঁহার—পাতিব্রত্যধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা বিষয়-ভোগাসক্তচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে দাম্পত্যসুখাভিলাষে আরাধনা করে, তাহারা বিষ্ণুমায়া মোহিত। নিখিল সম্পদের অধীশ্বর তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াও নিকৃষ্টযোনিসুলভ- বিষয়াদির প্রার্থনায় নিকৃষ্ট যোনিই লাভ হইয়া থাকে। রুক্মিণীর নিষ্কামভাবে কৃষ্ণানুসরণ দুষ্কামা ইন্দ্রিয়পরায়ণা স্ত্রীগণের পক্ষে দুষ্কর। তিনি বিবাহকালে সমাগত রাজগণকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তি শ্রবণপূর্ব্বক তৎসকাশে বার্ত্তাবহ ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িণীশ্রেষ্ঠা। নিজভ্রাতার নিধনেও দুঃখসহনশীলা এবং দূত প্রেরণানন্তর শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব দর্শনে নিজ দেহত্যাগে সঙ্কল্পকারিণী তৎপ্রতি শ্রীকৃষ্ণ সমধিক সন্তুষ্ট।

জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে নর্ম্মবচনে লক্ষ্মীরূপিণী রুক্মিণীর সহিত বিহার এবং অন্যান্য পত্নীগণের গৃহেও গৃহস্থ জনোচিত ধর্ম্মসকলের আচরণ করিয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণঃ (শ্রীশুকদেবঃ) উবাচ (উক্তবান্)—কর্হিচিৎ (কদাচিৎ) ভৈষ্মী (রুক্মিণী দেবী) স্বতল্পস্থং (স্বস্য শয্যাস্থিতং) সুখং আসীনম্ (উপবিষ্টং) পতিং (স্বামিনং) জগদ্‌গুরুং (শ্রীকৃষ্ণং) সখীজনৈঃ (সহ) ব্যজনেন (চামরেণ) পর্য্যচরৎ (বায়ুসঞ্চালনেন সেবিতবতী)॥ ১॥

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,— একদিন রুক্মিণী নিজ শয্যায় সুখোপবিষ্ট পতি শ্রীকৃষ্ণকে সখীগণের সহিত চামরসঞ্চালন সহকারে সেবা করিতেছিলেন॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

কৃষ্ণবাক্‌পেষণীপিষ্টহৃৎকর্পূরাত্র রুক্মিণী।
সংমোহ্যাশ্বাসিতা তং প্রত্যূচে ষষ্টিতমে স্ফুটম্॥০॥
জগদ্‌গুরুং পতিমিতি চ পরিচরণে হেতু॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — রুক্মিণীদেবীর হৃদয়রূপ কর্পূরকে কৃষ্ণবাক্যরূপ পেষণীদ্বারা পিষ্ট করিলে রুক্মিণী সম্মোহিত ও আশ্বাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃরায় স্পষ্টভাবে এই ষষ্টিতম অধ্যায়ে প্রতি-উত্তর দিতেছেন (রুক্মিণীদেবী)।

রুক্মিণীদেবী পরিচারিকা সখীগণের সহিত জগদ্‌গুরু এবং পতি শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করিতেছেন॥১

যস্ত্বেতল্লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যত্ত্যবতীশ্বরঃ।
স হি জাতঃ স্বসেতূনাং গোপীথায় যদুষ্বজঃ॥২॥

অন্বয়ঃ—যঃ ঈশ্বরঃ তু লীলয়া এতৎ বিশ্বং সৃজতি অত্তি (সংহরতি) অবতি (পালয়তি চ) সঃ হি (স এব ভগবান্) স্ব-সেতূনাং (স্বকৃতধর্ম্মাদি মর্য্যাদানাং) গোপীথায় (পরিরক্ষণায়) অজঃ (জন্মরহিতোঽপি) যদুষু (যদুবংশে) জাতঃ (প্রকটীভূতঃ)॥ ২॥

অনুবাদ—যে জগদীশ্বর লীলায় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্য সাধন করেন, সেই ভগবান্ স্বয়ং জন্মরহিত হইয়াও স্বকৃত-ধর্ম্মসমূহের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যদুকুলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন॥ ২॥

বিশ্বনাথ—বক্ষ্যমাণে রুক্মিণ্যাঃ প্রেমসেবারসভঞ্জনে তস্য কেবলং বিনোদ এব হেতুর্বস্তুতস্তু নান্য ইতি নিদর্শনার্থং বিশ্বসৃষ্ট্যাদেরপি বিনোদহেতুকত্বমভিব্যঞ্জয়তি,—যস্ত্বেতদিতি। স্বসেতূনাং ধর্ম্মাদিমর্য্যাদানাং গোপীথায় পালনায়েতি স্বপ্রিয়জনপ্রেমমর্য্যাদায়াস্ত্রোটনং ন তস্যাভীপ্সিতং, কিন্তু তেন তদ্দৃঢ়ীকরণমেবেতি ভাবঃ॥ ২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বলা হইবে—এমন রুক্মিণী-দেবীর প্রেমসেবারস ভঙ্গ বিষয়ে কৃষ্ণের কেবল বিনোদই কারণ, বস্তুত অন্য কিছুই নহে, ইহা দেখাইবার জন্য, বিশ্বসৃষ্টি আদিকার্য্যও যে কেবল বিনোদ জন্য—ইহাই প্রকাশ করিতেছেন। নিজ সেতুসমূহের অর্থাৎ তাহাকে প্রাপ্তির উপায় ধর্ম্মাদির মর্য্যাদা পালনের জন্য নিজ প্রিয়জন-প্রেমমর্য্যাদা তাহার যে ছেদন তাহা শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট নহে, কিন্তু উহা দ্বারা প্রেম মর্য্যাদার দৃঢ়তা সম্পাদনই অভীষ্ট, ইহাই ভাবার্থ ॥ ২ ॥

তস্মিন্নন্তর্গৃহে ভ্রাজন্মুক্তাদামবিলম্বিনা।
বিরাজিতে বিতানেন দীপৈর্মণিময়ৈরপি ॥ ৩ ॥
মল্লিকাদামভিঃ পুষ্পৈর্দ্বিরেফকুলনাদিতে।
জালরন্ধ্রপ্রবিষ্টৈশ্চ গোভিশ্চন্দ্রমসোঽমলৈঃ ॥ ৪ ॥
পারিজাতবনামোদবায়ুনোদ্যানশালিনা।
ধূপৈরগুরুজৈ রাজন্ জালরন্ধ্রবিনির্গতৈঃ ॥ ৫ ॥
পয়ঃফেননিভে শুভ্রে পর্য্যঙ্কে কশিপূত্তমে।
উপতস্থে সুখাসীনং জগতামীশ্বরং পতিম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, ভ্রাজন্মুক্তাদামবিলম্বিনা (ভ্রাজন্তি দীপ্যমানানি মুক্তাদামানি মুক্তামাল্যানি তেষাং বিলম্বাঃ সন্তি যস্মিন্ তেন) বিতানেন (চন্দ্রাতপেন তথা) মণিময়ৈঃ দীপৈঃ অপি বিরাজিতে (সুশোভিতে) মল্লিকাদামভিঃ (মল্লিকাকুসুমমাল্যৈঃ তথা) পুষ্পৈঃ (বিবিধকুসুমৈঃ) দ্বিরেফকুলনাদিতে (সুগন্ধিতয়া দ্বিরেফকুলৈঃ ভ্রমরসমূহৈঃ নাদিতে) জালরন্ধ্রপ্রবিষ্টৈঃ (গবাক্ষজালমার্গপ্রবিষ্টৈঃ) চন্দ্রমসঃ (চন্দ্রস্য) অমলৈঃ (শুদ্ধৈঃ) গোভিঃ (কিরণৈঃ) চ উদ্যানশালিনা (পুষ্পোদ্যানসঞ্চারিণা) পারিজাত-বনামোদবায়ুনা (পারিজাতবনস্য আমোদযুক্তেন বায়ুনা তথা) জালরন্ধ্রবিনির্গতৈঃ (গবাক্ষজালমার্গেণ বহির্গমনশীলৈঃ) অগুরুজৈঃ (অগুরুজাতৈঃ) ধূপৈঃ (বিরাজিতে) তস্মিন্ অন্তর্গৃহে (মধ্যগৃহে) পয়ঃফেন-নিভে (দুগ্ধফেনতুল্যে) শুভ্রে (ধবলবর্ণে) পর্য্যঙ্কে (পর্য্যঙ্কস্থে) কশিপূত্তমে (হংসতুলিকায়াং) সুখাসীনং (সুখেন উপবিষ্টং) জগতাং ঈশ্বরং পতিং (শ্রীকৃষ্ণম্) উপতস্থে (সেবিতবতী) ॥ ৩-৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, রুক্মিণী দেবী মধ্যগৃহে পর্য্যঙ্কস্থিত দুগ্ধফেননিভ ধবলবর্ণ হংসতুলিকায় সুখে উপবিষ্ট জগদীশ্বর পতি শ্রীকৃষ্ণকে পরিচর্য্যা করিতে-ছিলেন। ঐ গৃহ দেদীপ্যমান মুক্তামাল্যবিলম্বিত চন্দ্রাতপ ও মণিময় দীপমালায় বিরাজিত, মল্লিকামাল্য ও বিবিধ কুসুমগন্ধলুব্ধ ভ্রমরসমূহের নিনাদযুক্ত, গবাক্ষরন্ধ্রপ্রবিষ্ট বিমল চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল এবং পুষ্পোদ্যান-সঞ্চারী পারিজাতসুরভিযুক্ত বায়ু ও গবাক্ষমার্গে বহির্গমনশীল অগুরুধূপ দ্বারা সুবাসিত ছিল ॥ ৩-৬ ॥

বালব্যজনমাদায় রত্নদণ্ডং সখীকরাৎ।
তেন বীজয়তী দেবী উপাসাঞ্চক্র ঈশ্বরম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—দেবী (রুক্মিণী) সখীকরাৎ (সখী-হস্তাৎ) রত্নদণ্ডং (রত্নদণ্ডযুক্তং) বালব্যজনং (চামরং) আদায় (গৃহীত্বা) তেন (বালব্যজনেন) বীজয়তী (বায়ুং সঞ্চালয়ন্তী সতী) ঈশ্বরং (শ্রীকৃষ্ণম্) উপা-সাঞ্চক্রে (সেবয়ামাস) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—রুক্মিণী দেবী তৎকালে সখীর হস্ত হইতে রত্নদণ্ডযুক্ত চামর গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং তদ্দ্বারা বায়ুসঞ্চালন সহকারে জগদীশ্বরের সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাঃ প্রেমসেবাসুখস্য সর্ব্বাণ্যেবোপ-করণানি পূর্ণানীতি দর্শয়িতুং মন্দিরং বর্ণয়তি—তস্মি-ন্নিতি ত্রিভিঃ। ভ্রাজন্মুক্তাদাম্নাং বিলম্বাঃ লম্বমানা গুচ্ছাঃ সন্তি যস্মিংস্তেন বিতানেন চন্দ্রাতপেন বিরা-জিতে তৃতীয়ান্তানাং বিরাজতে ইত্যনেনান্বয়ঃ। অরুণৈর্গোভিরিতি চন্দ্রমস উদয়রাগময়ৈঃ কিরণৈঃ প্রবিশদ্ভিঃ। আগুরবৈর্ধূপৈশ্চ নির্গচ্ছদ্ভিঃ কশিপূত্তমে শয়নীয়েষুশ্রেষ্ঠে ॥ ৩-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই প্রেমসেবা সুখের সর্ব্ব-প্রকার উপকরণ পূর্ণরূপে যেখানে বিদ্যমান সেই রুক্মিণীর মন্দির বর্ণনা দেখাইতেছেন তিনটি শ্লোক-দ্বারা। উজ্জ্বল মুক্তামালা সমূহ গুচ্ছরূপে যে গৃহে লম্বিত আছে এমন চন্দ্রাতপ ঐ গৃহে বিরাজিত—ইহার সহিত অন্বয় হইবে। চন্দ্র উদয়কালের অরুণ রাগময়ী জ্যোৎস্না যে গৃহে প্রবেশ করিতেছে,

অগুরু ধূপের গন্ধসমূহ যে গৃহ হইতে বাহির হইতেছে, এমন গৃহে শ্রেষ্ঠ শয্যায় সুখে জগদীশ্বর পতি শ্রীকৃষ্ণ সুখে অবস্থান করিতেছেন ।। ৩-৭ ।।

সোপাচ্যুতং কণয়তী মণিনূপুরাভ্যাং
রেজেহঙ্গুলীয়বলয়ব্যজনাগ্রহস্তা ।
বস্ত্রান্তগূঢ়কুচকুঙ্কুমশোণহার-
ভাসা নিতম্বধৃতয়া চ পরার্দ্ধ্যকাঞ্চ্যা ।। ৮ ।।

অন্বয়ঃ—উপাচ্যুতম্ (অচ্যুতস্য সমীপে) মণিনূপুরাভ্যাং (পদস্থিতমণিময়নূপুরদ্বয়েন) কণয়তী (শব্দায়মানা) অঙ্গুলীয়বলয়ব্যজনাগ্রহস্তা (অঙ্গুলীয়-বলয়ব্যজনানি অগ্রহস্তে হস্তাগ্রে যস্যাঃ সা) সা (রুক্মিণী) বস্ত্রান্ত - গূঢ় - কুচ-কুঙ্কুম-শোণহার-ভাসা (বস্ত্রান্তেন বস্ত্রপ্রান্তেন গূঢ়ৌ স্থগিতৌ যৌ কুচৌ স্তনৌ তয়োঃ যঃ কুঙ্কুমঃ কুঙ্কুমরাগঃ তেন শোণঃ রক্তবর্ণঃ হারঃ তস্য ভাসা দীপ্ত্যা তথা) নিতম্বধৃতয়া (নিতম্ব-দেশসংস্থাপিতয়া) পরার্দ্ধকাঞ্চ্যা (পরার্দ্ধা অমূল্যা যা কাঞ্চীরসনা তয়া) চ রেজে (শোভিতবতী) ।।৮।।

অনুবাদ—তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে রুক্মিণী-দেবী হস্তাগ্রে অঙ্গুরীয়ক, বলয় ও ব্যজন ধারণপূর্ব্বক পদস্থিত মণিময় শব্দায়মান নূপুরদ্বয়, নিতম্বধৃত বহু-মূল্য কাঞ্চী এবং বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদিত স্তনদ্বয়স্থিত কুঙ্কুমরাগে সুরঞ্জিত হারের প্রভায় শোভা পাইতে-ছিলেন ।। ৮ ।।

বিশ্বনাথ—উপাচ্যুতং অচ্যুতস্য সমীপে সা মণি-নূপুরাভ্যাং রেজে । কণয়ন্তী অর্থান্মণিনূপুরৌ কাঞ্চী চ অত্যায়তব্যজনচালনেন সর্ব্বাঙ্গস্পন্দনাৎ স্বনয়ন্তী-ত্যর্থঃ । অঙ্গুলীয়বলয়ব্যজনানি অগ্রহস্তে যস্যাঃ সা । বস্ত্রান্তেন শাটিকাঞ্চলেন গূঢ়ৌ গুপ্তীকৃতৌ সকঞ্চুকৌ যৌ তয়োঃ কুচৌ কুঙ্কুমেন শোণস্য হারস্য ভাসাপরার্দ্ধ-মূল্যয়া কাঞ্চ্যা চ রেজে ।। ৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সমীপে শ্রীরুক্মিণী-দেবী মণিনূপুরদ্বয় ও কটিতে ধ্বনিযুক্ত কাঞ্চি ধারণ পূর্ব্বক অতি আয়ত ব্যজন চালন জন্য সর্ব্বঅঙ্গ স্পন্দনহেতু ঐ কাঞ্চি প্রভৃতির ধ্বনি হইতেছিল, যাঁহার অঙ্গুলি সমূলে অঙ্গুরী ধারণ ছিল, সেইহস্তে ব্যজন করিতেছিলেন । শাড়ীর অঞ্চলদ্বারা ও কঞ্চুক দ্বারা আচ্ছাদিত বক্ষোস্থিত কুচদ্বয় রক্তবর্ণ কুঙ্কুমদ্বারা লিপ্ত এবং রত্নহারের ও পরার্দ্ধমূল্য কাঞ্চির জ্যোতিতে বিরাজিত ছিলেন ।। ৮ ।।

তাং রূপিণীং শ্রিয়মনন্যগতিং নিরীক্ষ্য
যা লীলয়া ধৃততনোরনুরূপরূপা ।
প্রীতঃ স্ময়ন্নলককুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ-
বক্ত্রোল্লসৎস্মিতসুধাং হরিরাবভাষে ।। ৯ ।।

অন্বয়ঃ—যা (শ্রীদেবী) লীলয়া ধৃততনোঃ (ধৃত-নরশরীরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) অনুরূপরূপা (অনুরূপং যোগ্যং রূপং যস্যাঃ সা তথাভূতা ভবতি) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অলককুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ-বক্ত্রোল্লসৎস্মিতসুধাম্ (অলকৈঃ চূর্ণকুন্তলৈঃ কুণ্ডলাভ্যাং নিষ্কেণ পদকেন অলঙ্কৃতকণ্ঠেন চ চতুর্দ্দিক্ষু শোভিতে বক্ত্রে বদনে উল্লসন্তী প্রকাশমানা স্মিতসুধা হাস্যসুধা যস্যাঃ তাং) রূপিণীং (রূপ-বতীম্) অনন্যগতিং (ন বিদ্যতে অন্যা গতিঃ যস্যাঃ তাং অনন্যপ্রাপ্যাং) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীস্বরূপিণীং) তাং (রুক্মিণীং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ) স্ময়ন্ (ঈষদ্ধাসং কুর্ব্বন্) আবভাষে (উবাচ) ।।৯।।

অনুবাদ—তাঁহার অলকরাশি, কুণ্ডলদ্বয়, পদক ও অলঙ্কৃত কণ্ঠদ্বারা সুশোভিত বদনমণ্ডলে হাস্যসুধা প্রকাশিত হইতেছিল, তিনি সর্ব্বতোভাবে লীলাবিগ্রহ-ধারী ভগবানের অনুরূপা ছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, অনন্যগতি, সুন্দরীকে দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিতে লাগিলেন ।। ৯ ।।

বিশ্বনাথ—তাং নিরীক্ষ্য হরিরাবভাষে ইত্যন্বয়ঃ । রূপিণীং শ্রিয়ং বৈকুণ্ঠস্থায়াঃ শ্রিয়ঃ সকাশাদপি বহু-সৌন্দর্য্যবতীম্ । ভূম্নি মত্বর্থীয়ঃ । তত্র হেতুঃ,—যেতি । "দেবত্বে দেবরূপা সা মানুষত্বে চ মানুষী । বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্" ইতি পরাশরোক্তেঃ । বৈকুণ্ঠনাথাদপ্যধিকসৌন্দর্য্যবতঃ কৃষ্ণস্য কান্তা সাপি তত্রত্য শ্রিয়োহপ্যধিকসৌন্দর্য্য-বতীত্যর্থঃ । স্ময়ন্ স্ময়মান ইতি সর্ব্বপ্রকারেণ মদনুরূপায়া অপ্যস্যাঃ স্বস্যানুরূপত্বং যুক্ত্যা প্রদর্শ্য পরিহসামি তত ইয়ং কিং বদেত্তদহমদ্য শৃণ্বানীতি ভাবঃ । অলকৈঃ কুণ্ডলাভ্যাং নিষ্কালঙ্কৃতকণ্ঠেন চ চতুর্দ্দিক্ষু শোভিতে বক্ত্রে উল্লসন্তী স্মিতসুধা যস্যাস্তাম্ ।। ৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ — ঐ রুক্মিণীকে দেখিয়া 'শ্রীহরি বলিতে লাগিলেন' এইভাবে অন্বয় হইবে। রুক্মিণী বৈকুণ্ঠস্থিত লক্ষ্মী হইতেও বহু সৌন্দর্য্যবতী, তাহার কারণ শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবরূপ ধারণ করেন, তাঁহার লক্ষ্মীদেবীও দেবরূপা হন, শ্রীকৃষ্ণ যখন মনুষ্যলীলা করেন লক্ষ্মীদেবীও তখন মানুষী হন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহের অনুরূপ তিনি নিজদেহ ধারণ করেন—ইহা পরাশর ঋষির উক্তি। বৈকুণ্ঠনাথ হইতে অধিক সৌন্দর্য্যবান্ শ্রীকৃষ্ণের কান্তা। সেই রুক্মিণীদেবীও বৈকুণ্ঠস্থিতা লক্ষ্মী হইতেও অধিক সৌন্দর্য্যবতী, ইহাই অর্থ। স্ময়ন্ অর্থাৎ মৃদুহাস্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন—সর্ব্বপ্রকারে আমার অনুরূপ এই রুক্মিণী রূপ ধারণ করিয়াছেন, ইহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। অতএব ইহাকে পরিহাস করিব, তাহাতে ইনি কি বলেন তাহা আমি আজ শুনিব। রুক্মিণীদেবীর মুখমণ্ডল অলকাসমূহ দ্বারা এবং কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডলদ্বয় দ্বারা কণ্ঠে পদক দ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া মৃদুহাস্যসুধাযুক্ত তাহাকে দেখিয়া ॥ ৯ ॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—

রাজপুত্রীপ্সিতা ভূপৈর্লোকপালবিভূতিভিঃ।
মহানুভাবৈঃ শ্রীমদ্ভীরূপৌদার্য্যবলোর্জ্জিতৈঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ উবাচ—(হে) রাজপুত্রি, (বিদর্ভরাজনন্দিনি,) লোকপালবিভূতিভিঃ (লোকপালানাং ইব বিভূতিঃ ঐশ্বর্য্যং যেষাং তৈঃ তথা) মহানুভাবৈঃ (মহাপ্রভাবৈঃ) শ্রীমদ্ভিঃ (আঢ্যৈঃ) রূপৌদার্য্যবলোর্জ্জিতৈঃ (রূপেণ ঔদার্য্যেণ বলেন চ উর্জ্জিতৈঃ সম্পন্নৈঃ) ভূপৈঃ (রাজভিঃ পূর্ব্বং ত্বম্) ঈপ্সিতা (পত্নীত্বেন প্রাপ্তুং বাঞ্ছিতা অসি) ॥১০॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাজনন্দিনি, লোকপালসদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী, মহাপ্রভাবসম্পন্ন, রূপ, ঔদার্য্য ও বীর্য্যসমন্বিত, ধনাঢ্য বহু নরপতি পূর্ব্বে তোমাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ॥১০॥

— — —

তান্ প্রাপ্তানর্থিনো হিত্বা চৈদ্যাদীন স্মরদুর্ম্মদান।
দত্তা ভ্রাত্রা স্বপিত্রা চ কস্মান্নো বব্রষেঽসমান্ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—ভ্রাতা (সহোদরেণ রুক্মিণা তথা) স্বপিত্রা (নিজজনকেন ভীষ্মকেন) দত্তা (তেভ্যঃ অর্থিভ্যঃ প্রদত্তা দাতুং ইষ্টা অপি ত্বং) প্রাপ্তাম্ (গৃহাগতবান্) স্মরদুর্ম্মদান্ (কামাতিমত্তান্) চৈদ্যাদীন্ (শিশুপালপ্রভৃতীন্) তান্ অর্থিনঃ (যাচকান্ নরপতীন্) হিত্বা (পরিত্যজ্য) কস্মাৎ (কেন হেতুনা) অসমান্ (সর্ব্বথা আত্মনঃ অসদৃশান্) নঃ (অস্মান্ মামিত্যর্থঃ মাং) বব্রষে (বৃতবতী) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তোমার ভ্রাতা এবং পিতা তাঁহাদের হস্তে তোমাকে দান করিবার ইচ্ছা করিলেও তুমি কি জন্য গৃহাগত কামপ্রমত্ত শিশুপাল প্রভৃতি ঐ সমস্ত রাজগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে নিজের অসদৃশ আমাকে বরণ করিয়াছ ? ১১ ॥

———

রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু সমুদ্রং শরণং গতান্।
বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্ প্রায়স্ত্যক্তনৃপাসনান্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুভ্রু, (শোভনভ্রূযুগলশালিনি, সুন্দরি,) রাজভ্যঃ (জরাসন্ধপ্রভৃতিভ্যঃ) বিভ্যতঃ (ভয়ং প্রাপ্নুবতঃ অতএব) সমুদ্রং শরণম্ (আশ্রয়ং) গতান্ (প্রাপ্তান্) বলবদ্ভিঃ (মহাবলৈঃ তৈঃ রাজভিঃ সহ) কৃতদ্বেষান্ (কৃতঃ অনুষ্ঠিতঃ দ্বেষঃ যৈঃ তান্) প্রায়ঃ (প্রায়শঃ) ত্যক্তনৃপাসনান্ (ত্যক্তং নৃপাসনং রাজসিংহাসনং যৈঃ তান্ নঃ কস্মাৎ বব্রষে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে সুভ্রু, আমরা জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লইয়া মহাবল রাজগণের সহিত বিদ্বেষ আচরণ করিতেছি এবং রাজসিংহাসন প্রায় ত্যাগ করিয়াছি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ — অত্রায়ং ভগবতোঽগ্রিমবাক্যদৃষ্ট্যা ভাবোঽধিগম্যতে। একেনৈবদ্যুতরুকুসুমেনাস্যৈ দত্তেন সত্যভামা তাদৃশমানকোপোক্তিরসবর্ষিণী অভূৎ। যথা ময়া পাদপতনাদিভিরপ্যুপশময়িতুমশক্যা দত্তেন তদ্বৃক্ষেণৈব প্রসাদিতা ইয়ং রুক্মিণী তু তদ্বৃক্ষদানদর্শনেনাপি ন কোপং ব্যঞ্জয়ামাস। তদস্যামসম্ভাবিতমানায়াঃ পরমগম্ভীরায়াঃ প্রিয়ম্বদায়াঃ রোষোক্তিমাধ্বীকং কথমহং লভেয়েতি বিমৃশ্য খল্বেবমুক্তি-

রেবাস্যাঃ কোপমুৎপাদয়িষ্যতীতি নিরচৈষীদ্ভগবানিতি কেচিদাহুরন্যে তু নায়কেন প্রেমবৃক্ষস্যোন্মূলনে কৃতে সতী প্রেমবতী নায়িকা কীদৃশী ভবেদিতি দিদৃক্ষৈব ভগবত আসীদিতি তত্ত্বমিত্যাহুঃ। ততশ্চ প্রিয়ে, ত্বমাত্মনঃ পরমবুদ্ধিমত্ত্বং মন্যসে বস্তুতস্তু সম্পূর্ণসর্ব্বসাদ্‌গুণবত্যা অপি স্বার্থানভিজ্ঞায়াস্তব বুদ্ধিরেবৈকাত্যল্পীয়সী ভবতি কথমিতি চেৎ শ্রূয়তামিত্যাহৈকাদশভিঃ। হে রাজপুত্রি, ইতি ত্বং রাজ্ঞঃ পুত্রী অহন্তু বসুদেবস্যাকিঞ্চনস্য পুত্রঃ অতঃ কস্মাদস্মান্মাং বব্রুষে বৃতবত্যসি সবিশেষণস্য বহুত্বমার্ষম্। নচ গত্যন্তরাভাবাত্ত্বামহং বৃতবত্যস্মীতিবাচ্যং ভূপৈরীপ্সিতাপি নচ তে ভূপা মত্তো বিভূতিরূপগুণাদিভির্ন্যূনা ইত্যাহ,—লোকপালেত্যাদি। শ্রীমদ্ভিরিতি নতু রন্তিদেবাদ্যৈরিব ধনসমৃদ্ধিভোগসমৃদ্ধিরহিতৈরিত্যর্থঃ। নচ তে তদানীং দূরে স্থিতা ইত্যাহ,—প্রাপ্তানিতি। নচ বন্ধূনাং অত্রাসম্মতিরিত্যাহ,—ভ্রাতা পিত্রাপি দত্তা বাগ্‌দত্তৈবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ ক্ষত্রিয়জাতের্মম ভীরুত্বলক্ষণং মহাদোষমপি ত্বং নাদ্রাক্ষীরিত্যাহ,—রাজভ্য ইতি। নচ ভীতত্বেঽপি মম শিষ্টত্বমস্তীত্যাহ,—বলবদ্ভিরিতি। প্রায়োগ্রহণাদ্দ্বিত্রৈরেবার্জ্জুনাদিভির্মৈত্র্যং নতু বহুভিঃ। কিঞ্চ যাদবত্বান্ন্যায়তো রাজত্বাভাবেঽপি কংসবধাৎ যৎ প্রাপ্তং রাজত্বং তদপ্যুগ্রসেনায় দত্ত্বা ত্যক্তমিত্যাহ,—ত্যক্তেতি ॥ ১০-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এস্থলে ভগবানের অগ্রিম বাক্য দেখিয়া মনোভাব বুঝা যাইতেছে—শ্রীনারদ কর্ত্তৃক একটিমাত্র কল্পতরুর পুষ্প ইহাকে প্রদত্ত হইলে সত্যভামা যেরূপ মান ও কোপ যুক্তবাক্য দ্বারা রসবর্ষিণী হইয়াছিলেন, আমি তাহার চরণে পতিত হইয়াও যাহা উপশম করিতে অসক্ত হইয়া ঐ সম্পূর্ণ কল্পতরু আনিয়া দিয়া প্রসন্ন করিয়াছি, কিন্তু এই রুক্মিণী ঐ বৃক্ষদান দর্শন করিয়াও কোন কোপ প্রকাশ করেন নাই, অতএব ইহাতে মান সম্ভব নহে পরম গম্ভীরা প্রিয়ংবদার ক্রোধ উক্তিরূপ মধু কি করিয়া আমি লাভ করিব—এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখি, আমি এইরূপ উক্তিদ্বারা ইহার কোপ জন্মাইব। এইরূপ নির্ণয় করিয়া ভগবান্ বলিয়াছিলেন, ইহা কেহ কেহ বলেন। অন্যকেহ বলেন—নায়ক যদি প্রেমবৃক্ষের মূল উঠাইয়া প্রেমবতী নায়িকা কেমন হয় ইহা দেখিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান সেইরূপ করিয়াছিলেন—ইহাই তত্ত্ব।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—তুমি নিজেকে পরম বুদ্ধিমতী মনে কর, বস্তুত সম্পূর্ণ সর্ব্ব সদ্‌গুণবতী হইয়াও নিজ স্বার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞা, তোমার বুদ্ধি অতি অল্প। যদি বল কেন? তাহা হইলে শুন! এই বলিয়া একাদশটি শ্লোকে বলিতেছেন—হে রাজপুত্রী! তুমি রাজার কন্যা আমি অকিঞ্চন বসুদেবের পুত্র, অতএব কি কারণে আমাকে বরণ করিলে, এস্থলে বহুবচন আর্ষ। যদি বল গত্যন্তর না থাকায় তোমাকে আমি বরণ করিয়াছি, তাহা বলিতে পার না। বহুরাজা তোমাকে পাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিল। যদি বল তাহারা রাজা নয়, বিভূতির রূপ গুণ হইতেও কমা। তাহার উত্তরে ইহাই বলিতেছি—লোকপালগণও তোমার বিভূতি। রূপ ঔদার্য্য ও বলদ্বারা ঐশ্বর্য্যশালী কিন্তু রন্তীদেব আদির ন্যায় ধন সমৃদ্ধি রহিত, ইহাও বলিতে পারনা যে তাহারা বিবাহ কালে দূরে ছিল, ঐরূপ রাজগণ তোমার পিতৃগৃহে আসিয়াছিল, আর বলিতে পারনা যে—উহাতে বন্ধুগণের অসম্মতি ছিল, তোমার মাতাপিতাও বাক্যদান করিয়াছিলেন, আরও বলি—আমি ক্ষত্রিয় জাতি হইলেও আমি ভীরুতা লক্ষণে মহাদোষী, তাহা তুমি দেখ নাই। আমি রাজগণের ভয়ে পলায়ণ করিয়া সমুদ্রমধ্যে বাস করি। যদি বল তুমি ভীরু হইলেও তোমার শিষ্ট আচার আছে, তাহা বলিতে পার না। বলবানগণের সহিত বিরোধ করিয়া রাজ আসন ত্যাগ করিয়াছি, মাত্র দুই একজন অর্জ্জুনাদির সহিত মিত্রতা আছে, বহুজনের সহিত নাই। আর বলি যাদব বংশে জাত বলিয়া ন্যায়ত আমাদের রাজত্ব অভাব, তাহাতে আবার কংস বধ হেতু রাজত্ব পাইয়াও তাহা উগ্রসেনকে দিয়াছি, অর্থাৎ ত্যাগ করিয়াছি ॥ ১০-১২ ॥

———

অস্পষ্টবর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্।
আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রু প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ ॥১৩

অন্বয়ঃ—(হে) সুভ্রু, অস্পষ্টবর্ত্মনাম্ (অবিজ্ঞাতাচারাণাম্) অলোকপথম্ (অস্ত্রীপারতন্ত্র্যাম্)

ঈয়ুষাং (প্রাপ্তবতাং) পুংসাং (পুরুষাণাং) পদবীং (মার্গম্) আস্থিতাঃ (অনুসৃতাঃ) যোষিতঃ (স্ত্রিয়ঃ) প্রায়ঃ (প্রায়শ এব) সীদন্তি (ক্লিষ্টা ভবন্তি) ॥১৩॥

অনুবাদ— হে সুভ্রু, যাহাদের আচরণসমূহ অজ্ঞাত এবং যাহারা লৌকিকপন্থার অনুবর্ত্তী অর্থাৎ স্ত্রীবশীভূত নহে, তাদৃশ পুরুষগণের মার্গ অনুসরণ করিলে নারীগণ প্রায়ই ক্লেশগ্রস্ত হয় ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অস্পষ্টবর্ত্মনাং কদাচিৎ পরদারগ্রহণেন কদাচিদ্বৈদিকাচারত্বেন চ বয়মধার্ম্মিকা বেত্যস্পষ্টবর্ত্মনাং ভার্য্যায়া অপ্যগ্রতস্তদ্ভ্রাতুরবমানত্বান্ন লোকপথমপি ঈয়ুষামস্মদ্বিধজনানাং পদবীং আস্থিতা ধার্ম্মিকাঃ অনুসৃতাঃ সীদন্তি। প্রায়ো গ্রহণাৎ কাশ্চিদ্ যন্ন সীদন্তি তত্তাসামেব গুণ ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা অস্পষ্ট পথচারী অর্থাৎ কখনও পরদার গ্রহণ, কখনও বৈদিক আচার সম্পন্ন। অতএব আমরা অধার্ম্মিক বা ধার্ম্মিক ইহা স্পষ্টত জানা যায় না। ইহার দ্বারা ভার্য্যারও এবং তাহার ভ্রাতারও অপমান হেতু লৌকিক পথেও ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে পারি না। এইরূপ জনগণের পথ আশ্রয় করিয়া ধার্ম্মিকগণ দুঃখ পাইতেছে। যদি কেহ কেহ দুঃখ পাইতেছেন না, তাহা তাহাদেরই গুণ ॥ ১৩ ॥

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে ॥১৪

অন্বয়ঃ—বয়ং নিষ্কিঞ্চনাঃ (ধনাদিরহিতাঃ অতএব) শশ্বৎ (নিত্যকালং) নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ (নিষ্কিঞ্চনাঃ জনাঃ এব প্রিয়াঃ যেষাং তাদৃশাঃ ভবামঃ) তস্মাৎ হি (তস্মাদেব হেতোঃ) সুমধ্যমে (হে সুন্দরি,) আঢ্যাঃ (ধনিনঃ) প্রায়েণ (প্রায়শঃ) মাং ন ভজন্তি (ন সেবন্তে) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে সুন্দরি, আমরা স্বয়ং নিষ্কিঞ্চন এবং চিরকাল নিষ্কিঞ্চনজনসমূহকেই আদর করিয়া থাকি। অতএব ধনিগণ প্রায়ই আমাদের সেবা করে না ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—নিষ্কিঞ্চনা ইতি বস্তুমাত্রেঽপ্যাসক্ত্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিষ্কিঞ্চন ইহার অর্থ বস্তু মাত্রেও যাহার আসক্তির অভাব ॥ ১৪ ॥

যয়োরাত্মসমং বিত্তং জন্মৈশ্বর্য্যাকৃতির্ভবঃ।
তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধমযোঃ ক্বচিৎ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—যয়োঃ জন্মৈশ্বর্য্যাকৃতিঃ (জন্ম জাতিঃ ঐশ্বর্য্যং সম্পৎ আকৃতিঃ রূপঞ্চ তথা) ভবঃ (উৎপত্তিঃ) বিত্তং (ধনাদিকঞ্চ) আত্মসমং (পরস্পরানুরূপং বিদ্যতে) তয়োঃ বিবাহঃ মৈত্রী (বন্ধুত্বং) চ (সম্ভবেৎ) উত্তমাধমযোঃ (প্রকৃষ্টনিকৃষ্টয়োঃ) ক্বচিৎ (কদাচিদপি বিবাহঃ মৈত্রী চ) ন (ন সম্ভবেৎ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—উভয়ের জাতি, ঐশ্বর্য্য, রূপ, উৎপত্তি এবং বিত্ত পরস্পর সমান হইলেই তাহাদের মধ্যে বিবাহ ও বন্ধুত্ব সম্ভবপর হয়, অন্যথা উত্তম ও অধমের মধ্যে কখনও বিবাহ এবং মিত্রতা সম্ভবপর হয় না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তব মদ্ভার্য্যাত্বং নোপপদ্যত ইত্যত্র নীতিশাস্ত্রবাক্যং শৃণ্বিত্যাহ,—যয়োরিতি। তব পিতৃপৈতামহবহুধনবত্ত্বাৎ বহূনি বিত্তানি, মম তু পিতুর্বসুদেবস্য বিত্তাভাবান্মদুপার্জ্জিতমেবেদং যৎ কিঞ্চিদ্বিত্তম্। জন্মেতি ত্বং মহাকুলপ্রসূতা। অহং যাদবত্বাদকুলীনঃ। ঐশ্বর্য্যমিতি তব বিদর্ভদেশস্থস্য কুণ্ডিনাদিবহুনগরেষ্বধিকারঃ। মমত্বানর্ত্তদেশস্থায়ামেকস্যাং দ্বারকানগর্য্যামেব, আকৃতিরিতি ত্বং গৌরী অহং তু কালঃ, ঐশ্বর্য্যেণ সহাকৃতিরৈশ্বর্য্যাকৃতিঃ ভব ইতি "ভবঃ ক্ষেমেশ সংসারে" ইত্যভিধানাৎ। ত্বং সদা কল্যাণ্যেব মম তু কল্যাণবত্ত্বং বহুশত্রুকত্বাৎ সন্দিগ্ধমেবেতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর বলি তোমার সম্বন্ধে আমার ভার্য্যা হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। এই স্থলে নীতিশাস্ত্রের বাক্য শ্রবণ কর, তোমার পিতা পিতামহ বহুধনবান অতএব বহু বিত্তবান, আমার পিতা বসুদেবের বিত্ত অভাব হেতু আমার উপার্জ্জিত এই যৎ কিঞ্চিৎ বিত্ত। তুমি মহা কুলজাতা, আমি যাদব-হেতু অকুলীন, তুমি বিদর্ভদেশের কুণ্ডিনাদি বহুনগরের অধিকারী, কিন্তু আমার আনর্ত্ত দেশস্থিত একটিমাত্র দ্বারকানগরীতে বাস। তুমি গৌরী,

আমি কাল। ঐশ্বর্য্যের সহিত আকৃতি তোমার হইয়াছে। অভিধানে বলা হইয়াছে 'ভব' শব্দ মঙ্গল, ঈশ ও সংসার অর্থে ব্যবহৃত হয়। তুমি সর্ব্বদা কল্যাণী কিন্তু আমার কল্যাণ প্রদত্ত বহুশত্রু থাকায় সন্দিগ্ধ ॥ ১৫ ॥

বৈদর্ভ্যেতদবিজ্ঞায় ত্বয়াদীর্ঘসমীক্ষয়া ।
বৃতা বয়ং গুণৈর্হীনা ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৈদর্ভি, (রুক্মিণী,) অদীর্ঘসমীক্ষয়া (অদূরদর্শিন্যা) ত্বয়া এতৎ (পূর্ব্বোক্তং তত্ত্বম্) অবিজ্ঞায় (অজ্ঞাত্বা এব) গুণৈঃ হীনাঃ (তথাপি) ভিক্ষুভিঃ (ভিক্ষুকজনৈঃ ধনলোভেন) মুধা (বৃথা) শ্লাঘিতাঃ (প্রশংসিতাঃ) বয়ং বৃতাঃ (পতিরূপেণ গৃহীতাঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে বৈদর্ভি, তুমি অদূরদর্শিনী হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি চিন্তা না করিয়াই ভিক্ষুকপ্রশংসিত গুণহীনকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ন দীর্ঘা সমীক্ষা বিচারো যস্যাস্তয়া ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে রুক্মিণী তুমি ভালরূপে বিচার না করিয়া আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছ ॥ ১৬ ॥

অথাত্মনোঽনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্ ।
যেন ত্বমাশিষঃ সত্যা ইহামুত্র চ লপ্স্যসে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (ইদানীমপি) আত্মনঃ অনুরূপং (জন্মাদিভিঃ আত্মসমং) ক্ষত্রিয়র্ষভং (কঞ্চিৎ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠং) ভজস্ব বৈ (পতিত্বেন গৃহাণ) যেন (রাজ্ঞা) ত্বং ইহ (ভূমণ্ডলে) অমুত্র চ (পরলোকে চ) সত্যাঃ (উত্তমাঃ) আশিষঃ (কামান্ লপ্স্যসে (প্রাপ্তা ভবিষ্যসি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অতএব সম্প্রতি সর্ব্বতোভাবে অনুরূপ কোন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় পুরুষকে পতিরূপে স্বীকার কর, যদ্দ্বারা তুমি ইহলোক এবং পরলোকে উত্তম বিষয়সমূহ লাভ করিতে পারিবে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ যদভূত্তদভূদেব তত্র স্থিরযৌবনত্বাদধুনাপি কাচিৎ ক্ষতির্নাভূদতো বিবেকং কুর্ব্বিত্যাহ,—অথ ইদানীমপি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর বলি—যাহা হওয়ার হইয়া গিয়াছে, তোমার এখনও স্থির যৌবন। তুমি এখনও যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় এইরূপ বিচার কর ॥ ১৭ ॥

চৈদ্যশাল্বজরাসন্ধ-দন্তবক্রাদয়ো নৃপাঃ ।
মম দ্বিষন্তি বামোরু রুক্মী চাপি তবাগ্রজঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(তর্হি কিমিত্যানীতাহমিতি চেদাহ) বামোরু, (হে সুন্দরি,) চৈদ্য শাল্ব-জরাসন্ধ-দন্তবক্রাদয়ঃ (চৈদ্যপ্রভৃতয়ঃ এতে) নৃপাঃ (রাজানঃ তথা) তব অগ্রজঃ (জ্যেষ্ঠসহোদরঃ) রুক্মী চ অপি মম (মাং) দ্বিষন্তি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে সুন্দরি, শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র প্রভৃতি রাজগণ এবং তোমার অগ্রজ রুক্মী সর্ব্বদা আমার বিদ্বেষাচরণ করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি কিমিত্যানীতাহমিত্যাশঙ্ক্যাহ,—চৈদ্যেতি। মম মাম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে তুমি আমাকে আনিলে কেন ? ইহার উত্তরে বলি—শিশুপাল, শাল্ব জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ আমাকে বিদ্বেষ করিতেছে, তোমার অগ্রজ ভ্রাতা রুক্মিও ॥ ১৮ ॥

তেষাং বীর্য্যমদান্ধানাং দৃপ্তানাং স্ময়নুত্তয়ে ।
আনীতাসি ময়া ভদ্রে তেজোপহরতাসতাম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভদ্রে, (হে কল্যাণি,) বীর্য্যমদান্ধানাং (বীর্য্যমদেন অন্ধীভূতানাং) দৃপ্তানাং (গর্ব্বিতানাম্) তেষাং (চৈদ্যাদীনাং) স্ময়নুত্তয়ে (গর্ব্বাপনয়নায়) অসতাং (দুরাত্মনাং) তেজঃ অপহরতা (বিনাশয়তা) ময়া (ত্বম্) আনীতা অসি (ন তু বিবাহায় ইতি ভাবঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে কল্যাণি, দুর্জ্জনগণের প্রভাবহরণশীল আমি ঐ সমস্ত বীর্য্যমদান্ধ ও গর্ব্বিত রাজগণের গর্ব্বনাশের জন্যই কেবলমাত্র তোমাকে আনয়ন করিয়াছি ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্ময়নুত্তয়ে গর্ব্বাপনোদনায় ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্ময়নুত্তয়ে অর্থাৎ গর্ব্বনাশের জন্য ॥ ১৯ ॥

উদাসীনা বয়ং নূনং ন স্ত্র্যপত্যার্থকামুকাঃ ।
আত্মলব্ধ্যাস্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জ্যোতিরক্রিয়াঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—(স্ত্রীণাং অতিদুঃসহং ঔদাসীন্যং অকামত্বঞ্চাহ) বয়ং গেহয়োঃ (দেহগেহয়োঃ) নূনং (নিশ্চিতং) উদাসীনাঃ (মধ্যস্থভাবাপন্নাঃ ন তু অনুরাগিনঃ ইত্যর্থঃ) স্ত্র্যপত্যার্থকামুকাঃ ন (ভার্য্যাপত্যধনানাং কামুকাঃ ন ভবামঃ অতএব) জ্যোতিরক্রিয়াঃ (জ্যোতিঃ প্রদীপাদি তদ্বৎ সাক্ষিমাত্রতয়া ক্রিয়ারহিতাঃ তথা) আত্মলব্ধ্যা (স্বাত্মানুভবলাভেনৈব) পূর্ণাঃ (সুখিনঃ) আস্মহে (স্থিতাঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—আমরা দেহ-গেহ বিষয়ে উদাসীন, স্ত্রী পুত্র ধনাদি বিষয়ে কামনাশূন্য, আত্মানন্দী, প্রদীপাদির জ্যোতির ন্যায় নিষ্ক্রিয় ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—নচান্যভজনে মম দুঃখং মা শঙ্কিষ্টা ইত্যাহ, উদাসীনা ইতি। গেহয়োর্দ্দেহগেহয়োরুদাসীনাঃ। অতএব জ্যোতিঃ প্রদীপাদি তদ্বৎ সাক্ষিমাত্রতয়া ক্রিয়ারহিতা আস্মহে ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি যদি এখন অন্যকে পতিরূপে বরণ কর, তাহাতে আমার দুঃখ আশঙ্কা করিও না, এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমরা উদাসীন, দেহ গেহ সর্ব্বত্র উদাসীন অতএব উভয় গৃহের মধ্যবর্ত্তী প্রদীপাদির ন্যায় সাক্ষিমাত্র, কিন্তু ক্রিয়ারহিত ॥ ২০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এতাবদুক্ত্বা ভগবানাত্মানং বল্লভামিব ।
মন্যমানামবিশ্লেষাৎ তদ্দর্পঘ্ন উপারমৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অবিশ্লেষাৎ (অবিচ্ছেদাৎ হেতোঃ) আত্মানং ইব (আত্মানং নিজমেব) বল্লভাং (ইতর পত্ন্যপেক্ষয়া পত্যুঃ প্রিয়তমাং) মন্যমানাং (নির্দ্ধারয়ন্তীং রুক্মিণীং) তদ্দর্পঘ্নঃ (তস্যাঃ দর্পহারী) ভগবান্ এতাবৎ (পূর্ব্বোক্তং বচনম্) উক্ত্বা উপারমৎ (বিরতঃ অভূৎ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—রুক্মিণী দেবী নিরন্তর পতিসঙ্গলাভ হেতু নিজকে অন্যান্য সপত্নী অপেক্ষা পতির প্রিয়তমা মনে করিতেন বলিয়া তাঁহার দর্পবিনাশের জন্য ভগবান্ পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ বলিয়া বিরত হইলেন ॥ ২১ ॥

ইতি ত্রিলোকেশপতেস্তদাত্মনঃ
প্রিয়স্য দেব্যশ্রুতপূর্ব্বমপ্রিয়ম্ ।
আশ্রুত্য ভীতা হৃদি জাতবেপথু-
শ্চিন্তাং দুরন্তাং রুদতী জগাম হ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তদা দেবী (রুক্মিণী) ত্রিলোকেশপতেঃ (ত্রিলোকেশানাং ব্রহ্মাদীনামপি পতেঃ পালকস্য) আত্মনঃ (স্বস্য) প্রিয়স্য (বল্লভস্য কৃষ্ণস্য) ইতি (এবম্বিধম্) অশ্রুতপূর্ব্বং (কদাপি অশ্রুতম্) অপ্রিয়ং তৎ (বচনং) আশ্রুত্য (সম্যক্ শ্রুত্বা) ভীতা (পরিত্যাগভয়গ্রস্তা অতএব) হৃদি (চিত্তে) জাতবেপথুঃ (জাতকম্পা) রুদতী (রোদনং কুর্ব্বতী সতী) দুরন্তাং (দীর্ঘাং) চিন্তাং জগাম হ (প্রাপ্তবতী) ॥২২॥

অনুবাদ—তখন রুক্মিণী দেবী ব্রহ্মাদি ত্রিলোকাধিপতিগণেরও অধিপতি, স্বকীয় প্রিয়তমের এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব অপ্রিয়বচন শ্রবণে পরিত্যাগভয়ে কম্পিতহৃদয়ে রোদন করিতে করিতে দুরন্ত চিন্তায় নিমগ্না হইলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—বল্লভামিবেতি সর্ব্ববল্লভাসু শ্রেষ্ঠামপি তাং পরমানুরাগোত্থস্বাযোগ্যত্বমননেনৈব আত্মানং বল্লভামিব মন্যমানামেতাবদুক্ত্বা অবিশ্লেষাদ্ধেতোরিতি ভার্য্যাত্বাযোগ্যামপি মাময়ং স্বগুণেনৈব সুভগাং ভার্য্যাং করোতি তদহমেতাবদদ্ভুতগুণার্ণবভর্ত্তৃকৈবাস্মীতি যো দর্পস্তং হন্তীতি সঃ। বল্লভাশব্দস্য পরমপ্রিয়ভার্য্যাবাচিত্বেনোদ্দেশ্যবিধেয়ভাবেনান্বয়াৎ ন পুংস্ত্বম্। বল্লভাশব্দস্য পরমপ্রিয়ভার্য্যায়াং রূঢ়ত্বস্বীকারেণাজহল্লিঙ্গত্বাদাত্মতুল্যাধিকরণেত্বেহপি স্ত্রীত্বং তস্যা দর্পো বল্লভাত্বাভিমানঃ তদ্ঘ্ন ইতি নর্ম্মময়ত্বাৎ, তথাচ বক্ষ্যতি—"হাস্য প্রৌঢ়িমজানন্ত্যাঃ" ইত্যাদি, তথাচ স্বয়মেব বক্ষ্যতি—"ত্বদ্বচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষ্বেল্যাচরিত"মিতি বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী ॥ ২১-২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বল্লভাং ইব' অর্থাৎ সকল

প্রিয়তমাগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও রুক্মিণীকে পরম অনুরাগভরে নিজযোগ্য মনে করিয়াই নিজ বল্লভা মনে করিয়া এ পর্য্যন্ত বলিয়া অবিচ্ছেদ হেতু অর্থাৎ ভার্য্যার অযোগ্য হইলেও আমাকে ইনি (শ্রীকৃষ্ণ) নিজগুণদ্বারাই সৌভাগ্যবতী ভার্য্যা করিয়াছেন। অতএব আমি এইরূপ অদ্ভুত গুণ সমুদ্রের ভার্য্যাই হই—এইরূপ যে রুক্মিণীর দর্প তাহা কৃষ্ণ চূর্ণ করিলেন। বল্লভা শব্দের অর্থ পরমপ্রিয়ভার্য্যা অতএব উদ্দেশ্য বিধেয় উভয়ভাবে অন্বয়হেতু এইস্থলে পুংলিঙ্গ হয় নাই। বল্লভা শব্দের অর্থ পরম প্রিয় ভার্য্যা এইরূপ রূঢ়ি অর্থ স্বীকার করিলে লিঙ্গ পরিবর্ত্তন না করিয়া আত্মতুল্য অধিকরণের তাহার স্ত্রীত্ব স্থির থাকে। তাহার দর্প অর্থাৎ বল্লভা এইরূপ অভিমান, তাহা চূর্ণ করিলেন পরিহাস বাক্য দ্বারা, ঐরূপ বলা হইবে—হাস্যযুক্ত প্রৌঢ়ি বাক্য বিষয়ে অজ্ঞ ইত্যাদি, সেইরূপ নিজেও বলিবেন—রুক্মিণীর নিকট হইতে পরিহাস বাক্য শুনিবার ইচ্ছায় পরিহাস করিলেন, ইহা বৈষ্ণব তোষণীতে বলা হইয়াছে ।। ২১-২২ ।।

———

পদা সুজাতেন নখারুণশ্রিয়া
ভুবং লিখন্ত্যশ্রুভিরঞ্জনাসিতৈঃ।
আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরূষিতৌ স্তনৌ
তস্থাবধোমুখ্যতিদুঃখরুদ্ধবাক্ ।। ২৩ ।।

অন্বয়ঃ—(সা) নখারুণশ্রিয়া (নখৈঃ অরুণা রক্তবর্ণা শ্রীঃ শোভা যস্য তেন) সুজাতেন (সুকোমলেন) পদা (পাদেন) ভুবং লিখন্তী (ভূমিং বিলখন্তী) অঞ্জনাসিতৈঃ (অঞ্জনেন নেত্রাঞ্জনেন অসিতৈঃ কৃষ্ণবর্ণৈঃ) অশ্রুভিঃ (নয়নজলৈঃ) কুঙ্কুমরূষিতৌ (কুঙ্কুমরাগাঙ্কিতৌ) স্তনৌ আসিঞ্চতী (আসিক্তৌ কুর্ব্বতী) অতিদুঃখরুদ্ধবাক্ (অতিদুঃখেন রুদ্ধা বাক্ বচনং যস্যাঃ সা কিঞ্চিদপি বক্তুম্ অসমর্থা ইত্যর্থঃ) অধোমুখী (নতবদনা সতী) তস্থৌ (স্থিতবতী) ।। ২৩ ।।

অনুবাদ—তৎকালে তিনি অরুণবর্ণনখশ্রীভূষিত, সুকোমল পদদ্বারা ভূমি বিলিখন সহকারে অঞ্জন রাগমিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ নয়নজলে কুঙ্কুমরাগযুক্ত স্তনদ্বয় সিক্ত করিয়া অতিশয় দুঃখনিবন্ধন রুদ্ধকণ্ঠে আধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।। ২৩ ।।

বিশ্বনাথ—চিন্তালক্ষণমেবাহ,—পদেতি। নখৈররুণা শ্রীঃ কান্তির্যস্য তেন। সুজাতেন সুকোমলেন ।। ২৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্য শুনিয়া রুক্মিণীদেবী দীর্ঘ চিন্তায় পড়িলেন। ঐ চিন্তার লক্ষণ বলিতেছেন—অরুণকান্তি সুকোমল পদ-নখ সমূহের দ্বারা ভূমি লেখন করিতে লাগিলেন ।।২৩।।

———

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে-
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বায়ুবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ।। ২৪ ।।

অন্বয়ঃ—সুদুঃখ-ভয়-শোক-বিনষ্ট বুদ্ধেঃ (সুদুঃখং অপ্রিয়শ্রবণাৎ অতিদুঃখং ভয়ং ত্যাগশঙ্কয়া ভীতিঃ শোকঃ অনুতাপঃ তৈঃ বিনষ্টা বুদ্ধিঃ যস্যাঃ তস্যাঃ) তস্যাঃ (রুক্মিণ্যাঃ) শ্লথদ্ বলয়তঃ (শ্লথন্তি পতন্তি বলয়ানি যস্মাৎ তস্মাৎ) হস্তাৎ ব্যজনং পপাত (ভূতলে পতিতং বভূব) বিক্লবধিয়ঃ (বিক্লবা অবশা ধীঃ যস্যাঃ তস্যাঃ) দেহঃ চ (দেহোঽপি) সহসা (তৎক্ষণাৎ) এব মুহ্যন্ (মোহং গচ্ছন্ সন্) কেশান্ প্রবিকীর্য্য (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্য) বায়ুবিহতা (বায়ুনা বিহতা বিধ্বস্তা) রম্ভা (কদলী) ইব (পপাত) ।। ২৪ ।।

অনুবাদ—অতিশয় দুঃখ, ভয় ও শোকনিবন্ধন তাঁহার বুদ্ধিবিপর্য্যয় হইলে হস্ত হইতে বলয় বিগলিত ও ব্যজন ভূতলে পতিত হইল এবং চিত্তদৌর্ব্বল্যনিবন্ধন তদীয় দেহও আলুলায়িতকেশে বায়ুবিদ্ধস্ত কদলী তরুর ন্যায় ভূপতিত হইয়াছিল ।। ২৪ ।।

বিশ্বনাথ—সুদুঃখমপ্রিয়শ্রবণাদ্ভয়ং ত্যাগশঙ্কয়া শোকস্তাভ্যামনুতাপঃ তৈর্বিনষ্টা বুদ্ধির্যস্যাঃ অতঃ পরিহাসোঽয়মিতি বিচারো নোদভূদিতি ভাবঃ। শ্লথন্তি বলয়ানি যস্মাদ্ধস্তাদিতি সহসৈববিরহপীড়োত্থাদতিকার্শ্যাদ্বলয়ান্যপি পেতুরিতি গম্যতে। তদনন্তরং দেহশ্চ পপাত। তত্র হেতুর্বিক্লবধিয় ইতি। বুদ্ধের্নাশস্যাপি প্রাগুক্তের্বিনষ্টচেতনায়া ইত্যর্থঃ। ততশ্চ মুহ্যন্নিতি

সহসৈব নবম্যপি দশা অতঃ পপাতেতি স্তম্ভাদ্যন্তিমঃ প্রলয়শ্চ সাত্ত্বিকোঽভূদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— সুখদুঃখময় অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ হইতে ভয় ত্যাগ করিবার আশঙ্কা ও শোক এই উভয় মিলিয়া অনুতাপ, এই সকলের দ্বারা বুদ্ধি বিনষ্ট যাহার সেই রুক্মিণীর ইহা যে শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্য—এইরূপ বিচার হইল না। তখন তাহার হাত হইতে বালাসমূহ খসিয়া পড়িল, সহসা বিরহ-পীড়া-জাত অতিশয় শরীরের কৃশতা হেতু বালাগুলিও খসিয়া পড়িল, তৎপরে দেহও ভূমিতে পতিত হইল, তাহার কারণ বুদ্ধির বিকলতা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বুদ্ধিনাশ চেতনহীন, তৎপরে মোহরূপ সহসাই নবমীদশা আগত হওয়ায় ভূমিতে পতিত হইলেন। স্তম্ভ আদি অন্তিম প্রলয়রূপ সাত্ত্বিক দশাও হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

তদ্দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রিয়ায়াঃ প্রেমবন্ধনম্ ।
হাস্যপ্রৌঢ়িমজানন্ত্যাঃ করুণঃ সোঽন্বকম্পত ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—সঃ করুণঃ (কৃপাময়ঃ) ভগবান্ কৃষ্ণঃ হাস্যপ্রৌঢ়িং (হাস্যস্য প্রৌঢ়িং গাম্ভীর্য্যম্) অজানন্ত্যাঃ (বিচারয়িতুং অশক্নুবত্যাঃ) প্রিয়ায়াঃ (রুক্মিণ্যা) তৎ (তাদৃশং) প্রেমবন্ধনং (অনির্ব্বচনীয়ং প্রেম-শৃঙ্খলং) দৃষ্ট্বা অন্বকম্পত (কৃপাং কৃতবান্) ॥২৫॥

অনুবাদ—তখন করুণাময় ভগবান্ পরিহাস-রহস্যবিচারে অসমর্থা প্রিয়তমার তাদৃশ অনির্ব্বচনীয় প্রেমবন্ধন দর্শনে কৃপান্বিত হইলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—যথা সাংসারিকজীবানাং অবিদ্যয়া বন্ধনং তথা তস্যাঃ প্রেম্ণা বন্ধনং যতো হাস্যস্য প্রৌঢ়িং প্রৌঢ়ত্বম্ অজানন্ত্যা ইতি প্রেমপরিণামঃ অনু-রাগো হি স্বাশ্রয়স্য প্রতিক্ষণং দৈন্যমেবোৎপাদয়তি ততশ্চ নাহমেতদ্‌যোগ্যেত্যতোঽনেন ত্যক্তৈবাহমিতি ভ্রান্তচিন্তায়া ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— সাংসারিক জীবগণের যেমন অবিদ্যারদ্বারা বন্ধন সেইরূপ রুক্মিণীদেবীর প্রেমদ্বারা বন্ধন। যেহেতু হাস্যরসের চরম অবস্থা না জানার জন্য প্রেমের পরিণাম যে অনুরাগ, তাহার নিজের আশ্রয়ের প্রতিক্ষণে দৈন্যই উৎপাদন করে, তৎপরে আমি এইরূপ যোগ্য নহি, অতএব ইনি আমাকে ত্যাগ করিবেনই—এইরূপ ভ্রান্ত চিন্তায় রুক্মিণীর এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

পর্য্যঙ্কাদবরুহ্যাশু তামুত্থাপ্য চতুর্ভুজঃ ।
কেশান্ সমুহ্য তদ্বক্ত্রং প্রামৃজৎ পদ্মপাণিনা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) চতুর্ভুজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ উত্থাপনা-শ্লেষণবক্ত্রপরিমার্জ্জনাদ্যর্থমাবিষ্কৃতচতুর্ভুজঃ ইত্যর্থঃ) পর্য্যঙ্কাৎ (খট্বায়াঃ) আশু (শীঘ্রম্) অবরুহ্য (ভূমৌ অবতীর্য্য) তাং (রুক্মিণীম্) উত্থাপ্য (উত্তোল্য) কেশান্ (প্রবিকীর্ণকেশসমূহং) সমুহ্য (নিবধ্য) পদ্মপাণিনা (পদ্মবৎ কোমলকরেণ) তদ্‌বক্ত্রং (তস্যাঃ বদনং) প্রামৃজৎ (মার্জ্জিতং কৃতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি চতুর্ভুজরূপে সত্বর পর্য্যঙ্ক হইতে ভূমিতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্তোলন ও বিক্ষিপ্ত কেশরাশি বন্ধন করিয়া পদ্মহস্তে তদীয় বদন মার্জ্জন করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—চতুর্ভুজ ইতি। উত্থাপনাশ্লেষণবক্ত্র পরিমার্জ্জনার্থমাবিষ্কৃতভুজচতুষ্টয় ইত্যর্থঃ। সমুহ্য নিবধ্য ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রুক্মিণীদেবী ভূমিতে পতিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ পালঙ্ক হইতে নামিয়া চতুর্ভুজ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন মুখমার্জ্জন আদির জন্য চারিভুজ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কেশগুলি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

প্রমৃজ্যাশ্রুকলে নেত্রে স্তনৌ চোপহতৌ শুচা ।
আশ্লিষ্য বাহুনা রাজন্ অনন্যবিষয়াং সতীম্ ॥২৭॥
সান্ত্বয়ামাস সান্ত্বজ্ঞঃ কৃপয়া কৃপণাং প্রভুঃ ।
হাস্যপ্রৌঢ়িভ্রমচ্চিত্তামতদর্হাং সতাং গতিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ সান্ত্বজ্ঞঃ (সান্ত্বনবিষয়ে নিপুণঃ) সতাং গতিঃ (সাধুজনৈকশরণীভূতঃ) প্রভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অশ্রুকলে (অশ্রুভিঃ শোভিতে) নেত্রে (নয়নদ্বয়ং তথা) শুচা (শোকাশ্রুভিঃ) উপহতৌ (কুঙ্কুমরাগাদিক্ষালনেন নষ্টপ্রভৌ ইত্যর্থঃ) স্তনৌ চ প্রমৃজ্য (পরিমৃজ্য) বাহুনা (স্বভুজদ্বয়েন) আশ্লিষ্য

(আলিঙ্গ্য) অনন্যবিষয়াং (কৃষ্ণেতরগতিরহিতাং) কৃপণাং (দীনাং) হাস্যপ্রৌঢ়িভ্রমচ্চিত্তাং (হাস্যচাতুর্য্যেণ ভ্রমৎ ব্যাকুলং চিত্তং যস্যাঃ তাং অতএব) অতদর্হাং (তাদৃশহাস্যচাতুর্য্যৈঃ অবহসিতুং অযোগ্যাং) সতীং (রুক্মিণীং) সান্ত্বয়ামাস (অনুনীতবান্) ॥২৭-২৮॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সান্ত্বনা-নিপুণ, সজ্জনগতি শ্রীকৃষ্ণ অশ্রুকলাযুক্ত নেত্রদ্বয় এবং শোকাশ্রুবেগে নষ্টপ্রভ স্তনদ্বয় পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক স্বকীয়ভুজযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া অনন্যগতি, দীনা, পরিহাস-চাতুর্য্যে ব্যাকুলচিত্তা, বস্তুতঃ পরিহাসের অযোগ্যা রুক্মিণীদেবীকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন ॥২৭-২৮॥

বিশ্বনাথ—অশ্রুকলে অশ্রুধরে। শুচা শোকা-শ্রুণা ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অশ্রুকলা অর্থাৎ নয়নদ্বয়ের অশ্রুধারা শোকদ্বারা, অর্থাৎ শোকহেতু অশ্রুধারা ॥ ২৭-২৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

মা মা বৈদর্ভ্যসূয়েথা জানে ত্বাং মৎপরায়ণাম্ ।
ত্বদ্বচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষ্বেল্যাচরিতমঙ্গনে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—অঙ্গনে, (হে সুন্দরি,) বৈদর্ভি, (বিদর্ভরাজনন্দিনি,) মা (মাং) মা অসূয়েথাঃ (দোষিত্বেন ন পশ্যেঃ, ময়ি অসূয়াযুক্তা মা ভব ইত্যর্থঃ অহং) ত্বাং মৎপরায়ণাং (ময্যেব সমাসক্তাং ইতি) জানে (অবগচ্ছামি, তথাপি) ত্বদ্বচঃ শ্রোতু-কামেন (ত্বং কিং নু বদিষ্যসীতি শ্রোতুং ইচ্ছতা এব ময়া) ক্ষ্বেল্যা (নর্ম্মণা এবম্) আচরিতম্ (উক্তং ন তু তত্ত্বতঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে সুন্দরি, বৈদর্ভি, আমার প্রতি অসূয়াগ্রস্তা হইও না, তুমি যে আমার প্রতিই আসক্তচিত্তা তাহা জানিয়াও কেবলমাত্র তোমার বাক্য শ্রবণের জন্য পরিহাস ছলে এরূপ আচরণ করিয়াছি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, ত্বয়া চেদিদং শরীরং ত্যক্তং তর্হি কথমেষ মহাভারো ময়া বোঢ়ব্য ইত্যতো ময়াপ্যেতত্ত্য-জ্যতে তত্রাশ্লেষাশ্রুমার্জ্জনাদিনা কপটপ্রেমাণং প্রকটী-কৃত্য যৎ প্রত্যুহং বিধৎসে তৎ কিমতোঽপ্যতিদুঃখ-দিৎসা পুনরপি তে বর্ত্তত ইতি স্বস্মিন্ দোষারোপণ-মাশঙ্ক্যাহ,—মেতি। হে বৈদর্ভি, মা মাং মা অসূ-য়েথাঃ। ননু চ হন্ত হন্ত পরমকারুণিক ত্বয়ি মম নেয়মসূয়া, কিন্তু তৎপার্শ্বে স্থিত্বা দুঃখমেব প্রাপ্নুবত্যাঃ মম হিতার্থমেব সুখময়ীমন্যাং গতিং যদুপদিষ্টবানসি তদাকর্ণিতবত্যা মমেয়মানন্দমূর্চ্ছৈবাভূত্তদ্ভঙ্গঞ্চ ত্বং কিমকার্ষীঃ সা যদি ক্ষণমপরমপ্যস্থাস্যত্তদা মম তব চ পরমৈব নির্বৃত্তিরভবিষ্যদিতি তস্যাঃ সপ্রেমবক্রোক্তি-মাশঙ্ক্যাহ,—ত্বাং মৎপরায়ণাং মদনন্যগতিমহং জানে তর্হি কথমেবং দুর্ব্বাক্যমবোচস্তত্রাহ,—ত্বদ্বচঃ কাং কাং বক্রোক্তিং বদিষ্যতীতি শ্রোতুকামেন ময়া ক্ষ্বেল্যা নর্ম্মণৈব আচরিতং এবমুক্তং, ন তু তত্ত্বতঃ। হে অঙ্গনে, সুন্দরি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—তুমি যদি এই শরীর ত্যাগ কর তাহা হইলে কিরূপে আমি এই মহাভার সহ্য করিব অতএব আমিও এই শরীর ত্যাগ করিতেছি। এইরূপে আলিঙ্গন অশ্রুমার্জ্জনাদি-দ্বারা কপট প্রেম প্রকট করিয়া যাহা বিঘ্নঘটায় তাহা কি ইহা হইতেও অতিদুঃখদানের ইচ্ছা পুনরায় তোমার হইয়া থাকে —এইরূপ নিজের প্রতি দোষা-রোপণ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—হে রুক্মিণী! আমার প্রতি অসূয়া করিও না। যদিও বল হায় হায়! পরম কারুণিক তোমাতে আমার ইহা অসূয়া নহে, কিন্তু তোমার পার্শ্বে থাকিয়া দুঃখই যদি পাইলাম, আমার হিতের জন্যই সুখময়ী অন্যগতি যাহা উপদেশ করিয়াছ তাহা শুনিয়া আমার এই আনন্দ মূর্চ্ছাই হইয়াছে। মূর্চ্ছাভঙ্গও তুমি কিজন্য করিলে, ঐ মূর্চ্ছা যদি ক্ষণকাল থাকিত তাহা হইলে আমার ও তোমার পরমনিবৃত্তি হইতই—এই প্রকার রুক্মিণীদেবীর প্রেমের সহিত বক্রোক্তি আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—তোমাকে আমি আমাপরায়ণাও অনন্যগতি জানি, তাহা হইলে এইরূপ কেন দুর্ব্বাক্য বলিলে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তুমি কি কি বক্রোক্তি বলিবে ইহা শুনিবার ইচ্ছায় আমি পরিহাস বাক্য বলিয়াছিলাম, ইহা তত্ত্ব কথা নহে। হে অঙ্গনে, সুন্দরী! ২৯ ॥

মুখঞ্চ প্রেমসংরম্ভ-স্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্ ।
কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দরভ্রুকুটীতটম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(নর্ম্মবচনে প্রয়োজনমন্যদাহ) প্রেম-সংরম্ভস্ফুরিতাধরং (প্রেমসংরম্ভেন প্রণয়কোপেন স্ফুরিতঃ কম্পিতঃ অধরঃ যস্মিন্ তৎ) কটাক্ষেপা-রুণাপাঙ্গং (কটা শব্দেন কটাক্ষাঃ তৈঃ আক্ষেপৈঃ অরুণৌ অপাঙ্গৌ নেত্রপ্রান্তৌ যস্মিন্ তৎ অতএব) সুন্দরভ্রুকুটীতটং (সুন্দরং ভ্রুকুটীতটং যস্মিন্ তৎ) মুখং (তব বদনং) চ ঈক্ষিতুং (দ্রষ্টুং এবং আচ-রিতং ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ৩০ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ প্রণয়কোপ নিবন্ধন স্ফুরিত অধরযুক্ত, কটাক্ষবিক্ষেপ-হেতু অরুণবর্ণ নেত্রপ্রান্ত-সুশোভিত, সুন্দর ভ্রুকুটীতটবিশিষ্ট তোমার মুখপদ্ম-দর্শনলালসায় এরূপ করিয়াছিলাম ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—নর্ম্মোক্তৌ প্রয়োজনান্তরঞ্চাহ,—প্রেম-সংরম্ভেণ প্রণয়কোপেন স্ফুরিতঃ কম্পিতোঽধরো যত্র তৎ কটাশব্দেন কটাক্ষাস্তৈরাক্ষেপে অরুণাবপাঙ্গৌ যস্মিন্নতএব সুন্দরং কুটীলং ভ্রুকুটীতটং যস্মিন্ তচ্চ তৎমুখং ঈক্ষিতুঞ্চ। ননু যদি সত্যকামস্য ভগবতস্তথা-ভূতৈবেচ্ছা আসীত্তদা তদানীমেব রুক্মিণী সকোপ-কুটিলকটাক্ষা কথং নাভূদিতি চেৎ উচ্যতে ইচ্ছা-শক্তির্হি ভগবত এবাধীনা, প্রেমা তু তং ভগবন্তমপ্য-ধীনীকরোতীতি, প্রেম্ণাগ্রে ন তস্যাঃ কাপি প্রভ-বিষ্ণুতা, প্রেমা হি আনন্দরূপমপি ভগবন্তমতিশয়েনা-নন্দয়িতুং তদিচ্ছামপি কদাচিদন্যথা করোতি। ইদ-মত্র তত্ত্বম্। আসাং রুক্মিণ্যাদীনাং মধুরপ্রেমরস-বতীনাং রতিপ্রেমস্নেহপ্রণয়মানরাগানুরাগেষু সপ্তসু স্থায়িভাবেষু মধ্যে কদাচিৎ কশ্চিৎ স্বাবসরং প্রাপ্যো-দয়তে, ইত্যতস্তদানীং ব্যজনসেবাসময়ে অনুরাগঃ স্থায়িভাব এবোদ্গাত্তস্য চ দৈন্যসঞ্চারিপ্রাবল্যাত্তস্যাঃ খেদচিন্তা মোহ এবাভূন্নতু তস্মিন্ প্রণয়কোপকটাক্ষা-দয়ঃ তে চোপরিষ্টান্মানস্থায়িভাবোদয়ক্ষণেষু ভবি-ষ্যন্ত্যেব। কিঞ্চ ঘৃতস্নেহবত্যা রুক্মিণ্যা মানকৌটি-ল্যাতিশয়ঃ প্রায়ো ন উদয়তে। মধুস্নেহবত্যাঃ সত্য-ভামায়াস্ত অনুরাগোঽপি মানগর্ভ এবেতি সংরম্ভস-কম্পাধরকুটিলকটাক্ষাদিসুখং কৃষ্ণস্য তত্রৈবাভিসম্প-দ্যত ইতি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরিহাস উক্তির অন্য প্রয়োজনও বলিতেছেন— প্রণয় কোপদ্বারা কম্পিত অধর, তৎযুক্ত কটাক্ষ, তাহার সহিত আক্ষেপে অরুণবর্ণ নয়নকোণে দৃষ্টি যাহাতে, অতএব সুন্দর কুটিল ভ্রুভঙ্গী যাহাতে, ঐরূপ তোমার মুখমণ্ডলখানি দেখি-বার জন্য আমার এই পরিহাস। যদি বল সত্যকাম ভগবানের ঐরূপ ইচ্ছা যদি ছিল তাহা হইলে তখনই রুক্মিণীদেবী কোপের সহিত কুটিল কটাক্ষাবতী কেন হইলেন না? ইহার উত্তরে বলি—ইচ্ছা শক্তিই ভগবানেরই অধীনা, কিন্তু প্রেমা সেই ভগবান্‌কেও নিজের অধীন করে। প্রেমের নিকট ইচ্ছা শক্তির কোনও প্রভুত্ব নাই। প্রেমাই আনন্দরূপ ভগবানকেও অতিশয় আনন্দদান করিবার জন্য ভগবানের ইচ্ছা-কেও কখন কখনও অন্যপ্রকার করে, ইহাই এইস্থলে তত্ত্ব।

মধুর প্রেমরসবতী রুক্মিণী প্রভৃতির রতি, প্রেম, স্নেহ, প্রণয়, মান, রাগ, অনুরাগ এই সপ্তপ্রকার স্থায়ী-ভাবের মধ্যে কখনও কোনও নিজ অবসর পাইয়া উৎপন্ন হয়। অতএব সেইকালে ব্যজন সেবা সময়ে অনুরাগ স্থায়ীভাবই উদিত হইয়াছিল। তাহারও দৈন্য সঞ্চারী প্রাবল্য হেতু তাহার খেদচিন্তা মোহই হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে প্রণয়কোপ কটাক্ষ আদি, তাহারও উপরে মান স্থায়ীভাব উদয়ক্ষণে ঐ সকল উদিত হয়ই। আর ঘৃতস্নেহবতী রুক্মিণীর মান কৌটিল্য অতিশয় প্রায়ই উদিত হয় না। মধু-স্নেহবতী সত্যভামাতে কিন্তু অনুরাগও মানগর্ভই সংরম্ভ সকম্প অধর, কুটিল কটাক্ষাদি সুখ শ্রীকৃষ্ণের সেখানেই ভোগ হয় ॥ ৩০ ॥

অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ।
যন্নর্ম্মৈনীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু কলহে কিং কৌতুকং সুখং বা ইত্যাহ) ভীরু, (অয়ি ভয়শীলে,) ভামিনি, (কান্তে) প্রিয়য়া (প্রণয়িণ্যা সহ) নর্ম্মৈঃ (নর্ম্মভিঃ পরিহাস-বচনৈঃ) যামঃ (কালঃ) নীয়তে (অতিবাহ্যতে ইতি) যৎ (যঃ) অয়ং হি (অয়মেব) গৃহেষু (গৃহস্থাশ্রমে) গৃহমেধিনাং (গৃহব্রতানাং) পরমঃ (উত্তমঃ) লাভঃ (লাভত্বেন গণনীয়ঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে ভয়শীলে, কান্তে, প্রণয়িণীর সহিত পরিহাসবচনে কালযাপন গৃহস্থাশ্রমে গৃহব্রতগণের পক্ষে পরম লাভরূপে গণ্য হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

সৈবং ভগবতা রাজন্ বৈদর্ভী পরিসান্ত্বিতা।
জ্ঞাত্বা তৎপরিহাসোক্তিং প্রিয়ত্যাগভয়ং জহৌ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, সা বৈদর্ভী (রুক্মিণী) ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) এবং পরিসান্ত্বিতা (পরিসান্ত্বনাং প্রাপিতা সতী) তৎ পরিহাসোক্তিং (তস্য তাদৃশং পরিহাসবচনং তত্ত্বতঃ) জ্ঞাত্বা (বিদিত্বা) প্রিয়ত্যাগভয়ং (প্রিয়েন শ্রীকৃষ্ণেন ত্যাগঃ পরিত্যাগ তস্মাৎ যৎ ভয়ং তৎ) জহৌ (ত্যক্তবতী) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, ভগবানের ঈদৃশ বাক্যে সান্ত্বনা লাভ করিয়া রুক্মিণী-দেবী পূর্ব্বোক্তবাক্য পরিহাস জানিয়া পরিত্যাগভয় দূর করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বভাষ ঋষভং পুংসাং বীক্ষন্তী ভগবন্মুখম্।
সব্রীড়হাসরুচির-স্নিগ্ধাপাঙ্গেন ভারত ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত, (হে ভরতকুলনন্দন, পরীক্ষিৎ,) সব্রীড়হাসরুচিরস্নিগ্ধাপাঙ্গেন (সব্রীড়েন সলজ্জেন হাসেন রুচিরেণ মনোহরেণ স্নিগ্ধেন অপাঙ্গেন নেত্রপ্রান্তেন সা) ভগবন্মুখং (ভগবতঃ তস্য ঐশ্বর্য্যযুক্তং মুখং) বীক্ষন্তী (বীক্ষমাণা সতী) পুংসাং ঋষভং (পুরুষশ্রেষ্ঠং তম্) বভাষ (উক্তবতী) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে ভরতকুলনন্দন, অনন্তর তিনি সলজ্জহাসনিবন্ধন মনোহর স্নিগ্ধ নেত্রপ্রান্তে শ্রীকৃষ্ণের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ সহকারে পুরুষোত্তমকে বলিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, মৎকৃতয়া ব্যজনাদিপরিচর্য্যয়া দুঃখং লভসে, কিন্তু তাং পরিত্যক্তবত্যা মম কঠোরকোপোক্ত্যৈব সুখং লভসে অপরঞ্চ প্রিয়ায়া মম হর্ষসোৎফুল্লং মুখং ত্বন্নয়নাভ্যাং ন রোচতে কিন্ত্বতিদুঃখরুক্ষং কোপবিবর্ণীকৃতং রসপ্রতিকূলং ভ্রুকুটিভীষণং মুখমেব রোচত ইতি কোঽয়ং তে স্বভাবস্তত্রাহ,—অয়মিতি ॥ ৩১-৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল আমার কৃত ব্যজনাদি পরিচর্য্যাদ্বারা দুঃখ পাও, কিন্তু তাহা পরিত্যাগকারিণী আমার কঠোর কোপ উক্তিদ্বারাই সুখ লাভ কর, আর প্রিয়া আমি আমার হর্ষ উৎফুল্লমুখ ও নয়নদ্বয় তোমার রুচিকর না হয়, কিন্তু অতিদুঃখ রুক্ষ কোপ বিবর্ণযুক্ত রসপ্রতিকূল ভ্রুকুটিযুক্ত ভীষণ মুখই দেখিতে তোমার রুচি হয়, ইহা তোমার কি স্বভাব ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—গৃহমেধি জনগণের গৃহে ইহাই পরম লাভ ॥ ৩১-৩৩ ॥

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ—

নন্বেবমেতদরবিন্দবিলোচনাহ
যদ্বৈ ভবান্ ভগবতোঽসদৃশী বিভূম্নঃ।
ক্ব স্বে মহিম্ন্যভিরতো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ
ক্বাহং গুণপ্রকৃতিরজ্ঞগৃহীতপাদা ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরুক্মিণী উবাচ—(ভগবতা স্বনিন্দাপরাণীব যানি বচনানি উক্তানি তানি সর্ব্বোৎকর্ষপরতয়া ব্যাচক্ষাণা প্রতিভাষতে স্ম। তত্র যদুক্তং কস্মান্নো বরষেঽসমান্ ইতি তত্রাসাম্যং সত্যমেবেত্যাহ) অরবিন্দ বিলোচন, (হে পদ্মপলাশসুরম্যনয়ন,) বিভূম্নঃ (অনন্তাদ্ভুতমাহাত্ম্যগুণসৌন্দর্য্যাদিপরিপূর্ণস্য) ভগবতঃ (ভবতঃ) অসদৃশী (অহং অসমানা ইতি) ভবান্ (ত্বং) যৎ ('নোঽসমান্' ইতি যদ্বাক্যম্) আহ (উক্তবান্) এতৎ (এতদ্ বাক্যম্) এবং ননু বৈ (সত্যমেব নিশ্চিতং ভবতি যতঃ) স্বে মহিম্নি (স্বকীয়ে অসাধারণে নিজানন্দে) অভিরতঃ (সম্যক্ রতঃ সম্প্রতিষ্ঠিতঃ ইত্যর্থঃ) ত্র্যধীশঃ (ত্রয়াণাং ব্রহ্মাদীনামপি অধীশঃ নিয়ন্তা) ভগবান্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভবান্) ক্ব (কুত্র বর্ত্ততে) অজ্ঞগৃহীতপাদা (অজ্ঞৈঃ মূঢ়ৈঃ সকামৈঃ গৃহীতৌ সেবিতৌ পাদৌ যস্যাঃ সা) গুণপ্রকৃতিঃ (ত্রিগুণস্বভাবা প্রাকৃতী গুণময়ী প্রকৃতির্বা) অহং ক্ব (কুত্র বর্ত্তে, অতঃ অসাম্যং যদুক্তং তৎ সত্যং এবেতি ভাবঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে কমলনয়ন, অনন্ত অদ্ভুত মাহাত্ম্য, গুণ ও সৌন্দর্য্যাদি পরিপূর্ণ আপনি আমাকে আপনার

অসমানা বলিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই যথার্থ, যে হেতু স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মাদিদেবত্রয়ের অধীশ্বর, সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী আপনি কোথায়? আর মূঢ়জন-বন্দিতপদ ত্রিগুণস্বভাবা আমিই বা কোথায়? ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতা যেন যেন বাক্যেন স্বস্যাপকর্ষঃ রুক্মিণ্যা উৎকর্ষশ্চোক্তস্তদেব বাক্যমনুবদন্তী রুক্মিণী তদ্বিপর্য্যয়ং ব্যাচষ্টে। তত্র যদুক্তং কস্মান্নো বরূষেঽসমানিতি তত্রাসাম্যং সত্যমেবেত্যাহ,—হে অরবিন্দবিলোচন, যত্ত্বানাহ "কস্মান্নো বরূষেঽসমা"-নিতি তৎ ননু নিশ্চিতমেব মে তৎসত্যমেবেত্যর্থঃ। স্বে স্বীয়ে মহিম্নি ষড়ৈশ্বর্য্যলক্ষণে অভিরতো ভগবান্ ত্র্যধীশঃ। ত্রিগুণনিয়ন্তা ভগবান্ ক্ব অহং গুণ-প্রকৃতির্জ্জড়া নিয়ম্যা বা ক্বেতি ত্বত্তোঽতিনিকৃষ্টায়া মম কুতস্ত্বৎ সাম্যসম্ভাবনাপীতি ভাবঃ। গুণপ্রকৃতি-র্বহিরঙ্গাশক্তিস্তস্যাঃ স্বাংশত্বাৎ স্বস্য তৎস্বরূপত্বমননমতিদৈন্যাদেব ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে যে বাক্য দ্বারা নিজের অপকর্ষ এবং রুক্মিণীর উৎকর্ষ বলিয়াছিলেন, সেই সেই বাক্য পুনঃরায় উত্থাপন করিয়া রুক্মিণীদেবী উহার বিপরীত ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহার মধ্যে কৃষ্ণ যে বলিয়াছিলেন 'অসমান' আমাদিগকে কেন বরণ করিলে? তাহার উত্তরে রুক্মিণী বলিতেছেন—অসাম্য সত্যই, হে অরবিন্দলোচন! নিশ্চিতই আমরা আপনার সমান নহি ইহা সত্য। ষড়ৈশ্বর্য্য লক্ষণ নিজমহিমাতে ভগবান থাকেন, এইজন্য তাঁহার একনাম ত্র্যধীশ অর্থাৎ ত্রিগুণের নিয়ন্তা ভগবান্ কোথায়, আর আমি জড়গুণা প্রকৃতি আপনার অধীনা বা কোথায়? তোমা হইতে অতি নিকৃষ্টা আমার কোথায়, তোমার সাম্য সম্ভাবনাও নাই। গুণ প্রকৃতি অর্থাৎ বহিরঙ্গা শক্তি, তাহার অংশ প্রকৃতি, তাহার সহিত রুক্মিণীদেবী নিজের স্বরূপ মনে করিয়া অতি দৈন্যভরে বলিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

———

সত্যং ভয়াদিব গুণেভ্য উরুক্রমান্তঃ
শেতে সমুদ্র উপলম্ভনমাত্র আত্মা।
নিত্যং কদিন্দ্রিয়গণৈঃ কৃতবিগ্রহস্ত্বং
ত্বৎসেবকৈর্নৃপপদং বিধূতং তমোঽন্ধম্ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—(যদুক্তং "রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু সমুদ্রং শরণং গতান্" ইতি তত্রাহ) উরুক্রমঃ, (উরুঃ মহান্ ক্রমঃ পাদবিক্ষেপঃ যস্য তৎসম্বোধনং হে মহাপরাক্রমঃ,) উপলম্ভনমাত্রঃ (জ্ঞানস্বরূপঃ) আত্মা (পরমাত্মা ভবান্) গুণেভ্যঃ (গুণাঃ শব্দাদয়ঃ এব রাজন্তে ইতি রাজানঃ তেভ্যঃ) ভয়াৎ ইব (ন তু বস্তুতঃ ভয়াৎ ইত্যর্থঃ) সমুদ্রে (সমুদ্রবদগাধে বিষয়াকারৈঃ অপরিচ্ছিন্নে) অন্তঃ (অন্তঃকরণে) শেতে (অন্তর্য্যামিতয়া প্রকাশতে ইতি) সত্যং (যথার্থমেব, বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্ ইতি যদুক্তং তদপি সত্যমিত্যাহ) কদিন্দ্রিয়গণৈঃ (কুৎসিতৈঃ বহির্ম্মুখৈঃ ইন্দ্রিয়গণৈঃ, কুৎসিতঃ ইন্দ্রিয়গণো যেষাং তৈঃ ইতি বা) নিত্যং সর্ব্বদা ত্বং কৃতবিগ্রহঃ কৃতঃ বিগ্রহঃ বিরোধঃ যেন সঃ তথাভূতো ভবসি, তেষু তব অপ্রতীতেঃ ইত্যর্থঃ, যদুক্তং "ত্যক্তনৃপাসনান্" ইতি তদপি যুক্তমিত্যাহ) নৃপপদং (নৃপাণাং পদং আসনম্) অন্ধং তমঃ (গাঢ়ং তমঃ এব অবিবেকবহুত্বাৎ) ত্বৎসেবকৈঃ বিধূতং (ত্বদীয়ৈঃ সেবকৈঃ ভক্তৈরেব তৎ নৃপপদং বিধূতং ত্যক্তং কিং পুনর্বক্তব্যং ত্বয়া ত্যক্তমিতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে মহাপরাক্রম, চৈতন্যময় আপনি বিষয়াসক্ত রাজগণের ভয়েই যেন সমুদ্রতুল্য অগাধ জীবহৃদয়ে পরমাত্মরূপে শয়ান রহিয়াছেন, অতএব আপনি রাজগণের ভয়ে সমুদ্রে পলায়ন করিয়াছেন এই কথা যথার্থই বলিয়াছেন। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-পরায়ণগণের সহিত সর্ব্বদাই আপনার বিরোধ রহিয়াছে, অতএব মহাবল রিপুগণের সহিত আপনি সর্ব্বদা বিদ্বেষরত এইরূপ কথাও সত্যই বলিয়াছেন। আপনি যে বলিয়াছেন—আমরা রাজসিংহাসন প্রায় ত্যাগ করিয়াছি তাহাও সুসঙ্গত, যে হেতু অবিবেক-বহুল অন্ধকারপ্রায় রাজপদ আপনার সেবকগণই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—যদুক্তং,—"রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু সমুদ্রং শরণং গতান্" ইতি তত্রাহ,—সত্যমিতি হে উরুক্রম, মহাশক্তে, ইতি ভয়াভাবং দর্শয়তি "ক্রমঃ শক্তৌ পরীপাট্যা"মিতি বিশ্বঃ। গুণাঃ শব্দাদয়স্তেভ্যঃ রাজন্ত ইতি রাজানস্তেভ্যো ভক্তানাং যদ্ভয়ং তদেব ভক্তাধীনস্য তবাপি ভয়মিবেতি অতস্তত্তয়াদিব অন্তঃ সমুদ্রে সমুদ্রবদ্গাধে স্বভক্তহৃদয় এব শেতে। অতঃ

শরণং গতানিতি। শরণশব্দস্য গৃহমিত্যর্থঃ কৃতঃ। তত্র মমাস্তিত্বে কিং প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ,—"নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসা"মিতি "প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম" ইতি ব্রহ্মাদিবাক্যাদুপলক্ষণং মাত্রাণাং রূপরসগন্ধাদীনাং যস্য সঃ। ভক্তৈর্ধ্যানোপলভ্যমান-সৌন্দর্য্যাদিরিত্যর্থঃ। আত্মা পরমাত্মা ভবানেবেত্যর্থঃ। যদুক্তং,—"বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষানিতি তত্রাহ,—নিত্য-মিতি। কদিন্দ্রিয়গণৈঃ স্বভক্তস্য বিষয়গ্রাহিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সহ কৃতযুদ্ধঃ গণৈরিতি বৃত্ত্যভিপ্রায়েণ বহুত্বং ভক্তস্য সংসারদুঃখত্রাণার্থমিতি ভাবঃ। অয়মর্থঃ সাধক-ভক্তানাং প্রথমতো ধ্যানগম্যং যৎকিঞ্চিন্মাধুর্য্য এব ত্বং ভবসি নতু প্রত্যক্ষীভবসি যৎ তন্মন্যে বিষয়েভ্যো ভয়াদিব তদন্তঃকরণে প্রবিশ্য স্বপিষ্যেব। যতো ভক্তিবৃদ্ধ্যা কদিন্দ্রিয়েষু বিজিতেষু সৎসু বিষয়নিবৃত্তৌ সত্যাং স্বাপাদুত্থিত ইব সাক্ষাদেব প্রত্যক্ষীভূয় স্বীয়া-নেকমাধুর্য্যাণি স্বভক্তান্ গ্রাহয়সীতি। যদুক্তং,—"ত্যক্তনৃপাসনা"নিতি তদপি যুক্তমেবেত্যাহ,—ত্বৎ-সেবকৈরপি নৃপপদং নৃপাসনং অবিবেকবহুলত্বাদন্ধং তম ইব বিধুতং ত্যক্তং কিং পুনর্বক্তব্যং ত্বয়া ত্যক্ত-মিতি। অত্র সেবকৈরিতি পদদৃষ্টা পূর্ব্বত্রোভয়ত্রাপি ভক্তসম্বন্ধো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণ যে বলিয়াছিলেন—হে হে সুভ্রু! রাজাদের হইতে ভীত হইয়া সমুদ্র মধ্যে গৃহ করিয়াছি। তাহার উত্তরে রুক্মিণীদেবী বলিতে-ছেন—তাহা সত্য, হে উরুক্রম! অর্থাৎ মহাশক্তি-মান, ইহাদ্বারা কৃষ্ণে ভয় অভাব দেখাইলেন। ক্রম শব্দের অর্থ শক্তি, ইহা বিশ্ব প্রকাশ অভিধানে পাওয়া যায়। গুণসমূহ অর্থাৎ আকাশাদির শব্দাদিগুণ, তাহা হইতে যাহারা প্রকাশিত তাহারাই রাজা, তাহা-দিগ হইতে ভক্তগণের যে ভয়, তিনি ভক্তাধীন আপনারও ভয়ের ন্যায়। অতএব যেন ভয় পাইয়া সমুদ্রমধ্যে অর্থাৎ সমুদ্রের ন্যায় অগাধ নিজ ভক্ত-হৃদয়েই শয়ন করিতেছেন। অতএব শরণাগত 'শরণ' শব্দের অর্থ গৃহ, তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যদি বলেন সেইখানে আমার থাকার কি প্রমাণ? তাহার উত্তরে বলি—হে প্রভু! আপনি নিজভক্তগণের হৃদয়পদ্ম হইতে অন্যত্র যান না এবং ভক্তগণ প্রণয় রজ্জুদ্বারা আপনার চরণকমলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন—এই সকল ব্রহ্মবাক্য ও নবযোগেন্দ্র বাক্য হইতে জানা যায় ভক্তগণ ধ্যানে আপনার সৌন্দর্য্যাদি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আপনিই পরমাত্মা।

আপনি যে বলিয়াছেন—বলবান্‌গণের সহিত বিদ্বেষ করিয়াছি, তাহার উত্তরে বলি,—নিজ ভক্ত-গণের বিষয় গ্রহণকারী দুষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত যুদ্ধকারী ভক্তের সংসার দুঃখ পরিত্রাণের জন্যই। ইহার অর্থ এই যে সাধকভক্তগণের প্রথমে ধ্যানগম্য আপনার যে কিঞ্চিৎ মাধুর্য্যই অনুভূত হয়, কিন্তু আপনি প্রত্যক্ষের বিষয় হন না যে, তাহা মনে হয় বিষয় হইতে ভয় পাইয়াই তাহার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রা যান। যখন ভক্তিবৃদ্ধি হইয়া ভক্তগণ দুষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করে, তখন বিষয় আসক্তি চলিয়া গেলে আপনি যেন নিদ্রা হইতে উঠিয়া সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া নিজ ভক্তগণকে নিজমাধুর্য্য গ্রহণ করান। আপনি যে বলিয়াছেন রাজাসন ত্যাগ করিয়াছি তাহাও যুক্তিযুক্ত—আপনার সেবকগণও রাজাসন ত্যাগ করে, অজ্ঞান বাহুল্য হেতু। উহাকে অন্ধতম সদৃশ বলা হয়, এই জন্য ভক্তগণও রাজার আসন ত্যাগ করিয়া থাকেন, আপনি যে ত্যাগ করিয়াছেন তাহাতে আর কি বক্তব্য আছে? এইস্থলে 'সেবকসমূহ কর্তৃক' এইরূপ শব্দ থাকায় পূর্ব্বে এবং পরে আপনার ভক্ত সম্বন্ধই ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ৩৫ ॥

ত্বৎপাদপদ্মমকরন্দজুষাং মুনীনাং
বর্ত্মাস্ফুটং নৃপশুভির্ননু দুর্ব্বিভাব্যম্।
যস্মাদলৌকিকমিবেহিতমীশ্বরস্য
ভূমংস্তবেহিতমথো অনু যে ভবন্তম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—("অস্পষ্টবর্ত্মানাং পুংসামলোকপথ-মীয়ুষাম্" ইতি যদুক্তং তদপি তথৈব ইত্যাহ) ত্বৎ-পাদপদ্মমকরন্দজুষাং (ত্বদীয়পদকমলমাধুর্য্যং সেব-মানানাং) মুনীনাং (মুনিজনানাং সমীপে অপি তব) বর্ত্ম (আচরিত্যাদিকম্) অস্ফুটম্ (অপ্রকাশিত তত্ত্বং তে অপি তৎ যথার্থতঃ জ্ঞাতুং ন সমর্থাঃ ইত্যর্থঃ) নৃপশুভিঃ (নরাকারৈঃ পশুভিঃ বিষয়াসক্তৈঃ ইত্যর্থঃ তৎ তব বর্ত্ম) ননু (নিশ্চিতমেব) দুর্ব্বিভাব্যং (বোদ্ধুং অশক্যং ভবতি, কিং পুনর্বক্তব্যং অস্ফুট-

মিতি, কিঞ্চ) ভূমন্, অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ,) যস্মাৎ (হেতোঃ) যে (ভক্তাঃ) ভবন্তং (ত্বাম্) অনু (অনুবর্ত্তন্তে তেষামপি) ঈহিতং (চেষ্টিতম্) অলৌকিকং ইব (প্রতিভাতি) অথো (অতঃ) ঈশ্বরস্য (সর্ব্বলোকেশ্বরস্য) তব ঈহিতং (চেষ্টিতং অলৌকিকমিতি কিমু বক্তব্যম্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনি যে লৌকিকপন্থার অনুবর্ত্তী নহেন এবং অজ্ঞাত আচরণসমূহ ধারণ করেন বলিয়াছেন, তাহাও যথার্থ, যে-হেতু ভবদীয় পদকমলমকরন্দসেবী মুনিজনের নিকটেও আপনার আচরণসমূহ অপ্রকাশিত রহিয়াছে, সুতরাং নরাকৃতি পশুগণের পক্ষে উহা নিশ্চয়ই দুর্ব্বোধ্য, বিশেষতঃ হে ভূমন্, যে ভক্তগণ, আপনার অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের আচরণই অলৌকিক বলিয়া প্রতিভাত হয় ; সুতরাং নিখিল জগতের অধীশ্বর আপনার আচরণ অলৌকিক না হইবে কেন ? ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—'অস্পষ্টবর্ত্ম না'মিতি যদুক্তং তদপি তথেত্যাহ,—ত্বদিতি । নন্বিতি নিশ্চয়ে । 'অলোকপথমীয়ুষা'মিতি যদুক্তং তদপি সত্যমেবেত্যাহ,—যস্মাদলৌকিকং লোকাতীতমেব তবেহিতং অথো অতএব ভবন্তমনুবর্ত্তন্তে যে তেষামপীহিতমলৌকিকমেব ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি যে বলিয়াছেন 'অস্পষ্ট পথে আমরা চলি' তাহাও সত্য। এইস্থলে ননু শব্দের অর্থ নিশ্চয়। আপনি যে বলিয়াছেন—আলোকপথ অর্থাৎ লৌকিক পথের অনুবর্ত্তী নহেন, তাহাও সত্য, যেহেতু অলৌকিক অর্থাৎ লোকাতীত পথই আপনার ইষ্ট । অতএব আপনার পথ যাহারা অনুশরণ করে তাহাদেরও অলৌকিক পথই কাম্য ॥৩৬

———

নিষ্কিঞ্চনো ননু ভবান্ ন যতোঽস্তি কিঞ্চিদ্-
যস্মৈ বলিং বলিভুজোঽপি হরন্ত্যজাদ্যাঃ ।
ন ত্বাং বিদন্ত্যসুতৃপোঽন্তকমাঢ্যতান্ধাঃ
প্রেষ্ঠো ভবান্ বলিভুজামপি তেঽপি তুভ্যম্ ॥৩৭

অন্বয়ঃ—("নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্ নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ । তস্মাৎ প্রায়েণ নহ্যাঢ্যাঃ মাং ভজন্তি সুমধ্যমে", ইতি শ্লোকোক্তং দোষত্রয়ং পরিহরতি) বলিভুজঃ (অন্যতঃ পূজ্যাঃ) অজাদ্যাঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) অপি যস্মৈ (ভবতে) বলিং (পূজাং) হরন্তি (দদতি সঃ) ভবান্ যতঃ (যদ্ব্যতিরিক্তং) কিঞ্চিৎ (অন্যৎ কিঞ্চিদপি) ন অস্তি (ন বিদ্যতে অতএব) ননু (নিশ্চিতং) নিষ্কিঞ্চনঃ (নাস্তি কিঞ্চিৎ অপি ভিন্নতয়া যস্মাৎ সঃ তাদৃশঃ, এতদর্থে এব ভবান্ নিষ্কিঞ্চনপদবাচ্যঃ ন তু দারিদ্রলক্ষণং নিষ্কিঞ্চনত্বং সর্ব্বেশ্বরস্য তব ভবতি ইত্যর্থঃ, "নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়া" ইত্যত্র তৎপুরুষেণ বহুব্রীহিণা বা নিন্দা স্যাদিতি স্বয়মপ্যুভয়থা স্তৌতি) ভবান্ বলিভুজাং (ব্রহ্মাদীনাম্) অপি প্রেষ্ঠঃ (প্রিয়তমঃ) তে (বলিভুজঃ ব্রহ্মাদয়ঃ) অপি তুভ্যং (তব প্রেষ্ঠাঃ ভবন্তি "তস্মাৎ প্রায়েণ নহ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে", ইত্যস্য উত্তরমাহ) আঢ্যতান্ধাঃ (আঢ্যতয়া অন্ধাঃ জনাঃ) ত্বা (ত্বাম্) অন্তকং (সর্ব্বসংহারকং) ন বিদন্তি (জানন্তি, অতঃ তে) অসুতৃপঃ (অসূন্ ইন্দ্রিয়ান্যেব তর্পয়ন্তি ইতি তাদৃশাঃ ভবন্তি, ন তু ত্বাং ভজন্তীত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি—"আমরা নিষ্কিঞ্চন" ইত্যাদি যে সমুদয় বাক্য বলিয়াছেন তাহাও যথার্থ । যেহেতু, অন্যের নিকট হইতে যাঁহারা পূজা লাভ করেন, সেই ব্রহ্মাদিও যাঁহার পূজা করেন, তাদৃশ আপনি ব্যতিরেকে আর কিঞ্চিৎ বস্তু না থাকায় আপনি নিষ্কিঞ্চন-স্বরূপ । আপনি ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রিয় এবং তাঁহারাও আপনার প্রিয়, সুতরাং আপনি যে নিজকে 'নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়' বলিয়াছেন তাহা নিজেই বিবেচনা করুন । আপনি যে বলিয়াছেন, ধনিগণ প্রায়ই আমার পূজা করে না, তাহা যথার্থ ; যেহেতু তাহারা আঢ্যতাবশতঃ অন্ধ হইয়া অন্তকরূপী আপনাকে জানিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণেই রত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—"নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্ব"দিতি যদুক্তং তত্রাহ—নিষ্কিঞ্চন ইতি । নিরিতি নিষেধে । নাস্ত্যধিকং কিমপি বস্তু যস্মাৎ স নিষ্কিঞ্চনস্ত্বং যদ্বা, সর্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ । ন বিদ্যতে কিঞ্চন ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য যশোবলজ্ঞানবৈরাগ্যাদিকং, কিন্তু সর্ব্বাংশিত্বাৎ সম্পূর্ণমেব যস্য সঃ । দরিদ্রত্বান্নবিদ্যতে কিঞ্চনাপি যস্য স ইত্যর্থস্তু ত্বয়ি ন ঘটত ইত্যাহ,—যস্মৈ ইতি । "তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তী"তি যদুক্তং

তত্রাহ,—নেতি। আঢ্যতয়া অন্ধা অতএবাসুতৃপঃ স্বপ্রাণতর্পকা বহির্ম্মুখাস্ত্বামন্তকং দণ্ডকর্ত্তারং নৈব বিদন্তি কুতো ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ। "নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়া" ইতি যদুক্তং তত্র তৎপুরুষসমাসমাশ্রিত্য কৈমুত্যেনাহ,—প্রেষ্ঠ ইতি। ভবান্ বলিভুজামপি সকামানামপি ব্রহ্মাদীনাং প্রেষ্ঠঃ কিমুত নিষ্কিঞ্চনানাং নিষ্কামভক্তানাং প্রেষ্ঠ ইতি বহুব্রীহিমাশ্রিত্যাহ,—তেঽপি সকামভক্তা অপি তুভ্যং তব প্রিয়াঃ কিমুত নিষ্কামভক্তাঃ, নিষ্কিঞ্চনজনাঃ ন যেষাং ভজনাদন্যচ্চিকীর্ষিতমভীপ্সিতং জিজ্ঞাসিতঞ্চ কিঞ্চিত্তে জ্ঞেয়া নিষ্কিঞ্চনা বুধৈরিতি পৌরাণিকোক্তের্ভক্তবাচিত্বে নিষ্কিঞ্চনশব্দো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি যে বলিয়াছেন 'আমরা নিত্য নিষ্কিঞ্চন। তাহার উত্তরে বলি—নির্ ইহার অর্থ—নিষেধ, তাহা হইলে যাহা হইতে কোনবস্তুই অধিক নাই, তিনি নিষ্কিঞ্চন—সেই আপনি। অথবা এইস্থলে সর্ব্ব বিভক্তিক তম্ প্রত্যয় যাহা হইতে অধিক ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, যশ, বল, জ্ঞান, বৈরাগ্য আদি কাহারও নাই তিনি নিষ্কিঞ্চন। কিন্তু সকলের অংশী বলিয়া যিনি সম্পূর্ণই তিনি নিষ্কিঞ্চন। নিষ্কিঞ্চন এর অর্থ যাহার কিছুই নাই সেই দরিদ্র এই অর্থ আপনাতে প্রযুক্ত হয় না। এইজন্য আপনি বলিয়াছেন —ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ প্রায়ই আমাকে ভজন করে না। তাহার উত্তরে বলি—ধনাঢ্য হেতু তাহারা অন্ধ, নিজের প্রাণকেই পোষণ করে, বহির্ম্মুখ তাহারা যমদণ্ডকর্ত্তা আপনাকে জানে না, ভজন আর কি করিয়া করিবে। আপনি বলিয়াছেন—নিষ্কিঞ্চন জনপ্রিয়—এইস্থলে তৎপুরুষ সমাস করিয়া কৈমুতিক ন্যায়ে বলিতেছি—আপনি নিষ্কিঞ্চন জনগণের প্রিয়তম। আপনি সকাম ব্রহ্মাদিরও প্রিয়তম, নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিষ্কামভক্তগণের প্রিয়তম। বহুব্রীহী সমাস ধরিয়া সকাম ভক্তগণও আমার প্রিয়, নিষ্কাম ভক্তগণের কথা আর কি বলিব। নিষ্কিঞ্চন জন অর্থাৎ ভজন ব্যতীত যাহাদের অন্য কিছুতেই অভিলাষ নাই এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়ও কিছু নাই—তাহারাই নিষ্কিঞ্চন, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—পৌরাণিকগণের উক্তিতে নিষ্কিঞ্চন শব্দ ভক্ত অর্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥৩৭

———

ত্বং বৈ সমস্তপুরুষার্থময়ঃ ফলাত্মা
যদ্বাঞ্ছয়া সুমতয়ো বিসৃজন্তি কৃৎস্নম্।
তেষাং বিভো সমুচিতো ভবতঃ সমাজঃ
পুংসঃ স্ত্রিয়াশ্চ রতয়োঃ সুখদুঃখিনোর্ন ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(বলিভুজামপি ভবান্ প্রেষ্ঠ ইত্যত্র হেতুং বদন্তী "যয়োরাত্মসমং বিত্তম্" ইত্যনেনোক্তং অনৌচিত্যং পরিহরতি) বিভো, (হে সর্ব্বেশ্বর,) ত্বং বৈ (ত্বমেব) সমস্তপুরুষার্থময়ঃ (সমস্তাঃ যে পুরুষার্থাঃ) তন্ময়ঃ (তৎপ্রাচুর্য্যবান্) ফলাত্মা (পরমানন্দরূপঃ ভবসি, এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি শ্রুতেঃ) যদ্বাঞ্ছয়া (যস্য তব বাঞ্ছয়া আশয়া) সুমতয়ঃ (সদ্বুদ্ধিসম্পন্নাঃ জনাঃ) কৃৎস্নং (নিখিলং কাম্যবিষয়ং) বিসৃজন্তি (উপেক্ষন্তে অতঃ) ভবতঃ সমাজঃ (সেব্যসেবকলক্ষণসম্বন্ধঃ) তেষাং (সুমতীনামেব) সমুচিতঃ (লব্ধুং যোগ্যো ভবতি) রতয়োঃ (পরস্পরং আসক্তয়োঃ অতএব) সুখদুঃখিনোঃ (তৎকৃতসুখদুঃখযুক্তয়োঃ তদাকুলয়োঃ) পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ চ (ভবতঃ সমাজ সমুচিতঃ) ন (ন ভবতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বেশ্বর, আপনি নিখিল পুরুষার্থময় এবং ফলাত্মা। আপনার লাভের জন্য সুধী পুরুষগণ নিখিল বিষয় উপেক্ষা করিয়া থাকেন, অতএব আপনার সহিত তাদৃশ পুরুষগণেরই সম্বন্ধ সুসঙ্গত, পরস্পর আসক্ত সুখদুঃখভাগী পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের আপনার সহিত সম্বন্ধ সমুচিত হয় না ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—"যয়োরেব সমং বিত্ত"মিত্যাদি যদুক্তং তত্তু ত্বত্তোঽন্যত্রৈব নতু ত্বয়ি সম্ভবেদিত্যাহ,—ত্বমিতি। ফলাত্মা ফলস্বরূপঃ। সমাজঃ সেব্যসেবকলক্ষণসম্বন্ধঃ। স তু নারায়ণলক্ষ্ম্যোরপি ত্বদস্মদাদ্যোরপি। নতু প্রাকৃতস্য পুংসঃ স্ত্রিয়াশ্চ মিথো রতয়োঃ ॥৩৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি যে বলিয়াছেন যাহাদের মধ্যে সমান বিত্ত তাঁহাদের সঙ্গে বিবাহ আদি কর্ত্তব্য, এই কথা আপনার ব্যতীত অন্যত্রই সম্ভব, কিন্তু আপনাতে সম্ভব নয় তাহাই বলিতেছেন—আপনি সকল পুরুষার্থের ফলস্বরূপ। সমাজ অর্থাৎ সেব্য-সেবকরূপ সম্বন্ধ কিন্তু তাহা লক্ষ্মীনারায়ণের ও

আপনার আমারও। কিন্তু প্রাকৃত পুরুষের সম্বন্ধেও স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে পরস্পর রতি সম্বন্ধে নহে ॥৩৮॥

ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব
আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি।
হিত্বা ভবদ্ভ্রুব উদীরিতকালবেগ-
ধ্বস্তাশিষোঽব্জভবনাকপতীন্ কুতোঽন্যে ॥৩৯

অন্বয়ঃ—(ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধেত্যস্য পরিহারং করোতি) ন্যস্তদণ্ডমুনিভিঃ (ন্যস্তঃ দণ্ডঃ যৈঃ তৈঃ মুনিভিঃ সন্ন্যাসিভিঃ) গদিতানুভাবঃ (গদিতঃ কীর্ত্তিতঃ অনুভাবঃ মাহাত্ম্যং যস্য সঃ) ত্বং (ভবান্) জগতাম্ আত্মা (সর্ব্বান্তর্য্যামী) আত্মদঃ (আত্মপর্য্যন্তপ্রদঃ) চ ইতি (এবং জ্ঞাত্বৈব) ভবদ্ভ্রুবঃ (ভবতঃ ভ্রুবঃ সকাশাৎ) উদীরিতকালবেগধ্বস্তাশিষঃ (উদীরিতঃ যঃ কালঃ তস্য বেগঃ তেন ধ্বস্তাঃ আশিষঃ কামাঃ যেষাং তান্) অব্জভবনাকপতীন্ (অব্জঃ ব্রহ্মা, ভবঃ শিবঃ নাকপতয়ঃ ইন্দ্রাদয়ঃ তান্) হিত্বা (পরিত্যজ্য) মে (ময়া) বৃতঃ (পতিত্বেন গৃহীতঃ) অসি অন্যে (চৈদ্যাদয়ঃ বরাকাঃ) কুতঃ (কিমু বক্তব্যং এতেন "ত্বয়াদীর্ঘসমীক্ষয়া" ইতি দোষঃ পরিহৃতঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—ত্যক্তদণ্ড মুনিগণই আপনার অনুভাব অবগত আছেন। আপনি জগতের অন্তর্য্যামী এবং আপনার ভজনকারিগণকে আপনাকে পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন,—ইহা জানিয়াই আমি আপনার ভ্রূসঞ্জাত কালবেগে বিনষ্ট-আশীষ ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে বরণ করিয়াছি ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—"ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধে"তি যদুক্তং তত্র ভিক্ষুশব্দার্থং ব্যাচক্ষাণা ভিক্ষুশ্লাঘৈব সর্ব্বোৎকর্ষ ইত্যাহ,—ত্বমিতি। ন্যস্তদণ্ডেতি ত এব ভিক্ষব উচ্যন্ত ইতি ভাবঃ। গদিতানুভাবঃ শ্লাঘিতপ্রভাবঃ। আত্মা পরমাত্মেতি যদর্থং সর্ব্বং প্রিয়ং জাতং তেষামাত্মনামপ্যাত্মনস্তব শ্লাঘা, ন মুধেত্যতো মুধেতি ত্বদুক্তিরেব মুধেতি ভাবঃ। জগতামাত্মদ ইতি জগদ্বর্ত্তিজনেভ্যঃ অপি ভজন্তভ্যস্তুমাত্মানমপি দদাসীতি জ্ঞাত্বৈব মে ময়া ত্বং বৃতোঽসি। তদপি যদুক্তং ত্বয়া "বৈদর্ভ্যেতদবিজ্ঞায়" ইতি তন্মমেদং বিচক্ষণং জ্ঞানমজ্ঞাত্বৈবেতি ভাবঃ। ভবতো ভ্রুবঃ সকাশাদুদীরিতো যঃ কালস্তস্য বেগেন ধ্বস্তা আশিষো যেষাং তান্ ব্রহ্মাদীনপি বিহায় ত্বং বৃতোঽসি, কুতোঽন্যে বরাকাস্তদপি যদুক্তং ত্বয়া অদীর্ঘ সমীক্ষয়েতি তন্মম দীর্ঘসমীক্ষামপ্যবিজ্ঞায়েবোক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি যে বলিয়াছেন 'নারদাদির ন্যায় ভিক্ষুকগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া অর্থবিষয়ে আপনি মুগ্ধ হইয়াছেন'। তাহার উত্তরে বলি—ভিক্ষু শব্দের অর্থ—যাহারা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন—অতএব ভিক্ষুগণের প্রশংসাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহারা দণ্ড ত্যাগ করিয়াছেন তাহারাই ভিক্ষু। প্রশংসিত অনুভাব অর্থাৎ প্রশংসিত প্রভাব। আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, যাহার জন্য সকলবস্তুই প্রিয় হইয়াছে। সেই পরমাত্মা সকলেরও আত্মা আপনি প্রশংসনীয়। আমি মুগ্ধা নহি, অতএব আমাকে মুগ্ধা বলিয়া যে আপনার উক্তি ঐ উক্তিই মুগ্ধা, জগতের আত্মপ্রদ অর্থাৎ জগৎবাসীজনগণেরও এবং ভজনকারীগণেরও প্রতি আপনি নিজেকেও প্রদান করেন—ইহা জানিয়াই আমি আপনাকে বরণ করিয়াছি। ইহার পরও যে আপনি বলিয়াছেন—হে বিদর্ভরাজকন্যা! তুমি না জানিয়াই আমাকে বরণ করিয়াছ—তাহা আমার বিচক্ষণতারূপ জ্ঞান আপনি না জানিয়াই বলিয়াছেন। আপনার ভ্রুভঙ্গী হইতে উত্থিত যে কাল তাহার বেগের দ্বারা নষ্ট যাহাদের আশীর্ব্বাদ সমূহ, সেই সেই ব্রহ্মাদিকেও ত্যাগ করিয়া আপনাকে বরণ করিয়াছি। তোমা হইতে অন্য সকলে অতি ক্ষুদ্র ইহাও যে বলিয়াছেন—তাহাও সুষ্টু বিচার না করিয়া, তাহা আমার দীর্ঘবিচারও আপনি না জানিয়াই বলিয়াছেন ॥৩৯॥

জাড্যং বচস্তব গদাগ্রজ যস্তু ভূপান্
বিদ্রাব্য শার্ঙ্গনিনদেন জহর্থ মাং ত্বম্।
সিংহো যথা স্ববলিমীশ পশূন্ স্বভাগং
তেভ্যো ভয়াদ্যদুদধিং শরণং প্রপন্নঃ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—(স্বাজ্ঞানং পরিহৃত্য পুরুষান্তরগুণবর্ণনপ্রদীপ্তকোপসংরম্ভেণ তস্মিন্নেবাজ্ঞানমাপাদয়তি) গদাগ্রজ, (হে শ্রীকৃষ্ণ, হে) ঈশ, সিংহঃ পশূন্ (ইত-

রান্ প্রাণিনঃ) বিদ্রাব্য (পরাভূয়) যথা (যদ্বৎ) স্ববলিং (নিজভোগ্যং বস্তু হরতি তথা) যঃ ত্বং তু শার্ঙ্গনিনদেন (ধনুঃশব্দেন) ভূপান্ (জরাসন্ধাদীন্) বিদ্রাব্য (পরাভূয়) স্বভাগং (শ্রিয়ং) মাং জহর্থ (হৃতবান্ তস্য) তব তেভ্যঃ (রাজভ্যঃ) ভয়াৎ উদধিং (সমুদ্রং) শরণম্ (আশ্রয়ং) প্রপন্নঃ (প্রাপ্তোহস্মীতি) যৎ বচঃ (বাক্যং তৎ) তু জাড্যং (মান্দ্যং, ন ঘটতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, হে ঈশ, সিংহ যেরূপ ইতর প্রাণিগণকে পরাজিত করিয়া নিজ ভোজ্য হরণ করে, সেইরূপ আপনিও ধনুর্নিনাদে রাজগণকে পরাভূত করিয়া নিজভোগ্যা আমাকে হরণ করিয়াছিলেন, অতএব আপনি ঐ রাজগণের ভয়ে সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, একথা অসঙ্গত ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ — তদেবমকস্মান্মানাখ্যস্থায়িভাবোদয়বতী স্বজ্ঞানসমীক্ষয়োরজ্ঞানং তস্মিন্নেব ব্যঞ্জনয়া বৃত্ত্যা উক্ত্বাপি পুনঃ পুরুষান্তরগুণবর্ণন-প্রদীপ্তকোপেনাভিধয়াপি তস্মিন্নজ্ঞানং সসংরম্ভভ্রূকুটিকুটিলকটাক্ষং স্পষ্টয়ন্ত্যেবাহ—জাড্যমিতি। জাড্যময়মিত্যর্থঃ। যস্ত ত্বং ভূপান্ বিদ্রাব্য স্বভাগং মাং শ্রিয়ং জহর্থ তেভ্যো ভয়াদুদধিং শরণং প্রপন্নস্ত্বমিতি যত্তব বচো ভাষণং তত্তব জাড্যং অজ্ঞানজ্ঞাপকমিত্যর্থঃ। ননু চ পূর্ব্বকোপনয়া ত্বয়া "সত্য ভয়াদিব গুণেভ্য উরুক্রমান্তঃ শেতে সমুদ্র" ইত্যনেন তদ্বচঃ সত্যমেব সমাহিতমিতি চেৎ সত্যং তন্মামপি জাড্যমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে অকস্মাৎ মান নামক স্থায়ীভাব উদয় হইলে পর সজ্ঞান ও সমীক্ষার অজ্ঞান তাহাতেই ব্যঞ্জনা বৃত্তিদ্বারা বলিয়াও পুনঃরায় অন্যপুরুষের গুণবর্ণন হইতে কোপ প্রদীপ্ত হইয়া অভিধাবৃত্তিদ্বারাও তাহাতে অজ্ঞান ক্রোধের সহিত ভ্রূভঙ্গী ও কুটিল কটাক্ষ স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া রুক্মিণীদেবী বলিতেছেন—'জাড্যং' ইত্যাদি। ইহার অর্থ জাড্যময়। আপনি যে বলিয়াছেন 'রাজগণকে পরাজিত করিয়া নিজভাগ লক্ষ্মীরূপী তোমাকে হরণ করিয়াছি এবং সেই রাজগণের ভয়ে সমুদ্রমধ্যে আশ্রয় লইয়াছি' এই যে আপনার ভাষণ তাহা আপনার জড়তা অর্থাৎ অজ্ঞান প্রকাশক। যদি বলেন, পূর্ব্বে ক্রোধ না করিয়া তুমি বলিয়াছিলে 'হে উরুক্রম! সত্যই আপনি গুণসমূহ হইতে ভীত হইয়া সমুদ্রে শয়ন করিতেছেন' এই যে আপনার বাক্য তাহা সত্যই সমাধান করিয়াছেন—ইহা যদি বলেন, সত্যই তাহা আমারও জড়তা ইহা জানিবেন ॥ ৪০ ॥

যদ্বাঞ্ছয়া নৃপশিখামণয়োঽঙ্গবৈণ্য-
জায়ন্তনাহুষগয়াদয় ঐক্যপত্যম্।
রাজ্যং বিসৃজ্য বিবিশুর্বনমম্বুজাক্ষ
সীদন্তি তেঽনুপদবীং ত ইহাস্থিতাঃ কিম্ ॥৪১

অন্বয়ঃ— (যচ্চান্যদস্পষ্টবর্ত্মনামিত্যাদিনা অর্থাৎ ত্বাং ভজন্তঃ সীদন্তীত্যবসাদনং শ্রমাবহত্বমুক্তং তদপি মন্দমেবেত্যাহ) অম্বুজাক্ষ, (হে কমলনয়ন,) যদ্বাঞ্ছয়া (যস্য তব ভজনবাঞ্ছয়া) অঙ্গবৈণ্যজায়ন্তনাহুষঃ গয়াদয়ঃ (অঙ্গঃ বেণস্য পিতা বৈণ্যঃ বেণপুত্রঃ পৃথুঃ জায়ন্ত ভরতঃ নাহুষঃ যযাতিঃ গয়ঃ তে আদয়ঃ যেষাং তে) নৃপশিখামণয়ঃ (নৃপোত্তমাঃ) ঐকপত্যম্ (একাধিপত্যযুক্তং একচ্ছত্রং) রাজ্যং বিসৃজ্য (পরিত্যজ্য) বনং বিবিশুঃ (প্রবিষ্টাঃ) তে (এতে রাজানঃ) তে (তব) অনুপদবীং (মার্গম্) আস্থিতাঃ (আশ্রিতাঃ সন্তঃ) সীদন্তি কিং (ক্লিশ্যন্তি কিং ন তু সীদন্তি, অপি তু তৎপদং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে কমললোচন, যাঁহার ভজন কামনায় অঙ্গ, পৃথু, ভরত, যযাতি ও গয় প্রভৃতি উত্তম নরপতিগণ একচ্ছত্র রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন; সেই আপনার মার্গ অনুসরণ করিয়া উক্ত রাজগণ ক্লেশগ্রস্ত হইয়াছিলেন কি? ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—যত্ত্বয়োক্তং অস্মৎপদবীমাস্থিতাঃ প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিত ইতি তদপি জাড্যমিত্যাহ,—যদ্বাঞ্ছয়েতি। জায়ন্তো ভরতঃ। তে তব পদবীং আশ্রিতাস্তে রাজানঃ কিং সীদন্তি কিং তে নির্ব্বুদ্ধয়ঃ। যতো বয়ং রাজকন্যাঃ নির্ব্বুদ্ধয়ঃ সীদাম ইতি ত্বয়োচ্যতে ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি যে বলিয়াছেন 'আমাদের পথে আসিয়া স্ত্রীগণ প্রায়ই দুঃখ পাইতেছে' তাহাও আপনার জড়তাপূর্ণ বাক্য, ইহাই বলিতেছেন 'যদ্বাঞ্ছয়া' ইত্যাদি। জায়ন্ত অর্থাৎ ভরত, তিনি আপনার

পথে আশ্রিত হইয়াছিল, সেই রাজগণ কি দুঃখ পাইতেছেন ? তাহারা কি বুদ্ধিহীন। যেহেতু রাজকন্যা আমরা বুদ্ধিহীন, অতএব দুঃখ পাইব—ইহা আপনি বলিতেছেন ॥ ৪১॥

———

কান্যং শ্রয়েত তব পাদসরোজগন্ধ-
মাঘ্রায় সন্মুখরিতং জনতাপবর্গম্।
লক্ষ্ম্যালয়ন্ত্ববিগণয্য গুণালয়স্য
মর্ত্ত্যা সদোরুভয়মর্থবিবিক্তদৃষ্টিঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(যচ্চোক্তমথাত্মনোঽনুরূপমিতি তত্রাহ) গুণালয়স্য (গুণানাং আলয়স্য আশ্রয়স্য) তব সন্মুখরিতং (সদ্ভিঃ আত্মারামৈরপি মুখরিতং স্তুতং) জনতাপবর্গং (জনতায়াঃ অপবর্গং মোক্ষরূপং) লক্ষ্ম্যালয়ং (লক্ষ্ম্যাঃ আলয়ং তৎসেব্যং) পাদসরোজগন্ধং (পাদপদ্মস্য ঈষৎ গন্ধমপি) আঘ্রায় (কথঞ্চিৎ লব্ধা) তু অবিগণয্য (পশ্চাৎ তং অনাদৃত্য) মর্ত্ত্যা (মানুষী) অর্থবিবিক্তদৃষ্টিঃ (অর্থে বিবিক্তা দৃষ্টিঃ যস্যাঃ তথাভূতা সতী) কা (কা নাম কন্যা) সদোরুভয়ং (সদা উরুভয়ং যস্য তং তাদৃশম্) অন্যং পুরুষান্তরং শ্রয়েত (ভজেত ন কাপীত্যর্থঃ) ॥৪২॥

অনুবাদ—নিখিল গুণাশ্রয় আপনার পাদপদ্মসৌরভ আত্মারাম পুরুষগণেরও প্রশংসিত, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরও সেব্য এবং জনসমূহের মোক্ষ স্বরূপ। মনুষ্যলোকে কোন রমণী একবার উহা লাভ করিলে তাহার অনাদরপূর্ব্বক অর্থকামনায় নিরন্তর মহাভয়গ্রস্ত মরণশীল পুরুষান্তরের আশ্রয় করিতে পারে ? ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—যচ্চোক্তং অথাত্মনোরূপং বৈ ভজস্বেতি তত্রাহ,—কান্যমিতি দ্বাভ্যাম্। আঘ্রায়েতি যা ত্বদীয়ং যশো ন শ্রুতবতী সা অন্যং শ্রয়তু নামেতি ভাবঃ। সদ্ভির্মরৈরিব মুখরিতং স্তুতং জনতায়া জনমাত্রস্যাপি শ্রবণাদিভিরপবর্গসাধকম্। অবিগণয্য অবিজ্ঞায় মর্ত্ত্যা মানুষীতি রাক্ষসপ্রেতাদিকন্যা ত্বন্যামাশ্রয়তামিতি ভাবঃ। অন্যং কীদৃশং সদোরুভয়ং অর্থবিবিক্তদৃষ্টিরিত্যবিচারান্ধা তু শ্রয়ত্বিতি ভাবঃ। গুণালয়স্যেত্যনেন গুণৈর্হীনা ইতি যদুক্তং তদপি পরাহতম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি যে বলিয়াছেন 'অনন্তর তুমি নিজ অনুরূপ পতিকে ভজন কর। তাহার উত্তরে দুইটি শ্লোকে বলিতেছি—কোন রাজকন্যা আপনার চরণ কমলের গন্ধ আঘ্রাণ না করিয়া আপনার যশ শ্রবণ না করিয়া সে অন্যপতিকে আশ্রয় করুক। ভ্রমরের ন্যায় সাধুগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত আপনার যশ জনগণের মধ্যে একজনও কর্ণ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা মোক্ষ সাধক, না জানিয়া মনুষ্যকন্যা, রাক্ষস প্রেত আদির কন্যা আপনাকে বিনা অন্যকে আশ্রয় করুক, অন্যে কেমন ? সর্ব্বদা মহাভয়ে ভীত, বিচারহীন অন্ধ, তাহারাই অন্যকে আশ্রয় করুক, গুণালয় এই শব্দদ্বারা গুণহীন যে বলিয়াছেন—তাহাও পরাজিত হইল ॥ ৪২ ॥

———

তং ত্বানুরূপমভজং জগতামধীশ-
মাত্মানমত্র চ পরত্র চ কামপূরম্।
স্যান্মে তবাঙ্ঘ্রিররণং সৃতিভির্ভ্রমন্ত্যা
যো বৈ ভজন্তমুপযাত্যনৃতাপবর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ ত্বমেবাহং অভজমিত্যাহ) অনুরূপম্ (অনুকূলং) জগতাং অধীশং (নিয়ন্তারম্) আত্মানং (সর্ব্বান্তর্য্যামিনম্) অত্র চ (ইহলোকে) পরত্র চ (পরলোকে চ) কামপূরং (সর্ব্বকামপ্রদায়কং) তং (তাদৃশং) ত্বা (তাম্) (অহম্) অভজম্ (আশ্রিতবতী) অনৃতাপবর্গঃ (অনৃতস্য সংসারস্য অপবর্গ নাশো যস্মাৎ তাদৃশঃ) যঃ (যস্তুং) ভজন্তং (ভক্তং জনম্) উপজাতি বৈ (আত্মসাৎ করোতি তস্য) তব অঙ্ঘ্রিঃ (শ্রীচরণঃ) সৃতিভিঃ (দেবতির্য্যগাদিভিঃ জন্মভিঃ) ভ্রমন্ত্যাঃ (ইতস্ততঃ ভ্রমণশীলায়াঃ অপি) মে (মম) অরণং (শরণং) স্যাৎ (ভবতু, জন্মজন্মান্তরে অপি ত্বমেব মে পতির্ভূয়াঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অতএব আমি সর্ব্বতোভাবে অনুকূল, জগদীশ্বর, সর্ব্বান্তর্য্যামী এবং ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদাতা আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি। আপনি সেবকগণের সংসারবন্ধন বিনাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আপনার নিকট গ্রহণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য আপনার এই পাদপদ্ম জন্ম-জন্মান্তরেও আমার শরণ হউক ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—অহন্তু শ্রুতচরত্বদ্‌গুণ মানুষ্যকন্যা বিচারবতীত্যতস্ত্বামেবাভজমিত্যাহ,—তমিতি। যত অনুরূপং আত্মানং পরমাত্মনস্তব ভজনমুচিতমেবেত্যর্থঃ। স্বস্য লীলামানুষীত্বমেবাকস্মাদতিদৈন্যোদয়ে কর্ম্মমানুষীত্বং মত্বা তত্তজনং প্রার্থয়তে। স্যাদিতি সৃতিভির্বিবিধজন্মভির্ভ্রমন্ত্যা অপি মে 'শ্রুতিভি'রিতি পাঠে তবান্যত্রাবতারে সীতাদীনাং ত্যাগস্য শ্রবণৈরত্র চ গোপীনাং, তথাদ্যেবৈতাদৃশবচনশ্রবণৈশ্চ ভ্রমন্ত্যা বিবিধশঙ্কাময়ং ভ্রমং প্রাপ্নুবত্যা অপি যস্তবাঙ্ঘ্রিঃ ভজন্তমুপযাতি কৃপয়া তৎসমীপং স্বয়মেবায়াতি। অনৃতস্য বিবিধভ্রমস্যাপবর্গো নাশো যস্মাৎ সঃ তেন তবাঙ্ঘ্রি পদ্মমেবাস্মদাদীনাং সুখদং সমরসঞ্চ শরণং ভূয়ান্নতু মুখপদ্মং যৎ খলু বিষয়রসমেব কদাচিন্মারকং বিষমপ্যুদ্‌গিরতি কদাচিৎ সঞ্জীবকমমৃতমপীতি দ্যোতিতম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি কিন্তু আপনার গুণ শ্রবণকারিণী মনুষ্যকন্যা বিচারবতী, অতএব আপনাকেই আশ্রয় করিয়াছি। যেহেতু আমার অনুরূপ আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা আপনাকে ভজন করা উচিতই। আপনার লীলা মনুষ্য সদৃশই, অকস্মাৎ অতিদৈন্য উদয়ে নিজেকে 'কর্ম্মমানুষ' মনে করিয়া তাহার ভজন প্রার্থনা করিতেছেন। বিবিধ জন্মে ভ্রমণ করিতে করিতেও আমার 'শ্রুতিভিঃ' এই পাঠ ধরিলে আপনার অন্য অবতারে সীতাদিকে পরিত্যাগ শ্রবণ করিয়াছি, এই অবতারেও গোপীগণকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেইরূপ আজও এইরূপ বাক্য শ্রবণদ্বারা বিবিধ আশঙ্কাময় ভ্রমযুক্ত হইয়াও আপনার চরণ কমল ভজন করিতে যাইতেছি। কৃপাপূর্ব্বক আপনার নিকটে স্বয়ংই আসিতেছি। মিথ্যারূপ বিবিধ ভ্রমের নাশ যাহা হইতে হয় সেই আপনার চরণকমলই আমাদিগের সুখপ্রদ ও সমরস আশ্রয় হউক। যে বিষয়রসকেই কখনও মারকবিষকেও উদ্‌গীরণ করে, কখনও মৃতসঞ্জিবনী অমৃতকেও উদ্‌গীরণ এমন আপনার মুখপদ্মকে আশ্রয় করিতে চাই না ॥ ৪৩ ॥

তস্যাঃ স্যুরচ্যুত নৃপা ভবতোপদিষ্টাঃ
স্ত্রীণাং গৃহেষু খরগোশ্ববিড়ালভৃত্যাঃ।
যৎকর্ণমূলমরিকর্ষণ নোপযায়াদ্-
যুষ্মৎকথা মৃড়বিরিঞ্চিসভাসু গীতা ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যে চোক্তা রাজ্ঞাং বহবো গুণাঃ "রাজপুত্রীপ্সিতা ভূপৈর্লোকপালবিভূতিভি"রিত্যাদিনা তত্র সের্ষ্যং সশাপং সাঙ্গুলিভঙ্গঞ্চাহ শ্লোকদ্বয়েন) অরিকর্ষণ, (হে শত্রুবিনাশন) অচ্যুত, (হে শ্রীকৃষ্ণ) মৃড়বিরিঞ্চিসভাসু (মৃড়ঃ শম্ভুঃ বিরিঞ্চিঃ ব্রহ্মা তয়োঃ সভাসু) গীতা (নিরন্তরং কীর্ত্তিতা) যুষ্মৎকথা (ভবচ্চরিতবার্ত্তা) যৎকর্ণমূলং (যস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কর্ণপ্রান্তমপি) ন উপযায়াৎ (ন গচ্ছেৎ) তস্যাঃ (স্ত্রিয়াঃ এব) স্ত্রীণাং (কামিনীনাং) গৃহেষু খরগোশ্ববিড়ালভৃত্যাঃ (খরাঃ গর্দ্দভা ইব কেবলং ভারবাহাঃ গাবঃ বলীবর্দ্দা ইব নিত্যং ব্যাপারক্লিষ্টাঃ শ্বানঃ ইব অবমতাঃ বিড়ালাঃ ইব কৃপণাঃ হিংস্রাশ্চ ভৃত্যাঃ কিঙ্করা ইব বর্ত্তমানাঃ) ভবতা উপদিষ্টাঃ (পূর্ব্বং কথিতাঃ) নৃপাঃ (রাজানঃ পতয়ঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে শত্রুবিনাশন, অচ্যুত, ব্রহ্মা মহেশ্বরের সভায় নিরন্তর কীর্ত্তিত ভবদীয় চরিত-বৃত্তান্ত যে নারীর কর্ণপ্রান্তে উপস্থিত হয় নাই, তাদৃশ রমণীজনের গৃহে গর্দ্দভ, গো, অশ্ব, বিড়াল ও ভৃত্যের ন্যায় অবস্থিত পূর্ব্ব-কথিত রাজগণকেই তাহারা পতিরূপে প্রাপ্ত হউক্ ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—যে চোক্তা রাজ্ঞাং বহবো গুণাঃ, রাজপুত্রীপ্সিতা ভূপৈর্লোকপালবিভূতিভিরিত্যাদিনা, তত্র সের্ষ্যং সশাপং সাঙ্গুলিস্ফোটং চাহ,—তস্যা ইতি দ্বাভ্যাম্। খরা গর্দ্দভা ইব তৎপাদতাড়িতাঃ গাবো বলীবর্দ্দা ইব ভারবহনাদিব্যাপারক্লিষ্টাঃ। শ্বান ইব তদ্‌গৃহপালনার্থং, তদন্যেষু বৈরকারিণঃ বিড়ালা ইব তদুচ্ছিষ্টভোজিনঃ, ভৃত্যা ইব তদ্দাস্যকারিণো নৃপাস্তস্যা অধমায়াঃ পতয়ঃ স্যুঃ। যস্যাঃ কর্ণপথং ত্বৎকথা ন প্রাপ্নুয়াৎ। হে অরিকর্ষণ, মমারীন্ শিশুপালাদীন্ অন্তকনগরীং প্রতি কর্ষসি ত্বমিত্যর্থঃ ॥৪৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি যে বলিয়াছেন 'রাজগণের বহুগুণ রাজকন্যাগণের অভিলষিত অর্থাৎ লোকপাল ইন্দ্রাদির বিভূতিস্বরূপ রাজগণের' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। তাহার উত্তরে ঈর্ষার সহিত অভিশাপ দিয়া অঙ্গুলি স্ফোট শব্দ করিতে করিতে রুক্মিণীদেবী দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—গর্দভসমূহের ন্যায় পদ-

তাড়িত হইয়া এবং গাভীগণ বৃষভকে যেমন অর্থাৎ ভার বহনাদি ব্যাপারে ক্লেশযুক্ত, কুকুরের ন্যায় নিজ গৃহ পালকের জন্য, তদ্ভিন্ন লোকের সহিত শত্রুতা আচরণকারী, বিড়ালের ন্যায় তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী, ভৃত্যের ন্যায় তাহার দাস্যকারীগণের রাজগণ তাহার অধমা স্ত্রীগণের পতি হউক। যাহাদের কর্ণপথে আপনার কথা প্রবেশ করে নাই। হে শত্রু-বিজয়ী! আমার শত্রু শিশুপালআদিকে যমপুরীর দিকে আকর্ষণকারী আপনি ॥ ৪৪ ॥

ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্ত-
র্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতম্‌।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া
যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—যা স্ত্রী তে (তব) পদাব্জমকরন্দং (পদকমলমাধুর্য্যং) অজিঘ্রতী (ন আঘ্রাতবতী, কদাপি ন উপলব্ধবতীত্যর্থঃ) বিমূঢ়া (বিশেষেণ মূঢ়া সা স্ত্রী) কান্তমতিঃ (অয়ং মে কান্তঃ পতিঃ ইতি মতিঃ জ্ঞানং যস্যাঃ সা তথাভূতা সতী, স্বামিবুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ) ত্বক্‌-শ্মশ্রু-রোম-নখ-কেশ-পিনদ্ধং (বহিঃ ত্বগাদিভিঃ পিনদ্ধং আচ্ছন্নং তথা) অন্তঃ (শরীরাভ্যন্তরে) মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতং (মাংসাদিময়ং) জীবচ্ছবং (জীবিতশবতুল্যং কলেবরং যস্য তং পুরুষাধমং) ভজতি (সেবতে) ॥৪৫॥

অনুবাদ—যে স্ত্রীলোক কখনও ভবদীয় পদকমলমকরন্দ আঘ্রাণ করে নাই, সেই রমণীই চর্ম্ম, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশাচ্ছন্ন এবং অভ্যন্তরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত, বায়ুময় জীবিত শবতুল্য শরীরধারী পুরুষাধমকে স্বামী জ্ঞানে সেবা করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—"স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়”-মিত্যাদি প্রমাণতো বস্তুতস্ত স্ত্রীণাং সার্ব্বকালিকীনামপি **ত্বমেব** পতিস্তদপি যা ত্বদন্যং পতিং ভজতি, সা প্রেতমেব **রময়ন্তী** ভজন্তীত্যাহ—ত্বগিতি। ত্বগাদিভির্বহিঃ **পিনদ্ধমন্যথা** দৌর্গন্ধ্যাদ্যাক্রুষ্টমক্ষিকাদিকীটকোটিভির্ব্যাপ্তঃ স্যাদিতি ভাবঃ। অন্তর্মাংসাদিময়ং জীবং তমেব শবং কান্তোঽয়মিতি মতির্যস্যাঃ সৈব মূঢ়া ভজতি। মৌঢ্যমেবাহ,—তে সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বেন প্রসিদ্ধস্য তব পদাব্জস্য মকরন্দং মাধুর্য্যং পৌরাণিকজনপ্রভঞ্জনৈঃ সর্ব্বত্রৈব প্রসারিতমপ্যজিঘ্রতী ॥৪৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তিনিই পতি হউন, যিনি অকুতোভয় যাহার কোথাও হইতে ভয় নাই'—এই সকল প্রমাণ হইতে বস্তুত সার্ব্বকালিক স্ত্রীগণের আপনিই পতি। তথাপি যে কন্যা আপনাকে ব্যতীত অন্যপতিকে ভজনা করে, সেই কন্যা প্রেতকেই আনন্দদান করে ও ভজন করে ইহাই বলিতেছেন—একটি মনুষ্যদেহে বাহিরে চর্ম্ম, গোঁফ, রোম, নখ, কেশদ্বারা আচ্ছাদিত, অন্তরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত, বায়ু ভর্ত্তি এমন শ্বাসযুক্ত জীবিত মরা-মানুষকে মনোনীত পতি মনে করিয়া যাহারা ভজন করে তাহারাই মূঢ়া। বাহিরে নরদেহের চর্ম্মাদিরদ্বারা আচ্ছাদন না থাকিলে দুর্গন্ধ দ্বারা আকৃষ্ট মক্ষিকা আদি কোটি কোটি কীটদ্বারা আচ্ছন্ন হইবে। ঐ কন্যাগণের মূঢ়তাই বলিতেছেন—তাহারা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ প্রসিদ্ধ আপনার চরণকমলের মাধুর্য্য-রসযুক্ত পৌরাণিক জনগণ কর্ত্তৃক মধুচক্র আনিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিলেও সেই মধুর আস্বাদন যে কন্যাগণ পায় নাই তাহারাই আপনাকে ভিন্ন অন্যকে পতি বলিয়া ভজন করে ॥ ৪৫ ॥

অস্ত্বম্বুজাক্ষ মম তে চরণানুরাগ
আত্মন্‌ রতস্য ময়ি চানতিরিক্তদৃষ্টেঃ।
যর্হ্যস্য বৃদ্ধয় উপাত্তরজোঽতিমাত্রো
মামীক্ষসে তদু হ নঃ পরমানুকম্পা ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদুক্তম্‌ "উদাসীনা বয়ম্‌" ইত্যাদিনা তত্রাহ) অম্বুজাক্ষ, (হে কমললোচন) ময়ি চ (ময্যপি) অনতিরিক্তদৃষ্টেঃ (ন অতিরিক্তা অন্যেভ্যঃ অধিকা দৃষ্টিঃ যস্য তস্য অন্যলোকসাধারণদৃষ্টিসম্পন্নস্য ইত্যর্থঃ) আত্মন্‌ রতস্য (আত্মন্যেব রতস্য) তে (তব) চরণানুরাগঃ (চরণয়োঃ অনুরাগঃ আসক্তিঃ) মম অস্ত (স এব মম পরমো লাভঃ ইত্যর্থঃ কিঞ্চ) যর্হি (যদা) অস্য (বিশ্বস্য) বৃদ্ধয়ে (বৃদ্ধ্যর্থম্‌) উপাত্তরজোঽতিমাত্রঃ (উপাত্তা গৃহীতা রজসঃ অতিমাত্রা ঔৎকণ্ঠ্যং যেন সঃ তথাভূতঃ সন্‌) মাং ঈক্ষসে

(পশ্যসি) তৎ উ (তদেব) হ (ইতি হর্ষে) নঃ (অস্মাকং মম ইত্যর্থঃ) পরমানুকম্পা (অত্যনুগ্রহঃ ভবতি) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে কমললোচন, যদিও আপনি আমার প্রতি অন্যলোকসাধারণ দৃষ্টি-সম্পন্ন এবং আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত, তথাপি আপনার শ্রীপাদপদ্মে আসক্তিই আমার পরম লাভ-স্বরূপ; বিশেষতঃ যৎকালে এই বিশ্বের বৃদ্ধির জন্য অতিমাত্র রজোগুণের অবলম্বন সহকারে আপনি আমাকে নিরীক্ষণ করেন, তৎকালে উহাই আমার পক্ষে পরম অনুগ্রহ হইয়া থাকে ॥৪৬॥

বিশ্বনাথ—যদুক্তমুদাসীনা বয়মিতি তত্র তদুদাসীনতানুসন্ধানমাত্রেণৈব স্থানস্থায়িভাবোপশান্তৌ সত্যামতিদৈন্যসমুদ্রে নিমজ্জন্ত্যেবাহ,—অস্ত্বিতি। যদ্যপি ত্বং নিরপেক্ষস্তদপি মম তে চরণানুরাগোঽস্তু ময়ি তবৌদাসীন্যমুচিতমেবেত্যাহ,—আত্মন্ রতস্যাত্মারামস্য অতএব যথা তে জগত্যস্মিন্নুদাসীনা দৃষ্টিস্তথৈব ময়ি চ অনতিরিক্তা অতোঽনধিকা দৃষ্টির্যস্য তস্য। কিঞ্চ, যর্হি অস্য বিশ্বস্য বৃদ্ধয়ে উপাত্তা রজসোঽতিমাত্রা ঔৎকট্যং যেন সঃ তথাভূতঃ সন্ মাং ঈক্ষসে। উ এবার্থে। হ হর্ষে। তদেব নঃ পরমানুকম্পা। তদেবাহং পরমং স্বসৌভাগ্যমভিমন্যে ইতি ভাবঃ। অয়মর্থঃ। "তথাহমপি ত্বচ্চিত্তো নিদ্রাং চ ন লভে নিশী"তি ত্বদ্বচনান্ময়ি তবাসক্তিঃ। উদাসীনা বয়মিতি বচনাদৌদাসীন্যঞ্চ দৃশ্যতে। তস্মান্ময়ি ভবানাসজ্জতে চেদহং তে পরমান্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিরেবাত এবাত্মারামোঽপি ময্যাত্মভূতায়াং রমত এব ময্যুদাস্তে চেদহং তে বহিরঙ্গা শক্তির্গুণপ্রকৃতিরেবেত্যতো ময়ি তবোভয়ত্বমিব ত্বয্যপি মমোভয়ত্বমিতি ॥৪৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি যে বলিয়াছেন 'আমরা উদাসীন' তাহার উত্তরে বলি ঐ উদাসীনতার অনুসন্ধানমাত্রেই স্থান স্থায়ীভাব উপশান্তি হইলে পর অতি দৈন্য-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াই রুক্মিণীদেবী বলিতেছেন—তাহাই হউক, যদিও আপনি নিরপেক্ষ, তথাপি আমার পক্ষে আপনার চরণে অনুরাগ থাকুক, আমার প্রতি আপনার ঔদাসীন্য উচিতই, আপনি আত্মারাম, অতএব যেমন আপনার জগতের প্রতি ঔদাসীন্য দৃষ্টি, সেইরূপ আমাতেও অতিরিক্ত না হউক। অতএব অধিক দৃষ্টি আপনার না হউক। আর বলি যেমন এই বিশ্বের বৃদ্ধির নিমিত্ত রজগুণ গ্রহণ করিয়া আপনি অতিশয় উৎকট মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেইরূপ হইয়া আমাকে দেখিতেছেনই। হর্ষে বলিতেছেন—তাহাই আমাদের প্রতি পরম অনুগ্রহ, তাহাকেই আমি পরম নিজ সৌভাগ্য মনে করি। এইরূপ অর্থ—'রুক্মিণীদেবীর ন্যায় আমিও তাঁহার প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাই না' এই আপনার বাক্য হইতে আমার প্রতি আপনার আসক্তি, আর উদাসীনাবয়ং ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আমার প্রতি আপনার উদাসীনতাও দেখা যাইতেছে। অতএব আমাতে আপনি আসক্তচিত্ত যদি হন, তাহা হইলে আমি আপনার পরম অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিই। অতএব আপনি আত্মারাম হইয়াও আত্মভূতা আমাতে আনন্দলাভ করেন, যদি আমি আপনার বহিরঙ্গা শক্তির গুণমায়া হই, তাহা হইলে আমাতে আপনার উভয় প্রকার অর্থাৎ উদাসীন্য ও আসক্তি আছে, আপনাতেও আমার আসক্তি ও উদাসীনতা উভয়ই আছে ॥৪৬॥

নৈবালীকমহং মন্যে বচস্তে মধুসূদন।
অম্বায়া এব হি প্রায়ঃ কন্যায়াঃ স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥৪৭

অন্বয়ঃ—(তদেবং সর্ব্বং তদুক্তং প্রতিব্যাখ্যায় প্রসন্নচিত্তা মন্ত্রমুপদিশন্তী আহ) মধুসূদন, (হে শ্রীকৃষ্ণ) অহং তে (তব) বচঃ ('অনাত্মনোঽনুরূপম্' ইত্যাদি বচনং) অলীকং (মিথ্যেতি) ন এব মন্যে যতঃ লোকে) অম্বায়াঃ (কাশীরাজকন্যায়াঃ যথা শাল্বে রতিঃ জাতা তথা) কন্যায়াঃ এব হি প্রায়ঃ (প্রায়শঃ) ক্বচিৎ (কস্মিংশ্চিৎপুরুষে) রতিঃ (আসক্তিঃ) স্যাৎ (ভবেৎ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হে মধুসূদন, আপনি যে আমাকে নিজের যোগ্য অন্য কাহাকেও বরণ করিতে বলিয়াছেন, তাহা অলীক নহে, যেহেতু কাশীরাজকন্যা অম্বার শাল্বের প্রতি আসক্তির ন্যায় কন্যাগণের বিবাহের পূর্ব্বেই প্রায় কোনও পুরুষের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—অথবা মম স্ত্রীজাতিত্বান্মামেব লক্ষ্মীকৃত্যান্যাসাং স্ত্রীণাং স্বভাবং ব্যাখ্যায় পুরুষান্ পরান্ ভবানশিক্ষয়দিত্যাহ,—নৈবেতি। যথাত্মনোঽনুরূপ

মিত্যাদি তে বচঃ অলীকং ন মন্যে যতো লোকে কন্যায়া অপি কুচিদ্রতির্ভবতি যথা কাশীরাজকন্যানাং অম্বাম্বালিকাম্বিকানাং তিসৃণাং মধ্যে অম্বায়াঃ কন্যায়াঃ অপি শাল্বে রতির্জাতা ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অথবা আমি স্ত্রীজাতিহেতু আমাকে লক্ষ্য করিয়া অন্য স্ত্রীগণের স্বভাব ব্যাখ্যা-দ্বারা অন্য পুরুষগণকে আপনি শিক্ষা দিতেছেন। যেমন 'নিজ অনুরূপ পতিকে ভজন কর' ইত্যাদি আপনার বাক্য মিথ্যা নহে, ইহা আমি মনে করি। যেহেতু এই জগতে কন্যাগণেরও কোথাও কোথাও বিবাহের পূর্ব্বে অন্যত্র আসক্তি হয়, যেমন কাশি-রাজকন্যা অম্বা অম্বালিকা ও অম্বিকা এই তিনজনের মধ্যে অম্বা কন্যারও শাল্বের প্রতি আসক্তি হইয়াছিল ॥ ৪৭ ॥

ব্যূঢ়ায়াশ্চাপি পুংশ্চল্যা মনোঽভ্যেতি নবং নবম্।
বুধোঽসতীং ন বিভৃয়াৎ তাং বিভ্রদুভয়চ্যুতঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—ব্যূঢ়ায়াঃ (পরিণীতায়াঃ) অপি পুংশ্চল্যাঃ (দুশ্চারিণ্যা স্ত্রিয়াঃ) মনঃ (চিত্তং) নবং নবং (পুরুষম্) অভ্যেতি (কাময়তি অতঃ) বুধঃ (প্রাজ্ঞো জনঃ) অসতীং (কন্যাং) ন বিভৃয়াৎ (ন পত্নীত্বেন গৃহ্ণীয়াৎ যতঃ) তাম্ (অসতীং) বিভ্রৎ (স্বীকুর্ব্বন্) উভয়-চ্যুতঃ (উভয়স্মাৎ ইহ পরলোকদ্বয়াৎ চ্যুতঃ ভ্রষ্টো ভবতি) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—দুশ্চারিণী স্ত্রী পরিণীতা হইলেও নূতন নূতন পুরুষের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, অতএব প্রাজ্ঞ পুরুষ অসতীকে বিবাহ করিবেন না; যে হেতু, তাদৃশী কন্যার গ্রহণে পুরুষ ইহলোক এবং পরলোকে পতিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্বদেব ব্যূঢ়ায়া অপি। উভয়স্মাৎ লোকদ্বয়াৎ। বুধো বিজ্ঞ এব, ত্বন্তু সর্ব্বজ্ঞ এব মাং পূর্ব্বমেবাত্যজ্ঞ এব যদি মাং তাদৃশীমজ্ঞাস্যা ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইরূপই বিবাহিত স্ত্রীগণেরও (দ্বিচারিণী) ইহ পরলোক হইতে পতিত, বিজ্ঞ-ব্যক্তিই তাহাকে ভরণ-পোষণ করিবে না। আপনিই কিন্তু সর্ব্বজ্ঞই আমাকে পূর্ব্বেই জানিয়াছেন। যদি আমাকে দ্বিচারিণী জানিতেন ॥ ৪৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

সাধ্ব্যেতচ্ছ্রোতুকামৈস্ত্বং রাজপুত্রি প্রলম্ভিতা।
ময়োদিতং যদন্বাত্থ সর্ব্বং তৎ সত্যমেব হি ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) সাধ্বি, (হে সৎশীলে) রাজপুত্রি, (হে বৈদর্ভি) এতৎ (এতাদৃশ ত্বদ্‌বচনং) শ্রোতুকামৈঃ (শ্রোতুং ইচ্ছদ্ভিঃ অস্মাভিঃ) প্রলম্ভিতা (পূর্ব্ববচনৈঃ উপহসিতা) ত্বং ময়া উদিতং ("রাজপুত্রীপ্সিতাভূপৈঃ" ইত্যাদিনা কথিতং) যৎ অন্বাত্থ (অন্বাখ্যাতবতী) তৎ সর্ব্বং (তবান্বাখ্যানং) সত্যং (যথার্থম্) এব হি (ভবতি) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে সাধ্বি, রাজ-পুত্রি, এতাদৃশ বাক্য শ্রবণের অভিলাষেই আমি তোমাকে পরিহাস করিয়াছিলাম। তুমি আমার উক্তিসমূহের যে অনুকথন করিয়াছ তাহা বস্তুতঃই যথার্থ হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রোতুকামৈরস্মাভিরিতি, বহুবচনেন পরিহসিতুং তৎসখ্যোঽপি কাশ্চিৎ ক্রোড়ীকৃতাঃ। অত্র ন তু 'অস্মদোদ্বয়োশ্চে'তি বহুবচনং প্রাপ্নোতি 'সবি-শেষণানাং প্রতিষেধ' ইতি তন্নিষেধাৎ তত্রাপ্যস্ম-চ্ছব্দোঽত্রাধ্যাহৃত এব। যদ্বা, শ্রোতুকামৈর্মৎ কর্ণে-ন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহৈরেব মদ্দ্বারা প্রলম্ভিতা উপহসিতা অনু অনন্তরং আত্থ মদুক্তিমেব প্রকারান্তরেণ ব্যাখ্যাসি ব্যাখ্যাতবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—এই সকল কথা তোমার মুখ হইতে শুনিবার ইচ্ছায় আমরাও পরিহাস করিয়াছিলাম। এইস্থলে বহুবচন বলার উদ্দেশ্য রুক্মিণীর পরিচারিকাগণের মধ্যে কাহাকেও ধরিয়া লইয়া। এইখানে কিন্তু বিশেষণ-যুক্ত বাক্যের মধ্যে বহুবচন নিষেধ থাকায় এবং অস্মদ্ শব্দ এইখানে অধ্যাহার করা হইয়াছে। অথবা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক এই স্থলে বহুবচন প্রয়োগের কারণ আমার কর্ণেন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহের দ্বারা এবং আমার দ্বারা পরিহাস করা হইয়াছে তৎপরে

আমার উক্তিসমূহকেই তুমি প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করিয়াছ ॥ ৪৯ ॥

যান্ যান্ কাময়সে কামান্ ময্যকামায় ভামিনি।
সন্তি হ্যেকান্তভক্তায়াস্তব কল্যাণি নিত্যদা ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভামিনি, (হে কান্তে,) কল্যাণি, (হে মঙ্গলরূপে) অকামায় (কামনিবৃত্তয়ে) যান্ যান্ কামান্ (আশিষঃ) কাময়সে (প্রার্থয়সি ত্বমিতি-শেষঃ) ময়ি (মদ্‌বিষয়ে) একান্তভক্তায়াঃ (অনন্য-প্রয়োজনভক্তিযুক্তায়াঃ) তব (তে কামাঃ) নিত্যদা (সর্ব্বদা) সন্তি হি (বর্ত্তন্তে এব) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—হে কল্যাণি, প্রিয়তমে, তুমি কাম নিবৃত্তির জন্য যে সকল আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছ, মদীয় একান্ত ভক্ত তোমার ঐ সকল সর্ব্বদাই বর্ত্ত-মান আছে ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—পরমসন্তুষ্টেনাপি ময়া তুভ্যং কো বরো দেয় ইত্যাহ,—যান্ যান্ কামান্ মৎপরিচর্য্যা-লক্ষণান্ কাময়সে। কিমর্থং ময়ি অকামায় কাম-ভিন্নায় প্রেম্নে প্রেমার্থমিত্যর্থঃ। ময়ি কীদৃশে কামিনি কাময়মানে। 'ভামিনি' ইতি পাঠে হে কোপবতি, যতঃ কৃত্রিমবাক্যেন মৎপরিচর্য্যাপ্রাতিকূল্যে সতি মহাকোপমকার্ষীরিতি ভাবঃ। অত্র একান্তভক্তায়া ইত্যনেন কামানিত্যস্য কামায়েত্যস্য চ অন্যার্থকতা পরাহতা ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরম সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে কি বর দান করিব—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতে-ছেন—যে যে আমার পরিচর্য্যা রূপ বাসনা কর—কি জন্য আমাতে কামভিন্ন প্রেমসেবার জন্য, আমি কেমন কামিনী অর্থাৎ প্রার্থী, ভামিনী এই পাঠ ধরিলে হে কোপবতী! যেহেতু কৃত্রিম বাক্যদ্বারা আমার পরিচর্য্যার প্রতিকূল হওয়াতে মহাকোপ করিয়াছ। এইস্থলে একান্ত ভক্তা এই পদদ্বারা কামসমূহ ইহার অর্থ, কামনার জন্য, ইহার অন্য অর্থ বৰ্জ্জিত হইল ॥ ৫০ ॥

উপলব্ধং পতিপ্রেম পাতিব্রত্যঞ্চ তেঽনঘে।
যদ্বাক্যৈশ্চাল্যমানায়া ন ধীর্ময্যপকর্ষিতা ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘে, (হে শুদ্ধশীলে) যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ) বাক্যৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ মদ্‌বচনৈঃ) চাল্যমানায়াঃ (বিক্ষিপ্যমানায়াঃ অপি) তে (তব) ময়ি (মদ্‌বিষয়ে বর্ত্তমানা) ধীঃ (মতিঃ) ন অপ-কর্ষিতা (নান্যবিষয়া জাতা তস্মাৎ তব) পতিপ্রেম (পতিবিষয়কঃ অনুরাগঃ) পাতিব্রত্যং (পতিপরায়ণতা) চ উপলব্ধং (ময়া জ্ঞাতম্) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে শুদ্ধশীলে, যে হেতু, আমি পূর্ব্বোক্ত বচনসমূহে তোমাকে বিক্ষিপ্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেও তোমার মতি আমার বিষয়ে বিচ্যুত হয় নাই, সেই জন্য তোমার পতিপ্রেম এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিশেষ-রূপে জানিতে পারিয়াছি ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌যস্মাদ্বাক্যৈঃ প্রেমভঙ্গপ্রতিপাদক-বচনৈর্ময়া চাল্যমানায়া অপি তব ধীর্ময়ি প্রকৃষ্ট-প্রেমময়ী বুদ্ধির্নাপকর্ষিতা যৎকিঞ্চিদপকর্ষমপি ন প্রাপ্তা কিমুত ভঙ্গং, যতঃ প্রেম্নো লক্ষণং সাক্ষাদনু-ভূতমিতি ভাবঃ। যদুক্তং,—"সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥" ইতি। হে অনঘে, ন তিষ্ঠত্যঘম-পরাধো দাসীনামপি যস্যামিত্যতঃ প্রেয়সো মমায়ম-পরাধঃ ক্ষন্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু বাক্যসমূহের দ্বারা অর্থাৎ প্রেমভঙ্গ প্রতিপাদক বাক্যসমূহেরদ্বারা তোমাকে পরিহাস করিলেও তোমার বুদ্ধি—আমাতে প্রকৃষ্ট প্রেমময়ী বুদ্ধি খর্ব্বতা লাভ করে নাই, অল্প কিছু খর্ব্বও হয় নাই, সম্পূর্ণ ভঙ্গের কথা আর কি বলিব। যেহেতু প্রেমের লক্ষণ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, প্রেমের লক্ষণ—ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও সর্ব্বপ্রকারে ধ্বংস রহিত পরস্পর নায়ক নায়িকার যে ভাববন্ধন, তাহা-কেই প্রেম বলা হয়। হে অনঘে! অর্থাৎ অপরাধহীন দাসীগণেরও যাহাতে, অতএব প্রিয় আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিও ॥ ৫১ ॥

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্য্যয়া।
কামাত্মানোঽপবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া ॥৫২॥

অন্বয়ঃ—(একান্তভক্তিমভিনন্দ্য তামেব দূতী-

কর্ত্তুং সকামান্ ভক্তান্ নিন্দতি) যে কামাত্মানঃ (বিষয়ভোগচিত্তাঃ সন্তঃ) তপসা (স্বধর্ম্মেণ) ব্রতচর্য্যয়া (চান্দ্রায়ণাদিব্রতাচারেণ) অপবর্গেশং (প্রেমভক্তিপ্রদাতারং) মাং দাম্পত্যে (দম্পত্যুপভোগ্যসুখার্থং) ভজন্তি (আরাধন্তে তে) মম মায়য়া মোহিতাঃ (এব ভবন্তি) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—যাহারা বিষয়ভোগাসক্তচিত্তে তপস্যা এবং ব্রতচর্য্যা দ্বারা প্রেমভক্তিপ্রদাতা আমাকে সাধারণ দাম্পত্যসুখাভিলাষে আরাধনা করে, তাহারা আমার মায়ায় মোহিত হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—সকামভক্তান্ নিন্দতি যে—ইতি। দাম্পত্যে দাম্পত্যায় মৎপতির্মৎসুখদো ভবতু মদ্ভার্য্যা বা মৎসুখদা ভবত্বিতি প্রাকৃতদাম্পত্যুপভোগসুখার্থমিত্যর্থঃ। অপবর্গেশং পঞ্চমস্কন্ধগদ্যানুসৃত্যা প্রেমদাতারম্। যদ্বা, অপকৃষ্টা ভবন্তি বর্গাশ্চত্বারোঽপি যতস্তথাভূতং ঈশং মাম্ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকাম ভক্তগণকে নিন্দা করিতেছেন—দাম্পত্যের জন্য আমার পতি আমার সুখপ্রদ হউক, অথবা আমার ভার্য্যা আমার সুখপ্রদা হউক, এই প্রাকৃত জগতের দাম্পত্য উপভোগসুখের জন্যই 'অপবর্গেশং' অর্থাৎ পঞ্চমস্কন্ধের গদ্য অনুসারে প্রেমদাতাকে। অথবা চারিটি বর্গ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ নিকৃষ্ট হয় যাহা হইতে সেইরূপ ঈশ্বর আমাকে ॥ ৫২॥

মাং প্রাপ্য মানিন্যপবর্গসম্পদং
বাঞ্ছন্তি যে সম্পদ এব তৎপতিম্।
তে মন্দভাগ্যা নিরয়েঽপি যে নৃণাং
মাত্রাত্মকত্বাৎ নিরয়ঃ সুসঙ্গমঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মানিনি, (হে পরমপ্রেমাস্পদে,) যে (যে জনাঃ) অপবর্গসম্পদম্ (অপবর্গেণ সহ সম্পদো যস্মিন্ তং) তৎপতিং (তাসাং সম্পদাঃ অপি অধীশ্বরং) মাং প্রাপ্য (প্রসাদ্য) সম্পদঃ (বিষয়ান্) এব বাঞ্ছন্তি (অভিলষন্তি) যে (বিষয়াঃ) নিরয়ে (অতিনিকৃষ্টযোনৌ) অপি (স্যুঃ ইতি শেষঃ) নৃণাং (বিষয়কামিনাং তেষাং পুংসাং) মাত্রাত্মকত্বাৎ (বিষয়াত্মকত্বাৎ) নিরয়ঃ (নিকৃষ্টযোনিঃ) সুসঙ্গমঃ (শোভনসঙ্গম এব স্যাৎ অতঃ) তে (জনাঃ) মন্দভাগ্যাঃ (স্বল্পভাগ্যাঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—হে মানিনি, অপবর্গ এবং নিখিল সম্পদের অধীশ্বর আমাকে লাভ করিয়াও যাহারা যে সকল বিষয় অতি নিকৃষ্ট যোনিতেও সুলভ, তাদৃশ বিষয়সমূহই প্রার্থনা করিয়া থাকে, ঐ সকল পুরুষের পক্ষে বিষয়াত্মক নিকৃষ্ট যোনিই সুসঙ্গত হইয়া থাকে, অতএব তাহারা মন্দভাগ্য ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি—মামিতি। অপকৃষ্টা বর্গসম্পন্মোক্ষানন্দোঽপি যতস্তং মাং প্রাপ্য সম্পদঃ প্রাকৃতিরেব বাঞ্ছন্তি যতস্তাসামপি পতিং দাতারং তে সম্পদ্বাঞ্ছকাঃ মন্দভাগ্যাঃ। যতো নারকীষ্বপি যোনিষু স্ত্রীসঙ্গাদিবিষয়সুখান্যনায়াসেনৈব লভ্যত ইত্যাহ—যে জীবা নিরয়েঽপি শূকরাদিজাতাবপি বর্ত্তন্তে তেষাং নৃণাং জীবানাং মাত্রাত্মকত্বাৎ বিষয়াত্মকত্বাৎ স স নিরয় এব সুসঙ্গমঃ স্ত্রীসঙ্গাদিসুখসাধকত্বাৎ শোভনসঙ্গমহেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ কথার অর্থই বিস্তার করিয়া বলিতেছেন—মোক্ষের আনন্দও যাঁহার নিকট নিকৃষ্ট হয় সেই আমাকে পাইয়া প্রাকৃত সম্পদ বাঞ্ছা করে, যেহেতু ঐ সকল সম্পদেরও পতি অর্থাৎ দাতাকে সেই সম্পদসমূহ বাঞ্ছাকারীগণ মন্দভাগ্য, যেহেতু নরকসমূহে জন্মলাভ করিয়াও স্ত্রীসঙ্গাদি বিষয়সুখসমূহ অনায়াসেই লভ্য হয়, যে সকল জীব নরকে গিয়াও শূকর আদি জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই সকল জীবমাত্রেরও সেই সেই নরকেই স্ত্রীসঙ্গাদিসুখসাধক সুসঙ্গম অর্থাৎ সুন্দর সঙ্গম হেতু বিষয়সমূহ সেইখানেও লাভ হয় ॥ ৫৩ ॥

দিষ্ট্যা গৃহেশ্বর্য্যসকৃন্ময়ি ত্বয়া
কৃতানুবৃত্তির্ভবমোচনী খলৈঃ।
সুদুষ্করাসৌ সুতরাং দুরাশিষো
হ্যসুম্ভরায়া নিকৃতিং জুষঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) গৃহেশ্বরি, (হে গৃহস্বামিনি) ত্বয়া ময়ি (মদ্‌বিষয়ে) অসকৃৎ (নিরন্তরং) ভবমোচনী (নিষ্কামা) খলৈঃ (দুর্ম্মতিভিঃ) সুদুষ্করা (দুঃখেনাপি কর্ত্তুং অশক্যা তথা) দুরাশিষঃ (দুষ্কা-

মায়া অতএব) অসুন্তরায়াঃ (প্রাণতর্পণপরায়াঃ) নিকৃতিং জুষা (বল্কলপরায়াঃ) স্ত্রিয়াঃ সুতরাং হি (সুতরামেব সুদুষ্করা) অসৌ অনুবৃত্তিঃ (অনুবর্ত্তনং) কৃতা (অনুষ্ঠিতা) দিষ্ট্যা (এতৎ ভদ্রম্) ॥৫৪॥

অনুবাদ—হে গৃহেশ্বরি, নিষ্কামা তুমি যে ভাবে নিরন্তর আমার অনুসরণ করিয়াছ, তাহা দুষ্কামা ইন্দ্রিয়তর্পণরতা বঞ্চনপরায়ণা স্ত্রীগণের পক্ষে দুষ্কর। ইহা মঙ্গলজনক ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—যা ভবমোচনী সংসারবন্ধমোচনী সা ত্বয়া কৃতেতি তব ভয়াভাবাত্ত্বয়ি সা ঋণবত্যেবাভূদন্যৈরেব কৃতা ভবমোচনী ভবেদিতি ভাবঃ। ননু তর্হি খলা অপি মুক্তাঃ স্যুস্তত্রাহ—খলৈরিতি। দুরাশিষঃ দুরভিপ্রায়ায়া অসুন্তরায়াঃ স্বপ্রাণতর্পিণ্যাঃ নিকৃতিং জুষঃ বঞ্চনপরায়াঃ অতিখলায়াঃ স্ত্রিয়াস্তু সুতরামেব সুদুষ্করা ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহা সংসার-বন্ধ-মোচনী তাহা তুমি করিয়াছ, তোমার ভয় নাই, অতএব তোমাতে সংসার মুক্তি ঋণবতী হইয়াছে। অন্যের কৃত ভববন্ধনমোচনী হইবে যদি বল খল ব্যক্তিগণও তাহা হইলে মুক্ত হইয়া যাইবে? তাহার উত্তরে বলি—দুরভিসন্ধিযুক্ত নিজের প্রাণপোষণকারী নারীগণই বঞ্চন পরায়ণা অতি খল স্ত্রীগণ, অতএব তাহারাই সুদুষ্করা। ৫৪ ॥

ন ত্বাদৃশীং প্রণয়িনীং গৃহিণীং গৃহেষু
পশ্যামি মানিনি যয়া স্ববিবাহকালে।
প্রাপ্তান্ নৃপান্ ন বিগণয্য রহোহরো মে
প্রস্থাপিতো দ্বিজ উপশ্রুতসৎকথস্য ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মানিনি, যয়া (ত্বয়া) স্ববিবাহকালে প্রাপ্তান্ (সমাগতান্) নৃপান্ (বিবিধদেশাধিপতীন্) ন বিগণয্য (উপেক্ষ্য) উপশ্রুতসৎকথস্য (উপশ্রুতাঃ সত্যাঃ কথা যস্য তস্য) মে (মম) রহোহরঃ (রহঃ রহস্যং হরতি প্রাপয়তীতি রহোহরঃ গোপ্যসন্দেশহরঃ) দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণঃ) প্রস্থাপিতঃ (প্রেষিতঃ) ত্বাদৃশীং (ত্বৎসদৃশীং) প্রণয়িণীং (প্রেমময়ীং) গৃহিণীং (পত্নীং) গৃহেষু (মদ্‌গেহেষু, সার্ব্বত্রিকেষু গৃহেষু বা কুত্রচিৎ) ন পশ্যামি ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—হে মানিনি, তুমি বিবাহকালে সমাগত রাজগণকে উপেক্ষা করিয়া মদীয় কীর্ত্তি শ্রবণে অনুরাগ সহকারে আমার নিকট গোপনীয় সংবাদবাহক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিয়াছিলে। অতএব তোমার ন্যায় প্রণয়িণী পত্নী কোন গৃহেই দেখিতে পাই না ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—পরন্তু প্রেমবতীনাং মদ্ভার্য্যাণামপি মধ্যে গৃহিণো মম ত্বমেব গৃহিণীশ্রেষ্ঠা ইত্যাহ,—নেতি। মানিনীতি মান আদরঃ হে তদ্বতি রহোবহঃ রহস্যবস্তুপ্রাপকঃ "রহোহতিগুহ্যে সুরতে" ইতি বিশ্বঃ। উপশ্রুতাঃ সত্যঃ কথা যস্য তস্য মম স্থানে ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরন্তু প্রেমবতী আমার ভার্য্যাগণের মধ্যেও গৃহস্বামী আমার তুমি গৃহিণীশ্রেষ্ঠা ইহাই বলিতেছেন—মানিনী অর্থাৎ হে আদরিণী রহবহ অর্থাৎ রহস্যবস্তু প্রাপক, শ্রীনারদাদির নিকট হইতে আমার কথা শুনিয়া আমার নিকট দূতরূপে যে ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়াছিলে ॥ ৫৫ ॥

ভ্রাতুর্বিরূপকরণং যুধি নির্জ্জিতস্য
প্রোদ্বাহপর্ব্বণি চ তদ্বধমক্ষগোষ্ঠ্যাম্।
দুঃখং সমুত্থমসহোঽস্মদযোগভীত্যা
নৈবাব্রবীঃ কিমপি তেন বয়ং জিতাস্তে ॥৫৬

অন্বয়ঃ—যুধি (তব হরণানন্তরং যুদ্ধে) নির্জ্জিতস্য (পরাজিতস্য) ভ্রাতুঃ (তব সহোদরস্য রুক্মিণঃ) বিরূপকরণং (শমশ্রুকেশাদিমুণ্ডনেন বৈরূপ্যজননং তথা) প্রোদ্বাহপর্ব্বণি (অনিরুদ্ধবিবাহে) অক্ষগোষ্ঠ্যাং (দ্যূতসভায়াং) তদ্বধং (তস্য রুক্মিণঃ বধং) চ (তস্মিন্ কালে কালান্তরে বা তদনুস্মরতঃ) সমুত্থং (পুনঃ পুনঃ সমুত্থং) দুঃখং অস্মদযোগভীত্যা (অস্মদাদিভিঃ অযোগঃ বিয়োগঃ তদ্‌ভীতা সতী) ত্বং অসহঃ (সোঢ়বত্যাসি, পরন্তু) কিং অপি (বাক্যং) ন এব অব্রবীঃ (নোক্তবতী) তেন (তাদৃশ সহিষ্ণুতাদিগুণসমূহেনৈব) তে (ত্বয়া) বয়ং জিতাঃ (বশীকৃতাঃ) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—যুদ্ধে তোমার ভ্রাতার বিরূপকরণ ও অনিরুদ্ধের বিবাহোৎসবে দ্যূতসভায় তোমার ভ্রাতার বধ এবং তজ্জনিত দুঃখ এ সমস্ত তুমি আমাদের

বিয়োগভয়ে সহ্য করিয়াছ, পরন্তু কিছুই বল নাই। তাদৃশ সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণেই তুমি আমাদিগকে বশীভূত করিয়াছ ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ— প্রোদ্বাহপর্ব্বণ্যনিরুদ্ধবিবাহে অক্ষ-গোষ্ঠ্যাং দ্যূতসভায়াং তস্য ভ্রাতুর্বধং সমুখং তত্র তত্রাস্মদযোগভীত্যা অস্মাসু ন যুজ্যতে নোচিতী ভব-তীত্যস্মদযোগস্তদ্ভীত্যা কিমপি দুঃখং নৈবাব্রবীঃ কীদৃশং অসহো দুর্ব্বলং কেবলং লোকাপেক্ষৈকহেতু-কত্বাদিতি ভাবঃ। পুনঃ কীদৃশং সমুখং সমুদ্‌যথা স্যাত্তথা তিষ্ঠতীতি তৎ দুঃখং মৎপ্রতিকূলরুক্মি-হিংসনাদতঃ সুখসহিতমেবেত্যর্থঃ। অনেনৈবানিরুদ্ধ-বিবাহানন্তর্যমস্য জ্ঞাতব্যম্ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিবাহ পর্ব্বে অর্থাৎ অনিরুদ্ধ বিবাহে পাশাখেলা সভাতে রুক্মিণীর ভ্রাতার বধ হইয়াছিল! সেই সেই স্থলে আমার সহিত তোমার বিয়োগ ভয়ে, তুমি কিছুই দুঃখ কথা বল নাই। দুর্ব্বল কেবল লোকাপেক্ষাকেই কারণ করিয়া। পুনঃরায় কেমন? আনন্দ যাহাতে হয় সেইরূপ থাকিয়া, সেইখানে তোমার দুঃখ কিরূপ? আমার প্রতিকূল তোমার বড় দাদাকে মারার জন্য সেস্থলে তুমি সুখেই অবস্থান করিয়াছিলে, এইকথার দ্বারাই এই রুক্মিণীর প্রীতি-পরীক্ষা অনিরুদ্ধ বিবাহের পর হইয়াছিল জানিতে হইবে ॥ ৫৬ ॥

দূতস্ত্বয়াত্মলভনে সুবিবিক্তমন্ত্রঃ
প্রস্থাপিতো ময়ি চিরায়তি শূন্যমেতৎ।
মত্বা জিহাস ইদমঙ্গমনন্যযোগ্যং
তিষ্ঠেত তৎ ত্বয়ি বয়ং প্রতিনন্দয়ামঃ ॥৫৭॥

অন্বয়ঃ—(অপিচ হে দেবি) আত্মলভনে (মৎ-প্রাপ্ত্যর্থং) ত্বয়া সুবিবিক্তমন্ত্রঃ (সুষ্ঠুবিবিক্তঃ গুপ্তঃ মন্ত্রঃ রহস্যং যত্র সঃ) দূতঃ প্রস্থাপিতঃ (প্রেরিতঃ, তদানীং) ময়ি চিরায়তি (শ্বো ভাবিনি বিবাহে আগন্তব্যম্ ইতি কৃতে সময়ে কথঞ্চিৎ অপ্রাপ্তবতি সতি) এতৎ (বিশ্বং) শূন্যং মত্বা ইদং অনন্যযোগ্যং (অন্যসমর্পণাযোগ্যম্) অঙ্গং (শরীরং) জিহাসে (ত্যক্তুং ইচ্ছামি ত্যক্ষ্যামীত্যেবং সঙ্কল্প্য ভবতী) তিষ্ঠেত (স্থিতবতী) তৎ (তস্মাৎ) ত্বয়ি (ত্বদ্‌বিষয়ে) বয়ং প্রতিনন্দয়ামঃ (কেবলং প্রহর্ষয়ামঃ, ন তু তৎ প্রতিকর্ত্তুং সমর্থাঃ বয়ং ইতি ভাবঃ) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—হে দেবি, তুমি আমাকে লাভ করিবার জন্য রহস্য গোপনকারী বিশ্বস্ত দূত প্রেরণপূর্ব্বক আমার উপস্থিত হইতে বিলম্ব দেখিয়া এই বিশ্ব শূন্য মনে করিয়া অনন্যভোগ্য নিজ দেহ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলে। অতএব আমরা তোমার প্রতি কেবলমাত্র আনন্দ প্রকাশই করিতেছি, পরন্তু তাদৃশ প্রেমের প্রতিদানে আমাদের সামর্থ্য নাই ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনো মম লভনে লভনায় প্রাপণার্থং ততশ্চ ময়ি চিরায়তি বিলম্বমানে সতি এতদ্বিশ্বং শূন্যং মত্বা ইদমঙ্গম্ অনন্যযোগ্যম্ অজিহাসঃ ত্বং ত্যক্তু-মৈচ্ছঃ। তত্তব কর্ম্ম ত্বয্যেব তিষ্ঠেৎ। ন তৎ প্রতিকর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ, কিন্তু বয়ং প্রতিনন্দয়ামঃ হর্ষয়ন্তীং ত্বাং প্রতি হর্ষয়ামঃ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাকে লাভ করিবার জন্য তুমি যে পত্রসহ ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়াছিলে, তাহার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া তুমি এই জগৎকে শূন্য মনে করিয়া তোমার এইদেহ অন্যের বিবাহ অযোগ্য এই ভাবিয়া দেহত্যাগের ইচ্ছা করিয়াছিলে। সেই তোমার কর্ম্ম একমাত্র তোমাতেই বিদ্যমান, সেইজন্য তোমার প্রতিদান করিতে পারিলাম না, কিন্তু আমরা তোমার আনন্দেই আমরা আনন্দিত ॥ ৫৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ জগদীশ্বরঃ।
স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—জগদীশ্বরঃ ভগবান্ এবং সৌরতসংলাপৈঃ (সুরতনর্ম্মগোষ্ঠীভিঃ) নর-লোকং (মনুষ্যলীলাং) বিড়ম্বয়ন্ (অনুকুর্ব্বন্) স্বরতঃ (আত্মারামোঽপি) রময়া (লক্ষ্মীরূপিণ্যা রুক্মিণ্যা সহ) রেমে (ক্রীড়াং চকার) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ — শ্রীশুকদেব বলিলেন, — জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবম্বিধ সুরত বিষয়ক নর্ম্মবচনে মনুষ্যলীলার অনুকরণ সহকারে স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও লক্ষ্মী-রূপিণী রুক্মিণীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন ॥৫৮॥

তথান্যাসামপি বিভুর্গৃহেষু গৃহবানিব।
আস্থিতো গৃহমেধীয়ান্ ধর্ম্মান্ লোকগুরুর্হরিঃ ॥৫৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রুক্মিণী সংবাদো নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (সর্ব্বপ্রভাবসম্পন্নঃ) লোকগুরুঃ (নিখিলজগদ্‌গুরুঃ) হরিঃ তথা (রুক্মিণীগৃহবৎ) অন্যাসাং (পত্নীনাং) গৃহেষু অপি গৃহবান্ ইব (গৃহস্থ ইব) গৃহ মেধীয়ান্ (গৃহস্থোচিতান্) ধর্ম্মান্ আস্থিতঃ (আচরম্ রেমে) ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্টিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—নিখিল প্রভাবসম্পন্ন জগদ্‌গুরু শ্রীহরি এইরূপ অন্যান্য পত্নীগণের গৃহসমূহেও গৃহস্থজনের ন্যায় গৃহস্থোচিত ধর্ম্মসকলের আচরণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—সৌরতসংলাপৈঃ সুরতসংলাপৈঃ সুরতসম্বন্ধিনর্ম্মসম্বাদৈঃ স্বরত আত্মারামঃ। অতএব রময়া আত্মভূতয়া তয়া রেমে। বিড়ম্বয়ন্ স্বয়ং নরলীলোঽপি স্বসুখদর্শনয়া তিরস্কুর্ব্বন্ তং হীনোপমানং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ ॥ ৫৮-৫৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমেঽস্মিন্ ষষ্টিতমঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্টিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—প্রেমসম্বন্ধি পরিহাস যুক্ত সংবাদ অর্থাৎ পরস্পর আলাপদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম। অতএব নিজ স্বরূপশক্তি'র সহিত আনন্দ উপভোগ করিলেন। স্বয়ং নরলীলাকারী হইয়াও নিজ সুখদর্শন করাইয়া ভগবদ্ বিমুখজনকে তিরস্কার করিলেন ॥ ৫৮-৫৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমস্কন্ধে এই ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্টিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্টিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
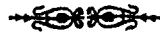
একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

একৈকশস্তাঃ কৃষ্ণস্য পুত্রান্ দশদশাবলাঃ।
অজীজনন্ননবমান্ পিতুঃ সর্ব্বাত্মসম্পদা ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একষষ্টিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র-পৌত্রাদি সন্ততি, অনিরুদ্ধবিবাহে বলরাম কর্ত্তৃক রুক্মীবধ এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্রাদির বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞা তদীয় পত্নীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা নিজগৃহে পাইয়া নিজেকে পতি প্রিয়তমা জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা ভগবানের মনোহররূপ এবং প্রেমালাপে বশীভূত হইয়া মনোহর ভ্রূভঙ্গী অথবা অন্যান্য উপায়সমূহ দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত বিক্ষুব্ধ করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মাদির দুর্জ্ঞেয় শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা নিরন্তর নব-সঙ্গমলালসাপ্রযুক্ত প্রত্যেকের শত শত দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও নিজেরাই ভগবানের দাস্য করিতেন। তাঁহারা প্রত্যেক পত্নীই দশজন করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণেরও বহু পুত্র-পৌত্র হইয়াছিল। রুক্মীকন্যা রুক্মবতীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের ঔরসে অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। রুক্মী শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অবমানিত

হইয়াও ভগিনী রুক্মিণীর প্রীতি সাধনার্থ ভাগিনেয় প্রদ্যুম্নকে নিজ কন্যা এবং অনিরুদ্ধকে পৌত্রী সম্প্রদান করিয়াছিল। কৃতবর্ম্মার পুত্র বলী রুক্মিণীর কন্যা চারুমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহকালে বলদেব, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলে ভোজকট নগরে রুক্মীর গৃহে গমন করিয়াছিলেন। বিবাহ সমাপ্ত হইলে গর্ব্বিত রাজগণ রুক্মীকে বলদেব সহ অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত করে। প্রথমতঃ রুক্মী বলদেবকে পরাজিত করিলে কলিঙ্গরাজ দন্তবিকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। তৎপরে বলদেব জয়লাভ করিলে রুক্মী তাহা অস্বীকার করে। তখন বলদেব জয়ী হইয়াছেন বলিয়া আকাশবাণী হইলেও দুষ্টরাজগণকর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া রুক্মী বলদেবকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতে লাগিল যে, তাহারা গোপাল, সুতরাং গোপালনেই সুনিপুণ, কিন্তু অক্ষক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ। বলদেব এইরূপে অবজ্ঞাত হইয়া ক্রোধে পরিঘপ্রহারে মঙ্গল সভায়ই রুক্মীকে নিহত করিলেন; এবং কলিঙ্গরাজ দন্তবিকাশপূর্ব্বক হাস্য করিতেছিল বলিয়া পলায়নপর তাহাকে ধৃত করিয়া তাহার দন্তসমূহ উৎপাটিত করিলেন। অন্যান্য রাজগণেরও বাহু, উরু এবং মস্তক বিদীর্ণ হওয়ায় তাহারা রক্তাক্ত কলেবরে ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ শ্যালকের নিধন-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রুক্মিণী ও বলদেবের স্নেহ-ভঙ্গভয়ে নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করিলেন এবং বলদেব প্রভৃতি যাদবগণ নবপরিণীতা ভার্য্যার সহিত অনিরুদ্ধকে রথে আরোহণ করাইয়া দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে রাজন্) কৃষ্ণস্য তাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ) অবলাঃ (পত্ন্যঃ) একৈকশঃ (একৈকাঃ) সর্ব্বাত্মসম্পদা (সর্ব্বা যা আত্মনি সম্পৎ তয়া) পিতুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য সকাশাৎ) অনবমান্ (অন্যূনান্) দশদশপুত্রান্ অজীজনন্ (উৎপাদয়ামাসুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত পত্নীগণ প্রত্যেকে সর্ব্বপ্রকার গুণসম্পদে পিতৃতুল্য দশদশ জন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

একষষ্টিতমে কৃষ্ণপুত্রপৌত্রাভিধোচ্যতে।
দ্যূতেঽহন্ রুক্মিণং রামোঽনিরুদ্ধোদ্বাহপর্ব্বণি ॥০॥

তাঃ কৃষ্ণস্যাবলাঃ ভার্য্যাঃ পিতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বা আত্মভূতা স্বরূপভূতা যা সম্পৎ তয়া অনবমান্ অন্যূনান্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ও পৌত্রগণের নাম বলা হইতেছে এবং অনিরুদ্ধের বিবাহ উৎসবে পাশাখেলা সভায় শ্রীবলরাম রুক্মীকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অবলা অর্থাৎ ভার্য্যাগণ পুত্রগণ সকলেই পিতা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সম্পদসমূহদ্বারাও কেহই কমা নহেন ॥ ১ ॥

গৃহাদনপগং বীক্ষ্য রাজপুত্র্যোঽচ্যুতং স্থিতম্।
প্রেষ্ঠং ন্যমংসত স্বং স্বং ন তত্তত্ত্ববিদঃ স্ত্রিয়ঃ ॥২॥

অন্বয়ঃ—রাজপুত্র্যঃ (রাজাদিনন্দিন্যঃ) ন তত্তত্ত্ববিদঃ (ন তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তত্ত্বং আত্মারামত্বং বিদন্তি ইতি তাঃ) স্ত্রিয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণপত্ন্যঃ) গৃহাৎ (স্বস্বগৃহাৎ) অনপগম্ (অগচ্ছন্তং) স্থিতং (সর্ব্বদা তত্রৈবাবস্থিতং) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) স্বং স্বং (প্রত্যেকং নিজমেব) প্রেষ্ঠং (অচ্যুতস্য প্রিয়তমং) ন্যমংসত (নির্দ্ধারয়ামাসুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞ তদীয় পত্নীগণ প্রত্যেকে পতিকে সর্ব্বদা নিজগৃহে স্থিরভাবে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া নিজকে স্বামীর প্রিয়তমা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—গৃহাৎ স্ব স্ব পুরাৎ অনপগং প্রীতিপূর্ব্বকমন্যভার্য্যাপুরাণি ন অপগচ্ছন্তং, কিন্তু অনুরোধবশাদেব কদাচিদেবেতি, বীক্ষ্য আত্মানং স্বং স্বমেব প্রেষ্ঠং পরমসুভগং ন্যমংসত নত্বন্যাজনম্। কিন্তুতর্ক্যযোগমায়য়া সর্ব্বপ্রিয়াজনসুভগতাসম্পাদকং তস্য তত্ত্বং ন বিদন্তীতি তাঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিজ গৃহ হইতে প্রীতিপূর্ব্বক অন্য ভার্য্যার গৃহেও যাইতেন না। কিন্তু অনুরোধ বশেই কদাচিৎই যাইতেন। ভার্য্যাগণ তাহা দেখিয়া নিজ নিজকেই পরমসৌভাগ্যবতী মনে করিতেন অন্য জনকে নহে। কিন্তু অচিন্ত্য যোগ-

মায়া প্রভাবে সকলপ্রিয়জনের সৌভাগ্য-সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ভার্য্যাগণ জানিতেন না ॥ ২ ॥

চার্ব্বব্জকোশবদনায়তবাহুনেত্র-
সপ্রেমহাসরসবীক্ষিতবল্গুজল্পৈঃ ।
সম্মোহিতা ভগবতো ন মনো বিজেতুং
স্বৈর্বিভ্রমৈঃ সমশকন্ বনিতা বিভূম্নঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(আত্মারামত্বং ব্যনক্তি) বনিতাঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য তাঃ পত্ন্যঃ) চার্ব্বব্জকোশ-বদনায়ত-বাহুনেত্রসপ্রেমহাসরসবীক্ষিতবল্গুজল্পৈঃ (ভগবতঃ চার্ব্বব্জকোশবৎ মনোরমপদ্মকোশতুল্যং যৎ বদনং আয়তানি বিস্তৃতানি বাহুনেত্রাণি চ সপ্রেম্না হাসরসেন বীক্ষিতানি অবলোকনানি চ বল্গুজল্পাশ্চ প্রিয়ালাপাশ্চ তৈঃ) সম্মোহিতাঃ (সম্যক্ প্রেম্না কামেন চ মোহিতাঃ সত্যঃ) স্বৈঃ বিভ্রমৈঃ (স্বস্ববিলাসৈঃ) বিভূম্নঃ (পরি-পূর্ণস্য) ভগবতঃ মনঃ বিজেতুং (বশীকর্ত্তুং) ন সমশকন্ (ন সমর্থাঃ বভূবুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—রমণীগণ ভগবানের মনোরম কমল-কোশতুল্য বদনমণ্ডল, সুবিস্তৃত বাহু ও নয়ন, সপ্রেম হাস্যরসযুক্ত দৃষ্টিপাত এবং প্রিয়ালাপে সম্মোহিত হইয়া নিজ নিজ বিলাসসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণস্বরূপ ভগবানের চিত্ত বশীভূত করিতে সমর্থ হ'ন নাই ॥৩॥

বিশ্বনাথ— ভগবদ্বিলাসমাত্রেণাপি বশীভূতানাং তাসাং সমঞ্জসরতিমত্ত্বাৎ প্রেমময়াঃ কামময়াশ্চ বিলাসাঃ সম্ভবন্তি, তত্র কামময়ৈর্বিলাসৈস্তস্যা বশী-ভাবমাহ,—চার্ব্বিতি দ্বাভ্যাম্ । চার্ব্বব্জকোশবদ্বদনঞ্চ আয়তৌ বাহূ আয়তে নেত্রে চ সপ্রেমহাসরসেন বীক্ষি-তানি চ বল্গুজল্পাশ্চ তৈঃ সম্মোহিতাঃ স্বৈঃ স্বীয়ৈ-বিভ্রমৈর্বিলাসৈস্তস্য মনো বিজেতুং ন সমশকন্ । তত্রঃ হেতুঃ বিভূম্নঃ স্বত এব সর্ব্বাপেক্ষণীয়পদার্থপরি-পূর্ণস্য ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের বিলাসমাত্র-দ্বারাই বশীভূত ভার্য্যাগণের সমঞ্জসরতি থাকায় প্রেমময়ী ও কামময়ী বিলাসসমূহ সম্ভব হইত। তন্মধ্যে কামময়ী বিলাসদ্বারা তাহার ভার্য্যার বশীভাব বলা হইতেছে দুইটি শ্লোকদ্বারা। সুন্দর পদ্মকোশের ন্যায় মুখমণ্ডল দীর্ঘবাহু যুগল, বিস্তৃত নয়নযুগল, প্রেমসহ হাস্য রসদ্বারা দর্শন ও বিচিত্র সুন্দর গল্প-সমূহদ্বারা সম্মোহিত হইয়া ভার্য্যাগণ নিজ বিলাস-সমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনকে জয় করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বাভাবিকই সকলের বাঞ্ছনীয় পরিপূর্ণ বস্তু ॥ ৩ ॥

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈ-
র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ষোড়শসহস্রং পত্ন্যঃ তু (স্ত্রিয়ঃ অপি) স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-ভ্রূমণ্ডলপ্রহিত-সৌরত-মন্ত্রশৌণ্ডৈঃ (স্মায়ঃ গূঢ়হসিতং তদ্‌যুক্তঃ অবলোক-লবঃ কটাক্ষ তেন দর্শিতঃ সূচিতঃ ভাবঃ অভিপ্রায়ঃ তেন হারি মনোহরণশীলং যৎ ভ্রূমণ্ডলং তেন প্রহিতাঃ প্রস্থাপিতাঃ যে সৌরতাঃ সুরতবিষয়াঃ মন্ত্রাঃ তেষু শৌণ্ডৈঃ প্রগল্‌ভৈঃ) অনঙ্গবাণৈঃ (অনঙ্গস্য কন্দর্পস্য বাণৈঃ শরৈঃ অন্যৈশ্চ) করণৈঃ (কামশাস্ত্রপ্রসিদ্ধৈঃ উপায়ৈঃ) যস্য (ভগবতঃ) ইন্দ্রিয়ং (মনঃ) বিমথিতুং (ক্ষোভয়িতুং) ন শেকুঃ (ন সমর্থাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ষোড়শসহস্রপত্নীও গূঢ় হাস্য সহকৃত কটাক্ষপাত ও মনোহর ভ্রূভঙ্গী দ্বারা প্রক্ষিপ্ত সুরত-মন্ত্রসমূহে সুনিপুণ কন্দর্পবাণ এবং কামশাস্ত্র প্রসিদ্ধ অন্যান্য উপায়সমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত বিক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হ'ন নাই ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ— তাসাং কামময়ান্ বিভ্রমান্ বিবৃণোতি,—স্মায়েতি। কারণশব্দস্যেন্দ্রিয়বাচকত্বাৎ করণৈ-র্নেত্রৈরনঙ্গবাণৈর্যস্য কৃষ্ণস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং ন শেকুঃ। কীদৃশৈঃ স্মায়ঃ স্মিতং তৎসহিতোঽবলোকলবঃ কটাক্ষস্তেন দর্শিতঃ সূচিতোঽভিপ্রায়স্তেন হারি মনো-হরণশীলং যদ্‌ভ্রূমণ্ডলং তেন প্রহিতাঃ প্রস্থাপিতা যে সৌরতমন্ত্রাস্তেষু শৌণ্ডৈঃ প্রগল্‌ভৈঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বারকার গৃহিণীগণের কাম-ময় বিলাসসমূহ বর্ণন করিতেছেন—'করণ' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, অতএব নয়নসমূহের দ্বারা এবং কাম-বান সমূহের দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়কে বিকারযুক্ত করিতে পারেন নাই। কেমন ? মৃদুহাসি সহিত

দর্শন, কটাক্ষ দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিয়া, তাহার দ্বারা মনোহরণশীল যে ভ্রূমণ্ডল তাহা দ্বারা প্রেরিত যে সুরত মন্ত্রসমূহ তাহাতে প্রবীণ ॥ ৪ ॥

ইত্থং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা
ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্ ।
ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগ-
হাসাবলোকনবসঙ্গমলালসাদ্যম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মাদয়ঃ (সুরেশ্বরাঃ) অপি যদীয়াং পদবীং (যস্য মার্গং) ন বিদুঃ (ন অবগতাঃ) তাঃ স্ত্রিয়ঃ ইত্থং রমাপতিং (শ্রীকান্তং) পতিম্ অবাপ্য (প্রাপ্য) অবিরতং (নিরন্তরং) এধিতয়া (বর্দ্ধমানয়া) মুদা (হর্ষেণ) অনুরাগহাসাবলোকনবসঙ্গমলালসাদ্যম্ (অনুরাগেন হাসঃ অবলোকশ্চ নবসঙ্গমে লালসং ঔৎসুক্যঞ্চ তে আদ্যা যস্য বিভ্রমকদম্বস্য তং) ভেজুঃ (প্রাপুঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার পদবী অবগত নহেন, পূর্ব্বোক্ত রমণীগণ সেই শ্রীপতিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর বৃদ্ধিশীল হর্ষ সহকারে অনুরাগযুক্ত হাস্য দৃষ্টিপাত, নবসঙ্গমলালসা প্রভৃতি বিভ্রমসমূহ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তাসাং প্রেমময়ৈর্বিভ্রমৈস্তদিন্দ্রিয়মথনকারণকং অঙ্গসঙ্গঞ্চাহ,—ইত্থমিতি । অনুরাগঃ প্রেমবিলাসবিশেষস্তন্ময়ো যো হাসাবলোকস্তেন নবঃ নিত্যনূতনঃ সঙ্গমোঽঙ্গসঙ্গশ্চ লালসা তৃপ্ত্যভাবশ্চ তদাদ্যং তদাদিকমনেকবিলাসং স্বকর্তৃকং কৃষ্ণকর্তৃকং বা ভেজুঃ । "তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশী"-তি ভগবদুক্তিজ্ঞাপ্য—"ঈক্ষিতোঽন্তঃপুরস্ত্রীণাং সব্রীড়স্মিতবীক্ষিতৈঃ । কৃচ্ছ্রাদ্বিসৃষ্টো নিরগাজ্জাতহাসো হরন্মনঃ" ইতি "রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথে"ত্যাদিশুকোক্তিজ্ঞাপ্যশ্চ, পারিজাতাদ্যাহরণজ্ঞাপ্যশ্চ তাসাং প্রেমময়ৈর্বিলাসৈস্তদ্বশীভাবস্তস্ত্যেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহিষীগণের প্রেমময় বিলাস সমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়বিকার কারণ যে অঙ্গসঙ্গ, তাহাও বলিতেছেন—অনুরাগ অর্থাৎ প্রেমবিলাস বিশেষ তদ্‌যুক্ত যে হাস্যসহ দর্শন তাহার দ্বারা নিত্য নূতন সঙ্গম ও অঙ্গসঙ্গ লালসা অর্থাৎ তৃপ্তির অভাব এইরূপ অনেক বিলাস মহিষীগণ কর্ত্তৃক বা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক হইয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছিলেন—আমিও রুক্মিণীর চিন্তায় রাত্রিতে নিদ্রা লাভ করি না, সেইরূপ অন্তঃপুর মহিষীগণের সলজ্জ মৃদুহাসি সহিত যে দৃষ্টি তাহার দ্বারা আমি মোহিত হইয়া অতিকষ্টে তাহাদের গৃহ হইতে হাস্যসহ বহির হই, এবং শ্রীশুকদেবের উক্তি 'স্ত্রীরত্ন সমূহের মধ্যে থাকিয়া ভগবান প্রাকৃত জনগণের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন । পারিজাত পুষ্পহরণ দ্বারাও ঐ মহিষীগণের প্রেমবিলাসদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বশীভাব আছেই, ইহা জানান হইতেছে ॥ ৫ ॥

প্রত্যুদ্‌গমাসনবরার্হণপাদশৌচ-
তাম্বূলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ ।
কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্য্যৈ-
র্দাসীশতা অপি বিভো বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ ॥৬

অন্বয়ঃ—দাসীশতাঃ অপি (প্রত্যেকং শতদাসীযুক্তা অপি তাঃ স্বয়মেব) প্রত্যুদ্‌গমাসনবরার্হণপাদশৌচতাম্বূল-বিশ্রমণ-বীজন-গন্ধমাল্যৈঃ (প্রত্যুদ্‌গমনাদিভিঃ ক্রিয়াভিঃ তথা) কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্য্যৈঃ (কেশপ্রসাধনাদিভিঃ) বিভোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) দাস্যং (দাসীত্বং) বিদধুঃ স্ম (কৃতবত্যঃ) ॥৬॥

অনুবাদ—তাঁহাদের প্রত্যেকের শত সংখ্যক দাসী বর্ত্তমান থাকিলেও স্বয়ংই প্রত্যুদ্‌গমন, আসন প্রদান, উত্তম পূজাদ্রব্য, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বূল প্রদান, পাদমর্দ্দন, চামর সঞ্চালন এবং গন্ধমাল্য প্রদানদ্বারা ভগবানের দাস্য অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তাসাং তদ্বিষয়কপ্রেম্নঃ পরিচর্য্যাত্মকানুভাবানাহ,—প্রত্যুদ্‌গমেতি । বরার্হণং পুষ্পাঞ্জলিরত্নাঞ্জলিনিক্ষেপাদি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ মহিষীগণের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমে যে পরিচর্য্যা স্বরূপ অনুভাব তাহাই বলিতেছেন—শ্রেষ্ঠ পূজন অর্থাৎ পুষ্পাঞ্জলী ও রত্নাঞ্জলী নিক্ষেপাদি ॥ ৬ ॥

তাসাং যা দশপুত্রাণাং কৃষ্ণস্ত্রীণাং পুরোদিতাঃ।
অষ্টৌ মহিষ্যস্তৎপুত্রান্ প্রদ্যুম্নাদীন্ গৃণামি তে ॥৭

অন্বয়ঃ—দশপুত্রাণাং (দশদশপুত্রাঃ যাসাং তাসাং) তাসাং কৃষ্ণস্ত্রীণাং (কৃষ্ণপত্নীনাং মধ্যে) যাঃ অষ্টৌ মহিষ্যঃ (কৃতাভিষেকাঃ প্রধানাঃ পত্ন্যঃ) পুরা উদিতাঃ (প্রাক্ উক্তাঃ) তৎপুত্রান্ (তাসাং পুত্রান্) প্রদ্যুম্নাদীন্ (প্রদ্যুম্নপ্রভৃতীন্) তে (তব সমীপে) গৃণামি (কথয়ামি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র পত্নীই প্রত্যেকে দশ দশ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পূর্ব্বে যে অষ্ট মহিষীর কথা বলিয়াছি, তাঁহাদের প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি পুত্রগণের নাম বলিতেছি ॥ ৭ ॥

চারুদেষ্ণঃ সুদেষ্ণশ্চ চারুদেহশ্চ বীর্য্যবান্।
সুচারুশ্চারুগুপ্তশ্চ ভদ্রচারুস্তথাপরঃ ॥ ৮ ॥
চারুচন্দ্রো বিচারুশ্চ চারুশ্চ দশমো হরেঃ।
প্রদ্যুম্নপ্রমুখা জাতা রুক্মিণ্যাং নাবমাঃ পিতুঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—প্রদ্যুম্নপ্রমুখাঃ প্রদ্যুম্নঃকামদেব এব প্রমুখঃ প্রথমঃ যেষাং তথাভূতাঃ) চারুদেষ্ণঃ সুদেষ্ণঃ চ বীর্য্যবান্ (মহাবলঃ) চারুদেহঃ চ সুচারুঃ চারুগুপ্তঃ চ, তথা অপরঃ (অন্যঃ) ভদ্রচারুঃ চারুচন্দ্রঃ বিচারুঃ চ দশমঃ চারুঃ চ (এতে) পিতুঃ হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য সকাশাৎ) নাবমাঃ (অন্যূনাঃ দশসুতাঃ) রুক্মিণ্যাং জাতাঃ ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—রুক্মিণী দেবীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য গুণযুক্ত প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু এবং চারু এই দশ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৮-৯ ॥

ভানুঃ সুভানুঃ স্বর্ভানুঃ প্রভানুর্ভানুমাংস্তথা।
চন্দ্রভানুর্বৃহদ্ভানুরতিভানুস্তথাষ্টমঃ ॥ ১০ ॥
শ্রীভানুঃ প্রতিভানুশ্চ সত্যভামাত্মজা দশ।
সাম্বঃ সুমিত্রঃ পুরুজিচ্ছতজিচ্চ সহস্রজিৎ ॥ ১১ ॥
বিজয়শ্চিত্রকেতুশ্চ বসুমান্ দ্রবিড়ঃ ক্রতুঃ।
জাম্ববত্যাঃ সুতা হ্যেতে সাম্বাদ্যাঃ পিতৃসম্মতাঃ ॥১২

অন্বয়ঃ—ভানুঃ, সুভানুঃ, স্বর্ভানুঃ, প্রভানুঃ, তথা ভানুমান্, চন্দ্রভানুঃ, বৃহদ্ভানুঃ, তথা অষ্টমঃ অতিভানুঃ, শ্রীভানুঃ প্রতিভানুঃ চ (এতে) দশ সত্যভামাত্মজাঃ (সত্যভামায়াঃ আত্মজাঃ পুত্রাঃ বভূবুঃ) সাম্বঃ, সুমিত্রঃ, পুরুজিৎ শতজিৎ চ, সহস্রজিৎ, বিজয়ঃ, চিত্রকেতুঃ চ, বসুমান্, দ্রবিড়, ক্রতুঃ সাম্বাদ্যাঃ (সাম্বপ্রথমাঃ) পিতৃসম্মতাঃ (পিত্রা শ্রীকৃষ্ণেন সম্মতাঃ ন্যায়াদনপেতত্বেন নিশ্চিতাঃ) এতে হি (দশ) জাম্ববত্যাঃ সুতাঃ (বভূবুঃ) ॥ ১০-১২ ॥

অনুবাদ—সত্যভামার গর্ভে ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু, প্রতিভানু এই দশজন পুত্র এবং জাম্ববতীর গর্ভে সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান্, দ্রবিড়, ক্রতু এই দশজন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১০-১২ ॥

বীরশ্চন্দ্রোঽশ্বসেনশ্চ চিত্রগুর্বেগবান্ বৃষঃ।
আমঃ শঙ্কুর্বসুঃ শ্রীমান্ কুন্তির্নাগ্নজিতেঃ সুতাঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—বীরঃ চন্দ্রঃ অশ্বসেনঃ চ, চিত্রগুঃ, বেগবান্, বৃষঃ, আমঃ, শঙ্কুঃ, বসুঃ, শ্রীমান্ কুন্তিঃ (এতে দশ) নাগ্নজিতে সুতাঃ (নাগ্নজিত্যা সত্যায়াঃ পুত্রাঃ বভূবুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান্, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু, কুন্তি এই দশজন নাগ্নজিতীর পুত্র ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাসঙ্গিকমুক্ত্বা প্রস্তুতমাহ,—তাসামিতি। দশদশ পুত্রাঃ, যাসাং যাসাং তাসাং মধ্যে যা অষ্টৌ মহিষ্যঃ প্রাগুক্তাঃ ॥ ৭-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাসঙ্গিক লীলা বলিয়া প্রকৃত কথা বলিতেছেন—ঐ মহিষীগণের প্রত্যেকেরই দশ-দশজন পুত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে আটজন মহিষী শ্রেষ্ঠ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ॥ ৭-১৩ ॥

শ্রুতঃ কবির্বৃষো বীরঃ সুবাহুর্ভদ্র একলঃ।
শান্তির্দর্শঃ পূর্ণমাসঃ কালিন্দ্যাঃ সোমকোঽবরঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ—শ্রুতঃ, কবিঃ, বৃষঃ, বীরঃ, সুবাহুঃ, ভদ্রঃ (ভদ্রো নাম) একলঃ (একঃ), শান্তিঃ, দর্শঃ,

পূর্ণমাসঃ, অবরঃ (কনিষ্ঠঃ) সোমকঃ (এতে দশ) কালিন্দ্যাঃ (পুত্রা বভূবুঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস, সোমক এই দশজন কালিন্দীর পুত্র ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভদ্রো নাম একলঃ একঃ। সোমকোঽবরঃ কনিষ্ঠঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কালিন্দীর পুত্রগণমধ্যে 'ভদ্র' একজন, 'সোমক' কনিষ্ঠ ॥ ১৪ ॥

প্রঘোষো গাত্রবান্ সিংহো বলঃ প্রবলঃ উর্দ্ধগঃ।
মাদ্র্যাঃ পুত্রা মহাশক্তিঃ সহ ওজোঽপরাজিতঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ—প্রঘোষঃ, গাত্রবান্, সিংহঃ, বলঃ, প্রবলঃ, উর্দ্ধগঃ, মহাশক্তিঃ, সহঃ, ওজঃ, অপরাজিতঃ (এতে দশ) মাদ্র্যাঃ পুত্রাঃ (বভূবুঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—প্রঘোষ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, উর্দ্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ওজ, অপরাজিত এই দশ জন মাদ্রীর পুত্র ॥ ১৫ ॥

বৃকো হর্ষোঽনিলো গৃধ্রো বর্দ্ধনোন্নাদ এব চ।
মহাংসঃ পাবনো বহ্নির্মিত্রবিন্দাত্মজাঃ ক্ষুধিঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ—বৃকঃ, হর্ষঃ, অনিলঃ, গৃধ্রঃ, বর্দ্ধনঃ, অন্নাদঃ এব চ, মহাংসঃ, পাবনঃ, বহ্নিঃ, ক্ষুধিঃ (এতে দশ) মিত্রবিন্দাত্মজাঃ (মিত্রবিন্দায়াঃ পুত্রাঃ বভূবুঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বর্দ্ধন, অন্নাদ, মহাংস, পাবন, বহ্নি, ক্ষুধি এই দশজন মিত্রবিন্দার পুত্র ॥ ১৬ ॥

সংগ্রামজিদ্বৃহৎসেনঃ শূরঃ প্রহরণোঽরিজিৎ।
জয়ঃ সুভদ্রো ভদ্রায়া বাম আয়ুশ্চ সত্যকঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেনঃ, শূরঃ, প্রহরণঃ, অরিজিৎ, জয়ঃ, সুভদ্রঃ, বামঃ, আয়ুঃ, সত্যকঃ চ (এতে) ভদ্রায়াঃ (দশপুত্রাঃ বভূবুঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, বাম, আয়ু, সত্যক এই দশজন ভদ্রার পুত্র ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—মাদ্র্যা লক্ষ্মণায়াঃ ॥ ১৫-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মাদ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মণার 'প্রঘোষ' আদি দশজন পুত্র ॥ ১৫-১৭ ॥

দীপ্তিমাংস্তাম্রতপ্তাদ্যা রোহিণ্যাস্তনয়া হরেঃ।
প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধোঽভূদ্রুক্মবত্যাং মহাবলঃ।
পুত্র্যান্তু রুক্মিণো রাজন্ নাম্না ভোজকটে পুরে ॥১৮

অন্বয়ঃ—হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) দীপ্তিমান্ (তথা) তাম্রতপ্তাদ্যাঃ (তাম্রতপ্তপ্রভৃতয়ঃ) রোহিণ্যাঃ (রোহিণীগর্ভজাতাঃ) তনয়াঃ (বভূবুঃ) রাজন্, (হে পরীক্ষিৎ) নাম্না ভোজকটে (ভোজকট ইতি নাম্নাখ্যাতে) পুরে (নগরে) রুক্মিণঃ পুত্র্যাং (কন্যায়াং) রুক্মবত্যাং তু প্রদ্যুম্নাৎ (প্রদ্যুম্নস্য ঔরসাৎ) মহাবলঃ অনিরুদ্ধঃ (অনিরুদ্ধনামা সুতঃ) অভূৎ চ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—রোহিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের দীপ্তিমান তাম্রতপ্ত প্রভৃতি পুত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। হে রাজন্, ভোজকট নগরে রুক্মিকন্যা রুক্মবতীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের ঔরসে অনিরুদ্ধ নামক মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অষ্টানাং সর্ব্বমুখ্যানাং পুত্রানুক্ত্বা ষোড়শসহস্রমুখ্যায়া রোহিণ্যা আহ,—দীপ্তিমানিতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্ব মুখ্য অষ্টমহিষীর পুত্রগণের নাম বলিয়া ষোলহাজার মহিষীগণের মুখ্যা রোহিণীর পুত্রগণের নাম বলিতেছেন-দীপ্তিমান আদি ॥ ১৮ ॥

এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ বভূবুঃ কোটিশো নৃপ।
মাতরঃ কৃষ্ণজাতানাং সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, এতেষাম্ (অন্যেষামপি শ্রীকৃষ্ণপুত্রাণাং শতসংখ্যস্ত্রীষু) পুত্রপৌত্রাশ্চ (পুত্রাঃ পৌত্রাঃ চ) কোটিশঃ (বহুকোটিসংখ্যকাঃ) বভূবুঃ। কৃষ্ণজাতানাং (শ্রীকৃষ্ণপুত্রাণাং) ষোড়শসহস্রাণি চ (চ শব্দেন অধিকাশ্চ) মাতরঃ (বভূবুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের বহু সহস্রকোটি পুত্র, পৌত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণপুত্রগণের ষোড়শসহস্রেরও অধিক জননী বর্ত্তমান ছিলেন ॥১৯

বিশ্বনাথ—মাতর ইতি। কৃষ্ণজাতানাং মাতর এব সংখ্যাতুং শক্যতে ন তু পুত্রপৌত্রাদয়ঃ। তাশ্চ ষোড়শসহস্রাণি অষ্টোত্তরশতানিচ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণপুত্রগণের মাতৃগণের নাম সংখ্যা করা যায়, কিন্তু পুত্র পৌত্রাদির সংখ্যা করা যায় না। কৃষ্ণমহিষীগণ ষোলহাজার একশত আট-জন ॥ ১৯ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

কথং রুক্ম্যরিপুত্রায় প্রাদাদ্দুহিতরং যুধি।
কৃষ্ণেন পরিভূতস্তং হন্তুং রন্ধ্রং প্রতীক্ষতে।
এতদাখ্যাহি মে বিদ্বন্ দ্বিষোর্বৈবাহিকং মিথঃ ॥২০

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা (পরীক্ষিৎ) উবাচ—বিদ্বন্, (হে সর্ব্বজ্ঞ) যুধি (সংগ্রামে) কৃষ্ণেন পরিভূতঃ (পরাজিতঃ যঃ) তং হন্তুং (শ্রীকৃষ্ণং বিনাশয়িতুং রন্ধ্রং (ছিদ্রং উপায়ং) প্রতীক্ষতে (অন্বিষ্যতি সঃ) রুক্মী কথং (কেন প্রকারেণ কেন হেতুনা বা) অরি-পুত্রায় (অরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পুত্রায় প্রদ্যুম্নায়) দুহিতরং (নিজকন্যাং) প্রাদাৎ (দত্তবান্) দ্বিষোঃ (শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণোঃ) মিথঃ (পরস্পরং উৎপন্নম্) এতৎ বৈবাহিকং (বিবাহ-নিমিত্তং সম্বন্ধং) মে (মম সমীপে) আখ্যাহি (ত্বং কথয়) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ মুনিবর, যিনি সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরাজিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার বধছিদ্র অন্বেষণে রত ছিলেন, সেই রুক্মী কিজন্য শত্রুপুত্র প্রদ্যুম্নকে নিজ কন্যা প্রদান করিলেন, রিপুদ্বয়ের সেই বৈবাহিক সম্বন্ধ আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—বৈবাহিকং বিবাহস্য কারণম্ ॥২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৈবাহিকং অর্থাৎ বিবাহের কারণ ॥ ২০ ॥

অনাগতমতীতঞ্চ বর্ত্তমানমতীন্দ্রিয়ম্।
বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং সম্যক্ পশ্যন্তি যোগিনঃ ॥২১

অন্বয়ঃ—(রুক্মিণঃ অভিপ্রায়ং কথং জানীম ইতি চেদত আহ) যোগিনঃ (যোগবলসম্পন্নং মহা-জনাঃ) অনাগতং (ভবিষ্যৎ) অতীতং (বিগতং) বর্ত্তমানং চ অতীন্দ্রিয়ম্ (অস্মদাদীন্দ্রিয়াগোচরং) বিপ্রকৃষ্টং (দূরস্থং) ব্যবহিতং (কুড্যাদ্যন্তরিতং সর্ব্বমপি পদার্থজাতং) সম্যক্ (সুষ্ঠু) পশ্যন্তি (প্রত্যক্ষীকুর্ব্বন্তি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যোগীগণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, দূরস্থিত এবং ব্যবধানে স্থিত পদার্থও সম্যগ্‌ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, অতএব আপনি এ বিষয় বর্ণনে সমর্থ হইবেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ — অনাগতমিতি। তেনাহমপ্যেতন্ন জানামীতি ন বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরীক্ষিত মহারাজ বলিতে-ছেন—হে সর্ব্বজ্ঞ! ভবিষ্যৎ অতীত বর্ত্তমান, অতী-ন্দ্রিয় দূরস্থিত ও আবৃত সকল বিষয় যোগীগণ সম্পূর্ণ দর্শন করেন, অতএব আপনি ইহা জানেন না এই-রূপ বলিবেন না ॥ ২১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

বৃতঃ স্বয়ংবরে সাক্ষাদনঙ্গোঽঙ্গযুতস্তয়া।
রাজ্ঞঃ সমেতান্ নির্জ্জিত্য জহারৈকরথো যুধি ॥২২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে রাজন্) সাক্ষাৎ (পূর্ণরূপঃ) অঙ্গযুতঃ (বিগ্রহাশ্রিতঃ) অনঙ্গঃ (কাম-দেবঃ প্রদ্যুম্ন ইত্যর্থঃ) স্বয়ম্বরে তয়া (রুক্মিকন্যয়া রুক্মবত্যা) বৃতঃ (পতিত্বেন বৃতঃ সন্) একরথঃ (একরথমাত্রসহায়ঃ একাকী এব) যুধি (যুদ্ধে) সমেতান্ (সমাগতান্ সর্ব্বান্) রাজ্ঞঃ (নৃপতীন্) নির্জ্জিত্য (পরাভূয় তাং কন্যাং) জহার (গৃহীতবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ— শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, সাক্ষাৎ অনঙ্গ (প্রদ্যুম্ন) স্বয়ম্বরে রুক্মিকন্যা রুক্ম-বতী কর্ত্তৃক পতিরূপে বৃত হইয়া একাকীই যুদ্ধার্থ সমাগত রাজগণকে পরাজিত করিয়া কন্যা হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্তু বৈরিপুত্রায় কন্যাং দিৎসতীত্য-প্রতিষ্ঠাভয়াদ্রুক্মিণা স্বপুত্র্যাঃ স্বয়ংবরণ সভাকারিতে-ত্যাহ,—বৃত ইতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শত্রুর পুত্রকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছুক রুক্মী লোকের অযশ ভয়ে নিজকন্যার স্বয়ম্বর সভা করিয়াছিলেন—ইহাই বলিতেছেন ॥২২

যদ্যপ্যনুস্মরন্ বৈরং রুক্মী কৃষ্ণাবমানিতঃ।
ব্যতরদ্ভাগিনেয়ায় সুতাং কুর্ব্বন্ স্বসুঃ প্রিয়ম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—যদ্যপি রুক্মী কৃষ্ণাবমানিতঃ (পূর্ব্বং কৃষ্ণেন অবমানিতঃ অভূৎ তথাপি) বৈরং অনুস্মরন্ (তজ্জনিতং বৈরভাবং অণুক্ষণং স্মরন্ অপি) স্বসুঃ (ভগিন্যাঃ রুক্মিণ্যাঃ) প্রিয়ং কুর্ব্বন্ (প্রীতিং আচরন্) ভাগিনেয়ায় (প্রদ্যুম্নায়) সুতাং ব্যতরৎ (দত্তবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যদিও রুক্মী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অবমানিত হইয়া নিরন্তর বৈরভাব ধারণ করিতেছিলেন, তথাপি তৎকালে ভগিনী রুক্মিণীর প্রীতি সাধনের জন্য ভাগিনেয়কে কন্যাদান করিলেন ॥২৩

বিশ্বনাথ—তত্রোত্তরং স্বপ্রাণরক্ষিকায়াঃ স্বসুঃ প্রিয়ং কুর্ব্বন্ কর্ত্তুম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহার উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—নিজ প্রাণরক্ষাকারিণী ভগিনী রুক্মিণীর প্রীতির জন্য নিজ কন্যাকে প্রদ্যুম্নের সহিত বিবাহ দিলেন ॥ ২৩ ॥

রুক্মিণ্যাস্তনয়াং রাজন্ কৃতবর্ম্মসুতো বলী।
উপযেমে বিশালাক্ষীং কন্যাং চারুমতীং কিল ॥২৪

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, কৃতবর্ম্মসুতঃ (কৃতবর্ম্মণঃ পুত্রঃ) বলী (বলী নাম) বিশালাক্ষীং (আয়তনয়নাং) কন্যাম্ (অবিবাহিতাং) রুক্মিণ্যাঃ তনয়াং চারুমতীং (চারুমতী নাম্নীম্) উপযেমে কিল (পরিণীতবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ কৃতবর্ম্মার পুত্র বলী রুক্মিণী দেবীর চারুমতী নাম্নী আয়তলোচনা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ— সর্ব্বাসামপ্যেকৈককন্যা অভবৎ। তৎসর্ব্বং বিবাহোপলক্ষণার্থং জ্যেষ্ঠকন্যা-বিবাহমাহ—রুক্মিণ্যা ইতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের প্রত্যেকের এক একটি কন্যা হইয়াছিল, তাহাদের সকলের বিবাহ বলিবার জন্য রুক্মিণীদেবীর জ্যেষ্ঠ কন্যা চারুমতিকে কৃতবর্ম্মার পুত্র 'বলী' বিবাহ করিয়াছিল ॥ ২৪ ॥

দৌহিত্রায়ানিরুদ্ধায় পৌত্রীং রুক্ম্যদদাদ্ধরেঃ।
রোচনাং বদ্ধবৈরোঽপি স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
জানন্নধর্ম্মং তদ্‌যৌনং স্নেহপাশানুবন্ধনঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—হরেঃ (হরৌ শ্রীকৃষ্ণং প্রতীত্যর্থঃ) বদ্ধবৈরঃ (বদ্ধবৈরভাবঃ) অপি রুক্মী তৎ যৌনং (বিবাহম্) অধর্ম্মং (ধর্ম্মবিরুদ্ধং) জানন্ ('দ্বিষদন্নং ন ভোক্তব্যং দ্বিষন্তং নৈব ভোজয়েৎ' ইতি লোকবিরোধাৎ তথা 'অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্নতু' ইতি নিষেধাচ্চ, সম্যক্ অবগতোঽপি) স্নেহপাশানুবন্ধনঃ (স্নেহপাশাবদ্ধঃ সন্) স্বসুঃ (ভগিন্যাঃ) প্রিয়চিকীর্ষয়া (প্রীতিসাধনেচ্ছয়া) দৌহিত্রায় (দুহিতুঃ রুক্মবত্যাঃ সুতায়) অনিরুদ্ধায় পৌত্রীং (নিজপুত্রস্য কন্যাং) রোচনাম্ অদদাৎ (দত্তবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরভাবযুক্ত রুক্মী শত্রুর সহিত তাদৃশ বৈবাহিক সম্বন্ধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ জানিয়াও স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া ভগিনীর প্রীতিসাধন উদ্দেশ্যে দৌহিত্র অনিরুদ্ধের নিকট নিজ পৌত্রী রোচনাকেও প্রদান করিলেন ॥ ২৫ ॥

তস্মিন্নভ্যুদয়ে রাজন্ রুক্মিণী রাম-কেশবৌ।
পুরং ভোজকটং জগ্মুঃ সাম্বপ্রদ্যুম্নকাদয়ঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তস্মিন্ অভ্যুদয়ে (অনিরুদ্ধবিবাহোৎসবে) রুক্মিণী রাম-কেশবৌ (রাম কৃষ্ণৌ) সাম্বপ্রদ্যুম্নকাদয়ঃ (সাম্বপ্রদ্যুম্ন প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে) ভোজকটং (তন্নামকং রুক্মিণঃ) পুরং জগ্মুঃ (গতাঃ বভূবুঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অনিরুদ্ধের বিবাহে রুক্মিণী বলদেব, শ্রীকৃষ্ণ, সাম্ব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলে ভোজকট নগরে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—যৌনং বিবাহং অধর্ম্মং অধর্ম্মহেতুং

জানন্নপীতি "দ্বিষদন্নং ন ভোক্তব্যং দ্বিষন্তং নৈব ভোজয়ে"দিত্যাদি লোকবিরোধাৎ। "অস্বর্গ্যং লোক-বিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্নত্বি"তি নিষেধাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ২৫-২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যৌন বিবাহ অধর্ম্ম অর্থাৎ অধর্ম্মহেতু জানিয়াও লোকবিরুদ্ধ—'শত্রুর অন্ন খাইবে না, শত্রুকেও খাওয়াইবে না' ইত্যাদি, যাহা স্বর্গলোক প্রাপক নহে এবং এই লোকেও অনিষ্টকারী এমন ধর্ম্মও আচরণ করিবে না—এইরূপ নিষেধ থাকায় ॥ ২৫-২৬॥

তস্মিন্ নিবৃত্ত উদ্বাহে কালিঙ্গপ্রমুখা নৃপাঃ।
দৃপ্তাস্তে রুক্মিণং প্রোচুর্বলমক্ষৈর্বিনির্জ্জয় ॥ ২৭ ॥
অনক্ষজ্ঞো হ্যয়ং রাজন্নপি তদ্ব্যসনং মহৎ।
ইত্যুক্তো বলমাহূয় তেনাক্ষৈ রুক্ম্যদীব্যত ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ উদ্বাহে (বিবাহে) নিবৃত্তে (সতি) কালিঙ্গপ্রমুখাঃ (কালিঙ্গাদয়ঃ) তে দৃপ্তাঃ (গর্ব্বিতাঃ) নৃপাঃ (রাজানঃ) রুক্মিণং প্রোচুঃ (এবং কথয়ামাসুঃ) রাজন্, অয়ং (বলভদ্রঃ) হি (নূনম্) অনক্ষজ্ঞঃ (অক্ষক্রীড়ায়াং অনভিজ্ঞঃ) অপি (তথাপি) মহৎ (অতিশয়ং) তদ্ব্যসনং (দ্যূত-ব্যসনং বর্ত্ততে, অতঃ) অক্ষৈঃ (অক্ষক্রীড়য়া) বলং (বলদেবং) বিনির্জ্জয় (পরাজিতং কুরু) ইতি (এবং নৃপৈঃ) উক্তঃ (কথিতঃ) রুক্মী বলং আহূয় তেন (সহ) অক্ষৈঃ (পাশকৈঃ) অদীব্যত (ক্রীড়িত-বান্) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—বিবাহ মহোৎসব সমাপ্ত হইলে কালিঙ্গ প্রভৃতি গর্ব্বিত রাজগণ রুক্মীকে বলিলেন,—হে রাজন্, এই বলদেব অক্ষক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ হইয়াও তাহাতে অতিশয় আসক্তি সম্পন্ন, অতএব অক্ষক্রীড়ায় ইহাকে পরাজিত কর। রাজগণের বাক্যানুসারে রুক্মী তৎকালে বলদেবের সহিত অক্ষক্রীড়ায় রত হইলেন ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—বলং রামমিতি কৃষ্ণস্য দ্যূতেঽপি দুর্জ্জয়ত্বনিশ্চয়াদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রুক্মীর ভোজকটনগরে অনি-রুদ্ধের বিবাহের পর বিরুদ্ধরাজগণ রুক্মীকে বল-রামের সহিত পাশা খেলায় উৎসাহিত করিল, কারণ কৃষ্ণের সঙ্গে পাশাখেলায় কৃষ্ণকে জয় করা কঠিন—ইহা নিশ্চিতভাবে জানিয়া ॥ ২৭ ॥

শতং সহস্রমযুতং রামস্তত্রাদদে পণম্।
তং তু রুক্ম্যজয়ৎ তত্র কালিঙ্গঃ প্রাহসদ্বলম্।
দন্তান্ সন্দর্শয়ন্নুচ্চৈর্নামৃষ্যৎ তদ্ধলায়ুধঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (ক্রীড়ায়াং) রামঃ শতং সহস্রং অযুতং পণং আদদে (স্বীকৃতবান্) রুক্মী তু তং (রামম্) অজয়ৎ (জিতবান্) তত্র (রামপরাজয়ে) কালিঙ্গঃ দন্তান্ সন্দর্শয়ন্ বলং (বলদেবম্) উচ্চৈঃ প্রাহসৎ (উপহসিতবান্) হলায়ুধঃ (বলদেবঃ) তৎ (উপহসিতং) ন অমৃষ্যৎ (ন সোঢ়বান্) ॥২৯

অনুবাদ—ক্রীড়ায় বলদেব শত সহস্র এবং অযুত সংখ্যক পণ স্বীকার করিলেন। তখন রুক্মী বল-দেবকে পরাজিত করিলে কালিঙ্গ দন্তবিকাশ করিয়া বলদেবকে উপহাস করিতে লাগিল, পরন্তু তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং সুবর্ণমুদ্রাণাং শতং ততঃ সহস্রং ততোঽযুতং তং পণং নামৃষ্যৎ অন্তশ্চুকুপে-ত্যর্থঃ ॥ ২৮-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ পাশাখেলাতে প্রথম এক-শত স্বর্ণমুদ্রা বাজি রাখা হইল, পরে সহস্র পরে অযুত, এই সকলে বলদেব জয় করিলেও রুক্মী স্বীকার করে নাই, তখন বলদেব অন্তরে কুপিত হইলেন ॥ ২৮-২৯ ॥

ততো লক্ষং রুক্ম্যগৃহ্ণাদ্গ্লহং তত্রাজয়দ্বলঃ।
জিতবানহমিত্যাহ রুক্মী কৈতবমাশ্রিতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) রুক্মী লক্ষং গ্লহং (পণম্) অগৃহ্ণাৎ (স্বীকৃতবান্) তত্র (তস্মিন্ পণে) বলঃ অজয়ৎ (জিতবান্ পরন্তু) রুক্মী কৈতবং (কপটম্) আশ্রিতঃ (সন্) অহং জিতবান্ ইতি আহ (উবাচ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ— অনন্তর রুক্মী লক্ষ পণ স্বীকার করিলে বলদেব তাহাতে জয়লাভ করিলেন, কিন্তু রুক্মী কপটতা সহকারে নিজের জয় বলিতে লাগিল ॥৩০

বিশ্বনাথ—কৈতবং কপটম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎপরে রুক্মী লক্ষপণ ধরিল তাহাতে বলদেব জয় করিলেন, তখন রুক্মী কৈতব অর্থাৎ কপটবাক্যে বলিল আমি জয় করিলাম ॥৩০

মন্যুনা ক্ষুভিতঃ শ্রীমান্ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি।
জাত্যারুণাক্ষোঽতিরুষা ন্যর্ব্বুদং গ্লহমাদদে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—পর্ব্বণি (পূর্ণিমায়াং অমাবস্যায়াং বা) সমুদ্রঃ ইব (ক্ষোভিতঃ সমুদ্র ইব) মন্যুনা (রোষেণ) ক্ষোভিতঃ (ক্ষোভং প্রাপ্তঃ) জাত্যা প্রকৃত্যা এব) অরুণাক্ষঃ (আরক্তলোচনঃ) শ্রীমান্ (শ্রীযুক্তঃ বলদেবঃ) অতিরুষা (অতিরোষেণ) ন্যর্ব্বুদং (দশ-কোটীঃ) গ্লহং (পণম্) আদদে (স্বীকৃতবান্) ॥৩১

অনুবাদ—তখন বলদেব পর্ব্বদিবসে ক্ষোভিত সমুদ্রের ন্যায় রোষে ক্ষোভিত হইয়া স্বাভাবিক রক্ত-নয়নে অতিরোষে দশকোটি পণ স্বীকার করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ন্যর্ব্বুদং দশকোটীঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ন্যর্ব্বুদ অর্থাৎ দশকোটি ॥৩১

তঞ্চাপি জিতবান্ রামো ধর্ম্মেণ ছলমাশ্রিতঃ।
রুক্মী জিতং ময়াত্রেমে বদন্তু প্রাশ্নিকা ইতি ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—রামঃ (বলদেবঃ) ধর্ম্মেণ তং অপি (তস্মিন্ পণে অপি রুক্মিণং) জিতবান্ (কিন্তু) রুক্মী ছলং আশ্রিতঃ (সন্) ময়া জিতং, অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে) ইমে (প্রত্যক্ষদর্শিনঃ) প্রাশ্নিকাঃ (সভ্যাঃ) বদন্তু (যথার্থতত্ত্বং কথয়ন্তু) ইতি (প্রাহ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এই পণেও ধর্ম্মতঃ বলদেবই জয়লাভ করিলেন, পরন্তু রুক্মী কপটতা সহকারে বলিতে লাগিলেন যে, আমিই জয়লাভ করিয়াছি, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী এই সভ্যগণই যথার্থ কথা বলুন ॥৩২॥

বিশ্বনাথ—ছলমাশ্রিতো রুক্মী ময়া জিতমিত্যাহ,—প্রাশ্নিকাঃ সাক্ষিণঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ছলনা করিয়া রুক্মী বলিল—আমি জিতিয়াছি, প্রাশ্নিকা অর্থাৎ সাক্ষিগণ বলুন ॥৩২

তদাব্রবীন্নভোবাণী বলেনৈব জিতো গ্লহঃ।
ধর্ম্মতো বচনেনৈব রুক্মী বদতি বৈ মৃষা ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—তদা নভো বাণী (দৈববাণী) অব্রবীৎ (উবাচ) বলেন এব ধর্ম্মতঃ গ্লহঃ (পণঃ) জিতঃ রুক্মী (তু) বচনেন মৃষা এব (মিথ্যৈব) বদতি বৈ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তখন দৈববাণী হইল যে, বলদেবই ধর্ম্মতঃ জয়ী হইয়াছেন, পরন্তু রুক্মী মিথ্যা কথা বলি-তেছেন ॥ ৩৩ ॥

তামনাদৃত্য বৈদর্ভো দুষ্টরাজন্যচোদিতঃ।
সঙ্কর্ষণং পরিহসন্ বভাষে কালচোদিতঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—দুষ্টরাজন্যচোদিতঃ (দুষ্টনরপতি-বৃন্দেন চোদিতঃ প্রেরিতঃ প্রোৎসাহিতঃ) বৈদর্ভঃ (রুক্মী) কালচোদিতঃ (বস্তুতঃ কালেন অন্তকেন চোদিতঃ প্রেরিতঃ সন্) তাম্ (আকাশবাণীম্) অনাদৃত্য (অবজ্ঞায়) সঙ্কর্ষণং (বলদেবং) পরি-হসন্ (উপহসন্) বভাষে (উক্তবান্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—দুষ্ট রাজগণ কর্ত্তৃক উৎসাহিত রুক্মী বস্তুতঃ পক্ষে মৃত্যুরই প্রেরণায় পূর্ব্বোক্ত দৈববাণী অবজ্ঞা করিয়া বলদেবকে পরিহাস সহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

নৈবাক্ষকোবিদা যূয়ং গোপালা বনগোচরাঃ।
অক্ষৈর্দীব্যন্তি রাজানো বাণৈশ্চ ন ভবাদৃশাঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—গোপালাঃ (গোরক্ষণপণ্ডিতাঃ) যূয়ং বনগোচরাঃ (বনচারিণ এব) অক্ষকোবিদাঃ (অক্ষ-ক্রীড়াপণ্ডিতাঃ) ন এব (ভবথ) রাজানঃ এব অক্ষৈঃ (তথা) বাণৈঃ চ দিব্যন্তি (ক্রীড়ন্তি) ভবাদৃশাঃ (গোপালাঃ) ন ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—তোমরা গোপালনেই সুনিপুণ এবং সর্ব্বদা বনেই বাস করিয়া থাক, কখনও অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ নহ। রাজগণই অক্ষ এবং বাণদ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তোমাদের ন্যায় গোপালগণ এবিষয়ে অভিজ্ঞ নহে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদা তেষাং সাক্ষিণামধর্ম্মিষ্ঠনৃপাণাং মিথ্যোক্তিসময়ে। ধর্ম্মতো বচনং যস্য তেন বলেনৈব জিতঃ রুক্মী তু মৃষা বদতি ॥ ৩৩-৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তখন তাঁহাদের অর্থাৎ অধর্ম্ম-নিষ্ঠ সাক্ষিরাজগণের পরস্পর মিথ্যা উক্তি সময়ে আকাশবাণী হইল—ধর্ম্মত বলদেবই জয় করিয়াছেন, রুক্মী মিথ্যা বলিতেছে॥ ৩৩-৩৫ ॥

রুক্মিণৈবমধিক্ষিপ্তো রাজভিশ্চোপহসিতঃ।
ক্রুদ্ধঃ পরিঘমুদ্যম্য জঘ্নে তং নৃম্ণসংসদি ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—রুক্মিণা এবং অধিক্ষিপ্তঃ (অবজ্ঞাতঃ তথা) রাজভিঃ (দুষ্টরাজগণৈঃ) চ উপহসিতঃ (অতঃ) ক্রুদ্ধঃ (সঃ বলদেবঃ) পরিঘং উদ্যম্য (উত্তোল্য) নৃম্ণসংসদি (মঙ্গলসভায়াং) তং (রুক্মিণং) জঘ্নে (নিহতবান্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—রুক্মি-কর্ত্তৃক এইরূপে অবজ্ঞাত এবং দুষ্টরাজগণ কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়া ক্রোধে বলদেব পরিঘ উত্তোলন পূর্ব্বক মঙ্গলসভায়ই রুক্মীকে নিহত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

কলিঙ্গরাজং তরসা গৃহীত্বা দশমে পদে।
দন্তানপাতয়ৎ ক্রুদ্ধো যোঽহসদ্বিবৃতৈর্দ্বিজৈঃ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) যঃ বিবৃতৈঃ (অনাবৃতৈঃ) দ্বিজৈঃ (দন্তৈঃ) অহসৎ (বলং উপহসিতবান্ পলায়মানং তং) কলিঙ্গরাজং দশমে পদে (দশপদান্ গত্বা ইত্যর্থঃ) তরসা (বলেন) গৃহীত্বা (ধৃত্বা) ক্রুদ্ধঃ (বলদেবঃ তস্য) দন্তান্ অপাতয়ৎ (নিপাতিতবান্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ যে কলিঙ্গরাজ দন্তবিকাশ-পূর্ব্বক বলদেবকে উপহাস করিয়াছিল, তিনি তাহাকে পলায়নে উদ্যত হইলে দশপদ ব্যবধানে সবলে ধারণ-পূর্ব্বক ক্রোধে দন্তসমূহ উৎপাটিত করিলেন ॥৩৭॥

অন্যে নির্ভিন্নবাহূরুশিরসো রুধিরোক্ষিতাঃ।
রাজানো দুদ্রুবুর্ভীতা বলেন পরিঘার্দ্দিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—বলেন (বলদেবেন) পরিঘার্দ্দিতাঃ (পরিঘেন অর্দ্দিতাঃ পীড়িতাঃ অতঃ) নির্ভিন্নবাহূরু-শিরসঃ (নির্ভিন্নানি বাহূরুশিরাংসি ভুজোরুমস্তকানি যেষাং তে তথাভূতাঃ) রুধিরোক্ষিতাঃ (রক্তসিক্তাঃ) ভীতাঃ (চ) অন্যে রাজানঃ দুদ্রুবুঃ (ইতস্ততঃ পলায়িতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—বলদেবের পরিঘাঘাতে অন্যান্য রাজ-গণেরও বাহু, উরু এবং মস্তক বিদীর্ণ হওয়ায় তাহারা রক্তাক্ত কলেবরে সভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

নিহতে রুক্মিণি শ্যালে নাব্রবীৎ সাধ্বসাধু বা।
রুক্মিণী-বলয়ো রাজন্ স্নেহভঙ্গভয়াদ্ধরিঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্যালে (শ্যালকে) রুক্মিণী নিহতে সতি রুক্মিণী-বলয়োঃ (রুক্মিণ্যাঃ তথা বলদেবস্য চ) স্নেহভঙ্গ-ভয়াৎ সাধু অসাধু বা (কিমপি) ন অব্রবীৎ (সাধু ইত্যুক্তে রুক্মিণী বিরক্তা ভবিষ্যতি, অসাধু ইত্যুক্তে চ বলদেবঃ বিরক্তো ভবিষ্যতীতি মত্বা তূষ্ণীমেব স্থিতঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, শ্যালক রুক্মী নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও রুক্মিণীর স্নেহভঙ্গভয়ে ন্যায় অন্যায় কিছুই না বলিয়া নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—নৃম্ণসংসদি মঙ্গলসভায়াম্ ॥৩৬-৩৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—নৃম্ণসংসদি অর্থাৎ মঙ্গল সভায় ॥ ৩৬-৩৯ ॥

ততোঽনিরুদ্ধং সহ সূর্য্যয়া বরং
রথং সমারোপ্য যযুঃ কুশস্থলীম্।
রামাদয়ো ভোজকটাদ্দশার্হাঃ
সিদ্ধাখিলার্থা মধুসূদনাশ্রয়াঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অনিরুদ্ধবিবাহে রুক্মিবধো নামৈক-ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) মধুসূদনাশ্রয়াঃ (শ্রীকৃষ্ণাশ্রিতাঃ) রামাদয়ঃ দশার্হাঃ (যাদবাঃ) সিদ্ধাখিলার্থাঃ (সম্পাদিতসর্ব্বমনোরথাঃ সন্তঃ)

সূর্য্যয়া (নবোঢ়য়া ভার্য্যয়া) সহ বরং অনিরুদ্ধং রথং সমারোপ্য ভোজকটাৎ (ভোজকটপুরাৎ) কুশস্থলীং (দ্বারকাং প্রতি) যযুঃ (গতাঃ) ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একষষ্টিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত বলদেব প্রভৃতি যাদবগণ নিখিল মনোরথ সিদ্ধি লাভ করিয়া নব পরিণীতা ভার্য্যার সহিত অনিরুদ্ধকে রথে আরোহণ করাইয়া ভোজকট নগর হইতে দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—সূর্য্যয়া নবোঢ়য়া, সিদ্ধাখিলার্থাঃ সিদ্ধসমস্তবাঞ্ছিতা ইতি বিশেষণেন রুক্মিণ্যা অপি ক্রোড়ীকৃতত্বাৎ তস্যা রুক্মিণী হতে সতী অন্তঃসুখমেবাভূদিতি গম্যতে তেন স্নেহভঙ্গয়াদিত্যত্র রুক্মিণ্যা রুক্মিণী বহিঃ স্নেহ এব ব্যাখ্যেয়ঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
একষষ্টিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একষষ্টিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সূর্য্যয়া অর্থাৎ নববিবাহিতা কন্যার সহিত, সিদ্ধাখিলার্থা অর্থাৎ সমস্ত বাঞ্ছিত সিদ্ধ হইলে পর এই বিশেষণদ্বারা রুক্মিণীকেও ইহার মধ্যে ধরা হইল। রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মীর মৃত্যু হইলে পর রুক্মিণীর অন্তরে সুখ হইয়াছিল ইহা বুঝা যাইতেছে। রুক্মীর প্রতি রুক্মিণীর বাহিরেই স্নেহ ছিল। বলদেবের ও রুক্মিণীর স্নেহ ভঙ্গ ভয়ে এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ কিছুই বলিলেন না ॥ ৪০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একষষ্টিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একষষ্টিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—
বাণস্য তনয়ামূষামুপযেমে যদূত্তমঃ ।
তত্র যুদ্ধমভূদ্ঘোরং হরি-শঙ্করয়োর্মহৎ ।
এতৎ সর্ব্বং মহাযোগিন্ সমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধের সহিত বাণাসুরের কন্যার বিহার এবং অনিরুদ্ধ ও বাণাসুরের সংগ্রাম বর্ণিত হইয়াছে।

বলিরাজার শতপুত্রমধ্যে জ্যেষ্ঠ বাণাসুর অত্যন্ত শিবভক্ত ছিল। শিবের প্রসাদে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার ভৃত্যের ন্যায় অবস্থান করিতেন। বাণাসুর সহস্রহস্তে বাদ্য করিয়া তাণ্ডবাদি দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। মহাদেব তাহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে বাণাসুর মহাদেবকে নিজপুরীর পালকরূপে প্রার্থনা করিয়াছিল। একদিন বাণাসুর যুদ্ধকামনায় মহাদেবকে বলিল যে, শিব ব্যতীত তাহার সমকক্ষ যোদ্ধা জগতে নাই। শিববরলব্ধ সহস্র বাহু সে ভারস্বরূপ বহন করিতেছে। এই কথায় মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, তাহার ধ্বজ ভগ্ন হইয়া পড়িলে শিবতুল্য কোন পুরুষের সহিত তাহার যুদ্ধ হইবে এবং সেই যুদ্ধে তাহার দর্প চূর্ণ হইবে।

বাণাসুরের কন্যা ঊষা এক সময়ে অনিরুদ্ধের সহিত স্বপ্নসঙ্গম লাভ করিয়াছিল। সেই ঊষা একদিন স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে না দেখিয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া জাগ্রত হইল এবং সখিগণকে দেখিতে পাইয়া লজ্জিতা হইল। বাণাসুরের মন্ত্রী-

কন্যা চিত্রলেখা উষার সহচরী ছিল। সেই চিত্রলেখা উষার কোন পতি নাই অথচ স্বপ্নে উষাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, সে কাহার অনুসন্ধান করিতেছে। উষা চিত্রলেখাকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিল যে, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের জন্যই তাহার চিত্ত ব্যথিত আছে। চিত্রলেখা সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উষার দুঃখ অপনোদনকল্পে দেব গন্ধর্ব্বাদির ও বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণের বহুচিত্র অঙ্কিত করিয়া উষাকে তাহার স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষকে নির্দ্দেশ করিতে বলিল। উষা ঐ চিত্রমধ্যে অনিরুদ্ধকে তাহার অভীষ্ট পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। যোগবল-সম্পন্না চিত্রলেখা সখীনির্দ্দিষ্ট পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র জানিয়া আকাশ পথে দ্বারকায় উপস্থিত হইল এবং যোগবলে নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরে আনয়ন করিয়া উষাকে দর্শন করাইল। উষা তাহার অভীষ্ট পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত প্রীতিসহকারে পুরুষগণের দুর্লক্ষ্য নিজগৃহে তাহার সেবা করিতে লাগিল। অনন্তর অন্তঃপুর রক্ষকগণ উষার শরীরে রতিচিহ্নসমূহ দর্শন করিয়া বাণাসুরের নিকট তৎসমুদয় জ্ঞাপন করিল। বাণাসুর এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল এবং কন্যার গৃহে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। অনিরুদ্ধ সশস্ত্র বহু রক্ষীর সহিত বাণাসুরকে তথায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক তাহার প্রহরীগণকে প্রহার ও বিনাশ করিলে মহাবল বাণাসুর অনিরুদ্ধকে নাগপাশে আবদ্ধ করিল, তাহাতে উষা অত্যন্ত শোকাতুরা হইল।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(হে) মহাযোগিন্, যদূত্তমঃ (অনিরুদ্ধঃ) বাণস্য (তন্নামকদৈত্যস্য) তনয়াং (কন্যাং) উষাম্ উপযেমে (পরিণীতবান্) তত্র (তস্মিন্ বিবাহব্যাপারে) হরি-শঙ্করয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণ-হরয়োঃ) মহৎ ঘোরং যুদ্ধং অভূৎ (জাতং ইতি শ্রুতং) ত্বং এতৎ সর্ব্বং (নিখিলং বৃত্তং সমাখ্যাতুং (বর্ণয়িতুম্) অর্হসি (প্রভবসি, বর্ণয়েদিত্যর্থঃ)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বলিলেন,—হে যোগিবর, যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধ বাণাসুরের কন্যা উষাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ঐ বিবাহব্যাপারে হরিহরের পরস্পর মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ শুনিয়াছি। সম্প্রতি আপনি উক্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করুন্॥ ১॥

বিশ্বনাথ—দ্বিষষ্টিতম উষায়া অনিরুদ্ধেন সঙ্গমঃ। চিত্রলেখাহৃতেনৈতং বাণোঽবধ্নাদিতীর্য্যতে॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ে বাণরাজার কন্যা উষার সহিত অনিরুদ্ধের সঙ্গম, চিত্রলেখা কর্ত্তৃক অপহৃত অনিরুদ্ধ বাণরাজা কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছিল॥ ১॥

শ্রীশুক উবাচ—

বাণঃ পুত্রশতজ্যেষ্ঠো বলেরাসীন্মহাত্মনঃ।
(যেন বামনরূপায় হরয়েঽদায়ি মেদিনী।
তস্যৌরসঃ সুতো বাণঃ শিবভক্তিরতঃ সদা।
মান্যো বদান্যো ধীমাংশ্চ সত্যসন্ধো দৃঢ়ব্রতঃ।
শোণিতাখ্যে পুরে রম্যে স রাজ্যমকরোৎ পুরা।
তস্য শম্ভোঃ প্রসাদেন কিঙ্করা ইব তেঽমরাঃ।)
সহস্রবাহুর্বাদ্যেন তাণ্ডবেঽতোষয়ন্মৃড়ম্॥ ২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—বাণঃ (বাণাসুরঃ) মহাত্মনঃ বলেঃ (বলিরাজস্য) পুত্রশতজ্যেষ্ঠঃ (পুত্রাণাং শতস্য জ্যেষ্ঠঃ অগ্রজঃ) আসীৎ। যেন (বলিনা) বামনরূপায় হরয়ে মেদিনী (সর্ব্বা পৃথিবী) অদায়ি (প্রদত্তা) তস্য (বলেঃ) ঔরসঃ সুতঃ সদা শিবভক্তিরতঃ মান্যঃ বদান্যঃ (বহুদানশীলঃ) ধীমান্ সত্যসন্ধঃ (সত্যসঙ্কল্পঃ) দৃঢ়ব্রতঃ চ সঃ বাণঃ পুরা (পূর্ব্বকালে) শোণিতাখ্যে (শোণিতনামকে) রম্যে পুরে রাজ্যং অকরোৎ। শম্ভোঃ (শিবস্য) প্রসাদেন তে (ইন্দ্রাদয়ঃ) অমরাঃ তস্য (বাণস্য) কিঙ্করাঃ (ভৃত্যাঃ) ইব আসন্ (স্থিতাঃ)। সহস্রবাহুঃ (সহস্রভুজঃ সঃ বাণঃ) তাণ্ডবে (মহাদেবস্য তাণ্ডবকালে) বাদ্যেন (বাদ্যং কৃত্বা) মৃড়ং (মহাদেবম্) অতোষয়ৎ (তুষ্টং চকার)॥ ২॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—বাণাসুর মহাত্মা বলিরাজের শতপুত্রমধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিল। যে বলিরাজ বামনরূপী শ্রীহরিকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়াছিলেন, সেই বলিরাজের ঔরসজাত পুত্র সর্ব্বদা শিবভক্তরত, মান্য, বদান্য, বুদ্ধিমান, সত্যসঙ্কল্প, দৃঢ়ব্রত বাণাসুর

পূর্ব্বকালে রমণীয় শোণিতপুরে রাজত্ব করিত। শিবের প্রসাদে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার ভৃত্যের ন্যায় অবস্থান করিতেন। বাণাসুর সহস্রহস্তে বাদ্য করিয়া তাণ্ডবকালে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল ॥ ২ ॥

ভগবান্ সর্ব্বভূতেশঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ।
বরেণ ছন্দয়ামাস স তং বব্রে পুরাধিপম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভূতেশঃ (সর্ব্বভূতপতিঃ) শরণ্যঃ ভক্তবৎসলঃ ভগবান্ (মহাদেবঃ) বরেণ ছন্দয়ামাস (বরং গৃহাণেতি উবাচ) সঃ (বাণঃ) তং (মহাদেবং) পুরাধিপং (নিজপুরপালকং, ত্বং মম পুরং পালয় ইত্যেবং) বব্রে (প্রার্থয়ামাস) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বভূতেশ্বর, শরণ্য, ভক্তবৎসল মহাদেব তাহাকে বরদানের ইচ্ছা করিলে বাণাসুর মহাদেবকে নিজপুরীর পালকরূপে প্রার্থনা করিয়াছিল ॥৩

স একদাহ গিরিশং পার্শ্বস্থং বীর্য্যদুর্ম্মদঃ।
কিরীটেনার্কবর্ণেন সংস্পৃশংস্তৎপদাম্বুজম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—বীর্য্যদুর্ম্মদঃ (বীর্য্যেণ দুর্ম্মদঃ দুষ্টমদঃ যস্য সঃ তথোক্তঃ) সঃ (বাণঃ) একদা (কদাচিৎ) অর্কবর্ণেন (সূর্য্যবদ্ বর্ণবিশিষ্টেন) কিরীটেন (মুকুটেন) তৎপদাম্বুজং (তস্য গিরীশস্য পদাম্বুজং পাদপদ্মং) সংস্পৃশন্ পার্শ্বস্থং গিরীশং (শিবম্) আহ (উক্তবান্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—বীর্য্যোন্মত্ত বাণাসুর এক সময়ে সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত মুকুট দ্বারা পার্শ্বস্থিত মহাদেবের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ছন্দয়ামাস বশয়ামাস দিৎসিতেন, রণেন বরেণ তং বশীচকারেত্যর্থঃ। 'অভিপ্রায়বশৌ ছন্দা'বিত্যমরঃ। স বাণস্তং পুরাধিপং স্বপুরপালকং বব্রে ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তবৎসল ভগবান শম্ভু বাণরাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে ইচ্ছা করিলে সেই বাণ রাজা মহাদেবকে তাহার রাজপুরীর পালক অধীশ্বর করিলেন। অমরকোষে ছন্দ শব্দের অর্থ অভিপ্রায় ও বশ ॥ ৩-৪ ॥

নমস্যে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাদেব, অপূর্ণকামানাম্ (অতৃপ্তবিষয়বাসনানাং) পুংসাং (জনানাং) কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপং (কামপূরঃ কামনাপূরকঃ যঃ অমরাঙ্ঘ্রিপঃ কল্পবৃক্ষঃ তং ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুমিত্যর্থঃ) লোকানাং গুরুং ঈশ্বরং ত্বাং নমস্যে (নমস্করোমি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে মহাদেব, আপনি অতৃপ্তকাম পুরুষগণের কামনা পূরণকারী, কল্পতরুস্বরূপ এবং লোকগুরু ঈশ্বর। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥৫॥

বিশ্বনাথ—কামপূরকো যোঽমরাঙ্ঘ্রিপঃ কল্পতরুস্তত্তুল্যম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কামপূরক' যিনি সুরতরু অর্থাৎ কল্পতরুতুল্য ॥ ৫ ॥

দোঃসহস্রং ত্বয়া দত্তং পরং ভারায় মেঽভবৎ।
ত্রিলোক্যাং প্রতিযোদ্ধারং ন লভে ত্বদৃতে সমম্ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—ত্বয়া দত্তং (প্রদত্তং) দোঃ সহস্রং (দোষাং বাহূনাং সহস্রং) পরং (কেবলং) মে (মম) ভারায় (ভারার্থমেব) অভবৎ (জাতং, যতঃ) ত্রিলোক্যাং (ত্রিভুবনে) ত্বদ্ ঋতে (ত্বাং বিনা) সমং (আত্মতুল্যং) প্রতিযোদ্ধারং (প্রতিপক্ষং বীরং) ন লভে (ন পশ্যামি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—আমি আপনার প্রদত্ত স্বকীয় সহস্রবাহু কেবলমাত্র ভারস্বরূপই বহন করিতেছি, পরন্তু ত্রিলোকমধ্যে আপনা ব্যতীত আমার তুল্য প্রতিপক্ষ দেখিতেছি না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মান্মমেদং দুঃখমুপশময়িতব্যমিত্যাহ,—দোরিতি। ত্বদৃতে ত্বাং বিনা ইতি যদি কৃপয়া স্বয়ং ত্বমেব মে প্রতিযোদ্ধা ভবেস্তদৈব মে রণকণ্ডূয়া দুঃখান্নিস্তার ইতি ধ্বনিঃ। ততশ্চ ত্বাং বিজিত্য এব সর্ব্বদিগ্বিজয়েন সম্পূর্ণেন সম্পূর্ণযশা অহং ভবেয়মিত্যনুধ্বনিঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আমার এই দুঃখ উপশম করা কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া বাণরাজা বলিতেছেন—হে মহাদেব! তোমার আশীর্ব্বাদে আমি সহস্র বাহু পাইয়াছি, কিন্তু সমকক্ষ যোদ্ধা না পাওয়ায়

কেবল ভারবহন করিতেছি। আর তোমা ছাড়া সমকক্ষ যোদ্ধা পাইতেছি না। যদি কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং আপনিই আমার প্রতি যোদ্ধা হন, তখনই আমার রণকণ্ডূতিরূপদুঃখ হইতে নিস্তার পাই। অতঃপর আপনাকে জয় করিলেই সর্ব্বদিগ্ বিজয়ী হইয়া আমি সম্পূর্ণ যশ লাভ করিব ॥ ৬ ॥

কণ্ডূত্যা নিভৃতৈর্দোর্ভির্যুযুৎসুর্দিগ্গজানহম্ ।
আদ্যায়াং চূর্ণয়ন্নদ্রীন্ ভীতাস্তেঽপি প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) আদ্য, (হে আদিদেব) অহং কণ্ডূত্যা (রণকণ্ডূয়নেন) নিভৃতৈঃ (ভরিতৈঃ) দোর্ভিঃ (ভুজৈঃ) অদ্রীন্ (পর্ব্বতান্) চূর্ণয়ন্ যুযুৎসুঃ (যোদ্ধুং ইচ্ছুঃ সন্) দিগ্গজান্ (প্রতি) অয়াম্ (অগচ্ছং) তে (দিগ্গজাঃ) অপি ভীতাঃ (সন্তঃ) প্রদুদ্রুবুঃ (পলায়নং চক্রুঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে আদিদেব, আমি রণকণ্ডূয়নযুক্ত সহস্রবাহু দ্বারা পর্ব্বতসমূহকে চূর্ণ করিয়া যুদ্ধকামনায় দিগ্গজগণের প্রতি ধাবিত হইলে তাহারাও ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—কণ্ডূত্যা রণকণ্ডূয়য়া নিতরাং ভৃতৈঃ পরিপূর্ণৈর্দোর্ভির্যুযুৎসুরহং দিগ্গজান্ প্রতি হে আদ্য, অয়াং অগচ্ছং ঐশানীদিশং বিনা সর্ব্বা এবান্যা দিশো ময়া জিতা এব পরন্ত অষ্টৌ দিগ্গজান্ জিত্বা মমাষ্টদিগ্বিজয়োঽস্ত্বিত্যভিপ্রায়েণাহং গতবানিতি ভাবঃ। কিং কুর্ব্বন্ ভুজবলকণ্ডূয়া নিবর্ত্তনার্থমদ্রীংশ্চূর্ণয়ন্ তে দিগ্গজা অপি ভীতাঃ। অতঃ কথয় ত্বয়া সহ যুদ্ধং বিনা মম রণকণ্ডূয়া কথমুপশাম্যতু। তস্যা উপশমং বিনা চ মম কথং ধৈর্য্যং ভবেদিতি ময়ি দোষো ন দেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রণকুণ্ডূতি সহ্য করিতে না পারিয়া দিগ্গজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া হে আদ্য! আপনার এই ঈশানকোণ ব্যতীত সর্ব্বদিক্ জয় করিয়া আসিয়াছি। পরন্ত আটটি দিগ্গজকে জয় করিয়া আমার অষ্টদিক্ বিজয়ী এই খ্যাতি হউক—এই অভিপ্রায়ে আমি গিয়াছিলাম। বাহুবল কণ্ডূতি নিবারণের জন্য পর্ব্বতসমূহকে চূর্ণ করিলে ঐ দিগ্গজগণ ভীত হইয়াছে। অতএব বলুন আপনার সহিত যুদ্ধ ব্যতীত আমার এই রণকণ্ডূতি কিরূপে উপশম হইবে এবং এই কণ্ডূতি উপশম ব্যতীত আমার ধৈর্য্যই বা কিভাবে হইবে। অতএব আমাকে দোষ দিবেন না ॥ ৭ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ কেতুস্তে ভজ্যতে যদা ।
ত্বদ্দর্পঘ্নং ভবেন্মূঢ় সংযুগং মৎসমেন তে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (বাণবচনং) শ্রুত্বা ভগবান্ (মহাদেবঃ) ক্রুদ্ধঃ (সন্ আহ) মূঢ়, (রে মূর্খ) যদা (যস্মিন্ কালে) তে (তব) কেতুঃ (ধ্বজঃ) ভজ্যতে (ভগ্নো ভবিষ্যতি তদা) তে (তব) মৎসমেন (মত্তুল্যেন কেনচিৎ সহ) ত্বদ্দর্পঘ্নং (তব দর্পবিনাশনং) সংযুগং (যুদ্ধং) ভবেৎ (ভবিষ্যতি) ॥৮॥

অনুবাদ—মহাদেব বাণাসুরের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—রে মূঢ়, যে সময়ে তোমার ধ্বজ ভগ্ন হইয়া পড়িবে, তখনই আমার সমতুল্য কোন পুরুষের সহিত তোমার যুদ্ধ সংঘটিত হইবে এবং তাহাতেই তোমার দর্প বিনষ্ট হইবে ॥৮

বিশ্বনাথ—ক্রুদ্ধ ইতি প্রথমং তজ্জিঘাংসা শিবমনস্যুদভূদিতি ভাবঃ। ততশ্চ স্বহস্তেনৈব স্বসেবকবধোঽনুচিতঃ, পরন্ত মৎপ্রসাদলব্ধং মহাবলবদ্ভুজসহস্রং যদ্যয়ং দুর্ম্মদোভারং মন্যতে, তর্হি ভারাবতারণকর্ত্তা মৎপ্রভুরেব খল্বিমমপি ভারমপনেষ্যতীতি পরামৃশ্যাহ,—কেতুর্ময়ূরধ্বজঃ ভজ্যতে স্বয়মেব যদা বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানত্বং মৎসমেনেতি তং প্রীণয়িতুমুক্তং বস্তুতস্তু মা শোভা তয়া সহ বর্ত্তমানঃ সমঃ অহং সমঃ সশোভা যতস্তেনাত্র ক্রুদ্ধ ইত্যনন্তরমুবাচেতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন অর্থাৎ প্রথমে তাহার হত্যা করিবার ইচ্ছা মহাদেবের মনে উদয় হইয়াছিল, তৎপরে নিজহস্তেই নিজসেবকের বধ অনুচিত, পরন্ত আমার কৃপালব্ধ মহাবলবান সহস্রবাহু যদি এই দুষ্টমদভরে ভার মনে করে, তাহা হইলে পৃথিবীর ভার হরণকর্ত্তা আমার প্রভুই ইহার এই ভার ক্ষালন করিবেন—এই চিন্তা করিয়া বলিলেন—যেদিন তোমার রথের ময়ূরধ্বজ ভগ্ন হইবে সেই দিনই আমার সমান

ব্যক্তির সহিত তোমার যুদ্ধ হইবে—এইবাক্যটি তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন। বস্তুত 'মা' শব্দের অর্থ শোভা তাহার সহিত বর্ত্তমান 'সম' আমার সহিত শোভিত সেই ব্যক্তির সহিত তোমার এই স্থানেই যুদ্ধ হইবে—ইহা পরে বলিলেন ॥ ৮ ॥

ইত্যুক্তঃ কুমতির্হৃষ্টঃ স্বগৃহং প্রাবিশন্নৃপ।
প্রতীক্ষন্ গিরিশাদেশং স্ববীর্য্যনশনং কুধীঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, ইতি উক্তঃ (মহাদেবেন কথিতঃ) কুধীঃ (কুবুদ্ধিঃ) কুমতিঃ (কুৎসিত-বিচারযুক্তঃ সঃ বাণঃ) হৃষ্টঃ (সন্তুষ্টঃ সন্) স্ববীর্য্যনশনঃ (স্ববীর্য্যনাশনং) গিরীশাদেশং (কেতু-ভঙ্গরূপং) প্রতীক্ষন্ (প্রতীক্ষমাণঃ) স্বগৃহং প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ মহাদেবের বাক্যে কুবুদ্ধি ও কুবিচারযুক্ত বাণাসুর সন্তুষ্ট হইয়া নিজবীর্য্য-বিনাশক কেতুভঙ্গের প্রতীক্ষা সহকারে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—কুমতিরিতি যদয়ং মূঢ়েতি মাং সংবোধ্য ত্বদ্দর্পঘ্নং সংযুগে ভবেদিতি শ্রুতে তদয়মেব মূঢ়ঃ মদ্দর্পঘ্নস্য সংযুগস্যাসম্ভবাদেবেতি কুৎসিতং মননং বিচারো যস্য সঃ। পরন্তেতাদৃশবাক্যেনানুমীয়তে মদীয়রণকণ্ডুয়োপশমকঃ কশ্চিদ্বলিষ্ঠো যোদ্ধুমেষ্যতীতি মত্বা হৃষ্টঃ। স্ববীর্য্যস্য নশনং নাশো যস্মাত্তং গিরিশাদেশং তদাদিষ্টং কেতুভঙ্গং প্রতীক্ষন্ প্রতীক্ষমাণঃ কদা মে কেতুভঙ্গো ভবিষ্যতীত্যলক্ষণ-সোৎকণ্ঠত্বাৎ কুধীঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হে পরীক্ষিত মহারাজ! মহাদেবের বাক্যে কুবুদ্ধি সম্পন্ন এবং মূঢ় বাণাসুর। আমাকে সম্বোধন করিয়া তোমার দর্পচূর্ণ ঐ যুদ্ধে হইবে—ইহা বলিলেন, অতএব এই বাণাসুর মূঢ় আমার দর্পচূর্ণ যুদ্ধ অসম্ভব হেতু কুৎসিত বিচার যাহার সেই বাণাসুর। পরন্তু ঐরূপ বাক্যের দ্বারা অনুমান হইতেছে আমার রণ-কণ্ডুতি উপশমকারী কোন বলিষ্ঠ যোদ্ধা আসিবেন—এই মনে করিয়া আনন্দিত। নিজ বীরত্বের নাশ যাহা হইতে সেই মহাদেবের আদেশ এবং তাহার বাক্য রথের কেতু ভঙ্গ অপেক্ষা করিতে থাকিল—কখন আমার রথের চূড়া ভঙ্গ হইবে—এইরূপ উৎকণ্ঠার জন্য তাহাকে কুবুদ্ধি বলা হইয়াছে ॥ ৯ ॥

তস্যোষা নাম দুহিতা স্বপ্নে প্রাদ্যুম্নিনা রতিম্।
কন্যালভত কান্তেন প্রাগদৃষ্টশ্রুতেন সা ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (বাণস্য) উষা নাম (উষা ইতি নাম বিশিষ্টা) কন্যা (অবিবাহিতা) সা (প্রসিদ্ধা) দুহিতা (তনয়া) স্বপ্নে প্রাগদৃষ্টশ্রুতেন (প্রাক্ ন দৃষ্টঃ শ্রুতো বা যঃ তেন) কান্তেন (প্রিয়েণ) প্রাদ্যুম্নিনা (অনিরুদ্ধেন সহ) রতিং অলভত (প্রাপ্তবতী) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—বাণাসুরের কন্যা উষা এক সময়ে অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব অনিরুদ্ধের সহিত স্বপ্নসঙ্গম লাভ করিয়াছিল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—মহেশাদিষ্টসংযুগপ্রসঙ্গমাহ,—তস্যেতি। প্রাদ্যুম্নিনা অনিরুদ্ধেন স্বপ্ন ইতি তৎকারণং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যথা—"উষা বাণসুতা বিপ্র পার্ব্বতীং শম্ভুনা সহ। ক্রীড়ন্তীমুপলক্ষ্যোচ্চৈঃ স্পৃহাঞ্চক্রে তদাশ্রয়ম্ ॥ ততঃ সকলচিত্তজ্ঞা গৌরী তামাহ ভাবিনীম্। অলমত্যর্থতাপেন ভর্ত্রা ত্বমপি রংস্যসে ॥ ইত্যুক্তা সা তদা চক্রে কদেতি মতিমাত্মনঃ। কো বা ভর্ত্তা মমেত্যেনাং পুনরপ্যাহ পার্ব্বতী ॥ বৈশাখশুক্লদ্বাদশ্যাং স্বপ্নে যোঽভিভবং তব। করিষ্যতি স তে ভর্ত্তা রাজপুত্রি ভবিষ্যতি" ইতি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহাদেবের উপদিষ্ট যুদ্ধ প্রসঙ্গ বলিতেছেন—তাহার একটি কন্যা ছিল, তাহার নাম 'উষা', স্বপ্নে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সহিত মিলন হয়। ইহার কারণ বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—বাণরাজার কন্যা উষা মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর ক্রীড়া দেখিয়া তাহার আশ্রয় ইচ্ছা করিল। সকলের চিত্ত জানেন এমন গৌরীদেবী তাহাকে বলিলেন—তোমার অনুতাপে প্রয়োজন নাই—তুমিও স্বামীর সহিত ক্রীড়া করিবে। ইহা শুনিয়া নিজে মনে মনে ভাবিল তাহা কখন হইবে সেই আমার স্বামী বা কে? ইহার পর পার্ব্বতি বলিলেন—বৈশাখমাসের

শুক্লা দ্বাদশীতে স্বপ্নে যে আসিবে, হে রাজপুত্রি সেই তোমার স্বামী হইবে ॥ ১০ ॥

সা তত্র তমপশ্যন্তী ক্বাসি কান্তেতি বাদিনী।
সখীনাং মধ্য উত্তস্থৌ বিহ্বলা ব্রীড়িতা ভৃশম্ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—সা (ঊষা একদা) তত্র (স্বপ্নে) তম্ (অনিরুদ্ধং পতিম্) অপশ্যন্তী (হে) কান্ত, (হে প্রিয় ত্বং) ক্ব (কুত্র) অসি (বর্ত্তসে) ইতি (এবং) বাদিনী (ভাষমাণা) ভৃশম্ (অত্যর্থং) বিহ্বলা (ব্যাকুলা) ব্রীড়িতা (লজ্জিতা চ সতী) সখীনাং মধ্যে উত্তস্থৌ (স্বপ্নাৎ উত্থিতা) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই ঊষা একদিন স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে না দেখিয়া "হে প্রিয়! তুমি কোথায় আছ"—এই বলিয়া ব্যাকুলতা সহকারে জাগ্রত হইয়া সখীগণের দর্শনে লজ্জিতা হইল ॥ ১১ ॥

বাণস্য মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডশ্চিত্রলেখা চ তৎসুতা।
সখ্যপৃচ্ছৎ সখীমূষাং কৌতূহলসমন্বিতা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—বাণস্য কুম্ভাণ্ডঃ (তন্নামকঃ) মন্ত্রী (আসীৎ) তৎসুতা (তস্য কুম্ভাণ্ডস্য কন্যা) সখী (ঊষাসহচরী) চিত্রলেখা চ কৌতূহলসমন্বিতা (কৌতূহলযুক্তা সতী) সখীং ঊষাং অপৃচ্ছৎ (পৃষ্টবতী) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—বাণাসুরের কুম্ভাণ্ড নামক এক মন্ত্রী ছিল, তদীয় কন্যা চিত্রলেখা ঊষার সহচরী ছিল। সে তৎকালে সকৌতুকে ঊষাকে জিজ্ঞাসা করিল ॥১২

কং ত্বং মৃগয়সে সুভ্রু কীদৃশস্তে মনোরথঃ।
হস্তগ্রাহং ন তেঽদ্যাপি রাজ পুত্র্যুপলক্ষয়ে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুভ্রু, (হে সুন্দরি) রাজপুত্রি, (হে রাজনন্দিনি) ত্বং কং মৃগয়সে (অন্বিষ্যসি) তে (তব) মনোরথঃ কীদৃশঃ (অয়ং কো নানাভিলাষ ইতি ন জানামি যতঃ) অদ্য অপি তে (তব) হস্তগ্রাহং (ভর্ত্তারং) ন উপলক্ষয়ে (ন পশ্যামি অদ্যাপি তে বিবাহো ন জাতঃ তথাপি কান্তত্বেন কমপ্যন্বিষ্যসীতি বিচিত্রমিদমিতি ভাবঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে সুভ্রু, রাজনন্দিনি, অদ্যাবধি তোমার কোন পতি দর্শন করি নাই, তবে তুমি কাহার অন্বেষণ করিতেছ, তোমার অভিপ্রায়ই বা কি ? ॥১৩

বিশ্বনাথ—হস্তগ্রাহং ভর্ত্তারং বিবাহাভাবান্ন লক্ষয়ে ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বাণরাজার মন্ত্রী কুষ্মাণ্ড, তাহার কন্যা চিত্রলেখা ঊষার সখী, তাহার নিকট রাজকন্যা স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলে, সে তখন বলিল হে রাজনন্দিনী! তোমার বিবাহ হয় নাই অতএব তোমার পাণিগ্রহণ ভর্ত্তাকে আমি দেখিতেছি না ॥ ১৩ ॥

ঊষোবাচ—

দৃষ্টঃ কশ্চিন্নরঃ স্বপ্নে শ্যামঃ কমললোচনঃ।
পীতবাসা বৃহদ্বাহুর্যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ঊষা উবাচ—(হে সখি) স্বপ্নে শ্যামঃ (শ্যামবর্ণঃ) কমললোচনঃ পীতবাসাঃ (পীতবসনঃ) বৃহদ্‌বাহুঃ (আজানুলম্বিতভুজঃ) যোষিতাং (কামিনীনাং) হৃদয়ঙ্গমঃ (হৃদয়গ্রাহী) কশ্চিৎ নরঃ দৃষ্টঃ (ময়া উপলব্ধঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ঊষা বলিল,—হে সখি, আমি স্বপ্নে শ্যামবর্ণ, পদ্মপলাশনয়ন, পীতবসনধারী, আজানুলম্বিত ভুজ, স্ত্রীজনমনোহর কোন পুরুষকে দর্শন করিয়াছি ॥ ১৪ ॥

তমহং মৃগয়ে কান্তং পায়য়িত্বাধরং মধু।
ক্বাপি যাতঃ স্পৃহয়তীং ক্ষিপ্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে ॥১৫

অন্বয়ঃ—অহং তং কান্তং (প্রিয়ং) মৃগয়ে (অন্বিষ্যামি) আধরম্ (অধরজাতং মধু) পায়য়িত্বা (পানার্থং প্রথমতো দত্ত্বা) স্পৃহয়তীং (অপূর্ণকামামেব) মাং বৃজিনার্ণবে (দুঃখসাগরে) ক্ষিপ্ত্বা (নিক্ষিপ্য সঃ) ক্ব অপি (কুত্র) যাতঃ (গতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—আমি সেই প্রিয়তমের অন্বেষণ করিতেছি, তিনি আমাকে স্বীয় অধরামৃত পান করাইয়া অতৃপ্তদশায়ই দুঃখসাগরে নিক্ষেপপূর্ব্বক কোথায় চলিয়া গিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

চিত্রলেখোবাচ—

ব্যসনং তেঽপকর্ষামি ত্রিলোক্যাং যদি ভাব্যতে।
তমানেষ্যে বরং যস্তে মনোহর্ত্তা তমাদিশ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—চিত্রলেখা উবাচ,—(হে সখি) তে (তব) ব্যসনং (দুঃখম্) অপকর্ষামি (অপনয়ামি) যদি ত্রিলোক্যাং (ত্রিভুবনে) ভাব্যতে (তেন কান্তেন স্থীয়তে তদা) যঃ (জনঃ) তে (তব) মনোহর্ত্তা (চিত্তহারী) তং বরং (পতিম্) আনেষ্যে (ইহ আনয়িষ্যামি ত্বং চিত্রানি দৃষ্ট্বা) তং (বরম্) আদিশ (নির্দ্দিশ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—চিত্রলেখা বলিল,—হে সখি, আমি তোমার দুঃখ দূর করিব, যদি তোমার চিত্তহরণকারী পুরুষ এই ত্রিভুবনের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই পতিকে এখানে অবশ্যই আনয়ন করিব। তুমি চিত্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে নির্দ্দেশ কর ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভাব্যতে প্রাপ্যতে ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চিত্রলেখা বলিল—হে রাজপুত্রি! তোমার মন হরণকারী এই ত্রিলোকের মধ্যে ভাবিয়া কাহাকে বলিতে পার, তাহাকে আমি আনিয়া দিব ॥ ১৬ ॥

ইত্যুক্ত্বা দেবগন্ধর্ব্ব-সিদ্ধচারণপন্নগান্।
দৈত্যবিদ্যাধরান্ যক্ষান্ মনুজাংশ্চ যথালিখৎ ॥১৭

অন্বয়ঃ—(চিত্রলেখা) ইতি উক্ত্বা দেবগন্ধর্ব্ব-সিদ্ধচারণপন্নগান্ দৈত্যবিদ্যাধরান্ যক্ষান্ মনুজান্ (মানবান্) চ যথা (যথাযথম্) অলিখৎ (চিত্রিতবতী) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—চিত্রলেখা এই বলিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ এবং মানবগণকে যথাযথরূপে চিত্রিত করিল ॥ ১৭ ॥

মনুজেষু চ সা বৃষ্ণীন্ শূরমানকদুন্দুভিম্।
ব্যলিখদ্রাম-কৃষ্ণৌ চ প্রদ্যুম্নং বীক্ষ্য লজ্জিতা ॥১৮
অনিরুদ্ধং বিলিখিতং বীক্ষ্যোষাবাঙ্মুখী হ্রিয়া।
সোঽসাবসাবিতি প্রাহ স্ময়মানা মহীপতে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহীপতে, (হে মহারাজ) সা (চিত্রলেখা) মনুজেষু (মানবেষু) চ বৃষ্ণীন্ (বৃষ্ণিবংশীয়ান্) শূরং আনকদুন্দুভিং (বসুদেবং) রাম-কৃষ্ণৌ চ ব্যলিখৎ (চিত্রিতবতী ততঃ চিত্রিতং) প্রদ্যুম্নং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) উষা (শ্বশুরবুদ্ধ্যা) লজ্জিতা (বভূব ততঃ) অনিরুদ্ধং বিলিখিতম্ (অঙ্কিতং) বীক্ষ্য হ্রিয়া (লজ্জয়া) অবাঙ্মুখী (নতবদনা) স্ময়মানা (ঈষদ্ধাস্যং কুর্ব্বাণা চ) সঃ অসৌ অসৌ (স এব অয়ং জনঃ) ইতি প্রাহ (উক্তবতী) ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, চিত্রলেখা মনুষ্যগণমধ্যে বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ এবং শূর, বসুদেব, ও রাম-কৃষ্ণকে অঙ্কিত করিল। অনন্তর উষা প্রদ্যুম্নের চিত্রদর্শনে শ্বশুরজ্ঞানে লজ্জিতা হইল এবং অনিরুদ্ধের চিত্রদর্শনে লজ্জানম্রবদনে ঈষৎ হাস্যসহকারে "ইনিই সেই পুরুষ"—এইরূপ বলিয়াছিল ॥ ১৮-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—এতেষাং পুরুষাণাং মধ্যে তব পুরুষঃ ক ইতি পৃষ্টা উষা প্রদ্যুম্নং বীক্ষ্য শ্বশুরোঽয়মিতি বুদ্ধ্যা লজ্জিতা। তৎপুত্রমনিরুদ্ধং বীক্ষ্য সোঽসাবসাবিতি দ্বিরুক্তিরতিবিস্ময়হর্ষোদয়াৎ। অতস্তত্র চিত্রপটে অয়মস্য পুত্রঃ অয়মস্য নামেতি প্রতিলেখ্য প্রতিমোপরি তয়াক্ষরাণ্যপি লিখিতানীতি বুদ্ধ্যতে ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বলিয়া চিত্রলেখা দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধচারণ সর্প দৈত্য বিদ্যাধর যক্ষ ও মনুষ্যগণকে লিখিয়া দেখাইল এবং এই পুরুষগণের মধ্যে তোমার পুরুষ কে? জিজ্ঞাসা করিলে উষা প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া ইনি শ্বশুর এই বুদ্ধিতে লজ্জিত হইল, তাহার পুত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া 'সেই এই এই' দ্বিরুক্তিসহ অতিবিস্ময় ও হর্ষে বলিল। অতএব সেই চিত্রপটে এই প্রদ্যুম্নের পুত্র, ইহার নাম—অনিরুদ্ধ সেই চিত্র-পটের উপরে এই শব্দগুলি লিখিয়া দিল—ইহাই বুঝাইতেছে ॥ ১৮-১৯ ॥

চিত্রলেখা তমাজ্ঞায় পৌত্রং কৃষ্ণস্য যোগিনী।
যযৌ বিহায়সা রাজন্ দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥২০

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, যোগিনী (যোগবল-সম্পন্না) চিত্রলেখা তং (সখীনির্দ্দিষ্টং জনং) কৃষ্ণস্য

পৌত্রং আজ্ঞায় (সম্যক্ জ্ঞাত্বা) বিহায়সা (আকাশ-মার্গেণ) কৃষ্ণপালিতাং দ্বারকাং যযৌ (গতবতী) ॥২০॥

অনুবাদ—হে রাজন্, যোগবলসম্পন্না চিত্রলেখা সখী নির্দ্দিষ্ট পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র জানিয়া আকাশপথে কৃষ্ণপালিত দ্বারকায় উপস্থিত হইল ॥২০

তত্র সুপ্তং সুপর্য্যঙ্কে প্রাদ্যুম্নিং যোগমাস্থিতা ।
গৃহীত্বা শোণিতপুরং সখ্যৈ প্রিয়মদর্শয়ৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(সা) যোগং আস্থিতা (যোগাশ্রিতা সতী) তত্র (দ্বারকায়াং) সুপর্য্যঙ্কে (শোভনখট্বায়াং) সুপ্তং (নিদ্রিতং) প্রাদ্যুম্নিম্ (অনিরুদ্ধং) গৃহীত্বা শোণিতপুরম্ (আগত্য) সখ্যৈ (ঊষায়ৈ) প্রিয়ং (কান্তং অনিরুদ্ধম্) অদর্শয়ৎ (দর্শিতবতী) ॥২১॥

অনুবাদ—সে যোগবলে দ্বারকায় সুরম্য পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে গ্রহণপূর্ব্বক শোণিতপুরে আগমন করিয়া সখী ঊষাকে প্রিয়পতি দর্শন করাইল ॥২১॥

বিশ্বনাথ—শোণিতপুরমিত্যনন্তরং গত্বেতি শেষঃ । যোগমাশ্রিতেতি দ্বারকায়াং প্রবেষ্টুমশক্নুবত্যৈ তস্যৈ শ্রীনারদেন যোগবিদ্যোপদেশো হরিবংশাদৌ দৃষ্টঃ । চিত্রলেখাপি যোগমায়াংশভূতেতি কেচিদাহুঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই চিত্রলেখা সখী যোগবলে দ্বারকা হইতে নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে লইয়া বাণরাজার শোণিতপুরে আসিল । দ্বারকায় প্রবেশ করা অশক্ত, কিন্তু শ্রীনারদের উপদেশে 'যোগবিদ্যা' চিত্রলেখা পাইয়াছিল । ইহা হরিবংশাদিতে দেখা যায় । চিত্রলেখাও যোগমায়ার অংশস্বরূপা—ইহা কেহ কেহ বলেন ॥ ২১ ॥

সা চ তং সুন্দরবরং বিলোক্য মুদিতাননা ।
দুষ্প্রেক্ষ্যে স্বগৃহে পুম্ভী রেমে প্রাদ্যুম্নিনা সমম্ ॥২২

অন্বয়ঃ—সা (ঊষা) চ সুন্দরবরং (সুরূপশ্রেষ্ঠং) তম্ (অনিরুদ্ধং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) মুদিতাননা (হৃষ্টবদনা সতী) পুংভিঃ (পুরুষৈঃ) দুষ্প্রেক্ষ্যে (প্রেক্ষিতুং অশক্যে) সগৃহে প্রাদ্যুম্নিনা (অনিরুদ্ধেন) সমং (সহ) রেমে (ক্রীড়াং চকার) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ঊষা সুরূপজনশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধকে দর্শন করিয়া হৃষ্টবদনে পুরুষগণের দুর্লক্ষ্য নিজগৃহে তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—পুম্ভির্দুষ্প্রেক্ষ্যে পুরুষান্তরপ্রবেশাশক্য ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঊষা অনিরুদ্ধকে পাইয়া অন্য পুরুষগণের অলক্ষ্যে নিজগৃহে তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

পরার্দ্ধ্যবাসঃস্রগ্‌গন্ধধূপদীপাসনাদিভিঃ ।
পানভোজনভক্ষ্যৈশ্চ বাক্যৈঃ শুশ্রূষণার্চ্চিতঃ ॥২৩॥
গূঢ়ঃ কন্যাপুরে শশ্বৎ প্রবৃদ্ধস্নেহয়া তয়া ।
নাহর্গণান্ স বুবুধে ঊষয়াপহৃতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ— পরার্দ্ধ্যবাসঃস্রগ্‌গন্ধধূপদীপাসনাদিভিঃ (পরার্দ্ধ্যৈঃ অমূল্যৈঃ বাসঃ স্রগাদিভিঃ তথা) পানভোজনভক্ষ্যৈঃ (পানেন ভোজনেন চর্ব্ব্যভোজ্যেন ভক্ষ্যেন অচর্ব্ব্যভোজ্যেন চ ইত্যর্থঃ) বাক্যৈঃ (প্রিয়বচনৈঃ) শুশ্রূষণার্চ্চিতঃ (শুশ্রূষণ পূর্ব্বকং অর্চ্চিতঃ) কন্যাপুরে গূঢ়ঃ (গুপ্তঃ) শশ্বৎ (নিরন্তরং) প্রবৃদ্ধস্নেহয়া (প্রবৃদ্ধঃ প্রকর্ষেণ বর্দ্ধিতঃ স্নেহঃ অনুরাগঃ যস্যাঃ তয়া) তয়া ঊষয়া অপহৃতেন্দ্রিয়ঃ (অপহৃতং ইন্দ্রিয়ং মনঃ যস্য সঃ) সঃ (অনিরুদ্ধঃ) অহর্গণান্ (অতিক্রান্তদিনসমূহাং) ন বুবুধে (ন জ্ঞাতবান্) ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—তথায় অমূল্যবসন, মাল্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ, আসন, পান, ভোজন, ভক্ষ্যদ্রব্য, এবং প্রিয়বচনে শুশ্রূষা ও অর্চ্চনা লাভ করিয়া কন্যান্তঃপুরে গুপ্তদশায় নিরন্তর ঊষার বর্দ্ধিত অনুরাগে অপহৃতচিত্ত হইয়া অনিরুদ্ধ দিনাতিপাত অবগত হন নাই ॥ ২৩-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—এতৈর্যৎ শুশ্রূষণং তেনার্চ্চিতঃ সম্মানিতঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইখানে বসন ভূষণ মাল্য গন্ধ ধূপ দীপ আসন পান ভোজন প্রিয়বচনে শুশ্রূষা ইত্যাদির দ্বারা সম্মানিত হইয়া অনিরুদ্ধ থাকিল ॥ ২৩-২৪ ॥

তাং তথা যদুবীরেণ ভুজ্যমানাং হতব্রতাম্ ।
হেতুভির্লক্ষয়াঞ্চক্রু রাপ্রীতাং দুরবচ্ছদৈঃ ॥ ২৫ ॥
ভটা আবেদয়াঞ্চক্রু রাজংস্তে দুহিতুর্বয়ম্ ।
বিচেষ্টিতং লক্ষয়াম কন্যায়াঃ কুলদূষণম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) ভটাঃ (অন্তঃপুররক্ষকাঃ) যদুবীরেণ (অনিরুদ্ধেন) তথা ভুজ্যমানাং (গোপনে উপভুজ্যমানাম্) আপ্রীতাম্ (অতিহৃষ্টাং) তাম্ (উষাং) দুরবচ্ছদৈঃ (গোপয়িতুং অশক্যৈঃ) হেতুভিঃ (রতিচিহ্নৈঃ) হতব্রতাং (স্খলিতকন্যানিয়মাং) লক্ষয়াঞ্চক্রুঃ (লক্ষিতবন্তঃ ততঃ তে) আবেদয়াঞ্চক্রুঃ (বাণরাজসমীপে নিবেদিতবন্তঃ) রাজন্, বয়ং তে (তব) কন্যায়াঃ (অবিবাহিতায়াঃ) দুহিতুঃ (তনয়ায়াঃ উষায়াঃ) কুলদূষণং (কুলদোষজনকং) বিচেষ্টিতং (বিরুদ্ধাচরণং) লক্ষয়ামঃ (লক্ষণাদিদর্শনেন নিরূপয়ামঃ) ॥ ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অন্তঃপুররক্ষকগণ অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃকউপভুক্তা অতি সন্তুষ্টা উষার শরীরে স্পষ্টরূপে প্রকাশমান রতিচিহ্নসমূহ দর্শনে তাহাকে কন্যানিয়মচ্যুতা জানিতে পারিয়া বাণাসুরের নিকট নিবেদন করিল,—হে রাজন্, আমরা আপনার কন্যার কুলদোষজনক বিরুদ্ধাচরণ লক্ষ্য করিতেছি ॥২৫-২৬॥

বিশ্বনাথ—হেতুভিঃ রতিচিহ্নৈঃ। দুরবচ্ছদৈশ্ছাদয়িতুমশক্যৈঃ। আপ্রীতামত্যানন্দবতীমিতি মুখ্যং রতিচিহ্নং পুরপালকভটস্ত্রিয় ইতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভটাঃ প্রকারান্তরেণ জানন্ বাণঃ নঃ শাস্তিংকরিষ্যতীতি প্রাপ্তাশঙ্কা জ্ঞাপয়ামাসুঃ। কন্যায়া অপরিণীতায়া অপি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর অন্তঃপুর রক্ষকগণ অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক উপভোক্তা উষার শরীরে রতিচিহ্ন সমূহের দ্বারা যাহা অতিকষ্টেও ঢাকিয়া রাখা যায় না এবং অতি আনন্দবতী— পুররক্ষক সৈন্যগণের স্ত্রীগণ ইহা অতি মুখ্য রতিচিহ্ন দেখিয়া ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— পুররক্ষকগণ প্রকারান্তরে জানিয়া বাণরাজা আমাদিগকে শাস্তি করিবে—এই আশঙ্কা করিয়া বাণরাজাকে জানাইয়া দিল— আপনার অবিবাহিতা কন্যার কুলদোষজনক বিরুদ্ধ আচরণ দেখিতেছি ॥ ২৬ ॥

অনপায়িভিরস্মাভির্গুপ্তায়াশ্চ গৃহে প্রভো ।
কন্যায়া দূষণং পুম্ভির্দুষ্প্রেক্ষ্যায়া ন বিদ্মহে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(পরন্ত হে) প্রভো, অনপায়িভিঃ (অপ্রমত্তৈঃ) অস্মাভিঃ (ভটৈঃ) গৃহে (কন্যান্তঃপুরে) গুপ্তায়াঃ (রক্ষিতায়াঃ) দুষ্প্রেক্ষ্যায়াঃ চ (কেনচিৎ প্রেক্ষিতুং দ্রষ্টুং অশক্যায়াঃ চ) কন্যায়াঃ (তব সুতায়াঃ) পুংভিঃ (পুরুষৈঃ) দূষণং (কুতো বা ইতি) ন বিদ্মহে (ন জানীমঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আমরা অপ্রমত্তভাবে কন্যান্তঃপুরে আপনার কন্যাকে অন্যের অলক্ষ্যরূপে রক্ষা করিতেছি, এ অবস্থায় কিরূপে তিনি পুরুষকর্ত্তৃক দূষিতা হইলেন, তাহা আমরা অবগত নই ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অনপায়িভিঃ অপায়ঃ অপসর্পণং প্রমাদো বা তদ্রহিতৈঃ দুষ্প্রেক্ষায়া ইতি পাঠে দুষ্টা যা যোগিনী প্রেষ্যা সখী যস্যাস্তস্যাঃ পুম্ভির্দূষণং ন বিদ্মঃ অনুমীয়মানমপি প্রত্যক্ষীকর্ত্তুং ন শক্নুম ইত্যর্থঃ। "জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যাম্" ইতি বহুবচনম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে প্রভু ! আমরা প্রমাদহীন ভাবে অন্যের অলক্ষ্যে আপনার কন্যাকে রক্ষা করিতেছি। দুষ্টা যোগিনী সখী তাহা কর্ত্তৃক আনীত পুরুষদ্বারা আপনার কন্যার দোষণ কি না অনুমানদ্বারাও জানিতে পারিতেছি না। জাতিতে একবচন স্থলে বহুবচনও হয় এইস্থলে বহুবচন হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

ততঃ প্রব্যথিতো বাণো দুহিতুঃ শ্রুতদূষণঃ ।
ত্বরিতঃ কন্যকাগারং প্রাপ্তোঽদ্রাক্ষীদ্যদূদ্বহম্ ॥২৮

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) দুহিতুঃ (কন্যায়াঃ) শ্রুতদূষণঃ (শ্রুতং দূষণং দুষ্টাচরণং যেন সঃ অতএব) প্রব্যথিতং (দুঃখিতচিত্তঃ) বাণঃ ত্বরিতঃ (ত্বরাযুক্তঃ) কন্যাকাগারং (কন্যায়াঃ গৃহং) প্রাপ্তঃ (গতঃ সন্) যদূদ্বহং (যাদবশ্রেষ্ঠং তং অনিরুদ্ধম্) অদ্রাক্ষীৎ (দৃষ্টবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বাণাসুর কন্যার দোষশ্রবণে ব্যথিতচিত্ত হইয়া সত্বর কন্যাগৃহে গমনপূর্ব্বক যাদবশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৮ ॥

কামাত্মজং তং ভুবনৈকসুন্দরং
শ্যামং পিশঙ্গাম্বরমম্বুজেক্ষণম্ ।
বৃহদ্ভুজং কুণ্ডলকুন্তলত্বিষা
স্মিতাবলোকেন চ মণ্ডিতাননম্ ॥ ২৯ ॥
দীব্যন্তমক্ষৈঃ প্রিয়য়াভিনৃম্ণয়া
তদঙ্গসঙ্গস্তনকুঙ্কুমস্রজম্ ।
বাহ্বোর্দধানং মধুমল্লিকাশ্রিতাং
তস্যাগ্র আসীনমবেক্ষ্য বিস্মিতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ বাণঃ) ভুবনৈকসুন্দরং (ভুবনেষু একং অদ্বিতীয়ং সুন্দরং) শ্যামং (শ্যামবর্ণং) পিশঙ্গাম্বরং (পীতবসনম্) অম্বুজেক্ষণং (পদ্মপলাশলোচনং) বৃহদ্ভুজম্ (আজানুলম্বিতবাহুং) কুণ্ডল-কুন্তলত্বিষা (কুণ্ডলয়োঃ কর্ণভূষণয়োঃ কুন্তলানাং কেশানাঞ্চ ত্বিষা কান্ত্যা তথা) স্মিতাবলোকেন (সুমধুরহাসসহকৃতয়া দৃষ্ট্যা) চ মণ্ডিতাননং (বিভূষিতবদনং) অভিনৃম্ণয়া (সর্ব্বমঙ্গলয়া) প্রিয়য়া (উষয়া সহ) অক্ষৈঃ (পাশকৈঃ) দীব্যন্তং (ক্রীড়ন্তং) বাহ্বোঃ (ভুজযুগলে) মধুমল্লিকাশ্রিতাং (মধুমল্লিকা বসন্ত ভবা মল্লিকা তদাশ্রিতাং) তদঙ্গসঙ্গস্তন-কুঙ্কুমস্রজং (তস্যা অঙ্গসঙ্গেন স্তনকুঙ্কুমং যস্যাং স্রজিতাং স্রজং মালাং) দধানং (ধারয়ন্তং) তস্যাগ্রে (তস্যাঃ উষায়াঃ অগ্রে অত্র আর্ষঃ সন্ধিঃ) আসীনম্ (উপবিষ্টং) কামাত্মজং (কামস্য আত্মনো দেহাৎ জাতং) তম্ (অনিরুদ্ধম্) অবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিস্মিতঃ (বিস্ময়গ্রস্তো বভূব) ॥ ২৯-৩০ ॥

অনুবাদ—অনিরুদ্ধঃ ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার বর্ণ শ্যামল, পরিধানে পীতবস্ত্র, নয়নযুগল পদ্মপত্রতুল্য স্নিগ্ধ ও সুবিস্তৃত, ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত, বদনমণ্ডল, কুণ্ডলযুগল, কুঞ্চিত কেশরাশি এবং সুমধুর হাস্যসহকৃত দৃষ্টিপাতে বিভূষিত, ভুজদ্বয়ে উষার স্তনকুঙ্কুমরাগাঙ্কিত বসন্তকালীন মল্লিকাপুষ্পের মাল্য বর্ত্তমান ছিল। তিনি অগ্রভাগে উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বমঙ্গললক্ষণযুক্তা উষার সহিত অক্ষক্রীড়ায় রত ছিলেন। বাণাসুর তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল ॥ ২৯-৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অভিনৃম্ণয়া পরমমঙ্গলয়া তস্যা অঙ্গসঙ্গেন স্তনকুঙ্কুমং যস্যাং তাং স্রজম্। অংসাভ্যাং সকাশাৎ স্খলিতাং বাহ্বোর্দধানং যদ্বা, বাহ্বোর্বাহুশিরসোঃ স্কন্ধয়োরিত্যর্থঃ। মধুমল্লিকা বসন্তভবা মল্লিকা তদাশ্রিতাং তস্যা উষায়া অগ্রে সন্ধিরার্ষঃ। অহো মহাসাহসিনোঽস্য তাবদপি ধার্ষ্ট্যমিতি বিস্মিতঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর বাণাসুর কন্যাগৃহে গমন পূর্ব্বক পরমমঙ্গল কন্যার অঙ্গসঙ্গহেতু স্তনকুঙ্কুম যে মালাতে লাগিয়াছে—ঐ মালা কণ্ঠ হইতে খসিয়া বাহুতে ধারণ করিতেছে অথবা বাহু—মস্তক মধ্যে অর্থাৎ স্কন্ধেধারণ করিতেছে। মধুমল্লিকা অর্থাৎ বসন্তকাল উদ্ভবামল্লিকাধারিণী উষার অগ্রে। বাণরাজা বিস্মিত হইয়া আশ্চর্য্যভাবে এই ছেলেটিকে মহা সাহসী ও ধৃষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে ॥৩০ ॥

স তং প্রবিষ্টং বৃতমাততায়িভি-
র্ভটৈরনীকৈরবলোক্য মাধবঃ ।
উদ্যম্য মৌর্ব্বং পরিঘং ব্যবস্থিতো
যথান্তকো দণ্ডধরো জিঘাংসয়া ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ মাধবঃ (অনিরুদ্ধঃ) অনীকৈঃ (বহুভিঃ) আততায়িভিঃ (বধোদ্যতৈঃ) ভটৈঃ (রক্ষিভিঃ) বৃতং (পরিবেষ্টিতং) প্রবিষ্টং (তত্রাগতং) তং (বাণম্) অবলোক্য (দৃষ্ট্বা) দণ্ডধরঃ অন্তকঃ (যমঃ) যথা (ইব) জিঘাংসয়া (হন্তুং ইচ্ছয়া) মৌর্ব্বং (মুরুঃ লোহবিশেষঃ তন্নির্ম্মিতং) পরিঘং (তন্নামকং অস্ত্রম্) উদ্যম্য (উত্তুল্য) ব্যবস্থিতঃ (স্থিতবান্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তৎকালে অনিরুদ্ধ সশস্ত্র বহু রক্ষীর সহিত বাণাসুরকে তথায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া দণ্ডধারী যমের ন্যায় তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় মুরু নামক লৌহনির্ম্মিত পরিঘ অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—মাধবোঽনিরুদ্ধঃ। মুর্ব্বা লোহবিশেষস্তন্নির্ম্মিতম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মধুবংশজাত মাধব অর্থাৎ অনিরুদ্ধ, মুর্ব্বা অর্থাৎ লৌহ বিশেষ দ্বারা নির্ম্মিত ॥ ৩১ ॥

জিঘৃক্ষয়া তান্ পরিতঃ প্রসর্পতঃ
শুনো যথা শূকরযূথপোঽহনৎ।
তে হন্যমানা ভবনাদ্বিনির্গতা
নির্ভিন্নমূর্দ্ধোরুভুজাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—শূকরযূথপঃ (শূকরবৃন্দাধিপতিঃ) শুনঃ যথা (কুক্কুরান্ যথা তাড়য়তি তথা সঃ অনিরুদ্ধঃ) জিঘৃক্ষয়া (গৃহীতুং ইচ্ছয়া) পরিতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) প্রসর্পতঃ (ধাবমানান্) তান্ (ভটান্) অহনৎ (তাড়য়ামাস) হন্যমানাঃ (তাড্যমানাঃ) নির্ভিন্ন-মূর্দ্ধোরুভুজাঃ (নির্ভিন্ন-মস্তকোরুবাহবঃ) তে (ভটাঃ) ভবনাৎ (গৃহাৎ) বিনির্গতাঃ (বহির্গতাঃ সন্তঃ) প্রদুদ্রুবুঃ (পলায়িতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শূকরযূথাধিপতি যেরূপ কুকুরগণকে বিতাড়িত করে, সেইরূপ অনিরুদ্ধও তাহাকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ধাবমান রক্ষিগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন প্রহারবশতঃ তাহাদের মস্তক, উরু, ও ভুজসমূহ বিদীর্ণ হওয়ায় তাহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৩২ ॥

তং নাগপাশৈর্বলিনন্দনো বলী
ঘ্নন্তং স্বসৈন্যং কুপিতো ববন্ধ হ।
উষা ভৃশং শোকবিষাদবিহ্বলা
বদ্ধং নিশম্যাশ্রুকলাক্ষ্যরৌৎসীৎ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধেঽনিরুদ্ধ-বন্ধো নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—বলী (মহাবলঃ) বলিনন্দনঃ (বলিপুত্রঃ বাণঃ) কুপিতঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) স্বসৈন্য ঘ্নন্তং (বিনাশয়ন্তং) তম্ (অনিরুদ্ধং) নাগপশৈঃ (নাগপাশনামকৈঃ অস্ত্রৈঃ) ববন্ধ হ (আবদ্ধীকৃতবান্) উষা বদ্ধং (অনিরুদ্ধং নাগপাশৈঃ আবদ্ধং) নিশম্য (শ্রুত্বা) শোকবিষাদবিহ্বলা (শোকবিষাদাভ্যাং বিহ্বলা অবশা) অশ্রুকলাক্ষী (অশ্রূণাং কলাঃ বিন্দবঃ যয়োঃ তে অক্ষিণী নয়নে যস্যাঃ সা বাষ্পাকুলিতলোচনা সতী-ত্যর্থঃ) ভৃশম্ (অত্যর্থম্) অরৌৎসীৎ (রোদিতবতী) ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অনন্তর মহাবল বাণাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া স্বসৈন্য বিনাশক অনিরুদ্ধকে নাগপাশসমূহে আবদ্ধ করিল। উষা অনিরুদ্ধের বন্ধন-শ্রবণে শোক ও বিষাদে বিহ্বল হইয়া বাষ্পাকুলনয়নে অতিশয় রোদন করিয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ---অশ্রুধরে অক্ষিণী যস্যাঃ সা কলিবলী কামধেনু অরৌৎসীদিত্যার্ষং অরৌদীদিত্যর্থঃ। 'ব্যষ্টিনামন্তরাত্মানং শ্বেতদ্বীপেশমংশতঃ। বাণোঽবধ্নাৎ প্রভোর্লীলাশক্তিরেবাত্র কারণম্' ॥ ৩৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিষষ্টিতম এতস্মিন্ দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বাণাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া নিজসৈন্য বিনাশক অনিরুদ্ধকে নাগপাশ সমূহে বন্ধন করিলে, তাহা শুনিয়া শোক ও বিষাদে বিহ্বল উষা অশ্রুধারায় অতিশয় রোদন করিতেছিল। এইস্থলে অরৌৎসীৎ ইহা আর্ষ প্রয়োগ, অরৌদীৎ ইহা হইবে। শ্বেতদ্বীপের অধিপতি বিষ্ণু যাঁহার অংশ এবং ব্যষ্টিজীবের যিনি অন্তরাত্মা সেই অনিরুদ্ধকে বাণাসুর বাঁধিয়া ফেলিল। এইস্থলে প্রভুর লীলাশক্তিই ইহার কারণ ॥ ৩৩ ॥

ভক্তগণের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমস্কন্ধে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০-৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ
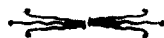
শ্রীশুক উবাচ—

অপশ্যতাঞ্চানিরুদ্ধং তদ্বন্ধূনাঞ্চ ভারত।
চত্বারো বার্ষিকা মাসা ব্যতীয়ুরনুশোচতাম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে হরিহরের সংগ্রাম এবং হর কর্ত্তৃক বাণবাহুছেত্তা শ্রীহরির স্তুতি বর্ণিত হইয়াছে।

অনিরুদ্ধের অদর্শনে তদীয় আত্মীয়গণ শোকাকুল হইয়া বর্ষাকালীন চারিমাস অতিবাহিত করিলেন। নারদের মুখে অনিরুদ্ধের বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণভুজগুপ্ত যাদবশ্রেষ্ঠ বীরগণ বহু সৈন্য সমভি-ব্যাহারে বাণাসুরের নগর অবরোধ করিলেন। বাণা-সুরও সমসংখ্যক সৈন্য লইয়া যাদবগণকে বাধা প্রদান করিল। বাণাসুরের সাহায্যার্থ কার্ত্তিকেয় ও প্রমথগণের সহিত মহাদেব রামকৃষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বাণের সহিত সাত্যকির এবং বাণ-পুত্র সহ সাম্বের যুদ্ধারম্ভ হইল। ব্রহ্মাদি দেবগণ আকাশপথে ঐ যুদ্ধ-দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাণ দ্বারা শঙ্করের অনুচরগণকে বিতাড়িত করিলেন এবং শঙ্করকে মোহিত করিয়া বাণাসুরের সৈন্যগণকে বিনাশ করিলেন। কার্ত্তিকেয় প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। বলদেব কর্ত্তৃক মুষলাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া বাণাসুরের সৈন্য-গণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। এইরূপে স্বসৈন্যের বিনাশ দর্শনে বাণাসুর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামার্থ শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের সারথী, রথ ও ধনু বিনাশ করিয়া পাঞ্চজন্য ধ্বনিত করিলেন। তখন বাণাসুরের মাতা পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ বিবস্ত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাগে উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ নগ্নমূর্ত্তি দর্শনের অনভিপ্রায়ে মুখ ফিরাইলে বাণাসুর সেই অবসরে পুরমধ্যে প্রবেশ করিল। ভূতগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে ত্রিমস্তক ও ত্রিপদযুক্ত রৌদ্র-জ্বর শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ শৈবজ্বরকে দর্শন করিয়া বৈষ্ণবজ্বর সৃষ্টি করিলেন। বৈষ্ণবজ্বর কর্ত্তৃক পীড়িত ও পরা-জিত হইয়া অন্যত্র আশ্রয় ও অভয় লাভ করিতে না পারিয়া রৌদ্রজ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ স্তুতি করিতে লাগিল যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—অনন্তশক্তিসম্পন্ন, সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কারণ, সর্ব্বান্তর্য্যামী ও পরমেশ্বর। কাল, কর্ম্ম, দৈব, জীব প্রভৃতি তাঁহারই বহিরঙ্গা শক্তির বিভূতিমাত্র। সাধুপালন ও দুষ্ট-বিনাশার্থই তাঁহার জগতে নানারূপে অবতার। যতদিন জীবগণ আশানু-বদ্ধ হইয়া ভগবৎপদসেবাবিমুখ থাকে, ততদিন তাহারা বিবিধসন্তাপে সন্তপ্ত হয়। বৈষ্ণবজ্বরপীড়িত শৈবজ্বরের এই প্রকার স্তুতিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া তাহাকে অভয় প্রদান করিলে শৈবজ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর বাণাসুর সহস্রহস্তে বিবিধ অস্ত্র লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা বাণাসুরের সহস্র ভুজ ছেদন করিতে লাগিলেন। বাণাসুরের বাহু-সমূহ ছিন্ন হইতে দেখিয়া শ্রীরুদ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বাণাসুরের প্রাণরক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের বহু স্তুতি করিয়া বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নিখিল জ্যোতিঃসমূহের প্রকাশক, স্বয়ং পরমজ্যোতিঃস্বরূপ এবং শব্দব্রহ্মে গূঢ়রূপে অবস্থিত পরব্রহ্ম। শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণই তাঁহার সাক্ষাৎকারে সমর্থ। পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতি। ধর্ম্মরক্ষা ও জগতের অভ্যুদয়ের জন্যই ভগবানের অবতার। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পালিত হইয়াই নিখিল লোকপালগণ সপ্তভুবন পালন করিতে-ছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বান্তর্য্যামী এবং সর্ব্ব-কারণ-কারণ। তিনি স্বয়ং কারণরহিত হইয়াও বিষয়সমূহ প্রকাশের জন্য নিজমায়ায় তত্তদ্‌বিকারানু-রূপ প্রতীত হইয়া থাকেন। গুণাতীত ভগবান্ স্বকার্য্যভূত অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় প্রতীত হইয়াও সত্ত্বাদিগুণ এবং জীবগণকে প্রকাশিত করিতে-ছেন। জীবগণ ভগবন্মায়ায় বিমোহিত ও বিষয়াসক্ত হইয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে। যে জীব ভগবৎপ্রদত্ত ভজনযোগ্য এই নরদেহ লাভ করিয়াও কৃষ্ণসেবাবিমুখ, সে বস্তুতঃই শোচনীয় ও আত্মবঞ্চক। যে মানব অনাত্ম দারা পুত্রাদিবিষয়ে আসক্ত হইয়া

আত্মবস্তু ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করে। এইরূপ বহুবিধ স্তব করিয়া মহাদেব তাঁহার প্রিয়সেবক বাণাসুরের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করের প্রিয়কার্য্য সাধনে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, প্রহলাদবংশজাত বাণাসুর তাঁহার বধ্য নহে। তিনি কেবল বাণাসুরের দর্প-বিনাশজন্যই তাহার বাহু ছেদন এবং ভূভারস্বরূপ তাহার সৈন্যবর্গের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। অধুনা তাহার ভুজচতুষ্টয় অবশিষ্ট আছে। এখন সে জরামরণরহিত, সর্ব্বত্র নির্ভীক হইয়া রুদ্রের পার্ষদ-মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে।

অতঃপর বাণাসুর অভয় লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম পূর্ব্বক উষার সহিত অনিরুদ্ধকে রথে আরোহণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আনয়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ সপত্নীক অনিরুদ্ধকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন এবং নাগরিক, বান্ধব ও বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক অভ্যুত্থিত হইয়া নিজ রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) ভারত, (হে পরীক্ষিৎ) অনিরুদ্ধং অপশ্যতাং অনুশোচতাং (তদর্থং শোকং কুর্ব্বতাং) চ তদ্‌বন্ধূনাং চ (তদীয়াত্মীয়ানাঞ্চ) বার্ষিকাঃ (বর্ষাকালীনাঃ) চত্বারঃ মাসাঃ ব্যতীয়ুঃ (অতীতা বভূবুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, অনিরুদ্ধের অদর্শনে তদীয় আত্মীয়গণ শোকাকুল হইয়া বর্ষাকালীন চারিমাস অতিবাহিত করিলেন ॥১

বিশ্বনাথ—

জিতাভ্যাং জ্বর-রুদ্রাভ্যাং সংস্তুতো বাণবাহুভিৎ।
সনপ্তৃকঃ পুরীং প্রাগাৎ ত্রিষুক্ ষষ্টিতমে হরিঃ ॥০॥

জ্যেষ্ঠাদিষণ্মাসেষ্বপি ব্যতীতেষু চত্বারো বার্ষিকা ইতি বার্ষিকা অপীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ে শ্রীহরি পরাজিত জ্বর ও রুদ্র কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া বাণ-রাজার বাহুসকল ছেদন করিলেন এবং নাতী অনিরুদ্ধের সহিত দ্বারকাপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন।

অনিরুদ্ধ জ্যৈষ্ঠমাস হইতে ছয়মাস নিরুদ্দেশ হইলে তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ শোকাকুল হইয়াছিল ॥১

———

নারদাৎ তদুপাকর্ণ্য বার্ত্তাং বদ্ধস্য কর্ম্ম চ।
প্রযযুঃ শোণিতপুরং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতা ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) কৃষ্ণদেবতাঃ (কৃষ্ণ এব দেবতা ঈশ্বরো যেষাং তে কৃষ্ণরক্ষিতা ইত্যর্থঃ) বৃষ্ণয়ঃ (যাদবাঃ) নারদাৎ (নারদমুখাৎ) বদ্ধস্য (আবদ্ধস্য অনিরুদ্ধস্য) বার্ত্তাং তৎ (তত্র আচরিতং) কর্ম্ম চ উপাকর্ণ্য (শ্রুত্বা) শোণিতপুরং প্রযযুঃ (গতাঃ) ॥২॥

অনুবাদ—অনন্তর নারদের মুখে আবদ্ধ অনিরুদ্ধের বার্ত্তা এবং যাবতীয় আচরণ অবগত হইয়া কৃষ্ণরক্ষিত যাদবগণ শোণিতপুরে যাত্রা করিলেন ॥২॥

———

প্রদ্যুম্নো যুযুধানশ্চ গদঃ সাম্বোঽথ সারণঃ।
নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যা রাম-কৃষ্ণানুবর্ত্তিনঃ ॥ ৩ ॥
অক্ষৌহিণীভির্দ্বাদশভিঃ সমেতাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
রুরুধুর্বাণনগরং সমন্তাৎ সাত্বতর্ষভাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রদ্যুম্নঃ যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ) চ গদঃ সাম্বঃ অথ সারণঃ নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যাঃ (নন্দশ্চ উপনন্দশ্চ ভদ্রশ্চ তে আদয়ো মুখ্যা যেষাং তে) রামকৃষ্ণানুবর্ত্তিনঃ (রাম-কৃষ্ণয়োঃ পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনঃ) সাত্বতর্ষভাঃ (যাদবশ্রেষ্ঠাঃ) দ্বাদশভিঃ অক্ষৌহিণীভিঃ সমেতাঃ (সন্তঃ) সমন্তাৎ (নৈরন্তর্য্যেণ) সর্ব্বতো দিশং (সর্ব্বাসু দিক্ষু) বাণনগরং রুরুধুঃ (রুদ্ধং চক্রুঃ) ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, গদ, সাম্ব, সারণ, নন্দ, উপনন্দ, ভদ্র প্রভৃতি রাম-কৃষ্ণের অনুগত যাদব-শ্রেষ্ঠ বীরগণ দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যপরিবৃত হইয়া নিরন্তরালভাবে চতুর্দ্দিকে বাণাসুরের নগর অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৩-৪ ॥

———

ভজ্যমানপুরোদ্যানপ্রাকারাট্টালগোপুরম্।
প্রেক্ষমাণো রুষাবিষ্টস্তুল্যসৈন্যোঽভিনির্যযৌ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—(বাণঃ) ভজ্যমানপুরোদ্যানপ্রাকারাট্টালগোপুরং (পুরোদ্যানং পুরস্য উদ্যানং প্রাকারাঃ প্রাচীরাণি অট্টালাঃ প্রাকারেভ্য উপরিতনানি উন্নতস্থানানি গোপুরাণি পুরদ্বারাণি চ তৎ পুরোদ্যানপ্রাকারাট্টাল-গোপুরং ভজ্যমানঞ্চ তৎ পুরোদ্যান প্রাকারাট্টাল-

গোপুরঞ্চেতি তৎ) প্রেক্ষমাণঃ (নিরীক্ষমাণঃ) রুষা আবিষ্টঃ (ক্রোধেন যুক্তঃ) তুল্যসৈন্যঃ (তুল্যানি সৈন্যানি যস্য সঃ, দ্বাদশাক্ষৌহিণীপরিবৃতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) অভিনির্যযৌ (যুদ্ধার্থং যাদবাভিমুখং পুরাৎ নির্গতবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—বাণাসুর স্বীয় পুরীর উদ্যান, প্রাচীর, অট্টালা অর্থাৎ প্রাচীরের উপরিস্থ উন্নতস্থান এবং পুরদ্বারসমূহ যাদবগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে যাদবগণের তুল্যসংখ্যক সৈন্য অর্থাৎ দ্বাদশ অক্ষৌহিণী পরিবৃত হইয়া পুরী হইতে বহির্গত হইল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্যানিরুদ্ধস্য কর্ম্ম চ যুদ্ধাদিকম্ ॥ ২-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই অনিরুদ্ধের যুদ্ধ আদি কর্ম্ম দেখিয়া ॥ ২-৫ ॥

বাণার্থে ভগবান্ রুদ্রঃ সসুতঃ প্রমথৈর্বৃতঃ ।
আরুহ্য নন্দিবৃষভং যুযুধে রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ রুদ্রঃ (শঙ্করঃ) বাণার্থে (বাণস্য সাহায্যার্থং) সসুতঃ (সুতেন কার্ত্তিকেয়েন সহিতঃ তথা) প্রমথৈঃ (অনুচরৈঃ প্রমথগণৈঃ) বৃতঃ (সন্) নন্দিবৃষভং আরুহ্য রামকৃষ্ণয়োঃ (রাম-কৃষ্ণাভ্যাং সহ) যুযুধে (যুদ্ধং কৃতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শঙ্কর বাণাসুরের সাহায্যার্থ কার্ত্তিকেয়ের সহিত প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া স্বয়ং নন্দী নামক বৃষভে আরোহণপূর্ব্বক রাম-কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬ ॥

আসীৎ সুতুমুলং যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ।
কৃষ্ণ-শঙ্করয়ো রাজন্ প্রদ্যুম্ন-গুহয়োরপি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, কৃষ্ণ শঙ্করয়োঃ প্রদ্যুম্ন-গুহয়োঃ (প্রদ্যুম্ন-কার্ত্তিকেয়য়োঃ) অপি অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্যং) রোমহর্ষণং সুতুমুলং যুদ্ধং আসীৎ (অভূৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, কৃষ্ণ ও শঙ্করের মধ্যে এবং প্রদ্যুম্ন ও কার্ত্তিকেয়ের মধ্যে পরস্পর আশ্চর্য্য রোম-হর্ষকর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৭ ॥

কুম্ভাণ্ড-কূপকর্ণাভ্যাং বলেন সহ সংযুগঃ ।
সাম্বস্য বাণপুত্রেণ বাণেন সহ সাত্যকেঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—বলেন (বলদেবস্য) কুম্ভাণ্ড-কূপ-কর্ণাভ্যাং সহ, সাম্বস্য বাণপুত্রেণ (সহ) সাত্যকেঃ বাণেন সহ সংযুগঃ (যুদ্ধং আসীৎ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সহিত বলদেবের, বাণ পুত্রের সহিত সাম্বের এবং বাণের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাধীশা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ।
গন্ধর্বাপ্সরসো যক্ষা বিমানৈর্দ্রষ্টুমাগমন্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাধীশাঃ (দেবেন্দ্রাঃ) মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ যক্ষাঃ (চ) দ্রষ্টুং (যুদ্ধং দ্রষ্টুং) বিমানৈঃ আগমন্ (আগতাঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্রগণ, মুনি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব অপ্সরাগণ এবং যক্ষগণ যুদ্ধ দর্শনার্থে বিমানে সমাগত হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

শঙ্করানুচরান্ শৌরির্ভূতপ্রমথগুহ্যকান্ ।
ডাকিনীর্যাতুধানাংশ্চ বেতালান্ সবিনায়কান্ ॥১০॥
প্রেতমাতৃপিশাচাংশ্চ কুষ্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্ ।
দ্রাবয়ামাস তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ শরৈঃ শার্ঙ্গধনুশ্চ্যুতৈঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শার্ঙ্গধনুশ্চ্যুতৈঃ (শার্ঙ্গনামক-স্বীয়ধনুর্নিক্ষিপ্তৈঃ) তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ শরৈঃ শঙ্করানুচরান্ ভূতপ্রমথ-গুহ্যকান্ ডাকিনীঃ যাতুধানান্ চ সবিনায়কান্ (গনেশ সহিতান্) বেতালান্ প্রেত-মাতৃপিশাচান্ চ কুষ্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্ দ্রাবয়ামাস (তাড়য়ামাস) ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গনামক নিজ ধনুর্নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণাগ্র বাণসমূহ দ্বারা শঙ্করের অনুচর ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, যাতুধান, বিনায়ক, বেতাল, প্রেত, মাতৃকা, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মরাক্ষসগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন ॥ ১০-১১ ॥

পৃথগ্বিধানি প্রাযুঙ্ক্ত পিণাক্যস্ত্রাণি শার্ঙ্গিণে ।
প্রত্যস্ত্রৈঃ শময়ামাস শার্ঙ্গপাণিরবিস্মিতঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—পিণাকী (শঙ্করঃ) শার্ঙ্গিণে (শ্রীকৃষ্ণায়) পৃথগ্বিধানি (বিবিধানি) অস্ত্রাণি প্রাযুঙ্‌ক্ত (নিক্ষিপ্তবান্) শার্ঙ্গপাণিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অবিস্মিতঃ (সন্) প্রত্যস্ত্রৈঃ (তানি) শময়ামাস (প্রশমিতবান্) ॥১২॥

অনুবাদ—পিণাকপাণি শঙ্কর শার্ঙ্গধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিন্মাত্র বিস্মিত না হইয়া প্রতিকূল অস্ত্রসমূহ দ্বারা তৎসমুদয় নিবারিত করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বাণার্থমিতি তদ্দুঃখসঙ্গদোষব্যঞ্জনার্থমিতি ভাবঃ। ভগবানিতি সর্ব্বজ্ঞোঽপি স্বপরাভবেন বাণমন্যাংশ্চ তন্মহিমানং দর্শয়িতুমিতি ভাবঃ। ইতি প্রাঞ্চঃ। ভগবতো যুদ্ধোৎসাহসুখসম্পাদনার্থং নরলীলত্বেঽপি রামাদ্যবতারবতো বৈলক্ষণ্যেন সর্ব্বোৎকর্ষখ্যাপনার্থঞ্চ লীলাশক্তিপ্রেরিতা যোগমায়ৈব ব্রহ্মাণমিব তমপি তদীয়ানামপি বিশেষতো মোহয়ামাসৈব অতএবোক্তং ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ 'ব্রহ্মরুদ্রাদিমোহন'-মিতি নবীনাশ্চাহুঃ ॥ ৬-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — ভগবান শঙ্কর বাণের সাহায্যের জন্য অর্থাৎ তাহার দুঃখ সঙ্গদোষ প্রকাশের জন্য। ভগবান অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও রুদ্র নিজের পরাজয় স্বীকার করিয়াও, বাণকে ও অন্যসকলকে ভগবানের মহিমা দেখাইবার জন্য কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন—ইহা প্রাচীনগণ বলেন। আর ভগবানের যুদ্ধ উৎসাহ রূপ সুখ সম্পাদনের জন্য, নরলীলা হইয়াও রামাদি অবতার হইতেও বিলক্ষণ সকল হইতে উৎকর্ষ প্রচারের জন্য, লীলাশক্তিতে প্রেরিত হইয়া যোগমায়াদ্বারা ব্রহ্মার ন্যায় রুদ্রকে ও তৎপরিকরগণকেও বিশেষভাবে মোহিত করিবার জন্য। অতএব ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন 'ব্রহ্মরুদ্রাদিমোহন' কৃষ্ণের বিশেষণ—ইহা নবীনগণ বলেন ॥ ৬-১২ ॥

ব্রহ্মাস্ত্রস্য চ ব্রহ্মাস্ত্রং বায়ব্যস্য চ পার্ব্বতম্।
আগ্নেয়স্য চ পার্জ্জন্যং নৈজং পাশুপতস্য চ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মাস্ত্রস্য চ (বারণার্থং) ব্রহ্মাস্ত্রং বায়ব্যস্য চ (বারণার্থং) পার্ব্বতং আগ্নেয়স্য চ (বারণার্থং) পার্জ্জন্যং পাশুপতস্য চ (বারণার্থং) নৈজং (নারায়ণাস্ত্রং প্রাযুঙ্‌ক্ত) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তিনি ব্রহ্মাস্ত্রের নিবারণে ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্রের নিবারণে পর্ব্বতাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রের নিবারণে পার্জ্জন্যাস্ত্র এবং পাশুপতাস্ত্রের প্রতিকূলে নারায়ণাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

মোহয়িত্বা তু গিরিশং জৃম্ভণাস্ত্রেণ জৃম্ভিতম্।
বাণস্য পৃতনাং শৌরির্জঘানাসি-গদেষুভিঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) জৃম্ভণাস্ত্রেণ জৃম্ভিতং (জৃম্ভাযুক্তং) গিরিশং মোহয়িত্বা তু অসি-গদেষুভিঃ (খড়্গ-গদা-বাণৈঃ) বাণস্য পৃতনাং (সেনাং) জঘান (নিহতবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জৃম্ভনাস্ত্রে শঙ্করকে জৃম্ভিত ও মোহিত করিয়া অসি গদা ও বাণ দ্বারা বাণাসুরের সৈন্যগণকে বিনাশ করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যস্ত্রাণ্যেবাহ,—ব্রহ্মাস্ত্রস্য শমনার্থং ব্রহ্মাস্ত্রং প্রাযুঙ্‌ক্তেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। নৈজং নারায়ণাস্ত্রম্ ॥ ১৩-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যুদ্ধকালে অস্ত্রের প্রতি অস্ত্রসমূহ বলিতেছেন—ব্রহ্মাস্ত্রের শান্তির জন্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, ইহা পূর্ব্বশ্লোকের সহিত অন্বয়। পশুপত অস্ত্রের শান্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ নারায়ণ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

স্কন্দঃ প্রদ্যুম্নবাণৌঘৈরর্দ্দ্যমানঃ সমন্ততঃ।
অসৃগ্বিমুঞ্চন্ গাত্রেভ্যঃ শিখিনাপাক্রমদ্রণাৎ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়ঃ) প্রদ্যুম্নবাণৌঘৈঃ (প্রদ্যুম্নস্য বাণসমূহৈঃ) অর্দ্দ্যমানঃ (পীড্যমানঃ) সমন্ততঃ গাত্রেভ্যঃ (সর্ব্বগাত্রেভ্যঃ) অসৃক্ (রুধিরং) বিমুঞ্চন্ শিখিনা (বাহনেন ময়ূরেণ) রণাৎ (রণক্ষেত্রাৎ) অপাক্রমৎ (অপগতঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকেয় প্রদ্যুম্নের বাণাঘাতে পীড়িত হইয়া সমস্ত শরীর হইতে রক্তধারা বিমোচন করিতে করিতে ময়ূরবাহনে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ১৫ ॥

কুম্ভাণ্ড কূপকর্ণশ্চ পেততুর্মুষলার্দ্দিতৌ ।
দুদ্রুবুস্তদনীকানি হতনাথানি সর্ব্বতঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—কুম্ভাণ্ডঃ কূপকর্ণঃ চ মুষলার্দ্দিতৌ (বলদেবস্য মুষলেন পীড়িতৌ সন্তৌ) পেততুঃ (রণে নিপতিতৌ ততঃ) হতনাথানি (হতাধিপানি) তদনীকানি (তদীয়সৈন্যানি) সর্ব্বতঃ দুদ্রুবুঃ (পলায়িতানি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কুম্ভাণ্ড এবং কূপকর্ণ বলদেবের মুষলাঘাতে রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলে তদীয় সৈন্যগণ অনাথ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল ॥ ১৬ ॥

বিশীর্য্যমাণং স্ববলং দৃষ্ট্বা বাণোহত্যমর্ষিতঃ ।
কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎ সংখ্যে রথী হিত্বৈব সাত্যকিম্ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ— অত্যমর্ষিতঃ (অতিক্রোধনঃ) বাণঃ স্ববলং (নিজসৈন্যমণ্ডলং) বিশীর্য্যমাণং (ক্ষীয়মাণং) দৃষ্ট্বা সাত্যকিং হিত্বা এব রথী (রথারোহী সন্) সংখ্যে (সংগ্রামে) কৃষ্ণং অভ্যদ্রবৎ (তদভিমুখং জগাম্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অতিক্রোধী বাণাসুর নিজ সৈন্যমণ্ডলের বিনাশ দর্শন করিয়া সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া রথারোহণে সংগ্রামার্থ শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ১৭ ॥

ধনূংষ্যাকৃষ্য যুগপদ্বাণ পঞ্চশতানি বৈ ।
একৈকস্মিন্ শরৌ দ্বৌ দ্বৌ সন্দধে রণদুর্ম্মদঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ—রণদুর্ম্মদঃ (যুদ্ধে দুরভিমানঃ) বাণঃ (সহস্রবাহুত্বাৎ) যুগপৎ (এককালমেব) পঞ্চশতানি ধনূংষি আকৃষ্য একৈকস্মিন্ (প্রত্যেকং ধনুষি) দ্বৌ দ্বৌ শরৌ সন্দধে বৈ (সংযোজিতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—রণদুর্ম্মদ বাণাসুর এককালে পঞ্চশত ধনুঃ আকর্ষণপূর্ব্বক প্রত্যেক ধনুকে দুই দুইটি বাণ যোজনা করিল ॥ ১৮ ॥

তানি চিচ্ছেদ ভগবান্ ধনূংষি যুগপদ্ধরিঃ ।
সারথিং রথমশ্বাংশ্চ হত্বা শঙ্খমপূরয়ৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (পরমৈশ্বর্য্যশালী) হরিঃ যুগপৎ (এককালমেব) তানি (পঞ্চশতানি) ধনূংষি চিচ্ছেদ (ছেদিতবান ততঃ) সারথিং রথং অশ্বান্ চ হত্বা (বিনাশ্য) শঙ্খং (পাঞ্চজন্যম্) অপূরয়ৎ (নিনাদিতবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অনন্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উক্ত পঞ্চশত ধনুঃ ছেদনপূর্ব্বক সারথি, রথ এবং অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া পাঞ্চজন্য ধ্বনিত করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়ঃ শিখিনা ময়ূরেণ সহ ॥ ১৫-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্কন্দ অর্থাৎ কাত্তিক ময়ূরের সহিত ॥ ১৫-১৯ ॥

তন্মাতা কোটরা নাম নগ্না মুক্তশিরোরুহা ।
পুরোহবতস্থে কৃষ্ণস্য পুত্রপ্রাণরিরক্ষয়া ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) কোটরা নাম তন্মাতা (বাণস্য মাতা) মুক্তশিরোরুহা (মুক্তকেশী) নগ্না (বিবস্ত্রা চ সতী) পুত্রপ্রাণরিরক্ষয়া (পুত্রস্য বাণস্য প্রাণান্ রক্ষিতুং ইচ্ছয়া) কৃষ্ণস্য পুরঃ (পুরতঃ অগ্রে) অবতস্থে (স্থিতা) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তখন কোটরা নাম্নী বাণাসুরের মাতা মুক্তকেশে এবং বিবস্ত্রভাবে পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাগে উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—কোটরা পার্ব্বত্যা এব মূর্ত্তিঃ দৈত্যোপাস্যা কোটরীতি চান্যত্রাস্যাঃ সংজ্ঞা। রিরক্ষয়া রিরক্ষিষয়া ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোটরা অর্থাৎ পার্ব্বতীরই দৈত্যগণের উপাস্য একমূর্ত্তি। কোটরী ইহাও অন্যত্র ইহার নাম, বাণকে রক্ষা করিবার জন্য ॥ ২০ ॥

ততস্তির্য্যঙ্মুখো নগ্নামনিরীক্ষন্ গদাগ্রজঃ ।
বাণশ্চ তাবদ্বিরথশ্ছিন্নধন্বাবিশৎ পুরম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ গদাগ্রজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) নগ্নাং অনিরীক্ষন্ (অনিরীক্ষমাণঃ) তির্য্যঙ্মুখঃ (পার্শ্বতঃ পরাবর্ত্তিতবদনঃ বভূব) তাবৎ (তদবসরং প্রাপ্য)

বিরথঃ (রথহীনঃ) ছিন্নধন্বা (ছিন্নং ধনুঃ যস্য সঃ) বাণঃ চ পুরম্ অন্বাবিশৎ (প্রবিষ্টঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তখন শ্রীকৃষ্ণ-নগ্নমূর্ত্তি দর্শনের অনভিপ্রায়ে মুখ ফিরাইলেন, ইত্যবসরে রথ এবং ধনুঃরহিত বাণাসুর পুরমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অনিরীক্ষমাণস্তির্য্যঙ্মুখো বভূব ॥২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ সেই নগ্নদেবীকে না দেখিবার অভিপ্রায়ে মুখ ফিরাইয়া নিলেন ॥ ২১ ॥

বিদ্রাবিতে ভূতগণে জ্বরস্তু ত্রিশিরাস্ত্রিপাৎ ।
অভ্যধাবত দাশার্হং দহন্নিব দিশো দশ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতগণে বিদ্রাবিতে (বিতাড়িতে সতি) ত্রিশিরাঃ (ত্রিমস্তকঃ) ত্রিপাৎ (ত্রিপদযুক্তঃ) জ্বরঃ তু দশ দিশঃ দহন্ ইব দাশার্হং (শ্রীকৃষ্ণং প্রতি) অভ্যধাবত (সমাগতঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ভূতগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে ত্রিমস্তক ও ত্রিপাদযুক্ত রৌদ্রজ্বর যেন দশদিক্ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—জ্বরস্তু যোদ্ধুমভ্যধাবদিতি শেষঃ। "জ্বরস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ। ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তক যমোপমঃ" ইতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রুদ্র প্রেরিত জ্বর যাদবসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ধাবিত হইল। তাহার রূপ বলিতেছেন—জ্বরের তিনটি পদ, তিনটি মস্তক ছয়টি হাত, নয়টি চক্ষু, ভস্মই অস্ত্র, ক্রোধমূর্ত্তি কালের অন্তক যমের ন্যায় ॥ ২২ ॥

অথ নারায়ণো দেবস্তং দৃষ্ট্বা ব্যসৃজজ্জ্বরম্ ।
মাহেশ্বরো বৈষ্ণবশ্চ যুযুধাতে জ্বরাবুভৌ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ দেবঃ নারায়ণঃ তং (মাহেশ্বরজ্বরং) দৃষ্ট্বা জ্বরং (শীতজ্বরং) ব্যসৃজৎ (বিসৃষ্টবান্ ততঃ) মাহেশ্বরঃ বৈষ্ণবঃ চ (ইতি) উভৌ জ্বরৌ (পরস্পরং) যুযুধাতে (যুদ্ধং কৃতবন্তৌ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত শৈবজ্বরকে দর্শন করিয়া স্বয়ং বৈষ্ণবজ্বরের সৃষ্টি করিলেন, তখন শৈব এবং বৈষ্ণব—এই উভয় জ্বরের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ হইল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—শীতজ্বরমসৃজৎ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ শৈব জ্বরকে দেখিয়া শীতপ্রভাব বৈষ্ণবজ্বর সৃষ্টি করিলেন ॥ ২৩ ॥

মাহেশ্বরঃ সমাক্রন্দন্ বৈষ্ণবেন বলার্দ্দিতঃ ।
অলব্ধ্বাভয়মন্যত্র ভীতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ ।
শরণার্থী হৃষীকেশং তুষ্টাব প্রযতাঞ্জলিঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—বৈষ্ণবেন (জ্বরেণ) বলার্দ্দিতঃ (বলেন পীড়িতঃ) মাহেশ্বরঃ (জ্বর) সমাক্রন্দন্ (অত্যুচ্চরবং কুর্ব্বন্ যুযুধে অথ) ভীতঃ মাহেশ্বরঃ জ্বরঃ অন্যত্রঃ অভয়ং অলব্ধ্বা (অপ্রাপ্য) শরণার্থী (আশ্রয়প্রার্থী) প্রযতাঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্) হৃষীকেশং (শ্রীকৃষ্ণং) তুষ্টাব (স্তুতবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণব জ্বর কর্ত্তৃক সবলে পীড়িত শৈবজ্বর অত্যুচ্চ শব্দসহকারে যুদ্ধ করিতেছিল, পশ্চাৎ সে ভীত হইয়া অন্যত্র অভয়লাভ না করিয়া শরণ প্রার্থনায় কৃতাঞ্জলি সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—সমাক্রন্দন্ রুদন্নভূৎ। অন্যত্রাভয়মলব্ধা ইতি স্বস্বামিনঃ শম্ভোরপি পার্শ্বং গত্বা তস্য চ স্বরক্ষণাসামর্থ্যং জ্ঞাত্বৈব ভীতঃ প্রণতো ভক্ত্যা ভূমিষ্ঠোঽঞ্জলির্যস্য সঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৈষ্ণবজ্বরের বলের দ্বারা পীড়িত হইয়া ঐরুদ্রজ্বর কাঁদিতে লাগিল। অন্যত্র অভয় না পাইয়া নিজপ্রভু শম্ভুর নিকট গিয়া তাহা হইতেও নিজরক্ষার সামর্থ্য না দেখিয়া ভয় পাইয়া ভূমিতে ভক্তিসহ প্রণাম করিয়া অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের স্তব করিল ॥ ২৪ ॥

জ্বর উবাচ—

নমামি ত্বানন্তশক্তিং পরেশং
সর্ব্বাত্মানং কেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রম্ ।
বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধহেতুং
যত্তদ্ ব্রহ্ম ব্রহ্মলিঙ্গং প্রশান্তম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—জ্বরঃ উবাচ,—(আত্মানং পরমশক্তিমন্তং মন্যমানঃ শ্রীকৃষ্ণং তাপয়িতুং প্রবৃত্তঃ স্বয়মেব তপ্তঃ সন্ তং পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা স্তবন্ নমস্করোতি হে ভগবন্) অনন্তশক্তিম্ (অসীমশক্তিযুক্তং) পরেশং (পরেষাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশং সর্ব্বাত্মানং (সর্ব্বেষাম্ আত্মানং চেতয়িতারং) কেবলং (শুদ্ধং) জ্ঞপ্তিমাত্রং (চৈতন্যঘনং) বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধহেতুং (বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারণং) ব্রহ্মলিঙ্গং (ব্রহ্মণা বেদেন লিঙ্গ্যতে দ্যোত্যতে ইতি তং) প্রশান্তং (সর্ব্ববিকার-শূন্যং) যৎ ব্রহ্ম তৎ (এব তথাভূতং এব ইত্যর্থং) ত্বা (ত্বাং) নমামি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—জ্বর বলিল,—হে ভগবন্, আপনি অনন্তশক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মাদি দেবগণেরও ঈশ্বর, সর্ব্বান্তর্য্যামী, শুদ্ধ, চিদ্‌ঘন, বেদবেদ্য, বিশ্বসৃষ্টিস্থিতিসংহার-কারণ, প্রশান্ত, ব্রহ্মলিঙ্গ, আপনাকে প্রণাম করি ॥২৫

বিশ্বনাথ—অনন্তশক্তিমিতি। মৎস্বামিনঃ শম্ভোঃ সকাশাদপি তব শক্তিরধিকানুভূতেতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ পরেশং স ঈশস্তুন্তু পরমেশ ইত্যর্থঃ। সর্ব্বাত্মানমিতি ত্বং সর্ব্বেষাং পরমাত্মা ভবন্নেব সর্ব্বস্য শম্ভোরপ্যাত্মা ভবসীত্যর্থঃ। দন্ত্যাদি সর্ব্বশব্দোঽপি শম্ভুবাচী দৃষ্টঃ। জ্ঞপ্তিমাত্রমিতি শুদ্ধচিন্ময়স্তং কেবলমিতি মায়াশাবল্যং নিরস্তম্। মৎস্বামী শম্ভুস্তু মায়াশবল এবেতিঃ ভাবঃ। বিশ্বোৎপত্তীতি ত্বং সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা স তু কেবলং সংহারকর্ত্তৈবেতি ভাবঃ। ব্রহ্মণা বেদেন লিঙ্গ্যতে দ্যোত্যতে ইতি ব্রহ্মলিঙ্গং যদ্‌ব্রহ্ম প্রশান্তং তদেব ত্বং স তু উগ্রং ব্রহ্মেতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তশক্তি অর্থাৎ আমার প্রভু শম্ভু হইতেও তোমার শক্তি অধিক অনুভব করিলাম। তাহার কারণ আমার প্রভু পরেশ তিনিই ঈশ, আপনি পরমেশ্বর সর্ব্বাত্মা অর্থাৎ তুমি সকলের পরমাত্মা হইয়াও শম্ভুরও আত্মা হও। স আদি সর্ব্ব শব্দও শম্ভুবাচী দৃষ্ট হয়। জ্ঞপ্তিমাত্র অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্ময় তুমি কেবল, মায়াযুক্ত নহ আমার প্রভু শম্ভু কিন্তু মায়াযুক্তই। বিশ্বের উৎপত্তি অর্থাৎ তুমি সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তা, আমার প্রভু কেবল সংহার কর্ত্তা। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ কর্ত্তৃক তুমি প্রকাশিত অতএব ব্রহ্মলিঙ্গ, যে ব্রহ্ম প্রশান্ত সেইই তুমি, আমার প্রভু উগ্র ব্রহ্ম ॥ ২৫ ॥

কালো দৈবং কর্ম্ম জীবঃ স্বভাবো
দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণ আত্মা বিকারঃ।
তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহপ্রবাহ-
স্তন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—কিঞ্চ যৎ সবিশেষং বস্তু তত্র বয়ং প্রভবামঃ ত্বয়ি সর্ব্ববিশেষাতীতে ন কস্যাপি প্রভুত্বং কিন্তু ত্বমেব সর্ব্বপ্রভুরিতি জ্ঞপ্তিমাত্রত্বং বিবৃণ্বন্ স্তৌতি,—হে ভগবন্,) কালঃ (ক্ষোভকঃ) কর্ম্ম (নিমিত্তং) দৈবং (তদেব কর্ম্ম ফলাভিমুখং অভিব্যক্তং) স্বভাবঃ (তৎসংস্কারঃ) জীবঃ (সংস্কারবান্) দ্রব্যং (ভূতসূক্ষ্মাণি) ক্ষেত্রং (শরীরং) প্রাণঃ (সূত্রং) আত্মা (অহঙ্কারঃ) বিকারঃ (একাদশ ইন্দ্রিয়াণি) তৎসঙ্ঘাতঃ (লিঙ্গদেহঃ এতস্য) বীজরোহপ্রবাহঃ (বীজাঙ্কুরবৎ প্রবাহঃ) এষা ত্বন্মায়া (তব বহিরঙ্গশক্তেরেব বিলাসা অতঃ) তন্নিষেধং (তস্যা নিষেধঃ অপোহঃ যস্মিন্ তং ত্বাং নিষেধাবধিভূতং) প্রপদ্যে (ভজে) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে ভগবান্, কাল, কর্ম্ম, দৈব, স্বভাব, জীব, সূক্ষ্মভূত, শরীর, প্রাণ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং লিঙ্গদেহ ইহাদের বীজাঙ্কুরপ্রবাহ আপনার মায়া অর্থাৎ বহিরঙ্গা শক্তিরই বিভূতিমাত্র। মায়াতীত আমি আপনার শরণ লইতেছি ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—কেবল জ্ঞপ্তিমাত্রত্বং বিবৃণ্বন্ প্রথমং কেবলপদের ব্যাবৃত্তানি বস্তূনি গণয়তি,—কালঃ ইতি। কালঃ ক্ষোভকঃ কর্ম্ম নিমিত্তং তদেব ফলাভিমুখমভিব্যক্তং দৈবং স্বভাবস্তৎসংস্কারঃ জীবস্তদ্বান্ দ্রব্যং ভূতসূক্ষ্মাণি। ক্ষেত্রং প্রকৃতিঃ প্রাণঃ সূত্রং আত্মা অহঙ্কারঃ বিকার একাদশেন্দ্রিয়াণি মহাভূতানি চেতি ষোড়শকঃ তৎসংঘাতো দেহঃ বীজং দেহাজ্জায়মানং কর্ম্ম রোহস্তস্মাজ্জনিষ্যমাণোঽন্যো দেহস্তয়োঃ প্রবাহঃ পৌনঃপুন্যং পরম্পরা এষা ত্বন্মায়া। তত্র জীবস্য মায়াভিন্নত্বেঽপি মায়াগ্রস্তত্বান্মায়াত্বং তন্নিষেধং তস্যা মায়ায়া নিষেধো যত্র তং ত্বদ্দেহেন্দ্রিয়াদীনি ত্বন্ময়ান্যেব ন মায়া ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানমাত্র শব্দটিকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কালাপদের ব্যাবৃত্তিসমূহ বলিতেছেন—কালক্ষোভকারী কর্ম্ম নিমিত্ত, তাহাই ফলরূপে প্রকাশিত হইয়া দৈবস্বভাব, তাঁহার সংস্কার জীব, তদ্‌যুক্ত দ্রব্য সূক্ষ্ম ভূতসমূহ, ক্ষেত্র প্রকৃতি, প্রাণ সূত্র, আত্মা অহংকার, বিকার একাদশ ইন্দ্রিয়, মহাভূত সকল এই ষোড়শ পদার্থের মিলন দেহ, বীজ দেহ হইতে জাত কর্ম্ম রোহ, তাহা হইতে জনিষ্যমান অন্যদেহ, ঐ উভয়ের প্রবাহ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ পরম্পরা ইহাই তোমার মায়া। এস্থলে জীব মায়া ভিন্ন হইলেও মায়াগ্রস্তহেতু মায়াই বলা হইয়াছে। তাহার নিষেধ দ্বারা মায়াও সিদ্ধ হয়। যাহাতে সেই তোমার দেহ ইন্দ্রিয়াদিসমূহ সচ্চিদানন্দময়ই, মায়িক নহে ॥ ২৬ ॥

নানাভাবৈর্লীলয়ৈবোপপন্নৈ-
র্দেবান্ সাধূন্ লোকসেতূন্ বিভর্ষি।
হংস্যুন্মার্গান্ হিংসয়া বর্ত্তমানান্
জন্মৈতৎ তে ভারহারায় ভূমেঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(ত্বং) লীলয়া এব উপপন্নৈঃ (স্বীকৃতৈঃ) নানাভাবৈঃ (মৎস্যাদ্যবতারৈঃ) দেবান্ (ইন্দ্রাদীন্) লোকসেতূন্ (বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্) সাধূন্ (তদনুষ্ঠাতৄন্ চ) বিভর্ষি (পালয়সি) উন্মার্গান্ (উৎপথগতান্) হিংসয়া বর্ত্তমানান্ (দৈত্যাদীন্) হংসি (বিনাশয়সি) ভূমেঃ ভারহারায় (ভারদূরীকরণায়) তে (তব) এতৎ (শ্রীকৃষ্ণরূপেণ) জন্ম (আবির্ভাবো জাতঃ, ন কস্যাপি ত্বং তনয়ো ভবসীত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—আপনি লীলাগৃহীত মৎস্যাদি-নানারূপে দেবগণ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মসমূহ এবং সাধুগণকে পালন ও উন্মার্গগামী হিংসাপরায়ণ দৈত্যাদিকে বিনাশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ভূভারহরণার্থই আপনার এই শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভাব হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবম্ভূতশ্চেদহং তর্হ্যনুগ্রহনিগ্রহজ্ঞাপিতৌ রাগদ্বেষৌ মায়িকধর্ম্মৌ কিং ময়ি দৃশ্যেতে তত্রাহ,—নানেতি। এতান্ মদ্ভক্তানুকূলান্ বিভরাণি এতাংস্তৎপ্রতিকূলান্ হতানীত্যেবং ভক্তবৎসলস্য তব যে নানা ভাবা অভিপ্রায়াস্তৈর্লীলয়া অনয়া বাণযুদ্ধাদিকয়ৈব উপপন্নৈর্দেবানিন্দ্রাদীন্ সাধূন্ মুন্যাদীংশ্চ বিভর্ষি। উভয়েষামপি বিশেষণং, লোকসেতূন্ লোকাশ্রয়ভূতানিতি তথা উন্মার্গান্ হংসি। তেন ভক্তবাৎসল্যগুণাঙ্গভূতৌ রাগদ্বেষৌ তে ন মায়িকাবিতি ভাবঃ। অতো ময়েদমবগতমিত্যাহ,—এতত্তে জন্মভূমেঃ স্বভক্তায়া ভারহারায় ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে যদি আমি এইরূপ হই, তাহা হইলে অনুগ্রহ নিগ্রহ দ্বারা প্রকাশিত রাগ দ্বেষরূপ মায়িক ধর্ম্ম আমাতে কেন দেখা যাইতেছে? তাহার উত্তরে বলি—এই সমূহ তোমার ভক্তের অনুকূলে ধারণ করিয়াছ, এইসকল তোমার প্রতিকূল বিষয়ের হত্যার জন্য এবং ভক্তবৎসল তোমার যে নানা ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায় সেই লীলার দ্বারা এই বাণের সহিত যুদ্ধ আদি উৎপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্র আদি সাধুগণের ও মুনিগণকে পালন করিতেছেন। উভয়ের বিশেষণ লোকসেতু অর্থাৎ সমস্ত লোকের আশ্রয়ভূত, উৎপথগামীগণকে হত্যা করিতেছ, তাহার দ্বারা ভক্তবাৎসল্যগুণের অঙ্গস্বরূপ রাগ ও দ্বেষ অতএব ঐসকল মায়িক নহে—আমি ইহা জানিয়াছি, ইহা তোমার নিজভক্তজন্মভূমির ভার হরণের নিমিত্ত ॥ ২৭ ॥

তপ্তোঽহং তে তেজসা দুঃসহেন
শান্তোগ্রেণাত্যুল্বণেন জ্বরেণ।
তাবৎ তাপো দেহিনাং তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
নো সেবেরন্ যাবদাশানুবদ্ধাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তে (তব) তেজসা (ত্বৎসৃষ্টেন) দুঃসহেন অত্যুল্বণেন (অতিপ্রবৃদ্ধেন) শান্তোগ্রেণ জ্বরেণ (শীতজ্বরেণ) অহং সপ্তঃ (অভবং, পরসন্তাপকস্য যুক্ত এব তাপ ইতি চেদত আহ, দেহিনঃ) আশানুবদ্ধাঃ (সন্তঃ) যাবৎ তে (তব) অঙ্ঘ্রিমূলং (পাদপদ্মমূলং) ন সেবেরন্ তাবৎ দেহিনাং (জীবানাং) তাপঃ (জায়তে, সেবায়াং প্রবৃত্তানাং তাপঃ অনুচিত ইতি ভাবঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আপনার তেজঃসৃষ্ট দুঃসহ অতিপ্রবৃদ্ধ বৈষ্ণবজ্বরে আমি সন্তপ্ত হইয়াছি। যে পর্য্যন্ত প্রাণিগণ আশানুবদ্ধ হইয়া আপনার পাদমূলে সেবা না

করে, তাবৎ তাহাদের বিবিধ সন্তাপ বর্ত্তমান থাকে ।। ২৮ ।।

বিশ্বনাথ—অতঃপরং ত্বাং স্তোতুমপ্যহং ন শক্নোমীত্যাহ,—তপ্তোঽহমিতি তে তেজসা ত্বৎসৃষ্টজ্বরেণ শান্তঃ শীতশ্চাসাবুগ্রো দাহকশ্চ তেন পরসন্তাপকস্য তে সন্তাপো যুক্ত এবেতি চেদত আহ,—তাবদিতি। অধুনা ত্বহং তে ভক্ত এবাভুবমিতি ভাবঃ ।। ২৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতঃপর তোমাকে আমি স্তব করিতে পারি না, তোমার তেজে আমি তপ্ত হইয়াছি, তোমার সৃষ্ট জ্বরদ্বারা শান্ত শীতলদ্বারা উগ্রদাহক, অতএব পরসন্তাপক তোমার সন্তাপ যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। অতএব বলি এখন কিন্তু আমি তোমার ভক্তই হইলাম ।। ২৮ ।।

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্রিশিরস্তে প্রসন্নোঽস্মি ব্যেতু তে মজ্জ্বরাদ্ভয়ম্ ।
যো নৌ স্মরতি সংবাদং তস্য ত্বন্ন ভবেদ্ভয়ম্ ।।২৯।।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ,—(হে) ত্রিশিরঃ, (হে ত্রিমস্তক জ্বর, অহং) তে (তব ত্বাং প্রতি ইত্যর্থঃ) প্রসন্নঃ অস্মি, তে (তব) মজ্জ্বরাৎ (মদীয়বৈষ্ণবজ্বরাৎ) ভয়ং ব্যেতু (দূরীভবতু) যঃ (জনঃ) নৌ (আবয়োঃ ইমং) সংবাদং স্মরতি তস্য (জনস্য) ত্বৎ (তব সকাশাৎ) ভয়ং ন ভবেৎ ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ত্রিশিরঃ, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব বৈষ্ণবজ্বর হইতে তোমার ভয় দূর হউক। যে ব্যক্তি আমাদের এই সংবাদ স্মরণ করিবে, তাহার জ্বরভয় থাকিবে না ।। ২৯ ।।

বিশ্বনাথ—নৌ তব মম চ ত্বত্তঃ সকাশাত্তস্য ভয়ং ন ভবেদিত্যেব ভগবতোক্তং নতু তং ত্বং মাস্পৃশেত্যুক্তমত এতৎসম্বাদশ্রোতুরপি কুচিৎ জ্বরো যত্তিষ্ঠতি তদ্ভয়ানুৎপাদক এবাকিঞ্চিৎকর এবেতি জ্ঞেয়ম্ ।। ২৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্ রুদ্র-জ্বরকে বলিলেন—তোমার এবং আমার, তোমার নিকট হইতে ভয় হইবে না, তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না—এই সংবাদ শ্রবণকারীরও কখনও যদি জ্বর থাকে সেই ভয়ের উৎপাদক অকিঞ্চিৎকর, ইহাই জানিবে ।।২৯।।

ইত্যুক্তোঽচ্যুতমানম্য গতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ ।
বাণস্তু রথমারূঢ়ঃ প্রাগাদ্ যোৎস্যন্ জনার্দ্দনম্ ।।৩০

অন্বয়ঃ—ইতি উক্তঃ (শ্রীভগবতা প্রোক্তঃ) মাহেশ্বরঃ জ্বরঃ অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) আনম্য (সম্যঙ্নত্বা) গতঃ। বাণঃ তু রথম্ আরূঢ়ঃ যোৎস্যন্ (যুদ্ধং করিষ্যন্) জনার্দ্দনং (শ্রীকৃষ্ণং) প্রাগাৎ (প্রাপ্তঃ) ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিলে শৈবজ্বর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর বাণাসুর রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধাভিলাষে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইল ।। ৩০ ।।

ততো বাহুসহস্রেণ নানায়ুধধরোঽসুরঃ ।
মুমোচ পরমক্রুদ্ধো বাণাংশ্চক্রায়ুধে নৃপ ।। ৩১ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (হে রাজন্,) ততঃ বাহুসহস্রেণ নানায়ুধধরঃ (বিবিধাস্ত্রধারী) পরমক্রুদ্ধঃ অসুরঃ (বাণঃ) চক্রায়ুধে (শ্রীকৃষ্ণে) বাণান্ মুমোচ (নিক্ষিপ্তবান্) ।। ৩১ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্, অতঃপর বাণাসুর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্রহস্তে বিবিধ অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে লাগিল ।। ৩১ ।।

বিশ্বনাথ—যোৎস্যন্ যোৎস্যমানঃ ।। ৩০-৩১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরীক্ষিৎ মহারাজকে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হে মহারাজ! অতঃপর সহস্রবাহুতে নানা অস্ত্রধারণকারী বাণাসুর পরম ক্রুদ্ধ হইয়া 'যোৎস্যন্' অর্থাৎ যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইল ।। ৩০-৩১ ।।

তস্যাস্যতোঽস্ত্রাণ্যসকৃচ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা ।
চিচ্ছেদ ভগবান্ বাহূন্ শাখা ইব বনস্পতেঃ ।।৩২

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ক্ষুরনেমিনা (ক্ষুরবৎতীক্ষ্ণপ্রান্তেন) চক্রেণ (সুদর্শনেন) অসকৃৎ

(নিরন্তরম্) অস্ত্রাণি অস্যতঃ (ক্ষিপতঃ) তস্য (বাণস্য) বাহূন্ (সহস্রভুজান্) বনস্পতেঃ (বৃক্ষস্য) শাখাঃ ইব চিচ্ছেদ (খণ্ডিতবান্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার সুদর্শনচক্র দ্বারা নিরন্তর অস্ত্রক্ষেপণকারী বাণাসুরের ভুজসমূহ বৃক্ষশাখর ন্যায় ছেদন করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য বাণস্য অস্যতঃ ক্ষিপতঃ ॥৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিরন্তর অস্ত্রক্ষেপণকারী বাণাসুরের বাহুসকল শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষশাখার ন্যায় সুদর্শন অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ৩২ ॥

বাহুষু ছিদ্যমানেষু বাণস্য ভগবান্ ভবঃ।
ভক্তানুকম্প্যুপব্রজ্য চক্রায়ুধমভাষত ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—বাণস্য বহুষু ছিদ্যমানেষু (সৎসু) ভক্তানুকম্পী (ভক্তে কৃপাশীলঃ) ভগবান্ ভবঃ (শিবঃ) উপব্রজ্য (সমীপমাগত্য) চক্রায়ুধং (শ্রীকৃষ্ণম্) অভাষত (উক্তবান্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—বাণাসুরের বাহুসমূহ ছিন্ন হইতে থাকিলে ভক্তবৎসল ভগবান্ শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের সমীপস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যদৈব যেন সহাযুদ্ধ্যত তদৈব তমুপব্রজ্য তুষ্টাব ইতি ভবস্য লজ্জাপি নাভূত্তত্রাহ,—ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ। স্বস্য পরস্য ব্রহ্মাদেরপি তন্মায়া-মোহিতত্বং ন চিত্রমিতি জানাত্যেবাতস্তস্মিন্ স্বপ্রভৌ স্বয়ং ভগবতি কা লজ্জেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে 'যখনই যাহার সহিত যুদ্ধ করা হয় তখনই তাহার নিকট গিয়া স্তব করা, মহাদেবের লজ্জাও হইল না ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ভগবান অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব, নিজের এবং পরের অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও কৃষ্ণের মায়ার দ্বারা মোহিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে, ইহা জানিতেন; অতএব সেই নিজপ্রভু স্বয়ং ভগবানে লজ্জা কি ॥৩৩॥

শ্রীরুদ্র উবাচ—

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মণি বাঙ্ময়ে।
যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরুদ্রঃ উবাচ,—(ভক্তরক্ষণার্থং শ্রীরুদ্রো ভগবন্তং স্তৌতি) ত্বং হি (এব) পরং জ্যোতিঃ (জ্যোতিষামপি প্রকাশকত্বাৎ অবিষয়ঃ) বাঙ্ময়ে ব্রহ্মণি (শব্দব্রহ্মণি অপি) গূঢ়ং (অভিধায়া অবিষয়ত্বাৎ অপ্রকাশ্যস্বরূপং) ব্রহ্ম (অতঃ ত্বামজ্ঞাত্বা অয়ং যুধ্যতে ইতি ন চিত্রং, কথং তর্হি মম প্রতীতিরিত্যাহ) অমলাত্মনঃ (শুদ্ধাত্মানঃ) আকাশং ইব কেবলং (শুদ্ধং) যং (ত্বাং) পশ্যন্তি (অমলাত্মনাং স্বতঃ প্রকাশসে ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীরুদ্র বলিলেন,—হে দেব, আপনি নিখিল, জ্যোতিঃ সকলের প্রকাশক বলিয়া স্বয়ং পরমজ্যোতিঃস্বরূপ এবং শব্দব্রহ্মে গূঢ়রূপে অবস্থিত পরব্রহ্ম। পরন্তু কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণই নির্ম্মল আকাশের ন্যায় শুদ্ধস্বরূপ আপনাকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বং পরং ব্রহ্মৈব জ্যোতিরপ্রাকৃত জ্যোতিঃস্বরূপম্—"তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্‌ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত"ইত্যর্জ্জুনং প্রতি হরিবংশে ভগবদুক্তেঃ। নন্বেবঞ্চেজ্জানাসি তদা ময়া সহ বিগ্রহং কথমকরোস্তত্রাহ,—বাঙ্ময়ে ব্রহ্মণি বেদেঽপি গূঢ়ং ব্রহ্ম সাক্ষাদেব ত্বং কথং জ্ঞেয়ঃ স্যা ইতি ভাবঃ। তর্হি কিমহমজ্ঞেয় এব তত্রাহ,—যমিতি। অমলাত্মানো মায়ামালিন্য-রহিতা এব, অহন্তু তমোময়ঃ কথং পশ্যেয়মিতি ভাবঃ। আকাশমেবেতি মায়াশ্রয়ত্বেপি তব ন তল্লেপঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহাদেব স্তব করিতেছেন—তুমি পরম ব্রহ্মই, অপ্রাকৃত জ্যোতি স্বরূপ। অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ হরিবংশে বলিয়াছেন সেই শ্রেষ্ঠ পরম-ব্রহ্ম এই সকল জগৎকে ধারণ করিয়াছেন তাহা আমারই ঘনতেজ জানিতে পার। শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন আমি যে পরমব্রহ্ম তাহা যদি জানিয়া থাক, তাহা হইলে আমার সহিত কেন যুদ্ধ করিলে ? তাহার উত্তরে মহাদেব বলিতেছেন—বাক্যময় বেদেও গূঢ় ব্রহ্ম সাক্ষাৎই তুমি ইহা কিভাবে জানা যায় ? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—মায়ামালিন্য রহিতগণই আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, মায়ার আশ্রয় হইলেও তোমার সহিত মায়ার লেপ নাই, এইভাবে জানিয়া থাকেন ॥৩৪॥

নাভির্নভোঽগ্নির্মুখমম্বু রেতো
দ্যৌঃ শীর্ষমাশাঃ শ্রুতিরঙ্ঘ্রিরুর্ব্বী ।
চন্দ্রো মনো যস্য দৃগর্ক আত্মা
অহং সমুদ্রো জঠরং ভুজেন্দ্রঃ ॥ ৩৫ ॥
রোমাণি যস্যৌষধয়োঽম্বুবাহাঃ
কেশা বিরিঞ্চো ধিষণা বিসর্গঃ ।
প্রজাপতির্হৃদয়ং যস্য ধর্ম্মঃ
স বৈ ভবান্ পুরুষো লোককল্পঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(আস্তাং তাবৎ নির্গুণস্য তব জ্ঞানং লীলয়া অধিষ্ঠিতঃ ত্বয়া যোঽয়ং বিরাড্ বিগ্রহঃ সোঽপি ন জ্ঞায়তে উদুম্বরফলান্তর্বর্ত্তিমশকৈরিবোদুম্বর-ফলমিত্যাশয়েন বিরাড্রূপেণ স্তৌতি) যস্য (তব) নভঃ (আকাশং) নাভিঃ, অগ্নিঃ মুখং, অম্বু (জলং) রেতঃ, দ্যৌঃ (স্বর্গঃ) শীর্ষং (মস্তকং), আশাঃ, (দিশঃ) শ্রুতিঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়ং), উর্ব্বী (পৃথিবী) অঙ্ঘ্রিঃ (পদঃ), চন্দ্রঃ মনঃ, অর্কঃ (সূর্য্যঃ) দৃক্ (দর্শনেন্দ্রিয়ং), অহং (শিবঃ) আত্মা (অহঙ্কারঃ), সমুদ্রঃ জঠরং (উদরং), ইন্দ্রঃ ভুজাঃ (বাহুঃ, ইন্দ্রা-দয়ো লোকপালা বাহব ইত্যর্থঃ), যস্য (তব) ওষধয়ঃ রোমাণি, অম্বুবাহাঃ (মেঘাঃ) কেশাঃ, বিরিঞ্চিঃ (ব্রহ্মা) ধিষণা (বুদ্ধিঃ) প্রজাপতিঃ বিসর্গঃ (মেঢ্রং), যস্য (তব) ধর্ম্মঃ হৃদয়ং (চ ভবতি) সঃ ভবান্ বৈ (নূনং) লোককল্পঃ (লোকৈঃ কার্য্যকারণাত্মকৈঃ চতুর্দ্দশভুবনৈঃ ইত্থং কল্প্যতে অবয়বিত্বেন অবকল্প্যতে ইতি লোককল্পঃ) পুরুষঃ (ভবতি) ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—এই আকাশ—আপনার নাভি, অগ্নি—মুখ, জল—রেতঃ, স্বর্গ—মস্তক, দিক্সমূহ—শ্রবণেন্দ্রিয়, পৃথিবী—পদ, চন্দ্র—মনঃ, সূর্য্য—চক্ষুঃ, আমি অর্থাৎ শিব—অহঙ্কার, সমুদ্র—উদর, ইন্দ্রাদি-লোকপালকগণ—বাহুসমূহ, ওষধিসমূহ—রোমরাজি, মেঘমালা—কেশরাশি, ব্রহ্মা—বুদ্ধি, প্রজাপতি—মেঢ্র এবং ধর্ম্ম—হৃদয়স্বরূপ। আপনি এইরূপে কার্য্য-কারণাত্মক এই চতুর্দ্দশ ভুবনের অবয়বী পুরুষরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বং সাক্ষাদ্ব্রহ্মৈব জগদিদমস্মাদাদ্যা-ত্মকং তু তব বিভূতিরেবেত্যাহ,—নভো যস্য তব নাভিঃ উর্ব্বী তব অঙ্ঘ্রিঃ অর্কো দৃক্। অহং শিব আত্মা অহঙ্কার ইন্দ্রো ভুজাঃ ওষধয়ো রোমাণি ধিষণা বুদ্ধিঃ বিসর্গ উপস্থঃ ধর্ম্মো হৃদয়ং যচ্ছব্দাবৃত্তিঃ স্পষ্টতার্থা নভ আদয়ো যেঽমী দৃশ্যন্তে তে সর্ব্বে সচ্চিদানন্দশরীরস্য তব নাভ্যাদীতি ইতি বিভূতয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—লোকান্ কল্পয়সি স্বনাভিমুখাদিভি-শ্চিন্ময়ৈর্নভোঽগ্ন্যাদীন্ প্রাকৃতান্ সৃজসীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মই। এই জগৎ এবং আমরাও তোমার বিভূতি মাত্র, ইহাই মহাদেব বলিতেছেন—আকাশ তোমার নাভি, পৃথিবী তোমার চরণ, সূর্য্য তোমার চক্ষু, আমি শিব আত্মা অর্থাৎ অহংকার, ইন্দ্র তোমার বাহুসকল, ওষধি তোমার রোম, বুদ্ধি ধিষণা, বিসর্গ উপস্থ ; ধর্ম্ম হৃদয়, যৎ শব্দে পুনরুক্তি স্পষ্টরূপে জানিবার জন্য, আকাশাদি যে এই সকল দৃশ্য হইতেছে তাহা সকলই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ তোমার নাভি প্রভৃতি অর্থাৎ বিভূতি সমূহ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই লোকসমূহকে নিজনাভি মুখাদির সহিত কল্পনা করিতেছ, চিন্ময় অঙ্গের সহিত আকাশ অগ্নি আদির ইহা বিভূতি বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

তবাবতারোঽয়মকুণ্ঠধামন্
ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ জগতো ভবায় ।
বয়ঞ্চ সর্ব্বে ভবতানুভাবিতা
বিভাবয়ামো ভুবনানি সপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু তত্ত্বতঃ প্রাদেশিক শরীরস্য কথং নভোনাভিত্বাদীত্যত আহ,—হে) অকুণ্ঠধামন্, (হে অপ্রচ্যুতস্বরূপ,) ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ (রক্ষণায় তথা) জগতঃ ভবায় (অভ্যুদয়ায়) তব অয়ং (শ্রীকৃষ্ণরূপঃ) অব-তারঃ, অভবৎ ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু অস্মদনু-গ্রহার্থমপীত্যাহ) বয়ং সর্ব্বে (লোকপালাঃ) চ ভবতা (ত্বয়া) অনুভাবিতাঃ (পালিতাঃ সন্তঃ) সপ্ত ভুবনানি বিভাবয়ামঃ (পালয়ামঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে অকুণ্ঠধামন্, ধর্ম্মরক্ষা এবং জগ-তের অভ্যুদয়ের জন্য আপনার এই অবতার। নিখিল লোকপালকগণ আমরা আপনাকর্ত্তৃক পালিত হইয়াই সপ্ত ভুবনের পালন করিতেছি ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ— সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপত্বাদদৃশ্যস্যাপি তব যৎ প্রাপঞ্চিকলোকৈর্দৃশ্যত্বং তদতর্ক্যশক্তেস্তব পরম-কৃপানিবন্ধনমিত্যাহ,—তবেতি। হে অকুণ্ঠধামন্, পরব্রহ্মণোঽপি যদ্দৃশ্যত্বং তস্মাত্তর্কৈস্তব প্রভাবঃ কুণ্ঠীকর্ত্তুমশক্য ইত্যর্থঃ। ধর্ম্মস্য স্বভক্তিলক্ষণস্য গুপ্ত্যৈ তৎপ্রতিপক্ষমতনিরসনপূর্ব্বকরক্ষণায় জগতঃ কর্ম্মিজ্ঞানিমূঢ়দুরাচারবহির্ম্মুখপর্য্যন্তস্যাপি অভবায় মোক্ষায় নচ সামান্যজগৎপালনায়েত্যাহ,—বয়মিতি। সর্ব্বে দশদিক্‌পালাঃ ভবতা অনুভাবিতাঃ সন্তঃ পালয়াম এব তন্মাত্রার্থং তবাবির্ভাবে কিং প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হেতু, অদৃশ্য হইলেও তোমার যে প্রাপঞ্চিক লোকের নিকট দর্শন হইতেছে, তাহা অচিন্ত্য শক্তিমান্ তোমার পরম-কৃপা নিবন্ধন। হে অকুণ্ঠধাম পরব্রহ্ম হইয়াও তুমি যে দৃশ্য হইতেছ, অতএব অচিন্ত্য তোমার প্রভাব কুণ্ঠিত করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। নিজভক্তি-রূপ ধর্ম্মের রক্ষা অর্থাৎ প্রতিপক্ষ মত নিরসন পূর্ব্বক রক্ষার জন্য। জগতের কর্ম্মি, জ্ঞানী, মূঢ়, দুরাচার বহির্ম্মুখ পর্য্যন্ত সকলেরই মুক্তির জন্য। সামান্য জগৎ পালনের জন্য নহে। দিক্‌পালগণ সকলে আপনা কর্ত্তৃক শক্তিমান হইয়া আমরা পালন করিই এই কার্য্যের জন্য তোমার আবির্ভাবের কি প্রয়োজন ॥ ৩৭ ॥

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষোঽদ্বিতীয়-
স্তুর্য্যঃ স্বদৃগ্‌ঘেতুরহেতুরীশঃ।
প্রতীয়সেঽথাপি যথাবিকারং
স্বমায়য়া সর্ব্বগুণপ্রসিদ্ধ্যৈ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু যদি বিভাবয়িতারো যূয়ং বিভাব্যানি চ ভুবনানি সন্তি তর্হি কথমুক্তং ত্বং হি ব্রহ্মেতি, নহি ব্রহ্মত্বে মম সজাতীয়বিজাতীয়ভেদঃ সম্ভবতীত্যাহ) ত্বং একঃ (সজাতীয়ভেদরহিতঃ) আদ্যঃ পুরুষঃ (অবস্থাত্রয়বতাং পুরুষাণামাদ্যঃ প্রকৃতিভূতঃ পুরুষঃ) অদ্বিতীয়ঃ (বিজাতীয়ভেদরহিতঃ) তুর্য্যঃ (তুরীয়ঃ শুদ্ধঃ ইত্যর্থঃ) স্বদৃক্ (প্রকাশজ্ঞানরূপঃ) হেতুঃ (সর্ব্বস্য কারণম্) অহেতুঃ (স্বয়ং কারণরহিতঃ) ঈশঃ (সর্ব্বান্তর্য্যামী ভবসি) অথাপি (তথাপি) স্বমায়য়া সর্ব্বগুণপ্রসিদ্ধ্যৈ (সর্ব্ববিষয়প্রকাশনায়) যথাবিকারং (তত্তদ্‌বিকারানুরূপং) প্রতীয়সে (প্রতীতি-বিষয়ো ভবসি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—আপনি সজাতীয়-ভেদশূন্য, আদি-পুরুষ, বিজাতীয়-ভেদশূন্য, তুরীয় স্বপ্রকাশ স্বয়ং কারণরহিত হইয়াও সর্ব্বকারণকারণ এবং সর্ব্বান্ত-র্য্যামী হইয়াও বিষয়সমূহের প্রকাশের জন্য নিজ মায়ায় তত্তদ্ বিকারানুরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—মদ্বিভূতয়ো যূয়মপি মদভিন্না এবেতি তত্র নহি নহীত্যাহ,—ত্বমেকঃ সজাতীয়ভেদরহিতঃ ঈশ্বরান্তরাভাবাৎ। ত্বৎস্বরূপভূতানাং মৎস্যাদ্যবতারাণামপি মধ্যে ত্বমাদ্যঃ স চ ত্বং মনুষ্যাকৃতিরিবেত্যাহ,—পুরুষঃ ত্বৎস্বরূপাদ্ভিন্না জীবশক্তির্মায়াশক্তিরপীত্যাহ,—অদ্বিতীয়ঃ বিজাতীয়ভেদরহিতঃ। কিঞ্চ পুরুষাকারাণাং মুখ্যানাং স্বরূপভূতানাঞ্চতুর্ণাং ব্যূহানামপি মধ্যে ত্বং তুর্য্যঃ বাসুদেবস্বরূপ ইত্যর্থঃ। নতু ত্বামন্যঃ কোঽপি দর্শয়িতুং শক্নোতীত্যাহ,—স্বদৃক্ স্বেনৈব দৃগ্‌দর্শনং যস্য সঃ। অতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বাত্ত্বমেব হেতুঃ সর্ব্বকারণম্ অহেতুস্তব তু কারণং নাস্তীত্যর্থঃ। অতএব ঈশঃ মুখ্যমৈশ্বর্য্যং তবৈবেতিঃ ভাবঃ। এতাদৃগৈশ্বর্য্যবানপি ত্বমতিতুচ্ছানাং মায়িকগুণানামপ্যপকারং করোষীত্যাহ,—প্রতীয়স ইতি। তথাপি তদপি যথাবিকারং প্রতিশরীরং স্বমায়য়া কৃত্বা যে সর্ব্বে গুণা বুদ্ধীন্দ্রিয়াদয়স্তেষাং প্রকৃষ্টসিদ্ধ্যর্থং প্রতীয়সে। অন্তর্য্যামিরূপেণানুভূয়সে তত্র তত্রান্তর্য্যামিত্বং যদি ত্বং ন স্বীকুরুষে তদা মায়াগুণানাং প্রকাশনাভাবাত্তে ব্যর্থা এব ভবেয়ুরিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার বিভূতি সকল আপনিও আমা হইতে অভিন্নই মহাদেব তাহা নহে —ইহাই বলিতেছেন, তুমি এক অর্থাৎ সজাতীয় ভেদরহিত, অন্য ঈশ্বর না থাকায়। তোমার স্বরূপ-ভূত মৎস্য আদি অবতার সমূহের মধ্যেও তুমি সেই, তুমি মনুষ্য আকৃতি, ইহাই বলিতেছেন—পুরুষ অর্থাৎ তোমার স্বরূপ হইতে ভিন্ন জীবশক্তি ও মায়া শক্তি, ইহাই বলিতেছেন—অদ্বিতীয়—বিজাতীয় ভেদ রহিত। আর পুরুষাকার মুখ্যস্বরূপভূত চতুর্ব্যূহ

মধ্যে ও তুমি বাসুদেব স্বরূপ। তোমাকে অন্যকেহও দেখাইতে সমর্থ নহে—স্বদৃক্ অর্থাৎ আপনিই নিজেকে দর্শন করান। অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হেতু তুমিই সর্ব্বকারণ, অহেতু তোমার কিন্তু কারণ নাই। অতএব মুখ্য ঐশ্বর্য্য তোমারই। এইরূপ ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াও তুমি অতিতুচ্ছ মায়িকগুণসমূহের উপকার করিতেছ, তথাপি ঐরূপ হইয়াও নিজমায়াদ্বারা প্রতি শরীরকে—যে সকলগুণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় আদি তাহাদের প্রকৃষ্ট সিদ্ধির জন্য জাত হইতেছ—অন্তর্য্যামীরূপে অনুভূত হইতেছ। সেই সেই শরীরে অন্তর্য্যামীত্ব যদি তুমি না স্বীকার কর তাহা হইলে মায়াগুণ সমূহের প্রকাশ সামর্থ্য না থাকায় তাহারা ব্যর্থই হইবে ॥ ৩৮ ॥

যথৈব সূর্য্যঃ পিহিতশ্ছায়য়া স্বয়া
ছায়াঞ্চ রূপাণি চ সঞ্চকাস্তি।
এবং গুণেনাপিহিতো গুণাংস্ত্ব
মাত্মপ্রদীপো গুণিনশ্চ ভূমন্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তর্হি কিমহমেবং সংসারীত্যুচ্যতে, নহি নহীতি সদৃষ্টান্তমাহ,—হে) ভূমন্, (হে অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ,) যথা এব (যদ্বৎ) সূর্য্যঃ স্বয়া ছায়য়া (মেঘরূপয়া) পিহিতঃ (পরদৃষ্ট্যা ছাদিতোঽপি) ছায়াং (মেঘং) চ রূপাণি চ (মেঘান্তরিতান্ ঘটাদীনপি) সঞ্চকাস্তি (প্রকাশয়তি) এবং (তথা) গুণেন (অহঙ্কারেণ স্বকার্য্যেন জীবাবরকেণ) অপিহিতঃ (তদ্দৃষ্ট্যা আচ্ছাদিতোঽপি) আত্মপ্রদীপঃ (স্বপ্রকাশঃ) ত্বং গুণান্ (সত্ত্বাদীনুপাধীন্) গুণিনঃ চ (জীবানপি সঞ্চকাস্সি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে ভূমন্, সূর্য্য যেরূপ লোকনয়নসমক্ষে নিজ ছায়াস্বরূপ মেঘদ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় প্রতীত হইয়াও ঐ মেঘ এবং তদ্দ্বারা অন্তরিত ঘটাদি পদার্থসসূহকে প্রকাশ করে, সেইরূপ আপনি স্বকার্য্যভূত অহঙ্কারদ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় প্রতীত হইয়াও স্বপ্রকাশরূপে সত্ত্বাদি গুণ এবং জীবগণকে প্রকাশিত করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—অদৃষ্টস্যাপ্যন্তর্য্যামিণো মায়াগুণপ্রকাশনে দৃষ্টান্তমাহ,—যথৈব সূর্য্যঃ ছায়য়া মেঘলক্ষণয়া পিহিতঃ লোকদৃষ্ট্যা আচ্ছাদিতোঽপি ছায়াং মেঘং রূপাণি মেঘান্তরিতান্ লোকাংশ্চ ঘটাদীনপি সঞ্চকাস্তি প্রকাশয়তি এবং গুণেনাহঙ্কারেণ স্বকার্য্যেণ জীবাবরকেণ তদ্দৃষ্ট্যাপিহিতোঽপি গুণান্ বুদ্ধীন্দ্রিয়বিষয়াদীন্ গুণিনো জীবানপি সঞ্চকাস্সি প্রকাশয়সি। আত্মা পরমাত্মা চাসৌ প্রদীপঃ প্রকাশকশ্চেতি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্তর্য্যামী অদৃষ্ট হইলেও মায়াগুণ প্রকাশনে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—যেমন সূর্য্য মেঘরূপ ছায়াদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া লোকদৃষ্টিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াও ছায়া মেঘকে রূপসমূহকে মেঘঢাকা লোকসমূহকে ঘট প্রভৃতিকেও প্রকাশ করে, সেইরূপ গুণ অহংকার দ্বারা—নিজকার্য্যদ্বারা জীবগণের আবরক তাহাদের দৃষ্টিকেও আচ্ছাদিত করিয়া গুণসমূহ অর্থাৎ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় বিষয়াদিকে, গুণী জীবসমূহকেও প্রকাশিত কর। আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, এই প্রদীপ অর্থাৎ প্রকাশকও তুমি ॥৩৯॥

যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রসক্তা বৃজিনার্ণবে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ মায়াশ্রয়স্য অন্যান্-মোহয়তঃ তব কুতঃ সংসৃতিরিত্যাশয়েনাহ) যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ (যস্য তব মায়য়া মোহিতা ধীর্যেষাং তে জীবাঃ) পুত্রদারগৃহাদিষু প্রসক্তাঃ (অত্যাসক্তাঃ সন্তঃ) বৃজিনার্ণবে (দুঃখসাগরে) উন্মজ্জন্তি (দেবাদিযোনিষু জায়ন্তে) নিমজ্জন্তি (স্থাবরাদিষু জায়ন্তে চ) ॥৪০॥

অনুবাদ—জীবগণ আপনার মায়ায় মোহিতচিত্ত এবং পুত্র দার-গৃহাদি-বিষয়ে অত্যাসক্ত হইয়া দুঃখসাগরে উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হইতেছে ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—স ত্বমেব কৃপয়াবতীর্য্য জীবানুদ্ধরসি জীবাস্ত সংসারসিন্ধৌ পতিতা এবেত্যাহ,—যন্মায়েতি ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই তুমিই কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া জীবগণকে উদ্ধার করিতেছ। কিন্তু জীবগণ সংসার সিন্ধুতে পতিতই ইহাই বলিতেছেন—যাহার মায়াদ্বারা মোহিত ॥ ৪০ ॥

দেবদত্তমিমং লব্ধ্বা নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যো নাদ্রিয়েত ত্বৎপাদৌ স শোচ্যো হ্যাত্মবঞ্চকঃ ॥৪১

অন্বয়ঃ—(ইদানীমভজন্তং নিন্দন্তি) যঃ (জীবঃ) অজিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়বশীভূতঃ সন্) দেবদত্তং (দেবেন ত্বয়া কর্ম্মাধ্যক্ষেণ দত্তম্) ইমং (ত্বদ্‌ভজনযোগ্যং) নৃলোকং (মানবদেহং) লব্ধ্বা (অপি) ত্বৎপাদৌ ন আদ্রিয়েত (সেবেত) সঃ (তাদৃশো জীবঃ) শোচ্যঃ (শোচনীয়ো ভবতি) হি (যতঃ সঃ) আত্মবঞ্চকঃ (আত্মাপহারী) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যে জীব ইন্দ্রিয়বশীভূত হইয়া আপনার প্রদত্ত ভজনযোগ্য এই নরদেহ লাভ করিয়াও আপনার পাদপদ্মসেবায় বিমুখ, সে বস্তুতঃই শোচনীয়; যে হেতু, আত্মবঞ্চনা করিতেছে ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—অভজন্তং নিন্দতি দেবেন ত্বয়ৈব দত্তং নৃদেহম্ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভজনহীনগণকে নিন্দা করিতেছেন—প্রভু আপনা কর্ত্তৃকই প্রদত্ত এই মনুষ্যদেহ ॥৪১

যস্ত্বাং বিসৃজতে মর্ত্ত্য আত্মানং প্রিয়মীশ্বরম্।
বিপর্য্যয়েন্দ্রিয়ার্থার্থং বিষমত্ত্যমৃতং ত্যজন্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ মর্ত্ত্যঃ (মানবঃ) আত্মানম্ (অন্তর্য্যামিস্বরূপং) প্রিয়ম্ ঈশ্বরং ত্বাং বিপর্য্যয়েন্দ্রিয়ার্থার্থং (বিপর্য্যয়া বিপরীতা অনাত্মাপ্রিয়ানীশ্বরা যে ইন্দ্রিয়ার্থাঃ পুত্রাদয়স্তদর্থং) বিসৃজতে (ত্যজতি, ন ভজতীত্যর্থঃ সঃ) অমৃতং ত্যজন্ বিষম্ অত্তি (ভক্ষয়তি) ॥৪২।

অনুবাদ—যে মানব অনাত্মা, অপ্রিয় ও অনীশ্বর পুত্রাদি বিষয়ে আসক্ত হইয়া অন্তর্য্যামী, প্রিয় এবং ঈশ্বর আপনাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ ভক্ষণ করে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—বিসৃজতে ত্যজতি কিমর্থং বিপর্য্যয়াঃ তদ্বিপরীতা অনাত্মানঃ অপ্রিয়া অনীশ্বরাশ্চ যে ইন্দ্রিয়ার্থাঃ পুত্রাদয়স্তদর্থম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাঁহারা প্রিয় ঈশ্বর আপনাকে ত্যাগ করে, কিজন্য? তোমার বিপরীত অনাত্মা অপ্রিয় অনিশ্বর যে ইন্দ্রিয় সুখের উপকরণ পুত্রাদির জন্য ॥ ৪২ ॥

অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ।
সর্ব্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (শিবঃ) ব্রহ্মা অথঃ বিবুধাঃ (ইন্দ্রাদয়ো দেবাঃ) অমলাশয়াঃ (শুদ্ধমনসঃ) মুনয়ঃ চ (মুনিজনাশ্চ) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বতোভাবেন) আত্মানং প্রেষ্ঠং (প্রিয়তমং) ঈশ্বরং ত্বাং প্রপন্নাঃ (শরণত্বেন প্রাপ্তাঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আমি, ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণ, বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণ, আমরা সকলে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্য্যামী, প্রিয়তম, ঈশ্বর আপনার শরণাগত রহিয়াছি ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—যত্ত্বয়া কৃতং তন্ময়া ক্ষান্তং সম্প্রতি ত্বয়া ত্বৎসঙ্গিভিরন্যৈশ্চ দেবৈঃ কিং ব্যবসিতমিতি চেত্তত্রাহ,—অহমিতি। আত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরমিতি বিশেষণত্রয়েণ অনাত্মনঃ অপ্রিয়স্য অনীশ্বরস্য বাণস্য কৃতে যত্ত্বয়া সহ বিগ্রহমকরবং তদহমেবামৃতং ত্যক্ত্বা বিষং ভুক্তাবানস্মীতি পূর্ব্বশ্লোকেন মামেবাহমনিন্দমিতি ভগবন্তং জ্ঞাপয়ামাস ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে বলিতেছেন, হে দেব! যাহা তুমি করিয়াছ তাহা আমি ক্ষমা করিলাম। এখন তুমি এবং তোমার সঙ্গী অন্যদেবগণসহ কি চিন্তা করিয়াছ? তাহা বল। মহাদেব বলিলেন—আত্মা, প্রেষ্ঠ, ঈশ্বর, এই তিনটি বিশেষণদ্বারা অনাত্মা, অপ্রিয়, অনিশ্বর বাণরাজার কার্য্যে যাহা তোমার সহিত যুদ্ধ করিলাম, তাহা আমি অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করিলাম—ইহা ভগবানকে জানাইলেন ॥ ৪৩ ॥

তং ত্বা জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং
সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্।
অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং
ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(বয়ং) জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং (জগতঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারণং) প্রশান্তং (শমভাবাপন্নম্ অতঃ) সমং (বৈষম্যরহিতং) সুহৃদাত্মদৈবং (সুহৃৎ বুদ্ধিপ্রবর্ত্তকত্বাৎ, আত্মা চ সর্ব্বাত্মকত্বাৎ এবম্ভূতং দৈবম্ ঈশ্বরম্) অনন্যং (বিজাতীয়ভেদরহিতম্)

একং (সজাতীয়ভেদরহিতং) জগদাত্মকেতং (জগতাম্ আত্মানাঞ্চ কেতম্ অধিষ্ঠানং) দেবং তং ত্বা (ত্বাং) ভবাপবর্গায় (ভবেষু জন্মজন্মসু অপবর্গায়) ভজামঃ (আরাধয়ামঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্ত্তা, শান্ত, বৈষম্যবুদ্ধি-রহিত, প্রিয়তম, অন্তর্য্যামী, ঈশ্বর, সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদশূন্য এবং জগৎ ও জীবসমূহের অধিষ্ঠানস্বরূপ। আমরা জন্মজন্মান্তরে ভক্তিযোগ লাভের জন্য আপনার আরাধনা করিতেছি ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ স্বভক্তিং স্বয়মেব দেহীতি প্রার্থয়তে,—তমিতি। হে দেব, ভবাপবর্গায় ভবে ভবে জন্মনি জন্মনি অপবর্গায় পঞ্চমস্কন্ধোক্তলক্ষণ-ভক্তিযোগায় ত্বামেব ভজাম। প্রার্থনায়াং লোট্। ত্বদন্যো ভজনীয়ো ন ভবতীত্যভিপ্রায়েণ বিশিনষ্টি—ঈশ্বরত্বাৎ জগৎ স্থিত্যুদয়ান্তহেতুমিত্যন্যস্তুমীশ্বরঃ, সমমিত্যন্যো বিষমঃ। প্রশান্তমিত্যন্যঃ প্রকর্ষেণ শান্তো ন ভবতি, সুহৃদিত্যন্যো হিতকৃন্ন ভবতি। আত্মদৈবমিতি অন্যঃ পরমাত্মা ন ভবত্যতো দ্যোতমানশ্চ ন ভবতীত্যর্থঃ। অনন্যমিত্যহন্যোহনন্যো ন ভবতি কিন্ত্বন্য এব। ত্বন্তু স্বভক্তস্যানন্য এব "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্"ইতি ত্বদুক্তেঃ। একমিত্যন্যোহনেকঃ। জগতামাত্মনশ্চ কেতমাশ্রয়মিতান্যস্তুনাশ্রয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব নিজভক্তি নিজেই আমাকে দান করুন ইহা মহাদেব প্রার্থনা করিতেছেন—হে দেব ভব অপবর্গায় প্রতিজন্মে অপবর্গের অর্থ পঞ্চমস্কন্ধে উক্ত ভক্তিযোগ, তোমারই ভজন করিব। এই প্রার্থনাতে লোট বিভক্তি হইয়াছে। তোমা ভিন্ন অন্য আমার ভজনীয় নাই—এই অভিপ্রায়ে ভগবানের বিশেষণ দিতেছেন—তুমি ঈশ্বরহেতু জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ, অন্যে অনিশ্বর। তুমি সম অন্যে বিষম, তুমি প্রশান্ত অন্যে সর্ব্বভাবে অশান্ত, তুমি সুহৃৎ হিতকারী, অন্যে হিতকারী নয়। তুমি আত্মদৈব, অন্যে পরমাত্মা নহে। অতএব অন্যে প্রকাশমানও নহে। তুমি অনন্য, অন্যে অনন্য নহে, কিন্তু অন্যই। তুমি নিজভক্তের অনন্য আশ্রয়ই, তুমি বলিয়াছ 'সাধুগণ তোমার হৃদয় তুমিও সাধুগণের হৃদয়'। তুমি এক, অন্যে অনেক। জগতের ও আত্মার তুমি আশ্রয়, অন্যে আশ্রয় নহে ॥ ৪৪ ॥

অয়ং মমেষ্টো দয়িতোঽনুবর্ত্তী
ময়াভয়ং দত্তমমুষ্য দেব।
সম্পাদ্যতাং তদ্ভবতঃ প্রসাদো
যথা হি তে দৈত্যপতৌ প্রসাদঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেব, অয়ং (বাণঃ) মম ইষ্টঃ (সখা) দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) অনুবর্ত্তী (সেবকশ্চ ভবতি) ময়া অমুষ্য (অমুষ্মৈ বাণায়) অভয়ং দত্তং, তৎ (তস্মাৎ) দৈত্যপতৌ (প্রহলাদে) তে (তব) যথা হি (যদ্বৎ) প্রসাদঃ (অনুগ্রহঃ) ভবতঃ (ভবতা অমুং প্রতি তথা) প্রসাদঃ সম্পাদ্যতাম্ (অনুগ্রহঃ ক্রিয়তাম্) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে দেব, এই বাণাসুর আমার সখা এবং প্রিয় সেবক, আমি পূর্ব্বে ইহাকে অভয় দান করিয়াছি। অতএব দৈত্যপতি প্রহলাদের প্রতি আপনার যাদৃশ অনুগ্রহ, ইহার প্রতিও তাদৃশ অনুগ্রহ করুন্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

যদাত্থ ভগবংস্ত্বন্নঃ করবাম প্রিয়ং তব।
ভবতো যদ্ব্যবসিতং তন্মে সাধ্বনুমোদিতম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—ভগবন্, (হে শঙ্কর,) ত্বং নঃ (অস্মান্ প্রতি) যৎ (বাক্যং) আত্থ (বদসি) তব (তৎ) প্রিয়ং করবাম (সাধয়ামঃ) ভবতঃ যৎ ব্যবসিতং (বুদ্ধ্যা নিশ্চিতং) মে (ময়া) তৎ সাধু অনুমোদিতং (সমর্থিতম্) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ভগবন্ শঙ্কর, আপনি আমাকে যাহা বলিবেন, আমিও আপনার তাদৃশ প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। আপনার নির্ণীত বিষয়ে আমি সম্যগ্‌ভাবে অনুমোদন করিতেছি ॥৪৬॥

অবধ্যোঽয়ং মমাপ্যেষ বৈরোচনিসুতোঽসুরঃ।
প্রহলাদায় বরো দত্তো ন বধ্যো মে তবান্বয়ঃ ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ—অয়ং (বাণঃ) মম অপি অবধ্যঃ (যতঃ) এষঃ অসুরঃ (বাণঃ) বৈরোচনিসুতঃ (বৈরোচনিঃ বলিঃ মদ্ভক্তঃ তস্য সুতো ভবতি, অপি চ) তব অন্বয়ঃ (বংশঃ) মে (মম) বধ্যঃ ন (ইতি) প্রহলাদায় (ময়া) বরঃ দত্তঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—এই বাণাসুর মদীয় ভক্ত বলিরাজের পুত্র বলিয়া এবং "তোমার বংশজাত সন্তান আমার অবধ্য"—প্রহলাদকে এইরূপ বর-প্রদান-হেতু এই বাণাসুর আমার বধ্য নহে ॥ ৪৭ ॥

দর্পোপশমনায়াস্য প্রবৃক্ণা বাহবো ময়া ।
সূদিতঞ্চ বলং ভূরি যচ্চ ভারায়িতং ভুবঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—(তর্হি কিমিত্যেবং কৃতং তত্রাহ) ময়া অস্য (বাণস্য) দর্পোপশমনায় (দর্পস্য উপশান্ত্যর্থং) বাহবঃ (ভুজাঃ) প্রবৃক্ণাঃ (ছেদিতাঃ, অপি চ) যৎ চ ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারায়িতং (ভারবৎ স্থিতং তৎ) ভূরি (প্রভূতং) বলম্ (অস্য সৈন্যং) সূদিতং চ (বিনাশিতঞ্চ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—আমি কেবলমাত্র ইহার দর্প-বিনাশের জন্যই ইহার ভুজসমূহ ছিন্ন এবং ভূভারভূত তদীয় প্রভূত সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছি ॥ ৪৮ ॥

চত্বারোঽস্য ভুজাঃ শিষ্টা ভবিষ্যত্যজরামরঃ ।
পার্ষদমুখ্যো ভবতো ন কুতশ্চিদ্ভয়োঽসুরঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য চত্বারঃ ভুজাঃ শিষ্টাঃ (অবশিষ্টা বর্ত্তন্তে, অতঃপরম্ অয়ম্) অসুরঃ অজরামরঃ (জরা-মৃত্যুরহিতঃ) ন কুতশ্চিদ্ভয়ঃ (অকুতোভয়ঃ সন্) ভবতঃ (শিবস্য) পার্ষদমুখ্যঃ (পার্ষদানাং মধ্যে প্রধানঃ) ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—ইদানীং ইহার ভুজচতুষ্টয় অবশিষ্ট আছে। অনন্তর এই অসুর জরামরণরহিত এবং সর্ব্বত্র-ভয়শূন্য হইয়া আপনার পার্ষদগণমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভোঃ শম্ভো, প্রসন্নোঽস্মি বরং বৃণিবত্যুক্তে সতি হে প্রভো, দুষ্টেঽপ্যনুবর্ত্তিনি বাণাসুরে মমতাং ত্যক্তুং ন শক্নোমি কিং করোমি তস্মাদস্মিন্নপি ত্বৎপ্রসাদোঽস্ত্বিত্যেষ এব মে বর ইত্যাহ,—অয়মিতি। তদ্ অভয়ং সম্পাদ্যতাং নন্বত্র কো হেতুস্তত্রাহ—ভবতঃ প্রসাদ এব নত্বেতন্নিষ্ঠং কিমপি সুলক্ষণমস্তীতি ভাবঃ। ননু কীদৃশঃ প্রসাদঃ কর্ত্তব্যস্তত্রাহ,—যথেতি। দৈত্যপতৌ প্রহলাদে ॥৪৫-৪৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে শম্ভু ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি বর প্রার্থনা কর, এই কথা বলিলে মহাদেব বলিতেছেন—হে প্রভু ! এই বাণাসুর প্রহলাদের পৌত্র বলিরাজার পুত্র দুষ্ট হইলেও আমার অনুগত ইহাতে মমতা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কি করি ? অতএব এই বাণাসুরেও তোমার কৃপা হউক, ইহাই আমার বর। অতএব বাণাসুর অভয় লাভ করুক। যদি বল ইহার কারণ কি ? তাহার উত্তরে বলি—আপনার প্রসন্নতাই, ইহাতে কোনও সুলক্ষণ নাই। যদি বল কেমন প্রসাদ করিব। তাহার উত্তরে বলি—দৈত্যপতি প্রহলাদে যেমন কৃপা করিয়াছেন ॥ ৪৫-৪৯ ॥

ইতি লব্ধাভয়ং কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাসুরঃ ।
প্রাদ্যুম্নিং রথমারোপ্য স বধ্বা সমুপানয়ৎ ॥৫০॥

অন্বয়ঃ—ইতি (অথ) সঃ অসুরঃ (বাণঃ) অভয়ং লব্ধ্বা শিরসা কৃষ্ণ প্রণম্য বধ্বা (উষয়া সহ) প্রাদ্যুম্নিম্ (অনিরুদ্ধং) রথম্ আরোপ্য সমুপানয়ৎ (শ্রীকৃষ্ণসমীপম্ আনীতবান্) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বাণাসুর অভয় লাভ করিয়া অবনত মস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক উষার সহিত অনিরুদ্ধকে রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহার নিকটে আনয়ন করিল ॥ ৫০ ॥

অক্ষৌহিণ্যা পরিবৃতং সুবাসঃসমলঙ্কৃতম্ ।
সপত্নীকং পুরস্কৃত্য যযৌ রুদ্রানুমোদিতঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) রুদ্রানুমোদিতঃ (রুদ্রেনানুমোদিতঃ সন্) অক্ষৌহিণ্যা (সেনয়া) পরিবৃতং সুবাসঃসমলঙ্কৃতং (শোভন-বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিতং) সপত্নীকং (পত্ন্যা সহ বর্ত্তমানম্ অনিরুদ্ধং) পুরস্কৃত্য (অগ্রে কৃত্বা) যযৌ (দ্বারকাং প্রতিজগাম) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া সুরম্যবস্ত্রভূষণবিভূষিত, অক্ষৌহিণী-সৈন্য-পরিবৃত, সপত্নীক অনিরুদ্ধকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—স বাণাসুরঃ, বধ্বা উষয়া সহ ॥৫০-৫১

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বাণাসুর উষার সহিত অনিরুদ্ধকে সুন্দর বস্ত্র ভূষণাদিতে ভূষিত করিয়াছিল এবং কৃষ্ণকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট কন্যা ও জামাতাকে আনিয়া দিল ॥৫০-৫১॥

স্বরাজধানীং সমলঙ্কৃতাং ধ্বজৈঃ
সতোরণৈরুক্ষিতমার্গচত্বরাম্ ।
বিবেশ শঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈ-
রভ্যুদ্যতঃ পৌরসুহৃদ্দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—(স শ্রীকৃষ্ণঃ) পৌর-সুহৃদ্-দ্বিজাতিভিঃ (নাগরিক বান্ধব বিপ্রজনৈঃ) শঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈঃ (শঙ্খাদিবাদ্যৈঃ) অভ্যুদ্যতঃ (প্রত্যুদ্গতঃ সন্) সতোরণৈঃ (তোরণৈঃ সহ বর্ত্তমানৈঃ) ধ্বজৈঃ (পতাকাভিঃ) সমলঙ্কৃতাম্ উক্ষিতমার্গচত্বরাম্ (উক্ষিতা জলৈঃ সিক্তা মার্গাঃ চত্বরাণি প্রাঙ্গণানি চ যস্যাং তাং স্বরাজধানীং (দ্বারকাং) বিবেশ (প্রবিষ্টবান্) ॥৫২॥

অনুবাদ—তৎকালে নাগরিক, বান্ধব এবং বিপ্রগণ শঙ্খ, আনক, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যধ্বনিসহকারে প্রত্যুদ্গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তোরণ ও ধ্বজসমূহে পরিশোভিত এবং জলসেচনে পরিষিক্ত মার্গ ও চত্বর-বিশিষ্ট নিজ রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন ॥৫২ ॥

য এবং কৃষ্ণবিজয়ং শঙ্করেণ চ সংযুগম্ ।
সংস্মরেৎ প্রাতরুত্থায় ন তস্য স্যাৎ পরাজয়ঃ ॥৫৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বাণাসুর-সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ো নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (মানবঃ) প্রাতঃ উত্থায় এবং কৃষ্ণবিজয়ং শঙ্করেণ (সহ) সংযুগং (যুদ্ধং) চ সংস্মরেৎ (সম্যক্ স্মরেৎ) তস্য (কুতোঽপি) পরাজয়ঃ ন স্যাৎ (ন ভবেৎ) ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে জাগ্রত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের এই বিজয়সংবাদ এবং শঙ্করের সহিত যুদ্ধ স্মরণ করে, তাহার কোথাও পরাজয় হয় না ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—সঃ কৃষ্ণঃ ॥ ৫২-৫৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
দশমেঽস্মিন্ ত্রিষষ্টিতমঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সঃ অর্থাৎ কৃষ্ণ ॥৫২-৫৩॥

ভক্ত হৃদয়ের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে এই দশমস্কন্ধে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০-৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—
একদোপবনং রাজন্ জগ্মুর্যদুকুমারকাঃ ।
বিহর্ত্তুং সাম্বপ্রদ্যুম্নচারুভানুগদাদয়ঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নৃগ-নরপতির শাপ-বিমোচন, ব্রহ্মস্বাপহরণ-দোষ-উক্তিদ্বারা রাজগণকে শিক্ষাদান এবং নৃগোদ্ধার প্রসঙ্গে বিভূতিমদোন্মত্ত যাদবগণের অনুশাসন বর্ণিত হইয়াছে।

একদা শাম্ব প্রভৃতি যাদবকুমারগণ বিহারার্থ উপবনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় দীর্ঘকাল ক্রীড়ান্তে পিসাসার্ত্ত হইয়া জল অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহারা কোন এক জলশূন্য কূপমধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণীকে দেখিতে পাইলেন। যাদবগণ পর্ব্বত-তুল্য ঐ প্রাণীকে 'কৃকলাস' বলিয়া জানিতে পারিয়া করুণাবশতঃ উহাকে উদ্ধার করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন এবং রজ্জুতে বন্ধন করিয়াও উহাকে উত্তোলন করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট সম্যগ্ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কূপ-সমীপে আগমন করিয়া বামহস্তে ধারণপূর্ব্বক ঐ কৃকলাসকে অনায়াসে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। সে তখন কৃষ্ণকরস্পর্শে কৃকলাস-তনু পরিত্যাগ করিয়া দেবতনু লাভ করিল। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ উহার তাদৃশ রূপপ্রাপ্তির কারণ লোকসমক্ষে-প্রকাশার্থ উহার আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ঐ নৃগনর-পতি বলিলেন, তিনি ইক্ষ্বাকুর পুত্র 'নৃগ'-নামে খ্যাত। দানশীলগণের মধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু সদ্ব্রাহ্মণকে অসংখ্য দুগ্ধবতী ধেনু দান এবং বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন ও বাপীকূপাদি খনন করাইয়াছেন। কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত একটী ধেনু পলায়নপূর্ব্বক রাজার ধেনুর দলে মিলিত হইলে তাহা জানিতে না পারিয়া রাজা নৃগ ঐ ধেনু পুনর্ব্বার অন্য এক ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। ধেনুর পূর্ব্বস্বামী অপরকে ঐ ধেনু গ্রহণ করিতে দেখিয়া নিজের ধেনু বলিয়া দাবী করেন এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন রাজা উভয়কেই অনুনয় করিয়া এক ধেনুর বিনিময়ে লক্ষ ধেনু গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই ধেনুটী ত্যাগ করিতে বলেন এবং অজ্ঞান-কৃত অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা ভিক্ষা করেন; কিন্তু ব্রাহ্মণদ্বয় তাহাতে অস্বীকারপূর্ব্বক উভয়েই প্রস্থান করেন। তৎপর অত্যল্পকাল-মধ্যে রাজার অন্তিম-কাল উপস্থিত হওয়ায় যমদূত-কর্ত্তৃক যমরাজসদনে নীত হইলে যমরাজ নৃগরাজকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে কোন্‌টী তিনি প্রথমে ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন। রাজা স্বকৃত অনন্ত পুণ্যফলের সহিত অত্যল্পমাত্র অশুভ ফল জানিয়া প্রথমে উহাই ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন এবং কৃক-লাসরূপে অধঃপতিত হন।

এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে নৃগরাজ বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ লোকশিক্ষার্থ বলিলেন যে, অগ্নিসদৃশ তেজস্বী ব্যক্তিও ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়া স্বস্তি লাভ করিতে পারেন না। বরং হলাহল বিষের প্রতি-কার আছে, কিন্তু ব্রহ্মস্বাপহারীর প্রতিকার নাই। বিষ কেবল তদ্‌ভোক্তাকেই বিনষ্ট করে; অগ্নি জল-দ্বারা নির্ব্বাপিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ-কাষ্ঠজাত অগ্নি বংশকে সমূলে বিনষ্ট করে। সম্যগ্‌রূপে অনুমতি না লইয়া ব্রহ্মস্ব ভোগ করিলে তিন পুরুষ এবং বল-পূর্ব্বক ভোগ করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী দশ ও পরবর্ত্তী দশ পুরুষ বিনষ্ট হয়। যাহারা রাজ্যমদান্ধ হইয়া ব্রহ্মস্ব গ্রহণ করা উচিত মনে করে, তাহারা বস্তুতঃ নরক প্রার্থনা করিয়া থাকে। হৃতসর্ব্বস্ব বিপ্রগণের অশ্রু-বিন্দু যত সংখ্যক ধূলিকণা স্পর্শ করে, ব্রহ্মস্বাপহারী সবংশে তত বৎসর কুম্ভীপাক নরক ভোগ করে। যে স্বপ্রদত্ত অথবা অন্যপ্রদত্ত ব্রহ্মস্ব অপহরণ করে, সে ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে। ধর্ম্মমর্ম্মী শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে নিজ আত্মীয়গণকে ব্রাহ্মণ-গণের উৎপীড়ন করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বদা প্রণত থাকিতে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—(হে) রাজন্

একদা স্বাম্ব-প্রদ্যুম্ন-চারু-ভানু-গদাদয়ঃ যদুকুমারকাঃ বিহর্ত্তুম্ উপবনং জগ্মুঃ (গতাঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! একদিন সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু, গদ প্রভৃতি যাদব-কুমারগণ বিহারার্থ উপবনে গমন করিয়াছিলেন ॥১॥

বিশ্বনাথ—

চতুঃষষ্টিতমে কূপোদ্ধৃতাৎ শ্রুত্বা নৃগাদ্ধরিঃ।
দানং স্বান্ শিক্ষয়ামাস বিপ্রভক্তিং সুশঙ্কিতান্ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ে কূপ হইতে উঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নৃগরাজার নিকট হইতে তাহার দানের কথা ও ফল এবং ব্রাহ্মণে ভক্তি নিজ-গণকে শিক্ষা দিলেন ॥ ১ ॥

ক্রীড়িত্বা সুচিরং তত্র বিচিন্বন্তঃ পিপাসিতাঃ।
জলং নিরুদকে কূপে দদৃশুঃ সত্ত্বমদ্ভুতম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র সুচিরং (দীর্ঘকালং) ক্রীড়িত্বা পিপাসিতাঃ (তে) জলং বিচিন্বতঃ (বিচিন্বন্তঃ অন্বিষ্যন্তঃ সন্তঃ) নিরুদকে (জলশূন্যে কস্মিংশ্চিৎ) কূপে (কূপমধ্যে) অদ্ভুতং সত্ত্বং (প্রাণিনং) দদৃশুঃ (দৃষ্টবন্তঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা তথায় দীর্ঘকাল ক্রীড়া করিয়া পিপাসিত অবস্থায় জল অন্বেষণ করিতে করিতে কোন জলশূন্যকূপমধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥

কৃকলাসং গিরিনিভং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসাঃ।
তস্য চোদ্ধরণে যত্নং চক্রুস্তে কৃপয়ান্বিতাঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তে (যাদবকুমারাঃ) গিরিনিভং (পর্ব্বত-তুল্যং) কৃকলাসং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিস্মিতমানসাঃ (আশ্চর্য্যান্বিতচিত্তাঃ) কৃপয়া (দয়য়া) অন্বিতাঃ (যুক্তাশ্চ সন্তঃ) তস্য (কৃকলাসস্য কূপাৎ) উদ্ধরণে (উদ্ধারার্থং) যত্নং চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহারা পর্ব্বততুল্য ঐ প্রাণীকে **কৃকলাস** বলিয়া জানিতে পারিয়া বিস্মিতচিত্তে এবং কৃপাযুক্ত হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তং সত্ত্বং কৃকলাসং বীক্ষ্য ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ও পৌত্রগণ পিপাসায় জল অনুসন্ধান করিতে গিয়া জলশূন্য কূপের মধ্যে পর্ব্বততুল্য কৃকলাস প্রাণীকে দেখিয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিল ॥ ২-৩ ॥

চর্ম্মজৈস্তান্তবৈঃ পাশৈর্বদ্ধা পতিতমর্ভকাঃ।
নাশক্রুবন্ সমুদ্ধর্ত্তুং কৃষ্ণায়াচখ্যুরুৎসুকাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অর্ভকাঃ (যাদবকুমারাঃ) পতিতং (কূপে পতিতং কৃকলাসং) চর্ম্মজৈঃ (চর্ম্মজাতৈঃ) তান্তবৈঃ (তন্তুজাতৈশ্চ) পাশৈঃ (রজ্জুভিঃ) বদ্ধা (অপি) সমুদ্ধর্ত্তুং ন অশক্রুবন্ (ন সমর্থা বভূবুঃ ততঃ) উৎসুকাঃ (সন্তঃ) কৃষ্ণায় আচখ্যুঃ (তদ্‌বৃত্তং কথয়ামাসুঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা কূপ-পতিত ঐ কৃকলাসকে চর্ম্মজাত এবং তন্তুজাত রজ্জুসমূহদ্বারা বন্ধন করিয়াও উত্তোলন করিতে না পারিয়া পশ্চাৎ ঔৎসুক্যযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন ॥ ৪ ॥

তত্রাগত্যারবিন্দাক্ষো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
বীক্ষ্যোজ্জহার বামেন তং করেণ স লীলয়া ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—অরবিন্দাক্ষঃ (কমললোচনঃ) বিশ্ব-ভাবনঃ (বিশ্বপালকঃ) সঃ ভগবান্ তত্র (কূপসমীপে) আগত্য তং (কৃকলাসং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বামেন করেণ লীলয়া (অনায়াসেন) উজ্জহারঃ (উদ্ধারয়া-মাস) ॥ ৫ ।

অনুবাদ—কমললোচন নিখিলপালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন কূপসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে দর্শন করিয়াই বামহস্তে অনায়াসে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—চর্ম্মজৈশ্চর্ম্মময়ৈঃ পাশৈঃ তান্তবৈঃ সূত্র-ময়ৈশ্চ ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সূত্র ও চর্ম্ম নির্ম্মিত পাশ-সমূহের দ্বারা উঠাইবার চেষ্টা করিল ॥ ৪-৫ ॥

স উত্তমঃশ্লোককরাভিমৃষ্টো
বিহায় সদ্যঃ কৃকলাসরূপম্ ।
সন্তপ্তচামীকরচারুবর্ণঃ
স্বর্গ্যদ্ভুতালঙ্করণাম্বরস্রক্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (কৃকলাসঃ) উত্তমঃশ্লোককরাভিমৃষ্টঃ (শ্রীকৃষ্ণকরকমলপৃষ্টঃ সন্) সদ্যঃ (তৎক্ষণমেব) কৃকলাসরূপং বিহায় (পরিত্যজ্য) সন্তপ্তচামীকর চারুবর্ণঃ (সন্তপ্তং চামীকরং সুবর্ণং তদ্বদ্‌বর্ণো যস্য সঃ) অদ্ভুতালঙ্করণাম্বরস্রক্ (বিচিত্র-ভূষণ বস্ত্রমাল্যধারী) স্বর্গী (দেবরূপঃ বভূব) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সে তখন শ্রীকৃষ্ণকরকমলস্পর্শে সদ্যই কৃকলাসরূপ পরিত্যাগ করিয়া উত্তপ্ত সুবর্ণতুল্যকান্তিবিশিষ্ট এবং বিচিত্র বসন, ভূষণ ও অলঙ্কারে বিভূষিত দেবরূপে পরিণত হইল ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্বর্গী দেবো বভূব ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বর্গী অর্থাৎ দেবতা হইলেন ॥ ৬-৭ ॥

পপ্রচ্ছ বিদ্বানপি তন্নিদানং
জনেষু বিখ্যাপয়িতুং মুকুন্দঃ ।
কস্ত্বং মহাভাগ বরেণ্যরূপো
দেবোত্তমং ত্বাং গণয়ামি নূনম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বিদ্বান্ (স্বয়ং তন্নিদানং জানন্) অপি জনেষু (লোকমধ্যে) তন্নিদানং (তাদৃশরূপপ্রাপ্তিকারণং) বিখ্যাপয়িতুং (প্রচারয়িতুং) *পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্ হে) মহাভাগ, বরেণ্যরূপঃ* (সর্ব্বোত্তমরূপঃ) ত্বং কঃ (ভবসি অহং) ত্বাং নূনং (নিশ্চিতং) দেবোত্তমং (দেবেষু উত্তমং শ্রেষ্ঠং কঞ্চন) গণয়ামি (মন্যে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও লোকসমূহকে তাদৃশরূপ প্রাপ্তির কারণ জানাইবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাভাগ, ঈদৃশ সর্ব্বোত্তমরূপধারী আপনি কে ? আমি আপনাকে নিশ্চয়ই কোন উত্তম দেবতা বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ৭ ॥

দশামিমাং বা কতমেন কর্ম্মণা
সম্প্রাপিতোঽস্যতদর্হঃ সুভদ্র ।
আত্মানমাখ্যাহি বিবিৎসতাং নো
যন্মন্যসে নঃ ক্ষমমত্র বক্তুম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুভদ্র, (হে সুমঙ্গল,) অতদর্হঃ (ঈদৃশদশায়াঃ অযোগ্যঃ ত্বং) কতমেন (কেন) কর্ম্মণা বা ইমাং (কৃকলাসরূপাং) দশাম্ (অবস্থাং) সম্প্রাপিতঃ (নীতঃ) অসি যৎ (যদি) অত্র নঃ (অস্মাকং সমীপে) বক্তুং (তৎ কথয়িতুং) ক্ষমং (যোগ্যং) মন্যসে (তদা) বিবিৎসতাং (ত্বদ্‌বৃত্তং বেদিতুম্ ইচ্ছতাং) নঃ (অস্মাকং সমীপে) আত্মানং (স্ববৃত্তম্) আখ্যাহি (বদ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে সুভদ্র, ঈদৃশ হীনদশার অযোগ্য হইয়াও আপনি কোন্ কর্ম্ম বশতঃ এই কৃকলাসরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ? যদি আমাদের সমক্ষে বর্ণনযোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে তৎসমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। আমরা ঐ বৃত্তান্ত জানিবার অভিলাষী হইয়াছি ॥ ৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
ইতি স্ম রাজা সম্পৃষ্টঃ কৃষ্ণেনানন্তমূর্ত্তিনা ।
মাধবং প্রণিপত্যাহ কিরীটেনার্কবর্চ্চসা ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অনন্তমূর্ত্তিনা কৃষ্ণেন ইতি (এবং) সংপৃষ্টঃ (সম্যগ্‌জিজ্ঞাসিতঃ) রাজা (নৃগনরপতিঃ) অর্কবর্চ্চসা (সূর্য্যবৎপ্রদীপ্তেন) কিরীটেন *(মুকুটেন) মাধবং (শ্রীকৃষ্ণং) প্রণিপত্য আহ* স্ম (উক্তবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্তমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ জিজ্ঞাসায় নৃগ-নরপতি সূর্য্যসদৃশ প্রদীপ্তকিরীট দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিবিৎসতাং বিবিদিষতাং কর্ম্মণি ষষ্ঠী আর্ষী, যদি ক্ষমং যোগ্যম্ ॥ ৮-৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ দেবশ্রেষ্ঠ ঐ নৃগরাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কোন্ কর্ম্মের ফলে হীন অযোগ্যদশা কৃকলাস রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ?

তাহা জানিবার ইচ্ছুক আমাদের নিকট যদি বলিবার যোগ্য হয় বলুন ॥ ৮-৯ ॥

নৃগ উবাচ—

নৃগো নাম নরেন্দ্রোঽহমিক্ষ্বাকুতনয়ঃ প্রভো।
দানিষ্বাখ্যায়মানেষু যদি তে কর্ণমস্পৃশম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—নৃগঃ উবাচ,—(হে) প্রভো, (হে নাথ) অহম্ ইক্ষ্বাকুতনয়ঃ নৃগঃ নাম নরেন্দ্রঃ (রাজা ভবামি), দানিষু (দানিজনেষু) আখ্যায়মানেষু (কথ্যমানেষু দানিজনগণন-প্রসঙ্গে ইত্যর্থঃ) যদি তে (তব) কর্ণম্ অস্পৃশং (কর্ণপথং নূনং প্রাপ্তঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ) ॥১০॥

অনুবাদ—নৃগ বলিলেন,—হে প্রভো, আমি ইক্ষ্বাকুর পুত্র এবং নৃগ-নরপতি নামে প্রসিদ্ধ। দানশীল পুরুষগণের গণনা-প্রসঙ্গে সম্ভবতঃ আমার নাম আপনার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—যদিত্যসন্দেহেঽপি। "যদি বেদাঃ প্রমাণম্" ইতিবৎ দানিষ্বাখ্যায়মানেষু দাতৃজনানাং গণনপ্রসঙ্গে সতি অহং তব কর্ণস্পৃশং কর্ণপথমগমমেবেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যৎ অর্থাৎ অসন্দেহে, 'যদি বেদ প্রমাণ হয়' এইরূপ অর্থে দানীগণের নাম গণনা প্রসঙ্গে আমার নাম আপনার হয়ত কর্ণপথে আসিয়াছে ॥ ১০ ॥

কিং নু তেঽবিদিতং নাথ সর্ব্বভূতাত্মসাক্ষিণঃ।
কালেনাব্যাহতদৃশো বক্ষ্যেঽথাপি তবাজ্ঞয়া ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ, সর্ব্বভূতাত্মসাক্ষিণঃ (সর্ব্বেষাং ভূতানাম আত্মনো বুদ্ধেঃ সাক্ষিণঃ) কালেন অব্যাহতদৃশঃ (অপ্রতিরুদ্ধ-দৃষ্টেঃ) তে (তব) কিং নু অবিদিতম্ (অজ্ঞাতং বর্ত্ততে, অপি তু কিমপি তে নাবিদিতং বর্ত্ততে) অথ অপি (তথাপি) তব আজ্ঞয়া (আদেশেন) বক্ষ্যে (মদ্‌বৃত্তান্তং কথয়িষ্যামি) ॥১১॥

অনুবাদ—হে নাথ, নিখিল প্রাণিগণের অন্তর্য্যামিরূপী আপনার দৃষ্টি কালকর্ত্তৃকও প্রতিরুদ্ধ হয় না বলিয়া আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই, তথাপি আপনার আদেশানুসারে স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কিং নু তব অবিদিতম্ অপি তু সর্ব্বমেব বিদিতমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার কি না অজ্ঞাত, পরন্তু সকলই আপনার জানা ॥ ১১ ॥

যাবত্যঃ সিকতা ভূমের্যাবত্যো দিবি তারকাঃ।
যাবত্যো বর্ষধারাশ্চ তাবতীরদদং স্ম গাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) যাবত্যঃ (যাবৎসংখ্যকাঃ) সিকতাঃ (বালুকাকণা বর্ত্তন্তে) দিবি (আকাশে) যাবত্যঃ (যাবৎসংখ্যকাঃ) তারকাঃ (বর্ত্তন্তে) যাবত্যঃ (যাবৎসংখ্যকাঃ) বর্ষধারাঃ (বৃষ্টের্ধারাঃ) চ বর্ত্তন্তে অহং তাবতীঃ (তাবৎসংখ্যকাঃ) গাঃ (ধেনূঃ) অদদং স্ম (দত্তবান্) ॥১২॥

অনুবাদ—পৃথিবীতে যত সংখ্যক বালুকণা, আকাশে যত সংখ্যক নক্ষত্র এবং বৃষ্টিধারা বর্ত্তমান আছে, আমি পূর্ব্বে তত সংখ্যক ধেনুদান করিয়াছি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—সিকতা ইত্যাদিকমগণ্যতামাত্রতাৎপর্য্যকমিতি প্রাঞ্চঃ। কুরুক্ষেত্রাদিদেশেষু সূর্য্যগ্রহণাদিকালেষ্বেকস্যা অপি গোঃ কোট্যর্ব্বুদগুণীভূতত্বাৎ তত্র তত্র দেশকালেষু প্রতিদিনঞ্চ কোট্যর্ব্বুদসংখ্যানাং গবাং দাতুস্তস্য তাবৎ সংখ্যাকত্বমপি নানুপপন্নমিত্যন্যে ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমুদ্রের বালি ইত্যাদি গণনার অযোগ্য এই তাৎপর্য্যই বলা হইয়াছে ইহা প্রাচীনগণ বলেন। কুরুক্ষেত্র আদি প্রদেশে সূর্য্যগ্রহণাদিকালে একই প্রকার গাভী কোটি অর্ব্বুদ সংখ্যা গাভী দানকারী, তাহাদের সংখ্যাও বলা যায় না, ইহা অন্যে বলিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

পয়স্বিনীস্তরুণীঃ শীলরূপ-
গুণোপপন্নাঃ কপিলা হেমশৃঙ্গীঃ।
ন্যায়ার্জ্জিতা রূপ্যখুরাঃ সবৎসা
দুকূলমালাভরণা দদাবহম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—অহং পয়স্বিনীঃ (দুগ্ধবতীঃ) তরুণীঃ (তরুণবয়স্কাঃ) শীলরূপগুণোপপন্নাঃ (শীলং সৎ-

স্বভাবঃ, রূপং সৌন্দর্য্যং গুণঃ প্রভূতোৎকৃষ্টদুগ্ধপ্রদত্বাদিঃ তৈঃ উপপন্নাঃ যুক্তাঃ) ন্যায়ার্জ্জিতাঃ (সদ্ভাবেন সংগৃহীতাঃ) রূপ্যখুরাঃ (রৌপ্যবদ্ধখুরযুক্তাঃ) হেমশৃঙ্গীঃ (স্বর্ণবদ্ধশৃঙ্গবিশিষ্টাঃ) দুকূলমালাভরণাঃ (বস্ত্রমালালঙ্কৃতাঃ) সবৎসাঃ (বৎস-সমন্বিতাঃ) কপিলাঃ (কপিলজাতীয়া ধেনূঃ) দদৌ (দত্তবান্) ।। ১৩ ।।

অনুবাদ—আমি দুগ্ধবতী, তরুণবয়স্কা, স্বভাব রূপ ও গুণযুক্তা, সদ্ভাবে উপার্জ্জিতা, রৌপ্যবদ্ধ ক্ষুর ও স্বর্ণবদ্ধ শৃঙ্গবিশিষ্টা, বস্ত্রমাল্য সমলঙ্কৃতা, সবৎসা, কপিলা ধেনুসমূহ দান করিয়াছিলাম ।। ১৩ ।।

বিশ্বনাথ—দেয়বৈশিষ্ট্যমাহ,—পয়স্বিনীরিতি ।।১৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেমন গাভীদান করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন—দুগ্ধবতী তরুণী ইত্যাদি ।। ১৩ ।।

স্বলঙ্কৃতেভ্যো গুণশীলবদ্ভ্যঃ
সীদৎকুটুম্বেভ্য ঋতব্রতেভ্যঃ ।
তপঃশ্রুতব্রহ্মবদান্যসদ্ভ্যঃ
প্রাদাং যুবভ্যো দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ ।। ১৪ ।।
গোভূহিরণ্যায়তনাশ্বহস্তিনঃ
কন্যাঃ সদাসীস্তিলরূপ্যশয্যাঃ ।
বাসাংসি রত্নানি পরিচ্ছদান্ রথা-
নিষ্টঞ্চ যজ্ঞৈশ্চরিতঞ্চ পূর্ত্তম্ ।। ১৫ ।।

অন্বয়ঃ—স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ (ময়ৈব বস্ত্রালঙ্কারাদিভিরাদৌ সুভূষিতেভ্যঃ) ঋতব্রতেভ্যঃ (অদম্ভাচারেভ্যঃ) গুণশীলবদ্ভ্যঃ (গুণস্বভাবযুক্তেভ্যঃ) সীদৎকুটুম্বেভ্যঃ (সীদৎ ক্লেশমুক্তং কুটুম্বং যেষাং তেভ্যঃ) তপঃশ্রুতব্রহ্মবদান্যসদ্ভ্যঃ (তপসা শ্রুতাঃ প্রখ্যাতাশ্চ তে ব্রহ্মণি বেদে বদান্যা অত্যুদারা অধ্যাপনীয়াশ্চ তে সন্তশ্চ তেভ্যঃ) যুবভ্যঃ (তরুণেভ্যঃ) দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ (উত্তমব্রাহ্মণেভ্যঃ) গোভূহিরণ্যায়তনাশ্বহস্তিনঃ (গাঃ ধেনূঃ ভুবঃ ভূমিঃ হিরণ্যানি আয়তনানি গৃহানি অশ্বান্ হস্তিনঃ চ) সদাসীঃ (দাসীসহিতাঃ) কন্যাঃ তিলরূপ্যশয্যাঃ (তিলান্ রৌপ্যানি শয্যাশ্চ) বাসাংসি (বসনানি) রত্নানি পরিচ্ছদান্ রথান্ (চ) প্রাদাং (দত্তবান্) যজ্ঞৈঃ ইষ্টং চ (বহবো যজ্ঞাঃ কৃতা ইত্যর্থঃ) পূর্ত্তং (বাপীকূপাদি) চরিতং চ (কৃতঞ্চ ময়া ইতি শেষঃ) ।। ১৪-১৫ ।।

অনুবাদ—দম্ভাচারবিবর্জ্জিত, গুণশীলযুক্ত, ক্লেশাতুর কুটুম্বসমন্বিত, তপস্যায় বিখ্যাত, বেদশাস্ত্রে সুনিপুণ, সচ্চরিত্র, তরুণ উত্তম ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া গো, ভূমি, সুবর্ণ, গৃহ, হস্তী, অশ্ব, দাসী সহিত ব্রাহ্মণকন্যা, তিল, রৌপ্য, শয্যা, বসন, রত্ন, পরিচ্ছদ এবং রথসমূহ প্রদান করিয়াছিলাম। বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বাপীকূপাদি খননকর্ম্মেও নিরত ছিলাম ।। ১৪-১৫ ।।

বিশ্বনাথ—সম্প্রদানবৈশিষ্ট্যমাহ,— স্বলঙ্কৃতেভ্য ইতি। তপসা শ্রুতাঃ খ্যাতাশ্চ ব্রহ্মণি বেদশাস্ত্রে অধ্যাপনপরত্বাদত্যুদারাশ্চ তে সন্তশ্চ তেভ্যঃ ।। ১৪ ।।

বিশ্বনাথ—দেয়ান্তরাণ্যাহ,—গোভূ ইতি। প্রাদামিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ, চরিতং কৃতম্ ।। ১৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সম্প্রদানের বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র অলংকার আদিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া, যাহারা তপস্যা বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও খ্যাতি সম্পন্ন এবং উদার এমন সৎব্রাহ্মণকে গাভীদান করিতাম ।। ১৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্যদান বস্তুসমূহও বলিতেছেন—গাভী ভূমি ইত্যাদি উত্তমরূপে দান করিতাম। পূর্ব্বশ্লোকের সহিত অন্বয় এবং যজ্ঞ পুষ্করিণী কূপাদি জলাশয় দান করিতাম ।। ১৫ ।।

কস্যচিদ্দ্বিজমুখ্যস্য ভ্রষ্টা গৌর্মম গোধনে ।
সংপৃক্তাবিদুষা সা চ ময়া দত্তা দ্বিজাতয়ে ।। ১৬ ।।

অন্বয়ঃ—কস্যাচিৎ দ্বিজমুখ্যস্য (প্রতিগ্রহনিবৃত্তস্য) ভ্রষ্টা (পলায়িতা) গৌঃ মম গোধনে (গোধনসমূহে) সংপৃক্তা (মিলিতা) আবিদুষা (ব্রাহ্মণস্য ইয়ম্ ইতি অজানতা) ময়া সা (গৌঃ) দ্বিজাতয়ে (অন্যস্মৈ ব্রাহ্মণায়) দত্তা চ ।। ১৬ ।।

অনুবাদ—কোন এক ব্রাহ্মণের উদ্দেশে প্রদত্ত ধেনুসমূহ হইতে একটী ধেনু পলায়নপূর্ব্বক মদীয় ধেনুসমূহের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে আমি তাহা জানিতে না পারিয়া ঐ ধেনু অন্য এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলাম ।। ১৬ ।।

তাং নীয়মানাং তৎস্বামী দৃষ্ট্বোবাচ মমেতি তম্।
মমেতি প্রতিগ্রাহ্যাহ নৃগো মে দত্তবানিতি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তৎস্বামী (গোঃ পূর্ব্বস্বামী ব্রাহ্মণঃ) তাং (গাং) নীয়মানাং (অপরেণ নীয়মানাং) দৃষ্ট্বা (ইয়ং গৌঃ) মম ইতি উবাচ (উক্তবান্ অথ) প্রতিগ্রাহী (পশ্চাদ্গ্রহীতা) মম ইতি (ইয়ং গৌর্মম ইতি নৃগঃ) মে (মহ্যং) দত্তবান্ ইতি তং (পূর্ব্বস্বামীনম্) আহ (উক্তবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ধেনুর পূর্ব্বস্বামী অপরকে ঐ ধেনু-গ্রহণপূর্ব্বক যাইতে দেখিয়া "ইহা আমার ধেনু" এরূপ বলিলে যিনি পশ্চাৎ ঐ ধেনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—"এই ধেনু আমার এবং নৃগ-নরপতি ইহা আমাকে দান করিয়াছেন" ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কৃকলাসত্বপ্রাপকং কিং পাপং তদ্গৃহীত্যাত আহ,—কস্যাচিদিতি। ভ্রষ্টা বিচ্যুতা গৌরেকৈব মম গোকুলে সংপৃক্তা মিলিতা অবিদুষা ব্রাহ্মণস্যেয়মিত্যজানতা ॥ ১৬-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—তোমার এই কৃকলাস জন্ম প্রাপ্তির কারণ কি পাপ তাহা বল ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—গাভীদানকালে কোন এক মুখ্য ব্রাহ্মণের গাভী দল ছাড়িয়া আমার গাভীগণের মধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়া যায়, ইহা ব্রাহ্মণের গাভী আমি তাহা না জানিয়া অন্য ব্রাহ্মণকে দান করি ॥ ১৬-১৭ ॥

বিপ্রৌ বিবদমানৌ মামূচতুঃ স্বার্থসাধকৌ।
ভবান্ দাতাপহর্ত্তেতি তচ্ছ্রুত্বা মেঽভবদ্ভ্রমঃ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—স্বার্থসাধকৌ বিবদমানৌ (বিবাদশীলৌ) বিপ্রৌ (প্রতিগ্রাহী গো-স্বামী চ) ভবান্ দাতা অপহর্ত্তা ইতি (প্রতিগ্রাহী মাং দাতা ইতি গোস্বামী মাম্ অপহর্ত্তা ইতি) মাং উচতুঃ (উক্তবন্তৌ) তৎ (তয়োস্তদ্বাক্যং) শ্রুত্বা মে (মম) ভ্রমঃ (ব্যাকুলতা) অভবৎ (জাতঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—স্বার্থসাধক ও বিবাদশীল বিপ্রদ্বয়ের মধ্যে ধেনুর পূর্ব্বস্বামী আমাকে ধেনুর অপহরণ কর্ত্তা এবং পশ্চাৎ প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ আমাকে দাতা-বলিতে লাগিলেন। তখন উভয়ের বাক্যশ্রবণে আমার ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল ॥ ১৮ ॥

অনুনীতাবুভৌ বিপ্রৌ ধর্ম্মকৃচ্ছ্রগতেন বৈ।
গবাং লক্ষং প্রকৃষ্টানাং দাস্যাম্যেষা প্রদীয়তাম্ ॥১৯
ভবন্তাবনুগৃহ্নীতাং কিঙ্করস্যাবিজানতঃ।
সমুদ্ধরতং মাং কৃচ্ছ্রাৎ পতন্তং নিরয়েঽশুচৌ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মকৃচ্ছ্রগতেন (ধর্ম্মসঙ্কটং গতেন ময়া) উভৌ বিপ্রৌ অনুনীতৌ (সবিনয়ং প্রার্থিতৌ) বৈ প্রকৃষ্টানাম্ (উত্তমানাং) গবাং (ধেনূনাং) লক্ষং দাস্যামি এষা (গৌঃ) প্রদীয়তাং ভবন্তৌ (উভাবেব) অবিজানতঃ (অবিদুষঃ) কিঙ্করস্য (দাসস্য মে) অনুগৃহ্নীতাম্ অশুচৌ নিরয়ে (নরকে) পতন্তং মাং কৃচ্ছ্রাৎ (সঙ্কটাৎ) সমুদ্ধরতম্ ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—তৎকালে তাদৃশ ধর্ম্মসঙ্কট গ্রস্ত হইয়া উভয় ব্রাহ্মণকেই অনুনয় করিতে লাগিলাম যে, আপনাদিগকে অত্যুত্তম লক্ষ ধেনু দান করিব, তৎপরিবর্ত্তে এই ধেনুটী পরিত্যাগ করুন। আমি এ বিষয়ে অজ্ঞান, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে অশুচি-নরকপাতরূপ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন ॥ ১৯-২০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিগ্রাহী বিপ্র উবাচ ভবান্ দাতেতি গোস্বামী উবাচ ভবানপহর্ত্তেতি। ভ্রমঃ অতিবৈয়গ্র্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৮-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দান গ্রহণকারী বিপ্র বলিল —আপনি দাতা, পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ বলিল আপনি অপহর্ত্তা অর্থাৎ চোর। আমি তখন অতিশয় ব্যাগ্রতা হেতু ভ্রমে পড়িলাম ॥ ১৮-২০ ॥

নাহং প্রতীচ্ছে বৈ রাজন্নিত্যুক্ত্বা স্বাম্যপাক্রমৎ।
নান্যদ্গবামপ্যযুতমিচ্ছামীত্যপরো যযৌ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—স্বামী (গো-স্বামী হে) রাজন্, অহং ন বৈ প্রতীচ্ছে (গবাং লক্ষং নৈব প্রতিগৃহ্নামি) ইতি উক্ত্বা অপাক্রমৎ (গতবান্) অপরঃ (দ্বিজঃ অপি) অন্যদ্গবাং (অন্যধেনূনাম্) অযুতং অপি ন ইচ্ছামি ইতি (উক্ত্বা) যযৌ (গতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তখন ধেনুর পূর্ব্বস্বামী আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক "হে রাজন্, আমি দান গ্রহণের ইচ্ছা করি না" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অপর ব্রাহ্মণও "আমি অন্য অযুত ধেনু লাভ করিতে ইচ্ছা করি না" বলিয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—রাজ্ঞাং ন প্রতীচ্ছে রাজপ্রতিগ্রহং ন করোমীত্যুক্ত্বা অপাক্রমৎ স্বীয়াং গাং বিহায়ৈব যযৌ। অপরঃ প্রতিগ্রাহী দুরগ্রহঃ। যল্লক্ষং ত্বয়োক্তং অন্যদপ্যযুতমপি যদি দদাসি তদপীমাং বিহায় নেচ্ছামীত্যুক্ত্বা যযৌ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথম বিপ্র বলিলেন—রাজার ধন ইচ্ছা করি না এই বলিয়া নিজগাভী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, অপর ব্রাহ্মণ দূরাসহ, তাহার কথা তুমি যে লক্ষ গাভী উহার পরিবর্ত্তে দিতে চাহিয়াছ, যদি অন্য অযুত গাভীও দাও তথাপি এই গাভীটি ছাড়িয়া অন্যগাভী লইতে ইচ্ছা করি না, এই বলিয়া চলিয়া গেলেন ॥ ২১ ॥

———

এতস্মিন্নন্তরে যাম্যৈর্দূতৈর্নীতো যমক্ষয়ম্।
যমেন পৃষ্টস্তত্রাহং দেবদেব জগৎপতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেবদেব, জগৎপতে, (শ্রীকৃষ্ণ) এতস্মিন্ অন্তরে (অতঃপূর্ব্বং পাপাভাবাৎ সাম্প্রতং অবসরং লব্ধ্বা ইত্যর্থঃ) যাম্যৈঃ (যমসম্বন্ধিভিঃ) দূতৈঃ যমক্ষয়ং (যমালয়ং) নীত (প্রাপিতঃ) অহং তত্র যমেন পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে দেবদেব, জগন্নাথ, এই অবসরে যমদূতগণ আমাকে যমালয়ে উপনীত করিলে যমরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—মরণানন্তরমিতি শেষঃ। যমক্ষয়ং সংযমনীম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার মৃত্যুর পর যম দূতগণ যমপুরী সংযমনীতে লইয়া গেল ॥ ২২ ॥

———

পূর্ব্বং ত্বমশুভং ভুঙ্ক্ষ উতাহো নৃপতে শুভম্।
নান্তং দানস্য ধর্ম্মস্য পশ্যে লোকস্য ভাস্বতঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপতে, ত্বং পূর্ব্বং (প্রথমং) অশুভং (পাপফলং) উতাহো (অথবা) শুভং (পুণ্যফলং) ভুঙ্ক্ষ (ভোক্তুম্ ইচ্ছসি ইত্যর্থঃ) দানস্য ধর্ম্মস্য (তব দানধর্ম্মসম্বন্ধীয়স্য) ভাস্বতঃ লোকস্য (দিব্যলোকস্য) অন্তং (অবধিং) ন পশ্যে (ন পশ্যামি দানধর্ম্মফলাত্তব বহবো দিব্যলোকা বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তুমি প্রথমতঃ পাপফল না পুণ্যফল ভোগ করিবে, তাহা বল। দানধর্ম্মের জন্য তোমার অনন্ত দিব্যলোক বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥২৩॥

বিশ্বনাথ—অশুভং অজানতা যদ্বিপ্রস্য গৌরপহৃতা তজ্জন্যং পাপফলম্। উতাহো কিং বা শুভং পুণ্যফলং তব দানস্য অন্তং ন পশ্যামি তৎফলস্য ভাস্বতো লোকস্য স্বর্গস্যাপি অন্তং ন পশ্যামি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার অশুভ কি তাহা জানিনা, যে বিপ্রের গাভী অপহরণ করিয়াছিলাম তজ্জন্য পাপের ফল। যমরাজ বলিলেন—তুমি কি প্রথমে অশুভ ঐ পাপের ফল ভোগ করিবে? অথবা শুভ পুণ্যফল তোমার দানের ফল শেষ দেখিতেছি না। সেই ফলের দিব্য স্বর্গলোকেরও অন্ত দেখিতেছি না—ঐ শুভ ফলভোগ করিবে? ॥ ২৩ ॥

———

পূর্ব্বং দেবাশুভং ভুঞ্জ ইতি প্রাহ পতেতি সঃ।
তাবদদ্রাক্ষমাত্মানং কৃকলাসং পতন্ প্রভো ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেব, (হে ধর্ম্মরাজ, অহং) পূর্ব্বং অশুভং ভুঞ্জে ইতি (ময়া উক্তে সতি) সঃ (যমরাজঃ) পত (পতিতো ভব) ইতি প্রাহ (মাং উক্তবান্ হে) প্রভো, (হে নাথ, শ্রীকৃষ্ণ,) তাবৎ (তদৈব) পতন্ (পতনশীলোঽহম্) আত্মানং (স্বং) কৃকলাসং (কৃকলাসরূপম্) অদ্রাক্ষং (দৃষ্টবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে ধর্ম্মরাজ, "আমি প্রথমতঃ অশুভ-ফলই ভোগ করিব" এইরূপ বলিলে "তুমি এখান হইতে পতিত হও" যমরাজ এরূপ আদেশ করিলেন। হে প্রভো, আমি তখন পতনকালেই নিজকে কৃকলাস-রূপে দেখিতে পাইলাম ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে দেব, যম, পূর্ব্বমহমশুভং ভুঞ্জে ইতি ময়োক্তে সংযমঃ পতেতি প্রাহ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি বলিলাম—হে যমদেব ! প্রথমে আমি অশুভ ফল ভোগ করিব, তখন যমদেব বলিলেন—তুমি পতিত হও ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মণ্যস্য বদান্যস্য তব দাসস্য কেশব ।
স্মৃতির্নাদ্যাপি বিধ্বস্তা ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কেশব ব্রহ্মণস্য (ব্রাহ্মণ-ভক্তস্য) বদান্যস্য (যথেষ্টদানেন বিপ্রান্ পরিতোষয়তঃ) ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ (ভবতঃ সন্দর্শনাভিলাষিনঃ) তব দাসস্য (মম) স্মৃতিঃ (পূর্ব্বজন্মস্মরণং) অদ্য অপি ন বিধ্বস্তা (ন বিনষ্টা জাতা) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে কেশব, আমি ব্রহ্মণ্যগুণযুক্ত বদান্য এবং আপনার দর্শনার্থী দাস বলিয়া অদ্যাবধি পূর্ব্ব-স্মৃতি বিলুপ্ত হই নাই ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—নৃগস্য ভক্তিমিশ্রকর্ম্মিত্বাদ্‌গুণভূতৈব যা ভক্তিরাসীত্তামাশ্রিত্যৈব ভগবদগ্রে দাসস্যেতি বিনয়-ব্যঞ্জিকোক্তিরিয়ং জ্ঞেয়া ভগবৎসন্দর্শনার্থিন ইতি কদাচিৎ কস্যচিদতিসুন্দর শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ তন্মন্দি-রাদিশ্রীগীতাশ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠস্য মহাভাগ-বতস্যাপেক্ষণীয়ম্ । নৃগেণ মহাদাতৃত্বাৎ সম্যক্ সম্পাদিতম্ । ততশ্চ তেন সন্তুষ্যতা ভো রাজংস্তব ভগবদ্দর্শনং ভূয়াদিতি যদৈবাশীর্দ্দত্তা তদারভ্যৈব নৃগস্য ভগবদ্দিদৃক্ষাঽভূয়াদিতি গম্যতে ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নৃগরাজা ভক্তিমিশ্র কর্ম্মিহেতু তাহার ভক্তি গুণীভূতাই ছিল। সেই মিশ্রাভক্তির ফলে সে শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিল—তোমার দাস আমার স্মৃতি এখনও নষ্ট হয় নাই—এই বিনয় প্রকাশক উক্তি দ্বারাই জানা যায়। আর যে বলিল আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষী আমার স্মৃতি নষ্ট হয় নাই—ইহা হইতে জানা যায় কখনও কোন অতিসুন্দর শ্রীভগবদ্ বিগ্রহ ও তাহার মন্দির আদি শ্রীগাভী দান শ্রীভাগবত আদি শাস্ত্র পাঠ শ্রবণের উৎকণ্ঠা দেখিয়া কোন মহাভাগবত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। নৃগ-রাজা মহাদাতা বলিয়া পূর্ণ খ্যাতি রহিয়াছে, তৎপরে কোন মহাভাগবত সন্তুষ্ট হইয়া 'ওহে রাজন্ ! তোমার ভগবৎ দর্শন হইবে—এইরূপ যখন আশী-র্ব্বাদ দিয়াছিলেন, তখন হইতেই নৃগরাজার ভগবৎ দর্শনের ইচ্ছা হইয়াছে—ইহাই জানা যায় ॥ ২৫ ॥

স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষিপথঃ পরাত্মা
যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশামলহৃদ্বিভাব্যঃ ।
সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ
স্যান্মেঽনুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে বিভো, (হে সর্ব্বব্যাপক,) যোগে-শ্বরৈঃ (পরমভক্তৈঃ) শ্রুতিদৃশা (উপনিষচ্চক্ষুষা) অমলহৃদ্‌বিভাব্যঃ (অমলে হৃদি বিভাব্যঃ চিন্ত্যঃ) অধোক্ষজঃ (অক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং তৎ অধঃ অর্ব্বাক্ এব যস্মাৎ সঃ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত ইত্যর্থঃ) সঃ পরাত্মা (পরমাত্মা) ত্বং কথং মম অক্ষিপথঃ (নয়নগোচরঃ সন্) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষো ভবসি কিঞ্চ) ইহ (জগতি) যস্য (জনস্য) ভবাপবর্গঃ (সংসার-নাশঃ) (ভবেৎ ভবান্ তস্য) অনুদৃশ্যঃ (প্রত্যক্ষঃ) স্যাৎ, উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ (উরুব্যসনেন কৃকলাসভব-দুঃখেন অন্ধবুদ্ধেঃ বিকৃতমতেঃ) মে (মম ভবদ্দর্শনং চিত্রম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, যোগেশ্বরগণ উপনিষদ্রূপ নেত্র দ্বারা বিমল হৃদয়মধ্যে যাঁহাকে চিন্তা করেন, সেই অধোক্ষজ পরমাত্মরূপী আপনি কিরূপে আমার সাক্ষাৎ নয়নগোচর হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। এই জগতে যাহার সংসার-দশা নাশ হয়, আপনি তাহারই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন পরন্তু গুরুদুঃখবশতঃ অন্ধবুদ্ধি মাদৃশ জনের পক্ষে আপনার দর্শন অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্মৃতির্মমেতি শেষঃ সাক্ষাত্তথানুক্তি-বিনয়াদিনা অদ্য কৃকলাসদেহে তথা মহাভিমানী দেবদেহেঽপি তদ্বিরোধিনি ন ধ্বস্তা ন নষ্টা দুর্ঘটেন শ্রীকৃষ্ণদর্শনেন বিস্মিতঃ সন্নাত্মনো ভাগ্যমভিনন্দতি স এব ত্বং মম কথমক্ষপথোঽভূর্যঃ খলু যোগেশ্বরৈঃ সনকাদ্যৈরপি শ্রুতিদৃষ্ট্যা নির্ম্মলে হৃদি বিভাব্যো ধ্যেয় এব। তত্রাপি ত্বং সাক্ষাদধোক্ষজঃ শকটা-সুরভঞ্জনঃ স্বয়ং ভগবানেব তত্রাপি উরুব্যসনান্ধ-বুদ্ধের্মদ্বিধস্যাধমস্যাপি। কিঞ্চ জনস্য ভবাপবর্গঃ সংসারনাশো ভবেত্তস্যাপি মে মম কিং ভবান দৃশ্যঃ

স্যাৎ অপি তু ন স্যাদেব মহাভাগবতস্য কস্যচিদাশীর্ব্বাদাদেব স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার স্মৃতি নষ্ট হয় নাই—এইরূপ সাক্ষাৎ উক্তি না করার হেতু বিনয় আদিদ্বারা, অদ্য কৃকলাস দেহে এবং মহা অভিমানী 'ভগবৎ স্মৃতি' বিরোধী দেবদেহেও স্মৃতি নষ্ট হয় নাই। এই দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণদর্শনের দ্বারা বিস্মিত হইয়া নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন—সেই এই আমার ভাগ্যে কিরূপে আপনি দর্শন দিলেন যে আপনি সনকাদি যোগেশ্বরগণও বেদান্ত শাস্ত্র দেখিয়া নির্ম্মল হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তোমার দর্শন পায় নাই। তথাপি তুমি সাক্ষাৎ অধোক্ষজ শকট অসুর ভঞ্জন-স্বয়ং ভগবানই আমার দর্শন পথে আসিয়াছেন। তাহাতে আবার প্রচুর বিপদের দ্বারা কৃকলাস জন্মে অন্ধবুদ্ধি আমার ন্যায় অধমের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। আরও বলি—যে ব্যক্তির সংসার নাশের সময় হয় তাহারই ভাগ্যে আপনি দর্শন দান করেন। আপনি কি আমার ভাগ্যে দৃশ্য হইয়াছেন? কিন্তু নহে। কোন এক মহাভাগবতের আশীর্ব্বাদের ফলেই আপনি আমাকে দর্শন দিয়াছেন—ইহাই ভাবার্থ ॥ ২৬ ॥

দেবদেব জগন্নাথ গোবিন্দ পুরুষোত্তম।
নারায়ণ হৃষীকেশ পুণ্যশ্লোকাচ্যুতাব্যয় ॥ ২৭ ॥
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ যান্তং দেবগতিং প্রভো।
যত্র ক্বাপি সতশ্চেতো ভূয়ান্মে ত্বৎপদাস্পদম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—দেবদেব, জগন্নাথ, গোবিন্দ, পুরুষোত্তম, নারায়ণ, হৃষীকেশ, পুণ্যশ্লোক, অচ্যুত, অব্যয়, প্রভো, কৃষ্ণ, দেবগতিং (স্বর্গলোকং) যান্তং (গচ্ছন্তং) মাং অনুজানীহি (আজ্ঞাপয়) যত্র ক্বাপি সতঃ (বর্ত্তমানস্য) মে (মম) চেতঃ (চিত্তং) ত্বৎপদাস্পদং (তব পদং শ্রীচরণ এব আস্পদং বিষয়ে যস্য তৎ তাদৃশং) ভূয়াৎ (ভবতু) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—হে দেবদেব, জগন্নাথ, গোবিন্দ, পুরুষোত্তম, নারায়ণ, হৃষীকেশ, পুণ্যশ্লোক, অচ্যুত, অব্যয়, প্রভো, শ্রীকৃষ্ণ, সম্প্রতি আপনি অনুমতি প্রদান করুন, আমি স্বর্গলোকে গমন করি। আমি যেখানেই বর্ত্তমান থাকি, সেখানেই চিত্ত যেন আপনার পাদপদ্মচিন্তায়ই আসক্ত থাকে ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—সহসোৎপন্নয়া শ্রদ্ধয়া ভগবৎকৃপয়া লব্ধদাস্যো নামান্যেবানুকীর্ত্তয়ন্ননুজ্ঞাং প্রার্থয়তে,—দেবদেবেতি। দেবানাং দেবোঽপি ত্বং জগতামপি নাথত্বান্মন্নাথো ভব, গোবিন্দ, গবাং কৃপাদৃষ্টা মাং বিন্দস্ব। অত্র হেতুঃ পুরুষেষু বিষ্ণ্বাদিস্বপ্যুত্তমঃ। নারায়ণ নারা জীবা অয়নমধিষ্ঠানাং যস্যেতি মাং দুর্জীবমপ্যধিতিষ্ঠ। হৃষীকেশ, মদিন্দ্রিয়াণ্যাত্মসাৎ কুরু। পুণ্যশ্লোক তবৈষা নৃগমোচনী কীর্ত্তিরভূদেব। অচ্যুত, মদন্তঃকরণাদ্বিচ্যুতো মা ভব। অব্যয়, অত্র ন তে কোঽপ্যপচয় ইতি ধ্বনয়ঃ। ত্বৎপদমেব আস্পদং বিষয়ো যস্য তথাভূতং মচ্চেতো ভূয়াৎ ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গনুবাদ—সহসা উৎপন্ন সত্তা দ্বারা ভগবৎ কৃপায় দাস্য ভাব উৎপন্ন হওয়ায় ভগবানের নামসমূহ পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতে করিতে ভগবানের আদেশ প্রার্থনা করিতেছেন—হে দেবদেব! অর্থাৎ তুমি দেবগণেরও পূজনীয় হইয়াও, তুমি জগতেরও প্রভুহেতু আমারও প্রভু হও। হে গোবিন্দ! গাভীগণের কৃপাদৃষ্টিতেই আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। এস্থলে কারণ এই যে ব্রহ্মা বিষ্ণু আদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি উত্তম পুরুষ, নারায়ণ নারা জীবসমূহ, তাহাদের অয়ন অধিষ্ঠান যাঁহার অতএব আমি দুষ্টজীব আমার মধ্যেও অধিষ্ঠিত হও, হৃষীকেশ—অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয় সমূহকে আত্মসাৎ কর, পুণ্যশ্লোক তোমার—এই নৃগ মোচনী কীর্ত্তি অবস্থান করুক, অচ্যুত—আমার অন্তঃকরণ হইতে বিচ্যুত হইও না, অব্যয় ইহাতে তোমার কোনও অপচয় হইবে না, তোমার পাদপদ্মই আমার চিন্তার বিষয় হউক—সেইরূপ আমার চিত্ত হউক ॥ ২৭-২৮ ॥

নমস্তে সর্ব্বভাবায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় যোগানাং পতয়ে নমঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভাবায় (সর্ব্বেষাং ভাবো জন্ম যস্মাৎ তস্মৈ) ব্রহ্মণে (কর্ত্তৃত্বে অপি অবিকারায়) অনন্তশক্তয়ে যোগানাং পতয়ে বাসুদেবায় কৃষ্ণায় তে (তুভ্যং) নমঃ নমঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—আপনি সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারণ। তথাপি নির্ব্বিকার ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন, যোগেশ্বর বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—মম ত্বয়ি দাস্যভাব এবাস্তু ত্বন্তু সর্ব্বভাববিষয়ীভূত এবাসীত্যাহ,—মম ইতি। সর্ব্বেঽপি ভাবা যস্মিংস্তস্মৈ। তত্র শান্তভাবস্য বিষয়ালম্বনমাহ,—ব্রহ্মণে মূর্ত্তব্রহ্মস্বরূপায় দাস্যভাবস্যাহ—অনন্তশক্তয়ে মহৈশ্বর্য্যায়। সখ্যভাবস্যাহ,—কৃষ্ণায় কৃষ্ণস্যার্জ্জুনস্য নামরূপগুণাদিভিঃ সাম্যাদেব সদানন্দদাত্রে। 'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ' ইতি স্মৃতেঃ। বাৎসল্যভাবস্যাহ,—বাসুদেবায় বসুদেবপুত্রায়। উজ্জ্বলভাবস্যাহ,—যোগানাং ভক্তিযোগময়ীনাং শ্রীরুক্মিণ্যাদীনাং পতয়ে ভর্ত্রে ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার তোমাতে দাস্য ভাবই থাকুক, কিন্তু আপনি সকল ভাবের বিষয়ই আছেন। "নমস্তে সর্ব্বভাবায়"—সকল ভাবই যাঁহাতে সেই তোমাকে নমস্কার, তন্মধ্যে শান্তভাবের বিষয় আলম্বন বলিতেছেন—"ব্রহ্মণে" মূর্ত্ত ব্রহ্মস্বরূপ তোমাতে, দাস্য ভাবের বিষয় বলিতেছেন—অনন্তশক্তি মহা ঐশ্বর্য্যরূপ, সখ্য ভাবের বিষয়—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অর্জ্জুনের নাম-রূপ-গুণ আদি দ্বারা সাম্যহেতু সদা আনন্দ দাতা, কৃষ্ণশব্দের ব্যাখ্যায়—কৃষ্ ধাতু আকর্ষক সত্তা বাচক 'ণ' শব্দ আনন্দ বাচক উভয়ে মিলিয়া আকর্ষক আনন্দ কৃষ্ণ। বাৎসল্য ভাব বলিতেছেন—বসুদেব নন্দন বাসুদেব তোমাতে, উজ্জ্বল ভাবের বিষয় বলিতেছেন—ভক্তিযোগময়ী শ্রীরুক্মিণী আদির পতি তুমি, তোমাকে নমস্কার ॥২৯

ইত্যুক্ত্বা তং পরিক্রম্য পাদৌ স্পৃষ্ট্বা স্বমৌলিনা।
অনুজ্ঞাতো বিমানাগ্র্যমারুহৎ পশ্যতাং নৃণাম্ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—(স নৃগঃ) ইতি উক্ত্বা তং (শ্রীকৃষ্ণং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) স্বমৌলিনা (স্বকিরীটেন) পাদৌ (শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীচরণৌ) স্পৃষ্ট্বা অনুজ্ঞাতঃ (তেনানুমতঃ সন্) পশ্যতাং নৃণাং (সমীপে) বিমানাগ্র্যং (শ্রেষ্ঠং বিমানং) আরুহৎ (আরুরোহ) ॥৩০॥

অনুবাদ—নৃগরাজ এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ এবং স্বীয় মুকুটাগ্রভাগ দ্বারা তদীয় চরণযুগল স্পর্শ করিয়া তাঁহার অনুমতি অনুসারে প্রত্যক্ষকারী লোকসমূহের সমক্ষেই শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ পরিজনং প্রাহ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ব্রহ্মণ্যদেবো ধর্ম্মাত্মা রাজন্যাননুশিক্ষয়ন্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মণ্যদেবঃ (ব্রাহ্মণহিতপরায়ণো দেববরঃ) ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ দেবকীসুতঃ কৃষ্ণঃ রাজন্যান্ (সর্ব্বক্ষত্রিয়ান্) অনুশিক্ষয়ন্ (স্বাচারেণ শিক্ষিতান্ অপি নৃগদৃষ্টান্তেন পুনঃ শিক্ষয়িতুমিচ্ছন্) পরিজনং প্রাহ (উবাচ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মণ্যদেব, ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাজন্যবর্গকে নৃগরাজের দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনে শিক্ষা প্রদানের জন্য পরিজনকে এইরূপ বলিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অনুজ্ঞাতঃ ভোগান্তে মাং প্রাপ্স্যসীত্যাদিষ্টঃ ॥ ৩০-৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান আদেশ করিলেন—তোমার কর্ম্মফল ভোগের অন্তে আমাকে পাইবে ॥ ৩০-৩১ ॥

দুর্জ্জরং বত ব্রহ্মস্বং ভুক্তমগ্নের্মনাগপি।
তেজীয়সোঽপি কিমুত রাজ্ঞামীশ্বরমানিনাম্ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—অগ্নেঃ (অগ্নিসদৃশস্য) তেজীয়সঃ (অতিতেজস্বিনঃ) অপি মনাক্ (ঈষৎ) ভুক্তং ব্রহ্মস্বং (ব্রাহ্মণধনং) অপি দুর্জ্জরং বত (আশ্চর্য্যে), ঈশ্বরমানিনাং (অহমেব ঈশ্বর ইত্যভিমানবতাং) রাজ্ঞাং কিমুত (দুর্জ্জরমিতি কিং বক্তব্যম্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অগ্নিসদৃশ অতি তেজস্বী ব্যক্তিও অত্যল্পমাত্র ব্রহ্মস্ব ভোগ করিয়া স্বস্তিলাভ করিতে পারেন না, ঈশ্বরাভিমানী রাজগণের কথা আর কি বলিব ? ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মস্বং মনাক্ ঈষদপি চৌর্য্যাদিনা ভুক্তং সৎ অগ্নেঃ সকাশাদপি যস্তেজীয়ান্ তপোযোগাদিযুক্তস্তস্যাপি দুর্জ্জরম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ নিজ পুত্রাদিকে শিক্ষা দিতেছেন—ব্রাহ্মণের ধন বিন্দুমাত্রও চুরি আদিদ্বারা যদি ভোগ হয়, অগ্নির নিকট হইতেও যে তেজীয়ান অর্থাৎ তপ যোগ আদিযুক্ত তাহার পক্ষেও দুর্জ্জর বিষের ন্যায় ॥ ৩২ ॥

———

নাহং হালাহলং মন্যে বিষং যস্য প্রতিক্রিয়া।
ব্রহ্মস্বং হি বিষং প্রোক্তং নাস্য প্রতিবিধির্ভুবি ॥৩৩

অন্বয়ঃ—যস্য প্রতিক্রিয়া (প্রতিবিধানমস্তি তৎ) হালাহলং অহং বিষং ন মন্যে (বিষত্বেন ন গণয়ামি পরন্তু) ব্রহ্মস্বং হি (নিশ্চিতং) বিষং প্রোক্তং (যতঃ) ভুবি অস্য প্রতিবিধিঃ (প্রতিকারঃ) ন (নাস্তি) ॥৩৩॥

অনুবাদ—হলাহলকে আমি 'বিষ' মনে করি না, কারণ উহার প্রতিকার আছে, পরন্ত ব্রহ্মস্বই 'বিষ' বলিয়া কথিত, যেহেতু পৃথিবীতে উহার প্রতিবিধান নাই ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিং দুর্জ্জরমন্নমিব ন বিষাদপ্যতিতীব্রমিত্যাহ,—নেতি। হালাহলং হি শম্ভুর্জরয়ামাসৈব। অস্য প্রতিবিধিঃ প্রতিক্রিয়া ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি দুর্জ্জর অন্নের ন্যায়? না বিষ হইতেও অতিতীব্র ইহাই বলিতেছেন—হলাহল বিষ মহাদেবও হজম করিয়াছিলেনই, কিন্তু এই ব্রাহ্মণের ধন তাহা হইতেও অধিক দুর্জ্জর, অতএব ইহার প্রতিক্রিয়া এই জগতে নাই ॥ ৩৩ ॥

———

হিনস্তি বিষমত্তারং বহ্নিরদ্ভিঃ প্রশাম্যতি।
কুলং সমূলং দহতি ব্রহ্মস্বারণিপাবকঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—বিষং অত্তারং (তদ্‌ভোক্তারমেব) হিনস্তি (নাশয়তি) বহ্নিঃ অদ্ভিঃ (জলৈঃ) প্রশাম্যতি (প্রশান্তো ভবতি কিন্তু) ব্রহ্মস্বারণিপাবকঃ (ব্রহ্মস্বরূপ কাষ্ঠজাতঃ পাপপাবকস্তু) সমূলং (এব) কুলং দহতি (নাশয়তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—বিষ কেবলমাত্র ভোক্তাকেই বিনষ্ট করে এবং অগ্নি জল দ্বারা প্রশান্ত হয়, পরন্ত ব্রহ্মস্বরূপ কাষ্ঠজাত অগ্নি বংশকে সমূলে বিনষ্ট করে ॥৩৪

বিশ্বনাথ—তাদৃশং বিষমপি বরং ভোক্তব্যং, নতু ব্রহ্মস্বমিত্যাহ,—হিনস্তীতি। বিষং কর্ত্তৃ। অত্তারং ভোক্তারম্। সংসর্গি সংসর্গবতামপি মারকত্বাদিদমগ্নিতুল্যমিতি চেন্নেত্যাহ,—বহ্নিরিতি। বহ্নির্হি মূলান্যবশেষয়তি, ব্রহ্মস্বারণিপাবকো হি দুরুপশমত্বাদ্বহ্নিবিশেষঃ, স চ পুরাতনতরুকোটরমধ্যান্যস্তঃ বহ্নির্যথাকালেনান্তঃপ্রবৃদ্ধো বহুবার্ষিকজলৈরপি ন নির্ব্বাতি, কিন্তু মৃত্তিকান্তর্গতমূলপর্য্যন্তমপি তরুং দহতি তথা কুলং তদপি সমূলম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐরূপ হলাহল বিষও ভোগ করা ভাল কিন্তু ব্রহ্মস্ব ভোগ করা উচিত নহে, বিষ ভোক্তাকে হত্যা করে, অগ্নি তাহার সংসর্গে যাহা থাকে তাহাকে ভস্ম করিয়া শান্ত হয়—ইহা কি সেই অগ্নিতুল্য? না, অগ্নি মূলকে অবশেষ রাখিয়া শান্ত হয়। ব্রহ্মস্ব অগ্নি দুর উপশম হেতু বহ্নি বিশেষ। তাহা যেমন পুরাতন বৃক্ষের কটোর মধ্যে অগ্নিকে রাখিলে বৃক্ষের অন্তরে বৃদ্ধি পাইয়া বহুবৎসর জলবৃষ্টিদ্বারা নির্ব্বাপিত হয় না কিন্তু মৃত্তিকার ভিতরে বৃক্ষের মূল পর্য্যন্তও দগ্ধ করে, সেইরূপ ব্রহ্মস্ব মূলের সহিত কুলকেও দগ্ধ করে ॥ ৩৪ ॥

———

ব্রহ্মস্বং দুরনুজ্ঞাতং ভুক্তং হন্তি ত্রিপুরুষম্।
প্রসহ্য তু বলাদ্ভুক্তং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—দুরনুজ্ঞাতং (সম্যগনুজ্ঞারহিতং) ভুক্তং ব্রহ্মস্বং ত্রিপুরুষং (স্বং পুত্রং পৌত্রঞ্চ) হন্তি তু (কিন্তু) প্রসহ্য (হঠাৎ) বলাৎ (রাজাদ্যাশ্রয়তঃ) ভুক্তং (সৎ) পূর্ব্বান্ (পূর্ব্ববর্ত্তিনঃ) দশ (পুরুষান্) অপরান্ (পরবর্ত্তিনশ্চ) দশ (পুরুষান্ হন্তি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সম্যগ্‌রূপে অনুমতি না লইয়া ব্রাহ্মণধন ভোগ করিলে উহা তিন পুরুষ নষ্ট করিয়া থাকে, পরন্ত বলপূর্ব্বক ভোগ করিলে উহা হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী দশ এবং পরবর্ত্তী দশপুরুষ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—দুরনুজ্ঞাতমিতি। দুঃশব্দেন যথাবদননুজ্ঞাতমিত্যর্থঃ। অয়ং মে বন্ধুরুপকারী মদ্ধনং ময়া খল্বদত্তমপি ভুঙ্‌ক্তে চেদ্ভুক্তামিত্যেবমনুজ্ঞাতমিত্যর্থঃ। ত্রিপুরুষং স্বং পুত্রং পৌত্রঞ্চ। প্রসহ্য হঠাৎ বলাদ্রাজাদ্যাশ্রয়তশ্চ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—না জানিয়া ব্রহ্মস্ব—এই আমার বন্ধু উপকারী আমার ধন আমি না দিলেও যদি ভোগ করে ভোগ করুক, এইরূপ আদেশ দিয়া থাকেন, তিন পুরুষ—তাহাকে তাহার পুত্র ও পৌত্রকে হত্যা করে, আর বলপূর্ব্বক রাজা আদির আশ্রয়ে হঠাৎ ব্রহ্মস্ব ভোগ করিলে পূর্ব্বের দশপুরুষ ও পরের দশপুরুষকে হত্যা করে ॥ ৩৫ ॥

রাজানো রাজলক্ষ্ম্যান্ধা নাত্মপাতং বিচক্ষতে ।
নিরয়ং যেঽভিমন্যন্তে ব্রহ্মস্বং সাধু বালিশাঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—রাজলক্ষ্ম্যা (রাজশ্রিয়া) অন্ধাঃ যে রাজানঃ ব্রহ্মস্বং সাধু (সম্যক্) অভিমন্যন্তে (ইচ্ছন্তি, তে) নিরয়ং (নরকমেব অভিমন্যন্তে অতঃ তে) বালিশাঃ (মূর্খাঃ) আত্মপাতং (স্বস্যাধোগতিং) ন বিচক্ষতে (ন বিচারয়ন্তি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যে সকল নরপতি রাজ্যসম্পদে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মস্ব-গ্রহণ উচিত মনে করে, তাহারা বস্তুতঃ নরক প্রার্থনা করিয়া থাকে, ঐ সকল মূর্খ নিজের অধোগতি বিচার করে না ॥ ৩৬ ॥

গৃহ্ণন্তি যাবতঃ পাংশূন্ ক্রন্দতামশ্রুবিন্দবঃ ।
বিপ্রাণাং হৃতবৃত্তীনাং বদান্যানাং কুটুম্বিনাম্ ॥ ৩৭ ॥
রাজানো রাজকুল্যাশ্চ তাবতোঽব্দান্ নিরঙ্কুশাঃ ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে ব্রহ্মদায়াপহারিণঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—হৃতবৃত্তীনাং (হৃতা বৃত্তিঃ ধনং যেষাং তেষাং) ক্রন্দতাং (রুদতাং) কুটুম্বিনাং (বহুপোষ্যাণামিত্যর্থঃ) বদান্যানাং (আতিথ্যাদিপরাণাং) বিপ্রাণাং অশ্রুবিন্দবঃ (নয়নজলকণাঃ যাবতঃ পাংশূন্ (যাবৎ-সংখ্যকান্ ধূলিকণান্) গৃহ্ণন্তি (স্পৃশন্তি) ব্রহ্মদায়াপহারিণঃ (ব্রহ্মস্বাপহারকাঃ) নিরঙ্কুশাঃ (স্বতন্ত্রাঃ) রাজানঃ রাজকুল্যাঃ চ (রাজবংশীয়াশ্চ) তাবতঃ অব্দান্ (বৎসরান্ ব্যাপ্য) কুম্ভীপাকেষু (তন্নাম-নরকেষু) পচ্যন্তে ॥ ৩৭-৩৮ ॥

অনুবাদ—হৃতসর্ব্বস্ব রোদনশীল, কুটুম্বভারগ্রস্ত, আতিথ্যাদি সৎকর্ম্মনিরত বিপ্রগণের অশ্রুবিন্দুসমূহ যত সংখ্যক্ ধূলিকণা স্পর্শ করে, ব্রহ্মস্বাপহারী স্বেচ্ছাচারী রাজগণ এবং তদ্‌বংশীয়গণ তত বৎসর কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩৭-৩৮ ॥

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেচ্চ যঃ ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেৎ চ (সঃ) ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি (ব্যাপ্য) বিষ্ঠায়াং কৃমিঃ জায়তে ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি নিজপ্রদত্ত অথবা অন্যপ্রদত্ত ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সে ষষ্টি সহস্র বৎসর যাবৎ বিষ্ঠামধ্যে কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—রাজকুল্যাঃ রাজকুলপ্রসূতাঃ। যে ব্রহ্মস্বমভিমন্যন্তে তে নিরয়ং নরকমেবাভিমন্যন্তে, অতো বালিশা অজ্ঞা আত্মপাতং ন চক্ষতে ॥৩৬-৩৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজকন্যা রাজকুল প্রসূতা, যে ব্রহ্মস্বকে অপহরণ করে তাহারা নরককেই অপহরণ করে, অতএব তাহারা বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞ অধঃপতন দেখে না ॥ ৩৬-৩৯ ॥

ন মে ব্রহ্মধনং ভূয়াদ্‌যদ্‌গৃদ্ধ্বাল্পায়ুষো নরাঃ ।
পরাজিতাশ্চ্যুতা রাজ্যাদ্ভবন্ত্যুদ্বেজিনোঽহয়ঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—নরাঃ যৎ (ব্রহ্মস্বং) গৃদ্ধ্বা (অভিকাঙ্ক্ষ্য) অল্পায়ুষঃ পরাজিতাঃ রাজ্যাৎ চ্যুতাঃ (সন্তঃ) উদ্বেজিনঃ (পরোদ্বেগজনকাঃ) অহয়ঃ (সর্পাঃ) ভবন্তি, মে (মম তৎ) ব্রহ্মধনং ন ভূয়াৎ (ব্রহ্মধনে স্পৃহাং মাভূদিত্যর্থঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—মানবগণ যে ব্রাহ্মণধনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া অল্পায়ুঃ, পরাজিত এবং রাজ্যচ্যুত হইয়া পরের উদ্বেগজনক সর্পরূপে পরিণত হয়, তাদৃশ ব্রাহ্মণধনে আমার যেন কখনও স্পৃহা না হয় ॥৪০॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌গৃদ্ধ্বা অভিকাঙ্ক্ষ্যাপি, কিমুত হৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহা অভিলাষ করিলেও অল্পায়ু হয়, তাহা হরণ করিলে যে কি পাপ হয়, তাহা আর কি বলিব ॥ ৪০ ॥

বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ ।
ঘ্নন্তং বহু শপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মামকাঃ, (মম আত্মীয়াঃ,) কৃতাগসম্ (কৃতাপরাধম্) অপি বিপ্রং ন এব দ্রুহ্যত (যূয়ং ন পীড়য়ত) ঘ্নন্তং (ঘাতয়ন্তং) বহু শপন্তং (অভিশাপং কুর্ব্বন্তং) বা (বিপ্রং) নিত্যশঃ (সর্ব্বদা) নমস্কুরুত ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে মদীয় আত্মীয়গণ, তোমরা কোন অপরাধী ব্রাহ্মণকেও উৎপীড়িত করিও না। ব্রাহ্মণ কাহাকেও হনন বা অভিশাপ প্রদান করিলেও সর্ব্বদা প্রণাম করিবে ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বিপ্র এবাস্মাকং যদি ধনং হরেৎ বিনৈবাপরাধং দ্বিষ্যাদ্বা তদা কিং কার্য্যমিত্যপেক্ষায়ামাহ,—বিপ্রমিতি দ্বাভ্যাম। হে মামকা, ইতি যে কেচন মদীয়া ভবন্তি তানপি প্রত্যাদিশামি ন কেবলং যুষ্মানেবেতি অন্যথা তু তেষু ময়া মামকত্বাভিমানস্ত্যক্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে ব্রাহ্মণই আমাদের যদি ধন হরণ করে অথবা বিনা অপরাধেই বিদ্বেষ করে, তখন কি কর্ত্তব্য ? তাহার উত্তরে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—হে আমার জনগণ ! তাহাদিগকেও আমি আদেশ করিতেছি, কেবল তোমরাই নহে, তাহা না হইলে তাহাদের প্রতি আমার জন এই অভিমান ত্যাগ করা আমার উচিত ॥ ৪১ ॥

যথাহং প্রণমে বিপ্রাননুকালং সমাহিতঃ ।
তথা নমত যূয়ঞ্চ যোহন্যথা মে স দণ্ডভাক্ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—অহং যথা অনুকালং (সর্ব্বদা) সমাহিতঃ (সাবধানঃ সন্) বিপ্রান্ প্রণমে যূয়ং চ তথা নমত যঃ (যুষ্মাকং মধ্যে যঃ জনঃ) অন্যথা (কুর্য্যাৎ) সঃ মে (মম) দণ্ডভাক্ (দণ্ডযোগ্যঃ ভবেৎ) ॥৪২॥

অনুবাদ—আমার ন্যায় তোমরাও সর্ব্বদা সাবধানে থাকিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিও। যে ইহার অন্যথা করিবে, সেই আমার নিকট দণ্ডভাগী হইবে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রণমে প্রণমামি ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রণমে অর্থাৎ প্রণাম করি ॥

ব্রাহ্মণার্থো হ্যপহৃতো হর্ত্তারং পাতয়ত্যধঃ ।
অজানন্তমপি হ্যেনং নৃগং ব্রাহ্মণগৌরিব ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রাহ্মণগৌঃ হি এনং নৃগং ইব (যথা নৃগং পাতয়ামাস তথা) অপহৃতঃ ব্রাহ্মণার্থঃ অজানন্তং অপি হর্ত্তারং অধঃ পাতয়তি হি ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণের ধেনু এই নৃগরাজকে যেরূপ অধঃপতিত করিয়াছে, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃ অপহৃত ব্রাহ্মণের অর্থও অপহর্ত্তাকে অধঃপতিত করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

এবং বিশ্রাব্য ভগবান্ মুকুন্দো দ্বারকৌকসঃ ।
পাবনঃ সর্ব্বলোকানাং বিবেশ নিজমন্দিরম্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নৃগোপাখ্যানং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বলোকানাং পাবনঃ (পবিত্রতাজনকঃ) ভগবান্ মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দ্বারকৌকসঃ (দ্বারকাবাসিনঃ) এবং বিশ্রাব্য (বিশেষেণ শ্রাবয়িত্বা) নিজমন্দিরং বিবেশ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—নিখিললোকপাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসিগণকে বিশেষভাবে এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করাইয়া নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ন কেবলমর্থবাদবিভীষিকেয়ং কিন্ত্বয়মর্থঃ প্রত্যক্ষ এবেত্যাহ,—ব্রাহ্মণার্থ ইতি ॥৪৩-৪৪॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি যাহা বলিলাম ইহা

কেবল প্রশংসা বাক্য এবং ভয় দেখান বাক্য মনে করিও না, কিন্তু ইহার অর্থ প্রত্যক্ষই দেখ নৃগরাজার চরিত্রে, ইহাই বলিলেন ।। ৪৩-৪৪ ।।

ভক্তচিত্তের আহলাদদায়িনী এই সারার্থদর্শিনীতে দশমস্কন্ধে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ।। ১০।৬৪ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

বলভদ্রঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ রথমাস্থিতঃ ।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ।। ১ ।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বলরামের গোকুলে আগমন, গোপীগণের সহিত রমণ এবং যমুনাকর্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন বলদেব সুহৃদ্গণের দর্শনাভিলাষে গোকুলে গমন করিলে চিরোৎকণ্ঠিত গোপগোপীগণ এবং নন্দ যশোদা প্রভৃতি তাঁহাকে আলিঙ্গন সহকারে আশীর্ব্বাদ করিলেন ; তিনিও পূজনীয়গণকে অভিবাদন করিলেন । পরে বয়স, বন্ধুত্ব ও সম্বন্ধ অনুসারে হাস্য ও হস্তগ্রহণাদি সহ গোপালগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করিলেন। গোপীগণ বলদেবকে শ্রীকৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসামুখে বলিলেন যে, তিনি পিতা-মাতার এবং বন্ধুগণের স্মরণ করেন কি না এবং তাঁহাদের দর্শনার্থ গোকুলে আগমন করিবেন কি না ? যাঁহার জন্য গোপীগণ পিতা, মাতা ও স্বজনগণকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ গমনকালে পুনরাগমন করিবেন প্রতিশ্রুত হওয়ায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গমনে বাধা প্রদান করেন নাই। কোন গোপী তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া তদ্বাক্যে বিশ্বাস স্থাপনের নিন্দা করিলে অন্য গোপী তৎসর্থনার্থ বলিলেন যে, তাঁহার সুমধুর হাস্যসহ দৃষ্টি কামবেগে অভিভূত করে বলিয়াই তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। আবার কেহ বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁহাদের বিরহে দিনাতিপাত করিতে পারেন, তবে তাঁহারাই বা পারিবেন না কেন ? অতএব শ্রীকৃষ্ণের কথায় কাজ নাই। এইরূপে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাক্যালাপ, সুরম্য দৃষ্টিপাত, গমনভঙ্গী ও প্রেমালিঙ্গন স্মরণপূর্ব্বক রোদন করিয়াছিলেন। ভগবান্ বলদেব শ্রীকৃষ্ণের মনোহর সন্দেশ প্রদান দ্বারা গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন ।

বলদেব গোকুলে দুই মাসকাল অবস্থান-পূর্ব্বক গোপীগণ সহ যমুনাপুলিনকুঞ্জে বিহার করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে আকাশে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল এবং মুনিগণ তদ্বীর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক স্তব করিয়াছিলেন। বলদেব বরুণপ্রেরিত দিব্য বারুণী পান করিয়া বনে বিচরণকালে যমুনাতে জলক্রীড়ার্থ যমুনাকে আহ্বান করেন। যমুনা তাঁহাকে মত্ত মনে করিয়া তদীয় বাক্য অগ্রাহ্য করায় বলদেব লাঙ্গলাগ্রভাগ দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাকে শতধা বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। ভীত ও কম্পিতা যমুনা বলদেবের চরণে পতিতা হইয়া তাঁহার স্তব করিতে করিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বলদেব তাহাকে মুক্তিদান করিয়া স্ত্রীগণের সহিত যমুনাজলে অবগাহন করিয়াছিলেন। জলক্রীড়ান্তে উত্থিত হইলে কান্তিদেবী তাঁহাকে মনোরম ভূষণ, বস্ত্র ও মাল্য প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি যমুনা লাঙ্গলখাতচিহ্নযুক্তা হইয়া বলদেবের বিক্রম সূচনা করিতেছে।

বলদেবের চিত্ত বিহারকালে গোপীগণের বিলাস-

সমূহে আকৃষ্ট থাকায় অতীত রজনীসমূহ এক রাত্রির ন্যায় প্রতীত হইয়াছিল।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে) কুরুশ্রেষ্ঠ, (পরীক্ষিৎ,) ভগবান্ বলভদ্রঃ সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ (সুহৃদো দ্রষ্টুমিচ্ছুস্তথা) উৎকণ্ঠঃ (উৎসুকো ভূত্বা) রথম্ আস্থিতঃ (আরূঢ়ঃ সন্) নন্দগোকুলং প্রযযৌ (গতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, একদা ভগবান্ বলদেব সুহৃদ্‌গণের দর্শনাভিলাষে উৎসুকচিত্তে রথারোহণে নন্দগোকুলে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পঞ্চষষ্টিতমে রামো গোষ্ঠং গত্বা স্ববন্ধুভিঃ।
মিলিতঃ স্বীয়গোপীভি রেমে কৃষ্ণং চকর্ষ চ ॥০॥

বলভদ্র ইতি ননু প্রেমমহোদধিঃ কৃষ্ণঃ কথং ব্রজং ন যযাবিতি চেদুচ্যতে,—"প্রেয়সী প্রেমবিখ্যাতাঃ পিতরাবতিবৎসলৌ। প্রেমবশ্যশ্চ কৃষ্ণস্তাংস্ত্যক্ত্বা নঃ কথমেষ্যতি। ইতি মত্বৈব যদবঃ প্রত্যবধ্নন্ হরের্গতৌ। ব্রজপ্রেমপ্রবর্দ্ধিস্বলীলাধীনত্বমীয়ুষঃ"। ননু তর্হি বলদেবোঽপি স্বপ্রাণপ্রেষ্ঠভ্রাতরং কৃষ্ণং ত্যক্ত্বা একাকী এব গন্তুং নার্হতি। তত্রাহ উৎকণ্ঠঃ অত্যুৎকণ্ঠাচুলুকিতধৈর্য্যবিবেকাদিরিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ে শ্রীবলরাম বৃন্দাবনে গিয়া নিজ বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং নিজগোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে প্রেমমহাসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ কেন ব্রজে গেলেন না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—প্রেয়সীগণের প্রেমে বিখ্যাত এবং পিতামাতা অতিবৎসল, কৃষ্ণপ্রেমের বশীভূত, তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তিনি আমাদের নিকট কেন আসিলেন—ইত্যাদি মনে করিয়া শ্রীহরির ব্রজগমনে যাদবগণই প্রতিবন্ধক। ব্রজপ্রেম প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধনকারী নিজলীলার অধীন শ্রীকৃষ্ণ। তাহা যদি বল, বলদেবও নিজপ্রিয় প্রাণতম অনুজ ভ্রাতা কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া একাকী তিনি ব্রজে গমন করিতে পারেন না। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অতিশয় উৎকণ্ঠাভরে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষিত হইয়া শ্রীবলদেব ধৈর্য্যবিবেক আদি রক্ষা করিতে পারেন নাই ॥ ১ ॥

পরিষ্বক্তশ্চিরোৎকণ্ঠৈর্গোপীভিরেব চ।
রামোঽভিবাদ্য পিতরাবাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র) রামঃ চিরোৎকণ্ঠৈঃ গোপৈঃ (তথা চিরোৎকণ্ঠাভিঃ) গোপীভিঃ এব চ পরিষ্বক্তঃ (আলিঙ্গিতঃ সন্) পিতরৌ (নন্দং যশোদাঞ্চ) অভিবাদ্য (তাভ্যাম্) আশীর্ভিঃ (আশীর্ব্বচনৈঃ) অভিনন্দিতঃ (বভূব) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তথায় চিরোৎকণ্ঠিত গোপগোপীগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে তিনি নন্দ ও যশোদকে অভিবাদন করিলেন, তাঁহারাও তখন আশীর্ব্বচনে তাঁহার অভিনন্দন করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—'নিত্যানন্দস্বরূপোঽপি প্রেমতপ্তো ব্রজৌকসাম্। যযৌ কৃষ্ণমপিত্যক্ত্বা যস্তং রামং মুহুস্তুমঃ' গোপীভির্মাতৃবয়স্যাভিঃ। পিতরাবিতি তস্য তয়োশ্চ ভাবানুসারেণোক্তম্ অভিনন্দিতো বভূব ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিত্যানন্দস্বরূপ হইয়াও বলরাম প্রেমতপ্ত ব্রজবাসীগণের কৃষ্ণকেও ত্যাগ করিয়া যে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন সেই বলরামকে পুনঃ পুনঃ স্তব করি। গোপীগণের সহিত অর্থাৎ মায়ের সখিগণের সহিত পিতরৌ অর্থাৎ নন্দযশোদার ভাব অনুসারে কথিত ও অভিনন্দিত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

চিরং নঃ পাহি দাশার্হ সানুজো জগদীশ্বরঃ।
ইত্যারোপ্যাঙ্কমালিঙ্গ্য নেত্রৈঃ সিষিচতুর্জলৈঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দাশার্হ, (দশার্হবংশজ বলদেব,) সানুজঃ (অনুজেন কৃষ্ণেন সহিতঃ) জগদীশ্বরঃ (ত্বং) নঃ (অস্মান্) চিরং (চিরকালং) পাহি (রক্ষ) ইতি (উক্ত্বা পিতরৌ তং) অঙ্কং আরোপ্য (ক্রোড়ে কৃত্বা) আলিঙ্গ্য নেত্রৈঃ জলৈঃ সিষিচতুঃ (সিক্তং কৃতবন্তৌ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে জগদীশ্বর বলদেব, অনুজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমি আমাদিগকে চিরকাল রক্ষা কর, এই বলিয়া নন্দ এবং যশোদা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক নেত্রজলে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥৩

বিশ্বনাথ—সানুজোঽপি ত্বং জগদীশ্বর ইতি সর্ব্বত্র শ্রূয়সে। তদপি বৃদ্ধৌ স্বমাতাপিতা রাবাবাং ন পালয়সি কথমিত্যুক্ত্বা প্রথমং নন্দস্ততো যশোদা চ বলাদঙ্কমারোপ্য সচুম্বনমালিঙ্গ্য নেত্রৈঃ নেত্রজৈঃ ॥৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনুজ কৃষ্ণের সহিত তুমিও জগদীশ্বর ইহা সর্ব্বত্র শুনা যায়, তাহা হইলেও বৃদ্ধ আমরা নিজ মাতাপিতা আমাদিগকে পালন করিতেছ-না কেন? এই বলিয়া প্রথমে নন্দমহারাজ তৎপরে যশোদামাতা বলপূর্ব্বক ক্রোড়ে বসাইয়া চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া নেত্রজলে সিঞ্চন করিলেন ॥ ৩ ॥

গোপবৃদ্ধাংশ বিধিবদ্‌যবিষ্ঠৈরভিবন্দিতঃ।
যথাবয়ো যথাসখ্যং যথাসম্বন্ধমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
সমুপেত্যাথ গোপালান্ হাস্যহস্তগ্রহাদিভিঃ।
বিশ্রান্তং সুখমাসীনঃ পপ্রচ্ছুঃ পর্য্যুপাগতাঃ ॥ ৫ ॥
পৃষ্টাশ্চানাময়ং স্বেষু প্রেমগদ্‌গদয়া গিরা।
কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সংন্যস্তাখিলরাধসঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) গোপবৃদ্ধান্ চ বিধিবৎ (যথাবিধি অভিবন্দ্য) যবিষ্ঠৈঃ (কনিষ্ঠগোপৈঃ) অভিবন্দিতঃ (বভূব) অথ আত্মনঃ যথাবয়ঃ (বয়ঃ অনতিক্রম্য) যথাসখ্যং (সখ্যং অনতিক্রম্য) যথা-সম্বন্ধং (সম্বন্ধং অনতিক্রম্য চ) হাস্যহস্তগ্রহাদিভিঃ গোপালান্ সমুপেত্য (তৈঃ সহ সমাগমং কৃত্বা পশ্চাৎ) বিশ্রান্তং সুখম্ আসীনং (স্থিতং তং বলদেবং) পর্য্যুপা-গতাঃ (চতুর্দ্দিক্ষু সমাগতাঃ) কমলপত্রাক্ষে (কমল-লোচনে) কৃষ্ণে সংন্যস্তাখিলরাধসঃ (অর্পিতবিষয়া গোপজনা রামেণ অনাময়ং) পৃষ্টাঃ (জিজ্ঞাসিতাঃ সন্তঃ তেঽপি) স্বেষু (আত্মীয়েষু যাদবেষু তেষাং বিষয়ে ইত্যর্থঃ) গদ্‌গদয়া গিরা (বাক্যেন) অনাময়ং (কুশলং) পপ্রচ্ছুঃ চ (পৃষ্টবন্তশ্চ) ॥ ৪-৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি বৃদ্ধগোপগণকেও যথা-বিধি অভিবাদন করিলেন। কনিষ্ঠ গোপগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি বয়স, বন্ধুত্ব এবং সম্বন্ধ অনুসারে হাস্য ও হস্ত গ্রহণাদি সহকারে গোপাল-গণের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিলেন। অতঃপর গোপালগণ তাঁহাকে সুখোপবিষ্ট দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক গদ্‌গদ বাক্যে নিজ নিজ বান্ধব যাদবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনিও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহারা সমস্ত বিষয় অর্পণ করিয়াছেন, তাদৃশ গোপগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন ॥ ৪-৬ ॥

বিশ্বনাথ—গোপবৃদ্ধানভিবাদ্য যবিষ্ঠৈরভিবন্দিতো বভূবেত্যন্বয়ঃ ইতি যথাবয় ইতি বয় আদ্যনুরূপং গোপালান্ হাস্যহস্তগ্রহালিঙ্গনাদিভিঃ সমুপেত্য তৎ-সমীপগমনাদিনা মিলিত্বা বিশ্রান্তং ভোজনানন্তরং কৃতশয়নং পুনশ্চ সুখমাসীনং তম্ অনাময়ং কুশলং পপ্রচ্ছুঃ। তেন রামেণাপি স্বেষু গোপেষু যা প্রেম্না গদ্‌গদা গীস্তয়া তে গোপাঃ কুশলং পৃষ্টাঃ। তে গোপাশ্চ কৃষ্ণে সম্যক্ প্রকারেণ ন্যস্তান্যর্পিতান্যখিলস্য দেহাদিব্যবহারস্য রাধাংসি সিদ্ধয়ো যৈস্তে কৃষ্ণগমন-দিনমারভ্য তেষাং স্বাভাবিক্যোঽপি শয়নভোজনাদি-ক্রিয়া নৈব সিদ্ধন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বলরাম গোপবৃদ্ধগণকে অভিবাদন করিয়া যুবকগণ কর্ত্তৃক নিজ বন্দিত হই-লেন—এইভাবে অন্বয় হইবে। যথাবয়ঃ বয়স আদির অনুরূপ গোপবালকগণকে হাস্য, হস্তগ্রহণ, আলিঙ্গন আদিদ্বারা তাহাদের নিকটে গমনপূর্ব্বক মিলিত হইলেন। পরে বিশ্রামের পর ও ভজনের পর শয়ন করিলেন। পুনরায় সুখে উপবেশন করিলে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবলরামও নিজগোষ্ঠির গোপগণের সহিত যে প্রেমগদ্‌গদবাক্যে মিলিত হই-লেন, ঐ গোপগণও তাহার কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন। সেই গোপগণও কৃষ্ণের প্রতি সর্ব্বভাবে নিজ নিজ দেহাদি ব্যবহার কৃষ্ণের উপর ন্যস্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গমন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক শয়ন ভোজনাদিক্রিয়া সিদ্ধ হইতেছিল না ॥ ৪-৬ ॥

কচ্চিন্নো বান্ধবা রাম সর্ব্বে কুশলমাসতে।
কচ্চিৎ স্মরথ নো রাম যূয়ং দারসুতান্বিতাঃ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—(তেষাং প্রশ্নমেবাহ হে) রাম! নঃ (অস্মাকং) বান্ধবাঃ (বন্ধুভূতাঃ) সর্ব্বে (যাদবাঃ) কুশলম্ আসতে (কুশলেন বর্ত্তন্তে) কচ্চিৎ (কিম্? হে) রাম, দারসুতান্বিতাঃ (স্ত্রীপুত্রসম্মিলিতাঃ) যূয়ং নঃ (অস্মান্) স্মরথ (চিন্তয়থ) কচ্চিৎ (কিম্)? ৭ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রাম, আমাদের বান্ধব যাদবগণ সকলে কুশলে আছেন কি ? তোমরা স্ত্রীপুত্রগণের সহিত সম্মিলিত হওয়ায় এখন আমাদিগকে স্মরণ কর কি ? ৭ ॥

দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপো দিষ্ট্যা মুক্তাঃ সুহৃজ্জনাঃ ।
নিহত্য নির্জ্জিত্য রিপূন্ দিষ্ট্যা দুর্গং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ—দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) পাপঃ (দুর্ব্বৃত্তঃ) কংসঃ হতঃ দিষ্ট্যা সুহৃজ্জনাঃ (বসুদেবাদিবান্ধবাঃ) মুক্তাঃ (যূয়ঞ্চ) দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) রিপূন্ নিহত্য (বিনাশ্য) নির্জ্জিত্য (পরাজিত্য চ) দুর্গং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ভাগ্যবশতঃ দুরাচার কংস নিহত এবং সুহৃদ্‌গণ মুক্ত হইয়াছেন, তোমরাও সমস্ত শত্রু নিধন-পূর্ব্বক দুর্গ আশ্রয় করিয়াছ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র বৃদ্ধাঃ পৃচ্ছন্তি কচ্চিন্নোঽস্মাকমিতি । সমান বয়সঃ পৃচ্ছন্তি কচ্চিৎ স্মরথ নোঽস্মানিতি ॥ ৭-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতঃপর বৃদ্ধগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বলরাম ! সমান বয়স আমাদের বন্ধুগণ কোন সময় আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করে কি ? কখনও আমাদের স্মরণ করে কি ? ৭-৮ ॥

গোপ্যো হসন্ত্যঃ পপ্রচ্ছু রামসন্দর্শনাদৃতাঃ ।
কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণঃ পুরস্ত্রীজনবল্লভঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—রামসন্দর্শনাদৃতাঃ (রামস্য সন্দর্শনেন আদৃতাঃ আদরযুক্তাঃ) গোপ্যঃ হসন্ত্যঃ (সত্যঃ) পপ্রচ্ছুঃ (পৃষ্টবত্যঃ) পুরস্ত্রীজনবল্লভঃ (পুরনারীণাং প্রিয়তমঃ) কৃষ্ণঃ সুখং আস্তে কচ্চিৎ (সুখেন বর্ত্ততে কিম্) ? ৯ ॥

অনুবাদ—বলদেবের দর্শনে আদরযুক্তা গোপীগণ হাস্যসহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রাম, পুরনারীগণের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সুখে আছেন কি ? ৯ ॥

বিশ্বনাথ—গোপ্যঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়স্যঃ হসন্ত্য ইত্যুন্মাদবোধকং তাদৃশমহাবিরহদুঃখে শ্রীবলদেবস্যাগ্রে তাদৃশপরমলজ্জাবতীনাং কথমন্যথাহাসঃ সম্ভবেদিতি রামোঽপি তন্মহাভাবলক্ষণমধিগম্যৈব তাঃ সম্মানয়ামাসৈব নত্ববহেলয়ামাসেত্যাহ,—রামেণ কর্ত্রা সন্দর্শনেন স্বানুজপ্রেমবৎ প্রেয়সীবুদ্ধ্যা স্বকর্ত্তৃকেণ সবাৎসল্যদর্শনেন কারণেন আদৃতাঃ কচ্চিৎ কৃষ্ণস্তত্র সুখমাস্তে ? ননু যুষ্মদ্বিরহে তত্র তস্য কুতঃ সুখং তত্রাহুঃ পুরেতি । নাগরীঃ সুন্দরীঃ স্ত্রীঃ প্রাপ্তস্য তস্য কুতোঽস্মাকং গ্রাম্যাণাং বিরহদুঃখং সম্ভবেৎ অতঃ সুখং ঘটেতৈবেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ হাসিতে হাসিতে ইহা অতি উন্মাদবোধক । ঐরূপ পরম লজ্জাবতীগণের এইপ্রকার হাস্য কিরূপে সম্ভব হয় ? শ্রীবলরামও তাহাদের মহাভাব লক্ষণ জানিয়াই তাহাদিগকে সম্মান না করিয়াছিলেনই, অবহেলা করেন নাই । ইহাই বলিতেছেন—শ্রীবলরাম কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া নিজ অনুজ প্রেমবতী প্রেয়সী বুদ্ধিতে নিজ কর্ত্তৃক বাৎসল্যসহ দর্শনদ্বারা আদৃত হইয়া কোন গোপী জিজ্ঞাসা করিল—কৃষ্ণ সেখানে সুখে আছেন ত ? যদি বলেন তোমাদের বিরহে সেখানে তাহার সুখ কোথায় ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তিনি পুরস্ত্রীজনবল্লভ দ্বারকানগরবাসিনী সুন্দরীস্ত্রীগণকে পাইয়া সেই কৃষ্ণের আমরা গ্রাম্য আমাদের বিরহ দুঃখ কিভাবে সম্ভব হয়, অতএব সুখেই আছেন ॥ ৯ ॥

কচ্চিৎ স্মরতি বা বন্ধূন্ পিতরং মাতরঞ্চ সঃ ।
অপ্যসৌ মাতরং দ্রষ্টুং সকৃদপ্যাগমিষ্যতি ।
অপি বা স্মরতেঽস্মাকমনুসেবাং মহাভুজঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পিতরং মাতরং চ বন্ধূন্ বা স্মরতি কচ্চিৎ (স্মরতি কিম্ ?) অসৌ মাতরং দ্রষ্টুং সকৃৎ (একবারম্) অপি আগমিষ্যতি (ব্রজং প্রাপ্স্যতি) অপি (কিম্ ?) মহাভুজঃ (মহাবাহুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) অস্মাকং অনুসেবাং (নিরন্তরভজনং) বা স্মরতে অপি (স্মরতি কিম্) ? ১০ ॥

অনুবাদ—তিনি পিতা, মাতা এবং বন্ধুগণকে স্মরণ করেন কি ? মাতাকে দেখিবার জন্য একবার

ব্রজে আসিবেন কি ? সেই মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিরন্তর ভজনব্যাপার স্মরণ করেন কি ? ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মান্ মা স্মরতু নাম বন্ধূন্ পিতৃব্য-মাতুলাদীন্ পিতরং নন্দং মাতরং যশোদাঞ্চ কিং স্মরতি ন বা শৃঙ্গাররসবিলাসেনাস্মত্তস্তাঃ পুরস্ত্রিয়োঽধিকাস্তমধিকং সুখয়ন্তীতি জানীম এব কিন্তু বনমালা-বিরচন-স্থাসকসম্পাদনকুসুমপল্লবময়ব্যজন-শয্যোল্লোচাদিনির্ম্মাণাদিষু বয়ং তস্য স্মৃতিপথমবশ্যং যাম এবেত্যভিপ্রায়েণ পৃচ্ছন্তি অপি বেতি। স্মরতে স্মরতি। মহাভুজ ইতি তস্য পীনভুজয়োর্ভক্তিচ্ছেদ-রীত্যা কুঙ্কুমরসচর্চ্চা ন জানে সাম্প্রতং কীদৃশী ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদিগকে স্মরণ নাই করুন বন্ধুগণকে, পিতৃব্য, মাতুলাদিকে, পিতা নন্দকে, মাতা যশোদাকে কি স্মরণ করেন ? অথবা করেন-না, মধুররসবিলাসদ্বারা আমাদিগ হইতে সেই পুরস্ত্রী-গণ অধিক প্রেমবতী, অতএব কৃষ্ণকে অধিক সুখ দিতেছেন ইহা আমরা জানিই, কিন্তু বনমালা রচনা, চন্দন সম্পাদন, পুষ্পপল্লবময় ব্যজন, শয্যা নির্ম্মাণ কার্য্যে আমরা নিশ্চয়ই তাহাদের স্মৃতিপথে যাইবই, এই অভিপ্রায়েই জিজ্ঞাসা করিতেছেন স্মরণ করে কি না। মহাভুজ ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্থূলভুজদ্বয়ের ভক্তিচ্ছেদরীতিতে কুঙ্কুমরসচর্চ্চা জানিনা এখন কিরূপ হইতেছে ॥ ১০ ॥

মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ পতীন্ পুত্রান্ স্বসৄরপি।
যদর্থে জহিম দাশার্হ দুস্ত্যজান্ স্বজনান্ প্রভো ॥১১॥
তা নঃ সদ্যঃ পরিত্যজ্য গতঃ সঞ্ছিন্নসৌহৃদঃ।
কথং নু তাদৃশং স্ত্রীভির্ন শ্রদ্ধীয়েত ভাষিতম্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, দাশার্হ, (বলদেব,) যদর্থে (যস্য কৃষ্ণস্য অর্থে প্রাপ্ত্যর্থং বয়ং) মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ পতীন্ পুত্রান্ স্বসৄঃ (এতান্) দুস্ত্যজান্ স্বজনান্ অপি জহিম (ত্যক্তবত্যঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ) সংচ্ছিন্ন-সৌহৃদঃ (সংচ্ছিন্নং সম্যক্ ছিন্নং সৌহৃদং সুহৃদ্-ভাবঃ যেন স তাদৃশঃ সন্) তাঃ (অনন্যশরণাঃ) নঃ (অস্মান্) সদ্যঃ পরিত্যজ্য গতঃ (ননু কথং ন তদ্‌গমনে যুষ্মাভিঃ প্রতিবন্ধঃ কৃতঃ, তদ্‌বাক্যবিশ্বাসা-দিতি চেৎ, কথং বিশ্বাসঃ কৃতঃ ইত্যাহ) তাদৃশং (মধুরস্বর-বিনয়-শপথাদিযুক্তং) ভাষিতং (বচনং) স্ত্রীভিঃ কথং নু ন শ্রদ্ধীয়েত (ন আদ্রিয়েত) ? ॥১১-১২

অনুবাদ—হে প্রভো, বলদেব, যাহার জন্য আমরা মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র, ভগিনী প্রভৃতি দুস্ত্যজ স্বজনগণকেও ত্যাগ করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণ সম্যগ্‌রূপে সৌহার্দ্দবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক অনন্যশরণা আমাদিগকে সদ্যই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ; পুনরায় আসিবেন বলায় আমরা বিশ্বাস করিয়া তাঁহার গমনে প্রতিবন্ধক হইলাম না, যেহেতু তাদৃশ মধুরস্বর, বিনয় ও শপথযুক্ত বাক্যে স্ত্রীগণ কি জন্য শ্রদ্ধা না করিবে ? ॥ ১১-১২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভোঃ কৃষ্ণপ্রিয়াঃ, স প্রেমবান্ কৃষ্ণঃ সদা বঃ স্মরত্যেব ইতি চেন্ন। অনন্যগতী-নামস্মাকং পরিত্যাগেন তৎপ্রেম্ণি ন বিশ্বসিম ইত্যাহুঃ মাতরমিতি সার্দ্ধেন। তাস্তথাভূতা অপি অস্মান্ সদ্যঃ পরিত্যজ্য গতঃ। ননু তর্হি তদ্‌গমনে যুষ্মাভিঃ প্রতিবন্ধঃ কিং ন কৃতঃ তেন সার্দ্ধমেব বা কথং ন গতং তত্রাহুঃ তৃণপত্রবৎ সংছিন্নং সৌহৃদং প্রেমশৃঙ্খলা যেন সঃ অতঃ কথয় কিং বয়ং কুর্ম্ম ইতি ভাবঃ। ননু তর্হি তেন বিনা প্রাণধারণাৎ যুষ্মাভিরপি তস্মিন্ প্রেমচ্ছিন্নমেবেতি চেন্মৈবং আয়াস্যে ইতি দূতদ্বারা মুহুরুক্ত্যা ছিন্নায়া অপি প্রেত-শৃঙ্খলায়াঃ পুনর্গ্রন্থনাৎ নির্গচ্ছন্তোঽপ্যস্মাকং প্রাণাঃ পুনর্বদ্ধা তেনৈব স্থাপিতা ইতি। ননু তর্হি স আয়াস্য-ত্যেব কথমধীরাঃ স্থেতি চেন্মৈবং অদ্যাপ্যনাগমাত্তেন তদা তন্মৃষৈব ভাষিতমিত্যধুনা বিমৃশামঃ কথং তর্হি তদ্ভাষিতে তদা বিশ্বস্তং তত্রাহুঃ কথং ন্বিতি। স্ত্রীভির-বক্রবুদ্ধিভিরবুধাভিরস্মাভিস্তাদৃশং ভাষিতং কথং ন শ্রদ্ধীয়েত ॥ ১১-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে ওহে কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ ! সেই প্রেমবান কৃষ্ণ সর্ব্বদা তোমাদের স্মরণ করেনই ইহা যদি বলেন, অনন্যগতি আমাদের পরিত্যাগ হেতু তাঁহার প্রেমে আমরা বিশ্বাস করি না, ইহাই বলিতেছেন—মাতা পিতা ভ্রাতাগণকে যাঁহার জন্য ত্যাগ করিয়াছি ইত্যাদি। ঐরূপ আমাদিগকেও সদ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যদি বলেন তাহা হইলে তাঁহার গমনে তোমরা বাধা দিলে না কেন ?

বা তাহার সহিতই গেলে না কেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তৃণের পাতার ন্যায় সম্পূর্ণ ছিন্ন প্রেম শৃঙ্খলা যেমন, সেইরূপ ছিন্ন করিয়া তিনি গেলেন অতএব বলুন আমরা কি করি ? যদি বলেন তাহা হইলে কৃষ্ণ ব্যতীত তোমরা প্রাণধারণ করিয়া আছ অতএব তাহাতে তোমাদেরও প্রেমছিন্ন হইয়াছেই। ইহা যদি বলেন—না, এইরূপ নহে, দূতবাক্যদ্বারা—আমি আসিতেছি এই পুনঃ পুনঃ উক্তিদ্বারা—প্রেম শৃঙ্খলাছিন্ন হইলেও পুনঃরায় গ্রন্থন করিয়া আমাদের প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইতে চাহিলেও পুনঃরায় প্রাণকে বাঁধিয়া তিনিই রাখিয়াছেন। প্রশ্ন করি তাহা হইলে সে আসিবেই, কেন অধীরা হইয়াছ—ইহা যদি বলেন তাহার উত্তরে বলি—অদ্যাপি না আসার জন্যই, তখন তিনি মিথ্যাই বলিয়াছেন, ইহা এখন বিচার করিতেছি। তখন তাহা হইলে তাহার কথা বিশ্বাস করিলে কেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সরল-বুদ্ধিস্ত্রীগণ বুদ্ধিমতি নহে, অতএব তাহার ঐরূপ কথায় কেন শ্রদ্ধা করিব না ॥ ১১-১২॥

———

কথং নু গৃহ্ণন্ত্যনবস্থিতাত্মনো
বচঃ কৃতঘ্নস্য বুধাঃ পুরস্ত্রিয়ঃ।
গৃহ্ণন্তি বৈ চিত্রকথস্য সুন্দর-
স্মিতাবলোকোচ্ছ্বসিতস্মরাতুরাঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র অন্যা ঊচুঃ) বুধাঃ (বুদ্ধিমত্যঃ) পুরস্ত্রিয়ঃ অনবস্থিতাত্মনঃ (অস্থিরচিত্তস্য) কৃতঘ্নস্য (অকৃতজ্ঞস্য তস্য) বচঃ (বাক্যং) কথং নু (কেন প্রকারেণ) গৃহ্ণন্তি (বিশ্বস্তত্বেন স্বীকুর্ব্বন্তি) নু (ইতি আশ্চর্য্যে, অন্যা ঊচুঃ) চিত্রকথস্য (চিত্রা কথা যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) সুন্দরস্মিতাবলোকোচ্ছ্বসিতস্মরাতুরাঃ (সুন্দরং স্মিতং যস্মিন্ তেন অবলোকেন দৃষ্টিপাতেন উচ্ছ্বসিতঃ ক্ষোভিতঃ যঃ স্মরঃ কামঃ তেন আতুরাঃ সত্যঃ পুরস্ত্রিয়ঃ তদ্‌বচঃ) গৃহ্ণন্তি বৈ (ইতি নিশ্চিতম্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অন্য গোপীগণ বলিলেন, সেখানে বুদ্ধিমতী পুরনারীগণ কি জন্য যে ঐ অস্থিরচিত্ত অকৃতজ্ঞের বাক্য বিশ্বাস করেন, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। অন্য গোপীগণ বলিলেন,—পুরনারীগণ নিশ্চয়ই তদীয় সুমধুর হাস্যসহকৃত দৃষ্টিপাত নিবন্ধন উচ্ছ্বসিত কামবেগে অভিভূত হইয়া তাঁহার বিচিত্র বচনে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ বন্যাঃ স্ত্রিয়ো বয়ং নির্বুদ্ধয় এব স্ম নাগর্য্যস্তাঃ অধিসুধিয়ঃ স্ত্রিয়স্তত্ভাষিতে কথং বিশ্বসন্তীত্যাহুঃ—কথং ন্বিতি। তাঃ প্রত্যন্যাঃ সমাদধত্য আহুঃ। চিত্রকথস্য মিথ্যাকথাপি তন্মুখে বিস্ময়রসময়ী পরমস্বাদ্বী ভবতীতি কথারসাস্বাদত্যাগাসামর্থ্যাদেব শৃণ্বন্তীত্যর্থঃ। হেত্বন্তরমপ্যাহুরিত্যাহুঃ—সুন্দরস্মিতপূর্ব্বাবলোকেন উচ্ছ্বসিত উদ্ভূয় প্রবৃদ্ধো যঃ স্মরস্তেনাতুরাঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও বলি আমরা বনবাসী-স্ত্রী বুদ্ধিশূন্য হইই, তাহারা নাগরী অতি সুবুদ্ধি স্ত্রী, তাহারা তাহার কথায় বিশ্বাস করিতেছে কেন ? ইহাই বলিতেছেন। অন্য কয়েকজন গোপী তাহাদের প্রতি সমাধান করিয়া বলিতেছেন—বিচিত্রকথক শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যাকথাও তাহার মুখে বিস্ময় রসময়ী পরমস্বাদ্বী হয়, কথারসাস্বাদ-ত্যাগে অসমর্থ হইয়াই তাহারা শুনিতেছে। অন্যকারণও আছে ইহাই বলিতেছেন—সুন্দর মৃদু হাসিযুক্ত দৃষ্টিদ্বারা উচ্ছ্বসিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যে প্রেম তাহা দ্বারা আতুর হইয়া স্ত্রীগণ কৃষ্ণের বাক্যে বিশ্বাস করে ॥ ১৩ ॥

———

কিং নস্তৎকথয়া গোপ্যঃ কথাঃ কথয়তাপরাঃ।
যাত্যস্মাভির্বিনা কালো যদি তস্য তথৈব নঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—(অন্যা ঊচুঃ হে) গোপ্যঃ, নঃ (অস্মাকং) তৎকথয়া (তস্য কৃষ্ণস্য কথয়া) কিং (কিমপি প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ) অপরাঃ (তদিতরাঃ) কথাঃ কথয়ত, যদি অস্মাভিঃ বিনা তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) কালঃ যাতি (অতিবর্ত্ততে তদা) নঃ (অস্মাকমপি) তথা এব (তদ্বৎ তং বিনা কালো যাত্যেব কিন্তু তস্য সুখেন অস্মাকন্তু দুঃখেনেতি ভেদঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—কোন কোন গোপী বলিলেন,—হে গোপীগণ, তাঁহার কথায় আর কাজ নাই, অন্যান্য কথা কীর্ত্তন কর। যদি আমাদের বিরহে তাঁহার দিন অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে বিরহে আমাদেরও দিন অতিবাহিত হইবে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তাঃ সর্ব্বাঃ প্রত্যন্যা অত্যসূয়াপ্রেম-সংরম্ভবত্য আহুঃ—কিং ন ইতি। কালস্তাবত্তস্য চাস্মাকঞ্চ যাত্যেব কিন্তু তস্য সুখেনাস্মাকং দুঃখে-নেত্যেতাবান্ তস্মাদ্বিশেষঃ। সংযুক্তা জীবন্তি বিযুক্তা ম্রিয়ন্তে বয়ন্তু ন জীবামো নাপি ম্রিয়ামহে ইত্যন্যস্ত্রীভ্যশ্চ বিশেষো বিধাত্রৈবাস্মাকং ললাটে লিখিতস্তত্র কঃ প্রতীকার ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ সকল গোপীর প্রতি অন্য-গোপীগণ অতিশয় গুণসকলে দোষারোপ করিয়া প্রেম বৃদ্ধিবতীগণ বলিতেছেন—হে গোপীগণ! তাঁহার কথায় আমাদের কি প্রয়োজন? সময় যখন তাহার ও আমাদেরও চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাঁহার সুখে কাল কাটিতেছে, আর আমাদের দুঃখে কাল কাটিতেছে—এই মাত্র বিশেষ। তাহার মিলনে কোন স্ত্রীগণ বাঁচিয়া আছে, কেহ কেহ তাহার বিরহে মরিতেছে। আমরা কিন্তু বাঁচিতেছি না, মরিতেছিও না, ইহাই অন্য স্ত্রীগণ হইতে আমাদের বিশেষ। বিধাতাই আমাদিগের কপালে ঐরূপ লিখিয়াছেন। অতএব সেখানে আর প্রতিকার কি ॥ ১৪ ॥

ইতি প্রহসিতং শৌরের্জল্পিতং চারুবীক্ষিতম্।
গতিং প্রেমপরিষ্বঙ্গং স্মরন্ত্যো রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ—ইতি (এবং ক্রমেণ) স্ত্রিয়ঃ (গোপ্যঃ) শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রহসিতং জল্পিতং (মনোজ্ঞা-লাপং) চারুবীক্ষিতং (সুরম্যদৃষ্টিপাতং) গতিং (গমনভঙ্গীং) প্রেম-পরিষ্বঙ্গং (প্রেমালিঙ্গনঞ্চ) স্মরন্ত্যঃ (সত্যং) রুরুদুঃ (রোদনং চক্রুঃ) ॥১৫

অনুবাদ—এইরূপে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃষ্ট হাস্য, মনোহর বাক্যালাপ, সুরম্য-দৃষ্টিপাত, গমন-ভঙ্গী এবং প্রেমালিঙ্গন স্মরণ করিয়া রোদন করিয়া-ছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ইতীতি স্বীয়সুধারসময়প্রহসিতাদিশল্য-পঞ্চকেন তাসাং হৃদয়ং বিদ্ধা কৃষ্ণচন্দ্রেন গতমতস্তাঃ কথং বা ম্রিয়ন্তামিতি শ্রীবলদেবাগ্রেঽপি বিহ্বলীভূয় রুরুদুরেব ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে নিজসুধারসময় হাসি আদি শেল পাঁচটি দ্বারা গোপীগণের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র গিয়াছেন। অতএব তাহারা কি ভাবেই বা মরিবে। এইভাবে শ্রীবলদেবের অগ্রেও বিহ্বল হইয়া গোপীগণ কাঁদিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

সঙ্কর্ষণস্তাঃ কৃষ্ণস্য সন্দেশৈর্হৃদয়ঙ্গমৈঃ।
সান্ত্বয়ামাস ভগবান্ নানানুনয়কোবিদঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—নানানুনয়কোবিদঃ (নানাবিধেষু অনু-নয়েষু কোবিদো নিপুণঃ) ভগবান্ সঙ্কর্ষণঃ (বলদেবঃ) কৃষ্ণস্য হৃদয়ঙ্গমৈঃ (মনোহরৈঃ) সন্দেশৈঃ (বার্ত্তাভিঃ) তাঃ (গোপীঃ) সান্ত্বয়ামাসঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—নানাবিধ অনুনয়-কর্ম্মে সুনিপুণ ভগ-বান্ বলদেব শ্রীকৃষ্ণের মনোহর সন্দেশ দ্বারা গোপী-গণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণস্য সন্দেশৈরিতি উদ্ধবস্য দাস্য-ভাবঃ সঙ্কর্ষণস্য বাৎসল্যভাবশ্চ কৃষ্ণেন ন গণিতঃ কিন্তু ভয়োরনয়োঃ সখ্যভাব এব সন্দেশপ্রেষণহেতুর-ভূদিতি জ্ঞেয়ম্। বহুবচনেন কশ্চিৎ সন্দেশো জ্ঞান-গর্ভঃ কশ্চিদনুনয়গর্ভঃ কশ্চিৎ প্রভাবগর্ভ ইত্যেবং বহব এব সন্দেশাঃ। হৃদয়ঙ্গমৈরিতি রহস্যত্বাৎ সর্ব্বত্র প্রকাশয়িতুমনর্হৈরিতি ভাবঃ। নানানুনয়কোবিদ ইতি ভো বৎসাঃ সমাশ্বসিত সাম্প্রতমহমেব দ্বারবতীং গত্বা বলাদেব তমিহানেষ্যামি নাহমুদ্ধব ইব তদধীন এব কেবলমিতি স্বপ্রৌঢ়িমজ্ঞাপক ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণের সন্দেশ সমূহদ্বারা শ্রীবলদেব কৃষ্ণপ্রেয়সীগণকে সান্ত্বনা দান করিলেন। ইহাতে উদ্ধবের দাস্যভাব, বলদেবের বাৎসল্যভাব, কৃষ্ণগণনা করেন নাই। কিন্তু উভয়ের সখ্যভাবই সন্দেশ প্রেরণের হেতু হইয়াছিল। এস্থলে বহুবচনের দ্বারা কোথাও সন্দেশ জ্ঞানগর্ভ, কোন সন্দেশ অনুনয়-গর্ভ, কোন সন্দেশ প্রভাবগর্ভ—এইভাবে বহুবিধ সন্দেশ হৃদয়ঙ্গম। ইহাদ্বারা ইহা রহস্যহেতু সর্ব্বত্র প্রকাশ করিবার অযোগ্য। নানা অনুনয় বিষয়ে অভিজ্ঞ অর্থাৎ হে বৎসগণ। আশ্বস্ত হও। সম্প্রতি আমি দ্বারকায় গিয়া বলপূর্ব্বক কৃষ্ণকে এখানে আনিব। আমি উদ্ধবের ন্যায় কৃষ্ণের অধীন নই। এইপ্রকার নিজ প্রভাব জানাইয়া আশ্বস্ত করিলেন ॥১৬

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ রামঃ ক্ষপাসু (রাত্রিষু) গোপীনাং রতিং (রমণং) আবহন্ (সাধয়ন্) তত্র (গোকুলে) মধুং (চৈত্রং) মাধবং এব চ (বৈশাখমেব চ ইতি) দ্বৌ মাসৌ অবাৎসীৎ চ (স্থিতবান্) ॥১৭॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি রাত্রিকালে গোপীগণের রমণ-কার্য্য-সম্পাদন-সহকারে গোকুলে চৈত্র বৈশাখ দুইমাস অবস্থান করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—মধুং চৈত্রং মাধবং বৈশাখম্। গোপীনাং রতিমিতি শ্রীকৃষ্ণক্রীড়াসময়েঽনুৎপন্নানামতিবালানাঞ্চান্যাসামিত্যভিযুক্তপ্রসিদ্ধিরিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। শঙ্খচূড়বধসময়হোরিকাক্রীড়ায়াং যাঃ কৃষ্ণপ্রেয়সীসম্বলিততয়া রামপ্রেয়স্যোঽপি নির্দ্দিষ্টাস্তাসামেবেত্যস্মৎ প্রভুচরণাঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মধু চৈত্রমাস, মাধব বৈশাখ মাস। গোপীগণের রতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া সময়ে অনুৎপন্ন, অতিশয় বালিকাদিগেরও অন্য গোপীগণের প্রতি প্রযুক্তভাব—ইহা শ্রীধর স্বামীপাদ বলিয়াছেন—শঙ্খচূড় বধসময়ে হোলীলীলাতে যে সকল কৃষ্ণপ্রেয়সী মিলিত হইয়াছিলেন। তাহাদের সহিত বলদেবের প্রেয়সীগণও নিৰ্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ বলদেবের প্রেয়সীগণের সহিত বলরাম দুইমাস ক্রীড়া করিলেন, ইহা আমাদের প্রভুপাদগণ বলেন ॥ ১৭ ॥

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে (পূর্ণচন্দ্রস্য কিরণৈঃ সমুজ্জ্বলে) কৌমুদীগন্ধবায়ুনা (কুমুদ্বতীনাং গন্ধবাতেন) সেবিতে (যুক্তে) যমুনোপবনে স্ত্রীগণৈঃ বৃতঃ (সন্) সঃ রেমে (বিহারং কৃতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তিনি পূর্ণচন্দ্রকর-সমুজ্জ্বল, কুমুদসৌরভযুক্ত বায়ুনিষেবিত যমুনাপুলিনকুঞ্জে স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ণচন্দ্রস্য কলাভিঃ কৌমুদীভিরামৃষ্টে উজ্জ্বলে। কৌমুদীনাং কৌমুদীবিকসিতত্বাৎ কুমুদ্বতীনাং গন্ধবদ্বায়ুনা সেবিতে যমুনোপবনে শ্রীরামঘট্টতয়া প্রসিদ্ধে স্থলে কিন্তু যত্র শ্রীকৃষ্ণেন রাসক্রীড়া কৃতা তৎস্থলমপি রামেণ দূরতঃ পরিহৃতম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ণচন্দ্রের কলাসমূহ অর্থাৎ জ্যোৎস্না সমূহদ্বারা উজ্জ্বল রাত্রিসমূহে, কৌমুদীসমূহের অর্থাৎ কৌমুদী প্রস্ফুটিত হেতু কুমুদবতীগণের গন্ধযুক্তবায়ুদ্বারা ব্যাপ্ত যমুনার উপবনে শ্রীরামঘাট নামে প্রসিদ্ধস্থলে বলদেব ক্রীড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু যেখানে শ্রীকৃষ্ণ রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন; সেই স্থানও বলরাম কর্ত্তৃক দূরে পরিত্যক্ত হইয়াছিল ॥১৮

বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ।
পতন্তী তদ্বনং সর্ব্বং স্বগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—বরুণপ্রেষিতা (বরুণেন প্রেরিতা) দেবী (দিব্যা) বারুণী (সুধয়া সহোৎপন্না মদিরা) বৃক্ষকোটরাৎ পতন্তী (বিগলিতা সতী) স্বগন্ধেন সর্ব্বং তৎ বনং অধ্যবাসয়ৎ (অধিবাসিতং কৃতবতী) ॥১৯॥

অনুবাদ—তৎকালে বরুণপ্রেরিতা দিব্যা বারুণী বৃক্ষকোটর হইতে বিগলিত হইয়া স্বকীয় গন্ধে নিখিল বন আমোদিত করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

তং গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ।
আঘ্রায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—বলঃ (বলদেবঃ) বায়ুনা উপহৃতং (স্বসমীপং প্রাপিতং) মধুধারায়াঃ (বারুণী ধারায়াঃ) তং গন্ধং আঘ্রায় তত্র উপগতঃ (সমীপগতঃ সন্) ললনাভিঃ (গোপীভিঃ) সমং (সহ) পপৌ (বারুণীং পীতবান্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—বলদেব বায়ু কর্ত্তৃক আনীত বারুণী সুগন্ধ আঘ্রাণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া গোপীগণের সহিত তাহা পান করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

উপগীয়মানো গন্ধর্ব্ববনিতাশোভিমণ্ডলে।
রেমে করেণুযূথেশো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (বলদেবঃ) করেণুযূথেশঃ (হস্তিনীবৃন্দাধিপতিঃ) মাহেন্দ্রঃ বারণঃ ইব (ঐরাবত হস্তীব)

গন্ধর্বৈঃ উপগীয়মানঃ (সমীপতো গীয়মানচরিতঃ সন্) বনিতাশোভিমণ্ডলে (গোপীজনবিভূষিতগোষ্ঠ্যাং) রেমে (ক্রীড়িতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তখন বলদেব হস্তিনীযূথাধিপতি মাতঙ্গের ন্যায় ঐ গোপীজনপরিশোভিত সভায় বিহার করিয়াছিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার চরিত গান করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

———

নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা ।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈরীড়িরে তদা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ — তদা (তস্মিন্ কালে) ব্যোম্নি (আকাশে) দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ (ধ্বনিতা বভূবুঃ) গন্ধর্ব্বাঃ মুদা (হর্ষেণ) কুসুমৈঃ ববৃষুঃ (পুষ্পবৃষ্টিং চক্রুঃ) মুনয়ঃ তদ্‌বীর্য্যৈঃ (তস্য রামস্য বীর্য্যৈঃ বীর্য্যবর্ণনপুরঃসরং তং) রামং ঈড়িরে (তুষ্টুবুঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তৎকালে আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ হর্ষভরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং মুনিগণ তদীয় বীর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

———

উপগীয়মানচরিতো বনিতাভির্হলায়ুধঃ ।
বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীবো মদবিহ্বললোচনঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—বনিতাভিঃ (গোপীভিঃ) উপগীয়মানচরিতঃ (উপগীয়মানানি চরিতানি যস্য সঃ) ক্ষীবঃ (মত্তঃ) মদবিহ্বললোচন (মদেন বিহ্বলে ব্যাকুলে লোচনে যস্য সঃ) হলায়ুধঃ (বলদেবঃ) বনেষু ব্যচরৎ (বিচরিতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ললনাগণ তৎকালে তদীয় চরিত গান করিতেছিলেন এবং তিনি মত্তমদবিঘূর্ণিত নয়নে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—দেবী তন্মদিরাধিষ্ঠাত্রী বারুণী বরুণকন্যা সৈব বৃক্ষকোটরাৎ কদম্বকুহরাদ্ধারারূপেণ পতন্তী। তথাচ হরিবংশে তং প্রতি তস্যা বাক্যং—"সমীপং প্রেষিতা পিত্রা বরুণেন তবানঘ"ইতি। বারুণীয়ং সুধয়া সহোৎপন্না মদিরেতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। অধ্যবাসয়ৎ পূর্ব্বতোঽপ্যধিকং সুগন্ধীচকার॥১৯-২৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবী অর্থাৎ সেই মদিরা অধিষ্ঠাত্রী বারুণী বরুণদেবের কন্যা। সেইই বৃক্ষকটোর হইতে কদম্ব কুহর হইতে ধারারূপে পতিত হইতেছিল। তাহা হরিবংশে বলদেবের প্রতি বারুণী দেবীর বাক্য—হে নিষ্পাপ! আমার পিতা বরুণদেব তোমার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন। এই 'বারুণী' সুধার সহিত উৎপন্নমদিরা বিশেষ ইহা শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন। 'অধ্যবাসয়ৎ' পূর্ব্ব হইতেও অধিক সুগন্ধি বিস্তার করিয়াছিল ॥ ১৯-২৩ ॥

———

স্রগ্ব্যেককুণ্ডলো মত্তো বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া ।
বিভ্রৎস্মিতমুখাম্ভোজং স্বেদপ্রালেয়ভূষিতম্ ॥ ২৪ ॥
স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ ।
নিজং বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ ।
অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্রগ্বী (মাল্যবান্) মত্তঃ (অতএব) এককুণ্ডলঃ (একং কুণ্ডলং যস্য সঃ অপরং ভ্রষ্টমিত্যর্থঃ) বৈজয়ন্ত্যা (পঞ্চবর্ণয়া) মালয়া চ (উপলক্ষিতঃ) স্বেদপ্রালেয়ভূষিতং (ঘর্ম্মাম্বুরূপ-হিমকণশোভিতং) স্মিতমুখাম্ভোজং (সহাসবদনকমলং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) ঈশ্বরঃ সঃ (বলদেবঃ) জলক্রীড়ার্থং যমুনাং আজুহাব (আহূতবান্, ততঃ অয়ং) মত্তঃ ইতি নিজং বাক্যম্ অনাদৃত্য অনাগতাং (অনুপস্থিতাং) আপগাং (যমুনানদীং) কুপিতঃ (ক্রুদ্ধঃ) বলঃ (বলদেবঃ) হলাগ্রেণ (লাঙ্গলস্য অগ্রভাগেণ) বিচকর্ষ হ (আকৃষ্টবান্) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—তৎকালে বলদেব মদমত্ত অবস্থায় একটী মাত্র কুণ্ডল, রত্নমাল্য এবং বৈজয়ন্তী মালায় বিভূষিত হইয়া স্বেদবিন্দুরূপ হিমকণাশোভিত ঈষদ্ধাস্যবদনে জলকেলির জন্য যমুনাকে আহ্বান করিলেন। যমুনা তাঁহাকে মত্ত মনে করিয়া তদীয় বাক্যে অনাদরপূর্ব্বক উপস্থিত না হওয়ায় তিনি কুপিত হইয়া লাঙ্গলাগ্রভাগ দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিলেন ॥ ২৪-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্বেদ এব প্রালেয়ং হিমঃ তেন ভূষিতম্ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মত্ত ইতি মত্তস্য বচনং ন প্রমাণং,

যতো নদীমপি মামাহ্বয়তে মদীয়জলে বিজিহীর্ষা চেৎ স্বয়মায়াতু ইত্যনাদৃত্য নাগতাম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঘর্ম্মের ন্যায় হিমকণা, তাহার দ্বারা ভূষিত ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মত্ত অর্থাৎ মত্তের বাক্য প্রমাণ নহে যেহেতু নদী আমি আমাকে আহ্বান করিতেছে, আমার জলে বিহার করিবার ইচ্ছায় ইহা যদি হয়, তাহা হইলে নিজে আসিয়া বলদেব আমার জলে বিহার করুন—এইরূপ অনাদর পূর্ব্বক যমুনা বলদেবের নিকট আসিলেন না ॥ ২৫ ॥

পাপে ত্বং মামবজ্ঞায় যন্নায়াসি ময়াহুতা।
নেষ্যে ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীম্ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) পাপে, (দুষ্টে, যমুনে,) ত্বং ময়া আহূতা (সতী) মাম্ অবজ্ঞায় (অনাদৃত্য) যৎ (যস্মাৎ) ন আয়াসি (ন সমীপম্ আগতা ততঃ) কামাচারিণীং (স্বেচ্ছাচারিণীং) ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা নেষ্যে (শতধা বিভক্তাং করিষ্যামি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে দুঃশীলে, যেহেতু তুমি আমার আদেশ অবজ্ঞা করিয়া আগমন কর নাই, সেই অপরাধে স্বেচ্ছাচার-রতা তোমাকে লাঙ্গলাগ্রদ্বারা শতধা বিভক্ত করিব ॥ ২৬ ॥

এবং নির্ভৎর্সিতা ভীতা যমুনা যদুনন্দনম্।
উবাচ চকিতা বাচং পতিতা পাদয়োর্নৃপ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, এবং নির্ভৎর্সিতা (নিন্দিতা) ভীতা চকিতা (কম্পিতা) যমুনা পাদয়োঃ পতিতা (সতী) যদুনন্দনং (বলদেবং) বাচং (বক্ষ্যমাণ-বচনম্) উবাচ (উক্তবতী) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ বলদেবের এইরূপ ভর্ৎসনায় ভীতা ও কম্পিতা যমুনা তাঁহার পদযুগলে পতিতা হইয়া বলিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—আহুতা আহূতা যমুনা বাচমুবাচেতি যমুনেয়ং নদীরূপা সমুদ্রভার্য্যা, কালিন্দ্যা বিভূতির্জ্ঞেয়া, নতু সা। তথা চ হরিবংশে—"প্রত্যুবাচার্ণববধূম্" ইতি ॥ ২৬-২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আহূতা অর্থাৎ আহূতা যমুনা বলিল—এই যমুনা নদীরূপা সমুদ্রের ভার্য্যা, কালিন্দীর বিভূতি জানিতে হইবে। কিন্তু যমুনা নহে। তাহা হরিবংশে এইরূপ দৃষ্ট হয়—সমুদ্র ভার্য্যাকে প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ২৬-২৭ ॥

রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্।
যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) জগতঃ পতে, মহাবাহো, রাম, রাম ! যস্য (তব) একাংশেন (শেষাখ্যেন) জগতী (পৃথিবী) বিধৃতা (অহং তস্য) তব বিক্রমং ন জানে (ন জ্ঞাতবতী) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ – হে জগন্নাথ, মহাভুজ, রাম, আপনার একাংশদ্বারা এই পৃথিবী ধৃত হইয়াছে, আমি তাদৃশ প্রভাবশালী আপনার বিক্রম অবগত নহি ॥২৮॥

বিশ্বনাথ—একাংশেন শেষাখ্যেন ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—একাংশদ্বারা অর্থাৎ বলদেবের এক অংশ শেষ দেব ॥ ২৮ ॥

পরং ভাবং ভগবতো ভগবন্ মামজানতীম্।
মোক্তুমর্হসি বিশ্বাত্মন্ প্রপন্নাং ভক্তবৎসল ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিশ্বাত্মন্ ! (নিখিলান্তর্য্যামিন্) ভক্তবৎসল, ভগবন্, ভগবতঃ (তব) পরং ভাবং (মুখ্যস্বরূপং) অজানতীং প্রপন্নাং (শরণাগতাং) মাং মোক্তুং অর্হসি (পরিত্যক্তুং প্রভবসি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে নিখিলান্তর্য্যামিন্ ভক্তবৎসল, ভগবন্, আমি আপনার মুখ্যস্বরূপ অবগত নহি, অতএব এই শরণাগতাকে মুক্তি দান করুন্ ॥ ২৯ ॥

ততো ব্যমুঞ্চদ্যমুনাং যাচিতো ভগবান্ বলঃ।
বিজগাহ জলং স্ত্রীভিঃ করেণুভিরিবেভরাট্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ যাচিতঃ (তয়া মুক্ত্যর্থং প্রার্থিতঃ) ভগবান্ বলঃ (বলদেবঃ) যমুনাং ব্যমুঞ্চৎ (মুক্তবান্ অতঃপরং) করেণুভিঃ (হস্তিনীভিঃ সহ) ইভরাট্ (হস্তিরাজঃ) ইব স্ত্রীভিঃ (সহ) জলং বিজগাহ (যমুনাজলে অবগাহনং কৃতবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ— এইরূপে প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ বলদেব যমুনাকে মুক্তি প্রদানপূর্ব্বক হস্তিনীগণের সহিত হস্তিরাজের ন্যায় স্ত্রীগণের সহিত যমুনা-জলে অবগাহন করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—পরং ভাবং মহাসঙ্কর্ষণত্বরূপং তৎ-স্বরূপম্ ॥ ২৯-৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরংভাবং মহা সংকর্ষণরূপ তাহার স্বরূপ ॥ ২৯-৩০ ॥

কামং বিহৃত্য সলিলাদুত্তীর্ণায়াসিতাম্বরে।
ভূষণানি মহার্হাণি দদৌ কান্তিঃ শুভাং স্রজম্ ॥৩১

অন্বয়ঃ—কান্তিঃ (লক্ষ্ম্যাঃ মূর্ত্তিবিশেষঃ সা) কামং (স্বেচ্ছানুরূপং) বিহৃত্য (ক্রীড়িত্বা) সলিলাৎ (জলাৎ), উত্তীর্ণায় (উত্থিতায় রামায়) অসিতাম্বরে (নীলবসনযুগলং) মহার্হাণি (মহামূল্যানি) ভূষণানি শুভাং (বিচিত্রাং) স্রজং (মালাঞ্চ) দদৌ (দত্তবতী) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্বেচ্ছানুরূপ জলক্রীড়ান্তে তিনি জল হইতে উত্থিত হইলে কান্তিদেবী (লক্ষ্মীর মূর্ত্তিবিশেষ) তাঁহাকে নীল বসনযুগল, বহুমূল্য ভূষণরাশি এবং মনোরম মাল্য প্রদান করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—কান্তির্লক্ষ্ম্যা মূর্ত্তিবিশেষঃ। যদুক্তং বৈষ্ণবে—"বরুণপ্রেষিতাঞ্চাস্মৈ মালামম্লানপঙ্কজাম্। সমুদ্রজে তথা বস্ত্রে নীলে লক্ষ্মীরযচ্ছত" ইতি। ইয়মেব দ্বিতীয়ব্যূহস্য সঙ্কর্ষণস্য স্ত্রীতি প্রাঞ্চঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কান্তি' লক্ষ্মী দেবীর এক-মূর্ত্তি বিশেষ। যাহা বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—বরুণদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত লক্ষ্মীদেবী অমলিন পদ্ম মালা ও সমুদ্র জাত নীলবস্ত্র বলদেবকে প্রদান করিলেন। ইনিই দ্বিতীয়ব্যূহ সঙ্কর্ষণের স্ত্রী—ইহা প্রাচীনগণ বলেন ॥ ৩১ ॥

বসিত্বা বাসসী নীলে মালামামুচ্য কাঞ্চনীম্।
রেজে স্বলঙ্কৃতো লিপ্তো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(শ্রীরামঃ) নীলে (নীলবর্ণে) বাসসী (বসনদ্বয়ম্ উত্তরীয়ম্ অধোবাসঞ্চেত্যর্থঃ) বসিত্বা (পরিধায়) কাঞ্চনীং (সুবর্ণময়ীং) মালাং অমুচ্য (ধৃত্বা) স্বলঙ্কৃতঃ (শোভনং যথা স্যাৎ তথা অলঙ্কৃতঃ) লিপ্তঃ (চন্দনাদ্যনুলিপ্তঃ সন্) মাহেন্দ্রঃ বারণঃ (ঐরাবতঃ) ইব রেজে (শুশুভে) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—বলদেব উক্ত নীলবসনযুগল পরিধান এবং সুবর্ণমাল্য ধারণপূর্ব্বক সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ও চন্দনাদিলিপ্ত হইয়া ঐরাবততুল্য শোভিত হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বসিত্বা পরিধায় আমুচ্য কণ্ঠে নিধায় লিপ্তচন্দনেন বারণ ঐরাবতঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বলদেব ঐ বস্ত্র পরিধান করিয়া পদ্মমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া, চন্দন অঙ্গে লেপন করিয়া ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্ যমুনাকৃষ্টবর্ত্মনা।
বলস্যানন্তবীর্য্যস্য বীর্য্যং সূচয়তীব হি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অদ্যাপি যমুনা কৃষ্ট-বর্ত্মনা (কৃষ্টেন হলখাতেন উপলক্ষিতা সতী) অনন্তবীর্য্যস্য (মহাবিক্রমশালিনঃ) বলস্য বীর্য্যং (পরাক্রমং) সূচয়তী (প্রকাশয়ন্তী) ইব দৃশ্যতে হি (লক্ষ্যতে) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অদ্যাবধি যমুনা লাঙ্গলখাত চিহ্নযুক্তা হইয়া যেন মহাবিক্রমশালী বলদেবের পরাক্রম সূচনা করিতেছে, এইরূপ লক্ষ্য হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—আকৃষ্টবর্ত্মনা উপলক্ষিতা ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আজ পর্য্যন্তও বলদেবের লাঙ্গলদ্বারা যমুনা আকর্ষিত হইয়াছিল তাহার চিহ্ন বলদেবের বিক্রম সূচনা করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

এবং সর্ব্বা নিশা যাতা একেব রমতো ব্রজে।
রামস্যাক্ষিপ্তচিত্তস্য মাধুর্য্যৈর্ব্রজযোষিতাম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বলদেববিজয়ে যমুনাকর্ষণং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রজযোষিতাং (গোপীনাং) মাধুর্য্যৈঃ (বিলাসৈঃ) এবং আক্ষিপ্তচিত্তস্য (আকৃষ্টমনসঃ) ব্রজে রমতঃ (বিহারং কুর্ব্বতঃ) রামস্য সর্ব্বাঃ নিশাঃ একা ইব (একৈব নিশা যথা ভবতি তথা) যাতাঃ (অতিক্রান্তা বভূবুঃ) ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—বলদেবের চিত্ত ব্রজমণ্ডলে বিহারকালে গোপীগণের বিলাস-সমূহে আকৃষ্ট থাকায় অতীত রজনীসমূহ একরাত্রির ন্যায় প্রতীত হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—একেবেতি প্রতিরজনি নবনবায়মানানুভবাৎ ॥ ৩৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রজগোপীগণের মাধুর্য্যদ্বারা প্রমত্তচিত্ত এইসমস্ত রাত্রিগুলি অর্থাৎ প্রতিরাত্রিতে নবনবায়মান অনুভূত হওয়ায় একটি রাত্রিই মনে হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় দশমস্কন্ধে সমাপ্ত হইলেন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০-৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

নন্দব্রজং গতে রামে করূষাধিপতির্নৃপ।
বাসুদেবোঽহমিত্যজ্ঞো দূতং কৃষ্ণায় প্রাহিণোৎ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কাশী গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পৌণ্ড্রক, তন্মিত্র কাশীরাজ এবং সুদক্ষিণাদির বধ বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান্ বলদেব নন্দব্রজে গমন করিলে অজ্ঞব্যক্তিগণের প্ররোচনায় করূষাধিপতি পৌণ্ড্রক নিজকে 'বাসুদেব' বলিয়া নির্ণয়পূর্ব্বক স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবের নিকট জানাইয়াছিল যে, সে নিজেই বাসুদেব, তদ্ভিন্ন অন্য কেহই নহে; অতএব শ্রীকৃষ্ণ যেন 'বাসুদেব'-নাম এবং বাসুদেব-চিহ্ন-সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক পৌণ্ড্রকের শরণ গ্রহণ করেন, নতুবা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। উগ্রসেন প্রভৃতি সভ্যগণ পৌণ্ড্রকের এই আত্মশ্লাঘাসূচক বাক্যশ্রবণে উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রক দূতকে বলিয়াছিলেন যে, সেই মূর্খ নৃপতি মূঢ়তা-বশতঃ সুদর্শন প্রভৃতি যে-সকল কৃত্রিম চিহ্ন ধারণ করিতেছে, কৃষ্ণ অচিরেই তৎসমস্তই পরিত্যাগ করাইবেন এবং যখন সে রণক্ষেত্রে শয়ন করিবে, তখন কুক্কুরগণের আশ্রয় হইবে। তৎপরে তিনি কাশীর সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহার যুদ্ধোদ্যম দর্শন করিয়া পৌণ্ড্রকও সৈন্যসঙ্গে সত্বর নির্গত হইল এবং তন্মিত্র কাশীরাজ তদীয় পৃষ্ঠপোষকরূপে অনুগমন করিল। প্রলয়কালীন অগ্নি যেরূপ চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম বিনষ্ট করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও অস্ত্র দ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের চতুরঙ্গ-সৈন্যমণ্ডলীকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তৎপরে পৌণ্ড্রককে বলিলেন, সে যে মিথ্যা 'বাসুদেব' নাম ধারণ করিতেছে, তাহা তিনি পরিত্যাগ করাইবেন, নতুবা সংগ্রামেচ্ছা না করিলে পৌণ্ড্রকের শরণাগত হইবেন,—এই বলিয়া তীক্ষ্ণ শর দ্বারা তদীয় রথ

বিনষ্ট করিয়া সুদর্শনচক্র দ্বারা পৌণ্ড্রকের মস্তক ছেদন করিলেন এবং কাশীরাজের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া কাশীপুরীমধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বদা শ্রীহরির অনুরূপ বেশ ধারণ এবং কৃষ্ণচিন্তাহেতু পৌণ্ড্রকের মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

কাশীরাজের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া তাহার মহিষী, পুত্র এবং বান্ধবাদি সকলে রোদন করিতে লাগিল। অতঃপর তৎপুত্র সুদক্ষিণ পিতৃঘাতীর বিনাশ কামনায় কঠোরভাবে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিল। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে সে পিতৃঘাতীর বধোপায় প্রার্থনা করিল। মহাদেব তাহাকে অভিচার বিধানানুসারে দক্ষিণাগ্নির পরিচর্য্যা করিতে আদেশ করিলেন। তৎকার্য্য সমাপনান্তে অতি ভয়ঙ্কর অগ্নি-মূর্ত্তি প্রদীপ্ত শূলহস্তে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া দ্বারকাভিমুখে গমন করিতে থাকিলে দ্বারকাবাসিগণ ভীত হইয়া অক্ষ-ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক মাহেশ্বরী কৃত্যাকে বিনাশ করিতে সুদর্শনচক্রকে আদেশ করিলেন। সুদর্শন-প্রভাবে অভিচারিক কৃত্যাগ্নি প্রতিহত হইয়া বারাণসী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুরোহিতগণের সহিত সুদক্ষিণকে দগ্ধ করিলে তৎপশ্চাৎ সুদর্শনও বারা-ণসীপুরী প্রবিষ্ট হইয়া সমগ্র পুরী দগ্ধ করিয়া পুন-র্ব্বার শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রত্যাগমন করিল।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ, রামে (বলদেবে) নন্দব্রজং গতে (সতি) অজ্ঞঃ (নির্ব্বুদ্ধিঃ) করূষাধিপতিঃ (পৌণ্ড্রকঃ) অহং বাসুদেবঃ (পরমে-শ্বরঃ) ইতি (এবমুক্ত্বা) কৃষ্ণায় দূতং প্রাহিণোৎ (প্রেরয়ামাস) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, বলদেব নন্দব্রজে গমন করিলে পর করূষদেশাধিপতি নির্ব্বোধ পৌণ্ড্রক—'আমি স্বয়ংই বাসুদেব' এইরূপ ঘোষণাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসমীপে একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ষট্‌ষষ্টিতম ঐশ্বর্য্যং পৌণ্ড্রকস্যাদ্‌যদীশ্বরঃ।
তত্তন্মিত্রঞ্চ তৎপুত্রঃ কাশ্যদহ্যত চারিণা ॥ ০ ॥

নন্দব্রজং গতে সতি রাম ইতি কৃষ্ণমেকাকিনং মত্বেতি ভাবঃ। বাসুদেবোঽহমিতি মত্বেতি শেষঃ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ে করূষ দেশের রাজা পৌণ্ড্রক অজ্ঞলোকের প্ররোচনায় নিজেকে বাসুদেব ভগবান নামে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া দ্বারকায় দূত প্রেরণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ঐ পৌণ্ড্রককে, তাহার মিত্র কাশীরাজকে, তাহার পুত্র সুদক্ষিণকে এবং কাশীধামকে দগ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ০ ॥

বলদেব নন্দব্রজে গমন করিলে পর কৃষ্ণকে একাকী মনে করিয়া ঐ পৌণ্ড্রক নিজেকে আমি বাসুদেব এই মনে করিয়া ছিল ॥ ১ ॥

ত্বং বাসুদেবো ভগবানবতীর্ণো জগৎপতিঃ।
ইতি প্রস্তোভিতো বালৈর্মেনে আত্মানমচ্যুতম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ পৌণ্ড্রকঃ) বালৈঃ (অজ্ঞজনৈঃ) ত্বং বাসুদেবঃ (বাসুদেবসংজ্ঞকঃ) ভগবান্ (সর্ব্বৈ-শ্বর্য্যশালী) জগৎপতিঃ অবতীর্ণঃ ইতি প্রস্তোভিতঃ (স্তুত্যা প্রোৎসাহিতঃ সন্) আত্মানং (স্বমেব) অচ্যুতং (ভগবন্তং) মেনে (নির্ণীতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞব্যক্তিগণ "তুমি স্বয়ং জগৎপতি ভগবান্ বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ"—এইরূপে তাহাকে উৎসাহিত করায় সে বস্তুতঃই নিজেকে ভগবান্ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রস্তোভিতঃ স্তুত্যা প্রোৎসাহিতঃ ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্তুতিদ্বারা ঐ পৌণ্ড্রককে উৎসাহিত করিয়াছিল ॥ ২ ॥

দূতঞ্চ প্রাহিণোন্মন্দঃ কৃষ্ণায়াব্যক্তবর্ত্মনে।
দ্বারকায়াং যথা বালো নৃপো বালকৃতোঽবুধঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(ক্রীড়ায়াং) বালকৃতঃ নৃপঃ (বালকৈ-র্নৃপত্বেন কল্পিতঃ) বালঃ যথা (বালক ইব) অবুধঃ (নির্ব্বোধঃ) মন্দঃ (অধমঃ সঃ) দ্বারকায়াম্ অব্যক্ত-বর্ত্মনে (ন ব্যক্তং বর্ত্ম যাথার্থ্যং যস্য তস্মৈ) কৃষ্ণায় দূতং চ প্রাহিণোৎ (প্রেরিতবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ক্রীড়াপ্রসঙ্গে বালকগণ কর্তৃক নৃপরূপে কল্পিত অজ্ঞ বালকতুল্য নির্ব্বোধ অধম পৌণ্ড্রক

অব্যক্তবর্ত্ম শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্বারকায় দূত প্রেরণ করিয়াছিল ॥ ৩ ॥

দূতস্তু দ্বারকামেত্য সভায়ামাস্থিতং প্রভুম্ ।
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং রাজসন্দেশমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—দূতঃ তু দ্বারকাম্ এত্য (আগত্য) সভায়াম্ আস্থিতং কমলপত্রাক্ষং (পদ্মপলাশনয়নং) প্রভুং (নিখিলশক্তিময়ং) কৃষ্ণং রাজসন্দেশং (রাজ্ঞঃ পৌণ্ড্রকস্য সন্দেশং বার্ত্তাং) অব্রবীৎ (কথয়ামাস) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—দূত দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া সভাস্থলে উপবিষ্ট কমললোচন প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সমীপে পৌণ্ড্রকের বার্ত্তা বর্ণন করিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—দূতঞ্চ প্রাহিণোদিতি তস্যাতিনির্ব্বুদ্ধিত্বেন বিস্ময়াৎ পুনরুক্তিঃ। বালকৃতঃ ক্রীড়ায়াং নৃপত্বেন কল্পিতঃ বালৈঃ কশ্চিদ্বালো যথা ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দূতও পাঠাইয়াছিল, সেই দূত অতিশয় বুদ্ধিহীন হেতু বিস্ময় বশতঃ পুনঃরায় উক্তি করিয়াছিল। বালকগণের খেলায় তাহারা যেমন কোন একজনকে রাজা বলিয়া কল্পনা করে সেইরূপ ॥ ৩-৪ ॥

বাসুদেবোঽবতীর্ণোঽহমেক এব ন চাপরঃ ।
ভূতানামনুকম্পার্থং ত্বন্তু মিথ্যাভিধাং ত্যজ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতানাম্ অনুকম্পার্থং (প্রাণিগণকৃপার্থম্) অহং একঃ এব বাসুদেবঃ অবতীর্ণঃ অপরঃ (মদন্যঃ) ন চ (বাসুদেবো নাস্তি) ত্বং তু মিথ্যাভিধাং (বাসুদেব ইতি মিথ্যাখ্যাং) ত্যজ (পরিহর) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—"হে শ্রীকৃষ্ণ, প্রাণিগণের হিতার্থে এক আমিই বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি, অপর কেহ নহে। অতএব তুমি মিথ্যাকৃত বাসুদেব নাম ত্যাগ কর ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—শ্লোকদ্বয়স্য সরস্বত্যা অভিমতো বাস্তবার্থো যথা অবতীর্ণ ইতি ভাগুরিমতেঽকারলোপে সতি পুনর্নঞোঽকারঃ। বাসুদেবোঽহং নাবতীর্ণঃ কিন্তু ভূতানামনুকম্পার্থং ত্বমেক এব বাসুদেবো নান্যঃ অতঃ শুক্তৌ রজতস্যেব ময়ি যা মিথ্যাভিধা তাং ত্যজ ত্যাজয়েত্যর্থঃ। অতএব ভগবতা প্রতিবক্ষ্যতে "ত্যাজয়িষ্যেঽভিধানম্" ইতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুইটি শ্লোকের সরস্বতীদেবীর অভিমত বাস্তব অর্থ এই,—অবতীর্ণ—এই শব্দের ভাগুরিমতে অকার লোপ করিলে পর পুনঃরায় নঞ্ এর অকার, পৌণ্ড্রক বাসুদেব দূতদ্বারা বলিয়াছিল—আমি বাসুদেব অবতীর্ণ হই নাই, কিন্তু প্রাণীগণের অনুকম্পার জন্য তুমিই বাসুদেব, অন্যে নহে। অতএব ঝিনুকে রূপার জ্ঞানের ন্যায় আমাতে যে মিথ্যা নাম, তাহা ত্যাগ করাও। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতি উত্তরে বলিয়াছিলেন—তোমার নাম ত্যাগ করাইব ॥ ৫ ॥

যানি ত্বমস্মচ্চিহ্নানি মৌঢ্যাদ্বিভর্ষি সাত্বত ।
ত্যক্ত্বৈহি মাং ত্বং শরণং নো চেদ্দেহি মমাহবম্ ॥৬

অন্বয়ঃ—(হে) সাত্বত, (হে যাদব,) ত্বং মৌঢ্যাৎ (মূর্খত্ববশাৎ) যানি অস্মচ্চিহ্নানি (বাসুদেবলক্ষণানি) বিভর্ষি (ধারয়সি) ত্যক্ত্বা (তানি পরিত্যজ্য) মাং শরণং (আশ্রয়ং) এহি (আগচ্ছ) নোচেৎ (অন্যথা) ত্বং মম (ময়া সহ) আহবং (যুদ্ধং) দেহি (কুরু ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে যাদব, তুমি মূর্খতানিবন্ধন যে সমস্ত বাসুদেব চিহ্ন ধারণ করিতেছ, সেই সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শরণাগত হও, অন্যথা আমাকে যুদ্ধ দান কর ॥ ৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

কত্থনং তদুপাকর্ণ্য পৌণ্ড্রকস্যাল্পমেধসঃ ।
উগ্রসেনাদয়ঃ সভ্যা উচ্চৈর্জহসুস্তদা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—তদা উগ্রসেনাদয়ঃ (উগ্রসেনপ্রমুখাঃ) সভ্যাঃ (সভাসদঃ) অল্পমেধসঃ (মন্দমতেঃ) পৌণ্ড্রকস্য তৎ কত্থনম্ (আত্মশ্লাঘনম্) উপাকর্ণ্য (শ্রুত্বা) উচ্চৈঃ জহসুঃ (হসিতবন্তঃ) ॥৭॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—তৎকালে উগ্র-

সেন প্রভৃতি সভ্যগণ মন্দবুদ্ধি পৌণ্ড্রকের আত্মশ্লাঘা-সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—মৌঢ্যাদেব হেতোরস্মচ্চিহ্নানি কৃত্রিম-শঙ্খচক্রাদীনি যানি বর্ত্তন্তে তানি বিভর্ষি অস্মন্নিগ্রহা-করণাৎ ত্বমেব পালয়সি। নতু দূরীকরোষি এত-দন্যায্যমিতি ভাবঃ। তস্মান্মাং ত্যক্ত্বা তানি চিহ্নানি ত্যাজয়িত্বা এহি মোক্ষদানার্থং কৃপয়া আগচ্ছ। নোঽ-স্মাকমসুরাণাং মোক্ষদাতৃত্বাত্ত্বমেব শরণং সংসারাৎ রক্ষিতা চেদ্ভবসি তদা মম মহ্যং আবহং যুদ্ধং দেহি যুদ্ধে মাং হত্বা মোক্ষং প্রাপয়েতি ভাবঃ ॥ ৬-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মূঢ় বশতঃই আমার চিহ্ন-সমূহ অর্থাৎ কৃত্রিম শঙ্খ চক্রাদি আছে, সেই সকল ধারণ করিতেছি তাহা আমার নিগ্রহের জন্য তুমিই পালন করিতেছ। কিন্তু দূর করিতেছ না—ইহা অন্যায় ইহাই ভাবার্থ। অতএব আমাকে ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ঐ সকল চিহ্ন ত্যাগ করাইয়া মোক্ষ-দানের জন্য কৃপাপূর্ব্বক আগমন করুন। আমাদের ন্যায় অসুরগণের মোক্ষদাতা হেতু তুমিই সকলের আশ্রয় সংসার হইতে তুমি যদি রক্ষিতা হও তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধ কর। যুদ্ধে আমাকে হত্যা করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তি করাও—ইহাই ভাবার্থ ॥৬-৭॥

উবাচ দূতং ভগবান্ পরিহাসকথামনু।
উৎস্রক্ষ্যে মূঢ় চিহ্নানি যৈস্ত্বমেবং বিকত্থসে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পরিহাসকথাম্ অনু (পরিহাসবচনানন্তরং) দূতং উবাচ (উক্তবান্ রে) মূঢ়, যৈঃ (কৃত্রিমৈঃ সুদর্শনাদিচিহ্নৈঃ) ত্বং এবং বিকত্থসে (আত্মশ্লাঘনং করোষি তানি) চিহ্নানি উৎস্রক্ষ্যে (ত্যাজয়িষ্যামীত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসবাক্যের পরে দূতকে বলিলেন,—রে মূঢ়, সুদর্শন প্রভৃতি কৃত্রিম চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক তুমি এরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ, তোমার সেই সমস্ত চিহ্ন আমি পরিত্যাগ করাইব ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—হে মূঢ়, চিহ্নানি উৎস্রক্ষ্যে ত্যাজয়িষ্যা-মীত্যর্থঃ। যদ্বা চিহ্নানি স্বীয়সুদর্শনাদীনি উৎস্রক্ষ্যে ত্বয়ি প্রক্ষেপ্স্যামি যৈঃ সহ ত্বমেবং বিকত্থসে তেষ্ব-পীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মূঢ়! তোমার চিহ্নসমূহ ত্যাগ করাইব, অথবা চিহ্নসমূহ নিজ সুদর্শন আদি তোমার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিব। যে সকল লোকের সহিত তুমি এই প্রকার বাচাল হইয়াছ তাহাদিগের প্রতিও সুদর্শন প্রেরণ করিব ॥ ৮ ॥

মুখং তদপিধায়াজ্ঞ কঙ্কগৃধ্রবটৈর্বৃতঃ।
শয়িষ্যসে হতস্তত্র ভবিতা শরণং শুনাম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(রে) অজ্ঞ, (ত্বং যদা) হতঃ (ময়া নিহতঃ সন্) তৎ মুখং অপিধায় (আচ্ছাদ্য) কঙ্ক-গৃধ্রবটৈঃ (কঙ্কাশ্চ গৃধ্রাশ্চ বটাঃ কঙ্কাদিবৎপক্ষিবিশে-ষাশ্চ তৈঃ) বৃতঃ (বেষ্টিতঃ সন্ যুদ্ধক্ষেত্রে) শয়িষ্যসে তত্র (তদা) শুনাং (কুক্কুরানাং) শরণম্ (আশ্রয়ঃ) ভবিতা (তে ত্বাং ভক্ষয়িষ্যন্তীত্যর্থঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে মূর্খ, তুমি নিহত এবং আচ্ছাদিত মুখে কঙ্ক, গৃধ্র, বট প্রভৃতি পক্ষিগণে পরিবৃত হইয়া যখন রণক্ষেত্রে শয়ন করিবে, তখন কুক্কুরগণের আশ্রয় হইবে ॥ ৯ ॥

ইতি দূতস্তমাক্ষেপং স্বামিনে সর্ব্বমাহরৎ।
কৃষ্ণোঽপি রথমাস্থায় কাশীমুপজগাম হ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—দূতঃ ইতিঃ (এবং) তং আক্ষেপং সর্ব্বং স্বামিনে (পৌণ্ড্রকায়) আহরৎ (নিবেদিতবান্) কৃষ্ণঃ অপি রথং আস্থায় (অধিরুহ্য) কাশীং উপ-জগাম হ (কাশীসমীপং গতবান্, তদা পৌণ্ড্রকস্য মিত্রপুরে অবস্থানাদিতি ভাবঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—দূত শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ আক্ষেপবচন-সমূহ স্বীয় প্রভু পৌণ্ড্রককে নিবেদন করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও রথারোহণে কাশীর সমীপে উপস্থিত হই-লেন ॥ ১০ ॥

পৌণ্ড্রকোঽপি তদুদ্‌যোগমুপলভ্য মহারথঃ।
অক্ষৌহিণীভ্যাং সংযুক্তো নিশ্চক্রাম পুরাদ্দ্রুতম্ ॥১১

অন্বয়ঃ—মহারথঃ (মহাযোদ্ধা) পৌণ্ড্রকঃ অপি তদুদ্যোগং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উদ্যোগং যুদ্ধোপক্রমম্) উপলভ্য (জ্ঞাত্বা) অক্ষৌহিণীভ্যাম্ (অক্ষৌহিণীদ্বয়েন) সংযুক্তঃ (সন্) পুরাৎ (পুরমধ্যাৎ) দ্রুতং নিশ্চক্রাম (যুদ্ধার্থং বহির্গতবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—মহারথ পৌণ্ড্রকও শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধোদ্যম অবগত হইয়া অক্ষৌহিণীদ্বয় (সৈন্য) সঙ্গে করিয়া পুর হইতে দ্রুতগতিতে নির্গত হইয়াছিল ॥ ১১ ॥

তস্য কাশীপতির্মিত্রং পার্ষ্ণিগ্রাহোঽন্বয়ান্নৃপ ।
অক্ষৌহিণীভিস্তিসৃভিরপশ্যৎ পৌণ্ড্রকং হরিঃ ॥ ১২ ॥
শঙ্খার্য্যসিগদাশার্ঙ্গ-শ্রীবৎসাদ্যুপলক্ষিতম্ ।
বিভ্রাণং কৌস্তুভমণিং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১৩ ॥
কৌশেয়বাসসী পীতে বসানং গরুড়ধ্বজম্ ।
অমূল্যমৌল্যাভরণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তস্য (পৌণ্ড্রকস্য) মিত্রং কাশীপতিঃ (কাশীরাজঃ) পার্ষ্ণিগ্রাহঃ (পৃষ্ঠতো রক্ষকঃ সন্) অন্বয়াৎ (অনুগতবান্) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শঙ্খার্য্যসি - গদা - শার্ঙ্গ - শ্রীবৎসাদ্যুপলক্ষিতং (শঙ্খঃ, অরিঃ চক্রং, অসিঃ গদা, শার্ঙ্গং তন্নামক ধনুঃ, শ্রীবৎসঃ প্রসিদ্ধো মণিঃ তে আদয়ো যেষাং তৈর্লক্ষণৈঃ উপলক্ষিত চিহ্নিতং) কৌস্তুভমণিং বিভ্রাণং (ধারয়ন্তং) বনমালা বিভূষিতং পীতে (পীতবর্ণে) কৌশেয়বাসসী (কৌশেয়বস্ত্রযুগলং) বসানং (ধারয়ন্তং) গরুড়ধ্বজং অমূল্যমৌল্যাভরণং (অমূল্যঃ মৌলিঃ আভরণঞ্চ যস্য তং) স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং (স্ফুরন্তী মকরাকারে কুণ্ডলে যস্য তং) তিসৃভিঃ (স্বস্য দ্বাভ্যাং কাশীরাজস্য একয়া ইতি তিসৃভিঃ) অক্ষৌহিণীভিঃ (বৃতং তং) পৌণ্ড্রকং অপশ্যৎ (দৃষ্টবান্) ॥১২-১৪॥

অনুবাদ—হে রাজন্, পৌণ্ড্রকের মিত্র কাশীরাজ তদীয় পৃষ্ঠরক্ষকরূপে অনুগমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ-নামক ধনু, অসি, শ্রীবৎস প্রভৃতি চিহ্নযুক্ত, কৌস্তুভধর, বনমালাবিভূষিত, পীতকৌশেয়ধারী, প্রস্ফুরিতমকরকুণ্ডলালঙ্কৃত, অমূল্য মৌলী ও আভরণযুক্ত অক্ষৌহিণীত্রয়পরিবৃত, গরুড়ধ্বজ পৌণ্ড্রককে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাইয়াছিলেন ॥১২-১৪

বিশ্বনাথ—যেন মুখেন সংপ্রত্যেবং ব্রূষে তন্মুখং অপিধায় আচ্ছাদ্য বটাঃ কঙ্কাদিবৎ পক্ষিবিশেষাঃ শুনাং শরণং ভবিতাসীতি শ্বানস্ত্বাং সুখেন ভোক্ষ্যন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৯-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে মুখদ্বারা তুমি এখন এইরূপ বলিতেছ সেই মুখকে আচ্ছাদন করিয়া কঙ্ক নামক পক্ষী বিশেষ সমূহের ন্যায় কুক্কুর সমূহের শরণাগত হইবে অর্থাৎ কুকুরগণ তোমাকে সুখে ভোজন করিবে ॥ ৯-১৩ ॥

দৃষ্ট্বা তমাত্মনস্তুল্যং বেষং কৃত্রিমমাস্থিতম্ ।
যথা নটং রঙ্গগতং বিজহাস ভৃশং হরিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—হরিঃ রঙ্গগতং (অভিনয়স্থানাস্থিতং) নটং যথা (অভীষ্টবেশধারিণং নটং ইব) আত্মনঃ (স্বস্য) তুল্যং (সদৃশং) কৃত্রিমং বেশং আস্থিতং (ধারয়ন্তং) তং (পৌণ্ড্রকং) দৃষ্ট্বা ভৃশম্ (অত্যর্থং) বিজহাস (হাস্যং কৃতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তিনি রঙ্গক্ষেত্রগত কৃত্রিমবেশধারী নটতুল্য নিজের অনুরূপ কৃত্রিমবেশধারী পৌণ্ড্রককে দর্শন করিয়া অত্যন্ত হাস্য করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

শূলৈর্গদাভিঃ পরিঘৈঃ শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসতোমরৈঃ ।
অসিভিঃ পট্টিশৈর্বাণৈঃ প্রাহরন্নরয়ো হরিম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অরয়ঃ (শত্রবঃ) শূলৈঃ গদাভিঃ পরিঘৈঃ শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসতোমরৈঃ (শক্তিভিঃ ঋষ্টিভিঃ প্রাসৈঃ তোমরৈশ্চ) অসিভিঃ পট্টিশৈঃ বাণৈঃ হরিং প্রাহরন্ (প্রহৃতবন্তঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তখন শত্রুগণ শূল, গদা, পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, অসি, পট্টিশ এবং বাণসমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—গরুড়ঃ কৃত্রিমমূর্ত্তির্ধ্বজে যস্য তম্ অমূল্যঃ কৃত্রিমত্বাদল্পমূল্যো মৌলিরাভরণং যস্য তম্ ॥ ১৪-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গরুড় ঐ পৌণ্ড্রকের কৃত্রিম রথের ধ্বজায় বসাইয়া কৃত্রিম অল্পমূল্যের মুকুট ধারণ করিয়া পৌণ্ড্রক যুদ্ধে আসিয়াছিল ॥ ১৪-১৬ ॥

কৃষ্ণস্তু তৎপৌণ্ড্রককাশিরাজয়ো-
র্বলং গজস্যন্দনবাজিপত্তিমৎ।
গদাসিচক্রেষুভিরার্দ্দয়দ্ভৃশং
তথা যুগান্তেহুতভুক্ পৃথক্ প্রজাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যুগান্তে (প্রলয়কালে) হুতভুক্ (অগ্নিঃ) যথা (যদ্বৎ) পৃথক্ প্রজাঃ (চতুর্ব্বিধং ভূতগ্রামং অর্দ্দয়তি তথা) কৃষ্ণঃ তু (কৃষ্ণশ্চ) গদাসিচক্রেষুভিঃ (গদাভিঃ অসিভিঃ চক্রৈঃ ইষুভিঃ বাণৈশ্চ) পৌণ্ড্রক-কাশিরাজয়োঃ গজস্যন্দন-বাজিপত্তিমৎ (হস্ত্যশ্বরথ-পদাতিযুক্তং) তৎ বলং (সৈন্যমণ্ডলং) ভৃশং (অত্যর্থং) আর্দ্দয়ৎ (বিনাশয়ামাস) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—প্রলয়কালীন অগ্নি যেরূপ চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম বিনষ্ট করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও গদা, অসি, চক্র ও বাণসমূহ দ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিকযুক্ত সৈন্যমণ্ডলীকে অত্যন্ত পীড়ন করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—হুতভুক্ প্রলয়াগ্নিঃ পৃথক্ প্রজাঃ জরায়ুজাদিপৃথগ্ভেদ-প্রজাঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রলয় অগ্নি যেমন পৃথক্ প্রজাগণকে ভেদ না রাখিয়া ধ্বংস করে, সেইরূপ ॥১৭

আয়োধনং তদ্রথবাজিকুঞ্জর-
দ্বিপৎখরোষ্ট্রৈররিণাবখণ্ডিতৈঃ।
বভৌ চিতং মোদবহং মনস্বিনা-
মাক্রীড়নং ভূতপতেরিবোল্বণম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অরিণা (চক্রেণ) অবখণ্ডিতৈঃ (সং-ছিন্নৈঃ) তদ্‌রথ-বাজি-কুঞ্জর-দ্বিপৎখরোষ্ট্রৈঃ (তস্য পৌণ্ড্রকস্য রথৈঃ বাজিভিঃ অশ্বৈঃ, কুঞ্জরৈঃ হস্তিভিঃ, দ্বিপদ্ভিঃ পদাতিসৈন্যৈঃ, খরৈঃ গর্দ্দভৈঃ উষ্ট্রৈশ্চ) চিতং (ব্যাপ্তম্) আয়োধনং (রণক্ষেত্রং) ভূতপতেঃ (রুদ্রস্য) আক্রীড়নং (প্রলয়কালীনং ক্রীড়াস্থানম্) ইব মনস্বিনাং (শূরাণাং) মোদবহং (প্রীতিকরং) উল্বণং (অন্যেষাং ভয়ঙ্করং সৎ) বভৌ (শুশুভে) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের চক্রদ্বারা ছিন্ন রথ, অশ্ব, হস্তী, পদাতিক, গর্দ্দভ এবং উষ্ট্রসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া ঐ সংগ্রামক্ষেত্র রুদ্রদেবের প্রলয়-কালীন ক্রীড়াক্ষেত্রের ন্যায় শূরগণের প্রীতিকর এবং অপরলোকসমূহের ভয়ঙ্কর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ ১৮ ॥

অথাহ পৌণ্ড্রকং শৌরির্ভো ভো পৌণ্ড্রক যদ্ভবান্।
দূতবাক্যেন মামাহ তান্যস্ত্রাণ্যুৎসৃজামি তে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অথ শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পৌণ্ড্রকং আহ (উক্তবান্) ভোঃ ভোঃ পৌণ্ড্রক, ভবান্ দূতবাক্যেন মাং যৎ আহ (উক্তবান্) তানি অস্ত্রাণি তে (তুভ্যম্) উৎসৃজামি (ত্যজামি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বলিলেন,—হে পৌণ্ড্রক, তুমি দূতমুখে আমাকে যাহা বলিয়া-ছিলে, আমি সেই সমস্ত অস্ত্র তোমার উদ্দেশে পরি-ত্যাগ করিতেছি ॥ ১৯ ॥

ত্যাজয়িষ্যেঽভিধানং মে যৎ ত্বয়াজ্ঞ মৃষা ধৃতম্।
ব্রজামি শরণং তেঽদ্য যদি নেচ্ছামি সংযুগম্ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—(হে) অজ্ঞ, মে (মম) যৎ মৃষা অভিধানং (মিথ্যানাম বাসুদেব ইতি) ত্বয়া ধৃতং (তৎ) অদ্য ত্যাজয়িষ্যে, যদি সংযুগং (যুদ্ধং) ন ইচ্ছামি (তদা) তে (তব) শরণং ব্রজামি (গচ্ছামি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে মূর্খ, তুমি যে মদীয় 'বাসুদেব' নাম মিথ্যা ধারণ করিতেছ, অদ্য তাহা পরিত্যাগ করাইব। আমি যদি সংগ্রাম ইচ্ছা না করি, তাহা হইলে তোমার শরণাগত হইব ॥ ২০ ॥

ইতি ক্ষিপ্ত্বা শিতৈর্বাণৈর্বিরথীকৃত্য পৌণ্ড্রকম্।
শিরোঽবৃশ্চদ্রথাঙ্গেন বজ্রেণেন্দ্রো যথা গিরেঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—(হরি) ইতি ক্ষিপ্ত্বা (ভর্ৎসয়িত্বা) শিতৈঃ বাণৈঃ (তীক্ষ্ণশরৈঃ) পৌণ্ড্রকং বিরথীকৃত্য (রথহীনং কৃত্বা) ইন্দ্রঃ বজ্রেণ গিরেঃ (পর্ব্বতস্য শৃঙ্গং) ইব রথাঙ্গেন (চক্রেণ তস্য) শিরঃ অবৃশ্চৎ (চিচ্ছেদ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণ-শরসমূহ দ্বারা পৌণ্ড্রকের রথ বিনষ্ট করিয়া, ইন্দ্র

যেরূপ বজ্রদ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গ ছেদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ সুদর্শন চক্রদ্বারা তদীয় মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—আয়োধনং যুদ্ধস্থানং রথাদিভিশ্চিতং ব্যাপ্তং অরিণা চক্রেণ ॥ ১৮-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আয়োধন অর্থাৎ যুদ্ধস্থান, এবং রথ আদিদ্বারা ব্যাপ্ত কাশী পুরীকে শ্রীকৃষ্ণ চক্রের দ্বারা ধ্বংস করিলেন ॥ ১৮-২১ ॥

তথা কাশিপতেঃ কায়াচ্ছির উৎকৃত্য পত্রিভিঃ ।
ন্যপাতয়ৎ কাশিপুর্য্যাং পদ্মকোশমিবানিলঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তথা (তদ্বৎ) পত্রিভিঃ (বাণৈঃ) কাশিপতেঃ কায়াৎ (শরীরাৎ) শিরঃ (মস্তকং) উৎকৃত্য (ছিত্বা) অনিলঃ (বায়ুঃ) পদ্মকোশং ইব (যথা পদ্মকোশং দূরং পাতয়তি তথা তৎ) কাশীপুর্য্যাং ন্যপাতয়ৎ (নিপাতিতবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ বাণসমূহ দ্বারা কাশীরাজের দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করিয়া বায়ু যেরূপ পদ্মকোষকে দূরে নিক্ষেপ করে তদ্রূপ ঐ মস্তকও কাশীপুরীর মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২২ ॥

এবং মৎসরিণং হত্বা পৌণ্ড্রকং সসখং হরিঃ ।
দ্বারকামাবিশৎ সিদ্ধৈর্গীয়মানকথামৃতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—হরিঃ এবং (অনেন প্রকারেণ) সসখং (সখিনা কাশীরাজেন সহিতং) মৎসরিণং (দ্বেষিণং) পৌণ্ড্রকং হত্বা সিদ্ধৈঃ গীয়মানকথামৃতঃ (গীয়মানং কথামৃতং কথা চরিতমেব অমৃতং তত্তুল্যং যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) দ্বারকাং (রাজধানীম্) আবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে কাশীরাজের সহিত বিদ্বেষী-পৌণ্ড্রককে নিহত করিয়া দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। তৎকালে সিদ্ধগণ তদীয় কথামৃত কীর্ত্তন করিতেছিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—কাশীরাজস্য শিরসঃ কাশীমধ্যে নিক্ষেপে ইদং কারণমুন্নেয়ং— ভো ভোঃ কাশীস্থাঃ, অদ্য শত্রোঃ শির এব কাশীমধ্যমানেষ্যামি মা অত্র সংশেধ্বমিতি প্রতিজ্ঞায়ৈব যুদ্ধায় কাশিরাজো যদ্‌গচ্ছৎ অস্মদ্ভর্ত্তা দ্বারকাপতেঃ শিরোঽদ্যাবশ্যমানেষ্যতীতি তৎপত্ন্যোঽপি পাপিন্যঃ সপ্রৌঢ়ি স্ববয়স্যাঃ প্রতি যদজল্পংস্তত এব হেতোস্তস্যৈব শিরঃ কাশীমধ্যে তত্রত্য জনান্ বিস্মাপয়িতুং প্রবেশয়ামাস কৌতুকী ভগবানিতি ॥ ২২-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কাশীরাজের মস্তক কাশীমধ্যে নিক্ষেপের এইকারণ উল্লিখিত হইতেছে—কাশীরাজ বলিতেছেন—ওহে ওহে কাশীবাসিগণ আজ শত্রুর মস্তকই কাশীর মধ্যে আনিব এবিষয়ে সংশয় করিও না এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই কাশীরাজ যে যুদ্ধে গিয়াছিলেন, তাহার স্ত্রীগণও পাপিনী উচ্চৈস্বরে গর্ব্ব করিয়া নিজ সখিগণের নিকট যে গল্প করিয়াছিল— আমার পতি দ্বারকাপতির মস্তক আজ অবশ্যই আনিবে, সেই হেতুই কৌতুকী ভগবান্ কাশীরাজের মস্তক কাশীমধ্যে কাশীবাসিজনগণকে বিস্মৃত করাইবার জন্য কাশীতে প্রবেশ করাইলেন ॥ ২২-২৩ ॥

স নিত্যং ভগবদ্ধ্যানপ্রধ্বস্তাখিলবন্ধনঃ ।
বিভ্রাণশ্চ হরে রাজন্ স্বরূপং তন্ময়োঽভবৎ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, নিত্যং হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) স্বরূপং (স্বকীয়ং অসাধারণং রূপং বেশং) বিভ্রাণঃ (ধারয়ন্ অতএব) ভগবদ্‌ধ্যান প্রধ্বস্তাখিলবন্ধনঃ চ (ভগবতো ধ্যানেন বিধ্বস্তানি অখিলানি বন্ধনানি যস্য সঃ) সঃ (পৌণ্ড্রকঃ) তন্ময়ঃ অভবৎ (মোক্ষং প্রাপ্তবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সর্ব্বদা শ্রীহরির অনুরূপ বেশ ধারণ এবং শ্রীহরির চিন্তনহেতু সমস্ত কর্ম্মবন্ধন বিনষ্ট হওয়ায় পৌণ্ড্রক মৃত্যুর পর মোক্ষ লাভ করিয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—হরেঃ স্বরূপং চতুর্ভুজত্বম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরির স্বরূপ চতুর্ভুজরূপ ॥ ২৪ ॥

শিরঃ পতিতমালোক্য রাজদ্বারে সকুণ্ডলম্ ।
কিমিদং কস্য বা বক্ত্রমিতি সংশিশ্যিরে জনাঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ— জনাঃ (কাশীপুরস্থাঃ) রাজদ্বারে পতিতং সকুণ্ডলং শিরঃ আলোক্য ইদং কিং কস্য বা বক্ত্রং (মুখমিদং) ইতি সংশিশ্যিরে (সংশয়ঃ কৃতবন্তঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—কাশীপুরস্থিত জনসমূহ রাজদ্বারে নিপতিত কুণ্ডলভূষিত মস্তক দর্শন করিয়া 'ইহা কি এবং কাহারই বা মুখ ?'—এইরূপ সংশয়-গ্রস্ত হইল ॥ ২৫ ॥

রাজ্ঞঃ কাশীপতের্জ্ঞাত্বা মহিষ্যঃ পুত্রবান্ধবাঃ।
পৌরাশ্চ হা হতা রাজন্ নাথ নাথেতি প্রারুদন্ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—(পশ্চাৎ) রাজ্ঞঃ কাশীপতেঃ (ইদং বক্ত্রং ইতি) জ্ঞাত্বা মহিষ্যঃ পুত্রবান্ধবাঃ পৌরাঃ চ (হে) রাজন্, নাথ, নাথ, (বয়ং) হা হতাঃ (বিনষ্টা জাতাঃ) ইতি প্রারুদন্ (রোদনং চক্রুঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কাশীরাজের মুখ বলিয়া জানিতে পারিয়া তদীয় মহিষী, পুত্র, বান্ধব এবং পৌরজনগণ,—"হে রাজন্, প্রভো, অদ্য আমরা নিহত হইলাম" ইত্যাদি বাক্য সহকারে রোদন করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

সুদক্ষিণস্তস্য সুতঃ কৃত্বা সংস্থাবিধিং পিতুঃ।
নিহত্য পিতৃহন্তারং যাস্যাম্যপচিতিং পিতুঃ ॥২৭ ॥
ইত্যাত্মনাভিসন্ধায় সোপাধ্যায়ো মহেশ্বরম্।
সুদক্ষিণোঽর্চ্চয়ামাস পরমেণ সমাধিনা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (কাশীপতেঃ) সুতঃ সুদক্ষিণঃ পিতুঃ সংস্থাবিধিং (পারলৌকিককৃত্যং) কৃত্বা (পশ্চাৎ) পিতৃহন্তারং (মম পিতৃবিনাশকং) নিহত্য (বিনাশ্য) পিতুঃ (জনকস্য) অপচিতিম্ (ঋণনিষ্কৃতিং) যাস্যামি (প্রাপ্স্যামি) ইতি আত্মনা (স্বয়ং) অভিসন্ধায় (নির্ণীয়) সোপাধ্যায়ঃ (উপাধ্যায়েন সহিতঃ) সুদক্ষিণঃ (অত্যুদারঃ সঃ) পরমেন সমাধিনা মহেশ্বরং (শিবম্) অর্চ্চয়ামাস (পূজিতবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ— অনন্তর কাশীরাজের সুদক্ষিণ নামক পুত্র পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া "পিতৃঘাতীর বিনাশ দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিব"—এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক উপাধ্যায়ের সহিত অত্যুদারচিত্তে কঠোর সমাধি দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিল ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ— প্রথমং কিমিদমিতি পশ্চাদ্বক্ত্রমিতি সংশিশ্যিরে সন্দেহং প্রাপুঃ ॥ ২৫-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমে ইহা কি কি, পশ্চাৎ মুখ দেখিয়া সন্দেহপ্রাপ্ত হইল ॥ ২৫-২৮ ॥

প্রীতোঽবিমুক্তে ভগবাংস্তস্মৈ বরমদাদ্ভবঃ।
পিতৃহন্তৃবধোপায়ং স বব্রে বরমীপ্সিতম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অবিমুক্তে (অবিমুক্তসংজ্ঞকক্ষেত্রে) ভগবান্ ভবঃ (শিবঃ) প্রীতঃ (সন্) তস্মৈ (পৌণ্ড্রকায়) বরং অদাৎ (বরং প্রার্থয় ইতি উবাচ) সঃ (পৌণ্ড্রকঃ) ঈপ্সিতং (স্বাভীষ্টং) পিতৃহন্তৃবধোপায়ং বরং বব্রে (প্রার্থিতবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অবিমুক্তক্ষেত্রে ভগবান্ মহাদেব প্রীত হইয়া তাহাকে বর প্রদানে সম্মত হইলে সে পিতৃঘাতীর বধোপায়রূপ অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিল ॥২৯

বিশ্বনাথ—অবিমুক্তো মহাদেব বরমদাৎ বৃণীষ্বেত্যবদৎ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অবিমুক্ত অর্থাৎ কাশীপতি মহাদেব তাহার পুত্রকে বলিলেন বর চাও ॥ ২৯ ॥

দক্ষিণাগ্নিং পরিচর ব্রাহ্মণৈঃ সমমৃত্বিজম্।
অভিচারবিধানেন স চাগ্নিঃ প্রমথৈর্বৃতঃ ॥ ৩০ ॥
সাধয়িষ্যতি সঙ্কল্পমব্রহ্মণ্যে প্রয়োজিতঃ।
ইত্যাদিষ্টস্তথা চক্রে কৃষ্ণায়াভিচরন্ ব্রতী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) ব্রাহ্মণৈঃ সমং (সহ) অভিচারবিধানেন ঋত্বিজং (ঋত্বিজমিব স্বনিয়োগকারিণং) দক্ষিণাগ্নিং (তৎসংজ্ঞকম্ অনলং) পরিচর (সেবয়) অব্রহ্মণ্যে (ব্রাহ্মণবিরোধিনি জনে) প্রয়োজিতঃ (প্রেরিতঃ) সঃ (অগ্নিঃ) প্রমথৈঃ বৃতঃ (সন্) সঙ্কল্পং (অভীষ্টং) সাধয়িষ্যতি (মহেশ্বরেণ) ইতি আদিষ্টঃ (আজ্ঞপ্তঃ সুদক্ষিণঃ) ব্রতী (গৃহীতনিয়মঃ) কৃষ্ণায়

অভিচরন্ (অভিচারং কুর্ব্বন্) তথা (মহেশ্বরাদিষ্টং কর্ম্ম) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—তখন মহাদেব বলিলেন,—তুমি ঋত্বিজ-তুল্য ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া অভিচার-বিধানানুসারে দক্ষিণাগ্নির পরিচর্য্যা কর। সেই অগ্নি ব্রাহ্মণবিরোধিজনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে প্রমথগণ পরিবৃত হইয়া তোমার অভীষ্ট সাধন করিবে। মহাদেবের এইরূপ আদেশানুসারে সুদক্ষিণ ব্রতাবলম্বী হইয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে অভিচারপূর্ব্বক তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল ॥ ৩০-৩১ ॥

ততোঽগ্নিরুত্থিতঃ কুণ্ডান্মূর্ত্তিমানভীষণঃ ।
তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুরঙ্গারোদ্গারিলোচনঃ ॥ ৩২ ॥
দংষ্ট্রোগ্রভ্রূকুটীদণ্ডকঠোরাস্যঃ স্বজিহ্বয়া ।
আলিহন্ সৃক্কণী নগ্নো বিধুন্বংস্ত্রিশিখং জ্বলৎ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অভিচারবিধেরনন্তরং) তপ্ত-তাম্রশিখাশমশ্রুঃ (তপ্ততাম্রবর্ণশিখাশমশ্রুবিশিষ্টঃ) অঙ্গারোদ্গারি-লোচনঃ (অঙ্গারোদ্গারীণি লোচনানি যস্য সঃ) দংষ্ট্রোগ্র-ভ্রূকুটীদণ্ড কঠোরাস্যঃ (দংষ্ট্রাভিঃ তীক্ষ্ণ দন্তৈঃ উগ্রৈঃ ভ্রূকুটীদণ্ডৈশ্চ কঠোরং ক্রূরং আস্যং মুখং যস্য সঃ) নগ্নঃ অতিভীষণঃ মূর্ত্তিমান্ অগ্নিঃ জ্বলৎ (প্রদীপ্তং) ত্রিশিখং (ত্রিশূলং) বিধুন্বন্ (কম্পয়ন্) স্বজিহ্বয়া সৃক্কণী (ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়ং) আলিহন্ কুণ্ডাৎ উত্থিতঃ (বভূব) ॥ ৩২-৩৩ ॥

অনুবাদ—অভিচার-কৃত্য সমাপনান্তে তপ্ত তাম্র-বর্ণশিখা-শমশ্রুবিশিষ্ট, অঙ্গারোদ্গারি-লোচন, দন্ত এবং উগ্র ভ্রূকুটীদণ্ড-নিবন্ধন ক্রূরবদনযুক্ত, নগ্ন, অতি ভয়ঙ্কর, মূর্ত্তিমান্ অগ্নিপ্রদীপ্ত ত্রিশূল কম্পিত করিয়া স্বকীয় জিহ্বায় ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় লেহন করিতে করিতে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইল ॥ ৩২-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ঋত্বিজম্ ঋত্বিজমিব স্বনিয়োগকারিণং "যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্" ইতি শ্রুতিঃ। অব্রহ্মণ্যে প্রয়োজিত ইতি শ্রীকৃষ্ণে তু প্রয়োজিতো বিপরীতো ভবিষ্যতীতি শ্রীরুদ্রাভিপ্রায়ঃ। কুচিদ্ব্রাহ্মণানামপি কৃষ্ণে নমস্কারশ্রবণাৎ কৃষ্ণস্য বিপ্রনমস্কারজিঘৃক্ষোর্ব্রাহ্মণতা নৈবাস্তীতি সুদক্ষিণাদেরভিপ্রায়ঃ ॥ ৩০-৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঋত্বিক অর্থাৎ ঋত্বিকের ন্যায় নিজ নিয়োগকারীগণ, শ্রুতিতে আছে—যজ্ঞের দেবতা ঋত্বিক, পাপ কার্য্যে প্রয়োজিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে কৃত্রিম অগ্নি পুরুষ পাঠাইলে তাহার বিপরীত ফল হইবে ইহাই রুদ্রের অভিপ্রায়। কখনও ব্রাহ্মণগণের কৃষ্ণে নমস্কার শুনিয়া কৃষ্ণে বিপ্র নমস্কার ঘৃণা মনে-কারী ব্রাহ্মণতা নাই—ইহা সুদক্ষিণাদের অভিপ্রায় ॥ ৩০-৩৩ ॥

পদ্ভ্যাং তালপ্রমাণাভ্যাং কম্পয়ন্নবনীতলম্ ।
সোঽভ্যধাবদ্বৃতো ভূতৈর্দ্বারকাং প্রদহন্ দিশঃ ॥৩৪

অন্বয়ঃ—সঃ তালপ্রমাণাভ্যাং পদ্ভ্যাং (তালবৃক্ষ-তুল্য চরণদ্বয়েন) অবনীতলং (ভূতলং) কম্পয়ন্ ভূতৈঃ (প্রমথগণৈঃ) বৃতঃ (বেষ্টিতঃ সন্) দিশঃ (দিঙমণ্ডলং) প্রদহন্ দ্বারকাং (তাং পুরীং প্রতি) অভ্যধাবৎ (দ্রুতং গতবান্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ অগ্নি প্রমথগণ-পরিবৃত হইয়া তালবৃক্ষ-প্রমাণ চরণদ্বয়ে ভূতল কম্পিত করিয়া দিঙমণ্ডল দাহ করিতে করিতে দ্বারকাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বারকামভিমুখীকৃত্য অভ্যধাবৎ দিশঃ প্রদহন্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বারকার দিকে মুখ করিয়া সেই অভিচার অগ্নি চারিদিক দগ্ধ করিয়া ধাবিত হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

তমাভিচারদহনমায়ান্তং দ্বারকৌকসঃ ।
বিলোক্য তত্রসুঃ সর্ব্বে বনদাহে মৃগা যথা ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—দ্বারকৌকসঃ (দ্বারকাবাসিনঃ) সর্ব্বে তং অভিচারদহনং (অভিচারক্রিয়াজন্যমগ্নিং) আয়ান্তং (দ্বারকাং প্রতি আগচ্ছন্তং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) বন-দাহে মৃগাঃ (জন্তবঃ) যথা (ইব) তত্রসুঃ (ভীতা বভূবুঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—দ্বারকাবাসিগণ অভিচার-ক্রিয়াজাত উক্ত অনলকে দ্বারকাভিমুখে সমাগত দেখিয়া, বন-দাহকালে জন্তুগণ যেরূপ ভীত হয়, সেইরূপ ভীত হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—আয়ান্তং দূরাদেব বিলোক্য বনদাহে ভবিষ্যতি সতি যথা মৃগাস্ত্রস্যন্তি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দূর হইতেই বনের পশুগণ ঐ অগ্নিপুরুষকে আসিতে দেখিয়া বন দগ্ধ করিবে—এইরূপ যেমন ভয় পায় ॥ ৩৫ ॥

অক্ষৈঃ সভায়াং ক্রীড়ন্তং ভগবন্তং ভয়াতুরাঃ ।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রিলোকেশ বহ্নেঃ প্রদহতঃ পুরম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) ভয়াতুরাঃ (তে) ত্রিলোকেশ, (হে ত্রিজগদধিপতে,) পুরং প্রদহতঃ বহ্নেঃ (সকাশাৎ অস্মান্) ত্রাহি ত্রাহি (রক্ষ রক্ষ ইতি) সভায়াং (সভাস্থলে) অক্ষৈঃ ক্রীড়ন্তং (ক্রীড়াং কুর্ব্বন্তং) ভগবন্তং (শ্রীকৃষ্ণম্ উচুঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভয়াতুর জনসমূহ "হে ত্রিলোকেশ্বর, নগরদাহক অগ্নি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন"—এই বলিয়া সভামধ্যে অক্ষ-ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইল ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রাহি ত্রাহি ত্রায়স্ব ত্রায়স্বেত্যাহুরিতি শেষঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ত্রাহি ত্রাহি, রক্ষা কর রক্ষা কর, এইরূপ বলিয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

শ্রুত্বা তজ্জনবৈক্লব্যং দৃষ্ট্বা স্বানাঞ্চ সাধ্বসম্ ।
শরণ্যঃ সম্প্রহস্যাহ মা ভৈষ্টেত্যবিতাস্ম্যহম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—শরণ্যঃ (আশ্রিতজনপালকঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তৎ জনবৈক্লব্যং (পুরজনানাং কাতরবচনং) শ্রুত্বা স্বানাম্ (আত্মীয়ানাং) চ সাধ্বসং (ভয়ং) দৃষ্ট্বা সংপ্রহস্য (সম্যক্ প্রকর্ষেণ হসিত্বা) অহং অবিতাস্মি (রক্ষিষ্যামি যূয়ং) মা ভৈষ্ট (ভয়ং মা গচ্ছত) ইতি আহ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শরণাগতপালক শ্রীকৃষ্ণ পুরজনের তাদৃশ কাতর বচন শ্রবণ এবং আত্মীয়গণের ভয় দর্শন করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—"আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব, তোমরা ভীত হইও না" ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ—জনানাং পৌরাণাং বৈক্লব্যং স্বানাং তৎপালকানাং যাদবানাঞ্চ সাধ্বসং কারণাজ্ঞানাদ্ভয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরবাসীজনগণের বিকলতা এবং নিজপরিজন ও পালক যাদবগণের ভয়, কারণ না জানার জন্য ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বাস্যান্তর্বহিঃসাক্ষী কৃত্যাং মাহেশ্বরীং বিভুঃ ।
বিজ্ঞায় তদ্বিঘাতার্থং পার্শ্বস্থং চক্রমাদিশৎ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বস্য অন্তর্বহিঃসাক্ষী (বাহ্যান্তঃপ্রত্যক্ষকারী) বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) মাহেশ্বরীং কৃত্যাং (যজ্ঞদেবতাবিশেষং) বিজ্ঞায় তদ্‌বিঘাতার্থং (কৃত্যানাশার্থং) পার্শ্বস্থং চক্রম্ আদিশৎ (আদিষ্টবান্) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—নিখিল জীবসমূহের বাহ্যান্তঃপ্রত্যক্ষকারী শ্রীকৃষ্ণ ঐ অগ্নিকে মাহেশ্বরী কৃত্যা জানিতে পারিয়া তাহার বিনাশের জন্য পার্শ্বস্থিত সুদর্শন চক্রকে আদেশ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—চক্রমাদিশদিত্যল্পস্য কার্য্যস্য হেতোর্ম্মে দ্যূতক্রীড়াসুখভঙ্গো মা ভবত্বিত্যভিপ্রায়েণ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ চক্রকে আদেশ করিলেন, কারণ এই ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য আমার পাশাখেলা সুখ ভঙ্গ না হউক—এই অভিপ্রায়ে ॥ ৩৮ ॥

তৎ সূর্য্যকোটিপ্রতিমং সুদর্শনং
জাজ্জ্বল্যমানং প্রলয়ানলপ্রভম্ ।
স্বতেজসা খং ককুভোঽথ রোদসী
চক্রং মুকুন্দাস্ত্রমথাগ্নিমার্দ্দয়ৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) সূর্য্যকোটিপ্রতিভং (কোটিসূর্য্যসমুজ্জ্বলং) প্রলয়ানলপ্রভং (প্রলয়কালীনাগ্নিবৎ প্রভাযুক্তং) তং মুকুন্দাস্ত্রং সুদর্শনং চক্রং খং (আকাশং) ককুভঃ (দিশঃ) অথ রোদসী (ভূমিং স্বর্গঞ্চ) স্বতেজসা জাজ্জ্বল্যমানং (প্রকাশয়ৎ সৎ), অগ্নিং আর্দ্দয়ৎ (পীড়য়ামাস) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ— অনন্তর কোটিসূর্য্যসমুজ্জ্বল, প্রলয়াগ্নিতুল্য, শ্রীকৃষ্ণাস্ত্র সুদর্শন স্বীয় তেজোদ্বারা আকাশ, দিঙ্মণ্ডল, স্বর্গ, মর্ত্ত্য প্রকাশিত করিয়া অগ্নিকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

কৃত্যানলঃ প্রতিহতঃ স রথাঙ্গপাণে-
রস্ত্রৌজসা স নৃপ ভগ্নমুখো নিবৃত্তঃ।
বারাণসীং পরিসমেত্য সুদক্ষিণং তং
সত্বিগ্জনং সমদহৎ স্বকৃতোঽভিচারঃ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, রথাঙ্গপাণেঃ (চক্রপাণেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) অস্ত্রৌজসা (সুদর্শনচক্রপ্রভাবেণ) প্রতিহতঃ (নিবারিতঃ) স্বকৃতঃ (নিজকৃতঃ) অভিচারঃ সঃ কৃত্যানলঃ ভগ্নমুখঃ (পরাঙ্মুখঃ) নিবৃত্তঃ (সন্) বারাণসীং পরিসমেত্য (চতুর্দ্দিক্ষু সম্প্রাপ্য) সত্বিগ্জনৈঃ সহ বর্ত্তমানং) তং সুদক্ষিণং সমদহৎ (দগ্ধীকৃতবান্) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রপ্রভাবে আভিচারিক কৃত্যাগ্নি প্রতিহত ও পরাঙ্মুখরূপে নিবৃত্ত হইয়া বারাণসী ক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক পুরোহিতগণের সহিত সুদক্ষিণকে দগ্ধ করিয়াছিল ॥ ৪০ ॥

চক্রঞ্চ বিষ্ণোস্তদনুপ্রবিষ্টং
বারাণসীং সাট্টসভালয়াপণাম্।
সগোপুরাট্টালককোষ্ঠসঙ্কুলাং
সকোশহস্ত্যশ্বরথান্নশালিনীম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—তদনুপ্রবিষ্টং (তৎপশ্চাৎ প্রবিষ্টং) বিষ্ণোঃ চক্রং চ সাট্টসভালয়াপণাম্ (অট্টাঃ মঞ্চাঃ সভালয়াঃ সভাগৃহানি আপণাঃ পণ্যবিক্রয়শালাঃ তৈঃ সহিতাং) সগোপুরাট্টালককোষ্ঠসঙ্কুলাং (গোপুরৈঃ সহ বর্ত্তমানৈঃ অট্টালকৈঃ কোষ্ঠৈঃ চ সঙ্কুলাং ব্যাপ্তাং) সকোশহস্ত্যশ্ব-রথান্নশালিনীং (কোশৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ হস্তিনাং অশ্বানাং রথানাং অন্নানাং চ শালাঃ যত্র তাং) বারাণসীং (সমদহৎ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—সুদর্শনচক্রও তাঁহার পশ্চাৎ পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া মঞ্চ, সভাগৃহ, পণ্যশালা, পুরদ্বার, অট্টালিকা, প্রকোষ্ঠ, কোষ, হস্তিশালা, অশ্বশালা, রথশালা, এবং অন্নশালার সহিত সমগ্র বারাণসীপুরী দগ্ধ করিয়াছিল ॥ ৪১ ॥

দগ্ধ্বা বারাণসীং সর্ব্বাং বিষ্ণোশ্চক্রং সুদর্শনম্।
ভূয়ঃ পার্শ্বমুপাতিষ্ঠৎ কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—বিষ্ণোঃ সুদর্শনং চক্রং সর্ব্বাং বারাণসীং দগ্ধ্বা (ভস্মীকৃত্য) ভূয়ঃ (পুনঃ) অক্লিষ্টকর্ম্মণঃ (অক্লান্তকর্ম্মিণঃ) কৃষ্ণস্য পার্শ্বং উপাতিষ্ঠৎ (উপগতং বভূব) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র এইরূপে সমগ্র বারাণসীপুরী ভস্মীভূত করিয়া পুনরায় অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের সমীপে সমাগত হইল ॥ ৪২ ॥

য এনং শ্রাবয়েন্মর্ত্ত্য উত্তমঃশ্লোকবিক্রমম্।
সমাহিতো বা শৃণুয়াৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পৌণ্ড্রকাদিবধো নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ মর্ত্ত্যঃ (মানবঃ) এনং উত্তমঃশ্লোকবিক্রমম্ [উত্তমঃশ্লোকচরিতং (শ্রীকৃষ্ণস্য আচরিতং)] শ্রাবয়েৎ (অন্যস্মৈ কথয়েৎ) বা (অথবা) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্ স্বয়ং) শৃণুয়াৎ (সঃ) সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (প্রকৃষ্টরূপেণ মুক্তো ভবতি) ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—যে মানব সমাহিত চিত্তে এই শ্রীকৃষ্ণচরিত শ্রবণ অথবা অন্যের নিকট কীর্ত্তন করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—রোদসী চ ব্যাপ্যেতি শেষঃ। চক্রং কর্ত্তৃ। অগ্নিং কৃত্যানলম্। আর্দ্দয়ৎ ॥ ৩৯-৪৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সুদর্শনচক্র ভূলোক ও স্বর্গলোক আলোকিত করিয়া ঐ অভিচার অগ্নিকে দগ্ধ করিয়াছিল ॥ ৩৭-৪৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আহ্লাদদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় দশমস্কন্ধে সমাপ্ত হইলেন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

ভূয়োঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি রামস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ।
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য যদন্যৎ কৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে স্বৈরিণী যুবতীগণসহ ক্রীড়ারত বলদেবকর্ত্তৃক রৈবতক-পর্ব্বতে খল দ্বিবিদ বানরের বিনাশ বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত নরকাসুরের মিত্র মৈন্দ বানরের ভ্রাতা দ্বিবিদ নামক বানর মিত্রবধের প্রতিশোধ-কামনায় গোপগণের আবাসস্থান দগ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান আনর্ত্তদেশকে চূর্ণ এবং বাহু দ্বারা জলনিক্ষেপণপূর্ব্বক সমুদ্রতীরসন্নিহিত দেশসমূহ নিমজ্জিত করিয়াছিল । ঐ দুর্ব্বৃত্ত মহর্ষিগণের আশ্রমতরুসমূহ ভগ্ন ও যজ্ঞীয় অগ্নিতে মলমূত্র নিক্ষেপ এবং নরনারীগণকে পর্ব্বতকন্দরে প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিত । এইরূপে দেশ বিধ্বস্ত ও কুলনারীগণকে দূষিত করিয়া ঐ বানর রৈবতক পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক রমণীমধ্যগত বারুণীপানমত্ত বলদেবকে দেখিতে পাইল । দ্বিবিদ বলদেবকে অবহেলা করিয়া তৎসম্মুখেই রমণীগণকে স্বীয় মলদ্বার প্রদর্শন, ভ্রূভঙ্গী এবং মলমূত্রাদি নিক্ষেপ দ্বারা অবজ্ঞা করিয়াছিল । বলদেব কুপিত হইয়া তাহাকে প্রস্তর দ্বারা প্রহার করিলেন । কিন্তু সেই বানর উহা অতিক্রমপূর্ব্বক বলদেবকে তিরস্কার করিয়া রমণীগণের বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল । বলদেব তাহার ঔদ্ধত্যদর্শনে তাহার সংহার-বাসনায় লাঙ্গল গ্রহণ করিলেন । মহাবল দ্বিবিদও শালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া বলদেবের মস্তকে আঘাত করিল । বলদেব ঐ বৃক্ষ ছেদন করিলে সে পুনঃ পুনঃ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক বনকে বৃক্ষশূন্য করিয়া বলদেবের মস্তকে আঘাত করিতে থাকিলে তিনি তৎসমস্তই ছেদন করিলেন । তখন ঐ মূর্খ বানর শিলাবর্ষণ করিতে লাগিল । বলদেব শিলাসমূহ চূর্ণ করিয়া দিলে দ্বিবিদ আসিয়া বলরামের বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত করিল । তখন বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া মুষল ও লাঙ্গল দ্বারা তাহার কণ্ঠ ও বাহুমূলে আঘাত করিলে ঐ বলশালী বানর রক্ত বমন করিতে করিতে ভূপতিত হইল ; তাহাতে রৈবতক পর্ব্বত প্রকম্পিত হইয়াছিল । বলদেব দ্বিবিদকে বিনাশপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রবেশ করিলে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি, জয়ধ্বনি এবং প্রণাম ও প্রশংসা-বাক্য উত্থিত হইয়াছিল ।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা (পরীক্ষিৎ) উবাচ, (হে মুনিবর,) প্রভুঃ (প্রভাবশালী বলদেবঃ) অন্যৎ (যমুনাকর্ষণাৎ অপরং) যৎ (কর্ম্ম) কৃতবান্ অহং অদ্ভুতকর্ম্মণঃ (বিচিত্রচরিতস্য) অনন্তস্য অপ্রমেয়স্য (অবিজ্ঞেয়তত্ত্বস্য) রামস্য (বলদেবস্য তৎ চরিতং) ভূয়ঃ (পুনরপি) শ্রোতুং ইচ্ছামি ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বলিলেন,—হে মুনিবর, বিচিত্র চরিত অনন্ত অবিজ্ঞেয়তত্ত্ব প্রভু বলদেব যমুনাকর্ষণ ব্যতীত অন্য যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

গিরৌ রৈবতকে ক্রীড়ন্ প্রেয়সীভিরহন কপিম্ ।
কদর্থয়ন্তং দ্বিবিদং সপ্তষষ্টিতমে বলঃ ॥ ০ ॥

কৃষ্ণলীলায়ামত্যাবেশাদ্রামলীলাং কাঞ্চিদুল্লঙ্ঘ্য মহামুনিবরং মাধাবত্বিতি পৃচ্ছতি, —ভূয় ইতি। অদ্ভুত-কর্ম্মণ ইতি স্বমজ্জনার্থং নদীং কোহপি স্বান্তিকং নানীতবানিতি ভাবঃ। নচৈতাবদেব তৎকর্ম্মেতি বাচ্যং যতোহনন্তস্য ন চ তৎকর্ম্মাণি ত্বং জানাস্যেবেতি বাচ্যং যস্যোহপ্রমেয়স্য মাদৃশবুদ্ধ্যা প্রমাতুমশক্যত্বাৎ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবলদেব প্রেয়সীগণের সহিত রৈবতক পর্ব্বতে ক্রীড়া করিতেছিলেন, সেইকালে দ্বিবিদ নামক বানর কদর্থ করিলে এই সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ে বলদেব তাহাকে বধ করিলেন ॥ ০ ॥

কৃষ্ণলীলাতে অতিশয় আবেশ বশতঃ বলরামের লীলা কিছু বাদ পড়িয়াছিল, মহামুনিবর শ্রীশুকদেব-কে পরীক্ষিত মহারাজ বলিলেন—দ্রুত করিবেন না, এই বলিয়া পুনঃরায় বলদেবের অদ্ভুত লীলাসমূহ শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ; নিজ স্নানের জন্য কেহ নদীকে নিজের নিকটে আনিতে পারে নাই, কিন্তু বলদেব আনিয়াছিলেন, তাহার লীলা এই পর্য্যন্তই নহে, যেহেতু তিনি অনন্ত, তাহার লীলাসমূহ আপনি জানেনই বলুন। অপরিমিত তাহার লীলা আমার ন্যায় ব্যক্তির বুদ্ধিদ্বারা পরিমাণ করিতে অসমর্থ ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

নরকস্য সখা কশ্চিদ্দ্বিবিদো নাম বানরঃ ।
সুগ্রীবসচিবঃ স্যেহথ ভ্রাতা মৈন্দস্য বীর্য্যবান্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ, নরকস্য (নরকাসুরস্য) সখা (মিত্রং) সুগ্রীবসচিবঃ (সুগ্রীবঃ সচিবো মন্ত্রী যস্য সঃ) দ্বিবিদঃ নাম (দ্বিবিদ ইতি নাম্না প্রসিদ্ধঃ) বীর্য্যবান্ (মহাবলঃ) কশ্চিৎ বানরঃ (আসীৎ) অথ (অপি চ) সঃ (দ্বিবিদঃ) মৈন্দস্য (রামায়ণ-প্রসিদ্ধতন্নামকবানরস্য) ভ্রাতা (আসীৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, নরকাসুরের সখা মৈন্দবানরের ভ্রাতা দ্বিবিদ নামক এক মহাবলশালী বানর ছিল। সুগ্রীব তাহার মন্ত্রী ছিল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—নরকস্য সখেতি মহাভক্তরাজসুগ্রীব-সচিবত্বেহপি দুঃসঙ্গদোষস্যানর্থকারিত্বজ্ঞাপনার্থমুক্তং দুঃসঙ্গস্যাপি কারণং শ্রীমল্লক্ষ্মণে তস্য পূর্ব্বমনাদর আসীদিতি জ্ঞেয়ং যদ্যপি মৈন্দ-দ্বিবিদাদীনাং শ্রীরাম-পূজয়ামাবরণদেবত্বাৎ নিত্যসিদ্ধত্বমেব তদপি মহদ-পরাধদুঃসঙ্গাদিদোষজ্ঞাপনার্থং জয়বিজয়বদেকেন প্রকাশেনৈব দ্বিবিদস্য ভ্রংশোহয়ং দর্শিতং ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নরকাসুরের সখা, মহাভক্ত-রাজ সুগ্রীবের সচিব হইলেও দুঃসঙ্গ দোষের অনর্থ-কারিতা জানাইবার জন্যই বলিতেছেন, দুঃসঙ্গেরও কারণ শ্রীমান লক্ষ্মণেও তাহার পূর্ব্বে অনাদর ছিল জানিতে হইবে। যদিও মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতির শ্রীরামপূজাতে আবরণ দেবতারূপে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, তাহা হইলেও মহদপরাধ দুঃসঙ্গ দোষ জানাইবার জন্য জয় বিজয়ের ন্যায়, একই প্রকাশেই দ্বিবিদের পতন ইহা দেখান হইল ॥ ২ ॥

সখ্যুঃ সোহপচিতিং কুর্ব্বন্ বানরো রাষ্ট্রবিপ্লবম্ ।
পুরগ্রামাকরান্ ঘোষানদহদ্বহ্নিমুৎসৃজন্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বানরঃ (দ্বিবিদঃ) সখ্যুঃ (মিত্রস্য নরকস্য) অপচিতিং (আনৃণ্যং) কুর্ব্বন্ (আচরন্) বহ্নিং (অগ্নিং) উৎসৃজন্ (প্রজ্জ্বালয়ন্) রাষ্ট্রবিপ্লবং (রাষ্ট্রস্য বিপ্লবো নাশো যথা ভবতি তথা) পুরগ্রামা-করান্ (পুরগ্রাময়োঃ আকরান্ সমূহান্ পুরাণি গ্রামান্ চ ইত্যর্থঃ তথা) ঘোষান্ (গোপবাসস্থানানি চ) অদহৎ (দগ্ধীকৃতবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সেই বানর কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত মিত্র নরকাসুরের ঋণ-পরিশোধের জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বালন-পূর্ব্বক নগর, গ্রাম এবং গোপগণের আবাস স্থান-সমূহ দগ্ধ করিয়া রাষ্ট্রবিপ্লব জন্মাইয়াছিল ॥ ৩ ॥

কৃচিৎ স শৈলানুৎপাট্য তৈর্দেশান্ সমচূর্ণয়ৎ ।
আনর্ত্তান্ সুতরামেব যত্রাস্তে মিত্রহা হরিঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ— কৃচিৎ (কদাচিৎ) সঃ (দ্বিবিদঃ) শৈলান্ (পর্ব্বতান্) উৎপাট্য (উন্মূল্য) তৈঃ (পর্ব্বতৈঃ) যত্র (যেষু দেশেষু) মিত্রহা (সখিহন্তা) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ)

আস্তে (নিবসতি তান্) আনর্ত্তান্ (তন্নামকান্) দেশান্, সুতরাং এব (বিশেষতঃ) সমচূর্ণয়ৎ (বিনাশয়ামাস) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—একদিন সেই বানর পর্ব্বতসমূহ উৎপাটিত করিয়া তদ্দ্বারা মিত্রঘাতী শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বাস করিতেন সেই আনর্ত্তদেশকে বিশেষভাবে চূর্ণ করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সখ্যুর্নরকস্য অপচিতিরানৃণ্যং রাষ্ট্রস্য বিপ্লবো নাশো যেন তদ্যথা স্যাত্তথা অদহৎ ॥৩-৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সখা নরকাসুরের অপচিতি অর্থাৎ ঋণশোধ করা রাষ্ট্রের বিনাশ যেমন হইয়াছিল, সেই প্রকার দাহ করিলেন ॥ ৩-৪ ॥

কৃচিৎ সমুদ্রমধ্যস্থো দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য তজ্জলম্ ।
দেশান্ নাগাযুতপ্রাণো বেলাকূলে ন্যমজ্জয়ৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ (কদাচিৎ) নাগাযুতপ্রাণং (দশসহস্রহস্তিবলধারী) সমুদ্রমধ্যস্থঃ (সমুদ্রজলমধ্যস্থঃ সঃ) দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) তজ্জলং (সমুদ্রজলং) উৎক্ষিপ্য (বিক্ষিপ্য) বেলাকূলে (বেলায়াঃ সমুদ্রসৈকতস্য কুলে সমীপে বর্ত্তমানান্) দেশান্ ন্যমজ্জয়ৎ (নিমজ্জিতবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—একদিন দশসহস্র-হস্তিবলধারী ঐ বানর সমুদ্রমধ্যস্থ হইয়া বাহুদ্বয় দ্বারা সমুদ্র জল বিক্ষেপপূর্ব্বক তীরসন্নিহিত দেশসমূহ নিমজ্জিত করিল ॥ ৫ ॥

আশ্রমানৃষিমুখ্যানাং কৃত্বা ভগ্নবনস্পতীন্ ।
অদূষয়চ্ছকৃন্মূত্রৈরগ্নীন্ বৈতানিকান্ খলঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—খলঃ (স দুরাচারঃ) ঋষিমুখ্যানাং (মহর্ষীণাং) আশ্রমান্ ভগ্নবনস্পতীন্ (ভগ্না বনস্পতয়ো বৃক্ষা যেষু তান্ তথাভূতান্) কৃত্বা শকৃন্মূত্রৈঃ (বিষ্ঠাপ্রস্রাবৈঃ) বৈতানিকান্ (যজ্ঞীয়ান্) অগ্নীন্ অদূষয়ৎ (দূষিতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সেই দুরাচার মহর্ষিগণের আশ্রমতরুসমূহ ভগ্ন এবং মলমূত্র নিক্ষেপ দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নিসমূহ দূষিত করিতেছিল ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—বেলা সমুদ্রজলং তৎকুলভবান্ দেশান্ পুংস্ত্বমার্ষম্ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমুদ্রের জল দ্বারা তাহার কুলে অবস্থিত দেশ সমূহকে ভাসাইয়াছিল। এস্থলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ আর্ষ ॥ ৫-৬ ॥

পুরুষান্ যোষিতো দৃপ্তঃ ক্ষ্মাভৃদ্দ্রোণীগুহাসু সঃ ।
নিক্ষিপ্য চাপ্যধাচ্ছৈলৈঃ পেশস্কারীব কীটকম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—পেশস্কারী (ভ্রমরঃ) কীটকং ইব (যথা ভক্ষণার্থং কীটং নীত্বা স্বগৃহে আবদ্ধং করোতি তথা) দৃপ্তঃ (গর্ব্বিতঃ) সঃ (বানরঃ) পুরুষান্ যোষিতঃ (স্ত্রীজনান্) চ ক্ষ্মাভৃৎদ্রোণীগুহাসু (পর্ব্বতকন্দরগহ্বরেষু) নিক্ষিপ্য (বিসৃজ্য) শৈলৈঃ (প্রস্তরৈঃ) অপ্যধাৎ (আচ্ছাদিতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ভ্রমর যেরূপ আহারার্থ কীট সংগ্রহ করিয়া নিজগৃহে আবদ্ধ করে, সেইরূপ ঐ গর্ব্বিত বানর নরনারীগণকে পর্ব্বতকন্দরে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্তর-রাশি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিত ॥ ৭ ॥

এবং দেশান্ বিপ্রকুর্ব্বন্ দূষয়ংশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ ।
শ্রুত্বা সুললিতং গীতং গিরিং রৈবতকং যযৌ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) এবং (এবম্প্রকারেণ) দেশান্ বিপ্রকুর্ব্বন্ (বিধ্বস্তান্ কুর্ব্বন্) কুলস্ত্রিয়ঃ চ দূষয়ন্ (তাসাং সতীত্বং নাশয়ন্ ইত্যর্থঃ) সুললিতং (সুমধুরং) গীতং শ্রুত্বা রৈবতকং (তদাখ্যং) গিরিং যযৌ (গতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপে দেশ বিধ্বস্ত এবং কুলরমণীগণকে দূষিত করিয়া সে সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্যধাৎ আচ্ছাদয়ামাস ॥ ৭-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপ্যধাৎ অর্থাৎ আচ্ছাদন করিয়াছিল ॥ ৭-৮ ॥

তত্রাপশ্যদ্যদুপতিং রামং পুষ্করমালিনম্ ।
সুদর্শনীয়সর্ব্বাঙ্গং ললনাযূথমধ্যগম্ ॥ ৯ ॥

গায়ন্তং বারুণীং পীত্বা মদবিহ্বললোচনম্ ।
বিভ্রাজমানং বপুষা প্রভিন্নমিব বারণম্ ॥ ১০॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তস্মিন্ রৈবতকে সঃ) পুষ্করমালিনং (পদ্মমাল্যধারিণং) সুদর্শনীয়সর্ব্বাঙ্গং (সুরম্যদেহং) ললনাযূথমধ্যগং (রমণীবৃন্দমধ্যগতং) বারুণীং (তন্নাম্নীং মদিরাং) পীত্বা গায়ন্তং (গানং কুর্ব্বন্তং) মদবিহ্বললোচনং (মদেন মত্ততয়া বিহ্বলে আকুলে লোচনে নয়নে যস্য তং) প্রভিন্নং (মত্তং) বারণং (হস্তিনং) ইব বপুষা (দেহেন) বিভ্রাজমানং (বিরাজমানং) যদুপতিং রামং (বলদেবং) অপশ্যৎ (দৃষ্টবান্) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—সে ঐ পর্ব্বতে পদ্মমালাবিভূষিত, সুরম্য বিগ্রহ, রমণীবৃন্দমধ্যগত মদবিহ্বলনয়ন, মত্তমাতঙ্গতুল্য শরীর ধারণপূর্ব্বক বিরাজমান যদুপতি বলদেবকে বারুণী মদিরা পান করিয়া গান করিতে দেখিতে পাইল ॥ ৯-১০ ॥

দুষ্টঃ শাখামৃগঃ শাখামারূঢ়ঃ কম্পয়ন্ দ্রুমান্ ।
চক্রে কিলকিলাশব্দমাত্মানং সম্প্রদর্শয়ন্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র সঃ) দুষ্টঃ শাখামৃগঃ (বানরঃ) শাখাম্ আরূঢ়ঃ (সন্) দ্রুমান্ (বৃক্ষান্) কম্পয়ন্ আত্মানং (স্বদেহং) সম্প্রদর্শয়ন্ (সম্যক্ প্রকাশয়ন্) কিলকিলাশব্দং (তাদৃশং বানরজাতীয়শব্দবিশেষং) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—দুষ্ট বানর তথায় বৃক্ষ শাখায় আরোহণপূর্ব্বক বৃক্ষগণকে কম্পিত করিয়া নিজদেহ প্রদর্শন সহকারে কিল্ কিল্ শব্দ করিতে লাগিল ॥১১॥

বিশ্বনাথ—প্রভিন্নং মত্তম্ ॥ ৯-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রভিন্নং অর্থাৎ মত্ত ॥৯-১১॥

তস্য ধার্ষ্ট্যং কপেবীক্ষ্য তরুণ্যো জাতিচাপলাঃ ।
হাস্যপ্রিয়া বিজহসুর্বলদেবপরিগ্রহাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—বলদেবপরিগ্রহাঃ (বলদেবেন পরিগৃহীতাঃ) হাস্যপ্রিয়াঃ (পরিহাসপ্রিয়াঃ) জাতিচাপলাঃ (জাত্যা স্বভাবেনৈব চাপলং যাসাং তাঃ) তরুণ্যঃ (যুবত্যঃ) তস্য কপেঃ (দ্বিবিদস্য) ধার্ষ্ট্যং (ধৃষ্টতাং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিজহসুঃ (বিশেষেণ হাসং চক্রুঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—বলদেব-কর্ত্তৃক পরিগৃহীত পরিহাসপ্রিয় স্বভাবচপল যুবতীগণ তাহার ধৃষ্টতা-দর্শনে হাস্য করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—জাত্যা স্বভাবেন চাপলমগাম্ভীর্য্যং যাসাং তাঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জাতিতে অর্থাৎ স্বভাবতঃই চঞ্চল স্বভাব যাঁহাদের সেই স্ত্রীগণ ॥ ১২ ॥

তা হেলয়ামাস কপির্ভ্রূক্ষেপৈঃ সম্মুখাদিভিঃ ।
দর্শয়ন্ স্বগুদং তাসাং রামস্য চ নিরীক্ষতঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—কপিঃ (দ্বিবিদঃ) চ নিরীক্ষতঃ রামস্য (নিরীক্ষমাণং রামং অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ) তাসাং (তরুণীনাং সমীপে) স্বগুদং (স্বস্য গুদং মলদ্বারং) দর্শয়ন্ (প্রকাশয়ন্) ভ্রূক্ষেপৈঃ (ভ্রূভঙ্গীভিঃ তথা) সম্মুখাদিভিঃ (সম্মুখস্থিতিগতিমূত্রণাদিভিঃ) তাঃ (তরুণীঃ) হেলয়ামাস (অবজজ্ঞে) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তখন ঐ বানর বলদেবকে অবহেলা করিয়া তাঁহার সম্মুখেই রমণীগণকে স্বীয় মলদ্বার প্রদর্শন, ভ্রূভঙ্গী অভিমুখে অবস্থান, উল্লম্ফন এবং মূত্রনিক্ষেপাদি দ্বারা অবজ্ঞা করিয়াছিল ॥ ১৩ ॥

তং গ্রাবৃণা প্রাহরৎ ক্রুদ্ধো বলঃ প্রহরতাং বরঃ ।
স বঞ্চয়িত্বা গ্রাবাণং মদিরাকলসং কপিঃ ॥ ১৪ ॥
গৃহীত্বা হেলয়ামাস ধূর্ত্তস্তং কোপয়ন্ হসন্ ।
নির্ভিদ্য কলশং দুষ্টো বাসাংস্যাস্ফালয়দ্বলম্ ।
কদর্থীকৃত্য বলবান্ বিপ্রচক্রে মদোদ্ধতঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রহরতাং (প্রহারকর্ত্তৄণাং) বরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) বলঃ (বলদেবঃ) ক্রুদ্ধঃ (সন্) গ্রাবৃণা (প্রস্তরেণ) তং (বানরং) প্রাহরৎ (প্রহৃতবান্) সঃ কপিঃ (বানরঃ) গ্রাবাণং (বলদেবক্ষিপ্তং প্রস্তরং) বঞ্চয়িত্বা (অতিক্রম্য) মদিরাকলশং (বলদেবস্য মদ্যকুম্ভং) গৃহীত্বা (অপহৃত্য) হসন্ (হাস্যং কুর্ব্বন্) ধূর্ত্তঃ তং (বলদেবং) কোপয়ন্ (কুপিতং কুর্ব্বন্) হেলয়ামাস (অবজজ্ঞে) বলবান্ মদোদ্ধতঃ (গর্ব্বোন্মত্তঃ

সঃ) দুষ্টঃ কলশং (মদ্যকলশং) নির্ভিদ্য (ভিন্নং কৃত্বা) বলং (বলদেবং) কদর্থীকৃত্য (অবজ্ঞায়) বাসাংসি (যোষিতাং বস্ত্রাণি) আস্ফালয়ৎ (আকৃষ্য পাটিতবান্) বিপ্রচক্রে (এবমপকৃতবান্) ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ—প্রহারকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলভদ্র তৎক্ষণাৎ কুপিত হইয়া প্রস্তর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন, কিন্তু সেই বানর উক্ত প্রস্তর অতিক্রম এবং বলদেবের মদ্যকুম্ভ হরণপূর্ব্বক হাস্যসহকারে তাঁহাকে কুপিত করিয়া অবহেলা করিয়াছিল। অতঃপর মহাবলশালী গর্ব্বোন্মত্ত দুষ্ট বানর মদ্যকলস ভগ্ন এবং বলদেবকে তিরস্কৃত করিয়া রমণীগণের বস্ত্র আকর্ষণ ও ছেদনপূর্ব্বক অপকার করিতে লাগিল ॥ ১৪-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—হেলয়ামাস অবজ্ঞাতবান্। সম্মুখাদিভিঃ সম্মুখস্থিতি-গতি-মূত্রণাদিভিঃ যাসাং তাঃ। রামস্য নিরীক্ষমাণস্যেত্যনাদরে ষষ্ঠী ॥ ১৩-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—বাসাংসি শয্যোপরিস্থিতানি আস্ফালয়ৎ আকৃষ্য পাটিতবান্। বিপ্রচক্রে এবমকৃতবান্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হেলয়ামাস অর্থাৎ অবজ্ঞা করিয়াছিল, বলদেবের সম্মুখে আসিয়া মূত্রাদিদ্বারা বলদেবকে দেখাইয়া অনাদর পূর্ব্বক স্ত্রীগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিল ॥ ১৩-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শয্যার উপরিস্থিত স্ত্রীগণের বস্ত্র আকর্ষণ পূর্ব্বক ফেলাইয়া দিয়াছিল এইরূপ অপকার্য্য ঐ দ্বিবিদ করিয়াছিল ॥ ১৫-১৭ ॥

তং তস্যাবিনয়ং দৃষ্ট্বা দেশাংশ্চ তদুপদ্রুতান্।
ক্রুদ্ধো মুষলমাদত্ত হলঞ্চারিজিঘাংসয়া ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(বলদেবঃ) তস্য (দ্বিবিদস্য) তং (পূর্ব্বোক্তম্) অবিনয়ম্ (ঔদ্ধত্যং তথা তদুপদ্রুতান্ (তেন উৎপীড়িতান্) দেশান্ চ দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধঃ (সন্) অরিজিঘাংসয়া (শত্রুবধাকাঙ্ক্ষয়া) মুষলং হলং চ আদত্ত (গৃহীতবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বলদেব তাহার তাদৃশ ঔদ্ধত্য এবং তৎকর্ত্তৃক দেশসমূহ উৎপীড়িত দেখিয়া ক্রোধে শত্রুসংহার বাসনায় মুষল ও লাঙ্গল গ্রহণ করিলেন ॥১৬

দ্বিবিদোঽপি মহাবীর্য্যঃ শালমুদ্যম্য পাণিনা।
অভ্যেত্য তরসা তেন বলং মূর্দ্ধন্যতাড়য়ৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবীর্য্যঃ (মহাবলঃ) দ্বিবিদঃ অপি পাণিনা (হস্তেন) শালং (শালবৃক্ষম্) উদ্যম্য (উদ্ধৃত্য) তরসা (বেগেন) অভ্যেত্য (অভিমুখমাগত্য) তেন (শালবৃক্ষেণ) বলং (বলদেবং) মূর্দ্ধনি (মস্তকাবচ্ছেদে) অতাড়য়ৎ (প্রহৃতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মহাবল দ্বিবিদও স্বহস্তে শালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া বেগে বলদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তদ্দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল ॥১৭॥

তন্তু সঙ্কর্ষণো মূর্দ্ধ্নি পতন্তমচলো যথা।
প্রতিজগ্রাহ বলবান্ সুনন্দেনাহনচ্চ তম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—বলবান্ (মহাবলঃ) সঙ্কর্ষণঃ (রামঃ) অচলঃ যথা (পর্ব্বত ইব অবিচলিতঃ সন্) মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) পতন্তং (পতিতুমুপক্রান্তং) তং (বৃক্ষং) তু প্রতিজগ্রাহ (স্বয়ং গৃহীতবান্) অপি চ (চ) সুনন্দেন (মুষলেন) তং (বানরম্) অহনৎ (প্রহৃতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—মহাবল সঙ্কর্ষণ পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া মস্তকোপরি পতনোন্মুখ ঐ শালবৃক্ষকে স্বহস্তে ধারণপূর্ব্বক মুষল দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন ॥ ১৮ ॥

মুষলাহতমস্তিষ্কো বিরেজে রক্তধারয়া।
গিরির্যথা গৈরিকয়া প্রহারং নানুচিন্তয়ন্ ॥ ১৯ ॥
পুনরন্যং সমুৎক্ষিপ্য কৃত্বা নিষ্পত্রমোজসা।
তেনাহনৎ সুসংক্রুদ্ধস্তং বলঃ শতধাচ্ছিনৎ ॥ ২০ ॥
ততোঽন্যেন রুষা জঘ্নে তঞ্চাপি শতধাচ্ছিনৎ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—মুষলাহত-মস্তিষ্কঃ (মুষলেন আহতং পীড়িতং মস্তিষ্কং মস্তকাবয়ববিশেষো যস্য সঃ অসৌ বানরঃ) গৈরিকয়া (রক্তবর্ণধাতুবিশেষেণ) গিরিঃ যথা (পর্ব্বতো যথা রাজতে তদ্বৎ) রক্তধারয়া (রুধির-স্রোতসা) বিরেজে (শোভিতো বভূব, পরন্তু) প্রহারং (মুষলাঘাতং) ন অনুচিন্তয়ন্ (অগণয়ন্ ইত্যর্থঃ) পুনঃ অন্যম্ (অপরং শালবৃক্ষং) সমুৎ-

ক্ষিপ্য (উদ্ধৃত্য) নিষ্পত্রং (পত্রশূন্যং) কৃত্বা ওজসা (বলেন) তেন (বৃক্ষেণ) অহনৎ (বলদেবং প্রহৃতবান্) সুসংক্রুদ্ধঃ (অতিক্রুদ্ধঃ) বলঃ (রামঃ) তং (বৃক্ষং) শতধা (শতভাগেন) অচ্ছিনৎ (ছিন্নং কৃতবান্) ততঃ (অনন্তরং বানরঃ) রুষা (ক্রোধেন) অন্যেন (অপরেণ বৃক্ষেণ) জঘ্নে (বলদেবং প্রহৃতবান্, বলদেবঃ) তং চ অপি (তং বৃক্ষমপি) শতধা অচ্ছিনৎ (ছিন্নং কৃতবান্) ॥ ১৯-২১ ॥

অনুবাদ—তৎকালে ঐ মুষল দ্বারা মস্তিষ্ক আহত হওয়ায় সে গৈরিকরঞ্জিত পর্ব্বতের ন্যায় রক্তধারায় শোভিত হইল, পরন্তু ঐ প্রহার গণনা না করিয়াই পুনরায় অন্য এক বৃক্ষ উৎপাটিত ও নিষ্পত্র করিয়া তদ্দ্বারা বলদেবকে প্রহার করিল। বলদেব অতিশয় কুপিত হইয়া ঐ বৃক্ষ শতভাগে বিভক্ত করিলেন। তখন সে ক্রোধে অন্য এক বৃক্ষ দ্বারা আঘাত করিলে বলদেব তাহাও ছেদন করিলেন ॥ ১৯-২১ ॥

এবং যুধ্যন্ ভগবতা ভগ্নে ভগ্নে পুনঃ পুনঃ।
আকৃষ্য সর্ব্বতো বৃক্ষান্ নির্ব্বৃক্ষমকরোদ্বনম্ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—ভগবতা (বলদেবেন সহ) এবং (এবং ক্রমেণ) যুদ্ধন্ (যুদ্ধং কুর্ব্বন্ স বানরঃ) পুনঃ পুনঃ (বারম্বারং) ভগ্নে ভগ্নে (বৃক্ষেষু ভগ্নেষু ইত্যর্থঃ) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বস্মাদ্ বনাৎ) বৃক্ষান্ আকৃষ্য (গৃহীত্বা) বনং নির্ব্বৃক্ষং (বৃক্ষশূন্যম্) অকরোৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—বলদেবের সহিত এইরূপে যুদ্ধরত ঐ বানর বারম্বার বৃক্ষ ভগ্ন হইতে দেখিয়া সমস্ত বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া বনকে বৃক্ষশূন্য করিয়াছিল ॥২২॥

ততোঽমুঞ্চচ্ছিলাবর্ষং বলস্যোপর্য্যমর্ষিতঃ।
তৎ সর্ব্বং চূর্ণয়ামাস লীলয়া মুষলায়ুধঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরম্) অমর্ষিতঃ (অসহিষ্ণুর্বানরঃ) বলস্য উপরি শিলাবর্ষং (প্রস্তরবৃষ্টিম্) অমুঞ্চৎ (অত্যজৎ) মুষলায়ুধঃ (রামঃ) সর্ব্বং তৎ (শিলাবর্ষণং) লীলয়া (অনায়াসেনৈব) চূর্ণয়ামাস (চূর্ণীকৃতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দ্বিবিদ অসহিষ্ণু হইয়া বলদেবের উপর শিলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তিনি অনায়াসে সমস্ত শিলা চূর্ণ করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—সুনন্দেন মুষলেন মস্তিষ্কং মস্তকাবয়ববিশেষঃ ॥ ১৮-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সুনন্দ নামক মুষলদ্বারা তাহার মস্তিষ্ক অর্থাৎ মস্তকের অবয়ব বিশেষ চূর্ণ করিলেন ॥ ১৮-২৩ ॥

স বাহূ তালসঙ্কাশৌ মুষ্টীকৃত্য কপীশ্বরঃ।
আসাদ্য রোহিণীপুত্রং তাভ্যাং বক্ষস্যরূরুজৎ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) সঃ কপীশ্বরঃ (বানরেন্দ্রো দ্বিবিদঃ) তালসঙ্কাশৌ (তালবৃক্ষপ্রমাণৌ) বাহূ (ভুজৌ) মুষ্টীকৃত্য (মুষ্টীবদ্ধৌ কৃত্বা) রোহিণীপুত্রং (রামম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) তাভ্যাং (বাহুভ্যাং) বক্ষসি (রামস্য উরসি) অরূরুজৎ (তাড়য়ামাস) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বানরেন্দ্র দ্বিবিদ তালবৃক্ষপ্রমাণ স্বীয় ভুজযুগল মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলদেবের সম্মুখে আসিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার বক্ষোদেশে প্রহার করিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মুষ্টীকৃত্য মুষ্টিমন্তৌ কৃত্বেত্যর্থঃ। অরূরুজৎ তাড়য়ামাস ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বিবিদ বানর দুই হস্ত মুষ্টি করিয়া বলদেবকে বক্ষে তাড়না করিল ॥ ২৪ ॥

যাদবেন্দ্রোঽপি তং দোর্ভ্যাং ত্যক্ত্বা মুষল-লাঙ্গলে।
জত্রাবভ্যর্দ্দয়ৎ ক্রুদ্ধঃ সোঽপতদ্রুধিরং বমন্ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—যাদবেন্দ্রঃ (বলদেবঃ) অপি ক্রুদ্ধঃ (সন্) দোর্ভ্যাং (ভুজদ্বয়েন) মুষললাঙ্গলে (মুষলং লাঙ্গলঞ্চ) ত্যক্ত্বা (নিক্ষিপ্য) তং (দ্বিবিদং) জত্রৌ (কণ্ঠবাহুমূলে) অভ্যর্দ্দয়ৎ (অতাড়য়ৎ তেন) সঃ (দ্বিবিদঃ) রুধিরং বমন্ অপতৎ (পতিতো বভূব) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তখন বলদেবও ক্রুদ্ধ হইয়া ভুজদ্বয়ে মুষল ও লাঙ্গল নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার কণ্ঠ ও বাহুমূলে

আঘাত করায় সে রক্ত বমন করিতে করিতে ভূপতিত হইল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ত্যক্ত্বা মুষল-লাঙ্গলাবিতি তস্য নিরায়ুধত্বে সতি স্বস্যাপি নিরায়ুধত্বৌচিত্যাৎ জত্রৌ কণ্ঠবাহুমূলে ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বলদেব মুষল লাঙ্গল ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ বানর অস্ত্রহীন হইলে নিজেও অস্ত্রহীন হওয়া উচিৎ এই কারণে বানরের কণ্ঠ ও বাহুমূলে আঘাত করিলে সে রক্তবমন করিতে করিতে মাটিতে পড়িল ॥ ২৫ ॥

চকম্পে তেন পততা সটঙ্কঃ সবনস্পতিঃ ।
পর্ব্বতঃ কুরুশার্দ্দূল বায়ুনা নৌরিবাম্ভসি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরুশার্দ্দূল, (কুরুশ্রেষ্ঠ, রাজন,) বায়ুনা (বায়ুবেগেন) অম্ভসি (জলে) নৌঃ ইব (নৌকা যথা কম্পতে তদ্বৎ) পততা (পতনশীলেন) তেন (দ্বিবিদেন) সটঙ্কঃ (টঙ্কাঃ সতোয়বিবরাণি তৎসহিতঃ) সবনস্পতিঃ (বনস্পতয়ো বৃক্ষাঃ তৎসহিতঃ) পর্ব্বতঃ (রৈবতকো গিরিঃ) চকম্পে (কম্পিতঃ বভূব) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বায়ুবেগে জলমধ্যে নৌকা যেরূপ কম্পিত হয়, সেইরূপ ঐ পতনশীল বানর কর্ত্তৃক জলপূর্ণ গর্ত্ত ও বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ রৈবতক পর্ব্বত কম্পিত হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

জয়শব্দো নমঃ শব্দঃ সাধু সাধ্বিতি চাম্বরে ।
সুরসিদ্ধমুনীন্দ্রাণামাসীৎ কুসুমবর্ষিণাম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) চাম্বরে (আকাশে) কুসুমবর্ষিণাং (বলস্যোপরি পুষ্পবর্ষণকারিণাং) সুরসিদ্ধমুনীন্দ্রাণাং (সুরাণাং সিদ্ধানাং মুনীন্দ্রাণাঞ্চ উচ্চারিতঃ) জয়শব্দঃ নমঃ শব্দঃ সাধু সাধু ইতি (শব্দঃ) চ আসীৎ (জাতঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তখন আকাশে পুষ্পবর্ষণকারী দেবতা, সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের উচ্চারিত জয়ধ্বনি, প্রণামবাক্যধ্বনি এবং প্রশংসা-বাক্যধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

এবং নিহত্য দ্বিবিদং জগদ্ব্যতিকরাবহম্ ।
সংস্তূয়মানো ভগবান্ জনৈঃ স্বপুরমাবিশৎ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্বিবিদবধো নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (বলদেবঃ) এবং (এবং ক্রমেণ) জগদ্ব্যতিকরাবহং (জগতো ব্যতিকরং নাশমাবহতীতি তথা তং) দ্বিবিদং নিহত্য (বিনাশ্য) জনৈঃ সংস্তূয়মানঃ (প্রশংসিতঃ সন্) স্বপুরং (দ্বারকাম্) আবিশৎ (প্রবিষ্টো বভূব) ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—ভগবান্ বলদেব এইরূপে জগতের বিপ্লবকারী দ্বিবিদকে নিধনপূর্ব্বক জনসমূহ-কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—সটঙ্কঃ ভিত্তিসহিতঃ পর্ব্বতঃ রৈবতকঃ । "জঙ্ঘায়ামদ্রিভিত্তৌ চ খনিত্রে গ্রাবদারণে । কপিত্থে চাস্ত্রিয়াঃ টঙ্কঃ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥২৬-২৮॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সটঙ্ক অর্থাৎ ভিত্তিসহিত রৈবতক পর্ব্বত নৌকার মত টলমল করিল। ত্রিকাণ্ড শেষ অভিধানে 'টঙ্ক' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন —জঙ্ঘা, পর্ব্বতভিত্তি, খন্তা, প্রস্তর বিদারণ যন্ত্রবিশেষ ও কয়েত বেলকে বুঝায় ॥ ২৬-২৮ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আহলাদদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমস্কন্ধে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

দুর্য্যোধনসুতাং রাজন্ লক্ষ্মণাং সমিতিঞ্জয়ঃ।
স্বয়ম্বরস্থামহরৎ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে নিরুদ্ধ হইলে তদ্বিমোক্ষার্থ বলদেবের হস্তিনাকর্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

জাম্ববতীনন্দন সাম্ব দুর্য্যোধনকন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করিলে কৌরবগণ একত্রিত হইয়া সাম্বকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কর্ণপ্রভৃতি বীরগণ সাম্বের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সাম্বও তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রত্যেক যোদ্ধাকে, সারথী ও অশ্বগণকে বাণে বিদ্ধ করিলে সকলেই তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিলেন। অতঃপর কৌরবপক্ষীয় চারিজন বীর তাঁহাকে রথশূন্য করিয়া এবং তদীয় ধনুঃ ছেদন করিয়া তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক কন্যাসহ হস্তিনাতে লইয়া গেলেন।

দেবর্ষি নারদের মুখে কৌরবগণের তাদৃশ আচরণ শ্রবণ করিয়া এবং উগ্রসেন কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ক্রুদ্ধ যাদবগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে বলদেব, যাহাতে উভয় পক্ষে বিবাদ না হয়, তন্নিমিত্ত যাদবগণকে শান্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ও কুলবৃদ্ধগণসহ হস্তিনাপুরীতে গমন করিলেন। তথায় নগরের বহিঃস্থিত উদ্যানে অবস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জ্ঞাতার্থ উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন। উদ্ধব বলদেবের আগমনবার্ত্তা প্রদান করিলে কৌরবগণ উদ্ধবকে পূজা করিয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ বলদেবের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে আসন ও অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর বলদেব কৌরবগণকে উগ্রসেনের আদেশ অবগত করাইয়া বলিলেন যে, তাঁহারা একত্রিত হইয়া অন্যায়যুদ্ধে সাম্বকে আবদ্ধ করিয়াছেন, অতএব পরস্পর ঐক্য-কামনায় তাঁহাকে বলদেবের হস্তে সমর্পণ করিতে উগ্রসেন আদেশ করিয়াছেন।

কৌরবগণ বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া বলিলেন যে, যাদবগণের পক্ষে কৌরবগণের প্রতি তাদৃশ আদেশ আশ্চর্য্যজনক, উহা যেন চর্ম্ম পাদুকার শিরোদেশে আরোহণের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশের ন্যায়। যাদবগণ কুন্তীর বিবাহে কৌরবদিগের আত্মীয়রূপে গণ্য হইয়া তাঁহাদিগের নিকট রাজসিংহাসন লাভপূর্ব্বক কৌরবগণের তুল্য বলিয়া অভিমান করিতেছেন। অতএব তাঁহাদিগকে রাজচিহ্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া কৌরবগণ পুরীতে প্রবেশ করিলে বলদেব তাঁহাদের দুর্ব্বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, যাহারা ধনাদি গর্ব্বোন্মত্ত, তাহারা কখনই শান্তভাব ইচ্ছা করে না, পশুগণের পক্ষে লগুড়ের ন্যায় তাদৃশ অসাধুগণের পক্ষে দণ্ডই শান্তভাব আনয়ন করে। তিনি যুদ্ধোদ্যত যাদবগণকে শান্ত করিয়া শান্তির অভিলাষে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু দুষ্টস্বভাব গর্ব্বিত কৌরবগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেছে। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী তাদৃশ উগ্রসেন কুরুদিগকে আদেশ প্রদানে সমর্থ নহেন! নিখিল সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী যাঁহার দাসী, যাঁহার পাদরজঃ ইন্দ্রাদি লোকপালগণ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, বলদেব প্রভৃতি যাঁহার অংশ অথবা অংশাংশস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণ রাজপরিচ্ছদের যোগ্য নহেন? তাঁহারা পাদুকাসদৃশ এবং কৌরবগণ মস্তকসদৃশ? ঈদৃশ অযোগ্যবচন স্বয়ং দণ্ডধরের পক্ষে অসহ্য—এই বলিয়া বলদেব লাঙ্গল গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবী কৌরবশূন্যা ও হস্তিনাপুরীকে গঙ্গায় নিমজ্জিত করিবার অভিপ্রায়ে হলাগ্রভাগ দ্বারা হস্তিনাপুরী দক্ষিণদিকে প্রাচীরমূলে আকর্ষণ করিলেন। হস্তিনাপুরীকে গঙ্গামধ্যে পতনোন্মুখ দেখিয়া ভীত কৌরবগণ সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে বলদেবের সম্মুখে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি নিরাধার হইয়াও বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্যের কারণরূপে বিরাজমান। ত্রিভুবন তাঁহার ক্রীড়নকস্বরূপ। তিনি শিরোদেশে ভূমণ্ডল ধারণ করেন এবং প্রলয়কালে নিজদেহে নিখিল

বিশ্বের সংহারপূর্ব্বক শেষশয্যায় শয়ন করেন। অতএব তিনি তত্ত্বজ্ঞানশূন্য কৌরবগণকে ক্ষমা করুন।

বলদেব তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিলে দুর্য্যোধন কন্যাজামাতাকে বিবিধ উপায়ন প্রদান করিলে বলদেব পুত্র ও পুত্রবধূসহ দ্বারকায় প্রস্থান করিয়া যাদবগণকে সম্যক্ অবগত করাইলেন। হস্তিনাপুরী অদ্যাপি বলদেবের প্রভাব সূচনা করিতেছে।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুকঃ উবাচ — (হে) রাজন্, সমিতিঞ্জয়ঃ (সংগ্রামজিৎ) জাম্ববতীসুতঃ সাম্বঃ স্বয়ম্বরস্থাং (স্বয়ম্বরসভাগতাং) দুর্য্যোধনসুতাং (দুর্য্যোধনস্য কন্যাং) লক্ষ্মণাং অহরৎ (বলাদ্ অগ্রহীৎ) ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, সমরবিজয়ী জাম্ববতীনন্দন সাম্ব স্বয়ম্বর-সভায় দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টষষ্টিতমে সাম্বে নিরুদ্ধে কুরুভির্হলী।
দুরুক্ত্যা কোপিতশ্চক্রে গজাহ্বয়বিকর্ষণম্ ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই আটষষ্টিতম অধ্যায়ে কুরুগণ মিলিত হইয়া সাম্বকে অবরুদ্ধ করিলে এবং দুর্ব্বাক্যদ্বারা বলদেবকে কোপিত করিলে, বলদেব লাঙ্গলদ্বারা হস্তিনাপুরীকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়ার জন্য আকর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

কৌরবাঃ কুপিতা ঊচুর্দুর্ব্বিনীতোঽয়মর্ভকঃ।
কদর্থীকৃত্য নঃ কন্যামকামামহরদ্বলাৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(তদানীং) কৌরবাঃ (কুরুবংশীয়াঃ) কুপিতাঃ (ক্রুদ্ধাঃ সন্তঃ) ঊচুঃ (উক্তবন্তঃ) অয়ং দুর্ব্বিনীতঃ (দুষ্টশিক্ষাযুক্তঃ) অর্ভকঃ (বালকঃ) নঃ (অস্মান্) কদর্থীকৃত্য (অবজ্ঞায়) অকামাং (তং বরয়িতুম্ অনিচ্ছন্তীমপি) কন্যাং বলাৎ (বলেন) অহরৎ (হৃতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তৎকালে কৌরবগণ কুপিত হইয়া বলিল যে, এই দুর্ব্বিনীত বালক আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া কন্যার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিয়াছে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—সমিতিঞ্জয়ঃ সংগ্রামজিৎ ॥ ১-২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমিতিঞ্জয় অর্থাৎ সংগ্রামজয়ী ॥ ১-২ ॥

বধ্নীতেমং দুর্ব্বিনীতং কিং করিষ্যন্তি বৃষ্ণয়ঃ।
যোঽস্মৎপ্রসাদোপচিতাং দত্তাং নো ভুঞ্জতে মহীম্ ॥৩

অন্বয়ঃ—(অতঃ) দুর্ব্বিনীতং (দুঃশিক্ষিতম্) ইমং (বালকং) বধ্নীত (বদ্ধং কুরুত) যে (বৃষ্ণয়ঃ) অস্মৎপ্রসাদোপচিতাম্ (অস্মাকং প্রসাদেন অনুগ্রহেন উপচিতাং বর্দ্ধিতাং) দত্তাম্ (অস্মাভিরেব প্রদত্তাং) নঃ (অস্মাকং) মহীং (ভূমিং) ভুঞ্জতে (রাজ্যরূপেণ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ তে) বৃষ্ণয়ঃ (যাদবাঃ তেষাং পুত্রবন্ধনে) কিং করিষ্যন্তি (কিং নাম অপকর্ত্তুং সমর্থাঃ অপিতু কিমপি কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অতএব এই দুর্ব্বিনীত বালককে বন্ধন কর, যাহারা আমাদের অনুগ্রহে পরিবর্দ্ধিত ও আমাদেরই প্রদত্ত রাজত্ব ভোগ করিতেছে, সেই যাদবগণ এজন্য আমাদের কি অপকার করিতে পারিবে ? ৩ ॥

বিশ্বনাথ—নোঽস্মাকং মহীমস্মাভির্দত্তাং ন তে ভূপতয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের রাজ্য আমরা দান করিলে পর যদুগণ ভোগ করিতেছে, তাহারা রাজা নহে, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩ ॥

নিগৃহীতং সুতং শ্রুত্বা যদ্যেষ্যন্তীহ বৃষ্ণয়ঃ।
ভগ্নদর্পাঃ শমং যান্তি প্রাণা ইব সুসংযতাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—বৃষ্ণয়ঃ (যাদবাঃ) সুতং (পুত্রং সাম্বং) নিগৃহীতম্ (অস্মাভির্বন্ধনেনোৎপীড়িতং) শ্রুত্বা যদি ইহ (হস্তিনায়াম্) এষ্যন্তি (যুদ্ধার্থমাগমিষ্যন্তি তদা) ভগ্নদর্পাঃ (নষ্টগর্ব্বাঃ সন্তঃ) সুসংযশঃ (সাধনেন নিগৃহীতাঃ) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) ইব শমং (শান্তিং) যান্তি (যাস্যন্তি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যদি তাহারা পুত্র-নিগ্রহ-শ্রবণে এখানে যুদ্ধার্থ আগমন করে, তাহা হইলে হতদর্প হইয়া সাধননিগৃহীত ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় নিশ্চয়ই শান্তভাব ধারণ করিবে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—যান্তি যাস্যন্তি প্রাণা ইন্দ্রিয়াণীব ॥৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধনকালে প্রাণায়ামদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিলে তাহারা শান্তভাব ধারণ করে, সেইরূপ ॥ ৪ ॥

ইতি কর্ণঃ শলো ভূরিযজ্ঞকেতুঃ সুযোধনঃ।
সাম্বমারেভিরে বদ্ধুং কুরুবৃদ্ধানুমোদিতাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (এবমুক্ত্বা) কর্ণঃ, শলঃ ভূরিঃ, যজ্ঞকেতুঃ, সুযোধনঃ (দুর্য্যোধনঃ এতে) কুরুবৃদ্ধানুমোদিতাঃ (কুরুবৃদ্ধঃ ভীষ্মঃ তেন অনুমোদিতা অনুজ্ঞাতাঃ তৎ সহিতাশ্চ সন্তঃ) সাম্বং বদ্ধুম্ (আবদ্ধীকর্ত্তুম্) আরেভিরে (প্রবৃত্তা বভূবুঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া ভীষ্মদেবের অনুমতিক্রমে তাঁহার সহিত কর্ণ, শল্য, ভূরি, যজ্ঞকেতু এবং দুর্য্যোধন একত্রিত হইয়া সকলে সাম্বকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫ ॥

দৃষ্ট্বানুধাবতঃ সাম্বো ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ মহারথঃ।
প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং তস্থৌ সিংহ ইবৈকলঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—মহারথঃ (মহাযোদ্ধা) সাম্বঃ অনুধাবতঃ (অনুসরতঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়ান্ জনান্) দৃষ্ট্বা রুচিরং (সুন্দরং) চাপং (ধনুঃ) প্রগৃহ্য (গৃহীত্বা) সিংহঃ ইব একলঃ (একাকী এব) তস্থৌ (তেষামভিমুখং স্থিতঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—মহারথ সাম্ব ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় বীরগণকে অনুসরণ করিতে দেখিয়া সুরম্য ধনুঃ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের অভিমুখে অবস্থান করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—শলাদয়স্ত্রয়ঃ সোমদত্তপুত্রাঃ যজ্ঞকেতুর্ভূরিশ্রবাঃ কুরুবৃদ্ধো ভীষ্মস্তেনানুমোদিতা ইত্যেতৎ স্পৃষ্টায়া কন্যায়াঃ বরান্তরাযোগাদয়মেব বরো ভবেৎ কিন্ত্বেতদন্যায়স্বশৌর্য্যাপ্রোদ্যোতনার্থময়ং বন্ধনীয় এব নতু বধ্য ইতি কৃতানুমোদাস্ততশ্চ তেনাপি সহিতাঃ কর্ণাদয়ঃ ষড়িত্যর্থঃ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শল আদি তিনজন সোমদত্তের পুত্র যজ্ঞকেতু অর্থাৎ ভূরিশ্রবা, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, তাহা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া সাম্বকে ধরিবার জন্য চলিল। উদ্দেশ্য এই যে সাম্ব দুর্য্যোধন কন্যাকে স্পর্শ করিয়াছে, অতএব অন্য বরকে দান করা সম্ভব নহে, সাম্বই বর হইবে। কিন্তু এই অন্যায়ভাবে নিজ বীরত্ব প্রদর্শন না করিয়া কন্যা লইয়া যাইতেছে। অতএব ইহাকে বন্ধন কর্ত্তব্য, এই সাম্ব বধ যোগ্য নহে, এইভাবে ভীষ্ম আদির অনুমোদন পাইয়া তাহাদের সহিত কর্ণ আদি ছয়জন যুক্ত হইয়া সাম্বকে বন্ধন করিবার জন্য চলিল ॥ ৫-৬ ॥

তং তে জিঘৃক্ষবঃ ক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষিণঃ।
আসাদ্য ধন্বিনো বাণৈঃ কর্ণাগ্রণ্যঃ সমাকিরন্ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—তং (সাম্বং) জিঘৃক্ষবঃ (গ্রহীতুং ইচ্ছবঃ) ক্রুদ্ধাঃ তিষ্ঠ তিষ্ঠ (পলায়নং মা কুরু অত্রৈব স্থিতো ভব) ইতি ভাষিণঃ (এবং কথয়ন্তঃ) কর্ণাগ্রণ্যঃ (কর্ণঃ অগ্রণীঃ যেষাং তে) তে (পূর্ব্বোক্তাঃ) ধন্বিনঃ (ধনুর্দ্ধারিণঃ) আসাদ্য (তং প্রাপ্য) বাণৈঃ সমাকিরন্ (আচ্ছাদিতবন্তঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—কর্ণ প্রভৃতি ধনুর্দ্ধারিগণ সাম্বকে বন্ধন করিবার অভিপ্রায়ে "ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, পলায়ন করিও না" এইরূপ বলিতে বলিতে তাহার নিকটস্থ হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সমাকিরন্ সম্যগাকীর্ণং চক্রুঃ ॥৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কর্ণ প্রভৃতি সাম্বর নিকটে গিয়া 'পলায়ন করিও না, এই বলিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

সোঽপবিদ্ধঃ কুরুশ্রেষ্ঠ কুরুভির্যদুনন্দনঃ।
নামৃষ্যৎ তদচিন্ত্যার্ভঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগৈরিব ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরুশ্রেষ্ঠ, কুরুভিঃ (কৌরবৈঃ) অপবিদ্ধঃ (আক্রান্তঃ) যদুনন্দনঃ সঃ অচিন্ত্যার্ভঃ (অচিন্ত্যস্য ভগবতঃ অর্ভঃ অর্ভকঃ) ক্ষুদ্রমৃগৈঃ (ইতরপ্রাণিভিঃ অপবিদ্ধঃ) সিংহঃ ইব তৎ (কৌরবচরিতং) ন অমৃষ্যৎ (ন সোঢ়বান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, সিংহ যেরূপ ক্ষুদ্র প্রাণিগণের আক্রমণ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ অচিন্ত্য পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সাম্বও কৌরবগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥৮॥

বিস্ফূর্জ্য রুচিরং চাপং সর্ব্বান্ বিব্যাধ সায়কৈঃ ।
কর্ণাদীন্ ষড়্ রথান্ বীরস্তাবদ্ভির্যুগপৎ পৃথক্ ॥৯॥
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহানেকৈকেন চ সারথীন্ ।
রথিনশ্চ মহেষ্বাসাংস্তস্য তৎ তেঽভ্যপূজয়ন্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—বীরঃ (স সাম্বঃ তদানীং) রুচিরং চাপং (সুন্দরং ধনুঃ) বিস্ফূর্জ্য (নাদয়িত্বা) যুগপৎ (সমকালমেব) তাবদ্ভিঃ ষট্সংখ্যকৈঃ) সায়কৈঃ (বাণৈঃ) পৃথক্ (পৃথগ্ভাবেন) কর্ণাদীন্ (কর্ণপ্রমুখান্) ষড়্ রথান্ (ষড়্ রথিনঃ) সর্ব্বান্ বিব্যাধ (আহতবান্ অথ) চতুর্ভিঃ (চতুর্ভিঃ চতুর্ভিঃ সায়কৈঃ) চতুরঃ (প্রত্যেকং ধন্বিনঃ চতুঃসংখ্যকান্) বাহান্ (অশ্বান্ তথা) একৈকেন (প্রত্যেকং একেন সায়কেন) চ সারথীন্ (তথা) মহেষ্বাসান্ (মহাধনুর্দ্ধারিণঃ) রথিনঃ চ (কর্ণাদীন্ বীরান্ চ বিব্যাধ) তে (কর্ণাদয়ো রথিনঃ) তস্য (সাম্বস্য) তৎ (তাদৃশং বীর্য্যম্) অভ্যপূজয়ন্ (অভ্যনন্দয়ন্) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি সুরম্য ধনুঃ নিনাদিত করিয়া এককালে ছয়টী বাণ দ্বারা পৃথগ্ভাবে কর্ণ প্রভৃতি ছয় রথীকে বিদ্ধ করিলেন, পরে চারি চারিটী বাণ দ্বারা প্রত্যেক যোদ্ধার চারি অশ্বকে, এক একটী বাণদ্বারা সারথিকে এবং রথিগণকে আঘাত করিয়াছিলেন। তখন তাহারা তদীয় বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিল ॥ ৯-১০ ॥

বিশ্বনাথ—অপবিদ্ধঃ অপকর্ম্মণা অন্যায়েন বিদ্ধঃ নামৃষ্যৎ নাসহত অচিন্ত্যস্য ভগবতোঽর্ভঃ। চতুর্ভিশ্চতুর ইত্যত্র বীপ্সাঽনুসন্ধেয়া তৎ কর্ম্ম তে সম্মানিতবন্তঃ ॥ ৮-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপবিদ্ধ অপকর্ম্মের দ্বারা অন্যায় ভাবে বাণ বিদ্ধ হইয়া সাম্ব সহ্য করিলেন না। যেহেতু অচিন্তশক্তি ভগবানের পুত্র সাম্ব বালক। সাম্ব চারিটি চারিটি বাণদ্বারা প্রত্যেক যোদ্ধার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলে তাহার কর্ম্ম কৌরবগণ প্রশংসা করিয়াছিল ॥ ৮-১০ ॥

তন্তু তে বিরথং চক্রুশ্চত্বারশ্চতুরো হয়ান্ ।
একস্তু সারথিং জঘ্নে চিচ্ছেদান্যঃ শরাসনম্ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—তে চত্বারঃ (তেষাং মধ্যে চত্বারো বীরাঃ) চতুরঃ (চতুঃসংখ্যকান্ তস্য) হয়ান্ (অশ্বান্ নিহত্য) তং তু (সাম্বং) বিরথং (রথশূন্যং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ অথ) একঃ তু সারথিং জঘ্নে (হতবান্)অন্যঃ (অপরোঃ বীরঃ সাম্বস্য) শরাসনং (ধনুঃ) চিচ্ছেদ (ছেদিতবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তাহাদের মধ্যে চারিজন বীর তাঁহার চারি অশ্বকে নিহত ও তাঁহাকে রথশূন্য করিল এবং অপর একজন তাঁহার সারথি এবং অন্য একজন তাঁহার ধনুঃ ছেদন করিল ॥ ১১ ॥

তং বদ্ধা বিরথীকৃত্য কৃচ্ছ্রেণ কুরবো যুধি ।
কুমারং যস্য কন্যাঞ্চ স্বপুরং জয়িনোঽবিশন্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—জয়িনঃ (বিজয়ং প্রাপ্তাঃ) কুরবঃ (কৌরবাঃ) যুধি (যুদ্ধে) তং (সাম্বং) বিরথীকৃত্য (রথহীনং কৃত্বা) কৃচ্ছ্রেণ (কষ্টেন) বদ্ধা (আবদ্ধীকৃত্য) কুমারং (সাম্বং) স্বস্য কন্যাং চ (স্বস্য দুর্য্যোধনস্য কন্যাং লক্ষ্মণাঞ্চ নীত্বা) স্বপুরং (হস্তিনাম্) অবিশন্ (প্রবিষ্টা বভূবুঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—বিজয়ী কৌরবগণ যুদ্ধে তাঁহাকে রথশূন্য ও অতিকষ্টে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে এবং কন্যাকে নিজপুরে লইয়া গেল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ---কুমারং কন্যাঞ্চ গৃহীত্বেতি শেষঃ ॥১২

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৌরবগণ কৃষ্ণপুত্র কুমার সাম্বকে ও কন্যাকে ধরিয়া লইয়া গেল ॥ ১২-১৩ ॥

তচ্ছ্রুত্বা নারদোক্তেন রাজন্ সঞ্জাতমন্যবঃ ।
কুরূন্ প্রত্যুদ্যমং চক্রুরুগ্রসেনপ্রচোদিতাঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, নারদোক্তেন (নারদস্য উক্তেন বচনেন) তৎ (কুরুচরিতং) শ্রুত্বা সঞ্জাতমন্যবঃ (জাতক্রোধা যাদবাঃ) উগ্রসেনপ্রচোদিতাঃ (উগ্রসেনেন প্রেরিতাঃ সন্তঃ) কুরূন্ প্রতি (কৌরবানাং পরিভবার্থম্) উদ্যমং (প্রযত্নং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, দেবর্ষি নারদের নিকট যাদবগণ কৌরবগণের ঈদৃশ আচরণ শ্রবণপূর্ব্বক

ক্রুদ্ধ ও উগ্রসেন কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া কৌরবগণের প্রতি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন ॥ ১৩ ॥

সান্ত্বয়িত্বা তু তান্ রামঃ সন্নদ্ধান্ বৃষ্ণিপুঙ্গবান্ ।
নৈচ্ছৎ কুরূণাং বৃষ্ণীনাং কলিং কলিমলাপহঃ ॥১৪॥
জগাম হাস্তিনপুরং রথেনাদিত্যবর্চ্চসা ।
ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ বৃতশ্চন্দ্র ইব গ্রহৈঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—কলিমলাপহঃ (কলিকলুষনাশনঃ) রামঃ (বলদেবঃ) তু সন্নদ্ধান্ (যুদ্ধার্থং কৃতকবচ-বন্ধনাদিকান্) তান্ বৃষ্ণিপুঙ্গবান্ (যাদবপ্রধানান্) সান্ত্বয়িত্বা (সাম্যভাবং নীত্বা) কুরূণাং (কৌরবানাং তথা) বৃষ্ণীনাং (যাদবানাঞ্চ পরস্পরং) কলিং (বিবাদং) ন ঐচ্ছৎ (ন অভিললাষ অতঃ সঃ) গ্রহৈঃ (ইতরগ্রহসমূহেন) বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) চন্দ্রঃ ইব ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈঃ (বৃদ্ধজ্ঞাতিজনৈঃ) চ (বৃতঃ সন্) আদিত্যবর্চ্চসা (সূর্য্যতুল্যপ্রদীপ্তেন) রথেন হাস্তিনপুরং (কুরুরাজধানীং) জগাম (গতবান্) ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ—কলিকলুষনাশন বলদেব যুদ্ধোদ্যত যাদবগণকে শান্ত করিয়া, যাহাতে কৌরব ও যাদবগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত না হয়, এইরূপ অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তিনি গ্রহগণপরিবৃত চন্দ্রদেবের ন্যায় ব্রাহ্মণ ও কুলবৃদ্ধগণে পরিবৃত হইয়া সূর্য্যসদৃশ প্রদীপ্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক হস্তিনাপুরে গমন করিলেন ॥ ১৪-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—সান্ত্বয়িত্বা জগামেত্যন্বয়ঃ। যতো নৈচ্ছদিত্যাদি ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবর্ষি নারদের মুখে কৌরবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ আচরণ যাদবগণ শুনিয়া ক্রুদ্ধ উগ্রসেন কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া যাদবগণ কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত হইলে, কলিকলুষনাশন বলদেব তাহাদিগকে শান্ত করিয়া যাদবগণের সহিত কৌরবগণের বিবাদ না হউক—এই ইচ্ছায় কুলবৃদ্ধ, ব্রাহ্মণগণ ও উদ্ধবের সহিত হস্তিনাপুরে গমন করিলেন ॥ ১৪-১৫ ॥

গত্বা গজাহ্বয়ং রামো বাহ্যোপবনমাস্থিতঃ ।
উদ্ধবং প্রেষয়ামাস ধৃতরাষ্ট্রং বুভুৎসয়া ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—রামঃ গজাহ্বয়ং (হস্তিনাপুরীং) গত্বা বাহ্যোপবনং (পুর্য্যাবহিরুদ্যানম্) আস্থিতঃ (আশ্রিতঃ সন্) ধৃতরাষ্ট্রং (প্রতি) বুভুৎসয়া (অভিপ্রায়-জিজ্ঞাসয়া) উদ্ধবং প্রেষয়ামাস (প্রেরিতবান্) ॥১৬

অনুবাদ—বলদেব হস্তিনায় গমনপূর্ব্বক নগরের বহিঃস্থিত উদ্যানে অবস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন ॥১৬॥

বিশ্বনাথ—বুভুৎসয়া তদভিপ্রায়জিজ্ঞাসয়া ॥১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইখানে গিয়া শ্রীবলদেব নগরের বাহিরে উদ্যানে থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৬ ॥

সোঽভিবন্দ্যাম্বিকাপুত্রং ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ বাহ্লিকম্ ।
দুর্য্যোধনঞ্চ বিধিবদ্রামমাগতমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (উদ্ধবঃ) অম্বিকাপুত্রং (ধৃতরাষ্ট্রং) ভীষ্মং দ্রোণং চ বাহ্লিকং দুর্য্যোধনং চ বিধিবৎ (যথা বিধানম্) অভিবন্দ্য (তেষামভিবাদনং কৃত্বা) আগতং রামং অব্রবীৎ (তস্যাগমনং নিবেদয়ামাস ইত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—উদ্ধব কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক এবং দুর্য্যোধনকে যথাবিধি বন্দনাপূর্ব্বক বলদেবের আগমন নিবেদন করিলেন ॥১৭॥

বিশ্বনাথ—যুধিষ্ঠিরাদিনামভিবাদনে অনুল্লেখস্তদানীং তেষামিন্দ্রপ্রস্থেঽবস্থানাৎ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উদ্ধব ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম আদিকে অভিবাদন জানাইলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদির অভিবাদনে নাম উল্লেখ না থাকায়, তখন তাহারা ইন্দ্রপ্রস্থে, হস্তিনায় ছিলেন না ॥ ১৭ ॥

তেঽতিপ্রীতাস্তমাকর্ণ্য প্রাপ্তং রামং সুহৃত্তমম্ ।
তমর্চ্চয়িত্বাভিযযুঃ সর্ব্বে মঙ্গলপাণয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—সুহৃত্তমং (বান্ধবশ্রেষ্ঠং) তং রামং প্রাপ্তং আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) অতিপ্রীতাঃ (অতিসন্তুষ্টাঃ) তে (কৌরবাঃ) তম্ (উদ্ধবম্) অর্চ্চয়িত্বা (পূজয়িত্বা)

মঙ্গলপাণয়ঃ (উপায়নহস্তাঃ সন্তঃ) সর্ব্বে অভিযযুঃ (রামাভিমুখং গতা বভূবুঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—কৌরবগণ বান্ধবপ্রবর বলদেবের আগমন শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে উদ্ধবকে পূজা করিয়া মাঙ্গলিক উপহার-দ্রব্যসমূহ হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক বলদেবের নিকট গমন করিয়াছিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তমুদ্ধবং সৎকৃত্য ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই উদ্ধবকে সৎকার করিয়া ॥ ১৮ ॥

তং সঙ্গম্য যথান্যায়ং গামর্ঘ্যঞ্চ ন্যবেদয়ন্ ।
তেষাং যে তৎপ্রভাবজ্ঞাঃ প্রণেমুঃ শিরসা বলম্ ॥১৯

অন্বয়ঃ—(তে) যথান্যায়ং (যথাযোগ্যং ধৃতরাষ্ট্রাদয়ঃ সাশীর্ব্বাদালিঙ্গনাদিনা দুর্য্যোধনাদয়ঃ প্রণামাদিনেত্যর্থঃ) তং (রামং) সঙ্গম্য (প্রাপ্য) গাং (ভূমিমাসনমিত্যর্থঃ) অর্ঘ্যং চ ন্যবেদয়ন্ (তস্মৈ প্রদদুঃ) তেষাং (মধ্যে) যে (ভীষ্মাদয়ঃ) তৎপ্রভাবজ্ঞাঃ (তস্য বলস্য প্রভাবং ভাগবতং মহিমানং জানন্তীতি তথাভূতাঃ তে) শিরসা (অবনতমস্তকেন) বলং (রামং) প্রণেমুঃ (অভিবাদয়ামাসুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—বলদেবের স্বরূপাভিজ্ঞ ভীষ্ম প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যথাযোগ্যক্রমে বলদেবকে আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন ও মস্তক নত করিয়া প্রণামাদি সহকারে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া আসন ও অর্ঘ্য নিবেদন করিল ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং মধ্যে যে ভীষ্মাদয়স্তে প্রণেমুঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উদ্ধবের নিকট শ্রীবলদেবের আগমন শ্রবণ করিয়া শ্রীভীষ্ম প্রভৃতি বলদেবের নিকট গিয়া তাহার স্বরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞ, অতএব তাহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ১৯ ॥

বন্ধূন্ কুশলিনঃ শ্রুত্বা পৃষ্ট্বা শিবমনাময়ম্ ।
পরস্পরমথো রামো বভাষেঽবিক্লবং বচঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—পরস্পরং শিবং (মঙ্গলম্) অনাময়ম্ (আরোগ্যঞ্চ) পৃষ্ট্বা বন্ধূন্ কুশলিনঃ (কুশলযুক্তান্) শ্রুত্বা অথো (অনন্তরং) রামঃ অবিক্লবং (স্পষ্টাক্ষরং দৈন্যরহিতং বা) বচঃ (বাক্যং) বভাষে (উবাচ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর বলদেব বন্ধুগণের কুশল অবগত হইয়া অবশেষে স্পষ্টাক্ষরে দৈন্যরহিত বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—পরস্পরং শ্রুত্বা পৃষ্ট্বা স্থিতেষু তেষ্বিতি শেষঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরস্পর পরস্পরের কুশল বলদেব স্পষ্টাক্ষরে দৈন্যরহিত বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

উগ্রসেনঃ ক্ষিতীশেশো যদ্ব আজ্ঞাপয়ৎ প্রভুঃ ।
তদব্যগ্রধিয়ঃ শ্রুত্বা কুরুধ্বমবিলম্বিতম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষিতীশেশঃ (নৃপতিপ্রধানঃ) প্রভুঃ (অস্মাকং স্বামী) উগ্রসেনঃ বঃ (যুষ্মান্) যৎ আজ্ঞাপয়ৎ (আদিষ্টবান্) অব্যগ্রধিয়ঃ (স্থিরচিত্তাঃ সন্তো যূয়ং) তৎ (আজ্ঞাবচনং) শ্রুত্বা অবিলম্বিতং (সত্বরং তদনুমতং কার্য্যং) কুরুধ্বম্ (আচরত) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—নৃপতিপ্রবর যাদবপ্রভু উগ্রসেন আপনাদিগকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা সুস্থচিত্তে শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে তদ্রূপ আচরণ করুন্ ॥২১॥

বিশ্বনাথ—ক্ষিতীশা যূয়ং যুষ্মাকমপীশো রাজা। তত্র হেতুঃ প্রভুঃ সুধর্ম্মাপারিজাতাদ্যুপায়নসমর্পকা মহেন্দ্রাদয়োঽপি যস্যাজ্ঞাকারিণস্তত্র কে যূয়ং বরাকা ইতি যযাতিনা যদূনাং রাজত্বমাত্রং নিষিদ্ধং, নতু রাজেশত্বমিতি ভাবঃ। অব্যগ্রধিয়ঃ সন্ত ইত্যন্যথা স যুষ্মান্ দণ্ডয়িষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনারা রাজা, আপনাদেরও ঈশ্বর উগ্রসেন। তাহার কারণ ইন্দ্রের সুধর্ম্মা সভা, পারিজাত বৃক্ষ উপায়নরূপে ইন্দ্রদান করিয়াছেন। ইন্দ্র আদি যাঁহার আজ্ঞাকারী সেইখানে তোমরা কে, অতিক্ষুদ্র। যযাতি কর্ত্তৃক যদুগণের রাজত্বমাত্র নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু রাজ রাজেশ্বরত্ব নিষেধ করেন নাই। তোমরা সুস্থ চিত্ত হইয়া উগ্রসেনের আদেশ শ্রবণ কর, ইহার অন্যথা করিও না,

অন্যথা করিলে তিনি তোমাদিগকে দণ্ডদান করিবেন —ইহাই ভাবার্থ ॥ ২১ ॥

যদ্‌যূয়ং বহবস্ত্বেকং জিত্বাধর্ম্মেণ ধাম্মিকম্।
অবধ্নীতাথ তন্মৃষ্যে বন্ধূনামৈক্যকাম্যয়া ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(আজ্ঞাবচনমেবাহ) বহবঃ (অনেকে) যূয়ং তু অধর্ম্মেণ (অন্যায়যুদ্ধেন) ধাম্মিকং (ন্যায়-যুদ্ধরতং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারেণ কন্যাং অপহরন্তং বা) একং (সহায়ান্তরশূন্যং সাম্বং) জিত্বা যৎ অবধ্নীত (আবদ্ধং কৃতবন্তঃ) অথ (তৎ শ্রুত্বাপীত্যর্থঃ) বন্ধূনাং (যাদবকৌরবানাম্) ঐক্যকাম্যয়া (মিলন-বাঞ্ছয়া) তৎ (যুষ্মাকং তাদৃশং অন্যায়চরিতং) মৃষ্যে (সহে, অতস্তমানীয় সমর্পয়েতি শেষঃ) ॥২২

অনুবাদ—আপনারা বহুব্যক্তি একত্রিত হইয়া অন্যায় যুদ্ধে সহায়শূন্য এক ধাম্মিককে আবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত হইয়াও বন্ধুগণের মধ্যে পরস্পর ঐক্যকামনায় তাদৃশ অন্যায় আচরণ সহ্য করিতেছি, অতএব তাহাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন্ ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌যূয়মিত্যুগ্রসেনস্য বাক্যং অধর্ম্মেণ জিত্বেতি তন্মৃষ্যে সহে, তস্মাদাশু তমানীয়ঃ সমর্প-য়েতি বাক্যশেষস্যাপ্রয়োগস্তেষাং তাবন্মাত্রশ্রবণেনাপি দুর্বচনে প্রবৃত্তত্বাৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু তোমরা অন্যায় যুদ্ধে বহুব্যক্তি একত্রিত হইয়া সহায়শূন্য এক ধাম্মিককে আবদ্ধ করিয়াছ —ইহা উগ্রসেনের বাক্য। অধর্ম্মদ্বারা জয় করিলে তাহা তিনি সহ্য করিবেন না। অতএব শীঘ্র সাম্বকে আনিয়া সমর্পণ কর—এই বাক্য শেষ, না বলিবার আগেই অল্প শ্রবণ করিয়া দুর্ব্বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ২২ ॥

বীর্য্যশৌর্য্যবলোন্নদ্ধমাত্মশক্তিসমং বচঃ।
কুরবো বলদেবস্য নিশম্যোচুঃ প্রকোপিতাঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—কুরবঃ (কৌরবাঃ) বলদেবস্য বীর্য্য-শৌর্য্যবলোন্নদ্ধং (বীর্য্যং প্রভাবঃ, শৌর্য্যং উৎসাহঃ, বলং সত্ত্বং তৈঃ উন্নদ্ধং উচ্ছৃঙ্খলম্) আত্মশক্তিসমম্ (আত্মনঃ শক্তেঃ সমং অনুরূপং) বচঃ (পূর্ব্বোক্তং বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) প্রকোপিতাঃ (ক্রুদ্ধাঃ সন্তঃ) উচুঃ (উক্তবন্তঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—কৌরবগণ বলদেবের প্রভাব, উৎসাহ ও বলনিবন্ধন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নিজ শক্তির অনুরূপ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কুপিত হইয়া বলিতে লাগিল ॥২৩॥

বিশ্বনাথ—বীর্য্যং প্রভাবঃ শৌর্য্যমুৎসাহঃ বলঞ্চ তৈরুন্নদ্ধমুচ্ছ্রিতম্। আত্মনঃ শক্তেরনুরূপং সমম্। প্রকোপিতাঃ অর্থাদ্বচসৈব ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বীর্য্য অর্থাৎ প্রভাব শৌর্য্য অর্থাৎ উৎসাহ এবং বল তাহার দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া। নিজ শক্তির অনুরূপ কার্য্য করিলে তাহাকে সম বলা হয়। কৌরবগণ বলদেবের বাক্যেই কোপিত হইয়া বলিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

অহো মহচ্চিত্রমিদং কালগত্যা দুরত্যয়া।
আরুরুক্ষত্যুপানদ্বৈ শিরো মুকুটসেবিতম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অহো (আশ্চর্য্যসূচকমব্যয়পদম্) ইদং (যাদবানাং কৌরবান্ প্রত্যাজ্ঞাবচনং) মহৎ চিত্রম্ (অতীবাশ্চর্য্যকরং) কালগত্যা (কালস্য গতিঃ) দুরত্যয়া (দুর্ল্লঙ্ঘ্যা অত ইদং সম্ভবতীত্যর্থঃ) উপানৎ (পাদুকা) বৈ (নিশ্চিতং) মুকুটসেবিতং (মুকুট-স্থিতিযোগ্যমিত্যর্থঃ) শিরঃ (মস্তকম্) আরুরুক্ষতি (আরোঢুমিচ্ছতি, অস্মান্ প্রতি হীনানামাজ্ঞা পাদু-কায়া মস্তকারোহণেচ্ছেব প্রতিভাতীত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অহো! যাদবগণের পক্ষে কৌরবগণের প্রতি এরূপ আদেশ অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক, কালের গতি বস্তুতঃই দুর্ল্লঙ্ঘ্য, সেই জন্যই অদ্য চর্ম্মপাদুকাও মুকুটসেবিত শিরোদেশে আরোহণের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কালগত্যা কালগতিঃ উপানৎ চর্ম্ম-পাদুকাপি শিরস্তচ্চাপি মুকুটযুক্তম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কালের প্রভাবে চর্ম্মপাদুকাও মুকুটযুক্ত মস্তকের উপর আরোহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে ॥ ২৪ ॥

এতে যৌনেন সম্বদ্ধাঃ সহশয্যাসনাশনাঃ।
বৃষ্ণয়স্তুল্যতাং নীতা অস্মদ্দত্তনৃপাসনাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—এতে বৃষ্ণয়ঃ (যাদবাঃ) যৌনেন (কুন্তীদেব্যা বিবাহেন) সম্বদ্ধাঃ (অস্মৎসম্বন্ধং প্রাপ্তা অতঃ) সহশয্যাসনাশনাঃ (সহ সমানা একত্র বা শয্যাদয়ো যেষাং তে কিঞ্চ) অস্মদ্দত্তনৃপাসনাঃ (অস্মাভির্দত্তং নৃপাসনং রাজসিংহাসনং যেভ্যঃ তে তাদৃশাঃ সন্তঃ) তুল্যতাং নীতাঃ (অস্মাকং সামান্যং প্রাপিতাঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই যাদবগণ প্রথমতঃ কুন্তীদেবীর বিবাহ দ্বারা আমাদের আত্মীয়রূপে গণ্য হইয়া ক্রমশঃ একত্র শয়ন, উপবেশন ও ভোজন করিয়া পরে আমাদিগের নিকট হইতেই রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হওয়ায় এখন আমাদের তুল্য বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—এতে যৌনেন পৃথাবিবাহেনেতি শ্যালকভাবো ব্যঞ্জিতঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই যাদবগণ কুন্তীদেবীর বিবাহের দ্বারা আমাদের সহিত শ্যালকভাবে একত্র ভোজন করিয়া আসিতেছে ॥ ২৫ ॥

চামরব্যজনে শঙ্খমাতপত্রঞ্চ পাণ্ডুরম্।
কিরীটমাসনং শয্যাং ভুঞ্জন্ত্যস্মদুপেক্ষয়া ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ এতে) অস্মদুপেক্ষয়া (অস্মাকমনাগ্রহেন) চামরব্যজনে (চামরে এব ব্যজনে) শঙ্খং পাণ্ডুরং (ধবলং) আতপত্রং চ (রাজচ্ছত্রঞ্চ) কিরীটং (রাজমুকুটম্) আসনং (সিংহাসনং) শয্যাং (চ) ভুঞ্জন্তি (উপভুঞ্জতে) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ আমাদের উপেক্ষাবশতঃই ইহারা চামর ব্যজন, শঙ্খ, ধবল রাজছত্র, সিংহাসন, রাজমুকুট, শয্যা প্রভৃতি উপভোগ করিতেছে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভুঞ্জন্তি অস্মাকমুপেক্ষয়েতি অপেক্ষালক্ষণ আদরঃ অস্মাকমেষু ন সম্ভবত্যেব, কিন্তুপেক্ষালক্ষণ অনাদর এবাস্তি। হীনকুলত্বেনাদৃতত্বাদেতদৌদ্ধত্যং বয়মুপেক্ষামহে ইতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের প্রদত্ত রাজচিহ্ন সমূহ আমরা যাহা উপেক্ষা করিয়াছি, তাহাই ছত্র চামরাদি রাজসিংহাসন ভোগ করিতেছে। ইহারা হীনকুল অনাদৃত ইহাদের ঔদ্ধত্য অনাদর করি ॥২৬

অলং যদূনাং নরদেবলাঞ্ছনৈ-
র্দাতুঃ প্রতীপৈঃ ফণিনামিবামৃতম্।
যেঽস্মৎপ্রসাদোপচিতা হি যাদবা
আজ্ঞাপয়ন্ত্যদ্য গতত্রপা বত ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—বত (অহো) অস্মৎপ্রসাদোপচিতাঃ হি (অস্মাকমনুগ্রহেন বর্দ্ধিতা এব) যে যাদবাঃ অদ্য গতত্রপাঃ (নির্লজ্জাঃ সন্তঃ) আজ্ঞাপয়ন্তি (অস্মান্ প্রভুবদাদিশন্তি) ফণিনাং (ফণিভ্যঃ প্রদত্তমিত্যর্থঃ) অমৃতং (দুগ্ধম্) ইব (তদ্ যথা দাতুঃ প্রতীপং ভবতি তথেত্যর্থঃ) দাতুঃ (কৌরবস্য) প্রতীপৈঃ (প্রতিকূলৈঃ) যদূনাং (যাদবানাং) নরদেবলাঞ্ছনৈঃ (রাজচিহ্নৈঃ) অলং (প্রয়োজনং নাস্তিঃ, অতঃপরং তান্যপহরিষ্যাম ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—সর্পগণ যেরূপ দুগ্ধ-প্রদানে-পরিপালনকারী পালকের প্রতিকূল আচরণ করে, সেইরূপ যে যাদবগণ আমাদের অনুগ্রহে বর্দ্ধিত হইয়া সম্প্রতি নির্লজ্জভাবে আমাদিগের প্রতিই প্রভুর ন্যায় আদেশ প্রদান করিতেছে, সেই যাদবগণকে অতঃপর রাজচিহ্ন প্রদান করা উচিৎ নহে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অতঃপরমেষামপরাধোপেক্ষাঽনুচিতেবেত্যাহ,—অলমিতি। তৈনৈতেভ্যো নৃপলাঞ্ছনান্যুত্তারয়িষ্যাম ইতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতঃপর ইহাদের অপরাধ উপেক্ষা করা অনুচিৎ ইহাই বলিতেছেন—অতএব ইহাদিগের রাজচিহ্ন উচ্ছেদ করিব ॥ ২৭ ॥

কথমিন্দ্রোঽপি কুরুভির্ভীষ্মদ্রোণার্জ্জুনাদিভিঃ।
অদত্তমবরুন্ধীত সিংহগ্রস্তমিবোরণঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—উরণঃ (মেষঃ) সিংহগ্রস্তং ইব (যথা সিংহগ্রস্তং বস্তু গ্রহীতুং নার্হতি তথা) ইন্দ্রঃ (দেবরাজঃ) অপি ভীষ্মদ্রোণার্জ্জুনাদিভিঃ কুরুভিঃ (কুরুপক্ষীয়ৈঃ) অদত্তং (বস্তু) কথং অবরুন্ধীত (কথমপি ন স্বীকুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—মেষ যেরূপ সিংহের অধিকৃত বস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইলে ইন্দ্রদেবও কোনও বস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাকমিন্দ্রঃ খল্বনুকূলোঽস্তীতি যদহং কুরুধ্বে তথাপি রে যদবঃ শৃণুধ্বমিত্যাহ,—কথমিতি। অবরুন্ধীত গ্রহীতুং শক্নুয়াৎ। উরণো মেষ ইতি যত্রেন্দ্রমপি মেষমিব পশ্যামস্তত্র যূয়ং কে ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের প্রতি ইন্দ্র অনুকূলে আছে এই যে অহংকার করিতেছ, তথাপি ওরে যাদবগণ শুন! ইহাই বলিতেছেন—ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইলে ইন্দ্রদেব কোন বস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। মেষ যেমন সিংহের অধিকৃতবস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে, সেইরূপ আমরা ইন্দ্রকেও মেষের মত দেখি। সেইখানে তোমরা কে ॥ ২৮ ॥

———

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

জন্মবন্ধুশ্রিয়োন্নদ্ধমদাস্তে ভরতর্ষভ।
আশ্রাব্য রামং দুর্ব্বাচ্যমসভ্যাঃ পুরমাবিশন্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ (শ্রীশুকদেবঃ) উবাচ, (হে) ভরতর্ষভ, (ভরতকুলোত্তম,) জন্মবন্ধুশ্রিয়োন্নদ্ধমদাঃ (জন্মনা জাত্যা বন্ধুভিঃ বান্ধবৈশ্চোপলক্ষিতয়া শ্রিয়া সম্পদা উন্নদ্ধ উৎকটো মদো যেষাং তে) অসভ্যাঃ (দুর্জ্জনাঃ) তে (কৌরবাঃ) রামং দুর্ব্বাচ্যং (পরুষং বাক্যম্) আশ্রাব্য (শ্রাবয়িত্বা) পুরং (হস্তিনাপুরীম্) আবিশন্ (প্রবিষ্টাঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! জাতি, বান্ধব এবং সম্পৎ, এই সমুদয়ের উৎকর্ষবশতঃ অতিমত্ত দুর্জ্জন কৌরবগণ বলদেবকে ঈদৃশ কর্কশবাক্য বলিয়া হস্তিনাপুরীতে প্রবেশ করিল ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—জন্ম সৎকুলজত্বং বন্ধবো ভীষ্মাদয়স্তদ্রূপয়া সম্পত্ত্যা চ উন্নদ্ধ উৎকটো মদো যেষাং তে। দুর্ব্বাচ্যং পরুষবাক্যম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সৎকুলে জন্ম ভীষ্ম আদি যাঁহাদের বন্ধু সেইরূপ সম্পত্তিদ্বারাও উৎকট গর্ব্ব প্রাপ্ত হইয়া কৌরবগণ দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিল ॥২৯

———

দৃষ্ট্বা কুরূণাং দৌঃশীল্যং শ্রুত্বাবাচ্যানি চাচ্যুতঃ।
অবোচৎ কোপসংরব্ধো দুষ্প্রেক্ষ্যঃ প্রহসন্ মুহুঃ ॥৩০

অন্বয়ঃ—অচ্যুতঃ (বলদেবঃ) কুরূণাং দৌঃশীল্যং (দুষ্টস্বভাবং) দৃষ্ট্বা অবাচ্যানি (দুর্ব্বাক্যানি) চ শ্রুত্বা কোপসংরব্ধঃ (ক্রোধাবিষ্টঃ অতএব) দুষ্প্রেক্ষ্যঃ (দুর্দ্দর্শনঃ সন্) মুহুঃ (বারম্বারং) প্রহসন্ (প্রকৃষ্টং হসন্) অবোচৎ (উক্তবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—বলদেব কৌরবগণের দুর্ব্ব্যবহার দর্শন এবং দুর্ব্বাক্য-শ্রবণে ক্রোধান্বিত ও দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া বারম্বার হাস্য সহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

———

নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—নানামদোন্নদ্ধাঃ (নানামদৈঃ ধনাভিজনাদিমদৈঃ উন্নদ্ধা উৎকটাঃ) অসাধবঃ (দুর্জ্জনাঃ) নূনং (নিশ্চিতং) শান্তিং ন ইচ্ছন্তি (শমভাবং নাভিলষন্তি পরন্তু) পশূনাং যথা লগুড়ঃ [প্রশমঃ (প্রকর্ষেণ শময়তীতি প্রশমো দমনকরঃ তথা)] তেষাম্ (অসাধূনাং) দণ্ডঃ (শাসনমেব) প্রশমঃ (প্রশমনকরঃ) হি (নিশ্চিতম্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যাহারা ধনাদি বিবিধবস্তুজনিত গর্ব্বে উন্মত্ত, তাদৃশ দুর্জ্জনগণ কখনও শান্তভাব ইচ্ছা করে না, পরন্তু পশুগণের পক্ষে লগুড়ের ন্যায় ঈদৃশ অসাধুগণের পক্ষেও একমাত্র দণ্ডই শান্তভাব আনয়ন করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—এতে কিয়দ্বা বদন্তি কিয়দ্বা কুর্ব্বন্তি তদ্বদন্তু কুর্ব্বন্ত্বিত্যপেক্ষয়ৈব তদানীং তূষ্ণীমাসীৎ। গতেষু তেষু পৌরলোকেষু তু স্থিতেষু স্বসমুচিতং বক্তুং কর্ত্তুঞ্চ কোপমাবিশ্চকারেত্যাহ,—দৃষ্ট্বেতি। ক্রোধসংরব্ধঃ কোপাবিষ্টঃ ॥ ৩০-৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যখন কৌরবগণ ঐরূপ বলিতেছিল, তখন বলদেব ভাবিলেন—ইহারা কি বা

বলিতেছে, কি বা করিতেছে, তাহা বলুক ও করুক এ সকল উপেক্ষা মনে করিয়া ঐকালে মৌন ছিলেন। পুরবাসীগণ চলিয়া গেলে পর নিজ সমুচিত বলিবার ও করিবার কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতেছেন—ক্রোধসংরব্ধ কোপাবিষ্ট ॥ ৩০-৩১ ॥

অহো যদূন্ সুসংরব্ধান্ কৃষ্ণঞ্চ কুপিতং শনৈঃ।
সান্ত্বয়িত্বাহমেতেষাং শমমিচ্ছন্নিহাগতঃ ॥ ৩২ ॥
ত ইমে মন্দমতয়ঃ কলহাভিরতাঃ খলাঃ।
তং মামবজ্ঞায় মুহুর্দুর্ভাষান্ মানিনোঽব্রুবন্ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ— অহো, অহং সুসংরব্ধান্ (যুদ্ধার্থমুদ্যতান্) যদূন্ (যাদবান্ তথা) কুপিতং (ক্রুদ্ধং) কৃষ্ণং চ (কৃষ্ণমপি) শনৈঃ (মন্দং মন্দং) সান্ত্বয়িত্বা (সাম্যং নীত্বা) এতেষাং (কুরূণাং) শমং (শান্তিম্) ইচ্ছন্ (অভিলষন্) ইহ (হস্তিনা পুর্য্যাম্) আগতঃ (সমাগতোঽস্মি তথাপি) মন্দমতয়ঃ (দুর্ব্বুদ্ধয়ঃ) কলহাভিরতাঃ (বিবাদাসক্তাঃ) খলাঃ (দুষ্টস্বভাবাঃ) মানিনঃ (অহঙ্কারিণঃ) তে ইমে (কুরবঃ) তং (তেষামেব শান্তিমিচ্ছন্তমিত্যর্থঃ) মাম্ অবজ্ঞায় (তুচ্ছীকৃত্য) মুহুঃ (বারম্বারং) দুর্ভাষান্ (অবাচ্য-শব্দান্) অব্রুবন্ (ঊচুঃ) ॥ ৩২-৩৩ ॥

অনুবাদ—কি আশ্চর্য্য! আমি যুদ্ধোদ্যত যাদবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণকে ধীরবাক্যে শান্ত করিয়া ইহাদের শান্তির অভিলাষে স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়াছি, এ অবস্থায় বিবাদাসক্ত, দুর্ব্বুদ্ধি, দুষ্টস্বভাব, অহঙ্কারিগণ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বারম্বার অবাচ্য বাক্য উচ্চারণ করিতেছে ॥ ৩২-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—নানাধনাদিমদৈরুন্নদ্ধাঃ দণ্ড এব নানামদান্ প্রশময়তীতি প্রশমঃ। নতু সামাদিরূপায় ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তং প্রসিদ্ধমেতেষাং হিতকারিণমপি মাম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নানা ধনাদিগর্ব্বদ্বারা উদ্ধতগণকে দণ্ডদ্বারাই নানাবিধ গর্ব্ব শান্ত করিব, কিন্তু সাম অর্থাৎ স্তুতিবাক্যদ্বারা ইহারা শান্ত হইবে না॥৩২

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই প্রসিদ্ধ ইহাদের হিতকারী আমাকেও এইরূপ বক্যে শুনাইতেছে ॥ ৩৩ ॥

নোগ্রসেনঃ কিল বিভুর্ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ।
শক্রাদয়ো লোকপালা যস্যাদেশানুবর্ত্তিনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—শক্রাদয়ঃ (ইন্দ্রপ্রমুখাঃ) লোকপালাঃ যস্য (উগ্রসেনস্য) আদেশানুবর্ত্তিনঃ (আজ্ঞাপালকা বর্ত্তন্তে সঃ) ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ (ভোজাদীনামধিপঃ) উগ্রসেনঃ বিভুঃ (আজ্ঞাপয়িতুং সমর্থঃ) ন কিল (ন ভবতি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রাদি লোকপালগণ যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী রহিয়াছেন, ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধিপতি সেই উগ্রসেন ইহাদের মতে আদেশ-প্রদানে সমর্থ বলিয়া গণ্য নহেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্ভাষণান্যনুস্মরতি ষড়্ভিঃ,—নোগ্রসেন ইতি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৌরবদের দুষ্টভাষণ স্মরণ করিয়া ছয়টী শ্লোকে বলিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

সুধর্ম্মাক্রম্যতে যেন পারিজাতোঽমরাঙ্ঘ্রিপঃ।
আনীয় ভুজ্যতে সোঽসৌ ন কিলাধ্যাসনার্হণঃ ॥৩৫

অন্বয়ঃ—যেন (শ্রীকৃষ্ণেন) সুধর্ম্মা (দেবসভা) আক্রম্যতে (পীড্যতে অপি চ) অমরাঙ্ঘ্রিপঃ (দেবতরুঃ) পারিজাতঃ আনীয় (দ্বারকাং নীত্বা) ভুজ্যতে (অধিক্রিয়তে) সঃ অসৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কিল (নূনম্) অধ্যাসনার্হণঃ ন (সিংহাসনারোহণযোগ্যত্বেন এতেষাং সম্মতো ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—যিনি সুধর্ম্মানাম্নী দেবসভা আক্রমণপূর্ব্বক পারিজাত আনয়ন করিয়া উপভোগ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের মতে সিংহাসন যোগ্য নহেন! ৩৫ ॥

যস্য পাদযুগং সাক্ষাচ্ছ্রীরুপাস্তেঽখিলেশ্বরী।
স নার্হতি কিল শ্রীশো নরদেবপরিচ্ছদান্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অখিলেশ্বরী (নিখিলসম্পদধিষ্ঠাত্রী) সাক্ষাৎ শ্রীঃ (স্বয়ং লক্ষ্মীরপি) যস্য (কৃষ্ণস্য) পাদযুগং (চরণযুগলম্) উপাস্তে (নিরন্তরং সেবতে) সঃ শ্রীশঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) নরদেবপরিচ্ছদান্ (রাজপরিচ্ছদান্) ন অর্হতি কিল (প্রাপ্তুং নৈতেষাং সম্মতো ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—নিখিল সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যাঁহার চরণযুগলের নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের মতে রাজপরিচ্ছদলাভে সমর্থ নহেন ! ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—অহো ধৃষ্টাঃ অলং যদূনামিত্যুক্ত্যা কৃষ্ণমপ্যাক্ষিপন্তীতি কুপিত আহ,—সুধর্মেত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ। অধ্যাসনং নৃপসিংহাসনং তদপি নার্হতি ॥ ৩৫-৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ওরে ধৃষ্টগণ! যদুগণের কথা কি বলিতেছ ? কৃষ্ণকেও অবজ্ঞা করিতেছ—এইভাবে কুপিত হইয়া বলিতেছেন—সুধর্ম্মা ইত্যাদি তিনটী শ্লোকদ্বারা। অধ্যাসন অর্থাৎ রাজসিংহাসন তাহাও যাদবগণ পাইবার যোগ্য নহে ॥ ৩৫-৩৬ ॥

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—অখিললোকপালৈঃ (ইন্দ্রাদিনিখিললোকপালকৈঃ কর্ত্তৃভিঃ) মৌল্যুত্তমৈঃ (মৌমিযুক্তৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ মস্তকৈঃ অথবা উত্তমৈঃ মৌলিভিঃ করণভূতৈরিত্যর্থঃ) ধৃতং (সাদরং গৃহীতমপি চ) উপাসিততীর্থতীর্থম্ (উপাসিতানি তীর্থানি যৈঃ যোগিভিস্তেষামপি তীর্থং, যদ্বা উপাসিতং সর্ব্বৈঃ সেবিতং তীর্থং গঙ্গা তস্য তীর্থং তীর্থত্বনিমিত্তং) যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃ (পাদপদ্মরজঃ) যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) কলায়াঃ (অংশস্য) কলাঃ (অংশভূতাঃ) ব্রহ্মা ভবঃ (শিবঃ) অহং (সঙ্কর্ষণঃ) অপি শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) চ (এতে বয়ং) চিরং (সুদীর্ঘকালং নিরন্তরমিত্যর্থঃ) উদ্বহেম (ধারয়ামঃ) অস্য (ঈদৃশস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) নৃপাসনং (রাজসিংহাসনং) ক্ব (অপি তু কুত্রাপি নাস্ত্যেবেতি ক্রোধোপহাসঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রাদি লোকপালগণ নিখিল তীর্থগণের পরমতীর্থস্বরূপ যাঁহার পাদপঙ্কজরজঃ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, আমি এবং স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী কেহ অংশ, কেহ অংশাংশ—আমরা সকলে যাহা নিরন্তর ধারণ করিতেছি, ঈদৃশ শ্রীকৃষ্ণের নিকট সামান্য রাজসিংহাসনের কি মাহাত্ম্য ? ৩৭ ॥

ভুঞ্জতে কুরুভির্দত্তং ভূখণ্ডং বৃষ্ণয়ঃ কিল।
উপানহঃ কিল বয়ং স্বয়ন্তু কুরবঃ শিরঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—বৃষ্ণয়ঃ (যাদবাঃ) কুরুভিঃ (কৌরবৈঃ) দত্তম্ (অনুগ্রহেন প্রদত্তং) ভূখণ্ডং (রাজ্যং) ভুঞ্জতে কিল (অধিকুর্ব্বন্তি) বয়ং (যাদবাঃ) উপানহঃ (পাদুকাতুল্যাঃ) তু (পরন্তু) কুরবঃ (কৌরবাঃ) স্বয়ং শিরঃ কিল (মস্তকতুল্যা ভবন্তি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—যাদবগণ কৌরবগণের প্রদত্ত রাজত্ব ভোগ করিতেছে, আমরা পাদুকা, আর কৌরবগণ স্বয়ং মস্তক হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—মৌল্যুত্তমৈর্মৌল্যুত্তমেষু ধৃতম্ উপাসীততীর্থাঃ যোগীন্দ্রাস্তেষামপি তীর্থরূপং কিঞ্চ ব্রহ্মৈব যুষ্মদ্বিধানাং স্রষ্টা ইন্দ্রাদিভ্যোঽপ্যৈশ্বর্য্যেনাধিকঃ ততোঽপি ভবস্ততোঽপ্যহং এবমেতে ব্রহ্মাদয়ো বয়ং যস্য কলায়া একস্যা এব কলাঃ তথা অস্মত্তঃ সর্ব্বেভ্যোঽপ্যধিকশ্রীঃ স্বরূপভূতা শক্তিঃ উদ্বহেম উৎকর্ষেণ বহামঃ। অস্য কৃষ্ণস্য নৃপাসনং ক্ব কিন্ত্বেতেভ্য সকাশাৎ ভিক্ষিত্বৈব এতৎকৃপয়ৈব লভ্যং স্যাদিতি বক্রোক্তিঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাঁহার চরণধূলি যোগীন্দ্রগণ উত্তম মস্তকে ধারণ করিয়া উপাসনা করেন। আরও বলি—ব্রহ্মাই তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা—ইন্দ্রাদি হইতেও ঐশ্বর্য্যে অধিক, ব্রহ্মা হইতেও মহাদেব অধিক, তাহা হইতেও আমি, এইসকল ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া আমরাও ষোল অংশের এক অংশ কলাস্বরূপ এবং আমাদের সকল হইতেও লক্ষ্মীদেবী যাঁহারা স্বরূপভূতা শক্তি আমরা যাঁহার চরণধূলি উৎকর্ষের সহিত মস্তকে বহন করিতেছি। এই শ্রীকৃষ্ণের রাজ-সিংহাসন কোথায়। কিন্তু ইহারা বলিতেছে ইহাদের নিকট ভিক্ষা করিয়া ইহাদের কৃপায়ই এই সিংহাসন লাভ হইয়াছে, ইহা বক্রোক্তি ॥ ৩৭-৩৮ ॥

অহো ঐশ্বর্য্যমত্তানাং মত্তানামিব মানিনাম্।
অসম্বদ্ধা গিরো রুক্ষাঃ কঃ সহেতানুশাসিতা ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—অহো ! অনুশাসিতা (স্বয়ং দণ্ডধরঃ সন্) কঃ (কো নাম পুরুষঃ) মত্তানাং (মদ্যাদিনা অভিভূতচিত্তানাম্) ইব ঐশ্বর্য্যমত্তানাম্ (ঐশ্বর্য্যেণ সম্পদা মত্তানামভিভূতচিত্তানাম্) মানিনাং (গর্ব্বিতানামেতেষাং) রুক্ষাঃ (পরুষাঃ) অসম্বদ্ধাঃ (অযোগ্যাঃ) গিরঃ (বাক্যানি) সহেত (কোঽপি ন সহেতেত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—অহো ! স্বয়ং দণ্ডধর হইয়া কোন্ ব্যক্তি মদমত্ততুল্য ঐশ্বর্য্যমত্ত এবং গর্ব্বিত পুরুষগণের ঈদৃশ রুক্ষ ও অযোগ্য বচন সহ্য করিতে পারে ? ৩৯॥

অদ্য নিষ্কৌরবাং পৃথ্বীং করিষ্যামীত্যমর্ষিতঃ ।
গৃহীত্বা হলমুত্তস্থৌ দহন্নিব জগত্রয়ম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) অদ্য পৃথ্বীং (পৃথিবীং) নিষ্কৌরবাং (কৌরবশূন্যাং) করিষ্যামি ইতি (এবমুক্ত্বা বলদেবঃ) অমর্ষিতঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) জগত্রয়ং (ত্রিলোকং) দহন্ ইব (দগ্ধুমুপক্রান্ত ইব) হলং (লাঙ্গলাস্ত্রং) গৃহীত্বা উত্তস্থৌ (উত্থিতঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—অতএব অদ্য এই পৃথিবী কৌরবশূন্যা করিব,—এই বলিয়া বলদেব ক্রুদ্ধচিত্তে ত্রিলোকদাহনের ন্যায় উপক্রম করিয়া লাঙ্গল গ্রহণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—এবং বক্রোক্ত্যা উপহস্য তত্ত্বমাহ,—সার্দ্ধপাদাধিকেন শ্লোকেন অহো ইতি। মত্তানাং মদিরামত্তানামিব মানিনাং গর্ব্ববতাম্। অনুশাসিতা স্বয়ং দণ্ডকর্ত্তা সন্ মাদৃশঃ খলু কঃ সহেত অন্যঃ সহতাং নামেতি ভাবঃ ॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে বক্রোক্তিদ্বারা উপহাস করিয়া তত্ত্ব বলিতেছেন —অহো ! মদমত্তদিগের ন্যায় মানীদিগের গর্ব্ব শাসনকর্ত্তা স্বয়ং দণ্ডধর আমার ন্যায় কোন ব্যক্তি সহ্য করিবে না, অন্যে সহ্য করে করুক্ ॥ ৩৯-৪০ ॥

লাঙ্গলাগ্রেণ নগরমুদ্বিদার্য্য গজাহ্বয়ম্ ।
বিচকর্ষ স গঙ্গায়াং প্রহরিষ্যন্নমর্ষিতঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—অমর্ষিতঃ (অতিক্রুদ্ধঃ) সঃ (বলদেবঃ) লাঙ্গলাগ্রেণ গজাহ্বয়ং (হস্তিনাখ্যং) নগরং উদ্‌বিদার্য্য (দক্ষিণতঃ প্রাকারমূলে নিখাতেনোৎপাট্য) গঙ্গায়াং প্রহরিষ্যন্ (সাম্বং বিনা সর্ব্বং নগরং নিমদ্ধয়িতুমিষ্যন্) বিচকর্ষ (আকৃষ্টবান্) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বলদেব লাঙ্গলাগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণদিকে প্রাচীরমূলে নগরকে বিদারিত করিয়া সাম্ব ব্যতীত সমস্ত নগর গঙ্গায় নিমজ্জিত করিবার জন্য আকর্ষণ করিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—লাঙ্গলাগ্রেণ তদিচ্ছয়া বর্দ্ধিতস্য লাঙ্গলস্যাগ্রেণ দক্ষিণতঃ প্রাকারমূলে নিখাতেন উদ্বিদার্য্য উৎপাট্য বিচকর্ষ বলাজ্জলান্তিকমানিনায় কিং কর্ত্তুং প্রহরিষ্যন্ প্রহর্ত্তুং সাম্বং বিনা সর্ব্বমেব নগরং স্বজলেনৈবং প্রহৃত্য বধ্যতামিতি গঙ্গাং প্রত্যাদেশাৎ নিষ্কৌরবাং পৃথ্বীং করিষ্য ইতি প্রাক্ প্রতিজ্ঞাতঞ্চ সর্ব্বনগরনিমজ্জনেঽপি সাম্বস্য ন কিমপ্যমঙ্গলমভবিষ্যদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লাঙ্গলের অগ্রভাগ দ্বারা অর্থাৎ শ্রীবলদেবের ইচ্ছায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লাঙ্গলের অগ্রভাগদ্বারা দক্ষিণ পার্শ্বের প্রাচীরমূলে প্রবেশ করাইয়া সম্পূর্ণ নগরটিকে পৃথিবী হইতে আলাদা করিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া জলের নিকট আনিয়াছিলেন কি করিবার জন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—আছড়াইয়া ফেলিবার জন্য। সাম্ব ব্যতীত সকল নগরকেই নিজের জলদ্বারা বধ কর, এই গঙ্গার প্রতি আদেশ। পৃথিবীকে কৌরবহীন করিব এরূপ প্রথম প্রতিজ্ঞাদ্বারা সর্ব্ব নগর নিমজ্জিত হইলেও সাম্বের কিছুই অমঙ্গল হইত না। ইহাই জানিতে হইবে ॥ ৪১ ॥

জলযানমিবাঘূর্ণং গঙ্গায়াং নগরং পতৎ ।
আকৃষ্যমাণমালোক্য কৌরবা জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ৪২ ॥
তমেব শরণং জগ্মুঃ সকুটুম্বা জিজীবিষবঃ ।
সলক্ষ্মণং পুরস্কৃত্য সাম্বং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রভুম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—আকৃষ্যমাণং (বলদেবেন হলাগ্রেণ আকৃষ্টমপি চ) গঙ্গায়াং পতৎ (পতিতুং উপক্রান্তং তৎ) নগরং (হস্তিনাপুরং) জলযানং ইব (নৌকাদিবৎ) আঘূর্ণং (সর্ব্বতো ঘূর্ণমানম্) আলোক্য (দৃষ্ট্বা) জাতসম্ভ্রমাঃ (ভয়ার্ত্তাঃ) সকুটুম্বাঃ (স্বজন-

সহিতাঃ) কৌরবাঃ জিজীবিষবঃ (জীবিতুমিচ্ছবঃ) অপি চ) প্রাঞ্জলয়ঃ (বদ্ধাঞ্জলয়ঃ সন্তঃ) সলক্ষ্মণং (লক্ষ্মণয়া সহিতং) সাম্বং পুরস্কৃত্য (অগ্রে কৃত্বা) প্রভুং তং (বলদেবম্) এব শরণম্ (আশ্রয়ং) জগ্মুঃ (প্রাপ্তা বভূবুঃ) ॥ ৪২-৪৩ ॥

অনুবাদ—তাঁহার হলাগ্রভাগে আকৃষ্ট এবং গঙ্গামধ্যে পতনোন্মুখ হস্তিনানগরকে জলযানতুল্য সর্ব্বত্র ঘূর্ণিত দেখিয়া স্বজন সহিত কৌরবগণ ভয়ার্ত্ত-চিত্তে জীবনরক্ষার অভিলাষে কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণা ও সাম্বকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রভু বলদেবের শরণাপন্ন হইল ॥ ৪২-৪৩ ॥

রাম রামাখিলাধার প্রভাবং ন বিদাম তে।
মূঢ়ানাং নঃ কুবুদ্ধীনাং ক্ষন্তুমর্হস্যতিক্রমম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তে উচুঃ হে) অখিলাধার, (নিখিল-জগদাশ্রয়,) রাম, (ইতি সম্ভ্রমাৎ দ্বিরুক্তিঃ বয়ং) তে (তব) প্রভাবং (বীর্য্যং) ন বিদাম (ন জানীমহে অতঃ) মূঢ়ানাং (তত্ত্বজ্ঞানরহিতানামতএব) কুবুদ্ধীনাং (কুমতীনাং) নঃ (অস্মাকং অস্মাভিরনুষ্ঠিতমিত্যর্থঃ) অতিক্রমং (ভবদবহেলনং) ক্ষন্তুং (সোঢ়ুম্) অর্হসি (প্রভবসি, অস্মাকমপরাধং ক্ষমস্বেত্যর্থঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তাহারা বলিতে লাগিল,—হে নিখিল-জগদাশ্রয় রাম, আমরা আপনার বীর্য্য অবগত নহি, অতএব এই তত্ত্বজ্ঞানশূন্য কুমতিগণের কৃত অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৪৪ ॥

স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ানাং ত্বমেকো হেতুর্নিরাশ্রয়ঃ।
লোকান্ ক্রীড়নকানীশ ক্রীড়তস্তে বদন্তি হি ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, (প্রভো) নিরাশ্রয়ঃ (স্বয়ং নিরাধারঃ) তম্ একঃ (এব) স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ানাং (সৃষ্টিস্থিতিসংহারাণাং) হেতুঃ (কারণং ভবসি অপি চ তত্ত্বজ্ঞাঃ) লোকান্ (এতানি ভুবনানি) ক্রীড়তঃ (লীলাপরায়ণস্য) তে (তব) ক্রীড়নকান্ (ক্রীড়াসাধনতুল্যান্) বদন্তি হি (কথয়ন্তি কিল) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনি স্বয়ং নিরাধার হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্যের কারণরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞগণ এই ত্রিভুবনকে লীলাপরায়ণ আপনার ক্রীড়া পদার্থরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—জলযানমুড়ুপমিব আসমন্তাদ্‌ঘূর্ণত ইত্যাঘূর্ণম্। জিজীবিষব ইত্যক্ষরাধিক্যং ন দোষঃ। নবাক্ষরৈকপাদো বৃত্তভেদোঽস্তীতি ভাষাবৃত্তাবুক্তেঃ। সলক্ষ্মণং সাম্বং পুরস্কৃত্যেতি রামং সদ্যঃ প্রসাদয়িতুম্ ॥ ৪২-৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জলযান নৌকার মত চতুর্দ্দিক ঘুরাইয়া দিলেন প্রাণে বাঁচিবার ইচ্ছায় কৌরবগণ, এইস্থলে শ্লোকমধ্যে একটি অক্ষর অধিক হইলেও দোষ নাই। একচরণে নয় (৯) অক্ষর ইহা এক-প্রকার ছন্দ, ইহা ভাষাবৃত্ত গ্রন্থে উক্তি আছে। কৌরবগণ অতিশয় সম্ভ্রমে লক্ষ্মণা ও সাম্বকে সম্মুখে লইয়া বলরামকে সদ্য প্রসন্ন করিবার জন্য ॥৪২-৪৫

ত্বমেব মূর্দ্ধ্নীদমনন্ত লীলয়া
ভূমণ্ডলং বিভর্ষি সহস্রমূর্দ্ধন্।
অন্তে চ যঃ স্বাত্মনিরুদ্ধবিশ্বঃ
শেষেঽদ্বিতীয় পরিশিষ্যমাণঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সহস্রমূর্দ্ধন্, (সহস্রমস্তক) অনন্ত, (অপরিচ্ছিন্নত্বাদনন্তসংজ্ঞক) ত্বম এব লীলয়া মূর্দ্ধ্নি (মস্তকোপরি) ইদং ভূমণ্ডলং বিভর্ষি (ধারয়সি) অন্তে চ (প্রলয়েঽপি) স্বাত্মনিরুদ্ধবিশ্বঃ (স্বাত্মনি নিরুদ্ধং সংহৃতং বিশ্বং যেন স তাদৃশঃ সন্) যঃ অদ্বিতীয়ঃ (একলঃ পুরুষঃ) শেষে (শেষপর্য্যঙ্কে) পরিশিষ্যমাণ (অবশিষ্টো বর্ত্ততে স চ ত্বমেবেত্যর্থঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে সহস্রমস্তক অনন্ত, আপনিই লীলা-বশে স্বীয় শিরোদেশে এই ভূমণ্ডল ধারণ করিতেছেন। আপনিই প্রলয়কালে নিজদেহে নিখিল বিশ্বের সংহার-পূর্ব্বক অদ্বিতীয়রূপে শেষ শয্যায় অবস্থিত থাকেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—শেষে স্বপিষি শেষপর্য্যঙ্কে অদ্বিতীয়ঃ ত্রৈলোক্যে ত্বদন্যস্য তদানীমবিদ্যমানত্বাৎ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শেষ শয্যায় শয়ন কর অর্থাৎ শেষ নাগের পালঙ্কে, অদ্বিতীয় অর্থাৎ ত্রৈলোক্যে তোমা ব্যতীত অন্যের ঐ প্রলয় কালে বিদ্যমান না থাকা হেতু ॥ ৪৬ ॥

কোপস্তেঽখিলশিক্ষার্থং ন দ্বেষান্ন চ মৎসরাৎ।
বিভ্রতো ভগবন্ সত্ত্বং স্থিতিপালনতৎপরঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, সত্ত্বং (সত্ত্বগুণং) বিভ্রতঃ (ধারয়তঃ) তে (তব) স্থিতিপালনতৎপরঃ (স্থিতিপালনে তৎপরঃ তাৎপর্য্যবান্) কোপঃ (ক্রোধঃ) অখিলশিক্ষার্থং (নিখিলজীববিনয়নার্থমেব ভবতি, পরন্তু) দ্বেষাৎ (বিদ্বেষবশাৎ) ন (ন ভবতি) মৎসরাৎ চ (মাৎসর্য্যবশাদপি) ন (ন ভবতি, পালকস্য পাল্যেষু তদসম্ভবাদিত্যর্থঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি সত্ত্বগুণ ধারণ করিয়া থাকেন ; অতএব নিখিলজীবের শিক্ষা এবং প্রকৃতপক্ষে জগতের স্থিতি ও পালনের জন্যই আপনার ক্রোধ উৎপন্ন হইতে পারে, বিদ্বেষ বা মাৎসর্য্য-নিবন্ধন আপনার ক্রোধ সম্ভবপর নহে ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—সত্ত্বং পালনার্থকং সত্ত্বগুণমিদানীং বিভ্রতস্তব কোপোঽয়মখিলানাং শিক্ষণার্থমেব। কোপঃ কীদৃশঃ স্থিতেঃ শিষ্টমর্য্যাদয়াঃ পালনে তৎপরস্তাৎ-পর্য্যবান্। যদয়ং কোপঃ কৃতস্তত এব বয়ং শিষ্টাঃ সংপ্রত্যভূম পূর্ব্বন্ত দুষ্টাস্ত্বামপশ্যন্তো গর্ব্বান্ধা এবাস্মেতি ভাবঃ। নির্ব্বিসর্গপাঠে সম্বোধনপদম্ ॥৪৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিশ্বের পালনের জন্য এখন সত্ত্বগুণ ধারণকারী তোমার যে ক্রোধ ইহা সকলের শিক্ষাদানের জন্যই। ক্রোধ কেমন? শিষ্টগণের মর্য্যাদা পালনে তাৎপর্য্যবান্ আপনি। এই যে ক্রোধ আপনি করিলেন তাহাতেই আমরা এখন হইতে ভদ্র হইলাম, পূর্ব্বে দুষ্ট ছিলাম। আপনাকে দেখিয়া গর্ব্বে অন্ধই হইয়াছিলাম। বিসর্গ বাদ দিয়া পাঠ করিলে ইহা সম্বোধন পদ হয় ॥ ৪৭ ॥

নমস্তে সর্ব্বভূতাত্মন্ সর্ব্বশক্তিধরাব্যয়।
বিশ্বকর্ম্মন্ নমস্তেঽস্তু ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) সর্ব্বভূতাত্মন্, (সর্ব্বভূতান্ত-র্য্যামিন্) সর্ব্বশক্তিধর, অব্যয়, (অক্ষরস্বরূপ) তে (তুভ্যং) নমঃ। (হে) বিশ্বকর্ম্মন্, (বিশ্বং কর্ম্ম-কৃত্যং যস্য স তৎ সম্বোধনং হে নিখিলকারণ,) তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু, বয়ং (কৌরবাঃ) ত্বাং শরণম্ (আশ্রয়ং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বভূতান্তর্য্যামিন্, সর্ব্বশক্তিধর, অব্যয়পুরুষ, আপনাকে নমস্কার করিতেছি। হে নিখিলকারণ, আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আমরা অদ্য আপনার শরণাগত হইলাম ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—দুষ্টান্ বো বধিষ্যাম্যেবেতি চেত্তত্রাহ সর্ব্বশক্তিধর অস্মাকং মারণেঽপি পালনেঽপি শক্তিং দধাস্যেব অব্যয়েতি অস্মাকং জীবনে মরণে বা তব ন কিমপি ব্যেতি। কিঞ্চ হে বিশ্বকর্ম্মন্নিতি বিশ্বমিদং তবৈব কর্ম্মকার্য্যমিতি জীবয়িতুমেবাস্মানর্হসীতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুষ্ট তোমাদিগকে বধ করিবই, ইহা যদি বলেন তাহার উত্তরে বলি— সর্ব্ব-শক্তিধর আপনি আমাদিগকে মারণে ও পালনেও শক্তিধারণ করেনই। অব্যয় অর্থাৎ আমাদের জীবনে বা মরণে তোমার কিছু ক্ষতি নাই, আর হে বিশ্বকর্ম্মন্! এই বিশ্ব তোমারই কার্য্য আমাদিগকে বাঁচাইতেই পার ॥ ৪৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং প্রপন্নৈঃ সংবিগ্নৈর্বেপমানায়নৈর্বলঃ।
প্রসাদিতঃ সুপ্রসন্নো মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৌ ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—এবম্ (অনেন প্রকারেণ) প্রপন্নৈঃ (শরণাগতৈঃ) সংবিগ্নৈঃ (ভীতৈঃ) বেপমানায়নৈঃ (বেপমানং অয়নং পুরং যেষাং তৈঃ কৌরবৈঃ) প্রসাদিতঃ (অনুগ্রহং যাচিতঃ অতএব) সুপ্রসন্নঃ (সম্যক্ তুষ্টঃ সন্) বলঃ (বলদেবঃ) মা ভৈষ্ট ইতি (ভয়ং মা কুরুত ইত্যুক্ত্বা তেভ্যঃ) অভয়ং (ভয়রাহিত্যং) দদৌ (দত্তবান্) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—যাহাদের নগর কম্পিত হইতেছে, তাদৃশ কৌরবগণ ভয়ার্ত্ত ও শরণাগত হইয়া এইরূপ অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে বলদেব সন্তুষ্ট হইয়া "তোমরা

ভীত হইও না"---এইরূপ অভয় প্রদান করিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—বেপমানময়নং পুরং যেষাং তৈঃ ॥৪৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—কম্পিত হস্তিনাপুরী যাহাদের তাঁহারা বলদেবের নিকট শরণাগত হইয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন ॥ ৪৯ ॥

দুর্য্যোধনঃ পারিবর্হং কুঞ্জরান্ ষষ্টিহায়নান্ ।
দদৌ চ দ্বাদশশতান্যযুতানি তুরঙ্গমান্ ॥ ৫০ ॥
রথানাং ষট্সহস্রাণি রৌক্মাণাং সূর্য্যবর্চ্চসাম্ ।
দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং সহস্রং দুহিতৃবৎসলঃ ॥৫১

অন্বয়ঃ—দুহিতৃবৎসলঃ (কন্যাস্নেহশীলঃ) দুর্য্যোধনঃ ষষ্টিহায়নান্ (ষষ্টিবর্ষবয়স্কান্ তরুণানিত্যর্থঃ তদানীমেব তেষাং যৌবনসম্পত্তেঃ) দ্বাদশশতানি (দ্বাদশশতসংখ্যকান্) কুঞ্জরান্ (হস্তিনঃ) অযুতানি (দশসহস্রসংখ্যকান্) তুরঙ্গমান্ (অশ্বান্) সূর্য্যবর্চ্চসাং (সূর্য্যবৎ প্রদীপ্তানাং) রৌক্মানাং (সুবর্ণময়ানাং) রথানাং ষট্সহস্রাণি (তাদৃশান্ ষট্সহস্রসংখ্যকরথান্ ইত্যর্থঃ) নিষ্কণ্ঠীনাং (পদকভূষিতকণ্ঠদেশানাং) দাসীনাং সহস্রং চ (সহস্রসংখ্যকাস্তাদৃশীর্দাসীরিত্যর্থঃ) পারিবর্হং (উপহারত্বেন) দদৌ (দত্তবান্) ॥ ৫০-৫১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দুহিতৃবৎসল দুর্য্যোধন উপহারস্বরূপ ষষ্টিবর্ষবয়স্ক দ্বাদশশত তরুণ হস্তী, দশসহস্র অশ্ব, সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত সুবর্ণময় ছয়সহস্র রথ এবং কণ্ঠদেশে পদকবিভূষিত সহস্র সংখ্যক দাসী প্রদান করিলেন ॥ ৫০-৫১ ॥

প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্ব্বং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ ।
সসুতঃ সস্নুষঃ প্রায়াৎ সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—সাত্বতর্ষভঃ (যাদবশ্রেষ্ঠঃ) ভগবান্ (বলদেবঃ) তৎ সর্ব্বং (দুর্য্যোধনদত্তং বস্তু) প্রতিগৃহ্য (স্বীকৃত্য) সুহৃদ্ভিঃ (বান্ধবৈঃ) অভিনন্দিতঃ (সন্) সসুতঃ (সুতেন সাম্বেন সহিতঃ) সস্নুষঃ (স্নুষয়া বধ্বা চ সহিতঃ) প্রায়াৎ (দ্বারকাং প্রতি গতবান্) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বলদেব তৎসমস্ত উপহার দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক বান্ধবগণকর্ত্তৃক অভিবন্দিত হইয়া পুত্র এবং বধূসহ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন ॥ ৫২ ॥

ততঃ প্রবিষ্টঃ স্বপুরং হলায়ুধঃ
সমেত্য বন্ধূননুরক্তচেতসঃ ।
শশংস সর্ব্বং যদুপুঙ্গবানাং
মধ্যে সভায়াং কুরুষু স্বচেষ্টিতম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) হলায়ুধঃ (বলদেবঃ) স্বপুরং (দ্বারকাং) প্রবিষ্টঃ (সন্) অনুরক্তচেতসঃ (অনুরক্তচিত্তান্) বন্ধূন্ (আত্মজনান্ কৃষ্ণাদীন্) সমেত্য (প্রাপ্য) সভায়াং যদুপুঙ্গবানাং (যদুশ্রেষ্ঠানাং) মধ্যে কুরুষু (কৌরবান্ প্রতি) স্বচেষ্টিতং (স্বস্যাচরণং) সর্ব্বং শশংস (কথিতবান্) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি পুরমধ্যে প্রবিষ্ট এবং অনুরক্তচিত্ত বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া সভায় যাদবশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে কৌরবগণের প্রতি স্বকীয় সমস্ত আচরণ বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

অদ্যাপি চ পুরং হ্যেতৎ সূচয়দ্রামবিক্রমম্ ।
সমুন্নতং দক্ষিণতো গঙ্গায়ামনুদৃশ্যতে ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে হাস্তিনপুরকর্ষণরূপসঙ্কর্ষণবিজয়ো নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্) অদ্য অপিচ (ইদানীমপি) এতৎ পুরং হি (হস্তিনানগরং) রামবিক্রমং (বলদেবস্য প্রভাবং) সূচয়ৎ (প্রকাশয়ৎ) গঙ্গায়াং দক্ষিণতঃ (গঙ্গায়া দক্ষিণে পুরী দক্ষিণভাগে ইত্যর্থঃ) সমুন্নতং (সম্যক্ উন্নতম্) অনুদৃশ্যতে (লক্ষ্যতে) ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—হে রাজন্, অদ্যাবধি এই হস্তিনাপুরী

বলদেবের প্রভাব সূচনা করিয়া দক্ষিণভাগে সমুন্নতরূপে লক্ষিত হইতেছে ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্টিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—কুঞ্জরান্ দ্বাদশশতানি তুরঙ্গমাংস্তু দ্বাদশাযুতানি ॥ ৫০-৫৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়স্য
শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-
দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কন্যা বৎসল দুর্য্যোধন কন্যার যৌতুকস্বরূপ বারশতহস্তী বার অযুত অশ্ব দান করিলেন ॥ ৫০-৫৪ ॥

ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী এই সারার্থদর্শিনীতে দশমের অষ্টষষ্ট্রিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্ট্রিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৬৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্টিতম
অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

নরকং নিহতং শ্রুত্বা তথোদ্বাহঞ্চ যোষিতাম্।
কৃষ্ণেনৈকেন বহ্বীনাং তদ্দিদৃক্ষুঃ স্ম নারদঃ ॥১॥
চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ২ ॥
ইত্যুৎসুকো দ্বারবতীং দেবর্ষির্দ্রষ্টুমাগমৎ।
পুষ্পিতোপবনারাম-দ্বিজালিকুলনাদিতাম্ ॥ ৩ ॥
উৎফুল্লেন্দীবরাম্ভোজ-কহ্লারকুমুদোৎপলৈঃ।
ছুরিতেষু সরঃসূচ্চৈঃ কূজিতাং হংসসারসৈঃ ॥ ৪ ॥
প্রাসাদলক্ষৈর্নবভির্জুষ্টাং স্ফাটিকরাজতৈঃ।
মহামরকতপ্রখ্যৈঃ স্বর্ণরত্নপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৫ ॥
বিভক্তরথ্যাপথচত্বরাপণৈঃ
শালাসভাভী রুচিরাং সুরালয়ৈঃ।
সংসিক্তমার্গাঙ্গনবীথিদেহলীং
পতৎপতাকধ্বজবারিতাতপাম্ ॥ ৬ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নারদ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্যলীলা দর্শনপূর্ব্বক বিস্ময় ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের বিনাশ পূর্ব্বক এককালে পৃথগ্‌ভাবে ষোড়শসহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন—উহা অতি বিচিত্র জ্ঞানে নারদ তাদৃশ বিচিত্র ব্যাপার দর্শনাভিলাষে নিখিল লোকপালবন্দিত দ্বারকায় গমন করিলেন। তিনি ষোড়শসহস্র মন্দিরের একগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রুক্মিণীদেবী আত্মতুল্যা সহস্র দাসী সহ শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যঙ্ক হইতে উত্থিত হইয়া অবনত মস্তকে প্রণামপূর্ব্বক স্বীয় আসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহার পাদধৌত করিয়া পাদোদক স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলেন। যাহার চরণশৌচগঙ্গা সমস্ত লোকের তীর্থস্বরূপ, তাঁহার এতাদৃশ আচরণই সঙ্গত। শ্রীকৃষ্ণ নারদকে সম্ভাষণপূর্ব্বক তদীয় অভীষ্টপালনার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে, তাঁহার সজ্জনগণের প্রতি সুহৃদ্‌ভাব এবং দুষ্টজনের প্রতি দণ্ডবিধান বিচিত্র নহে। জগতের পরম মঙ্গল-সাধনের জন্যই তাঁহার অবতার। যোগীন্দ্রধ্যেয়, ভক্তগণের অপবর্গ ও ভবকূপনিমগ্ন ব্যক্তিগণের অবলম্বন-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মদর্শনে তিনি কৃতার্থ—এই বলিয়া নারদ অন্য মহিষীর মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে নিজমহিষী ও উদ্ধবের সহিত অক্ষক্রীড়ারত দেখিলেন। তথা হইতে অন্যত্র গমনপূর্ব্বক দেখিলেন

যে, শ্রীকৃষ্ণ শিশুপুত্রগণের পালনক্রিয়ায় রত, অন্যত্র দেখিলেন, তিনি স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন, কোথাও দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হোম করিতেছেন, কোথাও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছেন, কোথাও বা তদ্‌ভুক্তাবশেষ ভোজন করিতেছেন ; কোন গৃহে তিনি মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় নিরত, কোন মন্দিরে তিনি গায়ত্রী জপ করিতেছেন, কোথাও রথারোহণে বিচরণ করিতেছেন, কোন মন্দিরে তিনি পর্য্যঙ্কে শায়িত, কোন স্থানে মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণায় রত ; কোথাও বা রমণীগণ সহ জল-ক্রীড়া করিতেছেন। কোথাও ব্রাহ্মণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিতেছেন, কোথাও ইতিহাস পুরাণাদি শ্রবণ করিতেছেন, কোন গৃহে প্রিয়াসহ হাস্য পরিহাস, কোথাও পরমাত্মার ধ্যান, কোথাও লোকের সহিত কলহ, কোথাও গুরুজনের শুশ্রূষা, কোন গৃহে পুত্র-কন্যাগণের বিবাহকার্য্য সম্পাদন, কোথাও কূপ-আরাম-মঠাদি প্রতিষ্ঠা, কোথায়ও যদুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মৃগয়া এবং কোন স্থানে পুরজনের অভিপ্রায় অবগতির জন্য ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছেন। নারদ তদ্দর্শনে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবনহেতু মায়ামুগ্ধ জীবগণের দুর্দ্দর্শ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া সমূহ জানিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং তাঁহার ত্রিলোকপাবনী লীলাসমূহ কীর্ত্তন করিয়া ত্রিভুবন পর্য্যটন করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে তাঁহার ঐশ্বর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইতে নিষেধ করিয়া নিজ অবতারের কারণ বর্ণন করিলেন এবং নারদের যথাবিধি সৎকার করিলে নারদ ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—একেন কৃষ্ণেন নরকং (নরকাসুরং) নিহতং (বিনষ্টং) তথা বহ্বীনাং (ষোড়শ-সহস্র-সংখ্যকানাং) যোষিতাং (স্ত্রিয়াম্) উদ্বাহং (বিবাহং) চ শ্রুত্বা তৎ (তাদৃশং কৃষ্ণ-চরিতং) দিদৃক্ষুঃ (দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ অপি চ) একঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) একেন বপুষা (শরীরেণ) যুগপৎ (এককালম্) পৃথক্ (পৃথগ্‌ভাবেন) গৃহেষু (ষোড়শ-সহস্রসংখ্যকভবনেষু) দ্ব্যষ্টসাহস্রং (ষোড়শসহস্র-সংখ্যকাঃ) স্ত্রিয়ঃ (রমণীঃ) উদাবহৎ (পরিণীত-বান্) বত (অহো) এতৎ (ইদং কৃষ্ণচরিতং) চিত্রম্ (অদ্ভুতং প্রতিভাতি) ইতি (এবং চিন্তয়িত্বা) উৎসুকঃ (কৌতূহলগ্রস্ত) দেবর্ষিঃ নারদঃ দ্রষ্টুং (তচ্চরিতং স্বয়মবলোকয়িতুম্) পুষ্পিতোপবনারাম-দ্বিজালিকুলনাদিতাং (পুষ্পিতেষু উপবনেষু আরামেষু উদ্যানেষু চ দ্বিজানাং পক্ষিণাং অলীনাং ভ্রমরাণাঞ্চ কুলানি তৈঃ নাদিতাং মুখরিতাং তথা) উৎফুল্লেন্দী-বরাম্ভোজকহলারকুমুদোৎপলৈঃ (উৎফুল্লৈঃ সম্যগ্ বিকসিতৈঃ ইন্দীবরৈঃ অম্ভোজৈঃ কহলারৈঃ কুমুদৈঃ উৎপলৈশ্চ এতৈর্জলজৈঃ পুষ্পৈরিত্যর্থঃ) ছুরিতেষু (ব্যাপ্তেষু) সরঃসু (দীর্ঘিকাসু) হংসসারসৈঃ (হংসৈঃ সারসৈশ্চ) উচ্চৈঃ কূজিতাম্ (এতেষা-মুচ্চকূজনযুক্তামিত্যর্থঃ তথা) মহামরকতপ্রখ্যৈঃ (মহামরকতৈর্মণি বিশেষৈঃ প্রখ্যায়ন্তে প্রকাশ্যন্তে ইতি তৈঃ) স্বর্ণরত্নপরিচ্ছদৈঃ (স্বর্ণরত্নময়াঃ পরিচ্ছদাঃ পরিকরা যেষু তৈঃ) স্ফাটিকরাজতৈঃ (স্ফটিক-রজতময়ৈঃ) নবভিঃ প্রাসাদলক্ষৈঃ (নবলক্ষসংখ্যক-প্রাসাদৈঃ) জুষ্টাং (যুক্তাং তথা) বিভক্তরথ্যাপথ-চত্বরাপণৈঃ (রথ্যা রাজমার্গাঃ, পন্থানঃ ক্ষুদ্রমার্গাঃ, চত্বরাণি অঙ্গনানি, আপনা বিপণয়ঃ, বিভক্ত যথা-যথমবস্থিতা যে রথ্যাদয় তৈঃ তথা) শালাসভাভিঃ (সভাগৃহৈঃ তথা) সুরালয়ৈঃ (দেবমন্দিরৈশ্চ) রুচিরাং (মনোহরাং তথা) সংসিক্তমার্গাঙ্গনবীথি দেহলীং (মার্গা রাজপথাঃ, অঙ্গনানি চত্বরাণি, বীথয়ঃ ক্ষুদ্রপথাঃ, দেহল্য দ্বারসম্মুখভাগাঃ, সংসিক্তা জল-সেচনেনার্দ্রীকৃতা মার্গাদয়ো যস্যাং তাং তথা) পতৎ-পতাকধ্বজবারিতাতপাং (পতন্ত্যঃ প্রচলন্ত্যঃ পতাকা যেষু তৈঃ ধ্বজৈঃ পতাকাদণ্ডৈর্বারিত আতপঃ সূর্য্যতাপো যস্যাং তাম্) দ্বারবতীং (দ্বারকানগরীম্) আগমৎ স্ম (জগাম) ॥ ১-৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—নরকাসুরের নিধনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ এক বিগ্রহে অবস্থিত থাকিয়াই এককালে পৃথক্‌ভাবে ষোড়শসহস্র মন্দিরে ষোড়শ-সহস্র রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন—ইহা অতিশয় বিচিত্র মনে করিয়া কৌতূহলগ্রস্ত মহর্ষি নারদ তাদৃশ বিচিত্র ব্যাপার দর্শনাভিলাষে একদা দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ঐ পুরীমধ্যে পুষ্পিত উপবন ও উদ্যানসমূহ বিহঙ্গ ও ভ্রমরগণের নিনাদমুখরিত ছিল, উৎফুল্ল ইন্দীবর, পদ্ম, কহলার, কুমুদ, উৎপল প্রভৃতি

জলজপুষ্পাকীর্ণ দীঘিকাসমূহে হংস ও সারসগণ উচ্চৈঃস্বরে কূজন করিতেছিল, স্বর্ণরত্নময় পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট এবং মহামরকতমণি-সমুজ্জ্বল স্ফটিক ও রজতনির্ম্মিত নবলক্ষ প্রাসাদ উক্ত নগরীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল যথাযথভাবে অবস্থিত রাজমার্গ ক্ষুদ্রপথ, অঙ্গন ও বিপণি সমূহ, সভাগৃহ ও দেবালয়-সমূহে উহার সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজপথ ও গৃহদ্বারের সম্মুখভাগ সম্যগ্‌রূপে জলসিক্ত ছিল, এবং বিচলিত পতাকাযুক্ত ধ্বজসমূহ সূর্য্যতাপ নিবারণ করিতেছিল ॥ ১-৬ ॥

বিশ্বনাথ—

একোনসপ্ততিতমে কৃষ্ণো মুনিমদীদৃশৎ।
স্বস্যৈকস্যাপি বপুষঃ প্রকাশান্ প্রতিমন্দিরম্ ॥০॥
দিদৃক্ষুরভূৎ ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—একেনৈব বপুষা যুগপদেকস্মিন্নেব ক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ গৃহেষু পৃথক্ পৃথক্ প্রাচীরাদ্যাবৃতদ্ব্যষ্টসহস্রসংখ্যগৃহাঙ্গনেষু উদবহৎ পরিণীতবান্। চিত্রং বতৈতদিতি। সৌভর্য্যাদয়ো হি কায়ব্যূহং কৃত্বৈব যুগপৎ বহ্বীভিঃ স্ত্রীভীরমন্তে স্ম, ন ত্বেকেনৈব কায়েনেতি ভাবঃ। ইত্যত এব হেতোঃ ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বারবতীং বর্ণয়তি,—সার্দ্ধত্রয়েণ। ছুরিতেষু ব্যাপ্তেষু। মহামারকতৈশ্চূড়াবলভ্যাদিগতৈঃ প্রখ্যা শোভা যেষাং তৈঃ। স্বর্ণরত্নময়াঃ পরিচ্ছদাঃ পরিকরা যেষু তৈঃ ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বনাথ—রথ্যা রাজমার্গাঃ পন্থানোঽন্যমার্গাঃ পতন্ত্যশ্চলন্ত্যঃ পতাকা যেষু তৈর্ধ্বজৈঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই উনসপ্ততিতম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রতিমন্দিরে দেবর্ষি নারদমুনিকে নিজে একই শরীরে প্রকাশ সমূহ দর্শন করাইলেন॥০

মুনিবর দর্শন ইচ্ছুক হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—একই শরীরদ্বারা একইক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ গৃহ সমূহে পৃথক্ পৃথক্ প্রাচীর আদি-দ্বারা আবৃত ষোলসহস্র সংখ্যক গৃহ অঙ্গনের মধ্যে ষোলসহস্র মহিষীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য। সৌভরি আদি মুনিগণ কায়ব্যূহ রচনা করিয়াই একইকালে বহু স্ত্রীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন শরীরে, একই শরীরে নহে। এই কারণেই দেবর্ষি নারদের আশ্চর্য্য ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বারাবতী নগরী বর্ণিত হইতেছে—ছুরিত অর্থাৎ ব্যাপ্ত মহামারকতমণি সমূহদ্বারা গৃহের চূড়া প্রভৃতি শোভা পাইতেছিল, ঐ সকল স্বর্ণ রত্নময় পরিচ্ছদ যুক্ত পরিকরগণ যেসকল গৃহে বিদ্যমান ছিল ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজপথ ও অন্য পথ সমূহ চলৎপতাকা ও ধ্বজ সমূহ দ্বারা শোভিত হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

———

তস্যামন্তঃপুরং শ্রীমদর্চ্চিতং সর্ব্বধিষ্ণ্যপৈঃ।
হরেঃ স্বকৌশলং যত্র ত্বষ্ট্রা কার্ৎস্ন্যেন দর্শিতম্ ॥৭॥
তত্র ষোড়শভিঃ সদ্মসহস্রৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
বিবেশৈকতমং শৌরেঃ পত্নীনাং ভবনং মহৎ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—তস্যাং (দ্বারবত্যাং নারদঃ) যত্র (যস্মিন্) ত্বষ্ট্রা (বিশ্বকর্ম্মণা) কার্ৎস্ন্যেন (সাকল্যেন) স্বকৌশলং (স্বকীয়শিল্পনৈপুণ্যং) দর্শিতং (প্রকটীকৃতং তাদৃশং) সর্ব্বধিষ্ণ্যপৈঃ (নিখিললোকপালৈঃ) অর্চ্চিতং (সেবিতং) শ্রীমৎ (সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধিযুক্তং তথা) ষোড়শভিঃ সদ্মসহস্রৈঃ (ষোড়শসহস্রসংখ্যকভবনৈঃ) সমলঙ্কৃতং বিভূষিতং) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য তৎ) অন্তঃপুরং (বিবেশ) তত্র (অন্তঃপুরে চ) শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পত্নীনাং (স্ত্রিয়াম্) একতমম্ (একং) মহৎ (সমৃদ্ধিযুক্তং বিশালং বা) ভবনং (গৃহং) বিবেশ প্রবিষ্টবান্) ॥ ৭-৮ ॥

অনুবাদ—মহর্ষি নারদ যে স্থলে বিশ্বকর্ম্মার যাবতীয় শিল্পনৈপুণ্য সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণান্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অন্তঃপুর নিখিললোকপালগণ কর্ত্তৃক বন্দিত এবং ষোড়শসহস্র মন্দিরে বিভূষিত ছিল। অনন্তর নারদ ঐ অন্তঃপুরে শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণের ষোড়শসহস্র গৃহ-মধ্যে সমৃদ্ধিযুক্ত এক গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥৭-৮

বিশ্বনাথ—তস্যামন্তঃপুরং সমলঙ্কৃতং বর্ত্ততে। তত্রান্তঃপুরে পত্নীনামেকতমং ভবনং বিবেশেত্যন্বয়ঃ ॥ ৭-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই দ্বারকার অন্তঃপুর সম্পূর্ণ অলংকৃত ছিল। সেই অন্তঃপুরে কৃষ্ণপত্নী-

গণের একটি গৃহে শ্রীনারদ প্রবেশ করিলেন এইভাবে অন্বয় হইবে ॥ ৭-৮ ॥

বিষ্টব্ধং বিদ্রুমস্তম্ভৈর্বৈদূর্য্যফলকোত্তমৈঃ ।
ইন্দ্রনীলময়ৈঃ কুড্যৈর্জগত্যা চাহতত্বিষা ॥ ৯ ॥
বিতানৈর্নির্ম্মিতৈস্ত্বষ্ট্রা মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ ।
দান্তৈরাসনপর্য্যঙ্কৈর্ম্মণ্যুত্তমপরিষ্কৃতৈঃ ॥ ১০ ॥
দাসীভির্নিষ্ককণ্ঠীভিঃ সুবাসোভিরলঙ্কৃতম্ ।
পুম্ভিঃ সকঞ্চুকোষ্ণীষ-সুবস্ত্রমণিকুণ্ডলৈঃ ॥১১॥
রত্নপ্রদীপনিকরদ্যুতিভির্নিরস্ত-
ধ্বান্তং বিচিত্রবলভীষু শিখণ্ডিনোঽঙ্গ ।
নৃত্যন্তি যত্র বিহিতাগুরুধূপমক্ষৈ-
র্নির্য্যান্তমীক্ষ্য ঘনবুদ্ধয় উন্নদন্তঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(তদনুবর্ণয়তি—চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ) বিদ্রুমস্তম্ভৈঃ (বিদ্রুমমণিময়স্তম্ভসমূহৈঃ) বিষ্টব্ধং (বিবৃতং তথা) বৈদূর্য্যফলকোত্তমৈঃ (বৈদূর্য্যময়ানি ফলকোত্তমানি-স্তম্ভাশ্রয়ণানি ছাদনানি তৈঃ) ইন্দ্রনীলময়ৈঃ (মরকতমণিময়ৈঃ) কুড্যৈঃ (ভিত্তিভিঃ) অহতত্বিষা (অপ্রতিহতকান্তিযুক্তয়া) জগত্যা (ইন্দ্রনীলমণিময্যা ভূমিকয়া) চ (উপলক্ষিতং তথা) ত্বষ্ট্রা (বিশ্বকর্ম্মণা) নির্ম্মিতৈঃ (বিরচিতৈঃ) মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ) মুক্তাদাম্নাং মুক্তামাল্যানাং বিলম্বাঃ শ্রেণ্যো বর্ত্তন্তে যেষু তৈঃ) বিতানৈঃ (চন্দ্রাতপৈঃ তথা) মণ্যুত্তমপরিষ্কৃতৈঃ (উত্তমমণিখচিতৈঃ দান্তৈঃ (হস্তিদন্তরচিতৈঃ) আসন পর্য্যঙ্কৈঃ (আসনৈঃ পর্য্যঙ্কৈঃ খট্টাভিশ্চ তথা) সুবাসোভিঃ (সুবসনাভিঃ) নিষ্কণ্ঠীভিঃ (পদকযুক্তগ্রীবাভিঃ) দাসীভিঃ সকঞ্চুকোষ্ণীষসুবস্ত্রমণিকুণ্ডলৈঃ (কঞ্চুকা বারবাণা উষ্ণীষাঃ শিরস্ত্রাণানি সুবস্ত্রাণি মণিকুণ্ডলানি চ তৈঃ সহ বর্ত্তমানৈঃ) পুংভিঃ (রক্ষিপ্রভৃতি পুরুষৈঃ) অলঙ্কৃতং (শোভিতং তথা) (হে রাজন্) রত্নপ্রদীপনিকরদ্যুতিভিঃ (রত্নান্যেব প্রদীপনিকরাঃ তেষাং দ্যুতিভিঃ প্রকাশৈঃ) নিরস্তধ্বান্তং (নিরস্তং নিবারিতং ধ্বান্তমন্ধকারো যস্মাৎ তৎ তাদৃশং তথা) যত্র (যস্মিন্ ভবনে) বিচিত্রবলভীষু (মণিময়বিচিত্র-গৃহবক্রাদারুষু উপবিষ্টাঃ) শিখণ্ডিনঃ (ময়ূরাঃ) অক্ষৈঃ (গবাক্ষমার্গৈঃ) নির্য্যান্তং (গৃহাদ্ বহির্গচ্ছন্তং (বিহিতাগুরুধূপং (সুগন্ধিযুক্তাগুরু-ধূপধূমম্) ঈক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ঘনবুদ্ধয়ঃ (ঘনঃ মেঘঃ অয়মিতি বুদ্ধির্যেষাং তে তাদৃশা অতএব) উন্নদন্তঃ (উচ্চৈর্নদন্তঃ কেকারবং কুর্ব্বন্ত ইত্যর্থঃ) নৃত্যন্তি (তৎ তাদৃশং ভবনং বিবেশ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৯-১২ ॥

অনুবাদ—উক্ত মন্দিরে বিদ্রুমমণিময় স্তম্ভ, বৈদূর্য্যমণিময় উত্তম ছাদন, ইন্দ্রনীলমণিময় ভিত্তি এবং অপ্রতিহত প্রভাযুক্ত ভূমিভাগ বিরাজিত ছিল। বিশ্বকর্ম্মাবিরচিত মুক্তামালাশ্রেণিসমন্বিত চন্দ্রাতপ উত্তম মণিখচিত হস্তিদন্তময় আসন ও পর্য্যঙ্কসমূহে উহার শোভা সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুরম্য বসন ও কণ্ঠে পদকশোভিত দাসীগণ এবং কঞ্চুক উষ্ণীষ, সুবসন ও মণিময় কুণ্ডলধারী পুরুষগণ তথায় বর্ত্তমান ছিল। রত্নময় প্রদীপসমূহের প্রভায় ঐ স্থানে অন্ধকার নিবারিত হইতেছিল এবং উক্ত মন্দিরের মণিময় বিচিত্র বলভীসমূহে উপবিষ্ট ময়ূরগণ গবাক্ষমার্গনির্গত সুগন্ধি অগুরুধূপধূম-সন্দর্শনে মেঘভ্রমে কেকাধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতেছিল ॥৯-১২॥

বিশ্বনাথ—ভবনং বর্ণয়তি,—চতুর্ভিঃ। বিষ্টব্ধং বিধৃতম্। বৈদূর্য্যময়ানি ফলকোত্তমানি স্তম্ভাশ্রয়াণি ছাদনানি তৈর্জগত্যা ভূমিকয়া ॥ ৯-১১ ।

বিশ্বনাথ—বিহিতমগুরুধূমম্ অক্ষৈর্গবাক্ষমার্গৈর্নির্য্যান্তং ঈক্ষ্য বীক্ষ্য ঘনোঽয়মিতি বুদ্ধির্যেষাং তে ॥১২

টীকার বঙ্গানুবাদ—গৃহগুলি বর্ণিত হইতেছে চারিটী শ্লোকদ্বারা—বৈদুর্য্যমণিময় উত্তম ফলকসমূহ স্তম্ভ সমূহের আচ্ছাদন, তাহার দ্বারা আচ্ছাদিত ভূমিভাগ সমূহ ॥ ৯-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অগুরুচন্দনের ধূম ব্যাপ্ত গৃহসমূহ হইতে জানালাপথে বহির্গত হইতেছিল, ইহা দেখিয়া মেঘ গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে এইরূপ জ্ঞান হয় ॥ ১২ ॥

তস্মিন সমানগুণরূপবয়ঃসুবেষ—
দাসীসহস্রযুতয়ানুসবং গৃহিণ্যা ।
বিপ্রো দদর্শ চমরব্যজনেন রুক্ম-
দণ্ডেন সাত্বতপতিং পরিবীজয়ন্ত্যা ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (তত্র ভবনে) বিপ্রঃ (নারদঃ)

সমানগুণরূপবয়ঃ সুবেশদাসীসহস্রযুতয়া (সমানানি আত্মতুল্যানি গুণরূপবয়াংসি সুবেশঃ অলঙ্কারশ্চ যস্য তেন দাসীসহস্রেন যুতয়া যুক্তয়া) রুক্মদণ্ডেন (সুবর্ণ-দণ্ডযুক্তেন) চমরব্যজনেন (চামরাত্মক ব্যজনেন) অনুসবং (সর্ব্বকালং) পরিবীজয়ন্ত্যা (বায়ুং সঞ্চালয়ন্ত্যা) গৃহিণ্যা (সহ) সাত্বতপতিং (শ্রীকৃষ্ণং) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—মহর্ষি নারদ উক্ত গৃহমধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। তৎকালে তদীয়া মহিষী আত্মতুল্য গুণ, রূপ, বয়স ও সুবেশযুক্ত ষোড়শসহস্র দাসীপরিবৃত হইয়াও স্বয়ংই সুবর্ণদণ্ডযুক্ত চামর ব্যজনদ্বারা ভগবানের পরিচর্য্যা করিতেছিলেন ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্ গৃহিণ্যা সহিতং সাত্বতপতিং দদর্শ। অনুসবং সমুচিতং প্রতিসময়ম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই গৃহসমূহে গৃহিণীর সহিত সাত্বতপতি কৃষ্ণকে শ্রীনারদ দেখিলেন—প্রতি-ক্ষণে যথাযথ কার্য্যেরত শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৩ ॥

তং সন্নিরীক্ষ্য ভগবান্ সহসোত্থিতঃশ্রী-
পর্য্যঙ্কতঃ সকলধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
আনম্য পাদযুগলং শিরসা কিরীট-
জুষ্টেন সাঞ্জলিরবীবিশদাসনে স্বে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সকলধর্ম্মভৃতাং (নিখিলধাম্মিকানাম্) বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তং (নারদং) সন্নিরীক্ষ্য (সম্যগ্‌দৃষ্ট্বা) শ্রীপর্য্যঙ্কতঃ (শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ পর্য্যঙ্কতঃ খট্বায়াঃ) সহসা (সত্বরম্) উত্থিতঃ (সন্) কিরীটজুষ্টেন (মুকুটযুক্তেন) শিরসা (নতমস্তকেন) পাদযুগলং (মুনিপদদ্বয়ম্) আনম্য (প্রণম্য) সাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলিঃ সন্) স্বে (স্বকীয়ে) আসনে অবীবিশৎ (তং উপবেশয়ামাস) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—নিখিল ধাম্মিকশিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুনিবরকে সন্দর্শন করিয়াই সত্বর রুক্মিণী-দেবীর পর্য্যঙ্ক হইতে উত্থান পূর্ব্বক মুকুটশোভিত মস্তক অবনত করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি সহ-কারে তাঁহাকে স্বকীয় আসনে উপবেশন করাইলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অবীবিশৎ উপবেশয়ামাস ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুনিবরকে দর্শন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পালঙ্ক হইতে উঠিয়া মস্তকদ্বারা মুনিবরের পদযুগলে প্রণাম করিয়া করযোড়ে নিজের উত্তম আসনে বসাইলেন ॥ ১৪ ॥

তস্যাবনিজ্য চরণৌ তদপঃ স্বমূর্দ্ধ্না-
বিভ্রজ্জগদ্‌গুরুতমোঽপি সতাং পতির্হি।
ব্রহ্মণ্যদেব ইতি যদ্‌গুণনাম যুক্তং
তস্যৈব যচ্চরণশৌচমশেষতীর্থম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—সতাং পতিঃ (সজ্জনেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) হি (নিশ্চিতম্) জগদ্‌গুরুতমঃ (জগতাং শ্রেষ্ঠগুরুঃ) অপি তস্য (মুনেঃ) চরণৌ অবনিজ্য (প্রক্ষাল্য) তদপঃ (তানি চরণাবনেজনজলানি) স্বমূর্দ্ধ্না (স্বস্য মস্তকেন) অবিভ্রৎ (অবিভঃ দধারেত্যর্থঃ) ব্রহ্মণ্য-দেবঃ ইতি (এবং) যদ্‌গুণনাম (যস্য গুণকৃতং নাম বর্ত্ততে অপি চ) যচ্চরণশৌচং (যস্য চরণ-শৌচং গঙ্গারূপং পাদপ্রক্ষালনজলম্) অশেষতীর্থং (সর্ব্বেষাং তীর্থভূতং বর্ত্ততে) তস্য এব (শ্রীকৃষ্ণস্য এতদাচরণং) যুক্তং (সমঞ্জসং ভবতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সজ্জনপতি শ্রীকৃষ্ণ নিখিল জগতের পূজ্যতম হইয়াও উক্ত মুনিবরের পাদযুগল প্রক্ষালন-পূর্ব্বক স্বীয় মস্তকে ঐ পাদোদক ধারণ করিলেন। যাঁহার চরণশৌচজাত গঙ্গা সমস্ত লোকের তীর্থরূপে বিরাজমান এবং যিনি স্বয়ং 'ব্রহ্মণ্যদেব' এই সার্থক নামে পরিচিত, তাঁহার পক্ষে এরূপ আচরণ সঙ্গতই হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য চরণৌ অবনিজ্য প্রক্ষাল্য সতাং পতিঃ প্রাহেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। ননু স্বদাসস্য চরণ-ক্ষালনাদিকমনুচিতং তত্রাহ,—ব্রহ্মণ্যদেব ইতি। যস্য গুণনাম গুণসূচকং নাম তদ্‌যুক্তং নারদস্য ব্রাহ্মণত্বাৎ তস্য ব্রহ্মণ্যদেবত্বাদেতৎ সর্ব্বমুচিতমেবেত্যর্থঃ। নচ স স্বপবিত্রীকরণার্থমেবেদঞ্চকারেতি বাচ্যমিত্যাহ,—যৎ যস্মাৎ তস্যৈব চরণশৌচং গঙ্গা অশেষতীর্থং ভবতি। নারদস্ত দাসোঽপি স্বপ্রভোরিচ্ছাপ্রাতিকূল্যে প্রভুত্বং মাবিশ্চকারেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরে তাঁহার চরণদ্বয় ধৌত

করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন—ইহা পরের সহিত অন্বয় হইবে। যদি বল, নিজদাসের চরণ প্রক্ষালনাদি অনুচিৎ, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মণ্যদেব যাঁহার গুণসূচক নাম তাহা কীর্ত্তনকারী নারদের ব্রাহ্মণতা থাকায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যদেব বলিয়া এই সকল কার্য্য উচিতই হইয়াছে। ইহা বলিতে পার না শ্রীকৃষ্ণ নিজকে পবিত্রকরণের জন্য এই প্রকার করিয়াছেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণেরই চরণধৌত-জল গঙ্গা অশেষ তীর্থ স্বরূপ। কিন্তু নারদ দাস হইয়াও নিজপ্রভুর ইচ্ছার প্রতিকূলে নিজপ্রভুত্ব প্রকাশ করিলেন না ইহাই জানিতে হইবে॥ ১৫॥

সম্পূজ্য দেবঋষিবর্য্যমৃষিঃ পুরাণো
নারায়ণো নরসখো বিধিনোদিতেন।
বাণ্যাভিভাষ্য মিতয়ামৃতমিষ্টয়া তং
প্রাহ প্রভো ভগবতে করবাম হে কিম্॥১৬॥

অন্বয়ঃ—পুরাণঃ (সনাতনঃ) ঋষিঃ নরসখঃ (নরস্য সখা) নারায়ণঃ দেবঋষিবর্য্যং (দেবর্ষি-প্রধানং নারদম্) উদিতেন (শাস্ত্রোক্তেন) বিধিনা সম্পূজ্য (অর্চ্চয়িত্বা) অমৃতমিষ্টয়া (সুধামধুরয়া) মিতয়া (পরিমিতয়া) বাণ্যা (বাক্যেন) অভিভাষ্য (সম্ভাষ্য) তং (নারদং) প্রাহ (উবাচ) হে প্রভো, (বয়ং) ভগবতে (ভগবতস্তব) কিং (কিং নামাভীষ্টম্) করবাম (সম্পাদয়ামঃ তৎ ব্রূহীত্যর্থঃ)॥১৬

অনুবাদ—সনাতন ঋষিবর নরসখা নারায়ণ শাস্ত্রোক্ত বিধিক্রমে দেবর্ষিবরের পূজা এবং অমৃত-মধুরস্বরে সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন,—হে প্রভো, আমরা আপনার কোন্ অভীষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিব আদেশ করুন॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ—উদিতেন শাস্ত্রোক্তেন বিধিনা সংপূজ্যাত্যত্র হেতুঃ ঋষিমন্ত্র প্রবর্ত্তকঃ, কিঞ্চ পুরাণঃ স্বয়ং ভগবত্ত্বাৎ পুরাপি নবঃ যঃ খলু তাদৃশধর্ম্মপ্রবর্ত্তনার্থমত্র ভারতভূমৌ নরসখো নারায়ণো ভবতীত্যর্থঃ। মিতয়া পরিমিতয়া। অমৃতেনাপি জুষ্টয়া সেবিতয়া পরম-মধুরয়েত্যর্থঃ। হে প্রভো, বিপ্রত্বেনাস্মৎ স্বামিন্॥ ১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শাস্ত্র উক্ত বিধিদ্বারা শ্রীনারদ ঋষির পূজা করিলেন ইহার কারণ ঋষিমন্ত্র প্রবর্ত্তক আরো পুরাণ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান হেতু প্রাচীন হইয়াও যিনি নিত্য নব নবায়মান সেই-রূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য ভারতভূমিতে নরসখা নারায়ণ হইয়াছেন। মিত অর্থাৎ পরিমিত, অমৃতের দ্বারাও সেবিত পরমমধুর বাক্যদ্বারা, হে প্রভো! অর্থাৎ আপনি বিপ্র বলিয়া আমাদের প্রভু॥ ১৬॥

শ্রীনারদ উবাচ—
নৈবাদ্ভুতং ত্বয়ি বিভোঽখিললোকনাথে
মৈত্রী জনেষু সকলেষু দমঃ খলানাম্।
নিঃশ্রেয়সায় হি জগৎস্থিতিরক্ষণাভ্যাং
স্বৈরাবতার উরুগায় বিদাম সুষ্ঠু॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—(হে) উরুগায়, (সর্ব্বলোকগীতকীর্ত্তে) বিভো, অখিললোকনাথে (সর্ব্বলোকাধীশ্বরে) ত্বয়ি (তবেত্যর্থঃ) সকলেষু জনেষু মৈত্রী (সুহৃদ্ভাবঃ তথা) খলানাং (দুরাত্মনাং) দমঃ (দণ্ডশ্চ) অদ্ভুতং (বিচিত্রং) ন এব (নৈব ভবতি, অতঃ সর্ব্বমিত্রত্বাদেবমর্হণং মম, ন তু গৌরবাদিতিভাবঃ) জগৎস্থিতি রক্ষণাভ্যাং (জগদ্ধারণ পালনাভ্যাং সহ তস্য) নিঃশ্রেয়সায় (পরমমঙ্গল-সাধনায়) হি (এব) স্বৈরাবতারঃ (তবায়ং স্বেচ্ছাবতার ইতি বয়ং) সুষ্ঠু (সম্যক্) বিদাম (জানীমহে)॥ ১৭॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ বলিলেন,—হে বিশ্বকীর্ত্তে, বিভো, নিখিল লোকাধিপতি আপনার সজ্জনগণের প্রতি সুহৃদ্ভাব এবং দুষ্টগণের প্রতি দণ্ডবিধান বিচিত্র নহে। জগতের স্থিতি, পালন ও পরমমঙ্গল সাধনের জন্য স্বেচ্ছাক্রমে আপনার এই কৃষ্ণাবতার ইহাও আমরা সম্যগ্রূপে অবগত আছি॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ—লোকে হি সেব্যো যদি সেবকং পূজয়েৎ তদা সেবকস্যামঙ্গলং ভবেৎ, ত্বন্তু স্বতন্ত্রঃ স্ব-সেবকং সংপূজ্যাপি তস্মাৎ পূজাং গৃহীত্বাপি তং দণ্ডয়িত্বাপি তস্য যথার্হং মঙ্গলমেব করোষীত্যাহ,—নৈবেতি। অখিললোকনাথে ত্বয়ি নাদ্ভুতমেতৎ কিন্ত-দিত্যত আহ,—সকলেষু জনেষু মৈত্রী হিতকারিত্ব-মেব। তবাখিললোকনাথত্বাদখিললোকানাং জীবত্বাৎ ত্বৎসেবকত্বমেব বস্তুতো ভবেৎ। যদুক্তং পাদ্মে

প্রণব ব্যাখ্যানে "অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ কথ্যতে। মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ" ইতি পঞ্চবিংশো জীবঃ। তত্র কেষাঞ্চিদস্মাকং বিপ্রাণাং ত্বামভীক্ষ্ণং সেবমানানামপি ত্বৎকর্ত্তৃকং পূজনং অস্মন্মনোঽতিদুঃখপ্রদং কেষাঞ্চিদন্যেষামুদ্ধব-বিদুরাদীনাং ত্বাং সেব্যমানানাং ত্বৎকর্ত্তৃকং পূজাগ্রহণং তন্মনোঽতিদুঃখপ্রদম্। অন্যেষাং পশুতুল্যসংসারি-জনানাং ত্বামভজতাং ত্বৎকর্ত্তৃকঃ কৃপাবলোকঃ। অপরেষাং খলানাং জরাসন্ধাদীনাং দমস্ত্বৎকর্ত্তৃকঃ সর্ব্বমিদং তে মৈত্রী হিতকারিত্বমেব। যতো জগতঃ স্থিতির্ধারণং রক্ষণং পালনং তাভ্যাং সহ নিঃশ্রেয়সায় প্রেমভক্তিযোগায় মোক্ষায় চ স্বৈরোঽয়মবতার ইতি জানীমঃ॥ ১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই লোকে সেব্যপ্রভু যদি সেবককে পূজা করে তখন সেবকের অমঙ্গল হয়। কিন্তু তুমি স্বতন্ত্র নিজ সেবককে পূজা করিয়াও, তাহা হইতে পূজা লইয়াও, তাহাকে দণ্ড দিয়াও তাহার যথার্থ মঙ্গলই করিতেছ, ইহাই শ্রীনারদঋষি বলিতেছেন—অখিল লোকনাথ তোমাতে ইহা অদ্ভুত নহে, তাহা কি বলিতেছেন—সকল জনে মৈত্রী হিত-কারীত্বই তোমার অখিললোক নাথত্ব, অখিললোক জীব বলিয়া তাহারা তোমার সেবক বস্তুত হয়। যাহা পদ্মপুরাণে প্রণব ব্যাখ্যানে বলা হইয়াছে অ-কার দ্বারা বিষ্ণুকে বলা হয়, উ-কার দ্বারা লক্ষ্মীদেবীকে বলা হয়, ম-কার দ্বারা ঐ উভয়ের দাস পঞ্চবিংশ তত্ত্ব জীবকে বলা হয়। তন্মধ্যে কেহ কেহ আমরা বিপ্র তোমাকে নিরন্তর সেবা করিয়াও, তোমা কর্ত্তৃক আমাদের পূজা আমার মনে অতি দুঃখপ্রদ, অন্য কাহার কাহার যেমন উদ্ধব বিদুরাদি তোমার সেবা করিয়াও তোমা কর্ত্তৃক পূজা গ্রহণ তাহাদের মনে অতি দুঃখপ্রদ। অন্য পশুতুল্য সংসারী তোমাকে ভজন করে না, এইরূপ জনগণের তোমা কর্ত্তৃক কৃপা-দৃষ্টি, অন্য খল ব্যক্তি জরাসন্ধ আদির তোমা কর্ত্তৃক শাসন এই সকলই তোমার মৈত্রী হিতকারীতাই, যেহেতু জগতের স্থিতি ধারণ রক্ষণ পালন তাহার সহিত নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ প্রেমভক্তি যোগও মোক্ষদান তোমার এই অবতারে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইহা জানি॥১৭॥

দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিযুগলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ—(যদুক্তং প্রভো কিং করবামেতি তত্রাহ) জনতাপবর্গং (ভক্তজনতায়া অপবর্গরূপং কিঞ্চ) অগাধবোধৈঃ (অসীমজ্ঞানযুক্তৈঃ) ব্রহ্মাদিভিঃ (যোগেশ্বরৈরপি) হৃদি (চিত্তে) বিচিন্ত্যং (ধ্যেয়ং কিঞ্চ) সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বম্ (সংসারকূপে পতিতানাং উত্তরণায় অবলম্বং আশ্রয়ম্) তব অঙ্ঘ্রি-যুগলং (পাদপদ্মযুগলং ময়া) দৃষ্টম্ (অতঃ কৃত-কৃত্যোঽস্মি, তথাপি) যথা (যেন প্রকারেণ) স্মৃতিঃ (নিরন্তরং তৎ স্মরণং) স্যাৎ (ভবেৎ তথা) অনুগৃহাণ (কৃপয় ততঃ তৎ) ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্নেব নিত্যম্) চরামি (ভ্রমামি)॥ ১৮॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগল অসীমজ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মাদিযোগেশ্বরগণের হৃদয়ে চিন্তনীয়, ভক্তগণের অপবর্গস্বরূপ ও সংসারকূপ-নিমগ্ন জন-গণের উদ্ধারার্থ অবলম্বনস্বরূপ, আমি অদ্য শ্রীপাদ-পদ্মযুগল দর্শনেই কৃতকৃত্য হইয়াছি, তথাপি যাহাতে নিরন্তর উহা স্মৃতিপথে জাগরূক থাকে সেইরূপ অনুগ্রহ করুন্, তাহা হইলে আমি সর্ব্বদা উহার ধ্যান করিয়াই জগতে বিচরণ করিব॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ—ভো মহামুনে, কিমর্থকমিদমাগমনং কিমত্রৈব তিষ্ঠাসা অন্যত্র বা প্রতিষ্ঠাসেত্যপেক্ষায়ামাহ,—দৃষ্টমিতি॥ ১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন হে মহামুনি! কিজন্য এখানে আগমন? এখানে কি থাকিবার ইচ্ছা? বা অন্যত্র থাকিবার ইচ্ছা? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—আপনার চরণযুগল দর্শনের ইচ্ছায়, ইহা ধ্যান করিতে করিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিব, অনু-গ্রহ করুন্ যাহাতে এই স্মৃতি থাকে॥ ১৮॥

ততোঽন্যদাবিশদ্গেহং কৃষ্ণপত্ন্যাঃ স নারদঃ।
যোগেশ্বরেশ্বরস্যাঙ্গ যোগমায়াবিবিৎসয়া॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে রাজন্) সঃ নারদঃ যোগে-শ্বরেশ্বরস্য (যোগেশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশ্বরস্য

শ্রীকৃষ্ণস্য) যোগমায়াবিবিৎসয়া (যোগমায়াং বেদিতুমিচ্ছয়া) ততঃ (তস্মাদ্ভবনান্নির্গত্য) কৃষ্ণপত্ন্যাঃ (কৃষ্ণস্য অপরভার্য্যায়াঃ) অন্যৎ গেহং (ভবনান্তরম্) আবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ অনন্তর নারদ ব্রহ্মাদি-যোগীন্দ্রগণেরও অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া উপলব্ধি করিবার অভিলাষে উক্ত মন্দির হইতে নির্গত হইয়া ভগবানের অপর এক মহিষীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিবিৎসয়া উপলম্ভেচ্ছয়া ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হে রাজন্ পরীক্ষিত! শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া প্রভাব জানিবার ইচ্ছায় সেই কৃষ্ণপত্নীর গৃহ হইতে মুনিবর অন্য ভার্য্যার গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৯ ॥

———

দীব্যন্তমক্ষৈস্তত্রাপি প্রিয়য়া চোদ্ধবেন চ।
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ ॥ ২০ ॥
পৃষ্টশ্চাবিদুষেবাসৌ কদায়াতো ভবানিতি।
ক্রিয়তে কিং নু পূর্ণানামপূর্ণৈরস্মদাদিভিঃ ॥ ২১ ॥
অথাপি ব্রূহি নো ব্রহ্মন্ জন্মৈতচ্ছোভনং কুরু।
স তু বিস্মিত উত্থায় তূষ্ণীমন্যদগাদ্গৃহম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র অপি (তস্মিন্নপি গেহে নারদঃ) প্রিয়য়া চ (পত্ন্যা চ) উদ্ধবেন চ (সহ) অক্ষৈঃ (পাশকৈঃ) দীব্যন্তং (ক্রীড়ন্তং শ্রীকৃষ্ণং দদর্শ ততঃ তেন) পরয়া ভক্ত্যা (পরমভক্তিভাবেন) প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ পূজিতঃ (অর্চ্চিতঃ অপি চ) অবিদুষা ইব (নারদাগমনমজানতা ইব স্থিতেন শ্রীকৃষ্ণেন) অসৌ (নারদঃ) ভবান্ কদা (কস্মিন কালে) আয়াতঃ (দ্বারকামাগতঃ) অপূর্ণৈঃ (অতৃপ্তকামৈঃ) অস্মদাদিভিঃ (যাদবৈঃ) পূর্ণানাং (তৃপ্তকামানাং ভবতাং) কিং নু ক্রিয়তে (কিমপি কর্ত্তুং ন শক্যতে ইত্যর্থঃ) ব্রহ্মন্, (হে ব্রাহ্মণবর) অথাপি (তথাপি অস্মাকং সামর্থ্যাভাবেঽপি) ব্রূহি (কিঞ্চিদাদিশ) নঃ (অস্মাকম্) এতৎ জন্ম (শরীরধারণং) শোভনং (সার্থকং) কুরু (সম্পাদয়েতি) পৃষ্ঠঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) চ সঃ (নারদঃ) তু বিস্মিতঃ (আশ্চর্য্যযুক্তঃ সন্) তূষ্ণীং (মৌনভাবেন) উত্থায় অন্যৎ গৃহং (ভবনান্তরম্) অগাৎ (গতবান্) ॥ ২০-২২ ॥

অনুবাদ—সেখানেও নারদ দেখিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমহিষী এবং উদ্ধবের সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। তখন তিনি দেবর্ষিকে দর্শন করিয়া প্রত্যুত্থানাদিদ্বারা পরম ভক্তিভাবে অর্চ্চনাপূর্ব্বক অজ্ঞব্যক্তির ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—হে দেব, আপনি কখন এই দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছেন? আপনি স্বয়ং পূর্ণকাম, পরন্তু আমরা অপূর্ণকাম বলিয়া আপনার কোন কার্য্যসম্পাদনই আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তথাপি আপনি যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যের আদেশ প্রদান করিয়া আমাদের জন্ম সার্থক করুন। তখন নারদ বিস্মিত হইয়া মৌনভাবে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্য গৃহে গমন করিলেন ॥ ২০-২২ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র সত্যভামাগৃহেঽক্ষৈর্দীব্যন্তং তং দদর্শ ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—তূষ্ণীং স্থিতং নারদমতিবিস্মিতং প্রত্যাহ,—অথাপীতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইখানে সত্যভামাগৃহে কৃষ্ণকে পাশা খেলিতে দেখিলেন ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ নারদঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কখন দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছেন? আদেশ করুন আপনার যৎকিঞ্চিৎ সেবা করি, আমাদের জন্ম সার্থক করি। শ্রীনারদ বিস্মৃত হইয়া মৌনভাবে অন্যগৃহে গেলেন ॥ ২২ ॥

———

তত্রাপ্যচষ্ট গোবিন্দং লালয়ন্তং সুতান্ শিশূন্।
ততোঽন্যস্মিন্ গৃহেঽপশ্যন্মজ্জনায় কৃতোদ্যমম্ ॥২৩

অন্বয়ঃ—তত্র অপি (তস্মিন্ গৃহেঽপি নারদঃ) শিশূন্ সুতান্ লালয়ন্তং (স্নিহ্যন্তং) গোবিন্দং অচষ্ট (দৃষ্টবান্) ততঃ (তস্মাৎ) অন্যস্মিন্ গৃহে মজ্জনায় (স্নানার্থং) কৃতোদ্যমং (কৃতচেষ্টং গোবিন্দম্) অপশ্যৎ (দৃষ্টবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সেই গৃহে নারদ দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শিশু পুত্রগণের লালন ক্রিয়ায় নিরত আছেন, তথা হইতে গৃহান্তরে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, তথায় শ্রীকৃষ্ণ স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রাপ্যচষ্ট অপশ্যদিতি তত্রৈব গৃহেষু প্রায়ঃ কৃষ্ণকর্ত্তৃকপূজাস্তুত্যাদিকং জ্ঞেয়ং অপশ্যদিত্যেব ক্রিয়া, অতঃ পরেষ্বপি সার্দ্ধচতুর্দ্দশশ্লোকেষ্বনুবর্ত্তনীয়া। অত্রৈকস্য কৃষ্ণবপুষো যথা বহূন্ প্রকাশানভিমানভেদক্রিয়াভেদসহিতান্ অপশ্যৎ তথৈব একেষামেবোদ্ধবাদিবপুষামপি বহূন্ প্রকাশান্। কিঞ্চৈকস্মিন্নেব ক্ষণে মনো বেগেন প্রত্যেকং ষোড়শসহস্রগৃহান্ গতো মুনিং পৃথক্ পৃথক্ কালভেদান্ ক্রিয়াভেদাংশ্চাপশ্যদিত্যত এক ক্ষণমধ্যমেব ষষ্টিঘটিকং কালং পৃথক্ পৃথক্ স্থলে প্রাতরাদিস্বভাগাংস্তদুচিতক্রিয়াভেদসহিতান্ প্রকাশয়ন্ প্রাবিশদিত্যতঃ প্রাতরাদিকালানামপি ষষ্টিঘটিকীনাং ক্রিয়াণামপি সর্ব্বকালবর্ত্তিত্বং মুনির্জ্ঞাতবানিতি জ্ঞেয়ম্। মজ্জনায়েতি প্রাতঃ সময়ো ব্যঞ্জিতঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইখানেও দেখিলেন সেই গৃহসকলেও প্রায় কৃষ্ণ কর্তৃক স্তুতি পূজা আদি ক্রিয়া হইতেছে। অতঃপর সাড়ে চতুর্দ্দশ শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। এইখানে একই কৃষ্ণবিগ্রহের যেমন বহু প্রকাশ অভিমান ভেদ, কার্য্যভেদ সহিত দর্শন করিলেন, সেইরূপ একই উদ্ধবাদি বিগ্রহকে বহুপ্রকাশ দেখিলেন। আর একইক্ষণে মনের বেগদ্বারা ষোড়শ সহস্রগৃহে গমনকারী মুনিকে পৃথক্ পৃথক্ কালভেদ ক্রিয়াভেদও দেখিলেন। অতএব এক ক্ষণ মধ্যেই ষষ্টিঘটিকা কাল পৃথক্ পৃথক্ স্থলে প্রভাত আদি নিজভাগে এবং তদুচিত ক্রিয়াভেদের সহিত প্রকাশ করিতে করিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই কারণে প্রাতঃকাল হইতে ষষ্টিঘটিকা কালসমূহের ও ক্রিয়াসমূহেরও সর্ব্বকাল স্থায়িত্ব নারদমুনি জানিলেন—ইহাই জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিতে যাইতেছেন, অতএব ইহাদ্বারা প্রাতঃকাল বুঝাইতেছে ॥ ২৩ ॥

জুহ্বন্তঞ্চ বিতানাগ্নীন্ যজন্তং পঞ্চভির্মখৈঃ।
ভোজয়ন্তং দ্বিজান্ ক্বাপি ভুঞ্জানমবশেষিতম্ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—(সঃ নারদঃ) ক্ব অপি (কুত্রচিৎ গৃহে) বিতানাগ্নীন্ (আহবনীয়াগ্নীন্) জুহ্বন্তম্ (অগ্নিহোত্রেণ বিধিনা হব্যদ্রব্যেণ প্রীণয়ন্তং কুত্রচিৎ) পঞ্চভিঃ মখৈঃ (পঞ্চমহাযজ্ঞৈঃ) যজন্তং (দেবাদীন্ অর্চ্চয়ন্তং কুত্রাচিৎ) দ্বিজান্ (ব্রাহ্মণান্) ভোজয়ন্তং (তেভ্যো ভোজনং দদানং কুত্রচিৎ) অবশেষিতং (দ্বিজভুক্তাবশিষ্টং) ভুঞ্জানং (স্বয়মাদদানং শ্রীকৃষ্ণং অপশ্যৎ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবর্ষি দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কোনও গৃহে আহবনীয় অগ্নিসমূহে হোম করিতেছেন, কোথাও বা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতেছেন এবং কোথাও বা তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট স্বয়ং ভোজন করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কুচিদ্বিতানাগ্নীনাহবনীয়াদীন্ অগ্নিহোত্রেণ জুহ্বন্তমিতি পূর্ব্বাহ্ণঃ ক্বাপি পঞ্চভির্মখৈরিতি। "পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ" ইতি পঞ্চমহাযজ্ঞৈর্যজন্তমিতি মধ্যাহ্নঃ। ভোজয়ন্তং ভুঞ্জানমিত্যপরাহ্ণ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোথাও দেবর্ষি দেখিলেন আহবনীয় অগ্নিহোত্র কৃষ্ণ যাজন করিতেছেন—পাঠ-হোম-অতিথি-সেবা-তর্পণ ও প্রাণীগণকে আহার দান—এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা যাজন করিতেছেন—ইহা মধ্যাহ্ন। কোথাও ভোজন করাইতেছেন ইহা অপরাহ্ন ॥ ২৪ ॥

ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগ্‌যতম্।
একত্র চাসি-চর্ম্মভ্যাং চরন্তমসিবর্ত্মসু ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ব অপি সন্ধ্যাং (মাধ্যাহ্নিকীমুপাসনাম্) উপাসীনং (কুর্ব্বন্তং) বাগ্‌যতং (কৃতমৌনং যথা স্যাৎ তথা) ব্রহ্ম (গায়ত্রীং) জপন্তং একত্র চ (কুত্রচিৎ) অসিবর্ত্মসু (খড়্গবিদ্যাশিক্ষাগতিষু) অসি চর্ম্মভ্যাম্ (উপলক্ষিতং সন্তং) চরন্তং (ভ্রমন্তং শ্রীকৃষ্ণমপশ্যৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—কোন গৃহে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যানিরত হইয়া মৌনভাবে গায়ত্রী জপ করিতেছেন এবং কোনও গৃহে অসিচালনবিদ্যাভ্যাসস্থানে অসি চর্ম্ম ধারণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সন্ধ্যামুপাসীনমিতি সায়াহ্নঃ। অসিচর্ম্মভ্যামিতি পুনঃ প্রাতঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোথাও দেখিলেন সন্ধ্যা উপাসনা করিতেছেন ইহা সায়াহ্ন, কোথাও দেখিলেন

খড়্গ ও চর্ম্ম লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিতেছেন—ইহা পুনঃরায় প্রাতঃকাল ।। ২৫ ।।

অশ্বৈর্গজৈ রথৈঃ ক্বাপি বিচরন্তং গদাগ্রজম্ ।
ক্বচিচ্ছয়ানং পর্য্যঙ্কে স্তূয়মানঞ্চ বন্দিভিঃ ।। ২৬ ।।

অন্বয়ঃ—ক্ব অপি (কুত্রচিৎ) অশ্বৈঃ গজৈঃ রথৈঃ বিচরন্তং ক্বচিৎ (কুত্রচিৎ) পর্য্যঙ্কে (খট্টায়াং) শয়ানং বন্দিভিঃ (স্তুতিপাঠকৈঃ) স্তূয়মানং চ (কীর্ত্তিত মাহাত্ম্যং চ) গদাগ্রজং (শ্রীকৃষ্ণং অপশ্যৎ) ।। ২৬ ।।

অনুবাদ—কোন স্থানে দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অশ্ব গজ ও রথারোহণে বিচরণ করিতেছেন এবং কোথাও বা পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ও বন্দিগণ তাঁহার স্তুতি পাঠ করিতেছে ।। ২৬ ।।

বিশ্বনাথ—অশ্বৈর্গজৈরিতি পুনর্মধ্যাহ্নঃ । ক্বচিচ্ছয়ানমিতি রাত্রিশেষঃ ।। ২৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোথাও দেখিলেন অশ্ব ও হস্তী সমূহের সহিত রথারোহণে বিচরণ করিতেছেন, পুনঃরায় মধ্যাহ্ন কোথাও দেখিলেন, কৃষ্ণ শয়ন করিয়াছেন ইহা রাত্রি শেষ ।। ২৬ ।।

মন্ত্রয়ন্তঞ্চ কস্মিংশ্চিৎ মন্ত্রিভিশ্চোদ্ধবাদিভিঃ ।
জলক্রীড়ারতং ক্বাপি বারমুখ্যাবলাবৃতম্ ।। ২৭ ।।

অন্বয়ঃ—কস্মিংশ্চিৎ (কুত্রচিদ্গৃহে) উদ্ধবাদিভিঃ মন্ত্রিভিঃ (সহ) মন্ত্রয়ন্তং চ (মন্ত্রণাং কুর্ব্বন্তঞ্চ) ক্ব অপি (কুত্রচিদ্বা) বারমুখ্যাবলাবৃতং (বারমুখ্যাভিঃ উত্তমবারাঙ্গনাভিঃ অবলাভিঃ স্ত্রীভিশ্চ আবৃতং বেষ্টিতং তথা) জলক্রীড়ারতং (শ্রীকৃষ্ণং অপশ্যৎ) ।। ২৭ ।।

অনুবাদ—কোন স্থানে দেখিলেন, তিনি উদ্ধব প্রভৃতি মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণায় রত আছেন এবং কোথাও বা উত্তম বারাঙ্গনা অন্যান্য রমণীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন ।। ২৭ ।।

বিশ্বনাথ—মন্ত্রয়ন্তঞ্চেতি প্রদোষঃ । জলক্রীড়ারতমিতি অপরাহ্নঃ ।। ২৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোথাও দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রণা করিতেছেন ইহা প্রদোষ, অন্যত্র দেখিলেন জলক্রীড়া রত ইহা অপরাহ্ন ।। ২৭ ।।

কুত্রচিদ্দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদতং গাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ।
ইতিহাসপুরাণানি শৃণ্বন্তং মঙ্গলানি চ ।। ২৮ ।।

অন্বয়ঃ—কুত্রচিৎ (গৃহে) দ্বিজমুখ্যেভ্যঃ (বিপ্রবরেভ্যঃ) স্বলঙ্কৃতাঃ (বসনালঙ্কারাদিভূষিতাঃ) গাঃ (ধেনূঃ) দদতং (সমর্পয়ন্তং কুত্রচিদ্ বা) মঙ্গলানি (পুণ্যজনকানি) ইতিহাস-পুরাণানি (তত্তৎকথাঃ) শৃণ্বন্তম্ (আকর্ণয়ন্তং) চ (শ্রীকৃষ্ণমপশ্যৎ) ।।২৮।।

অনুবাদ—কোন গৃহে দেখিলেন, তিনি উত্তম ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্রালঙ্কারভূষিত ধেনুসমূহ প্রদান করিতেছেন এবং কোথাও বা পুণ্যজনক ইতিহাস ও পুরাণপাঠ শ্রবণ করিতেছেন ।। ২৮ ।।

বিশ্বনাথ—গাঃ দদতমিতি পূর্ব্বাহ্নঃ । ইতিহাসেতি অপরাহ্নঃ । "ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং ষষ্ঠ-সপ্তমকৌ নয়েৎ" ইতি স্মৃতেঃ ।। ২৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্যত্র দেখিলেন—গাভী দান করিতেছেন ইহা পূর্ব্বাহ্ন । অন্যত্র দেখিলেন—ইতিহাস ও পুরাণপাঠ শ্রবণ করিতেছেন, ইহা অপরাহ্ন । স্মৃতিশাস্ত্রে আছে অপরাহ্নে ষষ্ঠ ও সপ্ত ঘটিকায় ইতিহাস পুরাণ শ্রবণ করিবে ।। ২৮ ।।

হসন্তং হাস্যকথয়া কদাচিৎ প্রিয়য়া গৃহে ।
ক্বাপি ধর্ম্মং সেবমানমর্থ-কামৌ চ কুত্রচিৎ ।। ২৯ ।।

অন্বয়ঃ—কদাচিৎ (কুত্রচিৎ) গৃহে প্রিয়য়া (কয়াচিৎ পত্ন্যা সহ) হাস্যকথয়া (হাস্য-জনক-কথাপ্রসঙ্গেন) হসন্তং (হাসং কুর্ব্বন্তং) ক্ব অপি (কুত্রচিৎ) ধর্ম্মং কুত্রচিৎ চ অর্থকামৌ (অর্থঞ্চ কামঞ্চ) সেবমানম্ (আচরন্তং শ্রীকৃষ্ণমপশ্যৎ) ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—কোন গৃহে দেখিলেন, তিনি প্রিয়ার সহিত হাস্যজনক কথা প্রসঙ্গে হাস্য করিতেছেন এবং কোন গৃহে ধর্ম্ম ও কোন গৃহে অর্থ-কামের সেবা করিতেছেন ।। ২৯ ।।

বিশ্বনাথ—হাস্যকথয়েতি নিশীথসময়ঃ । ধর্ম্মমর্থকামাবিতি দিনরাত্রী ।। ২৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোথাও দেখিলেন—প্রিয়ার সহিত হাস্যজনক কথা প্রসঙ্গে হাস্য করিতেছেন ইহা রাত্রির প্রথম সময়। অন্যত্র দেখিলেন ধর্ম্মকার্য্য করিতেছেন অন্যগৃহে অর্থ ও কামের সেবা করিতেছেন—ইহা দিবা ও রাত্রি ॥ ২৯ ॥

ধ্যায়ন্তমেকমাসীনং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্।
শুশ্রূষন্তং গুরূন্ ক্বাপি কামৈর্ভোগৈঃ সপর্য্যয়া ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—(কুত্রচিৎ) প্রকৃতেঃ পরং (পরতত্ত্বম্) একম্ (অদ্বিতীয়ং) পুরুষং (পরমাত্মানং) ধ্যায়ন্তং (চিন্তয়ন্তম্) আসীনম্ (উপবিষ্টং) ক্ব অপি (কুত্রচিৎ) কামৈঃ ভোগৈঃ (কাম্যবস্তুভিঃ তৎ-প্রদানেনেত্যর্থঃ) সপর্য্যয়া (পূজয়া) গুরূন্ (গুরু-জনান্) শুশ্রূষন্তং (সেবমানং শ্রীকৃষ্ণং অপশ্যৎ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—কোন গৃহে দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে ধ্যান করিতেছেন এবং কোন গৃহে বা বিবিধ কাম্যবস্তু প্রদান ও পূজা দ্বারা গুরুজনগণের শুশ্রূষা করিতেছেন ॥ ৩০ ॥

কুর্ব্বন্তং বিগ্রহং কৈশ্চিৎ সন্ধিঞ্চান্যত্র কেশবম্।
কুত্রাপি সহ রামেণ চিন্তয়ন্তং সতাং শিবম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(কুত্রচিৎ) কৈশ্চিৎ (কতিপয়ৈঃ জনৈঃ সহ) বিগ্রহং (কলহং) কুর্ব্বন্তং অন্যত্র চ (অন্যস্মিন্ স্থানে চ কৈশ্চিৎ সহ) সন্ধিং (মেলনং কুর্ব্বন্তং) কুত্রাপি (কুত্রচিৎ) রামেণ (বলদেবেন সহ) সতাং (সাধূনাং) শিবং (কল্যাণং) চিন্তয়ন্তং কেশবম্ (অপশ্যৎ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—কোন গৃহে দেখিলেন, তিনি কতিপয় লোকের সহিত কলহ করিতেছেন, অন্য একস্থানে কতিপয় ব্যক্তির সহিত সন্ধি করিতেছেন এবং কোথাও বা বলদেবের সহিত সাধুগণের হিতচিন্তায় নিরত আছেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ধ্যায়ন্তমিতি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তঃ ॥ ৩০-৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোথাও দেখিলেন—একাকী ধ্যান করিতেছেন ইহা ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ॥ ৩০-৩১ ॥

পুত্রাণাং দুহিতৄণাঞ্চ কালে বিধ্যুপযাপনম্।
দারৈর্বরৈস্তৎসদৃশৈঃ কল্পয়ন্তং বিভূতিভিঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(কুত্রচিৎ) কালে (যথাসময়ে) পুত্রাণাং দুহিতৄণাং (কন্যানাং) চ বিভূতিভিঃ তৎ-সদৃশৈঃ (রূপগুণাদিসম্পন্নৈঃ তত্তদনুরূপৈঃ) দারৈঃ (স্ত্রীভিঃ) বরৈঃ (পতিভিশ্চ সহ) বিধ্যুপযাপনং (বিধিনা উপযাপনং প্রাপণং বিবাহমিত্যর্থঃ) কল্পয়ন্তং (ঘটয়ন্তং শ্রীকৃষ্ণং অপশ্যৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—কোনও গৃহে দেখিলেন যে, তিনি অনুরূপ রূপগুণাদি সম্পন্ন পাত্রী ও পাত্রগণের সহিত নিজ পুত্র ও কন্যাগণের বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বিধিনা উপযাপনং প্রাপণং বিবাহমিত্যর্থঃ। কল্পয়ন্তং কারয়ন্তং বিভূতিভির্বহুসম্ভারৈঃ। বার্ষিকোৎসবসমাপ্তৌ প্রস্থাপনং দুহিতৃ-জামাত্রাদীনাং স্বগৃহাত্তদ্গৃহপ্রাপণম্। উৎসবারম্ভে উপানয়নং তদ্-গৃহাৎ পুনরানয়নং তৈর্মহোৎসবান্ কল্পয়ন্তম্ ॥৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্যত্র দেখিলেন তিনি বিধি-পূর্ব্বক পাত্র-পাত্রীগণের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। কোথাও দেখিলেন—বহু সম্ভার দ্বারা বিবাহ করাইতেছেন। অন্যত্র বার্ষিক উৎসব সমাপ্ত করিয়া কন্যা ও জামাতাদিকে তাহার গৃহে পাঠাইতেছেন। অন্যত্র উৎসবের আরম্ভে কন্যা জামাতাগণকে তাহার গৃহ হইতে পুনঃরায় আনয়ন ও তাহাদের সহিত মহোৎসব করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

প্রস্থাপনোপানয়নৈরপত্যানাং মহোৎসবান্।
বীক্ষ্য যোগেশ্বরেশস্য যেষাং লোকা বিসিস্মিরে ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—(কুত্রচিৎ) অপত্যানাং (দুহিতৃ-জামাত্রাদীনাং) প্রস্থাপনোপানয়নৈঃ (প্রস্থাপনং স্ব-গৃহাৎ তত্তদ্গৃহং প্রতিনয়নম্, উপানয়নং তত্তদ্গৃহাৎ পুনরানয়নং তৈঃ) মহোৎসবান্ (কল্পয়ন্তং শ্রীকৃষ্ণম-পশ্যৎ) যোগেশ্বরেশস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) যেষাম্ (অপত্যানাং মহোৎসবান্) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) লোকাঃ বিসিস্মিরে (বিস্মিতা বভূবুঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—কোন গৃহে দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কন্যা জামাতা প্রভৃতিকে তাহাদের নিজ গৃহে প্রেরণ এবং

পুনরায় তথা হইতে আনয়নরূপ মহোৎসবে ব্যাপৃত আছেন, লোকসকল তাদৃশ মহোৎসব দর্শনে বিস্মিত হইতেছে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—যোগেশ্বরস্য কৃষ্ণস্য যেষাং অপত্যানাং মহোৎসবান্ বীক্ষ্য লোকাঃ বিস্ময়ং প্রাপুঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন গৃহে দেখিলেন—কন্যা জামাতাগণকে তাহাদের নিজগৃহে প্রেরণ ও পুনঃরায় আনয়নরূপ মহোৎসবে যোগেশ্বর কৃষ্ণের মহোৎসব দেখিয়া লোকসকল বিস্মিত হইতেছে ॥ ৩৩ ॥

যজন্তং সকলান্ দেবান্ ক্বাপি ক্রতুভিরূর্জ্জিতৈঃ ।
পূর্ত্তয়ন্তং কৃচিদ্ধর্ম্মং কৃপারাম-মঠাদিভিঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ব অপি (কুত্রচিদ্গৃহে) উর্জ্জিতৈঃ (সমৃদ্ধৈঃ) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) সকলান্ দেবান্ যজন্তম্ (অর্চ্চয়ন্তং) কৃচিৎ (কুত্রচিৎ) কূপারাম-মঠাদিভিঃ (কূপাদিপ্রতিষ্ঠানৈঃ) ধর্ম্মং পূর্ত্তয়ন্তং (পূর্ত্ততয়া সম্পাদয়ন্তং শ্রীকৃষ্ণম্ অপশ্যৎ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—কোন স্থানে দেখিলেন, তিনি সমৃদ্ধ যজ্ঞসমূহে দেবগণকে পূজা করিতেছেন এবং কোথাও বা কূপ, আরাম ও মঠাদি প্রতিষ্ঠারূপ পূর্ত্তকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—কৃচিদ্দেবান্ যজন্তমিতি চৈত্রাদৌ চাতুর্ম্মাস্যে বা পুণ্যকালে, কৃচিদ্যুগাদ্যাদৌ পূর্ত্তয়ন্তং পূর্ত্ততয়া সম্পাদয়ন্তম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন গৃহে দেখিলেন—দেবগণের যজনা করিতেছেন চৈত্রমাসে বা চাতুর্ম্মাস্যে পুণ্যকালে, কোথাও যুগাদ্যাদি পুণ্যসময়ে কূপ খননাদি করাইতেছেন ॥ ৩৪ ॥

চরন্তং মৃগয়াং ক্বাপি হয়মারুহ্য সৈন্ধবম্ ।
ঘ্নন্তং তত্র পশূন্ মেধ্যান্ পরীতং যদুপুঙ্গবৈঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—ক্ব অপি (কুত্রচিৎ) সৈন্ধবং (সিন্ধুদেশজাতং) হয়ম্ (অশ্বম্) আরুহ্য মৃগয়াং চরন্তং (কুর্ব্বন্তং) তত্র (মৃগয়ায়াং) মেধ্যান্ (পবিত্রমাংসান্) পশূন্ ঘ্নন্তং (বিনাশয়ন্তং তথা) যদুপুঙ্গবৈঃ (যাদবপ্রধানৈঃ) পরীতং (পরিবেষ্টিতঞ্চ শ্রীকৃষ্ণমপশ্যৎ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—কোনও স্থানে দেখিলেন, তিনি যদুবীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মৃগয়ায় পবিত্রমাংস পশুগণকে নিহত করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—চরন্তমিতি সৈন্ধবং সিন্ধুদেশোদ্ভবম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন স্থানে দেখিলেন—সিন্ধুদেশজাত অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

অব্যক্তলিঙ্গং প্রকৃতিষ্বন্তঃপুরগৃহাদিষু ।
কৃচিচ্চরন্তং যোগেশং তত্তদ্ভাববুভুৎসয়া ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ (কুত্রচিৎ) তত্তদ্ভাববুভুৎসয়া (তত্রত্য জনানামভিপ্রায়ং বোদ্ধুং জ্ঞাতুমিচ্ছয়া) প্রকৃতিষু (অমাত্যগৃহেষু তথা) অন্তঃপুরগৃহাদিষু (স্বকীয়ান্তঃপুর-স্ত্রীগৃহাদিষু চ) অব্যক্তলিঙ্গং (প্রচ্ছন্নবেশং) চরন্তং (ভ্রমন্তং) যোগেশং (শ্রীকৃষ্ণমপশ্যৎ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—কোথাও বা দেখিলেন, তিনি তত্রত্য জনগণের অভিপ্রায় অবগতির জন্য অমাত্যগৃহ এবং স্বকীয় অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীগৃহসমূহে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রকৃতিষ্বমাত্যপুরেষু নিজান্তঃপুরাদিষু চ। তত্তদ্ভাববুভুৎসয়া তত্রত্যজনানামভিপ্রায়ান্ জ্ঞাতুম্। অব্যক্তলিঙ্গং বেষান্তরেণাচ্ছন্নঃ যোগেশং সর্ব্বজ্ঞমপীতি প্রেমময্যা লীলাশক্ত্যৈব সর্ব্বজ্ঞতাশক্তেরাচ্ছাদনাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্যত্র দেখিলেন—মন্ত্রীগণের পুরীতে ও নিজ অন্তঃপুরাদিতে জনগণের ভাব জানিবার ইচ্ছায়। অব্যক্তলিঙ্গ অর্থাৎ অন্য বেশদ্বারা নিজেকে ঢাকিয়া, তিনি যোগেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ হইলেও প্রেমময়ী লীলাশক্তির দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতাশক্তির আচ্ছাদন পূর্ব্বক ॥ ৩৬ ॥

অথোবাচ হৃষীকেশং নারদঃ প্রহসন্নিব ।
যোগমায়োদয়ং বীক্ষ্য মানুষীমীয়ুষো গতিম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) নারদঃ মানুষীং গতিং (মনুষ্যভাবম্) ঈয়ুষঃ (প্রাপ্তস্য ভগবতঃ)

যোগমায়োদয়ং (যোগমায়াসমৃদ্ধিং) বীক্ষ্য (পূর্ব্বোক্ত-ক্রমেণ দৃষ্ট্বা) প্রহসন্ ইব (হাসং কুর্ব্বন্ ইব) হৃষীকেশং (শ্রীকৃষ্ণম্) উবাচ (উক্তবান্) ॥৩৭॥

অনুবাদ—*অনন্তর দেবর্ষি নারদ মনুষ্যবিগ্রহাশ্রিত* অবস্থায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশী যোগমায়া সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া হাস্যনিরতের ন্যায় বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহসন্নিবেতি সর্ব্বজ্ঞত্বেঽপি বুভুৎসা দৃষ্ট্যা প্রহাসঃ। ইবেত্যৈশ্বর্য্যদৃষ্ট্যা সঙ্কোচাত্তৎ সম্বরমুদ্রা চ। মানুষীং রতিমীয়ুষঃ স্বীয়মনুষ্যক্রীড়া-বিষ্টস্যাপি যোগমায়োদয়ং বীক্ষ্যেতি বিস্ময়ো ব্যঞ্জিতঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শ্রীনারদমুনি হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও কৃষ্ণকে প্রচ্ছন্নভাবে জানিবার ইচ্ছা দেখিয়া হাসিলেন। 'ইব' ইহা দ্বারা ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সঙ্কোচভাব প্রাপ্ত হইলেন ও নিজভাবমুদ্রা সম্বরণ করিলেন। নিজ মনুষ্যলীলা আবিষ্ট হইলেও তাহার মধ্যে যোগমায়ার প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দ্দর্শা অপি মায়িনাম্।
যোগেশ্বরাত্মন্ নির্ভাতা ভবৎপাদনিষেবয়া ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) যোগেশ্বর, আত্মন্, (পরমাত্মন্) মায়িনাং (মায়ামুগ্ধানাং জীবানাং) দুর্দ্দর্শাঃ (দুঃখেন দ্রষ্টুং যোগ্যাঃ) অপি ভবৎপাদনিষেবয়া (ভবতঃ পাদপদ্মসেবনেন বয়ং) নির্ভাতাঃ (মম মনসি তব স্বরূপে বা প্রতীতাঃ) তে (তব) যোগমায়াঃ বিদাম (বিদামঃ, ন তু তৎপরমার্থমিতি ভাবঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে যোগেশ্বর, হে পরমাত্মন্, আপনার পাদপদ্ম পরিসেবন হেতু আমাদের হৃদয়ে মায়ামুগ্ধ জীবগণের দুর্দ্দর্শ ভবদীয় যোগমায়াসমূহ প্রতীত হওয়ায় উহা জানিতে পারিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভবতঃ পাদনিষেবয়া বিদাম বেদাম প্রার্থনায়াং লোট্, সাক্ষাদনুভবিতুং প্রার্থয়ামহ ইত্যর্থঃ। ননু যুষ্মদ্বিধৈঃ সর্ব্বজ্ঞৈঃ কিং দুর্ব্বেদ্যং তত্রাহ,—যোগিনামপি যোগিভিঃ শ্রীরুদ্রাদ্যৈরপি দুর্দ্দর্শাঃ দ্রষ্টু-মপ্যশক্যাঃ কুতোঽনুভবিতুং কুতস্তরাং কর্ত্তুমিতি ভাবঃ। হে যোগেশ্বর, আত্মন্, আত্মনি ত্বয্যেব নির্ভাতা ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনারদমুনি বলিতেছেন—*আপনার শ্রীচরণসেবাদ্বারা সাক্ষাৎ অনুভব করাইতে* প্রার্থনা করি, যদি বলেন আপনার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞগণের কি অজানা আছে? তাহাতে বলি শ্রীরুদ্রআদি যোগী-গণেরও দুর্দ্দর্শনীয়া লীলা আমরা কিভাবে অনুভব করিতে পারিব? হে যোগেশ্বর! তোমাতেই ঐসকল সম্পূর্ণ প্রকাশিত ॥ ৩৮ ॥

অনুজানীহি মাং দেব লোকাংস্তে যশসাপ্লুতান্।
পর্য্যটামি তবোদ্গায়ন্ লীলা ভুবনপাবনীঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেব, (অহং) তব ভুবন-পাবনীঃ (ত্রিলোকপবিত্রতাসম্পাদনীঃ) লীলাঃ (লীলা-চরিতানি) উদ্গায়ন্ (উচ্চৈঃ কীর্ত্তয়ন্) তে (তব) যশসা (কীর্ত্ত্যা) আপ্লুতান্ (পূরিতান্) লোকান্ (ভুবনানি) পর্য্যটামি (ভ্রমিষ্যামি এতদর্থং) মাং অনুজানীহি (অনুমন্যস্ব) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আমি আপনার ত্রিলোক-পাবনী লীলাসমূহ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া ভবদীয় যশোরাশিপরিপূরিত ভুবনমণ্ডলে পর্য্যটন করিব, এ জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করুন্ ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তবৈতা অদ্ভুতা লীলাঃ দৃষ্ট্বা ধৈর্য্যং কর্ত্তুং ন শক্নোম্যতঃ স্বেষ্টমিত্রবন্ধুভ্যো নানাদিগ্দেশ-বর্ত্তিভ্যো বক্তুং মামীত্যাহ,—অনুজানীহীতি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার এই সকল অদ্ভুত-লীলা দেখিয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছি না, অত-এব নিজ ইষ্ট মিত্র বন্ধুগণকে এবং নানা দিক্ দেশবাসীগণকে বলিতে যাইব—ইহাই বলিতেছেন—হে দেব! তোমার এই ভুবনপাবনী লীলা উচ্চভাবে গান করিতে করিতে লোকসমূহ পর্য্যটন করিব ॥৩৯

শ্রীভগবানুবাচ—

ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা।
তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,— (হে) ব্রহ্মন্,

অহং ধর্ম্মস্য বক্তা কর্ত্তা তদনুমোদিতা (তস্য সমর্থকশ্চ সন্) তৎ (ধর্ম্মাচরণং) শিক্ষয়ন্ (লোকেষু স্বাচারপ্রদর্শনদ্বারা প্রচারয়ন্) ইমং লোকং (পৃথিবীম্) আস্থিতঃ (প্রাপ্তোঽস্মি অতঃ হে) পুত্র, (বৎস) মা খিদঃ (মোহং মা প্রাপ্নুহি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্, আমি ধর্ম্মসমূহের বক্তা, কর্ত্তা এবং তৎ সমর্থক হইয়া নিজ আচরণ দ্বারা লোকমধ্যে উহার প্রচারার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি, অতএব তুমি মদীয় ঐশ্বর্য্য দর্শনে মোহিত হইও না ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ত্বদেকান্তদাসস্য মম ত্বন্নিকটস্থিতাবিদমেব মহদ্দুঃখং যন্মে শশ্বৎ পর্য্যটনকঠোরৌ দুর্ভগৌ পাদৌ স্বহস্তকমলাভ্যাং প্রথ্যালয়সীতি, তত্রাহ, —ব্রহ্মন্নিতি। তত্তস্মাৎ লোকং শিক্ষয়ন্ ইমং ধর্ম্মম্ আস্থিতঃ। অহং তাবৎ ক্ষত্রিয়ো গৃহস্থস্ত্বাং ব্রাহ্মণং স্বগৃহমায়াতং যদি নার্চ্চয়ামি তদা স্বাচরণেন মৎ প্রচারিতো ধর্ম্মঃ কথং তিষ্ঠেৎ। "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ" ইতি ন্যায়াত্তেন ধর্ম্মপ্রচারণার্থমেব ত্বৎপাদৌ ময়াদ্য ক্ষালিতৌ, নতু বস্তুতঃ। যদা তু ময়া ধর্ম্মপ্রচারণলীলা নারব্ধা তদা কেশিবধানন্তরং মদন্তিকমায়াতস্য তব বহুস্তত্যাদিকমশ্রৌষমেব নতু কিমপ্যনুমাত্রমপ্যর্হণমকরবমিতি স্মৃত্বা পশ্যেতি ভাবঃ। ননু তদপীদানীং তৎকর্ত্তৃকাবনেজনকর্ম্মণি স্বপদস্পৃষ্ট ত্বৎপানে মমাপরাধো ভবত্যেবেত্যত আহ,—হে পুত্রেতি। স্নেহং জ্ঞাপয়িত্বা সান্ত্বয়তি। যথা পিতরি তদঙ্কনিহিতপাদোঽপি পুত্রস্য নাপরাধস্তথৈব ময়ি তবেতি বুধ্যস্বেতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর বলি তোমার একান্তদাস আমার তোমার নিকটস্থিত হইয়া জানিলামই, আমার ইহাই মহাদুঃখ যে আমার সর্ব্বদা পর্য্যটন করিতে করিতে পদদ্বয় দুর্ভাগ্যবশত শক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা তুমি নিজহস্ত কমলদ্বয় দ্বারা প্রক্ষালন করিতেছ ? তাহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন—হে ব্রহ্মণ ! এই লোকসকলের শিক্ষাদানের জন্য আমার এই ধর্ম্ম আচরণ, আমি ক্ষত্রিয় গৃহস্থ, আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণ নিজগৃহে আসিলে যদি অর্চ্চন না করি, তাহা হইলে আমার আচরণ দ্বারা আমার প্রচার্য্যধর্ম্ম কিরূপে থাকিবে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন অন্যজন তাহাই শিক্ষা লাভ করে এই ন্যায় অনুসারে ধর্ম্মপ্রচারের জন্যই তোমার চরণদ্বয় আমি অদ্য প্রক্ষালন করিলাম, বস্তুত নহে। যখন আমি ধর্ম্মপ্রচারণলীলা আরম্ভ করি নাই, তখন কেশীদৈত্য বধের পর আমার নিকট আগমনকারী তোমার বহুস্তুতি আদি শ্রবণ করিয়াছিই, কিন্তু কিছুই বিন্দুমাত্রও পূজা আদি করি নাই, ইহা শরণ করিয়া দেখ। যদি বলেন তাহাও এখন তোমা কর্ত্তৃক আমার পদ ধৌত আদি কর্ম্মে আমার পদধৌত জল তুমি পান করায় আমার অপরাধ হইবেই ? ইহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন—হে পুত্র ! এই বলিয়া স্নেহ জানাইয়া সান্ত্বনা দান করিতেছেন। যেমন পিতার ক্রোড়ে স্থাপিত পদও পুত্রের অপরাধ হয় না, সেইরূপ আমি তোমার পদধৌত করায় তোমার কোন অপরাধ হয় নাই—ইহা জানিবেন ॥ ৪০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যাচরন্তং সদ্ধর্ম্মান্ পাবনান্ গৃহমেধিনাম্।
তমেব সর্ব্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(নারদঃ) ইতি (এবং ক্রমেণ) গৃহমেধিনাঃ (গৃহস্থানাং) পাবনান্ (পুণ্যজনকান্) সদ্ধর্ম্মান্ আচরন্তং সর্ব্বগেহেষু (ষোড়শসহস্রগৃহেষু) একং এব তং (শ্রীকৃষ্ণং) সন্তং (বর্ত্তমানং) দদর্শ হ (দৃষ্টবান্ কিল) ॥৪১

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বোক্তক্রমে গৃহস্থগণের পুণ্যজনক আচরণসমূহের অনুষ্ঠান সহকারে এক শ্রীকৃষ্ণই ষোড়শসহস্র গৃহে বর্ত্তমান রহিয়াছেন দেখিতে পাইলেন ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণস্যানন্তবীর্য্যস্য যোগমায়ামহোদয়ম্।
মুহুর্দৃষ্ট্বা ঋষিরভূদ্বিস্মিতো জাতকৌতূকঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ঋষিঃ (নারদঃ) অনন্তবীর্য্যস্য (অনন্তমাহাত্ম্যযুক্তস্য) কৃষ্ণস্য যোগমায়ামহোদয়ং (যোগমায়াসমৃদ্ধিং) মুহুঃ (বারম্বারং) দৃষ্ট্বা

বিস্মিতঃ (বিস্ময়গ্রস্তঃ তথা) জাতকৌতুকঃ (কৌতূহলযুক্তশ্চ) অভূৎ (জাতঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—নারদ অনন্ত মাহাত্ম্যশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ যোগমায়া-সমৃদ্ধি পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া বিস্মিত ও কৌতূহলযুক্ত হইলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থমেকেনৈব শ্লোকেন সংক্ষিপ্যাহ, ইতীতি। একং একবপুষং একেন বপুষেতি পূর্ব্বোক্তেঃ। অত্র নারদস্য তথা দ্রষ্টুমিচ্ছয়া ভগবতশ্চ দর্শয়িতুমিচ্ছয়ৈব তথা দর্শনমভূৎ, কিন্তু দ্বারকাবাসিনস্তু যে যত্রত্যাস্তে তৎপুর এব কৃষ্ণং পশ্যন্তি, ন ত্বন্যত্র পুরেষু কার্য্যান্তরায় তত্র তত্র কদাচিদ্‌গচ্ছন্তোঽপীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪১-৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহা বলা হইল তাহাই একটী শ্লোকদ্বারা সংক্ষেপে বলিতেছেন—এক এক বিগ্রহ দ্বারা, ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছেন এস্থলে নারদঋষির ঐরূপ দেখিবার ইচ্ছা দ্বারাই ঐরূপ দর্শন হইল। কিন্তু দ্বারকাবাসীগণের যে যেখানে আছেন তাহারা সেই গৃহেই কৃষ্ণকে দর্শন করেন কিন্তু অন্যত্র গৃহে কার্য্যান্তরের জন্য সেই সেই স্থানে কখন গেলেও দর্শন হয়, ইহা জানিতে হইবে ॥ ৪১-৪২ ॥

ইত্যর্থকামধর্ম্মেষু কৃষ্ণেন শ্রদ্ধিতাত্মনা।
সম্যক্ সভাজিতঃ প্রীতস্তমেবানুস্মরন্ যযৌ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রদ্ধিতাত্মনা (শ্রদ্ধিতঃ শ্রদ্ধাযুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য তেন) কৃষ্ণেন ইতি (এবং ক্রমেণ) অর্থকামধর্ম্মেষু (তত্তদ্‌বিষয়েষু) সম্যক্ (যথাবিধি) সভাজিতঃ (পূজিতঃ অতএব) প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ সন্ নারদঃ) তং (কৃষ্ণং) এব অনুস্মরন্ (অনুক্ষণং চিন্তয়ন্) যযৌ (গতবান্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে দেবর্ষির যথাবিধি পূজা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রদ্ধিতঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ আত্মা যস্য তেন ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রদ্ধিত অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত আত্মা যাঁহার তৎকর্ত্তৃক ॥ ৪৩ ॥

এবং মনুষ্যপদবীমনুবর্ত্তমানো
নারায়ণোঽখিলভবায় গৃহীতশক্তিঃ।
রেমেঽঙ্গ ষোড়শসহস্রবরাঙ্গনানাং
সব্রীড়সৌহৃদনিরীক্ষণহাসজুষ্টঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে বৎস) এবম্ (অনেন প্রকারেণ) মনুষ্যপদবীং (মানুষমার্গম্) অনুবর্ত্তমানঃ (অনুসরন্) অখিলভবায় অখিলস্য ভবায় উদ্ভবায়) গৃহীতশক্তিঃ (গৃহীতাঃ স্বীকৃতাঃ শক্তয়ঃ নানামূর্ত্তয়ো যেন সঃ) নারায়ণঃ ষোড়শসহস্রবরাঙ্গনানাং (ষোড়শসহস্রসংখ্যকোত্তমনারীণাং) সব্রীড়সৌহৃদনিরীক্ষণহাসজুষ্টঃ (সব্রীড়ং সলজ্জঞ্চ তৎ সৌহৃদঞ্চ তেন নিরীক্ষণং হাসশ্চ তাভ্যাং জুষ্টঃ প্রীতঃ সন্) রেমে (বিহারং কৃতবান্) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, নিখিলজগৎসৃষ্টির জন্য বিবিধ মূর্ত্তিধারী ভগবান্ এইরূপে মনুষ্যপদবীর অনুসরণ সহকারে ষোড়শসহস্র বরাঙ্গনার সলজ্জসুহৃদ্‌ভাব-মিশ্রিত নিরীক্ষণ ও হাস্য দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পরমেশ্বরস্য অর্থাদিশ্রদ্ধয়া কিমিত্যত আহ,—এবমিতি। মনুষ্যবর্ত্মানুসৃত্যা তস্য কিমিত্যত আহ,—অখিলানাং ভবায়, মনুষ্যচেষ্টা হি মনুষ্যৈঃ সুখেন স্মর্য্যন্ত ইতি। তাদৃশ স্বলীলাস্মারণয়া তেষাং সংসারং নিবর্ত্তয়িতুমিত্যর্থঃ। তৎসংসার নিবর্ত্তয়া তস্য কিমিত্যত আহ,—গৃহীতা শক্তিঃ কৃপাখ্যা যেন সঃ। কিঞ্চ শাশ্বতিক্যা মনুষ্যচেষ্টয়া ন কেবলমেতাবদেব প্রয়োজনং, কিন্তু স্বরূপভূতস্বপ্রেয়সীভির্মানুষীভির্লক্ষ্যাদিভ্যোঽপ্যুৎকৃষ্টাভিঃ মানুষাকৃতেঃ স্বস্য বৈকুণ্ঠনাথাদীনামপ্যংশিনো অনন্যা ভক্ত্যা এব বিষয়া উদ্দেশ্যা যেষাং তানিতি বা। শাশ্বতিকং রমণমপীত্যাহ,—রেমে ইতি ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল পরমেশ্বরের অর্থাদি শ্রদ্ধায় কি প্রয়োজন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মনুষ্যপথের অনুসরণ দ্বারা তাহার কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অখিলমনুষ্যের উন্নতির জন্য মনুষ্য চেষ্টাই মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সুখে স্মরণ করে। ঐরূপ নিজ লীলা স্মরণ করাইবার ইচ্ছায় তাহাদের সংসার মুক্তির জন্য। ঐ সংসার মুক্তির দ্বারা তাহার কি হইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—কৃপা নামক

শক্তি গ্রহণকারী কৃষ্ণ। আর নিত্য মনুষ্য চেষ্টা-দ্বারা কেবল এই পর্য্যন্তই প্রয়োজন নহে, কিন্তু স্বরূপ-ভূতা নিজ প্রেয়সীবর্গদ্বারা মানুষী দ্বারা লক্ষ্মীআদি হইতেও অতি উৎকৃষ্ট মানুষ আকৃতি নিজের বৈকুণ্ঠনাথাদি অংশীগণেরও অনন্যভক্তগণই ইহার বিষয় অর্থাৎ উদ্দেশ্য। যে সকল লীলার নিত্য রমণও বলিতেছেন—রেমে ইত্যাদি ॥ ৪৪ ॥

যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ
কর্ম্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার।
যস্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা
ভক্তির্ভবেদ্ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণগার্হস্থ্যদর্শনং নাম একোন-সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, (বৎস) বিশ্ববিলয়োদ্ভব-বৃত্তিহেতুঃ (বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারণীভূতঃ) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইহ (অস্মিন্ মনুষ্যলোকে) অনন্য-বিষয়াণি (অপরস্য অসাধ্যানি) যানি কর্ম্মাণি চকার (কৃতবান্ তানি কর্ম্মাণি) যঃ (জনঃ) তু গায়তি (কীর্ত্তয়তি) শৃণোতি অনুমোদতে (অনুমন্যতে) বা (তস্য জনস্য) হি (নিশ্চিতম্) অপবর্গমার্গে (মোক্ষপ্রদে) ভগবতি ভক্তিঃ ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনসপ্ততি-তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে বৎস, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই মনুষ্যলোকে অপ-রের অসাধ্য যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যাহারা ঐ সমস্ত কর্ম্মের কীর্ত্তন, শ্রবণ বা অনুমোদন করেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই মোক্ষফলপ্রদায়ক ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ন চ কৃষ্ণলীলা কেবলং সংসার-মোক্ষার্থৈব, কিন্তু প্রেমভক্তিপ্রদা চেত্যাহ,—যানীতি। বিলয়শ্চ উদ্ভবশ্চ বৃত্তিঃ স্থিতিশ্চ তাসাং হেতুরপি। কৃষ্ণো যানি কর্ম্মাণ্যনন্যবিষয়াণি স্বরূপান্তরাসাধারণানি অনন্যা ভক্তা এব বিষয়া উদ্দেশ্যা যেষাং তানিতি বা। অপবর্গো মোক্ষো মার্গে ভজনলক্ষণে বর্ত্মন্যেব লভ্যো যস্য তস্মিন্। ভগবতি ভক্তিঃ প্রেমবিলক্ষণা তস্য ভবেৎ সংসারান্মোক্ষস্তু ভজনারম্ভ এব স্যাদিতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একোনসপ্ততিতমো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনসপ্ততি-তমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাও বলিতে পার না কৃষ্ণ-লীলা কেবল সংসার মুক্তির জন্যই, কিন্তু প্রেমভক্তি প্রদানের জন্যও। এই বিশ্বের প্রলয় উৎপত্তি স্থিতি তাহাদেরও কারণ। কৃষ্ণ যে সকল কর্ম্ম অনন্য-বিষয় অর্থাৎ অন্যস্বরূপে নাই, এমন অনন্য ভক্ত-গণই বিষয় এবং উদ্দেশ যাহাদের সে সকল। অপ-বর্গ অর্থাৎ মোক্ষপথে—ভজনরূপ পথেই যাহা লাভ হয়, সেই ভগবানে প্রেমলক্ষণাভক্তি ভক্তের হয়। সংসার মোক্ষ কিন্তু ভজন আরম্ভেই হইয়া যায় ॥ ৪৫

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দশমস্কন্ধে উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনসপ্ততিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥১০।৬৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথোষস্যুপবৃত্তায়াং কুক্কুটান্ কূজতোঽশপন্ ।
গৃহীতকণ্ঠ্যঃ পতিভির্মাধব্যো বিরহাতুরাঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্ততিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের আহ্নিক কর্ম্ম, দূত এবং নারদ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত কার্য্যের কর্ত্তব্যমন্ত্রণা-বিচার বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাপরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাপনান্তে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন এবং গায়ত্রী-জপ সমাপ্ত করিয়া দেব-ঋষি-পিতৃগণের অর্চ্চন-তর্পণাদি ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিপ্রগণকে বহু সালঙ্কারা সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী দান করিলেন। তৎপরে মাঙ্গলিকদ্রব্য স্পর্শ ও দিব্যবিভূষণে বিভূষিত হইয়া লোকসকলের অভিলষিত বিষয় প্রদানপূর্ব্বক প্রজাবৃন্দের সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। সারথি দারুক রথ আনয়ন করিলে সাত্যকি ও উদ্ধবের হস্তধারণপূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। নক্ষত্রপরিবেষ্টিত সভায় উপবিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। বন্দিগণ মৃদঙ্গ, বীণা, করতাল প্রভৃতি ধ্বনির সহিত স্তব করিতে লাগিল। তৎকালে এক ব্যক্তি সভাদ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বারপাল শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা-ক্রমে উহাকে সভা-মধ্যে লইয়া গেল। উক্ত সমাগত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল যে, জরাসন্ধ বিংশতিসহস্র নৃপতিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব সাধুজনরক্ষার্থ এবং দুষ্ট-দমনার্থ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতিবিধান করুন। ঐ অবরুদ্ধ রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তিনি তাঁহা-দিগের মঙ্গল বিধান করুন।

ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলে সভ্যগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ উত্থানপূর্ব্বক অবনত মস্তকে নারদকে প্রণাম করিলেন। মুনিবর আসন গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুমধুর বচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি নিখিল লোকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, অতএব পাণ্ডবগণ তৎকালে কোন্ কার্য্য সম্পাদনের অভিলাষ করিতেছেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে অবগত করান। মুনিবর নারদ ভগবানের স্তব করিয়া বলিলেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব পাণ্ডবগণের বিষয় সম্যক্ অবগত আছেন; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনার্থ তিনি বলিলেন যে, পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার দর্শনাভিলাষে দেবতাগণ ও যশস্বিরাজগণ সভায় সমবেত হইবেন। তাঁহার শ্রবণকীর্ত্তন ধ্যান দ্বারা শ্বপচগণও বিশুদ্ধি লাভ করে, অতএব যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিতে পারেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যের কথা বর্ণনাতীত। তাঁহার পাদ-প্রক্ষালন-বারি ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের জরাসন্ধবিজয়ের অভিলাষ অবগত হইয়া বিচক্ষণ মন্ত্রী উদ্ধবকে জরাসন্ধবিজয় ও রাজসূয় যজ্ঞে গমনের মধ্যে কোন্‌টী অগ্রে কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বিচার করিতে বলিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অথ (ইত্যর্থকাম-ধর্ম্মেষু কৃষ্ণেন শ্রদ্ধিতাত্মনেতি প্রস্তুতস্য শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-স্যাধিকারে অথ শব্দঃ, তদনন্তরমিত্যর্থঃ) উষসি (প্রভাতবেলায়াম্) উপবৃত্তায়াম্ (আসন্নায়াং সত্যাম্) পতিভিঃ (শ্রীকৃষ্ণৈঃ) গৃহীতকণ্ঠ্যঃ (গৃহীতা আলিঙ্গিতাঃ কণ্ঠাঃ কণ্ঠদেশা যাসাং তাঃ) মাধব্যঃ (কৃষ্ণপত্ন্যঃ) বিরহাতুরাঃ (পতীনাং ভাবি বিরহেন আতুরা অভি-ভূতঃ সত্যঃ) কূজতঃ (রাত্রিশেষে কূজনরতান্) কুক্কুটান্ (পক্ষিবিশেষান্) অশপন্ (তান্ প্রত্যা-ক্রোশং চক্রুরিত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, অনন্তর প্রভাতকাল আসন্ন হইলে পতি কর্ত্তৃক কণ্ঠ-দেশে আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ পতিবিরহাশঙ্কায় অভিভূত হইয়া রাত্রিশেষে কূজনরত কুক্কুটগণকে অভিশাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অধ্যায়ে সপ্ততিতমে প্রাতঃকৃত্যকথা হরেঃ।
সুধর্ম্মায়াং দূত-নারদয়োঃ কার্য্যবিচারণা ॥০॥

ইত্যর্থধর্ম্মকামেষু কৃষ্ণেন শ্রদ্ধিতাত্মনেত্যুক্তমতো ব্রাহ্ম্যমুহূর্তমারভ্য কৃষ্ণস্য কীদৃশং ধর্ম্মাচরণমিত্যপেক্ষায়ামাহ ;—অথেতি। উপ আধিক্যেন বৃত্তায়াং জাতায়াং সত্যাং পতিভিরিতি প্রকাশবাহুল্যাদ্বহুত্বং, মাধব্যো রুক্মিণ্যাদ্যাঃ অশপন্। রে রে কুক্কুটাঃ, প্রিয়বিচ্ছেদক-প্রাতঃসময়প্রাদুর্ভাবকাঃ, যূয়ং শীঘ্রমেব ম্রিয়ধ্বমিতি শাপং দদুঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্ততিতম অধ্যায়ে শ্রীহরির প্রাতঃকৃত্য কথা, সুধর্ম্মা সভায় দূত ও নারদের কার্য্যবিচার ॥ ০॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অর্থ ধর্ম্ম কাম সমূহে কৃষ্ণের শ্রদ্ধা। অতএব ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ ধর্ম্ম আচরণ ? এইজন্য বলিতেছেন —রাত্রি শেষ হইলে পর কুক্কুট সমূহ ডাকিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ বিরহে আতুর হইলে কৃষ্ণ তাহাদের কণ্ঠ ধারণ করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন। উপ অর্থাৎ অধিকভাবে রাত্রি শেষ হইলে পর পতিগণ কর্ত্তৃক বহুগৃহে বহু কৃষ্ণের বহুসংখ্যাহেতু বহুবচন, মাধবীগণ অর্থাৎ রুক্মিণী আদি কুক্কুটকে অভিশাপ করেন—ওরে ওরে কুক্কুটগণ! প্রিয় বিচ্ছেদকারী প্রাতঃকাল উদ্ভবকারীগণ! তোমরা শীঘ্রই মৃত্যুলাভ কর—এই শাপ দেন ॥ ১ ॥

বয়াংস্যরোরুবন্ কৃষ্ণং বোধয়ন্তীব বন্দিনঃ।
গায়ৎস্বলিষ্বনিদ্রাণি মন্দারবনবায়ুভিঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ— মন্দারবনবায়ুভিঃ (পারিজাতবন-প্রবাহিসমীরণৈঃ সহ) অলিষু (ভ্রমরেষু) গায়ৎসু (গুঞ্জনং কুর্ব্বৎসু সৎসু) অনিদ্রাণি (তেষাং গান-শ্রবণান্নিদ্রোত্থিতানি) বয়াংসি (পক্ষিণঃ) বন্দিনঃ (স্তুতিপাঠকাঃ) ইব কৃষ্ণং বোধয়ন্তি (জাগ্রতং কুর্ব্বন্তি সন্তি) অরোরুবন্ (নিনাদং চক্রুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তৎকালে পারিজাতবনপ্রবাহিত সমীরণের সহিত ভ্রমরগণ গান করিতে আরম্ভ করিলে বিহঙ্গগণ উক্ত সঙ্গীত শ্রবণে জাগ্রত হইয়া কূজনছলে যেন বন্দিগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের জাগরণ গীতি কীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—মন্দারবনবায়ুভিঃ সুগন্ধৈঃ প্রবুদ্ধ্য গায়ৎসু সৎসু অলিষু তদ্‌গানশব্দেন অনিদ্রাণি বয়াংসি পক্ষিণঃ। কীদৃশানি বন্দিন ইব কৃষ্ণং বোধয়ন্তি ॥২

টীকার বঙ্গানুবাদ—মন্দার পুষ্পবনের বায়ুদ্বারা সুগন্ধ ছড়াইতেছে জানিয়া ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিতে থাকিলে তাহাদের গানের শব্দে অনিদ্রা হেতু পক্ষীগণ। কেমন ? বন্দনাকারীগণের ন্যায় কৃষ্ণকে জাগাইতে থাকে ॥ ২ ॥

মুহূর্ত্তং তন্তু বৈদর্ভী নামৃষ্যদতিশোভনম্।
পরিরম্ভণবিশ্লেষাৎ প্রিয়বাহ্বন্তরং গতা ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—প্রিয়বাহ্বন্তরং গতা (প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য বাহ্বোর্ভুজযুগলস্য অন্তরং মধ্যভাগং গতা প্রাপ্তা) বৈদর্ভী (রুক্মিণী সর্ব্বা অপি কামিন্য ইত্যর্থঃ) পরিরম্ভণবিশ্লেষাৎ (পরিরম্ভণস্য প্রিয়ালিঙ্গনস্য বিশ্লেষাৎ ভঙ্গাৎ তং পর্য্যালোচ্য ইত্যর্থঃ) অতিশোভনং (পরমমনোরমমপি) তং মুহূর্ত্তং (প্রভাতকালং) ন তু অমৃষ্যৎ (ন সোঢ়বতী) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের ভুজযুগলের মধ্যভাগে অবস্থিতা রুক্মিণীদেবী ও অন্যান্য মহিষীগণ প্রিয়তমের আলিঙ্গনবিচ্ছেদকালজ্ঞানে তাদৃশ মনোরম প্রভাতকালকে সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—পরিরম্ভণস্য বিশ্লেষাৎ বিশ্লেষহেতুত্বাৎ তং ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তং শোভনমপি ন অমৃষ্যৎ অশোভনমেব মেনে ইত্যর্থঃ। বৈদর্ভীত্যুপলক্ষণং সর্ব্বা এব ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আলিঙ্গনের বিচ্ছেদ হেতু ঐ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত শোভন হইলেও রুক্মিণী আদি মহিষীগণ অশোভন মনে করেন ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় বার্য্যুপস্পৃশ্য মাধবঃ।
দধ্যৌ প্রসন্নকরণ আত্মানং তমসঃ পরম্ ॥ ৪ ॥
একং স্বয়ংজ্যোতিরনন্যমব্যয়ং
স্বসংস্থয়া নিত্যনিরস্তকল্মষম্।
ব্রহ্মাখ্যমস্যোদ্ভবনাশহেতুভিঃ
স্বশক্তিভির্লক্ষিতভাবনির্বৃতিম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে (রাত্রেরন্তিমযামস্য শেষভাগে) উত্থায় (শয্যাং

পরিত্যজ্য) বারি (জলম্) উপস্পৃশ্য (আচম্য) প্রসন্নকরণঃ (বিমলচিত্তঃ সন্) একম্ (অখণ্ডম্) অনন্যং (নিরুপাধিকং অতএব) অব্যয়ং (নিত্যং) নিত্যনিরস্তকল্মষং (নিত্যনিরস্তং নিত্যনিবৃত্তং কল্মষং অবিদ্যা যস্মাৎ তং অতএব) স্বয়ং জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ-রূপম্) স্বসংস্থয়া (স্বকীয়য়া অসাধারণয়া সংস্থয়া পরমানন্দঘনরূপয়া সম্যক্ স্থিত্যা বিশিষ্টম্) অস্য (বিশ্বস্য) উদ্ভব-নাশহেতুভিঃ (সৃষ্টি-সংহারহেতু-ভূতাভিঃ) স্বশক্তিভিঃ (জ্ঞানপ্রদত্ত-ভক্তিপ্রদত্বাদিভিঃ) লক্ষিতভাবনির্বৃতিং (লক্ষিতাঃ সর্ব্বত্রানুভূতা ভাবানাং মর্ত্ত্যাদীনাং দশানাং নির্বৃতিঃ সুখং যস্মাৎ তং তত্র ভক্তানাং তদ্দত্তপ্রেমাতিশয়েন শিষ্টানাং তৎকৃত সুষ্ঠু-পালনেন দুষ্টানাং তদ্বধানন্তরমুক্তিপ্রাপ্ত্যা নির্বৃতিঃ) ব্রহ্মাখ্যং (ব্রহ্মনামকং) তমসঃ পরম্ (অতীতম্) আত্মানং (স্বস্বরূপভূতমেব পরমাত্মানং) দধ্যৌ (চিন্তয়ামাস) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা-পরিত্যাগ ও আচমনপূর্ব্বক বিমলচিত্তে অখণ্ড, নিরু-পাধিক, নিত্য, চিরকাল অবিদ্যাসম্পর্কশূন্য, স্বপ্রকাশ, পরমানন্দচিদ্ঘনস্বরূপে অবস্থিত, সৃষ্টি-সংহারহেতু-ভূত স্বশক্তিদ্বারা সর্ব্বভূতের সর্ব্বদশায় সুখসম্পাদক, তমোগুণাতীত ব্রহ্মসংজ্ঞক নিজস্বরূপভূত পরমাত্মার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মানং স্বং দধ্যৌ। যথান্যজনো ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তং ধ্যায়তি, তথৈব সোঽপি স্বমেব দধ্যৌ, তমসঃ প্রকৃতেঃ পরমেকমিতীশ্বরস্যৈকস্যৈবৌচিত্যাৎ। অতঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বয়মেব প্রকাশমানং, ননু সঙ্কর্ষণা-দয়োঽপীশ্বরাঃ শ্রূয়ন্তে। তত্রাহ,—অনন্যং ন কোঽ-প্যবতারোঽন্যো যস্মাত্তং, কিঞ্চ সঙ্কর্ষণাদিষু স্বাংশা-বতারেষু পৃথঙ্নিত্যং বর্ত্তমানেষ্বপ্যব্যয়ং পরিপূর্ণ-মিত্যর্থঃ। প্রাদুর্ভাবে তু কৃপৈব কারণমিত্যাহ,—স্বসংস্থয়া স্বস্য সম্যক্ সর্ব্বজনদৃশ্যতয়া স্থিত্যা নির্বৃত্তিং কল্মষমবিদ্যা যস্মাত্তম্। কিঞ্চ, ব্রহ্মণ আখ্যা সম্যক্ খ্যাতি প্রকাশো তস্মাৎ তম্। যদুক্ত-মষ্টমে "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরংব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে" ইত্যাদি। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইত্যাদি চ। যদ্বা "ব্রহ্মাখ্যং ব্রহ্মনাম-কম্" "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" ইত্যুক্তেঃ। সর্ব্বশ্রৈষ্ঠ্যমাহ,—অস্য বিশ্বস্য উদ্ভবঃ উদ্রিক্তো ভবঃ সংসারস্তস্য নাশহেতুভিঃ স্বশক্তিভি-র্জ্ঞানপ্রদত্তভক্তিপ্রদত্বাদিভির্লক্ষিতা সর্ব্বত্রানুভূতা ভাবানাং মর্ত্ত্যাদীনাং নির্বৃতির্যস্মাত্তম্। তত্র ভক্তানাং তদ্দত্তপ্রেমাতিশয়েন শিষ্টানাং তৎকৃত্যসুষ্ঠুপালনেন দুষ্টানাং তদ্বধানন্তরমুক্তিপ্রাপ্ত্যা নির্বৃতিঃ ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া আচমন পূর্ব্বক নিজেকে নিজেই ধ্যান করেন, যেমন অন্যজন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাহাকে ধ্যান করে, সেই-রূপই তিনিও নিজেকেই ধ্যান করেন। তম অর্থাৎ প্রকৃতির পর এক ঈশ্বরকেই। অতএব স্বয়ং—জ্যোতি স্বয়ংই প্রকাশমান। প্রশ্ন হইতে পারে সঙ্কর্ষণ প্রভৃতিও ঈশ্বরগণ শুনা যায় ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অনন্য অন্য কোনও অবতার যাহা হইতে হয় না সেই তাহাকে, আর সঙ্কর্ষণাদিতে নিজ অংশ অবতার সমূহ পৃথক্ নিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও অব্যয় পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। আবির্ভাব সমূহে কৃপা পূর্ব্বকই কারণত্ব দিয়াছেন। স্বসংস্থয়া—নিজ পরিপূর্ণ সর্ব্বজনদৃশ্যরূপে স্থিতিদ্বারা অবিদ্যা নাশ যাহা হইতে হয় সেই কৃষ্ণকে। আর ব্রহ্ম এই নাম সম্পূর্ণ প্রকাশ তাঁহা হইতেই হইয়াছে। যাহা অষ্টম-স্কন্ধে বলা হইয়াছে—"আমার মহিমাকেও পরংব্রহ্ম শাস্ত্রে বলা হয়, তাহা আমার অনুগ্রহ লাভ করিয়া জানিতে পারিবে" ইত্যাদি। গীতাতে 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' অর্থাৎ আশ্রয় ইত্যাদিও। অথবা ব্রহ্মাখ্যং অর্থাৎ ব্রহ্মনামক—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিন নামে একই পরব্রহ্ম কীর্ত্তিত হন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বলিতেছেন—এই বিশ্বের উদ্ভব অর্থাৎ সংসার তাহার নাশ জন্য নিজশক্তিসমূহের দ্বারা জ্ঞান প্রদত্ত ও ভক্তিপ্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বত্র লক্ষিত হওয়ায় মনুষ্য আদির আনন্দ যাহা হইতে, তন্মধ্যে ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত প্রেমভক্তির আতিশয্যে শিষ্টগণের সুষ্টু পালনের জন্য এবং দুষ্টগণের বধের পর তাহাদের মুক্তি প্রাপ্তিতে আনন্দ ॥ ৪-৫ ॥

অথাপ্লুতোঽম্ভস্যমলে যথাবিধি
ক্রিয়াকলাপং পরিধায় বাসসী।

চকার সন্ধ্যোপগমাদি সত্তমো
হুতানলো ব্রহ্ম জজাপ বাগ্‌যতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) সত্তমঃ (সাধুত্তমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) অমলে (নির্ম্মলে) অম্ভসি (জলে) আপ্লুতঃ (স্নাতঃ সন্) বাসসী (উত্তরীয়ং অধোবসনঞ্চ) পরিধায় (ধৃত্বা) যথাবিধি যথাশাস্ত্রং) সন্ধ্যোপগমাদি (সন্ধ্যোপাসনাদি) ক্রিয়াকলাপং (কার্য্যসমূহং) চকার (কৃতবান্ অথ) হুতানলঃ (হুতঃ যথাবিধি হব্যাদিনা অর্চ্চিতঃ অনলঃ আহবনীয়াগ্নিঃ যেন সঃ) বাগ্‌যতঃ (মৌনী ভূত্বা) ব্রহ্ম জজাপ (গায়ত্রীজপং কৃতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সাধুজনশিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নির্ম্মল সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিলেন, পরে অগ্নিতে যথাশাস্ত্র আহুতি প্রদান করিয়া মৌনভাবে গায়ত্রীজপে নিরত হইলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ক্রিয়া-কলাপং চকারেত্যন্বয়। সন্ধ্যায়া উপগম উপাসনং তদাদিষু সত্তমঃ পরমকুশলঃ। ব্রহ্ম গায়ত্রীম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্রিয়া কলাপ করিলেন' এই ভাবে অন্বয় হইবে। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে উপাসনাদি কার্য্যে পরম কুশল, ব্রহ্ম অর্থাৎ গায়ত্রী জপ করিলেন ॥ ৬ ॥

উপস্থায়ার্কমুদ্যন্তং তর্পয়িত্বাত্মনঃ কলাঃ।
দেবানৃষীন্ পিতৃন্ বৃদ্ধান্ বিপ্রাবভ্যর্চ্চ্য চাত্মবান্ ॥৭॥
ধেনূনাং রুক্মশৃঙ্গীনাং সাধ্বীনাং মৌক্তিকস্রজাম্।
পয়স্বিনীনাং গৃষ্টীনাং সবৎসানাং সুবাসসাম্ ॥ ৮ ॥
দদৌ রূপ্যখুরাগ্রাণাং ক্ষৌমাজিনতিলৈঃ সহ।
অলঙ্কৃতেভ্যো বিপ্রেভ্যো বদ্ধং বদ্ধং দিনে দিনে ॥৯॥

অন্বয়ঃ—(অথ) আত্মবান্ (বিবেকী সঃ) উদ্যন্তম্ (উদ্‌গচ্ছন্তম্) অর্কং (সূর্য্যদেবম্) উপস্থায় (অভ্যর্থ্য) আত্মনঃ কলাঃ (স্বস্যৈবাংশভূতান্) দেবান্ ঋষীন্ পিতৃন্ বৃদ্ধান্ তর্পয়িত্বা (সতিলোদকাঞ্জলিভিঃ সন্তোষ্য) বিপ্রান্ চ অভ্যর্চ্চ্য (পূজয়িত্বা) অলঙ্কৃতেভ্যঃ (ভূষণাদিভিঃ বিভূষিতেভ্যঃ) বিপ্রেভ্যঃ দিনে দিনে (প্রতিদিনং প্রতিগৃহঞ্চ) ক্ষৌমাজিনতিলৈঃ (পট্টবসন-মৃগচর্ম্মতিলৈঃ) সহ রুক্মশৃঙ্গীনাং (স্বর্ণবদ্ধশৃঙ্গযুক্তানাম্) রূপ্যখুরাগ্রাণাং (রৌপ্যবদ্ধখুরাগ্রভাগযুক্তানাম্) মৌক্তিকস্রজাং (মুক্তামাল্যভূষিতানাং) সুবাসসাং (সুরম্যবস্ত্রাবৃতানাম্) সাধ্বীনাং (সৎস্বভাবসম্পন্নানাম্) সবৎসানাং (বৎসসহিতানাম্) পয়স্বিনীনাং (প্রচুরদুগ্ধবতীনাম্) গৃষ্টীনাং (প্রথমপ্রসূতানাম্) ধেনূনাং বদ্ধং বদ্ধং (চতুরশীত্যগ্রসহস্রাণি ত্রয়োদশ) দদৌ (দত্তবান্) ॥ ৭-৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বিবেকী শ্রীকৃষ্ণ উদীয়মান সূর্য্যদেবের উপস্থান, স্বীয় অংশভূত দেব, ঋষি, পিতৃ ও বৃদ্ধগণের তর্পণ এবং ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনাপূর্ব্বক বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত বিপ্রগণকে প্রতিদিন প্রতি গৃহে পট্টবসন, মৃগচর্ম্ম এবং তিলের সহিত স্বর্ণবদ্ধশৃঙ্গ ও রৌপ্যবদ্ধ খুরাগ্রভাগবিশিষ্টা, সুরম্যবস্ত্রাবৃতা, সৎস্বভাবযুক্তা, সবৎসা, প্রচুর দুগ্ধবতী ত্রয়োদশসহস্র চতুরশীতিসংখ্যক প্রথমপ্রসূতা ধেনু প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৭-৯ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মবান্ ধৈর্য্যযুক্তঃ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—গৃষ্টীনাং প্রথমপ্রসূতানাং গবাং দিনে দিনে প্রতিদিনং বদ্ধং চতুরশীত্যধিকানি ত্রয়োদশসহস্রাণি দদৌ। যদুক্তং—"বদ্ধং চতুরশীত্যগ্রসহস্রাণি ত্রয়োদশ" ইতি বদ্ধং বদ্ধম্ একমেকং বদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৮-৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আত্মবান্ অর্থাৎ ধৈর্য্যযুক্ত ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গৃষ্টীসমূহ অর্থাৎ প্রথম প্রসূত গাভীদান করিলেন, বদ্ধ অর্থাৎ এক একটিকে পৃথক্ পৃথক্ বাঁধিয়া ॥ ৮-৯ ॥

গোবিপ্রদেবতাবৃদ্ধ-গুরূন্ ভূতানি সর্ব্বশঃ।
নমস্কৃত্যাত্মসম্ভূতীর্মঙ্গলানি সমস্পৃশৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) আত্মসম্ভূতীঃ (স্বস্য বিভূতিস্বরূপান্) গোবিপ্রদেবতাবৃদ্ধগুরূন্ (তথা) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বাণি) ভূতানি নমস্কৃত্য (প্রণম্য) মঙ্গলানি (কপিলাদীনি মাঙ্গল্যদ্রব্যানি) সমস্পৃশৎ (স্পৃষ্টবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি স্বকীয় বিভূতিস্বরূপ গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, বৃদ্ধ ও গুরুগণকে এবং অন্যান্য ভূতগণকে নমস্কার করিয়া মাঙ্গলিকদ্রব্যসমূহ স্পর্শ করিলেন ॥ ১০ ॥

———

আত্মানং ভূষয়ামাস নরলোকবিভূষণম্ ।
বাসোভির্ভূষণৈঃ স্বীয়ৈর্দিব্যস্রগনুলেপনৈঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) স্বীয়ৈঃ (স্বকীয়ৈঃ) বাসোভিঃ (বসনৈঃ) ভূষণৈঃ (অলঙ্কারৈঃ তথা) দিব্যস্রগনুলেপনৈঃ (দিব্যমাল্য-চন্দনাদ্যুপলেপন-দ্রব্যৈশ্চ) নরলোকবিভূষণং (মনুষ্যলোকস্য ভূষণ-স্বরূপম্) আত্মানং (স্বদেহং) ভূষয়ামাস (অলঞ্চকার) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্বীয় বসন, অলঙ্কার ও দিব্য মাল্যচন্দনাদিদ্বারা মর্ত্ত্যলোকের বিভূষণস্বরূপ নিজ দেহকে ভূষিত করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—মঙ্গলানি কপিলাদীনি ॥ ১০-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মঙ্গল অর্থাৎ কপিলাদি গাভী-সমূহকে ॥ ১০-১১ ॥

———

অবেক্ষ্যাজ্যং তথাদর্শং গোবৃষদ্বিজদেবতাঃ ।
কামাংশ্চ সর্ব্ববর্ণানাং পৌরান্তঃপুরচারিণাম্ ।
প্রদাপ্য প্রকৃতীঃ কামৈঃ প্রতোষ্য প্রত্যনন্দত ॥১২॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) আজ্যং (ঘৃতং) তথা আদর্শং (দর্পণং তথা) গো-বৃষ-দ্বিজ-দেবতাঃ (গাঃ ধেনুঃ বৃষান্ দ্বিজান্ দেবতাশ্চ) অবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) পৌরান্তঃপুরচারিণাং (পৌরাণাং অন্তঃপুরচারিণাঞ্চ) সর্ব্ববর্ণানাং (ব্রাহ্মণাদিবর্ণজাতানাং সর্ব্বেষাং) কামান্ (অভিলষিতবিষয়ান্) প্রদাপ্য চ (দত্ত্বা চ) কামৈঃ (কাম্যবস্তুভিঃ) প্রকৃতীঃ (প্রজাঃ) প্রতোষ্য (প্রীণয়িত্বা) প্রত্যনন্দত (স্বয়ং সন্তুষ্টো বভূব) ॥১২

অনুবাদ— অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ঘৃত দর্পণ, ধেনু, বৃষ, দ্বিজ ও দেবতা দর্শন করিয়া পুরবাসী ও অন্তঃপুর-বাসী ব্রাহ্মণাদিবর্ণজাত লোকসকলের অভিলষিত বিষয় প্রদান এবং কাম্যবস্তু দ্বারা প্রজাবৃন্দের সন্তোষ উৎপাদনপূর্ব্বক স্বয়ং সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রকৃতীর্মন্ত্রিণঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকৃতি অর্থাৎ মন্ত্রীগণ ॥১২

———

সংবিভজ্যাগ্রতো বিপ্রান্ স্রক্তাম্বূলানুলেপনৈঃ ।
সুহৃদঃ প্রকৃতীর্দারানুপাযুঙ্ক্ত ততঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) অগ্রতঃ (প্রথমং) বিপ্রান্ সুহৃদঃ (বান্ধবান্) প্রকৃতীঃ (প্রজাঃ) দারান্ (পত্নীঃ) স্রক্তাম্বূলানুলেপনৈঃ (মাল্য-তাম্বূল-চন্দনা-দ্যুপলেপনদ্রব্যৈঃ) সংবিভজ্য (তেভ্যো তানি দত্ত্বেত্যর্থঃ) ততঃ (অনন্তরং) স্বয়ং উপাযুঙ্ক্ত (তানি দ্রব্যানি স্বীকৃতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি প্রথমতঃ বিপ্র, বান্ধব, প্রজা ও পত্নীগণকে মাল্য, তাম্বূল, চন্দন প্রভৃতি উপ-হার প্রদান করিয়া পরে স্বয়ং ঐ সমস্ত বস্তু গ্রহণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

———

তাবৎ সূত উপানীয় স্যন্দনং পরমাদ্ভুতম্ ।
সুগ্রীবাদ্যৈর্হয়ৈর্যুক্তং প্রণম্যাবস্থিতোঽগ্রতঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—তাবৎ (তদা) সূতঃ (সারথির্দারুকঃ) সুগ্রীবাদ্যৈঃ হয়ৈঃ (অশ্বৈঃ) যুক্তং পরমাদ্ভুতম্ (অতিবিচিত্রং) স্যন্দনং (রথম্) উপানীয় (তৎ-সমীপং নীত্বা) প্রণম্য অগ্রতঃ (পুরোভাগে) অব-স্থিতঃ (অবস্থিতো বভূব) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ— তৎকালে সারথি দারুক সুগ্রীব প্রভৃতি অশ্বগণযুক্ত অতিবিচিত্র রথ আনয়নপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিল ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ— সংবিভজ্য ভাগশো দত্ত্বা বিপ্রান্ বিপ্রেভ্যঃ । স্রগাদিভিঃ স্রগাদীন্ উপাযুঙ্ক্ত ভোগার্থং জগ্রাহ ॥ ১৩-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভাগে ভাগে বিপ্রগণকে দান করিয়া মালাদিদ্বারা স্বয়ং ভূষিত হইলেন ॥১৩-১৪॥

———

গৃহীত্বা পাণিনা পাণী সারথেস্তমথারুহৎ ।
সাত্যক্যুদ্ধবসংযুক্তঃ পূর্ব্বাদ্রিমিব ভাস্করঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং স শ্রীকৃষ্ণঃ) পাণিনা

(স্বহস্তেন) সারথেঃ (দারুকস্য) পাণী (হস্তদ্বয়ং) গৃহীত্বা (ধৃত্বা) সাত্যক্যুদ্ধবসংযুক্তঃ (সাত্যকিনা উদ্ধবেন চ সংযুক্তঃ সন্) ভাস্করঃ পূর্ব্বাদ্রিং ইব (সূর্য্যো যথা উদয়াচলমারোহতি তথা) তং (রথম্) আরুহৎ (আরূঢ়বান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তখন ভগবান্ স্বহস্তে সারথির হস্ত-ধারণপূর্ব্বক সূর্য্যদেবের উদয়াচলে আরোহণের ন্যায় সাত্যকি ও উদ্ধবের সহিত রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পাণী অঞ্জলীভূতৌ। দক্ষিণেন পাণিনা গৃহীত্বা ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ হস্তদ্বারা অঞ্জলিবদ্ধ সারথি ও উদ্ধবের হস্তদ্বয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া রথে উঠিলেন ॥ ১৫ ॥

ঈক্ষিতোঽন্তঃপুরস্ত্রীণাং সব্রীড়প্রেমবীক্ষিতৈঃ।
কৃচ্ছ্রাদ্বিসৃষ্টো নিরগাজ্জাতহাসো হরন্ মনঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) অন্তঃপুরস্ত্রীণাং সব্রীড়-প্রেমবীক্ষিতৈঃ (সলজ্জপ্রেমদৃষ্টিপাতৈঃ) ঈক্ষিতঃ (দৃষ্টঃ ক্ষণকালং স্থিতশ্চ পশ্চাৎ তাভিরেব বীক্ষিতৈঃ) কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টেন) বিসৃষ্টঃ (ত্যক্তঃ) জাতহাসঃ (হাসং কুর্ব্বন্ তাসাং) মনঃ (চিত্তং) হরন্ (আকৃষ্টং কুর্ব্বন্) নিরগাৎ (অন্তঃপুরাদ্ বহির্জগাম্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অন্তঃপুরনারীগণ সলজ্জপ্রেম-দৃষ্টিপাতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কষ্টের সহিত বিদায় দিলে তিনি স্বকীয় হাস্যদ্বারা তাহাদের চিত্ত হরণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণঃ প্রথমমীক্ষিতঃ অর্থাৎ সাত্যক্যুদ্ধবাদিভিঃ। কীদৃশঃ ঈক্ষিতঃ। অন্তঃপুরস্ত্রীণাং সব্রীড়প্রেমবীক্ষিতৈস্তদ্বিরহতাপমিমং কথং সমামহে ইতি বৈয়গ্র্যব্যঞ্জকৈর্ব্বদ্ধ ইতি শেষঃ। ততশ্চ ভো অধীরা এতন্মাত্রবিরহেণৈব বিহ্বলীভবথ অয়মর্হমধুনৈব ভোক্তুমেষ্যামীত্যাশ্বাসব্যঞ্জকো হাসো জাতো যস্য সঃ। ততশ্চ মন্যে তাদৃশহাসেনৈব মনো হরন্ কৃচ্ছ্রাদেব বিসৃষ্টঃ তৎপ্রেমাবলোকবন্ধাদবিমুক্তঃ সন্ নিরগাৎ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও উদ্ধবাদি-দ্বারা প্রথম দৃষ্ট হইয়া, কিভাবে দৃষ্ট হইয়া? অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীগণের লজ্জা সহ প্রেমদর্শন ও তাঁহার বিরহ তাপ কিরূপে আমরা সহ্য করিব—এইরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশক ভাবদ্বারা, তৎপরে হে অধিরাগণ! এইমাত্র বিরহেই বিহ্বল হইতেছ, এই আমি এখনই ভোজন করিতে আসিব—এইরূপ আশ্বাস ব্যঞ্জক হাস্য প্রকাশ করিয়া, অতঃপর অন্যজনে ঐরূপ হাস্যদ্বারাই মনোহরণ করিলে পর অতিকষ্টে দূরে আসিয়া তাহাদের প্রেমদৃষ্টির বন্ধন হইতে বিযুক্ত হইয়া চলিলেন ॥ ১৬ ॥

সুধর্ম্মাখ্যাং সভাং সর্ব্বৈর্বৃষ্ণিভিঃ পরিবারিতঃ।
প্রাবিশদ্যন্নিবিষ্টানাং ন সন্ত্যঙ্গ ষড়ূর্ম্ময়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে বৎস, অনন্তরং সঃ) সর্ব্বৈঃ বৃষ্ণিভিঃ (যাদবৈঃ) পরিবারিতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) সুধর্ম্মাখ্যাং (সুধর্ম্মানাম্নীং) সভাং প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টো বভূব) যন্নিবিষ্টানাং (যস্যাং সভায়াং প্রবিষ্টানাং জনানাং) ষড়ূর্ম্ময়ঃ (ক্ষুতৃষ্ণা-শোকমোহ-জরামৃত্যুজনিতাঃ ষড়্‌বিধা উর্ম্ময়ঃ ক্লেশাঃ) ন সন্তি (ন ভবন্তি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সুধর্ম্মানাম্নী সভায় প্রবেশ করিলেন। উক্ত সভায় যাঁহারা প্রবেশ করেন, তাঁহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু-জনিত ক্লেশ থাকে না ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ইত্থমেকৈকস্মান্মন্দিরাদেকৈকেন প্রকাশেন বহির্ভূয় তত্তৎপুরস্থৈস্তত্তৎপ্রতিবেশিভিশ্চ জনৈরেব লক্ষিতো, নত্বন্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্, প্রতোল্যাং সুধর্ম্মা সভা গোপুরবর্ত্ম পর্য্যন্তমাগত্য তত্র পুনরেকীভূয় সুধর্ম্মাং সভাং ত্বেকেনৈব প্রকাশেন প্রবিশতি ইত্যাহ, —সুধর্ম্মাখ্যামিতি। পরিবারিতঃ বৃতঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে এক এক গৃহ হইতে এক এক প্রকাশ বহির্গত হইয়া সেই সেই পুরবাসী ও সেই সেই প্রতিবেশি জনগণেরদ্বারা ঐরূপ দৃষ্ট হইয়া, অন্যজনে ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ দর্শন পায় না। সুধর্ম্মা সভা গোপুরের পথ পর্য্যন্ত আসিয়া সেইখানে

পুনঃরায় সর্ব্বপ্রকাশ এক হইয়া সুধর্ম্মা সভাতে কিন্তু একই প্রকাশ দ্বারা প্রবেশ করিলেন। পরিবারিত যাদবগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ॥ ১৭ ॥

তত্রোপবিষ্টঃ পরমাসনে বিভু-
র্বভৌ স্বভাসা ককুভোঽবভাসয়ন্ ।
বৃতো নৃসিংহৈর্যদুভির্যদূত্তমো
যথোড়ুরাজো দিবি তারকাগণৈঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—দিবি (আকাশে) তারকাগণৈঃ (নক্ষত্রবৃন্দৈর্বৃতঃ) উড়ুরাজঃ (চন্দ্রঃ) যথা (যদ্বৎ স্বভাসা ককুভঃ অবভাসয়ন্ ভাতি তথা) তত্র (সভামধ্যে) পরমাসনে (উত্তমসিংহাসনে) উপবিষ্টঃ নৃসিংহৈঃ (নরশ্রেষ্ঠৈঃ) যদুভিঃ বৃতঃ (বেষ্টিতঃ) যদূত্তমঃ (যাদবশ্রেষ্ঠঃ) বিভুঃ (প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বভাসা (স্বীয়দীপ্ত্যা) ককুভঃ (দিশঃ) অবভাসয়ন্ (প্রকাশয়ন্) বভৌ (ভাতি স্ম) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—চন্দ্র যেমন নক্ষত্রবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া নিজপ্রভা দ্বারা দিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া আকাশে শোভা পাইয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরশ্রেষ্ঠ যাদবগণে পরিবেষ্টিত ও উত্তম সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রভায় দিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সভামধ্যে বিরাজিত হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—নৃসিংহৈর্নৃষু শ্রেষ্ঠৈঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নৃসিংহ অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৮ ॥

তত্রোপমন্ত্রিণো রাজন্ নানাহাস্যরসৈর্বিভুম্ ।
উপতস্থুর্নটাচার্য্যা নর্ত্তক্যস্তাণ্ডবৈঃ পৃথক্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তত্র (সভায়াং) উপমন্ত্রিণঃ (পরিহাসকাঃ) নানাহাস্যরসৈঃ (বিবিধহাস্যরসোদ্দীপকবচনৈঃ তথা) নটাচার্য্যাঃ (নৃত্যাচার্য্যাঃ) নর্ত্তক্যঃ (নৃত্যজীবাঃ স্ত্রিয়শ্চ) পৃথক্ (পৃথক্ পৃথক্ স্ব-স্বসমুদায়ৈঃ) তাণ্ডবৈঃ (নৃত্যৈঃ) বিভুং (শ্রীকৃষ্ণম্) উপতস্থুঃ (আরাধয়ামাসুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে ঐ সভামধ্যে পরিহাসকগণ বিবিধ হাস্যরসোদ্দীপক বচনসমূহে এবং নৃত্যাচার্য্য ও নর্ত্তকীগণ নিজ নিজ অভ্যস্ত নৃত্যদ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়াছিল ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—উপমন্ত্রিণঃ পরিহাসকাঃ। নটাচার্য্যাশ্চ ঐন্দ্রজালিকাদ্যাঃ। পৃথক্ স্বস্বসমুদায়ৈঃ ॥১৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপমন্ত্রী হাস্যকারী পরিহাসকগণ, নটাচার্য্য, ইন্দ্রজাল প্রদর্শকগণ পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ কার্য্যসমূহদ্বারা কৃষ্ণকে আরাধনা করিলেন ॥ ১৯ ॥

মৃদঙ্গবীণামুরজ-বেণুতালদরস্বনৈঃ ।
ননৃতুর্জগুস্তুষ্টুবুশ্চ সূতমাগধবন্দিনঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—সূতমাগধ-বন্দিনঃ (সূতা মাগধা বন্দিনশ্চ) মৃদঙ্গবীণামুরজবেণুতালদরস্বনৈঃ (মৃদঙ্গাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ, দরঃ শঙ্খঃ তেষাং স্বনৈর্ধ্বনিভিঃ সহ) ননৃতুঃ (নৃত্যং চক্রুঃ) জগুঃ (গানং চক্রুঃ) তুষ্টুবুঃ চ (স্তুতিঞ্চ চক্রুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সূত, মাগধ ও বন্দিগণ তখন মৃদঙ্গ, বীণা মুরজ বেণু করতাল ও শঙ্খধ্বনির সহিত নৃত্য, গীত ও স্তব করিয়াছিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তে তে তত্র ননৃতুর্জগুশ্চ। সূতাদ্যাস্তুষ্টুবুরেব ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহারা তাহারা ঐ সভাতে নৃত্য ও গান করিলেন, সূত প্রভৃতিগণ তাহাকে স্তব করিলেন ॥ ২০ ॥

তত্রাহুর্ব্রাহ্মণাঃ কেচিদাসীনা ব্রহ্মবাদিনঃ ।
পূর্ব্বেষাং পুণ্যযশসাং রাজ্ঞাঞ্চাকথয়ন্ কথাঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—তত্র (সভায়াম্) আসীনাঃ (উপবিষ্টাঃ) কেচিৎ (কতিপয়ে) ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্ম (বেদম্) আহুঃ (উচুঃ মন্ত্রান্ ব্যাচক্ষত ইত্যর্থঃ) বাদিনঃ (বচনচতুরাঃ কেচিৎ) পুণ্যযশসাং (পুণ্যশ্লোকানাং) পূর্ব্বেষাং (প্রাচীনানাং) রাজ্ঞাং কথাঃ চ (চরিতানি চ) অকথয়ন্ (কীর্ত্তয়ামাসুঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—উক্ত সভামধ্যে উপবিষ্ট কতিপয়

ব্রাহ্মণ তখন বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যান ও কতিপয় বচন-চতুর পুরুষ প্রাচীন পুণ্যশ্লোক নৃপতিগণের চরিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

তত্রৈকঃ পুরুষো রাজন্নাগতোঽপূর্ব্বদর্শনঃ ।
বিজ্ঞাপিতো ভগবতে প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তত্র (সভাদ্বার ইত্যর্থঃ) আগতঃ (উপস্থিতঃ) অপূর্ব্বদর্শনঃ (অপূর্ব্বরূপঃ অপূর্ব্বদৃষ্টো বা) একঃ পুরুষঃ প্রতিহারৈঃ (দ্বার পালৈঃ) ভগবতে (শ্রীকৃষ্ণায়) বিজ্ঞাপিতঃ (নিবেদিতঃ সন্ তদাজ্ঞয়া) প্রবেশিতঃ (সভামধ্যং প্রাপিতো বভূব) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে সভাদ্বারে এক অভিনব পুরুষ উপস্থিত হইলে দ্বারপাল শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উহা নিবেদন করিয়া তদীয় আজ্ঞাক্রমে তাহাকে সভামধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিল ॥ ২২ ॥

স নমস্কৃত্য কৃষ্ণায় পরেশায় কৃতাঞ্জলিঃ ।
রাজ্ঞামাবেদয়দ্দুঃখং জরাসন্ধনিরোধজম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (পুরুষঃ) পরেশায় (পরমেশ্বরায়) কৃষ্ণায় নমস্কৃত্য (প্রণম্য) কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) রাজ্ঞাং (নরপতীনাং) জরাসন্ধনিরোধজং (জরাসন্ধকৃতাবরোধজন্যং) দুঃখং আবেদয়ৎ (নিবেদিতবান্) ॥২৩

অনুবাদ—তখন উক্ত সমাগত পুরুষ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি সহকারে জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক বন্ধনহেতু রাজগণের উপস্থিত দুঃখ নিবেদন করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণা ব্রহ্ম বেদমাহুঃ। বাদিনো চদনচতুরাঃ ॥ ২১-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করিলেন, বক্তাগণ বাক্চাতুর্য্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন ॥২১-২৩॥

যে চ দিগ্বিজয়ে তস্য সন্নতিং ন যযুর্নৃপাঃ ।
প্রসহ্য রুদ্ধাস্তেনাসন্নযুতে দ্বে গিরিব্রজে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যে চ নৃপাঃ (রাজানঃ) তস্য (জরাসন্ধস্য) দিগ্বিজয়ে (দিগ্বিজয়কালে) সন্নতিম্ (অধীনতাং) ন যযুঃ (নাঙ্গীচক্রুঃ তেষাং) দ্বে অযুতে (বিংশতিসহস্রাণি) তেন (জরাসন্ধেন) প্রসহ্য (বলাৎ) গিরিব্রজে (গিরিব্রজসংজ্ঞকে দুর্গে) রুদ্ধাঃ (আবদ্ধাঃ) আসন্ (বর্ত্তন্তে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ঐ সকল নরপতি জরাসন্ধের দিগ্-বিজয়কালে অধীনতা স্বীকার না করায় জরাসন্ধ তাহাদের বিংশতিসহস্রকে বলপূর্ব্বক গিরিব্রজ নামক দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—জরাসন্ধনিরোধ এব কথমিত্যপেক্ষায়ামাহ,—যে চেতি। সন্নতিং করদানাদিনা নম্রত্বেন তদীয়ত্বস্বীকারং তে প্রসহ্য বলাৎ গিরিব্রজসংজ্ঞকে দুর্গে তেন জরাসন্ধেন রুদ্ধা আসন্। কিয়ন্তস্তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—দ্বে অযুতে বিংশতিসহস্রাণি। তত্র লক্ষসংখ্যরাজবলিভির্মহাভৈরবস্য যজনে তস্য কামনা ইতি কথা ভারতাদিষু প্রসিদ্ধা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জরাসন্ধ কিরূপে রাজগণকে বন্ধন করিল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যাহারা জরাসন্ধের দিগ্বীজয়কালে করদানাদিদ্বারা নম্রভাবে তাহার অধীনতা স্বীকার করে নাই, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক গিরিব্রজ নামক দুর্গমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা কতজন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—দুই অযুত অর্থাৎ বিশহাজার। এস্থলে এক-লক্ষ রাজবলীদ্বারা মহাভৈরবের যাজন করিবার তাহার কামনা ইহা মহাভারতে প্রসিদ্ধ ॥ ২৪ ॥

রাজান উচুঃ—
কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ প্রপন্নভয়ভঞ্জন ।
বয়ং ত্বাং শরণং যামো ভবভীতাঃ পৃথগ্ধিয়ঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—রাজানঃ উচুঃ (পুরুষমুখেন কৃষ্ণায় নিবেদয়ামাসুঃ হে) প্রপন্নভয়ভঞ্জন, (শরণাগতভয়-হারিন্,) অপ্রমেয়াত্মন্, (অনির্দ্দেশ্যস্বরূপ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, ভবভীতাঃ পৃথগ্ধিয়ঃ (বিষয়াসক্তচিত্তাঃ) বয়ং ত্বাং শরণম্ (আশ্রয়ং) যামঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ— রাজগণ বলিয়াছিলেন,—হে শরণাগতভয়হর, অপ্রমেয়স্বরূপ, কৃষ্ণ, ভবভীত ও বিষয়াসক্ত আমরা আপনার শরণাগত হইতেছি ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং বিজ্ঞপ্তিমাহ,—ষড়্‌ভিঃ। তত্র তে প্রথমং শরণমাশ্রয়ন্তে কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যাদরে দ্বিত্বম্। অপ্রমেয়াত্মন্নিতি ত্বৎস্বরূপমজ্ঞাত্বাপি প্রপন্নে ইতি প্রপন্নপালকত্বমেব জ্ঞাত্বা শরণং যামঃ। পৃথগ্ধিয়ঃ ত্বভক্তৌ প্রার্থনাং পরিত্যজ্য ত্বত্তঃ পৃথগ্‌ভূতে স্বীয়দুঃখত্রাণে এব ধীর্যেষাং তে ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বদ্ধরাজগণের বিজ্ঞপ্তি বলিতেছেন—ছয়টি শ্লোকদ্বারা প্রথমে তাহারা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই আদর রূপ শরণাগতিদ্বারা আশ্রয় চাহিতেছে, অপ্রমেয়আত্মন তোমার স্বরূপ না জানিয়াও তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, কারণ তুমি শরণাগত পালক ইহাই জানিয়া শরণাগত হইলাম। তোমার ভক্তিতে প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া তোমা হইতে পৃথক নিজ দুঃখ পরিত্রাণেই আমাদের মতি ॥ ২৫ ॥

———

লোকো বিকর্ম্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ
কর্ম্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চ্চনে স্বে।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং
সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—লোকঃ অয়ং (জনসংঘো যাবৎ) বিকর্ম্মনিরতঃ (বিকর্ম্ম নিষিদ্ধং কাম্যঞ্চ তত্র নিতরাং রতঃ) ত্বদুদিতে (ত্বয়া পঞ্চরাত্রাদৌ উক্তে) ভবদর্চ্চনে (ভবতঃ অর্চ্চনাত্মকে) স্বে (স্বকীয়ে) কুশলে (কল্যাণপ্রদে) কর্ম্মণি (ক্রিয়ায়াং) প্রমত্তঃ (অনবহিতশ্চ ভবতি) তাবৎ (তদৈব) সদ্যঃ (তৎক্ষণমেব) যঃ বলবান্ (মহাবলঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) অস্য (লোকস্য) জীবিতাশাং ছিনত্তি (নাশয়তি) অনিমিষায় (কালাত্মনে) তস্মৈ (তাদৃশায় তুভ্যং) নম অস্তু ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে দেব, নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম্মসমূহে নিরত লোকসকল যখন আপনার বর্ণিত পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ভবদীয় সেবনরূপ স্বীয় মঙ্গলকৃত্যে প্রমত্ত অর্থাৎ অনবহিত হয়, তখন যে মহাবল পুরুষ ইহ লোকে তাদৃশ মানবের জীবনাশা বিনষ্ট করিয়া থাকেন, সেই কালরূপী আপনাকে প্রণাম করি ॥২৬

বিশ্বনাথ— ভবভীতত্বং বিবৃণ্বন্তো নমন্তি। লোকোঽস্মদ্বিধঃ কুশলে কর্ম্মণি প্রমত্তঃ কিং পুণ্যকর্ম্মণি ন ত্বদুদিতে কিং জ্ঞানযোগসাধক-শম-দম-যমনিয়মাদিকর্ম্মণি ন। ভবদর্চ্চনে ত্বদ্ভজনে স্বে ইতি তদেব লোকস্য বাস্তবং স্বং ধনং ভাবঃ। কিন্তু বিকর্ম্মণি স্ত্রীপুত্রাদিবৈষয়িকসুখসাধকে কর্ম্মণি নিতরাং রতঃ। কিঞ্চ তৎ সুখমপি দুর্ভগস্যাস্য ন সিদ্ধ্যতীত্যাহঃ,—যস্তাবদিতি। অনিমিষায় কালায় ত্বচ্ছক্তিরূপায় নাম ইতি ত্বদভক্তস্য তেন তথা করণং সমুচিতমেবেতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বদ্ধরাজগণ সংসার ভয়ে ভীত হইয়া নমস্কার করিতেছেন—আমাদের ন্যায় লোক কুশল কর্ম্মেতে প্রমত্ত—কি পুণ্য কর্ম্মে? না, তোমা কর্ত্তৃক কথিত কর্ম্মে, কি জ্ঞান যোগসাধক শম দম যম নিয়মাদি কর্ম্মে? না, আপনার অর্চ্চনে আপনার ভজনে। ইহাই লোকের বাস্তব নিজধন। সংসার দুঃখ নিবর্ত্তক ও তোমার প্রেমসুখভোগপ্রদ—ইহাই ভাবার্থ। কিন্তু বিকর্ম্মে স্ত্রীপুত্রাদি বৈষয়িক সুখসাধক কর্ম্মে নিরত, আর সেই সুখও দুর্ভাগা জীবের সিদ্ধ হয় না, ইহাই বলিতেছেন—অনিমিষ কালস্বরূপ তোমার শক্তিরূপ ঐ কালকে নমস্কার করি, তোমার অভক্তজনের ঐরূপ করা সমুচিতই ॥ ২৬ ॥

———

লোকে ভবান্ জগদিনঃ কলয়াবতীর্ণঃ
সদ্রক্ষণায় খলনিগ্রহণায় চান্যঃ।
কশ্চিত্ত্বদীয়মতিযাতি নিদেশমীশ
কিং বা জনঃ স্বকৃতমৃচ্ছতি তন্ন বিদ্মঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, (প্রভো,) জগদিনঃ (জগত ইন ঈশ্বরঃ) ভবান্ সদ্‌রক্ষণায় (সতাং রক্ষণায় তথা) খলনিগ্রহায় চ (খলানাং নিগ্রহার্থমপি) লোকে (ইহ জগতি) কলয়া (অংশেন সহ) অবতীর্ণঃ (আবির্ভূতোঽসি, ত্বয়ি সদ্‌রক্ষণার্থমেবমবতীর্ণেঽপি চেদস্মাকং দুঃখং স্যাত্তদা কিম্ (অন্যঃ কশ্চিৎ (জরাসন্ধাদিঃ) ত্বদীয়ং (ভবদীয়ং) নির্দেশম্ (আজ্ঞামেব) অতিযাতি (লঙ্ঘয়তি) কিং বা (অথবা) জনঃ (লোক এব) স্বকৃতং (স্বকর্ম্মজং দুঃখম্) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) তৎ ন বিদ্মং (তৎ তত্ত্বং ন জানীমঃ, পরন্তু এতদুভয়মপ্যসঙ্গতম্) ॥২৭॥

অনুবাদ—হে প্রভো, জগতের অধীশ্বর আপনি সাধুগণের রক্ষা এবং দুর্জ্জনগণের নিগ্রহের জন্য ইহ লোকে নিজ অংশ সহ অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ অবস্থায় জরাসন্ধ প্রভৃতি দুর্জ্জনগণই আপনার শাসন লঙ্ঘন-পূর্ব্বক আমাদিগকে দুঃখ প্রদান করিতেছে অথবা আমরা নিজকর্ম্মজনিত দুঃখই ভোগ করিতেছি ; তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।। ২৭ ।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ সাক্ষাদেব ত্বাং ত্বদ্ভক্তাংশ্চ যঃ কশ্চিদিহ দ্বেষ্টি স কথং কালসংহৃতো ন ভবতীত্যস্মাকং মহান্ বিস্ময় ইত্যাহ,—লোক ইতি। জগদিনঃ জগদীশ্বরঃ "কলনা কালয়োঃ কলা" ইতি নানার্থকোষাৎ কলয়া কালেনাবতীর্থঃ। যদ্বা বলদেবেন সহ অন্যঃ খলঃ কশ্চিজ্জরাসন্ধাদিস্ত্বদীয়ং নির্দেশমতিক্রাম্যতি সাধূন্ দ্বেষ্টি, খলান্ পালয়তীত্যর্থঃ। তত্র খলনিগ্রাহকে ত্বয্যবতীর্ণেঽপি যৎ খলো বর্দ্ধতে তৎ কিং স খলঃ স্বকৃতমৃচ্ছতি স্বপ্রারব্ধকর্ম্মফলং সুখং ভুঙ্ক্তে। তথা সদ্রক্ষকে ত্বয্যবতীর্ণেঽপি সাধুজনস্তৎপীড়িতো যত্তবতি তৎ কিং সোঽপি স্বকর্ম্মফলং দুঃখং ভুঙ্ক্তে, ইদং ন বিদ্মঃ নিশ্চেতুং ন শক্নুমঃ। ত্বত্তোঽপি কর্ম্মযোগস্য জড়স্য প্রাবল্যমনুচিতমিতি ভাবঃ ।। ২৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরো বলি, সাক্ষাৎই তোমাকে ও তোমার ভক্তগণকে যে কোন ব্যক্তি এই সংসারে বিদ্বেষ করে সে কেন কাল কর্ত্তৃক নিহত হয় না? ইহাই আমাদের মহা বিস্ময়, ইহাই বলিতেছেন—জগদীশ্বর কলা অর্থাৎ কালদ্বারা অবতীর্ণ, অথবা বলদেবের সহিত অবতীর্ণ। অন্য কোন খল ব্যক্তি জরাসন্ধ আদি তোমার আদেশ অতিক্রম করিতেছে, সাধুগণকে দ্বেষ করিতেছ, খলগণকে পালন করিতেছে, সেইখানে খলনিগ্রহকারী তুমি অবতীর্ণ হইলেও যে খল বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই খল কি নিজকৃত প্রারব্ধ কর্ম্মফল সুখে ভোগ করিতেছে? এবং সৎগণের রক্ষাকারী তুমি অবতীর্ণ হইলেও সাধুগণ তাহার শাসনে দুঃখিত হইতেছে—তাহা কি নিজকর্ম্মফল দুঃখভোগ করিতেছে? ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, তোমা হইতেও জড় কর্ম্মযোগ প্রবল হওয়া অনুচিৎ ইহাই ভাবার্থ ।। ২৭ ।।

———

স্বপ্নায়িতং নৃপসুখং পরতন্ত্রমীশ
শশ্বদ্ভয়েন মৃতকেন ধুরং বহামঃ।
হিত্বা তদাত্মনি সুখং ত্বদনীহলভ্যং
ক্লিশ্যামহেঽতিকৃপণাস্তব মায়য়েহ ।। ২৮ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, (প্রভো) পরতন্ত্রং (বিষয়সাধ্যং) নৃপসুখং (রাজত্বজনিতং সুখং) স্বপ্নায়িতং (স্বপ্নবজ্জাতং, কিঞ্চ সম্প্রতি বয়ং) শশ্বদ্-ভয়েন (নিরন্তরভীতিযুক্তেন) মৃতকেন (মৃতক-তুল্যেন শরীরেণ) ধুরং (পুত্রদারাদি চিন্তাং কেবলং) বহামঃ (ধারয়ামঃ, পরন্তু) ইহ (অস্মিন্ লোকে) তব মায়য়া (মায়াবলেন মোহিতাঃ) অতিকৃপণাঃ (অতিদীনা বয়ং) ত্বদনীহলভ্যং (ত্বৎ তত্তো যৎ অনীহৈর্নিষ্কাসৈর্লভ্যম্) আত্মনি সুখং (স্বতঃসিদ্ধং সুখং) তৎ হিত্বা (পরিত্যজ্য) ক্লিশ্যামহে (ক্লেশং প্রাপ্তাঃ) ।। ২৮ ।।

অনুবাদ—হে প্রভো, আমাদের বিষয়সাধ্য রাজ-সুখ স্বপ্নতুল্য বিনষ্ট হইয়াছে, পরন্তু সম্প্রতি আমরা নিরন্তর ভয়াতুর মৃতকল্প শরীরদ্বারা কেবলমাত্র স্ত্রী পুত্রাদির চিন্তারূপ ভারই বহন করিতেছি ; বিশেষতঃ ইহ লোকে আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া অতি দীন-ভাবাপন্ন হওয়ায় আমরা নিষ্কামজনলভ্য স্বতঃসিদ্ধ-সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্লেশই ভোগ করিতেছি ।। ২৮ ।।

বিশ্বনাথ—ননু, তর্হি যূয়ং তাবৎ কে মদ্ভক্তা মদ্বিদ্বেষিণো বা? তত্র ন বয়মুভয়ে, কিন্তু সাংসারিকা জীবাঃ সাম্প্রতং ত্বাং প্রপন্না ইত্যাহুঃ,—স্বপ্নায়িতং অচিরস্থায়িত্বাৎ স্বপ্নতুল্যং অমাত্যসুহৃৎসেনাদ্যধীনত্বাৎ। পরতন্ত্রং নৃপসুখং নৃপা বয়মিত্যভিমানমাত্রেণৈব সুখম্। বস্তুতস্তু ধুরাং সন্ধিবিগ্রহাদ্যায়াস-বাহুল্যপ্রদত্তান্মহাভারমেব শশ্বদ্ভয়ং যস্মিংস্তেন মৃতক-তুল্যেন শরীরেণ বহামঃ। অহো কষ্টং নঃ যে বয়মিতঃ পূর্ব্বমেব নিষ্কামাঃ সন্তস্ত্বাং নাশ্রিতা ইত্যাহুঃ। তৎসকলসজ্জনৈঃ স্তুতত্বাৎ প্রসিদ্ধং নতু নৃপসুখমিব তৈর্নিন্দিতম্ আত্মনি স্বতঃসিদ্ধমেব নতু পরতন্ত্রম্। তৎ ত্বত্তঃ সকাশাদেব নতু দুর্বিষয়েভ্যো জাতম্ অনীহৈর্নিষ্কিঞ্চনভক্তৈর্লভ্যং, নতু সকামৈর্লব্ধুং শক্যং সুখং হিত্বা ক্লিশ্যামঃ ।। ২৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন তোমরা কে? আমার ভক্তগণ? অথবা আমার বিদ্বেষীগণ?

তাহার উত্তরে বলি—আমরা এই দুইএর মধ্যে নহি। কিন্তু সাংসারিক জীবগণ, সম্প্রতি তোমাতে প্রপন্ন, ইহাই বলিতেছেন রাজগণ—স্বপ্নের ন্যায় অচিরস্থায়ী, অতএব স্বপ্নতুল্য মন্ত্রী সুহৃদ্ সেনাদির অধীনহেতু পরাধীন আমরা রাজগণ হইয়াও রাজসুখ পাইতেছি-না, এই অভিমান মাত্রেই সুখ, বস্তুত ভাব অর্থাৎ সন্ধি বিগ্রহ আদি দুঃখ বহুলপ্রদহেতু মহা ভারই, সর্ব্বক্ষণ ভয় যাহাতে সেই মৃততুল্য শরীর দ্বারা ঐ-ভার বহন করিতেছি হায়! কি কষ্ট যে আমাদের, আমরা ইহা হইতে পূর্ব্বেই নিষ্কাম হইয়া তোমাতে আশ্রিত হই নাই, সেই সকল সজ্জন কর্ত্তৃক প্রসংশিত হেতু প্রসিদ্ধ, কিন্তু রাজসুখের ন্যায় সজ্জনগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত আত্মাতে মতসিদ্ধই, কিন্তু পরতন্ত্র নহে, তোমার নিকট হইতেই, কিন্তু দুর্বিষয় সকল হইতে জাত। অকিঞ্চন ভক্তগণ দ্বারা লভ্য কিন্তু সকাম-গণ কর্ত্তৃক লাভ করিতে অসমর্থ এমন সুখ ত্যাগ করিয়া কষ্ট পাইতেছি॥ ২৮॥

তন্নো ভবান্ প্রণতশোকহরাঙ্ঘ্রিযুগ্মো
বদ্ধান্ বিযুঙ্ক্ষ্ব মগধাহ্বয়কর্ম্মপাশাৎ।
যো ভূভুজোঽযুতমতঙ্গজবীর্য্যমেকো
বিভ্রদ্রুরোধ ভবনে মৃগরাড়িবাবীঃ॥ ২৯॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ) প্রণতশোকহরাঙ্ঘ্রি-যুগ্মঃ (প্রণতানাং সেবকানাং শোকহরং সর্ব্বদুঃখাপ-হারকং অঙ্ঘ্রিযুগ্মং পাদযুগলং যস্য সঃ) ভবান্ মগধাহ্বয়কর্ম্মপাশাৎ (মগধো জরাসন্ধঃ তৎ সংজ্ঞ-কাৎ কর্ম্মবন্ধনাৎ) বদ্ধান্ নঃ (অস্মান্ রাজ্ঞঃ) বিযুঙ্ক্ষ্ব (বিমোচয়) মৃগরাট্ (সিংহ) অবীঃ ইব (মেষীর্যথা রুণদ্ধি তথা) অযুতমতঙ্গবীর্য্যম্ (দশ-সহস্রহস্তিবিক্রমম্) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) যঃ (জরাসন্ধঃ) একঃ (এব) ভবনে (নিজপুরে) ভূভুজঃ (বিংশতি-সহস্রসংখ্যকান্ নৃপতীন্) রুরোধ (রুদ্ধান্ চকার) ॥ ২৯॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনার পদযুগল সেবক-জনের সর্ব্ববিধ সন্তাপ হরণে সমর্থ, অতএব আপনি জরাসন্ধসংজ্ঞক কর্ম্মবন্ধন হইতে আমাদিগকে বিমুক্ত করুন্। সিংহ যেরূপ মেষগণকে আবদ্ধ করে, সেইরূপ দশসহস্র মাতঙ্গবলধারী জরাসন্ধ একাকী নিজ পুরীমধ্যে বিংশতি সহস্র নরপতিকে অবরুদ্ধ করিয়াছে॥ ২৯॥

বিশ্বনাথ—তস্মাত্ত্বন্মায়াকৃতং কর্ম্মবন্ধং ত্বমেব নিবর্ত্তয়েতি প্রার্থয়ন্তে,—তন্ন ইতি। বিযুঙ্ক্ষ্ব বিমো-ক্ষয়। মগধো জরাসন্ধস্তৎসংজ্ঞকাৎ কর্ম্মপাশাৎ ভবদ্ভিরেব বিক্রম্য নির্গম্যতামিতি চেত্তত্রাহুঃ,—য ইতি। য এক এব অযুতমতঙ্গজানাং বীর্য্যং বিভ্রৎ সন্ স্বভবনে ভূভুজোঽস্মান্ রুরোধ। সিংহোঽ-বীর্মেষীরিব॥ ২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব তোমার মায়াকৃত কর্ম্মবন্ধন তুমিই খণ্ডন কর, এইভাবে প্রার্থনা করি-তেছে—বিমুক্তিকর, 'মগধরাজ জরাসন্ধ' ঐ নামে কর্ম্মপাশ হইতে আপনাদিগকর্ত্তৃক বিক্রম প্রকাশ করিয়া তোমরা বাহির হও—ইহা যদি বলেন তাহার উত্তরে বলি—যে এক জরাসন্ধ অযুত হস্তীর বল ধারণপূর্ব্বক নিজগৃহে রাজগণ আমাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে, সিংহ যেমন মেষগণকে সেইরূপ ॥ ২৯॥

যো বৈ ত্বয়া দ্বিনবকৃত্ব উদাত্তচক্র
ভগ্নো মৃধে খলু ভবন্তমনন্তবীর্য্যম্।
জিত্বা নৃলোকনিরতং সকৃদূঢ়দর্পো
যুষ্মৎপ্রজা রুজতি নোঽজিত তদ্বিধেহি॥ ৩০॥

অন্বয়ঃ—(হে) উদাত্তচক্র, (উদ্যতসুদর্শন) যঃ বৈ (জরাসন্ধঃ) দ্বিনবকৃত্বঃ (অষ্টাদশবারান্) ত্বয়া (সহ) মৃধে (সংগ্রামে বর্ত্তমানঃ সন্ তত্র সপ্ত-দশবারান্) খলু (নিশ্চিতং) ভগ্নঃ (ত্বয়া পরাজিতঃ পশ্চাৎ) অনন্তবীর্য্যম্ (অসীমশক্তিসম্পন্নমপি) নৃলোকনিরতং (নৃলোকে নিরতং নরশরীরবিনোদং) ভবন্তং সকৃৎ (একবারং) জিত্বা (পরাজিত্য) ঊঢ়দর্পঃ (প্রাপ্তগর্ব্বঃ সন্) যুষ্মৎপ্রজাঃ (ভবদধীনান্) নঃ (অস্মান্) রুজতি (পীড়য়তি হে) অজিত, তৎ (তত্র যদ্ যুক্তং তৎ) বিধেহি (কুরু)॥ ৩০॥

অনুবাদ—হে উদ্যতসুদর্শনধারিন্, এই জরাসন্ধ আপনার সহিত অষ্টাদশবার সংগ্রামমধ্যে সপ্তদশবার পরাজিত হইয়া অবশেষে একবার অনন্তবীর্য্যশালী

মনুষ্যদেহাশ্রিত আপনাকে পরাজিত করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বান্বিত হওয়ায় ভবদীয় প্রজারূপী আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছে। অতএব হে অজিত, এ বিষয়ে যাহা সমুচিত, তাহার বিধান করুন্ ॥৩০॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, স ত্বদ্বিদ্বেষী সংপ্রত্যস্মাংস্ত্বৎ প্রপন্নান্ জ্ঞাত্বা প্রতিদিনমধিকং বাধত ইত্যাহুঃ,—যো বা ইতি। হে উদাত্তচক্র, উৎকর্ষেণ ধৃতসুদর্শন, দ্বিনবকৃত্বঃ অষ্টাদশবারান্ ত্বয়া সহ সংগ্রামে বর্ত্তমানে সপ্তদশকৃতস্ত্বয়া ভগ্নঃ পরাজিতঃ। নৃলোকনিরতং নৃণাং পলায়নধর্ম্মজিঘৃক্ষাকৌতুকিনং ত্বাং সকৃদেকবারমেব জিত্বা উঢ়দর্পঃ সন্নস্মান্ যুষ্মৎপ্রজা রুজতি পীড়য়তি তত্তত্র যদ্ যুক্তং তদ্বিধেহি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরো বলি সে তোমার বিদ্বেষী সম্প্রতি আমাদিগকে তোমার শরণাগত জানিয়া প্রতিদিন অধিক দুঃখ দিতেছে। হে উদ্যত্ত চক্রধারী! উচ্চভাবে ধৃত সুদর্শন! অষ্টাদশবার তোমার সহিত যুদ্ধে রত হইয়া সপ্তদশবারে তোমা-কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত। মনুষ্যলীলাকারী মনুষ্যগণের ন্যায় পলায়ণ ধর্ম্ম, জয় করিবার ইচ্ছা কৌতুকী তোমাকে একবারই জয় করিয়া দর্পবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে আপনাদের প্রজাগণকে পীড়া দিতেছে—অতএব এবিষয়ে যাহা যুক্তিযুক্ত হয় তাহাই করুন ॥ ৩০ ॥

———

দূত উবাচ—

ইতি মাগধসংরুদ্ধা ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।
প্রপন্নাঃ পাদমূলং তে দীনানাং শং বিধীয়তাম্ ॥৩১

অন্বয়ঃ—দূতঃ উবাচ, (হে ভগবন্) ইতি (এবমুক্ত্বা) মাগধসংরুদ্ধাঃ (জরাসন্ধেনাবদ্ধাঃ) ভবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষিণঃ (ভবতঃ সাক্ষাৎকারাভিলাষিণো রাজানঃ) তে (তব) পাদমূলং প্রপন্নাঃ (শরণং গতাঃ, তস্মাৎ) দীনানাং (দুঃখার্ত্তানাং তেষাং) শং (মঙ্গলং) বিধীয়তাং (ত্বয়া ক্রিয়তাম্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—দূত বলিল,—হে ভগবন্ জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ এবং ভবদীয় দর্শনাভিলাষী রাজগণ এই বলিয়া আপনার শরণাগত হইয়াছেন, অতএব ঐ দুঃখার্ত্ত রাজগণের মঙ্গল বিধান করুন্ ॥ ৩১ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

রাজদূতে ব্রুবত্যেবং দেবর্ষিঃ পরমদ্যুতিঃ।
বিভ্রৎ পিঙ্গজটাভারং প্রাদুরাসীদ্যথা রবিঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—রাজদূতে এবং (পূর্ব্বোক্তং) ব্রুবতি (কথয়তি সতি) পিঙ্গজটাভারং (পিঙ্গলবর্ণজটাজুটং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) পরমদ্যুতিঃ (দিব্যকান্তিঃ) দেবর্ষিঃ (নারদঃ) যথা (সূর্য্য ইব) প্রাদুরাসীৎ (তত্রোপস্থিতো বভুব) ॥৩২॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—রাজদূতের এইরূপ বাক্য উচ্চারণ-কালেই পিঙ্গলজটাজুটধারী দিব্যকান্তিময় দেবর্ষি নারদ সূর্য্যের ন্যায় তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৩২ ॥

———

তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ।
ববন্দ উত্থিতঃ শীর্ষ্ণা সসভ্যঃ সানুগো মুদা ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—তং (দেবর্ষিং) দৃষ্ট্বা সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ (সর্ব্বলোকানাং য ঈশ্বরা ব্রহ্মাদয়স্তেষামপীশ্বরঃ) ভগবান্ কৃষ্ণঃ মুদা (হর্ষেণ) সসভ্যঃ (সভ্যৈঃ সহিতঃ) সানুগঃ (অনুগৈঃ অনুচরৈশ্চ সহিতঃ) উত্থিতঃ (সন্) শীর্ষ্ণা (নতমস্তকেন) ববন্দ (প্রণনাম) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ — ব্রহ্মাদি নিখিললোকপালকগণেরও অধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন দেবর্ষিকে দর্শন করিয়া সভ্য ও অনুচরগণ সহ উত্থানপূর্ব্বক অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৩ ॥

———

সভাজয়িত্বা বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহম্।
বভাষে সুনৃতৈর্বাক্যৈঃ শ্রদ্ধয়া তর্পয়ন্ মুনিম্ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—কৃতাসনপরিগ্রহং (আসনে সমুপবিষ্টং) মুনিং (নারদং) বিধিবৎ (যথাবিধি) সভাজয়িত্বা (পূজয়িত্বা) শ্রদ্ধয়া (ভক্ত্যা) তর্পয়ন্ (প্রীণয়ন্) সুনৃতৈঃ (সুমধুরৈঃ) বাক্যৈঃ বভাষে (উক্তবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মুনিবর আসন গ্রহণ করিলে যথাবিধি তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিদ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন সহকারে সুমধুর বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—দূত আহ,—ইতীতি ॥ ৩১-৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দূত বলিতেছে ॥ ৩১-৩৪॥

অপিস্বিদদ্য লোকানাং ত্রয়াণামকুতোভয়ম্ ।
ননু ভূয়ান্ ভগবতো লোকান্ পর্য্যটতো গুণঃ ॥৩৫

অন্বয়ঃ—অদ্য ত্রয়াণাং লোকানাং (ত্রিভুবনানাম্) অকুতোভয়ং (সর্ব্বতো নির্ভয়ম্) অপি স্বিৎ (সম্ভাবয়ামীত্যর্থঃ) লোকান্ (ত্রিভুবনানি) পর্য্যটতঃ (ভ্রমতঃ) ভগবতঃ (পরমৈশ্বর্য্যশালিনে ভবতঃ সকাশাৎ) ভূয়ান্ (মহান্) গুণঃ ননু (অস্মাকং লাভঃ খলু ভবতি, যতঃ সর্ব্বলোকবৃত্তান্তজ্ঞানং জায়তে) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে দেব, অদ্য এই ত্রিলোকের সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় মনে করিতেছি। আপনি নিখিললোকে ভ্রমণ করিতেছেন বলিয়া আপনার নিকট হইতে আমাদের ত্রিলোকবৃত্তান্ত জ্ঞানরূপ মহালাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—তবাকুশলাসম্ভবাদেব কুশলপ্রশ্নানৌচিত্যাৎ লোকানামেব কুশলং ত্বাং পৃচ্ছামীত্যাহ—অপিস্বিদিতি। ননু, তদহং কথং জানামীতি তত্রাহ, নন্বিতি। ভগবতস্তব পর্য্যটতো ভূয়ানয়ং গুণো যতস্ত্বত্ত এব সর্ব্বলোকবৃত্তান্তজ্ঞানং ভবেদতঃ পৃচ্ছামীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার অকুশল অসম্ভব হেতুই কুশলপ্রশ্ন অনুচিৎ হেতু লোকগণেরই কুশল তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি বল তাহা আমি কিরূপে জানিতেছি? তাহার উত্তরে বলি—ভগবান আপনি, পর্য্যটনকালে বহু আপনার গুণ। যেহেতু তোমা হইতেই সর্ব্বলোকের বৃত্তান্ত জ্ঞান হইবে অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

নহি তেঽবিদিতং কিঞ্চিল্লোকেষ্বীশ্বরকর্ত্তৃষু ।
অথ পৃচ্ছামহে যুষ্মান্ পাণ্ডবানাং চিকীর্ষিতম্ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—ঈশ্বরকর্ত্তৃষু (ঈশ্বরঃ কর্ত্তা যেষাং তেষু তদ্বিরচিতেষ্বিত্যর্থঃ) লোকেষু (ভুবনেষু) কিঞ্চিৎ (কিমপি বৃত্তং) তে (তব) অবিদিতং নহি (অজ্ঞাতং ন বর্ত্ততে) অথ (অতএব) যুষ্মান্ (ভবতঃ) পাণ্ডবানাং চিকীর্ষিতং (কর্ত্তুমিষ্টং কর্ম্ম) পৃচ্ছামহে (পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে মুনিবর, ঈশ্বর সৃষ্ট এই ভুবনমণ্ডলে কোন বিষয়ই আপনার অবিদিত নাই অতএব পাণ্ডবগণ সম্প্রতি কোন্ কার্য্য সম্পাদনের ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরঃ কর্ত্তা যেষাং তেষু। অথেতি প্রস্তুতো জরাসন্ধবধো ভীমাদেব সম্ভবেদিতি প্রকারং জানত এব ভগবতঃ পাণ্ডবচিকীর্ষিতে প্রশ্নোঽয়ং জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি ঈশ্বর যাহাদের কর্ত্তা তাহাদের মধ্যে অনন্তর এখন জরাসন্ধবধ ভীমসেন হইতেই সম্ভব হইবে ইহার প্রকার আপনি জানেন। আপনার পাণ্ডবগণের ইচ্ছা এই প্রশ্ন জানিবেন ॥৩৬॥

শ্রীনারদ উবাচ—

দৃষ্টা ময়া তে বহুশো দুরত্যয়া
মায়া বিভো বিশ্বসৃজশ্চ মায়িনঃ ।
ভূতেষু ভূমংশ্চরতঃ স্বশক্তিভি-
র্বহ্নেরিব চ্ছন্নরুচো ন মেঽদ্ভুতম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ— শ্রীনারদঃ উবাচ,—(হে) ভূমন্, (সর্ব্বব্যাপিন্) বিভো, (প্রভো) বিশ্বসৃজঃ (বিশ্বকর্ত্তুঃ) মায়িনঃ চ (ব্রহ্মণোঽপি মোহকস্য) ভূতেষু (নিখিলপদার্থেষু) স্বশক্তিভিঃ বহ্নেঃ (অগ্নেঃ) ইব ছন্নরুচঃ (ছন্না রুক্ প্রকাশো যস্য তাদৃশস্য সতঃ) চরতঃ (অবস্থিতস্য) তে (তব) দুরত্যয়া (দুর্ল্লঙ্ঘ্যা) মায়া ময়া বহুশঃ (বহুবারং) দৃষ্টা (প্রত্যক্ষীকৃতা অতস্তবেদং প্রশ্নাদি) মে (মম সমীপে) অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্যকরং) ন (ন প্রতিভাতি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ বলিলেন,—হে সর্ব্বব্যাপক, প্রভো, আপনি বিশ্বকর্ত্তা, পরমমায়াবী এবং অগ্নির ন্যায় স্বীয় প্রকাশ গুপ্ত রাখিয়া নিজশক্তিদ্বারা সর্ব্বভূতে বিরাজমান রহিয়াছেন। আমি বহুবার ভবদীয় দুর্ল্লঙ্ঘ্য মায়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অতএব আমার

নিকট আপনার এতাদৃশ প্রশ্ন আশ্চর্য্য মনে হইতেছে না ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্বমায়য়ৈব ত্রীন্ লোকান্ মোহয়সি, অথচ তেষামকুতোভয়ঞ্চ পৃচ্ছসীত্যদ্ভুতং তে চরিত্রমপি নরলীলস্য নেদমদ্ভুতমিত্যাহ,—দৃষ্টা ইতি। বিশ্বসৃজশ্চ ব্রহ্মাদেরপি মায়িনো মোহকস্য। কিঞ্চ হে ভূমন্! সর্ব্বব্যাপক! ভূতেষ্বপি শক্তিভির্মায়াদিভিঃ সহান্তর্য্যামিতয়া চরতো বর্ত্তমানস্য মায়া এব বহুশো দৃষ্টা, কিন্তু নরলীলত্বেন ছন্না কৌতুকার্থমাবৃতা বক্তৃসর্ব্বজ্ঞতা যেন তস্য তবেতাদৃশপ্রশ্নাদিকংন মে ময়ি অদ্ভুতম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ মায়া দ্বারাই এই ত্রিলোককে মোহিত করিতেছ অথচ তাহাদের নির্ভয়ও জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা তোমার অদ্ভুত চরিত্র হইলেও নরলীলাকারী তোমার ইহা অদ্ভুত নহে। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা আদিরও মোহ কর্ত্তা আপনার পক্ষে। আরো বলি হে সর্ব্বব্যাপক! প্রাণীগণেও মায়াদি শক্তিসহিত অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত আপনার মায়াই বহুবার দেখিয়াছি, কিন্তু নরলীলাকারী হেতু তাহা আবৃত, কৌতুকের জন্য বক্তৃসর্ব্বজ্ঞতা আবৃত রাখিয়াছ সেই তোমার এইরূপ প্রশ্নাদি আমার নিকট তোমার পক্ষে অদ্ভুত নয় ॥ ৩৭ ॥

তবেহিতং কোঽর্হতি সাধু বেদিতুং
স্বমায়য়েদং সৃজতো নিযচ্ছতঃ।
যদ্বিদ্যমানাত্মতয়াবভাসতে
তস্মৈ নমস্তে স্ববিলক্ষণাত্মনে ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (অসদিদং জগৎ) স্বমায়য়া (তব মায়য়া) বিদ্যমানাত্মতয়া (সদ্রূপেণ) অবভাসতে (প্রকাশতে তৎ) ইদং (পরিদৃশ্যমানং জগৎ) সৃজতঃ (রচয়তঃ) নিযচ্ছতঃ (পালয়তশ্চ) তব ঈহিতং (চেষ্টিতং) সাধু (যথার্থতয়া) বেদিতুং (জ্ঞাতুং) **কঃ অর্হতি** (কোঽপি শক্নোতীত্যর্থঃ, পরন্তু কেবলং) **স্ববিলক্ষণাত্মনে** (স্বেন রূপেণ সর্ব্বতো বিলক্ষণাত্মনে অচিন্ত্যায়েত্যর্থঃ) তস্মৈ তে (তুভ্যং) নমঃ (তব নমনমেব কেবলং শক্যত ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—আপনার মায়াবলে এই জগৎ অসৎ হইয়াও সদ্রূপে প্রকাশিত হইতেছে। আপনি ইহার সৃষ্টি এবং পালন-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তিই আপনার চেষ্টা সম্যগ্ অবগত হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বতোভাবে বিলক্ষণ-স্বরূপ-বিশিষ্ট অর্থাৎ অচিন্ত্যপুরুষরূপী আপনাকে কেবল-মাত্র প্রণাম করিতেছি ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যৎ বিশ্বং বিদ্যমানং আত্মা অন্তর্যামী যত্র তত্ত্বয়ৈব অবভাসতে চেতনীভবতি তদেবেদং বিশ্বং কদাচিৎ সৃজতঃ কদাচিন্নিযচ্ছতস্তব ঈহিতমভিপ্রায়ং তস্মাৎ স্বতঃস্বভাবাদেব সর্ব্বতো বিলক্ষণাত্মনে অতর্ক্যায় তুভ্যং নমঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরো বলি—এই যে বিশ্ব বিদ্যমান যেখানে তুমি আত্মা অন্তর্য্যামী, সেখানে তোমার দ্বারাই এই বিশ্বচেতনা লাভ করিতেছে সেই এই বিশ্বকে কখন সৃজন করিতেছ, কখনও সংহার করিতেছ, তোমার এই অভিপ্রায় অতএব স্বাভাবিক ভাবে সকল হইতে বিলক্ষণ আত্মা অচিন্ত্য, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৮ ॥

জীবস্য যঃ সংসরতো বিমোক্ষণং
ন জানতোঽনর্থবহাচ্ছরীরতঃ।
লীলাবতারৈঃ স্বযশঃ প্রদীপকং
প্রাজ্বালয়ৎ ত্বা তমহং প্রপদ্যে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ভবান্) লীলাবতারৈঃ (লীলার্থং স্বীকৃতৈরবতারৈঃ) অনর্থবহাৎ (অবিদ্যাতমসাবৃতত্বেনানর্থপ্রাপকাৎ) শরীরতঃ (শরীরাৎ) সংসরতঃ (সংসরণশীলস্য তথা) বিমোক্ষণং ন জানতঃ (তেনৈব তমসা তস্মাৎ শরীরাদ্বিমোক্ষোপায়মজানতঃ) জীবস্য স্বযশঃ প্রদীপকং (স্বযশ এব প্রদীপকঃ প্রদীপঃ অজ্ঞানতমো নাশকত্বাৎ তং) প্রাজ্বালয়ৎ (প্রকর্ষেণ অজ্বালয়ৎ, স্বযশঃ শ্রবণাদিভি-র্জীবস্য মোক্ষার্থমিত্যর্থঃ) অহং তং (তাদৃশং) ত্বা (ত্বাং) প্রপদ্যে (শরণং গতোঽস্মি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, জীবগণ চিরকাল অনর্থকারী এক শরীর হইতে শরীরান্তরে সংসরণ অর্থাৎ বিচরণ করিতেছে, পরন্তু এই শরীর হইতে মুক্তিলাভের উপায় অবগত নহে। আপনি তাহাদের

বিমুক্তির জন্য লীলাবতারসমূহ দ্বারা স্বকীয় যশোরূপ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া থাকেন। আমি আপনার শরণাগত হইতেছি ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, বিশ্বস্যাকুতোভয়প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছতে চেত্যাহ,—জীবস্যেতি। শরীরতো বন্ধরূপাৎ বিমোক্ষণং ন জানতো জীবস্য সম্বন্ধে স্বযশোরূপং প্রদীপকং যঃ প্রাজ্বালয়ৎ স্বতত্ত্বং দর্শয়িতুমিতি ভাবঃ। ত্বা ত্বাং তস্মাৎ জগত্যস্মিংস্তন্মায়ামোহিতাঃ সভয়াশ্চ দৃষ্টাঃ। ত্বদীয় যশঃ শ্রবণকীর্ত্তনপরাঃ অকুতোভয়াশ্চ বহবো দৃষ্টা ইতি শ্লোকত্রয়েণ দ্যোতিতম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরো বলি—এই বিশ্বের সর্ব্বপ্রকারে অভয় প্রশ্ন সঙ্গতই হইতেছে। এই বদ্ধ শরীর হইতে বিমুক্তি বিষয়ে অজ্ঞজীবের সম্বন্ধে নিজের যশরূপ প্রদীপকে যিনি প্রজ্জ্বালিত করিতেছেন। নিজতত্ত্ব দেখাইবার জন্য সেই তোমাকে জগতে তোমার মায়া মোহিত জীবগণ ভয়যুক্ত দেখিতেছি। তোমার যশ শ্রবণ কীর্ত্তন পরায়ণগণ সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় আছে বহুজন দেখিতেছি, ইহাই তিনটি শ্লোকদ্বারা প্রকাশিত হইল ॥ ৩৯ ॥

অথাপ্যাশ্রাবয়ে ব্রহ্ম নরলোকবিড়ম্বনম্।
রাজ্ঞঃ পৈতৃষ্বস্রেয়স্য ভক্তস্য চ চিকীর্ষিতম্ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—অথ অপি (পাণ্ডবস্য চিকীর্ষিতং সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ তব বিদিতমপি আদেশগৌরবাৎ অহম্) পৈতৃষ্বস্রেয়স্য (তব পিতৃষ্বসুঃ পুত্রস্য) ভক্তস্য চ (তব ভক্তস্য চ) রাজ্ঞঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) চিকীর্ষিতং (কর্ত্তুমিষ্টং কর্ম্ম) নরলোকবিড়ম্বনং (নরলোকানুকারি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপং ত্বাম্) আশ্রাবয়ে (শ্রাবয়িষ্যামি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, ব্রহ্মন্, আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া পাণ্ডবগণের যাবতীয় অভিলষিত বিষয়ই অবগত আছেন, তথাপি আপনার আদেশ রক্ষার্থ আমি ভবদীয় পিতৃষ্বসৃপুত্র ও ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিলষিত কর্ম্ম মনুষ্যলীলানুকরণকারী আপনার শ্রুতিগোচর করিতেছি ॥ ৪০ ॥

যক্ষ্যতি ত্বাং মখেন্দ্রেণ রাজসূয়েন পাণ্ডবঃ।
পারমেষ্ঠ্যকামো নৃপতিস্তদ্ভবাননুমোদতাম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—পারমেষ্ঠ্যকামঃ (পারমেষ্ঠ্যং সাম্রাজ্যং তৎকামঃ) নৃপতিঃ (রাজা) পাণ্ডবঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) রাজসূয়েন (তন্নামকেন) মখেন্দ্রেণ (শ্রেষ্ঠযাগেন) ত্বাং যক্ষ্যতি (আরাধয়িষ্যতি) ভবান্ তৎ (তস্য তৎ চেষ্টিতম্) অনুমোদতাম্ (অনুমন্যস্ব) ॥৪১॥

অনুবাদ—হে দেব, সাম্রাজ্যাভিলাষী রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা আপনার আরাধনা করিবেন। আপনি তাহার অনুমোদন করুন্ ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ,—অথাপীতি পঞ্চভিঃ। হে ব্রহ্ম, পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ, 'ব্রহ্মন্' ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। সংবুদ্ধৌ নলোপস্য বৈকল্পিকত্বাৎ। যদ্যপি সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ জানাস্যেব তদপ্যাশ্রাবয়ে। যতো নরলোকং বিড়ম্বয়তীতি ব্যতিরেকালঙ্কারেণ নরলোকসমশীলমিত্যর্থঃ ॥ ৪০-৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—পাঁচটি পদ্যদ্বারা হে ব্রহ্ম! পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ সম্বোধন পদ হইলে 'ন' এর লোপ বিকল্পে হয়। যদিও সর্ব্বজ্ঞহেতু তুমি সকলই জানিতেছ, তথাপি শ্রবণ করাইতেছি যেহেতু নরলীলা করিতেছ, ব্যতিরেক অলঙ্কারদ্বারা নরলোকের সমান চরিত্রবান্ ॥ ৪০-৪১ ॥

তস্মিন্ দেব ক্রতুবরে ভবন্তং বৈ সুরাদয়ঃ।
দিদৃক্ষবঃ সমেষ্যন্তি রাজানশ্চ যশস্বিনঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেব, তস্মিন্ ক্রতুবরে (যজ্ঞশ্রেষ্ঠে) ভবন্তং দিদৃক্ষবঃ (দ্রষ্টুমভিলাষিনঃ সন্তঃ) সুরাদয়ঃ (দেবতাদয়ঃ স্বর্গজনাঃ তথা) যশস্বিনঃ (কীর্ত্তিমন্তঃ) রাজানঃ চ সমেষ্যন্তি বৈ (আগমিষ্যন্তি খলু) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে দেব, সেই মহাযজ্ঞে আপনার দর্শনাভিলাষে দেবতা প্রভৃতি স্বর্গবাসিগণ এবং যশস্বিরাজগণ তথায় সমবেত হইবেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলমনুমোদনমেবাত্র স্থিত্বা কার্য্যং, কিন্তু তত্র গন্তব্যমেবেত্যাহ,—তস্মিন্নিতি ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞের কেবল অনুমোদন করিলেই হইবে না, এইখানে থাকিয়া করিলে হইবে না, কিন্তু সেই-খানে যাওয়া প্রয়োজন ॥ ৪২ ॥

শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাদ্ধ্যানাৎ পূয়ন্তেঽন্তেবসায়িনঃ।
তব ব্রহ্মময়স্যেশ কিমুতেক্ষাভিমর্শিনঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, ব্রহ্মময়স্য (ব্রহ্মঘনমূর্ত্তেঃ) তব শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাৎ ধ্যানাৎ অন্তেবসায়িনঃ (শ্বপচা অপি) পূয়ন্তে (পূতা ভবন্তি) ঈক্ষাভিমর্শিনঃ (ঈক্ষা দর্শনঞ্চ অভিমর্শঃ স্পর্শনঞ্চ তৌ বিদ্যেতে যেষাং তে) কিমুত (কথং ন পূতা ভবন্তীত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, ব্রহ্মঘনমূর্ত্তিময় আপনার শ্রবণ কীর্ত্তন ও ধ্যানহেতু শ্বপচগণও বিশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা দর্শন ও স্পর্শ করিতে পারেন তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ? ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তেষাং মদ্দিদৃক্ষায়াং কিং প্রয়োজনং তত্রাহ,—শ্রবণাদিতি। ব্রহ্মময়স্য ব্রহ্মঘনমূর্ত্তেরিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— যদি বলেন তাহাদের আমার দর্শন ইচ্ছার কি প্রয়োজন ? তাহার উত্তরে বলি ব্রহ্মময় অর্থাৎ ব্রহ্মঘনমূর্ত্তি তোমার শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান দ্বারা সকলে পবিত্র হয়, দর্শনদ্বারা যে পবিত্র হইবে ইহা আর কি বলিব, ইহা শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং
ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গল দিগ্বিতানম্।
মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো
গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভুবনমঙ্গল, (জগন্মঙ্গলকর) যস্য তে (তব) দিগ্বিতানং (দিগ্ভবনানাং বিতানং অলঙ্করণম্) অমলং (বিশুদ্ধং) দিবি (স্বর্গে) রসায়াং (পাতালে) ভূমৌ (পৃথিব্যাং) চ প্রথিতং (বিস্তৃতং) যশঃ (কীর্ত্তিঃ তথা) দিবি (স্বর্গে) মন্দাকিনী ইতি (প্রসিদ্ধং) অধঃ চ (পাতালে চ) ভোগবতী ইতি (প্রসিদ্ধম্) ইহ (পৃথিব্যাং) চ গঙ্গা ইতি (প্রসিদ্ধং) চরণাম্বু (পাদপ্রক্ষালনবারি) বিশ্বং (ত্রিভুবনং) পুনাতি (পবিত্রীকরোতি) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে ভুবনমঙ্গলকর ! স্বর্গ মর্ত্ত্য ও রসাতলে সুবিস্তৃত এবং দিঙ্মণ্ডলের ভূষণস্বরূপ ভবদীয় যশোরাশি এবং স্বর্গে 'মন্দাকিনী'নামে পাতালে 'ভোগবতী' সংজ্ঞায় ও পৃথিবীতে 'গঙ্গা'নামে প্রসিদ্ধ ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন-বারি বিশ্বকে পবিত্র করিতেছে ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং মদ্দিদৃক্ষৈব কিং কারণা তত্রাহ,—যস্য তব অমলং যশঃ দিবি রসায়াং ভূমৌ চ প্রথিতং দিগ্বিতানং দিগ্ভবনানাং বিতানবদলঙ্করণং সৎ বিশ্বং পুনাতি তথৈবচরণাম্বু চ বিশ্বং পুনাত্যতঃ পূতান্তঃকরণত্বাদেব তেষাং তদ্দিদৃক্ষা অভূদিতি ভাবঃ। যদ্বা, যস্য যশশ্চরণাম্বু চ ত্রিজগৎপাবনং স সাক্ষাদেব ত্বং তেন রাজ্ঞা নিমন্ত্রিতোঽসি যজ্ঞে তত্র পাবনবস্তূনামপেক্ষণীয়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাদের আমার দর্শন করিবার ইচ্ছা কি কারণ ? তাহার উত্তরে বলি যে তোমার অমল যশ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে প্রসিদ্ধ দশদিক ব্যাপী চাঁদোয়ার ন্যায় অলংকার হইয়া বিশ্বকে পবিত্র করিতেছে, সেইরূপ তোমার চরণধৌতজলও পবিত্র করিতেছে। অতএব পবিত্র অন্তঃকরণ হেতুই তাহাদের তোমার দর্শন ইচ্ছা হইয়াছে। অথবা যাঁহার যশ ও চরণজল ত্রিজগৎ পবিত্রকারী সেই সাক্ষাৎই তুমি যুধিষ্ঠির মহারাজ কর্ত্তৃক যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছ, সেইখানে পবিত্রকারী বস্তুসমূহের প্রয়োজন আছে বলিয়া ॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

তত্র তেষ্বাত্মপক্ষেষ্বগৃণৎসু বিজিগীষয়া।
বাচঃ পেশৈঃ স্ময়ন্ ভৃত্যমুদ্ধবং প্রাহ কেশবঃ ॥৪৫

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—তত্র (এবং নারদোক্তং) তেষু আত্মপক্ষেষু (যাদবেষু) বিজিগীষয়া (জরাসন্ধবিজয়েচ্ছয়া) অগৃণৎসু (অমন্যমানেষু সৎসু কেশবঃ স্ময়ন্ (হসন্) বাচঃপেশৈঃ (পেশল-

বাগ্‌ভিঃ) ভৃত্যং (সেবকম্) উদ্ধবং প্রাহ (উক্ত-বান্) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, তৎকালে যাদবগণ জরাসন্ধ বিজয়াভিলাষী হইয়া দেবর্ষির বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত না হওয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাস্যসহকারে সুনিপুণ বচনে উক্ত উদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্বং হি নঃ পরমং চক্ষুঃ সুহৃন্মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।
অথাত্র ব্রূহ্যনুষ্ঠেয়ং শ্রদ্দধ্মঃ করবাম তৎ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,— মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ (মন্ত্রার্থানাং মন্ত্রসাধ্যানাং তত্ত্ববিৎ পরিপাকবেদিতা) সুহৃৎ (বান্ধবশ্চ) ত্বং হি (নূনং) নঃ (অস্মাকং) পরমং চক্ষুঃ (উত্তমনয়নতুল্যো ভবসি) অথ (অত-এব) অত্র (জরাসন্ধবিজয়রাজসূয়গমনরূপে কর্ত্তব্য-দ্বয়ে) অনুষ্ঠেয়ং (কিং নাম কর্ত্তব্যং তৎ) ব্রূহি (বদ ততঃ) তৎ (ত্বদুক্তং কার্য্যং) শ্রদ্দধ্মঃ করবাম (শ্রদ্ধয়া আচরিষ্যাম ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে উদ্ধব, তুমি মন্ত্রসাধ্য বিষয়ের পরিণামদর্শী এবং আমাদের বান্ধব ও উত্তম চক্ষুঃস্বরূপ। অতএব জরাসন্ধবিজয় ও রাজসূয়ে গমনরূপ কার্য্যদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী আমা-দের কর্ত্তব্য, তাহা তুমি নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলে আমরা শ্রদ্ধার সহিত তাহারই অনুষ্ঠান করিব ॥৪৬॥

ইত্যুপামন্ত্রিতো ভর্ত্রা সর্ব্বজ্ঞেনাপি মুগ্ধবৎ ।
নিদেশং শিরসাধায় উদ্ধবঃ প্রত্যভাষত ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ভগবদ্‌যানে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭০॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বজ্ঞেন অপি ভর্ত্রা (প্রভুণা শ্রীকৃষ্ণেন) মুগ্ধবৎ (অজ্ঞবৎ) ইতি (পূর্ব্বোক্তম্) উপামন্ত্রিতঃ (প্রার্থিতঃ) উদ্ধবঃ নিদেশং (তদাজ্ঞাং) শিরসা আধায় (স্বীকৃত্য) প্রত্যভাষত (প্রত্যুক্তবান্) ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্ততি-তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—প্রভু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞ-জনের ন্যায় এইরূপ প্রার্থনা করিলে উদ্ধব তদীয় আদেশ অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া প্রত্যুত্তরস্বরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—তত্র সভায়াং তেষু যাদবেষু আত্মীয়-পক্ষেষু জরাসন্ধস্য জিগীষয়া হেতুনা মুনেস্তদ্বচঃ অগৃণৎসু অমন্যমানেষু সৎসু । বাচঃ বচনস্য পেশৈর-বয়বৈঃ স্বাভিপ্রেতৈরর্থৈরুদ্ধবহৃদ্যারোপিতৈঃ স্ময়মান উদ্ধবং প্রাহেতি তস্যৈব মন্ত্রণাভিজ্ঞতোৎকর্ষখ্যাপনার্থ-মিতি ভাবঃ ॥ ৪৫-৪৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
দশমে সপ্ততিতমঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্ততিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই যাদবগণের সভাতে আত্মীয়পক্ষগণের মধ্যে জরাসন্ধকে পরাজিত করিবার কারণে নারদ ঋষির সেই বাক্য গ্রহণ ও অনুমোদন করিলে পর ঐ বাক্যের অবয়ব সমূহের দ্বারা নিজ অভিপ্রায়যুক্ত অর্থসমূহের সহিত উদ্ধবের হৃদয়ে আরোপিত অভিপ্রায় সমূহ দ্বারা উদ্ধবকে বলিতেছেন —তাহার ঐ মন্ত্রণা সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট ইহা জানা-ইবার জন্য ॥ ৪৫-৪৭ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দশমস্কন্ধে সপ্ততিতম অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্ততিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৭০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্ততিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য দেবর্ষেরুদ্ধবোঽব্রবীৎ।
সভ্যানাং মতমাজ্ঞায় কৃষ্ণস্য চ মহামতি ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একসপ্ততিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে উদ্ধবের মন্ত্রণানুসারে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ গমনে পাণ্ডবগণের পরমোৎসব বর্ণিত হইয়াছে।

মহামতি উদ্ধব দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের হৃদ্‌গতভাব বুঝিয়া বলিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির নিখিল দিঙ্‌মণ্ডল বিজয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিলে জরাসন্ধের পরাজয়, শরণাগত রক্ষা এবং রাজসূয়সিদ্ধিরূপ সর্ব্ব প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে। তদ্দ্বারা যাদবগণেরও প্রবল শত্রু বিনাশ এবং বদ্ধ নরপতিগণের মোচন হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রভূত কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। জরাসন্ধ কেবল ভীমসেনের হস্তেই নিহত হইবে। যেহেতু রাজা ব্রাহ্মণহিতপরায়ণ, সুতরাং বৃকোদর ব্রাহ্মণবেশে উহার নিকট দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থনা করিবেন, তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে জরাসন্ধ পরাজিত হইবে। কালরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বসৃষ্টি ও সংহারকার্য্যে যেমন শঙ্কর ও ব্রহ্মা নিমিত্ত মাত্র, তদ্রূপ জরাসন্ধের নিধনকার্য্যে ভীমসেনও নিমিত্ত মাত্র, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণই উহার নিধনকারী। জরাসন্ধ বধ হইলে শিশুপালাদি বধও সুকর হইবে।

দেবর্ষি নারদ, বৃদ্ধ যাদবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের তাদৃশ মন্ত্রণার প্রশংসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণপূর্ব্বক হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পতিপরায়ণা শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণও শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিলেন। দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পূজিত হইয়া হৃদয়ে তাঁহারাই ধ্যান করিতে করিতে আকাশমার্গে গমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজগণপ্রেরিত দূতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, অবিলম্বে তিনি জরাসন্ধের হননকার্য্য সম্পাদন করিবেন। দূত রাজগণসমীপে সেই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, গিরি, নদী, পুর, গ্রাম প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ সমীপে উপস্থিত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আগমনবার্ত্তা পাইয়া তাঁহাকে প্রত্যুদ্‌গমন জন্য সুহৃদ্‌গণ সমভিব্যাহারে পুর হইতে নির্গত হইলেন এবং দীর্ঘকাল পরে তাঁহাকে দর্শন করিয়া স্নেহাবেশে বারম্বার আলিঙ্গন করিতে করিতে বাহ্য বিস্মৃত হইলেন। তৎপরে ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে যথাযোগ্য আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধগণকে প্রণামপূর্ব্বক অন্যান্য সকলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎকালে বিবিধ বাদ্যধ্বনি ও স্তুতিপাঠাদি হইয়াছিল। এইরূপে স্তুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিবিধরূপে সুশোভিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরনারীগণ গৃহোপরি আরূঢ় হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কুন্তীদেবীকে প্রণাম করিলে কুন্তীদেবী ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রিলোকপতি শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন এবং দ্রৌপদী ও সুভদ্রা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে কুন্তীদেবীর আদেশক্রমে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণের পূজা করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ও অন্যান্য যে বৃদ্ধগণে পরিবৃত হইয়া মৃগয়াদিতে ভ্রমণ প্রভৃতি ব্যাপারে কতিপয় মাস তথায় অবস্থানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—মহামতিঃ (মহাবুদ্ধিঃ) উদ্ধবঃ দেবর্ষেঃ (নারদস্য) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপম্) উদীরিতং (বচনম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) সভ্যানাং (সভাস্থজনানাং) কৃষ্ণস্য চ মতম্ (অভিপ্রায়ং, সভ্যানাং মতং রাজরক্ষা, কৃষ্ণস্য তূভয়মিত্যর্থঃ) আজ্ঞায় (সম্যগ্‌জ্ঞাত্বা) অব্রবীৎ (উক্তবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্,

মহামতি উদ্ধব দেবর্ষি নারদের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং সভ্যগণ ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হৃদ্গত অভিপ্রায় সম্যগ্রূপে অবগত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

গত্বৈকসপ্ততিতমে গৃহীতোদ্ধবমন্ত্রণঃ।
সসৈন্যঃ সপ্রিয়ঃ কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থৌকসোঽধিনোৎ ॥০

দেবর্ষেঃ সভ্যানাং কৃষ্ণস্য চকারাৎ রাজদূতস্য চ উদীরিতমাকর্ণ্য মতং চাজ্ঞায় মহামতিরিতি সর্ব্বমতরক্ষণেন সর্ব্বপ্রহর্ষণাৎ। তত্র রাজসূয়ার্থকে গমনে দেবর্ষেঃ সম্মতিঃ। সভ্যানাং দূতস্য চ জরাসন্ধবধার্থকে কৃষ্ণস্য তূভয়ত্রৈব ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একসপ্ততিতম অধ্যায়ে উদ্ধবের মন্ত্রণাগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়জন ও সৈন্যগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে গমনপূর্ব্বক বাস করিলেন ॥০॥

মহামতি উদ্ধব মহাশয় দেবর্ষিপাদের, সভ্যগণের কৃষ্ণের ও রাজদূতগণের বক্তব্য শ্রবণ করিয়াও তাহাদের মত জানিয়া, মহামতি—কারণ সর্ব্বমতকে রক্ষা করিয়া সকলকে আনন্দ দান করিলেন। তাহার মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞের জন্য গমনে দেবর্ষিপাদের সম্মতি, সভ্যগণের, দূতের জরাসন্ধ মধের নিমিত্ত-গমনে শ্রীকৃষ্ণের উভয় পক্ষেরই সম্মতি ॥ ১ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

যদুক্তমৃষিণা দেব সাচিব্যং যক্ষ্যতস্ত্বয়া।
কার্য্যং পৈতৃষ্বস্রেয়স্য রক্ষা চ শরণৈষিণাম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—উদ্ধবঃ উবাচ,—(হে) দেব, (শ্রীকৃষ্ণ) ঋষিণা (নারদেন) যৎ উক্তং (কথিতং) যক্ষ্যতঃ (যাগং করিষ্যতঃ) পৈতৃষ্বস্রেয়স্য (পিতৃষ্বসুঃ পুত্রস্য যুধিষ্ঠিরস্য তৎ) সাচিব্যং (যজ্ঞসাহায্যং) ত্বয়া কার্য্যং (কর্ত্তব্যং তথা) শরণৈষিণাং (শরণাভিলাষিণাং রাজ্ঞাং) রক্ষা চ (কার্য্যা ভবতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে দেব, দেবর্ষি নারদ যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে যজ্ঞাভিলাষী ভবদীয় পিতৃষ্বসৃনন্দন যুধিষ্ঠিরের সাহায্য যেরূপ আপনার কর্ত্তব্য, সেইরূপ শরণার্থী রাজগণের রক্ষণও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যক্ষ্যতঃ যাগং করিষ্যতঃ পৈতৃষ্বস্রেয়স্য যুধিষ্ঠিরস্য সাচিব্যং সাহায্যং কার্য্যমেব। যদুক্তমৃষিণা, জরাসন্ধবধাৎ শরণৈষিণাং রক্ষা চ কর্ত্তব্যৈব যা খলু সভ্যানাং দূতস্য চাভিমতেতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিলেন—যুধিষ্ঠির মহাশয় গার্গ করিবেন তিনি আপনার কর্ত্তব্য—যাহা দেবর্ষিপাদ বলিয়াছেন। জরাসন্ধ বধদ্বারা শরণার্থী রাজগণের রক্ষাও কর্ত্তব্য, যাহা সভ্যগণের ও দূতের অভিমত ॥ ২ ॥

যষ্টব্যং রাজসূয়েন দিক্‌চক্রজয়িনা বিভো।
অতো জরাসুতজয় উভয়ার্থো মতো মম ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, (প্রভো) দিক্‌চক্রজয়িনা (দিঙ্মণ্ডলবিজয়িনা যুধিষ্ঠিরেণ) রাজসূয়েন (তদাখ্যেন যজ্ঞেন) যষ্টব্যং (যাগঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ) অতঃ (অস্মাদ্ দিগ্‌বিজয়হেতোঃ) উভয়ার্থঃ (রাজসূয়ার্থঃ শরণাগতরক্ষার্থশ্চ) জরাসুতজয়ঃ (জরাসন্ধপরাজয়ঃ) মম মতঃ (সম্মতো ভবতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিখিল দিঙ্মণ্ডল বিজয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে। অতএব এই দিগ্বিজয় উপলক্ষে জরাসন্ধের পরাজয় হইলে শরণাগত রাজগণের রক্ষা এবং রাজসূয়সিদ্ধিরূপ উভয় প্রয়োজনই সাধিত হইবে বলিয়া ইহাই আমাদের অভিপ্রেত জানিবেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—যত্রৈকেনৈব কার্য্যেণ উভয়ং কার্য্যং সিদ্ধ্যেৎ সৈব যুক্তিঃ সমীচীনেত্যাহ,—যষ্টব্যমিতি। উভয়ার্থ ইতি রাজসূয়সিদ্ধিপ্রয়োজনকঃ রাজরক্ষাপ্রয়োজনকশ্চ। তথাহি দিগ্বিজয়ং বিনা রাজসূয়যজ্ঞো ন ভবতি। জরাসন্ধবধং বিনা দিগ্বিজয়শ্চ ন ভবতীতি প্রথমং রাজসূয়নিমন্ত্রণমেবাঙ্গী কর্ত্তব্যম্। রাজরক্ষানিমন্ত্রণন্ত তদঙ্গসিদ্ধৈব সেৎস্যতীত্যেকক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেখানে একই কার্য্যদ্বারা উভয় কার্য্যসিদ্ধ হয়, সেই যুক্তিই সমীচীন—ইহাই বলিতেছেন, রাজসূয় সিদ্ধি প্রয়োজন—এই উভয় সিদ্ধি। তাহাই দিগ্বীজয় ব্যতীত রাজসূয় যজ্ঞ হয়

না, জরাসন্ধ বধ ব্যতীত দিগ্বিজয়ও হয় না। প্রথমে রাজসূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ স্বীকার করা কর্ত্তব্য, রাজরক্ষা নিমন্ত্রণ কিন্তু তাহার অঙ্গসিদ্ধির জন্য। প্রত্যেক ক্রিয়াটি দুইপ্রকার অর্থকরী হইবে ॥ ৩ ॥

অস্মাকঞ্চ মহানর্থো হ্যেতেনৈব ভবিষ্যতি।
যশশ্চ তব গোবিন্দ রাজ্ঞো বদ্ধান্ বিমুঞ্চতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) গোবিন্দ, এতেন এব হি (অনেন প্রসঙ্গেনৈব) অস্মাকং চ (অস্মাকং যাদবানামপি) মহান্ (জরাসন্ধাখ্যপ্রবলশত্রুনিগ্রহরূপঃ প্রধানঃ) অর্থঃ (প্রয়োজনং তথা) বদ্ধান্ (জরাসন্ধেন রুদ্ধান্) রাজ্ঞঃ (নৃপতীন্) বিমুঞ্চতঃ (বন্ধনান্মোচয়তঃ) তব যশঃ (কীর্ত্তিঃ) চ ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে গোবিন্দ, এই প্রসঙ্গে জরাসন্ধের পরাজয় হইলে আমাদের অর্থাৎ যাদবগণেরও প্রবল শত্রুনিগ্রহরূপ মহাপ্রয়োজন সিদ্ধ হইবে এবং বদ্ধনরপতিগণের মোচনহেতু আপনারও প্রভূত কীর্ত্তি লাভ ঘটিবে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাকং সভ্যানাং এতেনৈব রাজসূয়ার্থকগমনেনৈব। মহান্ অর্থঃ জরাসন্ধবধলক্ষণঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা সভ্য, রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্ত গমনের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। জরাসন্ধ বধ মহান্ প্রয়োজন ॥ ৪ ॥

স বৈ দুর্ব্বিষহো রাজা নাগাযুতসমো বলে।
বলিনামপি চান্যেষাং ভীমং সমবলং বিনা ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—বলে (বলবিষয়ে) নাগাযুতসমঃ (দশসহস্রহস্তিতুল্যঃ) সঃ রাজা (জরাসন্ধঃ) বৈ (নিশ্চিতং) সমবলং (তুল্যবলশালিনং) ভীমং বিনা অন্যেষাং বলিনাং (ততো বলশালিনাম্) অপি চ দুর্ব্বিষহঃ (দুর্দ্ধর্ষো ভবতি, ভীমাদেব তস্য মৃত্যুর্বিহিত ইতি ভাবঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে দেব, উক্ত রাজা জরাসন্ধ দশসহস্র হস্তিতুল্য বলশালী হইলেও তুল্যবলশালী ভীমসেনের নিকট হইতেই তাহার মৃত্যু বিহিত বলিয়া ভীমসেন অপেক্ষা অধিক বলশালী বীরগণের নিকটও সে দুর্দ্ধর্ষরূপে প্রতীত হইবে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সদ্য এব জরাসন্ধং হন্তুমত্যুৎসুকান্ যাদবানালক্ষ্যাহ,—স বৈ ইতি। অন্যেষাং ততোঽধিকবলিনামপি যদ্যপি সমবল এব ভীমস্তদপি তং বিনেতি ভীমাদেব তস্য মৃত্যুরিতি বৃহস্পতেঃ সকাশাদধীত জ্যোতিরাগমাদিশাস্ত্রেণ ময়ৈব পূর্ব্ববিচারিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সদ্যই জরাসন্ধকে বধ করিবার উৎসুক যাদবগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—জরাসন্ধ হইতে অন্য সকলে অধিক বল নয়। যদিও ভীম সমবলই তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কেবল ভীমদ্বারা তাহার মৃত্যু হইবে না দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট হইতে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমি পূর্ব্ব হইতেই বিচার করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৫ ॥

দ্বৈরথে স তু জেতব্যো মা শতাক্ষৌহিণীযুতঃ।
ব্রহ্মণ্যোঽভ্যর্থিতো বিপ্রৈর্নপ্রত্যাখ্যাতি কর্হিচিৎ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—(ননু স্ববলসাম্যেঽপি তস্য সেনাবলমধিকমিত্যাহ) সঃ (জরাসন্ধঃ) তু দ্বৈরথে (দ্বন্দ্বযুদ্ধে) জেতব্যঃ (ভীমেন পরাজয়ঃ) শতাক্ষৌহিণীযুতঃ (শতেনাক্ষৌহিণীভির্যুক্তো মাগধঃ) মা (ন জেতব্য ইত্যর্থঃ, নন্বসৌ স্বসৈন্যমেব যুদ্ধায় নিযুঞ্জীত কুতস্তেন দ্বৈরথমিত্যাহ) ব্রহ্মণ্যঃ (ব্রাহ্মণহিতপরঃ সঃ) বিপ্রৈঃ (ব্রাহ্মণৈঃ) অভ্যর্থিতঃ (যৎ কিমপি প্রার্থিতঃ সন্) কর্হিচিৎ (কদাপি যাচকান্) ন প্রত্যাখ্যাতি (ন নিরাকরোতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে দেব, ভীমসেন দ্বন্দ্বযুদ্ধেই তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, পরন্তু সে শত অক্ষৌহিণীযুক্ত হইলে পরাজয় সম্ভব হইবে না। উক্ত রাজা সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণহিতপরায়ণ, সুতরাং ব্রাহ্মণগণের প্রার্থিত কোন বিষয়েই কখনও প্রত্যাখ্যান করে না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভীমেনাপি স দ্বৈরথ এব জেতব্যঃ শতাক্ষৌহিণীযুতস্তু মা জেতব্যঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভীমসেন কর্ত্তৃকও সেই জরা-

সন্ধ দ্বৈরথ যুদ্ধেই জয়করা উচিত। শত অক্ষৌহিণী যুক্ত সৈন্যদ্বারাও জয় করা যাইবে না ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মবেষধরো গত্বা তং ভিক্ষেত বৃকোদরঃ ।
হনিষ্যতি ন সন্দেহো দ্বৈরথে তব সন্নিধৌ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—বৃকোদরঃ (ভীমঃ) ব্রহ্মবেষধরঃ (ব্রাহ্মণচিহ্নধারী সন্) গত্বা (তৎসমীপং প্রাপ্য) তং (জরাসন্ধং) ভিক্ষেত (দ্বন্দ্বযুদ্ধং যাচতাং ততঃ) তব সন্নিধৌ (সমীপে সঃ) দ্বৈরথে (দ্বন্দ্বযুদ্ধে জরাসন্ধং) হনিষ্যতি (বিনাশয়িষ্যতি অত্র) সন্দেহঃ (কিয়ানপি সংশয়ঃ) ন (নাস্তি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অতএব বৃকোদর ব্রাহ্মণবেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থনা করুন্, তাহা হইলে আপনার সম্মুখে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বসৌ স্বসৈন্যমেব যুদ্ধায় নিযুঞ্জীত কুতস্তেন দ্বৈরথ্যমিতি তত্রাহ,—ব্রহ্মণ্য ইতি। ন প্রত্যাখ্যাতি ন নিরাকরোতি। ভিক্ষেত দ্বন্দ্বযুদ্ধং যাচেত স এব জেষ্যতি চেত্তর্হি কিং ময়েত্যত আহ, তবেতি। তব সন্নিধানং বিনা তু দ্বৈরথোঽপি ন তং হন্তুং প্রভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন এই জরাসন্ধ নিজসৈন্যগণকেই যুদ্ধের নিমিত্ত নিযুক্ত করিবে। কিরূপে তাহার সহিত দ্বন্দ্ব যুক্ত হইবে? তাহার উত্তরে বলি—জরাসন্ধ ব্রাহ্মণপ্রিয়, অতএব ব্রাহ্মণ বেশে গেলে নিষেধ করিবে না। ব্রাহ্মণবেশে গিয়া দ্বন্দ্বযুক্ত ভীক্ষা করিবেন। যদি বলেন সেই জয় লাভ যদি করে, তাহা হইলে আমরা কি করিব তাহার উত্তরে বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! তোমার সান্নিধ্য ব্যতীত দ্বন্দ্বযুদ্ধেও তাহাকে বধ করা যাইবে না ॥৭॥

নিমিত্তং পরমীশস্য বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ ।
হিরণ্যগর্ভঃ শর্ব্বশ্চ কালস্যারূপিণস্তব ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(নন্বকিঞ্চিৎ কুর্ব্বতো মম সন্নিধানাৎ কিমিত্যাহ) অরূপিণঃ (প্রাকৃতরূপাতীতস্য) কালস্য (কালাত্মনঃ) ঈশস্য তব (শ্রীহরেঃ) বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ (বিশ্বস্য সর্গে সৃষ্টৌ নিরোধে সংহারে চ) হিরণ্যগর্ভঃ (ব্রহ্মা) শর্ব্বঃ (শিবঃ) চ পরং (কেবলং) নিমিত্তং (নিমিত্তমাত্রং ভবতি, পরন্তু ভবান্ স্বয়মেব কর্ত্তা, তথাত্রাপি ভীমো নিমিত্তমাত্রং ত্বমেব সন্নিধিমাত্রেণ হন্তেতি ভাবঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে দেব, অপ্রাকৃতরূপ, কালরূপী আপনার বিশ্বসৃষ্টি ও বিশ্বসংহারকার্য্যে ব্রহ্মা ও শঙ্কর কেবলমাত্র নিমিত্তরূপেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন, পরন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনার দ্বারাই উক্ত কার্য্যদ্বয় সাধিত হইতেছে। সেইরূপ এস্থলেও আপনি স্বয়ংই জরাসন্ধের নিধনকারী, পরন্ত, ভীমসেন কেবলমাত্র নিমিত্তরূপে বর্ত্তমান থাকিবেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, অকিঞ্চিৎ কুর্ব্বতো মম সন্নিধানাৎ কিং স্যাত্তত্রাহ,—নিমিত্তমিতি। তব ঈশস্য যঃ কালস্তদ্রূপা শক্তিস্তস্য যৌ বিশ্বসর্গনিরুধৌ তয়োস্তত্র হিরণ্যগর্ভ, শর্ব্বশ্চ পরং কেবলং নিমিত্তমেবেত্যন্বয়ঃ। অরূপিণ ইতি। কালস্য বিশেষণং কালেনৈব বিশ্বং সৃজ্যতে নিরুধ্যতে চ তত্র যথা সর্গে হিরণ্যগর্ভো নিমিত্তমাত্রং শর্ব্বশ্চ নিরোধে তথৈব সন্নিধিমাত্রেণ ত্বমেব জরাসন্ধং হনিষ্যসি ভীমো নিমিত্তমাত্রম্। হিরণ্যগর্ভশর্ব্বয়োর্মাহাত্ম্যার্থং যথা ত্বয়া তৎ ক্রিয়তে। তথাত্রাপি ভীমসেনায় যশঃপ্রদানার্থমিদমপ্যেকং তব কার্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন আমি নিকটে গেলেও সে যদি তুচ্ছ মনে করে, তাহা হইলে কি হইবে? তুমি ঈশ্বর তোমার কালরূপা যে শক্তি তাহার দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়। সেইখানে ব্রহ্মা ও শিব কেবল নিমিত্তমাত্র। রূপহীন কালের দ্বারা এই বিশ্ব সৃজন ও সংহার হইতেছে, সেইখানে যেমন সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মা নিমিত্ত মাত্র, মহাদেবও সংহার কার্য্যে নিমিত্তমাত্র, সেইরূপই উপস্থিতিমাত্র দ্বারা তুমি জরাসন্ধকে বধ করিবে, ভীম নিমিত্তমাত্র। সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য্যে ব্রহ্মা ও শিবের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য যেমন তুমি তাহা কর, সেইরূপ এখানেও ভীমসেনকে যশপ্রদানের জন্য ইহাও একটি তোমার কার্য্য ॥ ৮ ॥

গায়ন্তি তে বিষদকর্ম্ম গৃহেষু দেব্যো
রাজ্ঞাং স্বশত্রুবধমাত্মবিমোক্ষণঞ্চ।
গোপ্যশ্চ কুঞ্জরপতের্জনকাত্মজায়াঃ
পিত্রোশ্চ লব্ধশরণা মুনয়ো বয়ঞ্চ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(যথা) গোপ্যঃ (গোপাঙ্গনাঃ ত্বৎকৃতং শঙ্খচূড়বধং স্ববিমোক্ষং তথা) কুঞ্জরপতেঃ (গজরাজস্য নক্রাদ্‌বিমোক্ষং তথা) জনকাত্মজায়াঃ চ (সীতায়া রাবণাদ্‌বিমোক্ষং তথা) পিত্রোঃ চ (জনকজনন্যোঃ কংসগৃহাদ্‌বিমোক্ষং গায়ন্তি, অপি চ) লব্ধশরণাঃ (শরণাগতাঃ) মুনয়ঃ বয়ং চ (স্বমোক্ষং গায়ামঃ, তদ্বৎ) রাজ্ঞাং (জরাসন্ধধৃতানাং নৃপতীনাং) দেব্যঃ (পত্ন্যঃ) গৃহেষু (বালকলালনাদৌ) স্বশত্রুবধং (স্বশত্রোর্জরাসন্ধস্য বধরূপং তথা) আত্মবিমোক্ষণং চ (আত্মনাং পতীনাং বিমোক্ষণরূপঞ্চ) তে (তব) বিষদকর্ম্ম (বিমলং চরিতং) গায়ন্তি (বৎস, মা রোদীঃ শ্রীকৃষ্ণঃ এবং করিষ্যতীতি গায়ন্তি) ॥৯॥

অনুবাদ—হে প্রভো, গোপীগণ যেরূপ শঙ্খচূড় বধ, আত্মপরিত্রাণ, নক্র হইতে গজরাজের বিমোচন, রাবণ হইতে সীতাদেবীর উদ্ধার ও কংস হইতে দেবকী বসুদেবের মোচনরূপ ভবদীয় বিমল চরিত কীর্ত্তন করেন এবং শরণাগত মুনিগণ ও আমরা যেরূপ আপনার প্রদত্ত নিজ নিজ মুক্তি বিষয়ে গান করিতেছি, সেইরূপ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণের মহিষীগণও বালক-লালন প্রভৃতি কার্য্যপ্রসঙ্গে জরাসন্ধ বধ এবং নিজ নিজ পতির পরিত্রাণরূপ ভবদীয় বিমল চরিত কীর্ত্তন করিতেছে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—দুষ্টনিগ্রহশিষ্টপালনাত্মকং তব যশো যদ্যপি সদ্ভির্গীয়মানং পূর্ব্বসিদ্ধমেবাস্তি তদপীদানীং জরাসন্ধে হতে সতি তদপি বিপুলীভবিষ্যতীত্যাহ,—গায়ন্তীতি। জরাসন্ধবদ্ধানাং রাজ্ঞাং দেব্যঃ পত্ন্যঃ তে বিশদং কর্ম্ম স্বগৃহেষু বালকলালনাদৌ গায়ন্তি, কিং তৎ কর্ম্ম ? স্বশত্রোর্জরাসন্ধস্য বধং ভাবিনমপি আত্মনাং পতীনাং বিমোক্ষণঞ্চ সর্ব্বজ্ঞমুন্যাদিপ্রবোধিতত্বাদ্‌গায়ন্তি। হে বৎস, মা রোদীঃ কৃষ্ণো জরাসন্ধং হত্বা তব পিতরং মোচয়িষ্যতীতি। অত্র দৃষ্টান্তঃ যথা গোপ্যঃ স্বশত্রোঃ শঙ্খচূড়স্য বধং তন্নিরোধাদাত্মবিমোক্ষণঞ্চ পরস্পরসান্ত্বনাদৌ গায়ন্তি ভোঃ সখ্যঃ, সমাশ্বসিত। রুদিত্বা রুদিত্বা মা প্রাণাংস্ত্যক্তুমুপক্রমধ্বম্। যঃ খলু তাদৃশশঙ্খচূড়াখ্যমহাব্যাঘ্রগ্রাসাদরক্ষীৎ স এব কৃপাসিন্ধু স্বয়মেব স্মৃত্বা স্ববিরহমহাবিপৎকালসর্পদংশাদপি রক্ষিষ্যতীতি তেন জরাসন্ধং হত্বা তা দেব্যস্তৎপতিভিঃ সঙ্গতীকৃত্য ত্বয়া যথা রক্ষণীয়াস্তথৈব রাজসূয়াদিকৃত্যং সমাপ্য তত আগমনসময়ে নিভৃতং ব্রজং গত্বা তা গোপ্যোঽপি স্বসঙ্গতীকৃত্য ত্বয়া রক্ষণীয়াঃ ততশ্চাস্মদাদয়োঽপি তত্তে যশো গায়াম ইত্যবসরপ্রাপ্তস্মাভীপ্সিতমন্ত্রণার্পণং ধ্বনিতম্। কিঞ্চ যথা দেব্যো গোপ্যশ্চ গায়ন্তি তথা লব্ধশরণা মুনয়ঃ আত্মারামভক্তা বয়ং দাসভক্তাশ্চ স্বসুহৃদাস্বাদনাদৌ গায়ামঃ কিং তৎ কুঞ্জরপতেঃ স্বশত্রোর্নক্রস্য বধং তস্মাদাত্মবিমোক্ষণঞ্চ। জনকাত্মজায়াঃ স্বশত্রো রাবণস্য বধং পিত্রোশ্চ স্বশত্রোঃ কংসস্য বধং তস্মাত্তস্মাদাত্মবিমোক্ষণঞ্চেতি। ভোস্তপোধনাঃ, মা বিষীদথ। যথা নক্রাদিভ্যো গজেন্দ্রাদীনুদ্দধার তথৈবাস্মানপি সংসারাদুদ্ধরিষ্যতীতি। ভো ভো বয়স্যাঃ, ভাবকভক্তা যথৈবোদ্ধৃত্যগজেন্দ্রাদিভ্যঃ স্বসামীপ্যদানেন স্বাভীষ্টসেবামদাত্তথৈবাস্মভ্যমপি দাস্যতীতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুষ্টনিগ্রহ ও শিষ্ট পালনরূপ তোমার যশ যদিও সাধুগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই আছে। তথাপি এখন জরাসন্ধ বধ হইলে তোমার যশ বিপুল হইবে। জরাসন্ধ আবদ্ধ রাজগণের পত্নীগণ তোমার এই নির্ম্মল যশ নিজ নিজ গৃহে বালক পালনাদি কার্য্যে গান করিতেছে। তাহা কোন্ কর্ম্ম ? নিজ শত্রু জরাসন্ধের বধ ভবিষ্যৎ হইলেও এবং নিজপতি গণের মুক্তি ভবিষ্যৎ হইলেও সর্ব্বজ্ঞ নারদাদিমুনিগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া গান করিতেছে হে বৎস ! রোদন করিও না কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করিয়া তোমার পিতাকে মুক্ত করিবে। এস্থলে দৃষ্টান্ত যেমন গোপীগণ নিজ শত্রু শঙ্খচূড়ের বধ ও নিজেদের মুক্তি পরস্পর সান্ত্বনাকালে গান করে—হে সখিগণ ! শান্ত হও কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণত্যাগ করিও না। যিনি ঐরূপ শঙ্খচূড় নামক মহা ব্যাঘ্রের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই কৃপাসিন্ধু স্বয়ংই স্মরণ করিয়া নিজ বিরহরূপ মহাবিপদ কাল সর্পের দংশন হইতেও রক্ষা করিবেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে হত্যা করিয়া বদ্ধরাজপত্নীগণের

সহিত তাহাদের পতির মিলন করিয়া তোমা কর্ত্তৃক যেমন রক্ষা করা উচিত, সেইরূপই রাজসূয় আদি যজ্ঞ-কার্য্য সমাপণ করিয়া সেইখান হইতে আগমন সময়ে একাকী ব্রজে গিয়া সেই গোপীগণকেও নিজ-সঙ্গে করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তৎ-পরে আমারাও তোমার সেই যশগান করিব এই অবসর পাইয়া আমার অভিমত মন্ত্রণা দান। আরো যেমন রাজপত্নীগণ ও গোপীগণ গান করিতেছেন সেইরূপ শরণাগত মুনিগণ, আত্মারাম ভক্তগণ, আমরা দাস ভক্তগণ, নিজ নিজ সুহৃদগণকে আশ্বাস দান কালে গান করিব, তাহা কি—গজরাজ নিজ শত্রু কুম্ভীরের বধ ও তাহার হাত হইতে নিজের বিমুক্তি, জনক নন্দিনী সীতাদেবীর নিজশত্রুরাবণের বধ, বসুদেব দেবকীরও নিজের শত্রু কংসের বধ এবং সেই সেই হইতে নিজের বিমুক্তি গান করিয়া থাকি 'ওহে তপস্বীগণ আপনারা বিষণ্ণ হইবেন না, যেমন কুম্ভীর আদি হইতে গজরাজ আদির উদ্ধার, সেই-রূপই আমাদিগকেও সংসার হইতে উদ্ধার করিবেন। হে হে বয়স্যগণ! ভাবুক ভক্তগণ! যেমন উদ্ধৃত করিয়া গজরাজ আদিকে নিজ সামীপ্যদান নিজ অভীষ্টসেবা দান করিয়াছেন, সেইরূপ আমাদিগকেও দান করিবেন ॥ ৯ ॥

জরাসন্ধবধঃ কৃষ্ণ ভূর্য্যর্থায়োপকল্পতে।
প্রায়ঃ পাকবিপাকেন তব চাভিমতঃ ক্রতুঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কৃষ্ণ, জরাসন্ধবধঃ ভূর্য্যর্থায় (অস্মাকং প্রভুতপ্রয়োজনসিদ্ধয়ে) উপকল্পতে (ভবি-ষ্যতি, অনেন শিশুপালবধাদয়োঽপি সুকরা ভবি-ষ্যন্তীতি ভাবঃ) পাকবিপাকেন (পচ্যতে ইতি পাকঃ কর্ম্ম তস্য বিপাকঃ ফলং তেন, রাজ্ঞাং পুণ্যবিপাকেন জরাসন্ধস্য পাপবিপাকেন) ক্রতুঃ (অয়ং রাজসূয়-যজ্ঞঃ) তব অভিমতঃ চ (সম্মতশ্চ ভবতি) প্রায়ঃ (ইতি সম্ভাবয়ামি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, এই জরাসন্ধবধ হইতে আমাদেরও শিশুপালবধাদি কার্য্যের সৌকর্য্যসিদ্ধিরূপ মহাপ্রয়োজনসমূহ সাধিত হইবে। অতএব রাজ-গণের পুণ্যকর্ম্মের এবং জরাসন্ধের পাপকর্ম্মের পরি-ণাম হেতু সংঘটিত এই রাজসূয় যজ্ঞ আপনারও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ভূর্য্যর্থায় রাজসূয়সিদ্ধয়ে রাজবৃন্দরক্ষা-সিদ্ধয়ে ত্বদ্চিকীর্ষিতশিশুপালাদিবধসুখসাধ্যত্বসিদ্ধয়ে মদ্ব্যঞ্জিতার্থবিশেষসিদ্ধয়ে চ পাকো রাজসূয়স্য নিষ্পত্তি-স্তস্মিন্ সতি তস্য বা যো বিপাকঃ বিসদৃশং ফলং কুরুবংশক্ষয়সূচকদুর্য্যোধনমানভঙ্গঃ তেন হেতুনা ক্রতুশ্চ তবাভিমতঃ। "পাকঃ পরিণতৌ শিশৌ" ইতি। "বিপাকঃ পাচনে স্বেদে কর্ম্মণো বিসদৃক্ ফলে" ইতি চ মেদিনী। এষোঽর্থস্তত্রত্যযাদবকৌরবাদ্যৈর্মা বুধ্যতামিত্যুদ্ধবেন দুর্ব্বোধার্থকং পদং প্রযুক্তম্। পাকবিপাকেনেতি পাঠে পাপানাং শিশুপালাদীনাং বিপাকেন বিনাশলক্ষণপরিণামেন হেতুনা। প্রায় ইতি বিতর্কে ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজসূয় সিদ্ধির জন্য, রাজ-বৃন্দ রক্ষার জন্য, তোমার অভিলষিত শিশুপাল আদি বধ সহজসাধ্য হইবার জন্য, আমার প্রকাশিত মন্ত্রণা-সিদ্ধির জন্য, রাজসূয় নিষ্পত্তি, তাহা হইলেই তাহার যে বিসদৃশফল কুরুবংশক্ষয় সূচক দুর্য্যোধনের মান-ভঙ্গ। তাহার কারণ এই রাজসূয় যজ্ঞও তোমার অভিমত। পাক শব্দের অর্থ পরিণত, শিশুতে বিপাক শব্দের অর্থ পাচন, ঘর্ম্ম এবং কর্ম্মের বিসদৃশ ফল—ইহা মেদিনি কোষে পাওয়া যায়। এই অর্থ যাদব সভায় উপস্থিত যাদবগণ ও কৌরবগণ না বুঝুক এই কারণে উদ্ধব কর্ত্তৃক দুর্ব্বোধক অর্থযুক্তপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। পাক বিপাকেন—এইরূপ পাঠ ধরিলে শিশুপাল আদির পাপের ফল বিনাশরূপ পরিণাম হেতুদ্বারা, প্রায় এই শব্দ বিতর্ক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুদ্ধববচো রাজন্ সর্ব্বতোভদ্রমচ্যুতম্।
দেবর্ষির্যদুবৃদ্ধাশ্চ কৃষ্ণশ্চ প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, দেবর্ষিঃ (নারদঃ) যদুবৃদ্ধাঃ চ (বৃদ্ধযাদবাশ্চ) কৃষ্ণঃ চ ইতি (পূর্ব্বোক্তম্) অচ্যুতম্ (উপপত্ত্যাবদ্ধং) সর্ব্বতোভদ্রং (সর্ব্বথা কল্যাণকরম্) উদ্ধববচঃ (উদ্ধবস্য বাক্যং) প্রত্য-পূজয়ন্ (গ্রাহ্যত্বেনাভিনন্দিতবন্তঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অনন্তর দেবর্ষি নারদ, বৃদ্ধ যাদবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের পূর্ব্বোক্ত যুক্তিযুক্ত ও সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক বচনসমূহ শ্রবণ করিয়া উহার অভিনন্দন করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অচ্যুতং সোপপত্তিকত্বাৎ চ্যুতিরহিতম্। যদুবৃদ্ধা ইত্যনেনানিরুদ্ধাদয়ঃ সদ্যো যুদ্ধোৎসাহবন্তস্তু নাপূজয়ন্নিতি দ্যোতিতম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অচ্যুত' যুক্তিসহ চ্যুতিরহিত, যদুবৃদ্ধগণ, ইহাদ্বারা অনিরুদ্ধাদিগণ, সদ্য যুদ্ধ উৎসাহযুক্ত, তাহারা সম্মান না করুক ইহাই প্রকাশিত হইল ॥ ১১ ॥

অথাদিশৎ প্রয়াণায় ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ভৃত্যান্ দারুকজৈত্রাদীননুজ্ঞাপ্য গুরূন্ বিভুঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (প্রভুঃ) ভগবান্ দেবকীসুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অথ (অনন্তরং) গুরূন্ (বসুদেবাদীন্) অনুজ্ঞাপ্য (অনুজ্ঞাং কাময়িত্বা লব্ধা চ) প্রয়াণায় (ইন্দ্রপ্রস্থগমনায়) দারুক জৈত্রাদীন্ (দারুক-জৈত্র-প্রভৃতীন্) ভৃত্যান্ (সেবকান্) আদিশৎ (আদিষ্টবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রভু দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব প্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞা লাভ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ গমনের জন্য দারুক, জৈত্র প্রভৃতি সেবকগণকে আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—গুরূন্ বসুদেবাদীন্ অনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং প্রার্থ্য ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুরু অর্থাৎ বসুদেব আদির আদেশ প্রার্থনা করিয়া ॥ ১২ ॥

নির্গময্যাবরোধান্ স্বান্ সসুতান্ সপরিচ্ছদান্।
সঙ্কর্ষণমনুজ্ঞাপ্য যদুরাজঞ্চ শত্রুহন্।
সূতোপনীতং স্বরথমারুহদ্‌গরুড়ধ্বজম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শত্রুহন্, (রিপুবিনাশন্, অথ শ্রীকৃষ্ণঃ) সসুতান্ (সতনয়ান্) সপরিচ্ছদান্ (পরিচ্ছদৈঃ সহিতান্) স্বান্ (স্বকীয়ান্) অবরোধান্ (দারান্ প্রথমতঃ) নির্গময্য (গমনায় পুরাদ্ বহিষ্কৃত্য পশ্চাৎ) সঙ্কর্ষণং (বলদেবং) যদুরাজম্ (উগ্রসেনঞ্চ) অনুজ্ঞাপ্য (গমনাদেশং কাময়িত্বা) সূতোপনীতং (সূতেন দারুকেনোপনীতং) গরুড়ধ্বজং (গরুড়াঙ্কিতধ্বজবিশিষ্টং) স্বরথং (নিজরথম্) আরুহৎ (আরূঢ়বান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে রিপুবিনাশন, রাজন্, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ সন্তানগণ এবং পরিচ্ছদসমূহের সহিত নিজ মহিষীগণকে প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ উগ্রসেন ও বলদেবের আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক দারুক কর্ত্তৃক আনীত গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অবরোধান্ অবরোধস্থান্ দারান্ তেষামপি নিমন্ত্রিতত্বাত্তদৌৎসুক্যাচ্চ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গৃহ মধ্যস্থিত কৃষ্ণপত্নীগণেরও নিমন্ত্রণ থাকায় তাহাদেরও উৎসুক হেতু ॥ ১৩ ॥

ততো রথদ্বিপভটসাদিনায়কৈঃ
করালয়া পরিবৃত আত্মসেনয়া।
মৃদঙ্গভের্য্যানকশঙ্খগোমুখৈঃ
প্রঘোষঘোষিত ককুভো নিরক্রমৎ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং শ্রীকৃষ্ণঃ) রথ-দ্বিপ-ভট-সাদিনায়কৈঃ (রথাঃ, দ্বিপা হস্তিনঃ, ভটাঃ পদাতয়ঃ, সাদিনঃ অশ্বারোহাঃ তেষাং নায়কৈঃ অধ্যক্ষৈঃ) করালয়া (তীব্রয়া) আত্মসেনয়া (স্বসৈন্যমণ্ডলেন চ) পরিবৃতঃ (সন্) মৃদঙ্গভের্য্যানকশঙ্খগোমুখৈঃ (মৃদঙ্গাদিবাদ্যৈঃ) প্রঘোষঘোষিতককুভঃ (প্রঘোষেণ প্রকৃষ্টধ্বনিনা ঘোষিতায়া নিনাদিতায়াঃ ককুভো দিশঃ) নিরক্রমৎ (নির্গতো বভূব) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রথ, হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যসমূহের অধ্যক্ষগণ এবং স্বকীয় উগ্র সৈন্যমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া অত্যুচ্চধ্বনি সমন্বিত দিঙ্মণ্ডল হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভটাঃ পদাতয়ঃ। সাদিনঃ অশ্বারোহাঃ নায়কাঃ রথিনঃ। টাবন্তোঽপি ককুভাশব্দো দৃষ্টঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভটগণ অর্থাৎ পদাতিক সৈন্যগণ, সাদিন অশ্বারোহী সৈন্যগণ, নায়ক রথিগণ ॥ ১৪ ॥

নৃবাজিকাঞ্চনশিবিকাভিরচ্যুতং
সহাত্মজাঃ পতিমনু সুব্রতা যযুঃ ।
বরাম্বরাভরণবিলেপনস্রজঃ
সুসংবৃতা নৃভিরসিচর্ম্মপাণিভিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—বরাম্বরাভরণবিলেপনস্রজঃ (বরাণি উত্তমানি অম্বরাণি বস্ত্রাণি আভরণানি অলঙ্কারা বিলেপনানি চন্দনাদ্যুপলেপনদ্রব্যানি স্রজো মাল্যানি চ যাসাং তাঃ) সহাত্মজাঃ (সতনয়াঃ) সুব্রতাঃ (পতিপরায়ণাঃ কৃষ্ণস্ত্রিয়ঃ) অসিচর্ম্মপাণিভিঃ (খড়্গ-চর্ম্মধারিভিঃ) নৃভিঃ (রক্ষিপুরুষৈঃ) সুসংবৃতাঃ (সম্যগ্ বেষ্টিতাঃ সত্যঃ) নৃবাজিকাঞ্চনশিবিকাভিঃ (নরযানৈঃ অশ্বৈঃ কাঞ্চনশিবিকাভিশ্চ) পতিম্ অচ্যুতং (কৃষ্ণম্) অনুযযুঃ (অনুগতাঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—উত্তম বসন, আভরণ, চন্দনাদি উপ-লেপন ও মালাসমূহে বিভূষিত সসন্তান, পতিপরায়ণা শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ খড়্গচর্ম্মধারী রক্ষিগণ-কর্ত্তৃক সম্যক্ পরিবেষ্টিত হইয়া নরযান, অশ্বযান এবং সুবর্ণময় শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক পতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—নৃবাজীতি। নরযানৈরশ্বৈঃ কাঞ্চন-শিবিকাভিশ্চ। অচ্যুতং পতিম্ অনুযযুং সুব্রতাঃ পতিব্রতাঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নরযান সমূহের দ্বারা, অশ্ব-সমূহের দ্বারা, স্বর্ণ শিবিকাদির সহিত কৃষ্ণপত্নীগণ পতি অচ্যুতের অনুগমন করিলেন, যাহারা পতিব্রতা ॥ ১৫ ॥

নরোষ্ট্রগোমহিষখরাশ্বতর্য্যনঃ-
করেণুভিঃ পরিজনবারযোষিতঃ ।
স্বলঙ্কৃতাঃ কটকুটিকম্বলাম্বরা-
দ্যুপস্করা যযুরধিযুজ্য সর্ব্বতঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—স্বলঙ্কৃতাঃ (সুভূষিতাঃ) কটকুটি কম্বলাম্বরাদ্যুপস্করাঃ (কটকুটয় উশীরাদিতৃণনির্ম্মিত-গৃহাঃ কম্বলাম্বরাদয়শ্চ উপস্করাঃ কুড্যাদিরূপা যাসাং তাঃ) পরিজন-বায়যোষিতঃ (পরিজনযোষিতো বার-যোষিতশ্চ) অধিযুজ্য (বলীবর্দ্দাদিষু তানুপস্করান্ দৃঢ়ং সন্নহ্য) নরোষ্ট্রগোমহিষখরাশ্বতর্যনঃ করেণুভিঃ (নরযানৈঃ উষ্ট্রৈঃ গোযানৈঃ, মহিষযানৈঃ, খরযানৈঃ, অশ্বতরী গর্দ্দভ্যামশ্বাজ্জাতা তদ্‌যানৈঃ, অনোভিঃ শকটৈঃ, করেণুভিঃ হস্তিনীভিশ্চ) সর্ব্বতঃ যযুঃ (সর্ব্বা দিশো ব্যাপ্য গতাঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে পরিজনসমূহের নারীগণ ও বারবনিতাগণ উশীর প্রভৃতি তৃণনির্ম্মিত গৃহ, কম্বল এবং বস্ত্রাদি উপকরণসকল বলীবর্দ্দ প্রভৃতির উপর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া প্রত্যেকে সুভূষিতদেহে নরযান, উষ্ট্রযান, গোযান, মহিষযান, গর্দ্দভযান, অশ্বতরীযান, শকটযান এবং হস্তিনীর উপর আরোহণপূর্ব্বক দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া গমন করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—পরিজনা রজকাদয়ঃ। কটকুটয়ঃ উশীরাদিনির্ম্মিতাঃ গৃহাস্তদাদয় উপস্করাঃ পরিচ্ছদা যাসাং তাঃ। সর্ব্বশঃ সর্ব্বানেব তান্ উপস্করান্ অধিযুজ্য উষ্ট্রাদিষু দৃঢ়ং সংনহ্য ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরিজন রজকাদি, কটকুট বেনামূল নির্ম্মিত গৃহ উপস্কর অর্থাৎ পরিচ্ছদ যাহা-দের তাহারা সেইসকল পরিচ্ছদযুক্ত উট আদিতে দৃঢ় বন্ধ করিয়া চলিলেন ॥ ১৬ ॥

বলং বৃহদ্ধ্বজপটছত্রচামরৈ-
র্বরায়ুধাভরণকিরীটবর্ম্মভিঃ ।
দিবাংশুভিস্তুমুলরবং বভৌ রবে-
র্যথার্ণবঃ ক্ষুভিততিমিঙ্গিলোর্ম্মিভিঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—বৃহদ্ ধ্বজপটছত্রচামরৈঃ (বৃহদ্‌ভিঃ ধ্বজপতাকা ছত্রচামরৈঃ) বরায়ুধাভরণকিরীটবর্ম্মভিঃ (বরৈঃ উত্তমৈঃ আয়ুধৈঃ অস্ত্রৈঃ আভরণৈঃ কিরীটৈঃ বর্ম্মভিঃ কবচৈশ্চ তথা) রবেঃ (সূর্য্যস্য) অংশুভিঃ (কিরণৈশ্চ) তুমুলরবম্ (আকুলস্বনং) তৎ বলং (সৈন্যং) দিবা (দিবাভাগে) ক্ষুভিততিমিঙ্গিলোর্ম্মিভিঃ (ক্ষুভিতৈঃ তিমিঙ্গিলৈঃ মহামৎস্যবিশেষৈঃ উর্ম্মিভিঃ তরঙ্গৈশ্চ) অর্ণবঃ যথা (সমুদ্র ইব) বভৌ (ভাতি স্ম) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে বৃহদাকৃতি ধ্বজপতাকা, ছত্র, চামর, উত্তম অস্ত্র, আভরণ, কিরীট, বর্ম্ম এবং সূর্য্য-কিরণে সুশোভিত, তুমুলশব্দযুক্ত ঐ সৈন্যরাশি

ক্ষুভিত তিমিঙ্গিল ও তরঙ্গযুক্ত সমুদ্রের ন্যায় দিবা-ভাগে শোভিত হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—দিবা রবেরংশুভিস্তদ্বলং আয়ুধরত্ন-কিরীটাদিচাকচিক্যযুক্তং বভৌ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ--দিবসে সূর্য্যের কিরণদ্বারা অস্ত্রসমূহ, মুকুটে রত্নসমূহ চাকচিক্যযুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছিল ॥ ১৭ ॥

অথো মুনির্যদুপতিনা সভাজিতঃ
প্রণম্য তং হৃদি বিদধদ্বিহায়সা।
নিশম্য তদ্ব্যবসিতমাহৃতার্হণো
মুকুন্দসন্দরশননির্বৃতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথো (অনন্তরং) যদুপতিনা (শ্রীকৃষ্ণেন) সভাজিতঃ (পূজিতঃ) আহৃতার্হণঃ (আহৃতং গৃহীতম্ অর্হণং পূজনং যেন সঃ) মুকুন্দসন্দরশননির্বৃতেন্দ্রিয়ঃ (মুকুন্দস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সন্দরশনেন সন্দর্শনেন নির্বৃতং শান্তং ইন্দ্রিয়ং চিত্তং যস্য সঃ) মুনিঃ (নারদঃ) তদ্ব্যবসিতং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ব্যবসিতং চেষ্টিতং) নিশম্য (শ্রুত্বা) তং (শ্রীকৃষ্ণং) প্রণম্য হৃদি (চিত্তে) বিদধৎ (তমেব ধ্যায়ন্ ইত্যর্থঃ) বিহায়সা (আকাশেন যযৌ ইতি শেষঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পূজিত দেবর্ষি নারদ যাবতীয় পূজা স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনে শান্তচিত্ত হইয়া তদীয় অভিপ্রায় শ্রবণানন্তর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হৃদয়ে তাঁহারই ধ্যান করিতে করিতে আকাশমার্গে গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—মুনির্নারদো বিহায়সা যযাবিতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনারদমুনি আকাশ পথে গেলেন ॥ ১৮ ॥

রাজদূতমুবাচেদং ভগবান্ প্রীণয়ন্ গিরা।
মা ভৈষ্ট দূত ভদ্রং বো ঘাতয়িষ্যামি মাগধম্ ॥১৯

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গিরা (মধুরবাক্যেন) রাজদূতং (রাজ্ঞাং বার্ত্তাবহং জনং) প্রীণয়ন্ (সন্তুষ্টং কুর্ব্বন্) ইদম্ উবাচ,—(হে) দূত, মা ভৈষ্ট (যূয়ং ভীতা ন ভবত) বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (মঙ্গলমস্তু অহং) মাগধং (জরাসন্ধং) ঘাতয়িষ্যামি (নিহতং কারয়িষ্যামি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মধুরবাক্যে রাজগণের প্রেরিত দূতকে প্রীত করিয়া এইরূপ বলিলেন,—হে দূত, তোমরা ভীত হইও না, তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি জরাসন্ধের হনন কার্য্য সম্পাদন করাইব ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—মা ভৈষ্টেতি বহুত্বং রাজ্ঞাং বহুত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভয় পাইও না, রাজগণ বহু অতএব শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে দূতকে বলিলেন ভয় পাইও না ॥ ১৯ ॥

ইত্যুক্তঃ প্রস্থিতো দূতো যথাবদবদন্নৃপান্।
তেঽপি সন্দর্শনং শৌরেঃ প্রত্যৈক্ষন্ যন্মুমুক্ষবঃ ॥২০

অন্বয়ঃ—(শ্রীকৃষ্ণেন) ইতি (এবম্) উক্তঃ দূতঃ প্রস্থিতঃ (গতঃ সন্) নৃপান্ (রাজ্ঞঃ) যথাবৎ (যথাযথং কৃষ্ণবাক্যম্) অবদৎ (উক্তবান্) তে (রাজানঃ) অপি যন্মুমুক্ষবঃ যস্মাৎ মুমুক্ষবঃ মুক্তিকামিন জাতাঃ তস্য) শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সন্দর্শনং (সাক্ষাৎকারং) প্রত্যৈক্ষন্ (প্রত্যৈক্ষন্ত) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আদেশ লাভ করিয়া রাজদূত রাজগণসমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল, তখন তাঁহারাও যাঁহার নিকট হইতে মুক্তিলাভের অভিলাষী, সেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ---প্রত্যৈক্ষন্ প্রত্যৈক্ষন্ত ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জরাসন্ধ বদ্ধ রাজগণ কৃষ্ণের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় থাকিল ॥ ২০ ॥

আনর্ত্তসৌবীরমরূংস্তীর্ত্ত্বা বিনশনং হরিঃ।
গিরীন্ নদীরতীয়ায় পুরগ্রামব্রজাকরান্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আনর্ত্ত-সৌবীরমরূন্ (আনর্ত্তান্ সৌবীরান্ মরূন্ চ দেশান্ তথা) বিনশনং (কুরুক্ষেত্রঞ্চ) তীর্ত্ত্বা (অতিক্রম্য) গিরীন্ (পর্ব্বতান্) নদীঃ পুরগ্রামব্রজাকরান্ (পুরাণি গ্রামান্

ব্রজাকরান্ ঘোষাংশ্চ) অতীয়ায় (অতিক্রম্য যযৌ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এদিকে আনর্ত্ত, সৌবীর, মরুদেশ, কুরুক্ষেত্র এবং গিরি, নদী, পুর, গ্রাম ও গোপজনের নিবাসস্থানসমূহ অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

ততো দৃষদ্বতীং তীর্ত্ত্বা মুকুন্দোঽথ সরস্বতীম্ ।
পঞ্চালানথ মৎস্যাংশ্চ শক্রপ্রস্থমথাগমৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) মুকুন্দঃ দৃষদ্বতীং (তন্নাম্নীং নদীং) তীর্ত্ত্বা (অতিক্রম্য) অথ (অতঃপরং) সরস্বতীং (তন্নাম্নীমপরাং নদীম্) অথ (অনন্তরং) পঞ্চালান্ (পঞ্চালদেশান্) মৎস্যান্ চ (মৎস্যদেশাংশ্চ তীর্ত্ত্বা) অথ (পশ্চাৎ) শক্রপ্রস্থম্ (ইন্দ্রপ্রস্থম্) অগমৎ (আগতবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি ক্রমশঃ দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নামক নদীদ্বয় এবং পঞ্চাল ও মৎস্যদেশ অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন ॥ ২২ ॥

তমুপাগতমাকর্ণ্য প্রীতো দুর্দ্দর্শনং নৃণাম্ ।
অজাতশত্রুর্নিরগাৎ সোপাধ্যায়ঃ সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অজাতশত্রুঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) দুর্দ্দর্শনং (দুর্ল্লভদর্শনং) তং (শ্রীকৃষ্ণম্) উপাগতং (সমীপমাগতম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) প্রীতঃ (সন্) সোপাধ্যায়ঃ (উপাধ্যায়ৈঃ আচার্য্যৈঃ সহিতঃ তথা) সুহৃদ্বৃতঃ (সুহৃদ্ভির্বৃতঃ সন্) নিরগাৎ (প্রত্যুদ্গমনার্থং পুরাদ্ বহির্গতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—রাজা যুধিষ্ঠির মনুষ্যগণের দুর্ল্লভদর্শন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সমীপাগত শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আচার্য্য এবং সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া প্রত্যুদ্গমনের জন্য পুর হইতে নির্গত হইলেন ॥২৩॥

বিশ্বনাথ—বিনশনং কুরুক্ষেত্রম্ । অতীয়ায় অতিক্রম্য যযৌ ॥ ২১-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিনশন অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র । 'অতীয়ায়' অতিক্রম করিয়া গেলেন ॥ ২১-২৩ ॥

গীতবাদিত্রঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা ।
অভ্যয়াৎ স হৃষীকেশং প্রাণাঃ প্রাণমিবাদৃতঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—আদৃতঃ (আদরযুক্তঃ) সঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) ভূয়সা (মহতা) গীতবাদিত্রঘোষেণ (গীতবাদ্যধ্বনিনা তথা) ব্রহ্মঘোষেণ (বেদধ্বনিনা) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) প্রাণং (মুখ্যপ্রাণম্) ইব হৃষীকেশং (শ্রীকৃষ্ণম্) অভ্যয়াৎ (প্রত্যুদ্গতবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণ যেরূপ মুখ্যপ্রাণের সমাগমে তদভিগমনে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ যুধিষ্ঠির প্রভৃত গীতবাদ্য ও বেদধ্বনি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

দৃষ্ট্বা বিক্লিন্নহৃদয়ঃ কৃষ্ণং স্নেহেন পাণ্ডবঃ ।
চিরাদ্দৃষ্টং প্রিয়তমং সস্বজেঽথ পুনঃ পুনঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—পাণ্ডবঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) চিরাৎ (দীর্ঘকালাৎ পরং) দৃষ্টং প্রিয়তমং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা স্নেহেন (প্রীত্যা) বিক্লিন্নহৃদয়ঃ (বিগলিতচিত্তঃ সন্) অথ (অনন্তরং) পুনঃ পুনঃ (বারম্বারং) সস্বজে (তং পরিরেভে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তিনি দীর্ঘকাল পরে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে স্নেহ-বিগলিত-চিত্ত হইয়া কেবলমাত্র তাঁহাকে বারম্বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি, প্রাণং যথা অভিযন্তি তথা অভ্যয়াৎ ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ যেখানে যায় ইন্দ্রিয়সমূহ সেখানে যায় ॥২৪-২৫

দোর্ভ্যাং পরিষ্বজ্য রমামলালয়ং
মুকুন্দগাত্রং নৃপতির্হতাশুভঃ ।
লেভে পরাং নির্বৃতিমশ্রুলোচনো
হৃষ্যত্তনুর্বিস্মৃতলোকবিভ্রমঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—নৃপতিঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) দোর্ভ্যাং (ভুজদ্বয়েন) রমামলালয়ং (রমায়াঃ শ্রিয়ঃ অমলং নির্দ্দোষং আলয়ং আবাসস্থানং) মুকুন্দগাত্রং (শ্রীকৃষ্ণস্য শরীরং) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) হতাশুভঃ (হতানি বিনষ্টানি অশুভানি দুর্দ্দৈবানি যস্য সঃ) অশ্রুলোচনঃ (অশ্রু-

পূরিতলোচনঃ) হৃষ্যত্তনুঃ (পুলকিতশরীরঃ তথা) বিস্মৃতলোকবিভ্রমঃ (বিস্মৃতো লোকবিভ্রমো লোক-ব্যবহারো যেন সঃ তাদৃশশ্চ সন্) পরাং নির্বৃতিং (পরমাং শান্তিং) লেভে (লব্ধবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—নরপতি যুধিষ্ঠির স্বকীয় বাহুযুগল দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর বিমল নিবাস-স্থানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণদেহ আলিঙ্গন করিলে যাবতীয় দুর্দ্দৈব বিনষ্ট হওয়ায় পরম শান্তিলাভ করিলেন। তৎকালে তাঁহার নয়ন-যুগল অশ্রুপ্লাবিত, শরীর পুলকিত এবং লৌকিক ব্যবহার বিস্মরণ হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—রমায়াঃ শোভায়া, অমলং নির্দ্দোষ-মালয়ং, বিস্মৃতো লৌকিকবিলাসো যেন সঃ। লোকা-তীতপ্রেমানন্দরসমগ্ন ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রমা অর্থাৎ শোভা, অমল নির্দ্দোষগৃহ বিস্মৃত লোক বিভ্রম অর্থাৎ লৌকিক বিলাস যিনি সেই যুধিষ্ঠির মহাশয় লোকাতীত প্রেমানন্দরসময় হইলেন ॥ ২৬ ॥

তং মাতুলেয়ং পরিরভ্য নির্বৃতো
ভীমঃ স্ময়ন্ প্রেমজলাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
যমৌ কিরীটী চ সুহৃত্তমং মুদা
প্রবৃদ্ধবাষ্পাঃ পরিরেভিরেঽচ্যুতম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভীমঃ স্ময়ন্ (হাসং কুর্ব্বন্) মাতু-লেয়ং (মাতুলপুত্রং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) প্রেমজলাকুলেন্দ্রিয়ঃ (প্রেমাশ্রুপ্লাবিতনয়নঃ তথা) নির্বৃতঃ (পরমসুখপ্রাপ্তশ্চ বভূব) যমৌ (নকুল-সহদেবৌ তথা) কিরীটী (অর্জ্জুনঃ) চ মুদা (হর্ষেণ) প্রবৃদ্ধবাষ্পাঃ (উদ্গতাশ্রবঃ সন্তঃ) সুহৃত্তমং (বান্ধবোত্তমম্) অচ্যুতং পরিরেভিরে (আলিঙ্গিতবন্তঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভীমসেন হাস্য সহকারে মাতুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রু-প্লাবিতলোচনে পরমসুখ লাভ করিলেন। তখন অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেবও হর্ষবশতঃ বাষ্পাকুলিত নয়নে সুহৃত্তম শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুনেন পরিষ্বক্তো যমাভ্যামভিবাদিতঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য বৃদ্ধেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
মানিনো মানয়ামাস কুরুসৃঞ্জয়কৈকয়ান্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) অর্জ্জুনেন পরিষ্বক্তঃ (আলি-ঙ্গিতঃ) যমাভ্যাং (নকুল-সহদেবাভ্যাম্) অভি-বাদিতঃ [অভিবন্দিতঃ (নমস্কৃতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ)] যথা-র্হতঃ (যথাবিধি) ব্রাহ্মণেভ্যঃ বৃদ্ধেভ্যঃ চ নমস্কৃত্য মানিনঃ (মাননীয়ান্) কুরুসৃঞ্জয়কৈকয়ান্ (কুরু-বংশীয়ান্ সৃঞ্জয়বংশজাতান্ তথা কৈকয়কুলোদ্ভবাংশ্চ) মানয়ামাস (অভিবাদনাদিনা পূজয়ামাস) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত এবং নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যথাবিধি ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধগণকে প্রণাম-পূর্ব্বক মাননীয় কুরু, সৃঞ্জয় ও কৈকয়বংশীয়গণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন ॥ ২৮ ॥

সূতমাগধগন্ধর্ব্বা বন্দিনশ্চোপমন্ত্রিণঃ।
মৃদঙ্গশঙ্খপটহ-বীণাপণবগোমুখৈঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চারবিন্দাক্ষং তুষ্টুবুর্ননৃতুর্জগুঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ — সূতমাগধগন্ধর্ব্বাঃ (সূতা মাগধা গন্ধর্ব্বাঃ) বন্দিনঃ উপমন্ত্রিণঃ (উপহাসকাঃ) চ ব্রাহ্মণাঃ চ মৃদঙ্গশঙ্খপটহবীণাপণবগোমুখৈঃ (মৃদঙ্গাদি-বাদ্যধ্বনিভিঃ) অরবিন্দাক্ষং (শ্রীকৃষ্ণং) তুষ্টুবুঃ (স্তুতবন্তঃ তথা) ননৃতুঃ (নৃত্যঞ্চক্রুঃ) জগুঃ (গানঞ্চ চক্রুঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তৎকালে সূত, মাগধ, গন্ধর্ব্ব, বন্দী, উপহাসক এবং ব্রাহ্মণগণ মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পটহ, বীণা, পণব, গোমুখ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনির সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিপাঠ ও নৃত্য গীত প্রয়োগ করিয়াছিলেন ॥২৯॥

এবং সুহৃদ্ভিঃ পর্য্যস্তঃ পুণ্যশ্লোকশিখামণিঃ।
সংস্তূয়মানো ভগবান্ বিবেশালঙ্কৃতং পুরম্ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—পুণ্যশ্লোকশিখামণিঃ (পুণ্যকীর্ত্তিজন-শিরোমণিঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সুহৃদ্ভিঃ (বান্ধবৈঃ) এবং পর্য্যস্তঃ (পরিবৃতঃ তথা) সংস্তূয়মানঃ (সূতা-

দিভিঃ কীর্ত্ত্যমানচরিতঃ সন্) অলঙ্কৃতং (সুসজ্জিতং) পুরম্ (ইন্দ্রপ্রস্থং) বিবেশ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—পুণ্যশ্লোকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সূত প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্তুত এবং বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া সুসজ্জিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩০ ॥

সংসিক্তবর্ত্ম করিণাং মদগন্ধতোয়ৈ-
শ্চিত্রধ্বজৈঃ কনকতোরণপূর্ণকুম্ভৈঃ ।
মৃষ্টাত্মভির্নবদুকূলবিভূষণস্রগ্-
গন্ধৈর্নৃভির্যুবতিভিশ্চ বিরাজমানম্ ॥ ৩১ ॥
উদ্দীপ্তদীপবলিভিঃ প্রতিসদ্ম জাল-
নির্যাতধূপরুচিরং বিলসৎপতাকম্ ।
মূর্দ্ধন্যহেমকলশৈ রজতোরুশৃঙ্গৈ-
র্জুষ্টং দদর্শ ভবনৈঃ কুরুরাজধাম ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—করিণাং (হস্তিনাং) মদগন্ধতোয়ৈঃ (মদধারাভিঃ) সংসিক্তবর্ত্ম (সংসিক্তানি বর্ত্মানি মার্গা যত্র তৎ) চিত্রধ্বজৈঃ (বিচিত্রধ্বজপতাকাভিঃ তথা) কনকতোরণ-পূর্ণকুম্ভৈঃ (সুবর্ণতোরণৈঃ পূর্ণ-কুম্ভৈশ্চ) নবদুকূলবিভূষণস্রগ্গন্ধৈঃ (নবদুকূলৈঃ নূতনবসনৈঃ বিভূষণৈঃ অলঙ্কারৈঃ স্রগ্ভিঃ মাল্যৈঃ গন্ধৈঃ গন্ধদ্রব্যৈশ্চ) মৃষ্টাত্মভিঃ (বিভূষিতদেহৈঃ) নৃভিঃ (পুরুষৈঃ তথা) যুবতিভিঃ চ বিরাজমানং (শোভমানং) প্রতিসদ্ম (প্রতিগৃহম্) উদ্দীপ্তদীপ-বলিভিঃ (উদ্দীপ্তৈঃ দীপ্তৈঃ বলিভিঃ পুষ্পাদিপ্রকারৈশ্চ) জুষ্টং (যুক্তং তথা) জালনির্যাতধূপরুচিরং (জালেভ্যো গবাক্ষেভ্যো নির্যাতৈঃ নির্গতৈর্ধূপৈঃ রুচিরং সুন্দরং) বিলসৎপতাকং (বিলসন্ত্যঃ শোভমানাঃ পতাকা যস্মিন্ তৎ) মূর্দ্ধন্যহেমকলসৈঃ (মূর্দ্ধন্যা মূর্দ্ধ্নিভবা হেমকলসা যেষাং তৈঃ তথা) রজতোরুশৃঙ্গৈঃ (রজত-ময়ানি উরূণি স্থূলানি শৃঙ্গানি কলসাধস্তনভূমিকা যেষাং তৈঃ) ভবনৈঃ (গৃহৈশ্চ জুষ্টং) কুরুরাজধাম (কুরুরাজস্য ধাম পুরং) দদর্শ (দৃষ্টবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ) ॥ ৩১-৩২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী দেখিতে পাইলেন। তৎকালে উক্ত নগর বিচিত্রধ্বজ, পতাকা, সুবর্ণতোরণ ও পূর্ণ-কুম্ভসমূহে সুশোভিত এবং নবীন বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য ও গন্ধদ্রব্যসমূহ দ্বারা বিভূষিতদেহ পুরুষ ও যুবতী-গণে বিরাজমান হইয়াছিল। রাজপথসমূহ মত্ত-মাতঙ্গগণের মদজলবর্ষণে সংসিক্ত ছিল। প্রতিগৃহে দীপমালা এবং পুষ্পাদি পূজোপকরণ শোভা পাইতে-ছিল। গবাক্ষজালরন্ধ্রনির্গত ধূপদ্বারা সমস্ত নগর সুরম্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইতস্ততঃ পতাকাসমূহ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছিল এবং সর্ব্বত্র শিরোদেশে সুবর্ণকুম্ভশোভিত, রজতময় স্থূলশৃঙ্গ সমন্বিত ভবন-সমূহ বর্ত্তমান ছিল ॥ ৩১-৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পুরং বর্ণয়তি,—সংসিক্তেতি দ্বাভ্যাম্। চিত্রধ্বজাদিভিবিরাজমানং প্রতিসদ্ম উদ্দীপ্তদীপৈ-র্বলিভিঃ পুষ্পাদিভির্জুষ্টম্। জালেভ্যো নির্যাতৈর্ধূপৈ-রুচিরং কুরুরাজস্য ধামানি মন্দিরাণি যত্র তৎ ॥৩১-৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যুধিষ্ঠিরের পুর বর্ণন করিতে-ছেন হস্তীগণের মদগন্ধ জলদ্বারা পথসমূহ ধৌত করা হইয়াছে। বিচিত্র পতাকাদিদ্বারা শোভিত, প্রতিগৃহ প্রজ্জ্বালিত দীপ সমূহদ্বারা, পুষ্পাদিযুক্ত, জানালাসকল হইতে মনোরম ধূপ বাহির হইতেছে, এইরূপ কুরু-রাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহ সমূহ যেখানে বিরাজিত ॥৩১-৩২ ॥

প্রাপ্তং নিশম্য নরলোচনপানপাত্র-
মৌৎসুক্যবিশ্লথিতকেশদুকূলবন্ধাঃ ।
সদ্যো বিসৃজ্য গৃহকর্ম্ম পতীংশ্চ তল্পে
দ্রষ্টুং যযুর্যুবতয়ঃ স্ম নরেন্দ্রমার্গে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ— যুবতয়ঃ (পুরস্থা যুবতীজনাঃ) নর-লোচনপানপাত্রং (নরাণাং লোচনানি তেষাং পানস্য সাদরবীক্ষণস্য পাত্রং বিষয়ং শ্রীকৃষ্ণং) প্রাপ্তং (সমা-গতং) নিশম্য (শ্রুত্বা) সদ্যঃ (তৎক্ষণমেব) গৃহ-কর্ম্ম (গৃহকার্য্যং) তল্পে (শয্যায়াং) পতীন্ চ বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) ঔৎসুক্যবিশ্লথিতকেশদুকূলবন্ধাঃ (ঔৎ-সুক্যাৎ বিশ্লথিতা বিগলিতাঃ কেশবন্ধা দুকূলবন্ধা বসনবন্ধনানি চ যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) দ্রষ্টুং (শ্রীকৃষ্ণং ঈক্ষিতুং) নরেন্দ্রমার্গে (রাজপথে) যযুঃ স্ম (গতা বভূবুঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—পুরস্থিত যুবতীগণ মানব-নয়নের

সাদরনিরীক্ষণের একমাত্র বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমাগত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ যাবতীয় গৃহকার্য্য এবং শয্যাস্থিত নিজ নিজ পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য রাজপথে গমন করিয়াছিল। তৎকালে ব্যস্ততা-নিবন্ধন তাহাদের কেশবন্ধন এবং বসনগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

———

তস্মিন্ সুসঙ্কুল ইভাশ্বরথদ্বিপদ্ভিঃ
কৃষ্ণং সভার্য্যমুপলভ্য গৃহাধিরূঢ়াঃ।
নার্য্যো বিকীর্য্য কুসুমৈর্মনসোপগুহ্য
সুস্বাগতং বিদধুরুৎস্ময়বীক্ষিতেন ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—গৃহাধিরূঢ়া (গৃহোপরি সমারূঢ়াঃ) নার্য্যঃ (পুরস্ত্রিয়ঃ) ইভাশ্বরথদ্বিপদ্ভিঃ (হস্ত্যশ্বরথপাদাতৈঃ) সুসঙ্কুলে (সম্যক্ পরিব্যাপ্তে) তস্মিন্ (রাজমার্গে) সভার্য্যং (সস্ত্রীকং) কৃষ্ণং উপলভ্য (প্রাপ্য) মনসা উপগুহ্য (আলিঙ্গ্য) কুসুমৈঃ বিকীর্য্য (পুষ্পবর্ষণং কৃত্বা) উৎস্ময়বীক্ষিতেন (উৎ উৎগতঃ স্ময়ো হাস্যং যত্র তৎ তাদৃশং যদ্ বীক্ষিতং দৃষ্টিপাতস্তেনৈব) সুস্বাগতং (সুষ্ঠু স্বাগতং তৎ প্রশ্নাদিকং) বিদধুঃ (চক্রুঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—গৃহের উপরিভাগে আরূঢ় পুরনারীগণ হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক-পরিব্যাপ্ত রাজপথে সস্ত্রীক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া চিত্তদ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক তদুপরি পুষ্পবর্ষণ ও উদ্‌গত হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাত দ্বারাই তাঁহার স্বাগত সম্ভাষণ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

———

ঊচুঃ স্ত্রিয়ঃ পথি নিরীক্ষ্য মুকুন্দপত্নী-
স্তারা যথোড়ুপসহাঃ কিমকার্য্যমূভিঃ।
যচ্চক্ষুষাং পুরুষমৌলিরুদারহাস-
লীলাবলোককলয়োৎসবমাতনোতি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্ত্রিয়ঃ (পুরনার্য্যঃ) পথি (রাজমার্গে) উড়ুপসহাঃ (চন্দ্রসহচরীঃ) তারাঃ যথা (তারকা ইব তাঃ) মুকুন্দপত্নীঃ (কৃষ্ণকামিনীঃ) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ঊচুঃ (কথয়ামাসুঃ) পুরুষমৌলিঃ (পুরুষশিরোমণিঃ অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ) উদারহাসলীলাবলোককলয়া (উদারহাস্যসমন্বিতো যো লীলাবলোকো লীলাকৃত-দৃষ্টিপাতস্তস্য কলয়া লেশমাত্রেণ) যচ্চক্ষুষাং (যাসাং চক্ষুষাম্) উৎসবম্ (আনন্দম্) আতনোতি (বিস্তারয়তি তাদৃশীভিঃ) অমূভিঃ (কৃষ্ণপত্নীভিঃ) কিং (জন্মান্তরে কিং নাম মহৎ পুণ্যকার্য্যম্) অকারি (কৃতং তন্ন বয়ং জানীমহে) ॥৩৫॥

অনুবাদ—অনন্তর তাহারা চন্দ্রসহচরী তারকাগণের ন্যায় রাজপথে শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণকে দর্শন করিয়া বলিল যে, এই পুরুষশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ উদারহাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতলেশমাত্র দ্বারা যাহাদের নয়নোৎসব বিস্তার করিতেছেন, তাদৃশ কৃষ্ণপত্নীগণ না জানি জন্মান্তরে কোন্ মহৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—উড়ুপসহাশ্চন্দ্রসহচরীরিত্যর্থঃ ॥৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চন্দ্র যেমন চন্দ্রসহচরী তারাগণের সহিত বিরাজিত হয় সেইরূপ ॥ ৩৫ ॥

———

তত্র তত্রোপসঙ্গম্য পৌরা মঙ্গলপাণয়ঃ।
চক্রুঃ সপর্য্যাং কৃষ্ণায় শ্রেণীমুখ্যা হতৈনসঃ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—হতৈনসঃ (কৃষ্ণদর্শনেন বিনষ্টপাপাঃ) শ্রেণীমুখ্যাঃ (শ্রেণ্য একশিল্পোপজীবিনাং সঙ্ঘাস্তেষু মুখ্যাঃ প্রধানাঃ) পৌরাঃ (পুরবাসিনশ্চ) মঙ্গলপাণয়ঃ (মাঙ্গলিকোপহারহস্তাঃ সন্তঃ) তত্র তত্র (পথি সর্ব্বত্র) উপসঙ্গম্য (সমীপমাগত্য) কৃষ্ণায় সপর্য্যাং (পূজাং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণদর্শনে পাপমুক্ত প্রত্যেক শিল্পিসম্প্রদায়ের প্রধান পুরুষগণ এবং পুরবাসিগণ মাঙ্গলিক উপহারহস্তে পথি মধ্যে সর্ব্বত্র সমাগত হইয়া ভগবানের পূজা করিয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রেণ্য একশিল্পোপজীবিন্যো জনতাস্তাসু মুখ্যাঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রেণীমুখ্যগণ অর্থাৎ এক শিল্প উপজীবি জনতা সমূহ, তাহাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৬ ॥

———

অন্তঃপুরজনৈঃ প্রীত্যা মুকুন্দঃ ফুল্ললোচনৈঃ ।
সসম্ভ্রমৈরভ্যুপেতঃ প্রাবিশদ্রাজমন্দিরম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অনন্তরং) মুকুন্দঃ প্রীত্যা ফুল্ললোচনৈঃ (প্রীতিপ্রফুল্লনয়নৈঃ) সসম্ভ্রমৈঃ (সম্ভ্রমেন ব্যগ্রতয়া সহ বর্ত্তমানৈঃ) অন্তঃপুরজনৈঃ অভ্যুপেতঃ (মিলিতঃ সন্) রাজমন্দিরং প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপ্রফুল্ললোচন, ব্যগ্রচিত্ত অন্তঃপুরজনগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজমন্দিরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

পৃথা বিলোক্য ভ্রাত্রেয়ং কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরম্ ।
প্রীতাত্মোত্থায় পর্য্যঙ্কাৎ সস্নুষা পরিষস্বজে ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—সস্নুষা (স্নুষয়া বধ্বা দ্রৌপদ্যা সহ বর্ত্তমানা) পৃথা (কুন্তী) ভ্রাত্রেয়ং (ভ্রাতুষ্পুত্রং) ত্রিভুবনেশ্বরং (ত্রিলোকনাথং) কৃষ্ণং বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) প্রীতাত্মা (সতী) পর্য্যঙ্কাৎ (খট্বাতঃ) উত্থায় পরিষস্বজে (তং আলিঙ্গিতবতী) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—তখন পুত্রবধূ দ্রৌপদীর সহিত কুন্তীদেবী ভ্রাতুষ্পুত্র, ত্রিলোক-পতি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে পর্য্যঙ্ক হইতে উত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

গোবিন্দং গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ ।
পূজায়াং নাবিদৎ কৃত্যং প্রমোদোপহতো নৃপঃ ॥৩৯

অন্বয়ঃ—আদৃতঃ (আদরযুক্তঃ) নৃপঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) দেবদেবেশং (দেবদেবানাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশং অধিপতিং) গোবিন্দং (শ্রীকৃষ্ণং) গৃহং আনীয় প্রমোদোপহতঃ (প্রমোদেন উপহতঃ অভিভূতঃ সন্) পূজায়াং (তস্যার্চ্চনায়াং) কৃত্যং (প্রকারবিশেষং) ন অবিদৎ (জ্ঞাতবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—আদরযুক্ত রাজা যুধিষ্ঠির দেবদেবাধিপতি গোবিন্দকে স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক আনন্দে অভিভূত-চিত্ত হইয়া তদীয় পূজার প্রকার নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—কৃত্যং সমুচিতপ্রকারম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃত্য' সমুচিত পূজার প্রকার ॥ ৩৯ ॥

পিতৃষ্বসুর্গুরুস্ত্রীণাং কৃষ্ণশ্চক্রেঽভিবাদনম্ ।
স্বয়ঞ্চ কৃষ্ণয়া রাজন্ ভগিন্যা চাভিবন্দিতঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, কৃষ্ণঃ পিতৃষ্বসুঃ (কুন্তীদেব্যাঃ তথা অন্যাসাং) গুরুস্ত্রীণাং (গুরুজন-পত্নীনাম্) অভিবাদনং (নমস্কারং) চক্রে (কৃতবান্) স্বয়ং চ (স্বয়মপি) কৃষ্ণয়া (দ্রৌপদ্যা) ভগিন্যা (সুভদ্রয়া) চ অভিবন্দিতঃ (নমস্কৃতো বভুব) ॥৪০॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে কুন্তীদেবী এবং অন্যান্য পূজ্যা রমণীগণকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর দ্রৌপদী ও সুভদ্রা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা। ভগিন্যা সুভদ্রয়া ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণা অর্থাৎ দ্রৌপদীর সহিত ভগিনী সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪০ ॥

শ্বশ্রূা সঞ্চোদিতা কৃষ্ণা কৃষ্ণপত্নীশ্চ সর্ব্বশঃ ।
আনর্চ্চ রুক্মিণীং সত্যাং ভদ্রাং জাম্ববতীং তথা ॥৪১
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ শৈব্যাং নাগ্নজিতীং সতীম্ ।
অন্যাশ্চাভ্যাগতা যাস্তু বাসঃস্রঙ্‌মণ্ডনাদিভিঃ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) শ্বশ্রূা (কুন্তীদেব্যা) সঞ্চোদিতা (প্রেষিতা সতী) রুক্মিণীং সত্যাং (সত্যভামাং) ভদ্রাং জাম্ববতীং তথা কালিন্দীং মিত্রবিন্দাং চ শৈব্যাং সতীং (পতিব্রতাং) নাগ্নজিতীং (চ তথা) অন্যাঃ চ যাঃ (কৃষ্ণপত্ন্যঃ) অভ্যাগতাঃ তু (সমাগতাঃ তাঃ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বাঃ) কৃষ্ণপত্নীঃ চ বাসঃস্রঙ্‌মণ্ডনাদিভিঃ (বসনমাল্যালঙ্কারপ্রভৃতিভিঃ) আনর্চ্চ (পূজয়ামাস) ॥ ৪১-৪২ ॥

অনুবাদ — অনন্তর কুন্তীদেবীর আদেশক্রমে দ্রৌপদী, রুক্মিণী, সত্যভামা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, শৈবা, নাগ্নজিতী এবং সমাগত অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণকে বস্ত্র, মাল্য, অলঙ্কার প্রভৃতিদ্বারা পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৪১-৪২ ॥

বিশ্বনাথ—শ্বশ্রূা কুন্ত্যা ॥ ৪১-৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শাশুড়ী কুন্তীদেবীর প্রেরণায় ॥ ৪১-৪২ ॥

সুখং নিবাসয়ামাস ধর্ম্মরাজো জনার্দ্দনম্ ।
সসৈন্যং সানুগামাত্যং সভার্য্যঞ্চ নবং নবম্ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মরাজঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) সভার্য্যং (ভার্য্যাভিঃ সহিতং) সানুগামাত্যং (অনুগৈঃ অনুচরৈঃ অমাত্যৈঃ মন্ত্রিভিশ্চ সহিতং) সসৈন্যং চ সহিতং) জনার্দ্দনং (শ্রীকৃষ্ণং) নবং নবং সুখং (প্রত্যহং যথা নবং নবং সুখং ভবতি তথা) নিবাসয়ামাস (নিবাসং কারয়ামাস) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—রাজা যুধিষ্ঠির ভার্য্যা, অনুচর, অমাত্য ও সৈন্যগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যহ নব নব সুখের অনুভব জন্মাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করাইয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যহং নবং নবং যথাস্যাত্তথা নিবাসয়ামাস ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রতিদিন নূতন নূতন সুখের অনুভব করাইয়া কৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করাইলেন ॥ ৪৩ ॥

তর্পয়িত্বা খাণ্ডবেন বহ্নিং ফাল্গুনসংযুতঃ ।
মোচয়িত্বা ময়ং যেন রাজ্ঞে দিব্যা সভা কৃতা ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—(যঃ প্রেম্না নিত্যং) ফাল্গুনসংযুতঃ (ফাল্গুনেন অর্জ্জুনেন সংযুক্তো মিলিতো বর্ত্ততে অতএব তস্য সহায়েন) যেন (শ্রীকৃষ্ণেন) খাণ্ডবেন (তদাখ্যেন বনেন) বহ্নিং তর্পয়িত্বা (সন্তোষ্য) ময়ং (দানববিশেষং) মোচয়িত্বা (অগ্নেঃ রক্ষয়িত্বা তেন) রাজ্ঞে (যুধিষ্ঠিরায়) দিব্যা সভা কৃতা (তং জনার্দ্দনমিতি পূর্ব্বশ্লোকেনান্বয়ঃ, এতেন রাজ্ঞঃ শ্রীকৃষ্ণোপকারস্মরণং দিব্যত্বাৎ সভায়া যথা মনোরথং সর্ব্বাবকাশসম্পাদনঞ্চ দর্শিতম্) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—এই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবশতঃ সর্ব্বদাই অর্জ্জুনের সহায় হইয়া পূর্ব্বে খাণ্ডব বনদ্বারা অগ্নির সন্তোষ উৎপাদন ও অগ্নি হইতে ময়দানবের পরিত্রাণপূর্ব্বক সেই দানবদ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য দিব্য সভা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
বিহরন্ রথমারুহ্য ফাল্গুনেন ভটৈর্বৃতঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণস্যেন্দ্রপ্রস্থগমনং নাম একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭১॥

অন্বয়ঃ—(অথ শ্রীকৃষ্ণঃ) ফাল্গুনেন (অর্জ্জুনেন) ভটৈঃ (যোদ্ধৃভিশ্চ) বৃতঃ (সন্) রথং আরুহ্য বিহরন্ (মৃগয়াদিষু ভ্রমন্) রাজ্ঞঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) প্রিয়চিকীর্ষয়া (রাজসূয়যজ্ঞসম্পাদনরূপং প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছয়া) কতিচিৎ (কতিপয়ান্) মাসান্ (ব্যাপ্য) উবাস (ইন্দ্রপ্রস্থে স্থিতবান্) ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ও অন্যান্য যোদ্ধৃগণে পরিবৃত হইয়া রথারোহণে মৃগয়াদিব্যাপারে ভ্রমণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের প্রীতিসম্পাদনাভিলাষে কতিপয় মাস ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একসপ্ততিতমো অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—যেন দিব্যা সভা কৃতা তং ময়ং মোচয়িত্বা উবাস তর্পয়িত্বেত্যাদি শ্লোকদ্বয়েনাষ্টপঞ্চাশত্তমাধ্যায়প্রোক্তৈব কথা পুনরত্রাবেশাদেবানুকথিতা ততশ্চায়ং ক্রমঃ। ইন্দ্রপ্রস্থে খাণ্ডবদাহগাণ্ডীবাদিপ্রাপ্তিমৃগয়াকালিন্দীপ্রাপ্তিবার্ষিকচাতুর্ম্মাসবাসাঃ। ততো দ্বারকাগমনকালিন্দীভদ্রাদিবিবাহনরকবধাদিবহু-কথান্ত এব রাজসূয়নিমন্ত্রণাদিকমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥৪৪-৪৫

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
অত্রৈকসপ্ততিতমো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ময় নামক দৈত্যকে খাণ্ডব-দাহকালে মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই ময়দ্বারা দিব্য-সভা রচনা করিয়াছেন, ঐ সভাতে বাস করাইয়াছিলেন। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে কথিত কথা পুনঃরায় এস্থলে আবেশ বশতঃ বলা হইল, অতএব ক্রম এই-রূপ ইন্দ্রপ্রস্থে খাণ্ডবদাহ, গাণ্ডীব আদি অস্ত্রপ্রাপ্তি, মৃগয়াতে কালিন্দী প্রাপ্তি, বর্ষাকালে চাতুর্ম্মাস্য বাস। সেখান হইতে দ্বারকাগমন, কালিন্দী ভদ্রাদি বিবাহ, নরক বধ আদি, বহু কথার পরই রাজসূয় নিমন্ত্রণ আদি জানিতে হইবে ॥ ৪৪-৪৫ ॥

ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমে এই একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে এই একসপ্ততিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥১০।৭১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একসপ্ততিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
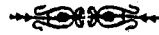
দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

একদা তু সভামধ্যে আস্থিতো মুনিভির্বৃতঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈর্ভ্রাতৃভিশ্চ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১ ॥
আচার্য্যৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ।
শৃণ্বতামেব চৈতেষামাভাষ্যেদমুবাচ হ ॥ ২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিবেদন শ্রবণ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের ভীমসেন-কর্ত্তৃক দুর্জ্জয় জরাসন্ধের নিধন বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন রাজা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে তদীয় অভিপ্রায়ের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, তদ্দ্বারা ভগবদ্ভক্তি বিমুখ জনগণ ভক্ত এবং অভক্তের উৎকর্ষ ও অপ-কর্ষ এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন করিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবের প্রশংসা করিয়া বলি-লেন যে তাঁহার সঙ্কল্প অতি উত্তম, তদ্দ্বারা তাঁহার কীর্ত্তি সর্ব্বলোকে ব্যাপ্ত হইবে এবং উহা নিখিল ভূতগণের বাঞ্ছনীয়। ঐ যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত পৃথিবীর যাবতীয় রাজগণকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া যজ্ঞীয়োপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। তাঁহার ভ্রাতৃগণ লোকপালগণের অংশজাত এবং তিনি নিজে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বশীভূত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাহারা আসক্ত-চিত্ত, তাঁহাদিগকে পরাভূত করিতে ত্রিভুবনে কাহারও সাধ্য নাই।

রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে প্রীত হইয়া ভ্রাতৃগণকে দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিলেন। সহদেব প্রভৃতি দিগ্বিজয়ান্তে প্রভূত ধন সংগ্রহপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলে রাজা জরা-সন্ধ অপরাজিত আছে শ্রবণ করিয়া উপায় চিন্তা করিলে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব-কথিত উপায় প্রকাশ করিলেন। অনন্তর ভীম, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া জরাসন্ধের নিবাসস্থলে গমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভক্ত রাজার নিকট আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং অতিথিসেবার প্রভূত প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের প্রার্থনীয় বস্তু প্রদানের জন্য জরাসন্ধকে অনুরোধ করিলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদিগের অঙ্গে ধনুর্জ্জ্যাঘাতচিহ্ন দর্শনে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বুঝিতে পারিয়াও নিজ দেহের বিনিময়েও তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া তৎসহ দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়িত এবং অর্জ্জুন জরাসন্ধাপেক্ষা বয়স ও আকৃতিতে হীন বলিয়া জরা-সন্ধ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া ভীমকে সমযোদ্ধা

জ্ঞানে তাঁহাকে এক গদা প্রদানপূর্ব্বক নিজে এক গদা হস্তে যুদ্ধারম্ভ করিল। যুদ্ধে পরস্পর তুল্য বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ একটী বৃক্ষশাখা চিরিয়া ভীমকে জরাসন্ধবধের উপায় প্রদর্শন করিলেন। তখন ভীমসেন জরাসন্ধকে ভূপাতিত করিয়া একপদে আক্রমণপূর্ব্বক বাহুযুগলদ্বারা অন্য পদ ধারণ করিয়া গুহ্যদেশ হইতে উর্দ্ধ্বদেশ পর্য্যন্ত বিদারিত করিয়া দিলেন। জরাসন্ধ বিনষ্ট হইলে তদীয় আত্মীয় ও প্রজামধ্যে তুমুল হাহাকার উত্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক আবদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—একদা তু সভামধ্যে মুনিভিঃ ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ বৈশ্যৈঃ ভ্রাতৃভিঃ চ আচার্য্যৈঃ (গুরুভিঃ) কুলবৃদ্ধৈঃ (বৃদ্ধৈঃ স্ববংশীয়ৈঃ) জ্ঞাতি-সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ চ (জ্ঞাতিভিঃ সম্বন্ধিভির্বান্ধবৈশ্চ) বৃতঃ (সমন্তাদ্ বেষ্টিতঃ) যুধিষ্ঠিরঃ আস্থিতঃ (সিংহাসনে উপবিষ্টঃ সন্) এতেষাং শৃণ্বতাম্ এব চ (যৎ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রসন্নঃ সন্ করোতি ন তদন্যঃ কশ্চিৎ কর্ত্তুং সমর্থ ইতি নিশ্চিত্য সর্ব্বানেব তান্ মুন্যাদীননাদৃত্য) আভাষ্য (ভো ভো শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তবৎসলেত্যেবং সম্বোধ্য) ইদং (বক্ষ্যমাণং বাক্যম্) উবাচ হ (শ্রীকৃষ্ণং প্রতি উক্তবান্) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,— একদা রাজা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে মুনি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ভ্রাতা, আচার্য্য, কুলবৃদ্ধ, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণে পরিবৃত অবস্থায় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সকলের সাক্ষাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বিসপ্ততিতমে রাজ্ঞঃ কার্য্যে দত্তং স্বসম্মতিঃ।
ভীমেনাঘাতয়ৎ কৃষ্ণো মাগধং প্রার্থ্য মন্ত্রতঃ ॥০॥

আ সম্যকতয়া স্থিতঃ শৃণ্বতামিত্যনাদরে ষষ্ঠী ॥ ১-২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির মহারাজের কার্য্যে নিজ সম্মতিদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রণা হইতে প্রার্থনা করিয়া মগধরাজকে ভীমসেন দ্বারা বধ করাইলেন ॥ ০ ॥

আ-সম্যকপ্রকারে বান্ধবগণের সহিত অবস্থিত সকলের সাক্ষাতে যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, শৃণ্বতাম্—অনাদরে ষষ্ঠী ॥১-২॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—

ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ।
যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীযুধিষ্ঠিরঃ উবাচ,—(হে) গোবিন্দ, (অহং) রাজসূয়েন (তদাখ্যেন) ক্রতুরাজেন (যজ্ঞশ্রেষ্ঠেন) ভবতঃ পাবনীঃ (পুণ্যজননীঃ) বিভূতীঃ (দেবরূপান্ অংশান্) যক্ষ্যে (আরাধয়িষ্যামি হে) প্রভো, নঃ (অস্মাকং) তৎ (যজ্ঞকৃত্যং) সম্পাদয় (যথা সম্পন্নং ভবতি তথা কুরু) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে গোবিন্দ, আমি রাজসূয় নামক উত্তম যজ্ঞদ্বারা আপনার লোকপাবন অংশস্বরূপ দেবগণকে আরাধনা করিব। হে প্রভো, আপনি আমাদের উক্ত যজ্ঞকার্য্য সমাধা করুন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিভূতীরিতি দেবাদীনপি ত্বদ্বিভূতিবুদ্ধ্যৈব যক্ষ্যে ইত্যাদি ভরতবৎ স্বস্য তদন্যপরত্বং দ্যোতিতম্। পাবনীঃ ত্বামালোক্যাত্মনঃ পাবয়ন্তীরিতি ত্বদ্দর্শনয়া তা অপি কৃতার্থীকর্ত্তুমিতি ভাবঃ। তদ্-যজনম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার বিভূতি দেবগণের যজনা করিব ভরত রাজার ন্যায়, ইহাদ্বারা যুধিষ্ঠির মহারাজ নিজেকে কৃষ্ণের একান্তভক্ত ইহা প্রকাশ করিলেন। 'পাবনী' অর্থাৎ তোমাকে দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব এবং আপনার দর্শনদ্বারা দেবতা ও রাজগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য ঐ রাজসূয় যজ্ঞ ॥ ৩ ॥

ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি
ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি।
বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গ-
মাশাসতে যদি ত আশিষ ঈশ নান্যে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কমলনাভ, (পদ্মনাভ) ঈশ, (প্রভো) যে (জনাঃ) অভদ্রনশনে (অশুভনাশকে)

ত্বৎপাদুকে (ভবতঃ পাদুকাদ্বয়ম্) অবিরতং (সর্ব্বদা) পরিচরন্তি (দেহেন পূজয়ন্তি তথা) শুচয়ঃ (পবিত্র-চিত্তাঃ সন্তো মনসা) ধ্যায়ন্তি (সততং চিন্তয়ন্তি তথা বাচা) গৃণন্তি (উচ্চারয়ন্তি) তে (জনাঃ) ভবাপবর্গং (ভবস্য সংসারস্য অপবর্গং নাশং মোক্ষং) বিন্দন্তি (লভন্তে তথা) যদি আশাসতে (কশ্চিদ্ আশিষঃ প্রার্থয়ন্তি তদা) তে (তে এব জনাঃ তাঃ) আশিষঃ (কামানপি বিদন্তি) অন্যে (চক্রবর্ত্তিনোঽপি) ন (ন বিন্দন্তি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে পদ্মনাভ, প্রভো, যাঁহারা নিরন্তর ভবদীয় অশুভনাশন পাদুকাযুগল দেহদ্বারা পরিচর্য্যা, বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা ধ্যান ও বাক্যদ্বারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা ভববন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং যদি কোনরূপ কাম্যবিষয়ের অভিলাষ করেন, তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তিগণেরও অলভ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বচ্চরণসরোজং পশ্যতাং ত্বয়াপ্যপার কৃপয়া আত্মসাৎকৃতানস্মাকং রাজসূয়ে খলু ন কোঽপ্যাগ্রহঃ, কিন্তু ত্বামত্রত্যা দুষ্টান্তঃকরণাঃ কেচিৎ পরমেশ্বরং ন মন্যন্তে নরমেব মত্বা প্রত্যুত দোষদর্শিনো নিন্দন্ত্যেতদেবাস্মাকং হৃচ্ছল্যমতো রাজসূয়মিষেণ ব্রহ্মরুদ্রাদীন্ সর্ব্বজ্ঞান্ ব্রহ্মচর্য্যাদীনপি দেবাদীনপি চতুর্দ্দশলোকস্থানাহূয় কাচিৎ সভা কর্ত্তব্যা তত্র সর্ব্বাগ্রিমপূজা তৈর্যস্য ব্যবস্থাপয়িষ্যতে স এব পরমেশ্বর ইতি সাক্ষাদ্দর্শয়িত্বা হৃচ্ছল্যং তন্নিষ্কাশনীয়-মিত্যেবমদভীপ্সিতমিত্যাহ,—ত্বদিতি ত্রিভিঃ। পরি যে চরন্তীতি যচ্ছব্দব্যবধানমার্ষং অভদ্রস্যাবিদ্যা-পর্য্যন্তস্যাপি নশনং নাশো যাভ্যাং তে। যে বা ধ্যায়ন্তি যদ্যাশাসতে তর্হি ত এব বিন্দন্তি নত্বন্যে, ত্বচ্চরণার্চ্চকাঃ সর্ব্বেঽপি কর্ম্মিপ্রভৃতয়ঃ, কিন্তু ত্বদ্ভক্তা নৈবাশাসতে ইত্যর্থঃ। অস্মাকন্তু ত্বচ্চরণাশ্রিতানাং ত্বাং সাক্ষাদেব পশ্যতামন্যকামনাভাবে কৈমুত্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার চরণকমল দর্শন-কারীগণের তোমা কর্ত্তৃক অপার কৃপাদ্বারা আত্মসাৎ করিয়া, আমাদিগের রাজসূয় যজ্ঞে নিশ্চয়ই কোন আগ্রহ নাই, কিন্তু তোমাকে এইস্থলে দুষ্টচিত্তগণ কেহ কেহ পরমেশ্বর বলিয়া মানে না, মনুষ্যই মনে করিয়া, বস্তুত দোষদর্শীগণ নিন্দিত হইতেছে—ইহাই আমাদের হৃদয়ে শেল। অতএব রাজসূয় যজ্ঞচ্ছলে ব্রহ্ম শিবাদি সর্ব্বজ্ঞগণকে চতুঃসন আদি ব্রহ্মচারী-গণকে এবং দেবতাদিগকেও চতুর্দ্দশ লোকবাসীগণকে আহ্বাহন করিয়া কোন একটি সভা কর্ত্তব্য, সেই সভাতে সর্ব্বপ্রথম পূজা তাহারা যাহাকে ব্যবস্থা করিবেন—তিনিই পরমেশ্বর ইহা সাক্ষাৎভাবে দেখাইয়া আমার হৃদয়ের শেল নিষ্কাশন করা কর্ত্তব্য —ইহাই আমার অভিলষিত। ইহা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—তোমার পাদুকাদ্বয় যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ পরিচর্য্যা করিতেছেন ও অমঙ্গল অবিদ্যা পর্য্যন্তও নাশ করিবার জন্য। যাহারা ধ্যান করিতেছেন যদি আশা করে তাহা হইলে তাহারাও তাহাই লাভ করে, অন্যে পায় না। তোমার চরণ অর্চ্চনকারীগণ কর্ম্মি প্রভৃতি সকলেই, কিন্তু তোমার ভক্তগণ কোন আশা করে না। আমরা কিন্তু তোমার চরণ আশ্রিত তোমাকে সাক্ষাৎই দর্শন পাইতেছি অন্য কামনাহীন হইয়া, ইহা আর কি বলিব ॥ ৪ ॥

তদ্দেবদেব ভবতশ্চরণারবিন্দ-
সেবানুভাবমিহ পশ্যতু লোক এষঃ।
যে ত্বাং ভজন্তি ন ভজন্ত্যত বোভয়েষাং
নিষ্ঠাং প্রদর্শয় বিভো কুরুসৃঞ্জয়ানাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেবদেব, (ব্রহ্মাদ্যধীশ) তৎ (তস্মাৎ) এষঃ লোকঃ (জনসমূহঃ) ইহ (রাজ-সূয়ে) ভবতঃ চরণারবিন্দসেবানুভাবং (চরণপদ্ম-ভজনপ্রভাবং) পশ্যতু (সাক্ষাদবলোকয়তু হে) বিভো, (প্রভো, এবং স্থিতেঽপি যে কর্ম্মপ্রধানাঃ কেচিৎ কুরু-সৃঞ্জয়া ভগবদ্ ভক্তিং ন বহু মন্যন্তে তেষাং) কুরু-সৃঞ্জয়ানাং (মোহনিবৃত্তয়ে) যে ত্বাং ভজন্তি (সেবন্তে) উত বা (অথবা) ন ভজন্তি (ন সেবন্তে তেষাম্) উভয়েষাং (ভক্তাভক্তয়োরিত্যর্থঃ) নিষ্ঠাং (স্থিতিং পার্থক্যমিত্যর্থঃ) প্রদর্শয় ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে দেবদেব, অতএব এই রাজসূয় যজ্ঞে লোকসমূহ ভবদীয় পাদপদ্মভজনপ্রভাব দর্শন করুক্ এবং কুরুবংশীয় ও সৃঞ্জয়বংশীয়গণের মধ্যে যাহারা কর্ম্মপ্রধান, পরন্তু ভগবদ্ভক্তিবিমুখ তাহা-

দিগের মোহনিবৃত্তির জন্য ভক্ত ও অভক্তের স্থিতি অর্থাৎ উৎকর্ষাপকর্ষ প্রদর্শন করুন্ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্মাত্তাদৃশসভায়াং বৃত্তায়াং তৈর্ব্রহ্মবাদিভিস্তব পরমেশ্বরত্বে ব্যবস্থাপিতে সতি এষ ভূর্লোকস্থ জনঃ পশ্যতু, ততশ্চ কুরুসৃঞ্জয়াদীনাং মধ্যে ত্বামীশ্বরং মত্বা যে ভজন্তি যে বা প্রাকৃতমানুষং মত্বা উত ন ভজন্তি তেষামুভয়েষাং নিষ্ঠাং সদ্গতিমধোগতিঞ্চ তৈরুচ্যমানাং ত্বং দর্শয়। করণীয়েঽস্মিন্ রাজসূয়ে স্বসম্মতিপ্রদানেনেতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব ঐরূপ সভা আরম্ভ হইলে বেদবাদীগণের দ্বারা তোমার পরমেশ্বরত্ব স্থাপিত হইলে, এই ভূলোকস্থিত জনগণ দর্শন করুক। অতঃপর কুরুবংশীয় ও সৃঞ্জয়বংশীয়গণের মধ্যে তোমাকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে যাহারা ভজন করিতেছে, অথবা যাহারা প্রাকৃত মানুষ মনে করিয়া ভজন করে না, তাহাদের উভয়গণের সদ্গতি ও অধোগতিরূপ নিষ্ঠা তাহাদের রুচি অনুসারে তোমাকে দর্শন করাও এই রাজসূয় যজ্ঞে নিজ সম্মতি প্রদান দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লও ॥ ৫ ॥

ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ
সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ।
সংসেবতাং সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্য্যয়োঽত্র ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মণঃ (নিরুপাধেঃ) সর্ব্বাত্মনঃ (সর্ব্বস্যাত্মনঃ অন্তর্য্যামিনঃ অতঃ) সমদৃশঃ (সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ) স্বসুখানুভূতেঃ (আত্মানন্দপরিতৃপ্তস্য) তব (শ্রীকৃষ্ণস্য) স্বপরভেদমতিঃ (অয়ং স্বঃ অয়ং পর ইতি ভেদবুদ্ধিঃ) ন স্যাৎ (ন ভবেদেব তথাপি) সুরতরোঃ ইব (কল্পবৃক্ষস্যেব) সংসেবতাং (সেবকজনান্ প্রত্যেব) তে (তব) প্রসাদঃ (অনুগ্রহো ভবতি, যথা কল্পদ্রুমস্য রাগাদিরাহিত্যেঽপি সেবকেষ্বেব ফলজনকত্বং নান্যেষু তথেত্যর্থঃ, তত্রাপি) উদয়ঃ (সেবকেষ্বপি ফলং) সেবানুরূপং (যো যাদৃশীং সেবাং করোতি স তদনুরূপমেব ফলং লভতে ইত্যর্থঃ) অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে) বিপর্য্যয়ঃ (অন্যথাভাবঃ) ন (ন ভবতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনি নিরুপাধিক, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সমদর্শী এবং স্বকীয় আনন্দানুভবে পরিতৃপ্ত বলিয়া যদিও আত্ম-পর ভেদ বুদ্ধিরহিত তথাপি সেবকগণের প্রতিই কল্পতরুর ন্যায় আপনার অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং সেবকগণের মধ্যেও সেবার তারতম্যভেদে অনুরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়ে কোনরূপ বিপর্য্যয় লক্ষিত হয় না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কিং মমাপি মৎসরতা অস্তি যদনুকূলানামুৎকর্ষং প্রতিকূলানামপকর্ষং দর্শয়ামীতি তত্রাহ,—নেতি। স্বপর ইতি ভেদমতিস্তব ন স্যাদেব, কুতো ব্রহ্মণো নিরুপাধেঃ। কিঞ্চ সর্ব্বস্যাত্মনঃ ত্বমেবান্তর্য্যামী ভূত্বা অনাদিকর্ম্মপ্রবাহপতিতঃ সর্ব্বমেব প্রতি স্বকর্ম্মণি প্রেরয়সি। সমদৃশ ইতি ত্বমেবেশ্বরস্তত্তদনুরূপমেব শুভমশুভং বা ফলং দদাসি, নতু ক্বাপি তে পক্ষপাত ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ তৈঃ সুখিভির্দুঃখিভির্বা তব ন কিমপি কৃত্যমিত্যাহ,—স্বসুখানুভূতেঃ। ননু তর্হি মদ্বাৎসল্যৌদার্য্যাদয়ো গুণাঃ কিং বিষয়কাস্তত্রাহ,—সংসেবতাং ত্বাং সম্যক্ সেবমানেষু তেষু প্রসাদো বাৎসল্যং যত এব কর্ম্মবন্ধকর্ত্তনপূর্ব্বকাত্মপর্য্যন্তপ্রদানলক্ষণমৌদার্য্যঞ্চ তে কল্পতরোঃ ভবেৎ। ননু তর্হ্যায়াতং মমাপি বৈষম্যং তত্রাহ,— সুরতরোরিবেতি। গুণদোষাদিকমবিচারয়তস্তস্য স্বাশ্রিতমাত্রে যথা প্রসাদস্তথা তবাপি যঃ কোঽপি সেবতাং তত্রৈব প্রসাদ স্তত্রাপি সেবানুরূপমেব উদয়ঃ সেবাতারতম্যেনৈব প্রসাদফলস্যাপ্যুদয়তারতম্যমিত্যবৈষম্যমেব, নাত্র বিপর্য্যয়োঽন্যথাভাবস্তস্মাদবৈষম্যেঽপি তব স্বভক্তেষু বাৎসল্যবশাদেব পক্ষপাতে সিদ্ধে তেষামনুকূল প্রতিকূলেষু তবাপ্যনুকূল্যপ্রাতিকূল্যে আয়াতে ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন—আমারও কি মৎসরতা আছে? যে জন্য অনুকূল ব্যক্তিগণের প্রতি উৎকর্ষ এবং প্রতিকূলগণের প্রতি অপকর্ষ দেখাই? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না, তোমার নিজপর ভেদবুদ্ধি নাইই। কিকারণ—'ব্রহ্ম' যেহেতু নিরুপাধি। আরো সকলের আত্মার তুমিই 'অন্তর্য্যামী' হইয়া অনাদি কর্ম্ম প্রবাহপতিত সকলকেই নিজ নিজ কর্ম্মে প্রেরণ কর।

'সমদৃশ' অর্থাৎ তুমিই ঈশ্বর সেই সেই ব্যক্তির অনুরূপই শুভ বা অশুভ ফল দান কর, কিন্তু তোমার কোথাও পক্ষপাত নাই, আরো সুখীগণের প্রতি বা দুঃখীগণের প্রতি তোমার কোনও কৃত্য নাই। আপনি স্বসুখ অনুভূতি সম্পন্ন। তাহা হইলে কি আমার বাৎসল্য ও ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণসকল কাহার জন্য? তাহার উত্তরে বলি—তোমার সম্যক্ সেবাকারীজনের প্রতি তোমার প্রসাদ বাৎসল্য আদি, যেহেতু কর্ম্মবন্ধন ছেদন পূর্ব্বক আত্মপর্য্যন্ত প্রদানরূপ ঔদার্য্যও তোমার আছে। তাহা হইলে আমারও বৈষম্যদোষ আসিয়া গেল? তাহার উত্তরে বলি—আপনি কল্পতরুর ন্যায়, কল্পতরু যেমন গুণদোষ আদি বিচার না করিয়া নিজ আশ্রিত মাত্রকেই যেমন প্রসাদ দান করেন, সেইরূপ তোমারও যে কেহ সেবা করিলেই তাহাতেই তোমার প্রসন্নতা তাহার মধ্যেও সেবার অনুরূপই—সেবার তারতম্য অনুসারেই প্রসাদফলপ্রাপ্তি, ইহাতেই তোমার বৈষম্যহীনতা। ইহাতে বিপর্য্যয় অর্থাৎ অন্যপ্রকার ভাব নাই, অতএব অবৈষম্য থাকিলেও তোমার নিজভক্তগণের প্রতি বাৎসল্যহেতুই পক্ষপাতিত্ব আছে। তাহাদের অনুকূল ও প্রতিকূলে তোমারও অনুকূল ও প্রতিকূল আসিয়া পড়ে ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

সম্যগ্ব্যবসিতং রাজন্ ভবতা শত্রুকর্শন।
কল্যাণী যেন তে কীর্ত্তির্লোকাননুভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) শত্রুকর্শন, (শত্রুবিনাশন) রাজন্, ভবতা সম্যক্ (যথার্থং) ব্যবসিতং (নিশ্চিতং) যেন (ব্যবসায়নিমিত্তেন রাজসূয়েন) তে (তব) কল্যাণী (শুভা) কীর্ত্তিঃ (যশঃ) লোকান্ (ভুবনানি) অনুভবিষ্যতি (দ্রক্ষ্যতি, সর্ব্বলোকব্যাপ্তা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রিপুবিনাশন, মহারাজ, আপনি যে বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহা অতীব উত্তম এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা আপনার শুভকীর্ত্তি সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্ত হইবে ॥৭॥

ঋষীণাং পিতৃদেবানাং সুহৃদামপি নঃ প্রভো।
সর্ব্বেষামপি ভূতানামীপ্সিতঃ ক্রতুরাড়য়ম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, (রাজন্) ঋষীণাং পিতৃদেবানাং (পিতৃপুরুষাণাং দেবানাঞ্চ) সুহৃদাং (বান্ধবানাং) নঃ (অস্মাকম্) অপি (তথা) সর্ব্বেষাং ভূতানাং অপি অয়ং (রাজসূয়াখ্যঃ) ক্রতুরাট্ (মহাযজ্ঞঃ) ঈপ্সিতঃ (বাঞ্ছিতো ভবতি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এই মহাযজ্ঞ দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ভবদীয় বান্ধব আমাদিগের এবং নিখিল ভূতগণের বাঞ্ছনীয় বলিয়া জানিবেন ॥৮॥

বিশ্বনাথ—ভো মন্মহিমরসমহামেঘ রাজন্নত্র মম সম্মতিরস্ত্যেবেতি লোকরীতিমাশ্রিত্যাহ,—সম্যগিতি। শত্রুকর্ষণেতি সম্বোধয়ন্ সর্ব্বরাজবিজয়শক্তিং সঞ্চারয়তি। যদ্যেতাদৃশ্যাপি সম্পত্ত্যা শত্রূন্ নোচ্ছেদয়িষ্যতি তদা কিমনয়েতি ভাবঃ। লোকান্ অনুলক্ষীকৃত্য ভবিষ্যতীতি ত্বৎকীর্ত্তিরেব সর্ব্বপ্রকারেণ মম নিষ্পাদনীয়েতি ভাবঃ ॥ ৭-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—ওহে আমার মহিমারসের মহামেঘস্বরূপ! হে যুধিষ্ঠির মহারাজ! আপনার এই কার্য্যে আমার সম্মতি আছেই, লোকরীতি আশ্রয় করিয়া বলিতেছেন—শত্রুকর্ষণ! এই সম্বোধন দ্বারা সর্ব্বরাজবিজয় শক্তি সঞ্চার করিলেন। যদি এইরূপ সম্পত্তিদ্বারাও শত্রুগণকে উচ্ছেদ না করিবে, তাহা হইলে ইহাদ্বারা কি হইবে। লোকসমূহকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—তোমার কীর্ত্তিই সর্ব্বপ্রকারে আমার নিষ্পাদন করা উচিৎ ॥ ৭-৮ ॥

বিজিত্য নৃপতীন্ সর্ব্বান্ কৃত্বা চ জগতীং বশে।
সম্ভৃত্য সর্ব্বসম্ভারানাহরস্ব মহাক্রতুম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ত্বং) সর্ব্বান্ নৃপতীন্ বিজিত্য (পরাজিত্য) জগতীং (পৃথ্বীং) চ বশে কৃত্বা (অধীনীকৃত্য তথা) সর্ব্বসম্ভারান্ (সর্ব্বাণি যজ্ঞীয়দ্রব্যানি) সম্ভৃত্য সংগৃহ্য মহাক্রতুং (মহাযজ্ঞম্) আহরস্ব (কুরু, কিমত্র ময়া অন্যেন বা কার্য্যং তব তু সুকর এবায়ং ক্রতুরিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আপনি যাবতীয় নৃপগণকে পরাভূত

ও পৃথিবীকে বশীভূত করিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্যসমুদয় সংগ্রহপূর্ব্বক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করুন্। আপনার পক্ষে ইহাই সুখসাধ্য, ইহাতে আমার কোনরূপ সাহায্য অপেক্ষা করে না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—সংভৃত্য সম্পাদ্য। আহরস্ব অনুতিষ্ঠ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—নৃপতিগণকে বিজয় করিয়া জগৎকে বশে আনিয়া সর্ব্ববিধ যজ্ঞ সম্ভার সম্পাদন পূর্ব্বক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন্ ॥ ৯ ॥

এতে তে ভ্রাতরো রাজন্ লোকপালাংশসম্ভবাঃ।
জিতোঽস্ম্যাত্মবতা তেঽহং দুর্জ্জয়ো যোঽকৃতাত্মভিঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু নৃপতিবিজয়াদি কথং শক্যং স্যাদিত্যাহ হে) রাজন্, তে (তব) এতে ভীমাদয়ঃ ভ্রাতরঃ লোকপালাংশসম্ভবাঃ (পবনাদিলোকপালানাং অংশজাতা ভবন্তি কিঞ্চ) আত্মবতা (জিতেন্দ্রিয়েণ) তে (ত্বয়া) অকৃতাত্মভিঃ (অজিতেন্দ্রিয়ৈঃ) দুর্জ্জয়ঃ (বশীকর্ত্তুমশক্যঃ) অহং (শ্রীকৃষ্ণোঽপি) জিতঃ (বশীকৃতঃ) অস্মি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আপনার ভ্রাতৃগণ লোকপালগণের অংশজাত এবং আপনি জিতেন্দ্রিয়তা-নিবন্ধন অজিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের দুর্জ্জয়স্বরূপ আমাকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মবতা জিতেন্দ্রিয়েণ। যদ্বা আত্মা অহমেব সর্ব্বস্বত্বেন বিদ্যতে যস্য তেন ত্বয়া অহমপি জিতঃ বশীকৃতঃ। অকৃতাত্মভিরজিতেন্দ্রিয়ৈঃ ॥১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মহারাজ! তোমার এই ভ্রাতাগণ জিতেন্দ্রিয়, অথবা আত্মা অর্থাৎ আমিই সর্ব্বস্বরূপে যাঁহার নিকট সেই তোমাকর্ত্তৃক আমিও বশীকৃত। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আমি দুর্জ্জয় ॥ ১০ ॥

ন কশ্চিন্মৎপরং লোকে তেজসা যশসা শ্রিয়া।
বিভূতিভির্বাভিভবেদ্দেবোঽপি কিমু পার্থিবঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—কশ্চিৎ দেবঃ অপি লোকে (জগতি) তেজসা যশসা শ্রিয়া (সৌন্দর্য্যেন) বিভূতিভিঃ (ঐশ্বর্য্যৈঃ) বা মৎপরং (ময়ি আসক্তং জনম্) ন অভিভবেৎ (অভিভবিতুং পরাজেতুং ন শক্নুয়াৎ) পার্থিবঃ (মর্ত্ত্যঃ) কিমু (কথমপি নেত্যর্থঃ) ॥১১॥

অনুবাদ—হে রাজন্, যিনি আমার প্রতি আসক্ত-চিত্ত, এ জগতে কোন দেবতাও তাঁহাকে তেজ, যশঃ সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্য দ্বারা অভিভূত করিতে পারে না, মনুষ্যের কথা আর কি বলিব ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—নাত্র বিপক্ষৈঃ স্বাভিভব আশঙ্কনীয়ঃ। যদিদমহং সাটোপং ব্রবীমীত্যাহ,—ন কশ্চিদিতি। মৎপরং যং কঞ্চন বিভূত্যাদিরহিতমপি কিং পুনস্ত্বাম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই যজ্ঞে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক নিজ পরাজয় আশঙ্কা করিবেন না। যদি ইহা আমি অহংকার পূর্ব্বক বলিতেছি—আমার অধীন যে কোন বিভূতি আদি হীনকেও, তোমার সম্বন্ধে আর কি বলিব ॥ ১১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

নিশম্য ভগবদ্গীতং প্রীতঃ ফুল্লমুখাম্বুজঃ।
ভ্রাতৄন্ দিগ্বিজয়েঽযুঙ্ক্ত বিষ্ণুতেজোপবৃংহিতান্ ॥১২

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভগবদ্গীতং (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গীতং বচনম্) নিশম্য (শ্রুত্বা) প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ অতঃ) ফুল্লমুখাম্বুজঃ (ফুল্লং মুখাম্বুজং বদনকমলং যস্য স যুধিষ্ঠিরঃ) বিষ্ণুতেজোপবৃংহিতান্ (বিষ্ণুতেজসা উপবৃংহিতান্ সংবর্দ্ধিতান্) ভ্রাতৄন্ (ভীমাদীন্ অনুজান্) দিগ্বিজয়ে (দিগ্বিজয়ার্থম্) অযুঙ্ক্ত (নিযোজয়ামাস) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভগবদ্বাক্য শ্রবণে প্রীত এবং প্রফুল্লবদন হইয়া বিষ্ণুপ্রভাব-সংবর্দ্ধিত ভ্রাতৃগণকে দিগ্বিজয়ের আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তেজসা উপবৃংহিতান্ সন্ধিরার্ষঃ। তেজশব্দোঽদন্তো বা জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণতেজদ্বারা শক্তিবৃদ্ধি-প্রাপ্ত ভ্রাতৃগণকে যুধিষ্ঠির মহারাজ দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত

করিলেন। তেজ শব্দ বিকল্পে অকারান্তও হয়, এই-স্থলে সন্ধি ঋষি প্রয়োগ ॥ ১২ ॥

সহদেবং দক্ষিণস্যামাদিশৎ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ।
দিশি প্রতীচ্যাং নকুলমুদীচ্যাং সব্যসাচিনম্।
প্রাচ্যাং বৃকোদরং মৎস্যৈঃ কেকয়ৈঃ সহ মদ্রকৈঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) সৃঞ্জয়ৈঃ সহ (সৃঞ্জয়বীরগণৈঃ সহ) সহদেবং দক্ষিণস্যাং (দক্ষিণদিগ্‌বিজয়ার্থং তথা) মৎস্যৈঃ (মৎস্যদেশীয় বীরগণৈঃ সহ) নকুলং প্রতীচ্যাং দিশি (পশ্চিমদিগ্‌বিজয়ার্থং তথা) কেকয়ৈঃ (কেকয়বীরগণৈঃ সহ) সব্যসাচিনম্ (অর্জ্জুনম্) উদীচ্যাম্ (উত্তরদিগ্‌বিজয়ার্থং তথা) মদ্রকৈঃ (মদ্রক-বীরগণৈঃ) সহ বৃকোদরং (ভীমং) প্রাচ্যাং (পূর্ব্ব-দিগ্ বিজয়ার্থম্) আদিশৎ (আদিষ্টবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তিনি সৃঞ্জয়বীরগণের সহিত সহ-দেবকে দক্ষিণ, মৎস্যদেশীয় বীরগণসহ নকুলকে পশ্চিম, কেকয়বীরগণের সহিত অর্জ্জুনকে উত্তর এবং মদ্রবীরগণের সহিত ভীমসেনকে পূর্ব্বদিক বিজয়ের জন্য আদেশ করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—নকুলাদীনাং মৎস্যাদিভিঃ সহায়ৈর্যথাসংখ্যেন সম্বন্ধঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নকুল প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সাহায্যার্থে মৎস্য দেশীয় বীরগণ প্রেরণ করিলেন। এইস্থলে পর পর সম্বন্ধ জানিবে ॥ ১৩ ॥

তে বিজিত্য নৃপান্ বীরা আজহ্রুর্দিগ্‌ভ্য ওজসা।
অজাতশত্রবে ভূরি দ্রবিণং নৃপ যক্ষ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তে (সহদেবাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তাঃ) বীরাঃ ওজসা (প্রভাবেন) নৃপান্ (নানা-দেশীয়নৃপতীন্) বিজিত্য (পরাজিত্য) দিগ্‌ভ্যঃ (দিঙ্মণ্ডলাৎ) যক্ষ্যতে (যাগং করিষ্যতে) অজাত-শত্রবে (যুধিষ্ঠিরায়) ভূরি (প্রভুতং) দ্রবিণং (ধনম্) আজহ্রুঃ (দদুরিত্যর্থঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সহদেব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বীরগণ স্ব-স্ব প্রভাব দ্বারা নানা দেশস্থ নৃপতিগণকে পরাভূত করিয়া নানাদিক্ হইতে প্রভূত ধন সংগ্রহ-পূর্ব্বক যজ্ঞাভিলাষী রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করি-লেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রবিণং সমর্পয়ামাসুরিতি শেষঃ ॥১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সহদেব প্রভৃতি বীরগণ যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রুত্বাজিতং জরাসন্ধং নৃপতের্ধ্যায়তো হরিঃ।
আহোপায়ং তমেবাদ্য উদ্ধবো যমুবাচ হ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(দিগ্‌বিজয়ান্তে) জরাসন্ধং অজিতম্ (অপরাজিতং) শ্রুত্বা ধ্যায়তঃ (তদ্ বিজয়োপায়ং চিন্তয়তঃ) নৃপতেঃ (যুধিষ্ঠিরস্য সমীপে) আদ্যঃ (সনাতনঃ) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) উদ্ধবঃ যম্ (উপায়ম্) উবাচ হ (পূর্ব্বং কথিতবান্) তং এব উপায়ং আহ (উক্তবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—দিগ্বিজয়ান্তে রাজা যুধিষ্ঠির জরা-সন্ধকে অপরাজিত শ্রবণ করিয়া তাহার পরাজয়ের জন্য উপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে সনাতন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব-কথিত উপায় প্রকাশ করিলেন ॥১৫॥

ভীমসেনোঽর্জ্জুনঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মলিঙ্গধরাস্ত্রয়ঃ।
জগ্মুর্গিরিব্রজং তাত বৃহদ্রথসুতো যতঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, (বৎস, অনন্তরং) ভীম-সেনঃ অর্জ্জুনঃ কৃষ্ণঃ (এতে) ত্রয়ঃ ব্রহ্মলিঙ্গধরাঃ (ব্রাহ্মণবেশধারিণঃ সন্তঃ) যতঃ (যত্র) বৃহদ্রথ-সুতঃ (জরাসন্ধোঽবস্থিতঃ) গিরিব্রজং (গিরিব্রজাখ্যং তৎস্থানং) জগ্মুঃ (গতাঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, অনন্তর ভীমসেন, অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ এই তিন জন ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া জরাসন্ধের নিবাসস্থান গিরিব্রজে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—আদ্যো হরিঃ ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আদ্য হরি শ্রীকৃষ্ণ ॥১৫-১৬

তে গত্বাতিথ্যবেলায়াং গৃহেষু গৃহমেধিনম্ ।
ব্রহ্মণ্যং সমযাচেরন্ রাজন্যা ব্রহ্মলিঙ্গিনঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মলিঙ্গিনঃ (ব্রাহ্মণলক্ষণযুক্তাঃ) তে রাজন্যাঃ (ক্ষত্রিয়াঃ) আতিথ্যবেলায়াম্ (অতিথি সৎকারকালে) গৃহেষু (বর্ত্তমানং) ব্রহ্মণ্যং (ব্রাহ্মণ-ভক্তং) গৃহমেধিনং (গৃহস্থধর্ম্মরতং তং) গত্বা সম-যাচেরন্ (সম্যগ্‌যাচন্ত) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ চিহ্নধারী পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রিয় পুরুষত্রয় অতিথি সৎকারকালে স্বগৃহে অবস্থিত, ব্রাহ্মণভক্ত, গার্হস্থ্যধর্ম্মরত রাজার নিকট গিয়া এই-রূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

রাজন্ বিদ্ধ্যতিথীন্ প্রাপ্তানর্থিনো দূরমাগতান্ ।
তন্নঃ প্রযচ্ছ ভদ্রং তে যদ্বয়ং কাময়ামহে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, (ত্বং অস্মান্) দূরং আগতান্ (দূরাৎ সমাগতান্) প্রাপ্তান্ (ত্বদ্‌গৃহমুপ-স্থিতান্) অতিথীন্ অর্থিনঃ (যাচকান্) বিদ্ধি (জানীহি) তৎ (তস্মাৎ) বয়ং যৎ কাময়ামহে (প্রার্থয়ামঃ) নঃ (অস্মভ্যং) তৎ (প্রার্থিতং) প্রযচ্ছ (দেহি) তে (তব) ভদ্রং (কুশলমস্তু) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আমাদিগকে দূরদেশ হইতে সমাগত, আপনার গৃহে উপস্থিত অতিথি ও যাচক বলিয়া জানিবেন। অতএব আমাদের প্রার্থনীয় বস্তু প্রদান করুন্। আপনার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হউক ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—গৃহমেধিনং যা আতিথ্যবেলা তস্যাং সমযাচেরন্ সমযাচন্ত ॥ ১৭-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া গৃহস্থগণের অতিথি সেবার বেলায় জরাসন্ধের নিকট ভিক্ষা চাহিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

কিং দুর্ম্মর্ষং তিতিক্ষূণাং কিমকার্য্যমসাধুভিঃ ।
কিং ন দেয়ং বদান্যানাং কঃ পরঃ সমদর্শিনাম্ ॥১৯

অন্বয়ঃ—তিতিক্ষূণাং (সহিষ্ণূণাং) কিম্ দুর্ম্মর্ষং (দুঃসহং অপিতু কিমপি ন দুঃসহং তথা) অসাধুভিঃ (অসাধূনাং) কিম্ অকার্য্যং (কিমপি ন তেষাম-কার্য্যং তথা) বদান্যানাম্ (অত্যুদারাণাং) কিং (কিং নাম বস্তু) ন দেয়ং (দানাযোগমস্তি, অপিতু কিমপি ন তেষামদেয়ং ভবতি তথা) সমদর্শিনাং (সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্নানাং) কঃ (কো নাম) পরঃ (অনা-ত্মীয়ো বর্ত্ততে, অপি ন তেষাং কোঽপি পরো ভবতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে সহিষ্ণু ব্যক্তিগণের পক্ষে অসহনীয় কোন বিষয় নাই, অসাধুগণের অকার্য্য কিছুই নাই, উদার প্রকৃতিগণের অদেয় কিছুই নাই এবং সমদর্শিগণের অনাত্মীয় কেহই নাই ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, কিং কাময়ধ্বে তদ্বিশেষং ব্রূত, অন্যথা যাচকৈর্য়ুষ্মাভির্যদি মৎপ্রিয়ঃ পুত্র এব কামিতঃ স্যাত্তদা তদতিমমতাস্পদ-স্বপুত্রবিচ্ছেদদুঃখং কথং ময়া সোঢ়ব্যং তত্রাহুঃ,—কিং দুর্ম্মর্ষমিতি। বিশ্বা-মিত্রাদিভ্যো দশরথাদ্যৈঃ অতিপ্রিয়পুত্রার্পণস্যাপি দৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। নন্বেবং প্রার্থ্যমানৈর্গৃহস্থ-লোকৈর্যদি যূয়ং তিরস্ক্রিয়ধ্বে তর্হি কিং স্যাত্তত্রাহুঃ, —কিমকার্য্যমিতি। ননু যদি মচ্ছরীরমেব যুষ্মৎ-কামিতং স্যাত্তদা তদহন্তাস্পদং কথং দেয়ং তত্রাহুঃ, —কিমদেয়মিতি। দধ্যগাদৌ দেবপ্রার্থনায়াং স্বশরীর-দানস্যাপি দৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। ননু যদি যূয়মেব মচ্ছত্রবো ভবথ তদা শত্রুভ্যস্তৎ কথং দেয়ং তত্রাহুঃ, —কঃ পর ইতি। সমদর্শিনাং জ্ঞানিনাং নহি ত্বয্যপি বিষমদর্শনলক্ষণমজ্ঞানং সম্ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে আপনারা কি চাহিতেছেন? বিশেষ ভাবে বলুন, তাহা না হইলে ভিক্ষুক আপনারা যদি আমার প্রিয়পুত্রকেই কামনা করেন তখন তাহা অতিশয় মমতাস্পদ নিজপুত্রবিচ্ছেদ দুঃখ কিরূপে আমি সহ্য করিব? তাহার উত্তরে বলিতে-ছেন—বিশ্বামিত্র প্রভৃতি দশরথ আদির নিকট হইতে অতিপ্রিয়পুত্র ভিক্ষা করিয়াছিলেন ইহাও দেখা যায়। অতএব সহিষ্ণু ব্যক্তিগণের কি না সহনীয়। যদি বলেন ঐরূপ প্রার্থনাতে গৃহস্থ লোকগণ কর্ত্তৃক যদি আপনারা তিরস্কৃত হন তাহা হইলে কি হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অসাধুগণের অকার্য্য কিছুই নাই, যদি বলেন আমার শরীরই আপনাদের বাঞ্ছনীয় হয়, তখন ঐ অহংতাস্পদ বস্তুকে কিভাবে দান

করিব ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—বদান্য দাতা শ্রেষ্ঠগণের কি অদেয়, যেমন দধীচি ঋষি প্রভৃতিতে দেখা যায় দেবগণের প্রার্থনায় নিজ শরীর দান। যদি বলেন, আপনারাই আমার শত্রু হন তাহা হইলে শত্রুগণকে তাহা কিরূপে দান করিব ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সমদর্শী জ্ঞানীগণের আপনাতেও বিষম দর্শনরূপ অজ্ঞান সম্ভব নহে ॥ ১৯ ॥

যোঽনিত্যেন শরীরেণ সতাং গেয়ং যশো ধ্রুবম্।
নাচিনোতি স্বয়ং কল্পঃ স বাচ্যঃ শোচ্য এব সঃ ॥২০

অন্বয়ঃ—যঃ (পুরুষঃ) স্বয়ং কল্পঃ (সমর্থঃ সন্ অপি) অনিত্যেন (বিনশ্বরেণ) শরীরেণ সতাং গেয়ং (সাধুভিঃ কীর্ত্তনীয়ং) ধ্রুবম্ (অবিনশ্বরং) যশঃ (কীর্ত্তিং) ন আচিনোতি (ন উপার্জয়তি) সঃ (তাদৃশঃ পুরুষঃ) বাচ্যঃ (নিন্দনীয়ঃ তথা) সঃ শোচ্যঃ এব (শোচনীয় এব ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যিনি সামর্থ্য সত্ত্বেও এই অনিত্য শরীর দ্বারা সাধুজন-কীর্ত্তনীয় অবিনশ্বর যশোরাশি উপার্জ্জন না করেন, তিনি জগতে নিন্দনীয় ও শোচনীয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—নাচিনোতি ন সম্পাদয়তি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যিনি সমর্থ থাকিলেও এই অনিত্য শরীর দ্বারা অবিনশ্বর যশরাশি উপার্জ্জন না করেন, তিনি এই জগতে নিন্দনীয় ও শোচনীয় বলিয়া গণ্য ॥ ২০ ॥

হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্ছবৃত্তিঃ শিবির্বলিঃ।
ব্যাধঃ কপোতো বহবো হ্যধ্রুবেণ ধ্রুবং গতাঃ ॥২১

অন্বয়ঃ—হরিশ্চন্দ্রঃ রন্তিদেবঃ উঞ্ছবৃত্তিঃ (মুদ্গলঃ) শিবিঃ বলিঃ ব্যাধঃ কপোতঃ (এতে) বহবঃ হি (পুরাকালে অনেকে এব) অধ্রুবেন (অনিত্যেন শরীরেণ বিবিধকৃত্যেষু বিনশ্বরশরীর প্রদানেন) ধ্রুবং (নিত্যং যশঃ) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, উঞ্ছবৃত্তি (মুদ্গল), শিবি, বলি, ব্যাধ, কপোত প্রভৃতি অনেকেই পুরাকালে অনিত্য শরীরের দ্বারা ধ্রুবলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বামিত্রানৃণ্যায় হরিশ্চন্দ্রো ভার্য্যাত্মজাদি সর্ব্বং বিক্রীয় স্বয়ং চাণ্ডালতাং প্রাপ্তোঽপ্যনির্বিণ্ণঃ সহ অযোধ্যাবাসিভির্জনৈঃ স্বর্গং গতঃ। রন্তিদেবঃ সকুটুম্বঃ অপ্যষ্টচত্বারিংশদহন্যলব্ধোদকোঽপি কথঞ্চিল্লব্ধান্নোদকাদিকমর্থিভ্যো দত্ত্বা ব্রহ্মলোকং গতঃ। উঞ্ছবৃত্তির্মুদ্গলোঽপি ষণ্মাসং সীদৎকুটুম্বোঽপ্যাতিথ্যদানেন ব্রহ্মলোকং গতঃ। শিবিঃ শরণাগতকপোতরক্ষণায় স্বমাংসং শ্যেনায় দত্ত্বা স্বর্গং গতঃ। বলিঃ সর্ব্বস্বং বিপ্রবেশধারিণে হরয়ে দত্ত্বা তং বশে চকার। কপোতশ্চাতিথয়ে ব্যাধায় কপোত্যা সহাত্মমাংসং দত্ত্বা বিমানেন দিবং গতঃ। ব্যাধস্তয়োঃ সত্ত্বং বীক্ষ্য স্বয়মপি নির্ব্বিণ্ণো মহাপ্রস্থানে বনাগ্নিদগ্ধদেহো দিবমারুরোহ। এবমন্যেঽপ্যধ্রুবেনৈব শরীরেণ ধ্রুবং চিরকালস্থায়িলোকং গতাঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিশ্বামিত্রের নিকট ঋণ শূন্য হওয়ার জন্য হরিশ্চন্দ্র ভার্য্যা ও নিজ পুত্র আদি সকলকে বিক্রয় করিয়া নিজে চণ্ডাল হইয়া খেদ না করিয়া অযোধ্যাবাসীগণের সহিত স্বর্গে গিয়াছিল। রন্তিদেব নিজ কুটুম্বগণের সহিত আটচল্লিশদিন আহার্য্য না পাইয়াও জল পান না করিয়াও পরদিন কিছুমাত্র অন্ন ও জল প্রার্থীগণকে দান করিয়া ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন। উঞ্ছবৃত্তি মুদ্গলও ছয়মাস অতিকষ্টে কুটুম্বগণের সহিত অতিথিকে দান করিয়া ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন। শিবিরাজ শরণাগত কপোত কে রক্ষা করিবার জন্য নিজগাত্র মাংস শ্যেন পক্ষীকে দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। বলি মহারাজ বিপ্র বেশধারী শ্রীহরিকে সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে নিজের বশে আনিয়াছেন। কপোতও অতিথি ব্যাধকে কপোতী সহ নিজমাংস দান করিয়া বিমানে চড়িয়া স্বর্গে গিয়াছে। ব্যাধ কপোত কপোতীর সত্ত্বগুণ দেখিয়া নিজেও বৈরাগ্য লইয়া মহাপ্রস্থানে বন অগ্নিতে দেহ ভস্ম করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছে—এইরূপ অন্য সকলেও অনিত্যশরীর দ্বারাই নিত্য চিরকাল স্থায়ীলোকে গিয়াছে ॥ ২১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

স্বরৈরাকৃতিভিস্তাংস্তু প্রকোষ্ঠৈর্জ্যাহতৈরপি।
রাজন্যবন্ধূন্ বিজ্ঞায় দৃষ্টপূর্ব্বানচিন্তয়ৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—দৃষ্টপূর্ব্বান্ (দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরাদিষু পূর্ব্বং দৃষ্টান্) তান্ তু (ভীমাদীন্) স্বরৈঃ (গম্ভীরকণ্ঠধ্বনিভিঃ) আকৃতিভিঃ (সুদৃঢ়-সংস্থানৈঃ তথা) জ্যাহতৈঃ (ধনুর্জ্যাঘাতচিহ্নযুক্তৈঃ) প্রকোষ্ঠৈঃ (হস্তভাগৈঃ) অপি রাজন্যবন্ধূন্ (ক্ষত্রিয়ান্) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা জরাসন্ধঃ) অচিন্তয়ৎ (চিন্তিতবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—রাজা জরাসন্ধ দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরাদি স্থানে ইঁহাদিগকে পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছেন, সম্প্রতি ইঁহাদের গম্ভীর কণ্ঠস্বরশ্রবণ ও সুদৃঢ় আকৃতি এবং ধনুর্জ্যাঘাতচিহ্নযুক্ত হস্তভাগ দর্শনে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিতে পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

রাজন্যবন্ধবো হ্যেতে ব্রহ্মলিঙ্গানি বিভ্রতি।
দদানি ভিক্ষিতং তেভ্য আত্মানমপি দুস্ত্যজম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—এতে হি (নিশ্চিতং) রাজন্যবন্ধবঃ (ক্ষত্রিয়া ভবন্তি, পরন্ত) ব্রহ্মলিঙ্গানি (ব্রাহ্মণচিহ্নানি) বিভ্রতি (কাপট্যেন ধারয়ন্তি, তথাপি) তেভ্যঃ ভিক্ষিতং (এতৈঃ প্রার্থিতং) দুস্ত্যজম্ আত্মানং (নিজদেহম্) অপি দদানি (দাস্যামি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ইঁহারা নিশ্চিতই ক্ষত্রিয়, পরন্ত কেবল-মাত্র কপটতা সহকারেই ব্রাহ্মণের চিহ্ন সমুদয় ধারণ করিতেছে। যাহা হৌক যদি ইহারা প্রার্থনা করে, তাহা হইলে ইহাদিগকে দুস্ত্যজ নিজ শরীরও প্রদান করিব ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—জ্যাহতৈর্জ্যাঘাতকঠোরীকৃতৈঃ। রাজন্য-বন্ধূন্ বিপ্রবেশেন যাচকীভূতত্বান্নিকৃষ্টক্ষত্রিয়ান্, দৃষ্ট-পূর্ব্বান্ দ্রৌপদীস্বয়ম্বরাদিষু ॥ ২২-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জরাসন্ধ ভাবিলেন ইহারা ক্ষত্রিয়াধম, ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষাকারী হইয়া নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়, ধনুকের ছিলার আঘাতে হস্তভাগ কঠোর হইয়াছে দেখিলেন এবং দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর আদি কালে পূর্ব্বে যেন দেখিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

বলের্নু শ্রূয়তে কীর্ত্তির্বিততা দিক্ষ্বকল্মষা।
ঐশ্বর্য্যাদ্ভ্রংশিতস্যাপি বিপ্রব্যাজেন বিষ্ণুনা ॥ ২৪ ॥

শ্রিয়ং জিহীর্ষতেন্দ্রস্য বিষ্ণবে দ্বিজরূপিণে।
জানন্নপি মহীং প্রাদাদ্বার্য্যমাণোঽপি দৈত্যরাট্ ॥২৫

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রস্য শ্রিয়ং (রাজ্যলক্ষ্মীং) জিহীর্ষতা (আহর্ত্তুমিচ্ছতা) বিপ্রব্যাজেন (ব্রাহ্মণছদ্মনা) বিষ্ণুনা (বামনরূপেণ হরিণা) ঐশ্বর্য্যাৎ (রাজ্যাৎ) ভ্রংশিতস্য (ত্যাজিতস্য) অপি বলেঃ (দৈত্যরাজস্য) দিক্ষু বিততা (বিস্তৃতা) অকল্মষা (বিমলা) কীর্ত্তিঃ (যশঃ) ন শ্রূয়তে (অস্মাভিরাকর্ণ্যতে সঃ) দৈত্য-রাট্ বার্য্যমাণঃ অপি (শুক্রাচার্য্যেণ দানাৎ নিবার্য্য-মানোঽপি) জানন্ অপি (বামনাকৃতিং ব্রাহ্মণবটুং বিষ্ণুত্বেন জানন্ অপি) দ্বিজরূপিণে (ব্রাহ্মণবেশ ধারিণে) বিষ্ণবে মহীং (পৃথিবীং) প্রাদাৎ (দত্তবান্) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রের রাজ্যলক্ষ্মী উদ্ধারার্থ বিপ্রবেশ-ধারী বামনাবতার শ্রীহরি বলিরাজকে রাজ্য হইতে চ্যুত করিলেও উক্ত দৈত্যরাজের দিঙ্মণ্ডল বিস্তৃত বিমল যশঃ এখনও আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তিনি বামনাকৃতি ব্রাহ্মণ বালককে বিষ্ণু-রূপে অবগত হইয়া এবং শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক নিষেধ-প্রাপ্ত হইয়াও বিপ্ররূপী বিষ্ণুকে পৃথিবী দান করিয়া-ছিলেন ॥ ২৪-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি কপটিভ্য এতেভ্যঃ কিং ভিক্ষিতদানেন তত্রাহ,—বলেরিতি। বিপ্রব্যাজেন কপটিবিপ্রেণেত্যর্থঃ। অহো নেতি পাঠেন শ্রূয়তে কিম্ অপি তু শ্রূয়ত এব, ইন্দ্রস্যেতি বলেরিত্যস্য বিশেষণম্। ততশ্চ বিষ্ণবে বিষ্ণুরিতি জানন্নপি শুক্রেণ বার্য্যমাণেঽপি ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন কপট বেশধারী ইহাদিগকে ভিক্ষাদান করিয়া কি ফল? তাহার উত্তরে ভাবিলেন—ব্রাহ্মণবেশে অর্থাৎ কপট বিপ্রবেশে আগত বামনদেবকে বলি মহারাজ দান করিয়া সকল-দিগে তার যশ বিস্তার করিয়াছেন। ইন্দ্র এই পদটি বলি মহারাজের বিশেষণ, তাহা হইলে বামনদেবকে বিষ্ণুরূপী ভগবান জানিয়াও শুক্রাচার্য্য নিষেধ করিলেও দান করিয়াছিলেন ॥ ২৪-২৫ ॥

জীবতা ব্রাহ্মণার্থায় কো ন্বর্থঃ ক্ষত্রবন্ধুনা।
দেহেন পতমানেন নেহতা বিপুলং যশঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—পতমানেন (পততা) দেহেন ব্রাহ্মণার্থায় (ব্রাহ্মণস্যাভীষ্টং সম্পাদয়িতুং) বিপুলং (প্রভূতাং) যশঃ (কীর্ত্তিং) ন ঈহতা (অনিচ্ছতা) জীবতা (প্রাণধারিণা ঈদৃশেন) ক্ষত্রবন্ধুনা (অধমক্ষত্রিয়েন) কঃ নু অর্থঃ (কিং প্রয়োজনং তাদৃশেনাকিঞ্চিৎকরেণ কিমপি প্রয়োজনং নাস্তি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যিনি পতনশীল দেহদ্বারা ব্রাহ্মণের অভীষ্ট সম্পাদনার্থ বিপুল যশঃ কামনা না করেন, তাদৃশ ক্ষত্রিয়াধমের প্রাণধারণে ফল কি ? ২৬ ॥

বিশ্বনাথ — পতমানেন পতনশীলেন দেহেন তাচ্ছীল্যে শানচ্। বিপুলং যশো ন ঈহতা নেহমানেন ক্ষত্রবন্ধুনা কোঽন্বর্থঃ ন কোঽপি এতাদৃশেন ক্ষত্রিয়াধমেন প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পতনশীল দেহ দ্বারা এইস্থলে তাচ্ছিল্য অর্থে শানচ-প্রত্যয়। বিপুল যশ না চাহিলেও এইরূপ অধম ক্ষত্রিয়ের কি প্রয়োজন ? অর্থাৎ প্রয়োজন নাই ॥ ২৬ ॥

ইত্যুদারমতিঃ প্রাহ কৃষ্ণার্জ্জুনবৃকোদরান্ ।
হে বিপ্রা ব্রিয়তাং কামো দদাম্যাত্মশিরোঽপি বঃ ॥২৭

অন্বয়ঃ—উদারমতিঃ (প্রশস্তবুদ্ধির্জরাসন্ধঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তং বিচিন্ত্য) কৃষ্ণার্জ্জুনবৃকোদরান্ প্রাহ (উবাচ) যে বিপ্রাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) কামঃ (যুষ্মাকং অভীষ্টং) ব্রিয়তাং (প্রার্থ্যতাং) বঃ (যুষ্মভ্যং অহং প্রার্থিতং চেৎ তদা) আত্মশিরঃ (স্বস্য মস্তকম্) অপি দদামি (দাস্যামি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ— উদারমতি জরাসন্ধ এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন এবং ভীমসেনকে বলিলেন, —হে বিপ্রগণ, আপনাদের অভীষ্ট প্রার্থনা করুন্। আপনারা যদি মদীয় মস্তক প্রার্থনা করেন তাহা হইলে আমি উহাও প্রদান করিতে সম্মত আছি ॥২৭॥

শ্রীভগবানুবাচ—

যুদ্ধং নো দেহি রাজেন্দ্র দ্বন্দ্বশো যদি মন্যসে ।
যুদ্ধার্থিনো বয়ং প্রাপ্তা রাজন্যা নান্যকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) রাজেন্দ্র, (নৃপোত্তম) রাজন্যাঃ (ক্ষত্রিয়াঃ) বয়ং যুদ্ধার্থিনঃ (তব সমীপে যুদ্ধপ্রার্থিনঃ সন্তঃ) প্রাপ্তাঃ (সমাগতাঃ) অন্যকাঙ্ক্ষিণঃ (ধনাদীতরবস্তু প্রার্থিনঃ) ন (ন ভবামঃ অতঃ) যদি মন্যসে (অস্মাকং প্রার্থনাপূরণং যুক্তং মন্যসে তদা) নঃ (অস্মভ্যং) দ্বন্দ্বশঃ (দ্বন্দ্বভাবেন) যুদ্ধং (বাহুযুদ্ধমিত্যর্থঃ) দেহি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ —শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র, আমরা ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধাভিলাষে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, এতদ্ব্যতীত আমরা অন্য কোন বিষয় কামনা করি না। অতএব যদি আমাদের প্রার্থনা পূরণ সঙ্গত মনে হয়, তাহা হইলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর ।। ২৮ ॥

অসৌ বৃকোদরঃ পার্থস্তস্য ভ্রাতার্জ্জুনো হ্যয়ম্ ।
অনয়োর্মাতুলেয়ং মাং কৃষ্ণং জানীহি তে রিপুম্ ॥২৯

অন্বয়ঃ—অসৌ পার্থঃ (পৃথায়াঃ কুন্তীদেব্যাঃ পুত্রঃ) বৃ.কোদরঃ (ভীমো ভবতি) অয়ং হি (নূনং) তস্য (বৃকোদরস্য) ভ্রাতা অর্জ্জুনঃ (ভবতি) অনয়োঃ (ভীমার্জ্জুনয়োঃ) মাতুলেয়ং (মাতুলপুত্রং) মাং তে (তব) রিপুং (শত্রুং) কৃষ্ণ জানীহি (বিদ্ধি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ইনি কুন্তীপুত্র ভীমসেন, ইনি তদীয় ভ্রাতা অর্জ্জুন এবং আমাকে তোমার শত্রু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিবে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি এবং নিশ্চিত্য ॥ ২৭-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইতি অর্থাৎ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জরাসন্ধ ॥ ২৭-২৯ ॥

এবমাবেদিতো রাজা জহাসোচ্চৈঃ স্ম মাগধঃ ।
আহ চামর্ষিতো মন্দা যুদ্ধং তর্হি দদামি বঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—(ভগবতা) এবং (পূর্ব্বোক্তবাক্যম্) আবেদিতঃ (বিজ্ঞাপিতঃ) রাজা মাগধঃ (জরাসন্ধঃ) উচ্চৈঃ (উচ্চস্বরেণ) জহাস স্ম (হাস্যং কৃতবান্) অমর্ষিতঃ (অসহিষ্ণু সন্) আহ চ (উবাচ হে) মন্দাঃ, (মূঢ়াঃ) তর্হি (যদি যুদ্ধমেব প্রার্থনীয়ং তদা) বঃ (যুষ্মভ্যং) যুদ্ধং দদামি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ এরূপ বিজ্ঞাপিত করিলে

রাজা জরাসন্ধ উচ্চহাস্য করিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিল, —হে মূঢ়গণ, যদি যুদ্ধই তোমাদের প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে আমি তাহাই প্রদান করিব ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—জহাসেতি। ব্রহ্মবেশরূপদৈন্যেনান্তঃ-সন্তোষাৎ। মন্দা ইতি। হে দুর্ব্বলা, যুদ্ধপরিশ্রমেণালং মচ্ছির এব কথং ন গৃহ্ণীতেতি ভাবঃ। যাচক-বিপ্রবেশধারণাদেব যুষ্মাকং শৌর্য্যম্ অন্তর্ভূতমেব তদপি যদি তন্ন জিহাসথ তর্হি যুদ্ধং দদামি। অমন্দা ইত্যর্থস্তু বাগ্দেব্যাঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণবেশরূপ দৈন্যদ্বারা জরাসন্ধের অন্তঃকরণে সন্তোষ হেতু জরাসন্ধ উচ্চ-হাস্য করিলেন। মন্দ অর্থাৎ হে দুর্ব্বলগণ! যুদ্ধ পরিশ্রমে কি প্রয়োজন? আমার মস্তকই কেন গ্রহণ করিতেছ না? যাচক বিপ্রবেশধারণ করায় তোমা-দের বীরত্ব আছে মাত্র, তাহাও যদি না ত্যাগ কর, তাহা হইলে যুদ্ধ দান করিতেছি। মন্দ—এইস্থলে অমন্দ এইরূপ অর্থ সরস্বতীদেবী গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

ন ত্বয়া ভীরুণা যোৎস্যে যুধি বিক্লবচেতসা।
মথুরাং স্বপুরীং ত্যক্ত্বা সমুদ্রং শরণং গতঃ ॥ ৩১॥

অন্বয়ঃ—(হে কৃষ্ণ, ত্বং) স্বপুরীং (নিজরাজ-ধানীং) মথুরাং ত্যক্ত্বা (মদ্ভয়েন পরিত্যজ্য) সমুদ্রং শরণম্ (আশ্রয়ং) গতঃ (প্রাপ্তোঽসি অতঃ) যুধি (যুদ্ধে) বিক্লবচেতসা (কাতরচিত্তেন) ভীরুণা ত্বয়া (সহ) ন যোৎস্যে (যুদ্ধং ন করিষ্যামি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, তুমি নিজ মথুরাপুরী পরি-ত্যাগপূর্ব্বক আমার ভয়ে সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করি-য়াছ, অতএব তোমার ন্যায় যুদ্ধকাতর এবং ভীরু ব্যক্তির সহিত আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি ॥৩১॥

অয়ন্তু বয়সাতুল্যো নাতিসত্ত্বো ন মে সমঃ।
অর্জ্জুনো ন ভবেদ্‌যোদ্ধা ভীমস্তুল্যবলো মম ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—অয়ং অর্জ্জুনঃ তু বয়সা অতুল্যঃ (অসমঃ তথা) নাতিসত্ত্বঃ (অনতিবলশ্চ তথা দেহেন) মে (মম) সমঃ (তুল্যঃ) ন (ন ভবতি অতঃ) যোদ্ধা (যুদ্ধক্ষমঃ) ন ভবেৎ ভীমঃ মম তুল্য বলঃ (সমবলঃ, অতঃ স যোদ্ধা ভবেৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এই অর্জ্জুনও অল্প বলশালী এবং বয়স ও শরীরে আমার তুল্য নহে, অতএব ইহাকেও যুদ্ধক্ষম মনে করি না। একমাত্র ভীমসেনই আমার তুল্যবলশালী যোদ্ধা বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অভীরুণা মহাবলবতা ত্বয়া সহ যুধি বিক্লবেন বিহ্বলেন চেতসা যুক্তোঽহঃ ন যোৎস্যে স্বপুরীমপি ত্যক্ত্বা স্বেচ্ছয়ৈব সমুদ্রং শরণং স্বগৃহং গত ইতি বাস্তবোঽর্থঃ ॥ ৩২-৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিতে-ছেন—ভয়হীন মহাবলবান তোমার সহিত যুদ্ধে বিহ্বলচিত্ত হইয়াছি, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না। নিজপুরী মথুরাও ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায়ই সমুদ্রমধ্যে নিজগৃহে গিয়াছি। ইহাই বাস্তব অর্থ ॥ ৩১-৩২ ॥

ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনায় প্রাদায় মহতীং গদাম্।
দ্বিতীয়াং স্বয়মাদায় নির্জ্জগাম পুরাদ্বহিঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) ইতি উক্ত্বা ভীমসেনায় মহতীং গদাং প্রাদায় (যুদ্ধার্থং দত্ত্বা) স্বয়ং দ্বিতীয়াম্ (অপরাং গদাম্) আদায় (গৃহীত্বা) পুরাৎ (নগরাৎ) বহিঃ (বহির্ভাগং) নির্জ্জগাম (নির্গতবান্) ॥৩৩॥

অনুবাদ—জরাসন্ধ এইরূপ বলিয়া ভীমসেনকে এক বিশাল গদা প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং অপর গদা গ্রহণ করিয়া নগরের বহির্ভাগে গমন করিল ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—মহতীমিত্যাতিথেন্তব তুষ্টির্মদপেক্ষ-ণীয়েতি বৃহতীং ত্বং গৃহাণ মম তু যথা গদয়াপি যুদ্ধং সেৎস্যতীতি গূঢ়গর্ব্বব্যঞ্জিকা তস্যোক্তিরভূদিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জরাসন্ধ বিশালগদা ভীমের হস্তে দিয়া বলিতেছেন—তুমি অতিথি তোমাকে তুষ্ট-করা আমার কার্য্য অতএব মহাগদাখানা তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু আমার যেমন তেমন গদাদ্বারাও যুদ্ধ চলিবে—ইহা জরাসন্ধের অন্তরে গর্ব্ব প্রকাশিকা তাহার উক্তি হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

ততঃ সমেখলে বীরৌ সংযুক্তাবিতরেতরম্ ।
জঘ্নতুর্বজ্রকল্পাভ্যাং গদাভ্যাং রণদুর্ম্মদৌ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) সমেখলে (যুদ্ধাঙ্গনে) সংযুক্তৌ (মিলিতৌ) রণদুর্ম্মদৌ (রণে দুর্ম্মদো দুরভিমানৌ) বীরৌ (ভীম-জরাসন্ধৌ) বজ্রকল্পাভ্যাং (বজ্রতুল্যাভ্যাং সুদৃঢ়াভ্যাং) গদাভ্যাং ইতরেতরং (পরস্পরং) জঘ্নতুঃ (প্রহৃতবন্তৌ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মিলিত রণদুর্ম্মদ বীরদ্বয় বজ্রতুল্য সুদৃঢ় গদাদ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—সমেখলে যুদ্ধাঙ্গনে ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমেখলে বেষ্টনযুক্ত গদা-যুদ্ধের অঙ্গনে ॥ ৩৪ ॥

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি সব্যং দক্ষিণমেব চ ।
চরতোঃ শুশুভে যুদ্ধং নটয়োরিব রঙ্গিণোঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—বিচিত্রানি মণ্ডলানি (গদাযুদ্ধগতিভেদান্ কৃত্বা) সব্যং দক্ষিণং এব চ (সব্যং দক্ষিণঞ্চ যথা ভবতি তথা) চরতোঃ (ভ্রমতোঃ উভয়োঃ) রঙ্গিণোঃ (রঙ্গগতয়োঃ) নটয়োঃ ইব (নির্ভয়ত্বেন কৃতং) যুদ্ধং শুশুভে (শোভিতং বভূব) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—রঙ্গক্ষেত্রগত নটযুগলের ন্যায় তাহারা দুইজনে মণ্ডলাকারে বামে ও দক্ষিণে পরিভ্রমণ সহকারে নির্ভয়ে অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—মণ্ডলানি গদাযুদ্ধগতিভেদান্ সব্যং দক্ষিণঞ্চ যথা স্যাত্তথা নটয়োরিতি নির্ভয়ত্বেন সদা শাস্ত্রবিচক্ষণত্বেন চোপমা ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মণ্ডলসমূহ গদাযুদ্ধের গতিভেদরূপ বামে ও ডাইনে যেমন নাট্যকারদ্বয়ের গমনভঙ্গী সেইরূপ নির্ভয় হেতু সর্ব্বদা যুদ্ধশাস্ত্র বিচক্ষণরূপে উপমা ॥ ৩৫ ॥

ততশ্চটচটাশব্দো বজ্রনিষ্পেষসন্নিভঃ ।
গদয়োঃ ক্ষিপ্তয়ো রাজন্ দন্তয়োরিব দন্তিনোঃ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, ততঃ (অনন্তরং) দন্তিনোঃ (যুদ্ধরতমাতঙ্গয়োঃ পরস্পরং ক্ষিপ্তয়োঃ) দন্তয়োঃ ইব (পরস্পরং) ক্ষিপ্তয়োঃ গদয়োঃ বজ্রনিষ্পেষসন্নিভঃ (বজ্রনির্ঘাততুল্যঃ) চটচটাশব্দঃ (চটচটা ইত্যাকারঃ অব্যক্তো মহান্ ধ্বনির্জাতঃ) ॥৩৬॥

অনুবাদ—হে রাজন্, রণমত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের দন্তসংঘর্ষের ন্যায় উক্ত বীরযুগলের পরস্পরের প্রতি ক্ষিপ্ত গদাদ্বয়ের সংঘর্ষে বজ্রনির্ঘাততুল্য তুমুল চটচটা ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—চটচটেতি গদয়োঃ পরস্পরাঘাতশব্দানুকরণম্ । বজ্রস্য নিষ্পেষঃ পাতস্তৎসদৃশঃ । যুধ্যমানয়োর্দন্তিনোর্দন্তাঘাতশব্দ ইব শুশুভে ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চট চট এইরূপ গদাদ্বয়ের পরস্পর আঘাত জনিত শব্দের অনুকরণ, যেমন বজ্রপাতের অনুরূপ শব্দ, মহামত্ত হস্তীদ্বয়ের যুদ্ধকালে দন্তের আঘাতের ন্যায় শব্দ করিয়া শোভা পাইতেছিল ॥ ৩৬ ॥

তে বৈ গদে ভুজজবেন নিপাত্যমানে
অন্যোন্যতোঽংসকটিপাদকরোরুজত্রুম্ ।
চূর্ণীবভূবতুরুপেত্য যথার্কশাখে
সংযুধ্যতোর্দ্বিরদয়োরিব দীপ্তমন্ব্যোঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(তয়োঃ) ভুজজবেন (বাহুবেগেন) নিপাত্যমানে (নিক্ষিপ্যমানে) তে গদে (গদাদ্বয়ং) বৈ (খলু) অন্যোন্যতঃ (পরস্পরম্) অংসকটিপাদকরোরুজত্রুম্ (অংসাদীনি স্থানানি) উপেত্য (প্রাপ্য) দীপ্তমন্বোঃ (প্রবৃদ্ধক্রোধয়োঃ) সংযুধ্যতোঃ (যুদ্ধরতয়োঃ) দ্বিরদয়োঃ (হস্তিনোঃ) অর্কশাখে ইব (যুদ্ধার্থং গৃহীতং অর্কশাখাদ্বয়ং যথা চূর্ণীভবতঃ তদ্বৎ) যথা (যথাবৎ) চূর্ণীবভূবতুঃ (চূর্ণিতৌ জাতৌ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অতিক্রুদ্ধ, যুদ্ধরত হস্তিদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি প্রহারার্থ নিক্ষিপ্ত অর্কবৃক্ষ শাখাযুগল যেরূপ ভগ্ন হইয়া যায়, সেইরূপ বীরযুগল-কর্ত্তৃক বাহু বেগে পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত গদাদ্বয় বাহুমূল, কটি, পাদ, হস্ত, উরু, এবং জত্রুদেশে সংলগ্ন হইয়া চূর্ণীভূত হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তে গদে অংসকট্যাদীনুপেত্য চূর্ণীবভূবতুঃ । দীপ্তমন্ব্যোরুচ্ছীপ্তকোপয়োঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই গদাদ্বয় ভীম ও জরাসন্ধের কখন স্কন্ধে কখন কটিতে আঘাত করিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। উভয়ের উদ্দীপ্ত ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

ইত্থং তয়োঃ প্রহতয়োর্গদয়োর্নৃবীরৌ
ক্রুদ্ধৌ স্বমুষ্টিভিরয়ঃস্পরশৈরপিষ্টাম্।
শব্দস্তয়োঃ প্রহরতোরিভয়োরিবাসী-
ন্নির্ঘাতবজ্রপরুষস্তলতাড়নোত্থঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—ইত্থম্ (অনেন ক্রমেণ) তয়োঃ গদয়োঃ প্রহতয়োঃ (বিনষ্টয়োঃ সত্যোঃ) ক্রুদ্ধৌ নৃবীরৌ (ভীমজরাসন্ধৌ) অয়ঃস্পরশৈঃ (অয়ঃস্পর্শৈঃ লৌহস্পর্শৈঃ) স্বমুষ্টিভিঃ অপিষ্টাং (পরস্পরং চূর্ণীচক্রতুঃ) প্রহরতোঃ (পরস্পরং প্রহারশীলয়োঃ) ইভয়োঃ (হস্তিনোঃ) ইব তয়োঃ (বীরয়োঃ) তলতাড়নোত্থঃ (করতল প্রহারজনিতঃ) নির্ঘাতবজ্রপরুষঃ (বজ্রসংঘর্ষজনিতশব্দসদৃশঃ পরুষঃ কর্কশঃ) শব্দঃ আসীৎ (বভূব) ৩৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপে গদাদ্বয় বিনষ্ট হইলে ক্রুদ্ধ বীরদ্বয় লৌহস্পর্শ মুষ্টিদ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। তৎকালে প্রহারশীল হস্তিযুগলের ন্যায় উভয়ের করতল প্রহারজন্য বজ্রসংঘর্ষ শব্দতুল্য কর্কশ শব্দ উত্থিত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—গদয়োঃ প্রহতয়োঃ সতোরপিষ্টাং পরস্পরং চূর্ণীচক্রতুঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উভয়ের গদাদ্বয়ের প্রহারদ্বারা গদা নষ্ট হইলে পরস্পর মুষ্টি আঘাতদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮-৪১ ॥

তয়োরেবং প্রহরতোঃ সমশিক্ষাবলৌজসোঃ।
নির্ব্বিশেষমভূদ্‌যুদ্ধমক্ষীণজবয়োর্নৃপ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, এবং প্রহরতোঃ (পরস্পরং প্রহারশীলয়োঃ তথাপি) অক্ষীণজবয়োঃ (অনষ্টবেগয়োঃ) সমশিক্ষাবলৌজসোঃ (শিক্ষা অভ্যাসঃ, বলং সত্ত্বং ওজঃ প্রভাবঃ সমানি তানি যয়োঃ তয়োঃ) তয়োঃ (ভীম-জরাসন্ধয়োঃ) নির্ব্বিশেষং (তুল্যং) যুদ্ধং অভূৎ (জাতম্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! শিক্ষা, বল ও প্রভাবে সমভাবসম্পন্ন এবং পরস্পর প্রহারশীল বীরযুগলের মধ্যে এইরূপে তুল্য যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ॥৩৯॥

(এবং তয়োর্মহারাজ যুধ্যতোঃ সপ্তবিংশতিঃ।
দিনানি নিরগংস্তত্র সুহৃদ্বন্নিশি তিষ্ঠতোঃ ॥
একদা মাতুলেয়ং বৈ প্রাহ রাজন্ বৃকোদরঃ।
ন শক্তোঽহং জরাসন্ধং নির্জ্জেতুং যুধি মাধব ॥)
শত্রোর্জন্মমৃতী বিদ্বান্ জীবিতঞ্চ জরাকৃতম্।
পার্থমাপ্যায়য়ন্ স্বেন তেজসাচিন্তয়দ্ধরিঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—শত্রোঃ (জরাসন্ধস্য) জন্মমৃতী (জন্ম-শকলরূপং মৃতিঃ পুনঃ শকলীভাবঃ তে তথা) জরাকৃতং (জরানাম রাক্ষসী তৎ কৃতং) জীবিতং চ বিদ্বান্ (জানন্) হরিঃ স্বেন (স্বকীয়েন) তেজসা (প্রভাবেন) পার্থং (ভীমম্) আপ্যায়য়ন্ (বর্দ্ধয়ন্) অচিন্তয়ৎ (কথমসৌ শকলীভবেদিতি চিন্তিতবান্) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জরাসন্ধের জন্ম, মৃত্যু এবং জীবনতত্ত্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে স্বকীয় তেজ দ্বারা অভিবর্দ্ধিত করিয়া শত্রুবধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

সঞ্চিন্ত্যারিবধোপায়ং ভীমস্যামোঘদর্শনঃ।
দর্শয়ামাস বিটপং পাটয়ন্নিব সংজ্ঞয়া ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(অনন্তরং সঃ) অমোঘদর্শনঃ (অব্যর্থদৃষ্টিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) অরিবধোপায়ং (শত্রুনিধনপ্রকারং) সঞ্চিন্ত্য (সম্যক্ চিন্তয়িত্বা) বিটপং (শাখাং) পাটয়ন্ ইব (করেণ কাঞ্চিদ্ বৃক্ষশাখাং গৃহীত্বা হরিঃ যথাহং বিটপং পাটয়ামি তথা ত্বমেনং বিপাটয় ইতি) সংজ্ঞয়া (সঙ্কেতেন) ভীমস্য (সমীপে উপায়ং) দর্শয়ামাস (প্রদর্শিতবান্) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর অমোঘদৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণ সম্যগ্‌ভাবে শত্রুবধের উপায় চিন্তা করিয়া একটী বৃক্ষশাখার বিদারণ সঙ্কেতে ভীমকে উপায় প্রদর্শন করিলেন ॥৪১

তদ্বিজ্ঞায় মহাসত্ত্বো ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ।
গৃহীত্বা পাদয়োঃ শত্রুং পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—প্রহরতাং বরঃ (প্রহারকর্ত্তৃণাং শ্রেষ্ঠঃ) মহাসত্ত্বঃ (মহাবলঃ) ভীমঃ তৎ (হরিকৃতং সঙ্কেতং) বিজ্ঞায় (অর্থতো জ্ঞাত্বা) শত্রুং (জরাসন্ধং) পাদয়োঃ (পাদদ্বয়ে) গৃহীত্বা (ধৃত্বা) ভূতলে পাতয়ামাস (নিপাতিতবান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—প্রহারশীলগণের মধ্যে প্রধান পুরুষ ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণকৃত সঙ্কেতের অর্থ জ্ঞাত হইয়া জরাসন্ধকে পদদ্বয়ে ধারণপূর্ব্বক ভূপাতিত করিলেন ॥৪২॥

বিশ্বনাথ—জন্ম শকলরূপং মৃতিঃ পুনঃ শকলীভাবঃ। জরা নাম রাক্ষসী তৎকৃতং জীবিতং চ তয়োরেকীভাবং বিদ্বান্ জানন্ পার্থং ভীমং স্বতেজসৈব প্রবলীকুর্ব্বন্ হরিরচিন্তয়ৎ কথমস্য শকলীভাবং ভীমো জনীয়াদিতি ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে সাতাইশদিন যুদ্ধ গত হইলে পর কৃষ্ণ ও ভীম একত্র অবস্থান কালে, ভীম বলিল আমি জরাসন্ধকে জয় করিতে পারিব না। শত্রুর জন্মমৃত্যু রহস্য জ্ঞাতা শ্রীহরি জরাসন্ধের জন্মমৃত্যুর রহস্য জানেন, তিনি ভীমকে শক্তি সঞ্চার করিয়া পরদিন যুদ্ধে পাঠাইলেন। জরাসন্ধের জন্ম জরানাম্নী রাক্ষসী শ্মশানে পরিত্যক্ত জরাসন্ধের দুইখণ্ডদেহকে সংযোগ করিয়া বাঁচাইয়াছিল। অতএব তাহা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে কি করিয়া ইহা জানাইবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

একং পাদং পরাক্রম্য দোর্ভ্যামন্যং প্রগৃহ্য সঃ।
গুদতঃ পাটয়ামাস শাখামিব মহাগজঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) মহাগজঃ শাখাং ইব (যথা শাখাং বিপাটয়তি তথা) সঃ পদা (স্বস্য পদেন জরাসন্ধস্য) একং পাদং আক্রম্য (নিপীড্য) দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাম্) অন্যং (পাদান্তরং) প্রগৃহ্য (ধৃত্বা) গুদতঃ (গুদমারভ্য উর্দ্ধভাগে) পাটয়ামাস (খণ্ডিতবান্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মত্তহস্তী যেরূপ বৃক্ষশাখাকে বিপাটিত করে সেইরূপ ভীমসেনও নিজপদদ্বারা জরাসন্ধের একপদে আক্রমণপূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা অন্য পদ ধারণ করিয়া গুহ্যদেশ হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে বিদারিত করিলেন ॥ ৪৩ ॥

একপাদোরুবৃষণ-কটিপৃষ্ঠস্তনাংসকে।
একবাহ্বক্ষিভ্রূকর্ণে শকলে দদৃশুঃ প্রজাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) প্রজাঃ (জনাঃ) একপাদোরুবৃষণকটিপৃষ্ঠস্তনাংসকে (একঃ পাদঃ উরুঃ বৃষণঃ কটিঃ পৃষ্ঠং স্তনঃ অংসকঃ বাহুমূলঞ্চ যয়োঃ তে তথা) একবাহ্বক্ষিভ্রূকর্ণে (একঃ বাহুঃ অক্ষি ভ্রূঃ কর্ণশ্চ যয়োঃ তে তাদৃশে) শকলে (খণ্ডদ্বয়ং) দদৃশুঃ (অবলোকয়ামাসুঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তখন প্রজাগণ একপদ, উরু, বৃষণ, কটি, পৃষ্ঠ, স্তন, বাহুমূল, বাহু, চক্ষু, ভ্রু এবং কর্ণবিশিষ্ট খণ্ডদ্বয় দর্শন করিল ॥ ৪৪ ॥

হাহাকারো মহানাসীন্নিহতে মগধেশ্বরে।
পূজয়ামাসতুর্ভীমং পরিরভ্য জয়াচ্যুতৌ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—মগধেশ্বরে (জরাসন্ধে) নিহত (সতি) মহান্ (তুমুলঃ) হাহাকারঃ (প্রজানাং তদাত্মজানাঞ্চ শোকশব্দঃ) আসীৎ (অভূৎ) জয়াচ্যুতৌ (কৃষ্ণার্জ্জুনৌ) ভীমং পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) পূজয়ামাসতুঃ (পূজিতবন্তৌ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ— এইরূপে জরাসন্ধ নিহত হইলে তদীয় প্রজা ও আত্মীয়গণের মধ্যে তুমুল হাহাকার উত্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভীমসেনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পূজা করিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিটপঃ শাখাং করে গৃহীত্বা হরির্ভীমস্য নেত্রগোচরীভূতঃ সন্ যথাহং বিটপং পাটয়ামি তথা-ত্বমপীমং পাটয়েতি সংজ্ঞয়া সঙ্কেতেনৈব। ইবেত্যো-বার্থে ॥ ৪৩-৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরদিন যুদ্ধকালে শ্রীহরি ভীমের দৃষ্টিগোচর হইয়া একটি বৃক্ষের শাখা লইয়া, আমি যেমন ইহাকে দুইভাগ করিতেছি তুমিও সেই রূপ উহাকে দুইভাগ করিয়া ফেল—এইরূপ সংকেত দ্বারা দেখাইলেন ॥ ৪৩-৪৫ ॥

সহদেবং তত্তনয়ং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
অভ্যষিঞ্চদমেয়াত্মা মগধানাং পতিং প্রভুঃ।
মোচয়ামাস রাজন্যান্ সংরুদ্ধা মাগধেন যে ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধেজরাসন্ধবধো নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২॥

অন্বয়ঃ—ভূতভাবনঃ (ভূতপালকঃ) প্রভুঃ অমেয়াত্মা (অনির্দ্ধার্য্যস্বরূপঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্তনয়ং (জরাসন্ধসুতং) সহদেবং মগধানাং (মগধরাজ্যস্য) পতিং (পতিত্বেন) অভ্যষিঞ্চৎ (অভিষিক্তবান্ তথা) যে (রাজন্যাঃ) মাগধেন (জরাসন্ধেন) সংরুদ্ধাঃ (কারায়াং বদ্ধাঃ তান্) রাজন্যান্ (ক্ষত্রিয়নৃপতীন্) মোচয়ামাস (বন্ধনান্মোচিতবান্) ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—নিখিল ভূতপালক অপ্রমেয়স্বরূপ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধরাজ্যের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করিয়া জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আবদ্ধ রাজগণকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—একৈকঃ পাদাদির্যয়োস্তে শকলে ॥৪৬॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অত্র দ্বিসপ্ততিতমো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভূমিতে ফেলিয়া জরাসন্ধের এক পায়ের উপর দুইপা চাপিয়া আর এক পাদে উপরের দিকে উঠাইলেপর দুইখণ্ড পৃথক্ হইয়া গেল ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দশমে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অযুতে দ্বে শতান্যষ্টৌ নিরুদ্ধা যুধি নির্জ্জিতাঃ।
তে নির্গতা গিরিদ্রোণ্যাং মলিনা মলবাসসঃ ॥ ১ ॥
ক্ষুৎক্ষামাঃ শুষ্কবদনাঃ সংরোধপরিকর্শিতাঃ।
দদৃশুস্তে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ২ ॥
শ্রীবৎসাঙ্কং চতুর্বাহুং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥
পদ্মহস্তং গদাশঙ্খরথাঙ্গৈরুপলক্ষিতম্।
কিরীটহারকটক কটিসূত্রাঙ্গদাঞ্চিতম্ ॥ ৪ ॥
ভ্রাজদ্বরমণিগ্রীবং নিবীতং বনমালয়া।
পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া ॥ ৫ ॥
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং রম্ভন্ত ইব বাহুভিঃ।
প্রণেমুর্হতপাপ্মানো মূর্দ্ধভিঃ পাদয়োর্হরেঃ ॥ ৬ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের রাজগণকে মোচনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে রাজযোগ্য ভোগাদি প্রদান এবং কৃপাপূর্ব্বক নিজরূপ প্রদর্শন বর্ণিত হইয়াছে।

জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আবদ্ধ বিংশতিসহস্র অষ্টশত সংখ্যক নৃপতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মুক্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি সহকারে স্তুতিবাক্যে বলিতে লাগিলেন যে, জরাসন্ধ কর্ত্তৃক তাঁহাদের রাজ্যচ্যুতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছে বলিয়া তাঁহারা জরাসন্ধের প্রতি কোন দোষারোপ করেন না। নৃপতিগণ রাজ্যৈশ্বর্য্য-

মত্ত হইয়া স্বীয় কল্যাণমার্গের অনুসন্ধান করেন না, পরন্তু বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া অনিত্য ঐশ্বর্য্যকেই স্থির বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহার অলক্ষ্যগতি ও দুর্ল্লঙ্ঘ্য প্রভাবযুক্ত কাল-কর্ত্তৃক হতগর্ব্ব ও রাজ্য-ভ্রষ্ট হওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে-ছেন। এক্ষণে তাঁহারা স্বর্গাদি কামনা করেন না, কিন্তু যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের স্মৃতি বিলুপ্ত না হয়, তাহাই কেবল তাঁহাদের প্রার্থনা। এই বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবার আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্কল্প অতিশয় কল্যাণজনক, যেহেতু ঐশ্বর্য্য-মদজাত স্বেচ্ছাচারই উন্মত্ততার কারণ, পূর্ব্বকালে কার্ত্তবীর্য্য, নহুষ, বেণ, রাবণ প্রভৃতি নরপতিগণ সম্পদুদ্ভূত গর্ব্বহেতু নিজপদভ্রষ্ট হইয়াছে। অতএব তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণগতচিত্তে কৃষ্ণেতর পদার্থমাত্রকেই বিনশ্বর জানিয়া যজ্ঞাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন এবং সুখ-দুঃখে সমবুদ্ধি করিয়া নিয়মাবলম্বন সহকারে কালযাপন করিতে থাকিলে দেহান্তে তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ রাজগণকে স্নানাদি করাইয়া রাজযোগ্য মাল্য, চন্দন, বস্ত্রাদি এবং উত্তম ভোজ্য সহ সহদেবদ্বারা তাঁহাদের পূজা করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে মণিকাঞ্চনে বিভূষিত ও উত্তমাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করাইয়া স্ব-স্ব-রাজ্যে প্রেরণ করি-লেন। রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজরাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আদেশানু-সারে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সহদেব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভীমার্জ্জুন সহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট সম্যক্ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—যুধি নির্জ্জিতাঃ (যুদ্ধে জরাসন্ধেন পরাজিতাঃ) গিরিদ্রোণ্যাং (গিরি-ব্রজে) নিরুদ্ধাঃ (কারায়াং আবদ্ধাশ্চ যে) দ্বে অযুতে অষ্টৌ শতানি চ (অষ্টশতোত্তরবিংশতি-সহস্র-সংখ্যকা যে রাজান্ আসন্ ইতি শেষঃ) মলিনাঃ (মলিনবর্ণাঃ) মলবাসসঃ (মলিনবসনাঃ) ক্ষুৎক্ষামাঃ (ক্ষুধাক্ষীণাঃ) শুষ্কবদনাঃ (শুষ্কমুখাঃ) সংরোধ-পরিকর্শিতাঃ (সংরোধেন বন্ধনেন পরিকর্শিতাঃ অতি-কৃশতাং প্রাপ্তাঃ) তে (রাজানঃ) নির্গতাঃ (গিরি-দ্রোণ্যা বহির্গতাঃ সন্তঃ) ঘনশ্যামং (মেঘবচ্ছ্যামল-বর্ণং) পীতকৌশেয়বাসসং (পীতকৌশেয়বসনধারিণং) শ্রীবৎসাঙ্কং (শ্রীবৎসচিহ্নিতং) চতুর্ব্বাহুং (চতুর্ভুজং) পদ্মগর্ভারুণেক্ষণং (পদ্মগর্ভবৎ অরুণে লোহিতে ঈক্ষণে নেত্রে যস্য তং) চারুপ্রসন্নবদনং (চারু সুন্দরং প্রসন্নং প্রসাদগুণযুক্তং বদনং যস্য তং) স্ফুরন্মকর-কুণ্ডলং (স্ফুরন্তী দীপ্যমানে মকরাকারে কুণ্ডলে যস্য তং) পদ্মহস্তং গদাশঙ্খরথাঙ্গৈঃ (গদাশঙ্খচক্রৈশ্চ) উপলক্ষিতং (চিহ্নিতং) কিরীটহারকটক-কটিসূত্রাঙ্গ-দাঙ্কিতং (কিরীটপ্রভৃতিভির্ভূষণৈঃ অঙ্কিতং শোভিতং) ভ্রাজদ্বরমণিগ্রীবং (ভ্রাজন্ ভ্রাজমানো বরমণিঃ কৌস্তুভো যস্যা সা গ্রীবা যস্য তং) বনমালয়া নিবীতং (কণ্ঠলম্বিতয়া ব্যাপ্তং শ্রীকৃষ্ণং) দদৃশুঃ (অবলোকয়া-মাসুঃ অনন্তরং) হতপাপ্মানঃ (শ্রীকৃষ্ণদর্শনেন নিরস্ত-পাপাঃ তে) চক্ষুর্ভ্যাং পিবন্তঃ ইব (শ্রীকৃষ্ণরূপস্য পানং কুর্ব্বন্ত ইব) জিহ্বয়া লিহন্তঃ ইব (তদ্বিগ্রহস্য লেহনং কুর্ব্বন্ত ইব) নাসাভ্যাং (শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গসৌরভং) জিঘ্রন্তঃ ইব বাহুভিঃ (স্বীয়ভুজসমূহৈঃ) রম্ভন্তঃ ইহ (তদ্ বিগ্রহং পরিরম্ভমাণা ইব) মূর্দ্ধভিঃ (অবনত-মস্তকৈঃ) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদয়োঃ (পদযুগলে) প্রণেমুঃ (প্রণতা বভূবুঃ) ॥ ১-৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, জরাসন্ধকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও কারাগারে আবদ্ধ, মলিনবর্ণ, মলিনবসন, ক্ষুধাপীড়িত, শুষ্কবদন এবং বন্ধনহেতু কৃশত্বপ্রাপ্ত বিংশতিসহস্র অষ্টশত সংখ্যক নরপতি গিরিব্রজদুর্গ হইতে তৎকালে বহির্গত হইয়া মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ, পীতকৌশেয়বসনধারী, শ্রীবৎস-চিহ্নযুক্ত, চতুর্ভুজ, পদ্মকোশসদৃশ লোহিতলোচন, চারু প্রসন্নবদন, দীপ্যমান-মকরাকৃতি কুণ্ডলধারী, পদ্মহস্ত, শঙ্খ-চক্র-গদাচিহ্নিত, কিরীট, হার, কটক, কটিসূত্র ও বলয়ভূষিত, কণ্ঠদেশে সুশোভন কৌস্তুভ-মণিযুক্ত এবং গলদেশে বনমালাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা সকলে অবনত-মস্তকে ভগবানের পাদযুগলে প্রণাম করিলেন। তৎকালে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনহেতু নিষ্পাপ হইয়া নয়নযুগলদ্বারা যেন তদীয়রূপ পান করিতেছিলেন, জিহ্বা দ্বারা যেন তদীয় বিগ্রহ লেহন করিতেছিলেন,

নাসাদ্বারা যেন অঙ্গসৌরভ গ্রহণ করিতেছিলেন এবং বাহুদ্বারা যেন শ্রীবিগ্রহ আলিঙ্গন করিতেছিলেন ॥১-৬

বিশ্বনাথ—

ত্রিসপ্ততিতমে ভূপর্মোচিতৈর্বীক্ষিতঃ স্তুতঃ।
ভক্তিপ্রদো হরিঃ সন্তোষ্যৈতান্ পার্থপুরীমগাৎ ॥০

যে নির্জ্জিতা জরাসন্ধেন নিরুদ্ধাশ্চ তে গিরিদ্রোণ্যাঃ সকাশান্নির্গতাঃ। ভ্রাজন্ ভ্রাজমানো বরমণিঃ কৌস্তুভো যয়া সা গ্রীবা যস্য তং নিবীতং যুক্তম্। রম্ভন্তঃ পরিরম্ভমাণাঃ ॥ ১-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ে শ্রীহরি জরাসন্ধবদ্ধরাজগণকে মোচন করিলে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন করিয়া স্তব করিলেন। ভক্তিপ্রদাতা শ্রীহরি ঐ রাজগণকে সন্তুষ্ট করিয়া যুধিষ্ঠিরের পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ০ ॥

যে রাজগণকে জরাসন্ধ জয় করিয়া আবদ্ধ রাখিয়াছিল; তাহারা গিরিদ্রোণী হইতে বহির্গত হইয়া কৌস্তুভমণি যাহার গলদেশে দীপ্তিমান সেই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনাদি দ্বারা আনন্দিত হইয়াছিল ॥১-৬॥

কৃষ্ণসন্দর্শনাহলাদ-ধ্বস্তসংরোধনক্লমাঃ।
প্রশশংসুর্হৃষীকেশং গীর্ভিঃ প্রাঞ্জলয়ো নৃপাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণসন্দর্শনাহলাদ-ধ্বস্তসংরোধনক্লমাঃ (কৃষ্ণস্য সন্দর্শনজনিতেন আহলাদেন ধ্বস্তা বিনষ্টাঃ সংরোধনক্লমাঃ কারাবন্ধনক্লেশা যেষাং তে) নৃপাঃ (রাজানঃ) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলয়ঃ সন্তঃ) গীর্ভিঃ (বাক্যৈঃ) হৃষীকেশং (শ্রীকৃষ্ণং) প্রশশংসুঃ (তুষ্টুবুঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আহলাদনিবন্ধন কারাবন্ধনক্লেশ বিনষ্ট হইলে নৃপতিগণ কৃতাঞ্জলি সহকারে স্তুতিবাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

রাজান উচুঃ—

নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্ত্তিহরাব্যয়।
প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ নির্ব্বিণ্ণান্ ঘোরসংসৃতেঃ ॥৮

অন্বয়ঃ—রাজানঃ উচুঃ (কৃষ্ণমুদ্দিশ্য উক্তবন্তঃ হে) দেবদেবেশ, (দেব-দেবানাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশ, প্রভো,) প্রপন্নার্ত্তিহর, (শরণাগতদুঃখহারিন্,) অব্যয়, (অক্ষয়স্বরূপ) তে (তুভ্যং) নমঃ (হে) কৃষ্ণ, নির্ব্বিণ্ণান্ (নির্ব্বেদগ্রস্তান্) প্রপন্নান্ (শরণাগতান্) নঃ (অস্মান্) ঘোরসংসৃতেঃ (ভয়ঙ্করসংসারবন্ধনাৎ) পাহি (রক্ষ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—রাজগণ বলিলেন,—হে দেবদেবেশ, শরণাগতদুঃখহর, অব্যয়স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে শ্রীকৃষ্ণ, আমরা অতিশয় খিন্নচিত্তে আপনার শরণাগত হইতেছি, আপনি আমাদিগকে ঘোর সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ করুন্ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—দেবদেবেশেতি পারমৈশ্বর্য্যম্। প্রপন্নেতি ভক্তবাৎসল্যম্ অব্যয়েতি কূটস্থত্বঞ্চোক্তম্ ॥৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবদেবেশ' অর্থাৎ পরম ঐশ্বর্য্যবান্! আমরা আপনার শরণাগত হইলাম। ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য, 'অব্যয়' ইহাদ্বারা তিনি কূটস্থব্রহ্মস্বরূপ ইহা বলা হইল ॥ ৭-৮ ॥

নৈনং নাথানুসূয়ামো মাগধং মধুসূদন।
অনুগ্রহো যদ্ভবতো রাজ্ঞাং রাজ্যচ্যুতির্বিভো ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ, মধুসূদন, (বয়ম্) এনং মাগধং (জরাসন্ধং) ন অনুসূয়ামঃ (দোষদৃষ্ট্যা ন পশ্যামঃ) যৎ (যতো হে) বিভো, রাজ্ঞাং রাজ্যচ্যুতিঃ (রাজ্যভ্রংশঃ) ভবতঃ অনুগ্রহঃ (অনুগ্রহস্বরূপৈব ভবতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, মধুসূদন, আমরা এই জরাসন্ধের উপর কোনরূপ দোষারোপ করি না। যেহেতু, রাজগণের রাজ্যচ্যুতি আপনার অনুগ্রহস্বরূপই বলিতে হইবে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—নানুসূয়ামঃ এনং অনুলক্ষীকৃত্য ন দোষমারোপয়ামঃ। অকারলোপ এনাদেশশ্চার্ষঃ। যৎ যতো মাগধাদেব রাজ্ঞামস্মাকং রাজ্যচ্যুতিঃ যতশ্চ রাজ্যচ্যুতের্ভবতোঽনুগ্রহ ইতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজগণ বলিতেছেন—এই জরাসন্ধকে লক্ষ্য করিয়া দোষারোপ করিব না। যেহেতু মগধরাজ জরাসন্ধ হইতেই আমাদের রাজ্যচ্যুতি এবং আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্তি হইয়াছে ॥ ৯ ॥

রাজ্যৈশ্বর্য্যমদোন্নদ্ধো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নৃপঃ।
ত্বন্মায়ামোহিতোঽনিত্যা মন্যতে সম্পদোঽচলাঃ ॥১০

অন্বয়ঃ—রাজ্যৈশ্বর্য্যমদোন্নদ্ধঃ (রাজ্যৈশ্বর্য্যজনিতেন মদেন উন্নদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলঃ) নৃপঃ শ্রেয়ঃ (আত্মনঃ কল্যাণং) ন বিন্দতে (ন লভতে সঃ) ত্বন্মায়ামোহিতঃ (ভবতো মায়য়া মোহিতঃ সন্) অনিত্যাঃ (অস্থিরাঃ) সম্পদঃ (ঐশ্বর্য্যাণি) অচলাঃ (স্থিরাঃ) মন্যতে (নির্দ্ধারয়তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—নৃপতিগণ রাজ্যৈশ্বর্য্যজনিত মত্ততানিবন্ধন উচ্ছৃঙ্খলচিত্ত হইয়া স্বকীয় কল্যাণমার্গ লাভ করিতে পারে না এবং আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া অনিত্য ঐশ্বর্য্যসমূহকে স্থির বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—রাজ্যচ্যুতেরনুগ্রহহেতুত্বমুপপাদয়ন্তি,—রাজ্যৈশ্বর্য্যেতি ত্রিভিঃ। উন্নদ্ধঃ উচ্ছৃঙ্খলঃ অনিত্যা অপি সম্পদঃ অচলাঃ শাশ্বতীর্মন্যতে ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজ্যচ্যুতি ইহা কৃষ্ণের অনুগ্রহের কারণ, ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে, তিনটি শ্লোকদ্বারা—বহির্ম্মুখ রাজগণ উচ্ছৃঙ্খল ও অনিত্য হইলেও সম্পদকে অচলা নিত্য মনে করে ॥ ১০ ॥

মৃগতৃষ্ণাং যথা বালা মন্যন্ত উদকাশয়ম্।
এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্তা বস্তু চক্ষতে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—বালাঃ (বালকা অবুধা ইত্যর্থঃ) যথা মৃগতৃষ্ণাং (মরীচিকাম্) উদকাশয়ং (জলাশয়ং) মন্যন্তে (নির্দ্ধারয়ন্তি) এবং (তথা) অযুক্তাঃ (অবিবেকিনঃ) বৈকারিকীং (সৃষ্ট্যাদিবিকারাপন্নাং) মায়াং বস্তু চক্ষতে (সদ্‌বস্তুত্বেন পশ্যন্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অবুধগণ যেরূপ মরীচিকাকে জলাশয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করে, সেইরূপ অবিবেকিগণও বিকারগ্রস্তা মায়াকেই সদ্‌বস্তুরূপে দর্শন করিয়া থাকে ॥১১॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, রাজ্যাদিসম্পদঃ খলু সম্পদ এব ন ভবতীত্যাহুর্মৃগতৃষ্ণামিতি। বিকারাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তেভ্য উদ্ভূতাং ভোগসম্পত্তিং মায়াং মায়িকীম্। অযুক্তা অবিবেকিনঃ বস্তু চক্ষতে, যথা মৃগতৃষ্ণায়াং তেজ এব উদকং পশ্যন্তি, তথৈব ভোগসম্পত্তৌ দুঃখমেব সুখং পশ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর রাজ্যাদি সম্পদ নয়, ইহাই বলিতেছেন—মরীচিকার ন্যায়—শব্দ আদি প্রকৃতির বিকার সমূহ বিষয় বলিয়া কথিত, তাহা হইতে উদ্ভুত ভোগ সম্পত্তিমায়িক, অবিবেকীগণ তাহাকে বস্তু বলিয়া মনে করে, যেমন মরীচিকাতে সূর্য্যের কিরণ পড়ে, উহাকে জল দেখে, সেইরূপই ভোগসম্পতিতে দুঃখকেই সুখ দেখে ॥ ১১ ॥

বয়ং পুরা শ্রীমদনষ্টদৃষ্টয়ো
জিগীষয়াস্যা ইতরেতরস্পৃধঃ।
ঘ্নন্তঃ প্রজাঃ স্বা অতিনির্ঘৃণাঃ প্রভো
মৃত্যুং পুরস্ত্বাবিগণষ্য দুর্ম্মদাঃ ॥ ১২ ॥
ত এব কৃষ্ণাদ্য গভীররংহসা
দুরন্তবীর্য্যেণ বিচালিতাঃ শ্রিয়ঃ।
কালেন তন্বা ভবতোঽনুকম্পয়া
বিনষ্টদর্পাশ্চরণৌ স্মরাম তে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, পুরা (পূর্ব্বকালে) শ্রীমদনষ্টদৃষ্টয়ঃ (ঐশ্বর্য্যমদেনান্ধীভূতমতয়ঃ) দুর্ম্মদাঃ (দুরভিমানিনঃ যে) বয়ং পুরঃ (পুরতঃ) মৃত্যুং (মৃত্যুরূপিণং) ত্বা (ত্বাম্) অবিগণষ্য (অবিগণয়িত্বা) অস্যাঃ (পৃথিব্যাঃ) জিগীষয়া (জয়েচ্ছয়া) ইতরেতরস্পৃধঃ (পরস্পরং স্পর্দ্ধমানাঃ) অতিনির্ঘৃণাঃ (অতিনির্দ্দয়াঃ সন্তঃ) স্বাঃ (স্বকীয়াঃ) প্রজাঃ (অধীনজনান্) ঘ্নন্তঃ (নাশয়ন্তঃ স্থিতাঃ, হে) কৃষ্ণ, তে এব (বয়ম্) গভীররংহসা (অলক্ষ্যবেগেনেত্যর্থঃ) দুরন্তবীর্য্যেণ (দুর্ল্লঙ্ঘ্য প্রভাবেন) তন্বা কালেন শ্রিয়ঃ (ঐশ্বর্য্যাৎ) বিচালিতাঃ (ভ্রংশিতাঃ, তথা) অদ্য ভবতঃ অনুকম্পয়া (দয়য়া) বিনষ্টদর্পাঃ (হতগর্ব্বাঃ সন্তঃ) তে (তব) চরণৌ (পদযুগলং) স্মরাম (স্মরামঃ অতো রাজ্যচ্যুতির্ভবদনুগ্রহ এবেত্যর্থঃ) ॥ ১২-১৩ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, পূর্ব্বকালে আমরা ঐশ্বর্য্যমদান্ধ এবং দুরভিমানযুক্ত হইয়া সম্মুখস্থ মৃত্যুরূপী আপনাকে গণনা না করিয়াই এই পৃথিবীর বিজয়কামনায় পরস্পর স্পর্দ্ধাশীলতা ও অতিশয় নির্দ্দয়তা সহকারে নিজ প্রজাগণকে বিনষ্ট করিয়াছি। হে কৃষ্ণ, সেই আমরা অদ্য অলক্ষ্যগতি ও দুর্ল্লঙ্ঘ্য প্রভাবযুক্ত কাল-কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট এবং আপনার

কৃপাবলে হৃতগর্ব্ব হইয়া শ্রীচরণযুগল স্মরণ করিতেছি ॥ ১২-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অত্রোদাহরণান্যস্মদাদয় এবেত্যাহুর্বয়মিতি। অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ ইতরেতরস্পৃধঃ পরস্পরং স্পর্দ্ধমানাঃ মৃত্যুং ত্বাং পুরঃ অগ্রবর্ত্তিনম্ অবিগণয্য পুরা যে বয়ং দুর্ম্মদা আস্ম ত এব বয়ং অদ্য ইদানীং ভবতস্তন্বা তনুরূপেণ কালেন শ্রিয়ো বিচালিতা ভ্রংশিতাঃ সন্তঃ ভবতোঽনুকম্পয়া প্রাপ্তয়া চরণৌ স্মরাম প্রার্থনায়াং লোট্। স্মর্ত্তুং কাময়ামহে। অতো রাজ্যচ্যুতির্ভবদনুগ্রহহেতুরিত্যনুভবামঃ ॥ ১২-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ আমরাই এই পৃথিবীর পরস্পর স্পর্দ্ধাশীল, মৃত্যুকে তোমাকে অগ্রবর্ত্তী দেখিয়া গণনা করে না, পূর্ব্বে যেমন আমরা দুষ্টমদমত্ত ছিলাম সেই আমরা আজ এখন আপনার অনুরূপকালদ্বারা সম্পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আপনার কৃপাতে আপনার চরণদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া স্মরণ করিব—প্রার্থনা জানাই। অতএব রাজ্যভ্রষ্ট আপনার অনুগ্রহের কারণ, ইহা অনুভব করিতেছি ॥ ১২-১৩ ॥

অথো ন রাজ্যং মৃগতৃষ্ণিরূপিতং
দেহেন শশ্বৎ পততা রুজাং ভুবা।
উপাসিতব্যং স্পৃহয়ামহে বিভো
ক্রিয়াফলং প্রেত্য চ কর্ণরোচনম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো অথো (অনন্তরং বয়ং) শশ্বৎ পততা (প্রতিক্ষণং ক্ষীয়মানেন তথা) রুজাং (রোগাণাং) ভুবা (জন্মক্ষেত্রেণ) দেহেন উপাসিতব্যং (সেব্যং তথা) মৃগতৃষ্ণিরূপিতং (মরীচিকাতুল্যং) রাজ্যং (তথা) প্রেত্য চ (পরলোকে চ) কর্ণরোচনং (কর্ণয়োঃ রুচিজনকমাত্রং) ক্রিয়াফলং (স্বর্গাদিভোগং) ন স্পৃহয়ামহে (ন অভিলষামঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, অতঃপর আমরা পুনরায় প্রতিক্ষণ ক্ষীয়মাণ এবং রোগসমূহের আকরস্বরূপ এই শরীরদ্বারা উপাসনীয় ও মরীচিকাতুল্য রাজত্ব কিম্বা যাহা কেবল শ্রবণ মাত্রেই কর্ণযুগলের রুচিজনক, তাদৃশ পারলৌকিক স্বর্গাদি সুখভোগ কামনা করি না ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অথ অতএব মৃগতৃষ্ণিরূপিতং মৃগতৃষ্ণাবদ্ভিরেব জনৈঃ রূপিতং সুন্দরীকৃতং রাজ্যং ন স্পৃহয়ামহে। দ্বিতীয়ান্তত্বমার্ষম্। কীদৃশং শশ্বৎপততা ক্ষণভঙ্গুরেণ রুজাং ভুবা রোগমন্দিরেণ দেহেন উপাসিতব্যমিতি রাজ্যস্য দুঃখপ্রদত্বমেব দর্শিতং, তর্হি রাজ্যোপগতৈর্বহুধনৈরশ্বমেধাদয়ো যাগাঃ কর্ত্তব্যাস্তত্রাহুঃ,—ক্রিয়াফলং স্বর্গঞ্চ ন স্পৃহয়ামহে। কুতঃ কর্ণরোচনং কর্ণাভ্যামেব রোচনং রোচকং অত্র গতস্যাপি স্পর্দ্ধাদ্যনপগমেন সুখাভাবাদিতি ভাবঃ ॥১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব মরীচিকারূপকে মৃগতৃষ্ণায় কথিত জনগণের দ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত রাজ্য প্রার্থনা করি না, তাহা কেমন ক্ষণভঙ্গুর, রোগ সমূহের মন্দির, এই দেহদ্বারা উপাসনা কর্ত্তব্য, রাজ্যসমূহের দুঃখপ্রদত্তই দেখান হইল। তাহা হইলে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া বহুধনদ্বারা অশ্বমেধ আদি যোগ সমূহ কর্ত্তব্য ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ঐ যজ্ঞের ফল স্বর্গও কামনা করি না। কি কারণ উহা কর্ণদ্বয়ের রোচকমাত্র, স্বর্গে গেলেও স্পর্দ্ধাদি থাকিয়া যায়, সুখ থাকে না ॥ ১৪ ॥

তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ।
স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্মাৎ) ইহ সংসরতাং (কর্ম্মফলানুরূপ যোনিষু ভ্রমতাম্) অপি নঃ (অস্মাকং) তে (তব) চরণাব্জয়োঃ (পাদপদ্মযুগলস্য) স্মৃতিঃ (স্মরণং) যথা (যেন প্রকারেণ) ন বিরমেৎ (ন নিবৃত্তা ভবেৎ) তং উপায়ং সমাদিশ (প্রদর্শয়) ॥১৫॥

অনুবাদ—অতএব এই সংসারে নানাযোনিসমূহে নিরন্তর ভ্রমণকালে আমাদের হৃদয় হইতে যাহাতে ভবদীয় পাদপদ্মযুগলের স্মৃতি বিলুপ্ত না হয়, তাদৃশ উপায় নির্দ্দেশ করুন্ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি সাযুজ্যমুক্তির্দীয়তে গৃহ্যতাং তত্র নহি নহীত্যাহুস্তমিতি। তং উপায়ং সম্যক্ তন্না গ্রহীতুং কর্ত্তুঞ্চ শক্যত্বেনাদিশ যেন স্মৃতির্ন বিরমেৎ ইহ বিবিধযোনৌ সংসরতামপীতি ন সংসারভঙ্গে কামনা কিন্তুতিলোভ্যায়াং প্রেমভক্তাবপি অতিদৈন্যোদয়েনৈব ন কামনা নাপি তদঙ্গভূতায়াং স্মৃতাবপি,

কিন্তু তস্যা উপায়ে এব তত্রাপি দেহীত্যপ্রযুজ্য সমাদিশতানেনাপি সাক্ষাত্তত্রাপীতি ভক্ত্যাধিকারোচিতানাং নিষ্কামত্বদৈন্যবিনয়াদীনাং পরমাবধিরেব দর্শিতঃ ॥১৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে যদি বলেন—সাযুজ্য মুক্তিদান করিতেছি গ্রহণ কর, তাহার উত্তরে বলি—না না, আপনাকে পাইবার উপায় যাহা আমাদের করিতে সামর্থ্য, তাহাই উপদেশ করুন্। যেন আপনার স্মৃতি নষ্ট না হয়। এই জগতে বিবিধ জন্মে সংসারে ফিরিতে থাকিলেও, সংসারধ্বংসে কামনা নাই, কিন্তু অতি লোভদ্বারা প্রাপ্য প্রেমভক্তিতেও অতিদৈন্যের উদয় দ্বারা, আমাদের মুক্তিতে কামনা নাই। তাহার অঙ্গস্বরূপ স্মৃতিতেও কামনা নাই, কিন্তু তাহার উপায়েই কামনা, তাহাতেও 'দান করুন্' এই প্রয়োগ না করিয়া 'উপদেশ দান করুন্'—ইহাদ্বারাও সাক্ষাৎ ভাবে তাহাতে ভক্তির অধিকারোচিত নিষ্কাম দৈন্য বিনয় আদি প্রার্থনা করি—ইহাই চরম প্রার্থীত দেখান হইল ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—প্রণতক্লেশনাশায় (প্রণতানাং দুঃখহরায়) গোবিন্দায় পরমাত্মনে হরয়ে বাসুদেবায় কৃষ্ণায় (তুভ্যং) নমঃ নমঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আমরা প্রণতজনদুঃখহর, গোবিন্দ, পরমাত্মস্বরূপ, বাসুদেব, শ্রীহরি এবং শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অয়মযোগ্যেভ্যোঽপ্যস্মভ্যং কৃপয়ৈব সমাদেষ্টব্য ইতি দণ্ডবদবনিপ্রণিপাতপুরঃসরং সাষ্টাঙ্গং নামানি সংকীর্ত্তয়ন্তঃ প্রণমন্তি। কৃষ্ণায় স্বয়ং ভগবতে বাসুদেবায় সর্ব্বজীবেষু কৃপয়ৈব বসুদেবাৎ প্রকটীভূতায়। হরয়ে দৈত্যাদীনামপি সংসারদুঃখহন্ত্রে, পরমাত্মনে শান্তভক্তানাং পরমাত্মত্বেন দাস্যাদিভক্তানাং পরমপ্রেমাস্পদত্বেন ন ভাসমানায়। প্রণতানাং সাধকভক্তানাং ভক্তিপ্রতিবন্ধকক্লেশহন্ত্রে, গোবিন্দায় সংপ্রত্যস্মাকং গাঃ নয়নশ্রবণনাসাদীন্দ্রিয়াণি সৌন্দর্য্য-সৌস্বর্য্য-সৌরভ্যাদিসুধাপ্রদানার্থং বিন্দতে প্রাপ্নুবতে তুভ্যং পুনঃ পুনর্নমামঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অযোগ্য আমাদিগের প্রতি কৃপা পূর্ব্বক আদেশ করুন—ইহাই দণ্ডবৎ ভূলুণ্ঠিত প্রণাম পূর্ব্বক আপনার নামসমূহ কীর্ত্তন করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিতেছি—আপনি স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ আপনাকে নমস্কার, আপনি বাসুদেব—সর্ব্বজীবের অন্তরে অবস্থান করিয়াও কৃপাপূর্ব্বক বসুদেব হইতে প্রকট হইয়াছেন। দৈত্যগণেরও সংসার দুঃখ হরণকারী শ্রীহরি আপনাকে প্রণাম, শান্ত ভক্তগণের পরমাত্মা আপনাকে প্রণাম, দাস আদি ভক্তগণের পরমপ্রেমাস্পদরূপে আবির্ভূত আপনাকে প্রণাম, প্রণত সাধকভক্তগণের ভক্তি প্রতিবন্ধক ক্লেশহারী আপনাকে প্রণাম, সম্প্রতি আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা আদি ইন্দ্রিয়সমূহ গাভীস্বরূপ—আপনার সৌন্দর্য্য সুস্বর, অঙ্গ-গন্ধ আদি সুধাপ্রদানের নিমিত্ত আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন—হে গোবিন্দ আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ১৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

সংস্তূয়মানো ভগবান্ রাজভির্মুক্তবন্ধনৈঃ।
তানাহ করুণস্তাত শরণ্যঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচঃ,—(হে) তাত, (বৎস) করুণঃ (কৃপাময়ঃ) শরণ্যঃ (আশ্রয়ণীয়ঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) মুক্তবন্ধনৈঃ (বন্ধনমুক্তৈঃ) রাজভিঃ (এবং) সংস্তূয়মানঃ (সন্) শ্লক্ষ্ণয়া গিরা (মধুরবাক্যেন) তান্ (রাজ্ঞঃ) আহ (উক্তবান্) ॥১৭॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে বৎস, নিখিলজনশরণ করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বন্ধনমুক্ত রাজগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া মধুরবচনে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অদ্য প্রভৃতি বো ভূপা মষ্যাত্মন্যখিলেশ্বরে।
সুদৃঢ়া জায়তে ভক্তির্বাঢ়মাশংসিতং তথা ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) ভূপাঃ, (ভবদ্ভির্যথা) আশংসিতং (প্রার্থিতং) তথা বাঢ়ং (নিশ্চিতং) অদ্য প্রভৃতি অখিলেশ্বরে আত্মনি (অন্ত-

র্য্যামিনি) ময়ি (শ্রীকৃষ্ণে) বঃ (যুষ্মাকং) সুদৃঢ়া (সুনিশ্চলা) ভক্তিঃ জায়তে (জায়তাম্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজগণ, তোমরা যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছ সেইরূপই সিদ্ধিলাভ হইবে। অদ্য হইতে নিখিল জগতের অধীশ্বর এবং অন্তর্য্যামিস্বরূপ আমার প্রতি তোমাদের অচলা ভক্তি উৎপন্ন হউক্ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—হে ভূপা, ইতি তন্নঃ সমাদিশেতি বাক্যেনৈব মদ্ভক্তজনস্বভাবপ্রখ্যাপকেন সর্ব্বা ভূরপি মদ্ভক্তিরীতিসুধাবিতরণেন পালিতৈবেতি ভাবঃ। বাঢ়মিতি প্রতিজ্ঞায়াং ইদমহং প্রতিজানে ইত্যর্থঃ। যথা আসংশিতমাকাঙ্ক্ষিতং তথা তেনৈব প্রকারেণ ভক্তিঃ সুদৃঢ়া জায়তে মৎকর্ত্তৃক উপায়াদেশ যুষ্মৎকর্ত্তৃকমুপায়জ্ঞানম্ উপায়ানুষ্ঠানং ততো দৃঢ়া স্মৃতিস্তয়া চ সুদৃঢ়েতি প্রেমভক্তিরধুনৈব ক্ষণমাত্রেণৈবোপায়োপেয়তদ্দার্ঢ্যাদিকযুক্তা জায়তে ক্রমেণানুভবতেতি ভাবঃ। অদ্য প্রভৃতি নিত্যনবীনীভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান বলিতেছেন—হে রাজগণ! 'আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিউন্' তোমাদের এই বাক্যদ্বারাই তোমরা যে আমার ভক্তজন ঐরূপ স্বভাব জ্ঞাপন পূর্ব্বক সকল পৃথিবীও আমার ভক্তিরীতি সুধা বিতরণ দ্বারা পালন করিব—এইভাব প্রকাশ করিয়াছ। আমিও 'বাঢ়ম্' এই প্রতিজ্ঞা বাক্যদ্বারা বলিতেছি—যেমন ভক্তি সুদৃঢ়া হউক। আমাকর্ত্তৃক উপদেশ দ্বারা তোমাদের ভক্তির উপায় জ্ঞান অর্থাৎ ভক্তির অনুষ্ঠান, তাহা হইতে সুদৃঢ়া স্মৃতি, তাহা হইতে সুদৃঢ়া প্রেমভক্তি, এখনই উপায় যুক্ত হইয়া ক্রমে অনুভবযুক্ত হউক, আজ হইতে নিত্য নব নব ভাবে ভক্তি বৃদ্ধি হউক ॥ ১৮ ॥

দিষ্ট্যা ব্যবসিতং ভূপা ভবন্ত ঋতভাষিণঃ।
শ্রিয়ৈশ্বর্য্যমদোন্নাহং পশ্য উন্মাদকং নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভূপাঃ, (তবদ্ভিঃ) ব্যবসিতং (সঙ্কল্পিতং) দিষ্ট্যা (ভদ্রং তথা) ভবন্তঃ ঋতভাষিণঃ (সত্যবাদিনো ভবতাং বচনমপি যদুক্তং তৎ সত্যমেবেত্যর্থঃ, অহং) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) শ্রিয়ৈশ্বর্য্যমদোন্নাহং (শ্রীঃ ঐশ্বর্য্যঞ্চ তাভ্যাং যো মদঃ তেন উন্নাহং উদ্‌বন্ধনং স্বৈরাচারং) উন্মাদকং (উন্মত্ততায়া কারণং) পশ্যে (পশ্যামি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজগণ, তোমরা যে বিষয়ে সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা অতিশয় কল্যাণজনক এবং যাহা বলিয়াছ, তাহা অতীব যথার্থ ; যেহেতু আমি স্বয়ং মনুষ্যগণের শ্রী এবং ঐশ্বর্য্যজাতমদনিবন্ধন স্বেচ্ছাচারসমূহকে উন্মত্ততার কারণরূপে দর্শন করি ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—ভক্তিরেব কর্ত্তব্যেতি যদ্ব্যবসিতং তদ্দিষ্ট্যা। যতঃ শ্রিয়া সম্পত্ত্যা যদৈশ্বর্য্যং তেন যো মদস্তেন চোন্নাহম্ উদ্বন্ধনম্ উচ্ছৃঙ্খলত্বমিত্যর্থঃ। পশ্যেত্যার্ষম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তিই কর্ত্তব্য যাহা তোমরা নিশ্চয় করিয়াছ তাহা ভাগ্যবশতঃ, যেহেতু সম্পত্তিদ্বারা যে ঐশ্বর্য্য তাহাতে যে গর্ব্ব, তাহাতে যে উদ্বন্ধন অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খলতা—তাহা জগতে দেখ ॥ ১৯ ॥

হৈহয়ো নহুষো বেণো রাবণো নরকোঽপরে।
শ্রীমদাদ্‌ভ্রংশিতাঃ স্থানাদ্দেবদৈত্যনরেশ্বরাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—হৈহয়ঃ (কার্ত্তবীর্য্যঃ) নহুষঃ বেণঃ রাবণঃ নরকঃ (নরকাসুরঃ) অপরে (অন্যে চ) দেবদৈত্যনরেশ্বরাঃ (দেবেশ্বরাঃ দৈত্যেশ্বরাঃ নরেশ্বরাশ্চ) শ্রীমদাৎ (সম্পন্নিমিত্তকাদ্ গর্ব্বাদ্ধেতোঃ) স্থানাৎ (স্বপদাৎ) ভ্রংশিতাঃ (বিচলিতা বভূবুঃ) ॥২০॥

অনুবাদ—পূর্ব্বকালে কার্ত্তবীর্য্য, নহুষ, বেণ, রাবণ, নরকাসুর এবং অন্যান্য অনেক দেব, দৈত্য ও নরপতিগণ সম্পদুদ্ভূত গর্ব্বহেতু নিজপদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—স্থানাৎ স্বপদাৎ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরাকালে কার্ত্তবীর্য্য নহুষ বেণ প্রভৃতি এবং অনেক দৈত্য ও রাজগণ সম্পদজাত গর্ব্বহেতু নিজস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে ॥ ২০ ॥

ভবন্ত এতদ্বিজ্ঞায় দেহাদ্যুৎপাদ্যমন্তবৎ।
মাং যজন্তোঽধ্বরৈর্যুক্তাঃ প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষ্যথ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—ভবন্তঃ উৎপাদ্যম্ (উৎপত্তিশীলম্)

এতৎ দেহাদি অন্তবৎ (বিনাশশীলং) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) অধ্বরৈঃ (যজ্ঞৈঃ) মাং (শ্রীহরিং) যজন্তঃ (পূজয়ন্তঃ) যুক্তাঃ (অপ্রমত্তাঃ সন্তঃ) ধর্ম্মেণ (বিধিনা) প্রজাঃ (জনান্) রক্ষ্যথ (রক্ষতেত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তোমরা উৎপত্তিশীল দেহাদিতে পদার্থমাত্রকেই বিনশ্বর জানিয়া যজ্ঞসমূহদ্বারা আমার আরাধনা সহকারে অপ্রমত্তভাবে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনকার্য্যে ব্রতী হও ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্তু মদাজ্ঞয়া লোকরীতিরেবানুসরণীয়েত্যাহ—ভবন্ত ইতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু আমার আজ্ঞায় এই লোকরীতিই অনুশরণ কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

সন্তন্বন্তঃ প্রজাতন্তূন্ সুখং দুঃখং ভবাভবৌ ।
প্রাপ্তং প্রাপ্তঞ্চ সেবন্তো মচ্চিত্তা বিচরিষ্যথ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—মচ্চিত্তাঃ (ময়ি আসক্তমনসো যূয়ং) প্রজাতন্তূন্ (পুত্রাদিসন্ততীঃ) সন্তন্বন্তঃ (বিস্তারয়ন্তো জনয়ন্ত ইত্যর্থঃ) প্রাপ্তং প্রাপ্তং (পর্য্যায়েণ প্রাপ্তং) সুখং দুঃখং ভবাভবৌ চ (জন্মমৃত্যু চ) সেবন্তঃ (সমত্বেন সেবমানাঃ সন্তঃ) বিচরিষ্যথ (কালং যাপয়তেত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বদা মদ্গতচিত্ত হইয়া পুত্রাদি সন্ততি উৎপাদন সহকারে পর্য্যায়প্রাপ্ত সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু সমবুদ্ধিতে অনুভব করিয়া কালযাপন করিবে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজাতন্তূন্ পুত্রাদিসন্ততীঃ । ভবাভবৌ ভূত্যভূতী । প্রাপ্তে চ প্রাপ্তৌ চেতি প্রাপ্ত একশেষঃ ॥২২

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রজাতন্ত অর্থাৎ পুত্রাদি বংশ বিস্তার, ভব ও অভব উৎপত্তি ও বিনাশ। প্রাপ্তেচ প্রাপ্তৌচ উভয় মিলিয়া প্রাপ্ত ইহা একদেশ দ্বন্দ্ব ॥ ২২-২৩ ॥

উদাসীনাশ্চ দেহাদাবাত্মারামা ধৃতব্রতাঃ ।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যঙ্‌মামন্তে ব্রহ্ম যাস্যথ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—দেহাদৌ (বিষয়ে) উদাসীনাঃ (নির্লিপ্তাঃ) আত্মারামাঃ (স্বানন্দানুভূতিপরিতৃপ্তাঃ) ধৃতব্রতাঃ চ (গৃহীতনিয়মা যূয়ং) ময়ি (ব্রহ্মণি) মনঃ (চিত্তং) সম্যক্ (যাথার্থ্যতঃ) আবেশ্য (সমর্প্য) অন্তে (দেহান্তে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপং) মাং যাস্যথ (প্রাপ্স্যথ) ॥২৩॥

অনুবাদ—এইরূপে দেহাদি বিষয়ে উদাসীন এবং আত্মানন্দানুভবে পরিতৃপ্ত হইয়া নিয়মাবলম্বন সহকারে আমার প্রতি সম্যগ্‌রূপে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক তোমরা দেহান্তে ব্রহ্মরূপী আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥২৩॥

শ্রীশুক উবাচ—
ইত্যাদিশ্য নৃপান্ কৃষ্ণো ভগবান্ ভুবনেশ্বরঃ ।
তেষাং ন্যযুঙ্‌ক্ত পুরুষান্ স্ত্রিয়ো মজ্জনকর্ম্মণি ॥২৪

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভুবনেশ্বরঃ (ত্রিলোকনাথঃ) ভগবান্ কৃষ্ণঃ নৃপান্ ইতি (পূর্ব্বোক্তম্) আদিশ্য (আজ্ঞাপ্য) তেষাং (নৃপাণাং) মজ্জনকর্ম্মণি (স্নপনকর্ম্মণি) পুরুষান্ স্ত্রিয়ঃ (চ) ন্যযুঙ্‌ক্ত (নিযোজয়ামাস) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,— ত্রিলোকাধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজগণকে এরূপ আদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্নান করাইবার জন্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণকে আদেশ করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্ত্রিয়শ্চ মজ্জনকর্ম্মণি অভ্যঙ্গস্নানাদৌ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণকে আদেশ দিলেন বদ্ধরাজগণের স্নান ও মার্জ্জনাদি কার্য্যে জরাসন্ধ পুত্র সহদেব দ্বারা ॥ ২৪-২৬ ॥

সপর্য্যাং কারয়ামাস সহদেবেন ভারত ।
নরদেবোচিতৈর্বস্ত্রৈর্ভূষণৈঃ স্রগ্বিলেপনৈঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, (অনন্তরং শ্রীকৃষ্ণঃ) সহদেবেন (জরাসন্ধসুতেন) নরদেবোচিতৈঃ (রাজযোগ্যৈঃ) বস্ত্রৈঃ ভূষণৈঃ স্রগ্বিলেপনৈঃ (স্রগ্‌ভির্মাল্যৈঃ বিলেপনৈশ্চন্দনাদ্যুপলেপদ্রব্যৈশ্চ তেষাং) সপর্য্যাং (পূজাং) কারয়ামাস (সম্পাদয়ামাস) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে ভরতকুলনন্দন, রাজন্, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সহদেব দ্বারা রাজযোগ্য বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য

ও চন্দনাদি উপলেপন প্রভৃতি উপচারে রাজগণের পূজা করাইয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

ভোজয়িত্বা বরান্নেন সুস্নাতান্ সমলঙ্কৃতান্ ।
ভোগৈশ্চ বিবিধৈর্যুক্তাংস্তাম্বূলাদ্যৈর্নৃপোচিতৈঃ ॥২৬

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) সুস্নাতান্ সমলঙ্কৃতান্ (সম্যগলঙ্কৃতান্ ভূষিতান্) নৃপোচিতৈঃ (রাজযোগ্যৈঃ) তাম্বূলাদ্যৈঃ বিবিধৈঃ ভোগৈঃ (ভোগ্যদ্রব্যৈঃ) চ যুক্তান্ (তান্) বরান্নেন (উত্তম-ভোজ্যদ্রব্যেন) ভোজয়িত্বা (ভোজনং কারয়িত্বা পুনঃ সহদেবেন তেষাং সপর্য্যাং কারয়ামাস) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ— অতঃপর সুস্নাত, সুভূষিত, এবং রাজোচিত তাম্বূলাদি বিবিধ ভোগ্যদ্রব্য সমন্বিত রাজগণকে উত্তম ভোজ্য বস্তু ভোজন করাইয়া পুনরায় সহদেব দ্বারা তাঁহাদের পূজা করাইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

তে পূজিতা মুকুন্দেন রাজানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ।
বিরেজুর্মোচিতাঃ ক্লেশাৎ প্রাবৃড়ন্তে যথা গ্রহাঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ— মুকুন্দেন ক্লেশাৎ (বন্ধনক্লেশাৎ) মোচিতাঃ (পরিত্রাতাঃ) মৃষ্টকুণ্ডলাঃ (সুপরিষ্কৃত-কুণ্ডলধারিণঃ) পূজিতাঃ (সহদেবেনার্চ্চিতাঃ) তে রাজানঃ প্রাবৃড়ন্তে (বর্ষাকালান্তে শরদীত্যর্থঃ, মেঘ-মুক্তাঃ) গ্রহাঃ যথা (চন্দ্রাদয়ো গ্রহা ইব) বিরেজুঃ (বিরাজমানা বভূবুঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—মুকুন্দ-কর্ত্তৃক বন্ধনক্লেশ হইতে বিমোচিত, সহদেব-কর্ত্তৃক পূজিত, সুমার্জ্জিত কুণ্ডলধারী রাজগণ তখন বর্ষাকালাবসানে মেঘমুক্ত চন্দ্রাদি গ্রহতুল্য বিরাজিত হইয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রহাশ্চন্দ্রাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গ্রহগণ অর্থাৎ চন্দ্র আদি-গ্রহগণ ॥ ২৭-৩৪ ॥

রথান্ সদশ্বানারোপ্য মণিকাঞ্চনভূষিতান্ ।
প্রীণয্য সুনৃতৈর্বাক্যৈঃ স্বদেশান্ প্রত্যযাপয়ৎ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ শ্রীকৃষ্ণঃ) মণিকাঞ্চনভূষিতান্ (তান্ রাজ্ঞঃ, অথবা মণিকাঞ্চনভূষিতান্ ইতি পদং রথান্ ইত্যস্য বিশেষণং) সদশ্বান্ (উত্তমাশ্বযুক্তান্) রথান্ আরোপ্য সুনৃতৈঃ বাক্যৈঃ (মধুরবচনৈঃ) প্রীণয্য (প্রীতিং প্রাপয্য) স্বদেশান্ (নিজ-রাজ্যানি) প্রত্যযাপয়ৎ (প্রেরয়ামাস) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মণি-কাঞ্চনবিভূষিত, উত্তমাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করাইয়া মধুর বচনে প্রীত করিয়া নিজ নিজ রাজ্যে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

ত এবং মোচিতাঃ কৃচ্ছ্রাৎ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা ।
যযুস্তমেব ধ্যায়ন্তঃ কৃতানি চ জগৎপতেঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—সুমহাত্মনা কৃষ্ণেন এবম্ (এবং ক্রমেণ) কৃচ্ছ্রাৎ (কণ্টাৎ) মোচিতাঃ (রক্ষিতাঃ) তে (নৃপাঃ) তং এব (শ্রীকৃষ্ণমেব তথা) জগৎপতেঃ (ভগবতঃ) কৃতানি চ (আচরিতানি চ) ধ্যায়ন্তঃ (হৃদি স্মরন্তঃ) যযুঃ (স্বদেশান্ গতাঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে কণ্ট হইতে রক্ষিত হইয়া রাজগণ হৃদয়ে তাঁহাকে এবং তদীয় আচরণ সমূহকে চিন্তা করিতে করিতে স্বদেশে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

জগদুঃ প্রকৃতিভ্যস্তে মহাপুরুষচেষ্টিতম্ ।
যথান্বশাসদ্ভগবাংস্তথা চক্রুরতন্দ্রিতাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—তে (রাজানঃ) প্রকৃতিভ্যঃ (অমাত্যাদিভ্যঃ) মহাপুরুষচেষ্টিতং (মহাপুরুষস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চেষ্টিতং জরাসন্ধবধাত্মমোচনাদিকং সর্ব্বং আচরিতং) জগদুঃ (কথয়ামাসুঃ, অতঃপরং) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যথা (যদ্বৎ) অন্বশাসৎ (আদিষ্টবান্) অতন্দ্রিতাঃ (সাবধানাঃ সন্তঃ) তথা চক্রুঃ (তদ্বৎ আচরন্তস্তদাজ্ঞাং পালয়ামাসুঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—এইরূপে রাজগণ নিজ নিজ রাজ্যে উপস্থিত হইয়া অমাত্য প্রভৃতির নিকট মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরিত বর্ণন করিয়া অতঃপর তদীয় আদেশানুসারে সাবধানে যাবতীয় কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

জরাসন্ধং ঘাতয়িত্বা ভীমসেনেন কেশবঃ।
পার্থাভ্যাং সংযুতঃ প্রায়াৎ সহদেবেন পূজিতঃ ॥৩১

অন্বয়ঃ—কেশবঃ (ভীমসেনেন জরাসন্ধং ঘাতয়িত্বা (নাশয়িত্বা) সহদেবেন (জরাসন্ধসুতেন) পূজিতঃ (অর্চ্চিতঃ, তথা) পার্থাভ্যাং (ভীমার্জ্জুনাভ্যাং) সংযুতঃ (মিলিতঃ সন্) প্রায়াৎ (ইন্দ্রপ্রস্থং গতবান্) ॥৩১॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণও ভীমসেন দ্বারা জরাসন্ধের বিনাশসাধনপূর্ব্বক সহদেব-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন ॥৩১॥

গত্বা তে খাণ্ডবপ্রস্থং শঙ্খান্ দধ্মুর্জ্জিতারয়ঃ।
হর্ষয়ন্তঃ স্বসুহৃদো দুর্হৃদাঞ্চাসুখাবহাঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্হৃদাং (শত্রূণাম্) অসুখাবহাঃ (দুঃখ প্রাপকাঃ) জিতারয়ঃ (জিতঃ অরিঃ শত্রুর্যৈস্তে শত্রুবিজয়িন ইত্যর্থঃ) তে (শ্রীকৃষ্ণভীমার্জ্জুনাঃ) খাণ্ডবপ্রস্থম্ (ইন্দ্রপ্রস্থং) গত্বা স্বসুহৃদঃ (স্ববান্ধবান্) হর্ষয়ন্তঃ (আনন্দয়ন্তঃ সন্তঃ) শঙ্খান্ দধ্মুঃ (বাদয়ামাসুঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শত্রুজনদুঃখাবহ রিপুবিজয়ী বীরত্রয় ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়াই নিজবান্ধবগণের হর্ষোৎপাদন সহকারে শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ৩২ ॥

তচ্ছ্রুত্বা প্রীতমনস ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসিনঃ।
মেনিরে মাগধং শান্তং রাজা চাপ্তমনোরথঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসিনঃ তৎ (শঙ্খধ্মানং) শ্রুত্বা প্রীতমনসঃ (হৃষ্টচিত্তাঃ সন্তঃ) মাগধং (জরাসন্ধং) শান্তং (মৃতং) মেনিরে (অবধারয়ামাসুঃ) রাজা (যুধিষ্ঠিরঃ) চ আপ্তমনোরথঃ (প্রাপ্তাভিলাষো বভূব) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তখন শঙ্খনিনাদ শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত ইন্দ্রপ্রস্থবাসিগণ জরাসন্ধকে মৃত অবধারণ করিল এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও সফলমনোরথ হইলেন ॥৩৩॥

অভিবন্দ্যাথ রাজানং ভীমার্জ্জুন-জনার্দ্দনাঃ।
সর্ব্বমাশ্রাবয়াঞ্চক্রুরাত্মনা যদনুষ্ঠিতম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) ভীমার্জ্জুন-জনার্দ্দনাঃ রাজানং (যুধিষ্ঠিরম্) অভিবন্দ্য (প্রণম্য) আত্মনা (স্বেন) যৎ অনুষ্ঠিতম্ (আচরিতং তৎ) সর্ব্বম্ আশ্রাবয়াঞ্চক্রুঃ (শ্রাবয়ামাসুঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভীম, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে প্রণামপূর্ব্বক নিজ নিজ অনুষ্ঠিত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

নিশম্য ধর্ম্মরাজস্তৎ কেশবেনানুকম্পিতম্।
আনন্দাশ্রুকলাং মুঞ্চন্ প্রেম্ণা নোবাচ কিঞ্চন ॥৩৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাজমোক্ষণং নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মরাজঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) কেশবেন (শ্রীকৃষ্ণেন) অনুকম্পিতম্ (অনুকম্পয়া সম্পাদিতং) তৎ (তাদৃশং সর্ব্বং বৃত্তং) নিশম্য (শ্রুত্বা) প্রেম্না (প্রেমবশাৎ) আনন্দাশ্রুকলাং (হর্ষজনিতনেত্রবাষ্পবিন্দুং) মুঞ্চন্ (ত্যজন্) কিঞ্চন্ ন উবাচ (হর্ষাধিক্যবশাত্তস্য কিমপি বক্তুং সামর্থ্যং নাসীদিতি ভাবঃ) ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পা সহকারে সম্পাদিত তাদৃশ সর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রেমভরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, পরন্তু হর্ষাধিক্যবশতঃ কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—নোবাচেত্যানন্দজাড্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের

পর ফিরিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজকে সকল বিষয় শ্রবণ করাইলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কৃপা জানিয়া প্রেমের আবির্ভাব বশতঃ আনন্দ জড়তা হেতু কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ৩৫ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় দশমস্কন্ধে সমাপ্ত হইলেন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৭৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

এবং যুধিষ্ঠিরো রাজা জরাসন্ধবধং বিভোঃ ।
কৃষ্ণস্য চানুভাবং তং শ্রুত্বা প্রীতস্তমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রাজসূয়ারম্ভে অগ্রপূজা-প্রসঙ্গে চেদিরাজের বিনাশ এবং দুর্য্যোধনের সহিত বিবাদবীজ-বপন বর্ণিত হইয়াছে।

রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের নিকট জরাসন্ধ-নিধন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে বলিলেন যে, ত্রিলোকগুরুবৃন্দ এবং লোকপালগণের সহিত নিখিল লোকসমূহ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অবনত-মস্তকে বহন করিয়া থাকেন। তাদৃশ পরমেশ্বরের পক্ষে যুধিষ্ঠিরের আদেশ পালন অত্যন্ত বিসদৃশ; তবে পরানুগ্রহনিমিত্ত সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁহার প্রভাবের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। এই বলিয়া তিনি ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ প্রভৃতি বেদনিপুণ সুযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞের হোতৃরূপে বরণ করিলেন। তখন সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত বহু ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের লোক যজ্ঞদর্শনার্থ সমাগত হইলেন।

সভ্যগণের মধ্যে অগ্রে পূজালাভের যোগ্য কে, ইহা বিচার উপস্থিত হইলে সহদেব বলিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পূজ্যশ্রেষ্ঠ; যেহেতু তিনি সর্ব্বদেবময়; তিনি অন্তর্য্যামিসূত্রে নিখিল জগতের সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার অনুগ্রহবলে মানবগণ বিবিধ শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অশেষ শুভফল লাভ করেন এবং তাঁহার পূজা করিলেই নিখিল ভূতগণের পূজাও সাধিত হইবে। সভাস্থ সকলেই সহদেবের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির সভ্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে প্রীতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন এবং তাঁহার পাদপ্রক্ষালনবারি ভার্য্যা, অনুজ, অমাত্য এবং আত্মীয়গণের সহিত মস্তকে ধারণ করিলেন। তখন সকলেই 'জয় জয়' 'নমঃ নমঃ' সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও প্রশংসায় অসহিষ্ণু হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কর্কশবাক্যে বলিতে লাগিল যে, বালকের বাক্যে সভাস্থ বৃদ্ধগণেরও মতিভ্রম ঘটিয়াছে, যেহেতু তাঁহারা বর্ণ, আশ্রম ও কুলবহির্ভূত, সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত গুণহীন শ্রীকৃষ্ণের পূজায় অনুমোদন করিয়াছেন। যাদববংশ যযাতি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত, সজ্জন-পরিত্যক্ত এবং বৃথা মদ্যপায়ী। তাঁহারা ব্রহ্মর্ষিজনসেবিত পুণ্যভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে অবস্থান করিয়া প্রজাপীড়ন করিতেছেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে নিন্দাবাদ প্রয়োগ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ কোন উত্তর প্রদান করিলেন না, কিন্তু সভ্যগণ কর্ণ আচ্ছাদনপূর্ব্বক সভা ত্যাগ করিলেন, যেহেতু ভগবান্ অথবা তদ্ ভক্তনিন্দা শ্রবণ করিলে নিন্দাকারী ও শ্রোতা উভয়েই নরকগামী হইয়া থাকে।

কৃষ্ণনিন্দা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য রাজগণ অস্ত্রোদ্যত করিয়া গাত্রোত্থান করিলে শ্রীকৃষ্ণ

তাঁহাদিগকে নিবারিত করিয়া সুদর্শন চক্রদ্বারা শিশুপালের শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন শিশুপালের দেহ হইতে তেজোরাশি উত্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে প্রবেশ করিল। শিশুপাল জন্মত্রয় ধরিয়া ভগবদ্বিদ্বেষ করায় অনুক্ষণ ভগবচ্চিন্তাহেতু সারূপ্য লাভ করিল।

রাজা যুধিষ্ঠির সদস্য ও ঋত্বিগ্‌গণকে প্রচুর দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তাদি হোম সমাধা করিলেন। ভগবান্ দেবকীনন্দন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সমাপনান্তে তদীয় অনুমতি লইয়া মহিষীগণ সহ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্যদর্শনে উহা সহ্য করিতে পারিল না, তদ্ব্যতীত সকলেই উক্ত যজ্ঞের এবং যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ— শ্রীশুক উবাচ,—রাজা যুধিষ্ঠিরঃ এবং (যথাবৃত্তং) জরাসন্ধবধং বিভোঃ কৃষ্ণস্য তম্ অনুভাবং চ (তাদৃশং প্রভাবঞ্চ) শ্রুত্বা প্রীতঃ (সন্) তং (শ্রীকৃষ্ণম্) অব্রবীৎ (উক্তবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের বধ এবং শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রভাব শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে ভগবান্‌কে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্যুক্‌সপ্ততিতমে দ্বিজৈর্মখবিধৌ হরেঃ।
অগ্রপূজা চৈদ্যবধো দুর্য্যোধনরুড়প্যভূৎ ॥
জরাসন্ধবধং কৃষ্ণস্য তমনুভাবঞ্চ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞবিধির প্রথমে শ্রীহরির অগ্রপূজা, চেদীরাজ শিশুপালের বধ, দুর্য্যোধনের মানভঙ্গ হইয়াছিল ॥ ০ ॥

জরাসন্ধ বধ উহা কৃষ্ণেরই প্রভাব ॥ ১ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—

যে স্যুস্ত্রৈলোক্যগুরবঃ সর্ব্বে লোকাঃ মহেশ্বরাঃ।
বহন্তি দুর্ল্লভং লব্ধা শিরসৈবানুশাসনম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ— শ্রীযুধিষ্ঠিরঃ উবাচ,—যে ত্রৈলোক্যগুরবঃ (ত্রৈলোক্যস্যাপি গুরবঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ তে সনকাদয়ঃ, তথা) মহেশ্বরাঃ (লোকপালৈঃ সহিতাঃ) সর্ব্বে লোকাঃ দুর্ল্লভং (দুষ্প্রাপ্যং তব) অনুশাসনম্ (আজ্ঞাং) লব্ধা (ভাগ্যেনৈতল্লব্ধমিতি বহুমাননেন) শিরসা এব (নতমস্তকেনৈব তৎ) বহন্তি (স্বীকুর্ব্বন্তি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দেব, সনক প্রভৃতি ত্রিলোকগুরুবৃন্দ এবং লোকপালগণের সহিত নিখিল লোকসমূহ ভবদীয় দুর্ল্লভ আদেশ ভাগ্যক্রমে লাভ করিলে অবনত মস্তকেই উহা বহন করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যে ত্রৈলোক্যস্যাপি গুরবস্তেঽপি তবানুশাসনমাজ্ঞাং বহন্তি ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রিলোকের গুরুগণ তাহারাও তোমার আজ্ঞা বহন করিতেছে ॥ ২ ॥

স ভবানরবিন্দাক্ষো দীনানামীশমানিনাম্।
ধত্তেঽনুশাসনং ভূমংস্তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভূমন্, সঃ (তাদৃশঃ) অরবিন্দাক্ষঃ (কমললোচনঃ) ভবান্ (পরমেশ্বরঃ) ঈশমানিনাম্ (ঈশ্বরত্বাভিমানিনাং বস্তুতঃ) দীনানাং (ক্ষুদ্রানামস্মাকম্) অনুশাসনং (নির্দ্দেশং) ধত্তে (ধারয়তীতি যৎ) তৎ অত্যন্তবিড়ম্বনম্ (অনুরূপমনুকরণম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে ভূমন্, তাদৃশ পরমেশ্বর, কমললোচন আপনি ঈশ্বরত্বাভিমানগ্রস্ত, বস্তুতঃ অতিদীনভাবাপন্ন আমাদিগের আদেশ পালন করিয়াছেন, ইহা অতিশয় বিসদৃশ অনুকরণ বলিতে হইবে ॥৩॥

বিশ্বনাথ—স ভবান্ দীনানামতিনিকৃষ্টানামপ্যস্মাকং যদনুশাসনং ধত্তে তদত্যন্তবিড়ম্বনমেবাস্মাকং নতূৎকর্ষঃ। হন্ত হন্ত পরমেশ্বরমপি স্বাজ্ঞাকারিণমিমে কুর্ব্বন্তীতি লোকৈরুপহস্যামহ এবেত্যর্থঃ ॥৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই আপনি দীন অতি নিকৃষ্ট আমাদিগেরও যে আদেশ পালন করিতেছেন তাহা আমাদের উৎকর্ষ নহে। হায়! হায়! পরমেশ্বরকেও নিজ আজ্ঞাকারীর ন্যায় এই পাণ্ডবগণ করিতেছে—এইভাবে লোকের উপহাস্যাস্পদ আমরা হইবই ॥ ৩ ॥

ন হ্যেকস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
কর্ম্মভির্বর্দ্ধতে তেজো হ্রসতে চ যথা রবেঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—একস্য অদ্বিতীয়স্য (সমানাসমান-রহিতস্য) পরমাত্মনঃ (সর্ব্বজীবনিয়ন্তু) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মস্বরূপস্য তব) রবেঃ যথা (ইব সূর্য্যস্য যথা উদয়াস্তময়াদিকর্ম্মভিস্তেজো ন বর্দ্ধতে হ্রসতি চ তথা) কর্ম্মভিঃ (পরানুগ্রহার্থৈরেতৈঃ কর্ম্মভিঃ) তেজঃ ন বর্দ্ধতে হ্রসতে চ (ন ক্ষীয়তে চ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে দেব, উদয় কিম্বা অস্তগমন দ্বারা যেরূপ বস্তুতঃপক্ষে সূর্য্যতেজের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না, সেইরূপ পরানুগ্রহ নিমিত্ত এতাদৃশ কর্ম্মসমূহ দ্বারা এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বনিয়ন্তা, ব্রহ্মরূপী আপনার প্রভাবেরও বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ — অস্মদ্বিধস্যাপি জীবস্যাজ্ঞাকারিত্বে তব তু ন কাপ্যপ্রতিষ্ঠেত্যাহ,—নহীতি। একস্য ঈশ্বরান্তরাভাবাৎ সজাতীয়ভেদরহিতস্য অদ্বিতীয়স্য মায়া-জীবয়োস্ত্বচ্ছক্তিত্বেন ত্বদ্রূপত্বাদ্বিজাতীয়ভেদ-রহিতস্যেতি কৈস্তবাপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্যেতি ভাবঃ। কিঞ্চ ব্রহ্মণ ইতি সর্ব্বব্যাপকস্য তব ব্যাপ্যতালক্ষণোনিকর্ষো নাস্তি। পরমাত্মন ইতি সর্ব্বজীবনিয়ন্তুস্তব মাদৃশ-জীবনিয়ম্যত্বলক্ষণশ্চ স নাস্তীতি রাজ্ঞা দৈন্যেনৈব ব্যঞ্জিতং, বস্তুতস্তু ভক্তবশ্যত্বং ভগবতো ন নিকর্ষঃ, প্রত্যুত কৃপাপ্রকর্ষব্যঞ্জকত্বাৎ সর্ব্বোৎকর্ষ এব স চ সর্ব্বদা তস্য বর্ত্তত এব। "দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোক আত্মনো ভক্তবশ্যতাম্‌" ইত্যাদিবচনেভ্যঃ যথা রবে-রিতি রবির্হি ভূর্লোকে শ্বপচগৃহমপি প্রকাশয়তি সুমেরূ-পরি পরমেষ্ঠিগৃহমপি প্রকাশয়তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের ন্যায় জীবের আজ্ঞা পালন করাতে আপনার কিন্তু কোনও অপ্রতিষ্ঠা হইবে না কারণ অন্য ঈশ্বর না থাকায় আপনি 'এক', সজাতীয় ভেদ না থাকায় আপনি 'অদ্বিতীয়', মায়াশক্তি ও জীবশক্তি আপনারই দুইপ্রকার শক্তি, অতএব বিজাতীয় ভেদরহিত। অতএব আপনার অপ্রতিষ্ঠা কাহারা করিবে। আরো সর্ব্বব্যাপক আপনি ব্রহ্ম, আপনাকে আচ্ছাদনরূপ কোন নিকর্ষ নাই। পরমাত্মা আপনি সর্ব্বজীব নিয়ন্তা, তাদৃশ জীবননিয়ন্ত্রিত্ব লক্ষণ তাহা আপনার নাই ইহা দৈন্য পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠির প্রকাশ করিলেন। বস্তুত ভক্তবশ্যতা ভগবানে নিকর্ষ নহে, প্রকৃতপক্ষে কৃপার উৎকর্ষ ব্যঞ্জকহেতু সর্ব্বোৎ-কর্ষ, তাহাও সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে বর্ত্তমান আছে। ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছেন, নিজের ভক্তবশ্যতা ঐশ্বর্য্য জ্ঞান-বান লোকদিগকে দেখাইলেন এইসকল বাক্যদ্বারা যেমন সূর্য্য এই ভূলোকে চণ্ডালগৃহকেও, আবার সুমেরুর উপরে ব্রহ্মার গৃহকেও আলোকিত করে ॥৪

ন বৈ তেঽজিতভক্তানাং মমাহমিতি মাধব ।
ত্বং তবেতি চ নানাধীঃ পশূনামিব বৈকৃতী ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অজিত, মাধব, পশূনাম্ (অজ্ঞানাং) বৈকৃতী (শরীরবিষয়া) নানাধীঃ ইব (যথা ভেদ-বুদ্ধির্বর্ত্ততে তথা) তে (তব) ভক্তানাং (সেবকানা-মেবং) "মম, অহম্" ইতি "ত্বং, তব" ইতি চ (ইত্যা-কারা চ) নানাধীঃ (ভেদবুদ্ধিঃ) ন বৈ (নৈব বর্ত্ততে, কিং পুনস্তবেতি ভাবঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে অজিত, মাধব, অজ্ঞগণের যেরূপ শরীরবিষয়ে বিবিধ ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, আপনার সেবকগণের মধ্যে তাদৃশ "আমি আমার" "তুমি তোমার" ইত্যাকার ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান নাই ॥৫

বিশ্বনাথ—নন্বেবমপ্যহং পরমেশ্বরো মমেদং নীচং কর্ম্মাযোগ্যমিতি মনসি কথং ন সম্ভবেদত আহ,—নেতি। হে অজিত, তব ভক্তানামেব তাবৎ মমাহমিতি মম মহাপাণ্ডিত্যমতোঽহং সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ কস্যাজ্ঞাং বহামি ত্বং তবেতি তব শাস্ত্রজ্ঞানাভাবাত্ত্বং মূর্খঃ সর্ব্বস্যৈব দাস্যং কুর্ব্বিতি পশূনামিব 'বৈকৃতা-বৈকৃতী'তি চ পাঠঃ। বিকারময়ী প্রাকৃতী নানাধী-র্নাস্তি তেন সিদ্ধানাং তেষাং চিন্ময়ী সাত্বস্ত্যেবেতি ভাবঃ। তব তু কিং পুনর্বক্তব্যমস্তীতি ভাবঃ ॥৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যুধিষ্ঠির বলিতেছেন 'আমি পরমেশ্বর আমার এই নীচকর্ম্ম অযোগ্য' ইহা মনে সম্ভব হয় না ? তাহার উত্তরে বলি—হে অজিত কৃষ্ণ ! তোমার ভক্তগণেরই আমার ও আমি আমার মহাপাণ্ডিত্য অতএব আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাহার আজ্ঞা পালন করিব, তোমার শাস্ত্রজ্ঞান অভাব হেতু তুমি মুর্খ সকলেরই দাস্য কর—এইপ্রকার পশুদের ন্যায় বিকারময়ী প্রাকৃত নানাবুদ্ধি নাই। অতএব সেই

সিদ্ধ তোমার ভক্তগণের চিন্ময়ী বুদ্ধি আছে। তোমার কি পুনঃরায় বক্তব্য আছে ॥ ৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা যজ্ঞিয়ে কালে বব্রে যুক্তান্ স ঋত্বিজঃ।
কৃষ্ণানুমোদিতঃ পার্থো ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি (এবম্) উক্ত্বা কৃষ্ণানুমোদিতঃ (কৃষ্ণেনানুজ্ঞাতঃ) সঃ পার্থঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) যজ্ঞীয়ে কালে (যজ্ঞোচিতসময়ে) ব্রহ্মবাদিনঃ (বেদনিপুণান্) যুক্তান্ (অভিযুক্তান্) ব্রাহ্মণান্ ঋত্বিজঃ (হোতৃপ্রমুখান্) বব্রে (বৃতবান্) ॥৬॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে যজ্ঞোচিত সময়ে বেদনিপুণ সুযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে হোতৃরূপে বরণ করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যজ্ঞিয়ে যজ্ঞোচিতে বসন্তাদৌ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—এই বলিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ কৃষ্ণের অনুমোদিত বেদবাদী ব্রাহ্মণগণকে ঋত্বিক রূপে যজ্ঞে বরণ করিলেন। যজ্ঞিয় অর্থাৎ যজ্ঞোচিত বসন্তকালে ॥৬॥

দ্বৈপায়নো ভরদ্বাজঃ সুমন্তুর্গৌতমোঽসিতঃ।
বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ কণ্বো মৈত্রেয়ঃ কবষস্ত্রিতঃ ॥ ৭ ॥
বিশ্বামিত্রো বামদেবঃ সুমতির্জৈমিনিঃ ক্রতুঃ।
পৈলঃ পরাশরো গর্গো বৈশম্পায়ন এব চ ॥ ৮ ॥
অথর্ব্বা কশ্যপো ধৌম্যো রামো ভার্গব আসুরিঃ।
বীতিহোত্রো মধুচ্ছন্দা বীরসেনোঽকৃতব্রণঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তানাহ) দ্বৈপায়নঃ, ভরদ্বাজঃ, সুমন্তুঃ, গৌতমঃ, অসিতঃ, বশিষ্ঠঃ, চ্যবনঃ, কণ্বঃ, মৈত্রেয়ঃ, কবষঃ, ত্রিতঃ, বিশ্বামিত্রঃ, বামদেবঃ, সুমতিঃ, জৈমিনিঃ, ক্রতুঃ, পৈলঃ, পরাশর, গর্গঃ, বৈশম্পায়নঃ এব চ, অথর্ব্বা, কশ্যপঃ, ধৌম্যঃ, ভার্গবঃ রামঃ (পরশুরামঃ), আসুরিঃ, বীতিহোত্রঃ, মধুচ্ছন্দাঃ, বীরসেনঃ, অকৃতব্রণঃ (ইত্যেতান্ বব্রে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৭-৯ ॥

অনুবাদ—এই যজ্ঞে ব্যাসদেব, ভরদ্বাজ, সুমন্তু, গৌতম, অসিত, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত, বিশ্বামিত্র, বামদেব, সুমতি, জৈমিনি, ক্রতু, পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্ব্বা, কশ্যপ, ধৌম্য, পরশুরাম, আসুরি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দাঃ, বীরসেন এবং অকৃতব্রণ, ইহারা বৃত হইয়াছিলেন ॥ ৭-৯ ॥

উপহূতাস্তথা চান্যে দ্রোণভীষ্মকৃপাদয়ঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ সহসুতো বিদুরশ্চ মহামতিঃ ॥ ১০ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা যজ্ঞদিদৃক্ষবঃ।
তত্রেয়ুঃ সর্ব্বরাজানো রাজ্ঞাং প্রকৃতয়ো নৃপ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তত্র সহসুতঃ (পুত্রৈঃ সহিতঃ) ধৃতরাষ্ট্রঃ মহামতিঃ বিদুরঃ চ তথা দ্রোণভীষ্মকৃপাদয়ঃ অন্যে উপহূতাঃ (নিমন্ত্রিতাঃ) চ (তথা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ (তথা) সর্ব্বরাজানঃ (সর্ব্বে নৃপাঃ) রাজ্ঞাং প্রকৃতয়ঃ (অধীনস্থজনাশ্চ) যজ্ঞদিদৃক্ষবঃ (যজ্ঞং দ্রষ্টুমিচ্ছবঃ সন্তঃ) ঈয়ুঃ (আজগ্মুঃ) ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তখন সেখানে সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ প্রভৃতি অন্যান্য নিমন্ত্রিত গণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং যাবতীয় নৃপতিগণ ও তাঁহাদের অধীন জনসমূহ যজ্ঞ দর্শনের জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ১০-১১ ॥

ততস্তে দেবযজনং ব্রাহ্মণাঃ স্বর্ণলাঙ্গলৈঃ।
কৃষ্ট্বা তত্র যথাম্নায়ং দীক্ষয়াঞ্চক্রিরে নৃপম্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) তে (বৃতাঃ) ব্রাহ্মণাঃ স্বর্ণলাঙ্গলৈঃ দেবযজনং (যজ্ঞভূমিং) কৃষ্ট্বা (কর্ষণাদিভিঃ সংশোধ্য) তত্র যথাম্নায়ং (যথাবিধি) নৃপং (যুধিষ্ঠিরং) দীক্ষয়াঞ্চক্রিরে (দীক্ষাসংস্কারযুক্তমকুর্ব্বন্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বৃত ব্রাহ্মণগণ সুবর্ণলাঙ্গলদ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণপূর্ব্বক সেখানে রাজা যুধিষ্ঠিরকে যথাবিধি যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—দেবযজনং যজ্ঞভূমিং কৃষ্ট্বা কর্ষণাদিভিঃ সংশোধ্য দীক্ষয়াংচক্রিরে দীক্ষাসংস্কারযুক্তম কুর্ব্বন্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— যজ্ঞভূমি কর্ষনাদিদ্বারা সংশোধন করিয়া সংস্কারযুক্ত ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে যথাবিধি দীক্ষাসংস্কারযুক্ত করিলেন ॥ ১২ ॥

হৈমাঃ কিলোপকরণা বরুণস্য যথা পুরা ।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বিরিঞ্চিভবসংযুতাঃ ॥ ১৩ ॥
সগণাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ ।
মুনয়ো যক্ষরক্ষাংসি খগকিন্নরচারণাঃ ॥ ১৪ ॥
রাজানশ্চ সমাহূতা রাজপত্ন্যশ্চ সর্ব্বশঃ ॥
রাজসূয়ং সমীয়ুঃ স্ম রাজ্ঞঃ পাণ্ডুসুতস্য বৈ ।
মেনিরে কৃষ্ণভক্তস্য সূপপন্নমবিস্মিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র যজ্ঞে) পুরা (পূর্ব্বকালে) বরুণস্য (রাজসূয়ে) যথা (হৈমা উপকরণা আসন্ তথা) হৈমাঃ (স্বর্ণময়াঃ) উপকরণাঃ (উপস্করাঃ) কিল (আসন্ তথা) বিরিঞ্চিভবসংযুতাঃ (ব্রহ্মশিব সহিতাঃ) ইন্দ্রাদয়ঃ লোকপালাঃ (তথা) সগণাঃ (সপরিকরাঃ) সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ (সিদ্ধা গন্ধর্ব্বাশ্চ তথা) বিদ্যাধর-মহোরগাঃ (বিদ্যাধরা মহোরগা মহানাগাশ্চ) মুনয়ঃ যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষা রাক্ষসাশ্চ) খগকিন্নরচারণাঃ (খগাঃ কিন্নরাঃ চারণাশ্চ) সমাহূতাঃ (নিমন্ত্রিতাঃ) রাজানঃ চ রাজপত্ন্যঃ চ সর্ব্বশঃ (এতে সর্ব্বে) রাজ্ঞঃ পাণ্ডুসুতস্য (যুধিষ্ঠিরস্য) রাজসূয়ং সমীয়ুঃ স্ম বৈ (সমাগতা বভূবুঃ তে) অবিস্মিতাঃ (সন্তঃ) কৃষ্ণভক্তস্য (কৃষ্ণানুরক্তস্য রাজ্ঞঃ তাদৃশসমৃদ্ধং রাজ-সূয়ং) সূপপন্নং (সুযুক্তং) মেনিরে (জজ্ঞিরে) ॥১৩-১৫

অনুবাদ—বরুণের পুরাকালীন রাজসূয়যজ্ঞের ন্যায় এই যজ্ঞেও স্বর্ণ-নির্ম্মিত উপকরণসমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল। ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদিলোকপালগণ, সপরিবার সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও মহানাগগণ, মুনিগণ, যক্ষ, রাক্ষস, খগ, কিন্নর, চারণগণ এবং নিমন্ত্রিত রাজগণ ও রাজপত্নীগণ সকলে রাজা যুধি-ষ্ঠিরের রাজসূয়ে সমাগত হইলেন এবং তাঁহারা বিস্মিত না হইয়া কৃষ্ণভক্তের পক্ষে তাদৃশ সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান সুযুক্ত ও সম্ভবপরই মনে করিলেন ॥১৩-১৫

বিশ্বনাথ—অবিস্মিতা ইতি কৃষ্ণভক্তস্যাস্য কিম-সম্ভবমিতি ভাবঃ ॥ ১৩-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অবিস্মিতা ইত্যাদি এই কৃষ্ণভক্তের অসম্ভব কি ॥ ১৩-১৫ ॥

অযাজয়ন্ মহারাজং যাজকা দেববর্চ্চসঃ ।
রাজসূয়েন বিধিবৎ প্রচেতসমিবামরাঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অমরাঃ (দেবাঃ) প্রচেতসম্ ইব (যথা বরুণং অযাজয়ন্ তথা) দেববর্চ্চসঃ (দেব-প্রভাবাঃ) যাজকাঃ (ঋত্বিজঃ) বিধিবৎ (যথাবিধি) রাজসূয়েন মহারাজং (যুধিষ্ঠিরম্) অযাজয়ন্ (যোগং কারয়ামাসুঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, পূর্ব্বকালে দেবগণ যেরূপ বরুণ দ্বারা যাগ করাইয়াছিলেন, সেইরূপ দেব-প্রভাব-যুক্ত যাজকগণ যথাবিধি রাজসূয় দ্বারা যুধি-ষ্ঠিরের যাজনকৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—বরুণস্য রাজসূয়ে যথাসন্নিতি শেষঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বরুণদেবের রাজসূয়যজ্ঞে যেমন ছিল সেইরূপ ॥ ১৬ ॥

সুত্যেঽহন্যবনীপালো যাজকান্ সদসস্পতীন্ ।
অপূজয়ন্ মহাভাগান্ যথাবৎ সুসমাহিতঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অবনীপালঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) সুত্যে অহনি (সোমাভিষবদিনে) সুসমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্) যথাবৎ (যথাবিধি) মহাভাগান্ (পুণ্যশালিনঃ) সদসস্পতীন্ (সভাপতীন্) যাজকান্ (ঋত্বিজঃ) অপূজয়ৎ (পূজিতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সোমাভিষব-দিবসে একাগ্রচিত্ত হইয়া পুণ্যবান্ সভাপতি যাজক-গণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—সুত্যে অহনি সোমাভিষবদিনে ॥১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সুত্য অর্থাৎ সোমযজ্ঞের দিনে ॥ ১৭ ॥

সদস্যাগ্র্যার্হণার্হং বৈ বিমৃশন্তঃ সভাসদঃ ।
নাধ্যগচ্ছন্নেনৈকান্ত্যাৎ সহদেবস্তদাব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(তদানীং) সভাসদঃ (সভ্যাঃ) সদস্যাগ্র্যার্হণার্হং (সদস্যেষু সভ্যেষু অগ্র্যার্হণার্হং প্রথম পূজা যোগ্যপুরুষং) বিমৃশন্তঃ (বিচারয়ন্তঃ সন্তঃ) অনৈকান্ত্যাৎ (যোগ্যানাং বহুত্বেনৈকস্যানিশ্চয়াৎ) ন অধ্যগচ্ছন্ (কিমপি নির্দ্ধারয়িতুং স সমর্থা বভূবুঃ) তদা (তদানীং) সহদেবঃ অব্রবীৎ (উক্তবান্) ॥১৮॥

অনুবাদ—তৎকালে সভ্যগণ সভাস্থিত পুরুষগণের মধ্যে কে প্রথম পূজা লাভের যোগ্য ইহা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তথায় যোগ্যপুরুষের বহুত্ব নিবন্ধন কোন বিশিষ্ট একজনের নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না, তখন সহদেব এরূপ বলিতে লাগিলেন ॥১৮

বিশ্বনাথ—সদস্যেষু মধ্যে অগ্র্যার্হণং অগ্রপূজা তস্যার্হং যোগ্যং অনৈকান্ত্যাৎ যোগ্যানাং বহুত্বেনানিশ্চয়াৎ সভাসদোঽল্পজ্ঞা এব নতু বহুজ্ঞাস্তে তু ব্রহ্মরুদ্রদ্বৈপায়নাদয়ো বয়মধুনা ন পৃষ্টাঃ কথং ব্রূমহে কিঞ্চৌৎপত্তিকসর্ব্বপরীক্ষাপ্রাবীণ্যবিখ্যাতঃ সহদেবোঽত্র পূজায়ামধিকৃত এব বর্ত্ততে স চেন্নব্রবীত বক্তুং দৈবান্নজানীয়াদ্বা তদা বয়মপৃষ্টা অপি বক্ষ্যামহ এবেতি মনসি নিশ্চিত্য তূষ্ণীমেব তত্র বর্ত্তন্তে সেমতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সদস্যগণের মধ্যে অগ্রপূজা সেইরূপ যোগ্যব্যক্তি বহুগণ থাকায় নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সভাসদ্গণ অল্পজ্ঞই তাহারা বহুজ্ঞ নহে, কিন্তু ব্রহ্মা রুদ্র বেদব্যাস আদিকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমরা এখন কিরূপে বলিব। আরও উপস্থিত সর্ব্বপরীক্ষা বিষয়ে প্রবীন বিখ্যাত সহদেব এইখানে পূজাকার্য্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আছে সে যদি না বলে অর্থাৎ দৈববশতঃ বলিতে না জানে অথবা তখন আমরা তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া বলি তাহা হইলে সে মনে মনে নিশ্চয় করিয়া এ বিষয়ে মৌন থাকিবে ॥ ১৮ ॥

———

অর্হতি হ্যচ্যুতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
এষ বৈ দেবতাঃ সর্ব্বা দেশকালধনাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সাত্বতাং পতিঃ (যাদবপতিঃ) ভগবান্ অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) হি (নূনং) শ্রৈষ্ঠ্যং (পূজ্যেষু শ্রেষ্ঠত্বম্) অর্হতি (প্রাপ্তুং শক্নোতি যতঃ) এষঃ বৈ (অচ্যুত এব) সর্ব্বাঃ দেবতাঃ (সর্ব্বদেবস্বরূপঃ, তথা) দেশকালধনাদয়ঃ (দেশকালদ্রব্যাদিস্বরূপশ্চ ভবতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে সভ্যগণ, এই সভাস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পূজনীয় পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবার যোগ্য, যেহেতু, ইনিই সর্ব্বদেবময় এবং দেশ কাল ও দ্রব্যাদিস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রৈষ্ঠ্যমাত্যন্তিকং আপেক্ষিকমপি শ্রৈষ্ঠ্যং বস্তুতঃ অস্যৈবেতি কৈমুত্যেনাহ,—এষ বৈ ইতি ॥১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রেষ্ঠ দুইপ্রকার—এক আত্যন্তিক শ্রেষ্ঠ, আর একপ্রকার আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠ। বস্তুত কৃষ্ণেরই শ্রেষ্ঠত্ব এইস্থলে, এই বিষয়ে আর কি বলিব ॥ ১৯ ॥

———

যদাত্মকমিদং বিশ্বং ক্রতবশ্চ যদাত্মকাঃ।
অগ্নিরাহুতয়ো মন্ত্রা সাঙ্খ্যং যোগশ্চ যৎপরঃ ॥২০॥
এক এবাদ্বিতীয়োঽসাবৈতদাত্ম্যমিদং জগৎ।
আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ সভ্যাঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ইদং বিশ্বং যদাত্মকং (যদধীনং তথা) ক্রতবঃ চ (যজ্ঞাশ্চ) যদাত্মকাঃ (যস্যারাধনসাধনরূপাঃ, তথা) অগ্নিঃ আহুতয়ঃ মন্ত্রাঃ সাংখ্যং (জ্ঞানং) যোগঃ (উপাসনা) চ যৎপরঃ (যৎপরায়ণো ভবতি হে) সভ্যাঃ একঃ অদ্বিতীয়ঃ (সমানাসমানরহিতঃ) আত্মাশ্রয়ঃ (স্বপ্রতিষ্ঠঃ) অজঃ (জন্মরহিতঃ) অসৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ) এব ঐতদাত্ম্যম্ (এষ এব আত্মা অন্তর্য্যামী যস্য তৎ) ইদং জগৎ আত্মনা (স্বস্য মায়য়ের্থঃ) সৃজতি অবতি (রক্ষতি) হন্তি (নাশয়তি চ) ॥২০-২১॥

অনুবাদ—হে সভ্যগণ, এই বিশ্ব যাহার অধীন, যজ্ঞসকল যাঁহার উপাসনার উপায়স্বরূপ এবং যিনি অগ্নি, আহুতি, মন্ত্র, সাংখ্য ও যোগ প্রভৃতির একমাত্র লক্ষীভূত, সেই এক অদ্বিতীয়, স্বপ্রতিষ্ঠ, অজ শ্রীকৃষ্ণই অন্তর্য্যামিসূত্রে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকার্য্য নিজ-মায়াবলে সম্পাদন করিতেছেন ॥২০-২১॥

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থং বিবৃণোতি,—যদাত্মকমিতি। সাংখ্যং জ্ঞানং যোগেঽষ্টাঙ্গঃ যৎপরঃ যদ্বিষয়কঃ ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থং প্রতিপাদয়তি। এক এব

সজাতীয়ভেদরহিতঃ পরমেশ্বরান্তরাভাবাদিতি ভাবঃ। অদ্বিতীয়ঃ বিজাতীয়ভেদরহিতশ্চ তত্র হেতুঃ। ঐতদাত্ম্যমিতি। স্বার্থে ষ্যঞ্। এতদাত্মকমিত্যর্থঃ। এতচ্ছক্তিকার্য্যত্বাদেবৈতাদাত্মকমিত্যাহ, — আত্মনা প্রকৃত্যা আত্মাশ্রয়ঃ অনন্যাশ্রয়ঃ। হে সভ্যাঃ, ইতি অত্র বিপ্রতিপত্তিশ্চেদ্বিপ্রতিপদ্যতাং ময়ৈব সর্ব্বং সমাধেয়মিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—সাংখ্য জ্ঞান অষ্টাঙ্গযোগ যাহার বিষয়ক সেই শ্রীকৃষ্ণ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উক্ত বিষয়টি প্রতিপাদন করিতেছেন—এক এব-সজাতীয় ভেদ রহিত, পরমেশ্বর অন্য না থাকায়। অদ্বিতীয় বিজাতীয় ভেদ রহিত, তাহার কারণ এই বিশ্ব সকলই ইহা হইতে হইয়াছে, ইহার শক্তিকার্য্যহেতু এতদাত্মক। ইনি প্রকৃতিদ্বারা এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, ইনিই একমাত্র আশ্রয়। হে সভ্যগণ! এই বিষয়ে বিমত থাকিলে নিজ নিজ মত স্থাপন করুন আমি সকল সমাধান করিব ইহাই ভাবার্থ ॥ ২১ ॥

বিবিধানীহ কর্ম্মাণি জনয়ন্ যদবেক্ষয়া।
ঈহতে যদয়ং সর্ব্বঃ শ্রেয়ো ধর্ম্মাদিলক্ষণম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং সর্ব্বঃ (সর্ব্বোঽপি জনঃ) যদবেক্ষয়া (যস্য অবেক্ষয়া অনুগ্রহেন) ইহ (জগতি) বিবিধানি কর্ম্মাণি (তপো যোগাদীনি) জনয়ন্ (কুর্ব্বন্) যৎ (যস্মাৎ) ধর্ম্মাদিলক্ষণং (ধর্ম্মাদিরূপং) শ্রেয়ঃ (কল্যানম্) ঈহতে (সাধয়তি, কর্ম্মাণি তৎফলানি চ যদধীনানীত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এই মানবজাতি তাঁহার অনুগ্রহবলে ইহ জগতে তপঃ যোগ প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতেই ধর্ম্মাদি শুভফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

তস্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে দীয়তাং পরমার্হণম্।
এবং চেৎ সর্ব্বভূতানামাত্মনশ্চার্হণং ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ মহতে (মহাপুরুষায়) কৃষ্ণায় পরমার্হণং (শ্রেষ্ঠপূজনং) দীয়তাং এব চেৎ (তদৈব) সর্ব্বভূতানাম্ আত্মনঃ (স্বস্য) চ অর্হণং (পূজনং) ভবেৎ (সর্ব্বেষাং তদাত্মকত্বাৎ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অতএব পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ পূজা প্রদান করা উচিত, তাহা হইলেই নিখিল ভূতগণের এবং নিজেরও পূজা সাধিত হইবে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপয়ৈব সর্ব্বলোকস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি তৎফলানি চ সিদ্ধ্যন্তীতি তদর্থমপ্যয়মগ্রেহর্হিতুং যুজ্যত এবেত্যাহ,—বিবিধানীতি। ইহ ভূর্লোকে যদবেক্ষয়া যৎকৃপাবলোকেনৈব তপো যোগাদীনি জনয়ন্ কুর্ব্বন্ যদ্‌যস্মাদয়ং সর্ব্বোঽপি জনো ধর্ম্মাদিলক্ষণং শ্রেয় ঈহতে সাধয়তি কর্ম্মাণি তৎফলানি চ যদধীনানীত্যর্থঃ ॥ ২২-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের কৃপার দ্বারাই সকললোকের সকল কর্ম্ম ও তাহার ফলসমূহ সিদ্ধ হইতেছে। এই কারণেও ইহাকে অগ্রে পূজা করিতে যুক্তিযুক্ত হয়। ইহাই বলিতেছেন—এই ভূর্লোকে যাঁহার কৃপাদৃষ্টিদ্বারাই তপস্যা যোগাদি করিতে করিতে, যেহেতু ইনিই সকল জনগণ ধর্ম্ম আদিরূপ মঙ্গল সাধন করিতেছে, কর্ম্মসমূহ ও তাহার ফলসমূহ যাঁহার অধীন ॥ ২২-২৩ ॥

সর্ব্বভূতাত্মভূতায় কৃষ্ণায়ানন্যদর্শিনে।
দেয়ং শান্তায় পূর্ণায় দত্তস্যানন্ত্যমিচ্ছতা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—দত্তস্য (দানস্য) আনন্ত্যম্ (অক্ষয়ত্বম্) ইচ্ছতা (কাময়মানেন পুরুষেণ) সর্ব্বভূতাত্মভূতায় (সর্ব্বভূতানাম্ আত্মভূতায় অন্তর্য্যামিনে) অনন্যদর্শিনে (নিরস্তভেদমতয়ে) শান্তায় (স্বাত্মানন্দপরিতৃপ্তায়) পূর্ণায় (স্বপ্রতিষ্ঠায়) কৃষ্ণায় দেয়ং (দাতব্যম্) ॥২৪॥

অনুবাদ—যিনি দানের অক্ষয়ত্ব কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী, ভেদবুদ্ধিরহিত, শান্ত এবং স্বপ্রতিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই দান করা উচিত ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলমিদমিদানীমেব রাজন্যস্মিন্নেব বিধীয়তে, কিন্তু বিধিরয়ং সার্ব্বকালিকঃ সার্ব্বলৌকিকশ্চেত্যাহ,—সর্ব্বেতি। অনন্যদর্শিনে ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই কেবল এখনই এই বিষয়ে যুধিষ্ঠির বিধান করিতেছেন ইহা নহে, কিন্তু এই বিধি সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বলৌকিক। অনন্য-দর্শী অর্থাৎ নিজ অভিন্নদর্শী কৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই দান করা উচিৎ ॥ ২৪ ॥

ইত্যুক্ত্বা সহদেবোঽভূৎ তূষ্ণীং কৃষ্ণানুভাববিৎ।
তচ্ছ্রুত্বা তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে সাধুসাধ্বিতি সত্তমাঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণানুভাববিৎ (শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যজ্ঞঃ) সহদেবঃ ইতি (এতাবৎ) উক্ত্বা তূষ্ণীম্ অভূৎ (বির-রাম) সর্ব্বে সত্তমাঃ (সাধবঃ) তৎ (সহদেববচনং) শ্রুত্বা সাধু সাধু ইতি তুষ্টুবুঃ (প্রশশংসুঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যজ্ঞ সহদেব এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন। তখন সজ্জনগণ তদীয় বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক 'সাধু' 'সাধু' শব্দে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রুত্বা দ্বিজেরিতং রাজা জ্ঞাত্বা হার্দ্দং সভাসদাম্।
সমর্হয়দ্ধৃষীকেশং প্রীতঃ প্রণয়বিহ্বলঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—রাজা (যুধিষ্ঠিরঃ) দ্বিজেরিতং (দ্বিজৈঃ ঈরিতং কীর্ত্তিতং সাধু সাধ্বিতি ঘোষং) শ্রুত্বা (তথা) সভাসদাং (সভ্যানাং) হার্দ্দং (শ্রীকৃষ্ণস্য প্রথম-পূজনাভিপ্রায়ঞ্চ) জ্ঞাত্বা প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ) প্রণয়বিহ্বলঃ (প্রেমবিক্লবশ্চ সন্) হৃষীকেশং (কৃষ্ণং) সমর্হয়ৎ (সম্যক্ পূজিতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—রাজা যুধিষ্ঠির দ্বিজগণের কীর্ত্তিত ধন্যবাদ শ্রবণ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজনই সভ্য-গণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রীতি ও প্রণয়-বিহ্বল-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকেই সম্যগ্রূপে পূজা করিলেন ॥২৬॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজানামীরিতং সাধুসাধ্বিতি ঘোষঃ সমর্হয়ৎ। ভো কৃষ্ণ, ত্বং সর্ব্বলোকানাং পাদাবনে-জনকর্ম্মণি স্বগৃহীতে ব্যগ্রো বর্ত্তসে সাম্প্রতং, পরন্তু ব্রহ্মরুদ্রাদিসর্ব্বাগ্রপূজ্যস্য তব পাদাবনেজনার্থং ব্যগ্রো রাজা ত্বামাকারয়তি তত্ত্বং তত্র শীঘ্রং গচ্ছেতি সান্দে-শিকলোকদ্বারা সম্যক্ প্রকারেণানীয় অর্হয়ৎ পূজয়া-মাস প্রাড়্ভাব আর্ষঃ। হৃষীকেশং স্বপাদাবনেজনে মৈবম্মৈবং কুর্ব্বিতি প্রণয়কোপিনমপি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যা-কর্ষন্তম্ ॥ ২৫-২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বলিয়া সহদেব মৌন অবলম্বন করিলে তাহা শুনিয়া সকলে সাধুসাধু বলিয়া প্রশংসা করিলেন। ব্রাহ্মণগণের সাধুসাধু এইরূপ শব্দ রাজা যুধিষ্ঠির শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন—'হে কৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বলোকের পদ-ধৌত কর্ম্ম নিজে গ্রহণ করিয়া ব্যগ্রভাবে অবস্থান, পরন্তু ব্রহ্মা রুদ্রাদির সকলের অগ্রপূজা তোমার চরণ-ধৌত করিবার জন্য ব্যগ্র রাজা যুধিষ্ঠির তোমাকে আহ্বাহন করিতেছে অতএব সেইখানে চল' এইরূপ সংবাদ প্রেরক লোকদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে আনিয়া পূজা করিলেন। হৃষীকেশ কৃষ্ণকে তাহার পাদধৌত করিতে গেলে 'এইরূপ করিও না এইরূপ করিও না' প্রণয়কোপ প্রকাশ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ সক-লের ইন্দ্রিয়সমূহকে আকর্ষণকারী ॥ ২৫-২৬ ॥

তৎপাদাববনিজ্যাপঃ শিরসা লোকপাবনীঃ।
সভার্য্যঃ সানুজামাত্যঃ সকুটুম্বো বহন্ মুদা ॥ ২৭ ॥
বাসোভিঃ পীতকৌশেয়ৈর্ভূষণৈশ্চ মহাধনৈঃ।
অর্হয়িত্বাশ্রুপূর্ণাক্ষো নাশকৎ সমবেক্ষিতুম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) তৎপাদৌ (তস্য কৃষ্ণস্য পাদৌ চরণযুগলম্) অবনিজ্য (প্রক্ষাল্য) লোকপাবনীঃ (ত্রিলোকপবিত্রতাজননীঃ) আপঃ (পাদক্ষালনজলানি) সভার্য্যঃ (ভার্য্যয়া সহিতঃ) সানুজামাত্যঃ (অনুজৈঃ অমাত্যৈশ্চ সহিতঃ) সকুটুম্বঃ (কুটুম্বৈশ্চ সহিতঃ) মুদা (হর্ষেণ) শিরসা বহন্ (ধারয়ন্) পীতকৌশেয়ৈঃ (পীতবর্ণৈঃ কৌশেয়ৈঃ) বাসোভিঃ (বসনৈঃ তথা) মহাধনৈঃ (মহামূল্যৈঃ) ভূষণৈঃ চ অর্হয়িত্বা (পূজ-য়িত্বা) অশ্রুপূর্ণাক্ষঃ (আনন্দাশ্রুপূরিতলোচনঃ সন্ তং) সমবেক্ষিতুং (সম্যগ্ দ্রষ্টুং) ন অশকৎ (ন সমর্থোঽভূৎ) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—তিনি তদীয় চরণযুগল প্রক্ষালনপূর্ব্বক ভার্য্যা, অনুজ, অমাত্য এবং কুটুম্বগণের সহিত হৃষ্ট-চিত্তে উক্ত ত্রিলোকপাবন পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া পীতবর্ণ কৌশেয়বসন এবং মহামূল্য আভ-রণসমূহ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলে নয়নযুগল

আনন্দাশ্রুপরিপূরিত হওয়ায় সম্যগ্‌রূপে ভগবান্‌কে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ২৭-২৮ ॥

ইত্থং সভাজিতং বীক্ষ্য সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ো জনাঃ ।
নমো জয়েতি নেমুস্তং নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বে জনাঃ ইত্থম্ (অনেন ক্রমেণ) সভাজিতং (পূজিতং শ্রীকৃষ্ণং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলয়ঃ সন্তঃ) নমঃ জয় ইতি (উক্ত্বা) তং (শ্রীকৃষ্ণং) নেমুঃ (অভিবাদয়ামাসুঃ, তথা) পুষ্পবৃষ্টয়ঃ (পুষ্পবর্ষণানি) নিপেতুঃ (তদুপরি পতিতা বভূবুঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তৎকালে সমস্ত লোক শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে পূজিত হইতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি সহকারে "নমঃ, নমঃ" "জয়, জয়" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

ইত্থং নিশম্য দমঘোষসুতঃ স্বপীঠা-
দুত্থায় কৃষ্ণগুণবর্ণনজাতমন্যুঃ ।
উৎক্ষিপ্য বাহুমিদমাহ সদস্যমর্ষী
সংশ্রাবয়ন্ ভগবতে পরুষাণ্যভীতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণগুণবর্ণনজাতমন্যুঃ (সহদেবকৃতেন কৃষ্ণস্য গুণবর্ণনেন জাতো মন্যুঃ ক্রোধো যস্য সঃ) দমঘোষসুতঃ (শিশুপালঃ) ইত্থং (লোককৃতং শ্রীকৃষ্ণ-স্তবাদিকং) নিশম্য (শ্রুত্বা) অমর্ষী (অসহিষ্ণুঃ, তথা) অভীতঃ (নির্ভয়শ্চ সন্) স্বপীঠাৎ (স্বকীয়া-দাসনাৎ) উত্থায় বাহুং উৎক্ষিপ্য (উর্দ্ধীকৃত্য) সদসি ভগবতে (কৃষ্ণায়) পরুষাণি (রুক্ষবচনানি) সংশ্রা-বয়ন্ (সম্যক্ শ্রাবয়ন্) ইদং (বক্ষ্যমাণবাক্যম্) আহ (উক্তবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সহদেব-কৃত কৃষ্ণগুণ বর্ণন-হেতু ক্রুদ্ধচিত্ত শিশুপাল লোকমুখে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া নির্ভয়ে আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক স্বীয় বাহু উর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিয়া সভামধ্যে ভগবান্‌কে কর্কশ বচনসমূহ শ্রবণ করাইয়া এরূপ বলিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

ঈশো দুরত্যয়ঃ কাল ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ ।
বৃদ্ধানামপি যদ্‌বুদ্ধির্বালবাক্যৈর্বিভিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—দুরত্যয়ঃ (দুর্ল্লঙ্ঘ্যঃ) কালঃ (এব) ঈশঃ (সর্ব্বত্র প্রভুর্ভবতি) ইতি শ্রুতিঃ (এবং লোকঃ-প্রবাদঃ) সত্যবতী (যথার্থৈব ভবতি) যৎ (যস্মাৎ) বৃদ্ধানাং অপি বুদ্ধিঃ (মতিঃ) বালবাক্যৈঃ (বালক-বচনৈঃ) বিভিদ্যতে (অদ্য বিচাল্যত ইত্যর্থঃ) ॥৩১॥

অনুবাদ—দুর্ল্লঙ্ঘ্য কালই সর্ব্ববিষয়ের প্রভু এতাদৃশ লোকপ্রবাদ বস্তুতঃই যথার্থ, যেহেতু অদ্য বালকের বাক্যে বৃদ্ধগণেরও মতিবিভ্রম লক্ষিত হইতেছে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অমর্ষী অসহিষ্ণুরতো জাতমন্যুঃ। অত্র পূজায়া আরম্ভকালেনোক্তং, কিন্তু পূজা সমাপ্ত্য-নন্তরমেবেত্যত্র শিশুপালস্যায়মভিপ্রায়ঃ যদ্যহমধুনৈব বিপ্রতিপদ্য বহূনেব হেতুনুপন্যস্য কৃষ্ণস্যাপূজ্যত্বং প্রতিপাদয়ামি ততো নিরস্তীকর্ত্তুমশক্যতমস্য মমৈব মতং গৃহীত্বা সভ্যাঃ কৃষ্ণমপূজয়িত্বা কমপ্যন্যমেব যোগ্যমগ্রপূজায়াং ব্যবস্থাপয়িষ্যন্তি। যজ্ঞশ্চ সাধু প্রবর্ত্তিষ্যতে। তস্মাদ্‌যজ্ঞং বিজিঘাংসুরহং সাম্প্রতং তূষ্ণীমেব বর্ত্তিষ্যে কৃষ্ণে খলু পূজিতে সত্যেব তস্যা-পূজ্যত্বে মৎপ্রতিপাদিতে "অপূজ্যা যত্র পূজ্যন্তে পূজ্যা-নাঞ্চ ব্যতিক্রম" ইতি "প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্য-পূজাব্যতিক্রমঃ" ইত্যাদি স্মরণাৎ। যুধিষ্ঠিরস্যায়ং যজ্ঞো নষ্ট ইত্যুক্ত্বা ময়ি মৎসঙ্গিষু বহুষু রাজসু বেদবিদ্বিপ্রেষু চাস্য ভ্রাতৃবন্ধুষু দুর্য্যোধনাদিষু চোত্থায় গতেষু হাহাকারে প্রবৃত্তে মদভীষ্টং সেৎস্যতীতি ॥ ৩০-৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অমর্ষী অর্থাৎ অসহিষ্ণু অত-এব জাত ক্রোধ। এই পূজার আরম্ভকালে শিশুপাল কিছুই বলে নাই কিন্তু পূজা সমাপ্তির পর শিশুপালের অভিপ্রায় এইরূপ—যদি আমি এখনই বিমত হইয়া বহু ব্যক্তিকে লইয়া কৃষ্ণের অপূজ্যত্ব প্রতিপাদন করি, তাহা হইলে উহা নিরস্ত করিতে পারিব না—এই আমার মত লইয়া সভ্যগণ কৃষ্ণকে পূজা না করিয়া কোন অন্য একজন যোগ্য ব্যক্তিকে অগ্রপূজায় ব্যবস্থাপন করিবে। যজ্ঞও ভালরূপে সম্পাদন করিবে। অতএব যজ্ঞ নষ্ট করিবার ইচ্ছুক আমি সম্প্রতি মৌনই থাকিব, কৃষ্ণের পূজা হইলে পর কৃষ্ণের

অপূজ্যত্ব আমি স্থাপনা করিলে ; যেস্থলে অপূজ্যগণকে পূজা করা হয় পূজ্যগণের ব্যতিক্রম করা হয় এবং পূজ্যের পূজা ব্যতিক্রম হইলে মঙ্গল বিঘ্নিত হয় এইসকল শাস্ত্রবাক্য আছে। 'যুধিষ্ঠিরের এই যজ্ঞ নষ্ট' এই বলিয়া আমি আমার সঙ্গী বহুরাজগণের সহিত বেদাবিদ্ বিপ্রগণের মধ্যে এবং যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃ বন্ধুগণের মধ্যে এবং দুর্য্যোধনাদির মধ্যে উঠিয়া চলিয়া গেলে পর হাহাকার আরম্ভ হইবে আমার মনোঽভীষ্ট পূরণ হইবে ॥ ২৯-৩১ ॥

যূয়ং পাত্রবিদাং শ্রেষ্ঠা মা মন্ধ্বং বালভাষিতম্ ।
সদসস্পতয়ঃ সর্ব্বে কৃষ্ণো যৎ সম্মতোঽর্হণে ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—(হে) সদসস্পতয়ঃ, (সভাপতয়ঃ,) কৃষ্ণঃ অর্হণে (অগ্রপূজায়াং) যৎ সম্মতঃ (বালকেন নির্দ্ধারিতঃ) পাত্রবিদাং (পাত্রজ্ঞানাং) শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বে যূয়ং বালভাষিতং (তৎ বালকবচনং) মা মন্ধ্বং (মা মন্যধ্বং মা গৃহ্ণীত) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে সভাপতিগণ, আপনারা পাত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম পূজ্যরূপে যে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তাদৃশ বালক-বচন আপনারা গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—হে সদসস্পতয়ঃ, মা মন্যধ্বং মা গৃহ্ণীতেত্যর্থঃ। বাগ্দেবী মতে তু দুর্য্যোধনাদিষু বিপক্ষেষু বালভাষিতমিদং মা মন্যধ্বং কিন্ত্বিদমেব বেদভাষিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শিশুপাল বলিতেছেন—হে সভাপতিগণ! আপনারা শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজা গ্রহণ করিবেন না। সরস্বতী দেবীর মতে কিন্তু দুর্য্যোধনাদি বিপক্ষগণের মধ্যে বালক সহদেবের এই উক্তি মনে করিবেন না, কিন্তু ইহাই বেদভাষিত তত্ত্ব ॥ ৩২ ॥

তপোবিদ্যাব্রতধরান্ জ্ঞানবিধ্বস্তকল্মষান্ ।
পরমর্ষীন্ ব্রহ্মনিষ্ঠান্ লোকপালৈশ্চ পূজিতান্ ॥৩৩
সদসস্পতীনতিক্রম্য গোপালঃ কুলপাংসনঃ ।
যথা কাকঃ পুরোডাশং সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—কুলপাংসনঃ (কুলদূষণঃ) গোপালঃ (গোপালকঃ কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ) তপোবিদ্যাব্রতধরান্ (তপস্বিনো বিদুষো ব্রতিনশ্চেত্যর্থঃ, তথা) জ্ঞানবিধ্বস্তকল্মষান্ (জ্ঞানেন তত্ত্বজ্ঞানেন বিধ্বস্তানি বিনাশিতানি কল্মষাণি পাপানি যৈঃ তান্ তথা) ব্রহ্মনিষ্ঠান্ (ব্রহ্মপরান্) লোকপালৈঃ (ইন্দ্রাদিভিঃ) চ (অপি) পূজিতান্ (সম্মানিতান্) পরমর্ষীন্ সদসস্পতীন্ (সভাপতীন্) অতিক্রম্য (উল্লঙ্ঘ্য) কাকঃ (বায়সঃ) পুরোডাশং যথা (দেবপ্রাপ্যং যজ্ঞীয়াংশং যথা ন অর্হতি তথা স্বয়ং) কথং (কেন হেতুনা প্রকারেণ বা) সপর্য্যাম্ (অগ্রপূজাম্) অর্হতি (প্রাপ্তুং যোগ্যো ভবতি, কথমপি নেত্যর্থঃ) ॥ ৩৩-৩৪ ॥

অনুবাদ—কুলদূষণ এই গোপালক সভাস্থিত তপস্বিগণ বিদ্বদ্গণ, ব্রতশীলগণ, তত্ত্বজ্ঞ, নিষ্পাপ ব্রতনিষ্ঠগণ এবং লোকপালগণ পূজিত পরমর্ষি সভাপতিগণকে অতিক্রম করিয়া কাকের দেবলভ্য যজ্ঞভাগ গ্রহণের ন্যায় কিরূপে প্রথম পূজা লাভ করিতে পারে ? ৩৩-৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তপো বিদ্যেত্যাদি বিশেষণানি সদসস্পতীন্ প্রীণয়িত্বা স্বপক্ষে স্থাপয়িতুমুপন্যস্তানি ॥৩৩

বিশ্বনাথ—মাতুলবধাদিনা কুলপাংসনঃ পক্ষে কুৎসিতং লপন্তীতি কুলপাঃ তান্ অংসয়তি ঘাতয়তীতি সঃ। যথাবদেব ন বিদ্যতে কং সুখমকং দুঃখঞ্চ যস্য সঃ। প্রাকৃতসুখদুঃখাতীতস্বরূপ ইত্যর্থঃ। পুরোডাশার্পণমাত্রাং সপর্য্যামিন্দ্রাদিবৎ কথমর্হতি। অপি তু সাত্মার্পণমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তপস্যা বিদ্যা ইত্যাদি বিশেষণ গুলি সভাপতিগণকে সন্তুষ্ট করিয়া নিজপক্ষে স্থাপন করিবার জন্য প্রয়োগ করিয়াছে শিশুপাল ॥৩৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে গালি-দিতেছেন—মাতুল কংসকে বধদ্বারা তুমি কুলপাংসন, সরস্বতীপক্ষে কু অর্থাৎ কুৎসিৎ লপন্তি কথাবলে তাহাদিগকে তুমি বধ কর। যথা কাক যেমন যাহার কোন সুখ নাই, অক দুঃখও নাই সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত সুখ দুঃখ অতীত স্বরূপ পুরডাশ দেবভোগ্য যজ্ঞীয় দ্রব্যবিশেষ ঐ পূজা ইন্দ্রাদির ন্যায় কি করিয়া পায় ? পরন্তু নিজ আত্মার সহিত অর্পণই শ্রীকৃষ্ণগ্রহণ করেন ॥ ৩৪ ॥

বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
স্বৈরবর্ত্তী গুণৈর্হীনঃ সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ (বর্ণাৎ আশ্রমাৎ কুলাচ্চ অপেতো বহির্ভূতঃ, তথা) সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ (সর্ব্বৈধর্ম্মৈর্বহিষ্কৃতঃ, পরিত্যক্তঃ) স্বৈরবর্ত্তী (স্বেচ্ছাচারঃ) গুণৈঃ হীনঃ (অয়ং কৃষ্ণঃ) কথং (কেন হেতুনা কেন বা প্রকারেণ) সপর্য্যাম্ (অগ্রপূজাম্) অর্হতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—বর্ণ, আশ্রম ও কুল বহির্ভূত সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত গুণহীন এই স্বেচ্ছাচারী কিরূপে পূজা লাভ করিতে পারে ? ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—বর্ণাশ্রমেতি স্পষ্টং পক্ষে বর্ণাশ্রম-কুলানি আ সম্যক্ প্রকারেণাপ্নুবন্তীতি বর্ণাশ্রমকুলাপাঃ শ্রীবসুদেবাদয়স্তৈঃ পুত্রাদিত্বেন ইতঃ প্রাপ্তঃ। সর্ব্বৈ-র্ধর্ম্মৈর্বহিষ্কৃতো রহিতঃ স্বৈরবর্ত্তী চ পরমেশ্বরত্বাৎ গুণৈঃ সত্ত্বাদিভির্হীনঃ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপত্বাৎ। এবম্ভূতো-ঽয়ং সপর্য্যামাত্রং কথমর্হতি অপি তু স্বাত্মার্পণমপি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বর্ণাশ্রমকুলবিহীন পক্ষে বর্ণ আশ্রম কুল সম্যক্‌প্রকারে যিনি প্রাপ্ত হন, বর্ণ আশ্রম কুলের পালক শ্রীবসুদেব আদি তাহারা পুত্রাদিরূপে যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ সকল ধর্ম্মের দ্বারা বহিষ্কৃত অর্থাৎ রহিত ও স্বেচ্ছাচারী যেহেতু তিনি পরমেশ্বর প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণহীন, যেহেতু শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ এইরূপ এইকৃষ্ণ অগ্রপূজামাত্র কিরূপে পায় পরন্ত নিজ আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত সকলই পাওয়ার যোগ্য ॥ ৩৫ ॥

যযাতিনৈষাং হি কুলং শপ্তং সদ্ভির্বহিষ্কৃতম্।
বৃথাপানরতং শশ্বৎ সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—এষাং (যাদবানাং) কুলং (বংশং) হি (নূনং) যযাতিনা (তদাখ্যেন পূর্ব্ববর্ত্তিবংশধরেণ) শপ্তম্ (অভিশপ্তং তথা) সদ্ভিঃ (সজ্জনৈঃ) বহিষ্কৃতং (সমাজাৎ পরিত্যক্তং তথা) শশ্বৎ (নিরন্তরং) বৃথাপানরতং (শাস্ত্রবিধিলঙ্ঘনেন মদ্যপানাসক্তং অতঃ অয়ং) কথং সপর্য্যাম্ (অগ্রপূজাম্) অর্হতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ যযাতি-কর্ত্তৃক এই যাদববংশ অভিশপ্ত এবং সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইঁহারা বৃথা মদ্যপানাসক্ত, অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে পূজা লাভ করিতে পারেন ? ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—যযাতীতি স্পষ্টং পক্ষে যযাতিনা শপ্তমপি সদ্ভিস্তস্মাচ্ছাপাদ্বহিষ্কৃতং, অতএব কার্ত্তবীর্য্যা-দিভিঃ সাম্রাজ্যমপি প্রাপ্তম্। অতএব পানং পৃথ্বী-পালনং তত্র রতং তস্মাদ্‌বৃথা সপর্য্যাং কথমর্হতি অপি তু সার্থকমেব ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যযাতি কর্ত্তৃক ইহাদের কুলকে সাধুগণ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে। সরস্বতীপক্ষে—যযাতি অভিশাপ দিলেও সাধুগণ তাহাকে ঐ শাপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন অতএব কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আদি সাম্রাজ্যও পাইয়াছেন। অতএব পান অর্থাৎ পৃথিবীপালন তাহাতে রত তাহা হইতে বৃথা পূজা কি করিয়া পায়, পরন্ত শ্রীকৃষ্ণকে ঐ পূজা দিলে পূজা সার্থক হয়ই ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মর্ষিসেবিতান্ দেশান্ হিত্বৈতেঽব্রহ্মবর্চ্চসম্ ॥
সমুদ্রং দুর্গমাশ্রিত্য বাধন্তে দস্যবঃ প্রজাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—এতে দস্যবঃ ব্রহ্মর্ষিসেবিতান্ (ব্রহ্ম-র্ষিভির্বেদজ্ঞৈঃ ঋষিভিঃ সেবিতান্ অন্বিতান্ ইত্যর্থঃ) দেশান্ (পুণ্যভূমীঃ) হিত্বা (পরিত্যজ্য) অব্রহ্মবর্চ্চসং (বেদতদর্থাভিযোগো ব্রহ্মবর্চ্চসং তদ্‌বিরুদ্ধম্ অব্রহ্ম-বর্চ্চসং) সমুদ্রং (সমুদ্ররূপং) দুর্গম্ আশ্রিত্য প্রজাঃ বাধন্তে (জনান্ পীড়য়ন্তি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—এই দস্যুগণ ব্রহ্মর্ষিজনসেবিত পুণ্য ভূভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদচর্চ্চা-রহিত সমুদ্ররূপ দুর্গস্থান আশ্রয় করিয়া প্রজাপীড়ন করিতেছেন ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ—এতে যদবো দস্যবঃ অব্রহ্মবর্চ্চসং ব্রহ্মতেজো রহিতং সমুদ্রং সমুদ্রগতং দুর্গং দ্বারকাখ্যং আশ্রিত্য প্রজা বাধন্তে। পক্ষে ব্রহ্মর্ষিসেবিতানপি দেশান্ মথুরান্ হিত্বা তত্র দুর্গাভাবাত্তাং ত্যক্ত্বা ব্রহ্ম-বর্চ্চসং ব্রহ্মতেজোময়ং সমুদ্রগতং দ্বারকাখ্যং দুর্গমা-শ্রিত্য বাধন্তে কানিত্যপেক্ষয়ামাহ,—দস্যব ইতি। যে

দস্যবঃ শিশুপালাদ্যাঃ প্রকর্ষেণ বলবত্ত্বেন জায়ন্তে উৎপদ্যন্ত ইতি প্রজাস্তানিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই যাদবগণ দস্যুসকল, ব্রহ্মতেজরহিত সমুদ্র মধ্যস্থিত দুর্গ দ্বারকাকে আশ্রয় করিয়া প্রজাগণকে পীড়া দিতেছে। সরস্বতীপক্ষে ব্রহ্মঋষিসেবিত মথুরা প্রভৃতি দেশসমূহকে ত্যাগ করিয়া দুর্গ না থাকায় ব্রহ্মতেজোময় সমুদ্রগত দ্বারকা নামক দুর্গকে আশ্রয় করিয়া শিশুপাল আদি দস্যুগণকে—বলবানরূপে জাত প্রজাগণকে পীড়ন করিতেছেন ॥৩৭

এবমাদীন্যভদ্রাণি বভাষে নষ্টমঙ্গলঃ ।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ভগবান্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্ ॥৩৮

অন্বয়ঃ—নষ্টমঙ্গলঃ (নষ্টানি হতানি মঙ্গলানি শুভানি যস্য স শিশুপালঃ কৃষ্ণমুদিশ্য) এবমাদীনি (পূর্ব্বোক্তানি) অভদ্রাণি (দুর্ব্বাক্যানি) বভাষে (উক্তবান্ তথাপি) সিংহ যথা শিবারুতং (শৃগালধ্বনিং শ্রুত্বাপি প্রত্যুত্তরং ন দদাতি তথা) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণোঽপি) কিঞ্চিৎ (কিমপি প্রত্যুত্তরং) ন উবাচ (ন উক্তবান্) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হতভাগ্য শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বাক্যসমূহ প্রয়োগ করিলেও সিংহ যেরূপ শৃগালধ্বনি শ্রবণে কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করে না, সেইরূপ ভগবান্ও ঐ সকল বাক্যের উত্তর প্রদান করিলেন না ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—শিবা শৃগালস্তস্যারুতং শ্রুত্বেতি শেষঃ। দ্বিতীয়েঽর্থে তু ন বিদ্যন্তে ভদ্রাণি যেভ্যস্তানি সিংহঃ শ্রীনৃসিংহঃ শিবস্য আরুতং স্তুতিম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শিবা শৃগাল তাহার রব শুনিয়া, দ্বিতীয় অর্থে—শিব অর্থে মঙ্গল যাঁহাদের মঙ্গল নাই তাহাদিগকে সিংহ অর্থাৎ শ্রীনৃসিংহ, কৃষ্ণ শিবের স্তুতি শ্রবণ করিয়া কিছুই উত্তর করিলেন না ॥ ৩৮ ॥

ভগবন্নিন্দনং শ্রুত্বা দুঃসহং তৎ সভাসদঃ ।
কর্ণৌ পিধায় নির্জ্জগ্মুঃ শপন্তশ্চেদিপং রুষা ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—সভাসদঃ (সভ্যাঃ সাধবঃ) তৎ (তাদৃশং) দুঃসহং ভগবন্নিন্দনং (কৃষ্ণনিন্দাবচনং) শ্রুত্বা কর্ণৌ পিধায় (আচ্ছাদ্য) রুষা (ক্রোধেন) চেদিপং (শিশুপালং) শপন্তঃ (ভর্ৎসয়ন্তঃ সন্তঃ) নির্জ্জগ্মুঃ (সভায়া নির্গতা বভূবুঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—তখন সভাসদ্গণ তাদৃশ দুঃসহ কৃষ্ণনিন্দাবচন শ্রবণ করিয়া কর্ণযুগল আচ্ছাদনপূর্ব্বক ক্রোধে শিশুপালকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে সভা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—শপন্তঃ অরে শিশুপাল, সদ্যঃ প্রাণৈবিযুজ্যস্বেত্যাক্রোশন্তঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সভাসদ্গণ শাপদিতে লাগিল 'ওরে শিশুপাল ! সদ্যই তুমি প্রাণ হইতে বিযুক্ত হয়' এইভাবে চিৎকার করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা ।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (জনঃ) ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ তথা) তৎপরস্য (তদ্ভক্তস্য) জনস্য বা নিন্দাং শৃণ্বন্ (আকর্ণয়ন্ অপি) ততঃ (নিন্দাক্ষেত্রাৎ) ন অপৈতি (ন দূরং গচ্ছতি) সঃ অপি (নিন্দকবৎ স শ্রোতাপি) সুকৃতাৎ চ্যুতঃ (পুণ্যভ্রষ্টঃ সন্) অধঃ যাতি (নরকং গচ্ছতি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—যিনি ভগবান্ বা তদীয় ভক্তজনের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও সেই নিন্দাস্থান হইতে দূরে গমন না করেন, তিনিও নিন্দক ব্যক্তির ন্যায়, পুণ্যভ্রষ্ট এবং নরকগামী হইয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—নিষ্ক্রমণে প্রমাণং শাস্ত্রবাক্যমাহ,—নিন্দামিতি ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শিশুপাল সভামধ্য হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। সাধুগণ ভগবানের ও ভক্তগণের নিন্দা শুনিয়া যদি সেখান হইতে না জান তাহা হইলে পুণ্য হইতে চ্যুত হইয়া তিনিও অধঃ পতিত হন ॥ ৪০ ॥

ততঃ পাণ্ডুসুতাঃ ক্রুদ্ধা মৎস্যকৈকয়সৃঞ্জয়াঃ ।
উদায়ুধাঃ সমুত্তস্থুঃ শিশুপালজিঘাংসবঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) ক্রুদ্ধাঃ (শিশুপাল-কৃতকৃষ্ণনিন্দাশ্রবণেন কোপিতা অতএব) শিশুপাল-জিঘাংসবঃ (শিশুপালং হন্তুমিচ্ছবঃ) পাণ্ডুসুতাঃ (পাণ্ডবাঃ, তথা) মৎস্যকৈকয়সৃঞ্জয়াঃ (এতে) উদায়ুধাঃ (উদ্যতাস্ত্রাঃ সন্তঃ) সমুত্তস্থুঃ (আসনাৎ সম্যগুত্থিতা বভূবুঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অনন্তর কৃষ্ণনিন্দাশ্রবণে ক্রুদ্ধ পাণ্ডুপুত্রগণ এবং মৎস্য, কৈকয়, সৃঞ্জয় বীরগণ শিশুপালের সংহারার্থ অস্ত্রসমূহ উদ্যত করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ৪১ ॥

ততশ্চৈদ্যস্ত্বসম্ভ্রান্তো জগৃহে খড়্গ-চর্ম্মণী।
ভর্ৎসয়ন্ কৃষ্ণপক্ষীয়ান্ রাজ্ঞঃ সদসি ভারত ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, (ভরতকুলনন্দন) ততঃ (অনন্তরম্) অসম্ভ্রান্ত (অবিচলিতঃ) চৈদ্যঃ (শিশুপালঃ) তু সদসি (সভায়াং) কৃষ্ণপক্ষীয়ান্ রাজ্ঞঃ (নৃপান্) ভর্ৎসয়ন্ (নিন্দয়ন্) খড়্গচর্ম্মণী (যুদ্ধার্থং খড়্গং চর্ম্ম চ) জগৃহে (গৃহীতবান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে ভরতকুলনন্দন, তখন অবিচলিত শিশুপালও সভায় কৃষ্ণপক্ষীয় রাজগণকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে যুদ্ধার্থ খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়াছিল ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—পাণ্ডুসুতাঃ ভীমাদয়ঃ সম্যগুৎপ্লুত্য তস্থুঃ ॥ ৪১-৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পাণ্ডুপুত্রগণ সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন ॥ ৪১-৪২ ॥

তাবদুত্থায় ভগবান্ স্বান্ নিবার্য্য স্বয়ং রুষা।
শিরঃ ক্ষুরান্তচক্রেণ জহার পততো রিপোঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—তাবৎ (তৎক্ষণমেব) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) উত্থায় স্বান্ (স্বপক্ষীয়ান্ যুদ্ধাৎ) নিবার্য্য (বারয়িত্বা) স্বয়ং রুষা (ক্রোধেন) ক্ষুরান্তচক্রেণ (ক্ষুরবত্তীক্ষ্ণপ্রান্তেন সুদর্শনচক্রেণ) পততঃ [আপাততঃ (অভিমুখমাগচ্ছতঃ)] রিপোঃ (শিশুপালস্য) শিরঃ (মস্তকং) জহার (চিচ্ছেদেত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইয়া স্বপক্ষীয় বীরগণকে নিবারিত করিয়া স্বয়ং ক্রোধভরে, ক্ষুরবৎ তীক্ষ্ণধার সুদর্শন চক্রদ্বারা অভিমুখে সমাগত শিশুপালের শিরশ্ছেদন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—তাবদুত্থায়েত্যত্র ভগবতোঽয়মভিপ্রায়ঃ। যদ্যহং তূষ্ণীমেব বর্ত্তে তদৈতে পরস্পরং যুদ্ধ্যমানা যজ্ঞপ্রদেশমিমং রুধিরপ্রদেশমেব করিষ্যন্তি। যদি চ স্বসেনাসহিতো রথমারুহ্যানেন সহ যোৎস্যে তদপি স্থলমিদং রক্তকর্দ্দমময়ং ভবিষ্যতি। উভয়থাপি মৎপ্রেষ্ঠস্য যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়যজ্ঞো নঙ্ক্ষ্যতি। সন্ধিস্ত্বত্র সর্ব্বথৈব দুষ্করতরস্তস্মাদেবং বিধেয়মিতি নিশ্চিত্য তৎক্ষণ এবোত্থায় শিরো জহার, তথা যথা তত্র যজ্ঞস্থলে রুধিরবিন্দুরপি ন পপাতেতি ॥৪৩-৪৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তখন ভগবান্ উঠিয়া, ভগবানের অভিপ্রায় এই যদি আমি মৌনই থাকি তাহা হইলে ইহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া এই যজ্ঞস্থলীকে রক্তময়ই করিবে, যদিও নিজসেনার সহিত রথে আরোহণ করিয়া শিশুপালের সহিত যুদ্ধ করি তাহা হইলেও এই যজ্ঞস্থলী রক্ত কর্দ্দমময় হইবে, উভয় প্রকারেই আমার প্রিয়তম যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ নষ্ট হইবে, এই অবস্থায় সন্ধিকরা সর্ব্বপ্রকারেই দুষ্করতর, অতএব ইহাই কর্ত্তব্য এই নিশ্চয় করিয়া তখনই উঠিয়া সুদর্শন চক্রদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন, যেমন যজ্ঞস্থলে একবিন্দু রক্তও না পড়ে ॥ ৪৩-৪৪ ॥

শব্দ কোলাহলোঽথাসীচ্ছিশুপালে হতে মহান্।
তস্যানুযায়িনো ভূপা দুদ্রুবুর্জীবিতৈষিণঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—শিশুপালে হতে (বিনষ্টে সতি) অথ (অনন্তরং) মহান্ কোলাহলঃ শব্দঃ আসীৎ (উত্থিতো বভূব) তস্য (শিশুপালস্য) অনুযায়িনঃ (অনুগামিনঃ সর্ব্বে) ভূপাঃ (রাজানস্তদা) জীবিতৈষিণঃ (জীবনাভিলাষিণঃ সন্তঃ) দুদ্রুবুঃ (দ্রুতং পলায়িতা বভূবুঃ) ॥৪৪॥

অনুবাদ—শিশুপাল নিহত হইলে সভামধ্যে মহা কোলাহল উত্থিত হইল এবং তদীয় অনুগত রাজগণ জীবনরক্ষাভিলাষে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল ॥ ৪৪ ॥

চৈদ্যদেহোত্থিতং জ্যোতির্বাসুদেবমুপাবিশৎ ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানামুল্কেব ভুবি খাচ্চ্যুতা ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—খাৎ (আকাশাৎ) চ্যুতা (ভ্রষ্টা) উল্কা ভুবি ইব (যথা ভূমৌ প্রবিশতি তথা) পশ্যতাং (প্রত্যক্ষদর্শিনাং) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বপ্রাণিনাং সমক্ষং) চৈদ্যদেহোত্থিতং (শিশুপালস্য দেহাদুদ্গতং) জ্যোতিঃ (তেজোরাশিঃ) বাসুদেবং উপাবিশৎ (শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে প্রবিষ্টং বভূব) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—আকাশচ্যুতা উল্কা যেরূপ ভূমিমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ প্রত্যক্ষদর্শী সর্ব্বভূতের সমক্ষে শিশুপালদেহোত্থিত তেজোরাশি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে প্রবেশ করিয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—জ্যোতিস্তদ্রূপেণ লীনতয়া স্থিতং পার্ষদ-বপুরেব তস্যানশ্বরত্বাৎ খাচ্চ্যুতা উল্কেবেতি খং বৈকুণ্ঠপর্য্যন্তমুৎপ্লুত্য তত্রস্থ বৈকুণ্ঠনাথস্য শ্রীকৃষ্ণৈক্য-মবধার্য্য কৃষ্ণমেব উপাবিশৎ। কৃষ্ণবপুষি প্রবিশ্য স্বপ্রভোর্বৈকুণ্ঠনাথস্য পার্শ্বে এব স্থিতং বভূবেত্যর্থঃ। লীলান্তে স্বপ্রভুনা বৈকুণ্ঠনাথেন সার্দ্ধং প্রভাসক্ষেত্রা-দ্বৈকুণ্ঠ এব যাস্যতি। রাজসূয়সময়ে তু কৃষ্ণে চৈদ্যঃ সাযুজ্যং প্রাপেতি লোকপ্রসিদ্ধিরভূৎ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শিশুপালের আত্মজ্যোতি উর্দ্ধে বৈকুণ্ঠে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে লীন হইয়া রহিল। বৈকুণ্ঠের পার্ষদ শরীরই অনশ্বর হেতু আকাশ হইতে চ্যুত উল্কার ন্যায় বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত উঠিয়া বৈকুণ্ঠনাথকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐক্য অবধারণ করিয়া কৃষ্ণেই প্রবেশ করিল। কৃষ্ণবিগ্রহে প্রবেশ করিয়া নিজপ্রভু বৈকুণ্ঠনাথের পার্শ্বেই থাকিল, শ্রীকৃষ্ণলীলার অন্তে নিজপ্রভু বৈকুণ্ঠনাথের সঙ্গে প্রভাসক্ষেত্র হইতে বৈকুণ্ঠেই যাইবে। রাজসূয় যজ্ঞ সময়ে কিন্তু শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া রহিল—ইহা লোক প্রসিদ্ধি ॥ ৪৫ ॥

জন্মত্রয়ানুগুণিত-বৈরসংরব্ধয়া ধিয়া ।
ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণম্ ॥৪৬

অন্বয়ঃ—(নন্বেবং নিন্দকস্য কথং বাসুদেব-প্রবেশস্তত্রাহ) জন্মত্রয়ানুগুণিতবৈরসংরব্ধয়া) জন্ম-ত্রয়ে অনুগুণিতম্ অনুবর্ত্তিতং যদ্ বৈরং ভগবদ্‌বিদ্বেষঃ তেনৈব সংরব্ধয়া আবিষ্টয়া) ধিয়া (বুদ্ধ্যা ভগবন্তং) ধ্যায়ন্ (অনুক্ষণং চিন্তয়ন্ সঃ) তন্ময়তাং (তৎ স্বরূপতাং) যাতঃ (প্রাপ্তঃ পুনঃ পার্ষদো বভূবেত্যর্থঃ, অত্র হেতুমাহ) ভাবঃ (ভাবনা অনুধ্যানং) হি (এব) ভবকারণং (ভবস্য ধ্যেয়াকারজন্মনঃ কারণং ভবতি, পেশস্কারিধ্যানেন কীটাদৌ তথা দৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ) ॥৪৬

অনুবাদ—এই শিশুপাল জন্মত্রয়ানুবর্ত্তিভগবদ্-বিদ্বেষবিশিষ্ট বুদ্ধিদ্বারা অনুক্ষণ তাঁহারই চিন্তা করায় দেহাবসানে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যেহেতু অনুক্ষণ ধ্যান হইতেই জীবের ধ্যেয়বস্তুর সারূপ্য লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ সসদস্যেভ্যো দক্ষিণাং বিপুলামদাৎ ।
সর্ব্বান্ সম্পূজ্য বিধিবচ্চক্রেঽবভৃথমেকরাট্ ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ—(অথ) একরাট্ (সম্রাড্ যুধিষ্ঠিরঃ) সসদস্যেভ্যঃ (সদস্যৈর্বিধিদর্শিভিঃ সহিতেভ্যঃ) ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ (যাজকেভ্যঃ) বিপুলাং (প্রভূতাং) দক্ষিণাং অদাৎ (দত্তবান্ অথ) বিধিবৎ (যথাবিধি) সর্ব্বান্ (সদস্যাদীন্) সম্পূজ্য (অর্চ্চয়িত্বা পশ্চাৎ) অবভৃথং (দীক্ষান্তকর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তাদি হোমমিত্যর্থঃ) চক্রে (কৃত-বান্) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অনন্তর সম্রাট্ যুধিষ্ঠির সদস্য ও ঋত্বিগ্‌গণকে প্রচুর দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক সকলকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া দীক্ষান্ত কর্ম্ম অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তাদি হোম সমাপন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—জন্মত্রয়ে অনুগুণিতং অনুবর্ত্তিতং যদ্বৈরং তেনৈব সংরব্ধয়া আবিষ্টয়া ধিয়া তন্ময়তাং তৎস্বরূপতাং যাতঃ। পুনঃ পার্ষদো বভূবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ ভাবো ভাবনা ভবস্য তৎ প্রাপ্তেঃ কারণং ভূপ্রাপ্তাবিত্যস্মাৎ যদুক্তম্, — "বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ"ইতি ॥ ৪৬-৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— শিশুপাল তিন জন্ম ফিরিয়া ফিরিয়া যে বৈরভাব তাহা দ্বারাই আবিষ্টচিত্তদ্বারা কৃষ্ণেরস্বরূপ প্রাপ্ত হইল, পুনঃরায় পার্ষদ হইয়াছিল। তাহার কারণ ভাব অর্থাৎ ভাবনা, ভব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি, তাহার কারণ ভূ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি,

যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বৈরভাবে তীব্র ধ্যান দ্বারা শ্রীঅচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ-রায় বিষ্ণুপার্ষদদ্বয় জয়-বিজয় বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির পার্শ্বে গিয়াছিল ॥ ৪৬-৪৭ ॥

সাধয়িত্বা ক্রতুং রাজ্ঞঃ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদ্ভিরভিযাচিতঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—যোগেশ্বরেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ রাজ্ঞঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) ক্রতুং (রাজসূয়ং) সাধয়িত্বা (সম্পাদ্য) সুহৃদ্ভিঃ (বান্ধবৈঃ পাণ্ডবৈঃ) অভিযাচিতঃ (তত্রাবস্থানার্থং প্রার্থিতঃ সন্) কতিচিৎ মাসান্ উবাস (ইন্দ্রপ্রস্থে স্থিতঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—পরমযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সম্পাদন করিয়া বান্ধবগণের প্রার্থনানুসারে কতিপয় মাস ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিলেন ॥ ৪৮ ॥

ততোঽনুজ্ঞাপ্য রাজানমনিচ্ছন্তমপীশ্বর।
যযৌ সভার্য্যঃ সামাত্যঃ স্বপুরং দেবকীসুতঃ ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) দেবকীসুতঃ ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অনিচ্ছন্তং (গমনানুমোদনে অনভিলাষিণম্) অপি রাজানং (যুধিষ্ঠিরম্) অনুজ্ঞাপ্য (অনুজ্ঞাং কারয়িত্বা অনিচ্ছতোঽপি তস্যানুমতিং গৃহীত্বেত্যর্থঃ) সভার্য্যঃ (ভার্য্যাভিঃ সহিতঃ, তথা) সামাত্যঃ (অমাত্যৈর্মন্ত্রিভিশ্চ সহিতঃ) স্বপুরং (দ্বারকাং) যযৌ (গতবান্) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবকীনন্দন ভগবান্ স্বীয় গমনবিষয়ে অনভিলাষী রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে কোনরূপে অনুমতি লাভ করিয়া মহিষীগণ ও অমাত্যগণের সহিত দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন ॥৪৯॥

বর্ণিতং তদুপাখ্যানং ময়া তে বহুবিস্তরম্।
বৈকুণ্ঠবাসিনোর্জন্ম বিপ্রশাপাৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্) বৈকুণ্ঠবাসিনোঃ (জয়-বিজয়য়োঃ) বিপ্রশাপাৎ (ব্রাহ্মণস্য শাপবশাৎ যৎ) পুনঃ পুনঃ (বারম্বারং, বারত্রয়মিত্যর্থঃ) জন্ম (পৃথিব্যাং শরীরগ্রহণঃ বভূব) ময়া তে (তব সমীপে) বহুবিস্তরং (বহুবিস্তৃতং) তৎ উপাখ্যানম্ (আখ্যায়িকা) বর্ণিতং (কথিতম্) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বৈকুণ্ঠবাসী জয়-বিজয় বিপ্রশাপে বারত্রয় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উক্ত উপ্যাখ্যান আপনার নিকট পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

রাজসূয়াবভৃথ্যেন স্নাতো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রসভামধ্যে শুশুভে সুররাড়িব ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—রাজা যুধিষ্ঠিরঃ রাজসূয়াবভৃথ্যেন স্নাতঃ (রাজসূয়দীক্ষান্তস্নানেন স্নাতঃ সন্) ব্রহ্মক্ষত্রসভামধ্যে (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়সভামধ্যে) সুররাট্ (ইন্দ্রঃ) ইব শুশুভে (ররাজ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে রাজসূয় সমাপনপূর্ব্বক দীক্ষান্তস্নানবিধি অনুসারে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সভামধ্যে দেবরাজতুল্য সুশোভিত হইয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

রাজ্ঞা সভাজিতাঃ সর্ব্বে সুর-মানব-খেচরাঃ।
কৃষ্ণং ক্রতুঞ্চ শংসন্তঃ স্বধামানি যযুর্মুদাঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ— সুরমানবখেচরাঃ (সুরা মানবাঃ খেচরাশ্চ) সর্ব্বে রাজ্ঞা (যুধিষ্ঠিরেণ) সভাজিতাঃ (পূজিতাঃ সন্তঃ) কৃষ্ণং (তথা) ক্রতুং (যজ্ঞং) চ শংসন্তঃ (প্রশংসন্তঃ) মুদা (প্রীত্যা) স্বধামানি (স্বস্বস্থানানি) যযুঃ (গতা বভূবুঃ) ৫২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেব, মানব ও খেচরগণ রাজা যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক সম্যগ্‌রূপে পূজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং রাজসূয়যজ্ঞের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে করিতে সন্তুষ্টচিত্তে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন ॥ ৫২ ॥

দুর্য্যোধনমৃতে পাপং কলিং কুরুকুলাময়ম্।
যো ন সেহে শ্রিয়ং স্ফীতাং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতস্য তাম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ পাণ্ডুসুতস্য (যুধিষ্ঠিরস্য) স্ফীতাং (বর্দ্ধিতাং) তাং শ্রিয়ং (সম্পদং) দৃষ্ট্বা ন সেহে (ন সোঢ়বান্ তং) কলিং (কলেরংশভূতং) পাপং (ধর্ম্মদ্বিষং) কুরুকুলাময়ং (কুরুকুলস্য আময়ং ব্যাধিবন্নাশকং) দুর্য্যোধনং ঋতে (বিনা সর্ব্বে "কৃষ্ণং ক্রতুঞ্চ শংসন্তঃ স্বধামানি যযুর্মুদা") ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—কলির অংশসম্ভূত ধর্ম্মদ্বেষী কুরুকুল-ব্যাধি দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্য দর্শনে উহা সহ্য করিতে পারিল না, তদ্‌ব্যতীত অন্যান্য সকলেই শ্রীকৃষ্ণ এবং উক্ত যজ্ঞের প্রশংসা করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—যোগেশ্বরেশ্বর ইতি। যোগেশ্বরাণাং শ্রীরুদ্রাদীনামীশ্বর এব যুধিষ্ঠিরস্য তু প্রেমবশ্যত্বাদীশিতব্যো নিদেশবর্ত্ত্যেব। তদীয় রাজসূয়সকলভারং স্বয়মেবোবাহেতি ভাবঃ ॥ ৪৮-৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। যোগেশ্বরগণ শ্রীরুদ্র প্রভৃতি, তাহাদের ঈশ্বরই কৃষ্ণ। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের প্রেমবশ্য হেতু তাহার আদেশ পালনকারী, তাহার রাজসূয় যজ্ঞের সকলভার নিজেই বহন করিয়াছেন ॥ ৪৮-৫৩ ॥

য ইদং কীর্ত্তয়েদ্বিষ্ণোঃ কর্ম্ম চৈদ্যবধাদিকম্।
রাজমোক্ষং বিতানঞ্চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শিশুপালবধো নাম চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (জনঃ) বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) চৈদ্যবধাদিকং (শিশুপালবধাদ্যং) রাজমোক্ষং (বদ্ধানাং রাজ্ঞাং মোচনং তথা) বিতানং চ (যজ্ঞঞ্চ) ইদং কর্ম্ম কীর্ত্তয়েৎ (উচ্চারয়েৎ সঃ) সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (সকলপাপমুক্তো ভবতি) ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুঃসপ্ততিতমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—যিনি রাজগণের মোচন, রাজসূয় সম্পাদন এবং শিশুপালবধ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের চরিত-সমূহ কীর্ত্তন করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—বিতানং যজ্ঞম্ ॥ ৫৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিতান অর্থাৎ যজ্ঞ ॥ ৫৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমে চতুসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৭৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

অজাতশত্রোস্তং দৃষ্ট্বা রাজসূয়মহোদয়ম্ ।
সর্ব্বে মুমুদিরে ব্রহ্মন্ নৃদেবা যে সমাগতাঃ ॥ ১ ॥
দুর্য্যোধনং বর্জ্জয়িত্বা রাজানঃ সর্ষয়ঃ সুরাঃ ।
ইতি শ্রুতং নো ভগবংস্তত্র কারণমুচ্যতাম্ ॥ ২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে দৃষ্টিভ্রমহেতু রাজা দুর্য্যোধনের মানভঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে দুর্য্যোধনের অসন্তোষের কারণ কি, তদ্বিষয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিতে লাগিলেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে তাঁহার আত্মীয়-সুহৃদ্‌গণ নানাবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন। যজ্ঞ সমাধা হইলে পর ঋত্বিক্, সদস্য ও বান্ধবগণ সকলেই গন্ধ, মাল্য ও সুবসনাদিতে বিভূষিত হইয়া দীক্ষান্ত-স্নানার্থ গঙ্গায় গমন করিয়াছিলেন। দেবাঙ্গনাগণ ঐ মহোৎসব দর্শনার্থ আকাশমার্গে নির্গত হইয়াছিলেন এবং দ্রৌপদী প্রভৃতি রাজপত্নীগণও রক্ষিগণপরিবৃতা হইয়া রথারোহণে নির্গত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি পতির মাতুল-পুত্রগণ এবং ভীম-অর্জ্জুন প্রভৃতি নিজ-বন্ধুগণ গন্ধজলসেচনদ্বারা দ্রৌপদী প্রভৃতিকে অভিষিক্ত করিলে তাঁহারা সলজ্জ হাস্যবদনে শোভা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের বসন সিক্ত হইয়া গাত্রসংলগ্ন হওয়ায় প্রতি অঙ্গ স্ফুটভাবে পরিলক্ষিত হইতেছিল। তখনও তাঁহারা জলনিক্ষেপ যন্ত্র দ্বারা দেবর ও বন্ধুগণের প্রতি গন্ধোদকাদি সেচন করিতেছিলেন। তাঁহাদের তৎকালীন মনোরম অঙ্গভঙ্গী সহকারে ভ্রমণ দর্শনে কামিগণের চিত্তক্ষোভ জন্মিয়াছিল।

যাজকগণ দীক্ষান্ত কৃত্যসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীকে গঙ্গায় স্নান করাইলেন। তৎপরে বর্ণাশ্রমী সকলেই তথায় স্নান করিলেন। যুধিষ্ঠির নববস্ত্র পরিধান করিয়া বিপ্র, জ্ঞাতি, বন্ধু, সুহৃৎ প্রভৃতিকে যথাযোগ্য অর্চ্চন এবং উপহার প্রদান করিলে সকলেই যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্ব-স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন। সুহৃদ্‌গণের বিচ্ছেদে কাতরচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির সম্বন্ধী, বান্ধব ও শ্রীকৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করাইয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুর ময়দানব-কর্ত্তৃক বিবিধ ঐশ্বর্য্য সহকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুর সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া ঈর্ষাবশতঃ সন্তাপগ্রস্ত হইয়াছিল।

একদিন যুধিষ্ঠির ময়-বিরচিত নিজ সভামধ্যে অনুচর, বান্ধব ও শ্রীকৃষ্ণ সহ উপবিষ্ট হইয়া ইন্দ্র-তুল্য শোভিত হইয়াছিলেন, তৎকালে দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধভাবে ঐ সভায় প্রবেশ করিল। ময়দানবের মায়ারচিত কৌশলে বিমোহিত হইয়া দুর্য্যোধন কোন কোন স্থলভাগে 'জল' ভ্রমে বস্ত্র উত্তোলন করিল এবং কোন জলভাগে 'স্থল' মনে করিয়া তথায় পতিত হইল। তদ্দর্শনে যুধিষ্ঠিরের নিবারণ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদনানুসারে ভীমসেন, স্ত্রীগণ ও অন্যান্য নৃপতিগণ হাস্য করিয়া উঠিলে দুর্য্যোধন লজ্জায় ক্রোধোদ্দীপ্তচিত্তে সভা হইতে নির্গত হইয়া হস্তিনায় প্রস্থান করিল।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্ (ভগবন্) অজাতশত্রোঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) তং রাজসূয়মহোদয়ং (রাজসূয়যাগসমৃদ্ধিং) দৃষ্ট্বা (তত্র) যে নৃদেবাঃ (নরপতয়ঃ) সর্ষয়ঃ (ঋষিভিঃ সহিতাঃ) সুরাঃ (দেবাশ্চ) সমাগতাঃ (উপস্থিতা আসন তেষু) দুর্য্যোধনং বর্জ্জয়িত্বা (দুর্য্যোধনং বিনা) সর্ব্বে রাজানঃ (নৃপতয়ঃ সুরা ঋষয়শ্চ) মুমুদিরে (প্রীতা বভূবুঃ) ইতি শ্রুতং (ত্বন্মুখাদেবাকর্ণিতং) তত্র (দুর্য্যোধনস্যাপ্রীতৌ) নঃ (অস্মান্ প্রতি) কারণং (হেতুঃ) উচ্যতাং (ভবতা কথ্যতাম্) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ বলিলেন,—হে ভগবন্, বিপ্রবর, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে সমাগত দেবগণ, ঋষিগণ, এবং রাজগণমধ্যে দুর্য্যোধন ব্যতীত অন্য সকলেই সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, ইহা আপনার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি দুর্য্যোধনের অসন্তোষের কারণ আমার নিকট বর্ণন করুন্ ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

পঞ্চসপ্ততিতমে ক্রতুকৃত্যে তত্র
কঃ কিমকরোদিতি বর্ণ্যম্।
আবভৃথ্যকুতুকঞ্চ বিমানো
মন্যুমাংশ্চ ধৃতরাষ্ট্রতনুজঃ ॥ ০ ॥

শ্রুতং ত্বন্মুখাৎ ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—"যো ন সেহে শ্রিয়ং স্ফীতাম্" ইত্যনেনোক্তং মাৎসর্য্যমেকং কারণং কারণান্তরমপি বিবক্ষুঃ স্মৃত্যারূঢ়মবর্ণিতং রাজসূয়পরিশিষ্টভাগমপি সিংহাবলোকন্যায়েন বর্ণয়তি,—পিতামহস্যেত্যাদিনা ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ে যজ্ঞকার্য্যে কে কি করিল ইহাই বর্ণনা করা উচিৎ। যুধিষ্ঠির মহারাজ যজ্ঞের অন্তে দ্রৌপদীর সহিত অবভৃত স্নান করিলেন, কৌতুক হইল—ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধনের মানভঙ্গ ও ক্রোধ জন্মাইল ॥ ০ ॥

'শ্রুতং' শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ শ্রীশুকদেবকে বলিতেছেন—হে ব্রহ্মন্! আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিলাম দুর্য্যোধন ব্যতীত আর সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন তাহার কারণ বলুন ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের প্রবৃদ্ধ ঐশ্বর্য্য সহ্য করিতে পারে না ইহা বলিয়াছেন, ইহাতে মাৎসর্য্য একমাত্র কারণ অন্য কারণও যদি থাকে, বলিতে যদি ইচ্ছা করেন, যদি স্মরণে আসে রাজসূয়যজ্ঞের পরিশিষ্টভাগও সিংহ-অবলোকন ন্যায়ে বর্ণন করুন্ ॥ ২ ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

পিতামহস্য তে যজ্ঞে রাজসূয়ে মহাত্মনঃ।
বান্ধবাঃ পরিচর্য্যায়াং তস্যাসন্ প্রেমবন্ধনাঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ (শ্রীশুকদেবঃ) উবাচ,—তে (তব) মহাত্মনঃ (মহাশয়স্য) পিতামহস্য (যুধিষ্ঠিরস্য) রাজসূয়ে যজ্ঞে তস্য (যুধিষ্ঠিরস্য) প্রেমবন্ধনাঃ (প্রেমযন্ত্রিতাঃ) বান্ধবাঃ (সুহৃদঃ) পরিচর্য্যায়াং (কর্ম্মসম্পাদনে রতাঃ) আসন্ (বভূবুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, ভবদীয় পিতামহ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে তাঁহার প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ বান্ধবগণ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রেমবন্ধনা ইত্যনেন স্বেচ্ছয়ৈব স্বরোচিতে কর্ম্মণি প্রবৃত্তাঃ, নতু রাজ্ঞা প্রবর্ত্তিতাঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার পিতামহের যজ্ঞে প্রেমবন্ধুগণ স্বেচ্ছায় পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, মহারাজের আদেশে নহে ॥ ৩ ॥

ভীমো মহানসাধ্যক্ষো ধনাধ্যক্ষঃ সুযোধনঃ।
সহদেবস্তু পূজায়াং নকুলো দ্রব্যসাধনে ॥ ৪ ॥
সতাং শুশ্রূষণে জিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে।
পরিবেষণে দ্রুপদজা কর্ণো দানে মহামনাঃ ॥ ৫ ॥
যুযুধানো বিকর্ণশ্চ হার্দ্দিক্যো বিদুরাদয়ঃ।
বাহলীকপুত্রা ভূর্য্যাদ্যা যে চ সন্তর্দ্দনাদয়ঃ ॥ ৬ ॥
নিরূপিতা মহাযজ্ঞে নানাকর্ম্মসু তে তদা।
প্রবর্ত্তন্তে স্ম রাজেন্দ্র রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভীমঃ মহানসাধ্যক্ষঃ (পাকশালাপ্রধানঃ) সুযোধনঃ (দুর্য্যোধনঃ) ধনাধ্যক্ষঃ (কোষাগারপ্রধান আসীৎ) সহদেবঃ তু পূজায়াং (সমাগতানামর্চ্চনকৃত্যে) নকুলঃ দ্রব্যসাধনে (নানাবস্তু সম্পাদনে) জিষ্ণুঃ (অর্জ্জুনঃ) সতাং (সজ্জনানাং) শুশ্রূষণে (সেবায়াং) কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে (পাদপ্রক্ষালনে) দ্রুপদজা (দ্রৌপদী) পরিবেশনে (ভোজ্যপ্রদানে) মহামনাঃ (প্রশস্তচেতাঃ) কর্ণঃ দানে (তথা) যুযুধানঃ বিকর্ণঃ চ হার্দ্দিক্যঃ বিদুরাদয়ঃ ভূর্য্যাদ্যা (ভূরিপ্রভৃতয়ঃ) বাহলীকপুত্রাঃ (বাহলীকস্য তনয়াঃ, তথা) সন্তর্দ্দনাদয়ঃ যে চ (তত্রাগতাঃ, হে) রাজেন্দ্র, তদা, (যজ্ঞকালে) তে (সর্ব্বে) মহাযজ্ঞে নানাকর্ম্মসু (বিবিধকার্য্যেষু) নিরূপিতাঃ (নিযুক্তাঃ সন্তঃ) রাজ্ঞঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছবঃ) (তেষু তেষু কৃত্যেষু) প্রবর্ত্তন্তে স্ম (প্রবৃত্তা বভূবুঃ) ॥ ৪-৭ ॥

অনুবাদ—ভীমসেন পাকশালার অধ্যক্ষপদে, দুর্য্যোধন কোষাধ্যক্ষপদে, সহদেব সমাগত পুরুষগণের পূজনকর্ম্মে, নকুল বিবিধ বস্তু সংগ্রহে, অর্জ্জুন সজ্জনগণের শুশ্রূষ-কর্ম্মে, শ্রীকৃষ্ণ পাদপ্রক্ষালনে, দ্রৌপদী পরিবেশনে, কর্ণ দানকার্য্যে এবং যুযুধান,

বিকর্ণ, হার্দ্দিক্য, বিদুর প্রভৃতি মহাজনগণ, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি বাহলীকপুত্রগণ ও সন্তর্দ্দন প্রভৃতি অন্যান্য সমাগত রাজন্যবর্গ যজ্ঞকালে সেই মহাযজ্ঞের নানাবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রীতি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪-৭ ॥

বিশ্বনাথ—অতঃ পাদাবনেজনকর্ম্মণি সাভিমানানামশক্যে কৃষ্ণ এব প্রবৃত্তঃ ॥ ৪-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রত্যেকে বিভিন্ন কার্য্যে ছিলেন অতএব ব্রাহ্মণের পাদধৌত কার্য্যে অভিমানি ব্যক্তির অসমর্থতা হেতু কৃষ্ণই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪-৭ ॥

ঋত্বিক্‌সদস্যবহুবিৎসু সুহৃত্তমেষু
স্বিষ্টেষু সূনৃতসমর্হণদক্ষিণাভিঃ ।
চৈদ্যে চ সাত্বতপতেশ্চরণং প্রবিষ্টে
চক্রুস্ততস্ত্ববভৃথস্নপনং দ্যুনদ্যাম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—চৈদ্যে (শিশুপালে) সাত্বতপতেঃ (কৃষ্ণস্য) চরণং প্রবিষ্টে (প্রাপ্তে তথা) ঋত্বিক্‌সদস্যবহুবিৎসু (ঋত্বিজশ্চ সদস্যাঃ সভাসদশ্চ বহুবিদশ্চ তেষু তথা) সুহৃত্তমেষু (বান্ধববরেষু) সূনৃতসমর্হণদক্ষিণাভিঃ (সূনৃতং প্রিয়বাক্ সমর্হণমলঙ্কারাদিদক্ষিণাশ্চ তাভিঃ) স্বিষ্টেষু (সুপূজিতেষু সৎসু) চ ততঃ তু (অনন্তরন্তু সর্ব্বে) দ্যুনদ্যাং (গঙ্গায়াম্) অবভৃথস্নপনং (দীক্ষান্তস্নানং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, শিশুপাল দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রবিষ্ট হইলে এবং ঋত্বিক্, সদস্য, বহুশাস্ত্রজ্ঞ ও বান্ধব ব্যক্তিগণ প্রিয়বাক্য, অলঙ্কার ও দক্ষিণাদি-দ্বারা সুপূজিত হইলে সকলে গঙ্গায় দীক্ষান্ত স্নান করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

মৃদঙ্গশঙ্খপণব-ধুন্ধুর্য্যানকগোমুখাঃ ।
বাদিত্রাণি বিচিত্রাণি নেদুরাবভৃথোৎসবে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অবভৃথোৎসবে (তত্র স্নানমহোৎসবে) মৃদঙ্গশঙ্খপণবধুন্ধুর্য্যানকগোমুখাঃ (তথা অন্যানি চ) বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি (বাদ্যযন্ত্রাণি) নেদুঃ (নিনাদিতা বভূবুঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—উক্ত স্নান-মহোৎসবে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ধুন্ধুরি, আনক, গোমুখ এবং অন্যান্য বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রসমূহ নিনাদিত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

নর্ত্তক্যো ননৃতুর্হৃষ্টা গায়কা যূথশো জগুঃ ।
বীণাবেণুতলোন্নাদস্তেষাং স দিবমস্পৃশৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—হৃষ্টাঃ (হর্ষযুক্তাঃ) নর্ত্তক্যঃ (নট্যঃ) ননৃতুঃ (নিত্যঞ্চক্রুঃ, তথা) গায়কাঃ যূথশঃ (গণশঃ) জগুঃ (গীতঞ্চক্রুঃ) তেষাং (নৃত্যগীতপরায়ণাং জনানাং) সঃ বীণাবেণুতলোন্নাদঃ (বীণানাং বেণুনাং তলানাং করতালানাঞ্চ উন্নাদ উচ্চধ্বনিঃ) দিবম্ (আকাশম্) অস্পৃশৎ (উত্থিতঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—নর্ত্তকীগণ হর্ষভরে নৃত্য এবং গায়কগণ দলবদ্ধ হইয়া গান করিতেছিল। তাহাদের বীণা, বেণু করতাল হইতে উত্থিত উচ্চধ্বনি আকাশ স্পর্শ করিয়াছিল ॥ ১০ ॥

চিত্রধ্বজপতকাগ্রৈরিভেন্দ্রস্যন্দনার্ব্বভিঃ ।
স্বলঙ্কৃতৈর্ভটৈর্ভূপা নির্যযূ রুক্মমালিনঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(তদানীং) রুক্মমালিনঃ (সুবর্ণমাল্যভূষিতাঃ) ভূপাঃ (রাজানঃ) চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈঃ (চিত্রাণি ধ্বজপতাকাগ্রাণি যেষু তৈঃ) ইভেন্দ্রস্যন্দনার্ব্বভিঃ (ইভেন্দ্রৈর্গজরাজৈঃ স্যন্দনৈঃ রথৈঃ অর্ব্বভিঃ অশ্বৈঃ তথা) স্বলঙ্কৃতৈঃ (সম্যগলঙ্কৃতৈঃ) ভটৈঃ (পদাতিকৈঃ সহঃ) নির্যযুঃ (নির্গতা বভূবুঃ) ॥১১॥

অনুবাদ—তৎকালে সুবর্ণ-মাল্য-বিভূষিত রাজগণ বিচিত্র ধ্বজপতাকাগ্রযুক্ত উত্তম হস্তী, রথ, অশ্ব এবং সুসজ্জিত পদাতিকগণের সহিত নগর হইতে নির্গত হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—চিত্রাণি ধ্বজপতাকাগ্র্যাণি যেষু তৈঃ ইভেন্দ্রাদিভিশ্চতুরঙ্গসৈন্যৈঃ সহ নির্যযুঃ । অর্ব্বাণোঽশ্বাঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিচিত্র ধ্বজ পতাকা যাঁহাদের রথের উপর সেই চতুরঙ্গসৈন্যগণের সহিত বহির্গত হইলেন। অর্ব্বা অর্থাৎ অশ্ব ॥ ১১ ॥

যদু-সৃঞ্জয়-কাম্বোজ-কুরু-কেকয়-কোশলাঃ ।
কম্পয়ন্তো ভুবং সৈন্যৈর্যজমানপুরঃসরাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ— যজমানপুরঃসরাঃ (যজমানো যুধিষ্ঠিরঃ পুরঃসরঃ অগ্রগামী যেষাং তে) যদুসৃঞ্জয়-কাম্বোজ-কুরু-কেকয়-কোশলাঃ (এতে রাজানঃ) সৈন্যৈঃ ভুবং (ভূমিং) কম্পয়ন্তঃ (সন্তো নির্যযুঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যদু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কুরু, কেকয় এবং কোশলবংশীয় রাজগণ যজমান রাজা যুধিষ্ঠিরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া নিজ নিজ সৈন্য সহ ভূকম্পন উৎপাদন সহকারে বহির্গত হইলেন ॥ ১২ ॥

সদস্যর্ত্বিগ্‌দ্বিজশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা ।
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সদস্যর্ত্বিগ্‌দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ (সদস্যা ঋত্বিজঃ অন্যে চ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ) ভূয়সা (মহতা) ব্রহ্মঘোষেণ (বেদধ্বনিনা সহ নির্যযুঃ) দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বাঃ (দেবাদয়ঃ) পুষ্পবর্ষিণঃ (পুষ্পবর্ষণং কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) তুষ্টুবুঃ (তন্মহোৎসবং প্রশশংসুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তৎকালে সদস্য, ঋত্বিক্ প্রভৃতি উত্তম বিপ্রগণ উন্নত বেদধ্বনি সহকারে নির্গত হইয়াছিলেন এবং দেবগণ, পিতৃগণ ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবর্ষণ ও স্তুতি করিতেছিলেন ॥ ১৩ ॥

স্বলঙ্কৃতা নরা নার্য্যো গন্ধস্রগ্‌ভূষণাম্বরৈঃ ।
বিলিম্পন্ত্যোঽভিষিঞ্চন্ত্যো বিজহ্রু র্বিবিধৈ রসৈঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ—(গন্ধস্রগ্‌ভূষণাম্বরৈঃ) গন্ধৈশ্চন্দনাদ্যুপলেপদ্রব্যৈঃ স্রগ্‌ভির্ম্মাল্যৈঃ ভূষণৈরলঙ্কারৈঃ, অম্বরৈর্বস্ত্রৈশ্চ) স্বলঙ্কৃতাঃ (সুশোভিতাঃ) নরাঃ নার্য্যঃ (স্ত্রিয়শ্চ) বিবিধৈঃ রসৈঃ (নানাবিধরসদ্রব্যৈঃ) বিলিম্পন্ত্যঃ (বিলেপনং কুর্ব্বন্ত্যঃ, তথা) অভিষিঞ্চন্ত্যঃ (অভিষেকং কুর্ব্বন্ত্যশ্চ) বিজহ্রুঃ (পরস্পরং বিহারং চক্রুঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—গন্ধ, মাল্য, ভূষণ ও সুবসন-ভূষিত, নরনারীগণ বিবিধ রসদ্রব্যদ্বারা বিলেপন এবং অভিষেক সহকারে পরস্পর বিহার করিয়াছিল ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—নৃদেব্যো নৃদেবস্য যুধিষ্ঠিরস্য পত্ন্যঃ দ্রৌপদীযৌধেয়ী প্রভৃতয় এব এতৎ সুখমুপলব্ধুং যথা দিবি বিমানবরৈর্দেব্যস্তথৈব রথাদিভির্নিরগমন্ মাতুলেয়েতি । যথা পত্যুর্ভাগিনেয়ে ভাগিনেয়শব্দঃ প্রযুজ্যতে তথৈব পত্যুর্মাতুলেয়োঽপি মাতুলেয় উচ্যতে, তস্য দেবরত্বাত্তেনৈব সহ পরিহাসৌচিত্যাৎ তা দেবরানুতসখীনিত্যুত্তরবাক্যদৃষ্টেশ্চ স এবাত্র গৃহীতঃ, নতু স্বমাতুলেয়স্তেন সহ পরিহাসানৌচিত্যাৎ তস্মাদত্র মাতুলেয়ঃ প্রসিদ্ধঃ কৃষ্ণ এব ততশ্চ মাতুলেয়ৈঃ কৃষ্ণগদসারণাদিভিঃ সখিভির্ভীমার্জ্জুনাদিভিশ্চ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নরদেব শ্রীযুধিষ্ঠিরের পত্নীগণ দ্রৌপদী যৌধেয়ী প্রভৃতিই এই সুখ উপলব্ধি করিবার জন্য যেমন স্বর্গে দেবীগণ শ্রেষ্ঠ বিমানে চড়িয়া ভ্রমণ করেন সেইরূপ তাহারাও রথ আদির সহিত পুরী হইতে নির্গত হইয়া মাতুলেয় সখিগণের সহিত জলক্রীড়ায় রত হইয়াছিল। যেমন পতির ভাগিনেয়কে নিজ ভাগিনেয় শব্দ প্রয়োগ করে, সেইরূপ পতির মাতুলেয়কেও মাতুলেয় বলে তাহার দেবর হেতু তাহার সহিত পরিহাস করা উচিৎ, পরবর্ত্তীশ্লোকেও দেখা যাইবে দেবরসখিগণের সহিত পরিহাস করিয়াছিল নিজ মাতুলেয় তাহার সহিত পরিহাস অনুচিৎ অতএব এখানে মাতুলেয় প্রসিদ্ধ কৃষ্ণই অতএব মাতুলেয় অর্থাৎ কৃষ্ণগদসারণাদি সহিত সখা ভীম অর্জ্জুনাদির সহিতও জলক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

তৈলগোরসগন্ধোদ-হরিদ্রাসান্দ্রকুঙ্কুমৈঃ ।
পুম্ভির্লিপ্তাঃ প্রলিম্পন্ত্যো বিজহ্রু র্বারযোষিতঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—তৈলগোরসগন্ধোদ-হরিদ্রা-সান্দ্রকুঙ্কুমৈঃ (তৈলৈর্গোরসৈর্গোরোচনৈর্দধ্যাদিভির্বা গন্ধোদৈর্গন্ধজলৈঃ হরিদ্রাভিঃ সান্দ্রকুঙ্কুমৈর্গাঢ়কুঙ্কুমলেপৈশ্চ এতৈঃ করণৈঃ) পুংভিঃ (পুরুষৈঃ কর্ত্তৃভিঃ) লিপ্তাঃ বারযোষিতঃ (বেশ্যাঃ) প্রলিম্পন্ত্যঃ (তান্ পুরুষান্ লিপন্ত্যঃ সত্যঃ বিজহ্রুঃ (বিহারং চক্রুঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—বারনারীগণ পুরুষগণকর্ত্তৃক তৈল, গোরস (গোরোচন অথবা দধ্যাদি গব্যবস্তু), গন্ধোদক, হরিদ্রা, গাঢ়কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা প্রলিপ্ত হইয়া

তাহারাও ঐ সমস্ত বস্তুদ্বারা পুরুষগণকে প্রলিপ্ত করিয়া বিহার করিয়াছিল ॥ ১৫ ॥

গুপ্তা নৃভির্নিরগমন্নুপলব্ধুমেতদ্দেব্যো যথা দিবি বিমানবরৈর্নৃদেব্যঃ ।
তা মাতুলেয়সখিভিঃ পরিষিচ্যমানাঃ
সব্রীড়হাসবিকসদ্বদনা বিরেজুঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—দিবি (আকাশে) যথা দেব্যঃ (দেবাঙ্গনা এতদ্ দ্রষ্টুং) বিমানবরৈঃ (শ্রেষ্ঠদেবযানৈর্নিরগমন্ তথা) নৃদেব্যঃ (রাজপত্ন্যশ্চ) নৃভিঃ (রক্ষিভিঃ) গুপ্তাঃ (রক্ষিতাঃ সত্যঃ) এতৎ (অবভৃথস্নানম্) উপলব্ধুং (দ্রষ্টুং) নিরগমন্ (রথৈর্নির্গতা বভূবুঃ) মাতুলেয়সখিভিঃ (মাতুলেয়ৈঃ পত্যুর্মাতুলেয়নন্দনৈঃ শ্রীকৃষ্ণগদসারণাদিভিঃ, তথা সখিভির্ভীমার্জ্জুনাদিভিঃ) পরিষিচ্যমানাঃ (গন্ধজলাদিভিঃ সিচ্যমানাঃ) তাঃ (রাজপত্ন্যঃ) সব্রীড়হাসবিকসদ্‌বদনাঃ (সব্রীড়েন সলজ্জেন হাসেন বিকসন্তি বদনানি যাসাং তাস্তথা সত্যঃ) বিরেজুঃ (বিরাজমানা বভূবুঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তৎকালে ঐ মহোৎসব দর্শনার্থ দেবাঙ্গনাগণ যেরূপ ব্যোমযানে আরোহণপূর্ব্বক আকাশমার্গে নির্গত হইয়াছিলেন, সেইরূপ রাজপত্নীগণও রক্ষিগণপরিরক্ষিতা হইয়া রথারোহণে পুরমধ্য হইতে নির্গতা হইয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, গদ, সারণ প্রভৃতি পতির মাতুল-পুত্রগণ এবং ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি নিজবন্ধুগণ গন্ধজলসেচন দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করিলে তাঁহারা সলজ্জহাস্যযুক্ত প্রফুল্লবদনে শোভা পাইতেছিলেন ॥ ১৬ ॥

তা দেবরানুত সখীন্ সিষিচুর্দৃতীভিঃ
ক্লিন্নাম্বরা বিবৃতগাত্রকুচোরুমধ্যাঃ ।
ঔৎসুক্যমুক্তকবরাচ্চ্যবমানমাল্যাঃ
ক্ষোভং দধুর্মলধিয়াং রুচিরৈর্বিহারৈঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—ক্লিন্নাম্বরাঃ (সিক্তবসনা অতএব) বিবৃতগাত্রকুচোরুমধ্যাঃ (প্রকাশিতগাত্রস্তনোরুমধ্যভাগাঃ ঔৎসুক্যমুক্তকবরাৎ (ঔৎসুক্যেন ব্যগ্রতয়া মুক্তাৎ স্খলিতাৎ কবরাৎ কেশগ্রন্থিতঃ) চ্যবমানমাল্যাঃ (চ্যবমানানি বিগলন্তি মাল্যানি যাসাং তাঃ) (রাজপত্ন্যশ্চ) দৃতীভিঃ (উদকনোদনচর্ম্মযন্ত্রৈঃ) দেবরান্ উত (অপি চ) সখীন্ বন্ধুজনান্) সিষিচুঃ (অভিষিক্তবত্যঃ তদানীং তাঃ) রুচিরৈঃ বিহারৈঃ (মনোরমবিহারসমূহৈঃ) মলধিয়াং (কামিনাং) ক্ষোভং দধুঃ (জনয়ামাসুঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে তাঁহাদের বসন সিক্ত হইয়া গাত্রসংলগ্ন হওয়ায় গাত্র, স্তন, উরু ও মধ্যভাগ স্ফুটভাবে পরিলক্ষিত হইতেছিল এবং ঔৎসুক্যনিবন্ধন বিগলিত কেশবন্ধন হইতে মাল্য স্খলিত হইতেছিল। তখন তাঁহারাও দৃতি অর্থাৎ চর্ম্মনির্ম্মিত জলনিক্ষেপ যন্ত্রসমূহ দ্বারা দেবর এবং বন্ধুগণের প্রতি গন্ধোদকাদি সেচন করিতেছিলেন। তাঁহাদের তৎকালীন মনোরম অঙ্গভঙ্গী সহকারে ভ্রমণ দর্শনে কামিগণের চিত্তক্ষোভ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—দৃতীভিরুদকনোদনবিচিত্রচর্ম্মযন্ত্রৈঃ। মলধিয়াং দুর্য্যোধনাদীনামেব, নতু সাধূনাম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দৃতী অর্থাৎ বিচিত্র চর্ম্ম যন্ত্র যাহা দ্বারা জলসেচ করা হয়। মলধিয় দুর্য্যোধনাদিরই, সাধুগণের নহে ॥ ১৭ ॥

স সম্রাড্রথমারূঢ়ঃ সদশ্বং রুক্মমালিনম্ ।
ব্যরোচত স্বপত্নীভিঃ ক্রিয়াভিঃ ক্রতুরাড়িব ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ সম্রাট্ (যুধিষ্ঠিরঃ) সদশ্বম্ (উত্তমাশ্বযুক্তং) রুক্মমালিনং (সুবর্ণমাল্যশোভিতং) রথম্ আরূঢ়ঃ (সন্) ক্রিয়াভিঃ ক্রতুরাট্ ইব (যথা যজ্ঞবয়ঃ রাজসূয়ঃ ক্রিয়াভির্যুক্তঃ সন্ শোভতে তথা) স্বপত্নীভিঃ ব্যরোচত (শুশুভে) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সম্রাট্ যুধিষ্ঠির তৎকালে উত্তম অশ্বযোজিত, সুবর্ণমাল্যভূষিত রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বীয় মহিষীগণের সহিত যুক্ত হইয়া ক্রিয়াযুক্ত রাজসূয়যজ্ঞ সদৃশ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ— স্বপত্নীভির্জলবিহারানন্তরমুত্থিতাভিঃ। জলবিহার-পূর্ব্ববৃত্তবর্ণনমিদং বা জ্ঞেয়ম্। ক্রিয়াভিরঙ্গক্রিয়াভিঃ ক্রতুরাট্ সশরীরো রাজসূয় ইব ॥১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ পত্নীগণের সহিত জলবিহারের পূর্ব্বের এই বর্ণনা ক্রিয়াসমূহ দ্বারা অর্থাৎ

যজ্ঞরাজ সকল অঙ্গগণের সহিত সশরীর রাজসূয়-যজ্ঞের ন্যায় ॥ ১৮ ॥

পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈশ্চরিত্বা তে তমৃত্বিজঃ ।
আচান্তং স্নাপয়াঞ্চক্রুর্গঙ্গায়াং সহ কৃষ্ণয়া ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তে ঋত্বিজঃ (যাজকাঃ) পত্নীসংযাজাভৃথ্যৈঃ (পত্নীসংযাজো যাগবিশেষঃ, অবভৃথসম্বন্ধি আবভৃথ্যং তৈঃ) চরিত্বা (তানানুষ্ঠায়েত্যর্থঃ) কৃষ্ণয়া (দ্রৌপদ্যা) সহ আচান্তং (কৃতাচমনং) তং (যুধিষ্ঠিরং) গঙ্গায়াং স্নাপয়াঞ্চক্রুঃ (স্নানং কারয়ামাসুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যাজকবিপ্রগণ পত্নীসংযাজ নামক দীক্ষান্ত কৃত্যসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া পরে কৃত আচমন রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর সহিত স্নান করাইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—পত্নীসংযাজো যাগবিশেষঃ । আবভৃথ্যানি অবভৃথসম্বন্ধিকর্ম্মাণি চ তৈশ্চরিত্বা তান্যনুষ্ঠায়েত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পত্নী সংযাজ অর্থাৎ যাগ বিশেষ, আবভৃথ্য অর্থাৎ অবভৃথ সম্বন্ধী কর্ম্মসমূহও তাহাও আচরণ করিয়া ॥ ১৯ ॥

দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভিভিঃ সমম্ ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(তদানীং) নরদুন্দুভিভিঃ (নরৈস্তাড়িতৈ দুন্দুভিভিঃ) সমং (সহ) দেবদুন্দুভয়ঃ (দেবৈস্তাড়িতা দুন্দুভয়ঃ) নেদুঃ (নিনাদিতা বভূবুঃ, তথা) দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ (দেবাঃ ঋষয়ঃ পিতরো মানবাশ্চ) পুষ্পবর্ষাণি মুমুচুঃ (পুষ্পবৃষ্টিং চক্রুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তৎকালে মনুষ্যগণ-কর্ত্তৃক নিনাদিত দুন্দুভিসকলের সহিত দেবদুন্দুভি সকলও ধ্বনিত হইয়াছিল, এবং দেব, ঋষি, পিতৃ ও মানবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

সস্নুস্তত্র ততঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্রমযুতা নরাঃ ।
মহাপাতক্যপি যতঃ সদ্যো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (রাজস্নানানন্তরং) বর্ণাশ্রমযুতাঃ (বর্ণাশ্রমধর্ম্মিণঃ) সর্ব্বে নরাঃ তত্র (গঙ্গায়াং) সস্নুঃ (স্নানং চক্রুঃ) যতঃ (যস্মাৎ স্নানাৎ) মহাপাতকী (মহাপাতকযুক্তো নরঃ) অপি সদ্যঃ (তৎক্ষণমেব) কিল্বিষাৎ (পাপাৎ) মুচ্যেত (মুক্তো ভবেৎ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী সমস্ত মানব তথায় স্নান করিলেন । যেহেতু, গঙ্গাস্নানদ্বারা মহাপাতকগ্রস্ত ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

অথ রাজাহতে ক্ষৌমে পরিধায় স্বলঙ্কৃতঃ ।
ঋত্বিক্‌সদস্যবিপ্রাদীনানর্চ্চাভরণাম্বরৈঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) রাজা (যুধিষ্ঠিরঃ) আহতে (নূতনে) ক্ষৌমে (ক্ষৌমবস্ত্রযুগলং) পরিধায় (ধৃত্বা) স্বলঙ্কৃতঃ (সম্যগ্‌ভূষিতঃ সন্) আভরণাম্বরৈঃ (আভরণৈর্ভূষণৈঃ, অম্বরৈর্বস্ত্রৈশ্চ) ঋত্বিক্‌সদস্যবিপ্রাদীন্ (ঋত্বিজঃ সদস্যান্ বিপ্রান্ অন্যাংশ্চ) আনর্চ্চ (পূজিতবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির নবীন ক্ষৌমবসনযুগল ও বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া যাজক, সদস্য এবং বিপ্র প্রভৃতি সকলকে বস্ত্রালঙ্কারদ্বারা পূজা করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

বন্ধূন্ জ্ঞাতীন্ নৃপান্ মিত্রসুহৃদোঽন্যাংশ্চ সর্ব্বশঃ ।
অভীক্ষ্ণং পূজয়ামাস নারায়ণপরো নৃপঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) নারায়ণপরঃ (কৃষ্ণাসক্তঃ) নৃপঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) বন্ধূন্ জ্ঞাতীন্ নৃপান্ (রাজ্ঞঃ) মিত্রসুহৃদঃ (মিত্রানি সুহৃদশ্চ তথা) অন্যান্ চ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বান্ জনান্) অভীক্ষ্ণং (বারম্বারং) পূজয়ামাস ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর কৃষ্ণপরায়ণ নরপতি বন্ধু, জ্ঞাতি, মিত্র, সুহৃদ্ রাজগণ এবং অন্যান্য সকলকে পুনঃ পুনঃ অর্চ্চনা করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বে জনাঃ সুররুচো মণিকুণ্ডলস্র-
গুষ্ণীষকঞ্চুকদুকূলমহার্ঘ্যহারাঃ ।
নার্য্যশ্চ কুণ্ডলযুগালকবৃন্দজুষ্ট-
বক্ত্রশ্রিয়ঃ কনকমেখলয়া বিরেজুঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—মণিকুণ্ডলস্রগুষ্ণীষকঞ্চুকদুকূলমহার্ঘ্য-হারাঃ (মণিকুণ্ডলে মণিময়কুণ্ডলদ্বয়ং স্রক্ মাল্যং উষ্ণীষঃ শিরস্ত্রাণং, কঞ্চুকো বারবাণঃ, দুকূলং মনোজ্ঞবস্ত্রং মহার্ঘ্যো মহামুল্যো হারশ্চ যেষাং তে, অতএব) সুররুচঃ (দেববৎ প্রকাশমানাঃ) সর্ব্বে জনাঃ (তথা) কুণ্ডলযুগালকবৃন্দজুষ্টবক্ত্রশ্রিয়ঃ (কুণ্ডলযুগলেন অলকবৃন্দেন চ জুষ্টা যুক্তা বক্ত্রশ্রী-মুখশোভা যাসাং তাঃ) নার্য্যঃ (স্ত্রিয়ঃ) চ কনক-মেখলয়া (স্বর্ণময়কাঞ্চ্যা) বিরেজুঃ (শোভিতা বভূবুঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—তৎকালে পুরুষগণ মণিময় কুণ্ডল, মাল্য, উষ্ণীষ, কঞ্চুক, সুবসন এবং মহামূল্য হার পরিধানপূর্ব্বক দিব্য-কান্তি ধারণ করিয়া এবং রমণী-গণ কুণ্ডলযুগল, অলকরাজিযুক্ত বদনকান্তি ও সুবর্ণ-মেখলা ধারণ করিয়া শোভিত হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

———

অথর্ত্বিজো মহাশীলাঃ সদস্যা ব্রহ্মবাদিনঃ ।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রা রাজানো যে সমাগতাঃ ॥ ২৫ ॥
দেবর্ষিপিতৃভূতানি লোকপালাঃ সহানুগাঃ ।
পূজিতাস্তমনুজ্ঞাপ্য স্বধামানি যযুর্নৃপ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, অথ (অনন্তরং) যে মহা-শীলাঃ (প্রশস্তস্বভাবাঃ) ব্রহ্মবাদিনঃ (বেদজ্ঞাঃ) ঋত্বিজঃ (যাজকাঃ) সদস্যাঃ (বিধিদর্শিনঃ, তথা) ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রাঃ (ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ তথা) রাজানঃ (নৃপাঃ, তথা) দেবর্ষিপিতৃভূতানি (দেবাশ্চ ঋষয়শ্চ পিতরশ্চ ভূতাশ্চ তথা) সহানুগাঃ (সানুচরাঃ) লোকপালাঃ (ইন্দ্রাদয়শ্চ তত্র) সমা-গতাঃ (যজ্ঞাদিত উপস্থিতা আসন্ তে রাজ্ঞা) সুপূ-জিতাঃ (সম্যগর্চ্চিতাঃ সন্তঃ) তং অনুজ্ঞাপ্য (তস্যানু-মতিং গৃহীত্বেত্যর্থঃ) স্বধামানি (নিজস্থানানি) যযুঃ (গতাঃ) ॥ ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অনন্তর প্রশস্তস্বভাব বেদজ্ঞ যাজক, সদস্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নরপতি, দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত এবং সানুচর লোকপালগণ সম্যগ্রূপে অর্চ্চিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন ॥ ২৫-২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মহাশীলাঃ পরমকুলীনাঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহাশীলা পরম কুলীনগণ ॥ ২৫ ॥

———

হরিদাসস্য রাজর্ষে রাজসূয়মহোদয়ম্ ।
নৈবাতৃপ্যন্ প্রশংসন্তঃ পিবন্ মর্ত্ত্যোঽমৃতং যথা ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) যথা অমৃতং পিবন্ (আস্বাদয়ন্ অপি ন তৃপ্যতি তথা) হরিদাসস্য (কৃষ্ণভক্তস্য) রাজর্ষেঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) রাজসূয়-মহোদয়ং (রাজসূয়-মহোৎসবং) প্রশংসন্তঃ (স্তুবন্তঃ সন্তো দেবাদয়ঃ) ন এব অতৃপ্যন্ (তৃপ্তেঃ পারং নাগচ্ছন্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, মর্ত্ত্যজন যেরূপ অমৃত আস্বাদন করিয়া তৃপ্তির সীমা লাভ করিতে পারে না, পরন্তু উত্তরোত্তর অমৃতপানের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হই-তেই থাকে, সেইরূপ দেবতা প্রভৃতি সর্ব্বজন মহা-রাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের প্রশংসা করিয়া পরিপূর্ণতৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না, পরন্তু তাঁহা-দের উত্তরোত্তর প্রশংসা-প্রবৃত্তি বর্দ্ধিতই হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

———

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্ ।
প্রেম্ণা নিবাসয়ামাস কৃষ্ণঞ্চ ত্যাগকাতরঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) ত্যাগকাতরঃ (সুহৃ-দাদিজনানাং ত্যাগে কাতরঃ খিন্নঃ) রাজা যুধিষ্ঠিরঃ প্রেম্না (সৌহার্দ্দেন) সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্ (তথা) কৃষ্ণং চ নিবাসয়ামাস (নিজরাজধান্যাং বাসং কারয়ামাস) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সুহৃদ্গণের পরিত্যাগে কাতর-চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির প্রীতি-সহকারে সুহৃদ্, সম্বন্ধী, বান্ধবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করাইয়া-ছিলেন ॥ ২৮ ॥

———

ভগবানপি তত্রাঙ্গ ন্যাবাৎসীৎ তৎপ্রিয়ঙ্করঃ।
প্রস্থাপ্য যদুবীরাংশ্চ সাম্বাদীংশ্চ কুশস্থলীম্ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ— অঙ্গ, (হে বৎস,) তৎপ্রিয়ঙ্করঃ (তস্য যুধিষ্ঠিরস্য প্রিয়ঙ্করঃ প্রীতিসাধকঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি চ সাম্বাদীন্ (সাম্বপ্রভৃতীন্) যদু-বীরান্ কুশস্থলীং (দ্বারকাং) প্রস্থাপ্য (প্রেরয়িত্বা) তত্র (ইন্দ্রপ্রস্থে) ন্যাবাৎসীৎ চ (স্থিতঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, তদীয় প্রীতিসাধক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সাম্বপ্রভৃতি যদুবীরগণকে দ্বারকায় প্রেরণ করিয়া স্বয়ং ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিলেন ॥ ২৯ ॥

ইত্থং রাজা ধর্ম্মসুতো মনোরথমহার্ণবম্ ।
সুদুস্তরং সমুত্তীর্য্য কৃষ্ণেনাসীদ্গতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মসুতঃ (ধর্ম্মপুত্রঃ) রাজা (যুধিষ্ঠিরঃ) ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণ) কৃষ্ণেন (কৃষ্ণস্য সাহায্যেন) সুদুস্তরং (অতিদুষ্পারং) মনোরথমহার্ণবং (মনো-রথো রাজসূয়বাসনা স এব মহার্ণবো মহাসাগরস্তং) সমুত্তীর্য্য (সম্যক্ উত্তীর্য্য, সুদুষ্করং সঙ্কল্পিতকার্য্যং সমাপ্যেত্যর্থঃ) গতজ্বরঃ (নিশ্চিন্তঃ) আসীৎ (বভূব) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে ভগবৎ-কৃপাবলে দুস্তর মনোরথ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন ॥ ৩০ ॥

একদান্তঃপুরে তস্য বীক্ষ্য দুর্য্যোধনঃ শ্রিয়ম্ ।
অতপ্যৎ রাজসূয়স্য মহিত্বঞ্চাচ্যুতাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—একদা দুর্য্যোধনঃ অচ্যুতাত্মনঃ (কৃষ্ণ-গতচিত্তস্য) তস্য (যুধিষ্ঠিরস্য) অন্তঃপুরে শ্রিয়ং (সমৃদ্ধিং তথা) রাজসূয়স্য মহিত্বং (মহিমানং) চ বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অতপ্যৎ (তাপং অগমৎ) ॥৩১॥

অনুবাদ—একদা দুর্য্যোধন কৃষ্ণাসক্তচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুর সমৃদ্ধি এবং রাজসূয়-মহিমা দর্শন করিয়া অতিশয় চিত্তসন্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ— দুর্য্যোধনমানভঙ্গপ্রকারমাহ, — এক-দেতি। অচ্যুতাত্মনঃ কৃষ্ণাসক্তমনসঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুর্য্যোধনের মানভঙ্গ প্রকার বলিতেছেন—‘একদিন’—কৃষ্ণগতচিত্ত যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে ॥ ৩১ ॥

যস্মিন্ নরেন্দ্র-দিতিজেন্দ্র-সুরেন্দ্রলক্ষ্মী-
র্নানা বিভান্তি কিল বিশ্বসৃজোপক্লৃপ্তাঃ।
তাভিঃ পতীন্ দ্রুপদরাজসুতোপতস্থে
যস্যাং বিষক্তহৃদয়ঃ কুরুরাড়তপ্যৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ (অন্তঃপুরে) বিশ্বসৃজা (ময়-দানবেন) উপক্লৃপ্তাঃ (বিরচিতাঃ) নানা (বিবিধাঃ) নরেন্দ্রদিতিজেন্দ্র-সুরেন্দ্র-লক্ষ্মীঃ (নরেন্দ্রাণাং দিতি-জেন্দ্রাণাং দৈত্যেশ্বরাণাং তথা সুরেন্দ্রাণাঞ্চ লক্ষ্ম্যঃ) বিভান্তি কিল (বিরাজন্তে স্ম) দ্রুপদরাজসুতা (দ্রৌপদী) তাভিঃ (নরেন্দ্রাদিলক্ষ্মীভিঃ সহ) পতীন্ উপতস্থে (সেবিতবতী) যস্যা (লক্ষ্ম্যাং দ্রুপদরাজসুতায়াং বা) বিষক্তহৃদয়ঃ (মাৎসর্য্যাদিনা আবিষ্টচিত্তঃ সন্) কুরুরাট্ (দুর্য্যোধনঃ) অতপ্যৎ (চিত্তসন্তাপ-যুক্তো বভূব) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—উক্ত অন্তঃপুরে ময়দানব-কর্তৃক নরেন্দ্র, দানবেন্দ্র এবং দেবেন্দ্রগণের বিবিধ ঐশ্বর্য্য বিরচিত হইয়া বিরাজমান ছিল। দ্রৌপদী ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য্যের সহিত পতিগণের সেবা করিতেন। দুর্য্যো-ধনের চিত্ত তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষাগ্রস্ত হওয়ায় তিনি অতিশয় সন্তাপযুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—নরেন্দ্রাদীনাং লক্ষ্ম্যঃ সম্পদো নানা-বিধাঃ ভান্তি। বিশ্বসৃজাময়েন উপক্লৃপ্তাঃ বিরচিতাঃ। তাভির্লক্ষ্মীভিঃ সহিতা দ্রৌপদী। যস্যাং যাসু লক্ষ্মীষু বিষক্তহৃদয়ঃ মাৎসর্য্যাবিষ্টচিত্তঃ কুরুরাট্ দুর্য্যোধনঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিশ্বস্রষ্টা ময়দানব বিরচিত নরেন্দ্র-দানবেন্দ্র ও দেবেন্দ্রগণের নানাবিধ সম্পৎ শোভা পাইতেছিল। ঐ সকল সম্পদ সহ দ্রৌপদী, কুরুরাজা দুর্য্যোধন যে সকল সম্পদে মাৎসর্য্যাবিষ্ট-চিত্ত ॥ ৩২ ॥

যস্মিংস্তদা মধুপতের্মহিষীসহস্রং
শ্রোণীভরেণ শনকৈঃ ক্বণদঙ্ঘ্রিশোভম্ ।

মধ্যে সুচারুকুচকুঙ্কুমশোণহারং
শ্রীমন্মুখং প্রচলকুণ্ডলকুন্তলাঢ্যম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ (অন্তঃপুরে) তদা (তৎকালে) শ্রোণিভরেণ (নিতম্বভারেণ) শনকৈঃ (মন্দং মন্দং) কণদঙ্ঘ্রিশোভং (কণদ্ভির্নূপুরনিক্কণযুক্তৈরিত্যর্থঃ, অঙ্ঘ্রিভিশ্চরণৈঃ শোভা যস্য তৎ তথা) মধ্যে সুচারু (সুচারুমধ্যমিত্যর্থঃ, তথা) কুচকুঙ্কুমশোণহারং (কুচকুঙ্কুমৈঃ স্তনলিপ্তকুঙ্কুমরাগৈঃ শোণা রক্তা হারা যস্য তৎ, তথা) প্রচলকুণ্ডলকুন্তলাঢ্যং (প্রচলৈরিতস্ততশ্চলদ্ভিঃ কুণ্ডলৈঃ কুন্তলৈশ্চ আঢ্যং সম্পন্নং) শ্রীমন্মুখং (শ্রীমন্তি মুখানি যস্য তৎ তাদৃশং) মধুপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) মহিষীসহস্রং (পত্নীসহস্রম্ অশোভতেতি শেষঃ, মহিষীসহস্রমিতি বহুত্বোপলক্ষণং জ্ঞেয়ম্) ॥৩৩

অনুবাদ—তৎকালে ঐ অন্তঃপুরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বহুসহস্র মহিষী নিতম্বভারে মন্দগতিনিবন্ধন মৃদু নূপুরধ্বনিযুক্ত চরণশোভা এবং গলদেশে কুচকুঙ্কুমরাগরক্ত হারসমূহ ধারণ করিয়া বিরাজমানা ছিল। তাঁহাদের মধ্যভাগ সুরম্য, বদনমণ্ডল চঞ্চল কুণ্ডলযুগল এবং কেশরাশি দ্বারা সুশোভিত ছিল ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ—মহিষীণাং সহস্রং সহস্রাণি শ্রীমন্তি মুখানি যস্য তৎ ব্যরাজতেতি শেষঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের সহস্র সহস্র শোভাযুক্ত মুখসমূহ বিরাজিত ছিল ॥ ৩৩ ॥

সভায়াং ময়কৢপ্তায়াং ক্বাপি ধর্ম্মসুতোঽধিরাট্ ।
বৃতোঽনুগৈর্বন্ধুভিশ্চ কৃষ্ণেনাপি স্বচক্ষুষা ॥ ৩৪ ॥
আসীনঃ কাঞ্চনে সাক্ষাদাসনে মঘবানিব ।
পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়া জুষ্টঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ব অপি (কদাচিৎ) অধিরাট্ (সম্রাট্) ধর্ম্মসুতঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) ময়কৢপ্তায়াং (ময়বিরচিতায়াং) সভায়াং (সংসদি) অনুগৈঃ (অনুচরৈঃ) বন্ধুভিঃ চ স্বচক্ষুষা (স্বস্য চক্ষুয়া হিতাহিত জ্ঞাপকেন) কৃষ্ণেন অপি বৃতঃ (বেষ্টিতঃ, তথা) পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়া (সাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যা) জুষ্টঃ (সেবিতঃ) বন্দিভিঃ চ স্তূয়মানঃ (প্রশংস্যমানচরিতঃ) কাঞ্চনে আসনে (সুবর্ণসিংহাসনে) আসীনঃ (উপবিষ্টঃ সন্) সাক্ষাৎ-মঘবান্ (ইন্দ্রঃ, ইব বিরেজে ইতি শেষঃ) ॥৩৪-৩৫॥

অনুবাদ—একদা যুধিষ্ঠির ময়বিরচিত সভামধ্যে অনুচরগণ, বান্ধবগণ ও স্বীয় হিতাহিত-নির্দ্দেশক শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দিগণ-বন্দিত এবং সাম্রাজ্যলক্ষ্মী-সমন্বিত হইয়া সুবর্ণ-সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪-৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্বস্য চক্ষুষা হিতাহিতজ্ঞাপকেন কৃষ্ণেনাপি বৃতঃ। ব্যরোচতেতি শেষঃ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ চক্ষুদ্বারা হিতাহিত জ্ঞাপক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃকও পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজিত ছিল ॥ ৩৪-৩৫ ॥

তত্র দুর্য্যোধনো মানী পরীতো ভ্রাতৃভির্নৃপ ।
কিরীটমালী ন্যবিশদসিহস্তঃ ক্ষিপন্ রুষা ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, কিরীটমালী (কিরীটঞ্চ মালা চ বিদ্যতে যস্য সঃ) ভ্রাতৃভিঃ (দুঃশাসনাদিভিঃ) পরীতঃ (বেষ্টিতঃ) অসিহস্তঃ মানী (সাহঙ্কারঃ) দুর্য্যোধনঃ রুষা (ক্রোধেন) ক্ষিপন্ (দ্বারপালাদীন্ অধিক্ষিপন্ তদা) তত্র (সভাক্ষেত্রে) ন্যবিশৎ (প্রবিষ্টো বভূব) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে কিরীট ও মাল্যধারী, অসিহস্ত, মানী দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রোধে দ্বারপালগণকে তিরস্কার করিতে করিতে উক্ত সভায় প্রবেশ করিলেন ॥৩৬॥

বিশ্বনাথ—ক্ষিপন্ দ্বাঃস্থাদীনাক্রোশন্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালে অভিমানী দুর্য্যোধন ক্রোধে দ্বারপালগণকে তিরস্কার করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

স্থলেঽভ্যগৃহ্ণাদ্বস্ত্রান্তং জলং মত্বা স্থলেঽপতৎ ।
জলে চ স্থলবদ্ভ্রান্ত্যা ময়মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—ময়মায়াবিমোহিতঃ (ময়স্য সভানির্ম্মাতুর্দানবরাজস্য মায়য়া মায়ারচিতকৌশলেন বিমোহিতঃ মোহং প্রাপ্তঃ সঃ) জলং মত্বা (জলভ্রান্ত্যা) স্থলে স্থলে (ক্বচিৎ ক্বচিৎ স্থলভাগে এব) বস্ত্রান্তং (বসনপ্রান্তম্) অভ্যগৃহ্ণাৎ (আকুঞ্চিতবান্ তথা

কুত্রচিৎ) স্থলবদ্‌ভ্রান্ত্যা (স্থলভ্রমেণ) জলে চ অপতৎ (পতিতো বভুব) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—তিনি সেখানে ময়দানবের মায়ারচিত কৌশলে বিমোহিত হইয়া কোন কোন স্থলভাগে 'জল' ভ্রমে বস্ত্রপ্রান্ত উত্তোলন করিয়াছিলেন এবং কোন কোন জলভাগে 'স্থল' মনে করিয়া তথায় পতিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্থলে বস্ত্রান্তমভ্যগৃহ্ণাৎ আকুঞ্চিতবান্ তস্মিন্ স্থল এব জলং মত্বা, তথা জলে চাপতৎ কুতঃ তস্মিন্ জলেঽপি স্থলবৎ স্থল ইব যা ভ্রান্তিস্তয়া স্থলং মত্বেত্যর্থঃ। ময়স্য মায়াদ্বেষ্টৃজনবিজ্ঞাপনী শক্তির্যা তয়া বিমোহিতঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিনি ময়দানবের মায়ারচিত স্থলেই জল মনে করিয়া স্থলভাগে বস্ত্রের অন্তভাগ আকুঞ্চিত করিয়া ধরিলেন, সেইরূপ জলেও স্থল ভ্রমে পড়িয়া গেলেন। কেন? সেই জলেও স্থলবৎ যে ভ্রান্তি তাহা দ্বারা স্থল মনে করিয়া। ময়দানবের মায়াদ্বেষী জনবিজ্ঞাপনা যে শক্তি তাহা দ্বারা দুর্য্যোধন বিমোহিত হইয়া ॥ ৩৭ ॥

জহাস ভীমস্তং দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো নৃপতয়োঽপরে।
নিবার্য্যমাণা অপ্যঙ্গ রাজ্ঞা কৃষ্ণানুমোদিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে বৎস,) রাজ্ঞা (যুধিষ্ঠিরেণ) নিবার্য্যমাণাঃ (হাসাদ্‌বার্য্যমাণাঃ) অপি কৃষ্ণানুমোদিতাঃ কৃষ্ণেন অনুমোদিতা হাসার্থং অনুমতাঃ) ভীমঃ স্ত্রিয়ঃ অপরে (অন্যে) নৃপতয়ঃ (চ) তং (দুর্য্যোধনং পতিতং ভ্রান্তঞ্চ) দৃষ্ট্বা জহাস (হাসং চকার) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, তখন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিবারণসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদনানুসারে ভীমসেন, স্ত্রীলোকগণ এবং অন্যান্য নৃপতিগণ দুর্য্যোধনের পতন-দর্শনে হাস্য করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্ত্র্যাদয়োঽপি জহসুঃ। রাজ্ঞা নেত্রেঙ্গিতেন মা হসতেতি নিবার্য্যমাণা অপি কুতঃ কৃষ্ণেনানুমোদিতাঃ হসতেতি ভ্রুবা দত্তানুমতয় ইত্যর্থঃ। ভুবো ভারং হর্ত্তুমিচ্ছুঃ কলহবীজোত্থাপনাদিতি ভাবঃ। যস্য দৃশা দৃষ্টিমাত্রেণৈব দুর্য্যোধনো ভ্রমতি স্ম। ময়মায়া তু নিমিত্তমাত্রমিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্ত্রীলোকগণও হাসিতে ছিল। রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নয়নের ইঙ্গিত দ্বারা হাসিও না, নিষেধ করিলেও কেন হাসিল ? কৃষ্ণকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া 'হাস্য কর' এইরূপ ভ্রূভঙ্গিদ্বারা অনুমতি পাইয়া। পৃথিবীর ভারহরণ করিতে ইচ্ছুক কলহবীজ আরোপণ হেতু। যাঁহার দৃষ্টিমাত্রেই দুর্য্যোধন ভ্রান্ত হয়, ময়দানবের মায়া কিন্তু নিমিত্ত মাত্র ॥ ৩৮ ॥

ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমস্কন্ধে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৭৫ ॥

স ব্রীড়িতোঽবাগ্‌বদনো রুষা জ্বলন্
নিষ্ক্রম্য তূষ্ণীং প্রযযৌ গজাহ্বয়ম্।
হাহেতি শব্দঃ সুমহানভূৎ সতা-
মজাতশত্রুর্বিমনা ইবাভবৎ।
বভূব তূষ্ণীং ভগবান্ ভুবো ভরং
সমুজ্জিহীর্ষুর্ভ্রমতি স্ম যদ্দৃশা ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তদানীং) ব্রীড়িতঃ (লজ্জিতঃ, অতঃ) অবাগ্‌বদনঃ (নতমুখঃ) সঃ (দুর্য্যোধনঃ) রুষা (ক্রোধেন) জ্বলন্ (সন্) তূষ্ণীং (মৌনভাবেন) নিষ্ক্রম্য (বহির্গত্য) গজাহ্বয়ং (হস্তিনাং) প্রযযৌ (গতবান্ তদা) সতাং (সাধুনামুচ্চারিতঃ) হা হা ইতি (খেদসূচকঃ) সুমহান্ (উচ্চৈঃ) শব্দঃ অভূৎ (জাতঃ) অজাতশত্রুঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) বিমনাঃ (দুঃখিতচিত্তঃ) ইব অভবৎ (বভূব)। যদ্দৃশা (যস্য দৃষ্টিমাত্রেণ দুর্য্যোধনঃ) ভ্রমতি স্ম (ভ্রান্তি প্রাপ) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভরং (ভারং) সমুজ্জি-

হীর্ষুঃ (সমুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছুঃ সঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তুষ্ণীং (মৌনং) বভূব ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—রাজা দুর্য্যোধন তজ্জন্য লজ্জায় অবনতবদনে এবং ক্রোধোদ্দীপ্তচিত্তে মৌনভাবে সভা হইতে নির্গত হইয়া হস্তিনায় গমন করিলেন। তখন সাধুগণের মধ্যে খেদসূচক উচ্চ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল ও রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখিতচিত্তের ন্যায় ভাব ধারণ করিলেন, পরন্তু যাঁহার দৃষ্টিপাতহেতু দুর্য্যোধন ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, পৃথিবীর ভার হরণেচ্ছু সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মৌনভাবে বর্ত্তমান রহিলেন ॥৩৯

এতৎ তেঽভিহিতং রাজন্ যৎপৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
সুযোধনস্য দৌরাত্ম্যং রাজসূয়ে মহাক্রতৌ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দুর্য্যোধন-মানভঙ্গো নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, ত্বয়া অহং যৎ পৃষ্টঃ (প্রথমং জিজ্ঞাসিতঃ) ইহ (অস্মিন্ বিষয়ে) রাজসূয়ে মহাক্রতৌ (মহাযজ্ঞে) দুর্য্যোধনস্য (দুর্য্যোধনস্য) দৌরাত্ম্যং (দুর্ব্যবহাররূপম্) এতৎ (বৃত্তং) তে (তব সমীপে) অভিহিতং (ময়া কথিতম্) ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চসপ্ততিতমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে রাজন্, তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে; সেই বিষয়ে রাজসূয় মহাযজ্ঞে দুর্য্যোধনের দুর্ব্যবহাররূপ এই বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণিত হইল ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ষট্ সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য শৃণু কর্ম্মাদ্ভুতং নৃপ।
ক্রীড়ানরশরীরস্য যথা সৌভপতির্হতঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বৃষ্ণি শাল্ব মহাযুদ্ধে দ্যুমানের গদা-প্রহারে রণস্থল হইতে প্রদ্যুম্নের অপসরণ বর্ণিত হইয়াছে।

রুক্মিণীদেবীর বিবাহকালে পরাজিত রাজগণ-মধ্যে শাল্ব পৃথিবী যাদবশূন্য করিবে বলিয়া বিজিত রাজগণ-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। তজ্জন্য প্রত্যহ একমুষ্টি ধূলিমাত্র ভক্ষণ করিয়া মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াছিল। ভগবান্ শঙ্কর 'আশুতোষ' হইলেও কৃষ্ণদ্বেষিজনের প্রতি প্রদত্ত বর অবশ্য বিফল হইবার আশঙ্কায় শাল্বকে শীঘ্র দর্শন দান করেন নাই। পরিশেষে এক বৎসর পরে উহাকে বর গ্রহণে প্রলুব্ধ করিলে শাল্ব দেবাসুর-মনুষ্যাদির ভয়ঙ্কর এক ইচ্ছানুরূপ গতিশীল যান প্রার্থনা করিল। মহাদেব তাহা অনুমোদন করিলে ময়দানব 'সৌভ' নামক এক লৌহময় নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক শাল্বকে তাহা প্রদান করিল। শাল্ব অন্ধকারময় স্বেচ্ছাগামী তাদৃশ যান লাভ করিয়া দ্বারকাভিমুখে গমনপূর্ব্বক বিশাল সৈন্যমণ্ডলদ্বারা পুরী অবরোধ করিল এবং বিমানের অগ্রদেশ হইতে বৃক্ষ, প্রস্তর, অস্ত্র-শস্ত্রাদি বর্ষণ করিতে লাগিল; তৎপরে প্রচণ্ড ঘূর্ণীবায়ু উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল ধূলি-সমাচ্ছন্ন করিল।

দ্বারকাপুরী এইরূপে অবরুদ্ধ দেখিয়া প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি যদুবীরগণ শাল্বপক্ষীয়গণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরবর প্রদ্যুম্ন দিব্যাস্ত্রদ্বারা শাল্বের যাবতীয় মায়া বিনষ্ট করিতে থাকিলে শাল্ব স্বয়ং মোহগ্রস্ত হইয়া ভূমি, আকাশ, পর্ব্বত প্রভৃতি

সর্ব্বত্র অস্থিরভাবে ভ্রমণ করিতেছিল। তৎপরে দ্যুমান্ নামক জনৈক শাল্বানুচর গদা দ্বারা প্রদ্যুম্নকে আহত করিলে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ দর্শন করিয়া তদীয় সারথী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রদ্যুম্নকে অপসারিত করিল। ক্ষণমধ্যেই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রদ্যুম্ন নিজ সারথীর তাদৃশ কর্ম্মের নিন্দাপূর্ব্বক পলায়নজন্য আত্মগ্লানি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন সারথী প্রদ্যুম্নকে জানাইল যে, বিপদাপন্ন রথীকে রক্ষা করাই সারথীর ধর্ম্ম।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ, ক্রীড়া-নরশরীরস্য (লীলামানববিগ্রহস্য) কৃষ্ণস্য অন্যৎ (পূর্ব্বোক্তেভ্যঃ অপরম্) অপি অদ্ভুতং (বিচিত্রং) কর্ম্ম শৃণু যথা (যেন প্রকারেণ) সৌভপতিঃ (শাল্বঃ) হতঃ (শ্রীকৃষ্ণেন নিহতো বভূব)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ যেরূপে সৌভপতি শাল্বকে নিহত করিয়াছিলেন, লীলামানববিগ্রহ ভগবানের উক্ত অদ্ভুত কর্ম্ম শ্রবণ কর॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

ষট্সপ্ততিতমে শাল্বে রুদ্রপ্রাপ্তবরে রণম্।
কুর্ব্বতি দ্যুমতঃ শস্ত্রাদুক্তঃ প্রদ্যুম্ননিষ্ক্রমঃ॥০॥

ক্রীড়াপ্রধানশ্চাসৌ নরশরীরশ্চেতি শাকপার্থিবাদিঃ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়ে শাল্ব রুদ্রবর প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ করিলে দ্যুমন শস্ত্রাঘাতদ্বারা প্রদ্যুম্নকে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কার করেন॥ ০॥

ক্রীড়ানরশরীর ক্রীড়াপ্রধান যে নরশরীর এস্থলে শাকপার্থিবাদি সমাস হইয়াছে॥ ১॥

শিশুপালসখঃ শাল্বো রুক্মিণ্যুদ্বাহ আগতঃ।
যদুভির্নির্জ্জিতঃ সংখ্যে জরাসন্ধাদয়স্তথা॥ ২॥

অন্বয়ঃ—রুক্মিণ্যুদ্বাহে (রুক্মিণ্যা বিবাহে) আগতঃ (বিদর্ভনগরে উপস্থিতঃ) শিশুপালসখঃ (শাল্বঃ তথা জরাসন্ধাদয়ঃ শিশুপালপক্ষীয় অপরে চ) সংখ্যে (সংগ্রামে) যদুভিঃ (যাদববীরৈঃ) নির্জ্জিতঃ (পরাজিতো বভূব)॥ ২॥

অনুবাদ—রুক্মিণীদেবীর বিবাহে বিদর্ভনগরে উপস্থিত শাল্ব এবং শিশুপালপক্ষীয় জরাসন্ধ প্রভৃতি অন্যান্য বীরগণ যাদববীরগণ-কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল॥ ২॥

শাল্বঃ প্রতিজ্ঞামকরোৎ শৃণ্বতাং সর্ব্বভূভুজাম্।
অযাদবাং ক্ষ্মাং করিষ্যে পৌরুষং মম পশ্যত॥৩॥

অন্বয়ঃ—শাল্বঃ (তদানীং) শৃণ্বতাং (সাক্ষাৎ শ্রোতৄণাং) সর্ব্বভূভুজাং (সর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং সমীপে) প্রতিজ্ঞাং (শপথং) অকরোৎ (কৃতবান্ যৎ অহং) ক্ষ্মাং (পৃথিবীং) অযাদবাং (যাদবশূন্যাং) করিষ্যে (করিষ্যামি) মম পৌরুষং (প্রভাবং) পশ্যত (যূয়ং অবলোকয়ত)॥ ৩॥

অনুবাদ—তখন শাল্ব সমস্ত রাজগণের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিল,—"আমি এই পৃথিবী যাদবশূন্যা করিব, আপনারা আমার প্রভাব দর্শন করুন"॥৩॥

ইতি মূঢ়ঃ প্রতিজ্ঞায় দেবং পশুপতিং প্রভুম্।
আরাধয়ামাস নৃপঃ পাংশুমুষ্টিং সকৃদ্গ্রসন্॥ ৪॥

অন্বয়ঃ—মূঢ়ঃ (অজ্ঞঃ সঃ) নৃপঃ ইতি (এবং) প্রতিজ্ঞায় (প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা অথ) সকৃৎ পাংশুমুষ্টিং (প্রত্যহং একবারং একাং ধূলিমুষ্টিং) গ্রসন্ (ভক্ষয়ন্) প্রভুং পশুপতিং (দেবং মহেশ্বরং) আরাধয়ামাস (পূজয়ামাস)॥ ৪॥

অনুবাদ—অনন্তর মূঢ় শাল্ব এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রত্যহ একবার একমুষ্টিপরিমিত ধূলিমাত্র ভক্ষণ করিয়া প্রভু মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াছিল॥ ৪॥

সংবৎসরান্তে ভগবানাশুতোষ উমাপতিঃ।
বরেণ ছন্দয়ামাস শাল্বং শরণমাগতম্॥ ৫॥

অন্বয়ঃ—আশুতোষঃ (শীঘ্রসন্তোষোঽপি) ভগবান্ উমাপতিঃ (শঙ্করঃ) (শ্রীকৃষ্ণবিদ্বিষি শাল্বে বরস্য বৈফল্যং মন্যমানো ন শীঘ্রং প্রাদুরভূৎ পশ্চাত্তস্যাতিনির্ব্বন্ধং দৃষ্ট্বা) সংবৎসরান্তে শরণং আগতং

শাল্বং বরেণ ছন্দয়ামাস (প্রলুব্ধং কারিতবান্ বরং বৃণীষ্বেত্যুবাচেত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শঙ্কর ভক্তজনের প্রতি শীঘ্র-সন্তোষ-স্বভাবযুক্ত হইলেও এক্ষেত্রে 'কৃষ্ণবিদ্বেষি-জনের প্রতি প্রদত্ত বর অবশ্যই বিফল হইবে'—এই আশঙ্কায় শীঘ্র দর্শন প্রদান করেন নাই ; অবশেষে তাহার আগ্রহাতিশয্য-দর্শনে একবৎসর পরে শরণাগত শাল্বকে বরগ্রহণের জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন ॥৫॥

বিশ্বনাথ—বরেণ দিৎসিতেন ছন্দয়ামাস বশীচক্রে। "অভিপ্রায়বশৌ ছন্দৌ"ইত্যমরঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শাল্ব ছাইমুষ্টি খাইয়া মহাদেবের তপস্যা করিলে মহাদেব বর দিবার জন্য আসিলে তাহাকে বশীভূত করে। অমরকোষে অভি-প্রায় ও বশ অর্থে ছন্দ শব্দ ব্যবহার হয় ॥ ৫ ॥

———

দেবাসুরমনুষ্যাণাং গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাম্ ।
অভেদ্যং কামগং বব্রে স যানং বৃষ্ণিভীষণম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (শাল্বঃ) দেবাসুরমনুষ্যাণাং (দেবানাম্ অসুরাণাং মনুষ্যাণাঞ্চ তথা গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাং (গন্ধর্ব্বাণাং উরগানাং নাগানাং রক্ষসাঞ্চ) অভেদ্যং (ভেত্তুমযোগ্যং তথা) বৃষ্ণিভীষণং (বৃষ্ণীনাং যাদবানাং ভীষণং ভয়ঙ্করং) কামগং (যথেচ্ছগামি) যানং বব্রে (প্রার্থয়ামাস) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তখন শাল্ব দেব, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, নাগ, রাক্ষস প্রভৃতির অভেদ্য এবং যাদব-গণের ভয়ঙ্কর এক ইচ্ছানুরূপগতিশীল যান প্রার্থনা করিল ॥ ৬ ॥

———

তথেতি গিরিশাদিষ্টো ময়ঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
পুরং নির্ম্মায় শাল্বায় প্রাদাৎ সৌভময়স্ময়ম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তথা ইতি (তথাস্তু ইত্যুক্ত্বা) গিরি-শাদিষ্টঃ (গিরিশেন শঙ্করেণ আদিষ্ট আজ্ঞপ্তঃ) পরপুরঞ্জয়ঃ (শত্রুপুরবিজয়ী) ময়ঃ (তদাখ্যো দানব-শিল্পকারঃ) অয়স্ময়ং (লৌহময়ং) সৌভং (সৌভ-সংজ্ঞং) পুরং (নগরং) নির্ম্মায় (রচয়িত্বা) শাল্বায় প্রাদাৎ (সমর্পয়ামাস) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—মহাদেবও তখন "তথাস্তু" এইরূপ আদেশ করিলে শত্রুপুরবিজয়ী সৌভনামক লৌহময় নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক শাল্বকে প্রদান করিয়াছিল ॥৭॥

বিশ্বনাথ—সৌভং সৌভসংজ্ঞম্। অয়স্ময়ং লোহ-ময়ম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সৌভ— সৌভ নামক লৌহময় বিমান বিশেষ ॥ ৭ ॥

———

স লব্ধ্বা কামগং যান তমোধাম দুরাসদম্ ।
যযৌ দ্বারাবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতং স্মরন্ ॥৮

অন্বয়ঃ—সঃ শাল্বঃ তমোধাম (তমসঃ অন্ধ-কারস্য ধাম আশ্রয়ং) দুরাসদং (দুর্দ্ধর্ষং) কামগং (ইচ্ছাবিহারং) যানং লব্ধ্বা বৃষ্ণিকৃতং (যাদবকৃতং) বৈরং (আত্মপরাভবরূপং বৈরভাবং) স্মরন্ দ্বারা-বতীং যযৌ (গতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শাল্ব ঐ অন্ধকারপূর্ণ, স্বেচ্ছাগামী, দুর্দ্ধর্ষ যান লাভ করিয়া যাদবকৃত বৈরভাব স্মরণ করিতে করিতে দ্বারকাভিমুখে গমন করিল ॥ ৮ ॥

———

নিরুধ্য সেনয়া শাল্বো মহত্যা ভরতর্ষভ ।
পুরীং বভঞ্জোপবনানুদ্যানানি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৯ ॥
সগোপুরাণি দ্বারাণি প্রাসাদাট্টালতোলিকাঃ ।
বিহারান্ স বিমানাগ্র্যান্নিপেতুঃ শস্ত্রবৃষ্টয়ঃ ॥ ১০ ॥
শিলাদ্রুমাশ্চাশনয়ঃ সর্পা আসারশর্করাঃ ।
প্রচণ্ডশ্চক্রবাতোঽভূদ্রজসাচ্ছাদিতা দিশঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভরতর্ষভ, (ভরতকুলপ্রধান,) সঃ শাল্বঃ মহত্যা সেনয়া (বিশালসৈন্যমণ্ডলেন) পুরীং (দ্বারাবতীং) নিরুধ্য (পরিবৃত্য) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বাণি) উপবনানি উদ্যানানি চ (তথা) সগো-পুরাণি (গোপুরৈঃ পুরদ্বারৈঃ সহিতানি) দ্বারাণি প্রাসাদাট্টালতোলিকাঃ (প্রাসাদা গৃহাশ্চ অট্টালাস্তদুপরি-গৃহাশ্চ তোলিকাস্তৎপর্য্যন্তকুড্যানি চ তাঃ তথা) বিহারান্ (ক্রীড়াস্থানানি চ) বভঞ্জ বিনাশয়ামাস কিঞ্চ) বিমানাগ্র্যাৎ (তস্য বিমানাগ্রভাগাৎ) শস্ত্র-বৃষ্টয়ঃ (শস্ত্রধারাঃ) শিলাঃ (প্রস্তরাঃ) দ্রুমাঃ (বৃক্ষাঃ) অশনয়ঃ (বজ্রাণি) সর্পাঃ আসারশর্করাঃ

(ধারাসম্পাতবজ্রোপলাঃ) চ নিপেতুঃ (দ্বারকোপরি ন্যপতন্ তথা) প্রচণ্ডঃ (ভয়ঙ্করঃ) চক্রবাতঃ (ঘূর্ণমানবায়ুঃ) অভূৎ (জাতঃ তেন) রজসা (ধূলিপটলেন) দিশঃ (দিঙমণ্ডলং) ছাদিতাঃ (আবৃতা বভূবুঃ) ॥৯-১১

অনুবাদ—হে ভরতকুল-প্রবর, তৎকালে উক্ত দানব বিশাল সৈন্যমণ্ডল দ্বারা পুরী অবরোধপূর্ব্বক সমস্ত উপবন, উদ্যান, পুরদ্বার, দ্বার, প্রাসাদ, তদূর্দ্ধ-গৃহ, প্রান্তভিত্তি এবং ক্রীড়াক্ষেত্রসমূহ ভগ্ন করিয়াছিল, তদীয় বিমানের অগ্রদেশ হইতে শস্ত্রধারা, প্রস্তর, বৃক্ষ, বজ্র, সর্প ও শিলাবৃষ্টি পতিত হইয়াছিল এবং প্রচণ্ড ঘূর্ণীবায়ু উৎপন্ন হওয়ায় দিঙমণ্ডল ধূলি-সমাবৃত হইয়াছিল ॥ ৯-১১ ॥

বিশ্বনাথ—তোলিকা ভিত্তিঃ বিহারান্ ক্রীড়াস্থানানি। স শাল্বঃ ততশ্চ বিমানাগ্র্যাৎ বিমানশ্রেষ্ঠ্যাৎ সৌভাৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোলিকা ভিত্তি বিহার ক্রীড়া স্থান। ঐ শাল্ব তৎপরে বিমান শ্রেষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইল এবং উহাতে লুক্কায়িত থাকিয়া অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

ইত্যর্দ্দ্যমানা সৌভেন কৃষ্ণস্য নগরী ভৃশম্।
নাভ্যপদ্যত শং রাজংস্ত্রিপুরেণ যথা মহী ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! ত্রিপুরেণ (ত্রিপুরাসুরেণ অর্দ্দ্যমানা) মহী যথা (পৃথিবীবৎ) সৌভেন (তদাখ্যেন মায়াযানেন) ইতি (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) ভৃশং (অত্যর্থং) অর্দ্দ্যমানা (পীড্যমানা) কৃষ্ণস্য নগরী (দ্বারাবতী) শং (সুখং) ন অভ্যপদ্যত (ন লেভে) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তখন ত্রিপুরাসুর-কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা পৃথিবীর ন্যায় সৌভ-কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্তক্রমে উৎপীড়িতা দ্বারকানগরীও শান্তি লাভ করিতে পারে নাই ॥ ১২ ॥

প্রদ্যুম্নো ভগবান্ বীক্ষ্য বাধ্যমানা নিজাঃ প্রজাঃ।
মা ভৈষ্টেত্যভ্যধাদ্বীরো রথারূঢ়ো মহাযশাঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—মহাযশাঃ (মহাকীর্ত্তিঃ) বীরঃ ভগবান্ প্রদ্যুম্নঃ (কামদেবঃ) নিজাঃ (স্বকীয়াঃ) প্রজাঃ (অধীনজনান্) বাধ্যমানাঃ (সৌভেন পীড্যমানাঃ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) মা ভৈষ্ট (যূয়ং ভীতা মা ভবত) ইতি (ইত্যুক্ত্বা) রথারূঢ়ঃ (রথমারূঢ় সন্) অভ্যধাৎ (সৌভাভিমুখং দ্রুতমগাৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—মহাযশা বীরবর প্রদ্যুম্ন স্বীয় প্রজাগণকে এইরূপ উৎপীড়িত দেখিয়া তাহাদিগকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক রথারোহণে সৌভাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রদ্যুম্নো ভগবান্ বীক্ষ্যেতি যুদ্ধার্থং শ্রীবলভদ্রে নির্জ্জিগমিষ্যতি সতি বয়মেব শাল্বং বধিষ্যামস্ত্বয়া তু সুখেনাত্রৈব স্থেয়মিত্যুক্ত্বা সাম্বাদিভিঃ সহ প্রদ্যুম্ন এব নির্জ্জগামেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যুদ্ধের জন্য শ্রীবলদেব বহির্গত হইলে পর প্রদ্যুম্ন বলিলেন আমরাই শাল্বকে বধ করিব আপনি সুখে এইখানেই অবস্থান করুন এই বলিয়া সাম্ব আদির সহিত প্রদ্যুম্নই যুদ্ধে বাহির হইলেন ॥ ১৩ ॥

সাত্যকিশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বোঽক্রূরঃ সহানুজঃ।
হার্দ্দিক্যো ভানুবিন্দশ্চ গদশ্চ শুক-সারণৌ ॥ ১৪ ॥
অপরে চ মহেষ্বাসা রথযূথপযূথপাঃ।
নির্যযুর্দংশিতা গুপ্তা রথেভাশ্বপদাতিভিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—সাত্যকিঃ চারুদেষ্ণঃ চ সাম্বঃ সহানুজঃ (অনুজসহিতঃ) অক্রূরঃ হার্দ্দিক্যঃ ভানুবিন্দুঃ চ গদঃ চ শুকসারণৌ (শুকশ্চ সারণশ্চ তথা) অপরে চ (অন্যে চ) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্দ্ধরাঃ) রথযূথপযূথপাঃ (রথানাং যূথানি পান্তি রক্ষন্তি যে তেষামপি যূথপা যাদববীরবর্গমুখ্যতমাঃ) দংশিতাঃ (কবচাবৃতাঃ তথা) রথেভাশ্বপদাতিভিঃ (রথৈঃ, ইভৈর্হস্তিভিঃ, অশ্বৈঃ, পদাতিভিঃ পদাতিকৈশ্চ) গুপ্তাঃ (রক্ষিতাঃ সন্তঃ) নির্যযুঃ (যুদ্ধার্থং পুরাদ্বহির্জ্জগ্মুঃ) ॥১৪-১৫

অনুবাদ—তখন সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, অনুজ সহিত অক্রূর হার্দ্দিক্য, ভানুবিন্দ, গদ, শুক, সারণ এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধারী প্রধান যাদববীরগণ চতুরঙ্গ সৈন্যমণ্ডলে পরিরক্ষিত ও বর্ম্মাবৃত হইয়া নির্গত হইলেন ॥ ১৪-১৫ ॥

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং শাল্বানাং যদুভিঃ সহ।
যথাসুরাণাং বিবুধৈস্তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) বিবুধৈঃ (দেবৈঃ সহ) যথা অসুরাণাং (যুদ্ধং পুরা প্রববৃতে তথা) যদুভিঃ সহ শাল্বানাং (শাল্বপক্ষীয়বীরাণাং) লোমহর্ষণং (রোমাঞ্চকরং) তুমুলং (প্রচণ্ডং) যুদ্ধং প্রববৃতে (প্রবৃত্তম্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবগণের সহিত দানবগণের যুদ্ধের ন্যায় যাদবগণের সহিত শাল্বপক্ষীয় বীরগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১৬ ॥

তাশ্চ সৌভপতের্মায়া দিব্যাস্ত্রৈ রুক্মিণীসুতঃ।
ক্ষণেন নাশয়ামাস নৈশং তম ইবোষ্ণগুঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—উষ্ণগুঃ (সূর্য্যঃ) নৈশং তমঃ ইব (রজন্যা অন্ধকারং যথা প্রাতঃ ক্ষণেন নাশয়তি তথা) রুক্মিণীসুতঃ (প্রদ্যুম্নঃ) দিব্যাস্ত্রৈঃ ক্ষণেন (অত্যল্পকালেনৈব) সৌভপতেঃ (শাল্বস্য) তাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বাঃ) মায়াঃ (ইন্দ্রজালবিদ্যাঃ) নাশয়ামাস চ (বিনাশিতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তখন সূর্য্যদেব যেরূপ প্রাতঃকালে ক্ষণমধ্যেই নৈশ অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ প্রদ্যুম্নও দিব্যাস্ত্রসমূহ দ্বারা ক্ষণকালমধ্যেই শাল্বের যাবতীয় মায়া বিনষ্ট করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—নৈশঃ নিশাভবং, উষ্ণগুঃ সূর্য্যঃ ॥১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নৈশ নিশাজাত, উষ্ণগু অর্থাৎ সূর্য্য ॥ ১৭ ॥

বিব্যাধ পঞ্চবিংশত্যা স্বর্ণপুঙ্খৈরয়োমুখৈঃ।
শাল্বস্য ধ্বজিনীপালং শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ১৮ ॥
শতেনাতাড়য়চ্ছাল্বমেকৈকেনাস্য সৈনিকান্।
দশভির্দশভির্নেতৄন বাহনানি ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) স্বর্ণপুঙ্খৈঃ (স্বর্ণময়ানি পুঙ্খানি পৃষ্ঠপ্রান্তভাগা যেষাং তৈঃ) অয়োমুখৈঃ (অয়ো লোহং তন্ময়ানি মুখানি অগ্রাণি যেষাং তৈঃ) সন্নতপর্ব্বভিঃ (সন্নতানি নিম্নানি পর্ব্বাণি গ্রন্থয়ো যেষাং তৈঃ) পঞ্চবিংশত্যা শরৈঃ (বাণৈঃ) শাল্বস্য ধ্বজিনীপালং (সেনান্যং) বিব্যাধ (বিদ্ধবান্) শতেন (শতসংখ্যকবাণৈঃ) শাল্বং (তথা) একৈকেন (প্রত্যেকং একেন বাণেন) অস্য (শাল্বস্য) সৈনিকান্ (তথা) দশভিঃ দশভিঃ (প্রত্যেকং দশসংখ্যকবাণৈঃ) নেতৄন্ (সৈন্যনায়কান্ তথা) ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ (প্রত্যেকং বাণত্রয়েণ) বাহনানি অতাড়য়ৎ (পীড়য়ামাস) ॥১৮-১৯

অনুবাদ—অনন্তর তিনি স্বর্ণ-পুঙ্খ, লৌহমুখ ও সন্নতগ্রন্থিযুক্ত পঞ্চবিংশতি বাণদ্বারা শাল্বের সেনানীকে বিদ্ধ করিয়া শতবাণে শাল্বকে, এক এক বাণদ্বারা প্রত্যেক সৈন্যনায়ককে এবং তিন তিনটী বাণদ্বারা প্রত্যেক বাহনকে প্রহার করিয়াছিলেন ॥১৮-১৯

বিশ্বনাথ—ধ্বজিনীপালং সেনান্যং সন্নতানি নিম্নানি পর্ব্বাণি গ্রন্থয়ো যেষাং তৈঃ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—নেতৄন্ সারথীন্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধ্বজিনীপাল সেনানীসমূহ, সন্নত নিম্ন, পর্ব্বানি গ্রন্থিসমূহ যাহার তাহাদের দ্বারা ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নেতা অর্থাৎ সারথিকে ॥১৯

তদদ্ভুতং মহৎ কর্ম্ম প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ।
দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাসুঃ সর্ব্বে স্ব-পরসৈনিকাঃ ॥২০

অন্বয়ঃ—মহাত্মনঃ প্রদ্যুম্নস্য তৎ (তাদৃশং) মহৎ (উত্তমং) অদ্ভুতং (বিচিত্রং) কর্ম্ম দৃষ্ট্বা স্বপরসৈনিকাঃ (স্বীয়াঃ পরকীয়াশ্চ সৈনিকাঃ) সর্ব্বে তং (কন্দর্পং) পূজয়ামাসুঃ (মনসা সম্মানয়ামাসুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—মহাত্মা প্রদ্যুম্নের তাদৃশ অতিশয় বিচিত্র কর্ম্ম দর্শন করিয়া স্বপক্ষীয় এবং পরপক্ষীয় সমস্ত সৈনিকগণ তাঁহাকে হৃদয়ে পূজা করিয়াছিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ সৌভম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎ সেই সৌভ নামক যুদ্ধ বিমান ॥ ২০ ॥

বহুরূপৈকরূপং তদ্দৃশ্যতে ন চ দৃশ্যতে।
মায়াময়ং ময়কৃতং দুর্বিভাব্যং পরৈরভূৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ— বহুরূপৈকরূপং (কদাচিদ্‌বহুরূপং কদাচিদেকরূপং তথা কদাচিৎ) দৃশ্যতে (কুচিৎ) ন চ দৃশ্যতে ময়কৃতং (ময়রচিতং) মায়াময়ং তৎ (সৌভপুরং) পরৈঃ (শত্রুভির্যাদবৈরিত্যর্থঃ) এবং দুর্বিভাব্যং (দুর্বিতর্ক্যং) অভূৎ (বভূব) ॥২১॥

অনুবাদ—তৎকালে পূর্ব্বোক্ত মায়ারচিত সৌভ কখনও বহুরূপ, কখনও একরূপ, কখনও দৃষ্ট, কখনও বা অদৃষ্ট হইয়া যাদবগণের দুর্লক্ষ্য হইয়াছিল ॥ ২১ ॥

কুচিদ্ভূমৌ কুচিদ্ব্যোম্নি গিরিমূর্দ্ধ্নি জলে কুচিৎ।
অলাতচক্রবদ্‌ভ্রাম্যৎ সৌভং তদ্‌দূরবস্থিতম্ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—কুচিৎ ভূমৌ কুচিৎ ব্যোম্নি (আকাশে) কুচিৎ গিরিমূর্দ্ধ্নি (পর্ব্বতোপরি কুচিৎ) জলে অলাতচক্রবৎ (চক্রাকারেণ ঘূর্ণ্যমানপ্রজ্জ্বলিতকাষ্ঠখণ্ডবৎ) ভ্রাম্যৎ (ভ্রমণশীলং) তৎ সৌভং দূরবস্থিতং (অনবস্থিতঞ্চাভূৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শাল্ব কখনও ভূমিতে কখনও আকাশে, কখনও পর্ব্বতোপরি, কখনও বা জলে অলাত চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল ; পরন্তু কোথায়ও স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছিল না ॥ ২২ ॥

যত্র যত্রোপলক্ষ্যেত সসৌভঃ সহসৈনিকঃ।
শাল্বস্ততস্ততোঽমুঞ্চন্ শরান্ সাত্বতযূথপাঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—যত্র যত্র (স্থানে) সসৌভঃ (সৌভসহিতঃ) সহসৈনিকঃ (সৈনিকৈশ্চ সহ) শাল্বঃ উপলক্ষ্যেত (দৃশ্যো ভবেৎ) সাত্বতযূথপাঃ (যাদববীরাঃ) ততঃ ততঃ (তত্র তত্র তমুদ্দিশ্য) শরান্ (বাণান্) অমুঞ্চন্ (অত্যজন্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যখন যে স্থানে সৌভ ও সৈন্যগণের সহিত শাল্বকে দেখা যাইতেছিল, যাদববীরগণ তখন সেই স্থানেই তাহার উদ্দেশ্যে বাণরাশি নিক্ষেপ করিতেছিলেন ॥ ২৩ ॥

শরৈরগ্ন্যর্কসংস্পর্শৈরাশীবিষদুরাসদৈঃ।
পীড্যমানপুরানীকঃ শাল্বোঽমুহ্যৎ পরেরিতৈঃ ॥২৪

অন্বয়ঃ—পরেরিতৈঃ (শত্রুনিক্ষিপ্তৈঃ) আশীবিষদুরাসদৈঃ (আশীবিষবৎ সর্পবৎ একদেশস্পর্শমাত্রেণ মারকত্বাদ্‌দুরাসদৈঃ দুঃসহৈঃ) অগ্ন্যর্কসংস্পর্শৈঃ (অগ্নিবদ্‌দাহকঃ অর্কবৎ যুগপৎ সর্ব্বতঃ সংস্পর্শো যেষাং তৈঃ) শরৈঃ (বাণৈঃ) পীড্যমানপুরানীকঃ (পীড্যমানং পুরং সৌভং তথা অনীকানি সৈন্যানি চ যস্য সঃ) শাল্বঃ অমুহ্যৎ (মোহং প্রাপ্তো বভূব) ॥২৪॥

অনুবাদ—তখন শত্রুনিক্ষিপ্ত সর্পতুল্য দুঃসহ এবং সূর্য্যাগ্নিতুল্য সংস্পর্শযুক্ত শরসমূহ দ্বারা সৌভ ও সৈন্যগণ উৎপীড়িত হইতে থাকিলে শাল্ব স্বয়ং মোহগ্রস্ত হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অগ্ন্যর্কয়োরিব স্পর্শো যেষাং তৈঃ, আশীবিষৈঃ সর্পৈরিব দুরাসদৈঃ দুঃসহৈঃ পীড্যমানং পুরম্ অনীকানি চ যস্য সঃ। পরৈর্যদুভিরীরিতৈর্মুক্তৈঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় স্পর্শ যাহাদের ঐরূপ সর্পের ন্যায় দুঃসহ পীড়াদায়ক 'পরৈঃ' যদুগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ দ্বারা ॥২৪॥

শাল্বানীকপশস্ত্রৌঘৈর্বৃষ্ণিবীরা ভৃশার্দ্দিতাঃ।
ন তত্যজু রণং স্বং স্বং লোকদ্বয়জিগীষবঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—লোকদ্বয়জিগীষবঃ (ঐহিকপারত্রিকোভয়বিজয়াভিলাষিনঃ) বৃষ্ণিবীরাঃ (যাদববীরাঃ) শাল্বানীকপশস্ত্রৌঘৈঃ (শাল্বস্য অনীকপানাং সেনাপতীনাং শস্ত্রৌঘৈঃ শস্ত্রসমূহৈঃ) ভৃশার্দ্দিতাঃ (অতিপীড়িতা অপি) স্বং স্বং রণং (স্বাং স্বাং যুদ্ধভূমিং) ন তত্যজুঃ (ন পলায়নঞ্চক্রুরিত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ঐহিক-পারত্রিক, উভয়লোক বিজয়াভিলাষী যাদব-বীরগণ তৎকালে শাল্বপক্ষীয় সেনাপতিগণের অস্ত্রসমূহে অতিশয় পীড়িত হইয়াও নিজ নিজ যুদ্ধস্থান পরিত্যাগ করেন নাই ॥ ২৫ ॥

শাল্বামাত্যো দ্যুমান্ নাম প্রদ্যুম্নং প্রাক্‌প্রপীড়িতঃ।
আসাদ্য গদয়া মৌর্ব্ব্যা ব্যাহত্য ব্যনদদ্বলী ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ— প্রাক্ (প্রথমং) প্রপীড়িতঃ (প্রদ্যুম্নোহতঃ) দ্যুমান্ নাম বলী (মহাবলঃ) শাল্বামাত্যঃ

(শাল্বস্য কশ্চিদমাত্যঃ) প্রদ্যুম্নং আসাদ্য (প্রাপ্য) মৌর্ব্যা (কার্ষ্ণায় সময্যা) গদয়া ব্যাহত্য (পীড়য়িত্বা) ব্যনদৎ (সিংহনাদং অকরোৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দ্যুমান্ নামক শাল্বের একজন মহাবলশালী অমাত্য প্রথমতঃ প্রদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক আহত হইয়া পরে সে নিজেই প্রদ্যুম্নের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত গদাদ্বারা তাঁহাকে আহত করিয়া সিংহনাদ করিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রদ্যুম্নাদ্ধেতোঃ প্রাক্ প্রথমং পীড়িতঃ প্রদ্যুম্নপ্রযুক্তেনাস্ত্রেণ বাধিতঃ মৌর্ব্যা কার্ষ্ণায়সময্যা ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রদ্যুম্ন হইতে প্রথমে শস্ত্র পীড়িত, প্রদ্যুম্ন প্রযুক্ত অস্ত্রদ্বারা পীড়িত মোর্ব্বীদ্বারা —কৃষ্ণ লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র বিশেষদ্বারা ॥ ২৬ ॥

প্রদ্যুম্নং গদয়া শীর্ণ-বক্ষঃস্থলমরিন্দমম্ ।
অপোবাহ রণাৎ সূতো ধর্ম্মবিদ্দারুকাত্মজঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মবিৎ (সারথিধর্ম্মজ্ঞঃ) দারুকাত্মজঃ (দারুকস্য পুত্রঃ) সূতঃ (প্রদ্যুম্নস্য সারথিঃ) গদয়া (গদাঘাতেন) শীর্ণবক্ষঃস্থলং (বিদীর্ণবক্ষোদেশম্) অরিন্দমং (রিপুদমনং) প্রদ্যুম্নং রণাং (রণক্ষেত্রাৎ) অপোবাহ (অন্যতো নিনায়) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—উক্ত গদাঘাতে রিপুদমন প্রদ্যুম্নের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় সারথি-ধর্ম্মজ্ঞ দারুকপুত্র রথ পরিচালনাপূর্ব্বক তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্যত্র অপসারিত করিয়াছিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—তং প্রদ্যুম্নং শীর্ণবক্ষঃস্থলমিতি প্রকৃত্যা দ্যুমতো গদয়া চিদানন্দময়বক্ষসস্তস্য শীর্ণত্বাসম্ভবেঽপি লীলাশক্ত্যৈব তস্য যুদ্ধোৎসাহরসবর্দ্ধনার্থমাবেগমাত্রে উৎপাদিতে তং গদয়ৈব শীর্ণবক্ষঃস্থলং মত্বা অপোবাহ অন্যত্র নিনায় । যতো ধর্ম্মবিৎ "সূতঃ কৃচ্ছ্রগতং রক্ষেৎ" ইতি ধর্ম্মজ্ঞঃ । বস্তুতস্তু অকারপ্রশ্লেষেণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বলক্ষণং তস্য ধর্ম্মং ন বেত্তীত্যধর্ম্মবিৎ । তচ্চ তদজ্ঞানং তস্য পরমসুসঙ্গতমেব । যতো দারুকাত্মজঃ "পরীক্ষিতি ভবেদ্রাগো দারুকে চ তথোদ্ধবে" । ইতি ভক্তিরসামৃতোক্তের্মহাপ্রেমবতো দারুকস্যাত্মজঃ প্রদ্যুম্নবিষয়কমহাস্নেহবানিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই প্রদ্যুম্নকে বক্ষস্থলে গদাদ্বারা আঘাত করিলে বিদীর্ণ হইল—এইস্থলে দ্যুমানের গদা প্রাকৃত, তাহার দ্বারা চিদানন্দময় প্রদ্যুম্নের বক্ষস্থল শীর্ণ হওয়া অসম্ভব হইলেও, লীলাশক্তিদ্বারা তাহার যুদ্ধ উৎসাহ রস বর্দ্ধনের জন্য আবেগমাত্র উৎপাদন করিলে পর সেই গদাদ্বারা বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়াছে—মনে করিয়া সারথি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রদ্যুম্নকে অন্যত্র লইয়া যায়, যেহেতু সারথি ধর্ম্মজ্ঞ সূত রথী বিপদগ্রস্ত হইলে তাহাকে রক্ষা করিবে ইহাই শাস্ত্র বাক্য। বস্তুত অ কার সংযুক্ত করিয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ প্রদ্যুম্নকে তাহার ধর্ম্ম না জানিয়া ঐ সূত অধর্ম্মবিৎ । ঐ সূতের ঐরূপ অজ্ঞান, তাহার পরম সুসঙ্গত হইয়াছে। যেহেতু ঐ দারুকের পুত্র ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে পরীক্ষিতে, দারুকে ও উদ্ধবে রাগভক্তিনামক প্রেমভক্তি ছিল। দারুকের পুত্র প্রদ্যুম্নের প্রতি মহাস্নেহবান ॥ ২৭ ॥

লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন কার্ষ্ণিঃ সারথিমব্রবীৎ ।
অহো অসাধ্বিদং সূত যদ্রণান্মেঽপসর্পণম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—কার্ষ্ণিঃ (কৃষ্ণসুতঃ প্রদ্যুম্নঃ) মুহূর্ত্তেন লব্ধসংজ্ঞঃ (লব্ধচেতনঃ সন্) সারথিম্ অব্রবীৎ (উক্তবান্ হে) সূতঃ! (সারথে!) রণাৎ (রণক্ষেত্রাৎ) মে (মম) যৎ অপসর্পণং (পলায়নং তৎ) ইদম্ অহো! অসাধু (নিতরামনুচিতং জাতম্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তখন প্রদ্যুম্ন ক্ষণকাল মধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া সারথিকে বলিলেন,—হে সূত, রণক্ষেত্র হইতে আমার এতাদৃশ পলায়ন নিতান্তই দূষণীয় হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ লব্ধা সম্যক্ জ্ঞা অনেন যুদ্ধস্থলাদহমপসারিত ইতি জ্ঞানং যেন সঃ, কৃতাবধান ইত্যর্থঃ। যদ্বা লব্ধা সংজ্ঞা অর্থসূচনা অপসারণব্যাপারেণ স্বমূর্চ্ছাজ্ঞাপনা সূতকৃতা যেন সঃ, অতএব তং প্রতি কুপিতঃ সন্নব্রবীৎ অসাধ্বিতি 'সংজ্ঞা স্যাচ্চেতনানামহস্তাদ্যৈশ্চার্থ সূচনা' ইত্যমরঃ। মুহূর্ত্তেন ক্ষণেন ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞা লাভ করিলে পর বুঝিলেন সারথি আমাকে যুদ্ধ স্থল হইতে অন্যত্র সরাইয়া আনিয়াছে এইরূপ জানিতে পারিলেন। অথবা সংজ্ঞা লাভ করিয়া অপসারণ ব্যাপার দ্বারা নিজমূর্চ্ছা সূতকর্ত্তৃক জানাইলে পর তাহার প্রতি প্রদ্যুম্ন কোপিত হইয়া বলিলেন—এই অসাধু আমাকে যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছে। অমরকোষে সংজ্ঞা শব্দের অর্থ চেতনা ও অর্থ সূচনা হস্তাদি দ্বারা। মুহূর্ত্ত অর্থাৎ একক্ষণ পরে ॥ ২৮ ॥

ন যদূনাং কুলে জাতঃ শ্রূয়তে রণবিচ্যুতঃ।
বিনা মৎ ক্লীবচিত্তেন সূতেন প্রাপ্তকিল্বিষাৎ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—ক্লীবচিত্তেন (দুর্ব্বলচিত্তেন) সূতেন (সারথিনা হেতুনা) প্রাপ্তকিল্বিষাৎ (প্রাপ্তং কিল্বিষং রণক্ষেত্রাৎ পলায়নজনিতং পাপং যেন তস্মাৎ) মৎ বিনা (মত্তো বিনা) যদূনাং কূলে জাতঃ (কশ্চিদপি) রণবিচ্যুতঃ (যুদ্ধাৎ পলায়িতঃ) ন শ্রূয়তে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বলচিত্ত সারথির জন্য এক আমিই রণক্ষেত্র হইতে পলায়নহেতু পাপগ্রস্ত হইয়াছি, অন্যথা যদুকুলজাত অন্য কাহারও যুদ্ধ হইতে বিচ্যুতি শ্রুতি-গোচর হয় নাই ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—সূতেন ত্বয়া হেতুনা প্রাপ্তং কিল্বিষং কলঙ্কো যেন তস্মাৎ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে সূত তোমার জন্য আমি কলঙ্ক প্রাপ্ত হইলাম ॥ ২৯ ॥

কিং নু বক্ষ্যেঽভিসঙ্গম্য পিতরৌ রাম-কেশবৌ।
যুদ্ধাৎ সম্যগপক্রান্তঃ পৃষ্টস্তত্রাত্মনঃ ক্ষমম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যুদ্ধাৎ (যুদ্ধক্ষেত্রাৎ) সম্যক্ (সর্ব্বতো-ভাবেন অপক্রান্তঃ (পলায়িতঃ অহং) পিতরৌ (রাম-কেশবৌ) অভিসঙ্গম্য (তৎপার্শ্বং গত্বা তাভ্যাং) পৃষ্টঃ (রণবৃত্তং জিজ্ঞাসিতঃ সন্) তত্র আত্মনঃ (স্বস্য) ক্ষমং (যোগ্যং) কিং নু বক্ষ্যে (কিং নাম কথয়ি-ষ্যামি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—আমি অদ্য যুদ্ধ হইতে সর্ব্বতোভাবে পলায়িত, অতএব পিতা রাম-কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ নিজের যোগ্যতার অনুরূপ কি বলিব ? ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষমং যোগ্যম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ক্ষম অর্থাৎ যোগ্য ॥ ৩০ ॥

ব্যক্তং মে কথয়িষ্যন্তি হসন্ত্যো ভ্রাতৃজাময়ঃ।
ক্লৈব্যং কথং কথং বীরঃ তবান্যৈঃ কথ্যতাং মৃধে ॥৩১

অন্বয়ঃ—মে (মম) ভ্রাতৃজাময়ঃ (মদীয়জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃপত্ন্যঃ হসন্তঃ (সত্যঃ হে) বীরঃ ! মৃধে (যুদ্ধে) অন্যৈঃ (শত্রুভিঃ) কথং কথং (কেন কেন হেতুনা প্রকারেণ বা) তব ক্লৈব্যং (দৌর্ব্বল্যমুৎপাদিতং তৎ) কথ্যতাং (ত্বয়া বর্ণ্যতামিতি) ব্যক্তং (নিশ্চিতং) কথয়িষ্যন্তি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়াগণ নিশ্চয়ই হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিবেন,—হে বীর, শত্রুগণ যুদ্ধে কিরূপে তোমার দৌর্ব্বল্য জন্মাইয়াছিল, তাহা বর্ণন কর ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ভ্রাতৃজাময়ো ভ্রাতৃভার্য্যাঃ। হে বীর, অন্যৈঃ সহ মৃধে তব ক্লৈব্যং কথং কথমভূৎ বিস্ময়ে দ্বিত্বম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভ্রাতৃজাময়ো-ভ্রাতৃ ভার্য্যাগণ বলিবে হে বীর ! অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার বিকলতা কেন হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

সারথিরুবাচ—

ধর্ম্মং বিজানতায়ুষ্মন্ কৃতমেতন্ময়া বিভো।
সূতঃ কৃচ্ছ্রগতং রক্ষেদ্রথিনং সারথিং রথী ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—সারথিঃ উবাচ,—(হে) আয়ুষ্মন্ ! (চিরজীবিন্ !), বিভো (প্রভো,) সূতঃ (সারথিঃ) কৃচ্ছ্রগতং (কষ্টপতিতঃ) রথিনং (যোদ্ধারং) রক্ষেৎ (তথা) রথী (যোদ্ধাচ কৃচ্ছ্রগতং) সারথিং (সূতং রক্ষেৎ ইতি) ধর্ম্মং (নিয়মং) বিজানতা (অবগচ্ছতা) ময়া এতৎ (যুদ্ধক্ষেত্রাদন্যত্র তবানয়নং) কৃতম্ ॥৩২॥

অনুবাদ—সারথি বলিল—হে চিরজীবিন্, প্রভো, সারথি বিপদাপন্ন রথীকে এবং রথী বিপদাপন্ন সার-

থিকে রক্ষা করিবে, এইরূপ নিয়ম জানিয়াই আমি ঐরূপ কার্য্য করিয়াছি ॥ ৩২ ॥

এতদ্বিদিত্বা তু ভবান্ ময়াপোবাহিতো রণাৎ ।
উপসৃষ্টঃ পরেণেতি মূর্চ্ছিতো গদয়া হতঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শাল্বযুদ্ধে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ (পূর্ব্বোক্তং সূতকর্ত্তব্যং) বিদিত্বা তু (জ্ঞাত্বৈব) উপসৃষ্টঃ (পীড়িতঃ) ইতি (ইতি কৃত্বা) ময়া ভবান্ রণাৎ (রণক্ষেত্রাৎ) অপোবাহিতঃ (অন্যত্রানীতঃ যতঃ) পরেণ (শত্রুণা) গদয়া হতঃ (আহতঃ সন্ ভবান্) মূর্চ্ছিতঃ (নিঃসংজ্ঞো জাতঃ) ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—আমি পূর্ব্বোক্ত সারথি ধর্ম্ম অবগত হইয়াই আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এখানে আনিয়াছি; যেহেতু আপনি তৎকালে শত্রুর গদাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—অপোবাহিতঃ অপনীতঃ । উপসৃষ্টঃ পীড়িত ইত্যর্থঃ । যতো গদয়া হতো ভবাংস্তদানীং মূর্চ্ছিতোঽভূদিতি জ্ঞাত্বৈব ময়া অপোবাহিতঃ । ততশ্চ ধিঙ্‌মূঢ় মাং নৈব ত্বমজ্ঞাসীরিতি প্রত্যুক্তির্জ্ঞেয়া ॥৩৩॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপোবাহিত দূরে লইয়া যাওয়া, উপসৃষ্ট অর্থাৎ পীড়িত । যেহেতু ঐ সময় আপনি গদার আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়াছেন ইহা জানিয়াই আমি যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে আনিয়াছি । তৎপরে প্রদ্যুম্ন বলিলেন—ধিক্ মূঢ় আমাকে তুমি জাননা—ইহা প্রদ্যুম্নের উক্তি জানিবেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় দশমে সমাপ্ত হইলেন ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ের বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৭৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—
স উপস্পৃশ্য সলিলং দংশিতো ধৃতকার্ম্মুকঃ ।
নয় মাং দ্যুমতঃ পার্শ্বং বীরস্যেত্যাহ সারথিম্ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কাপট্যপরায়ণ শাল্বের বিনাশ ও তদীয় সৌভযান-ভগ্নের কথা বর্ণিত হইয়াছে ।

সারথী-কর্ত্তৃক রণস্থল হইতে অপসৃত প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পুনর্ব্বার দ্যুমানের নিকট রথ পরিচালনা করিতে সারথীকে আদেশ করিলেন এবং তথায় গমনপূর্ব্বক দ্যুমানকে আক্রমণ করিলেন । গদ, সাত্যকি, সাম্ব প্রভৃতি যদুবীরগণ শাল্বের সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন । এইরূপে সপ্তবিংশতি অহোরাত্রব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছিল ।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক বিবিধ দুর্ল্লক্ষণ দর্শন করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন এবং স্বকীয় জনগণের উৎপীড়ন দেখিয়া দারুক-কর্ত্তৃক পরিচালিত রথে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । শাল্ব শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া প্রদ্যুম্নের প্রতি মহারবযুক্তা শক্তি নিক্ষেপ করিলে কৃষ্ণ

উহা শতধা বিভক্ত করিয়া শাল্ব ও তাহার সৌভকে বাণবিদ্ধ করিলেন। তখন শাল্ব শার্ঙ্গধনুঃ সহ শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণের বামবাহু বিদ্ধ করায় শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে ধনুঃ খসিয়া পড়িল। তদ্দর্শনে যুদ্ধদর্শী দেবগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। তখন শাল্ব শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ কটুবাক্যে ভর্ৎসনা করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ আত্মশ্লাঘাকারী শাল্বকে গদা দ্বারা প্রহার করিলেন। শাল্ব রক্তবমন করিতে করিতে অন্তর্হিত হইল। তন্মুহূর্তেই এক ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক নিজেকে দেবকীর প্রেরিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিল এবং শাল্ব-কর্ত্তৃক বসুদেবের বন্ধন ও অপহরণ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। শ্রীকৃষ্ণ তচ্ছ্রবণে প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় দৈবের দোহাই দিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকিলে শাল্ব বসুদেবতুল্য একমূর্ত্তি আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ঐ মূর্ত্তির মস্তক ছেদন করিয়া সৌভমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। শ্রীকৃষ্ণ শাল্বের মায়া বুঝিতে পারিয়া গদা দ্বারা সৌভ ভগ্ন করিয়া দিলেন। শাল্ব ভূমিতে অবতরণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে উহার মস্তক ছেদন করিলেন।

শাল্ব নিহত হইলে দেবগণ আকাশে দুন্দুভিধ্বনি করিতে থাকিলেন। তখন দন্তবক্র বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(অথ) সঃ (প্রদ্যুম্নঃ) সলিলং উপস্পৃশ্য (স্নাত্বা) দংশিতঃ (কৃতকবচবন্ধনস্তথা) ধৃতকার্ম্মুকঃ (ধনুর্দ্ধরঃ সন্) মাং বীরস্য দ্যুমতঃ পার্শ্বং (সমীপং) নয় (যুদ্ধার্থং প্রাপয়) সারথিং (প্রতি) ইতি (এবং বাক্যম্) আহ (উক্তবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্তর প্রদ্যুম্ন স্নান ও কবচ ধারণপূর্ব্বক ধনুঃ গ্রহণ করিয়া সারথিকে বলিলেন,—হে সূত, তুমি আমাকে পুনরায় যুদ্ধার্থ দ্যুমানের নিকট লইয়া যাও ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সপ্তসপ্ততিতমে হরিরিন্দ্র-
প্রস্থতো নিজপুরীং সমুপেত্য।
শাল্বমার্ত্তবহুমায়মরিং দ্রাক্
সৌভসক্তমরিণৈব জঘান ॥ ০ ॥

সত্ত্বিতি। সূতেন সারথ্যধর্ম্মসাবধানেন তথাকৃতং স প্রদ্যুম্নস্তু ক্ষাত্রধর্ম্মপ্রবীণো রণবিচ্যুতিরূপপ্রত্যবায়-পরিহারার্থং সলিলমুপস্পৃশ্য দংশিতঃ ধৃতকবচঃ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ে শ্রীনারদকৃত সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে নিজপুরী দ্বারকাতে আসিয়া বহুমায়াবী সৌভ বিমান আরোহণকারী শত্রু শাল্বকে শীঘ্র বধ করিলেন ॥০॥

সারথি তাহার ধর্ম্ম প্রভুকে সাবধান করা, ঐরূপ করিলে পর সেই প্রদ্যুম্ন কিন্তু ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রবীন যুদ্ধ বিচ্যুতিরূপ বিপদ পরিহারের জন্য পুনঃরায় আচমন পূর্ব্বক কবচ ধারণ করিলেন ॥ ১ ॥

বিধমন্তং স্বসৈন্যানি দ্যুমন্তং রুক্মিণীসুতঃ।
প্রতিহত্য প্রত্যবিধ্যন্নারাচৈরষ্টভিঃ স্ময়ন্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—রুক্মিণীসুতঃ (প্রদ্যুম্নঃ) স্ময়ন্ (হাস্যং কুর্ব্বন্) স্বসৈন্যানি বিধমন্তং (ক্ষপয়ন্তং) দ্যুমন্তং প্রতিহত্য (আক্রম্য) অষ্টভিঃ নারাচৈঃ (তদাখ্যবাণৈঃ) প্রত্যবিধ্যৎ (প্রতিবিদ্ধবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তখন সারথি তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলে তিনি সহাস্যবদনে নিজ সৈন্যবিনাশী দ্যুমানকে আক্রমণপূর্ব্বক অষ্টসংখ্যক নারাচবাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিহত্য রে রে যাবৎ সামর্থ্যং প্রহরেত্যুক্ত্বা তদস্ত্রঘাতানন্তরং তস্মৈ প্রত্যস্ত্রঘাতং সমর্প্যেত্যর্থঃ। নারাচৈঃ শরৈঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রদ্যুম্ন ঐ দ্যুমানকে আহ্বাহন করিয়া ওরে! ওরে! যত সামর্থ্য থাকে প্রহার কর এই বলিয়া তাহার অস্ত্রঘাতের পর তাহাকে পুনঃরায় অস্ত্র আঘাত দিলেন শর সমূহ দ্বারা ॥২॥

চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ সূতমেকেন চাহনৎ।
দ্বাভ্যাং ধনুশ্চ কেতুঞ্চ শরেণান্যেন বৈ শিরঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অষ্টানাং বিনিয়োগমাহ) চতুর্ভিঃ (নারাচৈঃ) চতুরঃ বাহান্ (দ্যুমতঃ অশ্বচতুষ্টয়ম্) একেন চ (নারাচেন) সূতং (সারথিং) দ্বাভ্যাং (নারাচাভ্যাং) ধনুঃ কেতুং (পতাকাং) চ অন্যেন

শরেণ বৈ শিরঃ (দ্যুমতো মস্তকং) অহনৎ (প্রহারয়ামাস) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তিনি বাণচতুষ্টয় দ্বারা তদীয় অশ্বচতুষ্টয়, একবাণে সারথি, বাণদ্বয়ে ধনু ও পতাকা এবং অপর এক বাণে দ্যুমানের মস্তক আহত করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—অষ্টানাং বিনিয়োগমাহ,—চতুর্ভিরিত্যাদি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আটটি শর কিভাবে প্রয়োগ করিলেন তাহাই বলিতেছেন—চারটি শরদ্বারা চারটি অশ্বকে, একটি সারথিকে, দুইটি শরদ্বারা ধনুক ও পতাকাকে, আরেকটি শর দ্বারা দ্যুমানের মস্তকে আঘাত করিলেন ॥ ৩ ॥

গদসাত্যকিসাম্বাদ্যা জঘ্নুঃ সৌভপতের্বলম্ ।
পেতুঃ সমুদ্রে সৌভেয়াঃ সর্ব্বে সঞ্ছিন্নকন্ধরাঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—গদসাত্যকিসাম্বাদ্যাঃ (যাদব-বীরাঃ) সৌভপতেঃ (শাল্বস্য) বলং (সৈন্যং) জঘ্নুঃ (বিনাশয়ামাসুঃ) সঞ্ছিন্নকন্ধরাঃ (ছিন্নগ্রীবাঃ) সর্ব্বে সৌভেয়াঃ (শাল্ববীরাঃ) সমুদ্রে পেতুঃ (অপতন্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—গদ, সাত্যকি, সাম্ব প্রভৃতি যাদববীরগণও শাল্বের সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তখন সৌভস্থিত বীরগণ ছিন্নগ্রীব অবস্থায় সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সৌভেয়াঃ সৌভস্থাঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সৌভেয়াঃ—সৌভ বিমানস্থিত বীরগণ মস্তক ছিন্ন হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

এবং যদূনাং শাল্বানাং নিঘ্নতামিতরেতরম্ ।
যুদ্ধং ত্রিনবরাত্রং তদভূৎ তুমুলমুল্বণম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (অনেন ক্রমেণ) ইতরেতরং (পরস্পরং) নিঘ্নতাং (নাশয়তাং) যদূনাং শাল্বানাং (চ) তৎ উল্বণং (উগ্রং) তুমুলং (আকুলং) যুদ্ধং ত্রিনবরাত্রং (ত্রয়ানাং নবরাত্রাণাং সমাহারঃ ত্রিনব রাত্রং সপ্তবিংশতিমহোরাত্রাণি ব্যাপ্য) অভূৎ (বভূব) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—এইরূপে পরস্পরের বিনাশ সহকারে যাদব এবং শাল্ববীরগণের মধ্যে সপ্তবিংশতি অহোরাত্রব্যাপী উগ্র এবং তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রয়াণাং নবরাত্রাণাং সমাহারস্ত্রিনবরাত্রং সপ্তবিংশতিমহোরাত্রাণি ব্যাপ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিনকে নয় রাত্র দিয়া গুণ করিলে সপ্তবিংশতি দিবারাত্র ব্যাপিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ কৃষ্ণ আহূতো ধর্ম্মসূনুনা ।
রাজসূয়েঽথ নির্বৃত্তে শিশুপালে চ সংস্থিতে ॥ ৬ ॥
কুরুবৃদ্ধাননুজ্ঞাপ্য মুনীংশ্চ সসুতাং পৃথাম্ ।
নিমিত্তান্যতিঘোরাণি পশ্যন্ দ্বারবতীং যযৌ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মসূনুনা (যুধিষ্ঠিরেণ) আহূতঃ (আমন্ত্রিতঃ) ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ কৃষ্ণঃ অথ (অনন্তরং) রাজসূয়ে নির্বৃত্তে (নিষ্পন্নে) শিশুপালে সংস্থিতে (মৃতে) চ অতিঘোরাণি নিমিত্তানি (দুর্লক্ষণানি) পশ্যন্ কুরুবৃদ্ধান্ মুনীন্ সসুতাং (সপুত্রাং) পৃথাং (কুন্তীং) চ অনুজ্ঞাপ্য (তেষামনুমতিং গৃহীত্বেত্যর্থঃ) দ্বারবতীং যযৌ (গতবান্) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—এদিকে যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গমনপূর্ব্বক রাজসূয় সম্পাদন ও শিশুপালের নিধনানন্তর অতিঘোর দুর্লক্ষণসমূহ দর্শন করিয়া বৃদ্ধ কৌরবগণ, মুনিগণ এবং সপুত্রা কুন্তীদেবীর অনুমতি গ্রহণ সহকারে দ্বারকায় গমন করিলেন ॥৬-৭॥

আহ চাহমিহায়াত আর্য্যমিশ্রাভিসঙ্গতঃ ।
রাজন্যাশ্চৈদ্যপক্ষীয়া নূনং হন্যুঃ পুরীং মম ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—আর্য্যমিশ্রাভিসঙ্গতঃ (বলভদ্রসহিতঃ) অহং ইহ (ইন্দ্রপ্রস্থে) আয়াতঃ (আগত ইত্যবসরং প্রাপ্য) চৈদ্যপক্ষীয়াঃ (শিশুপালপক্ষগতাঃ) রাজন্যাঃ (ক্ষত্রিয়াঃ) নূনং (নিশ্চিতং) মম পুরীং (দ্বারকাং) হন্যুঃ নাশয়েয়ুরিতি) আহ চ (পথি স্বয়মেব মনসি উবাচ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তিনি তৎকালে পথে এইরূপ চিন্তা

করিতে লাগিলেন,—আমি দেব বলভদ্রের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করায় শিশুপালপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ এই অবসরে নিশ্চয়ই আমাদের পুরী বিনষ্ট করিতেছে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—আহ চেতি স্বগতম্—আর্য্যঃ শ্রীবলভদ্রঃ স এব মিশ্রঃ পূজ্যস্তেনাভিসঙ্গত ইতি ন শ্রীশুকমতং, কিন্তু পরমতমেবোক্তং তথৈবোপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ স্বগতভাবে বলিলেন, আর্য্য শ্রীবলভদ্র তিনি পূজ্য তাহার সহিত। ইহা শ্রীশুকদেবের মত নহে, কিন্তু পরমত উত্থাপন করিয়া বলিলেন ঐরূপ পরেও ব্যাখ্যা করিব ॥ ৮ ॥

বীক্ষ্য তৎ কদনং স্বানাং নিরূপ্য পুররক্ষণম্।
সৌভঞ্চ শাল্বরাজঞ্চ দারুকং প্রাহ কেশবঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(দুর্নিমিত্তদর্শনাকুলচিত্ত এবং চিন্তয়ন্ দ্বারকামাগত্য) স্বানাং (স্বকীয়ানাং) তৎ (তাদৃশং) কদনং (পীড়নং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) পুররক্ষণং (নগরীরক্ষাং প্রতি বলদেবং) নিরূপ্য (নিযুজ্য) সৌভং চ শাল্বরাজং চ (বীক্ষ্য) কেশবঃ দারুকং (প্রতি) প্রাহ (উক্তবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া স্বকীয়জনগণের প্রতি তাদৃশ উৎপীড়ন দর্শন করিলেন এবং পুরীরক্ষার্থ বলদেবকে নিয়োগপূর্ব্বক শাল্বকে দেখিতে পাইয়া দারুকের প্রতি এইরূপ আদেশ করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—এবং চিন্তয়ন্নেব দ্বারকামাগত্য তত্র চ শাল্বপ্রাপিতং স্বানাং কদনং বীক্ষ্য পুরাণামন্তঃপুরস্থানাং শ্রীরুক্মিণ্যাদীনাং রক্ষণং নিরূপ্য তাং সর্ব্বাঃ পট্টামহিষীঃ সেনানীদ্বারা গুপ্তমার্গেণ দ্বারকাবাসমধ্যং প্রবিশ্যেত্যর্থঃ। শাল্বরাজঞ্চ বীক্ষ্য ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্বারকায় আসিয়া সেইখানেও শাল্ব কর্ত্তৃক নিজগণের পীড়ন দেখিয়া অন্তঃপুর স্থানস্থিত শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির রক্ষণ দেখিয়া সকল পট্টমহিষীগণকে সৈন্যদ্বারা গুপ্তপথে দ্বারকাগৃহের মধ্যস্থলে প্রবেশ করাইয়া শাল্বরাজকে দেখিয়া ॥ ৯ ॥

রথং প্রাপয় মে সূত শাল্বস্যান্তিকমাশু বৈ।
সম্ভ্রমস্তে ন কর্ত্তব্যো মায়াবী সৌভরাড়য়ম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সূতঃ, (দারুকঃ,) আশু বৈ (সত্বরমেব) মে (মম) রথং শাল্বস্য অন্তিকং (সমীপং) প্রাপয় (নয়) ; অয়ং সৌভরাট্ (শাল্বঃ) মায়াবী (মায়ানিপুণঃ ইতি) তে (ত্বয়া) সম্ভ্রমঃ ন কর্ত্তব্যঃ (ব্যাকুলচিত্তেন মা ভাব্যম্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে দারুক, তুমি সত্বর মদীয় রথ শাল্বসমীপে উপস্থিত কর। এই সৌভপতি মায়াবী বলিয়া ব্যাকুল হইও না ॥ ১০ ॥

ইত্যুক্তশ্চোদয়ামাস রথমাস্থায় দারুকঃ।
বিশন্তং দদৃশুঃ সর্ব্বে স্বে পরে চারুণানুজম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি উক্তঃ (ভগবতাদিষ্টঃ) দারুকঃ রথম্ আস্থায় (সম্যগধিষ্ঠায়) চোদয়ামাস (পরিচালয়ামাস) স্বে (স্বকীয়াঃ) পরে (পরকীয়াঃ) চ সর্ব্বে বিশন্তং (রণক্ষেত্রে শাল্বাভিমুখং প্রবিশন্তং) অরুণানুজং (ধ্বজে বর্ত্তমানং গরুড়ং) দদৃশুঃ (অপশ্যন্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—দারুক ভগবানের আদেশে রথে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহা পরিচালিত করিলেন। তখন স্বকীয় এবং পরকীয় সমস্ত সৈনিকগণ রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণধ্বজাগ্রস্থিত গরুড়কে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ অরুণানুজং ধ্বজে বর্ত্তমানং শ্রীগরুড়ম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎপরে অরুণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গরুড় চিহ্নিত পতাকাযুক্ত রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১১॥

শাল্বশ্চ কৃষ্ণমালোক্য হতপ্রায়বলেশ্বরঃ।
প্রাহরৎ কৃষ্ণসুতায় শক্তিং ভীমরবাং মৃধে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—হতপ্রায়বলেশ্বরঃ (হতপ্রায়স্য বলস্য সৈন্যস্য ঈশ্বরঃ) শাল্বঃ চ মৃধে (সংগ্রামক্ষেত্রে) কৃষ্ণং আলোক্য (দৃষ্ট্বা) কৃষ্ণসুতায় (প্রদ্যুম্নায় তং প্রতীত্যেত্যর্থঃ) ভীমরবাং (মহানাদাং) শক্তিং প্রাহরৎ (প্রক্ষিপ্তবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তখন নিহতপ্রায় সৈন্যমণ্ডলের অধীশ্বর শাল্ব শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া প্রদ্যুম্নের উদ্দেশ্যে মহারবযুক্ত শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিল ॥১২॥

বিশ্বনাথ—হতপ্রায়াঃ বলেশ্বরাঃ সেনান্যো যস্য সঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হতপ্রায় যাঁহার সেনাগণ সেই শাল্ব ॥ ১২ ॥

তামাপতন্তীং নভসি মহোল্কামিব রংহসা।
ভাসয়ন্তীং দিশঃ শৌরিঃ সায়কৈঃ শতধাচ্ছিনৎ ॥১৩

অন্বয়ঃ—শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) নভসি (আকাশমার্গে) রংহসা (বেগেন) আপতন্তীং (আগচ্ছন্তীং তথা প্রভাভিঃ দিশঃ (দিঙ্মণ্ডলং) ভাসয়ন্তীং (প্রকাশয়ন্তীং) মহোল্কাং ইব তাং (শক্তিং) সায়কৈঃ (বাণৈঃ) শতধা (শতভাগান্ কৃত্বা) অচ্ছিনৎ (খণ্ডয়ামাস) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে ঐ শক্তিকে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করতঃ মহাবেগে আকাশমার্গে সমাগত দেখিয়া বাণাঘাতে উহাকে শত ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

তঞ্চ ষোড়শভিবিদ্ধা বাণৈঃ সৌভঞ্চ খে ভ্রমৎ।
অবিধ্যচ্ছরসন্দোহৈঃ খং সূর্য্য ইব রশ্মিভিঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—তং চ (শাল্বঞ্চ) ষোড়শভিঃ বাণৈঃ বিদ্ধা (প্রহৃত্য অথ) সূর্য্যঃ রশ্মিভিঃ খং (আকাশং) ইব শরসন্দোহৈঃ (বাণসমূহৈঃ) খে (আকাশে) ভ্রমৎ (ভ্রমণশীলং) সৌভং চ অবিধ্যৎ (বিদ্ধমকরোৎ, অল্পায়ত্নৈনৈব রশ্মিবচ্ছরজালপ্রসারণাৎ সূর্য্যতুল্যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, অচিন্ত্যবেগবাহুল্যাদিভিঃ শরাণাং রশ্মিসাদৃশ্যং তথা সুনীলত্ববিপুলত্বাদিভিরাকাশোপমা সৌভস্যেতি জ্ঞেয়ম্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ষোড়শবাণে শাল্বকে প্রহার করিয়া, সূর্য্য যেরূপ রশ্মিরাশি দ্বারা আকাশ মণ্ডলকে বিদ্ধ করেন, সেইরূপ বাণসমূহ দ্বারা সৌভকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—খং সূর্য্য ইবেতি সৌভস্য শ্যামত্বরিতত্বাভ্যামাকাশেনোপমা শরাণামসংখ্যত্বতাপকত্বাভ্যাং রশ্মিভিঃ কৃষ্ণস্য সর্ব্বতেজঃ পরাভাবকতয়া সূর্য্যেণ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আকাশ ও সূর্য্যের ন্যায় সৌভ বিমানটি শ্যামবর্ণ ও শীঘ্রগতি অতএব আকাশের সহিত উপমা, অসংখ্য শরসমূহ তাপ দানকারী ইহাদের রশ্মির সহিত উপমা, কৃষ্ণ সর্ব্ব তেজো-পরাভবকারী সূর্য্যের সহিত উপমা ॥ ১৪ ॥

শাল্বং শৌরেস্তু দোঃ সব্যং সশার্ঙ্গং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
বিভেদ ন্যপতদ্ধস্তাচ্ছার্ঙ্গমাসীৎ তদদ্ভুতম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—শাল্বঃ তু শার্ঙ্গধন্বনঃ (শার্ঙ্গনামকধনুর্দ্ধারিণঃ) শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সশার্ঙ্গং (শার্ঙ্গসহিতং) সব্যং (বামং) দোঃ (ভুজং) বিভেদ (বিদ্ধং চকার ততঃ) হস্তাৎ শার্ঙ্গং ন্যপতৎ (নিপতিতমভূৎ) তৎ (তাদৃশং কার্য্যং) অদ্ভুতং (বিচিত্রং) আসীৎ (জাতম্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তখন শাল্ব শার্ঙ্গনামক ধনুর্দ্ধারী শ্রীকৃষ্ণের শার্ঙ্গসহ বামহস্ত বিদ্ধ করিলে তাঁহার হস্ত হইতে শার্ঙ্গপতনরূপ অদ্ভুত কার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—শাল্ব ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ং ন শুকসম্মতম্। দোঃ সব্যমিতি দোষো নপুংসকত্বমপি দৃশ্যতে "সব্যং দোরচ্ছিনত্তস্য" ইতি রঘুকাব্যাৎ। তৎশার্ঙ্গপতনং অদ্ভুতং তদ্ভুজবলস্যাপরিমেয়ত্বাৎ ॥১৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—শাল্ব ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় শুকদেবের সম্মত নহে। দোঃ সব্যং এইস্থলে দোষ নপুংসকত্ব দৃশ্য হইতেছে। রঘুকাব্য হইতে পাওয়া যায় শাল্ব শ্রীকৃষ্ণের ধনুকসহ বামহস্ত ছেদন করিল। সেই শার্ঙ্গপতন অদ্ভুত, তাহার বাহুবলেরও অপরিমিতত্বহেতু ॥ ১৫ ॥

হাহাকারো মহানাসীদ্ভূতানাং তত্র পশ্যতাম্।
নিনদ্য সৌভরাড়ুচ্চৈরিদমাহ জনার্দ্দনম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(তদানীং) তত্র পশ্যতাং (যুদ্ধদর্শিনাং) ভূতানাং (দেবাদিসর্ব্বভূতানাং) মহান্ হাহাকারঃ

(হাহেতি খেদসূচকো ধ্বনিঃ) আসীৎ (অভূৎ)। সৌভরাট্ (শাল্বঃ) উচ্চৈঃ নিনদ্য (নিনদং কৃত্বা) জনার্দ্দনং (শ্রীকৃষ্ণং) ইদং (বক্ষ্যমাণবচনং) আহ (উক্তবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তৎকালে যুদ্ধদর্শী দেবাদি সর্ব্বভূতগণের মধ্যে তুমুল হাহাকার রব উত্থিত হইলে শাল্ব উচ্চ সিংহনাদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

যৎ ত্বয়া মূঢ় নঃ সখ্যুর্ভ্রাতুর্ভার্য্যা হৃতেক্ষতাম্ ।
প্রমত্তঃ সঃ সভামধ্যে ত্বয়া ব্যাপাদিতঃ সখা ॥১৭॥
তং ত্বাদ্য নিশিতৈর্বাণৈরপরাজিতমানিনম্ ।
নয়াম্যপুনরাবৃত্তিং যদি তিষ্ঠের্মমাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মূঢ় ! যৎ (যস্মাৎ) ত্বয়া ঈক্ষতাং (প্রত্যক্ষদর্শিনামস্মাকং সমীপে) নঃ (অস্মাকং) সখ্যুঃ (মিত্রস্য তথা তব) ভ্রাতুঃ (পৈতৃষ্বস্রেয়স্য শিশুপালস্য) ভার্য্যা (বিবাহ্যা রুক্মিণী) হৃতা (তথা) সভামধ্যে (রাজসূয়সভামধ্যে) প্রমত্তঃ (অনবহিতঃ) সঃ সখাঃ (শিশুপালঃ) ত্বয়া ব্যাপাদিতঃ (নিহতশ্চ তস্মাদ্ধেতোঃ) অদ্য যদি (ত্বং) মম অগ্রতঃ (সম্মুখে) তিষ্ঠেঃ (স্থাস্যসীত্যর্থঃ তদা) অপরাজিতমানিনং (অপরাজিতোঽহমিতি মানিনং মানবন্তং) তং ত্বাং (ত্বাং) নিশিতৈঃ (তীক্ষ্ণৈঃ) বাণৈঃ অপুনরাবৃত্তিং (মৃত্যুং) নয়ামি (প্রাপয়ামি) ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—হে মূঢ়, যেহেতু তুমি আমাদের সম্মুখে আমাদের মিত্র ও তোমার পিতৃষ্বসৃপুত্র শিশুপালের বিবাহযোগ্যা পাত্রীকে হরণ এবং রাজসূয়-সভায় সেই শিশুপালকে অসাবধান অবস্থায় নিহত করিয়াছ, সেইজন্য অদ্য যদি আমার সম্মুখে কিয়ৎকাল অবস্থান কর, তাহা হইলেই অপরাজেয় বলিয়া অভিমানশালী তোমাকে তীক্ষ্ণবাণসমূহের আঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ১৭-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—হে মূঢ়, অপুনরাবৃত্তিং মৃত্যুং নয়ামি, প্রাপয়ামি, ভারতীপক্ষে ন ভবতি মূঢ়ো যস্মাত্তথাভূতঃ, নঃ সখ্যুঃ, ভ্রাতুস্তুৎপৈতৃষ্বসেয়স্য শিশুপালস্য ঈক্ষমাণানামস্মাকঞ্চেত্যনাদরে ষষ্ঠী। ভার্য্যালক্ষ্মীত্বাৎ স্বস্ত্রী হৃতা গৃহীতা। নিশিতৈর্বাণৈরপরাজিতশ্চাসৌ মানী আদরপাত্রশ্চ তম্। অপুনরাবৃত্তিং মোক্ষং নয়ামি নায়য়ামীত্যর্থঃ। যদ্বা ন ভবতি পুনরাবৃত্তিঃ সংসারো যস্মাত্তং মোক্ষদায়িনং ত্বাং নয়ামি প্রাপ্নোমীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শাল্ব কৃষ্ণকে দেখিয়া বলিতেছে হে মূঢ় ! তোমাকে যেখান হইতে কেহ ফিরেনা সেই মৃত্যুর নিকট পাঠাইব। সরস্বতীপক্ষে— যাহা হইতে মূঢ় নাই সেইরূপ আমার সখার ভ্রাতা তোমার পিসতুত ভাই শিশুপালের, আমাদের সাক্ষাতে আমাদিগকে অনাদর করিয়া তোমার ভার্য্যা লক্ষ্মীহেতু নিজস্ত্রীকে হরণপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছ। তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা অপরাজিত এই মানী আদর পাত্র তোমাকে অপুনরাবৃত্তি মোক্ষে লইয়া যাইতেছি অথবা সংসারে আর পুনঃরায় আসিতে না হয় সেই মোক্ষদাতা তোমাকে প্রাপ্ত হইতেছি ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—
বৃথাং ত্বং কত্থসে মন্দ ন পশ্যস্যন্তিকেঽন্তকম্ ।
পৌরুষং দর্শয়ন্তি স্ম শূরা ন বহুভাষিণঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) মন্দ, (মূঢ়,) ত্বং বৃথা (নিরর্থকমেব) কত্থসে (শ্লাঘসে পরন্তু) অন্তিকে অন্তকং (সমীপাগতং মৃত্যুং) ন পশ্যসি। শূরাঃ (বীরাঃ) পৌরুষং (স্ববীর্য্যং) দর্শয়ন্তি স্ম (শত্রুং প্রতি প্রকাশয়ন্তি) বহুভাষিণঃ ন (বাচালা ন ভবন্তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রে মূঢ়, তুমি নিরর্থক আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ, পরন্তু সমীপবর্ত্তী মৃত্যুকে দর্শন করিতেছ না। বীরগণ স্বীয়বীর্য্যই প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কখনও বাচালতা প্রকাশ করেন না ॥ ১৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ শাল্বং গদয়া ভীমবেগয়া ।
ততাড় জত্রৌ সংরব্ধঃ স চকম্পে বমন্নসৃক্ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি উক্ত্বা সংরব্ধঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) ভীমবেগয়া (অতিবেগবত্যা) গদয়া জত্রৌ (স্কন্ধবক্ষঃসন্ধিদেশে) শাল্বং ততাড় (প্রহারয়া-

মাস তেন) সঃ (শাল্বঃ) অসৃক্ (রক্তং) বমন্ চকম্পে (কম্পিতো বভূব) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ এইরূপ বলিয়া ক্রুদ্ধভাবে ভীমবেগযুক্তা গদাদ্বারা শাল্বকে স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধিদেশে প্রহার করিলেন। তখন সে রক্তবমন সহকারে কম্পিত হইয়াছিল ॥ ২০ ॥

গদায়াং সন্নিবৃত্তায়াং শাল্বস্ত্বন্তরধীয়ত।
ততো মুহূর্ত্ত আগত্য পুরুষঃ শিরসাচ্যুতম্।
দেবক্যা প্রহিতোঽস্মীতি নত্বা প্রাহ বচো রুদন্ ॥২১

অন্বয়ঃ—গদায়াং সন্নিবৃত্তায়াং (প্রত্যাবৃত্তায়াং সত্যাং) শাল্বঃ তু অন্তরধীয়তং (অন্তর্হিতোঽভূৎ) ততঃ (তস্মিন্) মুহূর্ত্তে পুরুষঃ (কশ্চিন্নরঃ) আগত্য শিরসা (নতমস্তকেন) অচ্যুতং নত্বা (প্রণম্য) দেবক্যা (তব জনন্যা অহং) প্রহিতঃ (ত্বৎসমীপং প্রেরিতঃ) অস্মি ইতি (উক্ত্বা) রুদন্ (রোদনং কুর্ব্বন্) বচঃ (বক্ষ্যমাণবাক্যানি) প্রাহ (উক্তবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গদা প্রত্যাবৃত্ত হইলে শাল্ব অন্তর্হিত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই কোন একজন পুরুষ তথায় আগমন ও প্রণামপূর্ব্বক "আমি দেবকী-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি", এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া রোদন সহকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিতে লাগিল ॥২১॥

বিশ্বনাথ—পরমতমাহ,—গদায়াং সংনিবৃত্তায়ামিত্যারভ্য যাবৎ স্বাপ্নং যথেতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমত বলিতেছেন গদা ফিরিয়া আসিলে এখান হইতে 'স্বাপ্নং যথা' ঐ পর্য্যন্ত ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো পিতা তে পিতৃবৎসলঃ।
বদ্ধ্বাপনীতঃ শাল্বেন সৌনিকেন যথা পশুঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পিতৃবৎসল! মহাবাহো! কৃষ্ণ! সৌনিকেন (ঘাতকেন) যথা পশুঃ (বদ্ধ্বা নীয়তে তথা) শাল্বেন তে (তব) পিতা (বসুদেবঃ) বদ্ধ্বা (আবদ্ধীকৃত্য) অপনীতঃ (অপহৃতঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে পিতৃবৎসল মহাবাহো শ্রীকৃষ্ণ, ঘাতক যেরূপ পশুকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ শাল্বও আপনার পিতাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছে ॥ ২২ ॥

নিশম্য বিপ্রিয়ং কৃষ্ণো মানুষীং প্রকৃতিং গতঃ।
বিমনস্কো ঘৃণী স্নেহাদ্বভাষে প্রাকৃতো যথা ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—মানুষীং প্রকৃতিং (নরস্বভাবং) গতঃ (আশ্রিতঃ) ঘৃণী (দয়াবান্) কৃষ্ণঃ বিপ্রিয়ং (অশুভং) নিশম্য [আকর্ণ্য (শ্রুত্বা)] বিমনস্কঃ (দুঃখিতচিত্তঃ সন্) স্নেহাৎ (পিতৃস্নেহবশাৎ) প্রাকৃতঃ যথা (ইতর-জনবৎ) বভাষে (উক্তবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তখন মনুষ্যস্বভাবাশ্রিত দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ অশুভ-শ্রবণে দুঃখিতচিত্ত হইয়া পিতৃস্নেহ-বশতঃ প্রাকৃতজনের ন্যায় বলিতে লাগিলেন।২৩॥

বিশ্বনাথ—ঘৃণী দয়াবান্ ॥২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঘৃণী অর্থাৎ দয়াবান্ ॥২৩॥

কথং রামমসম্ভ্রান্তং জিত্বাজেয়ং সুরাসুরৈঃ।
শাল্বেনাল্পীয়সা নীতঃ পিতা মে বলবান্ বিধিঃ ॥২৪

অন্বয়ঃ—অল্পীয়সা (অল্পবলেন) শাল্বেন কথং (কেন প্রকারেণ) সুরাসুরৈঃ অজেয়ং (পরাজেতুম-যোগ্যং) অসম্ভ্রান্তং (প্রমাদশূন্যং) রামং (বলদেবং) জিত্বা মে (মম) পিতা (বসুদেবঃ) নীতঃ (গৃহীতঃ অহো) বিধিঃ (দৈবমের) বলবান্ (দুরতিক্রম ইত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অহো! দৈব বস্তুতঃই বলবান্, অন্যথা অল্পবলশালী শাল্ব কিরূপে দেবাসুরগণের অজেয় অপ্রমত্তস্বভাব বলদেবকে পরাজিত করিয়া পিতাকে হরণ করিল ॥ ২৪ ॥

ইতি ব্রুবাণে গোবিন্দে সৌভরাট্ প্রত্যুপস্থিতঃ।
বসুদেবমিবানীয় কৃষ্ণং চেদমুবাচ সঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—গোবিন্দে ইতি ব্রুবাণে (কথয়তি সতি) সঃ সৌভরাট্ (শাল্বঃ) প্রত্যুপস্থিতঃ (সন্) বসু-দেবম্ ইব (বিগ্রহমেকম্) আনীয় (প্রদর্শ্যেত্যর্থঃ) কৃষ্ণং (প্রতি) ইদং (বক্ষ্যমাণঃ) উবাচ (উক্তবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে শাল্ব বসুদেবতুল্য একমূর্ত্তিকে আনয়নপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

এষ তে জনিতা তাতো যদর্থমিহ জীবসি ।
বধিষ্যে বীক্ষতস্তেহমুমীশশ্চেৎ পাহি বালিশ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) বালিশ ! (মূর্খ ! ত্বং) যদর্থং (যস্যানুগ্রহেণেত্যর্থঃ) ইহ (পৃথিব্যাং) জীবসি (প্রাণান্ ধারয়সি সঃ) এষঃ তে (তব) জনিতা (জনয়িতা) তাতঃ (পিতা বসুদেবো ভবতি) বীক্ষতঃ তে (বীক্ষমাণ ত্বামনাদৃত্য অহম্) অমুং (বসুদেবং) বধিষ্যে (মারয়িষ্যামি), ঈশঃ চেৎ (ত্বং শক্তশ্চেৎ) পাহি (অমুং রক্ষ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে মূর্খ, তুমি যাহার অনুগ্রহে এই পৃথিবীতে শরীর ধারণ করিতেছ,—ইনি তোমার সেই জনক বসুদেব, আমি তোমার সাক্ষাতে ইহাকে বধ করিতেছি, সামর্থ্য থাকিলে ইহাকে রক্ষা কর ॥২৬॥

বিশ্বনাথ—জনিতা জানয়িতা ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জনিতা অর্থাৎ জনয়িতা ॥২৬

এবং নির্ভর্ৎস্য মায়াবী খড়্গেনানকদুন্দুভেঃ ।
উৎকৃত্য শির আদায় খস্থং সৌভং সমাবিশৎ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—মায়াবী (মায়ানিপুণঃ শাল্বঃ) এবং নির্ভর্ৎস্য (শ্রীকৃষ্ণং ভর্ৎসয়িত্বা) খড়্গেন আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) শিরঃ (মস্তকম্) উৎকৃত্য (ছিত্বা) আদায় (তদ্‌গৃহীত্বা চ) খস্থং (আকাশস্থং) সৌভং সমাবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—মায়াবী শাল্ব এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া খড়্গ দ্বারা বসুদেবের মস্তক ছেদনপূর্ব্বক তাহা হস্তে লইয়া আকাশস্থ সৌভমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২৭ ॥

ততো মুহূর্ত্তং প্রকৃতাবুপপ্লুতঃ
স্ববোধ আস্তে স্বজনানুষঙ্গতঃ ।
মহানুভাবস্তদবুধ্যদাসুরীং
মায়াং স শাল্বপ্রসৃতাং ময়োদিতাম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) স্ববোধঃ (স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানবানপি) মহানুভাবঃ (মহাপ্রভাবঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বজনানুসঙ্গতঃ (স্বজনস্নেহাৎ) মুহূর্ত্তং (মুহূর্ত্তকালং) প্রকৃতৌ (মনুষ্যস্বভাবে) উপপ্লুতঃ (নিমগ্নঃ) আস্তে (অতিষ্ঠৎ ততঃ) তৎ (সর্ব্বং) ময়োদিতাং (ময়েন উদিতাং প্রকটিতাং) শাল্বপ্রসৃতাং (শাল্বেন প্রসারিতাম্) আসুরীং মায়াং অবুধ্যৎ (মায়েয়মিতিজ্ঞাতবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ— মহাপ্রভাব শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানযুক্ত হইলেও স্বজনস্নেহবশতঃ ক্ষণকাল মনুষ্যোচিত মোহমগ্নের ন্যায় হইয়া অনন্তর তৎসমুদয় ময়দানবের আবিষ্কৃতা এবং শাল্ব-কর্ত্তৃক প্রসারিতা মায়া বলিয়া অবগত হইলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রকৃতৌ মানুষস্বভাবে উপপ্লুতঃ ব্যাপ্তঃ। সুষ্ঠু অবোধঃ সন্নাস্তে স্ম তদনন্তরন্তু স মহানুভাবঃ তৎসর্ব্বমাসুরীং মায়াং শাল্বেন প্রসৃতাং প্রযুক্তাং ময়াৎ উদিতাং অবুধ্যত ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকৃতিতে অর্থাৎ মানুষস্বভাবে ব্যাপ্ত সম্পূর্ণরূপে অবোধ হইয়াছিল। তাহার পর কিন্তু সে মহা অনুভাব সেই সকল আসুরীমায়া শাল্ব কর্ত্তৃক প্রযুক্ত ময় হইতে জানিয়াছে ॥ ২৮ ॥

ন তত্র দূতং ন পিতুঃ কলেবরং
প্রবুদ্ধ আজৌ সমপশ্যদচ্যুতঃ ।
স্বাপ্নং যথা চাম্বরচারিণং রিপুং
সৌভস্থমালোক্য নিহন্তুমুদ্যতঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) প্রবুদ্ধঃ (ভাগবতজ্ঞানপ্রতিষ্ঠঃ সন্) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্র আজৌ (যুদ্ধক্ষেত্রে) স্বাপ্নং যথা (স্বপ্নপ্রপঞ্চং যথা প্রবুদ্ধঃ সন্ ন পশ্যতি তথা) দূতং ন সমপশ্যৎ (দৃষ্টবান্ তথা) পিতুঃ (বাসুদেবস্য) কলেবরং (দেহমপি) ন (সমপশ্যৎ ততঃ) সৌভস্থং (সৌভস্থিতম্) অম্বরচারিণম্ (আকাশচরং) রিপুং (শত্রুং শাল্বং) আলোক্য (দৃষ্ট্বা তং) নিহন্তুং উদ্যতঃ (অভূৎ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তখন স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তি যেরূপ জাগ্রতদশায় স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ দেখিতে পায় না, সেইরূপ স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যুদ্ধক্ষেত্রে

দূত বা পিতৃকলেবর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, পরন্তু সৌভস্থিত আকাশচারী শাল্বকে দর্শন করিয়া তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব ন তত্রেত্যাদি। স্বাপ্নং স্বপ্নপ্রপঞ্চং যথা ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব সেইখানে নাই, স্বাপ্নং অর্থাৎ স্বপ্নজগৎ যেমন ॥ ২৯ ॥

এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কেচনান্বিতাঃ।
যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যুত ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজর্ষে! কে চ (কেচন) নান্বিতাঃ (অনন্বিতাঃ পূর্ব্বপরানুসন্ধানরহিতাঃ) ঋষয়ঃ এবং বদন্তি (শ্রীকৃষ্ণমোহাদিকং বর্ণয়ন্তি) উত (কিন্তু) তে (ঋষয়ঃ) যৎ স্ববাচঃ (নিজবাক্যানি) বিরুধ্যেত (বিরুদ্ধ্যেরন্ তৎ) নূনং (নিশ্চিতং) ন স্মরন্তি (ন চিন্তয়ন্তি ; অয়মভিপ্রায়ঃ—ন তাবদ্‌রাজসূয়ার্থং রামেণ সহ গতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণমনুজ্ঞাপ্যেতি পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ আর্য্যমিশ্রাভিসঙ্গত ইত্যাদি তৈর্বর্ণিতং বিরুদ্ধবচনমত্র দৃশ্যতে ইতি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে রাজর্ষে, এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের মোহ প্রভৃতি অসম্ভাব্য বৃত্তান্তযুক্ত যে অংশটী বর্ণন করিলাম, তাহা পূর্ব্বপরানুসন্ধানরহিত কতিপয় ঋষির মত বলিয়া জানিবে। কিন্তু তাঁহাদের স্বীয় বাক্যের যে বিরোধ ঘটে, তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই চিন্তা করেন নাই। যেহেতু পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন, পরন্তু ইহাদিগের বর্ণিত অংশে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ দুর্ল্লক্ষণ দর্শনপূর্ব্বক দ্বারকায় আগমনকালে চিন্তা করিতেছেন, "আমি পূজনীয় বলদেবের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া আসায় শত্রুগণ নিশ্চয়ই এই অবসরে আমার পুরী বিনষ্ট করিতেছে।" সুতরাং পূর্ব্ব গ্রন্থে একাকী শ্রীকৃষ্ণের গমন বর্ণিত বলিয়া এই অংশে বলদেবের সহিত গমন প্রভৃতি যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিরুদ্ধরূপে প্রতীত বলিয়া অসত্যই বলিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—এবং পরমতমুপন্যাস্য তন্নিরাকরোতি,—এবমিতি। কে চ কেচন নান্বিতাঃ পূর্ব্বপরানুসন্ধানরহিতাঃ। তদেবাহ—যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত বিরুধ্যেরন্নিতি তন্নানুস্মরন্তীত্যর্থঃ। তথাহি ন তাবদ্রাজসূয়ার্থং রামেণ সহ গতঃ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণমনুজ্ঞাপ্যেতি পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ। ততশ্চার্য্যমিশ্রাভিসঙ্গত ইতি। তৈর্বর্ণিতং কৃষ্ণোক্তং কথং সঙ্গচ্ছতাং যদি বা কষ্টেন সঙ্গচ্ছতাং নাম তদা পুনরপি "কথং রামমসম্মত্তং জিত্বাজেয়ং সুরাসুরৈঃ" ইতি কৃষ্ণোক্তমুপপদ্যতামিতি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে পরমত স্থাপন করিয়া তাহা খণ্ডন করিতেছেন—কেহ কেহ পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান রহিত হইয়া, তাহাই বলিতেছেন—যে নিজবাক্যের বিরোধি কথা বলিয়াছে—তাহা অনুস্মরণ করিতেছে না। তাহাই রাজসূয় যজ্ঞের জন্য বলরামের সহিত গমন করেন নাই। কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণকে আদেশ দিয়া ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তৎপরে আর্য্যমিশ্রগণের সহিত, তাহাদিগ কর্ত্তৃক বর্ণিত কৃষ্ণের উক্ত কথা কিরূপে সঙ্গত হয়। যদিবা কষ্টের সহিত সঙ্গত হউক, তখন পুনঃরায় কিরূপে অসম্মত্ত বলরামকে জয় করিয়া সুর ও অসুরগণ কর্ত্তৃক অজেয় এই কৃষ্ণের উক্তি যুক্তিযুক্ত হয় ॥ ৩০ ॥

ক্ব শোকমোহৌ স্নেহো বা ভয়ং বা যেঽজ্ঞসম্ভবাঃ।
ক্ব চাখণ্ডিতবিজ্ঞান জ্ঞানৈশ্বর্য্যস্ত্বখণ্ডিতঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(শ্রীকৃষ্ণমোহাদিকমসম্ভাবিতঞ্চেত্যাহ—) যে (শোকমোহাদয়ঃ) অজ্ঞসম্ভবাঃ (অজ্ঞেষু সম্ভবো যেষাং তে তাদৃশাঃ অজ্ঞজনোচিতা গুণা ইতি কথ্যন্তে তাদৃশৌ) শোকমোহৌ স্নেহঃ বা ভয়ং বা ক্ব (কুত্র বর্ত্তন্তে) অখণ্ডিতবিজ্ঞানজ্ঞানৈশ্বর্য্যঃ (অখণ্ডিতানি পূর্ণানি বিজ্ঞানজ্ঞানৈশ্বর্য্যানি যস্য সঃ তত্র বিজ্ঞানং স্বরূপবিষয়কং জ্ঞানং বাহ্যবিষয়কং) অখণ্ডিতঃ (পরিপূর্ণস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তু ক্ব (কুত্র বর্ত্ততে, অতঃ—দুর্নিমিত্তদর্শনকৃতং নূনং হন্যুঃ পুরীং মমেতি যদুক্তং ভয়ং তথা বসুদেবশিরশ্ছেদ-দর্শনেন পিতৃস্নেহঃ শোকো মোহশ্চেত্যাদীনি সর্ব্বান্যেবাসম্ভাব্যানীত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞজনোচিত শোক, মোহ, ভয় প্রভৃতি গুণই বা কোথায় এবং অখণ্ডজ্ঞানবিজ্ঞানৈশ্বর্য্যশালী পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ শাল্বমায়য়া মোহ এব তাবৎ কৃষ্ণস্য ন সম্ভবেৎ। কুতস্তদ্ধেতুকৌ বসুদেববিষয়ক-স্নেহশোকৌ সম্ভবেতাং তথা শাল্বাদ্ভয়মেব তস্য ন সম্ভবেৎ কুতস্তদ্ধেতুকং শার্ঙ্গপতনং চেত্যাহ,—ক্ব শোকেতি। শোকাদয়ো দ্বিবিধাঃ অজ্ঞসম্ভবা বিজ্ঞ-সম্ভবাশ্চ। তত্র অজ্ঞে অসর্ব্বজ্ঞজনে অবিদ্যাধীনজনে সম্ভবন্তি যে তে বা ক্ব অখণ্ডিতানি বিজ্ঞানাদীনি যস্য স পরমেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ ক্বেতি তস্মাদ্বিজ্ঞে মায়াতীত-লোকে সম্ভবন্তি যে তে চিন্ময়াঃ শোকাদয়ো ভগবদ্ভক্তে ভগবতি চ নিখিলরসামৃতময়স্বরূপে রসাঙ্গভূতসঞ্চারি-নামানঃ সন্ত্যেব। তে চ দামোদরলীলা গোপীপূর্ব্বরাগ-রাসাদিলীলা সুব্যক্তা এব দ্রষ্টব্যাঃ। অত্র ভয়ং বেতি ভয়ং পলায়নহেতুভূতভয়ভিন্নং জ্ঞেয়ম্। অরিভয়াৎ পলায়নমিত্যুদ্ধবোক্তেঃ। তত্তন্ন বাস্তবং চেৎ স্যাত্তদ্বিদাং বুদ্ধিভ্রমস্তদা ন স্যাদিতি ভাগবতামৃতোক্তেশ্চ। ইমাম-গৃভ্ণন্‌রসনাহমৃতস্যেতি সামান্যে অশ্বাভিধানীমাদত্ত ইতিবৎ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরো, শাল্ব-মায়াদ্বারা কৃষ্ণের মোহই সম্ভব হয় না। কিরূপে ঐ মোহদ্বারা বসুদেব বিষয়ক স্নেহ ও শোক সম্ভব হয়, সেইরূপ শাল্ব হইতে কৃষ্ণের ভয়ই সম্ভব হয় না। কিরূপে সেই কারণে কৃষ্ণের হাত হইতে শার্ঙ্গধনুক পতিত হয়। ইহাই বলিতেছেন—কোথায় শোক ইত্যাদি। শোকাদি দ্বিবিধ—অজ্ঞ জাত ও বিজ্ঞজাত। তারমধ্যে অজ্ঞে অর্থাৎ অসর্ব্বজ্ঞজনে অবিদ্যাধীন জনে সম্ভব হয় যে সকল তাহাই বা কোথায়, অতএব বিজ্ঞে মায়াতীত লোকে সম্ভব হয় যে সেই সকল চিন্ময় শোকাদি ভগবদ্ভক্তে ও ভগবানে নিখিলরসামৃতময় স্বরূপে রসের অঙ্গস্বরূপ সঞ্চারীভাব সমূহ আছেই। সেইগুলিও দামোদর লীলাতে গোপীগণের পূর্ব্বরাগ ও রাসাদি লীলাতে সুপ্রকাশই দেখিবেন। এস্থলে ভয় বা ভয়ে পলায়ণ হেতুরূপ ভয় ভিন্ন জানিবে। শত্রুভয়ে পলায়ন ইহা শ্রীউদ্ধবের বাক্যে তাহা তাহা বাস্তব যদি হয়, সেই বিষয়ে অভিজ্ঞগণের বুদ্ধিভ্রম তখন হয় ইহা ভাগবতামৃতে উক্তি আছে। বেদে যেমন বলা হইয়াছে—অশ্বমেধ যজ্ঞে বলি দেওয়া অশ্বের এক এক অঙ্গে যজমান সপত্নীক হস্ত স্পর্শ করিবে সেইরূপ ॥ ৩১ ॥

যৎপাদসেবোর্জ্জিতয়াত্মবিদ্যয়া
হিন্বন্ত্যনাদ্যাত্মবিপর্য্যয়গ্রহম্।
লভন্ত আত্মীয়মনন্তমৈশ্বরং
কুতো নু মোহঃ পরমস্য সদ্‌গতেঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ সাধবঃ) যৎপাদসেবোর্জ্জিতয়া (যস্য পাদসেবয়া উর্জ্জিতা পুষ্কলা তয়া) আত্মবিদ্যয়া (আত্মজ্ঞানেন) অনাদ্যাত্মবিপর্য্যয়গ্রহং (অনাদিশ্চ অসৌ আত্মবিপর্য্যয়গ্রহশ্চ অহং কৃশঃ সুখী দুঃখীত্যাদি-লক্ষণস্তং) হিন্বন্তি (নাশয়ন্তি অপি চ) আত্মীয়ম্ অনন্তম্ ঐশ্বরং (পদঞ্চ) লভন্তে (তস্য) সদ্‌গতেঃ (সতাং গতেঃ) পরমস্য (পরমাত্মনঃ) কুতঃ নু (কস্মাৎ খলু) মোহঃ (সম্ভবেৎ, কুতোঽপি নত্যর্থঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ সজ্জনগণ যাঁহার পাদপদ্ম-সেবন-সংবর্দ্ধিত আত্মজ্ঞানদ্বারা অনাদিকালানুবর্ত্তিণী আত্মবিপর্য্যয়বুদ্ধির বিনাশপূর্ব্বক ভগবদ্দাস্যরূপ অক্ষয় স্বরূপ লাভ করেন, সেই সজ্জন-শরণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মোহ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—শাল্বমায়য়া মোহাসম্ভবে কৈমুত্য-মাহ,—যৎপাদসেবয়া উর্জ্জিতা পুষ্টা যা আত্মবিদ্যা তয়া অনাদিশ্চাসাবাত্মবিপর্য্যয়গ্রহশ্চ অহং কৃশঃ সুখী-দুঃখীত্যাদিলক্ষণঃ। তং হিন্বন্তি দূরীকুর্ব্বন্তি সন্তঃ ঐশ্বরং পদং ন লভন্তে। তস্য সতাং গতেঃ পরমে-শ্বরস্য শাল্বস্য নরস্য মায়য়া কুতো মোহোঽজ্ঞানং তস্মান্ন তদ্বাক্যং সত্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শাল্ব মায়াদ্বারা কৃষ্ণের মোহ অসম্ভব ইহা কৈমুতিক ন্যায়ে বলিতেছেন—যাঁহার চরণসেবাদ্বারা পুষ্ট যে আত্মবিদ্যা, তাহা দ্বারা অনাদি আত্মবিপর্য্যায় গ্রহ, আমি কৃশ সুখী দুঃখী ইত্যাদি রূপ, তাহাকে দূর করে, নিত্য ঈশ্বর পদ লাভ করে না। সেই সাধুগণের গতি পরমেশ্বরের শাল্ব বা নরকাসুর কৃত মায়াদ্বারা কিরূপে মোহ ও অজ্ঞান হয় অতএব ঐসকল বাক্য সত্য নহে ॥ ৩২ ॥

তং শস্ত্রপূগৈঃ প্রহরন্তমোজসা
শাল্বং শরৈঃ শৌরিরমোঘবিক্রমঃ।
বিদ্ধাচ্ছিনদ্বর্ম্ম ধনুঃ শিরোমণিং
সৌভঞ্চ শত্রোর্গদয়া রুরোজ হ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(কিং তর্হি সত্যমিত্যাহ —) অমোঘবিক্রমঃ (অব্যর্থবীর্য্যঃ) শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শরৈঃ (বাণৈঃ) ওজসা (বলেন) শস্ত্রপূগৈঃ (শস্ত্রসমূহৈঃ) প্রহরন্তং (নিজসৈন্যং পীড়য়ন্তং) তং শাল্বং বিদ্ধা (আহত্য তস্য) বর্ম্ম (কবচং) ধনুঃ শিরোমণিং (শিরোরত্নঞ্চ) অচ্ছিনৎ (ছেদিতবান্) শত্রোঃ (শাল্বস্য) সৌভং চ গদয়া (গদাঘাতেন) রুরোজ হ (বভঞ্জ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—বস্তুতঃ তৎকালে শাল্ব শস্ত্ররাশি দ্বারা সবলে যাদবসৈন্যগণকে উৎপীড়িত করিতে থাকিলে অমোঘবীর্য্য শ্রীকৃষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা শাল্বকে বিদ্ধ করিয়া বর্ম্ম, ধনুঃ ও শিরোমণি ছেদনপূর্ব্বক গদাঘাতে সৌভ ভগ্ন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং পরমতং দূষয়িত্বা প্রকৃতমনুসরতি,—তমিতি। রুরোজ বভঞ্জ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে পরমত দূষণ করিয়া প্রকৃত কথার অনুসরণ করিতেছেন—শাল্বের বক্ষদেশ ভগ্ন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

তৎ কৃষ্ণহস্তেরিতয়া বিচূর্ণিতং
পপাত তোয়ে গদয়া সহস্রধা।
বিসৃজ্য তদ্ভূতলমাস্থিতো গদা-
মুদ্যম্য শাল্বোঽচ্যুতমভ্যগাদ্দ্রুতম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণহস্তেরিতয়া (কৃষ্ণহস্তনিক্ষিপ্তয়া) গদয়া তৎ (সৌভং) সহস্রধা (বহুশঃ) বিচূর্ণিতং (বিখণ্ডিতং সৎ) তোয়ে (সমুদ্রজলে) পপাত (পতিতং বভূব, তদানীং) শাল্বঃ তৎ (সৌভং) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) ভূতলম্ আস্থিতঃ (সন্) গদাং উদ্যম্য (উদ্যতাং কৃত্বা) দ্রুতম্ অচ্যুতম্ অভ্যগাৎ (শ্রীকৃষ্ণাভিমুখং ধাবিতো বভূব) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণহস্তনিক্ষিপ্ত গদাঘাতে উক্ত সৌভ সহস্রভাগে বিচূর্ণিত হইয়া সমুদ্রজলে পতিত হইলে শাল্ব সৌভ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিতল আশ্রয় করিয়া গদাহস্তে শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ সৌভম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সৌভ বিমানকে ॥৩৪॥

আধাবতঃ সগদং তস্য বাহুং
ভল্লেন ছিত্ত্বাথ রথাঙ্গমদ্ভুতম্।
বধায় শাল্বস্য লয়ার্কসন্নিভং
বিভ্রদ্বভৌ সার্ক ইবোদয়াচলঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ শ্রীকৃষ্ণঃ) আধাবতঃ (অভিমুখং দ্রুতং আগচ্ছতঃ) তস্য (শাল্বস্য) সগদং (গদয়া সহিতং) বাহুং ভল্লেন (ভল্লাস্ত্রেণ) ছিত্ত্বা (দ্বিখণ্ডীকৃত্য) অথ (অনন্তরং) শাল্বস্য বধায় লয়ার্কসন্নিভং (প্রলয়কালীনসূর্য্যসদৃশম্) অদ্ভুতং (বিচিত্রং) রথাঙ্গং (সুদর্শনচক্রং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) সার্কঃ (সূর্য্যসহিতঃ) উদয়াচলঃ (উদয়পর্ব্বতঃ) ইব বভৌ (ররাজ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—তখন শ্রীকৃষ্ণ ভল্লাস্ত্র দ্বারা তদভিমুখে দ্রুতসমাগত শাল্বের গদাসহিত হস্ত ছেদনপূর্ব্বক তাহার সংহারার্থ প্রলয়সূর্য্যসঙ্কাশ অদ্ভুত সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া শিখরদেশে ভাস্করসমন্বিত উদয়পর্ব্বতসদৃশ বিরাজিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

জহার তেনৈব শিরঃ সকুণ্ডলং
কিরীটযুক্তং পুরুমায়িনো হরিঃ।
বজ্রেণ বৃত্রস্য যথা পুরন্দরো
বভূব হাহেতি বচস্তদা নৃণাম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) পুরন্দরঃ (ইন্দ্রঃ) যথা বজ্রেণ বৃত্রস্য (বৃত্রাসুরস্য শিরো জহার তথা) হরিঃ তেন এব (সুদর্শনেনৈব) পুরুমায়িনঃ (অতিমায়িন স্তস্য শাল্বস্য) কিরীটযুক্তং (সকুণ্ডলযুক্তঞ্চ) শিরঃ (মস্তকং) জহার (চিচ্ছেদ) তদা (তৎকালে) নৃণাং (শাল্বপক্ষীয়জনানাং) হাহা ইতি (খেদসূচকং) বচঃ (বাক্যং) বভূব [অভূৎ (জাতম্)] ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ইন্দ্র যেরূপ বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ সুদর্শনাঘাতে মায়ানিপুণ শাল্বের কিরীটকুণ্ডলযুক্ত মস্তক ছেদন করিলেন। তখন তদীয় জনগণের মধ্যে হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

তস্মিন্ নিপতিতে পাপে সৌভে চ গদয়া হতে।
নেদুর্দুন্দুভয়ো রাজন্ দিবি দেবগণেরিতাঃ।
সখীনামপচিতিং কুর্ব্বন্ দন্তবক্রো রুষাভ্যগাৎ ॥৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে সৌভবধো নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! তস্মিন্ পাপে (পাপাচারে শাল্বে) নিপতিতে (বিনাশিতে সতি তথা) সৌভে চ গদয়া হতে (বিনষ্টে সতি) দিবি (স্বর্গে) দেবগণেরিতাঃ (দেবগণৈঃ ঈরিতাঃ তাড়িতাঃ) দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ (নিনাদিতা বভূবুঃ, ততঃ) দন্তবক্রঃ সখীনাং (শাল্বাদিমৃতবন্ধূনাম্) অপচিতিং কুর্ব্বন্ (বৈরনির্য্যাতনরূপাম্) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াং কর্ত্তুমিচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) রুষা (ক্রোধেন) অভ্যগাৎ (শ্রীকৃষ্ণাভিমুখং অগচ্ছৎ) ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে রাজন্, এইরূপে দুরাচার শাল্ব নিহত এবং গদাঘাতে তদীয় সৌভ বিনষ্ট হইলে স্বর্গে দেবগণনাদিত দুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হইল এবং দন্তবক্র বৈরনির্য্যাতনদ্বারা শাল্বাদি মৃতবন্ধুগণের অন্ত্যেষ্টিকৃত্য সম্পাদনে ইচ্ছুক হইয়া রোষে শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—সখীনাং শিশুপালাদীনামচিতিং বৈরনির্য্যাতনেনান্ত্যেষ্টিং কুর্ব্বন্ কর্ত্তুম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শাল্বের সখা শিশুপাল আদির অপচিতি অর্থাৎ বৈরনির্য্যাতন দ্বারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার জন্য ॥ ৩৭ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় দশমের সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ ১০।৭৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

শিশুপালস্য শাল্বস্য পৌণ্ড্রকস্যাপি দুর্ম্মতিঃ।
পরলোকগতানাঞ্চ কুর্ব্বন্ পারোক্ষ্যসৌহৃদম্ ॥ ১ ॥
একঃ পদাতিঃ সংক্রুদ্ধো গদাপাণিঃ প্রকম্পয়ন্।
পদ্ভ্যামিমাং মহারাজ মহাসত্ত্বো ব্যদৃশ্যত ॥ ২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে দন্তবক্র ও বিদুরথকে বিনাশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিজপুরীতে বিহার এবং বলদেব কর্ত্তৃক রোমহর্ষণ সূতের প্রাণবিনাশ বর্ণিত হইয়াছে।

শাল্ব-মিত্র দন্তবক্র বন্ধুর বিনাশহেতু বৈরনির্য্যাতনকামনায় গদাহস্তে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণও গদাহস্তে উহার সমক্ষে আগমন করিলেন। তখন দন্তবক্র বিবিধ কর্কশ বচনে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া গদাদ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিলে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত না হইয়া দন্তবক্রের বক্ষোদেশে গদাঘাত করিলেন, দন্তবক্র তাহাতে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

দন্তবক্রের শোকে আকুলচিত্ত তদীয় ভ্রাতা বিদূরথ অসিহস্তে শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রদ্বারা উহার মস্তক ছিন্ন করিলেন।

পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের যুদ্ধোপক্রম শ্রবণপূর্ব্বক স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীবলদেব তীর্থস্নানচ্ছলে দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং প্রভাসাদি বিবিধ তীর্থে স্নান করিয়া নৈমিষারণ্যে দীর্ঘসত্র দীক্ষিত মুনিগণের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তথায় মুনিগণ কর্ত্তৃক পূজিত এবং আসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্যাসদেবশিষ্য প্রতিলোমজাত রোমহর্ষণকে উচ্চাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। প্রত্যুত্থানাদি-ক্রিয়ায় বিরত, ঋষিগণ অপেক্ষা উচ্চাসনে উপবিষ্ট, দম, বিনয় ও জিতেন্দ্রিয়তাবর্জ্জিত বৃথা পণ্ডিতম্মন্য সূত রোমহর্ষণকে দেখিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন যে, সূতের অধীতবিদ্যা নটজনের অধীত-শাস্ত্রের ন্যায় কেবল জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্তই হইয়াছে ; সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি সাক্ষাৎ-পাপরত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধিক পাপানুষ্ঠানকারী— এই বিবেচনায় ধর্ম্মবর্ম্মা প্রভু বলদেব হস্তস্থিত কুশদ্বারা সূতের প্রাণ বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে মুনিগণ দুঃখিতচিত্তে বলদেবকে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহারা রোমহর্ষণ সূতকে তাঁহাদের যজ্ঞসমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মাসন ও উত্তম আয়ুঃ প্রদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীবলদেব মুনিগণের অভিপ্রায় অবগত না হইয়া ব্রহ্মবধ করিয়াছেন ; তিনি যদিও বৈদিক ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিয়মের বশীভূত নহেন, তথাপি ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিলে লোকশিক্ষা হইয়া থাকে। শ্রীবলদেব তখন প্রায়শ্চিত্তের মুখ্যকল্প নিয়ম জানিতে চাহিলে মুনিগণ বলদেবের অনুষ্ঠিত কার্য্য (সূতের বিনাশাদি) এবং তাঁহাদের (রোমহর্ষণের দীর্ঘায়ুঃ প্রভৃতি) বাক্যের সত্যতা— উভয়ই যাহাতে রক্ষিত হয়, তদনুরূপ কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। বলদেব প্রভু "আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে" এই বেদোক্ত নির্দ্দেশানুসারে রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবাকে পুরাণবক্তা এবং মুনিগণের ইচ্ছানুরূপ আয়ু ও ইন্দ্রিয়পটুতা প্রভৃতি প্রদান করিলেন।

শ্রীবলদেব প্রভু পুনর্ব্বার মুনিগণের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিবার অভিলাষ জানাইলে তাঁহারা তাঁহাদের পর্ব্বদিবসে মলমূত্রাদি নিক্ষেপকারী বল্বল নামক দানবকে বিনাশ করিতে বলিলেন এবং লোকশিক্ষার্থ ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ভারতবর্ষ-প্রদক্ষিণ, দ্বাদশমাসিক ব্রতানুষ্ঠান ও তীর্থস্নান করিতে অনুরোধ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) মহারাজ ! পরলোকগতানাং (মৃতানাং) শিশুপালস্য শাল্বস্য চ পৌণ্ড্রকস্য অপি (এতেষাং বন্ধূনামিত্যর্থঃ) পারোক্ষ্যসৌহৃদং (পরোক্ষে করণীয়ং সুহৃৎকৃত্যং) কুর্ব্বন্ (কর্ত্তুমিচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) একঃ (একাকী) পদাতিঃ (পদচারী) সংক্রুদ্ধঃ (অতিকুপিতঃ) গদাপাণিঃ (গদাহস্তঃ) পদ্ভ্যাং (পদদ্বয়বিক্ষেপেণেত্যর্থঃ) ইমাং (ভূমিং) প্রকম্পয়ন্ (চালয়ন্) মহাসত্ত্বঃ (মহাবলঃ) দুর্ম্মতিঃ (দুর্বুদ্ধিঃ স দন্তবক্রঃ) ব্যদৃশ্যত (রণক্ষেত্রে দৃষ্টো বভূব) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,— হে মহারাজ, তৎকালে মহাবল দুর্ম্মতি দন্তবক্র পরলোকগত বান্ধব শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রকের পরোক্ষে বান্ধবোচিত কৃত্যসম্পাদন-কামনায় একাকী গদাহস্তে পদব্রজে ক্রুদ্ধচিত্তে ভূমিতল কম্পিত করিয়া রণক্ষেত্রে দৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টযুক্সপ্ততিতমে দন্তবক্রবিদূরথৌ।
হরির্জঘান সূতস্তু বলীস্তীর্থং পরিভ্রমন্ ॥

সখীনামপচিতিং কুর্ব্বন্নিতি পূর্ব্বোক্তং বিবৃণোতি, —শিশুপালস্যেতি দ্বাভ্যাম্। শিশুপালাদীনাং পারোক্ষ্যে সতি সৌহৃদং সুহৃৎকৃত্যম্ ॥ ১-২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্র ও বিদূরথকে হত্যা করিলেন। বলদেব রোমহর্ষণসূতকে বধ করিয়া তীর্থ পরিভ্রমণ করিলেন ॥ ০ ॥

পূর্ব্বে যে বলিলেন— শাল্বের সখাগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার জন্য তাহাই বর্ণন করিতেছেন 'শিশুপালের' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা। শিশুপাল আদির অসাক্ষাতে হইলেও সুহৃদগণের কৃতকার্য্য ॥ ১-২ ॥

তং তথায়ান্তমালোক্য গদামাদায় সত্বরঃ।
অবপ্লুত্য রথাৎ কৃষ্ণঃ সিন্ধুং বেলেব প্রত্যধাৎ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণঃ তথা (তেন প্রকারেণ) আয়ান্তং (অভিমুখমাগচ্ছন্তং) তং (দন্তবক্রং) আলোক্য

(দৃষ্ট্বা) সত্বরঃ (ব্যগ্রঃ সন্) গদাং আদায় (গৃহীত্বা) রথাৎ অবপ্লুত্য (ভূমৌ অবতীর্য্য) বেলা (সিন্ধুকূলং) সিন্ধুং ইব (যথা সিন্ধুং প্রতিরুণদ্ধি তথা তং) প্রত্যধাৎ (প্রতিরুরোধ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রকে পূর্ব্বোক্ত-ক্রমে অভিমুখে সমাগত দর্শনপূর্ব্বক সত্বর গদাহস্তে উল্লম্ফনে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, তটভূমি যেরূপ অভিমুখাগত সিন্ধুতরঙ্গকে বাধা প্রদান করে, সেইরূপ তাহাকে প্রতিহত করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—অবপ্লুত্যেতি প্রতিযোদ্ধারং পদাতি-মালোক্যেতি ভাবঃ। বেলাতীরং প্রত্যধাৎ প্রতিরুরোধ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রতিযোদ্ধা পদাতিকে দেখিয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক বেলাভূমি তীরের দিকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ৩ ॥

গদামুদ্যম্য কারূষো মুকুন্দং প্রাহ দুর্ম্মদঃ।
দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা ভবানদ্য মম দৃষ্টিপথং গতঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—দুর্ম্মদঃ (দুরভিমানঃ) কারূষঃ (করূষ-দেশোদ্ভবো দন্তবক্রঃ) গদাং উদ্যম্য মুকুন্দং প্রাহ (উক্তবান্) অদ্য ভবান্ মম দৃষ্টিপথং (নয়নমার্গং) গতঃ (প্রাপ্ত ইত্যেতৎ) দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা (ভদ্রং ভদ্রম্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ— তখন দুরভিমান করূষদেশোদ্ভূত দন্ত-বক্র গদা উদ্যত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল,—হে শ্রীকৃষ্ণ, অদ্য তুমি যে আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছ, ইহা অতীব উত্তম হইয়াছে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কারূষঃ করূষদেশোদ্ভবঃ। মাতুলেয় ইতি দন্তবক্রমাতুঃ শ্রুতশ্রবায়াঃ বসুদেবভগিনীত্বাৎ। দুর্ম্মদ ইত্যাদের্ভারতীপক্ষে ব্যাখ্যা যথা—দুর্ম্মদো গত-মদঃ মুকুন্দং তৃতীয়ে জন্মনি মুক্তিদানার্থমাগতং প্রাহ, —অদ্য তৃতীয়ে জন্মনি ব্রহ্মশাপাবসানে ভগবান্মোক্ষ-দাতা প্রভুর্দৃষ্টিপথং গতঃ। এতদ্দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা ভদ্রং ভদ্রম্ অতিহর্ষে দ্বিত্বম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— কারূষ করূষ দেশজাত মাতুলেয় অর্থাৎ দন্তবক্রের মাতা শ্রুতশ্রবা বসুদেবের ভগ্নীহেতু দুর্ম্মদ ইত্যাদির। সরস্বতী পক্ষে ব্যাখ্যা —মদহীন মুকুন্দ তৃতীয় জন্মে মুক্তিদানের জন্য আগত কৃষ্ণকে বলিতেছে—অদ্য তৃতীয় জন্মে ব্রহ্ম-শাপের অবসানে ভগবান মোক্ষদাতা প্রভু দৃষ্টিপথে আসিলেন, ইহা ভাগ্যবশতঃ আমার 'মঙ্গল, মঙ্গল' অতি হর্ষে দ্বিরুক্তি ॥ ৪ ॥

ত্বং মাতুলেয়ো নঃ কৃষ্ণ মিত্রধ্রুঙ্ মাং জিঘাংসসি।
অতস্ত্বাং গদয়া মন্দ হনিষ্যে বজ্রকল্পয়া ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মন্দ ! (মূঢ় !) কৃষ্ণ ! ত্বং নঃ (অস্মাকং) মাতুলেয়ঃ (মাতুলপুত্রোঽপি) মিত্রধ্রুক্ (মিত্রঘাতী তথা) মাং (মামপি) জিঘাংসসি (হন্তু-মিচ্ছসি) অতঃ (অস্মাদ্ধেতোঃ) বজ্রকল্পয়া (বজ্র-তুল্যয়া) গদয়া ত্বাং হনিষ্যে (বিনাশয়িষ্যামি) ॥৫॥

অনুবাদ—হে মূঢ়, শ্রীকৃষ্ণ, তুমি আমাদের মাতুলপুত্র হইলেও মিত্রঘাতী এবং আমার হননে ইচ্ছুক বলিয়া বজ্রতুল্য গদার আঘাতে অদ্য তোমাকে বিনষ্ট করিব ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—নঃ প্রভুরপি ত্বং মাতুলেয়ঃ সম্প্রতি মাতুলপুত্রোঽভূঃ। তদপি মিত্রধ্রুক্ চাসাবহঞ্চেতি তং তদ্রূপমাতুলেয়দ্রোহিণং মাং জিঘাংসসি উচিতমেবৈত-দিতি ভাবঃ। অতঃ হে অমন্দ, গদয়া ত্বদীয়য়া কৌমোদক্যা মদ্বিঘাতিন্যা হেতুনাঃ ত্বাং হনিষ্যে প্রাপ্স্যামি। বজ্রকল্পয়া বজ্রতুল্যয়েতি কৃষ্ণগদয়া লোক-দৃষ্ট্যৈবোৎকর্ষো বিবক্ষিতঃ। বস্তুতস্তু মামল্পবত্ত্বং হন্তুং ত্বদ্‌গদা বজ্রবদেব স্বস্য বলং প্রকাশয়িষ্যতি নামত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি আমাদের প্রভু হইলেও এখন তুমি মাতুল পুত্র হইয়াছ, তাহাতে আবার মিত্র-দ্রোহী, তুমি তদ্রূপ মাতুলেয় দ্রোহী আমাকে হত্যা করিবে, উচিতই ইহা। অতএব হে অমন্দ ! তোমার গদা কৌমোদকী দ্বারা, আমার হত্যাকারিণী দ্বারা, তোমাকে বধ করিব পাইয়াছি, বজ্রতুল্য কৃষ্ণগদাদ্বারা লোকদৃষ্টিতে কৃষ্ণগদার উৎকর্ষ বলা হইল, বস্তুত আমি অল্প, আমাকে হত্যা করিতে তোমার গদা বজ্রতুল্যই, নিজের বল প্রকাশ করিবে তুমি ॥ ৫ ॥

তর্হ্যানৃণ্যমুপৈম্যজ্ঞ মিত্রাণাং মিত্রবৎসলঃ।
বন্ধুরূপমরিং হত্বা ব্যাধিং দেহচরং যথা॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) অজ্ঞ ! দেহচরং (শরীরস্থং) ব্যাধিং যথা (রোগমিব) বন্ধুরূপং (বান্ধবত্বেন জ্ঞাতং পরন্তু) অরিং (কার্য্যতঃ শত্রুং তাং) হত্বা (বিনাশ্য) তর্হি (তদানীমেব) মিত্রবৎসলঃ (মিত্রস্নেহযুক্তঃ অহং) মিত্রাণাং (নিহতবান্ধবানাং) আনৃণ্যম্ উপৈমি (ঋণমুক্তো ভবামি)॥ ৬॥

অনুবাদ—হে অজ্ঞ, মিত্রবৎসল আমি শরীরস্থ ব্যাধির ন্যায়, বন্ধুরূপে পরিচিত এবং কার্য্যতঃ শত্রুতাসাধক তোমাকে নিহত করিয়া তৎক্ষণাৎ পর-লোকগত বান্ধবগণের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিব ॥ ৬॥

বিশ্বনাথ---কিঞ্চ ত্বদনুভাবী ত্বাং প্রাপ্তো জনঃ স্ববন্ধূনপ্যুদ্ধরতীত্যাহ,—তর্হীতি। ন বিদ্যতে জ্ঞো যস্মাৎ হে সর্ব্বজ্ঞ, মিত্রবৎসলোহহং তর্হ্যেব মিত্রাণা-মানৃণ্যং উপৈমি তেষামপ্যুদ্ধারণাদিতিভাবঃ। অরিং লোকপ্রতীত্যা শত্রুমপি ত্বাং বন্ধুরূপং বস্তুতো বন্ধু-স্বরূপং হত্বা জ্ঞাত্বা যথা যথাবদেব বিশেষেণ আধীয়তে মনসি চিন্ত্যত ইতি ব্যাধিস্তং পরমধ্যেয়মিত্যর্থঃ। বিগত আধির্যস্মাত্তমিতি বা। দেহে চরতীতি তমন্ত-র্য্যামিণম্ ॥ ৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরো বলি তোমার অনুভাবী তোমাকে পাইয়াছি, সাধারণ জনগণ নিজবন্ধুগণকেও উদ্ধার করে ইহাই বলিতেছে—যাহা হইতে আর কেহ অধিক বিজ্ঞ নাই। হে সর্ব্বজ্ঞ ! মিত্রবৎসল আমি সেই কারণেই মিত্রগণের ঋণ শোধ করিব, তাহাদেরও উদ্ধারহেতু। লোকপ্রতীতিতে শত্রু হইলেও তোমাকে বস্তুত বন্ধু স্বরূপে হত্যা করিয়া জানিয়া, যেমন যেমন বিশেষণ দ্বারা মনে চিন্তা হইতেছে, ইহা ব্যাধি, সেই পরম ধ্যানের বস্তুকে। অথবা বিগত হইয়াছে মনো ব্যথা যাহা হইতে। দেহে অবস্থান করেন যিনি সেই অন্তর্য্যামীকে ॥ ৬॥

এবং রুক্ষৈস্তুদন্ বাক্যৈঃ কৃষ্ণং তোত্রৈরিব দ্বিপম্।
গদয়াতাড়য়ন্মূর্দ্ধ্নি সিংহবদ্ব্যনদচ্চ সঃ॥ ৭॥

অন্বয়ঃ—সঃ (দন্তবক্রঃ) এবং (অনেন ক্রমেণ) রুক্ষৈঃ (পরুষৈঃ) বাক্যৈঃ কৃষ্ণং তুদন্ (ব্যথয়ন্) তোত্রৈঃ (অঙ্কুশৈঃ) দ্বিপং (হস্তিনং) ইব গদয়া মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে তং শ্রীকৃষ্ণং) অতাড়য়ৎ (প্রহারয়া-মাস তথা) সিংহবৎ ব্যনদৎ চ (সিংহনাদঞ্চাকরোৎ) ॥ ৭॥

অনুবাদ—দন্তবক্র এইরূপে কর্কশবচনে শ্রীকৃষ্ণকে ব্যথিত করিয়া অঙ্কুশদ্বারা হস্তীর মস্তকে আঘাত করার ন্যায় গদাদ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাতপূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়াছিল ॥ ৭॥

বিশ্বনাথ—রূক্ষৈর্বাক্যৈর্বিশিষ্টস্তুদন পীড়য়িতুং রক্ষৈরিত্যাদিকং প্রথমার্থানুগতমুপন্যস্তং তোত্রৈরঙ্কুশৈঃ ॥ ৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রুক্ষ বাক্যসমূহদ্বারা বিশেষ পীড়াদানের জন্য, প্রথম অর্থের অনুগত রুক্ষ অঙ্কুশ-সমূহের দ্বারা ॥ ৭॥

গদয়াভিহতোহপ্যাজৌ ন চচাল যদূদ্বহঃ।
কৃষ্ণোহপি তমহন্ গুর্ব্ব্যা কৌমোদক্যা স্তনান্তরে ॥৮

অন্বয়ঃ—যদূদ্বহঃ (যদুকুলোদ্ধারণো ভগবান্) গদয়া অভিহতঃ (প্রহৃতঃ) অপি আজৌ (যুদ্ধে) ন চচাল (ন বিচলিতো বভূব ততঃ) কৃষ্ণঃ অপি গুর্ব্যা (মহত্যা) কৌমুদক্যা (তদাখ্যয়া নিজগদয়া) স্তনান্তরে (বক্ষসি) তং (দন্তবক্রং) অহন্ (তাড়য়ামাস) ॥ ৮॥

অনুবাদ—যদুকুলোদ্ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত গদাদ্বারা আহত হইয়াও যুদ্ধে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া কৌমুদকী নাম্নী মহতী গদাদ্বারা দন্তবক্রের বক্ষোদেশে আঘাত করিলেন ॥ ৮॥

গদানির্ভিন্নহৃদয় উদ্বমন্ রুধিরং মুখাৎ।
প্রসার্য্য কেশবাহ্বঙ্ঘ্রীন্ ধরণ্যাং ন্যপতদ্ব্যসুঃ॥ ৯॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) গদানির্ভিন্নহৃদয়ঃ (গদয়া নির্ভিন্নং বিদারিতং হৃদয়ং যস্য সঃ) মুখাৎ রুধিরং (রক্তং) উদ্বমন্ কেশবাহ্বঙ্ঘ্রীন্ (কেশভুজ-পাদান্) প্রসার্য্য (বিক্ষিপ্য) ব্যসুঃ (বিগতপ্রাণঃ স দন্তবক্রঃ) ধরণ্যাং ন্যপতৎ (ভূমৌ পপাতঃ)॥ ৯॥

অনুবাদ—তখন দন্তবক্র গদাঘাতে বিদারিত-

হৃদয় হওয়ায় মুখ হইতে রক্তবমন করিতে করিতে কেশ, বাহু, এবং পদদ্বয় বিক্ষেপপূর্ব্বক প্রাণহীন অবস্থায় ভূপতিত হইল ॥ ৯ ॥

ততঃ সূক্ষ্মতরং জ্যোতিঃ কৃষ্ণমাবিশদদ্ভুতম্ ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং যথা চৈদ্যবধে নৃপ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! ততঃ (অনন্তরং) চৈদ্যবধে যথা (শিশুপালবধে যথা তদ্‌দেহনির্গতং জ্যোতিঃ কৃষ্ণং বিবেশ তথা দন্তবক্রদেহনির্গতং) সূক্ষ্মতরং অদ্ভুতং (বিচিত্রং) জ্যোতিঃ (তেজঃ) সর্ব্বভূতানাং পশ্যতাং (সর্ব্বভূতেষু পশ্যৎসু সৎসু) কৃষ্ণং আবিশৎ (প্রবিবেশ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, অনন্তর শিশুপালবধের ন্যায় দন্তবক্রের বধেও তাহার দেহ হইতে সূক্ষ্মতর বিচিত্র তেজঃ নির্গত হইয়া সর্ব্বভূতের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১০ ॥

বিদূরথস্তু তদ্‌ভ্রাতা ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতঃ ।
আগচ্ছদসিচর্ম্মভ্যামুচ্ছ্বসংস্তজ্জিঘাংসয়া ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতঃ (ভ্রাতৃ শোকাকুলঃ) তদ্‌ভ্রাতা (দন্তবক্রস্য ভ্রাতা) বিদূরথঃ তু উচ্ছ্বসন্ (উচ্চৈঃ শ্বসন্) তজ্জিঘাংসয়া (তং শ্রীকৃষ্ণং হন্তুমিচ্ছয়া) অসিচর্ম্মভ্যাং (উপলক্ষিতঃ সন্) আগচ্ছৎ (অভিমুখমাগতঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তখন দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদূরথ ভ্রাতৃশোকাকুলচিত্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে শ্রীকৃষ্ণের বধার্থ অসিচর্ম্মহস্তে তদভিমুখে উপস্থিত হইল ॥ ১১ ॥

তস্য চাপততঃ কৃষ্ণশ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা ।
শিরো জহার রাজেন্দ্র সকিরীটং সকুণ্ডলম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র ! কৃষ্ণঃ ক্ষুরনেমিনা (ক্ষুরবত্তীক্ষ্ণপ্রান্তেন) চক্রেণ (সুদর্শনেন) আপততঃ (অভিমুখমাগচ্ছতঃ) তস্য (বিদূরথস্য) সকিরীটং (কিরীটযুক্তং) সকুণ্ডলং (কুণ্ডলযুক্তঞ্চ) শিরঃ (মস্তকং) জহার চ (চিচ্ছেদ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরতুল্য তীক্ষ্ণধার সুদর্শন দ্বারা অভিমুখে সমাগত বিদূরথের কিরীটকুণ্ডলযুক্ত মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন ॥১২॥

এবং সৌভঞ্চ শাল্বঞ্চ দন্তবক্রং সহানুজম্ ।
হত্বা দুর্ব্বিষহানন্যৈরীড়িতঃ সুরমানবৈঃ ॥ ১৩ ॥
মুনিভিঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈর্বিদ্যাধরমহোরগৈঃ ।
অপ্সরোভিঃ পিতৃগণৈর্যক্ষৈঃ কিন্নরচারণৈঃ ॥১৪॥
উপগীয়মানবিজয়ঃ কুসুমৈরভিবর্ষিতঃ ।
বৃতশ্চ বৃষ্ণিপ্রবরৈর্বিবেশালঙ্কৃতাং পুরীম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং (প্রকারেণ) সৌভং চ শাল্বং চ সহানুজং (অনুজেন বিদূরথেন সহিতং) দন্তবক্রং (চ এতান্) অন্যৈঃ (ইতরজনৈঃ) দুর্ব্বিষহান্ (অসহনীয়ান্ শত্রূন্) হত্বা (বিনাশ্য) সুরমানবৈঃ (সুরৈর্মানবৈশ্চ) ঈড়িতঃ (স্তুতঃ) মুনিভিঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈঃ (সিদ্ধৈর্গন্ধর্ব্বৈশ্চ) বিদ্যাধরমহোরগৈঃ (বিদ্যাধরৈঃ মহোরগৈর্মহানাগৈশ্চ) অপ্সরোভিঃ পিতৃগণৈঃ যক্ষৈঃ কিন্নরচারণৈঃ (কিন্নরৈঃ চারণৈশ্চ) উপগীয়মানবিজয়ঃ (উপগীয়মানঃ সমীপতো গীয়মানো বিজয়ো বিজয়চরিতং যস্য স তথাভূতঃ, কিঞ্চ) কুসুমৈঃ (তৈরেব বিক্ষিপ্তৈঃ পুষ্পৈঃ) অভিবর্ষিতঃ (আকীর্ণঃ, তথা) বৃষ্ণিপ্রবরৈঃ (যাদবশ্রেষ্ঠৈঃ) বৃতঃ চ (পরিবেষ্টিতশ্চ সন্) অলঙ্কৃতাং (সুসজ্জিতাং) পুরীং (দ্বারকাং) বিবেশ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ১৩-১৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সৌভ, শাল্ব, দন্তবক্র, বিদূরথ প্রভৃতি অপরজনদুঃসহ শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়া যাদবপ্রবরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুসজ্জিত দ্বারকাপুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে দেব ও মানবগণ তাঁহার স্তুতি এবং মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহানাগ, অপ্সরা, পিতৃ, যক্ষ, কিন্নর ও চারণগণ পুষ্পবর্ষণ সহকারে তাঁহার বিজয়গান করিতেছিলেন ॥ ১৩-১৫ ॥

এবং যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো ভগবান্ জগদীশ্বরঃ ।
ঈয়তে পশুদৃষ্টীনাং নির্জ্জিতো জয়তীতি সঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—সঃ যোগেশ্বরঃ (মহাযোগী) জগদীশ্বরঃ

ভগবান্ কৃষ্ণঃ এবং (অনেন প্রকারেণ মহাবলান্ অপি লীলয়া) জয়তি (পরাজয়তে এব) ইতি (অতঃ) পশুদৃষ্টীনাং (ইতরদৃষ্টীনাং চর্ম্মচক্ষুষাং মূঢ়ানাং সমীপে এব) নির্জ্জিতঃ (জরাসন্ধাদিভিঃ কদাচিৎ পরাজিত ইতি) ঈয়তে (প্রতীয়তে) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মহাযোগী জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সর্ব্বদাই মহাবল শত্রুগণকে পরাজিত করিতেছেন, কেবলমাত্র চর্ম্মচক্ষুঃসম্পন্ন মূঢ়গণের দৃষ্টিতেই তিনি জরাসন্ধাদি কর্ত্তৃক কদাচিৎ পরাজিত-রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—পশুদৃষ্টয়ো বহির্ম্মুখা দুর্য্যোধনাদয়স্তু তদপি ন চমৎকারং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ—পশুদৃষ্টীনাং পশুদৃষ্টিভিস্তু জনৈরয়ং মথুরাত্যাজনপূর্ব্বক জরাসন্ধাদিনির্জ্জিত এব দ্বিত্রান্ বারান্ জয়তীতি ঈয়তে প্রতীয়তে। অত্র দন্তবক্রবধপ্রসঙ্গে পাদ্মোত্তরখণ্ডে বিশেষো দৃশ্যতে,—তথাহি তদীয়গদ্যানি "অথ শিশুপালং নিহতং শ্রুত্বা দন্তবক্রঃ কৃষ্ণেন সহ যোদ্ধুং মথুরামাজগাম্।

কৃষ্ণস্তু তচ্ছ্রুত্বা রথমারুহ্য মথুরামাযযৌ। তয়োর্দন্তবক্র-বাসুদেবয়োরহোরাত্রং মথুরাদ্বারি সংগ্রামঃ সমবর্ত্তত। কৃষ্ণস্তু গদয়া তং জঘান। স তু চূর্ণিতসর্ব্বাঙ্গো বজ্রনির্ভিন্নো মহীধর ইব গতাসুরবনিতলে নিপপাত। সোহপি হরেঃ সারূপ্যেণ যোগিগম্যং নিত্যানন্দসুখদং শাশ্বতং পরমং পদমবাপ। ইত্থং জয়-বিজয়ৌ সনকাদিশাপব্যাজেন কেবলং ভগবতো লীলার্থং সংসৃতাবতীর্য্য জন্মত্রয়েহপি তেনৈব নিহতৌ জন্মত্রয়াবসানে মুক্তিমবাপ্তৌ" ইতি।

কৃষ্ণস্তু তচ্ছ্রুত্বেতি মনোজবস্য নারদস্যৈব মুখাৎ অতএব শাল্ববধানন্তরং দ্বারকামপ্রবিশ্যৈব মনোজবেন রথেন তৎক্ষণ এব মথুরান্তিকে তং দদর্শ, অতএবাদ্যাপি মথুরায়া দ্বারকাদিগ্দ্বারি দন্তবক্রহেতি সংস্কৃতানুগতলোকভাষয়া 'দতিহা' ইতি নাম্না খ্যাতো বজ্রেণ বাসিতো গ্রামো বর্ত্ততে। তত্র পাদ্মে তদনন্তরমপি গদ্যং পদ্যঞ্চ যথা—"কৃষ্ণোহপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুসেকমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান সন্তর্পয়ামাস। "কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমার্চ্চিতে। গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ॥ রম্যকেলিসুখেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ। বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাস হ॥" "অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্রদারাদিসহিতা বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠলোকমবাপুঃ। কৃষ্ণস্তু নন্দগোপব্রজৌকসাং সর্ব্বেষাং নিরাময়ং স্বপদং দত্ত্বা দিবি দেবগণৈঃ সংস্তূয়মানো দ্বারবতীং বিবেশ" ইতি।

অত্র ভাগবতামৃতে কারিকাভিরেব ব্যাখ্যা যথা—"যদুত্তীর্য্যেত্যুত্তরণং তদাপ্লবনমুচ্যতে। দুষ্টং হত্বা ব্রজে যানং স্নানপূর্ব্বমিহোচিতম্॥ ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্। কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতম্॥ প্রেষ্ঠেভ্যোহপি প্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুলবাসিভিঃ। বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ" ইতি। অত্র নন্দগোপাদয় পুত্রদারসহিতা ইতি নন্দগোপাদীনাং পুত্রাঃ কৃষ্ণ-শ্রীদাম-সুবলাদয় এব দারাশ্চ শ্রীযশোদা কীর্ত্তিদাদয় এব। সর্ব্বে জনা ইতি ব্রজমণ্ডলস্থাঃ সর্ব্বে এবেত্যতঃ পরমং বৈকুণ্ঠং গোলোকমেব যযুঃ। দিব্যরূপধরা ইতি। গোলোকে দেবলীলত্বমেব, নতু গোকুল ইব নরলীলত্বং তেষামিতি বিশেষো জ্ঞেয়ঃ।

তস্মাদ্রামাবতারেহযোধ্যাবাসিনাং সশরীরাণামেব যথা বৈকুণ্ঠপ্রাপণং, তথৈবাত্রাবতারেহপি ব্রজস্থানাং, এতচ্চ দ্বারকাতঃ কৃষ্ণস্য ব্রজাগমনং শ্রীভাগবতসম্মতমপি মন্যতে। "যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্ কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া" ইতি প্রথমস্কন্ধোক্তেঃ। সুহৃদ্দিদৃক্ষা কৃষ্ণস্য বলদেবব্রজাগমনসময়ত এবাসীৎ, কিন্তু তত্রত্য মাতাপিত্রাদিগুরুজনাসম্মতিরেব তত্র প্রতিবন্ধিকা আসীৎ। সা চ প্রাগ্বিবৃতাকারিকাভ্যাম্।

ইদানীন্তু শাল্ববধান্তে নারদমুখাদেকাকিনং দন্তবক্রমায়াতং শ্রুত্বা দ্বারকামপ্রবিশ্য তং হন্তুমেকাকিতয়ৈব তত্র গমনে ন কাপি কস্যচিদ্বিপ্রতিপত্তিঃ, দন্তবক্রং হত্বা তু অয়মবসরো ব্রজস্থবন্ধুবর্গমিলন ইতি বিমৃশ্য "গায়ন্তি তে বিশদকর্ম্ম" ইত্যত্র গোপ্যশ্চেত্যুদ্ধবসঙ্কেতঞ্চ স্মৃত্বা ব্রজমাগত্য স্ববিরহং নির্ব্বাপ্য কংসবধান্তে বিবৃতং ব্রজস্থানাং প্রকাশদ্বয়মেকধর্ম্ম্যাদেকীকৃত্য মাসদ্বয়ং পূর্ব্ববৎ প্রকটং বিহৃত্য ব্রজস্থলীলাং প্রাপঞ্চিকলোকচক্ষুর্ভ্যস্তিরোধাপ কৃষ্ণঃ পিত্রাদিবন্ধুবর্গসহিতো বৈকুণ্ঠং গচ্ছতীতি স্বর্গস্থাদিলোকদৃশ্যঃ সন্নে-

কেন পূর্ণকল্পপ্রকাশেন গোলোকং জগাম। অন্যেন পূর্ণতমপ্রকাশেন প্রাপঞ্চিকলোকাদৃশ্যো ব্রজ এব নিত্যং বিজহার। অন্যেন পূর্ণপ্রকাশেন রথারূঢ় একাকী দ্বারকাং জগাম।

সৌরসেনিকলোকাস্তু কৃষ্ণো দন্তবক্রং হত্বা ব্রজস্থৈঃ পিত্রাদিভির্মিলিত্বা দ্বারকামসৌ গচ্ছতি। ব্রজস্থাঃ সর্ব্বে তু অকস্মাৎ ক্ব গতা ইত্যজানন্তো মহাবিস্ময়মবাপুঃ। কিঞ্চ ব্রজস্থান্ গোপান্ সশরীরানেব বৈকুণ্ঠং প্রাপয়ামাস যঃ স এব কৃষ্ণো দ্বারকাস্থান্ যদূন্ কথং মৌসললীলয়া তাদৃশীং দুরবস্থাং প্রাপয়ামাসেতি বিচিন্ত্য পরীক্ষিদয়ং দুর্ম্মনায়িষ্যতে যদুম্বেবাস্য স্বীয়াভিমানাদিতি বিমৃশ্য শ্রীশুকদেবঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডোক্তামেতাং লীলাং তং ন শ্রাবয়ামাসেতি তত্ত্বং জ্ঞেয়ম্। কিন্তু "এবং যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো ভগবান্ জগদীশ্বর" ইত্যত্র ইতি পদার্থস্য ৰিৰেশতি ক্রিয়ান্বিতি কৃতস্যান্যথানুপপত্তিং প্রমাণীকৃত্য কিঞ্চিত্তদলক্ষিতং দ্যোতয়ামাসেত্যপি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ ব্রজস্থলীলোপসংহারঃ প্রকারান্তরেণ ক্বাপি অদৃষ্টত্বাত্তত্রায়মেব প্রকারঃ সর্ব্বৈরপি প্রমাণীকর্ত্তব্য এব।

অত্র বৈষ্ণবতোষণ্যাং দৃষ্টো লীলাক্রমস্ত্বয়ং প্রথমং সূর্য্যোপরাগযাত্রা, ততো রাজসূয়সভা, ততো দ্যূতং, ততঃ পাণ্ডবানাং বনগমনং, তদৈব শাল্ব-দন্তবক্রবধ-ব্রজাগমনব্রজলীলোপসংহারাঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পশুদৃষ্টি বহির্ম্মুখ দুর্য্যোধনাদি কিন্তু তাহাতেও চমৎকার প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাই বলিতেছেন—পশুদৃষ্টিজনগণ কর্তৃক এই মথুরা ত্যাগ পূর্ব্বক জরাসন্ধ আদি নির্জ্জিতই দুই তিনবার জয় করিয়াছিল ইহা প্রতীতি হয়।

এই দন্তবক্র বধ প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে কিছু বিশেষ বর্ণন দেখা যায় তাহাই গদ্যে বলিতেছেন,—অনন্তর শিশুপাল বধ হইয়াছে ইহা শুনিয়া দন্তবক্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মথুরায় আসিয়াছিল, কৃষ্ণ কিন্তু তাহা শ্রীনারদমুখে শুনিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে রথে আরোহণ পূর্ব্বক মথুরা আসিলেন, মথুরার দ্বারদেশে বাসুদেব ও দন্তবক্রের সহিত এক অহোরাত্র সংগ্রাম চলিল, কৃষ্ণ গদাদ্বারা তাহাকে বধ করিলেন, দন্তবক্র সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণিত হইয়া বজ্রভিন্ন পর্ব্বতের ন্যায় প্রাণ হারাইয়া ভূতলে পতিত হইল, সেও শ্রীহরির সারূপ্যলাভ-দ্বারা যোগিগণের প্রাপ্য নিত্যানন্দ নিত্যসুখ পরমপদ প্রাপ্ত হইল। এই প্রকারে জয়বিজয় সনকাদি শাপচ্ছলে কেবল ভগবানের লীলার জন্য সংসারে অবতীর্ণ হইয়া তিনজন্ম পরে ভগবৎ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পরে মুক্তি প্রাপ্ত হইল।

কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া মনোযানে গমনকারী শ্রীনারদের মুখ হইতে শাল্ববধের পর দ্বারকায় প্রবেশ করিয়াই মনোবেগ রথে তৎক্ষণাৎই মথুরার নিকট তাহাকে দেখিলেন। অতএব আজপর্য্যন্ত মথুরার পশ্চিমদ্বারে 'দন্তবক্রহা' এই নাম সংস্কৃত অনুগত লোকের ভাষায় দতিহা নামে খ্যাত বজ্রনাভ কর্ত্তৃক এই নাম প্রদত্ত হইয়া আছে।

সেই পদ্মপুরাণে তাহার পর গদ্য ও পদ্যে এই-রূপ বর্ণনা আছে—'শ্রীকৃষ্ণও দন্তবক্রকে বধ করিয়া যমুনা পার হইয়া নন্দমহারাজের ব্রজে গমন পূর্ব্বক উৎকণ্ঠার সহিত পিতা-মাতাকে বন্দনা করিয়া আশ্বাস দিয়া তাহাদের উভয় কর্ত্তৃক অশ্রুসিক্ত আলিঙ্গনাদির পর গোপবৃদ্ধগণকে প্রণাম করিয়া বস্ত্র আভরণাদিদ্বারা ব্রজবাসীগণকে সন্তর্পণ করিলেন। তৎপরে যমুনার পুলিনে পুণ্যবৃক্ষ সমন্বিত মনোরম স্থলে গোপনারীগণের সহিত নিরন্তর কেশব ক্রীড়া করিলেন। মনোরমকেলি সুখের সহিত গোপবেশধর প্রভু বহুবিধ প্রেমরসের দ্বারা সেইখানে দুইমাস বাস করিলেন। অতঃপর ব্রজবাসী নন্দগোপ আদি জনগণ পুত্রপরিবার আদিসহ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া বিমানে চড়িয়া পরম বৈকুণ্ঠগোলোকে গেলেন। কৃষ্ণ কিন্তু নন্দগোপব্রজবাসিগণের নিরাময় নিজস্থান গোকুলে দান করিয়া স্বর্গে দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া পুনরায় দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন।

এস্থলে ভাগবতামৃতে কারিকা সমূহদ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—'উত্তীর্য' যমুনা তৎকালে সাঁতার কাটিয়া পার হইলেন। দুষ্টকে হত্যা করিয়া যমুনায় স্নানপূর্ব্বক ব্রজে গমন এইস্থলে বলা হইল। নন্দমহারাজের অংশ স্বরূপ যে দ্রোণ আদি অবতরণ করিয়াছিলেন— শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকেই বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রেষ্ঠগণ হইতেও প্রিয়তম গোকুল বাসী জনগণের সহিত বৃন্দাবনে সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন। এইস্থলে নন্দগোপাদিগণ পুত্র

পরিবার সহ—ইহার অর্থ নন্দগোপাদির পুত্রগণ কৃষ্ণ, শ্রীদাম, সুবলাদিই, পরিবার বলিতে যশোদা কীর্ত্তিকাদিই, 'সর্ব্বেজনা' ইহার অর্থ ব্রজমণ্ডলস্থিত সকলেই এখান হইতে পরমবৈকুণ্ঠ গোলোকেই গমন করিলেন। 'দিব্যরূপধরা' ইহার অর্থ গোলোকে দেবলীলাই কৃষ্ণ। গোকুলের ন্যায় কিন্তু নরলীল নহেন—ইহাই বিশেষ জানিতে হইবে।

অতএব শ্রীরামচন্দ্র অবতারে অযোধ্যাবাসীগণের স্বশরীরেই যেমন বৈকুণ্ঠগমন, সেইরূপই এই শ্রীকৃষ্ণ-অবতারেও ব্রজবাসীগণের সশরীরে গোলোক প্রাপ্তি। ইহাও দ্বারকা হইতে কৃষ্ণের ব্রজে আগমন শ্রীভাগবত সম্মতত্ব মনে হয়—শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে বলা হইয়াছে— হে কমল নয়ন! আপনি যখন পাণ্ডব-গণকে ও মথুরাবাসী সুহৃদগণকে দেখিবার জন্য গেলেন, এস্থলে সুহৃদগণকে দেখিবার ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের বলদেবের ব্রজে আগমন সময় হইতেই ছিল। কিন্তু দ্বারকাবাসী বসুদেব দেবকী আদি গুরুজনের অসম্মতিই সেইখানে প্রতিবন্ধক ছিল। তাহাও পূর্ব্বে বর্ণিত ভাগবতামৃতের কারিকাদ্বয় দ্বারা বলা হইয়াছে। এখন শাল্ববধের পর শ্রীনারদের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া একাকী দন্তবক্র আসিতেছে শুনিয়া দ্বারকায় প্রবেশ না করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য একাকী মথুরাগমনে কাহারও কোন দ্বিমত নাই। দন্তবক্রকে হত্যা করিয়া এই অবসরে ব্রজস্থিত বন্ধু-বর্গের সহিত মিলন ইহা চিন্তা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধলীলা গান করেন, এই স্থলে 'গোপ্যশ্চ' গোপীগণও উদ্ধবসংকেত স্মরণ করিয়া ব্রজে আসিয়া নিজ বিরহ দুঃখ নিভাইয়া কংস বধের শেষে ব্রজবাসীগণের দুইটি প্রকাশকে এক করিয়া দুই মাস পূর্ব্ববৎ ব্রজস্থিত প্রকট বিহারও প্রাপঞ্চিক লোকচক্ষু হইতে তিরোধান করিয়া কৃষ্ণ পিতা মাতা বন্ধুবর্গ সহিত বৈকুণ্ঠে যাইতেছেন—ইহা স্বর্গবাসীলোকগণের দৃশ্য হইয়া একটি 'পূর্ণ কল্প' প্রকাশদ্বারা গোলোকে গেলেন। অন্য 'পূর্ণতম' প্রকাশদ্বারা প্রাপঞ্চিক লোকদৃশ্য ব্রজেই নিত্যবিহার করিতেছেন। অন্য একটি 'পূর্ণ' প্রকাশ দ্বারা রথে আরোহণ করিয়া একাকী দ্বারকায় গেলেন। মথুরাবাসী লোকগণ দেখিলেন কৃষ্ণ দন্তবক্রকে বধ করিয়া ব্রজবাসী পিতা মাতা আদির সহিত মিলিয়া দ্বারকায় ইনি গেলেন। ব্রজবাসীগণ সকলে অকস্মাৎ কোথায় গেলেন ইহা না জানিয়া মহা বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন।

আরো ব্রজবাসী গোপগণকে সশরীরেই বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন যিনি, সেই কৃষ্ণ দ্বারকাস্থিত যদুগণকে কেন মৌষল লীলাদ্বারা ঐরূপ দুরবস্থা প্রাপ্তি করা-ইলেন ইহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া এই পরীক্ষিত দুর্ম্মনা হইবেন। কারণ যদুগণের সহিতই ইহার নিজ অভিমান হেতু—এইরূপ শুকদেব চিন্তা করিয়া পদ্ম-পুরাণের উত্তরখণ্ডে উক্ত ঐ লীলা তাহাকে শ্রবণ করান নাই। এই তত্ত্ব এইস্থলে জানিতে হইবে। কিন্তু এইরূপে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ভগবান জগদীশ্বর এই-রূপ পদসমূহের অর্থ এবং বিবেশতি এই ক্রিয়াপদের অন্যরূপ অর্থ যুক্তিপ্রমাণ সহ, কিঞ্চিৎ পরীক্ষিতের অলক্ষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন ইহাও জানিতে হইবে।

আরো ব্রজস্থিত লীলার উপসংহার অন্য প্রকারেও কোথাও দেখা না যাওয়ার কারণ, সেইস্থলে এই পদ্মপুরাণ উক্ত প্রকারই সকলের পক্ষে প্রমাণ কর্ত্তব্য। এইস্থলে বৈষ্ণবতোষণীতে দৃষ্টলীলারক্রম কিন্তু এই-প্রকার—প্রথমে সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্র যাত্রা, তারপর রাজসূয় সভা, তৎপরে পাশাখেলা, তৎপরে পাণ্ডব-গণের বনগমন, ঐ সময়েই শাল্বদন্তবক্র বধ ও ব্রজে আগমন পূর্ব্বক ব্রজলীলার উপসংহার ॥ ১৬ ॥

———

শ্রুত্বা যুদ্ধোদ্যমং রামঃ কুরূণাং সহ পাণ্ডবৈঃ।
তীর্থাভিষেকব্যাজেন মধ্যস্থঃ প্রযযৌ কিল ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—রামঃ (বলদেবঃ) পাণ্ডবৈঃ সহ কুরূণাং যুদ্ধোদ্যমং (যুদ্ধোপক্রমং) শ্রুত্বা মধ্যস্থঃ (নিরপেক্ষ-বুদ্ধিযুক্তঃ সন্) তীর্থাভিষেকব্যাজেন (তীর্থস্নান-প্রসঙ্গচ্ছলেন) প্রযযৌ কিল (দ্বারকাতঃ প্রস্থিতবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে বলদেব পাণ্ডব-গণের সহিত কৌরবগণের যুদ্ধোপক্রম শ্রবণপূর্ব্বক স্বয়ং এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছুক হইয়া তীর্থ-স্নানচ্ছলে দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—"বিদূরথাত্তানসতো হত্বাস্ত্রন্যাসমাচরৎ।

হরির্বলস্তু পুনরপ্যবধীৎ সূতবল্বলৌ ॥" শ্রুত্বেতি মম দুর্য্যোধনঃ প্রিয়ো যুধিষ্ঠিরোঽপি উভয়োরপি নিমন্ত্রণে আয়াস্যতি কস্য পক্ষে স্যামিতি বিমৃশ্য তীর্থস্নানমিষেণ প্রযযৌ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরি বিদুরথ পর্য্যন্ত অসৎ-গণকে বধ করিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন, কিন্তু বলদেব সূত ও বল্বলকে বধ করিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন। বলদেব পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদের যুদ্ধের আরম্ভ শ্রবণ করিয়া আমার দুর্য্যোধন প্রিয় এবং যুধিষ্ঠিরও প্রিয়, উভয় পক্ষেরই নিমন্ত্রণদ্বয় আসিবে। আমি কাহার পক্ষে হইব—এইরূপ চিন্তা করিয়া তীর্থস্নান ছল করিয়া দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭ ॥

স্নাত্বা প্রভাসে সন্তর্প্য দেবর্ষিপিতৃমানবান্।
সরস্বতীং প্রতিস্রোতং যযৌ ব্রাহ্মণসংবৃতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রাহ্মণসংবৃতঃ (ব্রাহ্মণবেষ্টিতঃ সঃ) প্রভাসে (প্রভাসতীর্থে) স্নাত্বা দেবর্ষিপিতৃমানবান্ সন্তর্প্য (সতিলোদকাঞ্জল্যাদিপ্রদানেন প্রীণয়িত্বা) প্রতিস্রোতং (প্রতিলোমং) সরস্বতীং (তদাখ্যাং নদীং) যযৌ (গত-বান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তিনি ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভাসতীর্থে স্নান এবং দেব, ঋষি, পিতৃ ও মানবগণের তর্পণপূর্ব্বক প্রতিলোমগামিনী সরস্বতী নদীতে গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—সরস্বতীং প্রতিস্রোতাং প্রতিলোমস্রোত-স্বতীম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বলদেব প্রভাসে স্নান করিয়া বিপরীত স্রোতগামিনী প্রাচী সরস্বতীতে গমন করি-লেন ॥ ১৮ ॥

পৃথূদকং বিন্দুসরস্ত্রিতকূপং সুদর্শনম্।
বিশালাং ব্রহ্মতীর্থঞ্চ চক্রং প্রাচীং সরস্বতীম্ ॥১৯॥
যমুনামনু যান্যেব গঙ্গামনু চ ভারত।
জগাম নৈমিষং যত্র ঋষয়ঃ সত্রমাসতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত (ভরতকুলনন্দন ! ততঃ সঃ) পৃথূদকং বিন্দুসরঃ (বিন্দুসরোবরং) ত্রিতকূপং সুদর্শনং বিশালং ব্রহ্মতীর্থং চক্রং (চক্রতীর্থং) প্রাচীং সরস্বতীং (প্রাচীসরস্বতীতীর্থং তথা) যমুনাম্ অনু (লক্ষ্যীকৃত্য তথা) গঙ্গাং অনু চ (লক্ষ্যীকৃত্য চ) যানি এব (তীর্থানি সন্তি তানি সর্ব্বাণি গত্বা পশ্চাৎ) যত্র (যস্মিন্ ক্ষেত্রে) ঋষয়ঃ সত্রং (দ্বাদশবার্ষিকং যজ্ঞং) আসতে (উপাসতে তৎ) নৈমিষং (নৈমি-ষমরণ্যং) জগাম (গতবান্) ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—হে ভরতকুলনন্দন, অনন্তর তিনি বিন্দুসরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, প্রাচী সরস্বতীতীর্থ এবং গঙ্গা যমুনার অভিমুখে বর্ত্ত-মান যাবতীয় তীর্থে গমনপূর্ব্বক যে স্থানে ঋষিগণ দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৯-২০ ॥

বিশ্বনাথ—চক্রং চক্রতীর্থং যমুনাম্ অনুলক্ষী-কৃত্য যানি তীর্থানি তানি গত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৯-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চক্র অর্থাৎ চক্রতীর্থ যমুনা-কে লক্ষ্য করিয়া যে সকল তীর্থ তাহাতে গমন করিয়া ॥ ১৯-২০ ॥

তমাগতমভিপ্রেত্য মুনয়ো দীর্ঘসত্রিণঃ।
অভিনন্দ্য যথান্যায়ং প্রণম্যোত্থায় চার্চ্চয়ন্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—দীর্ঘসত্রিণঃ (দীর্ঘকালব্যাপিযাগরতাঃ) মুনয়ঃ আগতং (সমুপস্থিতং) তং (বলদেবং) অভিপ্রেত্য (শ্রীরাম ইতি জ্ঞাত্বা) উত্থায় প্রণম্য অভি-নন্দ্য চ যথান্যায়ং (যথাবিধি) আর্চ্চয়ন্ (অপূজয়ন্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—দীর্ঘযজ্ঞদীক্ষিত মুনিগণ তখন সমাগত বলদেবকে জানিতে পারিয়া উত্থান, প্রণাম ও অভি-নন্দনপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন ॥২১॥

সোঽর্চ্চিতঃ সপরীবারঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
রোমহর্ষণমাসীনং মহর্ষেঃ শিষ্যমৈক্ষত ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—সপরীবারঃ (পরীবারৈঃ সহিতঃ) অর্চ্চিতঃ (পূজিতঃ, তথা) কৃতাসনপরিগ্রহঃ (আসনোপ-বিষ্টঃ) সঃ (রামঃ) আসীনং (আসনোপবিষ্টং)

মহর্ষেঃ (ব্যাসস্য) শিষ্যং রোমহর্ষণম্ ঐক্ষত (দৃষ্টবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তৎকালে বলদেব অনুচরগণের সহিত পূজিত এবং আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষি ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণকে আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—মহর্ষের্ব্যাসস্য ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহর্ষি ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ সূত নৈমিষারণ্যে ॥ ২২ ॥

অপ্রত্যুত্থায়িনং সূতমকৃতপ্রহ্বণাঞ্জলিম্ ।
অধ্যাসীনঞ্চ তান্ বিপ্রাংশ্চুকোপোদ্বীক্ষ্য মাধবঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ—মাধবঃ (রামঃ) অপ্রত্যুত্থায়িনং (প্রত্যুত্থানক্রিয়ারহিতং তথা) অকৃতপ্রহ্বণাঞ্জলিম্ (অকৃতং ন কৃতং প্রহ্বণমঞ্জলিশ্চ যেন তং তথা) তান্ বিপ্রান্ অধ্যাসীনং চ (তেভ্যোঽপ্যুচ্চৈরাসীনমিত্যর্থঃ) সূতং (প্রতিলোমজং তং) উদ্বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) চুকোপ (ক্রুদ্ধো বভূব) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তখন বলদেব প্রতিলোমজাত রোমহর্ষণকে প্রত্যুত্থান, বিনয় ও অঞ্জলিবন্ধন ক্রিয়ায় বিরত এবং ঋষিগণ অপেক্ষা উচ্চাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তান্ বিপ্রান্ অপ্যধি তেভ্যো বিপ্রেভ্য সকাশাদপ্যধিকে উচ্চে আসনে আসীনং কথকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বিপ্রগণের অপ্যধি অর্থাৎ সেই বিপ্রগণের নিকট হইতেও অধিক উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি 'কথক' ॥ ২৩ ॥

কস্মাদসাবিমান্ বিপ্রানধ্যাস্তে প্রতিলোমজঃ ।
ধর্ম্মপালাংস্তথৈবাস্মান্ বধমর্হতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রতিলোমজঃ অসৌ (রোমহর্ষণঃ) যস্মাৎ (যেন হেতুনা) ইমান্ বিপ্রান্ (মুনিজনান্) তথা এব (তদ্বৎ) ধর্ম্মপালান্ (ধর্ম্মরক্ষকান্) অস্মান্ (চ) অধ্যাস্তে (অতিক্রম্য স্বয়মুচ্চৈরাস্তে ততঃ) দুর্ম্মতিঃ (অয়ং দুর্বুদ্ধিঃ) বধম্ অর্হহি (বধযোগ্যো ভবতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যেহেতু প্রতিলোমজাত এই রোমহর্ষণ এই সমস্ত বিপ্রগণকে এবং ধর্ম্মপালক আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া স্বয়ং উচ্চাসনে উপবেশন করিয়াছে, সেই অপরাধে এই দুর্ম্মতি নিশ্চয়ই বধযোগ্যরূপে গণ্য হইতেছে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মানপি অধ্যাস্তে অতিক্রম্যোচ্চাসনে আস্তে উপবিষ্ট এব নতুত্তিষ্ঠতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদিগকেও অতিক্রম করিয়া উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছে, কিন্তু উঠিল না—শ্রীবলদেবের উক্তি ॥ ২৪ ॥

ঋষের্ভগবতো ভূত্বা শিষ্যোঽধীত্য বহূনি চ ।
সেতিহাসপুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ ॥ ২৫ ॥
অদান্তস্যাবিনীতস্য বৃথাপণ্ডিতমানিনঃ ।
ন গুণায় ভবন্তি স্ম নটস্যেবাজিতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতঃ ঋষেঃ (ব্যাসদেবস্য) শিষ্যঃ ভূত্বা বহূনি (শাস্ত্রাণি) অধীত্য চ (অধীত্যাপি) অদান্তস্য (দমগুণহীনস্য) অবিনীতস্য (বিনয়রহিতস্য চ) অজিতাত্মনঃ (অজিতেন্দ্রিয়স্য বৃথাপণ্ডিতমানিনঃ (নিরর্থকপাণ্ডিত্যাভিমানগ্রস্তস্য অস্য) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বাণি) সেতিহাসপুরাণানি (ইতিহাসপুরাণৈঃ সহিতানি) ধর্ম্মশাস্ত্রাণি নটস্য ইব (নটস্য অধীতানি শাস্ত্রাণি যথা বৃত্ত্যাদ্যর্থমেব ভবন্তি ন গুণায় তথা) গুণায় (যথোচিতানুষ্ঠানায়) ন ভবন্তি (ন জাতানীত্যর্থঃ) ॥ ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ ব্যাসদেবের শিষ্য হইয়া বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যেহেতু এই ব্যক্তি দম, বিনয় ও জিতেন্দ্রিয়তাবর্জ্জিত এবং বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানগ্রস্ত হইয়াছে, সেইজন্য ইহার অধীত ইতিহাস-পুরাণাদি-ধর্ম্মশাস্ত্রসকল নটজনের অধীত শাস্ত্ররাশির ন্যায় কোনরূপ গুণের উৎপাদক না হইয়া কেবল জীবিকা নির্ব্বাহাদি কার্য্যের নিমিত্তমাত্রই হইয়াছে ॥২৫-২৬॥

বিশ্বনাথ—অজ্ঞাত্বৈবাস্তে ইতি চেন্ন, ঋষেরিতি ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ন গুণায় শাস্ত্রাণি নোপশমাদিফলায় ॥২৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—না জানিয়াই বসিয়াছে ইহা বলিতে পার না, যেহেতু তিনি ঋষি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শাস্ত্রসমূহ পাঠ করিলেও তাহার ফল উপশম ভগবৎ অনুভূতি আদি গুণসমূহ ফলবান হয় নাই ॥ ২৬ ॥

এতদর্থো হি লোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ।
বধ্যা মে ধর্ম্মধ্বজিনস্তে হি পাতকিনোঽধিকাঃ ॥২৭

অন্বয়ঃ—ময়া অস্মিন্ লোকে (ভূমৌ) এতদর্থঃ (এষঃ ধর্ম্মধ্বজিদমনরূপঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য স তাদৃশঃ) অবতারঃ (স্বস্যাবির্ভাবঃ) কৃতঃ হি (অনুষ্ঠিতঃ) ধর্ম্মধ্বজিনঃ (কাপট্যেন ধার্ম্মিকবেশধরাঃ) মে (মম) বধ্যাঃ (বিনাশ্যাঃ, যতঃ) তে হি (ধর্ম্মধ্বজিনো নূনং) অধিকাঃ (সাক্ষাদধর্ম্মরতেভ্যোঽপি অধিকাঃ) পাতকিনঃ (পাপিনো ভবন্তি, যতস্তে স্বয়মপি পাপমাচরন্তি ধর্ম্মাভাসোপদেশেন পরানপি পাপমার্গে প্রবর্ত্তন্তীতি ভাবঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—আমি এতাদৃশ ধর্ম্মধ্বজিগণের দমনার্থই ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি। ইহারা বিশেষভাবে আমার বধযোগ্য, যেহেতু সাক্ষাৎ পাপরত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও ইহারা অধিক পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বিপ্রানধ্যাস্তামন্যদ্বা কিমপি করোতু নিরভিমানস্যাক্রোধনস্য পরমেশ্বরস্য তব কিমনেনেত্যত আহ,—এতদর্থ ইতি। ধর্ম্মধ্বজিনঃ ধর্ম্মরহিতত্বেঽপি স্বস্য ধর্ম্মবত্ত্বং প্রদর্শয়ন্তঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল ব্রাহ্মণগণকে অধ্যয়নে বসান অথবা অন্য কিছু করুন, নিরভিমান অক্রোধ পরমেশ্বর তোমার ইহাতে কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই ধর্ম্মধ্বজিগণের ধর্ম্মহীনতা ও নিজের ধর্ম্মবত্ত্ব দেখাইবার জন্য আমার এই অবতার শ্রীবলদেব বলিলেন ॥ ২৭ ॥

এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ নিবৃত্তোঽসদ্বধাদপি।
ভাবিত্বাৎ তং কুশাগ্রেণ করস্থেনাহনৎ প্রভুঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—অসদ্বধাৎ (দুষ্টনিগ্রহাৎ) নিবৃত্তঃ অপি (তীর্থযাত্রানিয়মেন বিরতোঽপি) ভগবান্ প্রভুঃ (রামঃ) এতাবৎ (বাক্যং) উক্ত্বা ভাবিত্বাৎ (ন হি যদ্ভবিতব্যং তৎ কেনাপি পরিহর্ত্তুং শক্যমিতি হেতুনা) করস্থেন (হস্তস্থিতেন) কুশাগ্রেণ তং (রোমহর্ষণম্) অহনৎ (নিহতবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তীর্থযাত্রানিয়ম-হেতু প্রভু বলদেব তৎকালে দুষ্টবধরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইয়াও দৈববশতঃ পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ উচ্চারণ করিয়াই হস্তস্থিত কুশাগ্রভাগদ্বারা তাহাকে নিধন করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভাবিত্বাৎ তন্মৃত্যোস্তথৈব ভাবিত্বাৎ নহি ভবিতব্যং কেনাপি পরিহর্ত্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহার মৃত্যু ঐরূপেই হইবে, এই ভবিতব্য, কাহারও দ্বারা নিষেধ করা সম্ভব হইবে না। ইহাই ভাবার্থ ॥ ২৮ ॥

হাহেতিবাদিনঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ খিন্নমানসাঃ।
ঊচুঃ সঙ্কর্ষণং দেবমধর্ম্মস্তে কৃতঃ প্রভো ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—হা হা ইতি বাদিনঃ খিন্নমানসাঃ (দুঃখিতচিত্তাঃ) সর্ব্বে মুনয়ঃ দেবং সঙ্কর্ষণম্ (ঊচুঃ কথয়ামাসুঃ, হে) প্রভো ! তে (ত্বয়া অয়ং) অধর্ম্মঃ (অনুচিতঃ) কৃতঃ (অনুষ্ঠিতঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তখন মুনিগণ দুঃখিতচিত্তে হাহাকারধ্বনি সহকারে বলদেবকে বলিলেন,—"হে প্রভো ! আপনি ইহা অনুচিত কার্য্য করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

অস্য ব্রহ্মাসনং দত্তমস্মাভির্যদুনন্দন।
আয়ুশ্চাত্মাক্লমং তাবদ্যাবৎ সত্রং সমাপ্যতে ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—(অধার্ম্মিক প্রতিলোমজবধঃ কোঽয়ং ধর্ম্ম ইতি চেত্তত্রাহুঃ হে) যদুনন্দন ! যাবৎ সত্রং (যজ্ঞঃ) সমাপ্যতে তাবৎ (তাবৎকাল পর্য্যন্তম্) অস্মাভিঃ (মুনিভিঃ) অস্য (অস্মৈ সূতায়) ব্রহ্মাসনং (তথা) আত্মাক্লমং (পুরাণপ্রবচনায় আত্মনো দেহস্য নাস্তি ক্লমো যস্মিন্ তৎ) আয়ুঃ চ দত্তম্ ॥৩০

অনুবাদ—হে যদুনন্দন, যতকাল যজ্ঞানুষ্ঠান হইবে, ততকালের জন্য আমরা ইহাকে ব্রহ্মাসন এবং

যাহাতে পুরাণ-ব্যাখ্যাকালে ইহার দৈহিক ক্লান্তি উৎপন্ন না হয়, সেইরূপ উত্তম আয়ুঃ প্রদান করিয়াছিলাম ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনো দেহস্য নাস্তি ক্লমো যস্মিন্। তাদৃশমায়ুশ্চ দত্তম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আত্মা অর্থাৎ দেহের ক্লেশ নাই যাহাতে, সেইরূপ দেহ ও আয়ু ইহা দান করিয়াছিলাম ॥ ৩০ ॥

অজানতৈবাচরিতস্ত্বয়া ব্রহ্মবধো যথা।
যোগেশ্বরস্য ভবতো নাম্নায়োঽপি নিয়ামকঃ ॥৩১
যদ্যেতদ্ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনং লোকপাবন।
চরিষ্যতি ভবান্ লোকসংগ্রহোঽনন্যচোদিতঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—অজানতা (পূর্ব্বোক্তবৃত্তমবিদুষা) এব ত্বয়া ব্রহ্মবধঃ যথা (ব্রহ্মবধতুল্য এতদ্‌বধঃ, অথবা *যথা যথার্থো ব্রহ্মবধ এবাস্মাভির্ব্রহ্মাসনপ্রদানা*দিত্যর্থঃ) আচরিতঃ (কৃতঃ ননু ব্রহ্মবধেঽপি কিং মমেশ্বরস্যেত্যাহ যদ্যপি) যোগেশ্বরস্য (মহাযোগিনঃ) ভবতঃ আম্নায়ঃ (বেদঃ) অপি নিয়ামকঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মনিয়মকারী) ন (ন ভবতি, তথাপি হে) লোকপাবন! অনন্যচোদিতঃ (স্বয়মেব) ভবান্ যদি এতদ্‌ব্রহ্মহত্যায়াঃ (এতস্যা ব্রহ্মহত্যায়াঃ) পাবনং (প্রায়শ্চিত্তং) চরিষ্যতি (করিষ্যতি তর্হি) লোকসংগ্রহঃ (লোকশিক্ষা ভবিষ্যতি নান্যথেতি) ॥ ৩১-৩২ ॥

অনুবাদ—আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত না জানিয়া যথার্থতঃ ব্রহ্মবধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যদিও আপনি যোগেশ্বর বলিয়া বৈদিক ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিয়মের বশীভূত নহেন, তথাপি হে লোকপাবন, যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেই লোকশিক্ষা সম্ভবপর হইতে পারে ॥ ৩১-৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অজানতৈব জনেন; যথা আচর্য্যতে তথা সর্ব্বজ্ঞেনাপি ত্বয়েত্যর্থঃ। কিন্তু ত্বয়ি ন পাপসম্ভাবনেত্যাহ,—যোগেশ্বরস্যেতি ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—এতস্যাঃ ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনং প্রায়শ্চিত্তং ভবান্ যদি চরিষ্যতি তদৈব লোকসংগ্রহো ভবিষ্যতি নান্যথা যতঃ স অনন্যচোদিতঃ অনন্যপ্রবর্ত্তিতঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অজ্ঞ জনগণের দ্বারা যেমন আচরণ হয়, সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞ আপনার দ্বারাও হইল, কিন্তু তোমাতে পাপ সম্ভাবনা নাই, ইহাই বলিতেছেন—তুমি যোগেশ্বরগণেরও নিয়ামক ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নৈমিষারণ্যের মুনিগণ শ্রীবলদেবকে বলিলেন—এই রোমহর্ষণ সূতের (ব্রহ্ম) হত্যাজন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বয়ংই আপনি যখন আচরণ করিবেন, তখনই লোকশিক্ষা হইবে, তাহা না করিলে লোকশিক্ষা হইবে না, যেহেতু তাহা না জানিয়া আপনি স্বয়ংই স্বতঃপ্রেরিত হইয়া করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—
চরিষ্যে বধনির্ব্বেশং লোকানুগ্রহকাম্যয়া।
নিয়মঃ প্রথমে কল্পে যাবান্ স তু বিধীয়তাম্ ॥৩৩

অন্বয়ঃ—*শ্রীভগবান্ (বলদেবঃ) উবাচ,*—(অহং) লোকানুগ্রহকাম্যয়া (লোকশিক্ষারূপানুগ্রহেচ্ছয়া) বধনির্ব্বেশং (বধস্য প্রায়শ্চিত্তং) চরিষ্যে (করিষ্যামি) অতস্তস্য (প্রায়শ্চিত্তস্য) প্রথমে কল্পে (মুখ্যকল্পে) যাবান্ (যঃ) নিয়মঃ সঃ (নিয়মঃ) তু বিধীয়তাং (ভবদ্ভিরুপদিশ্যতাম্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীবলদেব বলিলেন,—"হে মুনিগণ, আমি লোকশিক্ষারূপ অনুগ্রহকামনায় এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিব। ইহার মুখ্যকল্পে যেরূপ নিয়ম পালনীয়, তাহার উপদেশ প্রদান করুন ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ—নির্ব্বেশং প্রায়শ্চিত্তম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নির্ব্বেশং অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত ॥ ৩৩ ॥

দীর্ঘমায়ুর্বতৈতস্য সত্ত্বমিন্দ্রিয়মেব চ।
আশাসিতং যৎ তদ্‌ব্রূত সাধয়ে যোগমায়য়া ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—বত (হে মুনয়ঃ!) এতস্য (রোমহর্ষণস্য) দীর্ঘম্ আয়ুঃ সত্ত্বং (বলম্) ইন্দ্রিয়ম্ এব চ (তৎপাটবঞ্চ অন্যচ্চ) যৎ আশাসিতং (ভবদ্ভিরপেক্ষিতং) তৎ ব্রূত (কথয়ত, অহং) যোগমায়য়া (যোগমায়াবলেন সর্ব্বং) সাধয়ে (সম্পাদয়ামি) ॥৩৪॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ এই রোমহর্ষণের যাদৃশ

দীর্ঘায়ুঃ, বল, ইন্দ্রিয় পটুতা এবং অন্যান্য গুণ আপনাদের প্রার্থিত, তৎসমুদয় আদেশ করুন, আমি যোগমায়াবলে সমস্তই সম্পাদন করিব ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মান্মমৈব হি মুখং ব্রাহ্মণকুলং তস্মাদ্ভবতাং বাক্যভঙ্গো ন মে চিকীর্ষিত ইত্যতো ব্রূতো যথা যুষ্মদুক্তমেব করোমীত্যাহ,—দীর্ঘমিতি। সত্ত্বং বলম্ ইন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়পাটবম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু আমরই মুখ ব্রাহ্মণকুল অতএব আপনাদের বাক্যভঙ্গ না হইয়া আমার করিবার কর্ত্তব্য যাহা তাহা বলুন, যেমন আপনাদের উক্তিই পালন করিব। দীর্ঘ আয়ু, বল, ইন্দ্রিয়ের পটুতা, ইহার পুত্র উগ্রশ্রবাসূতকে দিলাম ॥ ৩৪ ॥

ঋষয়ঃ উচুঃ—

অস্ত্রস্য তব বীর্য্যস্য মৃত্যোরস্মাকমেব চ।
যথা ভবেদ্বচঃ সত্যং তথা রাম বিধীয়তাম্ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—ঋষয়ঃ উচুঃ—(হে) রাম! যথা (যেনানুষ্ঠানেন) তব অস্ত্রস্য বীর্য্যস্য মৃত্যোঃ (চ সত্যতা ভবেৎ) অস্মাকং বচঃ (বাক্যং) এব চ সত্যং ভবেৎ তথা বিধীয়তাং (তদনুষ্ঠীয়তাম্) ॥৩৫॥

অনুবাদ—ঋষিগণ বলিলেন,—হে রাম, যাহাতে আপনার অস্ত্র, বীর্য্য ও ইহার মৃত্যু এবং আমাদের বাক্য—এই সকলের সত্যতা রক্ষিত হয়, তাদৃশ অনুষ্ঠান করুন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—অস্ত্রাদীনাং সত্যতা যথা ভবেদস্মাকঞ্চ বচঃ সত্যং যথা ভবেত্তথা বিধীয়তামিত্যর্থঃ ॥৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অস্ত্রাদি সমূহের সত্যতা যেমন হয়, আমাদেরও বাক্য সত্য যে প্রকারে হয়, সেইরূপ বিধান করুন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্।
তস্মাদস্য ভবেদ্বক্তা আয়ুরিন্দ্রিয়সত্ত্ববান্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—আত্মা বৈ (এব) পুত্রঃ উৎপন্নঃ (পুত্রত্বেন জায়তে) ইতি (এবং) বেদানুশাসনং ("অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদভিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীবঃ শরদঃ শতম্" ইতি বেদবচনং বর্ত্ততে) তস্মাৎ অস্য (রোমহর্ষণস্য পুত্র উগ্রশ্রবাঃ) বক্তা (ভবতাং পুরাণ-প্রবক্তা তথা) আয়ুরিন্দ্রিয়সত্ত্ববান্ (আয়ুরাদিমাংশ্চ) ভবেৎ (তস্মাৎ সাক্ষাদৃজীবনাদস্ত্রস্য মৃত্যোশ্চ সত্যতা, পুত্ররূপেণ আয়ুরাদিসিদ্ধের্যুষ্মদ্ বচনস্যাপি সত্যতা স্যাদিতি ভাবঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীবলদেব বলিলেন,—জীব স্বয়ংই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, এরূপ বেদের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অতএব এই রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা অদ্যাবধি পুরাণবক্তা এবং আপনাদের ইচ্ছানুরূপ আয়ুঃ, ইন্দ্রিয়-পটুতা প্রভৃতি গুণযুক্ত হইবেন। রোমহর্ষণ সাক্ষাৎ জীবিত না হওয়ায় অস্ত্র ও মৃত্যুর সত্যতা এবং পুত্র-রূপে জীবিত থাকায় ও তাদৃশ আয়ুঃ প্রভৃতি গুণযুক্ত হওয়ায় আপনাদের বাক্যেরও সত্যতা সিদ্ধ হইবে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ সম্পাদয়ন্নাহ,—'আত্মা বা' ইতি। "অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদভিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সজীব শরদঃ শতম্" ইত্যাদি-বেদানুশাসনং বেদবচনম্, তস্মাদস্য রোমহর্ষণস্য পুত্র উগ্রশ্রবাঃ ভবতাং পুরাণপ্রবক্তা ভবেৎ স চায়ুরাদিমাংশ্চ ভবেৎ। অতঃ সাক্ষাদজীবনাদস্ত্রস্য মৃত্যোশ্চ পুত্ররূপেণ চায়ু-রাদিসিদ্ধের্যুষ্মদ্বচনস্য চ সত্যতাভূদিতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা সম্পাদন করিয়া বলিতেছেন—উপনিষদে আছে পিতার আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, এক অঙ্গ হইতে অন্য অঙ্গে জন্ম হয়, এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয়ে যায়, আত্মাই পুত্র নামে হয়, সেই জীব শতবর্ষ জীবিত থাকে, এই সকল বেদের বাক্য অতএব রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা আপনাদের পুরাণ প্রবক্তা হইবে সে দীর্ঘায়ু ও শক্তিমান হইবে। অতএব সাক্ষাৎ ভাবে উহাকে বাচানো না গেলেও অস্ত্রের সত্যতা ও মৃত্যুর সত্যতা, পুত্ররূপে আয়ু প্রভৃতি সিদ্ধি, আপনাদের বাক্যেরও সত্যতা থাকুক ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩৬ ॥

কিং বঃ কামো মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রূতাহং করবাণ্যথ।
অজানতস্ত্বপচিতিং যথা মে চিন্ত্যতাং বুধাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মুনিশ্রেষ্ঠাঃ, বঃ (যুষ্মাকং) কিং কামঃ (কিং বিষয়কঃ কামো বর্ত্ততে তৎ) ব্রূত (কথয়ত)। অথ (অনন্তরং) তু (হে) বুধাঃ ! (ব্রহ্মদণ্ডং গৃহীত্বা) অপচিতিং (নিষ্কৃতিং) অজানতঃ মে (মম) যথা (যথাবদপচিতিঃ) চিন্ত্যতাং (ভবদ্ভি-বিচার্য্যতাম্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে মুনিগণ, আপনাদের কোন বিষয়ে অভিলাষ থাকিলে তাহা প্রথমতঃ আদেশ করুন। অনন্তর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপনিষ্কৃতিবিষয়ে অনভিজ্ঞ মাদৃশ ব্যক্তির যেরূপে নিষ্কৃতি হইতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা করিবেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ প্রায়শ্চিত্তোপদেষ্টৃভ্যো বুধেভ্যঃ প্রথমং কিঞ্চিদ্দেয়ং ভবতীত্যভিপ্রেত্যাহ,—কিং ব ইতি। তদনন্তরমেব অপচিতিং নিষ্কৃতিমজানতো মে যথাবচ্চিন্ত্যতাং নিষ্কৃতির্ব্যবস্থীয়তামিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরো প্রায়শ্চিত্ত উপদেষ্টা পণ্ডিতগণ হইতে প্রথমে কিঞ্চিৎ উপদেশ দান করা অভিপ্রেত, তৎপরেই প্রায়শ্চিত্ত না জানায় আমার সম্বন্ধে যাহা চিন্তা করিয়াছেন, সেই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিন ॥ ৩৭ ॥

———

ঋষয় উচুঃ—

ইল্বলস্য সুতো ঘোরো বল্বলো নাম দানব ।
স দূষয়তি নঃ সত্রমেত্য পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—ঋষয় উচুঃ—ইল্বলস্য (তন্নামকদান-বস্য) সুতঃ (পুত্রঃ) বল্বলঃ নাম ঘোরঃ দানবঃ (অস্তি)। সঃ (বল্বলঃ) পর্ব্বণি পর্ব্বণি (প্রতিপর্ব্বে) এত্য (আগত্য) নঃ (অস্মাকং) সত্রং (যাগং) দূষয়তি (মলাদিক্ষেপৈর্দূষিতং করোতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণ বলিলেন,—"হে বলদেব, ইল্বলের পুত্র বল্বল নামক এক ভয়ঙ্কর দানব প্রতি-পর্ব্বদিবসে উপস্থিত হইয়া মলাদি নিক্ষেপপূর্ব্বক আমাদের যজ্ঞ দূষিত করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—পর্ব্বণি পর্ব্বণি প্রত্যমাবাস্যাদিনম্ ॥৩৮

টীকার বঙ্গানুবাদ—পর্ব্বে পর্ব্বে অর্থাৎ প্রতি-মাসের অমাবস্যা দিনে ॥ ৩৮ ॥

———

তং পাপং জহি দাশার্হ তন্নঃ শুশ্রূষণং পরম্ ॥
পূয়শোণিতবিন্মূত্র-সুরামাংসাভিবর্ষিণম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দাশার্হ ! (ত্বং) পূয়শোণিত-বিন্মূত্রসুরামাংসাভিবর্ষিণং (পূয়াদিনিক্ষিপন্তং) পাপং (পাপাচারং) তং (বল্বলং) জহি (নাশয়ঃ) তৎ (তদেব) নঃ (অস্মাকং) পরং (উত্তমং) শুশ্রূষণং (ত্বৎকৃতসেবনং ভবিষ্যতি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে যাদবপ্রবর, আপনি পূয়, শোণিত, মল, মূত্র, মদ্যমাংসাদি নিক্ষেপকারী ঐ দুরাচারকে বধ করিলেই আমাদের উত্তম শুশ্রূষা সাধিত হইবে ॥ ৩৯ ॥

———

ততশ্চ ভারতং বর্ষং পরীত্য সুসমাহিতঃ ।
চরিত্বা দ্বাদশমাসাংস্তীর্থস্নায়ী বিশুধ্যসি ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বলদেবচরিত্রে বল্বলবধোপক্রমো নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) চ সুসমাহিতঃ (কামক্রোধাদিরহিতঃ সন্ ত্বং) ভারতং বর্ষং পরীত্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) দ্বাদশ মাসান্ (ব্যাপ্য কৃচ্ছ্রাণি) চরিত্বা (অনুষ্ঠায়) তীর্থস্নায়ী (তীর্থেষু স্নানং কৃত্বেত্যর্থঃ) বিশুধ্যসি (বিশুদ্ধিং প্রাপ্স্যসি) ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অনন্তর কামক্রোধাদি-শূন্যচিত্তে ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ, দ্বাদশমাসিক কৃচ্ছ্রব্রতানুষ্ঠান এবং তীর্থস্নান করিয়া বিশুদ্ধি লাভ করিবেন।।" ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ — প্রায়শ্চিত্তমুপদিশন্তি, — ততশ্চেতি। পরীত্য প্রদক্ষিণীকৃত্য। সুসমাধানাদিগুণবিশেষাদেকাব্দমাত্রমুক্তমিত্যবিরোধঃ। চরিত্বা কৃচ্ছ্রাণি ॥৪০॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ করিতেছেন—ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া সুসমাধান আদি গুণ বিশেষ হইতে একবৎসর মাত্র বিচরণ করিয়া কষ্টসাধ্য ব্রত করুন ॥ ৪০ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে অষ্টসপ্ততিম অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গে সমাপ্ত হইলেন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৭৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ
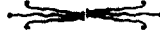
শ্রীশুক উবাচ—

ততঃ পর্ব্বণ্যুপাবৃত্তে প্রচণ্ডঃ পাংশুবর্ষণঃ।
ভীমো বায়ুরভূদ্রাজন্ পূয়গন্ধস্তু সর্ব্বশঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একোনাশীতিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে দ্বিজগণের তুষ্ট্যর্থে বলদেব-কর্তৃক বল্বলের বিনাশপূর্ব্বক নানাতীর্থে অবগাহন বর্ণিত হইয়াছে।

ঋষিগণের পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে অতি তীব্র বায়ু ও সর্ব্বত্র পূয়গন্ধ প্রবাহিত হইতে থাকিল এবং বল্বল শূলহস্তে যজ্ঞশালায় সমাগত হইল। বলদেব অতিকৃষ্ণ বিশালদেহধারী উগ্রবদন বল্বলকে দর্শন করিয়া হলাগ্রভাগ দ্বারা বল্বলের মস্তকে আঘাত করিলেন। বল্বল মুষলাঘাতে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভূপতিত হইল। ঋষিগণ বলদেবের স্তুতিপূর্ব্বক তাঁহাকে দিব্যবস্ত্রাভরণাদি প্রদান করিলে বলদেব মুনিগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কৌশিকী নদীতে স্নানানন্তর বিবিধ তীর্থে পর্য্যটন করিতে করিতে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের সংবাদ অবগত হইয়া গদাযুদ্ধনিরত ভীম ও দুর্য্যোধনের সংগ্রাম নিবারণার্থ কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি বলদেবের অভিপ্রায় অবগত না হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে শ্রীবলদেব দুর্য্যোধন ও ভীমকে তুল্যযোদ্ধা দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে সংগ্রামে বিরত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরস্পরের পূর্ব্বকৃত বৈরিতা স্মরণপূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে নিরস্ত না হওয়ায় বলদেব উহা দৈবকৃত-জ্ঞানে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপরে পুনরায় নৈমিষক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে ঋষিগণ বলদেবের দ্বারা বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলেন। বলদেব ঋষিগণকে অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রদান করিলে তাঁহারা বলদেবের স্বরূপ অবগত হইলেন। বলদেব অবভৃথ-স্নানান্তে উত্তম বসন-ভূষণ পরিধানপূর্ব্বক রেবতীদেবীর সহিত মিলিত হইয়া জ্যোৎস্নাবিমণ্ডিত চন্দ্রতুল্য শোভিত হইয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, ততঃ (অনন্তরং) পর্ব্বণি উপাবৃত্তে (প্রাপ্তে সতি) পাংশুবর্ষণঃ (ধূলিবর্ষী) প্রচণ্ডঃ (অতিতীব্রঃ) ভীমঃ (ভয়ঙ্করঃ) বায়ুঃ অভূৎ (প্রবহতি স্ম) সর্ব্বশঃ তু (সর্ব্বত্র) পূয়গন্ধঃ (চাভূৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, অনন্তর পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে ধূলিবর্ষী অতি তীব্র ভয়ঙ্কর বায়ু প্রবাহিত এবং সর্ব্বত্র পূয়গন্ধ উৎপন্ন হইল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ঊনাশীতিতমে হত্বা বল্বলং বহুতীর্থগঃ।
ভীমদুর্য্যোধনযুদ্ধং দৃষ্ট্বা রামঃ পুরীং যযৌ।
উপাবৃত্তে প্রাপ্তে ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একোনাশীতিতম অধ্যায়ে

শ্রীবলদেব বল্বল দৈতকে বধ করিয়া বহুতীর্থ ভ্রমণের পর ফিরিয়া আসিয়া ভীম ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধ দেখিয়া দ্বারকা পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ০ ॥

উপাবৃত্তে অর্থাৎ প্রাপ্ত হইলে পর ॥ ১ ॥

ততোঽমেধ্যময়ং বর্ষং বল্বলেন বিনির্ম্মিতম্ ।
অভবদ্ যজ্ঞশালায়াং সোঽন্বদৃশ্যত শূলধৃক্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) যজ্ঞশালায়াং বল্বলেন বিনির্ম্মিতং (কৃতম্) অমেধ্যময়ং (অশুচিপদার্থময়ং) বর্ষং (বর্ষণম্) অভবৎ (জাতং) শূলধৃক্ (শূলধারী) সঃ (বল্বলশ্চ) অন্বদৃশ্যত (পশ্চাদ্দৃষ্টোঽভবৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যজ্ঞশালায় বল্বলকৃত অশুচি পদার্থবর্ষণের পশ্চাৎ সে স্বয়ংও শূলহস্তে পরিদৃষ্ট হইল ॥ ২ ॥

তং বিলোক্য বৃহৎকায়ং ভিন্নাঞ্জনচয়োপমম্ ।
তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুং দংষ্ট্রোগ্রভ্রূকুটীমুখম্ ॥ ৩ ॥
সস্মার মূষলং রামঃ পরসৈন্যবিদারণম্ ।
হলঞ্চ দৈত্যদমনং তে তূর্ণমুপতস্থতুঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—রামঃ বৃহৎকায়ং (বিশালদেহং) ভিন্নাঞ্জনচয়োপমং (ভিন্নো বিদীর্ণোঽঞ্জনচয় উপমা যস্য তমতিকৃষ্ণমিত্যর্থঃ) তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুং (তপ্ততাম্রবৎ শিখা শ্মশ্রূণি চ যস্য তং) দংষ্ট্রোগ্রভ্রূকুটীমুখং (দংষ্ট্রাভিরুগ্রং ভ্রূকুটীযুতং মুখং যস্য তং) তং (বল্বলং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) পরসৈন্যবিদারণং (শত্রুসৈন্যবিদারকং) মূষলং দৈত্যদমনং হলং চ সস্মার (চিন্তিতবান্) তে (হল-মূষলে চ) তূর্ণং (স্মরণমাত্রমেব) উপতস্থতুঃ (তৎসমীপমাজগ্মতুঃ) ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—তৎকালে বলদেব বিদীর্ণ অঞ্জনপুঞ্জ-সদৃশ অতিকৃষ্ণবর্ণ বিশালদেহধারী এবং উত্তপ্ততাম্রবর্ণ-শিখা-শ্মশ্রুবিশিষ্ট ও দংষ্ট্রাসমূহে উগ্রবদন বল্বলকে দর্শন করিয়া শত্রুসৈন্যবিদারক মূষল এবং দৈত্যদমন হলাস্ত্র স্মরণ করিলে তাহারা সত্বর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল ॥ ৩-৪ ॥

তমাকৃষ্য হলাগ্রেণ বল্বলং গগনেচরম্ ।
মূষলেনাহনৎ ক্রুদ্ধো মূর্দ্ধ্নি ব্রহ্মদ্রুহং বলঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—বলঃ (রামঃ) ব্রহ্মদ্রুহং (ব্রাহ্মণদ্বিষং) গগনেচরম্ (আকাশচারিণং) তং বল্বলং হলাগ্রেণ আকৃষ্য ক্রুদ্ধঃ (সন্) মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) মূষলেন অহনৎ (তাড়য়ামাস) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তখন বলদেব হলাগ্রভাগ দ্বারা আকাশচারী ব্রহ্মদ্রোহী বল্বলকে আকর্ষণপূর্ব্বক ক্রোধে তদীয় মস্তকে মূষলাঘাত করিলেন ॥ ৫ ॥

সোঽপতদ্ভুবি নির্ভিন্ন-ললাটোঽসৃক্ সমুৎসৃজন্ ।
মুঞ্চন্নার্ত্তস্বরং শৈলো যথা বজ্রহতোঽরুণঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—নির্ভিন্নললাটঃ (বিদীর্ণললাটঃ) অরুণঃ (রুধিরেণারুবর্ণঃ) সঃ (দৈত্যঃ) অসৃক্ (রক্তং) সমুৎসৃজন্ (পরিত্যজন্) আর্ত্তস্বরং (কাতরধ্বনিং) মুঞ্চন্ (ত্যজন্) বজ্রহতঃ (ইন্দ্রবজ্রেণাহতো ধাতুরাগেণারুণঃ) শৈলঃ যথা (পর্ব্বত ইব) ভুবি অপতৎ (ভূমৌ পতিতো বভূব) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—উক্ত মূষলাঘাতে ললাট বিদীর্ণ হওয়ায় বল্বল রক্তাক্ত কলেবরে রুধিরস্রাব এবং আর্ত্তনাদ-সহকারে ইন্দ্রবজ্রাহত ধাতুরাগরক্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপতিত হইল ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অরুণো রুধিরেণ দৈত্যঃ শৈলো ধাতুভিঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অরুণ অর্থাৎ রক্তদ্বারা বল্বল দৈত্য অরুণ বর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥ ৬ ॥

সংস্তুত্য মুনয়ো রামং প্রযুজ্যাবিতথাশিষঃ
অভ্যষিঞ্চন্ মহাভাগা বৃত্রঘ্নং বিবুধা যথা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—বিবুধাঃ (দেবাঃ) বৃত্রঘ্নং যথা (বৃত্রাসুরনাশিনং ইন্দ্রং যথা সংস্তুত্যাভ্যষিঞ্চন্ তথা) মহাভাগাঃ মুনয়ঃ রামং সংস্তুত্য (সম্যক্ স্তুত্বা) অবিতথাশিষঃ (অমোঘা আশিষঃ) প্রযুজ্য (দত্ত্বা) অভ্যষিঞ্চন্ (অভিষিক্তমকুর্ব্বন্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—দেবগণ যেরূপ পুরাকালে বৃত্রাসুর-

বিনাশী ইন্দ্রদেবের স্তুতি সহকারে অভিষেক করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাভাগ ঋষিগণও তখন বলদেবের স্তুতি ও অমোঘ আশীর্ব্বচন প্রয়োগপূর্ব্বক অভিষেক করিলেন ॥ ৭ ॥

বৈজয়ন্তীং দদুর্মালাং শ্রীধামাম্লানপঙ্কজাম্ ।
রামায় বাসসী দিব্যে দিব্যান্যাভরণানি চ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(তে) রামায় শ্রীধামাম্লানপঙ্কজাং (শ্রিয়ো ধামানি অম্লানানি পঙ্কজানি যস্যাং তাং) বৈজয়ন্তীং (তদাখ্যাং) মালাং (তথা) দিব্যে (বিচিত্রে) বাসসী (বসনযুগং) দিব্যানি আভরণানি চ দদুঃ (অদদন্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহারা বলদেবকে লক্ষ্মীর নিবাসস্থানস্বরূপ অম্লান পদ্মরাশি-সুশোভিতা বৈজয়ন্তী মালা এবং দিব্য বস্ত্রযুগল ও দিব্য আভরণসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রিয়ো ধামানি অম্লানানি পঙ্কজানি যস্যাং তাম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীধাম অর্থাৎ লক্ষ্মীর নিবাসরূপ অম্লান পদ্মসমূহ যাহাতে এমন বৈজয়ন্তী মালা বলদেবকে তাহারা প্রদান করিল ॥ ৮ ॥

অথ তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কৌশিকীমেত্য ব্রাহ্মণৈঃ ।
স্নাত্বা সরোবরমগাদ্ যতঃ সরযূরাস্রবৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অথ তৈঃ (মুনিভিঃ) অভ্যনুজ্ঞাতঃ (অনুমতঃ সঃ) ব্রাহ্মণৈঃ (সহ) কৌশিকীং (তদাখ্যাং নদীম্) এত্য (প্রাপ্য তত্র স্নাত্বা পশ্চাৎ) যতঃ (যস্মাৎ) সরযূঃ (তন্নাম্নী নদী) আস্রবৎ (উদগাৎ তৎ) সরোবরং অগাৎ (গতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বলদেব মুনিগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত কৌশিকী নদীতে গমন এবং স্নান করিয়া যে স্থান হইতে সরযূ নদী উদ্‌গত হইয়াছে, সেই সরোবরে উপস্থিত হইলেন ॥৯

বিশ্বনাথ—কিং তৎ সরোবরং তত্রাহ,—যত ইতি। আস্রবৎ উদ্‌গাৎ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই কোন্ সরোবর? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সরযূ নদীর উৎপত্তি স্থান সেই সরোবরে শ্রীবলদেব উপস্থিত হইলেন ॥ ৯ ॥

অনুস্রোতেন সরযূং প্রয়াগমুপগম্য সঃ ।
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাদীন্ জগাম পুলহাশ্রমম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) সঃ সরযূং অনুস্রোতেন (অনুলোমতঃ) প্রয়াগং উপগম্য (প্রাপ্য) স্নাত্বা দেবাদীন্ সন্তর্প্য (প্রীণয্য) পুলহাশ্রমং জগাম (গতবান্) ॥১০॥

অনুবাদ—তিনি তথা হইতে সরযূর অনুলোম গতিতে প্রয়াগে গমনপূর্ব্বক স্নান এবং দেবতা প্রভৃতির তর্পণ করিয়া পুলহাশ্রমে গমন করিলেন ॥১০॥

বিশ্বনাথ – সরযূমনুস্রোতেন সরয্বা অনুকূলস্রোতস্যেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সরযূর অনুকূল স্রোত দ্বারা ॥ ১০ ॥

গোমতীং গণ্ডকীং স্নাত্বা বিপাশাং শোণ আপ্লুতঃ ।
গয়াং গত্বা পিতৄনিষ্ট্বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ১১ ॥
উপস্পৃশ্য মহেন্দ্রাদ্রৌ রামং দৃষ্ট্বাভিবাদ্য চ ।
সপ্তগোদাবরীং বেণাং পম্পাং ভীমরথীং ততঃ ॥১২
স্কন্দং দৃষ্ট্বা যযৌ রামঃ শ্রীশৈলং গিরিশালয়ম্ ।
দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্ট্বাদ্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ ॥১৩॥
কামকোষ্ণীং পুরীং কাঞ্চীং কাবেরীঞ্চ সরিদ্বরাম্ ।
শ্রীরঙ্গাখ্যং মহাপুণ্যং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ১৪ ॥
ঋষভাদ্রিং হরেঃ ক্ষেত্রং দক্ষিণাং মথুরাং তথা ।
সামুদ্রং সেতুমগমৎ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—গোমতীং গণ্ডকীং বিপাশাং (প্রাপ্য তাসু) স্নাত্বা শোণে (শোণনদে চ) আপ্লুতঃ (স্নাতঃ) গয়াং গত্বা (তত্র) পিতৄন্ ইষ্ট্বা (পিণ্ডাদিভিঃ সম্পূজ্য) গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপস্পৃশ্য (স্নাত্বা) মহেন্দ্রাদ্রৌ রামং (পরশুরামং) দৃষ্ট্বা (তং) অভিবাদ্য (নমস্কৃত্য) চ সপ্তগোদাবরীং বেণাং পম্পাং ভীমরথীং (এতানি তীর্থানি গত্বা) ততঃ স্কন্দং (কার্ত্তিকেয়ং) দৃষ্ট্বা রামঃ গিরিশালয়ং (মহাদেবনিবাসং) শ্রীশৈলং (শ্রীপর্ব্বতং) যযৌ (গতবান্ ততঃ) প্রভুঃ (রামঃ) দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং (অতিপবিত্রং) বেঙ্কটং (তন্না-

মকম্) অদ্রিং (পর্ব্বতং) দৃষ্ট্বা কামকোষ্ণীং কাঞ্চীং পুরীং (কাঞ্চীনগরীং) সরিদ্‌বরাং (নদীশ্রেষ্ঠাং) কাবেরীং চ (দৃষ্ট্বা, ততঃ) যত্র (স্থানে) হরিঃ সন্নিহিতঃ (সাক্ষাদ্ বর্ত্ততে তৎ) শ্রীরঙ্গাখ্যং (শ্রীরঙ্গনামকং) মহাপুণ্যং (ক্ষেত্রং তথা) হরেঃ (বিষ্ণোঃ) ক্ষেত্রং (স্থানং) ঋষভাদ্রিং তথা দক্ষিণাং মথুরাং (গত্বা, ততঃ) মহাপাতকনাশনং সামুদ্রং সেতুং অগমৎ (গতঃ) ॥ ১১-১৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তিনি গোমতী, গণ্ডকী, বিপাশা ও শোণনদে স্নান করিয়া গয়ায় গমন এবং তথায় পিতৃগণের আরাধনাপূর্ব্বক গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানান্তে মহেন্দ্রপর্ব্বতে পরশুরামের দর্শন ও অভিবাদন করিয়া সপ্তগোদাবরী, বেণা, পম্পা এবং ভীমরথী তীর্থে গমন করিলেন। পরে কার্ত্তিকেয়ের দর্শনপূর্ব্বক মহাদেবের আবাসভূমি শ্রীপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। প্রভু বলদেব তথা হইতে দ্রবিড়দেশে পরম পবিত্র বেঙ্কট পর্ব্বত, কামকোষ্ণী, কাঞ্চীনগরী এবং নদীশ্রেষ্ঠা কাবেরী দর্শন করিয়া যথায় শ্রীহরি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই শ্রীরঙ্গনামক পরম পবিত্র ক্ষেত্র এবং শ্রীহরির-ক্ষেত্র ঋষভ পর্ব্বত ও দক্ষিণ মথুরায় গমনপূর্ব্বক তথা হইতে মহাপাতকবিনাশন সমুদ্রসেতুবন্ধনে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১১-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—গোমতীমিত্যাদীনাং গত্বেত্যনেনান্বয়ঃ। স্নাত্বেতি তত্র তত্রেত্যর্থঃ। পিতৄ নিষ্টেতি জীবৎপিতৃপিতামহস্যাপি তস্য শ্রীবসুদেবাজ্ঞয়া তৎপূর্ব্বজাপেক্ষয়ৈবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—উপস্পৃশ্য স্নাত্বা। তদনন্তরগম্যেঽপি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে তস্যাগমন শ্রীকৃষ্ণবলভদ্রসুভদ্রাণাং স্বেষামেব স্বকর্ত্তৃকে পূজনাদাববশ্য কর্ত্তব্যে লজ্জাপত্তেরিতি জ্ঞেয়মিতি বৈষ্ণবতোষণী। রামং জামদগ্ন্যং অভিবাদ্যা স্তুত্বা ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গোমতী ইত্যাদি তীর্থ গিয়া এইভাবে অন্বয় হইবে, সেই সেই স্থলে স্নান করিয়া পিতৃপুরুষগণের যাজন করিয়া, জীবৎ পিতা ব্যক্তির পিতামহ আদির তর্পণ করিতে নাই তথাপি শ্রীবসুদেবের আজ্ঞায় তাহার পূর্ব্বজাত ব্যক্তিগণের অর্চ্চনা করিলেন ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপস্পৃশ্য অর্থাৎ স্নান করিয়া অনন্তর শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও সুভদ্রা এই নিজেদেরই নিজ কর্ত্তৃক পূজা প্রথমে অবশ্যকর্ত্তব্য এই লজ্জা উপস্থিত হওয়াতে ইহাই জানিতে হইবে, ইহা বৈষ্ণবতোষণীতে উক্ত। রাম অর্থাৎ পরশুরামকে স্তব করিয়া ॥ ১২ ॥

তত্রাযুতমদাদ্ ধেনূর্ব্রাহ্মণেভ্যো হলায়ুধঃ।
কৃতমালাং তাম্রপর্ণীং মলয়ঞ্চ কুলাচলম্ ॥ ১৬ ॥
তত্রাগস্ত্যং সমাসীনং নমস্কৃত্যাভিবাদ্য চ।
যোজিতস্তেন চাশীর্ভিরনুজ্ঞাতো গতোঽর্ণবম্।
দক্ষিণং তত্র কন্যাখ্যাং দুর্গাং দেবীং দদর্শ সঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—তত্র (সেতুবন্ধতীর্থে) হলায়ুধঃ (রামঃ) ব্রাহ্মণেভ্যঃ অযুতং (অযুতসংখ্যকাঃ) ধেনূঃ অদাৎ (দত্তবান্, ততঃ) কৃতমালাং তাম্রপর্ণীং কুলাচলং (কুলপর্ব্বতং) মলয়ং চ (অগমৎ)। তত্র (মলয়াচলে) সমাসীনং (উপবিষ্টং) অগস্ত্যং নমস্কৃত্য অভিবাদ্য (স্তুত্বা) চ তেন (অগস্ত্যেন) আশীর্ভিঃ (আশীর্বচনৈঃ) যোজিতঃ (অন্বিতো গমনার্থং) অনুজ্ঞাতঃ (অনুমতঃ) চ দক্ষিণং অর্ণবং (দক্ষিণসমুদ্রং) গতঃ (সন) সঃ কন্যাখ্যাং (কন্যাকুমারীসংজ্ঞকাং) দেবীং দুর্গাং দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥১৬-১৭

অনুবাদ—বলদেব সেতুবন্ধে ব্রাহ্মণগণকে দশসহস্র ধেনু দান করিয়া তথা হইতে কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, কুলাচল ও মলয়পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং মলয়াচলস্থ অগস্ত্য ঋষিকে নমস্কার ও স্তুতিপূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণসমুদ্রে গমন করত কন্যাকুমারী নাম্নী দুর্গাদেবীকে দর্শন করিলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

ততঃ ফাল্গুনমাসাদ্য পঞ্চাপ্সরসমুত্তমম্।
বিষ্ণুঃ সন্নিহিতো যত্রস্নাত্বাস্পর্শদ্‌গবাযুতম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তস্মাৎ স্থানাৎ) যত্র বিষ্ণুঃ সন্নিহিতঃ (সাক্ষাদ্ বর্ত্ততে তৎ) ফাল্গুনং (অনন্তপুরং) আসাদ্য (প্রাপ্য তত্রত্যং) উত্তমং পঞ্চাপ্সরসং (তীর্থঞ্চ প্রাপ্য তত্র) স্নাত্বা গবাযুতং (দশসহস্রধেনূঃ) অস্পর্শৎ (অস্পৃশৎ দত্তবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিষ্ণুর সাক্ষাৎ নিবাসস্থান অনন্তপুরে উপস্থিত হইয়া পঞ্চাপ্সরস নামক উত্তম-তীর্থে স্নানপূর্ব্বক দশসহস্র ধেনু দান করিলেন ॥১৮॥

বিশ্বনাথ—অস্পর্শৎ দদৌ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবলদেব অনন্তপুরে উপস্থিত হইয়া পঞ্চঅপ্সরতীর্থে স্নানপূর্ব্বক দশসহস্র ধেনু অস্পর্শৎ অর্থাৎ দান করিলেন ॥ ১৮ ॥

ততোঽভিব্রজ্য ভগবান্ কেরলাংস্তু ত্রিগর্ত্তকান্ ।
গোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং সান্নিধ্যং যত্র ধূর্জ্জটেঃ ॥১৯
আর্য্যাং দ্বৈপায়নীং দৃষ্ট্বা শূর্পারকমগাদ্বলঃ ।
তাপীং পয়োষ্ণীং নির্ব্বিন্ধ্যামুপস্পৃশ্যাথ দণ্ডকম্ ॥২০
প্রবিশ্য রেবামগমদ্ যত্র মাহীষ্মতী পুরী ।
মনুতীর্থমুপস্পৃশ্য প্রভাসং পুনরাগমৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (রামঃ) ততঃ (তস্মাৎ স্থানাৎ) কেরলান্ ত্রিগর্ত্তকান্ তু (চ) অভিব্রজ্য (গত্বা) যত্র (যস্মিন্ স্থানে) ধূর্জ্জটেঃ (শিবস্য) সান্নিধ্যং (সমবস্থানং বর্ত্ততে তৎ) গোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং (গত্বা) দ্বৈপায়নীং (দ্বীপময়নং যস্যাস্তাং দ্বীপবাসিনীং) আর্য্যাং (পূজ্যাং পার্ব্বতীং) দৃষ্ট্বা (ততঃ) বলঃ (রামঃ) শূর্পারকাং অগাৎ (গতবান্ ততঃ) তাপীং পয়োষ্ণীং নির্ব্বিন্ধ্যাং (গত্বা তেষু তীর্থেষু) উপস্পৃশ্য (স্নাত্বা) অথ (অনন্তরং) দণ্ডকং (দণ্ডকারণ্যং) প্রবিশ্য (ততঃ) যত্র মাহিষ্মতীপুরী (সমীপতো বর্ত্ততে তাং) রেবাং) তদাখ্যাং নদীং) অগমৎ (গতবান্, ততঃ) মনুতীর্থং (গত্বা তত্র) উপস্পৃশ্য (স্নাত্বা) পুনঃ প্রভাসং আগমৎ (আগত-বান্) ॥ ১৯-২১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বলদেব তথা হইতে ক্রমে কেরল, ত্রিগর্ত্ত এবং শিবের সাক্ষাৎ আবাসস্থান গোকর্ণ-ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক দ্বীপবাসিনী পূজ্যা দুর্গাদেবীকে দর্শন করিয়া তথা হইতে শূর্পারক ক্ষেত্রে গমন করি-লেন। অনন্তর ক্রমে তাপী, পয়োষ্ণী এবং নির্ব্বিন্ধ্যায় স্নানপূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া মাহিষ্মতী পুরীর সমীপবর্ত্তিনী রেবানদীতে গমন করিলেন। পরে মনুতীর্থে গমন ও স্নান করিয়া পুনরায় প্রভাসে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৯-২১ ॥

শ্রুত্বা দ্বিজৈঃ কথ্যমানং কুরুপাণ্ডবসংযুগে ।
সর্ব্বরাজন্যনিধনং ভারং মেনে হৃতং ভুবঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ সঃ) দ্বিজৈঃ কথ্যমানং (কীর্ত্ত্য-মানং) কুরুপাণ্ডবসংযুগে (কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে) সর্ব্ব-রাজন্যনিধনং (নিখিলক্ষত্রিয়বিনাশং) শ্রুত্বা ভুবঃ (ভূমেঃ) ভারং হৃতং (অপগতং) মেনে (নির্ণীত-বান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রাহ্মণগণের নিকট কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ শ্রবণপূর্ব্বক ভূভার অপহৃত হইয়াছে মনে করিলেন ॥ ২২ ॥

স ভীম-দুর্য্যোধনয়োর্গদাভ্যাং যুধ্যতোর্ম্মৃধে ।
বারয়িষ্যন্ বিনশনং জগাম যদুনন্দনঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) যদুনন্দনঃ সঃ (রামঃ) মৃধে (যুদ্ধ ক্ষেত্রে) গদাভ্যাং যুধ্যতোঃ (যুদ্ধং কুর্ব্বতোঃ) ভীমদুর্য্যোধনয়োঃ বারয়িষ্যন্ (যুদ্ধং নিবারয়িতু-মিষ্যন্) বিনশনং (কুরুক্ষেত্রং) জগাম (গতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—বলদেব অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্রে গদাযুদ্ধ-নিরত ভীম ও দুর্য্যোধনের সংগ্রাম নিবারণের জন্য কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিনশনং কুরুক্ষেত্রম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিনশন অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র ॥২৩

যুধিষ্ঠিরস্তু তং দৃষ্ট্বা যমৌ কৃষ্ণার্জ্জুনাবপি ।
অভিবাদ্যাভবংস্তুষ্ণীং কিং বিবক্ষুরিহাগতঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—যুধিষ্ঠিরঃ যমৌ (নকুল-সহদেবৌ) কৃষ্ণার্জ্জুনৌ অপি তু তং (রামং) দৃষ্ট্বা অভিবাদ্য (নমস্কৃত্য) কিং বিবক্ষুঃ ইহ আগতঃ (কিং বক্তু-মিচ্ছুঃ সন্ অয়ং রাম ইহ আগতঃ, অয়ং কিং বদিষ্যতীতি ভয়েনেত্যর্থঃ) তূষ্ণীং অভবন্ (মৌনং বভূবুঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন—ইঁহারা সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক, "তিনি না জানি কি বলিবার ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন," এইরূপ আশঙ্কায় মৌনভাবে অবস্থান করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিং বদিষ্যতীতি শঙ্কয়া তূষ্ণীম্ ॥২৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি বলিবে এই আশঙ্কায় মৌন থাকিলেন ॥ ২৪ ॥

গদাপাণী উভৌ দৃষ্ট্বা সংরব্ধৌ বিজয়ৈষিণৌ ।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি চরন্তাবিদমব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) গদাপাণী (গদাহস্তৌ) সংরব্ধৌ (কুপিতৌ) বিজয়ৈষিণৌ (অন্যোহন্যং বিজেতুমিচ্ছন্তৌ) বিচিত্রাণি মণ্ডলানি (কৃত্বা) চরন্তৌ (ভ্রমন্তৌ) উভৌ (ভীমদুর্য্যোধনৌ) দৃষ্ট্বা ইদম্ অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তখন বলদেব গদাহস্তে ক্রুদ্ধচিত্তে পরস্পরের পরাজয় কামনায় বিচিত্রমণ্ডলক্রমে ভ্রমণশীল ভীম ও দুর্য্যোধনকে দর্শন করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

যুবাং তুল্যবলৌ বীরৌ হে রাজন্ হে বৃকোদর ।
একং প্রাণাধিকং মন্যে উতৈকং শিক্ষয়াধিকম্ ॥২৬

অন্বয়ঃ—হে রাজন্ (হে দুর্য্যোধন) হে বৃকোদর, (হে ভীম,) যুবাং তুল্যবলৌ (তুল্যং বলং যুদ্ধসামর্থ্যং যয়োঃ তৌ, অতঃ) বীরৌ (মহাযোদ্ধৌ, ভবথঃ, যুবয়োঃ), একং (ভীমং) প্রাণাধিকং (প্রাণেন দেহবলেন অধিকম্) উত (অপি চ) একং (দুর্য্যোধনং) শিক্ষয়া (গদাযুদ্ধবিদ্যয়া) অধিকং মন্যে (অবধারয়ামি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে দুর্য্যোধন, হে বৃকোদর, তোমরা উভয়েই তুল্য যুদ্ধসামর্থ্যসম্পন্ন মহাবীর বলিয়া পরিচিত। তন্মধ্যে একজন (অর্থাৎ ভীম) দেহবলে অধিক এবং অপরজন (দুর্য্যোধন) গদাযুদ্ধের কৌশলহেতু অধিক বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—একং ভীমং বলাধিকং মন্যে। উতৈকং দুর্য্যোধনং গদাশিক্ষয়া অধিকম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক অর্থাৎ ভীমকে অধিক বলবান মনে করি, অথবা এক দুর্য্যোধনকে গদা শিক্ষায় অধিক মনে করি ॥ ২৬ ॥

তস্মাদেকতরস্যেহ যুবয়োঃ সমবীর্য্যয়োঃ ।
ন লক্ষ্যতে জয়োঽন্যো বা বিরমত্বফলো রণঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (হেতোঃ) সমবীর্য্যয়োঃ যুবয়োঃ একতরস্য (একস্য কস্যচিৎ) ইহ (গদাযুদ্ধে) জয়ঃ অন্যঃ (পরাজয়ঃ) বা ন লক্ষ্যতে (ন দৃশ্যতে অতঃ) অফলঃ (নিষ্ফলঃ অয়ং) রণঃ (সংগ্রামঃ) বিরমতু (নিবর্ত্ততাম্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অতএব সমবীর্য্যশীল উভয়ের মধ্যে কোন একজনেরই এই যুদ্ধে জয় বা পরাজয় লক্ষ্য হইতেছে না, সুতরাং এই নিষ্ফল সংগ্রাম বিরত হউক ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যঃ পরাজয়ঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্য অর্থাৎ পরাজয় ॥২৭॥

ন তদ্বাক্যং জগৃহতুর্বদ্ধবৈরৌ নৃপার্থবৎ ।
অনুস্মরন্তাবন্যোন্যং দুরুক্তং দুষ্কৃতানি চ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (পরীক্ষিৎ) অন্যোন্যং (পরস্পরং) দুরুক্তং (দুর্ব্বাক্যং) দুষ্কৃতানি চ (পূর্ব্বকৃতদুষ্টকর্ম্মাণি) চ অনুস্মরন্তৌ (অনুক্ষণং চিন্তয়ন্তৌ অতঃ) বদ্ধবৈরৌ (দৃঢ়লগ্নবৈরভাবৌ উভৌ) অর্থবৎ (যথার্থমপি) তদ্‌বাক্যং (রামবচনং) ন জগৃহতুঃ (ন স্বীকৃতবন্তৌ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, তাঁহারা উভয়েই পরস্পরের প্রতি প্রযুক্ত দুর্ব্বাক্য-সমূহ এবং পূর্ব্বকৃত দুষ্টকর্ম্মসকলের অনুক্ষণ স্মরণহেতু দৃঢ়তর বৈরভাবে আসক্ত হওয়ায় বলদেবের বাক্য যথার্থ হইলেও তাহা গ্রহণ করিলেন না ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থবত্তদ্বাক্যম্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অর্থবৎ সেইবাক্য ॥ ২৮ ॥

দিষ্টং তদনুমন্বানো রামো দ্বারাবতীং যযৌ ।
উগ্রসেনাদিভিঃ প্রীতৈর্জ্ঞাতিভিঃ সমুপাগতঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) রামঃ তৎ (তাদৃশং যুদ্ধং) দিষ্টং (প্রাচীনং কর্ম্ম, অবশ্যম্ভাবীতি ভাবঃ) অনুমন্বানঃ (সমর্থয়ন্, অথবা অনু পশ্চাৎ মন্বানঃ পূর্ব্বোক্তং কারণং নির্দ্ধারয়ন্) দ্বারাবতীং (দ্বারকাং)

যযৌ (গতবান্, তত্র চ) উগ্রসেনাদিভিঃ প্রীতৈঃ (তদ্দর্শনাৎ সন্তুষ্টৈঃ) জ্ঞাতিভিঃ সমুপাগতঃ (সঙ্গতো বভূব) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বলদেব তাদৃশ যুদ্ধ দৈবকৃত-জ্ঞানে উহা অনুমোদন করিয়া দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক তদ্দর্শন-প্রীত উগ্রসেন প্রভৃতি জ্ঞাতিগণসহ মিলিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—দিষ্টং শ্রীকৃষ্ণেনৈবাদিষ্টং তৎপ্রবর্ত্তিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দিষ্টং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃকই আদিষ্ট অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্ত্তিত ॥ ২৯ ॥

তং পুনর্নৈমিষং প্রাপ্তমৃষয়োঽযাজয়ন্মুদা ।
ক্রত্বঙ্গং ক্রতুভিঃ সর্ব্বৈর্নিবৃত্তাখিলবিগ্রহম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) ঋষয়ঃ (নৈমিষস্থাঃ মুনয়ঃ) পুনঃ নৈমিষং প্রাপ্তং (পুনস্তত্রাগতং) ক্রত্বঙ্গং (যজ্ঞমূর্ত্তিং) নিবৃত্তাখিলবিগ্রহং (নিবৃত্ত উপরতঃ অখিলবিগ্রহো যুদ্ধং যস্য তং) তং (রামং) সর্ব্বৈঃ ক্রতুভিঃ (যাগৈঃ) মুদা (হর্ষেণ) অযাজয়ন্ (সর্ব্বান্ যাগান্ কারয়ামাসুরিত্যর্থঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি পুনরায় নৈমিষক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে ঋষিগণ অখিলযুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে নিবৃত্তচিত্ত এবং যজ্ঞমূর্ত্তিস্বরূপ বলদেবের দ্বারা যজ্ঞ সমূহের অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ক্রত্বঙ্গং যজ্ঞমূর্ত্তিম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ক্রতু অঙ্গ অর্থাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীবলদেবের দ্বারা ॥ ৩০ ॥

তেভ্যো বিশুদ্ধং বিজ্ঞানং ভগবান্ ব্যতরদ্বিভুঃ ।
যেনৈবাত্মন্যদো বিশ্বমাত্মানং বিশ্বগং বিদুঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) যেন (জ্ঞানেন) এব আত্মনি (স্বস্মিন্ অধিষ্ঠানে) অদঃ বিশ্বং (নিখিলবিশ্বং তথা) বিশ্বগং (সর্ব্বানুস্যূতম্) আত্মানং (পরমাত্মানঞ্চ) বিদুঃ (জানন্তি ভক্তা ইত্যর্থঃ) বিভুঃ ভগবান্ (রামঃ) তেভ্যঃ (ঋষিভ্যঃ তৎ) বিশুদ্ধং (অপ্রাকৃতং) বিজ্ঞানং (স্বরূপজ্ঞানং) ব্যতরৎ (দত্তবান্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তৎকালে বলদেব ঋষিগণকে অপ্রাকৃত স্বরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত জ্ঞানলাভ করিলে ভক্তগণ পরমাত্মপুরুষে নিখিল বিশ্বের অধিষ্ঠান এবং বিশ্বমধ্যে পরমাত্মপুরুষের অধিষ্ঠান অবগত হইয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—যেনৈব জ্ঞানেন আত্মনি পরমাত্মন্যধিষ্ঠানে অদো বিশ্বং আত্মানং পরমাত্মানঞ্চ বিশ্বগং বিশ্বাধিষ্ঠিতং বিদুঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে জ্ঞানের দ্বারা আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মারূপ অধিষ্ঠানে অদ অর্থাৎ এই বিশ্বকে, আত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকেও বিশ্বগ বিশ্বের অধিষ্ঠিত জানিবে ॥ ৩১ ॥

স্বপত্ন্যাবভৃথস্নাতো জ্ঞাতিবন্ধুসুহৃদ্‌বৃতঃ ।
রেজে স্বজ্যোৎস্নয়েবেন্দুঃ সুবাসাঃ সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতঃ ॥৩২

অন্বয়ঃ—(অথ) স্বপত্ন্যা (রেবতীদেব্যা সহ) জ্ঞাতিবন্ধুসুহৃদ্‌বৃতঃ (সন্) অবভৃথস্নাতঃ (দীক্ষান্তবিধানেন স্নাতঃ) সুবাসাঃ (সুবসনধারী তথা) সুষ্ঠু (সম্যক্) অলঙ্কৃতঃ (স রামঃ) স্বজ্যোৎস্নয়া (স্বস্য জ্যোৎস্নয়া সহ সঙ্গতঃ) ইন্দুঃ (চন্দ্রঃ) ইব রেজে (শুশুভে) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বলদেব অবভৃথ-স্নানান্তে সুবসন এবং সুভূষণ-সমূহ ধারণপূর্ব্বক স্বীয়পত্নী রেবতীদেবী এবং জ্ঞাতিবন্ধু সুহৃদ্‌গণের সহিত মিলিত হইয়া জ্যোৎস্নাবিমণ্ডিত চন্দ্রতুল্য শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

ঈদৃগ্বিধান্যসংখ্যানি বলস্য বলশালিনঃ ।
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য মায়ামর্ত্ত্যস্য সন্তি হি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অনন্তস্য (অনন্তমহিমশালিনঃ, অতঃ) অপ্রমেয়স্য (ইয়ত্তয়া নির্ণেতুমযোগ্যস্য) মায়ামর্ত্ত্যস্য (মায়য়া মর্ত্ত্যবিগ্রহধারিণঃ) বলশালিনঃ (মহাবলস্য) বলস্য (রামদেবস্য) ঈদৃগ্‌বিধানি অসংখ্যানি (চরিতানি) সন্তি হি (বর্ত্তন্তে কিল) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্ত-মাহাত্ম্যশালী, অপ্রমেয়স্বরূপ এবং মায়ামনুষ্যবিগ্রহ মহাবল বলদেবের ঈদৃশ অসংখ্য চরিত বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—মায়য়া স্বরূপেণ মর্ত্ত্যস্য "স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ" ইতি শ্রুতেঃ ।। ৩৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—মায়াদ্বারা অর্থাৎ স্বরূপদ্বারা মনুষ্য বিগ্রহধারী শ্রীবলদেবের অসংখ্য চরিত বিদ্যমান আছে, শ্রুতিতে স্বরূপভূতা নিত্যশক্তিমায়াদ্বারা যুক্ত ।। ৩৩ ।।

যোঽনুস্মরেত রামস্য কর্ম্মাণ্যদ্ভুতকর্ম্মণঃ ।
সায়ং প্রাতরনন্তস্য বিষ্ণোঃ স দয়িতো ভবেৎ ।।৩৪।।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বলদেবতীর্থযাত্রানিরূপণং নামৈকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।। ৭৯ ।।

অন্বয়ঃ—যঃ সায়ং (সন্ধ্যাকালে) প্রাতঃ (প্রভাতে চ) অদ্ভুতকর্ম্মণঃ (বিচিত্রচরিত্রস্য) অনন্তস্য রামস্য কর্ম্মাণি (চরিতানি) অনুস্মরেত (অনুস্মরেৎ সর্ব্বদা স্মরেৎ) সঃ (জনঃ) বিষ্ণোঃ দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) ভবেৎ ।। ৩৪ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—হে রাজন্, যিনি প্রভাতে ও সায়ংকালে অদ্ভুতকর্ম্মা অনন্ত-মাহাত্ম্যশালী বলদেবের এই সমস্ত চরিত নিরন্তর স্মরণ করেন, তিনি শ্রীহরির প্রীতিভাজন হইয়া থাকেন ।। ৩৪ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—বিষ্ণোস্তদনুজস্য কৃষ্ণস্য ।। ৩৪ ।।

ইতি-সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
একোনাশীতিতমোঽয়ং দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ।।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিষ্ণু শ্রীবলদেবের অনুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হয় ।। ৩৪ ।।

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমস্কন্ধে একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনাশীতিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ।। ১০।৭৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনাশীতিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।
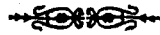
অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ,—

ভগবন্ যানি চান্যানি মুকুন্দস্য মহাত্মনঃ ।
বীর্য্যাণ্যনন্তবীর্য্যস্য শ্রোতুমিচ্ছাম হে প্রভো ।। ১ ।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

অশীতিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নিজগৃহাগত অর্থেপ্সু সখা শ্রীদামা বিপ্রকে অর্চ্চন-পূর্ব্বক উভয়ের একত্রে গুরুকুলে বাসকালীন লীলা-সমূহের আলোচনা বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীদামা নামক জনৈক বিষয়াসক্তিশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন । তিনি অনায়াসলব্ধ দ্রব্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন । অর্থাভাবে ব্রাহ্মণ ও তদীয় পত্নী জীর্ণ মলিন বসন পরিধান করিতেন ।

একদিন দ্বিজপত্নী স্বামীর ভোজ্য-সম্পাদনে অসমর্থা হইয়া পতিসমীপে আগমন-পূর্ব্বক নিজ দারিদ্র্য-মোচনার্থ দ্বারকাস্থিত লক্ষ্মীপতির নিকট গমনের জন্য পতিকে অনুরোধ করিতে থাকিলে দ্বিজবর শ্রীদামা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শন পরমলাভজনক' জানিয়া

দ্বারকা-গমনে অভিলাষ প্রকাশপূর্ব্বক সখার উপায়ন যোগ্য কিছু সামগ্রী প্রার্থনা করিলেন। সাধ্বী পত্নী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ভিক্ষালব্ধ চারি-মুষ্টি তণ্ডুলপ্রায় চিপিটক জীর্ণ-বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করিয়া স্বামীহস্তে প্রদান করিলে বিপ্রবর তাহা লইয়া 'কিরূপে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শন ঘটিবে'—এই চিন্তা করিতে করিতে দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিজবর শ্রীদামা শ্রীকৃষ্ণমহিষীপ্রধানা রুক্মিণী-দেবীর গৃহদ্বারে সমুপস্থিত হইলে প্রিয়তমার পর্য্যঙ্ক-স্থিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া স্বহস্তে তদীয় পাদপ্রক্ষালন-পূর্ব্বক সেই পাদ-ধৌত জল মস্তকে ধারণ করিলেন। তৎপরে চন্দ-নাদি অনুলেপন ও গন্ধদ্রব্য প্রদান এবং ধূপদীপাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনপূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। রুক্মিণীদেবীও মলিন-বসন ব্রাহ্মণকে চামর দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পুরবাসিগণ পরম বিস্ময়ান্বিতচিত্তে (বাহ্যদৃষ্টিতে) শ্রীহীন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখার হস্তধারণপূর্ব্বক উভয়ে একত্রে গুরুকুলে বাসকালীন পুরাতন চরিতসমূহের আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীদামার গার্হস্থ্যজীবন বিষয়ক প্রশ্ন এবং গুরুসান্দীপনি-কর্ত্তৃক কাষ্ঠ-সংগ্রহার্থ প্রেরিত হইয়া কিরূপ প্রচণ্ড বাত-বৃষ্টিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া-ছিলেন এবং কিরূপেই বা রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া গুরুসান্দীপনি সহানু-ভূতি সহকারে যে সকল আশীর্বচন প্রয়োগ করিয়া-ছেন, তত্তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়া, 'শিষ্যগণের সর্ব্বার্থ-সাধক শরীর শ্রীগুরুর উদ্দেশ্যে সমর্পণ দ্বারা গুরুর সেবা করা কর্ত্তব্য'—ইহা শ্রীমুখে কীর্ত্তন করিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীদামা তদুত্তরে ভক্তবৎসল ভগবানের সহিত একত্রে অবস্থান-লাভে নিজের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া 'নিখিল-বেদ-যোনি শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যা-অধ্যয়ন-লীলা কেবল লোকশিক্ষামাত্র'—ইহা বর্ণন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—হে প্রভো, ভগবন্, অনন্তবীর্য্যস্য মহাত্মনঃ মুকুন্দস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অন্যানি চ (পূর্ব্বোক্তেভ্যঃ অপরাণি চ) যানি বীর্য্যাণি (চরি-তানি সন্তি তানি) শ্রোতুং ইচ্ছাম (ইচ্ছামো বয়মিতি শেষঃ)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীরাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে প্রভো, ভগবান্ অনন্তবীর্য্যশালী মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অপর যে সকল চরিত বর্ত্তমান আছে, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

অশীতিতম আয়াতঃ শ্রীদামা হরিণার্চ্চিতঃ।
সপ্রেমপৃষ্ট উক্তা চ কথা গুরুকুলাশ্রয়া॥০॥
হে প্রভো, তানি শ্রোতুমিচ্ছাম ইত্যন্বয়ঃ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অশীতিতম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের গৃহে আগত শ্রীদাম নামক ব্রাহ্মণ শ্রীহরি-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত প্রেমের সহিত জিজ্ঞাসিত হইয়া গুরু-গৃহে থাকাকালীন কথাসমূহও বলিলেন॥ ০॥

শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে বলিতেছেন—হে প্রভো! শ্রীকৃষ্ণের অপর যে সকল চরিত বর্ত্তমান আছে, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি এইভাবে অন্বয় হইবে॥ ১॥

কো নু শ্রুত্বা সকৃদ্ব্রহ্মন্ উত্তমঃশ্লোকসৎকথাঃ।
বিরমেত বিশেষজ্ঞো বিষণ্ণঃ কামমার্গণৈঃ॥ ২॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ কামমার্গণৈঃ (বিষয়-সন্ধানৈঃ) বিষণ্ণঃ (বিষাদং প্রাপ্তঃ) বিশেষজ্ঞঃ (সার-বিৎ) কঃ নু (কঃ খলু জনঃ) সকৃৎ (একবারং) উত্তমঃশ্লোকসৎকথাঃ (উত্তমঃশ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সৎ-কথাঃ সত্যো মনোহরা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যজনিকা যাঃ কথাস্তাঃ) শ্রুত্বা (ততঃ) বিরমেত (নিবৃত্তো ভবেৎ কোঽপি নেত্যর্থঃ)॥ ২॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, নিরন্তর বিষয় সন্ধানে বিষণ্ণ চিত্ত মানব একবার শ্রীকৃষ্ণের মনোহর চরিত শ্রবণ করিয়া তাহার সার অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য অবগত হইতে পারিলে পুনরায় তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে কি? ॥ ২॥

বিশ্বনাথ—অসকৃদপি শ্রুত্বা ননু বিরমন্তোঽপি বহবো দৃশ্যন্তে তত্রাহ,—বিশেষজ্ঞ ইতি। নির্ব্বিশেষ-তত্ত্বজ্ঞানিন এব বিরমন্ত অপ্রাকৃতগুণরূপলীলাস্বাদ-বিশেষজ্ঞস্তু কো বিরমেৎ। কিঞ্চ, নিত্যানুভূয়মান-

দুঃখধ্বংসার্থমপি বিরমিতুং ন যুজ্যতে ইত্যাহ,—বিষণ্ণঃ বিষণ্ণোঽপি। অন্যথা শ্রবণেন্দ্রিয়ং ব্যর্থমেব স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনঃ পুনঃ শুনিয়া বিরাম দিলেও বহুলীলা দেখা যায়। অতএব হে প্রভু! আপনি বিশেষজ্ঞ, নির্ব্বিশেষ তত্ত্বজ্ঞানীগণই বিরাম করুক, অপ্রাকৃত গুণরূপলীলা আস্বাদনে বিশেষজ্ঞ কে বিরমিত হয় আর নিত্য অনুভূয়মান ব্যক্তিরও দুঃখ ধ্বংসের জন্য বিরাম লাভ করা উচিৎ নহে—ইহাই বলিতেছেন—বিষণ্ণ ব্যক্তিও, অন্যথা শ্রবণদ্বয় ব্যর্থই হইবে ইহাই ভাবার্থ ॥ ২ ॥

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে
করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(জনঃ) যয়া (বাচা) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) গুণান্ (মাহাত্ম্যানি) গৃণীতে (উচ্চারয়তি) সা (সৈব) বাক্ (যথার্থতো বাগিন্দ্রিয়ং ভবতি, তথা) করৌ (যৌ হস্তৌ) চ তৎকর্ম্মকরৌ (তস্য ভগবতঃ কর্ম্মকরৌ সেবনরতৌ তৌ এব বস্তুতঃ করৌ ভবতঃ, তথা যৎ) মনঃ (চিত্তং) চ স্থিরজঙ্গমেষু (নিখিলস্থাবরজঙ্গমভূতেষু) বসন্তং (অন্তর্য্যামিতয়া স্থিতং শ্রীকৃষ্ণং) স্মরেৎ (চিন্তয়েৎ তদেব বস্তুতো মনো ভবতি, তথা যঃ কর্ণঃ) তৎপুণ্যকথাঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) পুণ্যচরিতানি) শৃণোতি সঃ কর্ণঃ (বস্তুতঃ কর্ণো ভবতি) ॥৩॥

অনুবাদ—মনুষ্যের যে বাগিন্দ্রিয়দ্বারা ভগবদ্‌গুণসমূহ কীর্ত্তিত হয়, উহাই বস্তুতঃ 'বাগিন্দ্রিয়', যদ্দ্বারা নিরন্তর ভগবৎকৃত্য সম্পাদিত হয়, উহাই বস্তুতঃ 'হস্ত', যদ্দ্বারা নিখিলভূতান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হয়, উহাই বস্তুতঃ 'চিত্ত' এবং যদ্দ্বারা তদীয় পুণ্যচরিত শ্রুত হয়, উহাই বস্তুতঃ 'কর্ণ'নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং কর্ণস্যৈব, কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধং বিনা সর্ব্বেষামপ্যঙ্গানাং বৈয়র্থ্যমাহ,—সা বাগিত্যাদি। অন্যানি বাগাদীনি তু "জিহ্বাঽসতী দার্দ্দুরিকেব" ইত্যাদি শৌনকোক্তেনিন্দাত্র বেত্যর্থঃ। তৎকর্ম্মকরাবেব করৌ ধন্যৌ। স্থিরেষু জঙ্গমেষু বসন্তং স্মরেৎ যন্মনস্তদেব মন ইতি যত্র যত্র নেত্রং পততি তত্র তত্রৈব কৃষ্ণস্মরণশীলনং মন এব ধন্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল কর্ণেরই ব্যর্থতা নহে, কিন্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিহীন সকল অঙ্গগুলিরই ব্যর্থতা বলিতেছেন—অন্য বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ কিন্তু পূর্ব্বে শৌনকঋষিও বলিয়াছেন—যে জিহ্বা কৃষ্ণ কথা কীর্ত্তন করে না তাহা ভেক্ জিহ্বার ন্যায় অসত্য। শ্রীকৃষ্ণের সেবাকার্য্য নিপুণ হস্তদ্বয়ই ধন্য। স্থাবর ও জঙ্গমসমূহে অবস্থানকারী শ্রীকৃষ্ণকে যেমন স্মরণ করে সেই মনই মন, যেখানে যেখানে দৃষ্টিপড়ে সেই সেই স্থলেই কৃষ্ণস্মরণশীল মনই ধন্য ॥ ৩ ॥

শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যৎ শিরঃ) তস্য (কৃষ্ণস্য) উভয়লিঙ্গং (স্থিরং জঙ্গমঞ্চ তস্যৈব লিঙ্গমিতি মত্বা) আনমেৎ (প্রণমেৎ তৎ) শিরঃ তু (বস্তুতঃ শিরো ভবতি, তথা) যৎ (চক্ষুঃ) তৎ এব (তস্য লিঙ্গমিত্যেব) পশ্যতি তৎ হি (তদেব) চক্ষুঃ (বস্তুতঃ চক্ষুর্ভবতি) যানি (অঙ্গানি) নিত্যং বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অর্থ (অপি চ) তজ্জনানাং (তস্য ভক্তানাং) পাদোদকং ভজন্তি (সেবন্তে তান্যেব) অঙ্গানি (বস্তুতোঽঙ্গানি ভবন্তি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যে মস্তক স্থাবর এবং জঙ্গম—উভয় পদার্থকেই ভগবানের চিহ্নস্বরূপ জ্ঞানে প্রণত হয়, উহাই বস্তুতঃ 'মস্তক'; যে চক্ষুঃ উক্ত স্থাবর জঙ্গমকে ভগবানের চিহ্নজ্ঞানে দর্শন করে, উহাই বস্তুতঃ 'চক্ষুঃ' এবং যে সকল অঙ্গ নিরন্তর ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের পাদোদক সেবন করে, উহাই প্রকৃত পক্ষে 'অঙ্গ'-পদবাচ্য হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—উভয়লিঙ্গং বিষ্ণোস্তজ্জনানাঞ্চেতি ব্যক্তীভাবিত্বাৎ বিষ্ণুপ্রতিমারূপং তদ্ভক্তরূপঞ্চ তদ্দ্বয়মেব যৎ পশ্যতি তদেব চক্ষুঃ। অঙ্গানি নাভেরূর্দ্ধ্ববর্ত্তীনি জ্ঞেয়ানি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উভয় লিঙ্গ অর্থাৎ বিষ্ণু ও তাহার ভক্তজনগণের বিগ্রহ অর্থাৎ যেখানে ভগবানের প্রকাশ হয় সেই বিষ্ণুপ্রতিমারূপ ও তাহার ভক্তরূপ এই দুইই যে চক্ষুই ধন্য। অঙ্গসমূহ অর্থাৎ নাভির উর্দ্ধস্থিত অঙ্গসমূহ জানিবে ॥ ৪ ॥

সূত উবাচ—

বিষ্ণুরাতেন সংপৃষ্টো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
বাসুদেবে ভগবতি নিমগ্নহৃদয়োঽব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সূতঃ উবাচ,—ভগবতি বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণে) নিমগ্নহৃদয়ঃ (নিবিষ্টচিত্তঃ) ভগবান্ বাদরায়ণিঃ (শ্রীশুকদেবঃ) বিষ্ণুরাতেন (শ্রীপরীক্ষিতা) সংপৃষ্টঃ (সম্যক্ পৃষ্টঃ সন্) অব্রবীৎ (উক্তবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত বলিলেন,—হে মুনিগণ, নিরন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্টচিত্ত শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ তখন এরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

কৃষ্ণস্যাসীৎ সখা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
বিরক্ত ইন্দ্রিয়ার্থেষু প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইন্দ্রিয়ার্থেষু বিরক্তঃ (বিষয়ানাসক্তঃ) জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্তঃ) ব্রহ্মবিত্তমঃ (বেদজ্ঞপ্রবরঃ) কশ্চিৎ ব্রাহ্মণঃ (শ্রীদামসংজ্ঞকো বিপ্রঃ) কৃষ্ণস্য সখা আসীৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, শ্রীদামা নামক এক বিষয়াসক্তিশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্তচিত্ত বেদজ্ঞপ্রবর ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন ॥ ৬ ॥

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন বর্ত্তমানো গৃহাশ্রমী।
তস্য ভার্য্যা কুচৈলস্য ক্ষুৎক্ষামা চ তথাবিধা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) যদৃচ্ছয়া (অনায়াসেন) উপপন্নেন (প্রাপ্তেন দ্রব্যেণ) বর্ত্তমানঃ (বৃত্তিনির্ব্বাহকঃ) গৃহাশ্রমী (গৃহস্থধর্ম্মরত আসীৎ) কুচৈলস্য (কুবসনস্য) তস্য (বিপ্রস্য) তথাবিধা (কুচৈলা) ক্ষুৎক্ষামা চ (যৎকিঞ্চিৎ সম্পন্নমন্নং তস্মৈ পরিবেষ্য স্বয়ং ক্ষুধা জীর্ণা) ভার্য্যা (আসীৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তিনি অনায়াসলব্ধ দ্রব্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহপূর্ব্বক গৃহস্থধর্ম্মে রত ছিলেন। উক্ত জীর্ণমলিনবসনধারী ব্রাহ্মণের ভার্য্যাও জীর্ণ-মলিনবসনা এবং ক্ষুধানিবন্ধন শীর্ণকায়া ছিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তথাবিধা তাদৃশগুণযুক্তা ক্ষুৎকামা চেতি চকারাৎ ক্ষুৎক্ষামত্বমিত্যেকো গুণস্তু তস্মাদপ্যধিকস্তস্যাঃ, প্রাপ্তং যৎ কিঞ্চিদন্নং তস্মৈ পরিবেশ্য স্বয়ং ক্ষুধয়ৈব স্থিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইরূপ গুণযুক্ত ক্ষুধায় কৃশ, চ কার থাকায় ক্ষুধায় কৃশ ইহা একটি গুণ তাহা হইতেও অধিক গুণ তাহাতে পাওয়া যায়। যৎকিঞ্চিৎ অন্ন ঐ ব্রাহ্মণসখাকে পরিবেশন করিয়া তাহার স্ত্রী স্বয়ং ক্ষুধায়ই থাকেন ॥ ৭ ॥

পতিব্রতা পতিং প্রাহ ম্লায়তা বদনেন সা।
দরিদ্রং সীদমানা বৈ বেপমানাভিগম্য চ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(কদাচিৎ) সীদমানা (ভর্ত্তুর্ভোগসম্পাদনাশক্ত্যা অবসীদন্তী) বেগমানা (ভয়েন কম্পমানা) ম্লায়তা (শুষ্যতা) বদনেন (উপলক্ষিতা) পতিব্রতা (পতিপরায়ণা) সা (বিপ্রপত্নী) দরিদ্রং পতিং অভিগম্য চ (সমীপমাগত্য চ) প্রাহ বৈ (উবাচ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কোন একদিন স্বামীর ভোজ্যসম্পাদনে অসামর্থ্য নিবন্ধন অবসন্না ভয়কম্পিতা পতিব্রতা ব্রাহ্মণী শুষ্কমুখে দরিদ্র পতিসমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—সীদমানা ভর্তৃভোগসম্পাদনাসামর্থ্যাৎ সীদন্তী বেপমানা ভগবতি ভক্তীতরপ্রার্থনায়া অনর্হত্বাৎ পতিভয়েন সকম্পা ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সীদমানা ঐ শ্রীদাম বিপ্রের স্ত্রী স্বামির ভোগ সম্পাদনে অসমর্থ হেতু কম্পিত হইতে হইতে ভগবানে ভক্তিভিন্ন অন্য প্রার্থনা অনুচিৎ হেতু অতিভয়ে কম্পমানা ॥ ৮ ॥

ননু ব্রহ্মন্ ভগবতঃ সখা সাক্ষাচ্ছ্রিয়ঃ পতিঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, (বিপ্রবর) সাক্ষাৎ শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) পতিঃ (স্বামী তথা) ব্রহ্মণ্যঃ (ব্রাহ্মণহিতপরঃ) চ শরণ্যঃ (আশ্রয়নীয়ঃ) চ ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ (যাদবশ্রেষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ভগবতঃ (ভবতঃ) ননু সখা (মিত্রং ভবতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মণ, ব্রাহ্মণহিতরত শরণ্য সাক্ষাৎ শ্রীপতি যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সখা ॥৯॥

বিশ্বনাথ—ননু শ্রীপতিনা দীনস্য মম কুতঃ সখ্যং তত্রাহ,—ব্রহ্মণ্যঃ। মম তাদৃশং ব্রাহ্মণ্যমপি নাস্তীতি চেৎ শরণ্যঃ। ভক্ত্যভাবান্মম শরণাগতত্বমপি নাস্তীতি চেদ্ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞতয়া তব দুঃখং দৃষ্ট্বা দয়িষ্যত এবেত্যর্থঃ। ননু স্বকর্ম্মফলভোগিষু মদ্বিধেষ্বনন্তেষু দুঃখীজীবেষু মধ্যে সর্ব্বত্র সমঃ স মহ্যমেব কথং ধনং দদ্যাদিতি চেন্নৈবমিত্যাহ—সাত্বতাং ভক্তানাং ঋষভঃ পতিরিতি স মা দদাতু নাম কিন্তু ব্যজনাদিভিস্তং পরিচরন্তঃ পরমকৃপালবস্তদ্ভক্তাস্তু দাস্যন্ত্যেবেতি ভাবঃ। সাত্বতান্ যদুবংশান্ স পালয়ত্যেব ত্বৎপালনে তস্য কো ভারঃ কো বা দোষো ভবিতেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি ব্রাহ্মণ বলেন আমি দীন ব্যক্তি লক্ষ্মীপতির সহিত সখ্য কিরূপে হইবে? তাহার উত্তরে ব্রাহ্মণী বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যদেব, তাহার উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—সেইরূপ ব্রাহ্মণ গুণ আমাতে নাই, তাহার উত্তরে ব্রাহ্মণী বলিতেছেন—তিনি শরণাগত পালক, ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—আমার ভক্তির অভাবহেতু শরণাগতত্বও নাই, ব্রাহ্মণী বলিতেছেন—তিনি ভগবান সর্ব্বজ্ঞহেতু তোমার দুঃখ দেখিয়া দয়া করিবেনই। যদি বল সকর্ম্ম ফলভোগী আমার ন্যায় অনন্তজন দুঃখী জীবের মধ্যে সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন তিনি কিরূপে আমাকেই ধনদান করিবেন, ইহা যদি বল, তিনি সাত্বত ভক্তগণের পতি তিনি না দিলেও কিন্তু ব্যজনাদিদ্বারা তোমার পরিচর্য্যাকালে পরম কৃপালু তাহার ভক্তগণ তোমাকে দান করিবেনই। সাত্বত যদুবংশীয়গণকে তিনি পালন করিতেছেনই, তোমাকে পালন করিতে তাহার কি ভার অথবা কি দোষ হইবে ॥ ৯ ॥

তমুপৈহি মহাভাগ সাধূনাঞ্চ পরায়ণম্।
দাস্যতি দ্রবিণং ভূরি সীদতে তে কুটুম্বিনে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগ, সাধূনাং চ (সতাঞ্চ) পরায়ণং (পরমগতিস্বরূপং) তং (শ্রীকৃষ্ণম্) উপৈহি (গচ্ছ ততঃ সঃ) কুটুম্বিনে (বহুপোষ্যযুক্তায়, অপি চ তৎপালনাশক্ত্যা) সীদতে (অবসাদগ্রস্তায়) তে (তুভ্যং) ভূরি (প্রভূতং) দ্রবিণং (ধনং) দাস্যতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ, আপনি সাধুগণের পরমগতি স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করুন, তাহা হইলে তিনি বহুপোষ্য পালনে অসমর্থতা নিবন্ধন আপনাকে অবসন্ন দেখিয়া প্রভূত ধন দান করিবেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—সাধূনাঞ্চেতি চকারাদ্দীনানাঞ্চ যদি ত্বমাত্মানং সাধুং ন মন্যসে তদা দীনস্তু ভবস্যেবেতি ভাবঃ। অতঃ সীদতে কুটুম্বিনে ইতি দানপাত্রত্বং দ্যোতিতম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধুগণের ও দীনগণের পালক কৃষ্ণ যদি তোমার আত্মাকে তুমি সাধু মনে না কর তখন দীন আপনাকে দান করিবেন। অতএব তুমি দুঃখী ও তোমার আত্মীয়গণ কষ্ট পাইতেছে, তাহা হইলে তুমি একজন দানের পাত্র ॥ ১০ ॥

আস্তেঽধুনা দ্বারবত্যাং ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ।
স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।
কিং ন্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥

অন্বয়ঃ—ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ (ভোজাদীনামধিপতিঃ সঃ) অধুনা দ্বারবত্যাং (দ্বারকাম্) আস্তে (তিষ্ঠতি সঃ) জগদ্গুরুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্মরতঃ (কেবলং স্মরণমাত্রং কুর্ব্বতো জনস্যৈব তস্মৈ ইত্যর্থঃ) পাদকমলং (স্বকীয়পাদপদ্মযুগম্) আত্মানং (স্বস্বরূপম্) অপি যচ্ছতি (দদাতি অতঃ) ভজতঃ (ভক্তায় ইত্যর্থঃ) নাত্যভীষ্টান্ (নাত্যভিলষিতান্ পরিপাকবিরসত্বাদিতিভাবঃ) অর্থকামান্ কিং নু (অর্থকামান্ দদাতি ইত্যত্র কিং বক্তব্যং অবশ্যমেব দদাতীত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধিপতি

শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি দ্বারকায় অবস্থান করিতেছেন। উক্ত জগদ্‌গুরু ভগবান্ স্মরণমাত্রই মানবকে স্বকীয় পাদ-পদ্ম, এমন কি, নিজেকে পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনার ন্যায় ভক্তকে সামান্য ধন প্রদান করিবেন, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু স সাম্প্রতমিন্দ্রপ্রস্থে দ্বারকায়াং বা অসুরমারণার্থমন্যত্র কাপ্যাস্তে বা তত্রাহ,—আস্তে ইতি। অধুনা ন্যস্তশস্ত্রঃ স্বনগরাদন্যত্র ন যাতীত্যর্থঃ। ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বর ইতি তৎস্বীকারমাত্রেণ তেঽপি দাস্যন্তীতি ভাবঃ। ননু তদপি ধনং প্রার্থয়িতুমহং লজ্জে তত্রাহ—স্মরত ইতি। চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। স্মরণ-মাত্রং কুর্ব্বতে জনায় অপ্রার্থকায়াপি স্বাত্মানমপি দদাতি কিং পুনরর্থকামান্ পরিণামবিরসত্বাৎ দাতুং নাত্যভীষ্টান্ যতো জগতাং গুরুর্হিতকর্ত্তা। যাচ-কানাস্ত্বিচ্ছয়া তানপ্যপ্রার্থিতোঽপি দত্তে। তেন তত্র গত্বা ত্বয়া তূষ্ণীমেব স্থেয়ং স তু ত্বদভীষ্টং বহুধনং ত্বদ্ধিতকারিত্বাৎ স্বাভীষ্টং স্বচরণপদ্মমাধুর্য্যঞ্চ দাস্য-তীতি দ্যোতিতম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল তিনি সম্প্রতি ইন্দ্র-প্রস্থে অথবা দ্বারকায় অথবা অসুর মারণের জন্য অন্য কোথাও আছেন,—তাহার উত্তরে বলি অধুনা অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া নিজনগরের বাহিরে অন্যত্র জান না, তিনি ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধকগণের ঈশ্বর এইমাত্র স্বীকার দ্বারা দ্বারকায় আছেন। ঐ প্রজাগণ তোমা-কেও দান করিতে পারে। যদি বল ধন চাহিতে আমি লজ্জা করি। তাহার উত্তরে বলি কেবল স্মরণ মাত্রকারী ব্যক্তিকে প্রার্থনা না করিলেও নিজের আত্মাকেও তিনি দান করেন, অর্থপ্রার্থীগণকে তিনি যে দান করিবেন ইহা আর কি বলিব যেহেতু তিনি জগতের গুরু ও হিতকর্ত্তা। যাচকগণের ইচ্ছায় তাহারা না চাহিলেও তিনি দান করেন, অতএব সেখানে গিয়া তুমি মৌনই থাকিবে, তিনি কিন্তু তোমার অভীষ্ট বহুধন তোমার হিতকারীহেতু নিজ অভীষ্ট নিজচরণ কমলের মাধুর্য্যও দান করিবেন ॥ ১১ ॥

স এবং ভার্য্যয়া বিপ্রো বহুশঃ প্রার্থিতো মুহুঃ।
অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমঃশ্লোকদর্শনম্ ॥ ১২ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা গমনায় মতিং দধে।
অপ্যস্ত্যুপায়নং কিঞ্চিদ্‌গৃহে কল্যাণি দীয়তাম্ ॥১৩

অন্বয়ঃ—ভার্য্যয়া মুহুঃ (বারম্বারম্) এবং বহুশঃ (এবম্প্রকারেণ বহু) প্রার্থিতঃ (সন্) সঃ বিপ্রঃ (শ্রীদামা) উত্তমঃশ্লোকদর্শনং (শ্রীকৃষ্ণস্য সন্দর্শনরূপঃ) অয়ং পরমঃ (উত্তমঃ লাভঃ হি (লাভ এব) ইতি মনসা সঞ্চিন্ত্য গমনায় (শ্রীকৃষ্ণসমীপং গন্তুং) মতিং দধে (নিশ্চয়ং কৃতবান্, ততঃ পত্নীমুবাচ হে) কল্যাণি, (শুভশীলে,) গৃহে কিঞ্চিৎ উপায়নম্ (উপহারযোগ্যং বস্তু) অস্তি অপি (অস্তি কিম্ ? যদ্যস্তি তদা) দীয়-তাম্ ॥ ১২-১৩ ॥

অনুবাদ—ভার্য্যার বারম্বার এবম্বিধ প্রভূত অনু-রোধে উক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনই পরমলাভস্বরূপ মনে করিয়া গমন-বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পত্নীকে বলিলেন,—হে কল্যাণি, গৃহে যদি কোন উপহারযোগ্য বস্তু থাকে, তাহা হইলে তাহা আনয়ন কর ॥১২-১৩

বিশ্বনাথ—বহুশং প্রার্থিত ইতি তস্যা ভার্য্যাত্বাৎ তস্য চ মৃদুত্বাদিতি ভাবঃ। তস্যা প্রার্থনায়া অপ্রসন্নং মনঃ পরামর্শেন প্রসাদয়তি, অয়মিতি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্যস্তি গৃহেঽস্তিচেদ্দীয়তাং রিক্তপাণিঃ সখ্যুস্তস্য গৃহং কথং যাস্যামীতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে শ্রীদামের স্ত্রী বহু-বার প্রার্থনা করিলেও যেহেতু তাহার ভার্য্যা, শ্রীদামও মৃদুস্বভাব। স্ত্রীর প্রার্থনায় অপ্রসন্নমনকে নিজে বিচার করিয়া প্রসন্ন করিতেছেন—ইহাই আমার পরমলাভ, যেহেতু উত্তমঃশ্লোক ভগবানের দর্শন পাইব ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীদাম স্ত্রীকে বলিতেছেন—গৃহে কিছু থাকিলে দাও, রিক্তহস্তে সখার গৃহে কিরূপে যাইব, ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৩ ॥

যাচিত্বা চতুরো মুষ্টীন্ বিপ্রান্ পৃথুকতণ্ডুলান্।
চৈলখণ্ডেন তান্ বদ্ধ্বা ভর্ত্রে প্রাদাদুপায়নম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(সা) বিপ্রান্ (প্রতিবেশিভ্যো ব্রাহ্ম-ণেভ্যঃ) চতুরঃ মুষ্টীন্ (মুষ্টিচতুষ্টয়পরিমিতান্) পৃথুকতণ্ডুলান্ (পৃথুকান্ চিপিটকান্ তণ্ডুলাংশ্চ অথবা তণ্ডুলপ্রায়ান্ পৃথুকান্) যাচিত্বা (প্রার্থয়িত্বা) চৈল-

খণ্ডেন (জীর্ণবস্ত্রখণ্ডেন) তান্ (পৃথুকতণ্ডুলান্) বদ্ধ্বা ভর্ত্রে (স্বামিনে) উপায়নং (শ্রীকৃষ্ণস্যোপহারত্বেন) প্রাদাৎ (দত্তবতী) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রাহ্মণী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে মুষ্টিচতুষ্টয় পরিমিত তণ্ডুলপ্রায় চিপিটক ভিক্ষা করিয়া জীর্ণবস্ত্রখণ্ডে বন্ধনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের উপহাররূপে স্বামীহস্তে প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ॥

———

স তানাদায় বিপ্রাগ্র্যঃ প্রযযৌ দ্বারকাং কিল।
কৃষ্ণসন্দর্শনং মহ্যং কথং স্যাদিতি চিন্তয়ন্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—সঃ বিপ্রাগ্র্যঃ (ব্রাহ্মণোত্তমঃ) তান্ আদায় (গৃহীত্বা) মহ্যং (মম) কথং (কেন প্রকারেণ) কৃষ্ণসন্দর্শনং (শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষাৎকারঃ) স্যাৎ (ভবেৎ) ইতি চিন্তয়ন্ দ্বারকাং প্রযযৌ কিল (গতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—বিপ্রবর তৎকালে উহা গ্রহণ করিয়া 'কিরূপে কৃষ্ণসন্দর্শনলাভ হইবে' তাহা চিন্তা করিতে করিতে দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কথং স্যাদিতি দ্বাঃস্থৈর্বারয়িষ্যমাণত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দর্শন কিরূপে সম্ভব হইবে দ্বারিগণ আমাকে দ্বারে বারণ করিবে ॥ ১৫ ॥

———

ত্রীণি গুল্মান্যতীয়ায় তিস্রঃ কক্ষাশ্চ সদ্বিজঃ।
বিপ্রোঽগম্যান্ধকবৃষ্ণীনাং গৃহেষ্বচ্যুতধর্ম্মিণাম্ ॥১৬॥
গৃহং দ্ব্যষ্টসহস্রাণাং মহিষীণাং হরের্দ্বিজঃ।
বিবেশৈকতমং শ্রীমদ্ব্রহ্মানন্দং গতো যথা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) সদ্বিজঃ (দ্বিজৈঃ সহিতঃ) বিপ্রঃ (স ব্রাহ্মণঃ) ত্রীণি গুল্মানি (রক্ষার্থং সৈন্যস্থানানি তথা) তিস্রঃ কক্ষাঃ (প্রতোলীঃ) চ অতীয়ায় (অতিক্রম্য জগাম ততঃ) অচ্যুতধর্ম্মিণাং (কৃষ্ণাসক্তানাম্) অগম্যান্ধকবৃষ্ণীনাম্ (অগম্যা দুর্গমা যে অন্ধকা বৃষ্ণয়শ্চ তেষাং) গৃহেষু (মধ্যে তথা) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) দ্ব্যষ্টসহস্রাণাং (ষোড়শসহস্রসংখ্যকানাং) মহিষীণাং (পত্নীনাঞ্চ যে গৃহাঃ তেষু চ মধ্যে) শ্রীমৎ (সৌন্দর্য্যসম্পন্নম্) একতমং গৃহং (প্রধানমেকং গৃহং রুক্মিণীগৃহমিত্যর্থঃ) বিবেশ (প্রবিষ্টবান্ তদা চ সঃ) দ্বিজঃ ব্রহ্মানন্দং (ব্রহ্মসুখং) গতঃ (প্রাপ্তঃ) যথা (তথা বভূব) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি অন্তঃপুরচর ব্রাহ্মণগণের সহিত তিনটী গুল্ম অর্থাৎ রক্ষিগণের আবাসস্থান এবং তিনটী দ্বার অতিক্রমপূর্ব্বক কৃষ্ণাসক্ত দুর্গম অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের গৃহসমূহের মধ্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষীর গৃহসকলের মধ্যে সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ও প্রধানতম রুক্মিণী-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দ-সদৃশ সুখ লাভ করিলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—গুল্মানি পুরবহির্দ্বাররক্ষকসেনানিবেশস্থলানি। কক্ষাঃ পুরান্তর্দ্বার-দীর্ঘগৃহপ্রকোষ্ঠান্ সদ্বিজঃ তত্রত্য দ্বিজসহিতঃ অগম্যা যে অন্ধকবৃষ্ণয়স্তেষাং গৃহেষু তদ্গৃহনিকটে ইত্যর্থঃ। দ্ব্যষ্টসহস্রাণাং হরের্মহিষীণাং দ্ব্যষ্টসহস্র মহষীগৃহাণাং মধ্যে একতমং মুখ্যতমং গৃহং বিবেশেত্যন্বয়ঃ। তচ্চ গৃহং রুক্মিণীগৃহমেব যদুক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডগদ্যং—"স তু রুক্মিণ্যন্তঃপুরদ্বারি ক্ষণং তূষ্ণীং স্থিতঃ"—ইত্যাদি তদন্যসর্ব্ববিস্মরণাংশে দৃষ্টান্তং ব্রহ্মেতি ॥ ১৬-১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুল্মানি অর্থাৎ পুরের বহির্দ্বার রক্ষক সেনানিবেশস্থল-সমূহ। কক্ষা—পুরের অন্তর্দ্বার দীর্ঘগৃহ প্রকোষ্ঠ সমূহ সেই ব্রাহ্মণ সেই স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণের সহিত অগম্য যে অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের গৃহসমূহ সেই গৃহ নিকটে ষোলসহস্র শ্রীহরির মহিষীগণের মধ্যে একটি মুখ্য গৃহে প্রবেশ করিতেছেন সেই গৃহটি রুক্মিণীগৃহই। যেহেতু পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে গদ্যে বলা হইয়াছে—সেই শ্রীদামবিপ্র রুক্মিণীর অন্তঃপুরের দ্বারে ক্ষণকাল মৌন হইয়া দাঁড়াইলেন ইত্যাদি। তাহার অন্য সকল বিস্মরণ হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিলেন ব্রহ্মজ্ঞানীগণ যেমন শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মৌন থাকেন ॥ ১৬-১৭ ॥

———

তং বিলোক্যাচ্যুতো দূরাৎ প্রিয়াপর্য্যঙ্কমাস্থিতঃ।
সহসোত্থায় চাভ্যেত্য দোর্ভ্যাং পর্য্যগ্রহীন্মুদা ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—প্রিয়াপর্য্যঙ্কং (প্রিয়ায়াঃ খট্টাম্) আস্থিতঃ (আশ্রিতঃ) অচ্যুতঃ দূরাৎ (এব) তং

(শ্রীদামানং) বিলোক্য (বিশেষতো দৃষ্ট্বা) সহসা (সত্বরম্) উত্থায় অভ্যেত্য (সমীপং গত্বা) চ মুদা (হর্ষেণ) দোর্ভ্যাং পর্য্যগ্রহীৎ (পর্য্যরভত) ।। ১৮ ।।

অনুবাদ—তৎকালে প্রিয়তমার পর্য্যঙ্কস্থিত ভগবান্ দূর হইতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সমীপাগত হইয়া আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ।। ১৮ ।।

বিশ্বনাথ—অভ্যেত্য প্রাঙ্গণমাগত্য পর্য্যগ্রহীৎ পরিরেভে ।। ১৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাঙ্গণে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ সখাকে আলিঙ্গন করিলেন ।। ১৮ ।।

সখ্যুঃ প্রিয়স্য বিপ্রর্ষেরঙ্গসঙ্গাতিনির্বৃতঃ ।
প্রীতো ব্যমুঞ্চদব্বিন্দূন্ নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণঃ ।।১৯।।

অন্বয়ঃ—প্রিয়স্য সখ্যুঃ (মিত্রস্য) বিপ্রর্ষেঃ (শ্রীদাম্নঃ) অঙ্গসঙ্গাতিনির্ব্বৃতঃ (অঙ্গসঙ্গেন অঙ্গসংস্পর্শেন অতিনির্বৃতঃ অতিসুখং প্রাপ্তঃ, অতঃ) প্রীতঃ (হৃষ্টশ্চ) পুষ্করেক্ষণঃ (কমললোচনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) নেত্রাভ্যাং (নয়নযুগলেন) অব্বিন্দূন্ (আনন্দাশ্রু কণান্) ব্যমুঞ্চৎ (তত্যাজ) ।। ১৯ ।।

অনুবাদ—প্রিয়সখা বিপ্রবরের এবম্বিধ অঙ্গসংস্পর্শে অতিসুখ লাভ করিয়া ভগবান্ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে নেত্রাশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।। ১৯ ।।

অথোপবেশ্য পর্য্যঙ্কে স্বয়ং সখ্যুঃ সমর্হণম্ ।
উপহৃত্যাবনিজ্যাস্য পাদৌ পাদাবনেজনীঃ ।। ২০ ।।
অগ্রহীচ্ছিরসা রাজন্ ভগবান্ লোকপাবনঃ ।
ব্যালিম্পদ্দিব্যগন্ধেন চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ ।। ২১ ।।
ধূপৈঃ সুরভিভির্মিত্রং প্রদীপাবলিভির্মুদা ।
অর্চ্চিত্বাবেদ্য তাম্বূলং গাঞ্চ স্বাগতমব্রবীৎ ।। ২২ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অথ (অনন্তরং) লোকপাবনঃ (ত্রিলোকপবিত্রতাজনকঃ) ভগবান্ (তং) পর্য্যঙ্কে উপবেশ্য (উপবিষ্টং কারয়িত্বা) স্বয়ম্ (এব) সখ্যুঃ (মিত্রস্য) সমর্হণম্ (উপায়নম্) উপহৃত্য (সমর্প্য) অস্য (শ্রীদাম্নঃ) পাদৌ (পদযুগলম্) অবনিজ্য (প্রক্ষাল্য) শিরসা (মস্তকেন) পাদাবনেজনীঃ (পাদপ্রক্ষালনজলানি) অগ্রহীৎ (ধৃতবান্ ততঃ) চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ (তথা) দিব্যগন্ধেন (উত্তমগন্ধদ্রব্যেন তং) ব্যালিম্পৎ (বিলিপ্তবান্ ততঃ সুরভিভিঃ (সুগন্ধিভিঃ) ধূপৈঃ প্রদীপাবলিভিঃ (প্রদীপপঙ্ক্তিভিশ্চ) মুদা (হর্ষেণ) মিত্রং অর্চ্চিত্বা (সম্পূজ্য) তাম্বূলং গাং (ধেনুং) চ আবেদ্য (দত্ত্বা) স্বাগতং (স্বাগতবচনম্) অব্রবীৎ (উক্তবান্) ।। ২০-২২ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্, অনন্তর ত্রিলোকপাবন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া স্বয়ংই উপচারসমূহ অর্পণপূর্ব্বক তদীয় পাদযুগল-প্রক্ষালনান্তে উক্ত পাদশৌচোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। অতঃপর চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম এবং অন্যান্য দিব্যগন্ধ-দ্রব্যদ্বারা ব্রাহ্মণকে অনুলিপ্ত করিয়া সুগন্ধি ধূপ ও প্রদীপাবলীদ্বারা সহর্ষে মিত্রকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক ধেনুদানান্তে স্বাগত উচ্চারণ করিয়াছিলেন ।। ২০-২২ ।।

বিশ্বনাথ—পাদাবনেজনীরপঃ পাদপ্রক্ষালনজলানি ।। ২০-২২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—পাদ প্রক্ষালন জল মস্তকে ধারণ করিলেন ।। ২০ ।।

কুচৈলং মলিনং ক্ষামং দ্বিজং ধমনিসন্ততম্ ।
দেবী পর্য্যচরৎ সাক্ষাচ্চামরব্যজনেন বৈ ।। ২৩ ।।

অন্বয়ঃ—দেবী (রুক্মিণী) সাক্ষাৎ (স্বয়মেব) কুচৈলং (কুবসনং) মলিনং ক্ষামং (ক্ষীণং) ধমনিসন্ততং (শিরাভির্ব্যাপ্তং তং) দ্বিজং চামরব্যজনেন (চামরব্যজনসঞ্চালনেন) পর্য্যচরৎ বৈ (সেবিতবতী) ।। ২৩ ।।

অনুবাদ—রুক্মিণীদেবীও তৎকালে স্বয়ং মলিনবসন, ক্ষীণকায় ও শিরাজালব্যাপ্ত ব্রাহ্মণকে চামরব্যজনদ্বারা সেবা করিতে লাগিলেন ।। ২৩ ।।

বিশ্বনাথ—সাক্ষাদ্দেবী রুক্মিণী শৈব্যেতি কাচিৎকঃ পাঠঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডাসম্মতঃ ।। ২৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাক্ষাৎ দেবী রুক্মিণী চামর ব্যজন লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কোন স্থলের পাঠ সৈব্যা ব্যজন করিতে লাগিলেন। ইহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের অসম্মত ।। ২৩ ।।

অন্তঃপুরজনো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেনামলকীর্ত্তিনা ।
বিস্মিতোঽভূদতিপ্রীত্যা অবধূতং সভাজিতম্ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—অন্তঃপুরজনঃ অমলকীর্ত্তিনা (পুণ্য-শ্লোকেন) কৃষ্ণেন অতিপ্রীত্যা (অতিসন্তোষেণ) সভাজিতং (পূজিতম্) অবধূতং (মলিনং তং) দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ (বিস্ময়ং গতঃ) অভূৎ (বভূব) ।২৪॥

অনুবাদ—অন্তঃপুরবাসি-জনগণ পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অতিপ্রীতির সহিত একজন মলিনকায় পুরুষকে পূজিত হইতে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়গ্রস্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অমলকীর্ত্তিনেতি ততঃ প্রভৃতি শ্রীদাম-পরিচরণরূপা কীর্ত্তিঃ সুদামদারিদ্রভঞ্জনরূপং নাম চাভূৎ অবধূতং মলিনবেশম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অমলকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ তখন হইতে শ্রীদামের পরিচর্য্যারূপ কীর্ত্তি, সুদাম-দারিদ্র ভঞ্জনরূপ নাম ধারণ করিলেন। অবধূত অর্থাৎ মলিন বেশধারী ॥ ২৪ ॥

কিমনেন কৃতং পুণ্যমবধূতেন ভিক্ষুণা ।
শ্রিয়া হীনেন লোকেঽস্মিন্ গর্হিতেনাধমেন চ ॥২৫॥
যোঽসৌ ত্রিলোকগুরুণা শ্রীনিবাসেন সম্ভৃতঃ ।
পর্য্যঙ্কস্থাং শ্রিয়ং হিত্বা পরিষ্বক্তোঽগ্রজো যথা ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—ত্রিলোকগুরুণা (ত্রিভুবনেশ্বরেণ) শ্রীনিবাসেন (শ্রীকৃষ্ণেন) পর্য্যঙ্কস্থাং শ্রিয়ং (লক্ষ্মীদেবীং অপি) হিত্বা (সন্ত্যজ্য) অগ্রজঃ যথা (বলদেব ইব) যঃ অসৌ (ভিক্ষুঃ) পরিষ্বক্তঃ (আলিঙ্গিতঃ তথা) সম্ভৃতঃ (সম্মানিতশ্চ তেন) অনেন অবধূতেন (মলি-নেন) শ্রিয়া হীনেন (ত্যক্তেন অতঃ) অস্মিন্ লোকে গর্হিতেন (নিন্দিতেন) অধমেন (নীচেন) চ ভিক্ষুণা (ভিক্ষুকেন ব্রাহ্মণেন) কিং (কিং নাম) পুণ্যং (সুকৃতং) কৃতম্ (আচরিতম্) ॥ ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ—ত্রিলোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যঙ্কস্থিতা লক্ষ্মী-দেবীকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক বলদেবের ন্যায় যাহাকে আলিঙ্গন ও সম্মান করিয়াছেন, সেই মলিন, শ্রীহীন এবং লোকনিন্দিত এই অধম ভিক্ষুক এমনি কি সুকৃতি উপার্জ্জন করিয়াছে ? ২৫-২৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিস্ময়মাহ,—কিমনেনেতি দ্বাভ্যাম্ । অধমবেষত্বাদধমেন ॥ ২৫-২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— সবিস্ময়ে বলিতেছেন— এই অবধূত ভিক্ষু কি পুণ্য করিয়াছিলেন । অধম বেশ-হেতু অধম মনে করিল অন্য জনগণ ॥ ২৫-২৬ ॥

কথয়াঞ্চক্রতুর্গাথাঃ পূর্ব্বা গুরুকুলে সতোঃ ।
আত্মনোর্ললিতা রাজন্ করৌ গৃহ্য পরস্পরম্ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, (ততঃ তৌ বিপ্র-শ্রীকৃষ্ণৌ) পরস্পরং করৌ (হস্তৌ) গৃহ্য (গৃহীত্বেত্যর্থঃ) গুরু-কুলে (গুরুগৃহে) সতোঃ (নিবসতোঃ) আত্মনোঃ (স্বয়োঃ) ললিতাঃ (রমণীয়াঃ) পূর্ব্বাঃ (বিদ্যাভ্যাস-কালীনাঃ) গাথাঃ (চরিতানি) কথয়াঞ্চক্রতুঃ (কথিত-বন্তৌ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এবং বিপ্র উভয়ে পরস্পরের হস্তধারণপূর্ব্বক গুরুগৃহে নিবাস-কালীন নিজেদের পুরাতন ও রমণীয় চরিতসমূহ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ —গৃহ্য গৃহীত্বা ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গৃহ্য অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ও বিপ্র উভয়ে পরস্পরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অপি ব্রহ্মন্ গুরুকুলাদ্ভবতা লব্ধদক্ষিণাৎ ।
সমাবৃত্তেন ধর্ম্মজ্ঞ ভার্য্যোঢ়া সদৃশী ন বা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) ধর্ম্মজ্ঞ, ব্রহ্মন্, (দ্বিজবর) লব্ধদক্ষিণাৎ (লব্ধা ভবৎসমীপাৎ প্রাপ্তা দক্ষিণা যেন তস্মাৎ) গুরুকুলাৎ (গুরুগৃহাৎ) সমা-বৃত্তেন (স্বগৃহং প্রত্যাবৃত্তেন) ভবতা সদৃশী (অনুরূপা) ভার্য্যা (সহধর্ম্মিণী) উঢ়া অপি (পরিণীতা কিং) ন বা (অথবা ন পরিণীতা, গৃহস্থলিঙ্গদর্শনাদ্ ভোগা-দর্শনাচ্চ সংশয়াদিব প্রশ্নঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ, বিপ্রবর, আপনি গুরুকুলের দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া অনুরূপা সহধর্ম্মিণী গ্রহণ করিয়াছেন কি ? অথবা করেন নাই ? ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভার্য্যা উঢ়া পরিণীতা ন বেতি গৃহস্থ-লিঙ্গদর্শনাৎ ভোগাদর্শনাচ্চ সংশয়াদিব প্রশ্নঃ, হে ধর্ম্ম-জ্ঞেতি। যদি সমাবর্ত্তনং কৃতং তর্হ্যনাশ্রমিত্বদোষ-পরিহারার্থমবশ্যং ভার্য্যা পরিগ্রাহ্যেতি ধর্ম্মং ভবান্ বেত্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন সখা তুমি বিবাহ করিয়াছ কি না? গৃহস্থবেশ দেখিয়াও দারিদ্র দেখিয়া সংশয়েই প্রশ্ন করিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যদি সমাবর্ত্তন করিয়া থাক তাহা হইলে অনাশ্রমিত্ব দোষ পরিহারের জন্য অবশ্য ভার্য্যা গ্রহণ করা উচিৎ। ধর্ম্ম আপনিই জানেন ॥ ২৮ ॥

প্রায়ো গৃহেষু তে চিত্তমকামবিহতং তথা।
নৈবাতিপ্রীয়সে বিদ্বন্ ধনেষু বিদিতং হি মে ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—(অপ্রতিষেধাদুদ্বাহমনুমতং মত্বাহ হে) বিদ্বন্, (তত্ত্বজ্ঞ, তর্হি) গৃহেষু (গৃহস্থাশ্রমেঽপি) প্রায়ঃ তে (তব) চিত্তং অকামবিহতং (কামৈর্বিহতং ন ভবতীতি) মে (মম) বিদিতং হি (নূনং জ্ঞাতং বর্ত্ততে) তথা (তথাহি) ধনেষু (বস্ত্রাদিষু) ন এব অতিপ্রীয়সে (অতিপ্রীতো ন ভবসি এব) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে বিদ্বন্, আমার নিশ্চয়ই মনে হইতেছে যে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেও আপনার চিত্ত বিষয়সমূহদ্বারা বাধিত কিম্বা বস্ত্রাদি কাম্যবস্তুতে অতিসন্তুষ্ট নহে ॥ ২৯ ।

বিশ্বনাথ—ত্বয়া লজ্জয়া সংপ্রত্যবচনাদপি সর্ব্বমহমজ্ঞাসিষমেবেত্যাহ,—প্রায় ইতি। সম্প্রতি গৃহস্থস্যাপি তে চিত্তম্ অকামবিহতং ন কামৈর্বিহন্তুং শক্যম্। হে বিদ্বন্ ভোগপরিণামবিজ্ঞধনেষু বস্ত্রেষু চ নাতিপ্রীয়সে এব ইতি বিদিতম্ অতএবাধুনা তানি তানি ন দীয়ন্তে প্রায় ইত্যতীতি পাদাভ্যাং ভার্য্যানুরোধেন ধনাদিষু প্রীয়সে চেত্যত এব পশ্চাত্তানি দাস্যন্তে চেতি ভাবঃ। পশ্যত ভোঃ কিলায়ং গৃহস্থোঽপ্যতি নিস্পৃহঃ পরস্মাৎ কিমপি ন কাময়তে বলাদ্দত্তমপি ন গৃহ্ণাতীতি দ্বারকায়াং তৎপ্রতিষ্ঠাখ্যাপনার্থমেব তস্য সকামত্বং ন প্রকটীকৃতং নাপি কিঞ্চিৎ প্রকটং দত্তঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন হে সখে! তুমি লজ্জায় সম্প্রতি না বলিলেও আমি সকলই জানি, ইহাই বলিতেছেন। তুমি সম্প্রতি গৃহস্থ হইলেও তোমার চিত্তকে কামনা বাসনা দ্বারা মলিন করিতে সমর্থ নহে। হে বিদ্বন্! বিষয়ভোগ করিলে তাহার পরিণাম তোমার জানা থাকায় ধনবস্ত্রাদিতেও তুমি অত্যন্ত প্রীত হও নাই, ইহা আমি জানি। অতএব এখন সেই সকল প্রায় দিতেছি না। এই কারণে ভার্য্যার অনুরোধে ধনাদিদ্বারা যদি প্রীত হও তাহা পরে দিতেছি। দেখ এই গৃহস্থ অতি নিস্পৃহ, পরের হইতে কিছুই কামনা করে না, বলপূর্ব্বক দিলেও গ্রহণ করে না। দ্বারকায় তাহার প্রতিষ্ঠা প্রচারের জন্যই তাহার সকামতা প্রকট করে না। আমি প্রকাশ্যভাবে কিছু দিতেছি না ॥ ২৯ ॥

কেচিৎ কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি কামৈরহতচেতসঃ।
ত্যজন্তঃ প্রকৃতীর্দৈবীর্যথাহং লোকসংগ্রহম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(কামহতত্বাভাবে কিং গৃহধর্ম্মক্লেশেনেত্যাশঙ্ক্য প্রাহ) অহং যথা (যদ্বদীশ্বরোঽপি) লোকসংগ্রহং লোকানাং সংগ্রহো গ্রহণং যথা ভবতি তথা কর্ম্মাণি করোমি তথা) কামৈঃ (বিষয়বাসনাভিঃ) অহতচেতসঃ (অনাকৃষ্টচিত্তাঃ কেচিৎ (পুরুষাঃ) দৈবীঃ (ঈশ্বরমায়ারচিতাঃ) প্রকৃতীঃ (বিষয়বাসনাঃ) ত্যজন্তঃ (পরিহরন্তঃ) কর্ম্মাণি (কর্ত্তব্যানি) কুর্ব্বন্তি (আচরন্তি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর, আমি যেরূপ স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্মসমূহের আচরণ করিতেছি, সেইরূপ বিষয়ে অনাসক্ত কোন কোন পুরুষ ঈশ্বরমায়ারচিত বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বমতিবিরক্তোঽপ্যন্য ইব সন্ন্যাসং নাকরোরিত্যত্র তৎ ত্বামহং জানে ইত্যাহ,—কেচিদ্বিরক্তাঃ কামৈরনাকৃষ্টচেতসোঽপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি কেচিচ্চ দৈবীঃ প্রকৃতির্দৈবনির্ম্মিতান্ চিত্তস্য স্বভাবান্ দুর্লক্ষ্যসূক্ষ্মবিষয়বাসনাত্মকমালিন্যময়ান্ ত্যজন্তস্ত্যক্তুঞ্চ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি। তত্র পূর্ব্বেষাং দৃষ্টান্তঃ যথাহং লোকসংগ্রহং যথাস্যাত্তথা কর্ম্ম করোমীতি ॥৩০

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি বিষয়ে অতিশয় বিরক্ত

হইলেও অন্যের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণ কর নাই। আমি এখানে থাকিয়াও তোমার ঐ সকল জানি—কেহ কেহ বিরক্ত হইয়াও কামনা দ্বারা আকৃষ্ট চিত্ত না হইয়াও কর্ম্ম সকল করে, কেহ কেহ দৈবী প্রকৃতি অর্থাৎ দেবনির্ম্মিত চিত্তের স্বভাব সমূহকে অতিসূক্ষ্ম বিষয় বাসনারূপ মালিন্যকে ত্যাগ করে, ত্যাগের জন্য কর্ম্ম করে। তাহার মধ্যে পূর্ব্বজনগণের দৃষ্টান্ত যেমন আমি লোকসংগ্রহের জন্য যথাযথ কর্ম্ম করিতেছি ॥ ৩০ ॥

কচ্চিদ্‌গুরুকুলে বাসং ব্রহ্মন্ স্মরসি নৌ যতঃ।
দ্বিজো বিজ্ঞায় বিজ্ঞেয়ং তমসঃ পারমশ্নুতে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, নৌ (আবয়োঃ) গুরুকুলে (গুরুগৃহে) বাসং স্মরসি কচ্চিৎ (স্মরসি কিং) যতঃ (গুরুকুলাৎ) দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণঃ) বিজ্ঞেয়ং (পরমাত্মতত্ত্বং) বিজ্ঞায় (বিশেষতো জ্ঞাত্বা) তমসঃ (সংসারস্য) পারং অশ্নুতে (অবধিং প্রাপ্নোতি, মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, যে গুরুকুল হইতে দ্বিজগণ পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন, আমাদের সেই গুরুকুলে অবস্থানের কথা আপনার মনে হয় কি ? ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—মামতিনীচমপি যদেবং সংমানয়তি তন্মাং পরিচিত্যান্যস্য কস্যচিদ্ভানেন বেতি মনসি সন্দিহানস্য তস্য সন্দেহাপগমার্থং গুরুকুলবাসং স্মারয়তি—কচ্চিদিতি দ্বাদশভিঃ। নৌ আবয়োঃ। বিজ্ঞেয়ং ভগবত্তত্ত্বং তমসঃ সংসারস্য ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি অতি নীচ হইলেও আমাকে যে এই প্রকার সম্মান করিতেছেন তাহা আমাকে জানিয়াও অন্য কাহারও ভানদ্বারা বা এইরূপ মনে সন্দেহযুক্ত হইলে তাহার সন্দেহ দূর করিবার জন্য গুরুকুলে বাসের কথা স্মরণ করাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশটি শ্লোকদ্বারা আমাদের দুইজনের জ্ঞাতব্য ভগবৎতত্ত্ব, তম অর্থাৎ এই সংসারের পরপারে ॥৩১

স বৈ সৎকর্ম্মণাং সাক্ষাদ্দ্বিজাতেরিহ সম্ভবঃ।
আদ্যোঽঙ্গ যত্রাশ্রমিণাং যথাহং জ্ঞানদো গুরুঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—(তত্রাত্মজ্ঞানপ্রদস্য গুরোরত্যন্তং পূজ্যত্বং বক্তুং পুরুষস্য ত্রীন্ গুরূনাহ) ইহ (সংসারে) যত্র (যস্মিন্) সম্ভবঃ (জন্মমাত্রং) সঃ (পিতা তাবৎ) আদ্যঃ (প্রথমঃ) গুরুঃ (পূজ্যো ভবতি, কর্ম্মবিদ্যাপ্রদং গুরুমাহ) দ্বিজাতেঃ (সতঃ পুংসঃ) সৎকর্ম্মণাং (যত্র সম্ভব উপনীয় বেদাধ্যাপক ইত্যর্থঃ, স তু দ্বিতীয়ো গুরুঃ) যথা অহম্ (ঈশ্বরস্তথা প্রথমাদপি পূজ্য ইত্যর্থঃ, ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদং গুরুমাহ) অঙ্গ, (হে ব্রহ্মন্) আশ্রমিনাং (সর্ব্বেষামপি যঃ) জ্ঞানদঃ (স তু সাক্ষাদহমেবেত্যর্থঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে যাঁহার নিকট হইতে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে সেই জনক প্রথম গুরু, অনন্তর যিনি ঐ জাত পুরুষকে উপনীত করিয়া বেদশাস্ত্রে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি দ্বিতীয় গুরু ও আমাদের ন্যায় পূজনীয় এবং যিনি সমস্ত আশ্রমিকে জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম গুরু ও আমার স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ইহ খলু পিতা উপনেতা মদীয়তত্ত্বোপদেষ্টা চেতি ত্রয় এব গুরবো ভবন্তি। তেষ্বন্ত্য এবাতিপূজনীয় ইত্যাহ,—স বা ইতি। ইহ সংসারে যত্র সম্ভবো জন্মমাত্রং স আধানকর্ত্তা পিতা তাবদ্যাদ্যো গুরুঃ। যত্র দ্বিজাতেঃ সতঃ পুংসঃ সৎকর্ম্মণাং সম্ভবঃ স উপনেতা সাবিত্র্যুপদেষ্টা দ্বিতীয়ো গুরুঃ। যস্তু আশ্রমিণাম্ আশ্রমিভ্যশ্চতুর্ভ্য এব জ্ঞানদঃ মত্তত্ত্বোপদেষ্টা স যথাহং মত্তুল্যত্বে নাতিপূজনীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই জগতে পিতা, উপনয়ন দাতা ও মদীয় তত্ত্ব উপদেষ্টা—এই তিনজনই গুরু হন। ইহাদের মধ্যে শেষের অর্থাৎ আমার তত্ত্ব উপদেষ্টাই অতিপূজনীয়—এই সংসারে যেখানে জন্মমাত্র গুরু হন তিনি পিতা, তিনিই আদ্যগুরু, যেখানে ব্রাহ্মণগণের স্বাভাবিক পুরুষের সৎকর্ম্মসমূহের উদ্ভব হয়, তিনি উপনয়ন দাতা সাবিত্রী গায়ত্রী উপদেষ্টা দ্বিতীয় গুরু, যিনি চারি প্রকার আশ্রমবাসীদিগকে জ্ঞান দান করেন ও আমার তত্ত্ব উপদেশ করেন, তিনি যেমন আমি আমার তুল্যহেতু অতিপূজনীয় ॥ ৩২ ॥

নন্বর্থকোবিদা ব্রহ্মন্ বর্ণাশ্রমবতামিহ।
যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্ত্যঞ্জো ভবার্ণবম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, ইহ (মনুষ্যজন্মনি তত্রাপি) বর্ণাশ্রমবতাং (বর্ণাশ্রমধর্ম্মিণাং বর্ণাশ্রমবত্ত্বে সতীত্যর্থঃ) যে ময়া গুরুণা (গুরুরূপেণ বক্ত্রা) বাচা (উপদেশমাত্রেণ) অঞ্জঃ (সুখেনৈব) ভবার্ণবং (সংসার-সাগরং) তরন্তি (উত্তীর্ণা ভবন্তি তে) ননু (নিশ্চিত-মেব) অর্থকোবিদাঃ (পরমার্থপণ্ডিতা ইত্যর্থঃ) ॥৩৩॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, এই মনুষ্যলোকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা গুরুরূপী আমার উপদেশ মাত্র অবলম্বন করিয়া সুখে এই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তাঁহারা বস্তুতই পরমার্থ-বিষয়ে সুপণ্ডিত জানিবেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তৃতীয় গুরুরেব সংসারাত্তারয়তীত্যাহ,—ননু নিশ্চিতমেব বর্ণাশ্রমবতাং মধ্যে তে এবার্থ-কোবিদাঃ যে ময়া মদ্রূপেণ মন্তত্ত্বোপদেষ্টা গুরুণা বাচা মন্মন্ত্রোপদেশমাত্রেণৈব্যঞ্জঃ সুখেনৈব ভবার্ণবং তরন্তি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৃতীয় গুরুদেবই এই সংসার হইতে উদ্ধার করেন, ইহাই বলিতেছেন—যদি বল নিশ্চিতই বর্ণ ও আশ্রমবাসীগণের মধ্যে তাহারাই শাস্ত্র অর্থ বিষয়ে পণ্ডিত যাঁহারা আমার সহিত আমার তত্ত্ব উপদেশকারী এবং বাক্যদ্বারা আমার মন্ত্র উপদেশমাত্রই সুখেই ভবসমুদ্র হইতে পার করেন ॥ ৩৩ ॥

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভূতাত্মা (সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী) অহং গুরুশুশ্রূষয়া (গুরুসেবয়া) যথা তুষ্যেয়ং (তুষ্যামি) ইজ্যাপ্রজাতিভ্যাম্ (ইজ্যা গৃহস্থধর্ম্মঃ, প্রজাতিঃ প্রকৃষ্টং জন্ম উপনয়নং তেন ব্রহ্মচারিধর্ম্ম উপলক্ষ্যতে, তাভ্যাং, তথা) তপসা (বনস্থধর্ম্মেণ) উপশমেন (যতিধর্ম্মেণ বা তথা) ন (ন তুষ্যেয়ম্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী আমি গুরুশুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম দ্বারাও তাদৃশ সন্তোষ প্রাপ্ত হই না ॥৩৪॥

বিশ্বনাথ—তস্মান্মদুপদেষ্টা গুরুরেবাতিশয়েন শুশ্রূষণীয় ইত্যাহ,—নাহমিতি। ইজ্যা হোমো ব্রহ্ম-চারিধর্ম্মঃ। প্রজাতিঃ প্রজাপুত্রোৎপাদনং গৃহস্থধর্ম্মঃ; তাভ্যাং তপসা বনস্থধর্ম্মেণ উপশমেন যতিধর্ম্মেণ বা অহং পরমেশ্বরস্তথা ন তুষ্যেয়ং যথা সর্ব্বভূতা-নামাত্মাপি গুরুশুশ্রূষয়া ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আমার উপদেষ্টা গুরুই অতিশয় সেবনীয়। ইজ্যা অর্থাৎ হোম, ব্রহ্মচারী ধর্ম্ম, প্রজাতি পুত্র উৎপাদন গৃহস্থ ধর্ম্ম, তাহা হইতে বাহির হইয়া যাহারা তপস্যা করেন তাহারা বাণপ্রস্থ ধর্ম্মযাজি, উপশম বা সন্ন্যাস ধর্ম্মদ্বারা আমি পরমে-শ্বর সেইরূপ সন্তুষ্ট হই না, সর্ব্বভূতের আত্মা হইয়াও আমি যেমন গুরুশুশ্রুষাদ্বারা সন্তুষ্ট হই ॥ ৩৪ ॥

অপি নঃ স্মর্য্যতে ব্রহ্মন্ বৃত্তং নিবসতাং গুরৌ।
গুরুদারৈশ্চোদিতানামিন্ধনানয়নে ক্বচিৎ ॥ ৩৫ ॥
প্রবিষ্টানাং মহারণ্যমপর্ত্তৌ সুমহদ্দ্বিজ।
বাতবর্ষমভূৎ তীব্রং নিষ্ঠুরাঃ স্তনয়িত্নবঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, গুরৌ (গুরুকুলে) নিব-সতাং ক্বচিৎ (কদাচিৎ) ইন্ধনানয়নে (কাষ্ঠসংগ্রহে) গুরুদারৈঃ (গুরুপত্ন্যা) চেদিতানাং (প্রেরিতানাং) মহারণ্যং প্রবিষ্টানাং নঃ (অস্মাকং) বৃত্তং (চরিতং) স্মর্য্যতে অপি (ত্বয়া স্মর্য্যতে কিং? হে) দ্বিজ, (ব্রহ্মন্ তদা) অপর্ত্তৌ (অকালে) সুমহৎ তীব্রম্ (অতিপ্রচণ্ডং) বাতবর্ষং (বাতশ্চ বর্ষঞ্চ তয়োঃ সমা-হারঃ তৎ) অভূৎ (জাতং তথা) নিষ্ঠুরাঃ (দারুণাঃ) স্তনয়িত্নবঃ (গর্জ্জিতানি চ অভবন্) ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্ গুরুকুলে নিবাসকালে এক-দিন আমরা গুরুপত্নী-কর্ত্তৃক কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হইয়া মহারণ্যে প্রবেশ করিলে যাহা ঘটিয়া-ছিল, তাহা মনে হয় কি? সেদিন অকালে অতি-প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত, বৃষ্টি এবং নিষ্ঠুর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছিল ॥ ৩৫-৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—গুরৌ নিবসতামস্মাকং যদ্বৃত্তং তৎ কিং স্মর্য্যতে? ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—অপর্ত্তৌ অপগতবর্ষর্ত্তৌ শীতকাল ইত্যর্থঃ। স্তনয়িত্নবো গর্জ্জনবন্তো মেঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুরুগৃহে বাসকালে আমাদের কি কি ঘটিয়াছিল তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? ৩৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপঋতু বর্ষাকাল শেষ হইয়া গেলে শীতকালে, বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝাবাত সহ মেঘ আসিল ॥ ৩৬ ॥

সূর্য্যশ্চাস্তং গতস্তাবৎ তমসা চাবৃতা দিশঃ।
নিম্নং কূলং জলময়ং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—তাবৎ (তদানীং) সূর্য্যঃ চ অস্তং গতঃ তমসা (অন্ধকারেণ) চ দিশঃ আবৃতাঃ (অভবন্ অতঃ) জলময়ং নিম্নং কূলং (নতমুন্নতঞ্চ স্থানং) কিঞ্চন ন প্রাজ্ঞায়ত (ন জ্ঞাতমভূৎ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে সূর্য্যদেব অস্তগত এবং দিঙমণ্ডলঅন্ধকারাবৃত হইলে সমস্ত স্থান জলমগ্ন বলিয়া উচ্চ নীচ কিছুই জানা যাইতেছিল না ॥৩৭॥

বয়ং ভৃশং তত্র মহানিলাম্বুভি-
র্নিহন্যমানা মুহুরম্বুসংপ্লবে।
দিশোঽবিদন্তোঽথ পরস্পরং বনে
গৃহীতহস্তাঃ পরিবব্রিমাতুরাঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—অম্বুসংপ্লবে (অম্বুনাং সংপ্লবো ব্যামিশ্রণং যস্মিন্ তত্র, একোদকে ইত্যর্থঃ) তত্র বনে মহানিলাম্বুভিঃ (প্রচণ্ড বাতবর্ষৈঃ) ভৃশম্ (অত্যর্থং) মুহুঃ (বারম্বারং) নিহন্যমানাঃ (পীড্যমানাঃ) দিশঃ (গমনমার্গান্) অবিদন্তঃ (অজানন্তঃ) আতুরাঃ [কাতরাঃ (খিন্নাঃ)] বয়ং পরস্পরং গৃহীতহস্তাঃ (ধৃতহস্তাঃ সন্তঃ) অথ পরিবব্রিম (পরি পরিতো বব্রিম ভারান্ ধৃতবন্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—তখন ঐ জলপ্লাবিত বনমধ্যে প্রচণ্ড বাতবৃষ্টি-দ্বারা বারম্বার অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া আমরা গন্তব্যপথ নির্ণয় করিতে না পারিয়া কাতরভাবে পরস্পরের হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক ভার ধারণ করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—পরিবব্রিম পরিতো ভ্রমণং করবাম ইন্ধনভারমবহাম বা ভ্রমধাতোর্ভৃঞ্ধাতোর্বা ছান্দসঃ প্রয়োগঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুরুমাতার আদেশে আমরা বনে শুষ্ক জ্বালানি কাষ্ঠভার মাথায় করিয়া ঐ মেঘ ঝঞ্ঝার মধ্যে পথভ্রান্ত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ভ্রমধাতু অথবা ভৃঞ্ ধাতুর বৈদিক প্রয়োগ বব্রিম ॥ ৩৮ ॥

এতদ্বিদিত্বা উদিতে রবৌ সান্দীপনির্গুরুঃ।
অন্বেষমাণো নঃ শিষ্যানাচার্য্যোঽপশ্যদাতুরান্ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—আচার্য্যঃ (পরমসদ্‌বৃত্তঃ) গুরুঃ সান্দীপনিঃ রবৌ (সূর্য্যে) উদিতে (সতি প্রাতঃকালে ইত্যর্থঃ) এতৎ (অস্মাকমনাগমনং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) অন্বেষমাণঃ (সন্) আতুরান্ (পীড়িতান্) শিষ্যান্ নঃ (অস্মান্) অপশ্যৎ (দৃষ্টবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—পরমসদাচারসম্পন্নঃ গুরু সান্দীপনি মুনি প্রাতঃকালে আমাদের আশ্রমে অপ্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ অবগত হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে আমাদিগকে কাতরাবস্থায় দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৯ ॥

অহো হে পুত্রকা যূয়মস্মদর্থেঽতিদুঃখিতাঃ।
আত্মা বৈ প্রাণিনাং প্রেষ্ঠস্তমনাদৃত্য মৎপরাঃ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—হে পুত্রকাঃ, (হে বৎসাঃ) আত্মা বৈ (দেহো হি) প্রাণিনাং (সর্ব্বেষাং জীবানাং) প্রেষ্ঠঃ (প্রিয়ো ভবতি) অহো! মৎপরাঃ (মদাসক্তাঃ) যূয়ং তং (প্রেষ্ঠমাত্মানম্) অনাদৃত্য (অবজ্ঞায়) অস্মদর্থে (অস্মাকং প্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থম্) অতি দুঃখিতাঃ (অতিপীড়িতা জাতাঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—তখন তিনি বলিলেন,—হে বৎসগণ, এই শরীর সমস্ত প্রাণিগণেরই অতিপ্রিয় পদার্থ। অহো! তোমরা আমার প্রতি আসক্ত হইয়া তাদৃশ শরীরের অনাদরপূর্ব্বক আমার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অতিশয় কষ্টভোগ করিয়াছ ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—উবাচ চেত্যাহ ত্রিভিঃ,—অহো ইতি ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুরুদেব আমাদের অন্বেষণে গিয়া আমাদের দেখিয়া বলিতেছেন তিনটি শ্লোকদ্বারা—ওহো হে বৎসগণ! এই শরীর সমস্ত

প্রাণিগণের অতিপ্রিয় পদার্থ, আমার প্রতি আসক্ত হইয়া ঐরূপ শরীরের অনাদর পূর্ব্বক আমার কার্য্য-সিদ্ধির জন্য অতিশয় কষ্ট ভোগ করিয়াছ ॥ ৪০ ॥

———

এতদেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্ ।
যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্ব্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ— গুরৌ (গুরুমুদ্দিশ্য) বিশুদ্ধভাবেন (সদ্‌বুদ্ধ্যা) যৎ বৈ সর্ব্বার্থাত্মার্পণং (সর্ব্বে অর্থা যস্মাৎ স আত্মা দেহস্তস্যার্পণং বিনিয়োগো ভবতি) সচ্ছিষ্যৈঃ (উত্তমশিষ্যৈঃ) এতৎ এব হি (ইদমেব) গুরুনিষ্কৃতং (গুরো নিষ্কৃতং প্রত্যুপকারঃ) কর্ত্তব্যং (কর্ত্তুমুচিতং ভবতি) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—গুরুদেবের উদ্দেশ্যে এইরূপ ভক্তিসহকারে সর্ব্বার্থসাধক শরীর সমর্পণ করিয়া উত্তম শিষ্যগণ গুরুর প্রত্যুপকার সাধন করিবে ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—গুরোর্নিষ্কৃতম্ ঋণশোধনং সর্ব্বেঽর্থো মমতাস্পদম্ আত্মা অহন্তাস্পদঞ্চ তয়োরর্পণম্ ॥৪১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুরুদেবের ঋণ শোধন সকল পদার্থ এমন কি মমতাস্পদ ও আত্মার অহন্তাস্পদ উভয়ই অর্পণ করিয়াছ ॥ ৪১ ॥

———

তুষ্টোঽহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্যাঃ সন্তু মনোরথাঃ ।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ, অহং তুষ্টঃ (যুষ্মান্ প্রতি প্রীতোঽস্মি যুষ্মাকং) মনোরথাঃ (কামাঃ) সত্যাঃ (যথার্থাঃ সফলা ইত্যর্থঃ) সন্তু (ভবন্তু অপি চ) ছন্দাংসি (মত্তোঽধীয়মানানি ছন্দাংসি) ইহ (অস্মিন্ লোকে) পরত্র (পরলোকে) চ অযাতযামানি (যাতো যামো যস্য পক্বস্যান্নস্য তৎ গতসারং গৌণবৃত্ত্যা যাতযামমিত্যুচ্যতে অতঃ অযাতযামানি অগতসারাণীত্যর্থঃ তথা) ভবন্তু ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমাদের মনোরথ সফল হউক এবং অধীত বেদশাস্ত্রসকল ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বদা সারযুক্ত হইয়া অবস্থান করুক্ ॥৪২॥

বিশ্বনাথ—অযাতযামানি অগতসারাণি । "জীর্ণঞ্চ পরিভুক্তঞ্চ যাতযামমিদং দ্বয়ম্" ইত্যমরঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমাদের এই গুরুসেবাদ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তোমাদের অধীত বেদশাস্ত্র সকল ইহলোক ও পরলোকে সার-যুক্ত হইয়া অবস্থান করুক । অমরকোষে যাতযাম শব্দের অর্থ জীর্ণ ও পরিভুক্ত— এই দুইপ্রকার বলিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

———

ইত্থং বিধান্যনেকানি বসতাং গুরুবেশ্মনি ।
গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—গুরুবেশ্মনি (গুরুগৃহে) বসতাম্ (অস্মাকম্) ইত্থং বিধানি (এবম্প্রকারাণি) অনেকানি (বৃত্তানি কিং ত্বয়া স্মর্য্যন্তে ইতি শেষঃ, ফলিতমুপসংহরতি) পুমান্ (পুরুষঃ) গুরোঃ অনুগ্রহেণ (কৃপয়া) পূর্ণঃ এব প্রশান্তয়ে (প্রকৃষ্টাং শান্তিমধিগন্তুং সমর্থা ভবতি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ— গুরুগৃহে নিবাসকালীন আমাদের ঈদৃশ অনেক বৃত্তান্ত আপনার মনে হয় কি ? হে বিপ্রবর ! পুরুষ গুরুর অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হইলেই প্রকৃষ্ট শান্তি-লাভে সমর্থ হয় ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—অনেকানীতি বৃত্তান্যভূবন্নিতি শেষঃ ॥৪৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—গুরু-গৃহে অবস্থানকালে আমাদের এইরূপ অনেক বৃত্তান্ত ঘটিয়াছিল তাহা আপনার মনে হয় কি ॥ ৪৩ ॥

———

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—

কিমস্মাভিরনির্বৃত্তং দেবদেব জগদ্‌গুরো ।
ভবতা সত্যকামেন যেষাং বাসো গুরাবভূৎ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণঃ (শ্রীদামা) উবাচ,—(হে) জগদ্‌গুরো, (হে) দেবদেব, সত্যকামেন (ইচ্ছামাত্রেণ সদ্যঃ সিধ্যৎসর্ব্বার্থেন কিম্বা সদ্যঃ সফলভক্তমনোরথকেন) ভবতা (সহ) যেষাম্ (অস্মাকং) গুরৌ (গুরুকুলে) বাসঃ অভূৎ (অবস্থানং জাতং তাদৃশৈঃ) অস্মাভিঃ কিং অনির্বৃত্তম্ (অসম্পন্নং কিং ভবতি কিমপি নাসম্পন্নমিত্যর্থঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে জগদ্‌গুরো, হে দেবদেব, আপনার ন্যায় ভক্তজনমনোরথ-পরিপূরক মহাপুরুষের সহিত গুরুকুলে একত্র অবস্থান হওয়ায় অতঃপর আমাদের কোন বিষয় অসম্পন্ন আছে কি ? ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিং অনির্বৃত্তম্ অপি তু সর্ব্বমেব নির্বৃত্তং সুসম্পন্নমিত্যর্থঃ। সত্যকামেন সত্যসঙ্কল্পেনেতি ভবতো গুরুকুলবাসঃ স্বেচ্ছাধীনঃ সমিদ্বহনে বাতবর্ষাদি কৃচ্ছ্রমপি গুরুভক্তিজ্ঞাপকস্য তব স্বেচ্ছাধীনমেবান্যথা বাতাদীনাং কা খলু ত্বয়ি শক্তিঃ "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পর্ব্বতে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অস্মাকন্তু তত্র তৎসাহিত্যং মহাভাগ্যফলমিতি ভাবঃ ॥৪৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীদাম ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে জগৎ গুরু ! গুরুগৃহে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের সহিত একত্র অবস্থান হওয়ার পর আর কিছু অসম্পূর্ণ থাকে কি ? সকলই সম্পন্ন হইয়াছে। সত্যকাম সত্যসংকল্প আপনার গুরুকুলে বাস স্বেচ্ছাধীন, কাষ্ঠবহন বাতবর্ষাদি কষ্ট সাধনও গুরুভক্তি জ্ঞাপক। তোমার স্বেচ্ছাধীন তাহা না হইলে বাতবর্ষাদির তোমার উপর শক্তি বিস্তার করার কি ক্ষমতা বেদে বলা হইয়াছে 'তোমার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়' ইত্যাদি, সে স্থলে তোমার সহিত আমাদের গুরুকূলে বাস মহা সৌভাগ্যের ফল ॥ ৪৪ ॥

যস্য ছন্দোময়ং ব্রহ্ম দেহে আবপনং বিভো।
শ্রেয়সাং তস্য গুরুষু বাসোঽত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীদামচরিতেঽশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, যস্য (তব) দেহে শ্রেয়সাং (মঙ্গলানাম্) আবপনম্ (উদ্ভবস্থানং) ছন্দোময়ং ব্রহ্ম (বেদশাস্ত্রমুদ্ভূতমিতি শেষঃ) তস্য (তাদৃশস্য তব) গুরুষু (বিদ্যাভ্যাসার্থং গুরুকুলে) বাসঃ (অবস্থানম্) অত্যন্তবিড়ম্বনম্ (অত্যন্তং বিড়ম্বনং বিলম্বনং লোকশিক্ষাশ্রয়ণমিত্যর্থঃ) ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অশীতিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে বিভো, যাঁহার শ্রীবিগ্রহ হইতে যাবতীয় মঙ্গলের আকরস্বরূপ বেদশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, তাদৃশ আপনার বিদ্যাভ্যাসার্থ গুরুকুলে অবস্থান অতিশয় বিসদৃশ অনুকরণ বলিতে হইবে ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অশীতিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ছন্দোময়ং ব্রহ্মৈব যস্য তব দেহঃ। শ্রেয়সাং সর্ব্বেষাং আবপনং ক্ষেত্রম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমেঽত্রাশীতিতমঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অশীতিতমোঽধ্যায়স্য
শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-
টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ছন্দোময় ব্রহ্মই যে তোমার শরীর সর্ব্ববিধ মঙ্গলের উৎপত্তির ক্ষেত্র ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমস্কন্ধে সাধুগণের সঙ্গে এই অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অশীতিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৮০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অশীতিতম
অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

স ইত্থং দ্বিজমুখ্যেন সহ সংকথয়ন্ হরিঃ।
সর্ব্বভূতমনোঽভিজ্ঞঃ স্ময়মান উবাচ তম্॥ ১॥
ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণং কৃষ্ণো ভগবান্ প্রহসন্ প্রিয়ম্।
প্রেম্ণা নিরীক্ষণেনৈব প্রেক্ষন্ খলু সতাং গতিঃ॥২॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একাশীতিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সুহৃদুপহৃত চিপিটক-তণ্ডুল ভক্ষণ এবং সখার আশ্রমে ইন্দ্রদুর্ল্লভা শ্রীনির্ম্মাণ বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখা শ্রীদামার সঙ্গে প্রেমালাপ-প্রসঙ্গে বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণার্থে গৃহ হইতে কিছু উপায়ন আনিয়াছেন কি না? তিনি ভক্তজনের উপহৃত পত্রপুষ্পাদি অণুমাত্র বস্তুও 'প্রভূত'রূপে ও সাদরে গ্রহণ করেন; কিন্তু অভক্তজন-প্রদত্ত প্রভূত উপহারেও তাঁহার প্রীতি উৎপাদিত হয় না। ভগবান্ স্বীয় সখাকে এইরূপে নিজ ভক্তবৎসলতার পরিচয় প্রদান করিলেও ব্রাহ্মণ লজ্জাবশতঃ শ্রীপতিকে নগণ্য চিপিটকসমূহ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ সখার আগমনকারণ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে দেবদুর্ল্লভ সম্পদ্-প্রদানের ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁহার বস্ত্রমধ্যে আবদ্ধ তণ্ডুলপ্রায় চিপিটকসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক পরমপ্রীতির সহিত একমুষ্টি ভক্ষণ করিয়া দ্বিতীয় মুষ্টিগ্রহণে উদ্যত হইলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণপূর্ব্বক ভক্ষণে বিরত করিয়া ব্রাহ্মণকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকার প্রদানে প্রতিশ্রুতা হইলেন।

দ্বিজবর সেই রাত্রি শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে সুখে অবস্থানপূর্ব্বক পরদিন নিজালয়ে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গমনকালে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সম্মান প্রাপ্ত হওয়ায় নিজসৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া মনে মনে বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবনই ঐহিক ও পারত্রিক যাবতীয় ঐশ্বর্য্য, সিদ্ধি মুক্তি-আদি লাভের মূল কারণ। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাকে কিছুমাত্র ধন প্রদান করেন নাই, তাহার কারণ নির্দ্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় স্মরণ করিবে না বলিয়া। এইরূপ চিন্তানিমগ্ন বিপ্র গমন করিতে করিতে নিজ আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইয়া এক বিচিত্র সম্পদ্‌বিশিষ্ট প্রাসাদ দর্শন করিয়া বিস্মিতভাবে নিজগৃহের তাদৃশ পরিণতির কারণ অনুসন্ধান কারিতে থাকিলে দেবতুল্য-প্রভাসম্পন্ন নরনারীগণ গীতবাদ্যের সহিত ব্রাহ্মণের প্রত্যুদ্‌গমন করিল এবং বিচিত্র ভূষণে বিভূষিতা ব্রাহ্মণপত্নী কমলবননির্গতা লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় নিজ গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া স্বামীসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ নিজপত্নীকে দর্শনপূর্ব্বক পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন এবং পত্নীসহ নিজালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক তাদৃশ অহৈতুকী সমৃদ্ধির কারণ একমাত্র ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ব্যতীত আর কিছুই নহে—এই বলিয়া ভগবানের ভক্তবৎসলতার ভূয়সী প্রশংসাপূর্ব্বক পত্নীসহ অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে থাকিলেন এবং অচিরকাল মধ্যে আত্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—সঃ সর্ব্বভূতমনোঽভিজ্ঞঃ (সর্ব্বভূতানাং মনসোঽভিজ্ঞঃ, মদর্থং পৃথুকান্ আনীয় দাতুং লজ্জিত ইতি জানন্নিত্যর্থঃ) ব্রহ্মণ্যঃ (ব্রাহ্মণহিতপরঃ) সতাং (সজ্জনানাং) গতিঃ (আশ্রয়ঃ) ভগবান্ হরিঃ কৃষ্ণঃ দ্বিজমুখ্যেন বিপ্রবরেণ) সহ ইত্থং (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) সংকথয়ন্ (সংলাপং কুর্ব্বন্) স্ময়মানঃ (হৃষ্টচিত্তঃ) প্রহসন্ (প্রকৃষ্টং হসন্) প্রেম্না (বন্ধুপ্রীত্যা) নিরীক্ষণেন (দৃষ্টিপাতেন) প্রেক্ষন্ (সম্যক্ পশ্যন্) তং প্রিয়ং ব্রাহ্মণং উবাচ খলু (উক্তবান্)॥ ১-২॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, নিখিল প্রাণিহৃদয়জ্ঞ, ব্রাহ্মণহিতরত, সজ্জনাশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রবরের সহিত এতাদৃশ প্রেমালাপ-প্রসঙ্গে হৃষ্টচিত্তে অতিশয় হাস্য-সহকারে বন্ধুবরকে সপ্রেম-দৃষ্টিপাত দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ১-২॥

একাশীতিতমে ভুক্তপৃথুকোঽস্মৈ পরোক্ষতঃ।
দত্ত্বাপ্যতুলসম্পত্তিং সংমেনে ঋণিনং হরিঃ॥০॥
সর্ব্বভূতানামপি কিং পুনস্তস্য মনসোঽভিজ্ঞ ইতি

মদর্থং পৃথুকান্ আনীয়াপি দাতুং লজ্জতে ইতি সহসৈব জানন্নিত্যর্থঃ। স্ময়মান ইতি তবৈতৎ উপায়নমহং ব্যক্তীকরিষ্যাম্যেবেতি দ্যোতয়ামাস। তং ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণ্য ইতি তস্য ব্রাহ্মণত্বে স্বয়ং তস্য ভক্ত ইতি। তং প্রিয়ং ভগবানিতি তস্য প্রিয়ত্বে স্বয়ং তস্য ভজনীয় ইত্যর্থঃ। প্রহসন্নিতি মল্লোভনীয়মানীতং বস্তু কিয়ন্তং ক্ষণং ত্বং স্বকক্ষে নিরীক্ষণেনেতি। প্রেমপূর্ব্বকং যৎ কক্ষস্থপৃথুকগ্রন্থিনিরীক্ষণং তেন উপলক্ষিতঃ; তং প্রেক্ষমাণ ইতি তবেদং নিহ্নোষ্যসীতি স্বপ্রাগল্ভ্যপ্রদ্যোতকঃ প্রহাসঃ প্রেম্ণা ধমনিসন্ততত্বমিদঞ্চ কুচেলত্বমত্রত্যজনানাং বিস্ময়রসপোষকমতঃ পরমপি শ্বস্তনপ্রহরদ্বয়পর্য্যন্তং স্থাস্যতি ন ততঃ পরমিতি ভাবঃ। সর্ব্বত্র হেতুঃ সতাং গতিরিতি ॥১-২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একাশীতিতম অধ্যায়ে শ্রীহরি শ্রীদাম বিপ্রের নিকট হইতে পৃথুক ভোজন করিয়া পরোক্ষভাবে তাহাকে অতুল সম্পত্তি দিয়াও নিজেকে ঋণী মনে করিলেন ॥ ০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মনে ভাবিলেন সর্ব্বপ্রাণীগণেরও কেবল শ্রীদাম বিপ্রের নহে, মনের অভিজ্ঞ আমি, আমার জন্য পৃথুক আনিয়াও দিতে লজ্জা পাইতেছে। এই মনে করিয়া জানিয়াও সহসা হাঁসিতে হাঁসিতে তোমার এই আমার জন্য আনীত উপায়ন আমি প্রকাশ করিব, এই বলিয়া তাহার কুক্ষি হইতে বাহির করিলেন। সেই ব্রাহ্মণকে অর্থাৎ শ্রীদামের ব্রাহ্মণত্বে স্বয়ং তাহার ভক্ত, সেই প্রিয় ভগবান তাহার প্রীতিহেতু স্বয়ং তাহার ভজনীয় হাস্য করিতে করিতে আমার লোভনীয় আনিত বস্তু কিছুক্ষণ তুমি নিজকক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছ, প্রেমপূর্ব্বক সেই কক্ষস্থিত পৃথুক গ্রন্থি নিরীক্ষণ করিয়া তুমি ইহা লুকাইয়া রাখিয়াছ? নিজ প্রভাব প্রকাশ পূর্ব্বক এই হাঁসি প্রেমের সহিত শিরাল বগলে কুৎসিৎ বস্ত্রখণ্ডে বাধা দ্বারকাবাসীগণের বিস্ময়রস পোষক, অতএব পরের দিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ছিলেন। তাহার পর নহে, ইহার সর্ব্বত্রকারণ শ্রীকৃষ্ণ সাধুগণের গতি ॥ ১-২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কিমুপায়নমানীতং ব্রহ্মন্ মে ভবতা গৃহাৎ।
অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্য্যেব মে ভবেৎ।
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্, ভবতা গৃহাৎ মে (মম) কিং উপায়নম্ (উপহারবস্তু) আনীতম্? ভক্তৈঃ (ভক্তজনৈঃ) প্রেম্ণা (ভক্ত্যা) উপাহৃতম্ (উপহারত্বেন আনীতম্) অণু অপি (অণুমাত্রং বস্তু অপি) মে (মম) ভূরি এব (প্রভূতমেব) ভবেৎ (প্রভূতত্বেনৈব গ্রাহ্যং ভবেদিত্যর্থঃ) অভক্তোপহৃতম্ (অভক্তজনেনোপানীতং) ভূরি (প্রভূতম্) অপি মে (মম) তোষায় (প্রীত্যৈ) ন কল্পতে (ন ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্, আপনি গৃহ হইতে আমার জন্য কি উপায়ন আনয়ন করিয়াছেন? ভক্তজনের উপহার অণুমাত্র হইলেও আমার নিকট উহা প্রভূতরূপে গ্রাহ্য হয়, পরন্তু অভক্তজনের উপহৃত প্রভূত বস্তুও আমার সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হয় না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভবতা গৃহাদিতি ভবাদৃশেন প্রিয়েণ মাদৃশস্য প্রিয়স্য নিকটং প্রতি যৎ স্বগৃহাচ্চিরাদাগমনং তৎ কিং রিক্তহস্তত্বেন সম্ভবেদিত্যনুমানাদেব বিদিতমিতি ভাবঃ। ননু তদত্যল্পমেবাহত্র দশায়তুমহং লজ্জে ইত্যত আহ,—অণ্বপীতি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি গৃহ হইতে অর্থাৎ আপনার ন্যায় প্রিয়সখাকর্ত্তৃক আমার ন্যায় প্রিয়ের নিকট নিজগৃহ হইতে যে আগমন করিয়াছেন, তাহা কি রিক্ত হস্তে আসিয়াছেন, ইহা কি সম্ভব হয়? এই অনুমানদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ জানিলেন। যদি বল তাহা অতি অল্প এস্থলে দেখাইতে আমি লজ্জা পাইতেছি, ইহার উত্তরে বলিলেন—ভক্তকর্ত্তৃক অতি অল্প অণুমাত্র উপহার প্রেমের সহিত মাখান হেতু আমার নিকট উহাই প্রচুর ॥ ৩ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ ভক্ত্যা মে (মহ্যং) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং (জলং বা যৎকিঞ্চিৎ) প্রযচ্ছতি (দদাতি) অহং প্রযতাত্মনঃ (মদেকাগ্রচিত্তস্য তস্য) ভক্ত্যা উপাহৃতং তৎ (বস্তু) অশ্নামি (গৃহ্ণামীত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যিনি ভক্তির সহিত আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল অথবা জলাদি যৎকিঞ্চিৎ বস্তু প্রদান করেন, আমি মদ্‌গত-চিত্ত পুরুষের ভক্তিসহকারে উপহৃত সেই বস্তু সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, নির্ব্বুদ্ধিনা ময়া যদা স্বগৃহাদিদং ত্বদর্থং গৃহীতং তদা কিমপি ন বিচারিতমধুনা তু বিমৃশামি ত্বদ্ভক্ষণযোগ্যমিদং ন ভবত্যতো ন দীয়ত ইত্যত আহ,—পত্রমিতি। অত্র ভক্ত্যুপহৃতমিতি পৌনরুক্ত্যা ভক্ত্যেতি ন করণে তৃতীয়া, কিন্তু সহার্থে। তেন ভক্ত্যা যুক্তো মদ্ভক্তজনো যদ্দদাতি তচ্চ ভক্ত্যৈব উপহৃতং চেত্তর্হ্যশ্নামি ন তু কস্যাচিদনুরোধেনেত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ—বস্তু খলু স্বাদ্বস্বাদু বা ভবতু, কিন্তু স্বাদ্বিদমিতি বুদ্ধ্যা মদ্ভক্তেন ভক্ত্যৈব যৎ দীয়তে তন্মে অতিস্বাদ্বিব ভবেত্তত্র ন মে কোঽপি বিবেকস্তিষ্ঠতীতি। অশ্নামীতি—ঘ্রেয়মপ্যনশনীয়মপি পুষ্পমহং ভক্তপ্রেমমোহিতোঽশ্নামি। ননু দেবতান্তরভক্তস্য ভক্ত্যুপহৃতং বস্তু কিং নাশ্নামি যতো মদ্ভক্তজনো যদ্দদাতীতি ব্রূষে তত্র সত্যং নাশ্নাম্যেবেত্যাহ,—প্রযতাত্মন ইতি। মদ্ভক্ত্যৈব স শুদ্ধান্তঃকরণো ভবতি নান্যথা। যদ্বা ভক্তৌ প্রকর্ষেণ যতমানমনসঃ। অতস্তস্যৈবাশ্নামি নান্যস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল বুদ্ধিহীন আমি, যখন নিজগৃহ হইতে এই বস্তু তোমার জন্য লইয়াছিলাম তখন কিছুই বিচার করি নাই, এখন বিচার করিতেছি ইহা তোমার ভক্ষণের যোগ্য নহে, অতএব দেই নাই। ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—এস্থলে ভক্তের প্রদত্ত উপহার ভক্তির সহিত মিশ্রিত অতএব ভক্তিযুক্ত আমার ভক্তজন যাহা দান করে, তাহাও ভক্তির সহিতই উপহার দেয়, তাহা হইলে আমি ভক্ষণ করি অন্য কাহারও অনুরোধে নহে।

ইহার অর্থ বস্তুটি স্বাদু অথবা অস্বাদু হউক, কিন্তু স্বাদু বুদ্ধিতেই আমার ভক্তকর্ত্তৃক ভক্তির সহিত যাহা দান করিতেছে তাহা আমার অতিশয় স্বাদুই হয়। সেস্থলে আমার কোনও বিচার থাকে না, ভোজন করি। অর্থাৎ ঘ্রাণের বস্তু ও ভোজনের বস্তু ও পুষ্প আমি ভক্তের প্রেম মোহিত হইয়া ভোজন করি। যদি বল অন্যদেবতার ভক্তের ভক্তির সহিত প্রদত্ত বস্তু কি আমি খাই না? যেহেতু আমার ভক্তজন যাহা দান করে এই কথা বলিতেছ? তাহার উত্তরে বলি, না ভোজন করি না-ই, প্রযতাত্মন ইহার অর্থ আমার ভক্তির দ্বারাই আমার ভক্ত শুদ্ধচিত্ত হয়, অন্য প্রকারে নহে, অথবা ভক্তিতে প্রকৃষ্টরূপে যত্নবান ব্যক্তি অতএব তাহারই বস্তু ভোজন করি অন্যের বস্তু ভোজন করি না ॥ ৪ ॥

ইত্যুক্তোঽপি দ্বিজস্তস্মৈ ব্রীড়িতঃ পতয়ে শ্রিয়ঃ।
পৃথুকপ্রসৃতিং রাজন্ ন প্রাযচ্ছদবাঙ্মুখঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, (ভগবতা) ইতি উক্তঃ (কথিতঃ) অপি ব্রীড়িতঃ (লজ্জাতুরঃ অতঃ) অবাঙ্মুখ (অধোবদনঃ সঃ) দ্বিজঃ (শ্রীদামা) তস্মৈ শ্রিয়ঃ পতয়ে (শ্রীশায় শ্রীকৃষ্ণায়) পৃথুকপ্রসৃতিং (পৃথুকানাং প্রসৃতিং চতুর্ম্মুষ্টিভিঃ প্রসৃতিস্তৎ পরিমিতান্) ন প্রাযচ্ছৎ (ন দদৌ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ভগবান্ এইরূপ বলিলেও উক্ত ব্রাহ্মণ লজ্জিত ও অধোমুখ হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণকে তাদৃশ নগণ্য চিপিটকমুষ্টিচতুষ্টয় প্রদানে সমর্থ হইলেন না ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—পৃথুকানাং প্রসৃতিং মুষ্টিচতুষ্টয়ম্। ব্রীড়িত ইত্যত্র হেতুঃ পতয়ে শ্রিয় ইতি শ্রীপতিং খলু কঠোরবিরসাংশ্চিপিটান্ কথং ভোজয়ামীতি বিমৃশ্যেতি ভাবঃ। অবাঙ্মুখ ইতি—ভোঃ প্রভো, মা মাং বিড়ম্বয়, বহুশো যাচ্যমানোঽপ্যহং তুভ্যমিদং ন দাস্যামীতি মে সঙ্কল্প—ইতি বিপ্রাভিপ্রায়ঃ। গৃহাদাগমনসময়ে মদ্ভক্তস্য তব যঃ সঙ্কল্পঃ স নান্যথা ভবিতুমর্হতীতি ভগবদভিপ্রায়ঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পৃথুক সমূহের এক প্রসৃতি অর্থাৎ চারি মুষ্টি, লজ্জিত—এস্থলে কারণ শ্রীপতির উদ্দেশ্যে, শ্রীপতিকে নিশ্চয়ই শক্ত এবং বিরস চিপিটক কি করিয়া ভোজন করাইব এই বিচারে। অধমুখে হে প্রভু! আমাকে বিড়ম্বনা করিও না, বহুবার চাহিলেও আমি তোমাকে ইহা দান করিব না, ইহা আমার সঙ্কল্প—ইহা ব্রাহ্মণের অভিপ্রায়। শ্রীভগবানের অভিপ্রায়—গৃহ হইতে আগমন কালে আমার ভক্ত তোমার যে সঙ্কল্প তাহা অন্যথা হইতে পারিবে না ॥ ৫ ॥

সর্ব্বভূতাত্মদৃক্ সাক্ষাৎ তস্যাগমনকারণম্ ।
বিজ্ঞায়াচিন্তয়ন্নায়ং শ্রীকামো মা ভজৎ পুরা ।। ৬ ।।
পত্ন্যাঃ পতিব্রতায়াস্তু সখা প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
প্রাপ্তো মামস্য দাস্যামি সম্পদোঽমর্ত্ত্যদুর্ল্লভাঃ ।। ৭ ।।

অন্বয়ঃ—সাক্ষাৎ সর্ব্বভূতাত্মদৃক্ (সর্ব্বজীবান্তর্দর্শী শ্রীকৃষ্ণঃ) তস্য (বিপ্রস্য) আগমনকারণং বিজ্ঞায় (বিশেষতো জ্ঞাত্বা) অচিন্তয়ৎ (এবং চিন্তয়ামাস যৎ) অয়ং সখা (বন্ধুবিপ্রবরঃ) পুরা (পূর্ব্বং কদাপি) শ্রীকামঃ (সম্পদভিলাষী সন্) মা (মাং) ন অভজৎ (ন মৎসমীপে সম্পদং কদাপি প্রার্থয়ামাসেত্যর্থঃ) তু (পরন্তু সম্প্রতি) পতিব্রতায়াঃ পত্ন্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া (প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছয়া) মাং প্রাপ্তঃ (আশ্রিতঃ, অতঃ) অস্য (অস্মৈ) অমর্ত্ত্যদুর্ল্লভাঃ (অমর্ত্ত্যানাং দেবানামপি দুর্ল্লভাঃ) সম্পদঃ (ঐশ্বর্য্যাণি) দাস্যামি।।৬-৭।।

অনুবাদ—সর্ব্বজীবান্তর্দ্রষ্টা সাক্ষাৎ শ্রীহরি উক্ত ব্রাহ্মণের আগমন-কারণ অবগত হইয়া চিন্তা করিলেন,—সখা পূর্ব্বে কখনও সম্পদভিলাষী হইয়া আমার শরণাগত হন নাই, পরন্তু সম্প্রতি কেবলমাত্র পতিব্রতা ভার্য্যার প্রীতি সাধন-কামনায়ই আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং আমি ইঁহাকে দেবদুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিব ।। ৬-৭ ।।

বিশ্বনাথ—আত্মদৃক্ অন্তঃকরণসাক্ষী, যদ্বা সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মনাঞ্চ দৃক্ দ্রষ্টা অচিন্তয়ৎ সর্ব্বজ্ঞোঽপি মদ্ভক্তস্যাস্য কথমীদৃশং দারিদ্র্যমভূদিতি তৎপ্রেমমুগ্ধশ্চিন্তয়ামাস। তৎক্ষণ এবাধিগততত্ত্বঃ স্বগতমাহ,—নায়মিতি। ননু নিষ্কামভক্তস্যাপ্যননুসংহিতং ফলং সদ্বিষয়ভোগো ভবত্যেব যদুক্তং—"ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থেঽর্থায়োপকল্পতে। নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ।। কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতিঃ" ইতি উচ্যতে। নিষ্কামভক্তস্য স্বভাবভেদাদননুসংহিতং ফলং দ্বিবিধং স্যাৎ—দ্বিষ্টমদ্বিষ্টঞ্চ। যস্য বিষয়ভোগমাত্রে এব দ্বেষস্তস্য বিষয়ভোগো নৈব স্যাদিতি-ভরতাদৌ তথা দর্শনাৎ। যস্য তু ন দ্বেষো নাপি স্পৃহা তস্য স স্যাদেব প্রহলাদাদৌ তথা দর্শনাদতোঽস্য বিপ্রস্য প্রাগেতজ্জন্মনি চ ভোগে দ্বেষ এব কেবলং ভার্য্যানুরোধাদ্ভগবদ্দর্শনলোভাচ্চায়াত ইতি।।৬

বিশ্বনাথ—অতএব পুনঃ স্বগতমাহ,—পত্ন্যা ইতি। পতিব্রতায়া ইত্যনেন তস্যা অপ্যেতৎ প্রেমানুরোধেনৈব সকামত্বং স্বতস্তু পরমনিস্পৃহত্বমেবেত্যতোঽমর্ত্ত্যানাং দেবানামপি দুর্ল্লভাঃ ।। ৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মদৃক্' অন্তঃকরণ সাক্ষী, অথবা সকল প্রাণীগণের ও আত্মার দ্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও চিন্তা করিলেন আমার ভক্ত ইহার কিরূপে এই প্রকার দারিদ্র হইল? তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই ক্ষণেই তত্ত্ব জানিয়া নিজমনে বলিতে লাগিলেন—এই সখা পূর্ব্বে নিষ্কাম আমার ভক্ত তাহার আনুসঙ্গিক ফল সদ্‌বিষয়ভোগ হইবেই যাহা বলা হইয়াছে "ভক্তিধর্ম্মের ফল অর্থজন্য নহে, একান্ত ধর্ম্মের ফল ও অর্থের ফল কামলাভের জন্য নহে, কামের ফল ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্য নহে, নিষ্কাম ভক্তের স্বভাবভেদে আনুসঙ্গিকফল দ্বিবিধ হয়—দিষ্ট ও অদিষ্ট, যাঁহার বিষয় ভোগমাত্রেই দ্বেষ তাহার বিষয়ভোগ হয় না—যেমন ভরতাদিতে ঐরূপ দেখা যায়। কিন্তু যাঁহার দ্বেষ নাই, ইচ্ছাও নাই, তাহার তাহাই হয় যেমন প্রহলাদ আদিতে দেখা যায়। অতএব এই ব্রাহ্মণের এই জন্মের প্রথমে ভোগে দ্বেষই। কেবল ভার্য্যার অনুরোধে ভগবৎদর্শনলোভে দ্বারকায় আসিয়াছেন ।। ৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব পুনঃরায় ভগবান নিজমনে বলিতেছেন—পতিব্রতা পত্নীর প্রেম অনুরোধেই সকামতা স্বাভাবিক কিন্তু পরম নিস্পৃহতা। অতএব ইহলোকবাসীগণের এবং দেবতাদেরও দুর্ল্লভ সম্পদ আমি ইহাকে দান করিব ।। ৭ ।।

ইত্থং বিচিন্ত্য বসনাচ্চীরবদ্ধান্ দ্বিজন্মনঃ ।
স্বয়ং জহার কিমিদমিতি পৃথুকতণ্ডুলান্ ।। ৮ ।।

অন্বয়ঃ—(ভগবান্) ইত্থম্ (এবম্প্রকারং) বিচিন্ত্য স্বয়ং (এব) ইদং (বসনবদ্ধং বস্তু) কিম্ ইতি (উক্ত্বা) দ্বিজন্মনঃ (বিপ্রস্য) বসনাৎ (পরিধেয়বস্ত্রমধ্যাৎ) চীরবদ্ধান্ (মলিনবস্ত্রখণ্ডাবদ্ধান্) পৃথুকতণ্ডুলান্ (তণ্ডুলপ্রায়ান্ পৃথুকান্) জহার (গৃহীতবান্) ।। ৮ ।।

অনুবাদ—এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ স্বয়ংই—"ইহা কি" এই বলিয়া ব্রাহ্মণের পরিধেয় বস্ত্রমধ্য

হইতে মলিন বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ তণ্ডুলপ্রায় চিপিটকসমূহ গ্রহণ করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অতিজীর্ণত্বাদ্বসনস্য পুনস্তন্মধ্যে চীরেণ বদ্ধান্ স্বয়ং স্বপাণিনা কক্ষাদাকৃষ্য জহার ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতিজীর্ণ বস্ত্রের, তাহার মধ্যে আবার ছিন্ন বস্ত্রের মধ্যে বাধা স্বয়ং নিজ হস্তদ্বারা কক্ষ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক হরণ করিলেন ॥ ৮ ॥

নন্বেতদুপনীতং মে পরমপ্রীণনং সখে।
তর্পয়ন্ত্যঙ্গ মাং বিশ্বমেতে পৃথুকতণ্ডুলাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ সখে, (হে মিত্র, ত্বয়া) উপনীতম্ (উপাহৃতম্) এতৎ মে (মম) ননু (নিশ্চিতং) পরমপ্রীণনং (পরমপ্রীতিজনকং ভবতি) এতে পৃথুকতণ্ডুলাঃ বিশ্বং (বিশ্বাত্মানং) মাং তর্পয়ন্তি (প্রীণয়ন্তি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে সখে, তোমার এই উপহৃতবস্তু বস্তুতই আমার অতিশয় প্রীতিজনক ; অতএব এই তণ্ডুলপ্রায় চিপিটক সমূহ বিশ্বান্তর্য্যামী আমাকে পরিতৃপ্ত করিতেছে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিরসমেতন্মদযোগ্যমিতি মা মন্যেথা যতো মে পরমপ্রীণনং নাপ্যলং যতস্তর্পয়ন্তীত্যাদি ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ আরো বলিতেছেন—বিরস বলিয়া ইহা আমার অযোগ্য, ইহা মনে করিও না। যেহেতু ইহাতে আমার পরম তৃপ্তি, নিষ্প্রয়োজন ভাবও নাই, যেহেতু আমার তৃপ্তি হইতেছে ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

ইতি মুষ্টিং সকৃজ্জগ্ধ্বা দ্বিতীয়াং জগ্ধুমাদদে।
তাবচ্ছ্রীর্জগৃহে হস্তং তৎপরা পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(ভগবান্) ইতি (এবমুক্ত্বা) সকৃৎ (একবারং) মুষ্টিম্ (একমুষ্টিপরিমিতং পৃথকতণ্ডুলং) জগ্ধ্বা (ভুক্ত্বা) দ্বিতীয়াং (দ্বিতীয়মুষ্টিং) জগ্ধুং (ভোক্তুং আদদে যাবদ্ গৃহীতবান্) তাবৎ (তৎক্ষণমেব) তৎপরা (পতিপরায়ণা) শ্রীঃ (রুক্মিণীদেবী) পরমেষ্ঠিনঃ (ভগবতঃ) হস্তং জগৃহে (ধৃতবতী) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ এইরূপ বলিয়া একবার একমুষ্টি ভক্ষণ করিয়া দ্বিতীয়মুষ্টি গ্রহণ করিবামাত্রই পতিব্রতা রুক্মিণীদেবী তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—জগৃহে স্বপাণিনা জগ্রাহ মা ভুঙ্ক্ষ্বেতি দ্যোতয়ামাস। তত্র স্বস্য সখ্যুর্গৃহাদাগতমিদমদ্ভুতং বস্তু স্বয়মেব যদি সর্ব্বং ভোক্ষ্যসে তদাহং স্ব (জা) যাতৃভ্যঃ স্বসখীভ্যঃ স্বসপত্নীভ্যঃ স্বকিঙ্করীভ্যঃ স্বস্মৈ চ বিভজ্য কিং দাস্যামি বণ্টনে খল্বেকৈকোঽপি পৃথুকো নায়াস্যতীতি স্বাভিপ্রায়ং শ্রীদামানং জ্ঞাপয়ামাস মহাসৌকুমার্য্যবতোঽস্যোদরগতাঃ কঠোরপৃথুকা অপকরিষ্যন্তীতি বাস্তবং স্বাভিপ্রায়ং স্বসখীভির্জ্ঞাপয়ামাস ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা দেখিয়া পতিব্রতা রুক্মিণীদেবী দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ করিবার কালে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—আর ভোজন করিও না, এ বিষয়ে নিজের সখার গৃহ হইতে আগত এই অদ্ভুতবস্তু স্বয়ংই যদি সম্পূর্ণ ভোজন কর তাহা হইলে আমি নিজসখিগণকে ও সপত্নীগণকে নিজদাসীগণকেও আমি স্বয়ং বিভাগ করিয়া কি দিব ? বণ্টন করিতে গেলে এক একটি চিপিটকও ভাগে আসিবে না—এইরূপ নিজ অভিপ্রায় শ্রীদাম বিপ্রকে জানাইলেন, মহা সুকুমার শ্রীকৃষ্ণের উদরগত হইয়া এই শক্ত চিপিটক অপকার করিবে রুক্মিণীদেবী এই বাস্তব নিজ অভিপ্রায় নিজসখীগণকে জানাইলেন ॥ ১০ ॥

এতাবতালং বিশ্বাত্মন্ সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে।
অস্মিন্ লোকেঽথবামুষ্মিন্ পুংসস্ত্বত্তোষকারণম্ ॥১১

অন্বয়ঃ—(রুক্মিণী উবাচ,— হে) বিশ্বাত্মন্ (সর্ব্বান্তর্য্যামিন্) এতাবতা (একমুষ্টিভক্ষণেনৈবেত্যর্থঃ) পুংসঃ (অস্য বিপ্রস্য) অস্মিন্ লোকে অথবা অমুষ্মিন্ (ইহলোকে পরলোকে চ) ত্বত্তোষকারণং (তব তোষস্য কারণং যথা ভবেত্তথা) সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে (মৎকটাক্ষবিলাসভূতানাং সর্ব্বসম্পদাং সমৃদ্ধয়ে) অলং পর্য্যাপ্তং ভবতি, অতঃপরং দ্বিতীয়মুষ্ট্যাদনেন মা মামেতদধীনাং কুরু ইতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ— রুক্মিণীদেবী বলিলেন,—হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্, একমুষ্টি ভক্ষণেই এই বিপ্রবরের ইহলোকে এবং পরলোকে মদীয় কটাক্ষ বিলাসভূত যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের সিদ্ধি হইয়াছে, অতঃপর দ্বিতীয়মুষ্টি ভক্ষণ করিয়া আমাকে ইহার অধীনা করিবেন না ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—স্বপ্রেয়াংসং প্রতি তু স্বাভিপ্রায়ং জ্ঞাপয়ন্তী মনসৈবাহ,—এতাবতা তু ভুক্তেনৈবালম্ এতাবতৈব তৃপ্তো ভব অতঃপরং ন ভোক্তব্যমিতি ভাবঃ। হে বিশ্বাত্মন্, তব তৃপ্তৌ বিশ্বমেব তৃপ্তং ভবেদিতি ভাবঃ। ননু, স্বপ্রিয়সখায়াস্মৈ মহাসম্পত্তীর্দাতুম্ অন্যদপি ভোক্তব্যং তত্রাহ,—অস্মিন্ লোকে অমুষ্মিন্ বা লোকে পুংসঃ সর্ব্বসম্পৎ সমৃদ্ধ্যর্থং ত্বত্তোষ এব কারণং ভবতি। বিসর্জ্জনীয়লোপ আর্ষঃ। তস্মাদলং বিরসকঠোরপৃথুলং পৃথুকচর্ব্বণেনেতি ভাবঃ। এষা রুক্মিণ্যাঃ স্বগতোক্তিরেব নতু স্পষ্টোক্তিঃ। তথাচেদর্থাবগমে সত্যধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্যেত্যগ্রিমবাক্যং শ্রীদাম্নো ন সম্ভবেদিতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ প্রিয়তমের প্রতি নিজের অভিপ্রায় কিন্তু মনে মনেই জানাইতেছেন—এই একমুষ্টি ভোজনেই যথেষ্ট ইহার দ্বারাই তৃপ্ত হও, অতঃপর ভোজন করা উচিৎ নয় ইহাই ভাবার্থ। হে বিশ্বাত্মন্! তোমার তৃপ্তিতে সমগ্র বিশ্বই তৃপ্ত হইবে, যদি বল এই আমার প্রিয় সখাকে মহাসম্পত্তিদানের জন্য আর একমুষ্টি ভোজন করা উচিৎ তাহার উত্তরে বলি—ইহলোকে বা পরলোকে পুরুষের সকল সম্পদ সমৃদ্ধির জন্য তোমার তোষণই কারণ হয়। এস্থলে বিসর্গ লোপ আর্ষ। অতএব বিরস সক্ত ত্রিপিটক আর চর্ব্বণ করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা রুক্মিণীদেবীর মনোগত উক্তি, বাহিরে স্পষ্ট উক্তি নয়। এইরূপ অর্থ জানিলে 'অধন এই ব্যক্তি ধন পাইলে' এই অগ্রিমবাক্য শ্রীদাম বিপ্রের পক্ষে সম্ভব হয় না, ইহাই বিবেচনীয় ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণস্তান্তু রজনীমুষিত্বাচ্যুতমন্দিরে।
ভুক্ত্বা পীত্বা সুখং মেনে আত্মানং স্বর্গতং যথা ॥১২॥

অন্বয়ঃ—ব্রাহ্মণঃ তু অচ্যুতমন্দিরে তাং রজনীং উষিত্বা (স্থিত্বা) সুখং (যথা স্যাত্তথা) ভুক্ত্বা পীত্বা (চ) আত্মানং (স্বং) স্বর্গতং যথা (স্বর্গবাসিনামিব) মেনে (নির্ণীতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ ঐ রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে অবস্থান পূর্ব্বক সুখে পান-ভোজন ক্রিয়া সমাপন করিয়া নিজকে স্বর্গবাসীর ন্যায় মনে করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—স্বর্গতং যথা স্বর্গতমিব ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণ নিজেকে স্বর্গবাসীর ন্যায় মনে করিলেন ॥ ১২ ॥

শ্বোভূতে বিশ্বভাবেন স্বসুখেনাভিবন্দিতঃ।
জগাম স্বালয়ং তাত পথ্যনুব্রজ্য নন্দিতঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, (বৎস, পরীক্ষিৎ) শ্বোভূতে (পরদিনে) স্বসুখেন (স্বানন্দপূর্ণেন) বিশ্বভাবেন (বিশ্বং ভাবয়তীতি বিশ্বভাবস্তেন) অভিবন্দিতঃ (নমস্কৃতস্তথা) পথি অনুব্রজ্য (অনুগম্য) নন্দিতঃ (তেন শ্রীকৃষ্ণেন বিনয়োক্তিভিঃ প্রীণিতঃ স দ্বিজঃ) স্বালয়ং জগাম (গতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—দ্বিজবর পরদিবস নিজালয়ে যাত্রা করিলেন। স্বানন্দপূর্ণ বিশ্বভাবন শ্রীকৃষ্ণ কিয়দ্দূর পথ অনুগমন করিয়া প্রণাম ও বিনয়োক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণকে আনন্দিত করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—শ্বোভূতে পরদিনে বিশ্বমেব ভাবয়তি সঙ্কল্পমাত্রেণ সৃজতীতি বিশ্বভাবস্তেন তস্মাত্তাদৃশ বিচিত্র মহাসম্পন্ময়সুদামপুরসৃষ্টৌ তস্য কঃ প্রয়াস ইতি ভাবঃ। স্বসুখেন স্বানন্দপূর্ণেনেতি তস্য তাদৃশবিষয়ানন্দমাত্রদানে চ কঃ প্রযত্ন ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরদিনে বিশ্বকে যিনি সংকল্প মাত্র সৃজন করেন সেই বিশ্বভাবন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ঐরূপ বিচিত্র মহাসম্পত্তিময় সুদামপুরী সৃষ্টিতে তাহার কি ক্লেশ। নিজসুখের দ্বারা আনন্দপূর্ণ কৃষ্ণকর্ত্তৃক সখাকে ঐরূপ বিষয় আনন্দমাত্রদানে কি পরিশ্রম ॥ ১৩ ॥

স চালব্ধ্বা ধনং কৃষ্ণান্ন তু যাচিতবান্ স্বয়ম্।
স্বগৃহান্ ব্রীড়িতোঽগচ্ছন্মহদ্দর্শননির্বৃতঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (বিপ্রঃ) চ কৃষ্ণাৎ ধনং অলব্ধ্বা

(অপ্রাপ্য) ব্রীড়িতঃ (স্বচিত্তকার্পণ্যেন লজ্জিতঃ সন্) স্বয়ং তু ন যাচিতবান্ (ন প্রার্থয়ামাস ততঃ) মহদ্দর্শন-নির্বৃতঃ (মহতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনেন নির্বৃতঃ সুখং প্রাপ্তঃ সন্) স্বগৃহান্ (নিজালয়ম্) অগচ্ছৎ (গত-বান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ— উক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে কোন ধন না পাইয়া লজ্জাতুর হইয়া স্বয়ং প্রার্থনা করিলেন না, অনন্তর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-হেতুই পরমসুখানুভব করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥

অহো ব্রহ্মণ্যদেবস্য দৃষ্টা ব্রহ্মণ্যতা ময়া ।
যদ্দরিদ্রতমো লক্ষ্মীমাশ্লিষ্টো বিভ্রতোরসি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অহো ময়া ব্রহ্মণ্যদেবস্য (ব্রাহ্মণহিত-পরস্য দেবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) ব্রহ্মণ্যতা (ব্রাহ্মণ-পরতা) দৃষ্টা (সাক্ষাদবলোকিতা) যৎ (যস্মাৎ) উরসি (স্ববক্ষসি) লক্ষ্মীং (শ্রিয়ং) বিভ্রতা (ধারয়তা তেন শ্রীকৃষ্ণেন) দরিদ্রতমঃ (অতিদরিদ্রোঽহং) আশ্লিষ্টঃ (আলিঙ্গিতোঽস্মি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি পথিমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—"অহো ! আমি ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মণ্যতা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। যে হেতু বক্ষোদেশে লক্ষ্মীদেবীকে নিত্যকাল ধারণ করি-য়াও তিনি মাদৃশ অতিদরিদ্রকে (লক্ষ্মীহীনকে) আলিঙ্গন করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—নির্বৃতিমেবাহ,—অহো ইতি চতুর্ভিঃ। যৎ যতো লক্ষ্মীং উরসি বিভ্রতা তেনাহমাশ্লিষ্টঃ ॥১৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—আনন্দই বলিতেছেন চারিটি শ্লোকদ্বারা, শ্রীভগবান যে বক্ষে শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে ধারণ করেন ঐ বক্ষদ্বারা আমাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥১৫

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ (পাপী) অহং ক্ব (কুত্র বর্ত্তে) শ্রীনিকেতনঃ (শ্রীনিবাসঃ) কৃষ্ণঃ ক্ব (কুত্র বা বর্ত্ততে) ইতি (এবমপি) ব্রহ্মবন্ধুঃ (ব্রাহ্মণাধমঃ) অহং (তেন) বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ স্ম (ভুজাভ্যামালিঙ্গিতোঽস্মি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মাদৃশ দরিদ্র পাপিজনই বা কোথায়, আর শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায় ? তথাপি তিনি স্বীয় ভুজযুগল দ্বারা এই ব্রাহ্মণাধমকে আলিঙ্গন করিয়াছেন" ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইতিরপ্যর্থে ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইতি শব্দের অর্থ 'ও' ॥১৬॥

নিবাসিতঃ প্রিয়াজুষ্টে পর্য্যঙ্কে ভ্রাতরো যথা ।
মহিষ্যা বীজিতঃ শ্রান্তো বালব্যজনহস্তয়া ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রিয়াজুষ্টে (প্রিয়য়া রুক্মিণ্যা জুষ্টে সেবিতে) পর্য্যঙ্কে (খট্টায়াং) ভ্রাতরঃ যথা (সহো-দরা ইব) নিবাসিতঃ (উপবেশিতঃ) শ্রান্তঃ (গমন-শ্রমযুক্তোঽহং) বালব্যজনহস্তয়া (চামরব্যজনধারিণ্যা) মহিষ্যা (রুক্মিণ্যা) বীজিতঃ (বায়ুসঞ্চালনেন সেবিতোঽস্মি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—আবার রুক্মিণীদেবীর সেবিত খট্টা-মধ্যে আমাকে ভ্রাতার ন্যায় উপবেশন করাইয়াছিলেন এবং শ্রান্ত দেখিয়া স্বয়ং রুক্মিণীদেবী চামরহস্তে আমাকে বায়ু সঞ্চালন করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

শুশ্রূষয়া পরময়া পাদসংবাহনাদিভিঃ ।
পূজিতো দেবদেবেন বিপ্রদেবেন দেববৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) বিপ্রদেবেন (বিপ্রাণাং দেবঃ তেন) দেবদেবেন (দেবানামপি দেবঃ আরাধ্যঃ তেন শ্রীকৃষ্ণেন) পাদসংবাহনাদিভিঃ (পাদমর্দ্দনাদিক্রি-য়াভিঃ) পরময়া (উত্তময়া) শুশ্রূষয়া দেববৎ (দেব ইব) পূজিতঃ (সেবিতোঽস্মি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বিপ্রদেব দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ পাদমর্দ্দনাদি ক্রিয়া এবং উত্তম শুশ্রূষা দ্বারা দেবতার ন্যায় আমার পূজা করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্ ।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—পুংসাং (পুরুষাণাং) তচ্চরণার্চ্চনং (শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপদ্মসেবনং) স্বর্গাপবর্গয়োঃ (ভুক্তি-মুক্ত্যোঃ, তথা) রসায়াং (পাতালে) ভুবি (ভূতলে চ যাঃ সম্পদো বর্ত্তন্তে তাসাং) সম্পদাং (তথা) সর্ব্বাসাং সিদ্ধীনাং অপি মূলং (কারণং ভবেৎ) ॥১৯॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবনই পুরুষগণের স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালস্থ যাবতীয় ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি এবং মুক্তিলাভের মূল কারণস্বরূপ ॥ ১৯ ॥

অধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ।
ইতি কারুণিকো নূনং ধনং মেঽভূরি নাদদাৎ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—(তথাহি) অধনঃ (নির্দ্ধনঃ) অয়ং (বিপ্রঃ) ধনং প্রাপ্য উচ্চৈঃ মাদ্যন্ (ধনমদেন অতি গর্ব্বিতঃ সন্) মাং (শ্রীকৃষ্ণং) ন স্মরেৎ (ইতঃ পরং ন চিন্তয়েৎ) ইতি (এবং চিন্তয়ন্নেব) কারুণিকঃ (পরমকরুণাময়োঽসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ) মে (মহ্যম্) অভূরি (অল্পমপি) ধনং ন অদদৎ (ন দত্তবান্) নূনম্ (ইতি নিশ্চিতং ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—মাদৃশ নির্দ্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া মত্ততাবশতঃ পুনরায় তাঁহাকে স্মরণ করিবে না এই-রূপ চিন্তা করিয়াই পরমকারুণিক শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কিঞ্চিন্মাত্র ধনও প্রদান করিলেন না ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অভূর্য্যপি ধনং নাদাৎ। যদ্বা যন্মহ্যং নাদাৎ তদেব মে ভূরি ধনম্। যদ্বা, নু নিশ্চিতম্ ঊনং অল্পধনং ন অদাৎ অপি তু ভূরি অদাৎ ॥২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অল্প ধনও দান করেন নাই, অথবা আমাকে যে দান করেন নাই তাহাই আমার প্রচুর ধন, অথবা নু নিশ্চিতই ঊন অল্পধন দেন নাই, কিন্তু প্রচুর ধন দিয়াছেন ॥ ২০ ॥

ইতি তচ্চিন্তয়ন্নন্তঃ প্রাপ্তো নিজগৃহান্তিকম্।
সূর্য্যানলেন্দুসঙ্কাশৈর্বিমানৈঃ সর্ব্বতো বৃতম্ ॥ ২১ ॥
বিচিত্রোপবনোদ্যানৈঃ কূজদ্দ্বিজকুলাকুলৈঃ।
প্রোৎফুল্লকুমুদাম্ভোজ-কহলারোৎপলবারিভিঃ ॥২২॥
জুষ্টং স্বলঙ্কৃতৈঃ পুম্ভিঃ স্ত্রীভিশ্চ হরিণাক্ষিভিঃ।
কিমিদং কস্য বা স্থানং কথং তদিদমিত্যভূৎ ॥২৩

অন্বয়ঃ—অন্তঃ (চিত্তে) ইতি (এবং ক্রমেণ) তৎ (সর্ব্বং) চিন্তয়ন্ (ধ্যায়ন্ অসৌ ব্রাহ্মণঃ) সূর্য্যানলেন্দুসঙ্কাশৈঃ (সূর্য্যাগ্নিচন্দ্রতুল্যদীপ্তিশালিভিঃ) বিমানৈঃ (আকাশযানৈঃ) সর্ব্বতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) বৃতং (বেষ্টিতং) কূজদ্দ্বিজকুলাকুলৈঃ (কূজনরতবিহঙ্গ-কুলব্যাপ্তৈঃ) প্রোৎফুল্লকুমুদাম্ভোজকহলারোৎপলবা-রিভিঃ (প্রোৎফুল্লানি কুমুদাদীনি যেষু তানি বারীণি যেষু তৈঃ) বিচিত্রোপবনোদ্যানৈঃ (বিচিত্রৈঃ উপবনৈঃ উদ্যানৈশ্চ বৃতং তথা) স্বলঙ্কৃতৈঃ পুংভিঃ (পুরুষৈঃ তথা) হরিণাক্ষীভিঃ (মৃগনয়নাভিঃ) স্ত্রীভিঃ চ জুষ্টং (যুক্তং) নিজগৃহান্তিকং (স্বগৃহসমীপং) প্রাপ্তঃ (আগতঃ সন্ সঃ) ইদং কিং (কিমিদং জাতং) কস্য বা (এতৎ) স্থানং (ভবেৎ) তৎ (তাদৃশং স্থানং) কথং (কেন প্রকারেণ) ইদম্ (ঈদৃশম্) অভূৎ (জাতম্) ইতি (এবং চিন্তিতবান্) ॥২১-২৩॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিজ গৃহ সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—তথায় চতুর্দ্দিকে সূর্য্যঅগ্নিচন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল বিমানসমূহ বিরাজমান রহিয়াছে। কূজনরত বিহঙ্গকুল ও উৎ-ফুল্ল কুমুদ, কমল, কহলার, উৎপল প্রভৃতি জলজ পুষ্পশোভিত জলাশয়-বিশিষ্ট বিচিত্র উপবন ও উদ্যানসমূহ তথায় সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে এবং উত্তম ভূষণ-বিভূষিত পুরুষ ও সুলোচনা রমণীগণ বর্ত্তমানা রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এ কি ! এই গৃহ কাহার ? ইহা কিরূপে এরূপ হইল ?" ॥ ২১-২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ তদা নিজগৃহস্যান্তিকং বিশিনষ্টি,—সূর্য্যেত্যাদিভিঃ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং তেজঃপুঞ্জং দৃষ্ট্বা কিমিদমিতি। ততো বিমানানি দৃষ্ট্বা কস্য বেতি। তৎস্থলস্য স্বীয়ত্বং নিশ্চিত্যাহ,—কথং তদিদমিতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তখন শ্রীদাম বিপ্র নিজগৃহের নিকটে গিয়া বলিতেছেন—সূর্য্য অগ্নি চন্দ্রের জ্যোতি-যুক্ত বিমানসমূহ তাহার গৃহের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ॥২১

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমে তেজপুঞ্জ দেখিয়া ইহা কি ? তৎপরে বিমান সমূহ দেখিয়া এই সকল কাহার বিমান ? পরে ঐ স্থানটি নিজের নিশ্চয় করিয়া কিরূপে এইরূপ হইল ? ২৩ ॥

এবং মীমাংসমানং তং নরা নার্য্যোঽমরপ্রভাঃ ।
প্রত্যগৃহ্ণন্ মহাভাগং গীতবাদ্যেন ভূয়সা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) অমরপ্রভাঃ (দেবতুল্যপ্রদীপ্তাঃ) নরাঃ নার্য্যঃ (স্ত্রিয়শ্চ) ভূয়সা (মহতা) গীতবাদ্যেন (সহ) এবং (পূর্ব্বোক্তং) মীমাংসমানং (স্বমনসি বিচারয়ন্তং) তং মহাভাগং (মহাভাগ্যং বিপ্রং) প্রত্যগৃহ্ণন্ (তস্য প্রত্যুদ্গমনং চক্রুরিত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিতেছেন, এমন সময়ে দেবতুল্য প্রভা-সম্পন্ন নরনারীগণ প্রভূত গীতবাদ্যের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যগৃহ্ণন্নিতি এতে। এতাশ্চ ভগবতৈব মহ্যং দত্তা ইতি নিশ্চিত্য তান্ স অগৃহ্ণাৎ মনসা স্বীচকার। পশ্চাদেতা অপি তং প্রত্যগৃহ্ণন্ স্বামিত্বেন স্বীচক্রুঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ বিচার কালে দেবজ্যোতি সম্পন্ন নরনারীগণ মহাভাগ ঐ বিপ্রকে প্রচুর গীতবাদ্যসহ গৃহের নিকট লইয়া গেলেন। তৎকালে বিপ্র ভাবিলেন এইসকল সম্পদ ভগবানই আমাকে দিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া ঐসকল সম্পদ ব্রাহ্মণ মনে মনে স্বীকার করিলেন, পরে দিব্যনারীগণও তাহাকে নিজস্বামীরূপে স্বীকার করিলেন ॥ ২৪ ॥

পতিমাগতমাকর্ণ্য পত্ন্যুদ্ধর্ষাতিসম্ভ্রমা ।
নিশ্চক্রাম গৃহাৎ তূর্ণং রূপিণী শ্রীরিবালয়াৎ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—পত্নী (তস্য বিপ্রস্য) ভার্য্যা পতিং আগতং আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) উদ্ধর্ষা (উদ্গতো হর্ষো যস্যাঃ সা তথা) অতিসম্ভ্রমা (অত্যাদরযুক্ত সতী) আলয়াৎ (কমলবনাৎ) রূপিণী (মূর্ত্তিমতী) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) ইব গৃহাৎ তূর্ণং (শীঘ্রং) নিশ্চক্রাম (নির্গতাভূৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণী পতির আগমনবার্ত্তা শ্রবণে অতিহর্ষে ব্যস্তভাবে কমলবননির্গতা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় সত্বর নিজগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—রূপিণী শ্রীরিতি ভগ্নচ্ছদি ভিত্তিকে গৃহে সা কুচেলা শুষ্ককুচাদ্যবয়বা নিশি সুপ্তা আসীৎ। প্রাতরুত্থায় স্বং স্বীয়ং গৃহাদিকঞ্চ তাদৃশং দৃষ্ট্বা ক্ষণং চমৎকারসিন্ধুমগ্না পশ্চাদ্ভগবতা দত্তং তদ্বৈভবং নিশ্চিত্য ততঃ পতিমানেতুং নিশ্চক্রাম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ন্যায় রূপধারিণী তাঁহার পত্নী পতিকে আসিতে দেখিয়া আনন্দে অতি সম্ভ্রমে ঐ গৃহ হইতে বাহির হইলেন। ভগ্ন ছাদ ও ভিত্তি এমন গৃহে তাহার স্ত্রী মলিনবস্ত্র শুষ্কদেহ রাত্রিতে নিদ্রিত ছিলেন, প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহার নিজগৃহ আদিকে ঐরূপ দেখিয়া কিছুক্ষণ চমৎকৃত হইয়া আনন্দসমুদ্রে মগ্ন ছিলেন পরে ভগবান্ ঐরূপ বৈভব দিয়াছেন—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পতিকে আনিবার জন্য ঐ গৃহ হইতে বাহির হইলেন ॥২৫॥

পতিব্রতা পতিং দৃষ্ট্বা প্রেমোৎকণ্ঠাশ্রুলোচনা ।
মীলিতাক্ষ্যনমদ্বুদ্ধ্যা মনসা পরিষস্বজে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—পতিব্রতা (সা) পতিং দৃষ্ট্বা প্রেমোৎকণ্ঠা (প্রেম্ণা উদ্বিগ্না) অশ্রুলোচনা (অশ্রুপ্লাবিত-নয়না তথা) মীলিতাক্ষী (মুদ্রিতনেত্রা সতী) বুদ্ধ্যা (অয়মেব বন্দ্য ইতি নিশ্চয়েন তম্) অনমদ্ মনসা (সঙ্কল্পেন চ) পরিষষ্বজে (পরিরেভে) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পতিব্রতা ব্রাহ্মণী স্বামি সন্দর্শনে প্রেমোৎকণ্ঠিতচিত্তে অশ্রুপ্লাবিত নিমীলিত লোচনে "ইনিই আমার পরম প্রণম্য"—এইরূপ নিশ্চয় সহকারে চিত্তদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—পতিং দৃষ্ট্বেতি ধমনিব্যাপ্তং শুষ্কগাত্রং কুচেলং স্বপতিং সা পরিচিনোত্বেতদর্থমেব ভগবতা সখ্যুস্তস্য তাদৃশত্বং ন দূরীকৃতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পতিকে দেখিয়া শিরা ব্যাপ্ত শুষ্কগাত্র মলিন বসন নিজপতিকে সেই স্ত্রী চিনিতে পারুক এই ভাবিয়া ভগবান সখার ঐরূপ শরীর পরিবর্ত্তন করেন নাই ॥ ২৬ ॥

পত্নীং বীক্ষ্য বিস্ফুরন্তীং দেবীং বৈমানিকীমিব ।
দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং মধ্যে ভান্তীং স বিস্মিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ব্রাহ্মণঃ) নিষ্ককণ্ঠীনাং (পদক-

ভূষিতগ্রীবানাং) দাসীনাং মধ্যে ভান্তীং (দেদীপ্যমানাং) বৈমানিকীং (বিমানচারিণীং) দেবীং ইব বিস্ফুরন্তীং (প্রকাশশীলাং তাং) পত্নীং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিস্মিতঃ (আশ্চর্য্যান্বিতো বভূব) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তখন ব্রাহ্মণ গ্রীবাদেশে পদকভূষিত দাসীগণের মধ্যে বিরাজমানা এবং বিমানচারিণী দেবাঙ্গনার ন্যায় প্রকাশ-শীলা নিজপত্নীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ২৭ ॥

প্রীতঃ স্বয়ং তয়া যুক্তঃ প্রবিষ্টো নিজমন্দিরম্ ।
মণিস্তম্ভশতোপেতং মহেন্দ্রভবনং যথা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) স্বয়ং তয়া (পত্ন্যা) যুক্তঃ (তথা) প্রীতঃ (সন্) মহেন্দ্রভবনং যথা (ইন্দ্রালয়মিব) মণিস্তম্ভশতোপেতং (শতমণিময়স্তম্ভসংবদ্ধং) নিজমন্দিরং প্রবিষ্টঃ (বভূব) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্বয়ং পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে মণিময় শত স্তম্ভযুক্ত ইন্দ্রালয়তুল্য নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—স তু স্বপত্নীং তাং ন পরিচিকায় ইত্যাহ,—পত্নীং স্বভার্য্যাং দেবীমিব বীক্ষ্য স বিস্মিতঃ। কেয়ং দেবাঙ্গনা মামধমমপ্যুপৈতীতি বিস্ময়াব্ধৌ পতিতঃ। ততশ্চ তবৈবেয়ং সা ভার্য্যেতি তাভির্জ্ঞাপিতস্তৎক্ষণ এব স্বদেহঞ্চ দিব্যসৌন্দর্য্যতারুণ্যবস্ত্রালঙ্কারাদ্যান্বিতং বীক্ষ্য প্রীতঃ মহেন্দ্রভবনং যথেতি "শ্রীদামরঙ্কভক্তার্থভূম্যানীতেন্দ্রবৈভবঃ" ইতি বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রম্ ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীদামবিপ্র নিজ পত্নীকে চিনিতে পারিলেন না, নিজ ভার্য্যাকে তিনি দেবীর ন্যায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই দেবাঙ্গনা কে! আমার ন্যায় অধমকে গৃহে লইতে আসিয়াছে। বিস্ময়সাগরে পতিত হইলেন, তৎপরে তোমারই সেই এই ভার্য্যা দাসীগণকর্তৃক জানাইলে সেই ক্ষণেই নিজ দেহকেও দিব্য সৌন্দর্য্য তারুণ্য বস্ত্রাদিদ্বারা ও অলংকারাদির দ্বারা সজ্জিত দেখিয়া আনন্দে ইন্দ্রভবনে যেমন কৃষ্ণ সেইরূপ "শ্রীদাম ভিক্ষুক ভক্তের জন্য ইন্দ্রবৈভব এই ভূমিতে আনিয়া দিলেন"—এইপ্রকার বৃহৎসহস্রনাম স্তোত্রে আছে ॥ ২৭-২৮ ॥

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ ।
পর্য্যঙ্কা হেমদণ্ডানি চামরব্যজনানি চ ॥ ২৯ ॥
আসনানি চ হৈমানি মৃদুপস্তরণানি চ ।
মুক্তাদামবিলম্বীনি বিতানানি দ্যুমন্তি চ ॥ ৩০ ॥
স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ ।
রত্নদীপান্ ভ্রাজমানান্ ললনা রত্নসংযুতাঃ ॥ ৩১ ॥
বিলোক্য ব্রাহ্মণস্তত্র সমৃদ্ধীঃ সর্ব্বসম্পদাম্ ।
তর্কয়ামাস নির্ব্যগ্রঃ স্বসমৃদ্ধিমহৈতুকীম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (নিজমন্দিরে) পয়ঃফেননিভাঃ (দুগ্ধফেনধবলাঃ) শয্যাঃ (তথা) দান্তাঃ (হস্তিদন্তময়াঃ) রুক্মপরিচ্ছদাঃ (স্বর্ণপরিচ্ছদযুক্তাঃ) পর্য্যঙ্কাঃ (খট্বাঃ) হেমদণ্ডানি (সুবর্ণদণ্ডযুক্তানি) চামরব্যজনানি চ (তথা) মৃদুপস্তরণানি চ (মৃদূনি উপস্তরণানি তূলাদিময়ানি যেষু তানি) হৈমানি (সুবর্ণময়ানি) আসনানি চ (তথা) মুক্তাদামবিলম্বীনি (মুক্তাদাম্নাং বিলম্বাবর্ত্তন্তে যেষু তানি) দ্যুমন্তি (অত্যুজ্জ্বলানি) বিতানানি (এতা যাঃ সম্পদো বর্ত্তন্তে তাঃ তথা) মহামারকতেষু (মহামরকতমণিযুক্তেষু) স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু (বিমলস্ফটিকময়ভিত্তিসমূহেষু) ভ্রাজমানান্ (শোভমানান্) রত্নদীপান্ (রত্নান্যেব দীপাঃ প্রকাশকারিত্বাৎ তান্, তথা) রত্নসংযুতাঃ (নানারত্নভূষিতাঃ) ললনাঃ (স্ত্রিয়ঃ তথা) সর্ব্বসম্পদাং সমৃদ্ধীঃ বিলোক্য ব্রাহ্মণঃ নির্ব্যগ্রঃ (সুস্থিরঃ সন্) অহৈতুকীম্ (আকস্মিকীং) স্বসমৃদ্ধিং (স্বস্য সমৃদ্ধিং) তর্কয়ামাস (কুত এষা সমৃদ্ধিরাগতেতি বিচারয়ামাস) ॥ ২৯-৩২ ॥

অনুবাদ—উক্ত মন্দিরমধ্যে দুগ্ধফেননিভ ধবল শয্যা, স্বর্ণময় পরিচ্ছদযুক্ত হস্তিদন্ত-বিনির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক, সুবর্ণদণ্ডযুক্ত চামর ব্যজন, সুকোমল আস্তরণ বিশিষ্ট সুবর্ণময় আসন, মুক্তামাল্য বিলম্বিত অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রাতপ, মহামরকতমণিযুক্ত বিমল স্ফটিক ভিত্তিসমূহে অবস্থিত রত্নপ্রদীপ, নানারত্নবিভূষিত রমণীগণ এবং সর্ব্বপ্রকার সম্পৎ-সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া বিপ্র স্থির চিত্তে এবম্বিধ অহৈতুকী সমৃদ্ধির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯-৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অহৈতুকীমাকস্মিকীম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহৈতুকী আকস্মিক এই

নিজসম্পদ দেখিয়া ব্রাহ্মণ নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

—— —

নূনং বতৈতন্মম দুর্ভগস্য
শশ্বদ্দরিদ্রস্য সমৃদ্ধিহেতুঃ ।
মহাবিভূতেরবলোকতোঽন্যো
নৈবোপপদ্যেত যদূত্তমস্য ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্ভগস্য (দূরদৃষ্টস্য অতঃ) শশ্বদ্দরিদ্রস্য (নিরন্তরং দারিদ্র্যগ্রস্তস্য) এতন্মম (এতস্য মম) মহাবিভূতেঃ (মহৈশ্বর্য্যশালিনঃ) যদূত্তমস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অবলোকতঃ (সাক্ষাৎকারাৎ) অন্যঃ (অপরঃ) সমৃদ্ধিহেতুঃ (সম্পৎপ্রাপ্তিকারণং) ন এব উপপদ্যেত বত (নৈব সঙ্গচ্ছতে ইতি) নূনং (নিশ্চিতম্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—নিরন্তর দারিদ্র্যদুঃখ-প্রপীড়িত মাদৃশ দুর্ভগজনের এবম্বিধ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি বিষয়ে মহা-বিভূতিশালী যদূত্তম, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার ব্যতীত অন্য কোন কারণ সঙ্গত হয় না ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—এষ চাসাবহঞ্চ তস্য এতন্মম মহাবিভূতেস্তস্যাবলোকাদন্যো ন । অন্যন্নৈবেত্যপি পাঠঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই গৃহ সেই এই আমি আমার এত মহাবিভূতি ভগবানের দর্শন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, অন্য কিছুই নহে—এইরূপ পাঠও আছে ॥ ৩৩ ॥

————

নন্বব্রুবাণো দিশতে সমক্ষং
যাচিষ্ণবে ভূর্য্যপি ভূরিভোজঃ ।
পর্জ্জন্যবৎ তৎ স্বয়মীক্ষমাণো
দাশার্হকাণামৃষভঃ সখা মে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু স চেদবলোকনমাত্রেণ মহদৈশ্বর্য্যং দত্তবান্ তর্হীদং তুভ্যং ময়া দত্তমিতি কথং নাবোচৎ অত আহ) দাশার্হকানাং (যাদবানাম্) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ভূরিভোজঃ (বহুভোজ আপ্তকামত্বাল্লক্ষ্মীপতিত্বাৎ চ) মে (মম) সখা (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বয়ং ঈক্ষমাণঃ (স্বয়ং পশ্যন্) পর্জ্জন্যবৎ (মেঘবৎ) সমক্ষং (যাচকসমীপে) অব্রুবাণঃ (অকথয়ন্) যাচিষ্ণবে (যাচকায় পরোক্ষং) ননু ভূরি (প্রভূতম্) অপি তৎ (প্রার্থিতং বস্তু) দিশতে (দদাতি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যাদবশ্রেষ্ঠ, প্রভূত ভোগসম্পন্ন, মদীয় সখা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই যাচকগণের অভাব দর্শন করিয়া সাক্ষাতে দানের কথা না বলিয়া মেঘের ন্যায় পরোক্ষে প্রচুর প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু স চেদবলোকনমাত্রেণৈব মহদৈশ্বর্য্যং দত্তবাংস্তর্হি ইদং তুভ্যং দত্তমিতি তদৈব কিং নাবোচদত আহ,—ননু নিশ্চিতমেব মে সখা সমক্ষব্রুবাণ এব যাচিষ্ণবে মদ্বিধযাচকজনায় ভূর্য্যপি বহুতরমপি দিশতি দদাতি অব্রুবাণত্বে হেতুঃ ভূরিভোজঃ লক্ষ্মীকান্তত্বাদাত্যন্তিকভোগাধিক্যবান্ । অয়ং ভগবত আশ্রয়ঃ । মৎপ্রিয়সখোঽয়ং স্বভোগ্যবস্তুতোঽপ্যধিকান্ পৃথুকান্ মহ্যং দদৌ । স্বগৃহে হ্যবর্ত্তমানানামপি তেষাং যাচিত্বৈবানীতত্বাৎ । তস্মাদস্মৈ ময়াপি স্বভোগ্যাদধিকমেব দাতুং যুক্তম্ । কিন্তু মদ্ভোগ্যস্য সমমেব ক্বাপি নাস্তি । অধিকং কুতঃ স্যাদিতি । অতঃ স্বভোগ্যাদধিকঞ্চ স্বভোগ্যসমঞ্চ দাতুমসমর্থো দেয়মৈন্দ্রপারমেষ্ঠ্যাদিপদমল্পমেব মন্যমানো লজ্জয়া অব্রুবাণ এব পরোক্ষমেব দদাতীতি তত্র দৃষ্টান্তঃ পর্জ্জন্যবদিতি । যথা পারাবারপরিপূরকোঽপি বদান্যঃ পর্জ্জন্যঃ কর্ষকদত্তং বহুবিধং পূজোপহারং সংভুজ্য কর্ষকাপেক্ষয়া বহ্বপি বর্ষং স্বয়ং তদল্পমেব দেয়মীক্ষমাণঃ কদাচিল্লজ্জয়েব সমক্ষমবর্ষন্ রাত্রৌ কর্ষকেষু নিদ্রাণেষু তৎক্ষেত্রাণ্যাপ্লাবয়তি তথেত্যর্থঃ । দাশার্হকাণামৃষভ ইতি দাশার্হবংশ্যা এব বদান্যাস্তেষামপি ঋষভঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে সেই কৃষ্ণ দর্শন মাত্রেই মহা ঐশ্বর্য্য দিয়া থাকেন, তাহা হইলে 'এই তোমাকে দিলাম' এইরূপ তখনই কেন বলিলেন না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—নিশ্চয়ই আমার সখা সমক্ষে বলিয়াছেনই প্রার্থনা কারী আমার ন্যায় যাচক জনকে বহুতর সম্পদ দেন, না বলিবার কারণ তিনি ভুরিভোজ অর্থাৎ লক্ষ্মীকান্ত হেতু চরম ভোগাধিক্যবান্ । ভগবানের আশয় এই—আমার প্রিয় সখা এই নিজের ভোগ্যবস্তু হইতে অধিক পৃথুক সমূহ আমাকে দিয়াছে নিজগৃহে না থাকিলেও পার্শ্ব-

বর্ত্তীগৃহ হইতে চাহিয়া আনিয়াছে, অতএব ইহাকে আমার নিজভোগ্য হইতে অধিক বস্তু দান করা উচিৎ। কিন্তু আমার ভোগ্যের সমান কোথাও নাই, অধিক কোথা হইতে থাকিবে। অতএব নিজ-ভোগ্যের অধিক বা নিজ ভোগ্যের সমান দিতে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্র ব্রহ্মাদি পদ অল্পই মনে করিয়া লজ্জায়ই অসাক্ষাদ্ভাবে দিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত মেঘবৎ—মেঘ যেমন পারাপার হীন সমুদ্রকে পরিপূরণ করিতে সমর্থ হইলেও দাতাশ্রেষ্ঠ মেঘ কৃষক কর্ত্তৃক প্রদত্ত বহুবিধ পূজার উপহার ভোজন করিয়া বহুজল বর্ষণ করিতে স্বয়ং সমর্থ হইলেও, অল্পই বর্ষণ করিতে দেখা যায়, কখনও লজ্জাহেতুই তাহার সম্মুখে বর্ষণ না করিয়া রাত্রিতে কৃষকের নিদ্রাকালে তাহার ক্ষেত্র ভাসাইয়া দেয়। সেইরূপ যাদবগণের পতি অর্থাৎ যাদব বংশজাত ব্যক্তিগণই দাতাশ্রেষ্ঠ তাহাদের মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠদাতা ॥ ৩৪ ॥

কিঞ্চিৎ করোত্যুর্বপি যৎ স্বদত্তং
সুহৃৎকৃতং ফল্গ্বপি ভূরিকারী।
ময়োপনীতং পৃথুকৈকমুষ্টিং
প্রত্যগ্রহীৎ প্রীতিযুতো মহাত্মা ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) উরু (বহু) অপি স্বদত্তং যৎ (তৎ) কিঞ্চিৎ করোতি (অল্পং মন্যতে, তথা) সুহৃৎকৃতং (সুহৃদা কৃতং) ফল্গু (অতিতুচ্ছম্) অপি ভূরিকারী (বহুমন্যত ইত্যর্থঃ, অতঃ) মহাত্মা (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রীতিযুক্তঃ (সন্) ময়া উপনীতং (সমীপং নীতং) পৃথুকৈকমুষ্টিং প্রত্যগ্রহীৎ (গৃহীতবান্) ॥৩৫॥

অনুবাদ—তিনি নিজপ্রদত্ত ভূরি বস্তুকেও 'অল্প' এবং সুহৃদ্-দত্ত অতিতুচ্ছ বিষয়কেও 'প্রচুর' মনে করেন। এই জন্যই উক্ত মহাত্মা প্রীতির সহিত মদুপহৃত একমুষ্টি চিপিটক গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ—উরু অপি বহ্বপি স্বদত্তং মহ্যমীদৃশৈশ্বর্য্যং কিঞ্চিৎ করোতি অল্পং মন্যতে। সুহৃদো মদ্বিধস্য ফল্গু অতিতুচ্ছমপি বস্তু ভূরিকারী বহুমন্যত ইত্যর্থঃ। যতো ময়েত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ প্রদত্ত বহু ধন ঐশ্বর্য্য-আদি আমাকে এইভাবে দান করিয়াও অল্প মনে করেন, আমার সখা হিতকারী, আমার ন্যায় অতি-তুচ্ছ ব্যক্তিকেও শ্রেষ্ঠ মনে করেন, যেহেতু আমি উক্ত মহাত্মার প্রীতির জন্য একমুষ্টি চিপিটক উপহার দানের জন্য লইয়া গিয়াছিলাম ॥ ৩৫ ॥

তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী-
দাস্যং পুনর্জ্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ।
মহানুভাবেন গুণালয়েন
বিষজ্জতস্তৎপুরুষপ্রসঙ্গঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—মে (মম) পুনঃ জন্মনি জন্মনি (প্রতিজন্ম) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) এব সৌহৃদসখ্য-মৈত্রী-দাস্যং (সৌহৃদং প্রেম চ সখ্যং হিতাশংসনঞ্চ মৈত্রী উপকারকত্বঞ্চ দাস্যং সেবকত্বঞ্চ) স্যাৎ (ভবেৎ)। মহানুভাবেন গুণালয়েন (সর্ব্বগুণাকরেণ তেনৈব) বিষজ্জতঃ (বিশেষেণ সঙ্গং প্রাপ্নুবতঃ) তৎপুরুষ-প্রসঙ্গঃ (তদ্ভক্তেষু প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ স্যাৎ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—আমি যেন প্রতিজন্মে তাঁহার প্রিয় হিতৈষী উপকারক এবং সেবকরূপে জন্মগ্রহণ করি, আর সেই মহানুভব সর্ব্বগুণাকর পুরুষোত্তম ও তদীয়ভক্তগণের উত্তম সঙ্গ লাভ করি ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যৈবৈতাদৃশভক্তবৎসলস্য সৌহৃদং স্নেহঃ। সখ্যঃ সহাবস্থায়িত্বময়ঃ প্রণয়ঃ। মৈত্রী বন্ধুভাবঃ দাস্যং সেবা তেষাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। মহানুভাবেন তেনৈব বিষজ্জতঃ বিশিষ্টসঙ্গং প্রাপ্নুবতো মম তদ্ভক্তেষু প্রসঙ্গঃ স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার সখার এইরূপ ভক্ত-বাৎসল্য স্নেহ সখ্য একসঙ্গে অবস্থানরূপ প্রণয়, মৈত্রী অর্থাৎ বন্ধুভাব, দাস্য অর্থাৎ সেবা। ঐরূপ মহানুভাবের সহিত এবং তাঁহার ভক্তগণের সহিত বিশিষ্ট সঙ্গ জন্মে জন্মে হউক ॥ ৩৬ ॥

ভক্তায় চিত্রা ভগবান্ হি সম্পদো
রাজ্যং বিভূতীর্ন সমর্থয়ত্যজঃ।
অদীর্ঘবোধায় বিচক্ষণঃ স্বয়ং
পশ্যন্ নিপাতং ধনিনাং মদোদ্ভবম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—বিচক্ষণঃ (বিবেকযুক্তঃ) অজঃ ভগ-

বান্ স্বয়ং হি (নূনং) ধনিনাং মদোদ্ভবং (ধনগর্ব্বজন্যং) নিপাতং (পতনং) পশ্যন্ অদীর্ঘবোধায় (অদূরদর্শিনে) ভক্তায় (সেবকায়) চিত্রাঃ সম্পদঃ (কোশাদীন্) রাজ্যম্ (ঐশ্বর্য্যং, তথা) বিভূতীঃ (পুত্রকলত্রাদীন্) ন সমর্থয়তি (ন দদাতি, অপি তু দৃঢ়াং ভক্তিমেব দদাতীত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—পরম বিবেকযুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধনিগণের ধনগর্ব্বজনিত অধঃপতন দর্শন করিয়াই অদূরদর্শী সেবককে সম্পৎ, ঐশ্বর্য্য এবং পুত্রকলত্রাদি প্রদান করেন না, পরন্তু দৃঢ়া ভক্তিই দান করিয়া থাকেন ॥৩৭

বিশ্বনাথ—ননু, তব ভক্তিরস্ত্যেব তৎফলং সম্পত্তিশ্চ প্রাপ্তা তত্র নাস্তি মে ভক্তির্নাপি ভক্তের্বাস্তবং ফলং সম্পত্তিরিত্যাহ,—ভক্তায়েতি। সম্পদঃ কোষাদীন্ রাজ্যমৈশ্বর্য্যং বিভূতীঃ কলত্রাদীন্ ন সমর্দ্ধয়তি ন দদাতি। অদীর্ঘবোধায়েতি দীর্ঘবোধেভ্যো প্রহলাদাদিভক্তেভ্যঃ যদিহ সম্পদোঽপি দদাতি তত্রাপি-স্তেষাং নাপকারঃ মম তু অদীর্ঘবোধস্য ভক্ত্যভাবাদেব সম্পৎপ্রাপ্তিরভূত্তদলমনয়েতি বিমৃশ্য স যাবদর্থমেব বিষয়ভোগং **কুর্ব্বন্ স্থণ্ডিলশায়ী** তদীয়ব্রতনিষ্ঠঃ শ্রবণকীর্তনাদিষু পরমাগ্রহবানভূদিতি জ্ঞেয়ম্। ভক্তায় সুখয়িতুং সম্পদাদিকং ন সমর্দ্ধয়তি ন সম্যগবর্দ্ধয়তি, কিন্তু তদভীপ্সিতপ্রেমসেবাসিদ্ধ্যর্থমীষন্মাত্রং বর্দ্ধয়তীতি কেচিদাহুঃ "ঋধু বৃদ্ধৌ" ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল তোমার ভক্তি আছেই তাহার ফল সম্পত্তিও পাইলে? তাহার উত্তরে বলি—আমার ভক্তি নাই ভক্তির বাস্তবফল এই সম্পত্তি নহে। সম্পত্তির অর্থ ধন-রত্নের ভাণ্ডার রাজ্য ঐশ্বর্য্য বিভূতি পরিবার আদি বৃদ্ধি করে না। দীর্ঘ ভগবৎ অনুভূতি প্রহলাদ আদি-ভক্তগণ হইতে যদি এই সম্পদও অধিক দান করেন তথাপি তাহাদের কোন অপকার হয় না, কিন্তু আমার অল্প অনুভূতি ভক্তি আভাস হেতুই সম্পদ প্রাপ্তি হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই বিপ্র ঐ সম্পদরূপ বিষয় ভোগ করিতে করিতে ভূমিশায়ী তদীয়ব্রত নিষ্ঠা শ্রবণ কীর্ত্তন আদিতে পরম আগ্রহবান হইয়াছিলেন—জানিতে হইবে। ভক্তকে সুখদিতেও সম্পদ প্রভৃতি সুখ বৃদ্ধি করে না, কিন্তু তাহার অভিলষিত প্রেমসেবা সিদ্ধির জন্য কিঞ্চিৎমাত্র বৃদ্ধি করে ইহা কেহ কেহ বলেন। ঋধু ধাতু বৃদ্ধি অর্থে ॥ ৩৭ ।

ইত্থং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা ভক্তোঽতীব জনার্দ্দনে।
বিষয়ান্ জায়য়া ত্যক্ষ্যন্ বুভুজে নাতিলম্পটঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—বুদ্ধ্যা ইত্থং ব্যবসিতঃ (এবং কৃতনিশ্চয়ঃ) জনার্দ্দনে (শ্রীকৃষ্ণে) অতীবভক্তঃ (সঃ) বিষয়ান্ ত্যক্ষ্যন্ (শনৈর্বিষয়ত্যাগমভ্যস্যন্) জায়য়া (সহ) নাতিলম্পটঃ (অনতিরক্তঃ সন্) বুভুজে (বিষয়ভোগমকরোৎ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক জনার্দ্দনে অতিশয় ভক্তিযুক্তচিত্তে ক্রমশঃ বিষয়ত্যাগাভ্যাস সহকারে পত্নীর সহিত অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

তস্য বৈ দেবদেবস্য হরের্যজ্ঞপতেঃ প্রভোঃ।
ব্রাহ্মণাঃ প্রভবো দৈবং ন তেভ্যো বিদ্যতে পরম্ ॥৩৯

অন্বয়ঃ—দেবদেবস্য (দেবানামপি পূজ্যস্য) প্রভোঃ যজ্ঞপতেঃ (যজ্ঞেশ্বরস্য) তস্য হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) বৈ (নূনং) ব্রাহ্মণাঃ প্রভবঃ (স্বামিনঃ) তেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ) পরং (শ্রেষ্ঠং) দৈবং (দেবতা) ন বিদ্যতে (নাস্তি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ব্রাহ্মণগণ দেবদেব প্রভু যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির প্রভুস্বরূপ, তাঁহাদিগের অপেক্ষা পরম-দেবতা আর কেহ নাই ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তবৎসলস্যাপি কৃষ্ণস্যৈষা ব্রহ্মণ্যতৈব লোকে প্রসিদ্ধাভূদিত্যাহ,—তস্যেতি। সর্ব্বেষাং প্রভোরপি হরের্ব্রাহ্মণা এব প্রভবঃ দেবদেবস্যাপি তস্য ব্রাহ্মণা এব দৈবং যজ্ঞপতেরপি তে এব যজনীয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণেরও এই প্রকার ব্রহ্মণ্যতাগুণ লোকে প্রসিদ্ধি হইয়াছিল, ইহাই বলিতেছেন—সকলের প্রভু হইয়াও শ্রীহরি তাঁহার ব্রাহ্মণগণই প্রভু, দেহগণের দেবতা হইয়াও শ্রীহরির ব্রাহ্মণগণই দেবতা, যজ্ঞপতি হইয়াও ব্রাহ্মণগণই তাহার যজনীয় ॥ ৩৯ ॥

এবং স বিপ্রো ভগবৎসুহৃৎ তদা
দৃষ্ট্বা স্বভৃত্যৈরজিতং পরাজিতম্ ।
তদ্ধ্যানবেগোদ্গ্রথিতাত্মবন্ধন-
স্তদ্ধাম লেভেঽচিরতঃ সতাং গতিম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (তৎকালে) ভগবৎসুহৃৎ (শ্রীকৃষ্ণস্য সখা) সঃ বিপ্রঃ এবং (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) অজিতম্ (অন্যৈরপরাজিতং শ্রীকৃষ্ণং) স্বভৃত্যৈঃ (স্বসেবকৈঃ) পরাজিতং (বশীকৃতমিত্যর্থঃ) দৃষ্ট্বা তদ্ধ্যানবেগোদ্গ্রথিতাত্মবন্ধনঃ (তস্য যদ্ধ্যানং তস্য যো বেগস্তেন উদ্গ্রথিতং আত্মবন্ধন মহঙ্কারো যস্য স তথাভূতঃ সন্) অচিরতঃ (শীঘ্রং) সতাং গতিং (ভক্তশরণং) তদ্ধাম (বৈকুণ্ঠং) লেভে (প্রাপ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণসখা ব্রাহ্মণ এইরূপে অজিত ভগবানকে সেবকগণের নিকট পরাজিত হইতে দেখিয়া ভগবদ্ধ্যানবেগ দ্বারা জড়াহঙ্কাররূপ আত্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া অচিরেই ভক্তজনাশ্রয় বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যৈহিকীং সম্পদমুক্ত্বা পারলৌকিকীং সম্পদমাহ,—এবমিতি । সর্ব্বৈরজিতমপি স্বভৃত্যৈঃ পরাজিতং বশীকৃতং দৃষ্ট্বা । তদ্ধ্যানবেগেতি তস্য পূর্ব্ববৃত্তমুক্তম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
একাশীতিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাশীতিতমোঽধ্যায়স্য
শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীদাম বিপ্রের ইহলোকের সম্পদ বলিয়া পারলৌকিক সম্পদ বলিতেছেন—সর্ব্বলোকের অজিত হইয়াও ভগবান নিজভৃত্যের নিকট পরাজিত ও বশীকৃত দেখিয়া তাহার ধ্যান-বেগেই তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিলেন ॥ ৪০ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দশমে একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাশীতিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০-৮১ ॥

এতদ্ব্রহ্মণ্যদেবস্য শ্রুত্বা ব্রহ্মণ্যতাং নরঃ ।
লব্ধভাবো ভগবতি কর্ম্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৪১ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পৃথুকোপাখ্যানং নামৈকাশীতি-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

অন্বয়ঃ—নরঃ ব্রহ্মণ্যদেবস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) এতৎ (পৃথুকোপাখ্যানং, তত্র বিশেষতঃ) ব্রাহ্মণ্যতাং (ব্রাহ্মণপরায়ণতাং) শ্রুত্বা ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে) লব্ধ-ভাবঃ (জাতভক্তিঃ সন্) কর্ম্মবন্ধাৎ (সংসারাৎ) বিমুচ্যতে (বিমুক্তো ভবতি) ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাশীতি-
তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—মানবগণ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের এই উপাখ্যান এবং ব্রহ্মণ্যতার বিষয় শ্রবণ করিলে ভগ-বদ্ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া সংসারদশা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাশীতিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাশীতিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথৈকদা দ্বারবত্যাং বসতো রাম-কৃষ্ণয়োঃ।
সূর্য্যোপরাগঃ সুমহানাসীৎ কল্পক্ষয়ে যথা ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সমাগত যাদবগণ ও অন্যান্য নৃপতিগণের পরস্পর কৃষ্ণ-কথা আলাপন এবং নন্দাদি সুহৃদ্‌গণের আনন্দবিধান-কারী শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রে আগমন বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের দ্বারকা-অবস্থানকালে একদা সর্ব্বগ্রাস-সূর্য্যগ্রহণ সংঘটিত হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত পুণ্যার্জ্জনাভিলাষে ভারতবর্ষীয় জনগণ তথায় গমন করিয়াছিল। যাদবগণও তথায় গমনপূর্ব্বক স্নানাদি সমাপন করিয়া দেখিলেন যে, মৎস্য, উশীনরাদি নৃপতিগণ এবং কৃষ্ণবিরহোৎকণ্ঠিত গোপ-গোপীগণ-সহ নন্দ মহারাজও তথায় গমন করিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পর আলিঙ্গনাদি দ্বারা পরম প্রীত হইয়া হর্ষাশ্রুমোচন করিয়াছিলেন। স্ত্রীগণও আলিঙ্গনাদি দ্বারা পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কুন্তীদেবী বসুদেবাদি আত্মীয়গণকে দেখিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার বিপৎকালে কেহই কোন সংবাদ না লওয়ায় নিজ অদৃষ্টের ধিক্কার দিতে থাকিলে বসুদেব তদুত্তরে জানাইলেন যে, দৈবই সকলের মূল। মনুষ্যমাত্রেই দৈবের ক্রীড়াসামগ্রী; বিশেষতঃ তাঁহারাও তৎকালে কংসের উৎপীড়নে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া কোন-প্রকার অনুসন্ধান লইতে পারেন নাই।

সমাগত নৃপতিগণ সপত্নীক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন-পূর্ব্বক বিস্ময়ান্বিত হইয়া কৃষ্ণসঙ্গ লাভ-হেতু যাদব-গণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ধনসম্ভার-যুক্ত নন্দকে দর্শন করিয়া যাদবগণ প্রীতিভরে আলি-ঙ্গন করিলেন। বসুদেবও কংসকৃত উৎপীড়ন এবং নন্দ কর্ত্তৃক পুত্রের রক্ষণ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নন্দকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। রামকৃষ্ণ যশোদাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিয়া প্রেমাশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না। নন্দ-যশোদা পুত্র-দ্বয়কে স্বীয় আসনে উপবেশন করাইয়া বাহু দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক দীর্ঘবিরহজনিত শোক পরিত্যাগ করিলেন। রোহিণী ও দেবকী যশোদাকে আলিঙ্গন করিয়া তৎকৃত মিত্রতা স্মরণ পূর্ব্বক বলিলেন যে, তাঁহারা রামকৃষ্ণের লালনপালনাদিদ্বারা যে কার্য্য করিয়াছেন, ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও তাহার পরি-শোধ হয় না। গোপীগণ চিরবাঞ্ছিত কৃষ্ণকে লাভ করিয়া দর্শনকালে অক্ষিপলকে বিঘ্নপ্রাপ্তিতে বিধাতার নিন্দা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ বিরহসন্তাপে সন্তপ্ত গোপীগণের প্রীতি বিধানমানসে বলিলেন যে, তাঁহারা (রামকৃষ্ণ) আত্মীয়গণের প্রয়োজন সাধনার্থ স্থানান্তরে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তজ্জন্য গোপীগণ যেন রামকৃষ্ণকে অকৃতজ্ঞ জ্ঞান না করেন; ভগবানই ভূতগণের সংযোগ-বিয়োগাদি সাধন করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয় প্রাণিগণের সৃষ্টি সংহারকর্ত্তা এবং মহাভূতাদির আদি ও অন্তরূপে বর্ত্তমান বলিয়া গোপী-গণ সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াই অবস্থান করিতে-ছেন। ভূতগণ যে তাঁহাতেই অবস্থিত, তাহা তিনি গোপীগণকে প্রদর্শন করাইলে গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার চিন্তাই তাঁহার নিকট প্রার্থনাপূর্ব্বক নিরন্তর তদ্ধ্যানরতা থাকিয়া অবশেষে তাঁহাকেই লাভ করিয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে রাজন্) অথ (অনন্তরং) রামকৃষ্ণয়োঃ দ্বারবত্যাং বসতোঃ (নিব-সতোঃ সতোঃ) একদা (একস্মিন্ কালে) কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) যথা (যদ্বৎ সূর্য্যস্য সর্ব্বগ্রাসো ভবতি তথা) সুমহান্ সূর্য্যোপরাগঃ (সর্ব্বগ্রাসযুক্তং সূর্য্য-গ্রহণম্) আসীৎ (বভূব) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের দ্বারকায় অবস্থানকালে এক সময়ে প্রলয় কালের ন্যায় সর্ব্বগ্রাসযুক্ত সূর্য্যগ্রহণ সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

রবিগ্রহে কুরুক্ষেত্রে বন্ধূনাং সঙ্গমো মিথঃ।
কৃষ্ণো ব্রজস্থপ্রেমাব্ধৌ দ্ব্যশীতিতম আপ্লুতঃ ॥০॥

অথেতি ক্রমানুক্তকথান্তরারম্ভে। একদেতি বলদেবব্রজগমনাদূর্দ্ধ্বং রাজসূয়াৎ পূর্ব্বমেবেয়ং কুরুক্ষেত্রযাত্রা। যদস্যাং ধৃতরাষ্ট্রবিদুরযুধিষ্ঠিরভীষ্মদ্রোণাদীনাং সুখমেকত্রাবস্থিতানাং শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দকথা দৃশ্যতে। অস্যা যাত্রায়া রাজসূয়ানন্তর্য্যত্বেবং ন সম্ভবেৎ যতো রাজসূয়ানন্তরমেব মন্যুগ্রস্তেন দুর্য্যোধনেন দ্যূতপ্রবর্ত্তনং ততো বনপর্ব্বদৃষ্ট্যা শাল্বদন্তবক্রবধসমকালমেব যুধিষ্ঠিরাদীনাং বনগমনং তেষামাগমনানন্তরমেব ভীষ্মদ্রোণাদিবধময়ভারতযুদ্ধমিতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী। কল্পক্ষয়ে যথা সর্ব্বগ্রাস ইত্যর্থঃ ॥১

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে বন্ধুগণের সহিত পরস্পর মিলন ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণের প্রেমসমুদ্রে স্নান করিলেন ॥ ০ ॥

অথ শব্দের অর্থ ক্রম অনুসারে উক্ত না হইয়া নূতন কথার আরম্ভে দেওয়া হইয়াছে। একদা অর্থাৎ বলদেব কর্ত্তৃক ব্রজগমনের পরে রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বেই এই কুরুক্ষেত্র যাত্রা। যেহেতু এই যাত্রাতে ধৃতরাষ্ট্র বিদুর যুধিষ্ঠির দ্রোণাদিরও সুখে একত্র অবস্থান শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনানন্দকথা দেখা যাইতেছে। এই যাত্রা রাজসূয় যজ্ঞের পরে সম্ভব নহে। যেহেতু রাজসূয় যজ্ঞের পরই ক্রোধগ্রস্ত দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পাশাখেলা প্রবর্ত্তন, তার পরে মহাভারতে বনপর্ব্ব, শাল্ব দন্তবক্র বধ, একইকালেই যুধিষ্ঠিরাদির বনগমন, তাহাদের আগমনের পরই ভীষ্ম দ্রোণাদি বধরূপ ভারতযুদ্ধ এই ক্রম শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে। কল্পক্ষয়ে যেমন সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হয়, সেইরূপ এইবারও হইয়াছিল ॥ ১ ॥

তং জ্ঞাত্বা মনুজা রাজন্ পুরস্তাদেব সর্ব্বতঃ।
স্যমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং যযুঃ শ্রেয়ো বিধিৎসয়া ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, মনুজাঃ (মনুষ্যাঃ) পুরস্তাৎ এব (সূর্য্যোপরাগাৎ পূর্ব্বমেব জ্যোতিবিদ্যাং মুখাৎ) তং (সূর্য্যোপরাগং) জ্ঞাত্বা শ্রেয়োবিধিৎসয়া (শ্রেয়ঃ পুণ্যলক্ষণং বিধাতুমিচ্ছয়া) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বেভ্যঃ স্থানেভ্যঃ) স্যমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং (কুরুক্ষেত্রং) যযুঃ (জগ্মুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, লোকসমূহ পূর্ব্ব হইতেই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের নিকট উক্ত সূর্য্যগ্রহণের কথা জানিতে পারিয়া পুণ্য অর্জ্জনাভিলাষে সকলে নানাস্থান হইতে স্যমন্তপঞ্চকক্ষেত্রে (কুরুক্ষেত্রে) উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—স্যমন্তপঞ্চকং কুরুক্ষেত্রম্। সূর্য্যোপরাগে খল্বস্যৈব ক্ষেত্রস্য সর্ব্বতঃ সকাশাদপি পুণ্যপ্রদত্বাধিক্যশ্রবণাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্যমন্তপঞ্চক অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র। সূর্য্যগ্রহণে এই ক্ষেত্রেরই সর্ব্বপ্রকারে অধিক পুণ্য প্রদত্ব শ্রবণ হেতু ॥ ২ ॥

নিঃক্ষত্রিয়াং মহীং কুর্ব্বন্ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
নৃপাণাং রুধিরৌঘেণ যত্র চক্রে মহাহ্রদান্ ॥ ৩ ॥
ঈজে চ ভগবান্ রামো যত্রাস্পৃষ্টোঽপি কর্ম্মণা।
লোকং সংগ্রাহয়ন্নীশো যথান্যোঽঘাপনুত্তয়ে ॥৪॥
মহত্যাং তীর্থযাত্রায়াং তত্রাগন্ ভারতীঃ প্রজাঃ।
বৃষ্ণয়শ্চ তথাক্রূরবসুদেবাহুকাদয়ঃ ॥ ৫ ॥
যযুর্ভারত তৎক্ষেত্রং স্বমঘং ক্ষপয়িষ্ণবঃ।
গদপ্রদ্যুম্নসাম্বাদ্যাঃ সুচন্দ্রশুকসারণৈঃ।
আস্তেঽনিরুদ্ধো রক্ষায়াং কৃতবর্ম্মা চ যূথপঃ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—শস্ত্রভৃতাং (শস্ত্রধারিণাং) বরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) রামঃ (পরশুরামঃ) মহীং (পৃথিবীং) নিঃক্ষত্রিয়াং (ক্ষত্রিয়শূন্যাং) কুর্ব্বন্ (কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ সন্) নৃপাণাং (নিহতানাং ক্ষত্রিয়নরপতীনাং) রুধিরৌঘেণ (রক্তসমূহেন) যত্র (যস্মিন্ ক্ষেত্রে) মহাহ্রদান্ (রামহ্রদসংজ্ঞকান্ বিশালান্ হ্রদান্) চক্রে (কৃতবান্ অপি চ) ঈশঃ (জগদীশ্বরঃ) ভগবান্ রামঃ (পরশুরামঃ) কর্ম্মণা (ক্ষত্রিয়বধরূপ-কর্ম্মজন্যপাপেনেত্যর্থঃ) অস্পৃষ্টঃ অলিপ্তঃ) অপি লোকং সংগ্রাহয়ন্ (জনান্ সদাচারং শিক্ষয়ন্) অন্যঃ যথা (কর্ম্মাধীনজন ইব) অঘাপনুত্তয়ে (পাপপরিহারার্থং) যত্র (যস্মিন্ ক্ষেত্রে) ঈজে চ (যাগঞ্চ কৃতবান্, হে) ভারত, (পরীক্ষিৎ,) তত্র (তস্মিন্ কুরুক্ষেত্রে) মহত্যাং তীর্থযাত্রায়াং (সূর্য্যগ্রহণকালে মহাতীর্থস্নানার্থং) ভারতীঃ (ভারতবর্ষীয়াঃ) প্রজাঃ (জনাঃ) আগন্ (আজগ্মুঃ) তথা অক্রূরবসুদেবাহুকাদয়ঃ (অক্রূরপ্রভৃতয়স্তথা) গদ-

প্রদ্যুম্নসাম্বাদ্যাঃ (গদপ্রভৃতয়ঃ) বৃষ্ণয়ঃ চ (যাদবাশ্চ) স্বং (স্বকীয়ম্) অঘং (পাপং) ক্ষপয়িষ্ণবঃ (বিনাশয়ন্তঃ, পাপবিনাশার্থমিত্যর্থঃ) তৎ ক্ষেত্রং (কুরুক্ষেত্রং) যযুঃ (জগ্মুঃ কিঞ্চ তদা) সুচন্দ্রশুকসারণৈঃ (সহ) অনিরুদ্ধঃ (তথা) যূথপঃ (সেনানীঃ) কৃতবর্ম্মা চ রক্ষায়াং (দ্বারকারক্ষায়াম্) আস্তে (স্থিতঃ)

অনুবাদ—শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত ক্ষত্রিয়রাজগণের রক্তসমূহ দ্বারা যে স্থানে মহাহ্রদ সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ক্ষত্রিয়বধজনিত পাপদ্বারা লিপ্ত না হইলেও লোকশিক্ষার জন্য যে স্থানে সাধারণ কর্ম্মাধীন ব্যক্তির ন্যায় পাপপরিহারার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, হে পরীক্ষিৎ, সূর্য্যগ্রহণে মহাতীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ সেই কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিলেন। অক্রূর, বসুদেব, উগ্রসেন, গদ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব প্রভৃতি যাদবগণও নিজ নিজ পাপবিনাশার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে সুচন্দ্র, শুক ও সারণের সহিত অনিরুদ্ধ এবং সেনাপতি কৃতবর্ম্মা দ্বারকারক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৩-৬ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষেত্রস্যাস্য শ্রীপরশুরামপরাক্রমদ্যোতকত্বমাহ,—নিঃক্ষত্রিয়ামিতি ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—পাপাপনোদকত্বমাহ,—ঈজে চেতি ॥৪

বিশ্বনাথ—আগন্ আজগ্মুঃ। ভারতীঃ ভারত্যঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অনিরুদ্ধো দ্বারকারক্ষায়ামাস্তে ইতি তস্যৈব শ্বেতদ্বীপস্থস্য পালনকর্ত্তৃবিষ্ণুত্বেন প্রসিদ্ধেঃ ॥৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইক্ষেত্রে শ্রীপরশুরামের পরাক্রম প্রকাশক বলিতেছেন—নিক্ষত্র করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পাপধৌতশক্তি বলিতেছেন — যজ্ঞ করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভারতবাসীগণ প্রায়ই এইখানে আসিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনিরুদ্ধকে দ্বারকারক্ষার জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তিনিই শ্বেতদ্বীপ পালন কর্ত্তা বিষ্ণুরূপে প্রসিদ্ধ ॥ ৬ ॥

তে রথৈর্দেবধিষ্ণ্যাভৈর্হয়ৈশ্চ তরলপ্লবৈঃ।
গজৈর্নদদ্ভিরভ্রাভৈর্নৃভির্বিদ্যাধরদ্যুভিঃ ॥ ৭ ॥
ব্যরোচন্ত মহাতেজাঃ পথি কাঞ্চনমালিনঃ।
দিব্যস্রগ্বস্ত্রসন্নাহাঃ কলত্রৈঃ খেচরা ইব ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—দিব্যস্রগ্বস্ত্রসন্নাহাঃ (দিব্যা অত্যুত্তমাঃ স্রগ্বস্ত্রসন্নাহা যেষাং তে তথা) কাঞ্চনমালিনঃ (সুবর্ণমাল্যধারিণঃ) মহাতেজাঃ (মহাতেজসঃ) কলত্রৈঃ (স্ত্রীভিঃ সহ বর্ত্তমানাঃ) তে (যাদবাঃ) পথি (গমনমার্গে) দেবধিষ্ণ্যাভৈঃ (বিমানসঙ্কাশৈঃ) রথৈঃ তরলপ্লবৈঃ (তরলাস্তরঙ্গাস্তদ্বৎ প্লবো গতির্যেষাং তৈঃ) হয়ৈঃ (অশ্বৈঃ) অভ্রাভৈঃ (মেঘসঙ্কাশৈঃ) নদদ্ভিঃ (বৃংহণবতৈঃ) গজৈঃ (হস্তিভিঃ) বিদ্যাধরদ্যুভিঃ বিদ্যাধরাণামিব দ্যুতির্যেষাং তৈঃ) নৃভি (পদাতিকৈঃ) চ খেচরাঃ ইব (দেবা ইব) ব্যরোচন্ত (শোভমানা বভূবুঃ) ॥ ৭-৮ ॥

অনুবাদ—দিব্য স্রক্, বস্ত্র ও কাঞ্চনমাল্যধারী মহাতেজস্বী সস্ত্রীক যাদবগণ গমনমার্গে বিমানতুল্যরথ, তরঙ্গতুল্য চঞ্চল অশ্ব, বৃংহণরত মেঘসঙ্কাশ গজ এবং বিদ্যাধরদ্যুতি পদাতিক সমূহ দ্বারা দেবগণের ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন ॥ ৭-৮ ॥

বিশ্বনাথ— দেবধিষ্ণ্যাভৈর্দেববিমানতুল্যৈঃ ॥৭॥

বিশ্বনাথ—মহাতেজাঃ মহাতেজসঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবতাগণের বিমান তুল্য ॥৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহাতেজস্বী ॥ ৮ ॥

তত্র স্নাত্বা মহাভাগ উপোষ্য সুসমাহিতাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুর্ধেনূর্বাসঃস্রগ্রুক্মমালিনীঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—মহাভাগাঃ (পুণ্যবন্তস্তে) তত্র (কুরুক্ষেত্রে গ্রহণকালে) স্নাত্বা উপোষ্য (স্নানমুপবাসঞ্চ কৃত্বা) সুসমাহিতাঃ (সুসংযতচিত্তাঃ সন্তঃ) ব্রাহ্মণেভ্যঃ বাসঃস্রগ্রুক্মমালিনীঃ (বস্ত্রপুষ্পমাল্যসুবর্ণমাল্যভূষিতাঃ) ধেনূঃ (গাঃ) দদুঃ (অদদন্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে স্নান এবং উপবাসপূর্ব্বক গ্রহণকালে সুসংযতচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র পুষ্পমাল্য ও সুবর্ণমাল্যভূষিত ধেনুসকল দান করিলেন ॥ ৯ ॥

রামহ্রদেষু বিধিবৎ পুনরাপ্লুত্য বৃষ্ণয়ঃ।
দদুঃ স্বন্নং দ্বিজাগ্রেভ্যঃ কৃষ্ণে নো ভক্তিরস্ত্বিতি ॥১০

অন্বয়ঃ—(অথ) বৃষ্ণয়ঃ (যাদবাঃ) রামহ্রদেষু বিধিবৎ (যথাবিধি) পুনঃ আপ্লুত্য (অন্যস্মিন্ দিনে স্নাত্বা, কিম্বা তস্মিন্নেব দিনে মুক্তিস্নানং কৃত্বা) কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে) নঃ (অস্মাকং) ভক্তিঃ অস্তু (জায়তাম্) ইতি (এবং সঙ্কল্প্য) দ্বিজাগ্রেভ্যঃ (বিপ্রোত্তমেভ্যঃ) স্বন্নং (সুভোজ্যং) দদুঃ (অদদন্) ॥১০॥

অনুবাদ—অনন্তর পুনরায় রামহ্রদ সমূহে যথাবিধি স্নান করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণে আমাদের ভক্তি হউক' —এই কামনায় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে উত্তম ভোজ্য প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—পুনরাপ্লুত্য উপরাগমুক্তিস্নানং কৃত্বা ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনরায় স্নান করিয়া অর্থাৎ গ্রহণ মুক্তির পর স্নান করিয়া ॥ ১০ ॥

স্বয়ঞ্চতদনুজ্ঞাতা বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ।
ভুক্ত্বোপবিবিশুঃ কামং স্নিগ্ধচ্ছায়াঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রিষু ॥১১

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণদেবতাঃ (শ্রীকৃষ্ণাধীনাঃ) বৃষ্ণয়োঃ (যাদবাঃ) স্বয়ং তদনুজ্ঞাতাঃ (তেন শ্রীকৃষ্ণেনানুজ্ঞাতা অনুমতাঃ) চ ভুক্ত্বা (ভোজনং কৃত্বা) স্নিগ্ধচ্ছায়াঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রিষু (স্নিগ্ধা শীতলা ছায়া যেষাং তেষামঙ্ঘ্রিপাণাং বৃক্ষাণামঙ্ঘ্রিষু মূলেষু কামং (সুখেন) উপবিবিশুঃ (উপবেশনং চক্রুঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর কৃষ্ণই যাঁহাদিগের দেবতা, সেই বৃষ্ণিগণ কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে ভোজন সমাপনপূর্ব্বক সুশীতল ছায়াযুক্ত বৃক্ষসকলের মূলে যথাসুখে উপবেশন করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—স্নিগ্ধা ছায়া যেষাং তেষামঙ্ঘ্রিপানামঙ্ঘ্রিষু তলেষু ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেসকল বৃক্ষের স্নিগ্ধছায়া ঐসকল বৃক্ষের তলে ॥ ১১ ॥

তত্রাগতাংস্তে দদৃশুঃ সুহৃৎসম্বন্ধিনো নৃপান্।
মৎস্যোশীনরকৌশল্য-বিদর্ভকুরুসৃঞ্জয়ান্ ॥ ১২ ॥

কাম্বোজকৈকয়ান্ মদ্রান্ কুন্তীনানর্ত্তকেরলান্।
অন্যাংশ্চৈবাত্মপক্ষীয়ান্ পরাংশ্চ শতশো নৃপ।
নন্দাদীন্ সুহৃদো গোপান্ গোপীশ্চোৎকণ্ঠিতাশ্চিরম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তে (বৃষ্ণয়স্তদানীং) তত্র (কুরুক্ষেত্রে) আগতান্ (তীর্থস্নানার্থমুপস্থিতান্) সুহৃৎসম্বন্ধিনঃ (সুহৃদ্ভূতান্ সম্বন্ধিভূতাংশ্চ) মৎস্যোশীনর-কৌশল্যবিদর্ভকুরুসৃঞ্জয়ান্ (মৎস্যাদীন্ নৃপান্, তথা) কাম্বোজ-কৈকয়ান্ (কাম্বোজান্ কৈকয়াংশ্চ, তথা) মদ্রান্ কুন্তীন্ আনর্ত্তকেরলান্ (আনর্ত্তান্ কেরলাংশ্চ, তথা) আত্মপক্ষীয়ান্ (স্বপক্ষভূতান্) পরান্ চ (শত্রুপক্ষীয়ানপি) অন্যান্ চ শতশঃ (বহূন্) এব নৃপান্ (নরপতীন্, তথা) সুহৃদঃ (সুহৃদ্ভূতান্) নন্দাদীন্ (নন্দপ্রভৃতীন্) গোপান্ (তথা) চিরং (দীর্ঘকালং ব্যাপ্য) উৎকণ্ঠিতাঃ (পুনঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠাযুক্তাঃ) গোপীঃ চ দদৃশুঃ (দৃষ্টবন্তঃ) ॥ ১২-১৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে তাঁহারা দেখিলেন যে, সুহৃৎসম্বন্ধযুক্ত মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কৈকয়, মদ্র, কুন্তি, আনর্ত্ত, কেরল প্রভৃতি রাজগণ এবং আত্মপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় অন্যান্য বহু নরপতি নন্দ প্রভৃতি গোপবন্ধুগণ এবং চিরোৎকণ্ঠিত গোপীগণ তথায় সমাগত হইয়াছেন ॥ ১২-১৩ ॥

অন্যোঽন্যসন্দর্শনহর্ষরংহসা
প্রোৎফুল্লহৃদ্বক্ত্রসরোরুহশ্রিয়ঃ।
আশ্লিষ্য গাঢ়ং নয়নৈঃ স্রবজ্জলা
হৃষ্যত্ত্বচো রুদ্ধগিরো যযুর্মুদম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তে) অন্যোন্যসন্দর্শনহর্ষরংহসা (পরস্পরসন্দর্শনজনিতহর্ষবেগেন) প্রোৎফুল্লহৃদ্বক্ত্রসরোরুহশ্রিয়ঃ (প্রোৎফুল্লৈর্হৃদ্বক্ত্রসরোরুহৈঃ শ্রীঃ শোভা যেষাং তে তথা, অপি চ) গাঢ়ং আশ্লিষ্য (দৃঢ়মালিঙ্গ্য) নয়নৈঃ (নেত্রৈঃ) স্রবজ্জলাঃ (স্রবন্তি ক্ষরন্তি জলানি প্রেমাশ্রুকণা যেষাং তে তথা, অপি চ) হৃষ্যত্ত্বচঃ (পুলকিত শরীরা ইত্যর্থঃ, অপি চ) রুদ্ধ-

গিরঃ (সংরুদ্ধবচনাঃ সন্তঃ) মুদং যযুঃ (আনন্দং প্রাপ্তা বভূবুঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তখন তাঁহারা পরস্পর দর্শনজনিত হর্ষবেগে প্রফুল্লহৃদয় ও বদনকমলে শোভিত হইয়া পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদের নয়ন প্রেমাশ্রুপ্লাবিত, গাত্র পুলকিত এবং বাক্যরুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥

— ——

স্ত্রিয়শ্চ সংবীক্ষ্য মিথোঽতিসৌহৃদ-
স্মিতামলাপাঙ্গদৃশোঽভিরেভিরে।
স্তনৈঃ স্তনান্ কুঙ্কুমপঙ্করূষিতান্
নিহত্য দোর্ভিঃ প্রণয়াশ্রুলোচনাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্ত্রিয়ঃ চ অতিসৌহৃদস্মিতামলাপাঙ্গদৃশঃ (অতিসৌহৃদেন যৎ স্মিতং তেনামলা অপাঙ্গে-দৃর্শোদৃষ্টয়ো যাসাং তাস্তথাভূতাঃ, কিঞ্চ) প্রণয়াশ্রুলোচনাঃ (প্রেমাশ্রুপূরিতনেত্রাঃ সত্যঃ) মিথঃ (পরস্পরং) সংবীক্ষ্য (সম্যগ্দৃষ্ট্বা) স্তনৈঃ (আত্মনাং স্তনসমূহেন) কুঙ্কুমপঙ্করূষিতান্ (কুঙ্কুমলেপচ্ছুরিতান্) স্তনান্ (অন্যাসাং কুচসমূহান্) নিহত্য (নিপীড্য) দোর্ভিঃ (বাহুভিঃ) অভিরেভিরে (আলিঙ্গনং কৃতবত্যঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহাদের স্ত্রীগণও প্রেমাশ্রুপূরিতনয়নে এবং অতিশয় সৌহার্দ্দ নিবন্ধন হাস্যযুক্ত বিমল অপাঙ্গদৃষ্টিতে পরস্পরকে দর্শন করিয়া স্বকীয় স্তন দ্বারা অপরের কুঙ্কুমরাগোজ্জ্বল স্তনমণ্ডল নিপীড়িত করিয়া ভুজদ্বারা আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

—— —

ততোঽভিবাদ্য তে বৃদ্ধান্ যবিষ্ঠৈরভিবাদিতাঃ।
স্বাগতং কুশলং পৃষ্ট্বা চক্রুঃ কৃষ্ণকথা মিথঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) তে যবিষ্ঠৈঃ (কনিষ্ঠৈরিত্যর্থঃ) অভিবাদিতাঃ (নমস্কৃতাঃ সন্তঃ) বৃদ্ধান্ (বয়সাধিকান্ গুরূন্) অভিবাদ্য (প্রণম্য) স্বাগতং (পরস্পরং শুভাগমনং) কুশলং (কল্যাণঞ্চ) পৃষ্ট্বা মিথঃ (পরস্পরং) কৃষ্ণকথাঃ (শ্রীকৃষ্ণচরিতবিষয়কান্ সংলাপান্) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহারা কনিষ্ঠগণের প্রণাম গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধগণকে প্রণামপূর্ব্বক পরস্পর শুভাগমন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৃষ্ণবিষয়ক আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

—— —

পৃথা ভ্রাতৄন্ স্বসৄর্বীক্ষ্য তৎপুত্রান্ পিতরাবপি।
ভ্রাতৃপত্নীর্মুকুন্দঞ্চ জহৌ সঙ্কথয়া শুচঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—পৃথা (কুন্তীদেবী) পিতরৌ (জনক-জনন্যৌ) ভ্রাতৄন্ স্বসৄঃ (ভগিনীঃ) তৎপুত্রান্ (ভ্রাতৄনাং স্বসৄনাঞ্চ পুত্রান্) ভ্রাতৃপত্নীঃ মুকুন্দং চ (কৃষ্ণঞ্চ) অপি বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) সঙ্কথয়া (মিথঃ সপ্রেমগোষ্ঠ্যা) শুচঃ (শোকান্) জহৌ (তত্যাজ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—কুন্তীদেবী জনক-জননী, ভ্রাতৃগণ, ভগিনীগণ, তৎপুত্রগণ, ভ্রাতৃপত্নীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সপ্রেমসম্ভাষণে শোক পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥

—— —

শ্রীকুন্ত্যুবাচ,—

আর্য্য ভ্রাতরহং মন্যে আত্মানমকৃতাশিষম্।
যদ্বা আপৎসু মদ্বার্ত্তাং নানুস্মরথ সত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকুন্তী উবাচ (বসুদেবং প্রত্যুক্তবতী)। আর্য্য, (হে পূজনীয়), ভ্রাতঃ, অহং আত্মানং (স্বম্) অকৃতাশিষম্ (অপূর্ণমনোরথং) মন্যে (নির্দ্ধারয়ামি) যৎ বা (যস্মাৎ) সত্তমাঃ (সজ্জনপ্রবরা যূয়ম্) আপৎসু (মমাপৎকালে) মদ্বার্ত্তাং (মম বার্ত্তাং) ন অনুস্মরথ (ন চিন্তয়থ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তিনি বসুদেবকে বলিলেন,—হে পূজনীয় ভ্রাতঃ, আমি নিজেকে অতিশয় অপূর্ণকাম বলিয়া মনে করি। যেহেতু, ভবাদৃশ সজ্জনগণ আমার বিপৎকালে কেহই বার্ত্তানুসন্ধান করেন নাই ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অকৃতাশিষং অকৃতসুকৃতং যদ্ যতো বৈ নিশ্চিতমেব সত্তমা অপি নানুস্মরথেতি মমৈব ভাগ্যং নাস্তি যুষ্মাকং কোঽপরাধ ইতি ভাবঃ ॥১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অকৃত আশীষ — অকৃত সুকৃতি। যেহেতু নিশ্চয়ই সত্তমগণ আমাকে স্মরণ করে না, আমারই ভাগ্য নাই, তোমাদের কি অপরাধ? কুন্তীদেবী বসুদেবকে বলিলেন ॥ ১৮ ॥

———

**সুহৃদো জ্ঞাতয়ঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পিতরাবপি ।
নানুস্মরন্তি স্বজনং যস্য দৈবমদক্ষিণম্ ॥ ১৯ ॥**

অন্বয়ঃ—যস্য (জনস্য) দৈবং (ভাগ্যং) অদক্ষিণং (প্রতিকূলং বর্ত্ততে) সুহৃদঃ জ্ঞাতয়ঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পিতরৌ অপি স্বজনং (তাদৃশং দুর্ভাগ্যমাত্মীয়জনং) ন অনুস্মরন্তি (স কীদৃগ্ বর্ত্তত ইতি ন চিন্তয়ন্তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যাহার দৈব প্রতিকূল, তাদৃশ স্বজনকে সুহৃদ্ জ্ঞাতি, পুত্র, ভ্রাতা এবং পিতা কেহই স্মরণ করেন না ॥ ১৯ ॥

———

শ্রীবসুদেব উবাচ—

**অম্ব মাস্মানসূয়েথা দৈবক্রীড়নকান্ নরান্ ।
ঈশস্য হি বশে লোকঃ কুরুতে কার্য্যতেঽথবা ॥২০**

অন্বয়ঃ—শ্রীবসুদেবঃ উবাচ—(হে) অম্ব, (হে বৎসে), দৈবক্রীড়নকান্ (দৈবস্য ক্রীড়াবস্তুতুল্যান্) নরান্ (মনুষ্যভূতান্) অস্মান্ মা অসূয়েথাঃ (দোষদৃষ্ট্যা ন পশ্য, বিপৎকালে ত্বৎ সন্দেশোগ্রহণাদস্মাসু দোষারোপো ন কার্য্য ইত্যর্থঃ) হি (যস্মাৎ) ঈশস্য (জগন্নিয়ন্তুঃ) বশে (বশীভূততয়েত্যর্থঃ) লোকঃ (অয়ং জনসমূহঃ) কুরুতে (স্বতন্ত্রেণ কার্য্যান্যনুতিষ্ঠতি) অথবা কার্য্যতে (অন্যেন কর্ত্রা কার্য্যেষু পরিচাল্যতে) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীবসুদেব বলিলেন,—হে ভগিনি, আমরা দৈবের ক্রীড়াসামগ্রী সামান্য মনুষ্য মাত্র, সুতরাং আমাদের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিও না। যেহেতু, ইহলোকে যাহারা স্বতন্ত্রভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত অথবা যাহারা অন্য কর্ত্তৃক কার্য্যে পরিচালিত হইতেছে, তাহারা সকলেই বস্তুতঃপক্ষে জগদীশ্বরের বশীভূতরূপে অবস্থান করিতেছে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অম্ব, হে পরমবৎসলে, কনিষ্ঠভগিনীত্যর্থঃ। দৈবস্য ক্রীড়নকান্ ক্রীড়াসাধনানি কুরুতে স্বাতন্ত্র্যেণ কার্য্যতে পারতন্ত্র্যেণ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বসুদেব বলিতেছেন—হে পরমবৎসলে! অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভগিনী। দৈবের ক্রীড়ার পুতুলের ন্যায় করিতেছে অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে দৈব কার্য্য করিতেছে, আমরা দৈবাধীন ॥ ২০ ॥

———

**কংসপ্রতাপিতাঃ সর্ব্বে বয়ং যাতা দিশং দিশম্ ।
এতর্হ্যেব পুনঃ স্থানং দৈবেনাসাদিতাঃ স্বসঃ ॥২১**

অন্বয়ঃ—(ঈশবশত্বমেবাহ) স্বসঃ, (হে ভগিনি,) কংসপ্রতাপিতাঃ (কংসেনোৎপীড়িতা, অত আত্মত্রাণায়) দিশং দিশং (বিভিন্না দিশঃ) যাতাঃ (আশ্রিতাঃ) সর্ব্বে বয়ং এতর্হি এব (সম্প্রত্যেব) দৈবেন (ভাগ্যেন) পুনঃ স্থানং (স্বস্বভূমিম্) আসাদিতাঃ (প্রাপিতাঃ) ॥২১॥

অনুবাদ—হে ভগিনি, আমরাও কংসের উৎপীড়নে বিভিন্ন দিকে প্রস্থান করিয়াছিলাম, সম্প্রতি দৈব-কর্ত্তৃক পুনরায় নিজ নিজ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—কংসপ্রতাপিতাঃ সর্ব্বে বয়ং দিশং দিশং যাতা ইত্যন্যানিতস্ততঃ কংসভয়াৎ পলায়িতান্ যাদবান্ ক্রোড়ীকৃত্যোক্তম্। এতর্হ্যেব সময়ে। হে স্বসঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কংসের প্রতাপে তাপিত হইয়া আমরা সকলে দিকে দিকে যাইয়া এখানে সেখানে বাস করিতেছি। কংসের ভয়ে পলায়িত যাদবগণকে একসঙ্গে মিলাইয়া বলিলেন—এই সময়ে। হে ভগিনী ॥ ২১ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

**বসুদেবোগ্রসেনাদ্যৈর্যদুভিস্তেঽর্চ্চিতা নৃপাঃ ।
আসন্নচ্যুতসন্দর্শ পরমানন্দনির্বৃতাঃ ॥ ২২ ॥**

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—বসুদেবোগ্রসেনাদ্যৈঃ (বসুদেবোগ্রসেনপ্রভৃতিভিঃ) যদুভিঃ অর্চ্চিতাঃ (পূজিতাঃ) তে নৃপাঃ (সর্ব্বে রাজানঃ) অচ্যুত-সন্দর্শ-পরমানন্দনির্বৃতাঃ (শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিতমহানন্দেন শান্তচিত্তাঃ) আসন্ (বভূবুঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, অনন্তর বসুদেব, উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সমস্ত নরপতিগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শন-জনিত পরমানন্দে চিত্তশান্তি লাভ করিলেন ॥ ২২ ॥

———

**ভীষ্মো দ্রোণোঽম্বিকাপুত্রো গান্ধারী সসুতা তথা ।
সদারাঃ পাণ্ডবাঃ কুন্তী সঞ্জয়ো বিদুরঃ কৃপঃ ॥২৩॥**

কুন্তীভোজো বিরাটশ্চ ভীষ্মকো নগ্নজিন্মহান্ ।
পুরুজিদ্দ্রুপদঃ শল্যো ধৃষ্টকেতুঃ স কাশিরাট্ ॥২৪
দমঘোষো বিশালাক্ষো মৈথিলো মদ্রকেকয়ৌ ।
যুধামন্যুঃ সুশর্ম্মা চ সসুতা বাহ্লিকাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥
রাজানো যে চ রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরমনুব্রতাঃ ।
শ্রীনিকেতং বপুঃ সৌরেঃ সস্ত্রীকং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অম্বিকাপুত্রঃ (ধৃতরাষ্ট্রঃ) তথা সসুতা (সপুত্রা) গান্ধারী সদারাঃ (সস্ত্রীকাঃ) পাণ্ডবাঃ কুন্তী সঞ্জয়ঃ বিদুরঃ কৃপঃ কুন্তিভোজঃ বিরাটঃ চ ভীষ্মকঃ মহান্ (মহাত্মা) নগ্নজিৎ পুরুজিৎ দ্রুপদঃ শল্যঃ ধৃষ্টকেতুঃ সঃ (প্রসিদ্ধঃ) কাশিরাট্ দমঘোষঃ বিশালাক্ষঃ মৈথিলঃ মদ্রকেকয়ৌ (মদ্রশ্চ কেকয়শ্চ) যুধামন্যুঃ সুশর্ম্মা সসুতাঃ (সপুত্রাঃ) বাহ্লিকাদয়ঃ চ (তথা হে) রাজেন্দ্র, (হে নৃপোত্তম,) যুধিষ্ঠিরং অনুব্রতাঃ (যুধিষ্ঠিরাধীনাঃ) যে রাজানঃ চ (তত্রাগতাস্তে সর্ব্বে) শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সস্ত্রীকং (স্ত্রীভিঃ সহ বর্ত্তমানং, তথা) শ্রীনিকেতং (লক্ষ্মীনিবাসভূতং) বপুঃ (শ্রীবিগ্রহং) বীক্ষ্য (নিরীক্ষ্য) বিস্মিতাঃ (বিস্ময়যুক্তা বভূবুঃ) ॥ ২৩-২৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র, তৎকালে ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, সপুত্রা গান্ধারী, সস্ত্রীক পাণ্ডবগণ, কুন্তী, সঞ্জয়, বিদুর, কৃপাচার্য্য, কুন্তীভোজ, বিরাট, ভীষ্মক, নগ্নজিৎ, পুরুজিৎ, দ্রুপদ, শল্য, ধৃষ্টকেতু, কাশিরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ, মৈথিল, মদ্র, কেকয়, যুধামন্যু, সুশর্ম্মা, সপুত্রক বাহলীক প্রভৃতি নৃপগণ এবং যুধিষ্ঠিরের অনুগত অন্যান্য রাজগণ সকলে পত্নীগণের সহিত বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনিবাস সুরম্যবিগ্রহ দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন ॥ ২৩-২৬ ॥

বিশ্বনাথ---যুধিষ্ঠিরমনুব্রতা ইতি তদানীং তস্য রাজ্যার্দ্ধপ্রাপ্তেঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যুধিষ্ঠিরের অনুগতগণ ইহার অর্থ—ঐকালে যুধিষ্ঠির অর্দ্ধরাজ্য পাইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

অথ তে রামকৃষ্ণাভ্যাং সম্যক্ প্রাপ্তসমর্হণাঃ ।
প্রশশংসুর্মুদা যুক্তা বৃষ্ণীন্ কৃষ্ণপরিগ্রহান্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) রামকৃষ্ণাভ্যাং (কৃষ্ণবলদেবসকাশাৎ) সম্যক্ প্রাপ্তসমর্হণাঃ (সম্যগ্ যথাযথং প্রাপ্তং সমর্হণং সম্মাননং যৈস্তে) তে (রাজানঃ) মুদা (প্রীত্যা) যুক্তাঃ (সন্তঃ) কৃষ্ণপরিগ্রহান্ (কৃষ্ণাশ্রিতান্) বৃষ্ণীন্ (যাদবান্) প্রশশংসুঃ (তুষ্টুবুঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহারা রামকৃষ্ণের নিকট যথাযথ সম্মান লাভ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কৃষ্ণাশ্রিত যাদবগণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

অহো ভোজপতে যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ ।
যৎ পশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দ্দর্শমপি যোগিনাম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—অহো ভোজপতে, (হে মহারাজ, উগ্রসেন) যূয়ং ইহ (ভূমৌ) নৃণাং (মানবানাং মধ্যে) জন্মভাজঃ (সার্থকজন্মানো ভবথ) যৎ (যস্মাৎ) যোগিনাং অপি দুর্দ্দর্শং (দুর্ল্লভদর্শনং) কৃষ্ণং (ভগবন্তং যূয়ম্) অসকৃৎ (নিরন্তরং) পশ্যথ (দ্রষ্টুং সমর্থা ইত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে ভোজরাজ উগ্রসেন, আপনারাই পৃথিবীতে মানবগণের মধ্যে সার্থকজন্মা ; যেহেতু আপনারা যোগিগণেরও দুর্ল্লভদর্শন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ২৮ ॥

যদ্বিশ্রুতিঃ শ্রুতিনুতেদমলং পুনাতি
পাদাবনেজনপয়শ্চ বচশ্চ শাস্ত্রম্ ।
ভূঃ কালভর্জ্জিতভগাপি যদঙ্‌ঘ্রিপদ্ম-
স্পর্শোত্থশক্তিরভিবর্ষতি নোঽখিলার্থান্ ॥২৯॥
তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্প-
শয্যাসনাশনসযৌনসপিণ্ডবন্ধঃ ।
যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বর্ত্ততাং বঃ
স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ ন কেবলং তস্য দর্শনমেবাপি তু অত্যন্তদুর্ল্লভং বহুতরং যুষ্মাকং স্বতঃ সম্পন্নমিত্যাহুঃ) যৎ (যস্য) শ্রুতিনুতা (শ্রুতিভির্ব্বেদৈর্নুতা স্তুতা) বিশ্রুতিঃ (কীর্ত্তিঃ, তথা) পাদাবনেজনপয়ঃ চ (পাদপ্রক্ষালনবারি গঙ্গা চ, তথা) বচঃ (যস্য

বাক্যরূপং) শাস্ত্রং চ (বেদাখ্যম্) ইদং (বিশ্বম্) অলম্ (অত্যর্থম্) পুনাতি (পবিত্রীকরোতি, তথা) ভূঃ (পৃথিবী) কালভর্জিতভগা (কালেন ভর্জিতং দগ্ধং ভগং মাহাত্ম্যং যস্যাঃ সা তথা ভূতা) অপি যদঙ্ঘ্রিপদ্মস্পর্শোত্থশক্তিঃ (যস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মস্পর্শেন উত্থা আবির্ভূতা শক্তির্যস্যাঃ সা তথাভূতা সতী) নঃ (অস্মাকম্) অখিলার্থান্ (সর্ব্বান্ কামান্) অভিবর্ষতি (অভিতো বর্ষতি দদাতীত্যর্থঃ) তদ্দর্শন-স্পর্শনানুপথপ্রজল্প-শয্যাসনাশন-সযৌন-সপিণ্ডবন্ধঃ (দর্শনঞ্চ, স্পর্শনঞ্চ, অনুপথোহনুগতিশ্চ, প্রজল্পো গোষ্ঠী চ, শয্যা শয়নঞ্চ, আসনঞ্চ, অশনং ভোজনঞ্চ, যৌনং বিবাহসম্বন্ধস্তেন সহ বর্ত্তমানঃ সপিণ্ডবন্ধো দৈহিকসম্বন্ধঃ। তেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ দর্শনাদ্যুপলক্ষিতঃ সযৌনঃ সপিণ্ডবন্ধঃ) যেষাং বঃ (যুষ্মাকমস্তি, কিঞ্চ যেষাং যুষ্মাকং) গৃহে নিরয়বর্ত্মনি (প্রবৃত্তিমার্গে) বর্ত্ততাং (বর্ত্তমানানাং জনানাং) স্বর্গাপবর্গবিরমঃ (স্বর্গাপবর্গাভ্যাং বিরমতি বিতৃষ্ণান্ করোতীতি তথা স, ভক্তিপ্রদ ইত্যর্থঃ) বিষ্ণুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বয়ং আস (সাক্ষাদ্ বর্ত্ততে তে যূয়ং জন্মভাজ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ২৯-৩০ ॥

অনুবাদ—যাঁহার শ্রুতিগণ-প্রশংসিত বিমল কীর্ত্তি, পাদপ্রক্ষালনবারি গঙ্গাদেবী ও বাক্যস্বরূপ বেদশাস্ত্র এই বিশ্বকে অতিশয় পবিত্র করিতেছেন এবং এই পৃথিবী কালপ্রভাবে বিনষ্টমাহাত্ম্য হইয়াও যাঁহার পাদপদ্মস্পর্শে পুনরায় শক্তিমতী হইয়া আমাদের যাবতীয় অভিলাষ পূরণ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাঁহাদের সর্ব্বদা দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, সপ্রেমালাপ, শয়ন, উপবেশন, ভোজন, যৌনসম্বন্ধ এবং সপিণ্ড সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাদৃশ আপনাদের গৃহে প্রবৃত্তিমার্গে বর্ত্তমান পুরুষগণের স্বর্গাপবর্গকে বিতৃষ্ণাকারী ভক্তিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সুতরাং আপনারা বস্তুতই সার্থকজীবন লাভ করিয়াছেন ॥ ২৯-৩০ ॥

বিশ্বনাথ—যদিতি পৃথক্ পদং যস্যেত্যর্থঃ। বিশ্রুতিঃ কীর্ত্তিঃ শ্রুতিভির্নুতা। ইদং বিশ্বম্ অলমত্যর্থং পুনাতি। যস্য পাদাবনেজনপয়ো গঙ্গা চ। যস্য বচো বাক্যরূপং শাস্ত্রং বেদাখ্যঞ্চ বিশ্বং পুনাতি। কিঞ্চ, কালেন ভর্জ্জিতং দগ্ধং ভগং মাহাত্ম্যং যস্যাঃ সাপি যদঙ্ঘ্রিপদ্মযোঃ স্পর্শেন উত্তিষ্ঠতি শক্তির্যস্যাস্তথাভূতা সতী নোঽস্মাকমখিলানর্থান্ পুরুষার্থানভিতো বর্ষতি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদিত্যপি পৃথক্ পদং তেন সহেত্যর্থঃ। দর্শনাদ্যুপলক্ষিতঃ সযৌনঃ সপিণ্ডবন্ধশ্চ সম্বন্ধো যেষাং বোঽস্তি। কিঞ্চ, যেষাং বো গৃহে বিষ্ণুঃ স্বয়মাস আবির্বভূব দ্যোততে স্মেতি বা নিরয়বর্ত্ম পাপং তস্মান্নিবর্ত্ততাং নিবর্ত্তমানানাং নিষ্পাপানামিত্যর্থঃ। স্বর্গাপবর্গস্পৃহায়া বিরমো বিরামো যস্মাৎ সঃ ॥৩০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ' এইটি একটি পৃথক পদ, ইহার অর্থ যাহার বিশ্রুতি অর্থাৎ কীর্ত্তি, বেদকর্ত্তৃক স্তুত—এই বিশ্বকে অতিশয় পবিত্র করে যাহার পাদধৌতজল, গঙ্গাও বিশ্বকে পবিত্র করে, যাঁহার বাক্যরূপ শাস্ত্র বেদও বিশ্বকে পবিত্র করে, কালবশে পৃথিবীর ভাগ্য অর্থাৎ মাহাত্ম্য দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাও যাঁহার চরণকমল স্পর্শে পুনঃরায় উত্থিত শক্তি হয় অর্থাৎ যথাযথ শক্তি লাভ করিয়া আমাদের অখিল পুরুষার্থ সর্ব্বভাবে বর্ষণ করে ॥২৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ' ইহার অর্থ তাহার সহিত কৃষ্ণের দর্শন হেতু স যৌন অর্থাৎ বিবাহ আদি সম্বন্ধ, সপিণ্ডবদ্ধ জ্ঞাতিসম্বন্ধ, যাহাদের সহিত তোমাদের আছে, আর যাহাদের অর্থাৎ তোমাদের গৃহে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। নরকের পথ অর্থাৎ পাপ ক্ষালনকারী অর্থাৎ নিষ্পাপগণের। স্বর্গ ও মোক্ষ স্পৃহা বিরাম যাহা হইতে সেই শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৩০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

নন্দস্তত্র যদূন্ প্রাপ্তান্ জ্ঞাত্বা কৃষ্ণপুরোগমান্।
তত্রাগমদ্বৃতো গোপৈরন: স্থার্থৈর্দিদৃক্ষয়া ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—নন্দঃ তত্র (কুরুক্ষেত্রে) কৃষ্ণপুরোগমান্ (শ্রীকৃষ্ণানুগতান্) যদূন্ (যাদবান্) প্রাপ্তান্ (আগতান্) জ্ঞাত্বা দিদৃক্ষয়া (তান্ দ্রষ্টুমিচ্ছয়া) অনঃস্থার্থৈঃ (অনঃসু শকটেষু তিষ্ঠন্তীতি অনঃস্থা অর্থা যেষাং তৈঃ, তে তত্রৈব বাসচিকীর্ষয়া শকটেষু স্থাপিতৈরর্থৈঃ সহাগতা ইত্যর্থঃ) গোপৈঃ বৃতঃ (বেষ্টিতঃ সন্) তত্র (যদূনাং সমীপম্) আগমৎ (আগতো বভূব) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—নন্দমহারাজ তৎকালে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ যাদবগণের আগমন অবগত হইয়া শকটস্থ ধনসম্ভারযুক্ত গোপগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অনঃস্থা যেঽর্থাঃ স্বপুত্রং কৃষ্ণং ভোজয়িতুং তন্নিকটে বাসং কর্ত্তুঞ্চ আনীতাস্তৈশ্চ বৃতঃ ॥৩১

টীকার বঙ্গানুবাদ—গো শকটে অবস্থিত যাহারা নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইবার জন্য ও তাহার নিকটে বাস করিবার জন্য আনিয়াছেন তাহারাও কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন ॥ ৩১ ॥

তং দৃষ্ট্বা বৃষ্ণয়ো হৃষ্টাস্তন্বঃ প্রাণমিবোত্থিতাঃ ।
পরিষস্বজিরে গাঢ়ং চিরদর্শনকাতরাঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) তন্বঃ প্রাণম্ ইব (শরীরাণি যথা প্রাণসমাগমং লব্ধ্বা সমুত্থিতানি ভবন্তি তথা) তং (নন্দং) দৃষ্ট্বা চিরদর্শনকাতরাঃ (চিরং দীর্ঘকালাৎ পরং যদ্দর্শনং তেন কাতরা বিবশাঃ) বৃষ্ণয়ঃ (যাদবাঃ) হৃষ্টাঃ (প্রীতাঃ সন্তঃ) গাঢ়ং পরিষস্বজিরে (দৃঢ়মালিঙ্গিতবন্তঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—প্রাণসমাগমে সমস্ত শরীর যেরূপ সমুত্থিত হয়, সেইরূপ নন্দ মহারাজকে দর্শন করিয়া-দীর্ঘদর্শনবিহ্বল যাদবগণ উত্থিত হইয়া প্রীতিভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৩২ ॥

বসুদেবঃ পরিষ্বজ্য সম্প্রীতঃ প্রেমবিহ্বলঃ ।
স্মরন্ কংসকৃতান্ ক্লেশান্ পুত্রন্যাসঞ্চ গোকুলে ॥৩৩

অন্বয়ঃ—বসুদেবঃ কংসকৃতান্ ক্লেশান্ (তথা) গোকুলে (নন্দালয়ে) পুত্রন্যাসং (পুত্রয়ো রামকৃষ্ণয়োর্ন্যাসং সংরক্ষণং) চ স্মরন্ পরিষ্বজ্য (নন্দমালিঙ্গ্য) সম্প্রীতঃ (সম্যক্ তুষ্টঃ) প্রেমবিহ্বলঃ (প্রেম্ণা বিহ্বলো বিবশশ্চ জাতঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—বসুদেব কংসকৃত উৎপীড়ন এবং গোকুলে পুত্রসংরক্ষণ-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরম সন্তুষ্ট এবং প্রেমবিহ্বল হইলেন ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণরামৌ পরিষ্বজ্য পিতরাবভিবাদ্য চ ।
ন কিঞ্চনোচতুঃ প্রেম্ণা সাশ্রুকণ্ঠৌ কুরূদ্বহ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ, (হে কুরুনন্দন, পরীক্ষিৎ, তদা) কৃষ্ণরামৌ পিতরৌ (নন্দং যশোদাঞ্চ) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য, তথা) অভিবাদ্য (প্রণম্য) চ প্রেম্ণা (প্রেমবেগেন) সাশ্রুকণ্ঠৌ (অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠৌ ভূত্বা) ন কিঞ্চন উচতুঃ (ন কিমপি বক্তুং শেকতুঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন, তৎকালে কৃষ্ণ ও বলদেব নন্দ ও যশোদাকে আলিঙ্গন এবং অভিবাদন করিয়া প্রেমে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—পরিষ্বজ্যেতি । প্রথমমতিদ্রৌত্যেন পিতৃকর্ত্তৃকপরিষ্বঙ্গ এব পুত্রকর্ত্তৃকপরিষ্বঙ্গহেতুর্বভূবেতি ভাবঃ । ততশ্চ পিতৃভ্যাং চিরপরিষ্বঙ্গতঃ পরিত্যক্তয়োরেব পুত্রয়োরভিবাদনেঽবকাশ ইত্যতঃ পরিষ্বঙ্গানন্তরমভিবাদনমুক্তং নোচতুরিত্যত্র হেতুঃ সাশ্রুকণ্ঠৌ অবরুদ্ধকণ্ঠত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ ও বলরাম পিতা নন্দকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলেন। অতঃপর পিতামাতা কর্ত্তৃক দীর্ঘকাল আলিঙ্গনের পর ছাড়িয়া দিলে কৃষ্ণ বলরাম পিতামাতাকে প্রণামের অবকাশ পাইলেন অতএব আলিঙ্গনের পর অভিবাদন উক্ত হইয়াছে ইহা এইস্থলে অনুচিৎ নহে। ইহার কারণ অশ্রুযুক্ত নয়ন ও অবরুদ্ধ কণ্ঠহেতু ॥ ৩৪ ॥

তাবাত্মাসনমারোপ্য বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ ।
যশোদা চ মহাভাগা সুতৌ বিজহতুঃ শুচঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(নন্দঃ) মহাভাগা যশোদা চ সুতৌ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) আত্মাসনং (স্বকীয়াসনং) আরোপ্য বাহুভ্যাং পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) চ শুচঃ (শোকান্) বিজহতুঃ (তত্যজতুঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—মহাভাগ নন্দ ও মহাভাগা যশোদা পুত্রদ্বয়কে স্বকীয় আসনে উপবেশন করাইয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক দীর্ঘবিরহজনিত যাবতীয় শোক পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ শ্রীবসুদেবেনৈব স্বান্তঃপটগৃহং

প্রবেশিতৌ সপরিজনৌ গৃহীতকৃষ্ণরামহস্তৌ তৌ গত্বা তত্র কিং চক্রতুরিত্যপেক্ষায়ামাহ,—তাবিতি। প্রথমং নন্দস্ততোঽত্যুৎকণ্ঠাস্ফুটহৃদয়া যশোদেতি ক্রমঃ। ননু পুত্রয়োঃ প্রকটিতৈশ্বর্য্যবিশেষয়োস্তয়োঃ কথং তাভ্যাং স্বাত্মাসনারোপণাদিকং সম্ভবেদত আহ,—সুতৌ স্বাভাবিকবাৎসল্যবতোস্তয়োর্দৃষ্টশ্রুতৈশ্বর্য্যয়োরপি তত্র সদৈবাষ্টবার্ষিকস্বসুতবুদ্ধিরেবেতি ভাবঃ। শুচঃ বিরহশোকান্ তত্র কৃষ্ণো যদা নন্দ যশোদাভ্যাং পরিষ্বক্তস্তদুরুপীঠকৃতাসনো বভূব তদৈব পূর্ণতমো গোপজাতিরেবাভূত্তেনৈব সহোপবিষ্টাদ্‌গোপস্ত্রীণামালিঙ্গনাদিকং বক্ষ্যতে ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতঃপর শ্রীবসুদেব কর্ত্তৃকই পর্দার অন্তরালে গৃহে পরিজনের সহিত কৃষ্ণ বলরামের হস্তদ্বয় ধরিয়া প্রবেশ করাইলেন। গৃহমধ্যে গিয়া কৃষ্ণ বলরাম কি করিলেন ইহাই বলিতেছেন—প্রথমে শ্রীনন্দমহারাজ অতঃপর অতি উৎকণ্ঠাহেতু অস্ফুট হৃদয়া যশোদা এই ক্রম। প্রশ্ন হইতে পারে পুত্রদ্বয়ের বিশেষরূপে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ দেখিয়া উভয়কে নিজ আসনে বসান কিরূপে সম্ভব হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—পুত্রদ্বয় স্বাভাবিক বাৎসল্যযুক্ত নন্দযশোদা কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও শ্রুত ঐশ্বর্য্য হইলেও তাহারা সেইখানে সর্ব্বদা আট বৎসরের নিজপুত্র এই বুদ্ধিই নন্দযশোদার আছে। বিরহশোকে তখন কৃষ্ণ নন্দ ও যশোদা দ্বারা আলিঙ্গিত ও তাহাদের উরুরূপ আসনে বসিয়াছিলেন। তখনই পূর্ণতম গোপজাতি হইলেন, তাহার দ্বারাই একই সঙ্গে উপবিষ্ট হেতু গোপস্ত্রীগণের আলিঙ্গনাদি পরে বলা হইবে ॥৩৫

রোহিণী দেবকী চাথ পরিষ্বজ্য ব্রজেশ্বরীম্।
স্মরন্ত্যৌ তৎকৃতাং মৈত্রীং বাষ্পকণ্ঠ্যৌ সমূচতুঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) রোহিণী দেবকী চ ব্রজেশ্বরীং (যশোদাং) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) তৎকৃতাং (তয়া কৃতাং) মৈত্রীং (পুত্ররক্ষণরূপং বান্ধবকার্য্যং) স্মরন্ত্যৌ (চিন্তয়ন্তৌ, ততশ্চ প্রেম্না) বাষ্পকণ্ঠ্যৌ (বাষ্পবদ্ধকণ্ঠ্যৌ সত্যৌ) সমূচতুঃ (উক্তবত্যৌ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ— অনন্তর রোহিণী ও দেবকী যশোদাকে আলিঙ্গন করিয়া তৎকৃত মিত্রতা স্মরণ করিয়া বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ শ্রীবসুদেবাহূতে নন্দে বহিরুগ্রসেনাদিমিলনার্থং নির্গতে সতি রোহিণী দেবক্যোর্ব্রজেশ্বরীসংমিলনমাহ,—রোহিণীতি। উপবিষ্টাভ্যামেব রোহিণী-দেবকীভ্যাং সাত্মজায়া ব্রজেশ্বর্য্যাঃ পরিরম্ভঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতঃপর শ্রীবসুদেব কর্ত্তৃক আহুত হইয়া নন্দমহারাজ গৃহের বাহিরে উগ্রসেনাদির সহিত মিলনের জন্য গৃহের বাহিরে গেলে রোহিণী ও দেবকীর ব্রজেশ্বরী সম্মিলন বলিতেছেন—রোহিণী ও দেবকী উভয়ে উপবিষ্ট থাকিলে ব্রজেশ্বরীর সহিত আলিঙ্গন ॥ ৩৬ ॥

কা বিস্মরেত বাং মৈত্রীমনিবৃত্তাং ব্রজেশ্বরি।
অবাপ্যাপ্যৈন্দ্রমৈশ্বর্য্যং যস্যা নেহ প্রতিক্রিয়া ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রজেশ্বরি, ইহ (অস্মিন্ লোকে) ঐন্দ্রম্ (ইন্দ্রসম্বন্ধি) ঐশ্বর্য্যং অবাপ্য (লব্ধ্বা) অপি (তেনৈশ্বর্য্যেণ) যস্যাঃ (মৈত্র্যাঃ) প্রতিক্রিয়া ন (প্রতিক্রিয়া কর্ত্তুং ন শক্যতে) বাং (যুবয়োর্নন্দযশোদয়োরিত্যর্থঃ) অনিবৃত্তাং (নিবৃত্তিকারণে সত্যপ্যনুবর্ত্তমানাং তাদৃশীং) মৈত্রীং কা বিস্মরেত (কা নাম রমণী বিস্মর্ত্তুং শক্নুয়াৎ, কাপি নেত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে ব্রজেশ্বরি, ইহলোকে ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া তদ্দ্বারাও যাহার কোন প্রতিশোধ করা যায় না, আপনার ও নন্দ মহারাজের তাদৃশ অনিবৃত্ত মিত্রভাব কোন্ রমণী বিস্মৃত হইতে পারে? ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদাচ রাম-কৃষ্ণাবুৎসঙ্গগতৌ পরিষ্বজ্যোবোপবিষ্টায়ামশ্রুস্তন্যপয়ঃ প্রবর্ত্তিতযমুনা-গঙ্গায়ামানন্দস্তম্ভমোহমহাবর্ত্তবিভ্রান্তচিত্তায়াং ব্রজেশ্বর্য্যামগ্রত উপবিষ্টয়োস্তয়োর্মধ্যে প্রথমং রোহিণ্যাহ,—কেতি। ঐন্দ্রমৈশ্বর্য্যমপি প্রাপ্য কিং পুনর্দ্বারকৈশ্বর্য্যমিতি নরলোকরীত্যৈবোক্তিঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তখনই কৃষ্ণবলরাম ক্রোড়ে থাকিয়া আলিঙ্গন উপবেশন অশ্রুযুক্ত স্তন্যদুগ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলে যমুনা ও গঙ্গাধারার ন্যায় আনন্দস্তম্ভ মোহ মহা আবর্ত্ত বিভ্রান্তচিত্ত ব্রজেশ্বরীর

সম্মুখে উপবিষ্ট। তাহাদের মধ্যে প্রথমে রোহিণীর কথা বলিতেছেন—ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যও পাইয়া কি পুনঃ রায় দ্বারকার ঐশ্বর্য্য—ইহা নরলোক রীতিতেই বলিলেন ॥ ৩৭ ॥

এতাবদৃষ্টপিতরৌ যুবয়োঃ স্ম পিত্রোঃ
সম্প্রীণনাভ্যুদয়পোষণপালনানি।
প্রাপ্যোষতুর্ভবতি পক্ষ্ম হ যদ্বদক্ষ্ণো-
র্ন্যস্তাবকুত্র চ ভয়ৌ ন সতাং পরঃ স্বঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভবতি, (মাননীয়ে, ব্রজেশ্বরি), অক্ষ্ণোঃ (নেত্রয়োঃ) পক্ষ্ম যদ্বৎ (যথা রক্ষকং ভবতি তথা রক্ষকয়োঃ) পিত্রোঃ (পালকয়োঃ) যুবয়োঃ (নন্দযশোদয়োর্হস্তে) ন্যস্তৌ (সমর্পিতৌ) অদৃষ্টপিতরৌ (ন দৃষ্টৌ পিতরৌ যাভ্যাং তৌ, বস্তুতস্তু অজন্মত্বাদেবাদৃষ্টপিতরৌ) এতৌ (রামকৃষ্ণৌ যুবয়োঃ) সম্প্রীণনাভ্যুদয়পোষণপালনানি (সম্প্রীণনাদীনি) প্রাপ্য অকুত্র চ ভয়ৌ (কুচিদপি ভয়রহিতৌ ভূত্বা) উষতুঃ (বাসং চক্রতুঃ) স্ম হ (যুক্তঞ্চ যুবয়োরেতদ্ যতঃ) সতাং (সজ্জনানাং) পরঃ স্বঃ ন (অয়ং পরঃ শত্রুরয়ঞ্চ স্ব আত্মীয় ইতি বৈষম্যং নাস্তি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে মাননীয়ে, নেত্রপক্ষ্ম (নেত্ররোম) সমূহ যেরূপ নেত্রদ্বয়কে সর্ব্বদা সম্যগ্‌ভাবে রক্ষা করে, সেইরূপ সুরক্ষণশীল আপনার ও নন্দমহারাজের হস্তে অতি শৈশবে পিতা মাতার পরিচয় লাভের পূর্ব্বেই এই রামকৃষ্ণ সমর্পিত হইয়া আপনাদের নিকট হইতে সম্প্রীতি, অভ্যুদয় লালনপালন ইত্যাদি লাভ করিয়া নির্ভয়ে বাস করিয়াছিল। আপনাদের পক্ষে এরূপ ব্যবহার যুক্তই হইয়াছে, যেহেতু, সজ্জনগণের আত্মপর-ভেদবুদ্ধি নাই ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—হন্তহন্তাস্মৎপুত্রাবিমৌ চিরাৎ স্বমাতরমিব প্রাপ্য পরমানন্দবারিধৌ স্নাতৌ পুরোবর্ত্তিন্যাবপ্যাবাং নৈবেক্ষেতে ইয়মপি চিরাৎ প্রাপ্তস্বপুত্রেব প্রেমান্ধা মত্তোঽপি কোটিগুণিতমাতৃভাববতী স্নেহসমুদ্রনিমজ্জিতা সখ্যাবাবাং চিরাৎ প্রেক্ষ্যাপি ন পরিচিনোতি তদহং স্নিগ্ধসম্ভাষণভঙ্গ্যৈব রহস্যতত্ত্বমিমাং জ্ঞাপয়ামীতি মনসি বিমৃশ্য শ্রীদেবকী কিঞ্চিদুচ্চৈরাহ, —এতাবিতি। ন দৃষ্টৌ পিতরৌ যাভ্যাং তৌ যুবয়োঃ পিত্রোঃ সংপ্রীণনাদীনি প্রাপ্য হে ভবতি, যুবয়োর্নস্তৌ ন্যাসরীত্যা স্থাপিতৌ অকুত্র চ ভয়ৌ ন কুতোঽপি বিভ্যতৌ ভূত্বা উষতুর্যুবয়োর্গৃহে বাসং চক্রতুঃ। কথম্ভূতয়োঃ অক্ষ্ণোর্নেত্রয়ো রক্ষকং পক্ষ্ম যদ্বত্তথা রক্ষকয়োঃ যুক্তঞ্চ যুবয়োরেতদ্‌যতঃ সতাং পরঃ স্ব ইতি নাস্তি বৈষম্যম্। ততশ্চ চিরাদপি প্রতিসম্ভাষণমপ্রাপ্য হে সখি, দেবকি, সম্প্রত্যস্যা আনন্দনিদ্রা নোপশাম্যতি তদলমরণ্যরুদিতেন পুত্রাবপ্যস্যাঃ প্রেমপাশবদ্ধৌ বর্ত্তেতে তদাবাং তাবদ্বহিরত্যুৎকণ্ঠিতানাং পৃথাদ্রৌপদ্যাদিবন্ধুজনতানাং সংমিলনার্থং প্রয়াবঃ নাবয়োরত্র লোকযাত্রামহাসংমর্দ্দঃ খল্বেকত্রৈবাবস্থিতাববকাশ যোগ্য ইতি শ্রীরোহিণ্যুক্ত্যা দেবকী তয়া সহ নিষ্ক্রান্তেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! আমাদের পুত্রদ্বয় বহুকাল পরে নিজমাতাকে প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ সমুদ্রে স্নান করিল অগ্রেস্থিত আমাদের দুইজনকে যেন দেখে নাই ইহাও দীর্ঘকাল পরে প্রাপ্ত নিজপুত্রের ন্যায় প্রেমান্ধ ও মত্ত হইয়া কোটিগুণিত মাতৃভাববতী স্নেহ-সমুদ্রে নিমজ্জিতা আমাদের সখীদ্বয়কে দীর্ঘকাল দেখিয়াও যেন চিনিতে পারে না, তাহা আমি স্নিগ্ধ সম্ভাষণ ভঙ্গীদ্বারাই রহস্যতত্ত্ব জানাইতেছি, মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীদেবকী কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে বলিলেন যে পিতামাতা কর্ত্তৃক কৃষ্ণ বলরাম দৃষ্ট হয় নাই সেই তোমরা দুইজনে পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রীতি আদি পাইয়া হে যশোদে! আপনাদের দুইজনের নিকট নিজধন রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাখিয়াছিলাম, আমরা অকুত ভয় হইয়া তোমাদের উভয়ের গৃহে বাস করুক, কিরূপ—নয়নদ্বয়ের রক্ষক যেমন পলক, সেইরূপ তোমরা দুইজন রক্ষকযুক্ত উভয়ের ইহারা দুইজন। যেহেতু সাধুগণের নিজপর যেমন বুদ্ধি নাই, সেইরূপ ইহাদেরও বৈষম্য নাই। তাহার পরেও দীর্ঘকাল প্রতি সম্ভাষণ না পাইয়া হে সখি! দেবকী, সম্প্রতি ইহার আনন্দ নিদ্রা উপশম হইতেছে না। অতএব অরণ্যেরোদন প্রয়োজন নাই, পুত্রদ্বয়ও যশোদার প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া আছে, অতএব আমাদের দুইজনের বাহিরে অতি উৎকণ্ঠিতভাব কুন্তীদেবী ও দ্রৌপদী আদি বন্ধুজনগণের সম্মিলনের জন্য যাইব, বহুলোকযাত্রা

মহা সংঘট্ট। অতএব একত্র অবস্থানের অবকাশ নাই এইভাবে শ্রীরোহিণীর উক্তির দ্বারা দেবকী তাহার সহিত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ইহা জানিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—সর্ব্বাঃ গোপ্যঃ চ চিরাৎ (দীর্ঘকালাৎ পরম্) অভীষ্টং (বাঞ্ছিতং) কৃষ্ণং উপলভ্য (সমীপে প্রাপ্য) যৎপ্রেক্ষণে (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেক্ষণকালে) দৃশিষু (নেত্রেষু) পক্ষ্মকৃতং (নিরন্তরদর্শনব্যবধায়কপক্ষ্মকর্ত্তারং বিধাতারং) শপন্তি (নিন্দন্তীত্যর্থঃ, কিঞ্চ) দৃগ্‌ভিঃ (নেত্রদ্বারৈঃ) হৃদীকৃতং প্রবিষ্টীকৃতং তম্) অলং (প্রকামং) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) নিত্যযুজাম্ (আরূঢ়যোগিনাম্) অপি দুরাপং (দুর্ল্লভং) তদ্‌ভাবং (তন্ময়ত্বম্) আপুঃ (প্রাপ্ত্যা বভূবুঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—গোপীগণ চির-বাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে লাভ করিয়া তাঁহার দর্শন-কালে নেত্রপক্ষ্ম সকল নিরবচ্ছিন্ন দর্শনের ব্যাঘাত-জনক হওয়ায় তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন; অনন্তর নেত্রপথে তাঁহাকে হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া যথেচ্ছ আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিত্যযুক্ত যোগিগণেরও দুর্ল্লভ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৩৯॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চারাদেব তত্রৈব কিঞ্চিদ্ব্যবহিতস্থলে মহোৎকণ্ঠাস্ফুটদ্ধৃদয়াঃ কৃষ্ণসংমিলনমপ্রাপ্য প্রাণান্ জহতীরিব গোপীবীক্ষ্য বিদগ্ধচূড়ামণৌ শ্রীবলদেবেহ-প্যুত্থায় ততো নিষ্ক্রান্তে তাসামসাধারণদশাপ্রাপ্তিমাহ,—গোপ্যশ্চেতি। অত্র শ্রীশুকদেবস্য ঋষিশব্দেন নির্দ্দে-শস্তদ্বাক্য এব পরমতত্ত্বপ্রকাশকে দৃঢ়বিশ্বাসং জনয়িতুং গোপ্যশ্চেতি ত্বর্থে চকারঃ। তাসাং সর্ব্বতো বিশে-ষাৎ। ননু কা গোপ্য ইত্যতস্তাসামসাধারণং লক্ষণ-মাহ,—যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেক্ষণে দৃশিষু নেত্রেষু ব্যব-ধায়কপক্ষ্মকৃতং বিধাতারং শপন্তি যাস্তা ইতি। তেন দর্শনে তাবন্মাত্রসময়বিরহেহপি যাসাং তথা অসহিষ্ণুতা যথা দেবমাত্রপরমসম্মানকর্ত্তৃণামপি স্ত্রীণাং তাসাং সর্ব্বদেবমুখ্যে বিধাতর্য্যপি অভিশাপো ভবে-ত্তাভ্যো গোপীভ্যঃ এতাবান্ বিরহঃ কৃষ্ণেন দত্ত ইতি তস্মিন্নীর্য্যা ধ্বনিতা। দৃগ্‌ভিরবলোকনৈরেবাকৃষ্য দৃগ্‌ভিরেব দ্বারৈর্হৃদীকৃতং হৃদয়ং প্রবিষ্টীকৃতং পরি-রভ্য তস্য ভাবং মহাভাবং কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতি-মিতিবদ্রসতাদাত্ম্যং বা আপুঃ। নিত্যযুজামাত্মারাম-শিখামণীনাং মহাযোগেশ্বর-শ্রীরুদ্রাদীনামপি দুর্ল্লভমা-পুস্তা অপি গোপীরধ্যাত্ম্যং শিক্ষয়িষ্যত্যধুনৈব কৃষ্ণ ইতি তস্মিন্ পুনরপীর্ষ্যা ধ্বনিতা। কিম্বা নিত্যসং-যোগিনাং শ্রীরুক্মিণ্যাদীনামপি দুর্ল্লভম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর নিকটেই সেইখানে কিছু আড়ালে মহা উৎকণ্ঠা দ্বারা অস্ফুট হৃদয় গোপীগণকে কৃষ্ণসম্মিলন না পাইয়া যেন প্রাণত্যাগ করিতেছে এইরূপ গোপীগণকে দেখিয়া বিদগ্ধ চূড়া-মণি দ্বয়ের মধ্যে শ্রীবলদেবও উঠিয়া সেইখান হইতে বাহিরে গেলে গোপীগণের অসাধারণ দশাপ্রাপ্তি বলিতেছেন। এস্থলে শ্রীশুকদেবের বিশেষণ 'ঋষি-রুবাচ' ঋষি শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ থাকায় তাহার বাক্যই পরমতত্ত্ব প্রকাশক এই দৃঢ় বিশ্বাস জানাইবার জন্য 'গোপ্যশ্চ' এই 'তু' অর্থে চ কার, তাহাদের সর্ব্ব-প্রকারে অন্য হইতে বিশিষ্টতা জানাইলেন। যদি বল কে সেই গোপীগণ? ইহার উত্তরে তাহাদের অসাধারণ লক্ষণ বলিতেছেন—যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে গোপীগণের নয়ন সমূহে আবরক পলক সৃষ্টিকারী বিধাতাকে শাপ দিতেছেন। সেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে পলকমাত্র সময় বিরহেও যাহাদের সেইরূপ অসহিষ্ণুতা। যেমন দেবমাত্র পরম সম্মান কর্ত্তৃস্ত্রী-গণেরও সর্ব্বদেবমুখ্য বিধাতাকেও অভিশাপ হয়, সেই গোপীগণকে এইরূপ বিরহ কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রদান, ইহা কৃষ্ণেতে ঈর্ষা ধ্বনিত হইল। নয়নদ্বারা দেখি-য়াই দৃষ্টিদ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক দৃষ্টিপথে হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া সেইভাব যে মহাভাব "কৃষ্ণ দেখ, আমি ও আমার গমন দেখ" —এইরূপ রসতাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলেন। নিত্যযুক্ত গোপীগণের সহিত আত্মারাম শিখামণি মহাযোগেশ্বর শ্রীরুদ্রাদিরও দুর্ল্লভ অবস্থা প্রাপ্ত এখনই শ্রীকৃষ্ণ সেই

গোপীগণের অধ্যাত্মশিক্ষাদান করিবেন, তাহাতে পুনঃরায় ঈর্ষা ধ্বনিত হইল। অথবা নিত্য সহ-যোগই শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতিরও দুর্ল্লভ ॥ ৩৯ ॥

ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ।
আশ্লিষ্যানাময়ং পৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বিবিক্তে (নির্জ্জনে) তথাভূতাঃ (তন্ময়ত্বপ্রাপ্তাঃ) তাঃ (গোপীঃ) উপসঙ্গতঃ (সমীপতো গতঃ সন্) আশ্লিষ্য (আলিঙ্গ্য) অনাময়ং (কুশলং) পৃষ্ট্বা প্রহসন্ (প্রকৃষ্টং হসন্) ইদং (বক্ষ্যমাণবচনম্) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নির্জ্জনে তাদৃশী গোপীগণের সমীপস্থ হইয়া আলিঙ্গন ও কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক সুরম্য হাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥৪০॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ কৃষ্ণো মাতুরুৎসঙ্গাদুত্থায় ক্বচন বিবিক্তপ্রদেশে গত্বা তাভিঃ সহ সংমিলনসংভাষণাদিকং চকারেত্যাহ—ভগবানিতি। তথাভূতাঃ পূর্ব্বশ্লোকোক্তলক্ষণামানন্দমূর্চ্ছাং প্রাপ্তাঃ। আশ্লিষ্য স্বীয়বিভূতিশক্ত্যৈব সর্ব্বা দৃঢ়মালিঙ্গ্য আলিঙ্গনদার্ঢ্যেনৈব তাঃ মোহাৎ প্রবোধ্যেত্যর্থঃ। অনাময়ং মদ্বিরহমহারোগ পীড়া সংপ্রত্যুপশান্তা ন বেতি পৃষ্ট্বা প্রহসন্নিতি তাসাং হাস্যমুৎপাদয়িতুম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কৃষ্ণ মা যশোদার কোল হইতে উঠিয়া কোন নির্জ্জন প্রদেশে গিয়া গোপীগণের সহিত সম্মিলন ও সম্ভাষণাদি করিলেন, ইহাই বলিতেছেন—ভগবান ইত্যাদি। পূর্ব্বশ্লোকক্ত ঐরূপ আনন্দ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত গোপীগণকে একইসঙ্গে নিজবিভূতি শক্তিদ্বারা সকলকেই দৃঢ় আলিঙ্গনদ্বারা তাহাদের মোহ হইতে জাগরণ করাইলেন। আমার বিরহরূপ মহারোগ সম্প্রতি উপশান্ত হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের হাস্য উৎপাদনের জন্য নিজে উচ্চহাস্য করিলেন ॥ ৪০ ॥

অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া।
গতাংশ্চিরায়িতান্ শত্রুপক্ষক্ষপণচেতসঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সখ্যঃ, স্বানাম্ (আত্মীয়ানাম্) অর্থচিকীর্ষয়া (অর্থং প্রয়োজনং কর্ত্তুমিচ্ছয়া) গতান্ (যুষ্মাকং সমীপতঃ স্থানান্তরং প্রাপ্তান্, ততশ্চ) শত্রুপক্ষক্ষপণচেতসঃ (শত্রূণাং পক্ষস্য ক্ষপনে নিধনে চেতো যেষাং তান্, অতএব) চিরায়িতান্ (পুনরাগমনে বিলম্বিতান্) নঃ (অস্মান্) স্মরথ অপি (যূয়ং স্মরথ কিম্ ?) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে সখিগণ, আত্মীয়গণের প্রয়োজন সাধনের জন্য আমরা স্থানান্তরে গমন করিয়া এতদিন শত্রুনির্য্যাতনকার্য্যে নিবিষ্টচিত্ত ছিলাম, সুতরাং দীর্ঘকাল না দেখিয়া আমাদিগকে বিস্মৃত হও নাই ত ? ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—স্বানাং মৎপিতুর্জ্ঞাতীনাং বসুদেবাদীনাম্ অর্থঃ কংসবধাদিস্তচ্চিকীর্ষয়া গতান্ চিরায়িতান্ বিলম্বিতান্ তত্র হেতুঃ। শত্রুপক্ষস্য ক্ষপণে চেতো যেষাং তান্ অতএব ব্রজমাগন্তুমপ্রাপ্তাবসরান্ অস্মানপি কিং স্মরথ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে সখীগণ ! আমার পিতারজ্ঞাতী বসুদেব আদির জন্য কংসবধ আদি তাহা করিবার ইচ্ছায় মথুরায় গেলেপর সেইখানে বহু বিলম্ব হইয়া গেল। শত্রুপক্ষের দমন করিবার ইচ্ছা যাঁহাদের সেই তাঁহাদের, অতএব ব্রজে আগমনে অবসর না পাওয়ায় আমাদিগকেও কি স্মরণ করিতেছ ॥ ৪১ ॥

অপ্যবধ্যায়থাস্মান্ স্বিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া।
নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—অপি স্বিৎ (কিম্বা) অকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া (অকৃতজ্ঞা এতে ইত্যাবিশঙ্কয়া ঈষচ্ছঙ্কয়া) অস্মান্ অবধ্যায়থ (অবজানীথ, ননু নৈতচ্ছঙ্কা মাত্রং পরন্ত নিশ্চিতমেব পরিত্যজ্য গতত্বাদিত্যাশঙ্কায়ামাহ) ভগবান্ (ঈশ্বর এব) নূনং (নিশ্চিতং) ভূতানি (ভূতসমূহান্) যুনক্তি (একত্রীকরোতি, পুনঃ) বিযুনক্তি চ (পৃথক্‌করোতি চ, সুতরাং ভগবতৈব বয়ং পৃথক্ কৃতা ন ত্বস্মাকং দোষ ইতি ভাবঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অথবা আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ আশঙ্কা করিয়া অবজ্ঞা করিতেছ ? বস্তুতঃ ভগবান্ই ভূতগণকে একত্র করিতেছেন এবং পুনরায় তাহাদিগকে

বিচ্ছিন্ন করিতেছেন, সুতরাং আমাদের কোন দোষ নাই ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—যথা তং রাত্রিন্দিবমস্মৎস্মরণবিদীর্ণ-হৃদয়োঽস্মদ্বিরহরোগনিবর্ত্তিতসকলবিষয়ভোগী মহাপ্রেমী ভবসি তথা কিং বয়ং ভবিতুং শক্নুমঃ। বয়ন্তু ত্বাং ন স্মরামঃ ত্বাং বিনাপি সুখিন্য এবাস্ম ইতি বক্রোক্তিদ্যোতকভ্রূভঙ্গিভিরেব সসংরম্ভং কৃতপ্রত্যুত্তর-রাস্তা আলক্ষ্যাহ,—অপি স্বিদস্মানবধ্যায়থ অবজানীথ। এতে অকৃতজ্ঞা ইতি আ সর্ব্বতো যা বিশঙ্কা তয়া। তত্র কিংকর্ত্তব্যমস্মাভিস্তত্ত্বং শৃণুতেত্যাহ, নূনমিতি ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেমন তুমি রাত্রিদিন আমাদের স্মরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয় হইয়াছ, আমাদের বিরহরোগদ্বারা নিবর্ত্তিত সকল বিষয় ভোগেই মহাপ্রেমী হইয়াছ। সেইরূপ আমরা কি হইতে পারিব? কিন্তু আমরা তোমাকে স্মরণ করিতেছি না, তোমাকে ছাড়াও আমরা সুখেই আছি—এই প্রকার বক্র উক্তি প্রকাশক ভ্রুভঙ্গীসমূহ দ্বারাই ক্রোধের সহিত বা প্রেমের সহিত প্রতি উত্তর করিবে, সেইরূপ তোমাদিগকে দেখিব। পরন্তু আমাদিগকে তোমরা যে ধ্যান করিতেছ তাহা জানি বা অবজ্ঞা করিতেছ যে, ইহারা অকৃতজ্ঞ। সর্ব্বপ্রকারে সেস্থলে আমাদিগকর্ত্তৃক কি কর্ত্তব্য সেই তত্ত্ব শ্রবণ কর, ভগবান নিশ্চয়ই প্রাণীগণকে যোগ ও বিয়োগ করেন ॥ ৪২ ॥

———

বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং তূলং রজাংসি চ।
সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—(এতৎ সদৃষ্টান্তমাহ) বায়ুঃ যথা (যদ্বৎ) ঘনানীকং (মেঘরাশিং) তৃণং তুলং রজাংসি চ (ধূলিকণান্ চ) সংযোজ্য (একত্রীকৃত্য) ভূয়ঃ (পুনঃ) আক্ষিপতে (পৃথক্ করোতি) তথা (তদ্বৎ) ভূতকৃৎ (ভূতসৃষ্টিকর্ত্তাপি) ভূতানি (ভূতসমূহান্ সংযোজ্যাক্ষিপতে) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—বায়ু যেরূপ মেঘরাশি, তৃণ, তূলা এবং ধূলিসমূহকে একত্রিত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া থাকে, সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তাও ভূতগণের সংযোগবিয়োগ সাধন করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—এতৎ সদৃষ্টান্তমাহ,—বায়ুরিতি। আক্ষিপতে আক্ষিপতি পৃথক্ করোতীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—বায়ু যেমন মেঘরাশিকে তৃণতুলা ও ধূলিকে একত্রিত করিয়া আবার পৃথক করে সেইরূপ ॥ ৪৩ ॥

———

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—ময়ি (ভগবতি) ভক্তিঃ হি (ভক্তিমাত্রমেব) ভূতানাং অমৃতত্বায় (শাশ্বতকল্যাণায়) কল্পতে (ভবতি, পরন্তু,) ভবতীনাং মদাপনঃ (মৎপ্রাপণঃ) মৎস্নেহঃ (মৎপ্রীতিঃ) আসীৎ (অভূদিতি) যৎ (তত্তু) দিষ্ট্যা (অতিভদ্রমেব ভবতি) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—আমার প্রতি ভক্তি জন্মিলেই প্রাণিগণের অমৃতত্বলাভ হইয়া থাকে, অধিকন্তু তোমরা আমার লাভের উপায়স্বরূপ পরমপ্রেম লাভ করিয়াছ বলিয়া তাহা অতিশয় কল্যাণজনক হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভো বাগ্মিশিরোমণে, যস্মিন্ দোষমারোপয়সি স ভগবাংস্ত্বমেব সর্ব্বলোকবিখ্যাতো ভবসীত্যস্মাভির্জ্ঞায়ত এব। ভোঃ সখ্য, এবঞ্চেৎ সত্যমহং ভগবানেব তদপি ভবতীনাং মৎস্নেহাধীন এবাস্মীত্যাহ—ময়ি ভক্তিমাত্রমেব তাবদমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যত্তু ভবতীনাং মৎস্নেহ অসীত্তদ্দিষ্ট্যা মদ্ভাগ্যেনৈবাতিভদ্রমেব। যতো মদাপনঃ মাম্ আপয়তি বলাদাকৃষ্য যুষ্মৎসমীপমানয়ত্যানীয়াচিরেণৈব যুষ্মদন্তিক এব স্থাপয়িষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল—ওহে বক্তাশিরোমণি! যাহাতে দোষ আরোপণ করিতেছ—সেই ভগবান তুমিই সর্ব্বলোক বিখ্যাত হও, ইহা আমরা জানিই, তাহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন—হে সখীগণ! ইহাই যদি হয়—সত্য আমি ভগবানই তাহা হইলেও তোমার আমার স্নেহের অধীনই অথবা আমার স্নেহাধীন তোমরা হও। আমাতে ভক্তিমাত্রই অমৃতের অর্থাৎ মোক্ষের জন্য হয়, তোমাদের যে আমার প্রতি স্নেহ ছিল তাহা আমার ভাগ্যবশতঃ অতিমঙ্গল জনকই। যেহেতু আমার আপন অর্থাৎ আমাকে

পাইয়ে দেয়, বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তোমাদের সমীপে আনয়ন করে, অচিরেই তোমাদের নিকটেই আনিয়া স্থাপন করিবে, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৪৪ ॥

অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ ॥৪৫

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গনাঃ (হে রমণ্যঃ,) ভৌতিকানাং (ভূতজাতানাং শরাবসৈন্ধবাদীনাং পদার্থানাং) যথা (যদ্বৎ) খং (আকাশং) বাঃ (বারি) ভূঃ (ক্ষিতিঃ) বায়ুঃ জ্যোতিঃ (তেজঃ, এতানি পঞ্চমহাভূতানি আদ্যন্তাদিরূপাণি তথা) অহং হি (অহমেব) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বেষাং জরায়ুজাদীনাম্) আদিঃ (মূলকারণম্) অন্তঃ (প্রলয়কারণং) অন্তরং (অন্তর্যামী, তথা) বহিঃ (বহির্দ্দেশে চ বর্ত্তে, তস্মাদ্ ব্যাপকং মাং ভবত্যঃ প্রাপ্তা এবেতি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ— হে রমণীগণ, ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ,—এই পঞ্চ মহাভূত যেরূপ যাবতীয় ভৌতিকপদার্থের আদি ও অন্ত প্রভৃতিরূপে বর্ত্তমান, সেইরূপ আমিও জরায়ুজ প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণিগণের সৃষ্টি-সংহারকর্ত্তা এবং অন্তরে ও বহির্দ্দেশে বর্ত্তমান থাকায় তোমরা সর্ব্বদা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াই অবস্থান করিতেছ ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ মামেব ভগবন্তং যদি যূয়ং জানীধ্বে এব তদা মদ্বিরহদুঃখং নাস্ত্যেব যুষ্মাকং, কেবলমবিবেকেনৈব দুঃখং লভধ্বে। তস্মাদবিবেকধ্বংসনং মত্তঃ শিক্ষধ্বমিত্যাশয়েনাহ,— অহমিতি। বস্তুতস্তু ভোস্ত্রিজগতীবর্তিনো মহাযোগেশ্বরাঃ, জ্ঞানং দুঃখমাত্রধ্বংসনং যৎ যূয়ং ব্রূধ্বে তদিদমবধত্ত উদ্ধবোপদিষ্টমিব সাক্ষান্মদুপদিষ্টমপি জ্ঞানং প্রেমবৎসু জনেষু দুঃখানিবর্ত্তনাদ্বৈয়র্থ্যমেব প্রাপ্নোতীতি জ্ঞাপয়ন্নেব গোপীর্জ্ঞানমাহ,—অহমিতি। সর্ব্বভূতানাং দেবমনুষ্যতির্য্যগাদীনাং আদ্যন্তমধ্যবহির্বর্ত্তীত্যর্থঃ। ভৌতিকানাং দেহানাং যথা খাদীনি পঞ্চমহাভূতান্যাদ্যন্তাদিবর্ত্তীনীত্যর্থঃ। হে অঙ্গনাঃ, রমণ্যঃ, এবং তত্ত্বং মে যূয়ং স্ত্রীজনাঃ নৈব জানীথেতি ভাবঃ ॥৪৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর বলি আমাকে ভগবান বলিয়া যদি তোমরা জানিয়া থাকই, তাহা হইলে আমার বিরহ দুঃখ তোমাদের নাইই, কেবল না জানার জন্যই দুঃখ লাভ করিতেছ। অতএব ঐ অজ্ঞান ধ্বংসের জন্য আমার নিকট হইতে কিছু শিক্ষা কর, এই আশয়ে বলিতেছেন—বস্তুত কিন্তু ওহে এই ত্রিজগতের মধ্যে স্থিত তোমরা মহাযোগেশ্বরগণ জ্ঞানই দুঃখমাত্রকে নাশ করে যে তোমরা বলিতেছ, তাহা এই অবধারণ কর। উদ্ধব কর্ত্তৃক উপদিষ্টই সাক্ষাৎ আমার উপদিষ্ট হইলেও জ্ঞান-প্রেমবতীগণ তোমাদের মধ্যে দুঃখ অবিনাশন হেতু ব্যর্থই হইয়াছে, ইহা জানাইয়া গোপীগণকে জ্ঞান বলিতেছেন—সর্ব্ববিধ প্রাণী, দেব, মনুষ্য, পক্ষী প্রভৃতির আদি অন্ত মধ্য ও বহিস্থিত ভৌতিক দেহসমূহের যেমন আকাশ আদি পঞ্চমহাভূত আদি ও অন্তে বর্ত্তমান আছে। হে অঙ্গনা! হে রমণীগণ। এইরূপতত্ত্ব আমার, তোমরা স্ত্রীলোক অতএব জান না ॥ ৪৫ ॥

এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাত্মনা ততঃ।
উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু চতুর্ব্বিধভূতগ্রামাণাং তদ্‌ভোক্তা আত্মৈবাদ্যন্তাদিরূপস্তস্মিংশ্চ সর্ব্বব্যাপকে সর্ব্বভূতানি বর্ত্তন্ত ইতি কুতস্তৎপ্রাপ্তিরস্মাকমিত্যত আহ) এবং হি (যথা ভৌতিকানি শরাবাদীনি মহাভূতেষু বর্ত্তন্তে, তথা) এতানি ভূতানি ভূতেষু (স্বকারণেষু ভূতেষ্বেব বর্ত্তন্তে, ভৌতিকত্বাবিশেষাদিত্যর্থঃ, ন তু ভোক্তর্য্যাত্মনি) আত্মা (তু) আত্মনা (ভোক্তৃরূপেণ ভূতেষু) ততঃ (ব্যাপ্তঃ, ন কারণত্বেন) অথ উভয়ং (ভূতভৌতিকরূপং ভোগ্যং, তথা ভোক্তারমাত্মানঞ্চৈতদুভয়মেব) অক্ষরে (পরিপূর্ণে) পরে (পরমাত্মস্বরূপে) ময়ি আভাতং (প্রকাশমানং) পশ্যত (অবলোকয়ত) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—ভৌতিক পদার্থসমূহ যেরূপ স্বীয় কারণ মহাভূতে বর্ত্তমান, সেইরূপ মহাভূতগণও স্বীয় কারণ সূক্ষ্মভূতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, আত্মাতে বর্ত্তমান নহে। আত্মাও ভোক্তৃসূত্রেই ভূতসমূহে বিরাজমান, কারণসূত্রে বিরাজমান নহে। পরন্তু ভূত ও ভৌতিকরূপ ভোগ্য পদার্থসমূহ এবং ভোক্তা আত্মা, এই উভয়ই পরিপূর্ণ পরমাত্মরূপী আমার মধ্যে প্রকাশ রহিয়াছে, তাহা অবলোকন কর ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবং হি তদেবমিত্যর্থঃ। এতানি ভূতান্যাকাশাদীনি ভূতেষু দেহেষু বর্ত্তন্তে। আত্মা জীবশ্চ আত্মনা স্বরূপেণ ততঃ বিস্তৃতঃ। দেহব্যাপকঃ সন্ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। উভয়ং দেহং জীবঞ্চ ময়ি পরে পরমাত্মনি অক্ষরে নিত্যে সর্ব্বব্যাপকে অধিষ্ঠানতত্ত্বে আভাতং প্রকাশিতং পশ্যত। তেন যুষ্মাকং দেহা আত্মানশ্চ ময্যেব সদা বর্ত্তন্ত এবেতি কুতো মদ্বিরহ-খেদোঽবিবেকবিজৃম্ভিত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারই তাহা এই আকাশাদি ভূতসমূহ এই ভৌতিক দেহে বর্ত্তমান আছে, আত্মা জীবও স্বরূপতঃ তাহা হইতে বিস্তৃত সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া আছে। এই দেহ ও জীব আমি যে পরমাত্মা অক্ষর নিত্য সর্ব্বব্যাপক অধিষ্ঠান তত্ত্ব-রূপে প্রকাশিত তাহা দর্শন কর, তাহা হইলে তোমা-দের দেহ ও আত্মাসমূহ আমাতেই সর্ব্বদা আছেই তাহা হইলে কোথা হইতে আমার বিরহ খেদ, অবিবেক কল্পিত ॥ ৪৬ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্ত-জীবকোশাস্তমধ্যগন্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—কৃষ্ণেন এবম্ (ইত্থম্) অধ্যাত্মশিক্ষয়া (স্বরূপোপদেশেন) শিক্ষিতাঃ (বোধিতাঃ) গোপ্যঃ তদনুস্মরণধ্বস্তজীবকোশাঃ (তস্যানুস্মরণেন ধ্বস্তো জীবনকুমুদস্য কোশো অন্ত-র্ভাগো যাসাং তাঃ তৎপ্রাপ্ত্যাশামাত্র রক্ষিতকিঞ্চিন্মাত্র-জীবনাঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণমেব) অধ্যগন্ (প্রাপুঃ) ॥৪৭॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এইরূপ স্বস্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া গোপীগণ অনুক্ষণ তাঁহারই ধ্যানে তাঁহাদের জীবন-কুমুদের অন্তর্ভাগ ধ্বস্ত প্রায় হওয়ায় অর্থাৎ তৎপ্রাপ্ত্যা-শায় কিঞ্চিন্মাত্র জীবন রক্ষিত হওয়ায় অবশেষে তাঁহা-কেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—অস্যাঃ পঞ্চশ্লোক্যা আভ্যন্তরহেত্বর্থস্তু বৈষ্ণবতোষিণ্যাং দ্রষ্টব্যঃ। অধ্যাত্মশিক্ষয়া এবং জ্ঞানোপদেশেন শিক্ষিতাঃ প্রবোধিতাঃ। তদনুস্মরণেন তদ্বিরহোত্থতীব্রনিরন্তরধ্যানসূর্য্যেণ ধ্বস্তো জীবনকুমু-দস্য কোশোঽন্তর্ভাগো যাসাং তাঃ তৎপ্রাপ্ত্যাশামাত্র-রক্ষিতকিঞ্চিন্মাত্রজীবনা ইত্যর্থঃ। তং অধ্যগন অধি-গতবত্যঃ। যঃ খল্বস্মাকমজিজ্ঞাসূনামপি রাসারম্ভে ধর্ম্মোপদেষ্টা উদ্ধব দ্বারা চ জ্ঞানোপদেষ্টা সাম্প্রতমপি জ্ঞানমুপদিশতি। সোঽয়ং স্বভাবোঽপ্যস্য দুস্ত্যজ এবেতি প্রত্যভিজ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ। জীবকোশো লিঙ্গ-দেহ ইতি ব্যাখ্যাতুং ন সঙ্গচ্ছতে নিত্যসিদ্ধানাং সতাং লিঙ্গদেহাভাবাৎ। সাধনসিদ্ধানামপি তাসাং কৃষ্ণ-সম্ভুক্তানামেতাবৎকালপর্য্যন্তং প্রাকৃতলিঙ্গদেহসত্তান-ভ্যুপগমাৎ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—এই পঞ্চশ্লোকের অভ্যন্তর হেতুর অর্থ বৈষ্ণবতোষণীতে দ্রষ্টব্য। অধ্যাত্ম শিক্ষাদ্বারা এইপ্রকার জ্ঞান উপ-দেশ দ্বারা গোপীগণ শিক্ষিত হইয়া তত্ত্ব জানিলেন এবং ইহার নিরন্তর স্মরণ দ্বারা কৃষ্ণ বিরহজাত তীব্র নিরন্তর ধ্যানসূর্য্যদ্বারা জীবনরূপ কুমুদকোষের অন্তরভাগের অন্ধকার চলিয়া গেলে তাহারা কৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশামাত্রদ্বারা কিঞ্চিৎ জীবনমাত্র লাভ করি-লেন, এই জ্ঞান লাভ গোপীগণ করিলেন যে কৃষ্ণ আমরা জিজ্ঞাসা না করিলেও রাসলীলার প্রথমে ধর্ম্মের উপদেষ্টা ও উদ্ধবদ্বারা জ্ঞান উপদেষ্টা এখনও জ্ঞান উপদেশ করিতেছেন, সেই ইহার স্বভাবও ইহার পক্ষে দুস্ত্যজ। ইহাই জানিবার বিষয়। জীবকোষ অর্থাৎ লিঙ্গশরীর এইরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। নিত্য সিদ্ধ সাধুগণের লিঙ্গ দেহ নাই, সাধন সিদ্ধগোপীগণেরও কৃষ্ণ যাঁহাদিগকে সম্ভোগ করিয়া-ছেন, তাঁহাদের এতকাল পর্য্যন্ত প্রাকৃত লিঙ্গদেহ আছে ইহা স্বীকার করা যায় না ॥ ৪৭ ॥

———

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বৃষ্ণি-গোপসঙ্গমো নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

অন্বয়ঃ—(তদানীং তা গোপ্যঃ) আহুঃ চ (এবং

প্রার্থয়ামাসুশ্চ, হে) নলিননাভ, (হে পদ্মনাভ, শ্রীকৃষ্ণ,) অগাধবোধৈঃ (অনন্তজ্ঞানৈঃ) যোগেশ্বরৈঃ (ব্রহ্মাদ্যৈরপি) হৃদি (স্বহৃদয়ে) বিচিন্ত্যং (ধ্যেয়ং, তথা) সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং (সংসারকূপপতিতানাং উত্তরণে উদ্ধারে অবলম্বং আশ্রয়ভূতং) তে (তব) পদারবিন্দং (পাদপদ্মযুগলং) গেহং জুষাং (গৃহসেবিনীনাং) অপি নঃ (অস্মাকং) মনসি (চিত্তে) সদা উদিয়াৎ (আবির্ভবেৎ) ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাশীতিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—তৎকালে তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—হে নলিননাভ, শ্রীকৃষ্ণ, আপনার পাদপদ্মযুগল অগাধ-বোধবিশিষ্ট ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং উহা সংসার-কূপপতিত জীবগণের উত্তরণাবলম্বন স্বরূপ। গৃহসেবিনী আমাদিগের মনেও সর্ব্বদা আপনার চরণযুগল আবির্ভূত থাকুক ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—আহুশ্চ বক্রোক্ত্যা সের্ষ্যমূচুশ্চেত্যর্থঃ। ভোস্তত্ত্বজ্ঞানাধ্যাপকশিরোমণে, পরমেশ্বর, সাক্ষান্মূর্ত্তপরমাত্মন্, অস্মাকং গৃহবিত্তকুটুম্বাদ্যাসক্তিমধিকামবধার্যৈব পূর্ব্বমুদ্ধবদ্বারা সাম্প্রতং স্বয়মপি যদজ্ঞাননিবর্ত্তকজ্ঞানোপদেশেন চিত্তং নির্ম্মলয়সি তদেষ তে নিরুপাধিক এব স্নেহোঽস্মাসু মোক্ষার্থকোঽবগতঃ। কিন্তু গোপস্ত্রীজনানাং দুর্মেধানামস্মাকং হৃদি কথমেতজ্জ্ঞানং তিষ্ঠেদ্ব্রহ্মাদিগম্যং ত্বচ্চরণচিন্তনমপি নায়াতি তস্মাত্তদেব যথাশক্যং স্যাত্তথা কৃপয়েত্যাহুঃ —তে ইতি। যোগেশ্বরৈরেব হৃদি বিচিন্ত্যং বয়ং স্বকর্ম্মফলসন্তাপিতাঃ কথং চিন্তয়িতুং শক্নুমঃ। অগাধবোধৈর্বয়ন্তু মন্দধিয়ং সংসারকূপেত্যস্মাকং সংসারদুঃখং নিবর্ত্তয়িতুং ত্বং কৃপয়া যতস্বেতি ভাবঃ। গেহং জুষাং গৃহাসক্তানামপি নঃ সদা মনসি উদয়তামিত্যন্তঃকোপ এব ব্যঞ্জিতঃ। ইহ খলু,—"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃপ্রপন্নাঃ" ইতি। "ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্" ইতি। "স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ" ইত্যাদি পরশশতবচনৈরবগততত্ত্বা ভক্তাঃ কেঽপি জ্ঞানফলং মোক্ষং ভগবতা দত্তমপি নৈবাদদতে সর্ব্বভক্তচূড়ামণিভিরাভির্গোপীভির্মোক্ষসাধনস্য জ্ঞানস্য গ্রহণং কথমুপপদ্যতামতঃ প্রাণপ্রেষ্ঠমুখাত্তদসহ্যমধ্যাত্মং শ্রুত্বা শ্লোকেনানেন কোপ এব ব্যঞ্জয়িতুমর্হ ইত্যত এবমেব ব্যাখ্যা সমুচিতা। যথাশ্রুতোপস্থিতার্থব্যাখ্যানমপি মোহিনীসধর্ম্মণঃ শাস্ত্রস্যাস্য সম্ভবেদেব তত্তু স্পষ্টমেব। যদ্বা, ভোঃ সাক্ষাদজ্ঞানধ্বান্তভাস্কর, তব এতৈস্তত্ত্বজ্ঞানাতপৈর্বয়ং জলাম এব বয়ং হি চকোর্য্যস্ত্বন্মুখচন্দ্রজ্যোৎস্নয়ৈব জীবামস্তস্মাৎ শ্রীবৃন্দাবনমাগত্য স্বীয়বাসাদিবিলাসৈরস্মান্ জীবয়েত্যাহুস্তে ইতি। যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যং অস্মাভিস্তু হৃদুপরি কুচদ্বয়ে তৎ ধৃত্বৈব জীবিতুমুৎসহামহে নান্যথেতি ভাবঃ। অগাধবোধৈর্গম্ভীরবুদ্ধিভিরস্মাভিঃ তরলবুদ্ধিভিরস্মাভিস্তু তচ্চিন্তনারম্ভ এব মূর্চ্ছাসিন্ধৌ নিমজ্যতে কুতস্তচ্চিন্তনমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তচ্চিন্তিতং সৎ সংসারকূপাদেবোদ্ধারকং ন তু তদ্বিরহসমুদ্রপতিতজনানুদ্ধর্ত্তুং সমর্থমিতি ভাবঃ। বয়ং হি গোপ্যো ন সংসারকূপে পতিতাঃ আবাল্যাদেব ত্যক্তগৃহাপত্যাদিসংসারসুখত্বাৎ, কিন্তু তদ্বিরহাম্বুধাবেব ননু, তর্হ্যাগচ্ছত দ্বারকামেব তত্রৈব যুষ্মাভিঃ সহ বিলাসমস্তত্রাহুঃ—মনস্যপি গেহং গেহরূপমাস্পদং শ্রীবৃন্দাবনং জুষাং জুষমাণানাং ত্যক্তুমশক্নুবতীনামিত্যর্থঃ। তত্রৈব তব পিঞ্ছমৌলিত্বমুরলীমনোহরত্বাদিমাধুর্য্যাণামস্মদ্রোচকত্বাদিতি ভাবঃ। তস্মাদস্মাকং তত্রৈব চরণারবিন্দম্ উদিয়াৎ উদয়তাং ব্রজভূমৌ ত্বদ্দর্শনেনৈবাস্মাকং সন্তাপোপশমো ন তু ত্বৎস্মরণেন কুতঃ পুনরাত্মজ্ঞানেনেতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্ব্যশীতিতম এষোঽপি দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বক্র উক্তিদ্বারা গোপীগণ ঈর্ষার সহিত বলিতে ছিলেন—ওহে তত্ত্বজ্ঞান অধ্যাপক শিরোমণি! পরমেশ্বর সাক্ষাৎ মূর্ত্ত পরমাত্মা! আমা-

দিগকে অর্থাৎ গৃহ বিত্ত কুটুম্ব আদিতে আসক্তি অধিক জানিয়াই পূর্ব্বে উদ্ধবদ্বারা সম্প্রতি স্বয়ংও অজ্ঞান নিবর্ত্তক যে জ্ঞান উপদেশদ্বারা আমাদের চিত্তকে নির্ম্মল করিতেছ সেই এই তোমার নিরূপাধিক স্নেহ আমাদের মধ্যে মোক্ষের জন্য আছে ইহা কে জানিল। কিন্তু গোপস্ত্রীগণ আমাদের দুষ্টবুদ্ধিগণের হৃদয়ে কিরূপে এই জ্ঞান স্থায়ী হইবে, ব্রহ্মাদিগম্য তোমার চরণচিন্তনও আসে না, অতএব তাহা যেমন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, সেইরূপ কৃপা পূর্ব্বক বল যোগেশ্বরগণেরই হৃদয়ে চিন্তনীয়, আমরা স্বকর্ম্ম-ফলদ্বারা সন্তাপিত হৃদয়, কিরূপে চিন্তা করিতে পারিব ? যাহারা অগাধবোধ তাহারাই পারে না, আমরা কিন্তু মন্দবুদ্ধি সংসার কূপে পতিত আমাদের সংসার দুঃখ নিবারণ করিবার তুমি কৃপা করিয়া যত্ন কর, গৃহাসক্ত আমাদেরও সর্ব্বদা মনে উদয় হও, ইহা দ্বারা তাহাদের অন্তরে ক্রোধই প্রকাশ পাইল। এস্থলে নিশ্চয়ই আমরা ব্রহ্মার পদ, ইন্দ্রলোক, সার্ব্বভৌম রাজত্ব রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি-সমূহ বা মোক্ষ কিছুই চাই না, আমরা তোমার পাদ-পদ্ম ধূলিতে শরণাগত। ধীর সাধুগণ এবং আমার একান্তি ভক্তগণ কিছুই বাঞ্ছা করে না, আমি কৈবল্য মোক্ষ দিতে চাহিলেও নেয় না। স্বর্গ মোক্ষ ও নরকে তুল্যদর্শী ইত্যাদি শত শত বাক্যদ্বারা ভক্তগণ এইতত্ত্ব অবগত আছেন। কেহই জ্ঞানফল মোক্ষ ভগবান দিলেও গ্রহণ করে না, সর্ব্বভক্তচূড়ামণি এই গোপীগণ মোক্ষসাধনের জ্ঞান গ্রহণ করিবে ইহা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয়। অতএব প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে ঐ অসহ্য এই অধ্যাত্মজ্ঞান শুনিয়া ঐ শ্লোকদ্বারা ক্রোধই প্রকাশ হওয়া যুক্তিযুক্ত। অতএব এই রূপ ব্যাখ্যাই উচিৎ। যথা শ্রুত শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাদ্বারাও অমৃত বণ্টন কারিণী মোহিনী সমান-ধর্ম্ম এই শ্রীমদ্ভাগবতের পক্ষে সম্ভব হয়ই তাহা স্পষ্টই।

অথবা ওহে সাক্ষাৎ অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ধ্বংস-কারী সূর্য্য ! তোমার এই সকল তত্ত্বজ্ঞানরূপ তাপের দ্বারা জ্বলিয়া মরিবই, আমরা চোকরীপক্ষী তোমার মুখচন্দ্রের জ্যোস্নাদ্বারাই বাঁচিয়া থাকিব। অতএব শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া নিজ রাসাদি বিলাস দ্বারা আমা-দিগকে বাঁচাও, ইহাই বলিতেছেন। গোপীগণ যোগে-শ্বরগণের হৃদয়ে যাহা চিন্তার বিষয়, আমরা কিন্তু হৃদয়ের উপরে কুচদ্বয়ে তাহা ধারণ করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে উৎসাহ করি। অন্য প্রকারে নহে। অগাধ-জ্ঞানগম্ভীর বুদ্ধিগণের পক্ষে যাহা, আমরা তরলবুদ্ধি আমাদের পক্ষে তাহা চিন্তনের আরম্ভে মূর্চ্ছাসাগরে নিমজ্জিত হই, অতএব কোথায় সেই চিন্তা। আর সেই চিন্তিত বস্তু সংসার কূপ হইতে উদ্ধার কারক, তোমার বিরহ সমুদ্রে পতিত জনগণকে উদ্ধার করিতে সমর্থ নহে, আমরা গোপীগণ সংসারকূপে পতিত নহি, বাল্যকাল হইতেই গৃহপুত্রাদি সংসার ত্যাগ করিয়া সুখ মনে করি, কিন্তু তোমার বিরহ সমুদ্রে নয়, যদি বল তাহা হইলে দ্বারকায়ই এস, সেইখানেই তোমাদের সহিত বিলাস করিব, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—মনেও গৃহ, গৃহরূপ আস্পদ শ্রীবৃন্দাবন-সেবিনী আমাদের পক্ষে বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে অসমর্থ, সেই বৃন্দাবনেই তোমার শিখিপুচ্ছচূড়া, মুরলীমনোহর গানরূপ, মাধুর্য্যসমূহ আমাদের রুচি-কর, অতএব আমাদের বৃন্দাবনেই তোমার চরণ-কমল উদয় হউক, ব্রজভূমিতে তোমার দর্শনদ্বারাই আমাদের সন্তাপ উপশম হইবে, তোমার স্মরণের দ্বারা হইবে না, আর তোমার উপদিষ্ট আত্মজ্ঞানদ্বারা কি হইবে ॥ ৪৮ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দশমস্কন্ধে এই দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৮২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তথানুগৃহ্য ভগবান্ গোপীনাং স গুরুর্গতিঃ।
যুধিষ্ঠিরমথাপৃচ্ছৎ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদোঽব্যয়ম্ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে স্ত্রীগণমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণ-পত্নীগণ কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর নিকট স্ব-স্ব পাণিগ্রহণ ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট হইতে আসিয়া যুধিষ্ঠিরাদি সুহৃদ্‌গণের কুশলপ্রশ্ন করিলে বান্ধবগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, যাঁহারা ভগবৎপাদপদ্মচরিত্র-মধু বারেকও কর্ণপুটে পান করিয়াছেন, তাঁহাদের অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

অতঃপর তাঁহারা কৃষ্ণের স্তুতি করিতে থাকিলে নারীগণমধ্যে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তদীয় পত্নী-গণকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কৃষ্ণমহিষী-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রুক্মিণীদেবী বলিলেন যে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ শিশুপালের নিকট তাঁহাকে সমর্পণের নিমিত্ত তৎসাহায্যার্থ ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ সবলে রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছিলেন। সত্যভামা বলিলেন যে প্রসেন সিংহ-কর্ত্তৃক নিহত হইলে সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রসেন-হত্যার দোষারোপ করেন। নিজদোষক্ষালনার্থ শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববান্‌কে পরাজয় করিয়া স্যমন্তক মণি উদ্ধার করিলে সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মিথ্যা দোষা-রোপ জনিত অপরাধে ভীত হইয়া সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণহস্তে সমর্পণ করেন। জাম্ববতী বলিলেন যে, তৎপিতা জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ প্রভু বলিয়া না জানায় তাঁহার সঙ্গে সপ্তদশ দিবস যুদ্ধ করেন। পরিশেষে তিনিই শ্রীরামচন্দ্র বুঝিয়া স্যমন্তকমণি সহ জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণচরণে উপহার প্রদান করেন। কালিন্দী বলিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্যানিরতা থাকিলে অর্জ্জুন সহ শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভদ্রা বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বয়ম্বরক্ষেত্রে গমন করিয়া প্রতিপক্ষ রাজগণের পরা-জয়পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ পুরীতে লইয়া আসেন। শ্রীসত্যা বলিলেন যে, তাঁহার পিতা পণ করিয়াছিলেন, যে সাতটী মহাবলশালী বৃষকে নিগ্রহ করিয়া বন্ধন করিতে পারিবেন, তিনিই সত্যার যোগ্যপাত্র। শ্রীকৃষ্ণ তদনুসারে ঐ সপ্তবৃষকে নিগ্রহ করিয়া সত্যার পাণি-গ্রহণ করেন। শ্রীমিত্রবিন্দা বলিলেন যে, তাঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগিণী তাঁহাকে মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীলক্ষ্মণা বলিলেন যে, তাঁহার স্বয়ম্বরে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ন্যায় এক মৎস্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, কুম্ভজলস্থ প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে হইত। বহু নরপতি তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। অর্জ্জুনও ঐ কুম্ভস্থ জলে প্রতিবিম্ব দর্শনপূর্ব্বক বাণ নিক্ষেপ করিলে তাহা কেবল মৎস্য-কে স্পর্শমাত্র করিয়াছিল, লক্ষ্যভেদ করিতে পারে নাই। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া মৎস্যকে ভূপাতিত করেন। তখন লক্ষ্মণা শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলে লক্ষ্যভেদে অকৃতকার্য্য রাজ-গণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের বাণাঘাতে কাহারও কাহারও শিরঃ, হস্তাদি ছিন্ন হইলে অবশিষ্ট রাজগণ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও লক্ষ্মণাসহ স্বপুরে প্রবেশ করি-লেন। অন্যান্য পত্নীগণ বলিলেন যে, নরকাসুর দিগ্বিজয়কালে পরাজিত রাজগণের কন্যাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের বিনাশ সাধন করিয়া কন্যাগণকে বিবাহ করেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—গোপীনাং গুরুঃ গতিঃ (আশ্রয়শ্চ) সঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তথা (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ তাঃ) অনুগৃহ্য অথ (অনন্তরং) যুধিষ্ঠিরং (তথা) সর্ব্বান্ সুহৃদঃ চ অব্যয়ং (কুশলম্) অপৃচ্ছৎ (পৃষ্টবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—গোপীগণের গুরু এবং আশ্রয়ভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্তরূপে তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিয়া যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য সুহৃদ্‌গণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সুহৃদ্ভিঃ সংস্তুতঃ কৃষ্ণস্তদ্ভার্য্যা দ্রৌপদীং প্রতি।
স্বস্বোদ্বাহকথামূচুস্ত্র্যশীতিতম ঈলিতাম্ ॥০॥

যথা তাসাং মনঃপ্রসাদোহভূত্তথেত্যর্থঃ। সর্ব্বেষামেব সাধূনাং স গতির্ভবেদেব গোপীনান্তু গুরুর্গতির্মহতী গতিরিত্যর্থঃ। অব্যয়ং কুশলম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্র্যশিতিতম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভার্য্যাগণ দ্রৌপদী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহার নিকট নিজ নিজ বিবাহ কথা বলিয়াছিলেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

যেভাবে কৃষ্ণপত্নীগণের মনের আনন্দ হয় সেইভাবে, সকল সাধুগণের শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র গতি, কিন্তু গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ মহতী গতি। অব্যয় অর্থাৎ কুশল ॥ ১ ॥

———

ত এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ।
প্রত্যূচুর্হৃষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—লোকনাথেন (জগদীশ্বরেণ শ্রীকৃষ্ণেন) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপং) পরিপৃষ্টাঃ (কুশলং জিজ্ঞাসিতাঃ) সুসৎকৃতাঃ (সম্যক্ পূজিতাঃ) তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ (তৎপাদদর্শনেন বিনষ্টপাপা) হৃষ্টমনসঃ (প্রীতমানসাঃ) তে (যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ) প্রত্যূচুঃ (প্রত্যুত্তরবাক্যং কথয়ামাসুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ— তখন শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম দর্শনে পাপমুক্ত পূর্ব্বোক্ত বান্ধবগণ তাঁহার নিকট হইতে কুশলপ্রশ্ন ও যথাযথ সৎকার লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥

———

কুতোহশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং
মহন্মনস্তো মুখনিঃসৃতং ক্বচিৎ।
পিবন্তি যে কর্ণপুটৈরলং প্রভো
দেহম্ভৃতাং দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, যে মহন্মনস্তঃ (মহতাং মনঃসকাশাৎ) মুখনিঃসৃতং (মুখদ্বারতো নিঃসৃতং, কিঞ্চ) দেহংভৃতাং (দেহিনাং) দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদং (দেহকৃচ্চাসৌ অস্মৃতিশ্চ অবিদ্যা তাং ছিনত্তীতি তথা তং, কিম্বা দেহকৃদীশ্বরস্তদ্বিষয়াজ্ঞানচ্ছিদং) ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং (ভবদীয়শ্রীচরণকমলচরিতকীর্ত্তনরূপম্ আসবং মধু) ক্বচিৎ (কদাচিদপি) কর্ণপুটৈঃ (কর্ণরূপপাত্রৈঃ) অলং (প্রকামং) পিবন্তি (শৃণ্বন্তীত্যর্থঃ, তেষাং জনানামস্মাকমিত্যর্থঃ) অশিবম্ (অমঙ্গলং) কুতঃ (কথং সম্ভবেৎ, কথমপি নেত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, যাহা মহাজনগণের হৃদয় হইতে মুখদ্বার দ্বারা বহির্গত হইয়া জীবগণের সংসারহেতু অবিদ্যার বিনাশ করিয়া থাকে, তাদৃশ ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মচরিত-মধু যাহারা একবারও কর্ণপুট দ্বারা পান করিয়া থাকে, তাদৃশ আমাদের অমঙ্গল কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং যে কর্ণপুটৈঃ পিবন্তি তেষাং দেহম্ভৃতাং দেহধারিণাং কুতোহশিবমিত্যন্বয়ঃ। মহতাং মনস্তঃ সকাশাৎ মুখদ্বারতো নিঃসৃতং দেহকৃচ্চাসাবস্মৃতিশ্চাবিদ্যা তাং ছিনত্তীতি তথা তম্ ॥৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার চরণকমল আসব যাহারা কর্ণপুটসমূহদ্বারা পান করেন, সেই দেহধারীগণের অমঙ্গল কোথায় ? এই ভাবে অন্বয় হইবে। মহৎগণের মন হইতে মুখদ্বার দিয়া নিঃসৃত হইয়া সংসার হেতু অবিদ্যার বিনাশ করে, সেইরূপ আপনি কৃষ্ণ ॥ ৩ ॥

———

হি ত্বাত্মধামবিধুতাত্মকৃতত্র্যবস্থ-
মানন্দসংপ্লবমখণ্ডমকুণ্ঠবোধম্।
কালোপসৃষ্টনিগমাবন আত্তযোগ-
মায়াকৃতিং পরমহংসগতিং নতাঃ স্ম ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে প্রভো,) আত্মধামবিধুতাত্মকৃতত্র্যবস্থম্ (আত্মধাম্না স্বরূপপ্রকাশেন বিধুতা নিরস্তা আত্মকৃতা বুদ্ধিকৃতাস্তিস্রোহবস্থা যস্মিংস্তং, তথা) আনন্দসংপ্লবং (সর্ব্বানন্দকরূপম্) অখণ্ডম্ (অপরিচ্ছিন্নম্) অকুণ্ঠবোধং (ন কুণ্ঠঃ কুণ্ঠিতো বোধশ্চিচ্ছক্তির্যস্য তং) কালোপসৃষ্টনিগমাবনে (কালেনোপসৃষ্টা বিপ্লুতাশ্চ তে নিগমাশ্চেতি তেষামবনে রক্ষার্থম্) আত্তযোগমায়াকৃতিম্ (আত্তা গৃহীতা যোগমায়য়া

আকৃতির্নিরাকারমূর্ত্তির্যেন তং) পরমহংসগতিং (পরমহংসানাং গতিং) ত্বা (ত্বাং) হি নতাঃ স্ম (বয়ং প্রণমামঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, স্বরূপপ্রকাশনিবন্ধন আপনার মধ্যে বুদ্ধিকৃত অবস্থাত্রয় নিরস্ত হইয়াছে, আপনি স্বয়ং সর্ব্বানন্দরূপী, অখণ্ড এবং অকুন্ঠিত চিচ্ছক্তিসম্পন্ন হইয়াও কালপ্রভাবে বিপ্লবগ্রস্ত বেদসমূহের রক্ষার জন্য যোগমায়ায় নরমূর্ত্তি স্বীকার করিয়াছেন। আমরা পরমহংসজনের আশ্রয়স্বরূপ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—হি নিশ্চিতমেব ত্বা ত্বাং নতাঃ স্ম। আত্মধাম্না স্ববিগ্রহপ্রকাশেন বিধূতা খণ্ডিতাঃ আত্মকৃতা অবিদ্যানির্ম্মিতাঃ ত্র্যবস্থা জীবানাং ত্রিগুণময্যোঽবস্থা যেন তম্। অতঃ কথমকুশলমস্মাকং সম্ভবেদিতি ভাবঃ। আনন্দ এব সংপ্লবো নিমজ্জনং যস্য যস্মাদ্বা তম্। প্রত্যুত ত্বাং দৃষ্ট্বা বয়মানন্দ এব নিমজ্জাম ইতি ভাবঃ। অখণ্ডঃ পরিপূর্ণঃ বিকুণ্ঠঃ কালাদিভিরকুণ্ঠিতো বোধো জ্ঞানং যস্য তমিত্যস্মচ্চিত্তবৃত্তীস্ত্বচ্চরণানুবর্ত্তিনীস্ত্বং জানাস্যেবেতি ভাবঃ। কালেন উপসৃষ্টানাং নষ্টানাং নিগমানাং বেদানাং বেদোক্তমর্য্যাদানাম্ অবনে পালনে নিমিত্তে এব আত্তা গৃহীতা যোগমায়য়া কৃতির্দুষ্টনিগ্রহশিষ্টপালনলক্ষণা লীলা যেন তমিতি সর্ব্বসুখপ্রদমিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হি অর্থাৎ নিশ্চিতই আপনার চরণে আমরা প্রণত। আত্মতেজদ্বারা নিজবিগ্রহ প্রকাশদ্বারা বিধূত অর্থাৎ খণ্ডিত নিজকৃত অবিদ্যা নির্ম্মিত তিন অবস্থা অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী অবস্থা যে জীবগণের তাহাকে। অতএব আমাদের অকল্যাণ কিরূপে সম্ভব হইবে? আনন্দেই স্নান যাঁহার বা যাহা হইতে, প্রত্যুত আপনাকে দেখিয়া আমরা আনন্দেই স্নান করিতেছি। অখণ্ড অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিকুণ্ঠ অর্থাৎ কাল প্রভৃতি দ্বারা অকুণ্ঠিত জ্ঞান যাঁহার সেই আপনাকে আমাদের চিত্তবৃত্তি আপনার চরণ অনুবর্ত্তিনী আপনি জানেনই, কালবশে উৎপন্ন ও নষ্ট বেদসমূহের—বেদোক্তমর্য্যাদা সমূহের পালন নিমিত্তই আপনি যোগমায়াদ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, দুষ্ট নিগ্রহ শিষ্টপালনরূপলীলা, যাহা সেই সর্ব্ব সুখপ্রদ ॥ ৪ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ—

ইত্যুত্তমঃশ্লোকশিখামণিং জনে-
ষ্বভিষ্টুবৎস্বন্ধককৌরবস্ত্রিয়ঃ।
সমেত্য গোবিন্দকথা মিথোঽগৃণং-
স্ত্রিলোকগীতাঃ শৃণু বর্ণয়ামি তে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ (শ্রীশুকদেবঃ) উবাচ,—(হে রাজন্,) জনেষু ইতি (এবং ক্রমেণ) উত্তমঃশ্লোকশিখামণিং (পুণ্যশ্লোকচূড়ামণিং শ্রীকৃষ্ণম্) অভিষ্টুবৎসু (প্রশংসৎসু) অন্ধককৌরবস্ত্রিয়ঃ (যাদবকৌরবরমণ্যঃ) সমেত্য (মিলিত্বা) মিথঃ (পরস্পরং) ত্রিলোকগীতাঃ (ত্রিষু লোকেষু গীতাঃ কীর্ত্তিতাঃ) গোবিন্দকথাঃ (কৃষ্ণকথাঃ) অগৃণন্ (কীর্ত্তয়ামাসুঃ) তে (তব সমীপে তাঃ) বর্ণয়ামি শৃণুঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, লোকসমূহ এইরূপে পুণ্যশ্লোকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি কীর্ত্তন করিতে থাকিলে যাদব-কৌরব-রমণীগণ একত্রিত হইয়া পরস্পর ত্রিলোক-কীর্ত্তিত যে সমস্ত কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—যাঃ কথা অগৃণবন্ তাস্ত্রিলোকগীতাস্তভ্যং বর্ণয়ামি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—যেসকল কথা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিকীর্ত্তন করিলেন, যাহা তিনলোকে গীত হইয়াছে, তাহা তোমাদিগের নিকট বর্ণন করিব ॥ ৫ ॥

শ্রীদ্রৌপদ্যুবাচ—

হে বৈদর্ভ্যচ্যুতো ভদ্রে হে জাম্ববতি কৌশলে।
হে সত্যভামে কালিন্দি শৈব্যে রোহিণি লক্ষ্মণে ॥৬॥
হে কৃষ্ণপত্ন্য এতন্নো ব্রূত বো ভগবান্ স্বয়ম্।
উপযেমে যথা লোকমনুকুর্ব্বন্ স্বমায়য়া ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদ্রৌপদী উবাচ,—(কৃষ্ণভার্য্যাঃ প্রতি কথয়ামাস) হে বৈদর্ভি, (হে) ভদ্রে, হে জাম্ববতি, (হে) কৌশলে, (হে) সত্যে, হে সত্যভামে, (হে) কালিন্দি, (হে) শৈব্যে, (হে) রোহিণি, (হে) লক্ষ্মণে, (হে) কৃষ্ণপত্ন্যঃ, (শ্রীকৃষ্ণস্য অন্যাঃ পত্ন্যঃ,) অচ্যুতঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বয়ং স্বমায়য়া লোকং অনুকুর্ব্বন্

(মনুষ্যলীলামনুসরন্) যথা বঃ (যুষ্মান্) উপযেমে (পরিণীতবান্) এতৎ (বৃত্তং) নঃ (অস্মান্) ব্রূত (কথয়ত) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীদ্রৌপদী কৃষ্ণমহিষীগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে বৈদর্ভি, হে ভদ্রে, হে জাম্ববতি, হে সত্যে, হে সত্যভামে, হে কালিন্দী, হে শৈব্যে, হে রোহিণি, হে লক্ষ্মণে, হে অন্যান্য কৃষ্ণপত্নীগণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমায়াযোগে মনুষ্যলীলার অনুকরণ করিয়া যেরূপে আপনাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট বর্ণন করুন ।।" ৬-৭ ॥

বিশ্বনাথ—কৌশলে, হে নাগ্নজিতি, অচ্যুতো ভগবান্ যথা উপযেমে এতদ্ব্রূত সুষ্ঠু অমায়য়া সত্যং ব্রূতেত্যর্থঃ। যদ্বা, অমায়য়া নিষ্কৈতবেন যতোপযেমে ॥ ৬-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্রৌপদী বলিলেন—হে কৌশলে ! হে নাগ্নজিতি ! অচ্যুত ভগবান্ যে ভাবে তোমাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, এই সকল কথা সুন্দরভাবে অমায়ায় সত্য করিয়া বল, অথবা কপটতা না করিয়া যেভাবে বিবাহ করিয়াছেন তাহা বল ॥ ৬-৭ ॥

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ—

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যতকার্ম্মুকেষু
রাজস্বজেয়ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযূথাৎ
তচ্ছ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চ্চনায় ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরুক্মিণী উবাচ,—রাজসু (জরাসন্ধাদিষু নৃপেষু) চৈদ্যায় (শিশুপালায়) মা (মাম্) অর্পয়িতুং (প্রদাতুম্) উদ্যতকার্ম্মুকেষু (উদ্যতানি উদ্ধৃতানি কার্ম্মুকানি ধনূংষি যৈস্তে তেষু তথা সৎসু) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহঃ) অজাবিযূথাৎ (অজাশ্চ ছাগশ্চ, অবয়শ্চ মেষাশ্চ তেষাং যূথাৎ সঙ্ঘমধ্যাৎ) ভাগম্ ইব (যথা নিজভোজ্যভাগং বলান্নয়তি তথা) অজেয়ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ (অজেয়া যে ভটা যোধাস্তেষাং শেখরিতা মুকুটবৎকৃতা অঙ্ঘ্রিরেণবঃ পাদপদ্মরজাংসি যেন স শ্রীকৃষ্ণঃ শত্রুমধ্যান্মাং) নিন্যে (বলেন গৃহীতবান্) তচ্ছ্রীনিকেতচরণঃ (তস্য শ্রীনিকেতস্য শ্রীনিবাসস্য চরণঃ) মম অর্চ্চনায় অস্তু (সর্ব্বদা মম পূজনীয়ো ভবতু) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ— শ্রীরুক্মিণী বলিলেন,—"জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ শিশুপালের নিকট আমাকে সমর্পণ করিবার অভিলাষে উদ্যত ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিলে অজ ও মেষমণ্ডলের মধ্য হইতে সিংহ যেরূপ সবলে নিজভোগ্য হরণ করে তদ্রূপ অজেয় বীরগণও যাঁহার পদধূলি মুকুটের ন্যায় শিরোদেশে সাদরে ধারণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে হরণ করিয়াছিলেন। সেই শ্রীনিবাসের চরণযুগল সর্ব্বদা আমার একমাত্র সেব্য হউক" ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—চৈদ্যায় চৈদ্যার্থং মা মাম্ অর্পয়িতুং তত্র প্রক্ষিপ্তুম্ উদ্যতকার্ম্মুকেষু সৎসু অজেয়া যে ভটা যোদ্ধারস্তেষাং শেখরিতা মুকুটবৎকৃতা অঙ্ঘ্রিরেণবো যেন তেষাং মূর্দ্ধসু পদং দধদিত্যর্থঃ। অজাশ্ছাগা অবয়ো মেষাস্তেষাং যূথাৎ নিন্যে তস্য শ্রীনিকেতস্য চরণো মমার্চ্চনার্থমস্তু ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীরুক্মিণী বলিতেছেন — আমাকে শিশুপালের প্রতি অর্পণ করিবার জন্য সেই বিবাহস্থলে ধনুক উত্তোলন করিয়াছিলেন সে সকল বীরগণ, অজেয় যোদ্ধাগণ যাঁহার পদরেণু মুকুটবৎ শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদের মস্তকে যিনি পদধারণ পূর্ব্বক ছাগগণ ও মেষগণকে পরাজিত করিয়া সিংহের ন্যায় নিজভাগ আমাকে লইয়া আসেন, সেই শ্রীপতির চরণ আমার অর্চ্চনের নিমিত্ত হউক ॥৮

শ্রীসত্যভামোবাচ—

যো মে সনাভিবধতপ্তহৃদা ততেন
লিপ্তাভিশাপমপমার্ষ্টুমুপাজহার ।
জিত্বার্ক্ষরাজমথ রত্নমদাৎ স তেন
ভীতঃ পিতাদিশত মাং প্রভবেঽপি দত্তাম্ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসত্যভামা উবাচ,—যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সনাভিবধতপ্তহৃদা (সনাভে ভ্রাতুর্বধেন সিংহকৃতেন তপ্তং হৃদ্ যস্য তেন) মে (মম) ততেন (তাতেন) লিপ্তাভিশাপং (লিপ্তং স্বস্মিন্নারোপিতম্ অভিশাপং দুর্যশঃ, শ্রীকৃষ্ণো মে ভ্রাতরং নিহত্য স্যমন্তকং গৃহীতবানেবংরূপমিত্যর্থঃ) অপমার্ষ্টুং (ক্ষালয়িতুং) স

ঋক্ষরাজং (জাম্ববন্তং) জিত্বা (পরাজিত্য) রত্নং (স্যমন্তকম্) উপাজহার (আনীতবান্) অথ (অনন্তরং মৎপিত্রে) অদাৎ (রত্নমর্পিতবান্) তেন (স্বাপরাধেন) ভীতঃ পিতা দত্তাম্ (অক্রূরাদিভ্যো দাতুং প্রতিশ্রুতাম্) অপি মাং প্রভবে (তস্মৈ নাথায় শ্রীকৃষ্ণায়) আদিশত (আদিশৎ সমর্পিতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীসত্যভামা বলিলেন,— "সিংহ কর্ত্তৃক বনমধ্যে আমার পিতৃব্য নিহত হইলে ভ্রাতৃবধ-সন্তপ্ত-চিত্ত মদীয় পিতৃদেব শ্রীকৃষ্ণের উপর ঐ হত্যাদোষ আরোপ করায় তিনি স্বীয় কলঙ্ক মোচনার্থ বনে গমন ও ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কে পরাজিত করিয়া স্যমন্তক-মণি সংগ্রহপূর্ব্বক পিতৃদেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। তখন পিতৃদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ জনিত নিজ অপরাধে ভীত হইয়া অক্রূরাদির নিকট পূর্ব্বে আমাকে দান করিবার অঙ্গীকার করিয়াও পরে শ্রীকৃষ্ণের হস্তেই সম্প্রদান করিলেন" ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—সনাভের্ভ্রাতুঃ প্রসেনস্য বধেন তপ্তং হৃদ্ যস্য তেন তপ্তেন তাতেন হেতুনা লিপ্তং অভিশাপং কলঙ্কম্ অপমার্ষ্টুং পরিহর্ত্তুম্ ঋক্ষরাজং জিত্বা রত্নং স্যমন্তকমুপাজহার আনীতবান্। অথানন্তরং মৎপিত্রে রত্নমদাৎ। তেন স্বাপরাধেন ভীতঃ স মে পিতা প্রভবে যস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায় মামাদিশৎ দদৌ। দত্তাম্ অন্যস্মৈ দাতুং প্রতিশ্রুতামপীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সত্যভামা বলিতেছেন—ভ্রাতা প্রসেনের বধের জন্য তপ্ত হৃদয় আমার পিতা লিপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কলঙ্ক প্রচার করেন। তাহা মার্জ্জনের জন্য জাম্ববানকে জয় করিয়া স্যমন্তকমণি আনিয়া আমার পিতাকে দিলেন, ইহার পর আমার পিতা নিজ অপরাধ হেতু ভীত হইয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে আমাকে দান করিলেন, তৎপূর্ব্বে অন্যকে দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

শ্রীজাম্ববত্যুবাচ—

প্রাজ্ঞায় দেহকৃদমুং নিজনাথদৈবং
সীতাপতিং ত্রিনবহান্যমুনাভ্যযুধ্যৎ।
জ্ঞাত্বা পরীক্ষিত উপাহরদর্হণং মাং
পাদৌ প্রগৃহ্য মণিনাহমমুষ্য দাসী ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীজাম্ববতী উবাচ,—দেহকৃৎ (পিতা) অমুং (শ্রীকৃষ্ণং) নিজনাথদৈবং (নিজনাথং স্বামিনং দৈবম্ ঈশ্বরং) সীতাপতিং (শ্রীরামস্বরূপং) প্রাজ্ঞায় (অবিজ্ঞায়) অমুনা (শ্রীকৃষ্ণেন সহ) ত্রিনবহানি (ত্রিনবাহানি, হ্রস্বশ্ছন্দোঽনুরোধেন, সপ্তবিংশতি-দিনানি) অভ্যযুধ্যৎ (যুদ্ধং কৃতবান্, ততঃ) পরীক্ষিতঃ (সঞ্জাতা পরীক্ষা যস্য স পরীক্ষিতঃ পিতা) জ্ঞাত্বা (সীতাপতিত্বেন বিজ্ঞায়) পাদৌ প্রগৃহ্য (তস্য চরণৌ ধৃত্বা) মণিনা (সহ) মাম্ অর্হণম্ (অর্হণতয়া) উপাহরৎ (তস্মৈ দত্তবান্, তর্হি ত্বমিতশ্রেষ্ঠাসীত্যাহ ন হি) অহম্ অমুষ্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) দাসী (পাদসেবিকা ভবামীত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীজাম্ববতী বলিলেন,— "আমার পিতা জাম্ববান্ প্রথমতঃ ইঁহাকে স্বীয় প্রভু জগদীশ্বর রামচন্দ্র বলিয়া না জানিয়া ইঁহার সহিত সপ্তদশ দিবস যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অবশেষে পরীক্ষা দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিয়া পাদযুগল-গ্রহণপূর্ব্বক স্যমন্তকমণি সহ আমাকে তাঁহারই চরণে উপহার প্রদান করিলেন, আমি তদবধি তাঁহার দাসীরূপে অবস্থান করিতেছি" ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—দেহকৃৎ মৎপিতা অমুং নিজনাথশ্চাসৌ দৈবমীশ্বরশ্চ তং প্রাজ্ঞায় অবিজ্ঞায় ত্রিনবাহানি ত্রিনবাহানি হ্রস্বশ্ছন্দোঽনুরোধেন। সপ্তবিংশতিদিনান্যমুনা সহ অভ্যযুদ্ধ্যৎ। ততশ্চ পরীক্ষিতঃ পরীক্ষা সঞ্জাতা যস্য সঃ সীতাপতিরেবাসাবিতি জ্ঞাত্বা পাদৌ প্রগৃহ্য মণিনা সহ মামর্হণমুপাহরৎ। অহো তর্হি ত্বং পুরাবৃত্তকথাস্বস্মাভিঃ শ্রুতচরী রামাবতারোৎপন্না শ্রীরামায় দাতুং প্রতিশ্রুতা তেনৈকপত্নীব্রতধরেণ তদানীং ন স্বীকৃতা ইদানীন্তু বহুপত্নীব্রতধরেণ তেনৈবানেন স্বীকৃতা তস্মাত্ত্বমতিশ্রেষ্ঠাসীত্যতঃ সলজ্জমাহ,—অমুষ্য দাসীতি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীজাম্ববতী বলিলেন—আমার পিতা নিজনাথ ও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে না জানিয়া সপ্তবিংশতি দিবস ইহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেন, তাহার পর পরীক্ষা করিয়া তিনি ইহাকে সীতাপতি বলিয়া জানিয়া চরণকমলদ্বয় ধরিয়া মণির সহিত আমাকে উপহার দেন, অহো! তাহা হইলে তুমি পূর্ব্বে রাম অবতারের কথা স্মরণ করাইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে

দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতা হইয়াছিলে, তিনি একপত্নি ব্রতধর, তখন স্বীকার করেন নাই, এখন বহুপত্নীধর অতএব সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণ এখন স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তুমি অতি শ্রেষ্ঠা ছিলে, এই জন্য লজ্জার সহিত জাম্ববতী বলিলেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের দাসী ॥ ১০ ॥

শ্রীকালিন্দ্যুবাচ,—

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং যোঽহং তদ্গৃহমার্জ্জনী ॥১১

অন্বয়ঃ—শ্রীকালিন্দী উবাচ—যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বপাদস্পর্শনাশয়া (স্বস্য পাদপদ্মলাভকামনয়েত্যর্থঃ) তপঃ (তপস্যাং) চরন্তীং (কুর্ব্বাণাং মাম্) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) সখ্যা (অর্জ্জুনেন সহ) উপেত্য (মৎসমীপং প্রাপ্য) পাণিং অগ্রহীৎ (মাং পরিণীতবান্) অহং তদগৃহমার্জ্জনী (তস্য গৃহমার্জ্জনকর্ত্রী ভবামি) ॥১১

অনুবাদ—শ্রীকালিন্দী বলিলেন,—"যিনি আমাকে স্বপাদপদ্ম-স্পর্শকামনায় তপস্যানিরতা জানিয়া সখা অর্জ্জুনের সহিত উপস্থিত হইয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের গৃহমার্জ্জন-কারিণীরূপে অবস্থান করিতেছি" ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—সখ্যা অর্জ্জুনেন ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — শ্রীকালিন্দী বলিলেন — শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিজপাদপদ্ম স্পর্শ কামনায় তপস্যা নিরতা জানিয়া সখা অর্জ্জুনের সহিত উপস্থিত হইয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের গৃহমার্জ্জনকারিণীরূপে অবস্থান করিতেছি ॥ ১১ ॥

শ্রীভদ্রোবাচ,—

যো মাং স্বয়ম্বর উপেত্য বিজিত্য ভূপান্
নিন্যে শ্বযূথগমিবাত্মবলিং দ্বিপারিঃ।
ভ্রাতৃংশ্চ মেঽপকুরুতঃ স্বপুরং শ্রিয়ৌক-
স্তস্যাস্তু মেঽনুভবমঙ্‌ঘ্র্যবনেজনত্বম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভদ্রা উবাচ—যঃ শ্রিয়ৌকঃ (শ্রীনিবাসঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বয়ম্বরে (মম স্বয়ম্বরক্ষেত্রে) উপেত্য (গত্বা) ভূপান্ (প্রতিপক্ষভূতনৃপতীন্, তথা) অপকুরুতঃ (অপকারং কুর্ব্বতঃ) ভ্রাতৃন্ (মম সহোদরান্) চ বিজিত্য (পরাজিত্য) দ্বিপারিঃ শ্বযূথগং আত্মবলিং ইব (সিংহো যথা সারমেয় বৃন্দমধ্যগত-মাত্মভোজ্যদ্রব্যং বলেন নয়তি, তথা) মাং স্বপুরং (দ্বারকাং) নিন্যে (নীতবান্) মে (মম) অনুভবং (প্রতিজন্ম) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অঙ্‌ঘ্র্যবনেজনত্বং (চরণক্ষালনকর্ত্তৃত্বম্) অস্তু (ভবতু) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভদ্রা বলিলেন,—"যে শ্রীনিবাস স্বয়ম্বরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সারমেয়বৃন্দের মধ্য হইতে সিংহের নিজভোগ্য হরণের ন্যায় প্রতিপক্ষ রাজগণ এবং প্রতিকূলবর্ত্তী মদীয় ভ্রাতৃগণকে পরাজিত করিয়া আমাকে নিজ পুরীতে লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যেন প্রতিজন্মে তাঁহারই শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালনের অধিকারিণী হই" ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—শুনাং যূথগতং স্ববলিং দ্বিপারিঃ সিংহ ইব। মে ভ্রাতৃংশ্চাপকুরুতঃ অপকুর্ব্বতো বিজিত্য শ্রিয়ৌকঃ লক্ষ্মীনিবাসো যঃ স্বপুরং মাং নিন্যে তস্য অঙ্‌ঘ্র্যবনেজনত্বং চরণক্ষালনকর্ত্তৃত্বং অনুভবং প্রতি জন্ম মেঽস্তু ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভদ্রা বলিতেছেন—কুকুর দলের মধ্যে নিজ (পূজার) উপহার সিংহ যেমন উদ্ধার করিয়া লয়, সেইরূপ আমার ভ্রাতৃগণ প্রতিকূল হইলেও তাহাদিগকে জয় করিয়া শ্রীনিবাস নিজপুরীতে আমাকে লইয়া যান, আমি যেন প্রতিজন্মে তাঁহার চরণকমল প্রক্ষালনকারিণী হইতে পারি ॥ ১২ ॥

শ্রীসত্যোবাচ,—

সপ্তোক্ষণোঽতিবলবীর্য্যসুতীক্ষ্ণশৃঙ্গান্
পিত্রা কৃতান্ ক্ষিতিপবীর্য্যপরীক্ষণায়।
তান্ বীরদুর্ম্মদহনস্তরসা নিগৃহ্য
ক্রীড়ন্ ববন্ধ হ যথা শিশবোঽজতোকান্ ॥১৩
য ইত্থং বীর্য্যশুল্কাং মা দাসীভিশ্চতুরঙ্গিণীম্।
পথি নির্জ্জিত্য রাজন্যান্ নিন্যে তদ্দাস্যমস্তু মে ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসত্যা উবাচ,—(যঃ) পিত্রা (মম জনকেন) ক্ষিতিপবীর্য্যপরীক্ষণায় (রাজ্ঞাং বীর্য্য-পরীক্ষণার্থং) কৃতান্ (সম্পাদিতান্) অতিবলবীর্য্য-সুতীক্ষ্ণশৃঙ্গান্ (বলঞ্চ, বীর্য্যং প্রভাবশ্চ, সুতীক্ষ্ণশৃঙ্গানি

চ তান্যতিশয়ানি যেষাং তান্) বীরদুর্ম্মদহনঃ (বীরাণাং দুর্ম্মদং ঘ্নন্তি যে তান্) তান্ (প্রসিদ্ধান্) সপ্ত উক্ষ্ণঃ (বৃষান্) শিশবঃ যথা (বালকা যদ্বৎ) অজতোকান্ (ছাগশিশূন্ নিগৃহ্যানায়াসেন বধ্নন্তি, তথা) তরসা (শীঘ্রমেব) নিগৃহ্য (দময়িত্বা) ক্রীড়ন্ (অনায়াসেনৈব) ববন্ধহ (বদ্ধীকৃতবান্) ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণ) বীর্য্যশুল্কাং (বীর্য্যমেব শুল্কং দেয়ং যস্যাস্তাং) মা (মাং) দাসীভিঃ (সহ গৃহীত্বা) পথি (গমনমার্গে) রাজন্যান্ (বিপক্ষভূতান্ নৃপতীন্) নির্জ্জিত্য (পরাজিত্য) চতুরঙ্গিণীং (চতুরঙ্গসেনাযুক্তাং পুরীং) নিন্যে (নীতবান্) মে (মম) তদ্দাস্যং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দাস্যম্) অস্তু (ভবতু) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীসত্যা বলিলেন,—"আমার পিতা রাজগণের শক্তি পরীক্ষার্থ বীরদর্পবিনাশী, তীক্ষ্ণশৃঙ্গধারী, মহাবলশালী সাতটী বৃষ রক্ষা করিলে শিশুগণ যেরূপ ছাগশিশুগণকে অনায়াসে নিগ্রহপূর্ব্বক বন্ধন করে, সেইরূপ যিনি অনায়াসে ঐ সপ্তবৃষভকে নিগ্রহপূর্ব্বক বন্ধন করিয়াছিলেন এবং যিনি এইরূপে স্বকীয় বীর্য্যরূপ শুল্ক দ্বারা আমাকে দাসীগণের সহিত গ্রহণপূর্ব্বক গমনমার্গে বিপক্ষ রাজগণকে পরাজিত করিয়া নিজপুরে লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যেন তাঁহারই দাসীত্ব লাভ করিতে পারি" ॥ ১৩-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সপ্ত উক্ষ্ণঃ বৃষভান্ মে পিত্রা কৃতান্ বলীয়সে বরায় মাং দাতুং সম্পাদিতানিত্যর্থঃ। বীরাণাং দুর্ম্মদং ঘ্নন্তীতি, তান্ নিগৃহ্য, দময়িত্বা ক্রীড়ন্নায়াসেনৈব অজতোকান্ ছাগবালকান্ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—বীর্য্যমেব শুল্কং দেয়ং যস্যাং তাং মাং দাসীভিঃ সহিতাং চতুরঙ্গসেনাসহিতাং স্বপুরং নিন্যে ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গনুবাদ—শ্রীসত্যা বলিলেন—সাতটি বৃষভকে আমার পিতা বলবান করিয়া রাখিয়াছিলেন বীরগণের দম্ভ নষ্ট করিবার জন্য, এই শ্রীকৃষ্ণ ঐ বৃষভগুলিকে খেলার পুতুলের ন্যায় অনায়াসে ছাগশিশুর ন্যায় বাঁধিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বীরমত্তারূপ শুল্ক দান করিয়া যিনি দাসীগণের ও চতুরঙ্গসেনা সহিত আমাকে নিজপুরী দ্বারকাতে লইয়া যান ॥ ১৪ ॥

শ্রীমিত্রবিন্দোবাচ—

পিতা মে মাতুলেয়ায় স্বয়মাহূয় দত্তবান্ ।
কৃষ্ণে কৃষ্ণায় তচ্চিত্তামক্ষৌহিণ্যা সখীজনৈঃ ॥১৫॥
অস্য মে পাদসংস্পর্শো ভবেজ্জন্মনি জন্মনি ।
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণায়া যেন তচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমিত্রবিন্দা উবাচ—(হে) কৃষ্ণে, (হে দ্রৌপদি,) পিতা মে (মম) মাতুলেয়ায় (মাতুলপুত্রায়) কৃষ্ণায় স্বয়ম্ আহূয় (স্বয়মেবাহ্বানেন গৃহমানীয়) অক্ষৌহিণ্যা (সেনয়া তথা) সখীজনৈঃ (সহ) তচ্চিত্তাং (কৃষ্ণাসক্তচিত্তাং মাং) দত্তবান্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—কর্ম্মভিঃ (পাপপুণ্যাত্মকৈঃ) ভ্রাম্যমাণায়াঃ (সংসরন্ত্যাঃ) মে (মম) জন্মনি (প্রতিজন্ম) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদসংস্পর্শঃ (পাদপদ্মস্পর্শলাভঃ) ভবেৎ (ভূয়াৎ) যেন (পাদসংস্পর্শেন) আত্মনঃ (মম) তৎ (কৈবল্যাখ্যং) শ্রেয়ঃ (শাশ্বত-কল্যাণং ভবেৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমিত্রবিন্দা বলিলেন,—"হে দ্রৌপদি, পিতা মদীয় মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং আহ্বানপূর্ব্বক অক্ষৌহিণী এবং সখীগণের সহিত তদ্‌গতচিত্তা আমাকে তাঁহারই নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমি কর্ম্মফলে সংসারে ভ্রমণ করিলেও প্রতিজন্মে যেন ইঁহার পাদপদ্ম-স্পর্শ লাভ করিতে পারি এবং এই পাদপদ্মস্পর্শ ফলেই যেন আত্মার শ্রেয়োলাভ হয়" ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—মাতুলপুত্রায় কৃষ্ণায়। কৃষ্ণে হে দ্রৌপদি ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মভিরিতি নরলীলতয়া স্বদৈন্যোক্তিঃ। তৎ প্রসিদ্ধং শ্রেয়ঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীমিত্রবিন্দা বলিলেন—হে কৃষ্ণা দ্রোপদী! আমার পিতা মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া অক্ষৌহিণী সেনা ও সখিগণের সহিত তাহার চরণ অনুগতা আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নরলীলায় নিজ দৈন্য উক্তি করিতেছেন—নিজকর্ম্মফল সমূহদ্বারা প্রতিজন্মে ইহার পাদপদ্ম স্পর্শলাভ করিতে পারি এবং তাহাই আমার প্রসিদ্ধ মঙ্গল হয় ॥ ১৬ ॥

শ্রীলক্ষ্মণোবাচ—

মমাপি রাজ্ঞ্যচ্যুতজন্মকর্ম্ম
শ্রুত্বা মুহুর্নারদগীতমাস হ।
চিত্তং মুকুন্দে কিল পদ্মহস্তয়া
বৃতঃ সুসংমৃশ্য বিহায় লোকপান্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীলক্ষ্মণা উবাচ,—রাজ্ঞি, (হে দ্রৌপদি,) নারদগীতং (নারদেন কীর্ত্তিতম্) অচ্যুতজন্মকর্ম্ম (অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য জন্মকর্ম্মজীবনচরিতং) মুহুঃ (বারম্বারং) শ্রুত্বা (তথা) পদ্মহস্তয়া (শ্রিয়া) লোকপান্ (ব্রহ্মাদিলোকপালান্) বিহায় (ত্যক্ত্বা) সুসংমৃশ্য (সুবিচার্য্য) বৃতঃ (অয়মচ্যুতঃ পতিত্বেন গৃহীতঃ) কিল (অতোঽপি) মম অপি (যথা মিত্র-বিন্দায়াস্তথা মম চ) চিত্তং মুকুন্দে আস হ (মুকুন্দ-বিষয়মাসীৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীলক্ষ্মণা বলিলেন,—"হে রাজ্ঞি, দেবর্ষি নারদের মুখে বারম্বার শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত শ্রবণ করিয়া এবং স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী বিশেষ বিচার-পূর্ব্বকই ব্রহ্মাদি লোকপালগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ইঁহাকে বরণ করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া আমার চিত্তও মিত্রবিন্দার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হইয়া-ছিল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—হে রাজ্ঞি, মুকুন্দে চিত্তম্ আস আসীৎ। অতঃ পদ্মহস্তয়া ময়া লোকপালানপি বিহায় মুকুন্দ এব বৃতঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীলক্ষ্মণা বলিতেছেন—হে রাজ্ঞি! দ্রৌপদী! দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র শ্রবণ করিয়া নিজেকে লক্ষ্মীদেবী বিশেষ মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণে আমার চিত্ত আসক্ত ছিল, অতএব পদ্মহস্তা আমি লোকপালগণকেও ত্যাগ করিয়া শ্রীমুকুন্দকেই বরণ করিয়াছি ॥ ১৭ ॥

জ্ঞাত্বা মম মতং সাধ্বি পিতা দুহিতৃবৎসলঃ।
বৃহৎসেন ইতি খ্যাতস্তত্রোপায়মচীকরৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—সাধ্বি, (হে পতিব্রতে, দ্রৌপদি,) বৃহৎ-সেনঃ ইতি (নাম্না) খ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ) দুহিতৃবৎসলঃ (কন্যাস্নেহশীলঃ) পিতা (মম জনকঃ) মম মতং (কৃষ্ণলাভবাঞ্ছাং) জ্ঞাত্বা তত্র (তস্মিন্ বিষয়ে) উপায়ং (শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তৌ প্রকারম্) অচীকরৎ (কল্পয়া-মাস) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে সাধ্বি, দুহিতৃবৎসল মদীয় পিতৃদেব বৃহৎসেন আমার অভিলাষ একবার অবগত হইয়া এক উপায় কল্পনা করিলেন ॥ ১৮ ॥

যথা স্বয়ম্বরে রাজ্ঞি মৎস্যঃ পার্থেপ্সয়া কৃতঃ।
অয়ন্তু বহিরাচ্ছন্নো দৃশ্যতে স জলে পরম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজ্ঞি, (দ্রৌপদি,) যথা স্বয়ম্বরে (তব স্বয়ম্বরকালে) পার্থেপ্সয়া (অর্জ্জুনপ্রাপ্ত্যাশয়া) মৎস্যঃ কৃতঃ (তথা মম পিতা চ মৎস্যং কারিতবান্, তর্হীমমপ্যর্জ্জুন এব কিং নাবিধ্যদিত্যাহ) সঃ (তব পিত্রা কল্পিতো মৎস্যঃ) বহিঃ (বাহ্যতে এব) আচ্ছন্নঃ (আবৃতস্ততঃ স্তম্ভলগ্নয়োর্দ্ধ্বদৃষ্ট্যা লক্ষ্যতে) অয়ং তু (মম পিত্রা কল্পিতো মৎস্যো ন তথা, কিন্তু) পরং (কেবলং) জলে (স্তম্ভমূলে নিহিতকলসজলে) দৃশ্যতে (লক্ষ্যতে; ততো দৃষ্টিরধস্তাদুপরি চ লক্ষ্য-মিতি শ্রীকৃষ্ণং বিনা ন কস্যাপি ভেদ্য ইতি ভাবঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজ্ঞি, তোমার স্বয়ম্বরে যেরূপ অর্জ্জুনকে বররূপে লাভ করিবার জন্য মৎস্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেইরূপ আমার পিতাও লক্ষ্যভেদের জন্য এক মৎস্য নির্ম্মাণ করিলেন। তোমার পিতার নির্ম্মিত মৎস্য কেবলমাত্র বহির্দ্দেশে আবৃত থাকায় স্তম্ভলগ্ন উর্দ্ধ্বদৃষ্টিতে লক্ষিত হইত, পরন্তু এই মৎস্যের কেবলমাত্র স্তম্ভমূলে নিহিত কুম্ভমধ্যস্থ জলমধ্যে প্রতি-বিম্ব লক্ষিত হওয়ায় নিম্নদিকে জলকলসের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক উর্দ্ধ্বদিকে লক্ষ্যভেদকার্য্য শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের সাধ্য ছিল না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—পার্থেপ্সয়া অর্জ্জুনপ্রাপ্তীচ্ছয়া কৃতঃ। পার্থেস্বপাকৃত ইতি পাঠে পার্থস্য ইষুণা অপাকৃতঃ বিদ্ধঃ। তর্হীমমপ্যর্জ্জুন এব কিং নাবিদ্ধ্যদতো বিশেষ-মাহ,—অয়ন্তু পরমচঞ্চলো মৎস্যঃ সজলে স্তম্ভমূল-গতজলসহিতকলসে পরং কেবলং দৃশ্যতে নতূর্দ্ধ্ব-মিত্যন্বয়ঃ। অতো দৃষ্টিরধস্তাদুপরি তু লক্ষ্যমিতি কৃষ্ণব্যতিরেকেণ ন কস্যাপি ভেদ্য ইতি ভাবঃ। তেন ত্বৎপিতৃকৃতো মৎস্যঃ খলু বহিরাচ্ছন্নোঽপি স্তম্ভসং-

লগ্নয়া উর্দ্ধদৃষ্ট্যা সংলক্ষ্যত এবেতি তদনুসন্ধানচতুরেণার্জ্জুনেন স বিদ্ধঃ এবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার পিতা যেমন তোমার স্বয়ম্বরে অর্জ্জুনকে পাইবার ইচ্ছায় মৎস্যকে টাঙ্গাইয়াছিলেন, সেইরূপ আমার পিতাও কৃষ্ণকে পাইবার জন্য মৎস্য টাঙ্গাইয়াছিলেন, তাহা হইলে অর্জ্জুনই কেন মৎস্য বিদ্ধ করিলেন না? ইহার বিশেষ বলিতেছি—আমার বিবাহে পরমচঞ্চল মৎস্য জলে স্তম্ভমূলগত কলসীতে দেখা যাইতেছিল উর্দ্ধে নহে। অতএব দৃষ্টির নীচে থাকায় উপরিভাগে ঐ লক্ষ্য কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আর কেহই ঐ লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবে না। তোমার পিতাকৃত মৎস্য বাহিরে আচ্ছন্ন থাকিলেও স্তম্ভ সংলগ্ন উর্দ্ধদৃষ্টিদ্বারা দেখা যায়, সেই অনুসন্ধান-চতুর অর্জ্জুন ঐ লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়াছিলেন ॥১৯

শ্রুত্বৈতৎ সর্ব্বতো ভূপা আযযুর্মৎপিতুঃ পুরম্।
সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহস্রশঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ শ্রুত্বা সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ সোপাধ্যায়াঃ (উপাধ্যায়ৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ) সহস্রশঃ (বহবঃ) ভূপাঃ (রাজানঃ) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বস্মাৎ স্থানাৎ) মৎপিতুঃ (মম জনকস্য বৃহৎসেনস্য) পুরং (রাজধানীম্) আযযুঃ (আগতা বভূবুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সর্ব্বস্থান হইতে আচার্য্যগণের সহিত নানা অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ বহু নরপতি পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ॥২০॥

পিত্রা সম্পূজিতাঃ সর্ব্বে যথাবীর্য্যং যথাবয়ঃ।
আদদুঃ সশরং চাপং বেদ্ধুং পর্ষদি মদ্ধিয়ঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—পিত্রা (মম জনকেন) যথাবীর্য্যং যথাবয়ঃ (বীর্য্যমনতিক্রম্য বয়শ্চানতিক্রম্য) সম্পূজিতাঃ (সম্মানিতাঃ) সর্ব্বে (রাজানঃ) মদ্ধিয়ঃ (মদভিলাষাঃ সন্তঃ) বেদ্ধুং (মৎস্যভেদং কর্ত্তুং) পর্ষদি (সভায়াং) সশরং (শরযুক্তং) চাপং (ধনুঃ) আদদুঃ (গৃহীতবন্তঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—পিতৃদেব বীর্য্য ও বয়সানুসারে প্রত্যেককে যথাযথ সম্মান করিলে তাঁহারা আমাকে লাভ করিবার অভিলাষে মৎস্যভেদার্থ স্বয়ম্বর সভায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—পর্ষদি সভায়াং মদ্ধিয়ঃ ময়ি ধীঃ প্রাপ্ত্যাশা যেষাং তে ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ স্বয়ম্বর সভায় যে বীরগণ আমাকে পাইবার আসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহারা ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন ॥ ২১ ॥

আদায় ব্যসৃজন্ কেচিৎ সজ্যং কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
আকোষ্ঠং জ্যাং সমুৎকৃষ্য পেতুরেকেঽমুনাহতাঃ ॥২২

অন্বয়ঃ—কেচিৎ (কতিপয়ে-রাজানা) আদায় (চাপং গৃহীত্বাপি) সজ্যং (জ্যাসংযুক্তং) কর্ত্তুম্ অনীশ্বরাঃ (অশক্তাঃ সন্তঃ) ব্যসৃজন্ (চাপং তত্যজুঃ) একে (কেচিৎ) আকোষ্ঠং (কোষ্ঠং মনিবন্ধং যাবৎ) জ্যাং সমুৎকৃষ্য (আকৃষ্য) অমুনা (চাপেন) আহতাঃ (সন্তঃ) পেতুঃ (ভূপতিতা বভূবুঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কতিপয় নৃপতি ধনুঃ গ্রহণ করিয়া জ্যাসংযোগ করিতে অসমর্থ হইয়াই তাহা পরিত্যাগ করিলেন। কেহ কেহ বা হস্তের মণিবন্ধ পর্য্যন্ত জ্যা আকর্ষণ করিয়াই ধনুর্দ্বারা আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—আকোটি চাপস্যাগ্রপর্য্যন্তং জ্যাং সমুৎকৃষ্যাপি তত্র নিধাতুমশক্তা অমুনা চাপেনৈব হতাঃ ॥২২

টীকার বঙ্গানুবাদ—চাপের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত জ্যা পরিপূর্ণ আকর্ষণ করিয়াও মৎস্যকে ফেলিতে পারিলেন না, ঐ চাপদ্বারাই হত হইলেন ॥ ২২ ॥

সজ্যং কৃত্বাপরে বীরা মাগধাম্বষ্ঠচেদিপাঃ।
ভীমো দুর্য্যোধনঃ কর্ণো নাবিদংস্তদবস্থিতিম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—মাগধাম্বষ্ঠচেদিপাঃ (মাগধো জরাসন্ধঃ, অম্বষ্ঠস্তদ্দেশাধিপতিঃ, চেদিপঃ শিশুপালঃ) ভীমঃ দুর্য্যোধনঃ কর্ণঃ (ইত্যেতে) পরে (অন্যে চ) বীরাঃ সজ্যং (চাপং জ্যা-সংযুক্তং) কৃত্বা (অপি) তদবস্থিতিং (তস্য মৎস্যস্যাবস্থিতিমবস্থানং) ন অবিদন্ (ন জ্ঞাতবন্তঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—জরাসন্ধ, অম্বষ্ঠদেশাধিপতি, শিশুপাল,

ভীম, দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং অন্যান্য কতিপয় বীর ধনুতে জ্যাসংযুক্ত করিয়াও মৎস্যের অবস্থান অবগত হইতে পারিলেন না ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অম্বষ্ঠোঽম্বষ্ঠদেশাধিপতিঃ। তদবস্থিতিং নাবিদন্নিতি মাগধাদীনাং ক্রিয়াশক্তিরেব নতু লক্ষ্যাভিজ্ঞতেতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অম্বষ্ঠ অর্থাৎ অম্বষ্ঠদেশ অধিপতি সেই মৎস্যের অবস্থিতি জানিতে পারিলেন না, মগধের অধিপতি জরাসন্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াশক্তি, লক্ষ্য অভিজ্ঞতা নাই ॥ ২৩ ॥

মৎস্যাভাসং জলে বীক্ষ্য জ্ঞাত্বা চ তদবস্থিতিম্।
পার্থো যত্তোঽসৃজদ্বাণং নাচ্ছিনৎ পস্পৃশে পরম্ ॥২৪

অন্বয়ঃ—পার্থঃ জলে মৎস্যাভাসং (মৎস্যচ্ছায়াং) বীক্ষ্য (নিরীক্ষ্য ততঃ) তদবস্থিতিং (মৎস্যস্যাবস্থানং) জ্ঞাত্বা চ যত্তঃ (যত্নবান্ সন্) বাণং অসৃজৎ (ত্যক্তবান্, কিন্তু) ন অচ্ছিনৎ (মৎস্যং ন বিদ্ধবান্) পরং (কেবলং) পস্পৃশে (স্পৃষ্টবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন কুম্ভস্থ জলমধ্যে মৎস্যছায়া দর্শনপূর্ব্বক তাহার অবস্থান অবগত হইয়া সযত্নে বাণ নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ঐ বাণ লক্ষ্যভেদ করিতে পারে নাই, কেবলমাত্র মৎস্যকে স্পর্শই করিয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মৎস্যস্যাভাসং ছায়াং বীক্ষ্য বিশেষেণ মহাভিনিবেশেন মুহুরীক্ষিত্বা যত্তঃ যত্নপরঃ সন্। কেবলং পস্পৃশে ইতি তদেকদেশ এব নতু তন্মধ্যদেশে বাণসংযোগাদিতি ভাবঃ। স্পর্শজ্ঞানন্তু বাণবৎ সংঘর্ষণচিহ্নাৎ। লক্ষ্যাভিজ্ঞানবত্ত্বেঽপি তাদৃগ্ বলাভাদেব ন তচ্ছেদ ইতি কেচিদাহুঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মৎস্যের আভাস অর্থাৎ ছায়া দেখিয়া মহা অভিনিবেশের সহিত বার বার লক্ষ করিয়া অর্জ্জুন, যত্নপর হন তাহার বাণ কেবল মৎস্যকে একস্থানে স্পর্শ করিল, মৎস্যের মধ্যদেশে বাণ সংযোগ হইল না, স্পর্শজ্ঞান পরে সংঘর্ষ চিহ্নদ্বারা জানা গেল, লক্ষ্যে অভিজ্ঞান হইলেও ঐরূপ বল অভাবেই তাহা ছেদ করিতে পারিল না—ইহা কেহ বলেন ॥ ২৪ ॥

রাজন্যেষু নিবৃত্তেষু ভগ্নমানেষু মানিষু।
ভগবান্ ধনুরাদায় সজ্যং কৃত্বাথ লীলয়া ॥ ২৫ ॥
তস্মিন্ সন্ধায় বিশিখং মৎস্যং বীক্ষ্য সকৃজ্জলে।
ছিত্ত্বেষুণাপাতয়ৎ তং সূর্য্যে চাভিজিতি স্থিতে ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—মানিষু (অভিমানশীলেষু) রাজন্যেষু (ক্ষত্রিয়েষু) ভগ্নমানেষু (বিনষ্টগর্ব্বেষু তথা) নিবৃত্তেষু (লক্ষ্যভেদাৎ পরাঙ্মুখেষু সৎসু) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ধনুঃ আদায় (গৃহীত্বা) লীলয়া (অনায়াসেন) সজ্যং (জ্যাসংযুক্তং) কৃত্বা অথ (অনন্তরং) সূর্য্যে অভিজিতি (তন্নামকে নক্ষত্রে) স্থিতে চ (সর্ব্বার্থসাধকে মুহূর্ত্ত ইত্যর্থঃ) তস্মিন্ (ধনুষি) বিশিখং (বাণং) সন্ধায় (যোজয়িত্বা) সকৃৎ (একবারং) জলে মৎস্যং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ইষুণা (বাণেন) তং (মৎস্যং) ছিত্ত্বা (বিচ্ছিদ্য) অপাতয়ৎ (ভূমৌ পাতয়ামাস) ॥২৫-২৬

অনুবাদ—মানী রাজগণ এইরূপে হতগর্ব্ব হইয়া পরাঙ্মুখ হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক অনায়াসে জ্যাসংযোগ ও শরসন্ধান করিয়া সূর্য্যদেবের অভিজিৎ নক্ষত্রে অবস্থানকালে সর্ব্বার্থসাধক মুহূর্ত্তে বাণদ্বারা মৎস্যচ্ছেদনপূর্ব্বক ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৫-২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অভিজিতি মধ্যাহ্নে ইতি তদা চ মৎস্যোপরি সূর্য্য ইত্যতিদুর্লক্ষ্যত্বেঽপীতি ভাবঃ ॥২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অভিজিৎ ক্ষণে অর্থাৎ সূর্য্যের মধ্যাহ্নকালে ঐ মৎস্যের উপরে সূর্য্য অবস্থান করায় অতিশয় দুর্লক্ষ্য হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ঐ মুহূর্ত্তে বাণদ্বারা মৎস্যছেদন পূর্ব্বক ভূমিতে পাতিত করিলেন ॥২৬॥

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্জ্জয়শব্দযুতা ভুবি।
দেবাশ্চ কুসুমাসারান্ মুমুচুর্হর্ষবিহ্বলাঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) ভুবি (ভূতলে) জয়শব্দযুতাঃ (জয়ধ্বনিভির্যুক্তাঃ) দিবি (স্বর্গে) দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ (নিনাদিতা বভূবুঃ) দেবাঃ চ হর্ষবিহ্বলাঃ (সন্তঃ) কুসুমাসারান্ (পুষ্পবর্ষান্) মুমুচুঃ (তত্যজুঃ) ॥২৭॥

অনুবাদ—তখন ভূতলে জয়ধ্বনি ও স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি আরম্ভ হইল এবং দেবগণ হর্ষবিহ্বল হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

তদ্রঙ্গমাবিশমহং কলনূপুরাভ্যাং
পদ্ভ্যাং প্রগৃহ্য কনকোজ্জ্বলরত্নমালাম্ ।
নূত্নে নিবীয় পরিধায় চ কৌশিকাগ্র্যে
সব্রীড়হাসবদনা কবরীধৃতস্রক্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তদা) কবরীধৃতস্রক্ (কবরীষু কেশগ্রন্থিষু ধৃতা স্রক্ মালা যয়া সা) সব্রীড়হাসবদনা (সলজ্জহাস্যমুখী) অহং কনকোজ্জ্বলরত্নমালাং (কনকেন স্বর্ণেনোজ্জ্বলাং রত্নমালাং) প্রগৃহ্য (গৃহীত্বা) নূত্নে (নবীনে) কৌশিকাগ্র্যে (উত্তমকৌশিকবস্ত্রে) নিবীয় (প্রাবৃত্য) পরিধায় চ (নিবীবন্ধনেন ধৃত্বা চ) কলনূপুরাভ্যাং (কলৌ কলস্বনৌ নূপুরৌ যয়োস্তাভ্যাং) পদ্ভ্যাং (চরণাভ্যাং) রঙ্গং (স্বয়ম্বরক্ষেত্রম্) আবিশং (প্রবিষ্টা) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আমি নবীন কৌশেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান এবং কবরীতে মাল্য ধারণপূর্ব্বক হস্তে কনকোজ্জ্বল রত্নমাল্য গ্রহণ করিয়া পদদ্বয়ে মধুর নূপুর ধ্বনিসহকারে সলজ্জ হাস্যবদনে স্বয়ম্বরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—তৎকালভবং স্বহর্ষং স্মরন্তী তদাত্বিকং স্বয়ং বরণং স্বস্য বর্ণয়ন্ত্যাহ,—তদ্রঙ্গমিতি দ্বাভ্যাম্। তত্তদা কলৌ কলস্বনৌ নূপুরৌ যয়োস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং কৌশিকাগ্র্যে উত্তমকৌষেয়বস্ত্রে নিবীয় প্রাবৃত্য পরিধায় ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইকালজাত নিজ আনন্দ স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে বরণ করিলেন, তাহাই বর্ণন করিতেছেন, দুইটি শ্লোকদ্বারা। তৎকালে আমার পদদ্বয়ে নূপুরদ্বয় বাজিতেছিল, উত্তম কৌশিক বস্ত্রের দ্বারা নিবীবন্ধনসহ চরণদ্বয় আবৃতছিল ॥ ২৮ ॥

উন্নীয় বক্ত্রমুরুকুন্তলকুণ্ডলত্বিড়-
গণ্ডস্থলং শিশিরহাসকটাক্ষমোক্ষৈঃ ।
রাজ্ঞো নিরীক্ষ্য পরিতঃ শনকৈর্ম্মুরারে-
রংসেঽনুরক্তহৃদয়া নিদধে স্বমালাম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) উরুকুন্তলকুণ্ডলত্বিড়্গণ্ডস্থলম্ (উরবঃ কুন্তলাঃ কেশা যস্মিন্ কুণ্ডলয়োস্ত্বিষো দীপ্তয়ো যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ) বক্ত্রং (মুখম) উন্নীয় (উর্দ্ধীকৃত্য) শিশিরহাসকটাক্ষমোক্ষৈঃ (শিশিরঃ সন্তাপহরো হাসো যেষু তৈঃ কটাক্ষমোক্ষৈরপাঙ্গমোক্ষণবিলাসৈঃ) শনকৈঃ (ক্রমশঃ) পরিতঃ (চতুর্দিক্ষু) রাজ্ঞঃ (নৃপতীন্) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা ততঃ) অনুরক্তহৃদয়া (কৃষ্ণাসক্তচিত্তাহং) মুরারেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অংসে (বাহুমূলে কণ্ঠ ইত্যর্থঃ) স্বমালাং (স্বস্য মাল্যং) নিদধে (অর্পিতবতী) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সুবৃহৎ কুন্তলরাশি ও কুণ্ডলযুগলের কান্তিবিশিষ্ট গণ্ডস্থলযুক্ত বদনমণ্ডল উন্নত করিয়া সুশীতল হাস্যসহকৃত কটাক্ষপাতে ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে রাজগণকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক কৃষ্ণানুরক্তচিত্তে তাঁহার কণ্ঠদেশে নিজমাল্য অর্পণ করিয়াছিলাম ॥২৯

বিশ্বনাথ—তাৎকালিকমতিহর্ষোত্থং মৎসৌন্দর্য্যমন্যদেবাসীদিত্যাহ,—উন্নীয়েতি। উরুকুন্তলানাং কর্ণসমীপস্থচূর্ণকুন্তলানাং কুণ্ডলয়োশ্চ ত্বিষো যয়োস্তথাভূতে গণ্ডস্থলে যত্র তৎ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালে অতিহর্ষজাত আমার সৌন্দর্য্য অন্য রূপই ছিল, কর্ণসমীপস্থ চূর্ণকুন্তল সমূহের ও কুণ্ডলদ্বয়ের কান্তিতে যে গণ্ডস্থলদ্বয়ের শোভা করিতেছিল, ঐভাবে ধীরে ধীরে কৃষ্ণে অনুরক্তচিত্তে তাহার কণ্ঠদেশে নিজমাল্য অর্পণ করিলাম ॥ ২৯ ॥

তাবন্মৃদঙ্গপটহাঃ শঙ্খভের্য্যানকাদয়ঃ ।
নিনেদুর্নটনর্ত্তক্যো ননৃতুর্গায়কা জগুঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—তাবৎ (তৎক্ষণমেব) মৃদঙ্গপটহাঃ শঙ্খভের্য্যানকাদয়ঃ নিনেদুঃ (ধ্বনিতা বভূবুঃ, তথা) নটনর্ত্তক্যঃ (নটা নর্ত্তক্যশ্চ) ননৃতুঃ (নৃত্যঞ্চক্রুঃ) গায়কাঃ জগুঃ (গানঞ্চক্রুঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তৎক্ষণাৎ মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী, আনক প্রভৃতি নিনাদিত হইল এবং নটনটীগণ নৃত্য ও গায়কগণ গান করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩০ ॥

এবং বৃতে ভগবতি ময়েশে নৃপযূথপাঃ ।
ন সেহিরে যাজ্ঞসেনি স্পর্দ্ধন্তো হৃচ্ছয়াতুরাঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—যাজ্ঞসেনি (হে দ্রৌপদি), এবম্ (ইত্থং)

ময়া ভগবতি ঈশে (শ্রীকৃষ্ণে) বৃতে (পতিত্বেন স্বীকৃতে সতি) হৃচ্ছয়াতুরাঃ (কামবিহ্বলাঃ) নৃপযূথপাঃ (রাজবৃন্দাধিপতয়ঃ) স্পর্দ্ধন্তঃ (স্পর্দ্ধমানাঃ সন্তঃ) ন সেহিরে (মৎকৃতং কৃষ্ণবরণং সোঢ়ুং ন সমর্থা বভূবুঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে দ্রৌপদি, এইরূপে আমি শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিলে কামাতুর অধিপতিগণ স্পর্দ্ধাশীল হইয়া তাহা সহ্য করিতে পারিল না ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—যাজ্ঞসেনি, হে দ্রৌপদি, স্পর্দ্ধন্তঃ স্পর্দ্ধমানাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে যাজ্ঞসেনি ! হে দ্রৌপদী ! আমার এই কার্য্য স্পর্দ্ধাশীল রাজপুত্রগণ সহ্য করিতে পারিল না ॥ ৩১ ॥

———

মাং তাবদ্রথমারোপ্য হয়রত্নচতুষ্টয়ম্ ।
শার্ঙ্গমুদ্যম্য সন্নদ্ধস্তস্থাবাজৌ চতুর্ভুজঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) চতুর্ভুজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) মাং হয়রত্ন-চতুষ্টয়ং (হয়রত্নানাম্ উত্তমাশ্বানাং চতুষ্টয়ং যত্র তং) রথং আরোপ্য তাবৎ (তৎক্ষণং) সন্নদ্ধঃ (কবচাদিধারী সন্ দ্বাভ্যাং ভুজাভ্যাং মামালিঙ্গ্য দ্বাভ্যাঞ্চ) শার্ঙ্গং (তন্নামকং ধনুঃ) উদ্যম্য (উদ্ধৃত্য) আজৌ (সংগ্রামে) তস্থৌ (স্থিতবান্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উত্তম অশ্ব-চতুষ্টয়যুক্ত রথে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং কবচাদি বন্ধন করিয়া দুই হস্তে আমাকে আলিঙ্গন এবং দুই হস্তে নিজ ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ভীরুস্বভাবাং মাং দ্বাভ্যাং ভুজাভ্যামালিঙ্গ্য দ্বাভ্যাং ধনুর্ব্বাণৌ গৃহীত্বেতি চতুর্ভুজস্তস্থৌ ॥৩২

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভীরুস্বভাবা আমাকে শ্রীকৃষ্ণ দুইবাহুদ্বারা রথে তুলিয়া লইয়া আর দুইহস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলেন, অতএব তিনি তখন চতুভুজ হইয়া রথে বসিলেন ॥ ৩২ ॥

———

দারুকশ্চোদয়ামাস কাঞ্চনোপস্করং রথম্ ।
মিষতাং ভূভুজাং রাজ্ঞি মৃগাণাং মৃগরাড়িব ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজ্ঞি, (হে দ্রৌপদি) দারুকঃ (তদা) কাঞ্চনোপস্করং (সুবর্ণময়োপকরণযুক্তং) রথং চোদয়ামাস (পরিচালয়ামাস, ততঃ) মৃগাণাং মৃগরাট্ ইব (যথা মৃগাননাদৃত্য সিংহো গচ্ছতি তথা) মিষতাং (পশ্যতাং) ভূভুজাং (রাজ্ঞাং, তাননাদৃত্যে-ত্যর্থঃ শ্রীকৃষ্ণো জগাম) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজ্ঞি, সিংহ যেরূপ অন্যান্য পশু-গণকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক গমন করে, দারুকও সেইরূপ দর্শনকারী রাজগণকে অবহেলা করিয়া সুবর্ণ পরিচ্ছদ-বিভূষিত রথ পরিচালনা করিল ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—মিষতাং মৃগাণাং মৃগরাড়িব হরির্জগামেতি শেষঃ । মিষতামিত্যনাদরে ষষ্ঠী ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দর্শনকারী রাজগণকে মৃগ-রাজ সিংহ যেমন পশুগণকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীহরি ঐ রাজপুত্রগণকে অবজ্ঞা করিয়া চলিলেন ॥ ৩৩ ॥

———

তেঽন্বসজ্জন্ত রাজন্যা নিষেদ্ধুং পথি কেচন ।
সংযত্তা উদ্ধৃতেষ্বাসা গ্রামসিংহা যথা হরিম্ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—গ্রামসিংহাঃ (সারমেয়াঃ) হরিং যথা (সিংহং নিষেদ্ধুং যথা পশ্চাৎ প্রযতন্তে তথা) তে রাজন্যাঃ অন্বসজ্জন্ত (পৃষ্ঠতঃ সক্তা বভূবুঃ) কেচন (কেচিৎ) উদ্ধৃতেষ্বাসাঃ (উর্দ্ধীকৃতচাপাঃ সন্তঃ পুরতো গত্বা) পথি (গমনমার্গে) নিষেদ্ধুং (প্রতিবন্ধং কর্ত্তুং) সংযত্তাঃ (কৃতপ্রযত্না বভূবুঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—সারমেয়গণ যেরূপ সিংহের বাধা প্রদানার্থ তৎপশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ রাজগণও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিল । কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের গমন-পথে বাধা প্রদানার্থ ধনু উন্নত করিয়া তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অন্বসজ্জন্ত পৃষ্ঠতঃ সক্তা বভূবুঃ । নিষেদ্ধুং রোদ্ধুমিত্যর্থঃ । উদ্ধৃতেষ্বাসা গ্রামসিংহা অপ্যুদ্ধৃতপুচ্ছা ভবন্তি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিদ্বেষকারীগণ বাধা দেও-য়ার জন্য ধনুর্ব্বাণ সজ্জিত করিয়া কৃষ্ণকে পথে রোধ করিবার জন্য পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল, কুকুর-

গণ যেমন পুচ্ছ তুলিয়া পিছনে ধাবিত হয় সেইরূপ ॥ ৩৪ ॥

তেশার্ঙ্গচ্যুতবাণৌঘৈঃ কৃত্তবাহ্বঙ্ঘ্রিকন্ধরাঃ ।
নিপেতুঃ প্রধনে কেচিদেকে সন্ত্যজ্য দুদ্রুবুঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—কেচিৎ (কতিপয়ে) তে (রাজানঃ) শার্ঙ্গচ্যুতবাণৌঘৈঃ (শ্রীকৃষ্ণেন শার্ঙ্গধনুশ্চুতৈঃ শর-সমূহৈঃ) কৃত্তবাহ্বঙ্ঘ্রিকন্ধরাঃ (কৃত্তাশ্ছিন্না বাহবো ভুজা, অঙ্ঘ্রয়শ্চরণাঃ কন্ধরাঃ গ্রীবাশ্চ যেষাং তে তথা-ভূতাঃ সন্তঃ) প্রধনে (যুদ্ধক্ষেত্রে) নিপেতুঃ (পতিতা বভূবুঃ) একে (কেচিৎ) সন্ত্যজ্য (যুদ্ধক্ষেত্রং পরি-ত্যজ্য) দুদ্রুবুঃ (পলায়নঞ্চক্রুঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাণাঘাতে কতিপয় বীরের হস্ত, পদ, গ্রীবা প্রভৃতি ছিন্ন হওয়ায় তাহারা রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল এবং অন্যান্য সকলে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—সংত্যজ্য প্রধনং বিহায় ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বাণাঘাতে কতিপয় বীরের হস্তপদ মস্তক ছিন্ন হইলে, অন্যান্য সকলে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ণ করিল ॥ ৩৫ ॥

ততঃ পুরীং যদুপতিরত্যলঙ্কৃতাং
রবিচ্ছদধ্বজপটচিত্রতোরণাম্ ।
কুশস্থলীং দিবি ভুবি চাভিসংস্তুতাং
সমাবিশৎ তরণিরিব স্বকেতনম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) তরণিঃ (সূর্য্যঃ) স্বকেতনম্ ইব (মণ্ডলমস্তাচলং বা যথা প্রবিশতি তথা) যদুপতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অত্যলঙ্কৃতাং (পরম-শোভাযুক্তাং) রবিচ্ছদধ্বজপটচিত্রতোরণাং (রবিং ছাদয়ন্তি তে রবিচ্ছদা ধ্বজেষু পটা যস্যাং, চিত্রাণি তোরণানি যস্যাং সা চ সা চ তাং) ভুবি (ভূতলে) দিবি (স্বর্গে) চ অভিসংস্তুতাং (প্রশংসিতাং) কুশ-স্থলীং (দ্বারকাং) পুরীং সমাবিশৎ (সম্যক্ প্রবিষ্ট-বান্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সূর্য্যদেব যেরূপ নিজ নিবাস-স্থানে প্রবেশ করে, সেইরূপ যদুপতি শ্রীকৃষ্ণও সূর্য্য-তাপনিবারক ধ্বজপটসমূহ এবং বিচিত্র তোরণমালায় পরমশোভাযুক্ত স্বর্গমর্ত্ত্য প্রশংসিত দ্বারকানগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—রবিং ছাদয়ন্তীতি রবিচ্ছদা ধ্বজেষু পটাঃ যস্যাং চিত্রাণি তোরণানি যস্যাং সা চ সা চ তাম ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ধ্বজা পতাকা আদি দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদনকারী বিচিত্র তোরণের মধ্য-দিয়া দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

পিতা মে পূজয়ামাস সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্ ।
মহার্হবাসোঽলঙ্কারৈঃ শয্যাসনপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—মে (মম) পিতা মহার্হবাসোঽলঙ্কারৈঃ (মহামূল্যবসনভূষণৈঃ, তথা) শয্যাসনপরিচ্ছদৈঃ (শয্যাভিরাসনৈঃ পরিচ্ছদৈশ্চ) সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্ (সুহৃদঃ সম্বন্ধিনো বান্ধবাংশ্চ) পূজয়ামাস (সম্মানিত-বান্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—আমার পিতৃদেবও মহামূল্য বসন, ভূষণ, শয্যা, আসন ও পরিচ্ছদসমূহ দ্বারা সুহৃদ্, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

দাসীভিঃ সর্ব্বসম্পদ্ভির্ভটেভরথবাজিভিঃ ।
আয়ুধানি মহার্হাণি দদৌ পূর্ণস্য ভক্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) ভক্তিতঃ (ভক্ত্যা) পূর্ণস্য (পূর্ণায়াপি শ্রীকৃষ্ণায়) দাসীভিঃ (সহ) সর্ব্বসম্পদ্ভিঃ (বিবিধাভিঃ সম্পদ্ভিঃ সহ তথা) ভটেভরথবাজিভিঃ (হস্ত্যশ্বরথপাদাতাত্মকচতুরঙ্গসেনয়া চ সহ) মহার্হাণি (মহামূল্যানি) আয়ুধানি (অস্ত্রাণি) দদৌ (দত্তবান্) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্ব্বকামপরি-পূর্ণ, তথাপি পিতা তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক বিবিধ সম্পৎ, চতুরঙ্গসেনা এবং দাসীগণের সহিত মহামূল্য অস্ত্র-সমূহ প্রদান করিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—দাস্যাদিভিঃ সহ আয়ুধানি পূর্ণায়াপি দদাবিত্যত্র হেতুর্ভক্তিত ইতি । ভক্ত্যা পত্রাদীনামপি তেন গ্রাহ্যত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রাদি পরিপূর্ণ থাকিলেও আমার পিতা ভক্তিহেতু দাসী আদির সহিত বহুমূল্য সম্পত্তি রথ হস্তী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকে দান করিলেন ॥ ৩৮ ॥

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—ইমাঃ (অষ্টৌ) বয়ং সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা (সর্ব্ববিধবিষয়সঙ্গপরাঙমুখতয়া, তথা) তপসা চ (স্বধর্ম্মেণ চ) তস্য আত্মারামস্য (স্বতঃ পরিতৃপ্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) অদ্ধা বৈ (সাক্ষাদেব) গৃহদাসিকাঃ বভূবিম (জাতাঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—আমরা এই আটজন সর্ব্বপ্রকার বিষয়-সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিজধর্ম্মানুসারে এই আত্ম-পরিতৃপ্ত পুরুষোত্তমের গৃহদাসীরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছি" ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—এবমাবেশেনাত্মানং বহু বর্ণয়িত্বা সলজ্জা ইব সর্ব্বাঃ স্বজ্যেষ্ঠা রুক্মিণ্যাদ্যাঃ সন্তোষ-য়ন্ত্যপসংহরতি,—আত্মারামস্যেতি। অন্যশ্চান্যভার্য্যা ইবামুং বয়মষ্টাবেতাঃ বশীকর্ত্তুং ন প্রভবাম ইতি ভাবো বিনয়ভরেণ দৈন্যাদেব বস্তুতস্তু তা অপি হ্লা-দিনীশক্তিত্বাদাত্মভূতাঃ, প্রেম্না তং বশীচক্রুরপীতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে লক্ষ্মণা আবেশ-বশতঃ নিজেকে বহুবর্ণন করিয়া পরিশেষে লজ্জাহেতু নিজ জ্যেষ্ঠ রুক্মিণী আদি সকলের সন্তোষবিধান করিয়া বর্ণনা শেষ করিলেন। আত্মারাম সেই শ্রীকৃষ্ণের আমরা সকলে গৃহদাসীকা ও সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যাও করিয়াছিলাম। অন্য ভার্য্যা-গণের ন্যায় আমরা এই আটজন শ্রেষ্ঠ হইলেও শ্রীকৃষ্ণকে কোনদিন বশীভূত করিতে পারিব না। এইভাবে বিনয়ভরে দৈন্যপ্রকাশ করিলেন। বস্তুতঃ ইঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিহেতু আত্মস্বরূপ প্রেমদ্বারা তাহাকে বশীভূতও করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

মহিষ্য ঊচুঃ—

ভৌমং নিহত্য সগণং যুধি তেন রুদ্ধা
জ্ঞাত্বাথ নঃ ক্ষিতিজয়ে জিতরাজকন্যাঃ।
নির্ম্মুচ্য সংসৃতিবিমোক্ষমনুস্মরন্তীঃ
পাদাম্বুজং পরিণিনায় য আপ্তকামঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—মহিষ্যঃ ঊচুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্যান্যাঃ পত্ন্যঃ কথয়ামাসুঃ) আপ্তকামঃ (পূর্ণকামোঽপি) যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সগণং (সানুচরং) ভৌমং (নরকা-সুরং) যুধি (যুদ্ধে) নিহত্য (বিনাশ্য) তেন (ভৌমেন) ক্ষিতিজয়ে (দিগ্‌বিজয়কালে) জিত-রাজকন্যাঃ (জিতানাং রাজ্ঞাং কন্যাঃ) নঃ (অস্মান্) রুদ্ধাঃ (আবদ্ধাঃ) জ্ঞাত্বা অথ (অনন্তরং) নির্ম্মুচ্য (মোচয়িত্বা) সংসৃতিবিমোক্ষং (সংসৃতেঃ সংসারস্য বিমোক্ষো যস্মাৎ তৎ) পাদাম্বুজং (তদীয়পদকম-লম্) অনুস্মরন্তীঃ (অনুক্ষণং চিন্তয়ন্তীরস্মান্) পরিণিনায় (পরিণীতবান্) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—অন্যান্য মহিষীগণ বলিলেন,—"পূর্ণ-কাম শ্রীকৃষ্ণ অনুচরগণের সহিত নরকাসুরকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে দিগ্‌বিজয়কালে পরাজিত রাজগণের কন্যা আমাদিগকে আবদ্ধ জানিয়া তথা হইতে মোচন করিয়াছিলেন। অনন্তর আমরা অনুক্ষণ তদীয় সংসারবিমুক্তিকারক পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছি জানিয়া আমাদিগকে বিবাহ করিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষিতিজয়ে দিগ্বিজয়ে জিতানাং রাজ্ঞাং কন্যা নঃ অস্মান্ রুদ্ধা জ্ঞাত্বা রোধান্নির্ম্মুচ্য মোচয়িত্বা আপ্তকামোঽপি যঃ পরিণিনায় পরিণীয় স্বভার্য্যাশ্চ-কার এতস্য পাদরজঃ কাময়ামহে ইতি তৃতীয়েনা-ন্বয়ঃ। পরিণয়ে হেতুঃ পাদাম্বুজম্ অনুস্মরন্তীঃ সংসৃতেরপি বিমোক্ষো যস্মাত্তদিতি রোধান্নির্ম্মোচনে হেতুঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্য ষোলহাজার একশত মহিষী বলিতেছেন— নরকাসুর দিগ্বিজয়কালে রাজ-গণকে পরাজিত করিয়া রাজকন্যা আমাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে মোচন করিয়া আপ্তকাম হইলেও তিনি যে আমাদিগকে বিবাহ করিয়া নিজ ভার্য্যা করিয়া-ছেন, ইঁহারই পদরজঃ আমরা কামনা করি। এই তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। আমাদিগকে বিবাহের কারণ আমরা তাঁহার চরণকমল সর্ব্বদা স্মরণ করিতেছিলাম, যাহার ফলে সংসার মোক্ষও হয়

এই কারণে আমাদিগকে আবদ্ধ হইতে মোচন করিলেন ॥ ৪০ ॥

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত ।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্ ॥৪১
কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সাধ্বি, (হে পতিব্রতে, দ্রৌপদি), বয়ং সাম্রাজ্যং (সার্ব্বভৌমং পদং) স্বারাজ্যম্ (ঐন্দ্রং পদং) ভৌজ্যং (তদুভয়ভাক্ত্বম্) উত অপি (অথবা) বৈরাজ্যং (বিবিধং রাজত ইতি বিরাট্ তস্য ভাবো বৈরাজ্যমণিমাদিসিদ্ধিভাক্ত্বমিত্যর্থঃ) পারমেষ্ঠ্যং চ (ব্রহ্মপদম্) আনন্ত্যং (মোক্ষং) হরেঃ পদং (তৎসালোক্যাদি) বা ন (ন কাময়ামহে, পরন্তু) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং (কুচলিপ্তকুঙ্কুমানাং গন্ধেন আঢ্যং সমৃদ্ধম্) এতস্য গদাভৃতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) শ্রীমৎপাদরজঃ (শ্রীযুক্তং পাদরজঃ) মূর্দ্ধ্না (মস্তকেন) বোঢ়ুং (ধারয়িতুমেব) কাময়ামহে (প্রার্থয়ামহে) ॥ ৪১-৪২ ॥

অনুবাদ—হে সাধ্বি ! আমরা সার্ব্বভৌমপদ, ইন্দ্রপদ, তদুভয়পদ, অণিমাদিসিদ্ধি, ব্রহ্মপদ, মুক্তিপদ, এমন কি, শ্রীহরির সালোক্য প্রভৃতি পদও প্রার্থনা করি না, পরন্তু শ্রীদেবীর কুচকুঙ্কুম-গন্ধযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপদরজঃ মস্তকে ধারণই একমাত্র ইচ্ছা করিয়া থাকি ॥ ৪১-৪২ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যেবং তর্হি স্বপাদাম্বুজভক্তাভ্যো ভবতীভ্যঃ সর্ব্বানেব কামান্ কৃষ্ণো দাস্যতীতি তত্রাহুঃ,—ন বয়মিতি। সাম্রাজং সার্ব্বভৌমং পদং সঃ স্বর্গে রাজতে ইতি স্বরাট্ তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যমৈন্দ্রং পদং ভৌজ্যং ভুঙ্ক্তে ইতি ভুক্ তস্য ভাবো ভৌজ্যং যথেষ্টসর্ব্ববিষয়ভোগভাক্ত্বং বিবিধং রাজত ইতি বিরাট্, তস্য ভাবো বৈরাজ্যং অণিমাদিসিদ্ধিভাক্ত্বমিত্যর্থঃ। পারমেষ্ঠ্যং ব্রহ্মপদং আনন্ত্যং মোক্ষং হরেঃ পদং সালোক্যাদিকং ন কাময়ামহে। তর্হি কিং কাময়ধ্বে এতস্য কৃষ্ণস্য শ্রীমৎপাদরজ এব তত্রাপি শ্রিয়ঃ কুচকুঙ্কুমগন্ধেনাঢ্যম্।

অত্র শ্রীপদেন প্রসিদ্ধা নারায়ণকান্তা লক্ষ্মীর্ন বচনীয়া। তস্যাঃ খলু "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" ইতি নাগপত্ন্যাদিবাক্যাৎ কৃষ্ণে কামনৈব শ্রূয়তে "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ"—ইত্যুদ্ধবোক্তের্নতু প্রাপ্তিঃ ॥ ৪১-৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি তাহাই হয়, নিজপাদপদ্মে ভক্তিমতী আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ সকল কামনাই পূরণ করিয়া দিবেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না আমরা সাম্রাজ্য সার্ব্বভৌমপদ তাহা স্বর্গে বিরাজ করিতেছে, এই জন স্বরাট্ তাহার ভাব স্বারাজ্য ইন্দ্রপদ, ভৌজ্য যাহা ভোগ করিতেছে তাহার ভাব যথেষ্ট সর্ব্ববিষয়ভোগযুক্ত বিবিধ ভাবে, বিরাজ করিতেছে অতএব বিরাট্, তাহার ভাব বৈরাজ্য, অনিমাদি সিদ্ধিযুক্ত পারমেষ্ঠ্য অর্থাৎ ব্রহ্মপদ, আনন্ত্য মোক্ষলাভ, শ্রীহরির পদ অর্থাৎ সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় আমরা কামনা করি না। তাহা হইলে কি কামনা করিতেছ ? তাহার উত্তরে এই কৃষ্ণের শ্রীমৎ পদরজঃই তাহাও শ্রীদেবীর কুচকুঙ্কুমগন্ধযুক্ত।

এইস্থলে 'শ্রী' পদের অর্থ প্রসিদ্ধ নারায়ণের কান্তা লক্ষ্মী ব্যাখ্যা করা চলিবে না। তিনি নিশ্চয়ই যাহা বাঞ্ছা করিয়া লোভে তপস্যা করিয়াছিলেন ইহা নাগপত্নীগণের বাক্য হইতে, শ্রীকৃষ্ণে কামনাই শুনা যায়, শ্রীউদ্ধবের উক্তি হইতে জানা যায় এই লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৪১-৪২ ॥

ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু তর্হি অতিদুর্ল্লভত্বাৎ কিং তদ্বাঞ্ছয়া তত আহুঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ (তৎসখ্যো গোপ্যস্তথা) তৃণবীরুধঃ (তৃণলতাসকাশাৎ) পুলিন্দ্যঃ (পুলিন্দরমণ্যস্তথা) গোপাঃ গাবঃ (গাঃ) চারয়তঃ (অপি যস্য) মহাত্মনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদস্পর্শং যৎ (যথা) বাঞ্ছন্তি (প্রার্থয়ন্তি তথা বয়ঞ্চ প্রার্থয়ামহে তৎপরাণাং সুলভ ইতি ভাবঃ) ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতি-তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—ব্রজরমণীগণ, গোপগণ, এমন কি তৃণলতার নিকট হইতে পুলিন্দ-রমণীগণও গোচারণশীল শ্রীকৃষ্ণের ঐ পদরজঃ লাভ করিয়াছিল। সুতরাং উহা অন্যের দুর্ল্লভ হইলেও তৎপরায়ণ জনগণের সুলভই হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ন শ্রীপদেন রুক্মিণ্যুচ্যত ইতি তত্রাহুঃ,—ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তীতি। "কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ। নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য" ইতি ব্রজস্ত্রীণামুক্তিস্তস্যাং তাসাং সপত্নীভাবাদসূয়ৈব ন তু তৎসম্বন্ধবতী তস্মিন্ বাঞ্ছেতি।

তস্মাৎ "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা" ইতি বৃহদ্গৌতমীয়দৃষ্ট্যা শ্রীপদেন শ্রীরাধৈবোচ্যতে তস্যাঃ কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং পাদরজো ব্রজস্ত্রিয়স্তৎসখ্যঃ সুহৃদশ্চ বাঞ্ছন্ত্যেব তৃণবীরুধঃ সকাশাৎ পুলিন্দ্যশ্চ বাঞ্ছন্তি। যদুক্তং "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্যঃ" ইত্যত্র তৃণরুষিতেনেতি গাবঃ গাশ্চারয়তো মহাত্মনঃ এতস্য গোপাঃ প্রিয়নর্ম্মসখাঃ। কেচিৎ সুবলাদয়শ্চ তৎসখীভাবভাবিমতয়শ্চ বাঞ্ছন্তি ন কেবলং তাদৃশং তদেব বাঞ্ছন্তি অপি তু তাদৃশং পাদস্পর্শঞ্চ বাঞ্ছন্তি। ততো বয়মপি তঞ্চ কাময়ামহে ইত্যর্থঃ। যদ্বা, রজস এব বিশেষণং পাদস্পর্শমিতি।

অত্রাসামীদৃশী কামনা তদ্দিনমারভ্যাভবৎ যস্মিন্ দিনে প্রেমরসপ্রসঙ্গতঃ উদ্ধবঃ কৃষ্ণস্য সন্নিধৌ রহসি স্ত্রীজনমহাসদসি শ্রীরাধায়া রূপগুণপ্রেমসৌভাগ্যমাধুর্য্যপরমোৎকর্ষং শ্রীকৃষ্ণবশীকারকমবর্ণয়ৎ। তত্রাষ্টানাং রুক্মিণ্যাদীনাং স্বেষাং সৌভাগ্যোৎকর্ষং মানয়ন্তীনাং তত্র সা কামনা নাভূৎ ষোড়শসহস্রস্ত্রীণান্তু তাভ্যো ন্যূনসৌভাগ্যানামভূদিত্যতো মৌষলান্তে ষোড়শসহস্রগোপবেশধরেণ কৃষ্ণেনৈতা অধ্বন্যর্জ্জুনাদাচ্ছিদ্য গোকুলমানেষ্যন্তে ইতি কেচিদাহুঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্র্যশীতিতম এষোঽত্র দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে শ্রীপদদ্বারা শ্রীরুক্মিণী দেবীকেই বলা হইয়াছে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন ব্রজস্ত্রীগণ যাহা বাঞ্ছা করিতেছেন, কৃষ্ণ কেন এইখানে আসিবেন তিনি মথুরাতে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন, শত্রুগণকে হত করিয়াছেন, রাজকন্যাগণকে বিবাহ করিয়াছেন, ইহা ব্রজদেবীগণের উক্তি, ঐ রুক্মিণীর প্রতি ব্রজদেবীগণের সপত্নীভাব হেতু অসূয়াই জানা যায়। তাহাদের সম্বন্ধগতি নহে, তাহাতে বাঞ্ছা হইবে কিরূপে।

অতএব বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র অনুসারে শ্রীপদে এস্থলে কৃষ্ণময়ীদেবী পরদেবতা রাধিকা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তি কৃষ্ণ সম্মোহিনী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকাকেই বলা হইয়াছে। তাহার কুচকুঙ্কুমগন্ধযুক্তপদরজঃ, ব্রজস্ত্রীগণ তাহার সখী এবং সুহৃদ, অতএব তাহারাই বাঞ্ছা করিতেছেন, আর যে কুঙ্কুম তৃণে লাগিয়াছিল সেইখান হইতে পুলিন্দী রমণীগণও বাঞ্ছা করিতেছে, যাহা বলা হইয়াছে বেণুগীতে—পুলিন্দীরমণীগণই পরিপূর্ণ ভাগ্যবতী গোচারণকালে। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্ম্মসখা গোপগণ তাহার মধ্যে কেহ কেহ সুবলাদি শ্রীকৃষ্ণে সখীভাব ভাবিতমতি। তাহারাও তাঁহার চরণরজঃ বাঞ্ছা করে। কেবল তাহাই নহে তাঁহার চরণকমলের স্পর্শও বাঞ্ছা করে। অতএব আমরাও তাহা কামনা করি অথবা চরণরজেরই বিশেষণ পাদস্পর্শ।

এইস্থলে ষোলহাজার একশত মহিষীগণের এইরূপ কামনা সেইদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, যেদিনে প্রেমরস প্রসঙ্গে উদ্ধব মহাশয় কৃষ্ণের নিকটে গোপনে স্ত্রীগণের মহাসভাতে শ্রীরাধিকার রূপগুণ প্রেমসৌভাগ্য মাধুর্য্য পরম উৎকর্ষ সহ শ্রীকৃষ্ণবশীকারক বর্ণন করিয়াছিলেন। সেইস্থলে রুক্মিণী আদি অষ্টমহিষী নিজেদের সৌভাগ্যের উৎকর্ষ মনে করিয়া সেখানে তাহাদের কামনা উৎপন্ন হয় নাই। ষোলহাজার একশত মহিষীগণের কিন্তু অষ্টমহিষী হইতে অল্প সৌভাগ্য। অতএব তাহাদের ঐরূপ বাঞ্ছা হইয়াছিল। এই কারণে প্রভাসক্ষেত্রে মৌষল-

লীলার শেষে ষোলসহস্র গোপবেশ ধারণ দ্বারা কৃষ্ণ কর্ত্তৃকই এই ষোলহাজার একশত মহিষীকে পথে অর্জ্জুন হইতে ছিনাইয়া লইয়া গোকুলে আনয়ন করিবেন ইহা কেহ কেহ বলেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমে এই ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৮৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকায় অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৮৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

শ্রুত্বা পৃথা সুবলপুত্র্যথ যাজ্ঞসেনী
মাধব্যথ ক্ষিতিপপত্ন্য উত স্বগোপ্যঃ।
কৃষ্ণেঽখিলাত্মনি হরৌ প্রণয়ানুবন্ধং
সর্ব্বা বিসিস্ম্যুরলমশ্রুকলাকুলাক্ষ্যঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুরশীতিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মুনিসমাগমে বসুদেবের যজ্ঞোৎসাহ এবং বন্ধুগণের প্রস্থান বর্ণিত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে পূর্ব্বোক্তরূপে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে অবস্থিতা কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, অন্যান্য রাজপত্নীগণ এবং গোপীগণ কৃষ্ণমহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি প্রণয়াতিশয্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তথায় স্ত্রীগণের সহিত স্ত্রীগণ এবং পুরুষগণ-সহ পুরুষগণ সম্ভাষণরত থাকিলে ব্যাসদেব—নারদাদি বহু ঋষি তথায় শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। তৎস্থানে উপবিষ্ট রাজগণ, পাণ্ডবগণ এবং রামকৃষ্ণ মুনিগণকে দর্শনপূর্ব্বক সহসা উত্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং স্বাগতপ্রশ্ন ও আসন-অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চন করিলেন। তখন ধর্ম্মবর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ মুনিগণের মহিমা খ্যাপনার্থ তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন যে, তত্রত্য সকলেই মুনিগণের দেবদুর্ল্লভ দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছেন। অল্পতপা মনুষ্যগণ প্রতিমাকেই দেবতা-স্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে যোগেশ্বর মুনিগণের দর্শনলাভ ঘটে না; তীর্থসকল ও দেবপ্রতিমা-সকল বহুকালসেবনে পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রই পবিত্র করিয়া থাকেন। অগ্নি-সূর্য্যাদির উপাসনায় ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষদিগের পাপ নষ্ট হয় না; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানিগণের মুহূর্ত্ত-সেবায়ই পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা শবতুল্য দেহকে 'আত্মা', স্ত্রীপুত্রাদিকে 'আত্মীয়', পার্থিব প্রতিমাকে 'পূজ্যদেবতা' ও নদীজলকে 'তীর্থ' মনে করে, কিন্তু ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণকে তাদৃশ মনে করে না, তাহারা গোখর।

মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ বাক্য-শ্রবণে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন যে, জগদীশ্বরের তাদৃশ অধীশ্বরভাবময় উক্তি লোকশিক্ষার্থই কথিত হইয়াছে। তাঁহার নিজস্বরূপ আচ্ছাদনপূর্ব্বক অনীশ্বরবৎ লীলাচরণ পরমতত্ত্বজ্ঞগণেরও দুর্জ্ঞেয়। তিনি ভক্তগণের রক্ষা এবং দুষ্টদমনার্থ শুদ্ধসত্ত্বতনু ধারণ-পূর্ব্বক বেদমার্গ পালন করিয়া থাকেন। বেদশাস্ত্র—তাঁহার হৃদয়স্বরূপ এবং ভগবদুপলব্ধি বিষয়ে এক-মাত্র প্রমাণ। ব্রাহ্মণগণ সেই বেদশাস্ত্রের প্রচারক বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণগণকে পূজাদির দ্বারা সম্মান করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণগণের অগ্রণী। তাঁহারা এইরূপে বিবিধ স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম-পূর্ব্বক স্ব-স্ব-আশ্রমে প্রস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করিলে বসুদেব তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কিরূপে কর্ম্মদ্বারা জনগণের কর্ম্মবন্ধনের নিরাশ হইতে পারে? তচ্ছ্রবণে নারদ মুনিগণকে বলি-লেন যে, বসুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'পুত্র' জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞা-সায় বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। মহদ্বস্তুর

সমীপে অবস্থান-হেতুই তদ্বিষয়ে অনাদর হইয়া থাকে। গঙ্গাতটবাসিগণের গঙ্গাজল পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য তীর্থস্থানে গমনই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল। মুনিগণ গৃহস্থের ঋণত্রয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়া যজ্ঞের দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনাই কর্ম্মবন্ধনিরাশের উপায়রূপে নির্দ্দেশ করিলে বসুদেব তাঁহাদিগকে ঋত্বিগ্রূপে বরণ করিয়া উত্তম উপকরণযুক্ত যজ্ঞসমূহের সম্পাদন করিলেন। যজ্ঞসমাপনের পর যাজকগণকে বহুমূল্য ধেনু, অলঙ্কার ও ব্রাহ্মণকন্যাদি প্রদানপূর্ব্বক দীক্ষান্ত স্নান করিয়া কুক্কুরাদি সর্ব্বপ্রাণীকেই অন্নতৃপ্ত করিলেন। তৎপরে বান্ধবগণকে, রাজগণকে, মনুষ্য, ভূত, পিতৃ ও চারণগণকে প্রভূত উপহার প্রদান করিলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব-স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আত্মীয়-বান্ধবগণও যাদবগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করিলে মহারাজ নন্দ যাদবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মাসত্রয় তথায় অবস্থান করিলেন। বসুদেব মহারাজ নন্দকৃত মিত্রতার উল্লেখ করিয়া নন্দের হস্ত ধারণপূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিয়াছিলেন। নন্দ মাসত্রয় অবস্থানের পর যাদবগণ-কর্ত্তৃক উপহৃত হইয়া কৃষ্ণাসক্তচিত্ত বিষয়ান্তরে নিয়োগ করিতে অসমর্থ হইয়াই মথুরায় যাত্রা করিলেন। যাদবগণও বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক যাবতীয় বৃত্তান্ত দ্বারকাবাসিগণের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,— পৃথা (কুন্তী) সুবলপুত্রী (গান্ধারী) অথ (অপি চ) যাজ্ঞসেনী (দ্রৌপদী) মাধবী (সুভদ্রা) অথ (অপি চ) ক্ষিতিপপত্ন্যঃ (সর্ব্বা রাজপত্ন্যঃ) উত (অপি চ) স্বগোপ্যঃ (কৃষ্ণভক্তা-গোপ্যঃ) অখিলাত্মনি (নিখিলান্তর্য্যামিনি) হরৌ কৃষ্ণে প্রণয়ানুবন্ধং (তদীয়মহিষীণাং পূর্ব্বোক্তপ্রণয়নৈরন্তর্য্যং) শ্রুত্বা অশ্রুকলাকুলাক্ষ্যঃ (প্রণয়াশ্রুপূরিতলোচনাঃ সত্যঃ) সর্ব্বাঃ অলং বিসিস্ম্যুঃ (অতীব বিস্মিতা বভূবুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্ তৎকালে কুন্তীদেবী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, অন্যান্য রাজপত্নীগণ এবং কৃষ্ণভক্তা গোপীগণ নিখিলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তদীয় মহিষীগণের তাদৃশ প্রণয়াতিশয্য সন্দর্শনে অশ্রুপূরিতলোচনে অতীব বিস্মিত হইলেন ॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্যুক্তাশীতিতমে মুনিকৃষ্ণমিথঃ স্তুতিঃ।
শৌরেঃ প্রশ্নো মখশ্চাতো নন্দপ্রস্থাপনাদিকম্ ॥০॥

সুবলপুত্রী গান্ধারী যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী মাধবী সুভদ্রা শ্রুত্বেতি পৃথাগান্ধার্য্যাদীনাং পরস্পরয়ৈব শ্রবণং ন সাক্ষাৎ তাসামগ্রে দ্রৌপদ্যাঃ পট্টমহিষীণাঞ্চ স্বাতন্ত্র্যেণ তাদৃশবিনোদবার্ত্তাপ্রশ্নোত্তরকৌতুকস্যানৌচিত্যাৎ। তস্মাৎ দ্রৌপদীসুভদ্রয়োরেব তাভিঃ সহ বয়স্যভাবেন তত্তদৌচিত্যাৎ সাক্ষাৎ শ্রবণং গোপীনান্তু তাভিঃ সাজাত্যাভাবাদেব সহাবস্থানাভাবাদতিপরস্পরৈব অতএব তত্রোতশব্দো বিপ্রকর্ষার্থজ্ঞাপনায় প্রযুক্তঃ। স্বশব্দপ্রয়োগাত্তাস্বেব কৃষ্ণস্য স্বান্তরঙ্গবুদ্ধ্যা প্রতিনিশমন্যালক্ষিতং পরিষ্বঙ্গাদিবিলাসোঽস্যাত্র তু কুরুক্ষেত্রে তস্মিন্ মহাতীর্থে ব্রহ্মচর্য্যস্থিতিঃ প্রথৈবেতি জ্ঞেয়ম্। বিসিস্ম্যুরিতি। অশ্রুকলাকুলাক্ষ্য ইতি গোপীনাং বিস্ময়োঽশ্রুকলা চ তাসাং কিঞ্চিৎ স্ব-স্বজাতীয়ভাবদর্শনাৎ কৃষ্ণস্য তত্তচ্চরিত্রশ্রবণাচ্চ। ন তু পট্টমহিষীষু গোপীনাং কশ্চিদনুরাগ ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুঃশীতিতম অধ্যায়ে মুনিগণ ও কৃষ্ণের পরস্পর স্তুতি, বসুদেবের প্রশ্ন, বসুদেব কর্ত্তৃক যজ্ঞের অনুষ্ঠান। অতঃপর নন্দ আদির ব্রজে প্রস্থান বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

সুবলরাজপুত্রী গান্ধারী, যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী, মাধবী সুভদ্রা, ইঁহারা দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তরে পট্টমহিষীগণের বিবাহ কথা শ্রবণ করিয়া তন্মধ্যে কুন্তীদেবী ও গান্ধারী প্রভৃতি পরস্পরাক্রমে শ্রবণ করিয়া—সাক্ষাৎভাবে শ্রবণ নহে, কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতির সম্মুখে দ্রৌপদী ও পট্টমহিষীগণের স্বতন্ত্রভাবে ঐরূপ বিনোদ বার্ত্তা প্রশ্ন উত্তর কৌতুকাদি অনুচিত হেতু। দ্রৌপদী ও সুভদ্রা কৃষ্ণপত্নীগণের সহিত সখ্যভাবে ঐরূপ সাক্ষাৎ উচিৎ হওয়ায় সাক্ষাৎ শ্রবণ, কিন্তু গোপীগণের সহিত মহিষীগণের সাজাত্য না থাকায় এবং সহ অবস্থান না থাকায়। অতএব সেখানে উত শব্দ পার্থক্য জ্ঞাপনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। 'স্ব' শব্দ প্রয়োগহেতু গোপীগণের সহিতই কৃষ্ণের নিজ অন্তরঙ্গ বুদ্ধি হেতু আলিঙ্গনাদি বিলাস এবং এই

কুরুক্ষেত্রে মহাতীর্থে ব্রহ্মচারী অবস্থায় থাকায়ই নিয়ম জানিবেন। অশ্রুদ্বারা নয়ন আচ্ছাদিত থাকায় গোপীগণের বিস্ময় ও তাহাদের কিঞ্চিৎ নিজ নিজ জাতীয়ভাব দর্শনহেতু কৃষ্ণের সেই সেই চরিত্র শ্রবণ। পট্টমহিষীগণের সহিত গোপীগণের কোন অনুরাগ নাই ॥ ১॥

ইতি সম্ভাষমাণাসু স্ত্রীভিঃ স্ত্রীষু নৃভির্নৃষু।
আযযুর্মুনয়স্তত্র কৃষ্ণরামদিদৃক্ষয়া ॥ ২ ॥
দ্বৈপায়নো নারদশ্চ চ্যবনো দেবলোঽসিতঃ।
বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ ॥ ৩ ॥
রামঃ সশিষ্যো ভগবান্ বশিষ্ঠো গালবো ভৃগুঃ।
পুলস্ত্যঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ মার্কণ্ডেয়ো বৃহস্পতিঃ ॥৪॥
দ্বিতস্ত্রিতশ্চৈকতশ্চ ব্রহ্মপুত্রাস্তথাঙ্গিরাঃ।
অগস্ত্যো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বামদেবাদয়োঽপরে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্ত্রীভিঃ (সহ) স্ত্রীষু ইতি (এবং) সম্ভাষমাণাসু (আলপন্তীষু তথা) নৃভিঃ (পুরুষৈঃ সহ) নৃষু (পুরুষেষু সম্ভাষমাণেষু) কৃষ্ণরামদিদৃক্ষয়া (রামকৃষ্ণৌ দ্রষ্টুমিচ্ছয়া) দ্বৈপায়নঃ (ব্যাসদেবঃ) নারদঃ চ চ্যবনঃ দেবলঃ অসিতঃ বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দঃ ভরদ্বাজঃ অথ গৌতমঃ সশিষ্যঃ (শিষ্যসহিতঃ) ভগবান্ রামঃ (জামদগ্ন্যঃ) বশিষ্ঠঃ গালবঃ ভৃগুঃ পুলস্ত্যঃ কশ্যপঃ অত্রিঃ চ মার্কণ্ডেয়ঃ বৃহস্পতিঃ দ্বিতঃ ত্রিতঃ চ একতঃ চ ব্রহ্মপুত্রাঃ (সনকাদয়ঃ) তথা অঙ্গিরাঃ অগস্ত্যঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ চ বামদেবাদয়ঃ (বামদেবপ্রভৃতয়ঃ) অপরে (অন্যে চ) মুনয়ঃ তত্র আযযুঃ (আগতাঃ) ॥ ২-৫ ॥

অনুবাদ—স্ত্রীগণের সহিত স্ত্রীগণ এবং পুরুষগণের সহিত পুরুষগণ এবম্বিধ সম্ভাষণরত হইলে ব্যাসদেব, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, সশিষ্য ভৃগুরাম, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত, সনকাদি ব্রহ্মপুত্রগণ, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য এবং বামদেব প্রভৃতি অন্যান্য মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন ॥ ২-৫ ॥

বিশ্বনাথ—নৃষু সম্ভাষ্যমাণেষু চ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মনুষ্যগণের সহিত এইরূপ পরস্পর সম্ভাষণ হইতে থাকিলে ॥ ২ ॥

তান্ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রাগাসীনা নৃপাদয়ঃ।
পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণরামৌ চ প্রণেমুর্বিশ্ববন্দিতান্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাগাসীনাঃ (পূর্ব্বোপবিষ্টাঃ) পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণরামৌ চ (তথা) নৃপাদয়ঃ (সর্ব্বে) বিশ্ববন্দিতান্ (ত্রিভুবন পূজিতান্) তান্ (মুনীন্) দৃষ্ট্বা সহসা উত্থায় প্রণেমুঃ (প্রণামঞ্চক্রুঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তথায় সম্মুখে উপবিষ্ট রাজগণ, পাণ্ডবগণ এবং রামকৃষ্ণ বিশ্ববন্দিত মুনিগণকে দর্শনপূর্ব্বক সহসা উত্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৬ ॥

তানানর্চুর্যথা সর্ব্বে সহরামোঽচ্যুতোঽর্চ্চয়ৎ।
স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্যমাল্যধূপানুলেপনৈঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বে যথা (যদ্বৎ) স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্যমাল্যধূপানুলেপনৈঃ তান্ (মুনীন্) আনর্চুঃ (পূজিতবন্তঃ) সহরামঃ (বলদেবসহিতঃ) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণোঽপি তথা) অর্চ্চয়ৎ (পূজিতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অন্যান্য সকলের ন্যায় রামকৃষ্ণও স্বাগত প্রশ্ন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মাল্য, ধূপ এবং চন্দনাদি অনুলেপন দ্বারা মুনিগণের অর্চ্চন করিলেন ॥ ৭ ॥

উবাচ সুখমাসীনান্ ভগবান্ ধর্ম্মগুপ্তনুঃ।
সদসস্তস্য মহতো যতবাচোঽনুশৃণ্বতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) ধর্ম্মগুপ্তনুঃ (ধর্ম্মগোপ্ত্রী তনুর্যস্য সঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তস্য সদসঃ (তস্যাং সভায়াং) সুখম্ আসীনান্ (সুখোপবিষ্টান্) যতবাচঃ (সংযতবাক্যান্) অনুশৃণ্বতঃ (তদ্‌বাক্যানুশ্রবণরতান্) মহতঃ (তান্ মহাশয়ান্ মুনীন্) উবাচ (উক্তবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তখন ধর্ম্মগোপ্তৃতনু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত সভায় উপবিষ্ট, সংযত বাক, শ্রোতৃ মুনিগণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—সদস ইতি সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ মহতী সভাতে ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অহো বয়ং জন্মভৃতো লব্ধং কার্ৎস্ন্যেন তৎফলম্।
দেবানামপি দুষ্প্রাপং যদ্‌যোগেশ্বরদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—অহো বয়ং জন্মভৃতঃ (সফলজন্মানো জাতাঃ) কার্ৎস্ন্যেন (সাকল্যেন) তৎফলং (তস্য জন্মনঃ ফলং সার্থক্যং) লব্ধম্ (অদ্যাস্মাভিঃ প্রাপ্তং) যৎ (যস্মাৎ) দেবানাম্ অপি দুষ্প্রাপং (দুর্ল্লভং) যোগেশ্বরদর্শনং (যোগেশ্বরাণাং ভবতাং দর্শনং জাতম্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"অহো অদ্য আমরা বস্তুতঃ সফলজন্মা হইয়াছি এবং সর্ব্বতোভাবে এই জন্মের ফললাভ করিয়াছি। যেহেতু, আমরা দেবগণেরও দুর্ল্লভ যোগেশ্বরগণের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—জন্মভৃতঃ সফলজন্মানো ভবামঃ দেবানামপি দুষ্প্রাপং কিং পুনর্নৃণামল্পত্যানাম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—অহো! অদ্য আমরা সফলজন্ম হইয়াছি। দেবগণেরও ইহা দুষ্প্রাপ্য, এস্থলে আগত মনুষ্যগণের আর কি বলিব ॥ ৯ ॥

কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাম্।
দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ যুষ্মাকং দর্শনমেব তাবদ্দেবানামপি দুষ্প্রাপমস্মাকন্তু স্পর্শনাদিকমপি কথং নু ঘটিতমিতি বিস্ময়েনাহ) স্বল্পতপসাং (স্বল্পে তপোবুদ্ধির্যেষাং তথা) অর্চ্চায়াং (প্রতিমায়াং) দেবচক্ষুষাং (দেব ইতি চক্ষুর্দৃষ্টির্যেষাং তেষাং) নৃণাং দর্শনস্পর্শনপ্রশ্ন-প্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকং কিং, (স্যাৎ? অপি তু নৈব অতস্তথাভূতানাং সুদুর্ল্লভানাং যুষ্মাকং দর্শনাদিকং যুষ্মৎকৃপয়ৈবাস্মাকমনধিকারিণামপি সিদ্ধমিতি ভাবঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ অল্পতপা মনুষ্যগণ প্রতিমাকেই দেবতাস্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে, তাহাদের ভাগ্যে কি যোগেশ্বরগণের দর্শন, স্পর্শন, প্রশ্ন, প্রণাম এবং পাদার্চ্চনাদির অধিকার লাভ সম্ভব হইতে পারে? (বস্তুতঃ পক্ষে অসম্ভব;) তদ্রূপ আপনাদেরও দর্শন আমাদিগের পক্ষে সুদুর্ল্লভ হইলেও আপনাদের কৃপায়ই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মগুপ্তনুরিত্যনেন অহো বয়মিত্যাদ্যাস্তস্য বাচঃ কেবলং ধর্ম্মগোপনার্থা ইতি জ্ঞাপয়ন্তি। অর্চ্চায়াং প্রতিমায়ামেব দেববুদ্ধীনাং ন তু যুষ্মাসু তদপি যুষ্মাকমিদং যুষ্মৎকৃপাবিলসিতমেবেতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন মুনিগণের প্রতি—ধর্ম্মরক্ষার মূর্ত্তি হে মুনিগণ! আপনাদের দর্শন স্পর্শনাদি অল্পভাগ্য মনুষ্যগণের কি হইতে পারে! তাহারা প্রতিমাকেই দেবতা মনে করে, অহো! আমরা ধন্য, আপনাদের ধর্ম্মরক্ষার বাক্যসমূহ শ্রবণ করিতে পারিলাম, সাধারণ মনুষ্যগণের প্রতিমাতেই দেববুদ্ধি, আপনাদের প্রতি দেববুদ্ধি নাই, তথাপি আপনারা যে সকলের কল্যাণের জন্য এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা কেবল আপনাদের কৃপার বিলাসই জানিতে হইবে ॥ ১০ ॥

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অম্ময়ানি (জলময়ক্ষেত্রানি) তীর্থানি ন হি (বস্তুতো ন তীর্থভূতানি, তথা) মৃচ্ছিলাময়াঃ (মৃন্ময়বিগ্রহাঃ শিলাময়বিগ্রহাশ্চ) দেবাঃ ন (বস্তুতো দেবা ন ভবন্তি যতঃ) তে (তীর্থানি দেবাশ্চ) উরুকালেন (দীর্ঘকালেন) পুনন্তি (সেবকান্ পবিত্রীকুর্ব্বন্তি, পরন্তু) সাধবঃ (ভবাদৃশা মহাজনাঃ) দর্শনাৎ এব (দর্শনসমকালমেব পুনন্তি, ততো ভবাদৃশা সাধব এব বস্তুতস্তীর্থভূতা দেবরূপাশ্চ ভবন্তীত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে জলময় ক্ষেত্রসমূহ বস্তুতঃ 'তীর্থ'-পদবাচ্য, কিম্বা মৃন্ময় ও শিলাময় বিগ্রহসকল 'দেব'-পদবাচ্য হয় না; যেহেতু তীর্থ ও দেবগণ সেবকগণকে দীর্ঘকালে পবিত্র করেন, পরন্তু ভবাদৃশ

সাধুগণ দর্শনকালেই মানবগণকে পবিত্র করায় আপনারাই বস্তুতঃ তীর্থ ও দেব-পদবাচ্য হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

নাগ্নির্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্রতারকা
ন ভূর্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্মনঃ।
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং
বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অগ্নিঃ ন (হরন্তীতি ক্রিয়য়া সর্ব্বেষামন্বয়ঃ) সূর্য্যঃ ন, চন্দ্রতারকাঃ ন চ, ভূঃ (ক্ষিতিঃ) ন, জলং খম্ (আকাশং) শ্বসনঃ (বায়ুঃ) অথ বাঙ্মনঃ (বাক্ চ মনশ্চ এতে সর্ব্বে) উপাসিতাঃ (সেবিতা অপি) ভেদকৃতঃ (ভেদবুদ্ধিঃ কুর্ব্বতঃ পুংসঃ) অঘং (তন্মূলমজ্ঞানং ন) হরন্তি, বিপশ্চিতঃ (নিরস্তভেদাস্তত্ত্বজ্ঞানিনঃ) মুহূর্ত্তসেবয়া (মুহূর্ত্তকালকৃতয়া সেবয়ৈব) ঘ্নন্তি (অঘং হরন্তি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, ক্ষিতি, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য, মন ইহাদের উপাসনা দ্বারা ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষের পাপ নষ্ট হয় না ; কিন্তু ভেদজ্ঞানশূন্য তত্ত্বজ্ঞানিগণ মুহূর্ত্তকাল সেবায়ই সেবকের পাপ নষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বাঙ্মনসয়োরপ্যুপাসনাবিষয়ত্বং "যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" ইতি শ্রুতেঃ। ক্ষুৎপিপাসাদিভিঃ আদরপ্রাপ্ত্যাদিভিশ্চাত্মপরয়োঃ সাম্যেঽপি ভেদং করোতীতি ভেদকৃৎ তস্য অঘং ভেদোত্থমবজ্ঞোপেক্ষামাৎসর্য্যাদিকং ঘ্নন্তি ॥১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বাক্য ও মনের উপাসনার বিষয় যেমন বেদে বলা হইয়াছে—'যে ব্যক্তি বাক্যরূপ ব্রহ্মকে উপাসনা করে, যে ব্যক্তি মনরূপ ব্রহ্মকে উপাসনা করে' ক্ষুধা পিপাসা আদি দ্বারা, আদর প্রাপ্তি আদি দ্বারাও নিজ-পর উভয়ের সাম্য থাকিলেও যাহারা ভেদবুদ্ধি করে, তাহার ঐ বুদ্ধি পাপ ভেদবুদ্ধিজাত অবজ্ঞা উপেক্ষা মাৎসর্য্য আদিকে বিনাশ করে ॥ ১২ ॥

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (জনস্য) ত্রিধাতুকে (বাতপিত্তকফময়ে) কুণপে (শবতুল্যে দেহে) আত্মবুদ্ধিঃ (আত্মা প্রেমাস্পদং তদ্‌বুদ্ধির্বর্ত্ততে) কলত্রাদিষু স্বধীঃ (স্বীয়া ইমে ইতি বুদ্ধির্বর্ত্ততে) ভৌমে (পার্থিবপ্রতিমাদৌ) ইজ্যধীঃ (পূজ্যোঽয়মিতি বুদ্ধির্বর্ত্ততে) সলিলে (নদ্যাদিজলে) যৎ তীর্থবুদ্ধিঃ (যস্য তীর্থমিদমিতি বুদ্ধির্বর্ত্ততে) কর্হিচিৎ (কদাচিদপি) অভিজ্ঞেষু (ভগবত্তত্ত্বজ্ঞেষু) জনেষু ন (তা বুদ্ধয়ো ন ভবন্তি) সঃ (তাদৃশো জনঃ) গোখরঃ এব (গৌশ্চাসৌ খরো গর্দ্দভশ্চেতি সঃ, উভয়সাধর্ম্ম্যাদুভয়শব্দবাচ্যো ভবতি, কিম্বা গবামপি তৃণাদিভারবাহকো গর্দ্দভো ভবতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা বাতপিত্ত-কফময় এই শবতুল্য দেহকে পরমপ্রেমাস্পদ আত্মা, স্ত্রীপুত্রাদিকে আত্মীয়, পার্থিব প্রতিমাদিকে পূজনীয় দেবতা এবং নদ্যাদিস্থিত জলকে তীর্থ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণকে তাদৃশ মনে করেন না, তাঁহারা গো এবং গর্দ্দভ উভয় সাধর্ম্ম্যহেতু গো এবং গর্দ্দভ-পদবাচ্য অথবা গরুর তৃণাদি ভারবাহী গর্দ্দভ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অতঃ সাধূন্ বিহায়ান্যত্রাত্মাদিবুদ্ধ্যা সজ্জমানোঽতিমন্দ ইত্যাহ,—যস্যেতি। কুণপঃ শবস্তত্তুল্যে দেহে ত্রিধাতুকে বাতপিত্তকফময়ে যস্য আত্মা বুদ্ধিঃ আত্মা প্রেমাস্পদং তদ্বুদ্ধিঃ স্বধীঃ স্বীয়া ইমে ইতি ধীঃ। ভৌমে পার্থিবপ্রতিমাদৌ ইজ্যধীঃ পূজ্যোঽয়মিতি বুদ্ধিঃ। যৎ যস্য সলিলে নদ্যাদিজলে তীর্থমিদমিতি বুদ্ধিঃ। কর্হিচিৎ কদাচিদপি অভিজ্ঞেষু ভগবত্তত্ত্বজ্ঞেষু যস্য তা বুদ্ধয়ো ন ভবন্তি স এব গোখরঃ গৌশ্চাসৌ খরশ্চেত্যুভয়সাধর্ম্ম্যাদুভয়শব্দবাচ্য ইত্যর্থঃ। যদ্বা, গবামপি তৃণাদিভারবাহকো গর্দ্দভঃ। বৃহস্পতিসংহিতায়াং তু "অজ্ঞাতভগবদ্ধর্ম্মা মন্ত্রবিজ্ঞানসংবিদঃ। নরাস্তে গোখরা জ্ঞেয়া অপি ভূপালবন্দিতাঃ" ইত্যুক্তম্। অত্র যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপ এব নতু অভিজ্ঞেষ্বিত্যুক্ত্যা উভয়ত্রাত্মবুদ্ধয়ো ন গোখরা ইত্যায়াতং অভিজ্ঞেষ্বেবাত্মাদিবুদ্ধয়স্তুতিশ্রেষ্ঠা এবেতি ভাবঃ। অত্র ভৌমে ভগবৎপ্রতিমাভিন্নে ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।

ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥" ইত্যেকাদশোক্তেরভিজ্ঞেষ্বিজ্যবুদ্ধ্যভাবেঽপি তৎ-প্রতিমাসেবিনঃ কনিষ্ঠভক্তত্বোক্তেঃ এবং সলিল ইত্যত্রাপি গঙ্গাযমুনাদিভিন্নে ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। তাদৃশ-বচনপরঃসহস্রেভ্য ইতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব সাধুদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আত্মবুদ্ধি আদিদ্বারা আসক্তিযুক্ত ব্যক্তি অতিমন্দ ইহাই বলিতেছেন—যে ব্যক্তির শবতুল্য দেহে ও বাত পিত্ত কফময়দেহে যাঁহার বুদ্ধি প্রেমাস্পদ, সেই বুদ্ধি নিজজন ইহারা আমার এই বুদ্ধি, পার্থিব প্রতিমা আদিতে ইনি পূজ্য এইরূপ বুদ্ধি, এবং যাঁহার নদী আদির জলে ইহা তীর্থ এইরূপ বুদ্ধি, কিন্তু কখনও ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিতে যাঁহার তাদৃশ বুদ্ধি হয় না, তিনিই গো এবং গর্দ্দভ এই উভয় মিলিত সমান ধর্ম্ম শব্দ বাচ্য। অথবা গাভী-গণেরও তৃণআদি ভার বাহক গর্দ্দভ জানিতে হইবে। বৃহস্পতিসংহিতায় বলা হইয়াছে যিনি ভগবৎ ধর্ম্ম না জানিয়া মন্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে জানেন, এমন নরগণ তাহারা গো-খর জানিবেন। তাহারা রাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইলেও। এইস্থলে মৃতরূপ দেহে যাঁহার আত্মবুদ্ধিই কিন্তু ভগবৎতত্ত্বজ্ঞতে আত্মবুদ্ধি নাই, এইরূপ উক্তিদ্বারা উভয়ত্র আত্মবুদ্ধি নয় অতএব গো-খর ইহাই বুঝাইতেছে। অভিজ্ঞজনগণে আত্ম-বুদ্ধিগণই অতিশ্রেষ্ঠ। এইস্থলে ভৌম অর্থাৎ মৃত্তিকা-দ্বারা রচিত ভগবৎ প্রতিমা ভিন্ন, অন্য দেবপ্রতিমাতে বুঝিতে হইবে, কারণ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন— প্রতিমাতেই শ্রীহরির পূজা যিনি শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক করেন কিন্তু ভগবদ্ভক্তে এবং অন্যেতে তাদৃশ পূজা করেন না তিনি প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্ত। অভিজ্ঞ ব্যক্তিতে পূজ্যবুদ্ধি না থাকিলেও ভগবৎ প্রতিমা সেবিগণ কনিষ্ঠ ভক্ত। এই উক্তি-হেতু সেইরূপ সলিল অর্থাৎ নদী আদিতে তীর্থ বুদ্ধি, কিন্তু গঙ্গা যমুনা আদিতে তীর্থ বুদ্ধি নাই এইরূপ জানিতে হইবে। ঐরূপ বচনও সহস্র সহস্র আছে পুরাণাদিতে ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

নিশম্যেত্থং ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাকুণ্ঠমেধসঃ।
বচো দুরন্বয়ং বিপ্রাস্তূষ্ণীমাসন্ ভ্রমদ্ধিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—বিপ্রাঃ (মুনয়ঃ) অকুণ্ঠমেধসঃ (অপ্রতিহতধিয়ঃ) ভগবতঃ কৃষ্ণস্য ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণোক্তং) দুরন্বয়ম্ (অননুরূপং) বচঃ (বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) ভ্রমদ্ধিয়ঃ (ভ্রমন্তী অনবস্থিতা ধীর্বুদ্ধির্যেষাং তে তথা সন্তঃ) তূষ্ণীং (মৌনভাবাঃ) আসন্ (স্থিতাঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—মুনিগণ তৎ-কালে অকুণ্ঠিতবুদ্ধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঈদৃশ অসদৃশ বাক্য শ্রবণে বিমোহিত চিত্ত হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—বচঃ 'অহো বয়ং জন্মভৃতঃ' ইত্যা-দিকং দুরন্বয়ং তদননুরূপত্বাদ্দুর্গমম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—অহো আমরা শ্রীকৃষ্ণের জনগণের মধ্যে পুণ্যতম জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ইত্যাদি বাক্যসমূহ দুরন্বয়হেতু দুর্গম শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ মৌন থাকিলেন ॥ ১৪ ॥

চিরং বিমৃশ্য মুনয় ঈশ্বরস্যেশিতব্যতাম্।
জনসংগ্রহ ইত্যূচুঃ স্ময়ন্তস্তং জগদ্‌গুরুম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) মুনয়ঃ চিরং (দীর্ঘকালাৎ পরম্) ঈশ্বরস্য (জগন্নিয়ন্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) ঈশিতব্যতাং (তাদৃশীমনীশ্বরতাং কর্ম্মাধিকারিতাং) জনসংগ্রহ ইতি (জনসংগ্রহ মাত্রমেতদিতি) বিমৃশ্য (নির্দ্ধার্য্য) স্ময়ন্তঃ (হসন্তঃ) জগদ্‌গুরুং তং (শ্রীকৃষ্ণম্) ঊচুঃ (কথয়ামাসুঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বহুক্ষণ পরে তাঁহারা জগদীশ্বরের ঈদৃশ অনীশ্বর ভাবময় কর্ম্মাধীন মানবের ন্যায় উক্তি কেবলমাত্র লোক-শিক্ষার জন্যই উক্ত হইয়াছে, ইহা নির্ণয় করিয়া হাস্যসহকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরস্য মুনিষু ঈষিতব্যত্বং চিরং বিমৃষ্য তত্রোপপত্তিমপশ্যন্তো জনসংগ্রহো ধর্ম্মস্থাপকস্য ভগবতো লোকশিক্ষণার্থকমেবেদং বচনাচরণাদিকং ইত্যূচুঃ। তত্র হেতুর্জগদ্‌গুরুমিতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের মুনিগণের প্রতি পূজ্যত্ব বাক্য শুনিয়া তাহারা বহুক্ষণ বিচার পূর্ব্বক তাহাতে যুক্তি না দেখিয়া জনসংগ্রহ ও ধর্ম্মস্থাপক

ভগবানের লোকশিক্ষার জন্য এইরূপ বচন ও আচরণ ইহাই বলিলেন। তাহার কারণ ভগবান্ জগৎগুরু ॥ ১৫ ॥

———

শ্রীমুনয় উচুঃ —

যন্মায়য়া তত্ত্ববিদুত্তমা বয়ং
বিমোহিতা বিশ্বসৃজামধীশ্বরাঃ।
যদীশিতব্যায়তি গূঢ় ঈহয়া
অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমুনয়ঃ উচুঃ,—যৎ (যস্মাৎ) ঈহয়া (নরচেষ্টিতেন) গূঢ়ঃ (ছন্নস্বরূপো ভবান্) ঈশিতব্যায়তি (অনিশ্বরবদাচরতি তস্মাৎ) বিশ্বসৃজাং (মরীচ্যাদিপ্রজাপতিনাং মধ্যে) অধীশ্বরাঃ (পরমশ্রেষ্ঠাস্তথা) তত্ত্ববিদুত্তমাঃ (তত্ত্বজ্ঞেষু শ্রেষ্ঠা অপি) বয়ং যন্মায়য়া (যস্য তব মায়য়া পূর্ব্বোক্তরূপয়া) বিমোহিতাঃ (মোহং প্রাপ্তাঃ, নন্বহমীশ্বরশ্চেৎ কথমেবং মমাচরণমিত্যাহুঃ) অহো (বিস্ময়সূচকং পদং) ভগবদ্বিচেষ্টিতং (ভগবতস্তব বিচেষ্টিতং লীলাচরিতং) বিচিত্রম্ (অতর্ক্যং ভবতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমুনিগণ বলিলেন,—"হে ভগবন্, যেহেতু আপনি মনুষ্যলীলায় নিজস্বরূপ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অনীশ্বরবৎ আচরণ করিতেছেন, সেইজন্য আমরা মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের অধীশ্বর এবং পরমতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও আপনার মায়ায় বিমোহিত হইতেছি। অহো! আপনার লীলাচরিত অতিশয় অচিন্তনীয় ॥১৬

বিশ্বনাথ—স্বয়ং পরমেশ্বরোঽপি ভগবান্ যৎ ঈশিতব্যায়তে ঈহয়া নরচেষ্টয়া হেতুনা গূঢ়ঃ দুর্ল্লক্ষ্যঃ সন্ এতদেব বিচেষ্টিতঃ ভগবৎপরমযশস্করমিত্যর্থঃ। "ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যবীর্য্যযত্নার্ককীর্ত্তিষু" ইত্যমরঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বয়ং পরমেশ্বর হইয়াও ভগবান্ ঈশ্বর চেষ্টাদ্বারা ও মনুষ্য চেষ্টা দ্বারা গূঢ়, অর্থাৎ অপরের দুর্ল্লক্ষ্য হইয়া আছেন, ইহাই তাঁহার লীলা, ভগবানের পরম যশস্কর। অমরকোষে ভগ শব্দের অর্থ শ্রী, কাম, মাহাত্ম্য, বীর্য্য, যত্ন, সূর্য্য ও কীর্ত্তি, এই সকল অর্থে ব্যবহৃত হয় ॥ ১৬ ॥

———

অনীহ এতদ্বহুধৈক আত্মনা
সৃজত্যবত্যত্তি ন বধ্যতে যথা।
ভৌমৈর্হি ভূমির্বহুনামরূপিণী
অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(ভগবত্তত্ত্বমেবাহুঃ) ভৌমৈঃ (ঘটাদিবিকারৈরুপলক্ষিতা তথা) বহুনামরূপিণী (ঘটশরাবাদিবিবিধ নামরূপবিশিষ্টা) ভূমিঃ (স্বরূপত একা পৃথিবী) যথা (ইব) একঃ (সমানাসমানভেদরহিতো ভবান্) অনীহঃ (অক্রিয় এব) আত্মনা (স্বরূপমাত্রেণ) বহুধা (বহুপ্রকারেণ) এতৎ (বিশ্বং) সৃজতি অবতি (পালয়তি) অত্তি (হন্তি চ) ন বধ্যতে (কর্ম্মণা লিপ্তশ্চ ন ভবতি) হি (নিশ্চিতং, ননু কথমহং জগৎসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা বসুদেব পুত্রত্বাদিত্যাহুঃ) অহো বিভূম্নঃ (পরিপূর্ণস্য তব) চরিতং (জন্মাদি চরিতং) বিড়ম্বনম্ (অনুকরণমাত্রং, ন তু তত্ত্বম্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ভূমি স্বরূপতঃ এক হইলেও ঘট শরাব প্রভৃতি বিকারভেদে যেরূপ বিবিধ নাম ও আকৃতি ধারণ করে, সেইরূপ আপনি স্বরূপতঃ এক এবং অক্রিয় হইয়াও নিজস্বরূপ দ্বারা বহুরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিয়া থাকেন, অথচ নিজে কর্ম্মফলে বদ্ধ হন না। তাদৃশ পরিপূর্ণ-স্বরূপ আপনার জন্মাদি চরিত—অনুকরণ মাত্র, বস্তুতঃ সত্য নহে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তবৈশ্বর্য্যমনৈশ্বর্য্যঞ্চ দুর্গমত্বাদপারমিত্যাহুঃ—অনীহ ইতি। এতজ্জগৎ বহুবিধমাত্মনা স্বেনৈব সৃজতি। ভগবানেক এব বহুনামরূপং জগদ্ভবতীত্যত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা ভূমিরেকাঽপি ভৌমৈর্ঘটপটাদিভিঃ অহো অদ্ভুতং বিভূম্নঃ পূর্ণপরমেশ্বরস্যাপি তব চরিতং বিপ্রারাধনাদিলক্ষণমীশিতব্যত্বগমকং বিড়ম্বনম্ ঈশিতব্যস্যানুকরণমেব ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুনিগণ বলিতেছেন—আপনার ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য দুর্গমহেতু বুঝিবার উপায় নাই। এই জগৎ আপনি বহুবিধরূপ দ্বারা সৃজন করিতেছেন। ভগবান্ একই বহু নামরূপ জগৎ হইতেছেন, এইস্থলে দৃষ্টান্ত যেমন ভূমি এক হইয়াও ভূমিজাত ঘটপট আদি বহুবিধ হইতেছে। অহো অদ্ভুত পূর্ণপরমেশ্বর হইয়াও আপনার চরিত বিপ্র আরাধনা

আদি রূপ দেখিয়া, আপনার ঈশ্বরত্ব জানা বিড়ম্বন-মাত্র—ঈশ্বরত্বের অনুকরণ মাত্রই ॥ ১৭ ॥

অথাপি কালে স্বজনাভিগুপ্তয়ে
বিভর্ষি সত্ত্বং খলনিগ্রহায় চ ।
স্বলীলয়া বেদপথং সনাতনং
বর্ণাশ্রমাত্মা পুরুষঃ পরো ভবান্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(জনসংগ্রহমাহুঃ) অথাপি (তথাপি) বর্ণাশ্রমাত্মা (বর্ণাশ্রমধর্ম্মৈকরক্ষকঃ) পরঃ (পরমঃ) পুরুষঃ ভবান্ স্বজনাভিগুপ্তয়ে (সাধুজনরক্ষার্থং তথা) খলনিগ্রহায় চ (দুষ্টদমনার্থঞ্চ) কালে (যথাকালং) সত্ত্বং (শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং রূপং) বিভর্ষি (গৃহ্ণাসি, গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ, তথা) স্বলীলয়া (স্বাচারেণ) সনাতনং (শাশ্বতং) বেদপথং (শ্রৌতমার্গং ধারয়তি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, তথাপি আপনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একমাত্র রক্ষক পরমপুরুষ বলিয়া ভক্তগণের রক্ষা এবং দুষ্টগণের দমনের জন্য যথাকালে শুদ্ধ-সত্ত্বময় বিগ্রহ ধারণ এবং স্বলীলায় বেদমার্গ পালন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদনুকরণঞ্চ শিষ্টপালনদুষ্টনিগ্রহ-ধর্ম্মস্থাপনাদ্যর্থমিত্যাহু,—ত্রিভিঃ। অথাপি পূর্ণপর-মেশ্বরত্বেঽপি সত্ত্বং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং রূপং বিভর্ষি স্বলী-লয়া স্বাচরণেন বেদপথঞ্চ বিভর্ষি যতো বর্ণাশ্রমাণা-মাত্মা প্রবর্ত্তকঃ ভবাংস্তু পরঃ পুরুষঃ তাদৃশতৎস্বরূ-পেষু মধ্যে মুখ্যঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বরত্বের অনুকরণ ও শিষ্ট-পালন এবং দুষ্ট নিগ্রহ ধর্ম্মস্থাপনাদির জন্য, ইহাই তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—আপনি পূর্ণ পরমেশ্বর হইয়াও শুদ্ধসত্ত্বরূপ ধারণ করিয়া নিজলীলাদ্বারা ও আচরণ দ্বারা, বেদপথকেও রক্ষা করিতেছেন। যেহেতু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আপনি কিন্তু পরম-পুরুষ, আপনার ন্যায় স্বরূপগণের মধ্যে আপনি মুখ্য ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্ম তে হৃদয়ং শুক্লং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ।
যত্রোপলব্ধং সদ্ব্যক্তমব্যক্তঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অতএব ব্রাহ্মণেভ্যো বহুমানমপি দদাসীতি সহেতুকমাহুঃ) যত্র (যস্মিন্ ব্রহ্মণি) ব্যক্তং (কার্য্যম্) অব্যক্তং (কারণং) ততঃ পরং (ব্যক্তা-ব্যক্তাতীতং) সৎ চ (সন্মাত্রং ব্রহ্ম চ) তপঃস্বাধ্যায়-সংযমৈঃ (তপ আদিভিঃ) উপলব্ধং (তৎ) ব্রহ্ম (বেদাখ্যং) তে (তব) শুক্লং (শুদ্ধং) হৃদয়ম্ (অন্তরঙ্গরূপং ভবতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, মানবগণ যে বেদশাস্ত্র হইতে তপস্যা, অধ্যয়ন এবং সংযম দ্বারা ব্যক্ত (কার্য্য) অব্যক্ত (কারণ) এবং তদুভয়ের অতীত সৎস্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুর সন্ধান লাভ করিয়া থাকেন, সেই বেদশাস্ত্র আপনার বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গ স্বরূপ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—যতো বেদস্তব প্রিয় ইত্যাহুঃ ব্রহ্ম বেদাখ্যং শুক্ল শুদ্ধং তে হৃদয়ং যত্র ব্রহ্মণি ব্যক্তং কার্য্যমব্যক্তং কারণং ততঃ পরং সন্মাত্রং ব্রহ্ম চ তপ আদিভিরুপলব্ধম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণগণ বলিতেছেন—হে ভগবান্! যেহেতু বেদ তোমার প্রিয় ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ নামক শুক্ল শুদ্ধ তোমার হৃদয় যে ব্রহ্মে ব্যক্ত কার্য্য, অব্যক্ত কারণ তাহা হইতে শ্রেষ্ঠপর সন্মাত্র ব্রহ্ম, তপ আদিদ্বারা উপলক্ষ ॥ ১৯ ॥

তস্মাদ্ব্রহ্মকুলং ব্রহ্মন্ শাস্ত্রযোনেস্ত্বমাত্মনঃ ।
সভাজয়সি সদ্ধাম তদ্ব্রহ্মণ্যাগ্রণীর্ভবান্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, তস্মাৎ (বেদপ্রবর্ত্তক-ত্বাৎ) ত্বং শাস্ত্রযোনেঃ (বেদপ্রমাণকস্য) আত্মনঃ (স্বস্য তব) সদ্ধাম (শ্রেষ্ঠমুপলব্ধিস্থানং) ব্রহ্মকুলং (বেদপ্রবর্ত্তকং ব্রাহ্মণকুলং) সভাজয়সি (সম্পূজয়সি, অপি চ) তৎ (তস্মাদেব কারণাৎ) ভবান্ (ত্বং) ব্রহ্মণ্যাগ্রণীঃ (ব্রহ্মণ্যানামগ্রণীর্মুখ্যস্তৎপ্রবর্ত্তকঃ সন্ কর্ম্মাচরসীত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে দেব, এই বেদশাস্ত্রই আপনার উপ-লব্ধি বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ এবং এই ব্রাহ্মণগণই সেই বেদশাস্ত্রের একমাত্র প্রচারক বলিয়া আপনি নিজের উপলব্ধিস্থানস্বরূপ এই ব্রাহ্মণ-কুলকে পূজা করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনি ব্রহ্মণ্যগণের অগ্রণী-রূপে কর্ম্মের আচরণ করিতেছেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—শাস্ত্রযোনের্বেদপ্রমাণকস্য আত্মনঃ স্বস্য সদ্ধাম শ্রেষ্ঠমুপলব্ধিস্থানং ব্রহ্মকুলং সভাজয়সি পূজয়সি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে শাস্ত্রযোনি! বেদপ্রমাণক আপনার নিজের সদ্ধাম শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিস্থান ব্রহ্মকুলকে পূজা করিতেছেন ॥ ২০ ॥

অদ্য নো জন্মসাফল্যং বিদ্যায়াস্তপসো দৃশঃ ।
ত্বয়া সঙ্গম্য সদ্‌গত্যা যদন্তঃ শ্রেয়সাং পরঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অদ্য সদ্‌গত্যা (সতাং গত্যা) ত্বয়া সঙ্গম্য (সঙ্গং প্রাপ্য) নঃ (অস্মাকং) বিদ্যায়াঃ তপসঃ দৃশঃ (চক্ষুষস্তথা) জন্মসাফল্যং (জন্মনশ্চ সাফল্যং জাতং) যৎ (যস্মাৎ ত্বং) শ্রেয়সাং (সর্ব্বমঙ্গলানাং) পরঃ অন্তঃ (পরমোঽবধির্ভবসি) ॥২১॥

অনুবাদ—অদ্য আমরা সাধুজনশরণ আপনার সঙ্গলাভ করিয়া বিদ্যা, তপস্যা, চক্ষু এবং জন্মের সাফল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। যেহেতু, আপনি নিখিল মঙ্গলসমূহের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয়া সদ্‌গত্যা সদ্‌গতিস্বরূপেণ সহ সঙ্গম্য সঙ্গং প্রাপ্য বর্ত্তমানানাং নোঽস্মাকং বিদ্যাদিসাফল্যম্। যৎ যস্মাৎ ত্বং শ্রেয়সাং পরঃ অন্তঃ অবধিঃ সীমা ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি সদ্‌গতিস্বরূপের সহিত নৃত হইয়া বর্ত্তমান আমাদিগের বিদ্যাদি সাফল্য, যেহেতু আপনি মঙ্গল সমূহের পর অন্ত, অবধি, সীমা ॥ ২১ ॥

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে ।
স্বযোগমায়য়াচ্ছন্নমহিম্নে পরমাত্মনে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—স্বযোগমায়য়া (স্বস্য যোগমায়াবলেন) আচ্ছন্নমহিম্নে (গূঢ়মাহাত্ম্যায়) পরমাত্মনে (সর্ব্বান্তর্য্যামিনে) অকুণ্ঠমেধসে (সর্ব্বত্রাপ্রতিহতবুদ্ধয়ে) ভগবতে তস্মৈ কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় যোগমায়াবলে গূঢ়মাহাত্ম্যশালী অকুণ্ঠবুদ্ধি, সর্ব্বান্তর্য্যামী পরম পুরুষ ভগবান্ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাত্ত্বং লোকসংগ্রহার্থমস্মান্ স্তুহি প্রণম বা বয়ন্তু ত্বামিষ্টদেবং নমস্কুর্ম্ম এবেতি প্রণমন্তি,—নম ইতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আপনি লোকসংগ্রহের জন্য আমাদিগকে স্তুতি বা প্রণাম করিতেছ। আমরা আপনাকে ইষ্টদেব বুদ্ধিতে নমস্কার করিবই। এই বলিয়া প্রণাম করিলেন "নমস্তস্মৈ" ইত্যাদি ॥২২॥

ন যং বিদন্ত্যমী ভূপা একারামাশ্চ বৃষ্ণয়ঃ ।
মায়াজবনিকাচ্ছন্নমাত্মানং কালমীশ্বরম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অমী (এতে) ভূপাঃ (রাজানস্তথা) একারামাঃ (একস্মিন্ স্থানে আরামো যেষাং তে) বৃষ্ণয়ঃ চ (যাদবা অপি) মায়াজবনিকাচ্ছন্নং (মায়ারূপয়া জবনিকয়া তিরস্করণ্যা আচ্ছন্নং লোকদৃষ্টৌ সমাবৃতম্) আত্মানং (পরমাত্মানম্) ঈশ্বরম্, (অন্তর্য্যামিনং) কালং (কালরূপিণং) যং (ত্বাং) ন বিদন্তি (ন জানন্তি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি লোক-লোচন-সমীপে মায়া-যবনিকায় সমাবৃত বলিয়া এই রাজগণ, এমন কি আপনার সহিত সর্ব্বদা একত্র বিহারশীল যাদবগণও পরমাত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামী কালরূপী আপনাকে অবগত হইতে পারেন না ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—একস্মিন্ শয্যাসনাদাবারমন্তীতি তে বৃষ্ণয়ঃ আত্মানং পরমপ্রেমাস্পদং যং ত্বাম্ ঈশ্বরং ন বিদন্তি অমী অসাধবো ভূপাঃ কালং স্বসংহর্ত্তারং যং ত্বাম্ ঈশ্বরং ন বিদন্তি। কুতঃ মায়ৈব যবনিকা তেষাং জ্ঞানস্যাবরণকারিকা তয়া আচ্ছন্নং তত্র ভূপেষু মায়া অবিদ্যা বৃষ্ণিষু যোগমায়েতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—একই শয্যা আসন আদিতে বসিয়া ক্রীড়া করিতেছেন অতএব আপনার এই বৃষ্ণিগণ পরম প্রেমাস্পদ। যেহেতু আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেছেন না। এই সকল অসাধু রাজগণ কালস্বরূপ নিজসংহর্ত্তা যে আপনাকে ঈশ্বর জানিতেছেন না, কেন— মায়াদ্বারাই যবনিকা তাহাদের জ্ঞানের আবরণ কারিকা, মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া তাহার মধ্যে রাজগণেতে মায়া অবিদ্যা, আর যাদবগণেতে যোগমায়া তাহাদের জ্ঞানের আবরক জানিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

যথা শয়ানঃ পুরুষ আত্মানং গুণতত্ত্বদৃক্ ।
নামমাত্রেন্দ্রিয়াভাতং ন বেদ রহিতং পরম্ ॥ ২৪ ॥
এবং ত্বা নামমাত্রেষু বিষয়েষ্বিন্দ্রিয়েহয়া ।
মায়য়া বিভ্রমচ্চিত্তো ন বেদ স্মৃত্যুপপ্লবাৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(এতৎ সদৃষ্টান্তমাহুঃ) শয়ানঃ (স্বপ্নান্ পশ্যন্) গুণতত্ত্বদৃক্ (গুণেষু স্বপ্নবিষয়েষু তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্নঃ) পুরুষঃ যথা (যদ্বৎ) নামমাত্রেন্দ্রিয়াভাতং (নামমাত্রমিন্দ্রিয়েণ মনসা আভাতং সিংহ-ব্যাঘ্রাদিরূপম্) আত্মানং বেদ (জানাতি) পরং (কিন্তু) রহিতং (তদ্রহিতং দেবদত্তাদিরূপমাত্মানং) ন (ন বেদ) এবং (তথা) নামমাত্রেষু (স্বপ্নাদিতুল্যেষু) বিষয়েষু ইন্দ্রিয়েহয়া (ইন্দ্রিয়ৈর্ষা ঈহা প্রবৃত্তিস্তয়া) মায়য়া বিভ্রমচ্চিত্তঃ (বিমোহিতহৃদয়ো জনঃ) স্মৃত্যুপপ্লবাৎ (স্মৃতেবিবেকস্য উপপ্লবান্নাশাৎ) ত্বা (ত্বাং) ন বেদ (ন জানাতি) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—হে দেব, স্বপ্নদশায় তাৎকালিক বিষয়-সমূহে সত্যবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ যেরূপ নিজকে মনঃ-কল্পিত অযথার্থ সিংহ ব্যাঘ্রাদিরূপে দর্শন করিয়া নিজের তাদৃশ স্বরূপই সত্য বলিয়া অবগত হয়, পরন্তু তদ্ব্যতীত দেবদত্তাদি প্রকৃত স্বরূপ অবগত হয় না ; সেইরূপ স্বপ্নতুল্য বিষয়সমূহে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিরূপ মায়া দ্বারা বিমোহিত চিত্ত হইয়া মানবগণ বিবেক-বুদ্ধির বিনাশহেতু আপনার স্বরূপ জানিতে পারে না ॥ ২৪-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চানেকনামরূপাত্মকমিদং জগৎ ত্বমেক এব ততঃ পরোঽপি ভবসীতি লোকোঽয়ং ন বেদ ইতি সদৃষ্টান্তমাহুঃ,—যথেতি দ্বাভ্যাম্। যথা পুরুষো জীবঃ শয়ানঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্ গুণতত্ত্বদৃক্ স্বপ্ন-বিষয়েষু তত্ত্বদৃষ্টিঃ নাম ব্যাঘ্রাদি মাত্রা তদ্রূপাদি ইন্দ্রিয়ং তৎ শ্রোত্রাদি তৈরাভাতং ব্যাঘ্রসর্পরাজাদিক-মনেকনামরূপং বেদ নতু তত্তদ্রূপী ভবন্তমপ্যাত্মানং স্বরূপেণ তদ্রহিতং ততো ভিন্নং পরং কেবলমেকং বেদ এবমেব ত্বা ত্বাং অয়মজ্ঞানী জনঃ নামানি দেব-মনুষ্যাদীনি মাত্রাস্তদ্রূপাদয়ঃ। ইন্দ্রিয়াণি তচ্ছ্রোত্রা-দীনি ঈহাস্তচ্চেষ্টাশ্চ যতস্তয়া মায়য়া বিভ্রমচ্চিত্তঃ সন্ ন বেদ ত্বাং জগদ্রূপেণ বহুনামরূপমপি স্বরূপেণ ততো ভিন্নং ন জানাতীত্যর্থঃ। স্মত্যুপপ্লবাৎ বিবেক-ধ্বংসাৎ ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর অনেক নামরূপযুক্ত এই বিশ্ব আপনি একই। সেই কারণে আপনি জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠও হন। এই জগতের লোক আপনাকে জানে না, ইহা সদৃষ্টান্ত বলিতেছেন দুইটি শ্লোকদ্বারা —যেমন জীব শয়নকালে স্বপ্ন সমূহ দেখিতে দেখিতে গুণতত্ত্বদ্রষ্টা স্বপ্নবিষয়ে তত্ত্বদৃষ্টি ব্যাঘ্রাদি বিষয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সেইরূপ কর্ণাদিদ্বারা প্রকাশিত ব্যাঘ্র সর্প রাজাদি অনেক নামরূপ দেখে, সেই সেই রূপের মূল আপনাকেও আত্মস্বরূপে দেখে না, তাহা হইতে ভিন্ন শ্রেষ্ঠ কেবল এক বেদই আপনি, আপনাকে এই অজ্ঞানি জন দেব মনুষ্যাদি নামসমূহ মাত্রও আপ-নার। সেই রূপসমূহকে দেখিয়া কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-সমূহও তাহার চেষ্টা যে আপনার মায়াদ্বারা বিভ্রম-চিত্ত হইয়া তাহাদিগকে দেখে না, আপনাকে জগৎরূপে বহুনামরূপ স্বরূপে তাহা হইতে ভিন্ন জানে না বিবেক ধ্বংসহেতু ॥ ২৪-২৫ ॥

তস্যাদ্য তে দদৃশিমাঙ্ঘ্রিমঘৌঘমর্ষ-
তীর্থাস্পদং হৃদি কৃতং সুবিপক্বযোগৈঃ ।
উৎসিক্তভক্ত্যুপহতাশয়জীবকোশা
আপুর্ভবদ্গতিমথানুগৃহাণ ভক্তান্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে ভগবন্) অদ্য (অধুনা বয়ং) তস্য তে (তব) অঘৌঘমর্ষতীর্থাস্পদং (অঘৌঘস্য পাররাশের্মর্ষং নাশং করোতি যদ্ গঙ্গাখ্যং তীর্থং তস্যাস্পদমাশ্রয়ং তথা) সুবিপক্বযোগৈঃ (সুবিপক্বো যোগো যেষাং তৈঃ মহাজনৈরপি) হৃদি কৃতং (ধ্যেয়-তয়া হৃদয়ে কৃতম্) অঙ্ঘ্রিং (চরণং) দদৃশিম (দৃষ্ট-বন্তঃ) অথ (অতঃ) ভক্তান্ (অস্মান্ ভক্তান্ কৃত্বা) অনুগৃহাণ (অনুগ্রহং কুরু, ননু, কিং ভক্ত্যা যথাপূর্ব্বং তপ এব তপ্যতামিত্যাহুঃ) উৎসিক্তভক্ত্যুপহতাশয়-জীবকোশাঃ (উৎসিক্তা উদ্রিক্তা যা ভক্তিস্তয়া উপ-হত আশয়লক্ষণো জীবকোশো যেষাং ত এব পূর্ব্বে) ভগবদ্গতিং (বৈকুণ্ঠম্) আপুঃ (প্রাপ্তা নান্য ইতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনার যে পাদপদ্ম সর্ব্ব-পাপবিনাশিনী গঙ্গাদেবীর আশ্রয়স্বরূপ এবং সুপরি-পক্ব যোগবল-সম্পন্ন মহাপুরুষগণও সর্ব্বদা হৃদয়

মধ্যে যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, আমরা অদ্য সেই চরণকমলের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অতএব আমাদিগকে নিজভক্ত করিয়া অনুগৃহীত করুন্, যেহেতু, আপনার উদ্রিক্ত ভক্তিবলে যাঁহাদের অন্তঃকরণরূপ জীবকোশ বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষগণই পুরাকালে বৈকুণ্ঠধাম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অন্য কেহ তাহাতে সমর্থ হয় নাই ॥২৬॥

বিশ্বনাথ—এতাদৃশজ্ঞানং ব্যাচক্ষাণা অপি বয়স্তু ত্বদ্ভক্তা এব ভক্তিং বিনা এতাদৃশত্বদ্দর্শনানুপপত্তেরিত্যাহুঃ,—তস্যেতি। অঘৌঘস্য মর্ষো নাশো যস্মাত্তস্য তীর্থস্য গঙ্গাখ্যস্য আস্পদমাশ্রয়ং সুবিপক্বযোগৈরপি হৃদি কৃতং ন তু দৃষ্টং বয়স্তু তবাঙ্‌ঘ্রিং দদৃশিম। ননু, তদপি লিঙ্গদেহধ্বংসনার্থং জ্ঞানমবশ্যাপেক্ষ্যমিতি তত্রাহুঃ,—উৎসিক্তা উদ্রিক্তা যা ভক্তিস্তয়ৈব উপহত আশয়লক্ষণো জীবকোশো যেষাং তে এব পূর্ব্বে ভগবদ্গতিমাপুর্নান্যে অথ অতএব ভক্তানেবাস্মান্ জ্ঞাত্বা অনুগৃহাণ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ জ্ঞান ব্যাখ্যাকারী হইয়াও আমরা কিন্তু আপনার ভক্তই, ভক্তি ব্যতীত এইরূপ আপনার দর্শন যুক্তিযুক্ত নহে, ইহাই বলিতেছেন—পাপসমূহের নাশ যাহা হইতে সেই গঙ্গা নামক তীর্থে আশ্রয় সুবিপক্ব যোগদ্বারাও হৃদয়ে করিয়া, কিন্তু দেখিয়া নয়, আমরা কিন্তু তোমার চরণ কমল দেখিতেছি। যদি বলেন তাহাও লিঙ্গশরীর ধ্বংসের জন্য জ্ঞান অবশ্য প্রয়োজন। এইজন্য তাহার উত্তরে বলি—উথলেপড়া যে ভক্তি তাহা দ্বারাই আশয়রূপ জীবকোশ উপহত যাহাদের, তাহারাই পূর্ব্বে ভগবৎগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যে নহেন, অতএব ভক্তগণেরই আমরা—এইরূপ মনে করিয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন ॥ ২৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং ধৃতরাষ্ট্রং যুধিষ্ঠিরম্।
রাজর্ষে স্বাশ্রমান্ গন্তুং মুনয়ো দধিরে মনঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে) রাজর্ষে, (হে মহারাজ, পরীক্ষিৎ ;) মুনয়ঃ ইতি (এবমুক্ত্বা) দাশার্হং (শ্রীকৃষ্ণং) ধৃতরাষ্ট্রং যুধিষ্ঠিরং (চ) অনুজ্ঞাপ্য (তেষামনুজ্ঞাং গৃহীত্বেত্যর্থঃ) স্বাশ্রমান্ গন্তুং মনঃ দধিরে (কৃতসঙ্কল্পা বুভূবুঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজর্ষে, মুনিগণ এইরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নিজ নিজ আশ্রমে গমনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন ॥ ২৭ ॥

তদ্বীক্ষ্য তানুপব্রজ্য বসুদেবো মহাযশাঃ।
প্রণম্য চোপসংগৃহ্য বভাষেদং সুযন্ত্রিতঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—মহাযশাঃ (পুণ্যকীর্ত্তিঃ) বসুদেবঃ তৎ বীক্ষ্য (তেষাং গমনপ্রযত্নং দৃষ্ট্বা) তান্ উপব্রজ্য (সমীপতো গত্বা) প্রণম্য উপসংগৃহ্য চ (পাণিভ্যাং চরণৌ ধৃত্বা চ) সুযন্ত্রিতঃ (সুসমাহিতঃ সন্) ইদং (বক্ষ্যমাণং) বভাষে (উক্তবান্, বভাষে ইদমিতি সন্ধিরার্ষঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—পুণ্যশ্লোক বসুদেব তদ্দর্শনে সমীপস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম ও পদধারণপূর্ব্বক সুসংযত চিত্তে এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—উপসংগৃহ্য পাদৌ ধৃত্বা বভাষে ইদমিতি সন্ধিরার্ষঃ। এতাবন্তো মুনয়ো হি নিমন্ত্র্যাপ্যানেতুমশক্যা এতৈর্বিনা মম হৃৎসংশয়োঽপি দুশ্ছেদ এব তদধুনৈবাহং প্রষ্টব্যং পৃচ্ছামিতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছে—মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে স্তব করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া যখন নিজ নিজ আশ্রমে গমনের জন্য সঙ্কল্প করিলেন, তখন বসুদেব তাহাদের পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন—এই পর্য্যন্ত মুনিগণই নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে অপারগ এবং ইহাদের ব্যতীত আমার হৃদয়ের সংশয়ও দুঃচ্ছেদ্য ছিল, তাহা এখনই আমি জিজ্ঞাসা করিব ॥ ২৮ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ—

নমো বঃ সর্ব্বদেবেভ্য ঋষয়ঃ শ্রোতুমর্হথ।
কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো যথা স্যান্নস্তদুচ্যতাম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবসুদেবঃ উবাচ—(হে) ঋষয়ঃ, সর্ব্বদেবেভ্যঃ (সর্ব্বে দেবা যেষু তেভ্যঃ যাবতীর্বৈ

দেবতাস্তাঃ সর্ব্বা বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তীতি শ্রুতেঃ)। বঃ (যুষ্মভ্যং) নমঃ। (যূয়ং) শ্রোতুং (মদ্‌বাক্য-মাকর্ণয়িতুম্) অর্হথ (প্রভবথ, শৃণুথেত্যর্থঃ) যথা (যেন প্রকারেণ, যথাকৃতেন বা) কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারঃ (কর্ম্মণাং নির্হারো নিরাসঃ) স্যাৎ (ভবেৎ) তৎ উচ্যতাং (যুষ্মাভিঃ কথ্যতাম্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবসুদেব বলিলেন,—হে ঋষিগণ, আপনারা সর্ব্বদেবতা-স্বরূপ, আমি আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ করুন্। ইহলোকে মনুষ্যগণের কর্ম্ম-দ্বারা যেরূপে কর্ম্মবন্ধনের নিরাস হইতে পারে, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন্ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বদেবেভ্য ইতি। "যাবতীর্বৈ দেব-তাস্তাঃ সর্ব্বা বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। কর্ম্মণৈব কর্ম্মণাং নির্হারো নাশো যথেতি মম গৃহপুত্র-কলত্রাদি মহাসক্তস্য জ্ঞানভক্ত্যোরনধিকারাদিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবসুদেব বলিলেন—আপ-নারা হে ঋষিগণ! সকলেই দেবতা স্বরূপ, অতএব "সর্ব্বদেবেভ্যো নম" যত জন দেবতা তাহারা সকলেই বেদবিৎ ব্রাহ্মণে বাস করেন, শ্রুতিতে আছে —কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মসমূহের যেমন নাশ হয়, আমার ভক্তিতে অনধিকার হেতু গৃহ পুত্র কলত্র প্রভৃতিতে মহা আসক্তি এবং জ্ঞান ॥ ২৯ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

নাতিচিত্রমিদং বিপ্রা বসুদেবো বুভুৎসয়া।
কৃষ্ণং মত্বার্ভকং যন্নঃ পৃচ্ছতি শ্রেয় আত্মনঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—(হে) বিপ্রাঃ, (হে মুনয়ঃ) বসুদেবঃ কৃষ্ণম্ অর্ভকং মত্বা (পুত্রমাত্রত্বেনৈব বিজ্ঞায় তং হিত্বা) বুভুৎসয়া (বোদ্ধুমিচ্ছয়া) নঃ (অস্মান্) আত্মনঃ শ্রেয়ঃ (কল্যাণং) পৃচ্ছতি (ইতি) যৎ ইদং (তত্তু) অতিচিত্রং ন (অতিচিত্রত্বেন ন মন্ত-ব্যম্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ বলিলেন,—হে মুনিগণ, এই বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নিজপুত্রজ্ঞানে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিকট তত্ত্ব অবগত হইবার অভি-প্রায়ে প্রশ্ন করায় আপনারা বিস্মিত হইবেন না ॥৩০॥

বিশ্বনাথ—অহো অয়ং ভগবতঃ পিতাপ্যাত্মানং সংসারিণং মন্যতে। যদি বা পরার্থং পৃচ্ছতি কৃষ্ণং হিত্বা কথমস্মান্ পৃচ্ছতীত্যতিবিস্মিতাংস্তান্ প্রত্যাহ, —নাপীতি। অর্ভকং স্বপুত্রমেব ন ত্বীশ্বরম্ অত আত্মনঃ স্বস্যৈব ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনারদ বলিতেছেন—আশ্চর্য্য এই, ভগবানের পিতা হইয়াও নিজেকে সংসারী জীব মনে করিতেছেন, যদিও বা পরের জন্য ইহার এইরূপ জিজ্ঞাসা, তথাপি কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া কিরূপে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন? এইরূপ বিস্মৃত হইয়া তাহাদের প্রতি শ্রীবসুদেব বলিতেছেন—হে বিপ্র-গণ! ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য নহে, নিজপুত্রকেই ঈশ্বর মনে না করিয়া অতএব নিজেই মঙ্গল জানিতে ইচ্ছুক ॥ ৩০ ॥

সন্নিকর্ষোঽত্র মর্ত্ত্যানামনাদরণকারণম্।
গাঙ্গং হিত্বা যথান্যাম্ভস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অত্র (ইহলোকে) মর্ত্ত্যানাং (মনুষ্যাণাং) সন্নিকর্ষঃ (মহতঃ সমীপাবস্থানমেব) অনাদরণ-কারণং (তস্য মহতো মাহাত্ম্যানাদরহেতুর্ভবতি, তদেব দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি) তত্রত্যঃ (গঙ্গাতীরবাসী জনঃ) যথা (যদ্বৎ) গাঙ্গং (গঙ্গাবারি) হিত্বা (সন্ত্যজ্য) শুদ্ধয়ে (বিশুদ্ধ্যর্থম্) অন্যাম্ভঃ (সলিলান্তরং) যাতি (গচ্ছতি তথেত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে মনুষ্যগণ মহদ্‌বস্তুর সমীপে অবস্থান করিলেই তাহার অনাদর করিয়া থাকে, গঙ্গা-তীরবাসী জনগণ গঙ্গাজল পরিত্যাগপূর্ব্বক পুণ্যলাভের জন্য যে অন্য তীর্থ সলিলে গমন করেন, ইহাই এ-বিষয়ের উদাহরণ-স্বরূপ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, কৃষ্ণস্য জন্মক্ষণমারভ্যৈব তমীশ্বর-ত্বেনায়ং জানাত্যেব সত্যং তদপি সন্নিকর্ষ এবানাদর-হেতুরিত্যাহ,—সন্নিকর্ষ ইতি। অত্র শ্রীবসুদেবস্য প্রেমাণমেব তদৈশ্বর্য্যাননুসন্ধানে হেতুং নারদো জানা-ত্যেব তদপি তস্মিন্ মহাসংসদি প্রেমসিদ্ধান্তমতি-রহস্যমবিবৃণ্বন্ লোকরীত্যৈব সমাদধৌ। তথা শ্রাব-য়িত্বা বসুদেবস্য তস্য তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানঞ্চ প্রোদ্দীপয়া-মাসেতি তত্ত্বং জ্ঞেয়ম্। অনাদরোঽত্র গৌরবমননা-ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে কৃষ্ণের জন্মক্ষণ হইতেই ইনি তাহাকে ঈশ্বররূপে জানেনেই সত্য, তাহা হইলেও নিকটে থাকার জন্য অনাদর। এইস্থলে শ্রীবসুদেবের প্রেমই কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অননুসন্ধানের কারণ। নারদঋষি জানেনই তথাপি ঐ মহাসভাতে প্রেমসিদ্ধান্ত অতিগূঢ় এই ব্যাখ্যা করিতে করিতে লোকরীতিতেই বিষয় সমাধান করিলেন। ঐরূপ শুনাইয়া বসুদেবেরও কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রকাশ করিলেন ইহাই তত্ত্ব জানিবেন। অনাদর এস্থলে গৌরব মননের অভাব ॥ ৩১ ॥

যস্যানুভূতিঃ কালেন লয়োৎপত্ত্যাদিনাস্য বৈ।
স্বতোঽন্যস্মাচ্চ গুণতো ন কুতশ্চন রিষ্যতি ॥৩২॥
তং ক্লেশকর্ম্মপরিপাকগুণপ্রবাহৈ-
রব্যাহতানুভবমীশ্বরমদ্বিতীয়ম্।
প্রাণাদিভিঃ স্ববিভবৈরুপগূঢ়মন্যো
মন্যেত সূর্য্যমিব মেঘহিমোপরাগৈঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ন কেবলমাত্রায়ং বসুদেব এবোপালভ্যঃ কিন্তু এত্যাঃ প্রায়ঃ সর্ব্ব এব লোকঃ কৃষ্ণমীশ্বরং ন জানাতীত্যাহ) যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অনুভূতিঃ (জ্ঞানং) কালেন (কালেন হেতুনা কর্কটিকা ফলবৎ, ন রিষ্যতীত্যনেন সর্ব্বেষামন্বয়ঃ, তথা) অস্য (বিশ্বস্য) লয়োৎপত্ত্যাদিনা বৈ (অপি, তথা) স্বতঃ (বিদ্যুদাদিবৎ স্বয়ং বা) অন্যস্মাৎ চ (মুদ্গরাদের্ঘটাদিবদন্যস্মাৎ কারণাদ্বা) গুণতঃ (রূপাদ্যন্তরোৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপাদিনা দেহাদিবৎ) কুতশ্চন (কুতশ্চিদপি কারণাৎ) ন রিষ্যতি (ন নশ্যতি) ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যঃ (প্রাকৃতজনস্তু) অব্যাহতানুভবম্ (অব্যাহতঃ কুতশ্চিদপি ন ব্যাহতোঽনুভবো যস্য তং অতএব) ঈশ্বরং (সর্ব্বান্তর্য্যামিনম্) অদ্বিতীয়ং তং (কৃষ্ণং মেঘহিমোপরাগৈঃ সূর্য্যম্ ইব (যথা জনঃ সূর্য্যস্যৈব বিভবরূপৈরভ্রতুষাররাহুভিঃ সূর্য্যমুপগূঢ়ং মন্যতে, তথা) ক্লেশকর্ম্মপরিপাকগুণপ্রবাহৈঃ (ক্লেশা রাগাদয়শ্চ, তৎপূর্ব্বকানি কর্ম্মাণি চ, তৎপরিপাকে সুখদুঃখে চ, সত্ত্বাদীনাং গুণানাং পুনঃ প্রবাহশ্চ তৈস্তথা) প্রাণাদিভিঃ স্ববিভবৈঃ (স্বৈর্বিভবৈঃ কার্য্যৈঃ) উপগূঢ়ম্ (আচ্ছন্নং মনুষ্যং) মন্যেত (মন্যতে) ॥৩৩॥

অনুবাদ—(কেবল বসুদেবমাত্র কৃষ্ণ বিষয়ে অজ্ঞ, তাহা নহে; কিন্তু অত্রত্য সকলেই কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে অজ্ঞ, তজ্জন্য বলিতেছেন যাঁহার অনুভূতি কর্কটিকা প্রভৃতি ফলের ন্যায় কাল দ্বারা, কিম্বা এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি দ্বারা, অথবা বিদ্যুৎ প্রভৃতির ন্যায় স্বত অথবা মুদ্গর প্রভৃতি কারণান্তরদ্বারা কিম্বা দেহাদির ন্যায় রূপান্তরোৎপত্তি দ্বারা কোনরূপেই বিনষ্ট হয় না, প্রাকৃত মানবগণ সেই অব্যাহত জ্ঞানযুক্ত সর্ব্বান্তর্য্যামী অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণকে মেঘ, হিম এবং রাহুরূপ নিজ বিভব দ্বারা আচ্ছন্নপ্রায় সূর্য্যের ন্যায় তদীয় বিভবস্বরূপ প্রাণাদি পদার্থ এবং ক্লেশ, কর্ম্ম, সুখ, দুঃখ ও সত্ত্বাদিগুণপ্রবাহে আচ্ছন্ন মনে করিয়া থাকে ॥ ৩২-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভো ব্রহ্মজ্ঞপূজ্যপাদাঃ, ন কেবলমত্রায়ং বসুদেব এবোপালভ্যঃ কিন্তুত্রত্যঃ প্রায়ঃ সর্ব্ব এব লোকঃ কৃষ্ণমীশ্বরং ন জানাতীত্যাহ,—যস্যেতি দ্বাভ্যাম্। যস্যানুভূতির্জ্ঞানং কুতশ্চিদপি ন রিষ্যতি ন নশ্যতি তং শ্রীকৃষ্ণং প্রাণাদিভিরুপগূঢ়ম্ আচ্ছন্নং অন্যঃ প্রাকৃতোঽয়ং লোকঃ স্বমিব মন্যত ইত্যন্বয়ঃ। তদেবাহ,—কালেন কর্কটীকাফলবৎ কীদৃশেন অস্য বিশ্বস্য লয়োৎপত্তিকারণেন স্বতশ্চ বিদ্যুদাদিবৎ, অন্যস্মাচ্চ মুদ্গরাদের্ঘটাদিবৎ গুণতস্তমোগুণেন ব্রহ্মাণ্ডবৎ ন রিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তপোষন্যায়েনেমমর্থং পুনরাহ,—তমিতি। ক্লেশা রাগাদয়শ্চ কর্ম্মাণি ক্লেশহেতবশ্চ পরিপাকাঃ তৎকার্য্যসুখদুঃখানি চ গুণানাং সত্ত্বাদীনাং প্রবাহশ্চ তৈর্নব্যাহতোঽনুভবো জ্ঞানং যস্য তম্। প্রাণাদিভিঃ প্রাণমনোবুদ্ধ্যাদিভির্লিঙ্গশরীরঘটকৈঃ স্ববিভবৈঃ স্বকার্য্যৈরেবাচ্ছন্নম্। অত্র দৃষ্টান্তঃ মেঘশ্চ হিমঃ কুহেড়িকা চ উপরাগো রাহুশ্চ তৈঃ স্ববিভবৈঃ সূর্য্যমিব। মেঘস্য সৌরজ্যোতির্জলাত্মকত্বাৎ জলস্য জ্যোতিঃ কার্য্যত্বাৎ হিমস্য চ জলবিশেষত্বাৎ রাহোশ্চ দুষ্টজীবারিষ্টধ্বান্তখণ্ডাত্মকত্বাৎ ধ্বান্তস্য চ চক্ষুর্গ্রাহ্যত্বেন পৌরাণিকমতে তৈজসত্বান্মেঘাদীনাং সূর্য্যকার্য্যত্বম ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে ব্রহ্মজ্ঞ পূজ্যপাদগণ! কেবল এইস্থলে বসুদেবই তিরস্কারের বিষয় নয় কিন্তু এইস্থলে স্থিত প্রায় সকললোকই কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া

জানেন না, ইহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—যাঁহার অনুভূতি জ্ঞান কোন প্রকারেই নাশ হয় না, সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণী আদি সমূহদ্বারা আচ্ছন্ন ইনি প্রাকৃত লোক নিজেকে মনে করিতেছেন তাহাই বলিতেছেন —কালদ্বারা কর্কটিকা ফলের ন্যায় এই বিশ্বের লয়-উৎপত্তির কারণ স্বয়ংই, বিদ্যুৎ আদির ন্যায় অন্য হইতেও, মুদ্গর আদি ঘটাদিবৎ তমগুণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় বিনাশ হইতেছে॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উক্ত পোষন্যায়দ্বারা এই অর্থটিকে পুনঃরায় বলিতেছেন—রাগাদি ক্লেশহেতু কর্ম্মসমূহ তাহার পরিপাক, তাহার কার্য্য সুখ দুঃখাদি সত্বাদিগুণত্রয়ের প্রবাহ তাহার দ্বারা ব্যাহত না হইয়া, জ্ঞান যাঁহার সেই তাহাকে প্রাণ মন বুদ্ধি আদি লিঙ্গশরীর ঘটক তাহার বৈভব সমূহদ্বারা নিজকার্য্যদ্বারা আচ্ছন্ন। এইস্থলে দৃষ্টান্ত মেঘ হিম কুয়াশা ও রাহুগ্রস্থ সূর্য্যগ্রহণ এই সকল নিজ বৈভবদ্বারা সূর্য্য-যেমন নিজেকে ঢাকিয়া রাখে। মেঘের জলাত্মক সূর্য্যজ্যোতি জলের জ্যোতি কার্য্য হেতু, হিমেরও জল বিশেষরূপ এবং রাহুরও দুষ্টজীবের দ্বারা আবিষ্ট অন্ধকার খণ্ডরূপহেতু, অন্ধকারেরও চক্ষুর কার্য্যহেতু, পৌরাণিক মতে মেঘাদির তৈজসত্ব ও সূর্য্যকার্য্যহেতু ॥ ৩৩ ॥

অথোচুর্ম্মুনয়ো রাজন্নাভাষ্যানকদুন্দুভিম্।
সর্ব্বেষাং শৃণ্বতাং রাজ্ঞাং তথৈবাচ্যুত-রাময়োঃ ॥৩৪

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, (হে পরীক্ষিৎ) অথ (নারদবাক্যানন্তরং) মুনয়ঃ আনকদুন্দুভিং (বসুদেবম্) আভাষ্য (সম্ভাষ্য) শৃণ্বতাং সর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং তথা এব (শৃণ্বতোঃ) অচ্যুত-রাময়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ সমীপে) উচুঃ (বক্ষ্যমাণবচনং কথয়ামাসুঃ) ॥৩৪॥

অনুবাদ—হে রাজন্, মহর্ষি নারদের বাক্যানন্তর মুনিগণ বসুদেবকে সম্ভাষণপূর্ব্বক রাজগণ এবং রাম-কৃষ্ণের সাক্ষাতে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেষামিত্যাদিষু সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠ্যঃ ॥৩৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সকলের সপ্তমী অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হার এষ সাধুনিরূপিতঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়া যজেদ্বিষ্ণুং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং মখৈঃ ॥৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(জনঃ) শ্রদ্ধয়া (ভক্ত্যা) মখৈঃ (সর্ব্বযজ্ঞৈঃ) সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুং যজেৎ (আরাধয়েদিতি) যৎ এষঃ (অয়মেব) কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারঃ (কর্ম্মণাং নির্হারো নিরাসঃ) সাধুনিরূপিতঃ (সাধু যথাস্যাত্তথা নিরূপিতঃ, কিম্বা সাধুভির্নিরূপিতঃ। মখানাং বিষ্ণ্বারাধনত্বজ্ঞানং বিনা কর্ম্মনির্হারো ন ভবেদিতি ভাবঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে বসুদেব, মানবগণ সমস্ত যজ্ঞদ্বারা একমাত্র সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিবেন—এইরূপ যে শাস্ত্রবিধান রহিয়াছে, তাহাই কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মবন্ধননিরাসের উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া সাধুগণ নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মনির্হারো যথা স্যাদিতিপ্রকার-প্রশ্নস্যোত্তরমাহুঃ,—যচ্ছ্রদ্ধয়েতি। মখানাং বিষ্ণ্বারাধনত্বজ্ঞানং বিনা কর্ম্মনির্হারো ন ভবেদিতি ভাবঃ ॥৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মের নাশ যেরূপে হয় ঐ প্রকার প্রশ্ন ও উত্তরদ্বারা বলিতেছেন—যজ্ঞ সমূহতে বিষ্ণু আরাধনরূপ জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্ম বিনাশ হইবে না ॥ ৩৫ ॥

চিত্তস্যোপশমোঽয়ং বৈ কবিভিঃ শাস্ত্রচক্ষুষা।
দর্শিতঃ সুগমো যোগো ধর্ম্মশ্চাত্মমুদাবহঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ— কবিভিঃ (তত্বজ্ঞৈঃ) শাস্ত্রচক্ষুষা (শাস্ত্ররূপনয়নেন) চিত্তস্য উপশমঃ (উপশমহেতুঃ) সুগমঃ (প্রবৃত্ত্যাশ্রয়ত্বাৎ সুলভঃ) যোগঃ (মোক্ষোপায়শ্চ, তথা) আত্মমুদাবহঃ (শনৈরাত্মমুদমাবহতীতি তথা) ধর্ম্মঃ চ (আবশ্যকধর্ম্মরূপশ্চ, অন্যথা বিহিতাকরণেন মালিন্যপ্রসঙ্গাদিতিভাবঃ) অয়ং বৈ (বিষ্ণু-যজনরূপ উপায়ঃ) দর্শিতঃ (প্রদর্শিতঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা সম্যগ-রূপে হিতাহিত নিরীক্ষণপূর্ব্বক এই বিষ্ণু-যজনকেই চিত্তের উপশম বিষয়ে সুলভ উপায়রূপে এবং মোক্ষ-সাধক ও আত্মপ্রীতিদায়ক অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—উপশমঃ উপশমহেতুঃ। সুগমপ্রবৃত্ত্যা-

শ্রয়ত্বাৎ যোগঃ মোক্ষপ্রাপ্তাবুপায়ঃ। আত্মমুদাবহঃ মনঃ সুখপ্রদশ্চ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপশম অর্থাৎ উপশমের কারণ সহজ প্রবৃত্তিদ্বারা আশ্রয়হেতু যোগ মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়, আত্মপ্রীতিদায়ক মন সুখ প্রদত্ত ॥ ৩৬ ॥

———

অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রদ্ধয়া (নিষ্কামতয়া) শুক্লেন (শুদ্ধেন) আপ্তবিত্তেন (আপ্তেন বিত্তেন) পুরুষঃ (ঈশ্বরঃ) ইজ্যেত (পূজ্যেতেতি) যৎ গৃহমেধিনঃ (গৃহধর্ম্মরতস্য) দ্বিজাতেঃ (সঃ) অয়ং পন্থাঃ (মার্গঃ) স্বস্ত্যয়নঃ (স্বস্তি ক্ষেম মীয়তে গম্যতেঽনেনেতি শ্রেয়স্করো ভবেদিত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—নিষ্কামভাবে শুক্ল আপ্তবিত্ত দ্বারা জগদীশ্বর শ্রীহরির আরাধনাই গৃহস্থগণের শ্রেয়স্কর মার্গ বলিয়া জানিবেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজাতেস্ত্রৈবর্ণিকস্য আপ্তবিত্তেন ন্যায়প্রাপ্তধনেন শুক্লেন শুদ্ধেন ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের ন্যায়দ্বারা উপার্জ্জিত ধনকে শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধ বলা হয় ॥ ৩৭ ॥

———

বিত্তৈষণাং যজ্ঞদানৈর্গৃহৈর্দারসুতৈষণাম্।
আত্মলোকৈষণাং দেব কালেন বিসৃজেদ্বুধঃ।
গ্রামে ত্যক্তৈষণাঃ সর্ব্বে যযুর্ধীরাস্তপোবনম্ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—দেব, (হে বসুদেব) বুধঃ (শ্রেয়স্কামো জনঃ) যজ্ঞদানৈঃ (বিত্তফলভূতৈর্যজ্ঞৈর্দানৈশ্চ) বিত্তৈষণাং (বিত্তেচ্ছাং, তথা) গৃহৈঃ (গৃহোচিতৈর্ভোগৈঃ) দারসুতৈষণাং (দারসুতেচ্ছাং, তদনুভবেনৈব তদৌৎসুক্যনিবৃত্তেঃ, তথা) কালেন (ক্ষয়ানুসন্ধানেন) আত্মলোকৈষণাং (দেহে মৃতে আত্মনঃ স্বর্গাদিলোকেচ্ছাঞ্চ) বিসৃজেৎ (ত্যজেৎ, তত্রাচারং প্রমাণয়ন্তি) সর্ব্বে ধীরাঃ গ্রামে (গৃহাশ্রম এব) ত্যক্তৈষণাঃ (এষাণত্রয়মুক্তাঃ সন্তঃ) তপোবনং যযুঃ (পুরা গতা বভূবুঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে বসুদেব, আত্মহিতপর বুধজন যজ্ঞ ও দান দ্বারা বিত্তকামনা, গৃহোচিত ভোগদ্বারা দারসুতকামনা এবং পরিণামক্ষয়ানুসন্ধান দ্বারা স্বর্গাদি লোক কামনা পরিত্যাগ করিবেন। পুরাকালে ধীরগণও গৃহাশ্রমেই পূর্ব্বোক্ত কামনাত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া তপোবনে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—নিষ্কামত্বং বিনা কর্ম্মনির্হারো ন স্যাৎ নিষ্কামত্বঞ্চানেন প্রকারেণ ভবেদিত্যাহুঃ,—বিত্তৈষণাং বিত্তাকাঙ্ক্ষাং যজ্ঞৈর্দানৈশ্চ বিত্তফলভূতৈস্ত্যজেৎ। সম্পাদিতেষু যজ্ঞেষু দানেষু কিমতঃ পরং বিত্তেনেতি ভাবয়েৎ। গৃহৈর্গৃহোচিতৈর্ভোগৈর্দারসুতৈষণাং স্ত্রীসম্ভোগবাসনাং পুত্রবাসনাঞ্চ ত্যজেৎ তদনুভবেনৈব তদৌৎসুক্যনিবৃত্তেঃ। দেহে মৃতে সত্যাত্মনঃ স্বর্গাদিলোকৈষণাং কালেন ক্ষয়ানুসন্ধানেন বিসৃজেৎ। দেব, হে বসুদেব, অত্রাচারং প্রমাণয়তি,—গ্রাম ইতি ॥৩৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিষ্কামতা ব্যতীত কর্ম্ম বিনাশ হয় না, নিষ্কামতা এই প্রকারে হয়—ইহাই বলিতেছেন—বিত্ত আকাঙ্ক্ষা যজ্ঞ ও দানদ্বারা বিত্তফলরূপ ত্যাগ করিবেন, সম্পাদিত যজ্ঞসমূহ সম্পন্ন হইলে দানে কি প্রয়োজন? অতঃপর বিত্তে কি প্রয়োজন। গৃহসমূহদ্বারা অর্থাৎ গৃহোচিত ভোগ স্ত্রীপুত্র কামনা, স্ত্রী সম্ভোগ বাসনা ও পুত্র বাসনা ত্যাগ করিবেন, তাহার অনুভব দ্বারাই তাহার ঔৎসুক্যনিবৃত্ত হইয়া যায়, দেহ মৃত হইলে পর আত্মার স্বর্গাদিলোক ভোগ বাসনা কালক্রমে ক্ষয় হয়, ইহার অনুসন্ধানদ্বারা ত্যাগ করিবেন, দেব! অর্থাৎ হে বসুদেব! এস্থলে সদাচারই প্রমাণ—গৃহে বাসনা ত্যাগ করিয়া ধীর ব্যক্তিগণ সকলে তপোবনে যায় ॥ ৩৮ ॥

———

ঋণৈস্ত্রিভির্দ্বিজো জাতো দেবর্ষিপিতৄণাং প্রভো।
যজ্ঞাধ্যয়নপুত্রৈস্তান্যনিস্তীর্য্য ত্যজন্ পতেৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভো, (হে বসুদেব) দ্বিজঃ দেবর্ষিপিতৄণাং ত্রিভিঃ ঋণৈঃ (সহৈব) জাতঃ (ভবতি, অতঃ) যজ্ঞাধ্যয়নপুত্রৈঃ (যজ্ঞেন, অধ্যয়নেন স্বাধ্যায়েন, পুত্রেণ সন্তানোৎপাদনদ্বারা) তানি (ত্রীণি ঋণানি) অনিস্তীর্য্য (অনপাকৃত্য) ত্যজন্ (গৃহাশ্রমং ত্যজন্ মোক্ষং সেবমানো জনঃ) পতেৎ (অধো গচ্ছতি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, দ্বিজগণ দেবঋষি এবং পিতৃপুরুষগণের ঋণত্রয়ে ঋণবান্ হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। অতএব যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয়ের পরিশোধ না করিয়া গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলে অধঃপতিত হইতে হয় ।। ৩৯ ।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ঋণৈরিতি। তথাচ শ্রুতিঃ "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ" ইত্যাদিঃ তান্যনিস্তীর্য্য তেষামৃণান্যনপাকৃত্য ।। ৩৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঋণ সমূহ শ্রুতিতে বলা আছে—জায়মান ব্যক্তির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তিনটি ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ, পুত্র উৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ শোধ করিতে হয়। ঐ ঋণ শোধ হইলে পরে অঋণী হইয়া বনে চলিয়া যাইবেন ।। ৩৯ ।।

ত্বং ত্বদ্য মুক্তো দ্বাভ্যাং বৈ ঋষিপিত্রোর্মহামতে।
যজ্ঞৈর্দেবর্ণমুন্মুচ্য নির্ঋণোঽশরণো ভব ।। ৪০ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) মহামতে, ত্বং তু অদ্য (সাম্প্রতং) দ্বাভ্যাম্ (অধ্যয়নেন পুত্রেণ চ) ঋষিপিত্রোঃ (ঋণদ্বয়াৎ) মুক্তঃ (পরিত্রাতঃ, ইতঃ পরং) যজ্ঞৈঃ দেবর্ণং (দেবাণামৃণম্) উন্মুচ্য (অপাকৃত্য) নির্ঋণঃ (ঋণমুক্তঃ সন্) অশরণঃ ভব (গৃহাৎ প্রব্রজ) ।। ৪০ ।।

অনুবাদ—হে মহামতে, আপনি অধ্যয়ন ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা ঋষি ও পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি যজ্ঞদ্বারা দেবগণের ঋণ পরিশোধপূর্ব্বক বানপ্রস্থাবলম্বন্ করুন ।। ৪০ ।।

বিশ্বনাথ—দ্বাভ্যাং ঋণাভ্যাম্ অশরণো ভব গৃহাৎপ্রব্রজ ।। ৪০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুইটি ঋণমুক্ত হইয়া গৃহ হইতে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করুন বা সন্ন্যাস গ্রহণ করুন ।। ৪০ ।।

বসুদেব ভবান্ নূনং ভক্ত্যা পরময়া হরিম্।
জগতামীশ্বরং প্রার্চ্চঃ স যদ্বাং পুত্রতাং গতং ।।৪১।।

অন্বয়ঃ—(হে) বসুদেব, ভবান্ নূনং (নিশ্চিতং পুরা) পরময়া ভক্ত্যা জগতাম্ ঈশ্বরং হরিং প্রার্চ্চঃ (প্রকর্ষেণার্চ্চিতবানসি) যৎ (যস্মাৎ) সঃ (হরিঃ) বাং (যুবয়োর্দেবকীবসুদেবয়োঃ) পুত্রতাং গতঃ (প্রাপ্তঃ) ।। ৪১ ।।

অনুবাদ—হে বসুদেব, আপনি নিশ্চয়ই পরমভক্তি সহকারে জগদীশ্বর শ্রীহরির প্রকৃষ্ট আরাধনা করিয়াছেন, যেহেতু তিনি সম্প্রতি আপনাদের পুত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ।। ৪১ ।।

বিশ্বনাথ—লোকরীত্যৈব ত্বয়া কৃতস্য প্রশ্নস্যাস্মাভিরপি লোকশাস্ত্ররীত্যৈবোত্তরং দত্তম্। বস্তুতস্তু ত্বয়ি ভগবৎপিতরি নিত্যসিদ্ধে ভগবতীব নৈব লোকশাস্ত্রে অধিকর্ত্তুং প্রভুষ্ণু স্যাতাং তদপি যদি ত্বমাত্মানং শাস্ত্রোক্তধর্ম্মাণামধিকারিণমেব মন্যসে তত্রাপ্যুত্তরং শৃণ্বিত্যাহুঃ,—বসু ধনং শ্রেষ্ঠং ভক্তিযোগ এব তত্র দীব্যসি ইত্যত এব। হে বসুদেব, ভক্ত্যা তত্রাপি পরময়া প্রকর্ষেণৈব আর্চ্চঃ। পূর্ব্বমেব তৎ কথমধুনা ততোঽতিনিকৃষ্টকর্ম্মাধিকারেঽপি পতিষ্যসীতি ভাবঃ। নচেদসস্মদুক্তমপ্রমাণমেবেত্যাহুঃ,—স যদ্বামিতি। তদপি ত্বমতিদৈন্যেনাত্মনি সাংসারিকত্বমারোপ্য যদি কর্ম্ম চিকীর্ষসি তদা ভগবানিব লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বিতি ভাবঃ ।। ৪১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুনিগণ শ্রীবসুদেবকে বলিতেছেন—আপনি লোকরীতি অনুসারে প্রশ্ন করিয়াছেন। আমরাও লোক ও শাস্ত্ররীতি অনুসারে উত্তর দিলাম। কিন্তু বস্তুত আপনি ভগবানের পিতা নিত্যসিদ্ধ, ভগবানের ন্যায়, লোকশাস্ত্রে আপনার অধিকার নাই। তথাপি যদি আপনি নিজেকে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী মনে করেন, তাহার উত্তর শ্রবণ করুন—বহুধনের শ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগই আপনাতে প্রকাশ পাইতেছে। অতএব হে বসুদেব! পরমভক্তি দ্বারাই ভগবানের অর্চ্চনা করুন। পূর্ব্ব হইতেই আপনি যখন নিত্যসিদ্ধ তাহা হইলে এখন কেন তাহা হইতে অতিনিকৃষ্ট কর্ম্ম অধিকারে পতিত হইবেন, ইহাই ভাবার্থ। একথা মনে আমরা ইতঃপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি করিবেন না, তাহা অপ্রমাণ হইবে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু আপনাদের পুত্র হইয়াছেন, তাহাতেও আপনি অতি দৈন্যের সহিত আত্মার উপর সাংসারিক জীবত্ব আরোপণ করিয়া যদি কর্ম্ম করিতে

ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ভগবানের ন্যায় আপনিও লোক শিক্ষার্থ কর্ম্ম করেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা বসুদেবো মহামনাঃ ।
তানৃষীনৃত্বিজো বব্রে মূর্দ্ধ্না নম্য প্রসাদ্য চ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—মহামনাঃ (মহামতিঃ) বসুদেবঃ ইতি (এবং) তদ্বচনং (তেষাং বচনং) শ্রুত্বা মূর্দ্ধ্না (নতমস্তকেন) আনম্য (তান্ প্রণম্য) প্রসাদ্য চ (প্রসন্নীকৃত্য চ) তান্ ঋষীন্ ঋত্বিজঃ (যাজকান্) বব্রে (বৃতবান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—মহামতি বসুদেব মুনিগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম ও প্রসন্ন করিয়া যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌রূপে বরণ করিলেন ॥ ৪২ ॥

ত এনমৃষয়ো রাজন্ বৃতা ধর্ম্মেণ ধার্ম্মিকম্ ।
তস্মিন্নযাজয়ন্ ক্ষেত্রে মখৈরুত্তমকল্পকৈঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, ধর্ম্মেণ (শাস্ত্রবিধিনা) বৃতাঃ তে ঋষয়ঃ তস্মিন্ ক্ষেত্রে (কুরুক্ষেত্রে) উত্তমকল্পকৈঃ (উত্তমোপকরণযুক্তৈঃ) মখৈঃ (যজ্ঞৈঃ) ধার্ম্মিকম্ এনং (বসুদেবম্) অযাজয়ন্ (যাগং কারয়ামাস) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, শাস্ত্রবিধানানুসারে বৃত ঋষিগণ সেই কুরুক্ষেত্রে বসুদেবের দ্বারা উত্তম উপকরণযুক্ত যজ্ঞসমূহের সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥৪৩॥

তদ্দীক্ষায়াং প্রবৃত্তায়াং বৃষ্ণয়ঃ পুষ্করস্রজঃ ।
স্নাতাঃ সুবাসসো রাজন্ রাজানঃ সুষ্ঠলঙ্কৃতাঃ ॥৪৪॥
তন্মহিষ্যশ্চ মুদিতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ ।
দীক্ষাশালামুপাজগ্মুরালিপ্তা বস্তুপাণয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তদ্দীক্ষায়াং (যজ্ঞদীক্ষায়াং) প্রবৃত্তায়াং (প্রারব্ধায়াং সত্যাং) স্নাতাঃ সুবাসসঃ (সুবসনাঃ) পুষ্করস্রজঃ (পদ্মমালিনঃ) সুষ্ঠু অলঙ্কৃতাঃ (সুভূষিতাঃ) বৃষ্ণয়ঃ (যাদবাঃ) রাজানঃ (নৃপতয়স্তথা) নিষ্ককণ্ঠ্যঃ (পদকভূষিতগ্রীবাঃ) সুবাসসঃ (সুবসনাঃ) আলিপ্তাঃ (চন্দনাদিগন্ধলিপ্তাঃ) মুদিতাঃ (হৃষ্টাঃ) তন্মহিষ্যঃ চ (যাদবরাজগণমহিষ্যশ্চ) বস্তুপাণয়ঃ (পূজাদ্রব্যোপহারহস্তাঃ সত্যঃ) দীক্ষাশালাং (যজ্ঞদীক্ষাগৃহম্) উপাজগ্মুঃ (উপাগতা বভূবুঃ) ॥ ৪৪-৪৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, উক্ত যজ্ঞের দীক্ষাকালে যাদবগণ স্নান এবং সুবসন, পদ্মমাল্য ও সুরম্য ভূষণ ধারণ এবং তাঁহাদের মহিষিগণ কণ্ঠে পদক, পরিধানে সুরম্য বস্ত্র ও গাত্রে চন্দনাদি অনুলেপন ধারণপূর্ব্বক বিবিধ পূজাদ্রব্য হস্তে লইয়া দীক্ষাশালায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৪-৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—বস্তুপাণয়ঃ হস্তগৃহীতার্হণদ্রব্যাঃ ॥৪৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হে মহারাজ! ঐ যজ্ঞের দীক্ষাকালে যাদবগণ স্নান করিয়া তাহাদের মহিষিগণ সহ বিবিধ পূজাদ্রব্য হস্তে লইয়া দীক্ষাশালায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৫ ॥

নেদুর্মৃদঙ্গপটহ-শঙ্খভের্য্যানকাদয়ঃ ।
ননৃতুর্নটনর্ত্তক্যস্তুষ্টুবুঃ সূতমাগধাঃ ।
জগুঃ সুকণ্ঠ্যো গন্ধর্ব্ব্যঃ সঙ্গীতং সহভর্ত্তৃকাঃ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—(তদানীং) মৃদঙ্গপটহশঙ্খভের্য্যানকাদয়ঃ নেদুঃ (নিনাদিতা বভূবুঃ) নটনর্ত্তক্যঃ (নটানর্ত্তক্যশ্চ) ননৃতুঃ (নৃত্যঞ্চক্রুঃ) সূতমাগধাঃ (সূতা মাগধাশ্চ) তুষ্টুবুঃ (স্তুতিঞ্চক্রুঃ) সহভর্ত্তৃকাঃ (ভর্ত্তৃভিঃ সহ বর্ত্তমানাঃ) সুকণ্ঠ্যঃ (মধুরস্বরাঃ) গন্ধর্ব্ব্যঃ (গন্ধর্ব্বাঙ্গণাঃ) সঙ্গীতং জগুঃ (গানঞ্চক্রুঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—তৎকালে মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী, আনক প্রভৃতি ধ্বনিত হইয়াছিল এবং নট-নটিগণ নৃত্য, সূত-মাগধগণ স্তুতিপাঠ ও ভর্ত্তৃগণের সহিত গন্ধর্ব্ব-রমণিগণ মধুরস্বরে গান করিয়াছিল ॥ ৪৬ ॥

তমভ্যষিঞ্চন্ বিধিবদক্তমভ্যক্তমৃত্বিজঃ ।
পত্নীভিরষ্টাদশভিঃ সোমরাজমিবোড়ুভিঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—ঋত্বিজঃ (যাজকঃ) উড়ুভিঃ (তারাভিঃ

সহ বর্ত্তমানং) সোমরাজম্ ইব (চন্দ্রমিব) অষ্টাদশভিঃ পত্নীভিঃ (সহবর্ত্তমানম্) অক্তং (নয়নে লিপ্তাঞ্জনম্) অভ্যক্তং (শরীরে কৃতনবনীতাভ্যঙ্গং) তং (বসুদেবং) বিধিবৎ (যথাবিধানম্) অভ্যষিঞ্চন্ (অভিষিক্তঞ্চক্রুঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে বসুদেব নয়নে অঞ্জনলেপন এবং শরীরে নবনীত অভ্যঙ্গপূর্ব্বক অষ্টাদশ মহিষীর সহিত তারামধ্যস্থিত চন্দ্রতুল্য বিরাজমান হইলে ঋত্বিগ্‌গণ তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—অক্তং নেত্রয়োরঞ্জনেন অভ্যক্তং সর্ব্বাঙ্গেষু নবনীতেন সোমরাজং বহূনাং সোমানাং যদি বা কশ্চিদেকো রাজা ভবতি তমিবেত্যর্থঃ ॥৪৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালে বসুদেব নয়নদ্বয়ে অঞ্জন লেপন সর্ব্বাঙ্গে নবনীত সহিত সোমরাজ লেপন করিয়া, অথবা যিনি রাজা হইবেন সেই এক ব্যক্তিকে সোমরস মাখাইয়া স্নান করাইলেন ॥ ৪৭ ॥

———

তাভির্দুকূলবলয়ৈর্হারনূপুরকুণ্ডলৈঃ ।
স্বলঙ্কৃতাভির্বিবভৌ দীক্ষিতোঽজিনসংবৃতঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—দুকূলবলয়ৈঃ হারনূপুরকুণ্ডলৈঃ স্বলঙ্কৃতাভিঃ (সুভূষিতাভিঃ) তাভিঃ (পত্নীভিঃ সহ) দীক্ষিতঃ অজিনসংবৃতঃ (অজিনাবৃতঃ সঃ) বিবভৌ (বিশেষেণ ভাতি স্ম) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—তৎকালে তিনি সুরম্যবস্ত্র, বলয়, হার, নূপুর ও কুণ্ডলবিভূষিত পত্নীগণের সহিত দীক্ষিত হইয়া অজিনাবৃত কলেবরে অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

———

তস্যর্ত্বিজো মহারাজ রত্নকৌশেয়বাসসঃ ।
সসদস্যা বিরেজুস্তে যথা বৃত্রহণোঽধ্বরে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ, বৃত্রহনঃ (ইন্দ্রস্য) অধ্বরে (যজ্ঞে) যথা (যদ্বৎ রত্নকৌশেয়বাসসঃ ঋত্বিজো বিরেজুস্তথা) তস্য (বসুদেবস্যাধ্বরে চ রত্নকৌশেয়বাসসঃ (রত্নখচিতকৌশেয়বসনযুক্তাঃ) সসদস্যাঃ (সদস্যসহিতাঃ) তে ঋত্বিজঃ বিরেজুঃ (শোভিতা বভূবুঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, বৃত্রাসুরবিনাশী ইন্দ্রদেবের যজ্ঞের ন্যায় বসুদেবের যজ্ঞেও সদস্য এবং যাজকগণ রত্নখচিত কৌশেয় বসন পরিধানপূর্ব্বক শোভিত হইয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

———

তদা রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ স্বৈঃ স্বৈর্বন্ধুভিরন্বিতৌ ।
রেজতুঃ স্বসুতৈর্দারৈর্জীবেশৌ স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (যজ্ঞকালে) জীবেশৌ (জীবানামীশৌ স্বামিনৌ) রামঃ চ কৃষ্ণঃ চ স্বৈঃ স্বৈঃ বন্ধুভিঃ স্বসুতৈঃ (স্বপুত্রৈঃ) দারৈঃ (পত্নীভিঃ) স্ববিভূতিভিঃ (স্বীয়ৈশ্বর্য্যৈশ্চ) অন্বিতৌ (যুক্তৌ সন্তৌ) রেজতুঃ (শোভিতৌ বভূবতুঃ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—তখন নিখিল জীবাধিপতি রাম-কৃষ্ণও নিজ নিজ বান্ধব, পুত্র, পত্নী এবং ঐশ্বর্য্যসমূহের সহিত বিরাজিত হইয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—জীবেশৌ সর্ব্বজীবানামীশৌ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীব ও ঈশ্বর অর্থাৎ সর্ব্ব জীবগণের ঈশ্বরদ্বয় কৃষ্ণ ও বলরাম নিজ নিজ বান্ধবাদি সহ ও ঐশ্বর্য্য সমূহের সহিত সেইস্থলে বিরাজিত হইয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

———

ঈজেঽনুযজ্ঞং বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণৈঃ ।
প্রাকৃতৈর্বৈকৃতৈর্যজ্ঞৈর্দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়েশ্বরম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—(স বসুদেবঃ) অনুযজ্ঞং বিধিনা (অনুযজ্ঞং প্রতিযজ্ঞং যে বিধিস্তেন) অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণৈঃ (অগ্নিহোত্রাদিরূপৈঃ) প্রাকৃতৈঃ (আম্নাতসর্ব্বাঙ্গাঃ প্রাকৃতা জ্যোতিষ্টোমপূর্ণমাসাদয়স্তৈঃ) বৈকৃতৈঃ (প্রাকৃতেভ্যশ্চোদনালিঙ্গাদিভিরতিদেশপ্রাপ্তাঙ্গা বৈকৃতাঃ সৌরসত্রাদয়স্তৈঃ সর্ব্বৈ) যজ্ঞৈঃ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়েশ্বরং (দ্রব্যং পুরোডাশাদি, জ্ঞানং মন্ত্রঃ, ক্রিয়া কর্ম্ম তেষামীশ্বরং বিষ্ণুম্) ঈজে (আরাধয়ামাস) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বসুদেব প্রতিযজ্ঞানুযায়ী বিধানানুসারে অগ্নিহোত্রাদি প্রাকৃত ও বৈকৃত যজ্ঞসমূহ দ্বারা যাবতীয় দ্রব্য, মন্ত্র ও কর্ম্মের অধীশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—অনুযজ্ঞং প্রতিযজ্ঞম্ আম্নাতসর্ব্বাঙ্গাঃ প্রাকৃতাঃ জ্যোতিষ্টোম-দর্শ-পৌর্ণমাসাদয়ঃ তেভ্যশ্চোদনালিঙ্গাদিভিরতিদেশপ্রাপ্তা বৈকৃতাঃ সৌর্য্যসত্রাদয়ঃ তৈঃ সর্ব্বৈরেব দ্রব্যং পুরোডাশাদি জ্ঞানং মন্ত্রঃ ক্রিয়া কর্ম্ম তেষামীশ্বরম্ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবসুদেব প্রতি যজ্ঞের বিধান অনুসারে 'প্রাকৃত' জ্যোতিষ্টোম-দর্শ-পৌর্ণমাস এবং তাহাদের অতিদেশ প্রাপ্ত 'বৈকৃত' যজ্ঞ সমূহ সৌর্য্য সত্র আদি সেই সকলের সহিত দ্রব্য পুরোডাশাদি, জ্ঞান মন্ত্র ক্রিয়া কর্ম্ম, তাহাদের ঈশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিলেন ॥ ৫১ ॥

অথর্ত্বিগ্‌ভ্যোঽদদাৎ কালে যথাম্নাতং সদক্ষিণাঃ ।
স্বলঙ্কৃতেভ্যোঽলঙ্কৃত্য গোভূকন্যা মহাধনাঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং সঃ) কালে (যজ্ঞসমাপ্তৌ সত্যাং) স্বলঙ্কৃতেভ্য (পূর্ব্বমেব স্বয়মলঙ্কৃতেভ্যঃ) ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ (যাজকেভ্যঃ পুনঃ) অলঙ্কৃত্য যথাম্নাতং (শাস্ত্রোক্তবিধ্যনুসারেণ) সদক্ষিণাঃ (দক্ষিণাসহিতাঃ) মহাধনাঃ (মহামূল্যাঃ) গোভূকন্যাঃ (গাশ্চ ভূশ্চ কন্যা বিপ্রকন্যাশ্চ) অদদাৎ (দত্তবান্) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যজ্ঞসমাপ্ত হইলে তিনি সুভূষণযুক্ত যাজকগণকে পুনরায় অলঙ্কৃত করিয়া শাস্ত্রবিধিক্রমে দক্ষিণা এবং বহুমূল্য ধেনু, ভূমি ও ব্রাহ্মণকন্যা প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—স বসুদেবঃ দক্ষিণাঃ কীদৃশীঃ মহান্তি স্বর্ণরত্নাদীনি ধনানি যাসু তাঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বসুদেব দক্ষিণা স্বরূপ স্বর্ণরত্ন আদি বহুমূল্য ধেনু ভূমি ও ব্রাহ্মণ কন্যা দান করিলেন ॥ ৫২ ॥

পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈশ্চরিত্বা তে মহর্ষয়ঃ ।
সস্নু রামহ্রদে বিপ্রা যজমানপুরঃসরাঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) তে মহর্ষয়ঃ বিপ্রাঃ পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈঃ (পত্নীসংযাজো যাগবিশেষঃ, অবভৃথসম্বন্ধি আবভৃথ্যং তৈঃ) চরিত্বা (তান্যনুষ্ঠায়েত্যর্থঃ) যজমানপুরঃসরাঃ (যজমানো বসুদেবঃ পুরঃসরোঽগ্রগামী যেষাং তে তথা সন্তঃ সর্ব্বে তে) রামহ্রদে সস্নুঃ (দীক্ষান্তস্নানঞ্চক্রুঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—মহর্ষি বিপ্রগণ তখন পত্নীসংযাজ যজ্ঞ এবং অবভৃথ সম্বন্ধীয় কৃত্য সমাপনপূর্ব্বক বসুদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রামহ্রদে দীক্ষান্ত-স্নান করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—পত্নীসংযাজো যাগবিশেষঃ । অবভৃথসম্বন্ধিকৃত্যানি চ তৈশ্চরিত্বা তান্যনুষ্ঠায়েত্যর্থঃ ॥৫৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহর্ষি বিপ্রগণ তখন 'পত্নীসংযাজ' যাগবিশেষ সমাপন করাইয়া বসুদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রামহ্রদে দীক্ষান্ত স্নান করাইলেন ॥৫৩

স্নাতোঽলঙ্কারবাসাংসি বন্দিভ্যোঽদাৎ তথা স্ত্রিয়ঃ ।
ততঃ স্বলঙ্কৃতো বর্ণানাশ্বভ্যোঽন্নেন পূজয়ৎ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—স্নাতঃ (সন্ স বসুদেবঃ) তথা স্ত্রিয়ঃ (তস্য পত্ন্যশ্চ) স্বলঙ্কৃতঃ (সুভূষিতো ভূত্বা) বন্দিভ্যঃ (স্তুতিপাঠকেভ্যঃ) অলঙ্কারবাসাংসি (বসনভূষণানি) অদাৎ (দত্তবান্) তত আশ্বভ্যঃ (শুনোঽভিব্যাপ্য) বর্ণান্ (সর্ব্ববর্ণীয়ান্ জনান্) অন্নেন (ভোজ্যেন) পূজয়ৎ (অপূজয়ৎ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—স্নানান্তে বসুদেব এবং মহিষীগণ সুভূষণ ধারণপূর্ব্বক স্তুতি-পাঠকগণকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান এবং কুকুর হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববর্ণজাত ব্যক্তিগণকে অন্ন দ্বারা পূজা করিলেন ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্নাতো বসুদেবঃ । তস্য স্ত্রিয়শ্চাদুঃ আশ্বভ্যঃ শুনোঽভিব্যাপ্য অন্নেন পূজয়ৎ অপূজয়ৎ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বসুদেব স্নান করিয়া তাঁহার স্ত্রীগণ স্তুতি পাঠকগণকে বস্ত্র অলঙ্কার আদি দান করিয়া অশ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কুকুর পর্য্যন্ত সকলকে অন্নদ্বারা পূজা করিলেন ॥ ৫৪ ॥

বন্ধূন্ সদারান্ সসুতান্ পারিবর্হেণ ভূয়সা ।
বিদর্ভকোশলকুরূন্ কাশিকেকয়সৃঞ্জয়ান্ ॥ ৫৫ ॥
সদস্যর্ত্বিক্‌সুরগণান্ নৃভূতপিতৃচারণান্ ।
শ্রীনিকেতমনুজ্ঞাপ্য শংসন্তঃ প্রযযুঃ ক্রতুম্ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) সদারান্ (সস্ত্রীকান্) সসুতান্ (সতনয়ান্) বন্ধূন্ (তথা) বিদর্ভকোশলকুরূন্ (বিদর্ভান্ কোশলান্ কুরূংশ্চ, তথা) কাশিকেকয়-সৃঞ্জয়ান্ (কাশীন্ কেকয়ান্ সৃঞ্জয়াংশ্চ নৃপান্, তথা) সদস্যর্ত্বিক্সুরগণান্ (সদস্যান্ ঋত্বিজঃ সুরগণাংশ্চ, তথা) নৃভূতপিতৃচারণান্ (নৄন্ নরান্, ভূতান্, দেবযোনীন্ পিতৄন্ চারণাংশ্চ) ভূয়সা (মহতা) পারিবর্হেণ (উপহারেণ প্রীতিদানেন চাপূজয়ৎ ততঃ সর্ব্বে তে) শ্রীনিকেতং (শ্রীনিবাসং কৃষ্ণম্) অনুজ্ঞাপ্য (অনুজ্ঞাং কারয়িত্বা, তস্যাদেশং লব্ধেতি যাবৎ) ক্রতুং শংসন্তঃ (যজ্ঞমাহাত্ম্যং কীর্ত্তয়ন্তঃ) প্রযযুঃ (স্বধামানি গতাঃ) ॥ ৫৫-৫৬ ॥

অনুবাদ—তিনি স্ত্রী-পুত্রের সহিত বান্ধবগণকে, বিদর্ভ, কোশল, কুরু, কাশি, কেকয়, সৃঞ্জয় প্রমুখ রাজগণকে, সদস্য, যাজক ও দেবতাগণকে এবং মনুষ্য, ভূত, পিতৃ ও চারণগণকে প্রভূত উপহার দ্বারা পূজা করিলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞের প্রশংসা করিতে করিতে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৫-৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—পারিবর্হেণ প্রীতিদানেন চ ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—তে চ সর্ব্বে প্রযযুঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বসুদেব স্ত্রীপুত্রের সহিত বান্ধবগণকে, রাজগণকে, সদস্য যাজক দেবতাগণকে ও অন্যান্য সকলকে উপহার ও প্রীতিদানের সহিত পূজা করিলেন ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞের প্রশংসা করিতে করিতে নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৬ ॥

ধৃতরাষ্ট্রোঽনুজঃ পার্থা ভীষ্মো দ্রোণঃ পৃথাযমৌ ।
নারদো ভগবান্ ব্যাসঃ সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবাঃ ॥৫৭॥
বন্ধূন্ পরিষ্বজ্য যদূন্ সৌহৃদাক্লিন্নচেতসঃ ।
যযুর্বিরহকৃচ্ছ্রেণ স্বদেশাংশ্চাপরে জনাঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—ধৃতরাষ্ট্রঃ অনুজঃ (বিদুরঃ) পার্থাঃ (যুধিষ্ঠিরভীমার্জ্জুনাঃ) ভীষ্মঃ দ্রোণঃ পৃথা (কুন্তী) যমৌ (নকুলসহদেবৌ) নারদঃ ভগবান্ ব্যাসঃ সুহৃৎ-সম্বন্ধিবান্ধবাঃ (সুহৃদঃ সম্বন্ধিনো বান্ধবাশ্চ) অপরে জনাঃ চ বন্ধূন (বান্ধবান্) যদূন্ পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) সৌহৃদাক্লিন্নচেতসঃ (সৌহৃদেনাক্লিন্নানি সম্যগার্দ্রাণি চেতাংসি যেষাং তে তথা সন্তঃ) বিরহকৃচ্ছ্রেণ (সুহৃদ্বিয়োগকষ্টেন সহ) স্বদেশান্ যযুঃ (প্রতস্থিরে) ॥ ৫৭-৫৮ ॥

অনুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কুন্তী, নকুল, সহদেব, নারদ, ব্যাসদেব, সুহৃৎ, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ এবং অন্যান্য সকলে যাদবগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সৌহার্দ্দবশতঃ আর্দ্রচিত্তে বিরহকষ্ট সহকারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৭-৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—অনুজো বিদুরঃ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র অনুজ অর্থাৎ বিদুরের সহিত পঞ্চপাণ্ডব ভীষ্ম দ্রোণাদির সহিত এবং শ্রীনারদ ব্যাসদেব এবং অন্যান্য সকলে যাদবগণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিরহ-কষ্টসহ স্বদেশে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৭-৫৮ ॥

নন্দস্তু সহ গোপালৈর্বৃহত্যা পূজয়ার্চ্চিতঃ ।
কৃষ্ণরামোগ্রসেনাদ্যৈর্ন্যবাৎসীৎ বন্ধুবৎসলঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—বন্ধুবৎসলঃ (সুহৃৎস্নেহশীলঃ) নন্দঃ তু গোপালৈঃ সহ কৃষ্ণরামোগ্রসেনাদ্যৈঃ (কৃষ্ণাদিভির্যাদবৈঃ) বৃহত্যা পূজয়া (মহতা পূজাসম্ভারেণ) অর্চ্চিতঃ (পূজিতঃ সন্ তত্র) ন্যবাৎসীৎ (নিবাসং কৃতবান্) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—বন্ধুবৎসল নন্দমহারাজ এবং গোপালগণ, কৃষ্ণ, রাম, উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ-কর্ত্তৃক মহাপূজাসম্ভারে পূজিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—তুশব্দেন সর্ব্বতোঽপি বিশেষতঃ পার্থাদিপূজাতোঽপি বৃহত্যা পূজয়া তান্ সর্ব্বান্ প্রস্থাপ্যাপি তস্য চিরমপ্রস্থাপনাৎ ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বন্ধুবৎসল নন্দমহারাজ কিন্তু গোপগণের সহিত সকল হইতে বিশেষ অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডবআদি হইতেও অধিক পূজিত হইলে পর তাহাদিগকে বিদায় দিলেও চিরকাল তাহাদের বিদায়

দেওয়া যায় না, তাহারা কৃষ্ণবলরামসহ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

বসুদেবোঽঞ্জসোত্তীর্য্য মনোরথমহার্ণবম্ ।
সুহৃদ্বৃতঃ প্রীতমনা নন্দমাহ করে স্পৃশন্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবসুদেবঃ অঞ্জসা (ঝটিতি) মনোরথমহার্ণবং (মনোরথো যজ্ঞাভিলাষস্তমেব মহার্ণবং মহাসমুদ্রম্) উত্তীর্য্য সুহৃদ্বৃতঃ (সুহৃদ্ভির্বৃতস্তথা) প্রীতমনাঃ (সন্তুষ্টচিত্তঃ সন্) নন্দং করে স্পৃশন্ (তস্য হস্তং ধৃত্বেত্যর্থঃ) আহ (উক্তবান্) ॥৬০॥

অনুবাদ—শ্রীবসুদেব এইরূপে সত্বর যজ্ঞাভিলাষরূপ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সুহৃদগণে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে নন্দমহারাজের হস্তধারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—মনোরথো যজ্ঞবিষয়কস্তং মহার্ণবং উত্তীর্য্য তৎ সর্ব্বসংপূর্ণতালাভেনেতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবসুদেব এইভাবে যজ্ঞ অভিলাষরূপ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সুহৃদগণের সহিত পরিবেষ্টিত অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে নন্দমহারাজের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বসম্পূর্ণতা লাভহেতু বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ—
ভ্রাতরীশকৃতঃ পাশো নৃণাং যঃ স্নেহসংজ্ঞিতঃ ।
তং দুস্ত্যজমহং মন্যে শূরাণামপি যোগিনাম্ ॥৬১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবসুদেবঃ উবাচ—(হে) ভ্রাতঃ, নৃণাং (মনুষ্যাণাম্) ঈশকৃতঃ (ঈশ্বররচিতঃ) স্নেহসংজ্ঞিতঃ (বন্ধুস্নেহনামকঃ) যঃ পাশঃ (বন্ধনরজ্জুর্বর্ত্ততে) অহং তং (স্নেহপাশং) শূরাণাং (বলবতাং তথা) যোগিনাং (জ্ঞানিনাম্) অপি দুস্ত্যজং (দুষ্পরিহার্য্যং) মন্যে (*নির্দ্ধারয়ামি, স তু বলেন জ্ঞানেনাপি ত্যক্তুং ন* শক্যত ইত্যর্থঃ) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবসুদেব বলিলেন,—হে ভ্রাতঃ, মানবগণের ঈশ্বরকৃত যে স্নেহপাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে, মহাবল বীরগণ এবং যোগিগণের পক্ষেও ঐ স্নেহবন্ধন দুষ্পরিহার্য্য বলিয়া মনে করি ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—বলেন শূরাণামপি দুর্ভিদং জ্ঞানেন যোগিনামপি দুস্ত্যজমিত্যর্থান্তরন্যাসেন মৎপুত্রয়োঃ স্নেহপাশেন যুবাং রাত্রিন্দিবং দৃঢ়ং বদ্ধাবেব ভবথ ইতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বলদ্বারা বীরগণেরও দুর্ব্বোধ্য শ্রীবলরাম জ্ঞানদ্বারা যোগীগণেরও দুস্ত্যজ আমার পুত্রদ্বয়ের স্নেহপাশে তোমরা দুইজন (নন্দ ও যশোদা) দিবারাত্র দৃঢ়ভাবে বদ্ধ আছ ॥ ৬১ ॥

অস্মাস্বপ্রতিকল্পেয়ং যৎ কৃতাজ্ঞেষু সত্তমৈঃ ।
মৈত্র্যর্পিতফলা চাপি ন নিবর্ত্তেত কর্হিচিৎ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—(তৎ কুতস্তত্রাহ) সত্তমৈঃ (সজ্জনপ্রবরৈর্ভবদ্ভিঃ) কৃতাজ্ঞেষু (কৃতমুপকারমজানৎসু) অস্মাসু অর্পিতা (সংস্থাপিতা) অপ্রতিকল্পা (অনুপমা) ইয়ং মৈত্রী (মিত্রতা) অফলা অপি চ (প্রত্যুপকারশূন্যাপি) কর্হিচিৎ (কদাপি) যৎ (যস্মাৎ) ন নিবর্ত্তেত (ন বিরমেৎ তস্মাদীশ্বরকৃতঃ পাশোঽয়ং ভবতামিতি গম্যত ইত্যর্থঃ) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—যেহেতু, আপনাদের ন্যায় সজ্জন প্রবরগণ আমাদের ন্যায় অকৃতজ্ঞগণের প্রতি যে অতুলনীয় মিত্রভাব স্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রত্যুপকারলিপ্সা শূন্য হইলেও কদাপি বিরত হইবে না ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—রামকৃষ্ণবিষয়ক-দৃঢ়স্নেহরূপমহাধনবিতরণেন সত্তমৈর্ভবদ্ভিরস্মাসু যৎ যা মৈত্রী অর্পিতা ইয়ং অপ্রতিকল্পা নিরুপমা অফলা প্রত্যুপকারলিপ্সাশূন্যা কদাপি ন নিবর্ত্তিষ্যতে । চ এবার্থে । অপি নিশ্চিতমেব । অস্মাসু কীদৃশেষু কৃতাজ্ঞেষু কৃতমুপকারমজানৎসু তেন বয়মসত্তমাঃ সত্তমান্ যুষ্মান্ প্রতীদং বক্তুমপি ন ত্রপামহে ইতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বসুদেব নন্দমহারাজকে বলিতেছেন—কৃষ্ণবলরাম বিষয়ক দৃঢ় স্নেহরূপ মহাধন বিতরণদ্বারা সত্তম আপনারা আমাদের সহিত যে মিত্রভাব অর্পণ করিয়াছেন ইহার উপমা নাই, ইহার প্রতি উপকার লাভের ইচ্ছাও নাই । ইহা নিশ্চিতই, আমরা কেমন ? অকৃতজ্ঞ প্রতি উপকার বিষয়ে অজ্ঞ । অতএব আমরা অসৎতম, আপনারা সত্তম ইহা আপনাদের প্রতি বলিতেও লজ্জা পাই না ॥৬২॥

প্রাগকল্পাচ্চ কুশলং ভ্রাতর্বো নাচরামহি।
অধুনা শ্রীমদান্ধাক্ষা ন পশ্যামঃ পুরঃ সতঃ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অফলত্বমেবাহ, হে) ভ্রাতঃ, প্রাক্ (পুরা বয়ম্) অকল্পাৎ (অসামর্থ্যাৎ) বঃ (যুষ্মাকং) কুশলং (হিতং) ন আচরামহি (নাচরিতবন্তঃ) অধুনা চ (ইদানীং সমর্থা অপি) শ্রীমদান্ধাক্ষাঃ (শ্রীমদেনান্ধানি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যদর্শনশূন্যানি অক্ষীণি যেষাং তে তথা সন্তঃ) পুরঃ সতঃ (পুরোবর্ত্তিনঃ সতঃ সাধূন্ ভবতঃ) ন পশ্যামঃ (ন চিন্তয়াম ইত্যর্থঃ) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—হে ভ্রাতঃ, পূর্ব্বে আমরা (কংসবধ না হওয়ায়) অসামর্থ্য বশতঃ আপনাদের কোন হিতানুষ্ঠান করিতে পারি নাই, সম্প্রতি ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধদৃষ্টি হইয়া আপনাদিগের ন্যায় সম্মুখস্থ সজ্জনগণের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতেছি না ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্বেষামকৃতজ্ঞত্বমেবাহ,—প্রাক্ অকল্পাৎ কংসপারতন্ত্র্যেণাসামর্থ্যাৎ যুষ্মাকং প্রত্যুপকারং নাচরাম ন করবাম। কংসবধানন্তরমধুনা স্বাতন্ত্র্যেঽপি শ্রীমদেত্যাদি ॥ ৬৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বসুদেব নিজেদের অকৃতজ্ঞতাই বলিতেছেন—প্রথমতঃ কংসের পরাধীন থাকায় অসামর্থ্যহেতু আপনাদের প্রত্যুপকার কিছুই করি নাই। কংস বধের পর এখন স্বতন্ত্র হইলেও অধুনা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত অন্ধদৃষ্টি হইয়া আপনাদিগের ন্যায় সজ্জনগণের সম্মুখে আসিয়াও আপনাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতেছি না ॥ ৬৩ ॥

মা রাজ্যশ্রীরভূৎ পুংসঃ শ্রেয়স্কামস্য মানদ।
স্বজনানুত বন্ধূন্ বা ন পশ্যতি যয়ান্ধদৃক্ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মানদ, (অন্যেভ্যো মানপ্রদ,) যয়া (রাজ্যশ্রিয়া) অন্ধদৃক্ (অন্ধদৃষ্টির্বিচারশূন্যা ইত্যর্থঃ, পুমান্) স্বজনান্ উত (অথবা) বন্ধূন্ বা (বান্ধবানপি) ন পশ্যতি শ্রেয়স্কামস্য (আত্মহিতৈষিণঃ) পুংসঃ (জনস্য সা) রাজ্যশ্রীঃ (রাজ্যসম্পৎ) মা অভূৎ (কদাপি ন ভবতু) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—হে মানদ, যে রাজ্য শ্রীহেতু পুরুষ অন্ধদৃষ্টি হইয়া স্বজন বা বান্ধবগণকে পর্য্যন্ত দেখিতে পায় না, আত্মহিতৈষী পুরুষের যেন তাদৃশ রাজ্যশ্রী লাভ না হয় ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—মা অভূৎ মা ভূয়াৎ। অড়াগম আর্ষঃ। এবং মহাদৈন্যবিনয়সিন্ধৌ তং মজ্জয়ন্ স্বয়মেব নিমমজ্জ বসুদেব ইতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মানদ। যে রাজ্যশ্রী-হেতু পুরুষ অন্ধদৃষ্টি হইয়া স্বজন বা বান্ধবগণকে পর্য্যন্ত দেখিতে পায় না, ঐরূপ রাজ্য—শ্রী যেন না হয়। এইরূপ মহা দৈন্য-বিনয়সমুদ্রে নন্দমহারাজকে ডুবাইয়া বসুদেব নিজেও ডুবিলেন ॥ ৬৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
এবং সৌহৃদশৈথিল্যচিত্ত আনকদুন্দুভিঃ।
রুরোদ তৎকৃতাং মৈত্রীং স্মরন্নশ্রুবিলোচনঃ ॥৬৫

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—এবম্ (ইত্থং) সৌহৃদশৈথিল্যচিত্তঃ (প্রেমবিহ্বলহৃদয়ঃ) আনকদুন্দুভিঃ (বসুদেবঃ) তৎকৃতাং (নন্দকৃতাং) মৈত্রীং (সুহৃদ্ভাবং) স্মরন্ (চিন্তয়ন্) অশ্রুবিলোচনঃ (বাষ্পাকুলিতনয়নঃ সন্) রুরোদ (ক্রন্দিতবান্) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—বসুদেব এইরূপ প্রেমবিহ্বলচিত্তে নন্দমহারাজের মিত্রতা স্মরণ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিয়াছিলেন ॥৬৫॥

নন্দস্তু সখ্যুঃ প্রিয়কৃৎ প্রেম্ণা গোবিন্দ-রাময়োঃ।
অদ্য শ্ব ইতি মাসাংস্ত্রীন্ যদুভির্মানিতোঽবসৎ ॥৬৬

অন্বয়ঃ—সখ্যুঃ (বসুদেবস্য) প্রিয়কৃৎ (প্রীতিকরঃ) নন্দঃ তু অদ্য শ্বঃ ইতি (প্রাতনির্গমে অদ্যোবাপরাহ্নে গম্যতামিতি অপরাহ্নে নির্গমে শ্বো গম্যতামিতি পুনঃ পুনঃ) যদুভিঃ মানিতঃ (আদৃতঃ সন্) গোবিন্দ রাময়োঃ প্রেম্ণা (তদাশ্রয়বিষয়ক-প্রেমানন্দেন) ত্রীন্ মাসান্ (মাসত্রয়ং তত্র) অবসৎ (স্থিতঃ) ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—বন্ধুপ্রীতিকর নন্দমহারাজও প্রাতঃকালে গমনারম্ভে "অপরাহ্নে গমন করিবেন", অপরাহ্নে গমনারম্ভে "আগামী কল্য গমন করিবেন" ইত্যাদি বাক্যে যদুগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া রাম-

কৃষ্ণের প্রেম উপভোগ সহকারে মাসত্রয় অবস্থান করিলেন ॥ ৬৬ ॥

বিশ্বনাথ—নন্দস্তিতি। তুর্ভিন্নোপক্রমে। বসুদেবস্য য উপক্রমোঽভূৎ স নন্দস্য নাভূদিত্যর্থঃ। মৎপুত্রে শ্রীকৃষ্ণে তব স্বপুত্রত্বাভিমানং বিধ্বংসয়ন্নহমিদানীং খলু স্বপুত্রং গৃহীত্বৈব ব্রজং যাস্যামীত্যতিগাম্ভীর্য্যাদেব যন্ন প্রত্যবোচৎ, কিন্তু তূষ্ণীমেবাতিষ্ঠৎ তেনৈব সখ্যুর্বসুদেবস্য প্রিয়কৃৎ অন্যথা ত্বপ্রিয়কৃদেব সোঽভবিষ্যদিতি ভাবঃ। অদ্য শ্ব ইতি অদ্য খল্বত্রাবসমেব শ্বঃ স্বপুত্রং গৃহীত্বা ব্রজং যাস্যামীতি প্রতিরাত্রি বিচারয়ন্নপি গোবিন্দরাময়োঃ প্রেম্ণা তদাশ্রয়বিষয়কপ্রেমানন্দেন ত্রীনপি মাসানবসৎ ॥ ৬৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বসুদেবের যে উপক্রম ছিল তাহা হইতে ভিন্ন শ্রীনন্দমহারাজের উপক্রমে বলিতেছেন—আমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণে তোমার নিজপুত্ররূপ অভিমান বিধ্বংস করিয়া আমি এখন নিজ পুত্রকে লইয়াই ব্রজে যাইব—এইরূপ অতি গাম্ভীর্য্য হেতু যে প্রতি উত্তর দিলেন না। কিন্তু মৌনই থাকিলেন, তাহার দ্বারাই সখা বসুদেবের প্রিয়কারী হইলেন, তাহা না হইলে তিনি অপ্রিয়কারী হইতেন, আজ বা কাল অর্থাৎ আজ এখানে অবস্থান করিবই আগামীকাল নিজপুত্রকে লইয়া ব্রজে যাইব—এইরূপ প্রতিরাত্রি বিচার করিলেও কৃষ্ণ ও বলরামের প্রেমদ্বারা তদাশ্রয় ও বিষয়ক প্রেমানন্দের সহিত তিনমাস নন্দমহারাজ সেখানে থাকিলেন ॥ ৬৬ ॥

ততঃ কামৈঃ পূর্য্যমাণঃ সব্রজঃ সহবান্ধবঃ।
পরার্দ্ধ্যাভরণক্ষৌম-নানানর্ঘ্যপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৬৭॥
বসুদেবোগ্রসেনাভ্যাং কৃষ্ণোদ্ধববলাদিভিঃ।
দত্তমাদায় পারিবর্হং যাপিতো যদুভির্যযৌ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) সব্রজঃ (ব্রজস্থিতপ্রাণিগণসহিতঃ) সহবান্ধবঃ (বান্ধবগণসহিতশ্চ সঃ) পরার্দ্ধ্যাভরণক্ষৌম-নানানর্ঘ্যপরিচ্ছদৈঃ (পরার্দ্ধ্যৈর্বহুমূল্যৈরাভরণৈঃ ক্ষৌমবস্ত্রৈর্নানানর্ঘ্য-পরিচ্ছদৈর্বিবিধামূল্যোপকরণৈশ্চ তথা) কামৈঃ (অভিলষিতদ্রব্যান্তরৈশ্চ) পূর্য্যমাণঃ (পরিতৃপ্তঃ সন্) বসুদেবোগ্রসেনাভ্যাং (তথা) কৃষ্ণোদ্ধব-বলাদিভিঃ যদুভিঃ দত্তং পারিবর্হম্ (উপহারম্) আদায় (গৃহীত্বা) যাপিতঃ (মহাসৈন্যেন প্রস্থাপিতঃ) যযৌ (নিজপুরং গতবান্) ॥ ৬৭-৬৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি বন্ধুগণের সহিত বহুমূল্য আভরণ, ক্ষৌমবস্ত্র, বিবিধ অমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য কামবস্তুসমূহে পরিতৃপ্ত হইয়া বসুদেব, উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব, বলদেব প্রভৃতি যাদবগণের প্রদত্ত উপহার-রাশি গ্রহণপূর্ব্বক ব্রজস্থিত পশুগণ এবং মহাসৈন্যমণ্ডলীর সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ৬৭-৬৮ ॥

বিশ্বনাথ—ততো মাসত্রয়ানন্তরং ভোঃ প্রাণপরার্দ্ধনির্ম্মঞ্ছিত শ্রীমুখঘর্ম্মবিন্দো, কৃষ্ণ, সাম্প্রতং চল ব্রজম্ অতঃপরং সময়ং গময়িতুং ন শক্নোমি। ভোঃ সখে, বসুদেব, কৃষ্ণং ব্রজে প্রস্থাপয়। ভো রাজন্নুগ্রসেন, ত্বমপ্যেবমেব মৎপ্রিয়সখমিমমাজ্ঞাপয়। নোচেদত্র পুণ্যক্ষেত্রে রামহ্রদে বয়মধুনৈব ম্রিয়ামহে যূয়ং স্বচক্ষুভিঃ পশ্যত। বয়ং হি সূর্য্যোপরাগে পুণ্যজিঘৃক্ষয়া নায়াতাঃ, কিন্তু কৃষ্ণমপ্রাপ্য মর্ত্তুং কৃষ্ণং প্রাপ্য জীবিতুমিতি ব্রজস্থানামস্মাকং সর্ব্বেষামেব দৃঢ়ো নিশ্চয় ইত্যুক্তবতি শ্রীব্রজরাজে বসুদেবাদিভিঃ কামৈস্তস্য বাঞ্ছিতৈরর্থৈঃ পরার্দ্ধ্যাভরণাদিভিশ্চ স পূর্য্যমাণো যযাবিত্যন্বয়ঃ। তত্র বসুদেবেন দেশকালপাত্রাভিজ্ঞেন স্বাপ্তবন্ধুভির্বিচার্য্য শ্রীনন্দস্য কামপূরণং যথা ভোঃ সখে, ব্রজরাজ, সত্যং ধ্রুমে ভবাদৃশানাং বন্ধূনাং জিঘাংসৈব কিং মে সন্মতা। তস্মাৎ সর্ব্বথৈব কৃষ্ণং ব্রজং প্রস্থাপয়িষ্যামি, কিন্তু সাম্প্রতময়মস্মান্ বন্ধুজ্ঞাতিসুহৃদশ্চ বহূংশ্চ স্ত্রীজনান দ্বারকাং প্রবেশয়তু। ততঃ পরদিন এব শুভক্ষণে নির্ব্বিরোধমেব ব্রজং প্রতি যাত্রাং করোত্বিত্যত্র পরঃসহস্রান্ শপথান্ করোমি বয়ং খলু কৃষ্ণেন সহৈবাগতাঃ বিনা কৃষ্ণং কথং গৃহং গন্তুং প্রভবামঃ লোকাঃ কিং বদিষ্যন্তি ত্বং সকলার্থপণ্ডিতোঽসি ক্ষমস্ব মমৈতদ্‌বিজ্ঞাপনাপরাধমেব মামাজ্ঞাপয়েতি উগ্রসেনেন যথা ভো ব্রজেশ্বর, অত্রার্থে অহমেব প্রতিভূরভূবং সশপথং ব্রবীমি বলাদেব কৃষ্ণমহং ব্রজে প্রস্থাপয়িষ্যামিতি রামোদ্ধবসহিতেন রহঃপ্রদেশে। কৃষ্ণেন যথা ভোস্তাত, যদ্যহমদ্য সংত্যজ্যৈব খল্বেতান্ ব্রজং যামি তর্হ্যেতেঽপি মদ্বিরহেণ মর্ত্তুমুদ্যতা ভবিষ্যন্তি কেশ্যরিষ্টাদিভ্যোঽপি মহাবলিনঃ পরঃসহস্রাঃ শত্রব এবৈ-

তান্ পার্থিবান্নিহন্যুঃ। অবশ্যম্ভাবি-স্ববৃত্তমপি সর্ব্বজ্ঞত্বাদহং জানামি তদপি শৃণু ব্রবীমি। ইতো দ্বারকাং গত্বৈব লব্ধনিমন্ত্রণো যুধিষ্ঠিররাজসূয়ার্থং যাস্যামি, তত্র চৈদ্যং হত্বা পুনরাগত্য শাল্বং নিহত্য দন্তবক্রবধার্থং মথুরাদক্ষিণদ্বারপ্রদেশমাসাদ্য তত্রৈব ত্বং ব্যাপাদ্য ব্রজং প্রবিশ্য বন্ধূন্ সংদৃশ্য হৃষ্যন্মনাঃ যুষ্মদুৎসঙ্গ এবং রঙ্গেণ খেলন্নেব জন্মেদং গময়িষ্যা-ম্যেতন্মম ললাটপত্রে বিধাত্রা লিখিতমেতাবদ্দিনপর্য্যন্তং যুষ্মল্ললাটেষ্বপি মদ্বিরহদুঃখং লিখিতমেতদ্দ্বয়ং নৈবান্যথা ভবিতুমর্হত্যত এব হঠং ত্যক্ত্বা সাম্প্রতং ব্রজং প্রতি প্রতিষ্ঠস্ব। এতন্মধ্যে চ ভবন্তৌ পিতরৌ মম প্রিয়সুহৃদশ্চ মদ্বিরহদুঃখলিখিতমেতদ্দ্বয়ং নৈবা-ন্যথা ভবিতুমর্হত্যেবার্ত্তা যদা যদা মাং দ্রষ্টুং কিমপি ভোজয়িতুং কিমপি ক্রীড়য়িতুমীহিষ্যন্তে তদা ভবদ্ভিশ্চক্ষুংষি মুদ্রয়িতব্যানি যথাহমাবির্ভূয় সর্ব্বানেব দবথূন্ খপুষ্পীকৃত্য সর্ব্বানেব মনোরথান্ সম্পাদ-য়িষ্যামীতি প্রতিজানে কিলাহমত্রার্থে মৎপ্রিয়সখা ইষীকাটবীদাবসন্তপ্তচরগাত্রাঃ প্রমাণীকর্ত্তব্যা ইতি। ততশ্চ ব্রজরাজঃ স্বপুত্রসুখতাৎপর্য্যপর্য্যালোচকচেতাঃ ভদ্রং ভদ্রমিতি সর্ব্বান্ বসুদেবাদীনুক্ত্বা প্রবোধিতো বিরতরুদদ্বন্ধুতাকস্তৈর্দত্তং পারিবর্হমাদায় যদুভিস্তৎ-সঙ্গপ্রস্থাপিতয়া মহাসেনয়া যাপিতো যযৌ। অত্রকা-মৈরিতি পূর্য্যমাণ ইতি পদদ্বয়ান্যথানুপপত্তেরেব খল্বেতাবদ্ব্যাখ্যানং প্রপঞ্চিতম্। কৃষ্ণো বসুদেব-দেবক্যোরেব পুত্র ইতি ব্রহ্মণাপি সপুত্রপৌত্রেণাপি স-শপথমুক্তেঽপি প্রতীতিলেশমপ্যকুর্ব্বতো ব্রজেশ্বরয়োঃ স্বাঙ্গুলিপৃষ্টচরকৃষ্ণচিবুকলব্ধমহাসুখ - সম্পত্তিস্মৃতি-মাত্রন্যক্কৃতপ্রাকৃতাভরণপ্রাকৃতসর্ব্বসম্পদোস্তয়োঃ কিং বসুদেবাদিদত্তৈঃ পরার্দ্ধ্যাক্ষৌমনানানর্ঘ্যপরিচ্ছদৈঃ কামপূরণং সম্ভবেৎ। যদি বা কামপূরণং সম্ভবেৎ ভবেদেবেতি প্রৌঢ়িস্তত্র সব্রজঃ সহবান্ধব ইতি বিশে-ষণদ্বয়োপন্যাসান্ন কেবলং সস্ত্রীকস্য নন্দস্যৈব অপি তু গোপীনাং গোপানাং সর্ব্বেষাং কৃষ্ণপ্রিয়সখানাঞ্চ। ততশ্চ কৃষ্ণস্য পিতা নন্দঃ প্রেয়স্যো গোপ্যশ্চ সখায়ো গোপাশ্চ প্রাপ্তৈর্বহুমূল্যাভরণবস্ত্ররত্নাদিভিঃ পূর্ণমনোরথীভূয়ং ব্রজং যযুরিত্যেব ব্যাখ্যেয়ম্ তদা ব্রজস্থানাং সর্ব্বেষাং প্রেমাবত্ত্বমপগতমেব। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃতপ্রেম-লক্ষণে অনন্যমমতেত্যুক্তেরিত্যবধেয়ম্ ॥ ৬৭-৬৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্যুক্তাশীতিতম দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়স্য
শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-
দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎপরে শ্রীনন্দমহারাজ তিন-মাস পর বলিতেছেন—হে প্রাণকোটি সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ! তোমার শ্রীমুখ ঘর্ম্মবিন্দুকে আরতি করি, সম্প্রতি ব্রজে চল, অতঃপর আর এইখানে সময় কাটাইতে পারিতেছি না। ওহে সখা বসুদেব! শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে পাঠাও, হে মহারাজ উগ্রসেন! তুমিও এইভাবে আদেশ কর, তাহা না হইলে এই পুণ্যক্ষেত্রে রামহ্রদে আমরা এখনই মরিতেছি, তোমরা নিজ চক্ষুদ্বারা দর্শন কর। আমরা সূর্য্যগ্রহণে নিশ্চয়ই পুণ্য উপা-র্জ্জনের জন্য আসি নাই, কিন্তু কৃষ্ণকে না পাইয়া মরি-বার জন্য এবং কৃষ্ণকে পাইলে বাঁচিতে আসিয়াছি। ব্রজবাসী আমাদের সকলেরই ইহা দৃঢ় নিশ্চয়। শ্রীব্রজরাজ এই কথা বলিলে বসুদেব আদি মিলিত হইয়া নন্দ মহারাজের বাঞ্ছিত অর্থ সমূহের সহিত ও পরার্দ্ধ আভরণাদি সহিত নন্দমহারাজ নিজপুরীতে গমন করুন—এইভাবে অন্বয় হইবে। অতঃপর দেশকাল পাত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ বসুদেব নিজ আত্মবন্ধু-গণের সহিত বিচার করিয়া শ্রীনন্দ মহারাজের ইচ্ছা পূরণ যেমন হে সখে ব্রজরাজ! সত্যই বলিতেছ, আপনাদের বন্ধুগণের মৃত্যুই কি আমাদের সম্মত? সেইহেতু সর্ব্বপ্রকারেই কৃষ্ণকে ব্রজে পাঠাইব। কিন্তু সম্প্রতি এই আমাদিগকে বন্ধু জ্ঞাতি, সুহৃদ, বহু স্ত্রী-লোককে দ্বারকায় প্রবেশ করাইয়া দিব। তৎপর-দিনই শুভক্ষণে নির্ব্বিরোধেই ব্রজের প্রতিই যাত্রা করুক। এবিষয়ে সহস্র সহস্র শপথ আমি করি-তেছি। আমরা নিশ্চয়ই কৃষ্ণের সহিত আসিয়াছি। এখন কৃষ্ণ ছাড়া কিরূপে গৃহে যাইতে পারিব? লোকে কি বলিবে, তুমি সকল বিষয়ে পণ্ডিত আছ। ক্ষমা কর, আমার এই নিবেদন অপরাধই, আমাকে আদেশ কর।

উগ্রসেন বলিতেছেন—ওহে ব্রজেশ্বর! এবিষয়ে আমি সাক্ষি রহিলাম, শপথের সহিত বলিতেছি, বল-পূর্ব্বকই কৃষ্ণকে আমি ব্রজে পাঠাইব। বলরাম ও

উদ্ধবের সহিত গোপন স্থানে, কৃষ্ণ বলিতেছেন—ওহে পিত! যদি আমি অদ্যই ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া ব্রজে যাই, তাহা হইলে ইহারাও আমার বিরহে মরিতে উদ্যত হইবে। কেশী অরিষ্ট আদি অসুর হইতেও মহা বলশালী সহস্র সহস্র শত্রুরাজগণ ইহাদিগকে অবশ্যম্ভাবী হত্যা করিবে। সকল বিষয় আমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানি, তাহাও শ্রবণ করুন, বলিতেছি। এইখান হইতে দ্বারকাতে গিয়াই যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পাইয়া সেখানে যাইব, সেইখানে শিশুপালকে হত্যা করিয়া পুনঃরায় দ্বারকায় গিয়া শাল্বকে বধ করিব। পরে দন্তবক্র বধের জন্য মথুরার দক্ষিণদ্বারে আসিয়া সেখানেই তাহাকে বধ করিয়া ব্রজে প্রবেশ করিয়া বন্ধুগণকে দর্শন করিয়া আনন্দ মনে তোমাদের ক্রোড়েই এইভাবে খেলা করিতে করিতেই এই জন্ম কাটাইব। অতএব আমার কপালে বিধাতা এতদিন পর্য্যন্ত, আপনাদের কপালেও আমার বিরহদুঃখ লিখা আছে। এই দুইটি অন্যথা হইবার নহে। অতএব হটকারিতা ত্যাগ করিয়া এখন ব্রজে গমন করুন। ইহার মধ্যে আপনারা আমার মাতা পিতা, আমার প্রিয় সুহৃদগণ, আমার বিরহ দুঃখ লিখিত আছে এই দুইটি অন্যথা হইবার নহে। ইহাই বার্ত্তা। যখন যখন আমাকে দেখিবার এবং খাওয়াইবার, কিছু খেলাইবার ইচ্ছা করিবেন, তখন আপনারা চক্ষু মুদ্রিত করিবেন, আমি তখনই আবির্ভূত হইয়া সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া সর্ব্ববিধ মনোরথ আপনাদের সম্পন্ন করিব ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। আমি এই বিষয়ে আমার প্রিয় সখাগণকে প্রমাণ করিতেছি, যেদিন আমার প্রিয় সখাগণ ইষীকাবনে দাবাগ্নিতে সন্তপ্তগাত্র হইয়াছিল।

অনন্তর ব্রজরাজ নিজপুত্রের সুখ তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বলিলেন—সাধু সাধু! বসুদেবাদি সকলকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়া সমাপ্ত করিলেন। বন্ধুতাসূত্রে বসুদেব প্রভৃতি যদুগণ তাঁহাকে যে সকল উপহার দিলেন, তাহা লইয়া যদুগণের সঙ্গে কৃষ্ণকে পাঠাইয়া সেনাগণের সহিত নিজ নিজ স্থানে তাহারা সকলে গেলেন। এইস্থলে নন্দমহারাজের 'প্রাথিত' 'পূরণ করিয়া' এই পদদ্বয়ের অর্থ অন্যপ্রকারে যুক্তিযুক্ত হয় না, নিশ্চয়ই ইহার ব্যাখ্যা বিস্তার করা উচিৎ।

কৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীরই পুত্র ইহা ব্রহ্মাও পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত শপথ করিয়া বলিলেও ইহাতে বিশ্বাস লেশমাত্র না করিয়া ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর নিজহস্তপৃষ্ট কৃষ্ণ চিবুকলব্ধ মহাসুখ সম্পত্তি স্মৃতিমাত্র ন্যক্কার করিয়া প্রাকৃত আভরণ প্রাকৃত সর্ব্বসম্পদ কি বসুদেবাদিদত্ত, বহুমূল্য তসর বস্ত্র নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ তাহাদের কামনা পূরণ করিতে সম্ভব? করিতে পারে? যদিওবা কামপূরণ সম্ভব হয়, সম্ভব হয়ই, এই প্রকার উচ্চস্বরে দৃঢ়বাক্যে সেখানে ব্রজের সহিত বান্ধবগণের সহিত এই বিশেষণদ্বয় প্রয়োগ করাতে কেবল সস্ত্রীক নন্দ মহারাজেরই, আর গোপীগণের, গোপগণের সকলের কৃষ্ণপ্রিয়সখাগণেরও কামনা পূরণ হয় না। অতএব কৃষ্ণের পিতা নন্দ, প্রেয়সী গোপীগণ, সখা গোপগণ, যাদবগণের প্রদত্ত বহুমূল্য অলংকার বস্ত্র রত্নাদিদ্বারা পূর্ণমনোরথ হইয়া ব্রজে গেলেন এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা হইলে ব্রজবাসীগণের সকলের কৃষ্ণের প্রতি যে প্রীতি তাহা ত্যাগ হইয়া গেল। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত প্রেম লক্ষণে 'শ্রীকৃষ্ণে অনন্যমমতা' এইরূপ উক্তি ইহা নির্দ্ধারণ করা বা স্মরণ করা উচিৎ ॥ ৬৭-৬৮ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমে চতুরাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুরাশীতিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৮৪ ॥

নন্দো গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ গোবিন্দচরণাম্বুজে।
মনঃ ক্ষিপ্তং পুনর্হর্তুমনীশা মথুরাং যযুঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়ঃ—নন্দঃ গোপাঃ চ গোপ্যঃ চ গোবিন্দচরণাম্বুজে (শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে) ক্ষিপ্তম্ (একদা সমর্পিতং) মনঃ পুনঃ হর্তুং (ততো নিবর্ত্তয়িতুম্) অনীশাঃ (অসমর্থাঃ সন্তঃ, মনস্তস্মিন্নেবাতিষ্ঠৎ কেবলং দেহেনৈব যযুরিত্যর্থঃ) মথুরাং যযুঃ (গতাঃ) ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—নন্দমহারাজ, গোপগণ ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পিত নিজ-নিজ চিত্তকে পুনরায় তথা হইতে বিষয়ান্তরে আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইয়াই মথুরায় গমন করিলেন ॥ ৬৯ ॥

বন্ধুষু প্রতিযাতেষু বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ ।
বীক্ষ্য প্রাবৃষমাসন্নাৎ যযুর্দ্বারবতীং পুনঃ ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণদেবতাঃ (কৃষ্ণ এব দেবতা যেষাং তে, কৃষ্ণাশ্রিতাঃ) বৃষ্ণয়ঃ (যাদবাঃ) বন্ধুষু (নন্দাদি-বান্ধবেষু) প্রতিযাতেষু (প্রস্থিতেষু সৎসু) আসন্নাৎ (সমীপতঃ) প্রাবৃষং (বর্ষর্ত্তুমাগতং) বীক্ষ্য পুনঃ দ্বারবতীং যযুঃ (গতাঃ) ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণাশ্রিত যাদবগণও নন্দ প্রভৃতি বান্ধবগণের প্রস্থানানন্তর বর্ষাকাল সমাগতপ্রায় দেখিয়া পুনরায় দ্বারকায় যাত্রা করিলেন ॥ ৭০ ॥

জনেভ্যঃ কথয়ঞ্চক্রুর্যদুদেবমহোৎসবম্ ।
যদাসীৎ তীর্থযাত্রায়াং সুহৃৎসন্দর্শনাদিকম্ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে তীর্থযাত্রানুবর্ণনং নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৪॥

অন্বয়ঃ—(তে দ্বারকাং গতাঃ সন্তঃ) তীর্থযাত্রায়াং সুহৃৎসন্দর্শনাদিকং তৎ (যদ্ যদ্ বৃত্তম্) আসীৎ (জাতং তৎ, তথা) যদুদেবমহোৎসবং (বসুদেবস্য যজ্ঞমহোৎসবঞ্চ) জনেভ্যঃ (জনানাং সমীপে) কথয়াঞ্চক্রুঃ (বর্ণয়ামাসুঃ) ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—তাঁহারা দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য জনগণের নিকট তীর্থযাত্রায় সংঘটিত সুহৃদ্দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তান্ত এবং বসুদেবের যজ্ঞমহোৎসববার্ত্তা বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুরশীতিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—
অথৈকদাত্মজৌ প্রাপ্তৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ ।
বসুদেবোঽভিনন্দ্যাহ প্রীত্যা সঙ্কর্ষণাচ্যুতৌ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মাতাপিতা-কর্ত্তৃক সম্প্রার্থিত রামকৃষ্ণের পিতাকে জ্ঞান ও মাতাকে মৃতপুত্র প্রদান বর্ণিত হইয়াছে ।

বসুদেব মুনিগণের নিকট পুত্রদ্বয়ের প্রভাব অবগত হইবার পর একদিন রামকৃষ্ণ পিতৃসমীপে উপনীত হইলে পিতা বসুদেব তাঁহাদিগকে স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা দুইজন এই বিশ্বের সাক্ষাৎ কারণ প্রকৃতি পুরুষেরও কারণস্বরূপ, ঘট পটাদি সমস্ত পদার্থই শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য । তিনি স্বীয় মায়ারচিত বিশ্বে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত । পরমেশ্বরের শক্তিদ্বারাই প্রাণাদি পদার্থের চেষ্টা দৃষ্ট হইয়া থাকে । চন্দ্রের কান্তি, সূর্য্যের প্রভা, বিদ্যুৎনক্ষত্রাদির স্ফুরণ সত্তা, পর্ব্বতের স্থিরত্ব ও ভূমির আধার শক্তি, আকাশ তন্মাত্র, প্রণব, বর্ণ এবং পদার্থসমূহের পৃথক্ পৃথক্ নামনির্দ্দেশক পদসমূহ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ এবং অলঙ্কারাদি—সকলই ঈশ্বরের কার্য্য । মৃত্তিকা সুবর্ণাদির বিকারজাত দ্রব্যসমূহের মূল মৃত্তিকা সুবর্ণাদির ন্যায় পরমেশ্বরই জগতের বিনাশশীল পদার্থগণের মধ্যে অবিনশ্বর মূলস্বরূপ । যাহারা গুণপ্রবাহমধ্যে ভগবানের সূক্ষ্মগতি

সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহাদেরই দেহাভিমানজন্য সংসারদশা ঘটিয়া থাকে। ভগবন্মায়া-প্রভাবেই জীবগণ অহংমম পাশে আবদ্ধ হয়। তাঁহারা দুইজন ভূভারহরণার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এবম্বিধ বিবিধ স্তব করিয়া বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রতি পুত্রবুদ্ধি দূর হইবার প্রার্থনা করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবকে ভগবত্তত্ত্ব উপদেশ করিলেন। বসুদেব তাহা শ্রবণ করিয়া ভেদবুদ্ধিশূন্য ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দেবকী রামকৃষ্ণের গুরুপুত্র আনয়ন-বার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক রামকৃষ্ণের স্তব করিয়া নিজ মৃতপুত্রগণকে আনয়নার্থ তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। জননী-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহারা সুতলপুরে বলিরাজ সমীপে গমন করিলে বলি তাঁহাদিগকে উত্তম আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা ও স্তব করিলে তাঁহারা বলি-সমীপে অবস্থিত মৃত দেবকী-পুত্রগণকে (যাঁহারা স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে মরীচিপুত্র ছিলেন এবং প্রজাপতিকে নিজকন্যা রমণে উদ্যত দর্শন করিয়া হাস্য করায় আসুর-যোনিতে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে, তদনন্তর দেবকীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কংসকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলেন) প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ বলি-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দেবকী-পুত্রগণকে দেবকী-সমীপে লইয়া গেলে দেবকীর পুত্রস্নেহ বশতঃ স্তন্য ক্ষরিত হইতে লাগিল। যোগমায়া-বিমোহিতা দেবকী তাঁহাদিগকে ঐ ক্ষরিত স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট স্তন্যামৃত পান করিয়া এবং ভগবৎস্পর্শহেতু স্বকীয় দেবস্বরূপ অবগত হইয়া দেবলোকে গমন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ (শ্রীশুকদেব উবাচ),—অথ একদা বসুদেবঃ প্রাপ্তৌ (সমীপমাগতৌ) কৃতপাদাভিবন্দনৌ (কৃতং পাদাভিবন্দনং প্রণামো যাভ্যাং তৌ) আত্মজৌ (পুত্রৌ) সঙ্কর্ষণাচ্যুতৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) প্রীত্যা অভিনন্দ্য আহ (উবাচ) ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—একদা রামকৃষ্ণ পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণত হইলে বসুদেব পুত্রদ্বয়কে প্রীতি সহকারে অভিনন্দিত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পঞ্চাশীতিতমে পিত্রোর্হরেশ্চ জ্ঞানগীস্তুতিঃ।
মাতুঃ পুত্রানানয়ন্ স বলিনা সবলঃ স্তুতঃ ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পিতাকে জ্ঞান উপদেশ এবং মাতাকে পূর্ব্ব ষট্‌পুত্র আনিয়া দান, বলদেবের সহিত সুতলে বলী মহারাজের গৃহে গমন ও বলি মহারাজ কর্ত্তৃক স্তব ॥ ০ ॥

মুনীনাং স বচঃ শ্রুত্বা পুত্রয়োর্দ্ধামসূচকম্।
তদ্বীর্য্যৈর্জাতবিশ্রম্ভঃ পরিভাষ্যাভ্যভাষত ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (বসুদেবঃ) পুত্রয়োঃ ধামসূচকং (প্রভাবজ্ঞাপকং) মুনীনাং বচঃ (বাক্যং) শ্রুত্বা তদ্‌বীর্য্যৈঃ (তয়োর্বীর্য্যৈঃ পরাক্রমৈরদ্ভুতচরিতৈর্ব্বা) জাতবিশ্রম্ভঃ (উৎপন্নবিশ্বাসঃ সন্) পরিভাষ্য (সম্বোধ্য) অভ্যভাষত (উক্তবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তিনি পূর্ব্বে মুনিগণের মুখে পুত্রদ্বয়ের মাহাত্ম্যসূচক বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদের অদ্ভুত চরিত্রে বিশ্বাসযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন সহকারে এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সঙ্কর্ষণ সনাতন।
জানে রামস্য যৎ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষৌ পরৌ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাযোগিন্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে সনাতন সঙ্কর্ষণ, অস্য (বিশ্বস্য) যৎ সাক্ষাৎ (স্বরূপভূতং কারণং) প্রধানপুরুষৌ (প্রধানং প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ বর্ত্ততে) পরৌ (তয়োরপি কারণত্বেনেশ্বরৌ চ সাক্ষাৎ) বাং (যুবামিতি) জানে (অহং জ্ঞাতবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে মহাযোগিন্ কৃষ্ণ, হে সনাতনস্বরূপ সঙ্কর্ষণ, এই বিশ্বের সাক্ষাৎ কারণরূপ যে প্রকৃতি ও পুরুষ আমি আপনাদের দুইজনকে তাহাদেরও কারণস্বরূপ পরমেশ্বর বলিয়া অবগত হইয়াছি ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য বিশ্বস্য কারণীভূতৌ যৎ যৌ প্রধানপুরুষৌ পরৌ তয়োরপি শ্রেষ্ঠৌ পরমেশ্বরৌ বাম্ অহং জানে। যদ্বা, প্রধানীভূতৌ পুরুষৌ বাসুদেবসঙ্কর্ষণৌ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিশ্বের কারণরূপ যে প্রধান ও পুরুষ তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর আপনাদের দুইজনকে আমি জানি, অথবা প্রধান পুরুষদ্বয় বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণরূপ আপনাদের দুইজনকে জানি ॥ ৩ ॥

যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্‌যদ্‌যথা যদা ।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(নন্বিদং বিশ্বমনেকৈঃ কারকৈর্জায়মানং কুতঃ প্রধানপুরুষাত্মকং কুতস্তরামাবয়োস্তৎকারণত্বেনেশ্বরত্বং বা তত্রাহ) যৎ (ঘটপটাদিকং বস্তু) যত্র (যস্মিন্ দেশে) যদা (যস্মিন্ কালে) যথা (যেন প্রকারেণ) যেন (কারণেন) যতঃ (অপাদানাৎ) যস্য (সম্বন্ধে) যস্মৈ (যস্য দেয়ত্বেন) যৎ (দেয়ং) স্যাৎ (ভবেৎ) প্রধানপুরুষেশ্বরঃ (প্রধানং ভোগ্যং পুরুষো ভোক্তা তয়োরীশ্বরঃ) ইদং (এতৎ স্বরূপং) সাক্ষাৎ ভগবান্ (ত্বমেব, ভগবৎকার্য্যমিত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ঘট পট প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ যে দেশে, যে কালে, যে প্রকারে, যাহা দ্বারা, যাহা হইতে, যাহার সম্বন্ধে, যাহার উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি এবং পুরুষের অধীশ্বর আপনিই সাক্ষাৎ তৎ সমস্তের স্বরূপ। অর্থাৎ তাহারা আপনারই কার্য্য ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কার্য্যভূতমিদং বিশ্বমপি ত্বমেব ভবসীতি দ্বয়োরৈক্যাদেকবচন প্রয়োগেনাহ,—যৎ ঘটপটাদিকং বস্তু যত্র দেশে স্যাৎ যেন কারণেন যতোঽপাদানাৎ যস্য সম্বন্ধে যস্মৈ দেয়ং যৎ দেয়ং যথা যেন প্রকারেণ যদা যস্মিন্ কালে স্যাৎ তদিদং সর্ব্বং ভগবানেব ভগবৎকার্য্যমিত্যর্থঃ। কীদৃশঃ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষয়োরপীশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনাদের কার্য্যরূপ বিশ্বকেও আপনি যে হইয়াছেন তাহা জানি। দুইয়ের এক হেতু একবচন প্রয়োগে বলিতেছেন। ঘট পট আদি বিশ্বের যে সকল বস্তু যে দেশে হউক, যে কারণের দ্বারা, যে উপাদান হইতে, যাঁহার সম্বন্ধে, যাহাকে দান করা যায়, যে বস্তু দেওয়া যায়, যে বস্তু যে প্রকারে যে কালে হয়, সেই সকলই ভগবানই অর্থাৎ ভগবৎ কার্য্য। আপনারা কেমন? সাক্ষাৎ প্রধান ও পুরুষেরও ঈশ্বর ॥ ৪ ॥

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ ।
আত্মনানুপ্রবিশ্যাত্মন্ প্রাণো জীবো বিভর্ষ্যজ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অধোক্ষজ, (প্রাকৃতজ্ঞানাতীত) আত্মন্, (পরমাত্মন্,) অজ, (জন্মাদিবিকাররহিতঃ ত্বমেব) প্রাণঃ (ক্রিয়াশক্তিঃ) জীবঃ (জ্ঞানশক্তিশ্চ সন্) আত্মসৃষ্টম্ (আত্মনা স্বেনৈব মায়াবলেন রচিতং) নানাবিধং (বিচিত্রম্) এতৎ বিশ্বম্ আত্মনা (অন্তর্য্যামিতয়া) অনুপ্রবিশ্য (অনুপ্রবিষ্টো ভূত্বা) বিভর্ষি (পোষয়সি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে অধোক্ষজ, হে পরমাত্মন্, হে অজ, আপনিই প্রাণ (ক্রিয়াশক্তি) এবং জীব-(জ্ঞানশক্তি) রূপে স্বকীয় মায়ারচিত এই বিচিত্র বিশ্বমধ্যে অন্তর্য্যামিসূত্রে প্রবেশপূর্ব্বক ইহার পোষণ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ— কিঞ্চাস্য পোষণকর্ত্তাপি ত্বমেবেত্যাহ,—এতদিতি। আত্মনা অন্তর্য্যামিস্বরূপেণানুপ্রবিশ্য হে আত্মন্, প্রাণঃ ক্রিয়াশক্তিময়সূত্রতত্ত্বরূপঃ। জীবো জ্ঞানশক্তিময়বুদ্ধিতত্ত্বরূপশ্চ সন্ ত্বমেব বিভর্ষি প্রাণবুদ্ধিকর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়রূপেণ পুষ্ণাসি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর বলি—এই বিশ্বের পোষণ কর্ত্তাও আপনি। অন্তর্য্যামী স্বরূপে এই বিশ্বের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, হে আত্মন্! প্রাণ ক্রিয়াশক্তিময় সূত্র ও তত্ত্ব স্বরূপ, জীবজ্ঞান শক্তিময় বুদ্ধিতত্ত্বরূপ হইয়া আপনি পোষণ করিতেছেন, প্রাণ বুদ্ধি কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপে ॥ ৫ ॥

প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ ।
পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাদ্দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাণাদীনাং (প্রাণঃ সূত্রং তদাদীনাং) বিশ্বসৃজাং (বিশ্বকারণানাং) যাঃ শক্তয়ঃ (বর্ত্তন্তে) তাঃ (শক্তয়ঃ) পরস্য (পরমকারণভূতস্যেশ্বরস্যৈব ভবন্তি, কুতঃ) পারতন্ত্র্যাৎ (তেষাং পরাধীনত্বাৎ, যথা বেধশক্তির্ন বাণস্য কিন্তু পুরুষস্য তদ্বদিত্যর্থঃ। ননু

ভগবতঃ প্রাণাদিবর্গস্য চ স্বাতন্ত্র্যমেব কিং ন স্যাদিত্যাহ) দ্বয়োঃ (চেতনাচেতনয়োঃ) বৈসাদৃশ্যাৎ (পরস্পরং বিসদৃশত্বাৎ, অচেতনপ্রাণাদিবর্গস্য চেতনপারতন্ত্র্যমেব যুক্তমিত্যর্থঃ। ননু প্রাণাদীনাং ক্রিয়াকারিত্বং শক্ত্যভাবে কুতঃ স্যাদত আহ) চেষ্টতাং (চেষ্টমানানামেষাং) চেষ্টা এব (কেবলং চেষ্টৈব বর্ত্ততে, ন তু শক্তিঃ। যথা বায়োঃ শক্ত্যা তৃণাদীনাং চলনং যথা বা পুরুষস্য শক্ত্যা শরাণাং বেগস্তথা পরমেশ্বরস্য শক্ত্যৈব প্রাণাদীনাং চেষ্টেত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—বাণের মধ্যে যে ভেদশক্তি দেখা যায়, তাহা যেরূপ বাণ নিঃক্ষেপকারী পুরুষেরই শক্তি, সেইরূপ বিশ্বকারণ প্রাণাদি পদার্থেও পরাধীন বলিয়া তদন্তর্গত শক্তিও পরমকারণ পরমেশ্বরেরই হইয়া থাকে। চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বশতঃ অচেতন পদার্থ চেতনের ন্যায় স্বতন্ত্র না হইয়া উহার অধীনই হইয়া থাকে। বায়ুর শক্তি দ্বারা যেমন তৃণাদির গমনক্রিয়া এবং পুরুষের শক্তিদ্বারা যেরূপ বাণের বেগ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের শক্তিদ্বারাই প্রাণাদি পদার্থের কেবলমাত্র চেষ্টা দেখা যায়, পরন্তু ইহাদের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু প্রাণজীবাবেব তত্তদ্রূপৌ বিশ্বপোষ্টারৌ প্রসিদ্ধৌ নত্বহং তৎপোষ্টা তত্রাহ,—প্রাণাদীনামিতি। স্বপ্রভেদৈর্বহুত্বাদাদিপদপ্রয়োগঃ। বিশ্বসৃজামিতি ন কেবলং তয়োর্বিশ্বপোষ্টৃত্বমেবাপি তু বিশ্বস্রষ্টৃত্বমপি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। তেষাং যাঃ শক্তয়স্তাঃ পরস্য পরমেশ্বরস্যৈব কুতঃ পারতন্ত্র্যাৎ যথা বেধশক্তির্ন বাণস্য, অপি তু পুরুষস্য তদ্বদিত্যর্থঃ। ননু, তয়োঃ স্বাধিষ্ঠাতৃদৈবতপারতন্ত্র্যমস্তু পরমেশ্বরপারতন্ত্র্যং কুতোঽবসিতং তত্রাহ,—বৈ নিশ্চিতং সাদৃশ্যাৎ তদধিষ্ঠাতৃদেবতানামপি তত্তুল্যত্বাৎ। যথৈব প্রাণজীবশব্দবাচ্যানি কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি জড়ানি তথৈব তদধিষ্ঠাতৃদৈবতান্যপি জড়ানীত্যর্থঃ। ততশ্চেশ্বরস্য চিদাত্মকত্বাত্তয়োস্তদধিষ্ঠাতৃদৈবতানাঞ্চ জড়াত্মকত্বাজ্জড়ানাঞ্চ চেতনপারতন্ত্র্যদর্শনাত্তাঃ শক্তয়ঃ পরস্যেশ্বরস্যৈবেত্যন্বয়ঃ। ননু, প্রাণাদীনাং শক্ত্যভাবে কুতঃ ক্রিয়াকারিত্বং স্যাদত আহ,—দ্বয়োঃ প্রাণজীবয়োস্তয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাং স্যাদিতি যাবৎ। চেষ্টমানানাং প্রাণবুদ্ধিকর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং চেষ্টৈব কেবলং নতু শক্তির্যথা পুরুষস্য শক্ত্যা শরাদীনাং বেগ ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল, প্রাণ ও জীবই ঐ-ঐরূপে বিশ্বপোষ্টদ্বয় প্রসিদ্ধ, আমি তাহাদের পোষ্টা নহি। তাহার উত্তরে বলি—প্রাণ আদিরও নিজ-প্রবোধ দ্বারা বহুত্ব আদি শব্দ প্রয়োগ বিশ্বস্রষ্টাগণের। কেবল তাহাই নহে বিশ্বপোষ্টাগণের তুমিও পোষ্টা বিশ্বস্রষ্টাও তুমি প্রসিদ্ধ, তাহাদের যে শক্তিসমূহ তাহা পরমেশ্বরেরই শক্তি। কারণ তাহারা পরতন্ত্র। যেমন বিদ্ধ করিবার শক্তি বাণের নহে, উহা বীর পুরুষের সেইরূপ। যদি বল, ঐ উভয়ের স্ব অধিষ্ঠাত্রীদেবের পরতন্ত্রতা থাকুক, পরমেশ্বর—পারতন্ত্র্য কোথা হইতে আসিল ? তাহার উত্তরে বলি—বৈ অর্থাৎ নিশ্চিত, সাদৃশ্য থাকাহেতু তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণেরও সেইরূপ তুল্যতা থাকায়, যেমন প্রাণ ও জীব শব্দ বাচ্য কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ জড়। সেইরূপ তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণও জড়। অতএব ঈশ্বরের চিদাত্মকতাহেতু ঐ উভয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণেরও জড়াত্মকতা হেতু জড় সমূহের চেতনের পারতন্ত্র্য দেখা যায়। ঐ শক্তিসমূহ পরমেশ্বরেরই। যদি বল, প্রাণসমূহের শক্তি অভাবে তাহারা কার্য্য করে কিরূপে ? ইহার উত্তরে বলি—প্রাণ ও জীব এই উভয়ের চেষ্টাদ্বারাই অন্যে চেষ্টাবান হয়। চেষ্টাশীল প্রাণ বুদ্ধি কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের চেষ্টাই কেবল শক্তি নাই যেমন পুরুষের শক্তিদ্বারা তীর সমূহের বেগ ॥ ৬ ॥

কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাম্।
যৎ স্থৈর্য্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্ ॥৭

অন্বয়ঃ— চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাং কান্তিঃ তেজঃ প্রভা সত্তা (চন্দ্রস্য কান্তিঃ, অগ্নেস্তেজঃ, অর্কস্য সূর্যস্য প্রভা, ঋক্ষবিদ্যুতাং নক্ষত্রাণাং বিদ্যুতশ্চ সত্তা স্ফুরণমাত্রেণ সত্ত্বং, তথা) ভূভৃতাং (পর্ব্বতানাং) যৎ স্থৈর্য্যং (স্থিরভাবঃ) ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) বৃত্তিঃ (আধারত্বং তথা) গন্ধঃ (গন্ধো গুণশ্চ বর্ত্ততে তৎ সর্ব্বম্) অর্থতঃ (স্বরূপতঃ) ভবান্ (ত্বমেব ভবসি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের

প্রভা, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রগণের স্ফুরণরূপ সত্তা, পর্ব্বতের স্থিরত্ব এবং ভূমির আধার-শক্তি ও গন্ধগুণ এই সমস্ত বস্তুতঃ আপনারই স্বরূপ ।। ৭ ।।

বিশ্বনাথ—তস্মাদ্বস্তুমাত্রাণাং যা যাঃ শক্তয়স্তাস্তবৈবেতি প্রদর্শয়তি,—কান্তিরিতি। তত্র কান্তিঃ কমনীয়তা চন্দ্রর্ক্ষবিদ্যুতাং প্রসিদ্ধৈব। অগ্ন্যর্কয়োশ্চ শীতকালে অর্কস্যোদয়াস্তসময়েঽপি তেজঃ স্পর্শাশক্যত্বলক্ষণং সর্ব্বেষামেব প্রভা অতিদূরস্থঃ প্রকাশঃ সত্তা চ চন্দ্রাদীনাম্ অর্থতো বস্তুতো ভবান্। তথাচ শ্রুতিঃ, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্। নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। ইতি। স্মৃতিশ্চ—"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্" ইতি। যদিতি লিঙ্গবিপরিণামেন সর্ব্বত্র যোজ্যম্। ভূমের্বৃত্তিঃ প্রাণিনামাধারত্বেন বর্ত্তনং গন্ধশ্চ ভবান্ তথৈব শক্তিরিত্যর্থঃ ।। ৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব বস্তুমাত্রের যে সকল শক্তি তাহা আপনারই দেখান হইতেছে— তাহার মধ্যে কান্তি কমনীয়তা চন্দ্র নক্ষত্র বিদ্যুতের প্রসিদ্ধই অগ্নি ও সূর্য্যের শীতকালে সূর্য্যের উদয় অস্ত সমূহেও তেজ স্পর্শের অসহ্য লক্ষণে সকলেরই প্রভা অতি দূরস্থপ্রকাশ সত্ত্বাও চন্দ্রআদির বস্তুত আপনি। ঐরূপ শ্রুতি—'সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারকা ও এই বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় না, এই অগ্নি কিভাবে প্রকাশ পাইবে। আপনিই প্রকাশ পাইলে পরে আপনার দীপ্তিতে এই সকল প্রকাশিত হয়। শ্রীগীতাতেও সূর্য্যের যে তেজ এই জগৎকে যে আলোকিত করে, চন্দ্রে যে তেজ, অগ্নিতে যে তেজ, সেই তেজ আমার বলিয়া জানিবে। এই স্থলে যৎ শব্দ লিঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বত্র যোজনা করিবে। ভূমির বৃত্তি প্রাণীগণের আধাররূপে অবস্থান পৃথিবীর যে গন্ধগুণ আপনি সেইরূপই শক্তি ।। ৭ ।।

তর্পণং প্রাণনমপাং দেব ত্বং তাশ্চ তদ্রসঃ।
ওজঃ সহো বলং চেষ্টা গতির্বায়োস্তবেশ্বর ।। ৮ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) দেব, ঈশ্বর, অপাং (জলস্য) তর্পণং (তৃপ্তিজনকত্বং) প্রাণনং (জীবনহেতুত্বং) তাঃ (আপঃ) চ তদ্রসঃ (তাসাং রসশ্চ) ত্বম্ (এব ভবসি, কিঞ্চ) বায়োঃ ওজঃ সহঃ বলং চেষ্টা গতিঃ তব (এতৎ সর্ব্বং তবৈব শক্তিরিত্যর্থঃ) ।। ৮ ।।

অনুবাদ—হে দেব, ঈশ্বর, আপনিই জল এবং তদীয় তৃপ্তিজনন শক্তি, জীবন শক্তি ও রসস্বরূপ এবং বায়ুর ওজঃ, সহ, বল, চেষ্টা ও গতি এই সমস্তও আপনারই শক্তিস্বরূপ ।। ৮ ।।

বিশ্বনাথ—কিং বহুনা বস্তুধর্ম্মা বস্তূনি চ ত্বমেবেত্যাহ,—তর্পণমিতি চতুর্ভিঃ। হে দেব! অপাং তর্পণং তৃপ্তিজনকত্বং প্রাণনং জীবনহেতুত্বং তা আপশ্চ তদ্রসশ্চ ত্বমেব বায়োরোজঃ সহ আদিকং তবৈব শক্তিঃ ।। ৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধিক আর কি বলিব ? বস্তু ধর্ম্ম সমূহ, বস্তু সমূহ আপনিই ইহা চারিটি শ্লোকে বলা হইতেছে—হে দেব! জলের তর্পণ অর্থাৎ তৃপ্তিজনকতা এবং জীবনহেতুতা সেই জল ও তার রস আপনিই, বায়ুর বল আদি আপনারই শক্তি ।। ৮ ।।

দিশাং ত্বমবকাশোঽসি দিশঃ খং স্ফোট আশ্রয়ঃ।
নাদো বর্ণস্ত্বমোঙ্কার আকৃতীনাং পৃথক্কৃতিঃ ।।৯।।

অন্বয়ঃ—দিশাম্ (উপাধিকৃতাকাশপ্রদেশানাম্) অবকাশঃ দিশঃ (দিক্‌সমূহঃ), খং (সামান্যাকাশঃ) আশ্রয়ঃ (তদাশ্রয়ঃ), স্ফোটঃ (শব্দতন্মাত্রং পরাবস্থা বাগিত্যর্থঃ, সর্ব্বমেতৎ) ত্বং (ত্বমেব) অসি (ভবসি,) নাদঃ (পশ্যন্তী,) ওঙ্কারঃ (মধ্যমা) বর্ণঃ, আকৃতীনাং (পদার্থানাং) পৃথক্কৃতিঃ (পৃথক্ করণমভিধানং যস্মাৎ তৎ পদং বর্ণপদাদ্যাত্মিকা বৈখরীত্যর্থস্তৎ সর্ব্বমপি) ত্বং (ত্বমেব ভবসি) ।। ৯ ।।

অনুবাদ—দিক্‌সমূহের অবকাশ, দিক্‌সমূহ, আকাশ, তদাশ্রয় শব্দতন্মাত্র, নাদ, ওঁকার বর্ণ এবং পদার্থসমূহের পৃথক্ পৃথক্ নামনির্দ্দেশক পদসমূহ অর্থাৎ বর্ণ-পদাদিরূপা বৈখরী—এই সমস্তও আপনি ।। ৯ ।।

বিশ্বনাথ—দিশামুপাধিকৃতাকাশপ্রদেশানামবকাশঃ দিশশ্চ ত্বং খঞ্চ সামান্যাকাশঃ তদাশ্রয়ঃ স্ফোটশ্চ শব্দতন্মাত্রং বাক্ পরাবস্থেত্যর্থঃ। নাদঃ পশ্যন্তী

মধ্যমা চ ত্বং বর্ণ ওঁকারশ্চ ত্বম্ আকৃতীনাং পদার্থানাং পৃথক্ কৃতিঃ পৃথক্ করণম্ অভিধানং যস্মাৎ স ইতি বৈখরী চ ত্বমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ "চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ। গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি" ইতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দিক্ সমূহের উপাধিকৃত আকাশ প্রদেশের অবকাশ দিক্ সমূহও আপনিই। আকাশ অর্থাৎ সামান্য আকাশ তাহার আশ্রয় স্ফোট শব্দ তন্মাত্র বাক্ পরাবস্থা, নাদ, পশ্যন্তী, মধ্যমাও আপনি, বর্ণ ওঁকার ও খ আপনি পদার্থ সমূহের আকৃতি সমূহ পৃথক্ করণ অভিধান যাহা হইতে, সেই আপনি বৈখরীও আপনি। তাহার শ্রুতি—বাক্যের পরিমিত চারিটি পদ, তাহা যাঁহারা মনীষী ব্রাহ্মণ তাহারাই জানে, তারমধ্যে তিনটি হৃদয় গুহার মধ্যে থাকে বাহির হয় না। চতুর্থ যে বাক্ তাহা মনুষ্যগণ বলেন ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয়ং ত্বিন্দ্রিয়াণাং ত্বং দেবাশ্চ তদনুগ্রহঃ।
অববোধো ভবান্ বুদ্ধের্জীবস্যানুস্মৃতিঃ সতী॥১০॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়াণাম্ ইন্দ্রিয়ং তু (বিষয়প্রকাশনশক্তিঃ), দেবাঃ চ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারশ্চ), তদনুগ্রহঃ (তেষামধিষ্ঠানশক্তিশ্চ) ত্বং (ত্বমেব ভবসি)। বুদ্ধেঃ অববোধঃ (অধ্যবসায়শক্তিস্তথা) জীবস্য সতী (পরমার্থা) অনুস্মৃতিঃ (প্রতিসন্ধানশক্তিশ্চ) ভবান্ (ত্বমেব ভবসি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-প্রকাশিকা শক্তি, তাহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ, তাহাদের অধিষ্ঠান শক্তি, বুদ্ধির অধ্যবসায় শক্তি এবং জীবের যথার্থ প্রতিসন্ধান শক্তি এই সকলও আপনারই স্বরূপ ॥১০॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রিয়াণামিন্দ্রিয়ং বিষয়প্রকাশনশক্তিঃ দেবাশ্চ তদধিষ্ঠাতারঃ তদনুগ্রহঃ তেষাং বিষয়গ্রহণানুকূল্যঞ্চ অববোধো ব্যবসায়শক্তির্জীবস্যানুস্মৃতিঃ জীবসম্বন্ধিনী অনুস্মৃতিঃ প্রতিসন্ধানশক্তিশ্চ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়-বিষয় প্রকাশনশক্তি, তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবগণ, তাহাদের অনুগ্রহ্য তাহাদের বিষয়, গ্রহণ আনুকূল্য অববোধ, ব্যবসায়-শক্তি জীবের অনুস্মৃতি জীবসম্বন্ধিনী অনুস্মৃতি প্রতিসন্ধান শক্তিও ॥ ১০ ॥

ভূতানামসি ভূতাদিরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ তৈজসঃ।
বৈকারিকো বিকল্পানাং প্রধানমনুশায়িনাম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতানাং (কারণং) ভূতাদিঃ (তামসোঽহঙ্কারঃ), ইন্দ্রিয়াণাং (কারণং) তৈজসঃ চ (রাজসোঽহঙ্কারশ্চ, তথা) বিকল্পানাং (বিবিধমধিদৈবাধ্যাত্মাধিভূতভেদেন কল্প্যন্ত ইতি বিকল্পা দেবাস্তেষাং কারণং) বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকোঽহঙ্কারঃ), অনুশায়িনাং (জীবানাং সংসারকারণং) প্রধানং (প্রকৃতিশ্চ) অসি (ত্বমেব ভবসি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ভূতগণের কারণস্বরূপ তামস অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণের কারণস্বরূপ রাজস অহঙ্কার, বৈকল্পিক দেবগণের কারণীভূত সাত্ত্বিক অহঙ্কার এবং জীবগণের সংসারকারণীভূতা প্রকৃতি এই সমস্তও আপনি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ভূতানাং কারণং ভূতাদিস্তামসোঽহঙ্কারস্ত্বমসি ইন্দ্রিয়াণাং কারণং তৈজসং রাজসাহঙ্কারশ্চ বিবিধং কল্প্যন্ত ইতি বিকল্পা দেবাস্তেষাং কারণং বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকাহঙ্কারশ্চ ত্বম্ অনুশায়িনাং জীবানাং সংসারকারণং প্রধানঞ্চ তম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভূতগণের কারণ ভূতাদির তামস অহংকার আপনি, ইন্দ্রিয়গণের কারণ তৈজস, রাক্ষস, অহংকার— এই তিন প্রকার বিকল্প আপনিই হন। ইন্দ্রিয়গণের কারণ তৈজস রাজস অহংকার বিবিধ বিকল্প দেবগণ, তাহাদের কারণ বৈকারিক সাত্ত্বিক অহংকার আপনি, অনুশায়ী জীবগণের সংসার কারণ প্রধানও আপনি ॥ ১১ ॥

নশ্বরেষ্বিহ ভাবেষু তদসি ত্বমনশ্বরম্।
যথা দ্রব্যবিকারেষু দ্রব্যমাত্রং নিরূপিতম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—দ্রব্যবিকারেষু (মৃৎসুবর্ণাদিকার্য্যেষু ঘটকুণ্ডলাদিষু নশ্বরেষু) যথা দ্রব্যমাত্রং (মৃৎসুবর্ণাদিমাত্রমনশ্বরং) নিরূপিতং (নির্ণীতং তদ্বৎ) ইহ (জগতি) নশ্বরেষু (নাশশীলেষু এতেষু) ভাবেষু (যৎ)

অনশ্বরম্ (অবশিষ্যমাণং) তৎ ত্বম্ অসি (ত্বমেব তদ্ ভবসি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—মৃত্তিকা সুবর্ণ প্রভৃতি বস্তুর বিকারজাত ঘট কুণ্ডল প্রভৃতি বিনশ্বর পদার্থসমূহের মধ্যে যেরূপ মৃত্তিকা সুবর্ণ প্রভৃতি বস্তুই অবিনশ্বর মূলরূপে নির্ণীত হয়, সেইরূপ জগতে বিনাশশীল পদার্থসমূহের মধ্যে একমাত্র আপনিই অবিনশ্বররূপে বর্ত্তমান থাকেন ॥১২

বিশ্বনাথ—নশ্বরেষু ভাবেষু তৎ অনশ্বরং প্রধানং ত্বমসি যথা দ্রব্যবিকারেষু মৃৎসুবর্ণাদিকার্য্যেষু ঘট-কুণ্ডলাদিষু নশ্বরেষু দ্রব্যমাত্রং মৃৎসুবর্ণাদিমাত্রম্ অনশ্বরং তদ্বৎ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নশ্বর ভাবের মধ্যে আপনি অনশ্বর প্রধান, যেমন দ্রব্য বিকার সমূহের মধ্যে, মৃৎ সুবর্ণাদি কার্য্যের মধ্যে, ঘট কুণ্ডলাদির মধ্যে নশ্বর সমূহ দ্রব্যমাত্র মৃৎসুবর্ণাদি যেমন অনশ্বর সেই-রূপ আপনি ॥ ১২ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাস্তদ্বৃত্তয়শ্চ যাঃ।
ত্বয্যদ্ধা ব্রহ্মণি পরে কল্পিতা যোগমায়য়া ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (যে) গুণা (বর্ত্তন্তে, তথা) যাঃ তদ্বৃত্তয়ঃ (তেষাং গুণানাং বৃত্তয়শ্চ বর্ত্তন্তে, তে সর্ব্বে) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) ত্বয়ি পরে ব্রহ্মণি যোগমায়য়া কল্পিতাঃ (ভবন্তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই গুণত্রয় এবং তাহাদের বৃত্তিসমূহ সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মস্বরূপ আপনার যোগমায়ায় কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যদি প্রধানমহমেবাস্মি তর্হি জগৎ-কারণস্য তস্য বিকারিত্বে মমৈব বিকারিত্বং প্রসক্তমত আহ—সত্ত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। গুণাস্ত্রয়ো যে প্রধানসংজ্ঞা যাশ্চ যদ্বৃত্তয়স্তৎপরিণামা মহদাদয়শ্চ তে সর্ব্বে যোগ-মায়য়া ত্বৎস্বরূপভূতাচিন্ত্যশক্ত্যা ত্বয়ি তেভ্যঃ পরে গুণাতীতেহপি কল্পিতাঃ সমর্থিতাঃ অবর্ত্তমানা অপি তে বর্ত্তিতাস্ত্বদ্দৃষ্টিপথে যোজিতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিবল—প্রধান আমি হই তাহা হইলে জগৎ কারণ প্রধানের বিকারিত্ব থাকায় আমারও বিকারিত্ব দোষ হয় ? তাহার উত্তরে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—তিনটি গুণ যে প্রধান নামক, যাহারা যে বৃত্তি তাহার পরিণাম মহদাদি সে-সকলই, যোগমায়াদ্বারা আপনার স্বরূপভূত অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা, আপনাতে তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ গুণাতীত, আপনাতে কল্পিত বা সমর্থিত হয়, আবর্ত্তমান হইয়াও তাহারা দৃষ্টিপথে ঘূর্ণায়মান হয় ॥ ১৩ ॥

তস্মান্ন সন্ত্যমী ভাবা যর্হি ত্বয়ি বিকল্পিতাঃ।
ত্বঞ্চামীষু বিকারেষু হ্যন্যদাব্যাবহারিকঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(নন্বসতাং কথং প্রতীতিরিত্যাহ) তস্মাৎ (কল্পিতত্বাৎ) অমী ভাবাঃ যর্হি (যদা) বিকল্পিতাঃ (তদৈব প্রতীতিমাত্রেণ) ত্বয়ি সন্তি (বর্ত্তন্তে) ত্বং চ অমীষু বিকারেষু (তদৈব কারণতয়ানুগতঃ), অন্যদা হি (তৎকালান্তরে তু) ন (তে ন সন্তি, পরন্ত) অব্যাবহারিকঃ (বিকল্পকস্তমেবাবশিষ্যস ইত্যর্থঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে দেব, পূর্ব্বোক্ত ভাবসমূহ কল্পিত বলিয়া কেবলমাত্র যৎকালে কল্পিত হয়, তখনই আপ-নার মধ্যে উহাদের প্রতীতি হইয়া থাকে এবং আপ-নিও তৎকালেই কারণরূপে ঐ সকল বিকারপদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, অন্যকালে তাহাদের কোন সত্তা থাকে না, কেবলমাত্র তাদৃশ বিকল্পকর্ত্তা পরমার্থ-স্বরূপ আপনিই অবশিষ্ট থাকেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ যর্হি মহাপ্রলয়ে অমী ভাবা বিকল্পিতাঃ ত্বদিচ্ছাময্যা যোগমায়য়া তদ্দৃষ্টিতো বিযোজিতাস্ত তাস্ত্বয়ি ন সন্তি ন ভবন্তি। ত্বং চ অমীষু বিকারেষু কার্য্যরূপেষু তদা ন বর্ত্তসে। অন্যদা সৃষ্টিস্থিত্যোস্ত ত্বং তেষু ব্যাবহারিকঃ ব্যাবহারনির্ব্বা-হকঃ সন্ বর্ত্তসে তেষ্ববর্ত্তমানোহপি ব্যবহারসিদ্ধ্যর্থম্ অন্তর্য্যামিত্বাদ্যংশমাবিষ্কৃত্য বর্ত্তস ইত্যর্থঃ। যদুক্তং গীতাসু—"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" ইতি। তস্মাত্ত্বং স্বরূপেণ গুণময়প্রধানরূপো ন ভবসীতি নাস্তি তে বিকার ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব যেহেতু মহাপ্রলয়ে এই ভাবসমূহ বিবিধ প্রকারে আপনার ইচ্ছাময়ী যোগমায়াদ্বারা আপনার দৃষ্টিতে যোগ বিয়োগ হয়,

আপনাতে থাকে না, আপনিও এই সকল বিকাররূপ কার্য্যে তখন থাকেন না, অন্যসময় সৃষ্টি ও স্থিতিকালে আপনিই তাহাদের মধ্যে ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহক হইয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে থাকিয়াও ব্যবহার সিদ্ধির জন্য অন্তর্য্যামীত্ব আদি অংশ আবিস্কার করিয়া থাকেন, যাহা গীতাতে বলা হইয়াছে—"আমা কর্ত্তৃক এই সর্ব্ব বস্তু বিস্তৃত জগৎ অব্যক্ত সর্ব্বভূত আমাতে থাকে, আমি তাহাদিগেতে থাকি না, তাহারা আমাতেও থাকে না, আমার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য দেখ।" অতএব আপনি স্বরূপদ্বারা গুণময় প্রধানরূপ হন না, আপনার বিকার নাই ॥ ১৪ ॥

—— —

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নবুধাস্ত্বখিলাত্মনঃ।
গতিং সূক্ষ্মামবোধেন সংসরন্তীহ কর্ম্মভিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—এতস্মিন্ গুণপ্রবাহে অখিলাত্মনঃ (সর্ব্বান্তর্য্যামিনস্তব) সূক্ষ্মাং (নিষ্প্রপঞ্চাং) গতিম্ অবুধাঃ (অবিদ্বাংসো জনাঃ) তু অবোধেন (দেহাভিমানেন কৃতৈঃ) কর্ম্মভিঃ (হেতুভিঃ) ইহ সংসরন্তি (জন্মমৃত্যুপ্রবাহং লভন্তে) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ— এই গুণপ্রবাহ মধ্যে সর্ব্বান্তর্য্যামী আপনার সূক্ষ্মগতি সম্বন্ধে যাহারা অজ্ঞ, তাদৃশ জনগণই দেহাভিমানজনিত কর্ম্ম-নিবন্ধন সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব এতস্মিন্ গুণপ্রবাহে সংসারে অখিলাত্মনস্তব সূক্ষ্মাং গতিমুক্তলক্ষণাম্ অবুধা অজানন্তঃ অবোধেন তেনৈব কর্ম্মভিঃ সংসরন্তি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— অতএব এই গুণপ্রবাহ সংসারে অখিল আত্মা আপনার সূক্ষ্ম গতি ঐরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ না জানিয়া অজ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মের সঙ্গে সংসারে ফিরিতেছে ॥ ১৫ ॥

—— —

যদৃচ্ছয়া নৃতাং প্রাপ্য সুকল্পামিহ দুর্ল্লভাম্।
স্বার্থে প্রমত্তস্য বয়ো গতং ত্বন্মায়য়েশ্বর ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ্বর, ইহ (অস্মিন্ লোকে) যদৃচ্ছয়া (কথমপি) দুর্ল্লভাং (দুষ্প্রাপ্যাং) সুকল্পাং (পটুতরেন্দ্রিয়াং) নৃতাং (মনুষ্যতাং) প্রাপ্য (লব্ধ্বাপি) ত্বন্মায়য়া (তব মায়য়া) স্বার্থে প্রমত্তস্য (অনবহিতস্য মম) বয়ঃ (আয়ুঃ) গতং (নিষ্ফলত্বেনাতীতম্) ॥১৬॥

অনুবাদ—হে ঈশ্বর, ইহলোকে কোনরূপে ভাগ্যক্রমে পটুতর ইন্দ্রিয় শক্তিযুক্ত, এই দুর্ল্লভ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াও আপনার মায়াপ্রভাবে স্বার্থবিষয়ে অসাবধানতা বশতঃ আমার আয়ুঃ বৃথাই অতিবাহিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবম্ভূতং জ্ঞানং ত্বদ্ভক্ত্যা নৃজন্মনি সম্ভবেৎ তৎ যস্য নাভূৎ তং শোচতি,—যদৃচ্ছয়েতি। সুকল্পাং পটুতরেন্দ্রিয়াম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার জ্ঞান আপনার ভক্তিদ্বারা মনুষ্য জন্মে সম্ভব হয়, তাহা যাহার না হয় সেই শোক পায়। সুকল্প অর্থাৎ পটুতর ইন্দ্রিয় ॥ ১৬ ॥

———

অসাবহং মমৈবৈতে দেহে চাস্যান্বয়াদিষু।
স্নেহপাশৈর্নিবধ্নাতি ভবান্ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভবান্ এব দেহে (অস্মিন্ দেহে) অসৌ অহম্ (এবং রূপৈস্তথা) অস্য (দেহস্য) অন্বয়াদিষু চ (পুত্রাদিষু চ) মম এব এতে (এবং রূপৈঃ) স্নেহপাশৈঃ (অহং মম ত্বাভিমানলক্ষণৈর্বন্ধনৈঃ) ইদং সর্ব্বং জগৎ নিবধ্নাতি (আসক্তীকরোতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনিই এই জীবসমূহকে দেহে অহং বুদ্ধিরূপ এবং পুত্রাদি বিষয়ে মমত্ববুদ্ধিরূপ স্নেহ পাশ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিং কর্ত্তব্যং ততস্তুজজ্ঞানং ভবেত্তস্যাং ত্বদ্ভক্তাবকাশমেব জনো ন প্রাপ্নোতীত্যাহ,—অসাবিতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি আর বলিব যাহা হইতে আপনাতে জ্ঞান হইবে, সেই আপনার ভক্তিতে জনগণ অবকাশ পাইতেছে না—ইহাই বলিতেছেন ॥ ১৭ ॥

———

যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ।
ভূভারক্ষত্রক্ষপণ অবতীর্ণৌ তথাত্থ হ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যুবাং (রামকৃষ্ণৌ) নঃ (মম দেবক্যাশ্চ) সুতৌ (পুত্রৌ) ন (ন ভবথঃ, পরন্তু)

ভূভারক্ষত্রক্ষপণে (ভূভারভূতক্ষত্রিয়নাশার্থং) সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ (প্রধানপুরুষয়োরীশ্বরৌ) অবতীর্ণৌ (মনুষ্যরূপেণ ভূতলং প্রাপ্তৌ) তথা হ (নিশ্চিতম্) আত্থ (স্বজন্মসময়ে কথিতবানসি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—আপনারা দুইজন বস্তুতঃ আমাদের পুত্র নহেন, পরন্তু ভূভারভূত ক্ষত্রিয়গণের বিনাশার্থ আপনারা প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর হইয়াও মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা আপনার জন্মসময়ে বলিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রাবামেব প্রমাণং যদাবয়োর্দেহপুত্রাদিষ্বহন্তামমতে বর্ত্তেতে এবেত্যাহ,—যুবামিতি। নঃ আবয়োর্ন সুতৌ তদপি সুতবুদ্ধ্যা যুবয়োর্মমতা বর্ত্তত এবেতিঃ ভাবঃ। ক্ষত্রক্ষপণে ভূভাররূপক্ষত্রিয়ক্ষয়ায় তথৈব আত্থ ত্বজ্জনসময়ে কথিতবানসি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেস্থলে আমরা দুইজনই প্রমাণ। যেহেতু আমাদের দেহে অহংবুদ্ধি এবং পুত্রাদিতে মমতাবুদ্ধি আছেই। আপনারা দুইজন আমাদের পুত্র নহেন, তথাপি পুত্রবুদ্ধিতে আপনাদের প্রতি মমতা আছেই। ক্ষত্রিয় নিধনে ভূভাররূপ ক্ষত্রিয় ক্ষয়ের নিমিত্ত সেইরূপই আপনার জন্মসময়ে বলিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

তৎ তে গতোঽস্ম্যরণমদ্য পদারবিন্দ-
মাপন্নসংসৃতিভয়াপহমার্ত্তবন্ধো।
এতাবতালমলমিন্দ্রিয়লালসেন
মর্ত্ত্যাত্মদৃক্ ত্বয়ি পরে যদপত্যবুদ্ধিঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) আর্ত্তবন্ধো, (হে দীনবন্ধো) তৎ (তস্মাৎ) অদ্য তে (তব) আপন্নসংসৃতি-ভয়াপহং (শরণাগতসংসারভয়হরং) পদারবিন্দম্ অরণং (শরণং) গতঃ অস্মি। যৎ (যেনেন্দ্রিয়লালসেন) মর্ত্ত্যাত্মদৃক্ (মর্ত্ত্যে শরীরে আত্মদৃক্ আত্মবুদ্ধিযুক্তোঽহং) পরে (পরমেশ্বরে) ত্বয়ি অপত্যবুদ্ধিঃ (অপত্যজ্ঞানযুক্তো জাতঃ) এতাবতা (তাদৃশেন) ইন্দ্রিয়লালসেন (ইন্দ্রিয়ার্থতৃষ্ণয়া) অলং (পর্য্যাপ্তম্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে দীনবন্ধো, সেইজন্য আমি অদ্য শরণাগতজনের সংসার-ভয়নাশক ভবদীয় পদকমল আশ্রয় করিয়াছি। এই মর্ত্ত্যশরীরে আত্মবুদ্ধিযুক্ত আমি যে ইন্দ্রিয়তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া আপনাকে নিজপুত্র বলিয়া মনে করিয়াছি, আমার তাদৃশী ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা অতঃপর নিবৃত্ত হউক ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অরণং শরণম্। ননু ভোগাংস্তাবত্ত্বংক্ষ্ব কুতস্তে সংসার ইত্যত আহ, এতাবতৈব ইন্দ্রিয়লালসেনালং যৎ যেন মর্ত্ত্যে দেহে আত্মদৃক্ আত্মবুদ্ধিরহং ত্বয়ি চ পরে পরমেশ্বরেঽপত্যবুদ্ধিরস্মীত্যতোঽজ্ঞানমূলঃ সংসারো মমাস্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অরণ অর্থাৎ শরণ। যদি বলেন ভোগসমূহ ভোগ কর কোথায় তোমাদের সংসার? ইহার উত্তরে বলি এই পর্য্যন্তই ইন্দ্রিয় লালসাদ্বারাই, যাহার দ্বারা মরণশীল দেহে আত্মবুদ্ধি অহং আমি, পরমেশ্বর আপনাতে পুত্রবুদ্ধি আছে। অতএব অজ্ঞানমূলক সংসার আমার আছেই ॥১৯॥

সূতীগৃহে ননু জগাদ ভবানজো নৌ
সংজজ্ঞ ইত্যনুযুগং নিজধর্ম্মগুপ্ত্যৈ।
নানাতনূর্গগনবদ্বিদধজ্জহাসি
কো বেদ ভূম্ন উরুগায় বিভূতিমায়াম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) উরুগায়, (মহাকীর্ত্তে,) অজঃ (জন্মরহিতোঽপ্যহং) নিজধর্ম্মগুপ্ত্যৈ (স্বকৃতধর্ম্মমর্য্যাদারক্ষার্থম্) অনুযুগং (প্রতিযুগং) সংজজ্ঞে (জাতঃ) ইতি (এবং বাক্যং) ভবান্ সূতীগৃহে (সূতিকামন্দিরে) নৌ (আবাং দেবকীবসুদেবৌ প্রতি) জগাদ ননু (উক্তবান্) গগনবৎ (ঘটাদিগতাকাশবৎ ত্বমপি) নানাতনূঃ (প্রতিযুগং বিবিধানি রূপাণি) বিদধৎ (স্বীকুর্ব্বাণঃ পুনঃ) জহাসি (অন্তর্দ্ধাপয়সি) ভূম্নঃ (সর্ব্বগতস্য তে) বিভূতিমায়াং (বিভূতিরূপাং মায়াং) কঃ বেদ (জানাতি, কো ন জ্ঞাতুং সমর্থ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে মহাকীর্ত্তিশালিন্, আপনি বস্তুতঃ জন্মরহিত হইয়াও স্বকৃতধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রতিযুগে জন্মাভিনয় লীলা করিয়া থাকেন, একথা সূতিকাগৃহে দেবকী এবং আমার নিকট বলিয়াছিলেন। হে ভগবন্, আপনি ঘট পটাদিগত মহা-

কাশের ন্যায় প্রতিযুগে বিবিধরূপ স্বীকার করিয়া পুনরায় তাহাদের অন্তর্দ্ধান করিয়া থাকেন। হে ভূমন্, আপনার বিভূতিরূপ মায়াকে কেহই অবগত হইতে সমর্থ নহে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বহং পরমেশ্বর এব যস্য পুত্রোঽভূবং তস্য তব কথং সংসার ইতি তত্রাহ,—সূতীগৃহে সূতিকাগারে ননু, ভোঃ ভবানেব নৌ আবয়োরনুযুগং প্রতিযুগং যদা সুতপাঃ পৃশ্নিরিতি যুগ্মম্, যদা চ কশ্যপোঽদিতিশ্চেতি যুগ্মম্। অধুনা বসুদেবো দেবকী তস্মাৎ সর্ব্বস্মাদেব আবয়োর্যুগ্মাৎ সংজজ্ঞে অবতীর্ণ ইতি জগাদ। অতএবাবয়োর্নানাতনূঃ সুতপঃ পৃশ্ন্যাদিনাম্নীর্বিদধৎ সৃজন্ গগনবদলিপ্ত এবাবয়োঃ প্রতিজন্মাপি পুত্রো ভবন্নপ্যনাসক্ত এব জহাসি আবাং ত্যজসি। সংসারঞ্চ ন নিবর্ত্তয়সি অতস্তব ভূম্নঃ পরমেশ্বরস্য বিভূতিরূপাং মায়াং কো বেদ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল আমি পরমেশ্বরই যাহার পুত্র হইয়াছি—সেই তোমার সংসার কোথায়? তাহার উত্তরে বলি—সূতীগৃহে অর্থাৎ সূতীকাগৃহে, যদি বল আপনারা দুইজনই আমাদের দুইজনের প্রতি-যুগে পৃষ্ণী সুতপাও, যখন কশ্যপ ও অদিতি দুইজন, এখন বসুদেব ও দেবকী। অতএব সকল সময়েই আপনারা দুইজন হইতে আমরা জন্মগ্রহণ অর্থাৎ অবতীর্ণ হইতেছি। অতএব আমাদের দুইজনের নানা শরীর সুতপা পৃষ্ণি আদি নামধারণ করিয়া সৃজন, আকাশের ন্যায় অলিপ্তই আমাদের প্রতিজন্মেও পুত্র হইয়াও, অনাসক্তভাবেই আমাদিগকে ত্যাগ করি-তেছ, সংসারও শেষ হইতেছ না। অতএব আপনি ভূমা পুরুষ, পরমেশ্বরের বিভূতিরূপা মায়াকে কে জানে ॥ ২০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

আকর্ণ্যেত্থং পিতুর্বাক্যং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ।
প্রত্যাহ প্রশ্রয়ানম্রঃ প্রহসন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ (যদুশ্রেষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) পিতুঃ (বসুদেবস্য) ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণোক্তং) বাক্যম্ আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) প্রহসন্ (প্রকৃষ্টং হাসং কুর্ব্বন্ তথা) প্রশ্রয়ানম্রঃ (বিনয়াবনতঃ সন্) শ্লক্ষ্ণয়া গিরা (মধুরবাচা) প্রত্যাহ (প্রত্যুক্তবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পিতার এই প্রকার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রকৃষ্ট হাস্য ও বিনয়নম্রতাযুক্ত মধুরস্বরে প্রত্যুত্তর বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রশ্রয়েণ আনম্রঃ প্রহসন্নিতি বন্দমানাবাবাং পুত্রাবপি প্রত্যেবং ত্বদ্বাক্যস্যরসাভাসাভাবার্থং প্রতিভয়াহমস্য তাৎপর্য্যমন্যথা প্রতিপাদয়ামীতি দ্যোতকঃ প্রহাসঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্রয় অর্থাৎ আনম্র উচ্চ-হাসি করিয়া বন্দনাকারী আমাদিগকে পুত্রদ্বয় হইলেও এইরূপ আপনার বাক্যের রসাভাস দোষ না থাকুক। প্রতিভয়ে আমি ইহার তাৎপর্য্য অন্যপ্রকারে প্রতি-পাদন করিতেছি—এইরূপ ভাব প্রকাশের জন্য উচ্চ-হাসি ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

বচো বঃ সমবেতার্থং তাতৈতদুপমন্মহে।
যন্নঃ পুত্রান্ সমুদ্দিশ্য তত্ত্বগ্রাম উদাহৃতঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) তাত, (হে পিতঃ,) যৎ (যস্মাৎ ত্বয়া) পুত্রান্ নঃ (অস্মান্) সমুদ্দিশ্য (বিষয়ীকৃত্য) তত্ত্বগ্রামঃ (তত্ত্বসমূহঃ) উদাহৃতঃ (সম্যঙ্‌নিরূপিতস্তস্মাৎ) বঃ (যুষ্মাকম্) এতৎ (পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং) বচঃ (বাক্যং) সমবেতার্থং (সঙ্গতার্থমেব) উপমন্মহে (উপমন্যামহে) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"হে পিতঃ, যেহেতু আপনি পুত্ররূপী আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সম্যগ্‌-রূপে তত্ত্বসমূহের নিরূপণ করিয়াছেন, সেইজন্য আপনার পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বাক্যই যথার্থ বলিয়া মনে করি ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—সমবেতার্থং যুক্তার্থম্ উপমন্মহে আধিক্যেন মন্যামহে। সমুদ্দিশ্য শিক্ষণার্থং "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যাদিবদুপদেশাস্পদীকৃত্য ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমবেত অর্থ—যুক্ত অর্থ, অধিকভাবে মনে করি এইরূপ বলিয়া শিক্ষাদানের

'তত্ত্বমসি হে শ্বেতকেতু' ইত্যাদির ন্যায় উপদেশ যোগ্য করিয়া ॥ ২২ ॥

অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ ।
সর্ব্বেহপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) যদুশ্রেষ্ঠ, অহং (শ্রীকৃষ্ণঃ), আর্য্যঃ (পূজ্যঃ) অসৌ (বলদেবঃ), যূয়ং (ভবন্তঃ), ইমে দ্বারকৌকসঃ (দ্বারকাবাসিনঃ) সচরাচরং (জগচ্চ এতে) সর্ব্বে অপি এবং (ব্রহ্মসম্বন্ধীয়ত্বেনৈব) বিমৃগ্যাঃ (অনুসন্ধেয়াস্ত্বয়া দ্রষ্টব্যা ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে যদুপ্রবর, আমি, পূজনীয় বলদেব, আপনি, এই দ্বারকাবাসিগণ এবং এই সচরাচার জগৎ—এই সমস্তকেই এইরূপে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় বলিয়া দর্শন করা উচিত ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং পুত্রা এবাস্মদাদয় এবং পরমাত্মত্বেন দ্রষ্টব্যাঃ অপি তু সর্ব্বে এবেত্যাহ—অহমিতি । এবং বিমৃগ্যাঃ পরমাত্মত্বে নৈবান্বেষণীয়াঃ । বিমৃশ্যা ইতি পাঠে দ্রষ্টব্যাঃ । এবঞ্চ প্রাপ্তযুষ্মচ্ছিক্ষিতৈরস্মদাদ্যৈরপি প্রদ্যুম্নাদিষ্বপি সর্ব্বত্রাত্মদৃষ্টিরেব কর্ত্তব্যেতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল পুত্রই আমরা নহি পরমাত্মরূপেও আমাদিগকে দেখিবে, সকলে ইহাই বলিতেছেন । এরূপ অনুসন্ধান করিয়া অর্থাৎ পরমাত্মরূপেই আমাদিগকে অন্বেষণ করা উচিৎ । এইরূপও তোমার শিক্ষাদ্বারা আমাদেরও প্রদ্যুম্নাদির প্রতি সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোহন্যো নির্গুণো গুণৈঃ
আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু, নানাবিকারবতা কুতো ব্রহ্মত্বমিতি চেন্ন, ব্রহ্মণ এবোপাধিধর্ম্মৈর্বহুধা প্রতীতেরিতি সদৃষ্টান্তমাহ) একঃ (সমানাসমানভেদরহিতোহপি) স্বয়ং জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশোহপি) নিত্যঃ (অবিনশ্বরোহপি) নির্গুণঃ (প্রাকৃতগুণরহিতোহপি) অন্যঃ (প্রকৃতেরতীতোহপি) আত্মা (পরমাত্মা) আত্মসৃষ্টৈঃ গুণৈঃ তৎকৃতেষু ভূতেষু (দেহেষু) বহুধা (বহুত্বেন) ঈয়তে হি (প্রতীয়তে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—পরমাত্মা স্বপ্রকাশ, নিত্য, প্রাকৃতগুণসম্পর্কশূন্য, প্রকৃতির অতীত এবং এক হইয়াও স্বরচিত গুণসমূহদ্বারা তৎকৃত দেহসমূহে অনেকরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপো ভূস্তৎকৃতেষু যথাশয়ম্ ।
আবিস্তিরোঽল্পভূর্য্যেকো নানাত্বং যাত্যসাবপি ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—(যথা) খম্ (আকাশং) বায়ুঃ, জ্যোতিঃ (তেজঃ), আপঃ (জলং), ভূঃ (ক্ষিতিশ্চ এতানি ভূতানি) তৎকৃতেষু (ঘটাদিষু) যথাশয়ং (যথোপাধি) আবিঃ (আবির্ভাবং) তিরঃ (তিরোভাবম্) অল্পভূরি (অল্পত্বং বহুত্বঞ্চ) একঃ (একত্বং) নানাত্বং (চ যান্তি, তথা) অসৌ অপি (পরমাত্মাপি দেহাদিষু যথাশয়মাবির্ভাবাদিকম্) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ুঃ, আকাশ—এই পঞ্চভূত যেরূপ তাহাদেরই রচিত ঘটাদি উপাধি অনুসারে আবির্ভাব, তিরোভাব, অল্পত্ব, বহুত্ব, একত্ব, নানাত্ব প্রভৃতি বিভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরমাত্মাও আবির্ভাব তিরোভাবাদি বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, নানাবিকারবন্তো বহব এতে কুতঃ পরমাত্মরূপা মন্তুং শক্যাঃ ? সত্যং পরমাত্মসৃষ্টানামুপাধীনাং ধর্ম্মৈরেব পরমাত্মা তথা তথা প্রতীতো ভবতীতি সদৃষ্টান্তমাহ,—আত্মাহীতি দ্বাভ্যাম্ । আত্মা পরমাত্মা আত্মসৃষ্টৈঃ স্বসৃষ্টৈর্গুণৈর্বহুধা ঈয়তে প্রতীয়তে । কুত্র তৎকৃতেষু ভূতেষু দেহেষু স্বয়ং জ্যোতিরপি দৃশ্যত্বেন নিত্যোহপ্যনিত্যত্বেন অন্যোহপ্যনন্যত্বেন নির্গুণোহপি সগুণত্বেন যথা খাদিভূতানি তৎকৃতেষু ঘটাদিষু আবিস্তিরোভাবাদিকং যথাশয়ং আশয়মনতিক্রম্য যাতি তথৈবাসাবেকঃ পরমাত্মাপি যাতি সর্ব্বদৈকরসোহপি আবির্ভাবং তিরোভাবঞ্চ । ব্যাপকোহপি অল্পত্বং ভূরিত্বঞ্চ একোহপি নানাত্বম্ ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিবল নানা বিকারবান্

বহুবস্তু এইসকল কিরূপে পরমাত্মরূপে মনন করা যায় ? সত্য, পরমাত্ম সৃষ্ট উপাধি সমূহের ধর্ম্মের দ্বারাই, পরমাত্মা সেই সেই রূপে জ্ঞানের বিষয় হইতেছে। ইহা দৃষ্টান্তের সহিত দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন— আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, নিজসৃষ্ট গুণ-সমূহদ্বারা বহুভাবে জ্ঞানের বিষয় হইতেছেন— কোথাও তাহার কৃত ভূতসমূহের দেহে স্বয়ং জ্যোতি ও দৃশ্যরূপে, নিত্য ও অনিত্যরূপে, ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন-রূপে, নির্গুণ হইয়াও সগুণরূপে। যেমন আকাশাদি ভূতসমূহ তৎকৃত ঘটাদিতে আবির্ভাব ও তিরোভাব আদি চিন্তাকে অতিক্রম না করিয়া যায় না, সেইরূপ এক পরমাত্মাও সর্ব্বদা একরস হইয়াও আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে, ব্যাপক হইয়াও অল্প ও প্রচুর, এক হইয়াও নানারূপ ধারণ করিতেছে ।।২৪-২৫।।

শ্রীশুক উবাচ—

এবং ভগবতা রাজন্ বসুদেব উদাহৃতঃ।
শ্রুত্বা বিনষ্টনানাধীস্তূষ্ণীং প্রীতমনা অভূৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে) রাজন্ ভগবতা এবং উদাহৃতঃ (উক্তঃ) বসুদেবঃ শ্রুত্বা (তদ্‌বাক্যমাকর্ণ্য) বিনষ্টনানাধীঃ (নিরস্তভেদবুদ্ধিস্তথা) প্রীতমনাঃ (সন্তুষ্টচিত্তঃ সন্) তূষ্ণীম্ অভূৎ (মৌনেন স্থিতঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ শ্রবণপূর্ব্বক বসুদেব ভেদবুদ্ধিশূন্য ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিনষ্টনানাধীঃ সত্যমেব সর্ব্বং জগদেবৈকং ব্রহ্মৈব কিং পুনরেতৌ মৎপুত্রাবিত্যেতৎপ্রকারকজ্ঞানবান্ বভূবেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হে রাজন ! ভগবান কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে পর বসুদেব শুনিয়া নানাপ্রকার বুদ্ধি নষ্ট হইয়া সত্যই সকল জগৎ একব্রহ্মই আবার এই দুইজন আমার পুত্র—এইপ্রকার জ্ঞানবান হইলেন ॥ ২৬ ॥

অথ তত্র কুরুশ্রেষ্ঠ দেবকী সর্ব্বদেবতা।
শ্রুত্বা নীতং গুরোঃ পুত্রমাত্মজাভ্যাং সুবিস্মিতা ।।২৭।।
কৃষ্ণরামৌ সমাশ্রাব্য পুত্রান্ কংসবিহিংসিতান্।
স্মরন্তী কৃপণং প্রাহ বৈক্লব্যাদশ্রুলোচনা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরুশ্রেষ্ঠ, অথ (অনন্তরং) সর্ব্বদেবতা (সর্ব্বলোকপূজ্যা) দেবকী আত্মজাভ্যাং (রাম-কৃষ্ণাভ্যাং) গুরোঃ (সান্দীপনেঃ) পুত্রং (মৃতপুত্রম্) আনীতং (যমালয়াৎ পুনরানীতং) শ্রুত্বা সুবিস্মিতা (তথা) কংসবিহিংসিতান্ (কংসবিনষ্টান্) পুত্রান্ স্মরন্তী (চিন্তয়ন্তী) বৈক্লব্যাদ্ অশ্রুলোচনা (সতী) তত্র কৃষ্ণরামৌ সমাশ্রাব্য (সম্বোধ্য) কৃপণং (দীনবচনং) প্রাহ (উক্তবতী) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—হে কুরুবর, অনন্তর সর্ব্বলোক-পূজনীয়া দেবকীদেবী রামকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক যমালয় হইতে গুরু সান্দীপনিমুনির মৃতপুত্রের পুনঃ আনয়ন বার্ত্তা শ্রবণে বিস্মিতা হইয়া কংসনিহত নিজপুত্রগণকে স্মরণপূর্ব্বক অশ্রুপূরিতনয়নে রামকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ॥ ২৭-২৮ ॥

শ্রীদেবক্যুবাচ—

রাম রামাপ্রমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর।
বেদাহং বাং বিশ্বসৃজামীশ্বরাবাদিপুরুষৌ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবকী উবাচ,—অপ্রমেয়াত্মন্ (হে অনিবার্য্যস্বরূপ,) রাম, রাম, (হে) যোগেশ্বরেশ্বর, কৃষ্ণ, অহং বাং (যুবাং) বিশ্বসৃজাং (ব্রহ্মাদীনামপি) ঈশ্বরৌ (নিয়ন্তারৌ) আদিপুরুষৌ (সনাতনপুরুষাবিতি) বেদ (জানামি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীদেবকীদেবী বলিলেন,— হে অপ্রমেয়স্বরূপ, রাম, হে যোগেশ্বরাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, আমি আপনাদিগকে ব্রহ্মাদি বিশ্বকর্ত্তৃগণেরও নিয়ন্তা সনাতন পুরুষ বলিয়া অবগত হইয়াছি ॥ ২৯ ॥

কালবিধ্বস্তসত্ত্বানাং রাজ্ঞামুচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনাম্।
ভূমের্ভারায়মাণানামবতীর্ণৌ কিলাদ্য মে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(তথাপি যুবাং) কালবিধ্বস্তসত্ত্বানাং (কালেন কলিপ্রভৃতিনা বিধ্বস্তং বিনষ্টং সত্ত্বং সত্ত্ব-

গুণঃ সাধুত্বং বা যেষাং তেষামতঃ) উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনাং (শাস্ত্রোক্তবর্ত্মাতিক্রম্য সদা বর্ত্তমানানাম্ অতএব) ভূমেঃ ভারায়মাণানাং (ভারবদবস্থিতানাং) রাজ্ঞাং (নিধনার্থম্) অদ্য (অধুনা) মে (মম গর্ভে) অবতীর্ণৌ কিল (আবির্ভূতৌ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—আপনারা তাদৃশ জগদীশ্বর হইয়াও কালকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত সত্ত্বগুণ শাস্ত্রমার্গলঙ্ঘনকারী, ভূভারভূত রাজগণের নিধনের জন্য সম্প্রতি আমার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ---বিধ্বস্তং সত্ত্বং সত্ত্বগুণঃ সাধুত্বং বা যেষাং তেষাং সংহারায় মে মধ্যবতীর্ণৌ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবকী বলিতেছেন---কালদ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছে সত্ত্বগুণ বা সাধুত্ব যাহাদের, তাহাদের সংহারের জন্য আপনারা দুইজন আমা হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা ॥৩১

অন্বয়ঃ---(হে) বিশ্বাত্মন্, (হে নিখিলান্তর্য্যামিন্,) আদ্য, (হে আদিপুরুষ,) যস্য (তব) অংশাংশাংশভাগেন (অংশঃ পুরুষস্তস্যাংশো মায়া তস্যা অংশা গুণাস্তেষাং ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন যদ্বা, যস্যাংশো মহাবৈকুণ্ঠনাথস্তস্যাংশো মহাপুরুষস্তস্যাংশঃ প্রকৃতিস্তস্যা ভাগেন রজ আদিনা) বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ (বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতিসংহারাঃ) ভবন্তি কিল (অহম্) অদ্য তং (তাদৃশং) ত্বা (ত্বাং) গতিং (শরণং) গতা (প্রাপ্তাস্মি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে লিখিলান্তর্য্যামিন্, আদিপুরুষ, যাঁহার অংশভূত মহাবৈকুণ্ঠনাথের অংশভূত মহাপুরুষাংশভূতা প্রকৃতির অংশ পরমাণুমাত্র দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার-ক্রিয়া সাধিত হয়, আমি অদ্য সেই আপনাকে আশ্রয় করিতেছি । ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—যস্যাংশো মহাবৈকুণ্ঠনাথস্তস্যাংশো মহাপুরুষস্তস্যাংশঃ প্রকৃতিস্তস্যা ভাগেন রজ আদিনা ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাঁহার অংশ মহাবৈকুণ্ঠনাথ, তাঁহার অংশ মহাপুরুষ, তাঁহার অংশ প্রকৃতি, তাহার রজগুণাদি ভাগদ্বারা এই বিশ্বরচিত হইয়াছে। সেই তুমি 'আদি' তোমার শরণাগত হইলাম ॥ ৩১ ॥

চিরান্মৃতসুতাদানে গুরুণা কিল চোদিতৌ ।
আনিন্যথুঃ পিতৃস্থানাদ্গুরবে গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ৩২ ॥
তথা মে কুরু তং কামং যুবাং যোগেশ্বরেশ্বরৌ ।
ভোজরাজহতান্ পুত্রান্ কাময়ে দ্রষ্টুমাহৃতান্ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—(যুবাং) গুরুণা (সান্দীপনিনা) চিরাৎ মৃতসুতাদানে (দীর্ঘকালাৎ পূর্ব্বং মৃতস্য সুতস্য স্বপুত্রস্য আদানে যমালয়াৎ প্রত্যানয়নার্থং) চোদিতৌ (প্রেরিতৌ সন্তৌ) পিতৃস্থানাৎ (যমালয়াৎ) গুরবে (গুরুং প্রতি) গুরুদক্ষিণাং (গুরুদক্ষিণারূপত্বেন মৃতসুতম্) আনিন্যথুঃ কিল (আনীতবন্তাবিতি ময়া শ্রুতং, ততোঽহমপি) ভোজরাজহতান্ (কংসনিহতান্) পুত্রান্ (মৎসুতান্) আহৃতান্ (যুবাভ্যামানীতান্) দ্রষ্টুং কাময়ে (ইচ্ছামি, তস্মাৎ) যোগেশ্বরেশ্বরৌ (যোগেশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনামপীশ্বরৌ) যুবাং তথা (সান্দীপনেরিব) মে (মম) কামম্ (অভিলষিতং) কুরুতম্ ॥ ৩২-৩৩ ॥

অনুবাদ—আপনারা গুরুকর্ত্তৃক দীর্ঘকাল পূর্ব্বে মৃত তদীয় পুত্রের পুনরানয়নে আদিষ্ট হইয়া যমালয় হইতে তাহাকে আনয়নপূর্ব্বক দক্ষিণারূপে গুরুর নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন। অতএব আপনারা কংস কর্ত্তৃক নিহত মদীয় পুত্রগণকে পুনরায় আনয়ন করিয়া আমাকে দর্শন করান্ এইরূপ অভিলাষ করি, সুতরাং যোগেশ্বরাধিপতি আপনারা দুইজন আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন্ ॥ ৩২-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—পিতৃস্থানাৎ যমসদনাৎ গুরুদক্ষিণাং গুরুদক্ষিণারূপং গুরুপুত্রম্ আনিন্যথুঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পিতৃস্থান অর্থাৎ যমগৃহ হইতে গুরুদক্ষিণারূপ গুরুপুত্রকে আনিয়াছিলেন, সেইরূপ কংসকর্ত্তৃক নিহত আমার পুত্রগণকে পুনঃরায় আনিয়া আমাকে দর্শন করাইবেন এই অভিলাষ করি ॥ ৩২ ॥

ঋষিরুবাচ---

এবং সঞ্চোদিতৌ মাত্রা রামঃ কৃষ্ণশ্চ ভারত ।
সুতলং সংবিবিশতুর্যোগমায়ামুপাশ্রিতৌ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ঋষিঃ (শ্রীশুকদেবঃ) উবাচ—(হে) ভারত, (হে পরীক্ষিৎ) মাত্রা (দেবক্যা) এবং সঞ্চোদিতৌ (প্রেরিতৌ) রামঃ কৃষ্ণঃ চ যোগমায়াম্ উপাশ্রিতৌ (স্বীকুর্ব্বাণৌ সন্তৌ) সুতলং (সুতলপুরং) সংবিবিশতুঃ (প্রবিষ্টবন্তৌ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে ভরতকুল-নন্দন, জননী-কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তৎকালে রামকৃষ্ণ যোগমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক সুতলপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টাবুপলভ্য দৈত্যরাড়্-
বিশ্বাত্মদৈবং সুতরাং তথাত্মনঃ ।
তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতাশয়ঃ
সদ্যঃ সমুত্থায় ননাম সান্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—দৈত্যরাট্ (বলিঃ) তস্মিন্ (সুতলে) প্রবিষ্টৌ বিশ্বাত্মদৈবং (বিশ্বস্য আত্মা চ দৈবমারাধ্যশ্চ দৈবতাং) তথা আত্মনঃ (স্বস্য) সুতরাং (বিশেষত আত্মদৈবং রামকৃষ্ণৌ) উপলভ্য (দৃষ্ট্বা) তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতাশয়ঃ (তয়োর্দর্শনজনিতানন্দেন পরিপূর্ণচিত্তঃ সন্) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) সান্বয়ঃ (সপরিবারঃ) সমুত্থায় (আসনাৎ সম্যগুত্থায়) ননাম (প্রণামং কৃতবান্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—তখন দৈত্যরাজ বলি বিশ্বাত্মা সর্ব্বারাধ্য রামকৃষ্ণকে তথায় প্রবিষ্ট দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের দর্শনজনিত আনন্দে পরিপূর্ণচিত্তে তৎক্ষণাৎ সপরিবারে আসন হইতে উত্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—দৈত্যরাড়্ বলিঃ বিশ্বস্যাত্মা চ দৈবমারাধ্যশ্চ একত্বমীশ্বরত্বেন দ্বয়োরৈক্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দৈত্যরাজা বলী জানিলেন বিশ্বাত্মা আমার আরাধ্য, ঈশ্বররূপে এক হইয়া আমার নিকট আসিয়াছেন—এইরূপভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সবংশে সদ্য উঠিয়া আনন্দে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৫ ॥

তয়োঃ সমানীয় বরাসনং মুদা
নিবিষ্টয়োস্তত্র মহাত্মনোস্তয়োঃ ।
দধার পাদাববনিজ্য তজ্জলং
সবৃন্দ আব্রহ্ম পুনদ্‌যদম্বু হ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ বলিঃ) মুদা (হর্ষেণ) বরাসনম্ (উত্তমসিংহাসনং) সমানীয় (তৌ সমর্প্য চ) তত্র (বরাসনে) নিবিষ্টয়োঃ (উপবিষ্টয়োঃ) মহাত্মনোঃ তয়োঃ (রাম-কৃষ্ণয়োঃ) পাদৌ অবনিজ্য (প্রক্ষাল্য ততঃ) যৎ অম্বু (শ্রীকৃষ্ণস্য যৎ পাদক্ষালনজলং গঙ্গারূপম্) আব্রহ্ম (ব্রহ্মানমভিব্যাপ্য জগৎ) পুনৎ (পবিত্রয়দ্ বর্ত্ততে) সবৃন্দঃ (সপরিবারঃ) তৎ জলং দধার হ (শিরসি ধৃতবান্) ॥৩৬

অনুবাদ—অতঃপর হৃষ্টচিত্তে উত্তম সিংহাসন আনয়ন করিলে তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট হইলেন। বলি উভয়ের পাদপ্রক্ষালন করিয়া সপরিবারে ঐ আব্রহ্ম জগৎপবিত্রকারী পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—সবৃন্দঃ সপরিবারঃ যদম্বু আব্রহ্ম ব্রহ্মাণমপ্যভিব্যাপ্য পুনৎ পবিত্রয়ন্তবতি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্ববৃন্দ অর্থাৎ স্বপরিবারে, যে জল আব্রহ্ম, ব্রহ্মাকেও পবিত্র করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

সমর্হয়ামাস স তৌ বিভূতিভি-
র্মহার্হবস্ত্রাভরণানুলেপনৈঃ ।
তাম্বূলদীপামৃতভক্ষণাদিভিঃ
স্বগোত্রবিত্তাত্মসমর্পণেন চ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) সঃ (বলিঃ) বিভূতিভিঃ (স্বকীয়বিভবৈঃ) মহার্হবস্ত্রাভরণানুলেপনৈঃ (মহামূল্যবস্ত্রালঙ্কারচন্দনাদ্যুপলেপৈঃ) তাম্বূলদীপামৃতভক্ষণাদিভিঃ (তাম্বূলৈর্দীপৈরমৃতভোজনৈরন্যৈশ্চ বিবিধোপকরণৈস্তথা) স্বগোত্রবিত্তাত্মসমর্পণেন চ (স্বগোত্রস্য স্ববংশস্য বিত্তস্যাত্মনশ্চ সমর্পণেন নিবেদনেন) তৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) সমর্হয়ামাস (পূজিতবান্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বলিরাজ স্বকীয় বিভবসমূহ, মহামূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার, চন্দনাদি উপলেপন দ্রব্য, তাম্বূল, দীপ, অমৃত ভোজ্য প্রভৃতি উপকরণে এবং স্বকীয় বংশ, বিত্ত ও আত্মনিবেদন দ্বারা তাঁহাদের দুইজনের পূজা করিলেন ॥ ৩৭ ॥

স ইন্দ্রসেনো ভগবৎপদাম্বুজং
বিভ্রন্মুহুঃ প্রেমবিভিন্নয়া ধিয়া ।
উবাচ হানন্দজলাকুলেক্ষণঃ
প্রহৃষ্টরোমা নৃপ গদ্‌গদাক্ষরম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, সঃ ইন্দ্রসেনঃ (ইন্দ্রস্য সেনেব সেনা যস্য স বলিঃ) প্রেমবিভিন্নয়া (প্রেমার্দ্রয়া) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) মুহুঃ (বারম্বারং) ভগবৎপদাম্বুজং বিভ্রৎ (শিরসি বক্ষসি চ ধারয়ন্) আনন্দজলাকুলেক্ষণঃ (প্রেমাশ্রুপূরিতলোচনঃ) প্রহৃষ্টরোমা (পুলকিতদেহশ্চ সন্) গদ্‌গদাক্ষরং (রুদ্ধকণ্ঠম্) উবাচ হ (উক্তবান্) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তখন ঐ দৈত্যরাজ প্রেমার্দ্রচিত্তে বারম্বার তাঁহাদের পাদপদ্ম বক্ষে ও শিরোদেশে ধারণপূর্ব্বক আনন্দাশ্রু-পূরিতনয়নে পুলকিত কলেবরে গদ্‌গদ্ স্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রসেনো বলিঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রসেন অর্থাৎ বলী মহারাজ ॥ ৩৮ ॥

———

বলিরুবাচ—

নমোঽনন্তায় বৃহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ।
সাঙ্খ্যযোগবিতানায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—বলিঃ উবাচ,—অনন্তায় (শেষায়, তথা) বৃহতে (মহতে) বেধসে (জগদ্‌বিধাত্রে) সাংখ্যযোগবিতানায় (সাংখ্যযোগশাস্ত্রবিস্তারকায়) ব্রহ্মণে (ব্রহ্মরূপিণে) পরমাত্মনে (সর্ব্বান্তর্য্যামিনে) কৃষ্ণায় নমঃ নমঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—বলিরাজ বলিলেন,—আমি মহাপুরুষ অনন্তদেবকে এবং সাংখ্যযোগশাস্ত্র - বিস্তারকারী জগদ্‌বিধাতা সর্ব্বান্তর্য্যামী ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—বৃহতে অনন্তায় অনন্তস্যাপ্যংশিনে শ্রীবলদেবায় নমঃ। বেধসে বিধাত্রে সর্ব্বকারণস্বরূপায় কৃষ্ণায় নমঃ। সাংখ্যবিতানায় জ্ঞানশাস্ত্রবিস্তারকায় পরমাত্মনে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বলী মহারাজ স্তব করিতেছেন—ব্রহ্মাকে নমস্কার, অনন্ত অর্থাৎ আনন্দের অংশী বলদেবকে নমস্কার, বিধাতা সর্ব্বকারণস্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার, সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞান-শাস্ত্র বিস্তারক ব্রহ্মকে নমস্কার, যোগশাস্ত্র বিস্তারক পরমাত্মাকে নমস্কার ॥ ৩৯ ॥

———

দর্শনং বাং হি ভূতানাং দুষ্প্রাপঞ্চাপ্যদুর্ল্লভম্ ।
রজস্তমঃস্বভাবানাং যন্নঃ প্রাপ্তৌ তদৃচ্ছয়া ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—রজস্তমঃস্বভাবানাং ভূতানাং নঃ (অস্মাকং) বাং (যুবয়োঃ) দর্শনং (সাক্ষাৎকারঃ) দুষ্প্রাপং (দুর্ল্লভম্) অপি যৎ (যতঃ) যদৃচ্ছয়া (স্বয়মেব প্রাপ্তৌ কদাচিৎ যুষ্মৎ কৃপাবশাৎ) অদুর্ল্লভং হি ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—রজঃ ও তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে আপনাদের সাক্ষাৎকার দুর্ল্লভ হইলেও কোন স্থলে আপনাদের কৃপাবশতঃই সুলভ হইয়া থাকে ॥৪০

বিশ্বনাথ—ভূতানাং দুষ্প্রাপমপি অদুর্ল্লভং সুপ্রাপং কেষাং রজস্তমঃস্বভাবানামপ্যসুরাণামিত্যর্থঃ। যৎ যতঃ যদৃচ্ছয়ৈব প্রাপ্তৌ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাণীগণের দুষ্প্রাপ্য হইলেও রজস্তম স্বভাব আমাদের ন্যায় অসুরগণেরও সুখপ্রাপ্য যেহেতু যদৃচ্ছাক্রমেই কৃষ্ণবলরামের দর্শন পাইলাম ॥ ৪০ ॥

———

দৈত্যদানবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধ্রচারণাঃ ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ ভূতপ্রমথনায়কাঃ ॥ ৪১ ॥
বিশুদ্ধসত্ত্বধাম্ন্যদ্ধা ত্বয়ি শাস্ত্রশরীরিণি ।
নিত্যং নিবদ্ধবৈরাস্তে বয়ঞ্চান্যে চ তাদৃশাঃ ॥৪২॥
কেচনোদ্বদ্ধবৈরেণ ভক্ত্যা কেচন কামতঃ ।
ন তথা সত্ত্বসংরব্ধাঃ সন্নিকৃষ্টাঃ সুরাদয়ঃ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—(অহো বিদ্বিষো বয়ং সাত্ত্বিকভক্তেভ্যোঽপি সভাগ্যা ইত্যাহ) দৈত্যদানবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধ্রচারণাঃ (সিদ্ধবিদ্যাধরচারণাঃ) যক্ষরক্ষঃ পিশাচাঃ ভূতপ্রমথনায়কাঃ চ তে (এতে তথা) তাদৃশাঃ বয়ং অন্যে চ শাস্ত্রশরীরিণি ("সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহম্" ইতি সপ্তমোক্তে ভক্তিশাস্ত্রোক্তসচ্চিদানন্দময়শরীরে) বিশুদ্ধসত্ত্বধাম্নি (বিশুদ্ধসত্ত্বাশ্রয়ে) অদ্ধা (সাক্ষাৎ)

ত্বয়ি (ভগবতি) নিত্যং নিবদ্ধবৈরাঃ (দৃঢ়বৈরভাব-যুক্তাঃ স্থিতাঃ) কেচন (চৈদ্যাদয়ঃ) উদ্বদ্ধবৈরেণ (আসক্তবৈরভাবযুক্তয়া) ভক্ত্যা (তথা) কেচন (গোপ্যাদয়ঃ) কামতঃ (অনুরাগযুক্তয়া ভক্ত্যা যথা) সন্নিকৃষ্টাঃ (ভগবৎসান্নিধ্যং প্রাপ্তাঃ) সত্ত্বসংরব্ধাঃ (সত্ত্বাবিষ্টাঃ) সুরাদয়ঃ (অপি) তথা ন (তদ্বৎ সন্নিকৃষ্টা ন জাতাঃ) ॥ ৪১-৪৩ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রমথ-নায়ক, চিরবদ্ধ বৈরভাবযুক্ত আমরা এবং তাদৃশ অন্যান্য সকলে, বিশুদ্ধ-সত্ত্বাশ্রয় ভক্তিশাস্ত্রোক্ত সচ্চি-দানন্দময় শরীরধারী আপনার প্রতি শিশুপাল প্রভৃতি কেহ কেহ নিবদ্ধবৈরভাবযুক্ত ভক্তিদ্বারা এবং ন্যায় অনুরাগযুক্ত ভক্তিদ্বারা গোপীগণ যেরূপ আপনার সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হইয়াছেন, সত্ত্বগুণাবিষ্ট দেবগণও তাদৃশ সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হন নাই ॥ ৪১-৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—অহো কিমাশ্চর্য্যং রজস্তমঃ স্বভাবা অপি বয়ং সাত্ত্বিকেভ্যো দেবেভ্যোঽপি সভাগ্যা অভু-মেত্যাহ,—দৈত্যেতি ত্রিভিঃ। শাস্ত্রশরীরিণি "সাত্বত-শাস্ত্রবিগ্রহম্" ইতি সপ্তমোক্তের্ভক্তিশাস্ত্রোক্তসচ্চিদা-নন্দময়শরীরে ত্বয়ি যথা বয়ং সন্নিকৃষ্টাঃ সন্নিকর্ষং প্রাপ্তা ন তথা সত্ত্বসংরব্ধাঃ সত্ত্বগুণাবিষ্টাঃ সুরাদয় ইত্যন্বয়ঃ। ননু, যূয়ং মৎপরমভক্তা এব তত্র নহী-ত্যাহ,—তে প্রসিদ্ধা হিরণ্যকশিপুবংশা বয়ং বাণাদি-পুত্রসহিতাস্ত্বদ্বিদ্বেষিদৈত্যপক্ষপাতিনো নিত্যং নিবদ্ধ-বৈরা এবেতি স্বস্মিন্ দোষারোপঃ পরমভক্ত্যনুভাব এবায়ং জ্ঞেয়ঃ। অন্যে চ দানবরাক্ষসাদ্যাঃ ॥৪১-৪২

বিশ্বনাথ—কেচনোদ্বদ্ধবৈরেণ সহিতাঃ কেচন গন্ধর্ব্বাদয়ঃ কামতো যা ভক্তিস্তয়া সহিতাঃ সকাম-ভক্তা ইত্যর্থঃ। সন্নিকৃষ্টা ইতি কৃপয়া দ্বারি স্থিত্বৈ-বাস্মভ্যং দর্শনং দদাসি অন্যেভ্যো হত্বা মুক্তিং দদাসি অন্যেভ্যো গন্ধর্ব্বাদিভ্যঃ স্বযশোগানাদিগুণং স্বং স্বভক্তাংশ্চ শ্রাবয়িতুং দদাসি সুরাদিভ্যস্তু স্ববিস্মারকং বিষয়ভোগমেব দদাসীতি ন তে সন্নিকৃষ্টা ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো কি আশ্চর্য্য ! রজস্তম স্বভাব হইয়াও আমরা সাত্ত্বিক দেবতাগণ হইতেও উত্তম ভাগ্যবান হইলাম—ইহাই বলিতেছেন তিনটি শ্লোক দ্বারা। শাস্ত্রশরীরি 'সাত্বত শাস্ত্র-বিগ্রহম্' সপ্তমস্কন্ধে ভক্তিশাস্ত্র উক্ত সচ্চিদানন্দময় শরীরে তুমি যেমন, আমরা নিকটে প্রাপ্ত হইয়াও সেরূপ সত্ত্বগুণা-বিষ্ট নহি। সত্ত্বগুণাবিষ্ট দেবতাগণ এইভাবে—যদি বলেন তোমরা আমার পরমভক্তই তাহার উত্তরে বলি না—তাহারা প্রসিদ্ধ, হিরণ্যকশিপু বংশজাত, আমরা বাণআদি পুত্র সহিত আপনার বিদ্বেষী দৈত্য-পক্ষপাতি, নিত্য বৈরভাবযুক্তই। নিজেতে দোষারোপ ইহা পরমভক্তের স্বভাব, অন্য দানব রাক্ষসাদির অন্যে দোষদৃষ্টিযুক্ত ॥ ৪১-৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেহ কেহ উদ্ধত বৈরভাব সহিত, কেহ কেহ গন্ধর্ব্বাদি কামত যে ভক্তি তাহার সহিত সকাম ভক্তগণ, কৃপাপূর্ব্বক আমার দ্বারে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে দর্শন দান করিতেছেন, অন্য কাহাকেও হত্যা করিয়া মুক্তিদান করিতেছেন, অন্য গন্ধর্ব্বাদিকে নিজ যশোগানাদিগুণ দান করিয়া-ছেন, ঐ গান নিজে শ্রবণ করিতেছেন এবং নিজভক্ত-গণকে শ্রবণ করাইতেছেন, আবার দেবতাগণকে নিজ স্বরূপ ভুলাইয়া বিষয়ভোগই দান করাইতেছেন, ইহাই ভাবার্থ—নিকটে থাকিয়াও তাহারা আপনাকে পায় না ॥ ৪৩ ॥

ইদমিত্থমিতি প্রায়স্তব যোগেশ্বরেশ্বর।
ন বিদন্ত্যপি যোগেশা যোগমায়াং কুতো বয়ম্ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) যোগেশ্বরেশ্বর, যোগেশাঃ (ব্রহ্মা-দয়ো যোগীন্দ্রাঃ) অপি ইদং ইতি (স্বরূপতঃ) ইত্থম্ (ইতি বিশেষতশ্চ) তব যোগমায়াং প্রায়ঃ ন বিদন্তি (ন জানন্তি) বয়ং কুতঃ (কথং জানীমহে) ॥৪৪॥

অনুবাদ—হে যোগেশ্বরেশ্বর, ব্রহ্মাদি যোগীন্দ্রগণও "ইহা এই প্রকার" এইরূপ স্বরূপতঃ এবং বিশেষতঃ আপনার যোগমায়া প্রায় অবগত হইতে পারেন না, সুতরাং আমরা কিরূপে উহা অবগত হইব ? ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, তর্হ্যেবমহং কথং করোমীতি তত্র কস্তে তত্ত্বং জানাতীত্যাহ,—ইদমিতি স্বরূপতঃ ইত্থমিতি প্রকারতশ্চ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন তাহা হইলে আমি কি করিব ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—কে আপনার

তত্ত্ব জানে ? আপনি এই প্রকার, আপনার স্বরূপ এই প্রকার ॥ ৪৪ ॥

তন্নঃ প্রসীদ নিরপেক্ষবিমৃগ্যযুষ্মৎ-
পাদারবিন্দধিষণান্যগৃহান্ধকূপাৎ ।
নিষ্ক্রম্য বিশ্বশরণাঙ্ঘ্র্যুপলব্ধবৃত্তিঃ
শান্তো যথৈক উত সর্ব্বসখৈশ্চরামি ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তদেবং যদ্যপি বৈরভাবেন ত্বৎ-প্রাপ্তির্ভবেৎ তথাপি মাং সাত্ত্বিকং কুর্ব্বিতি প্রার্থয়তে, হে প্রভো) যথা (যেন প্রকারেণাহং) নিরপেক্ষ-বিমৃগ্যযুষ্মৎপাদারবিন্দধিষণান্যগৃহান্ধকূপাৎ (নির-পেক্ষৈরাপ্তকামৈরপি বিমৃগ্যং যদ্ যুষ্মৎপাদারবিন্দং তদেব ধিষণমাশ্রয়স্তস্মাদন্যদ্ গৃহং তদেবান্ধকূপ-স্তস্মাৎ) নিষ্ক্রম্য (নির্গত্য) বিশ্বশরণাঙ্ঘ্র্যুপলব্ধ-বৃত্তিঃ (বিশ্বস্য শরণং রক্ষিতারো বৃক্ষাস্তেষামঙ্ঘ্রিষু মূলেষু স্বত এব গলিতৈঃ ফলাদিভিরুপলব্ধা প্রাপ্তা বৃত্তির্জীবিকা যেন স তাদৃশঃ) শান্তঃ (সন্) একঃ (একাকী) উত (অথবা) সর্ব্বসখৈঃ (সর্ব্বেষাং সখায়ো মহান্তস্তৈঃ সহ) চরামি (পর্য্যটামি) নঃ (অস্মান্ প্রতি তথা) তৎ প্রসীদ (তদ্বদনুগ্রহং কুরু) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, পূর্ণকাম মহাজনগণেরও অন্বেষণযোগ্য ভবদীয় পদকমলরূপ আশ্রয় হইতে দূরে অবস্থিত গৃহান্ধকূপে পতিত আমি যাহাতে তাহা হইতে নির্গত হইয়া সর্ব্বজনাশ্রয়-তরুমূলে স্বয়ং বিগ-লিত ফল দ্বারা জীবন ধারণপূর্ব্বক শান্তভাবে একাকী অবস্থান করিতে পারি অথবা নিখিল বান্ধব মহা-পুরুষগণের সহিত পর্য্যটন করিতে পারি, সেইরূপ অনুগ্রহ করুন্ ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, ভো বরং বৃণ্বিত্যত আহ,—নিরপেক্ষৈরাত্মারামৈরপি বিমৃগ্যং যুষ্মৎপাদারবিন্দং তদেব ধিষণমাশ্রয়স্তস্মাদন্যো যো গৃহান্ধকূপস্ত-স্মান্নিষ্ক্রম্য বিশ্বস্য শরণমুপকারকা বৃক্ষাস্তেষামঙ্ঘ্রি-মূলেষু স্বত এব গলিতৈঃ ফলাদিভিরুপলব্ধা বৃত্তি-র্জীবিকা যেন সোঽহং শান্তঃ সন্নেক এব চরামি। উত অত্যধিকং কৃপয়সি চেৎ সর্ব্বেষাং সখায়স্ত্বদ্ভ-ক্তাস্তৈঃ সহ চরামি ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন ওহে মহারাজ বর প্রার্থনা কর তাহার উত্তরে নিরপেক্ষ আত্মারামগণেরও অন্বেষণীয় আপনার চরণকমল তাহাই আশ্রয়, তাহা হইতে অন্য যে গৃহ অন্ধকূপ তাহা হইতে বাহির করিয়া বিশ্বশরণ অর্থাৎ সকলের উপকারক বৃক্ষগণ, তাহাদের মূলদেশে স্বাভাবিকই পতিত ফলাদি প্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন, সেইরূপ আমি শান্ত হইয়া একাই বিচরণ করিব, অথবা যদি অতিশয় কৃপা করেন, তাহা হইলে সকলের সখা যে আপনার ভক্তগণ তাঁহাদের সহিত বিচরণ করিব ॥৪৫

শাধ্যস্মানীশিতব্যেশ নিষ্পাপান্ কুরু নঃ প্রভো ।
পুমান্ যচ্ছ্রদ্ধয়াতিষ্ঠঃশ্চোদনয়া বিমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(কথমল্পপুণ্যানামেবম্ভাবঃ সম্ভবতীতি চেৎ তর্হি যথেতদ্ভবেৎ তথাস্মাননুশিক্ষয়েত্যাহ) (হে) ঈশিতব্যেশ (ঈশিতব্যা জীবাস্তেষামীশ, হে) প্রভো, পুমান্ (পুরুষঃ) শ্রদ্ধয়া (সহ) যৎ (তব যদনু-শাসনম্) আতিষ্ঠন্ (আশ্রয়ন্) চোদনায়াঃ (বিধি-নিষেধলক্ষণায়াঃ সকাশাৎ) বিমুচ্যতে (মুক্তো ভবতি) অস্মান্শাধি (তথানুশিক্ষয়, অপিচ) নঃ (অস্মান্) নিষ্পাপান্ (পাপমুক্তান্) কুরু ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—(যদি বলেন, অল্পপুণ্য আমার ন্যায় ব্যক্তির কিরূপে তাদৃশ সম্ভাবনা ? তজ্জন্য বলিতেছি) হে জীবেশ, হে প্রভো, পুরুষগণ শ্রদ্ধাসহকারে আপ-নার যে অনুশাসন পালন করিয়া বিধি-নিষেধরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, আমাকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক নিষ্পাপ করুন্ ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, সাম্প্রতং যদর্থমেতাদৃশং দর্শনং তদাজ্ঞাপয়েত্যাহ,—শাধি আদিশ। ঈশিতব্যানা-মস্মদাদীনামীশ, হে প্রভো, ননু মদাজ্ঞাং নিষ্পাদ-য়িতুং তব কোঽধিকারস্তত্রাহ,—নিষ্পাপান্ কুরু তদ-সামর্থ্যেঽপি তচ্ছ্রবণেনাপি নিষ্কল্মষা ভবেমেতি ভাবঃ। যত্ত্বদাদিষ্টম্ অনুতিষ্ঠন্ কুর্ব্বংস্ত চোদনায়া বিধিনিষেধলক্ষণায়াঃ সকাশাৎ বিমুচ্যতে বিধিকিঙ্করো ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর বলি, সম্প্রতি যে কারণ আপনার এইপ্রকার দর্শন পাইলাম সে বিষয়ে আদেশ

করুন, আপনার অধীন আমাদিগের ঈশ্বর হে প্রভু! যদি বলেন আমার আদেশ নিষ্পাদন করিতে তোমার কি অধিকার? তাহার উত্তরে বলি—নিষ্পাপ করুন, সে বিষয়ে অসমর্থ হইলেও, তাহা শ্রবণদ্বারাও আমরা নিষ্পাপ হইব। আপনার আদেশ পালন করিতে করিতে বিধি নিষেধ লক্ষণের নিকট হইতে বিমুক্ত হইব, বিধির কিঙ্কর আর হইব না ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

আসন্ মরীচেঃ ষট্ পুত্রা উর্ণায়াং প্রথমেঽন্তরে।
দেবাঃ কং জহসুর্বীক্ষ্য সুতাং যভিতুমুদ্যতম্ ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—প্রথমে অন্তরে (স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে) মরীচেঃ (মরীচিনামক মহর্ষেঃ) উর্ণায়াং (তদাখ্যায়াং ভার্য্যায়াং) ষট্ পুত্রাঃ আসন্ (জাতাঃ) দেবাঃ (দেবরূপাস্তে) সুতাং (কন্যাং বাচং) যভিতুং (মৈথুনেন রময়িতুম্) উদ্যতম্ (উদ্যুক্তং) কং (প্রজাপতিং) বীক্ষ্য জহসুঃ (উপহসিতবন্তঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে দৈত্যরাজ, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মহর্ষি মরীচির ভার্য্যা উর্ণাদেবীর গর্ভে যে ছয়জন দেবসদৃশ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রজাপতিকে নিজকন্যা-রমণে উদ্যত দেখিয়া উপহাস করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্বাগমনকারণমাহ,—আসন্নিতি পঞ্চভিঃ। উর্ণায়াং ভার্য্যায়াম্ অন্তরে মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুবে তে দেবাঃ ষট্সুতাং সরস্বতীং যভিতুং সম্ভোক্তুম্ উদ্যতং কং প্রজাপতিম্ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমার আগমনের কারণ শুন! পাঁচটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছি—হে দৈত্যরাজ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মহর্ষি মরীচির ভার্য্যা উর্ণাদেবীর গর্ভে যে ছয়জন দেব সদৃশ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ব্রহ্মা সরস্বতীকে রমণ করিতে উদ্যত হইলে ঐ ছয়জন প্রজাপতিকে উপহাস করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

তেনাসুরীমগন্ যোনিমধুনাবদ্যকর্ম্মণা।
হিরণ্যকশিপোর্জাতা নীতাস্তে যোগমায়য়া ॥ ৪৮ ॥
দেবক্যা উদরে জাতা রাজন্ কংসবিহিংসিতাঃ।
সা তান্ শোচত্যাত্মজান্ স্বাংস্ত ইমেঽধ্যাসতেঽন্তিকে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—তেন অবদ্যকর্ম্মণা (পাপেন তে) অধুনা (তৎক্ষণমেব) হিরণ্যকশিপোঃ জাতাঃ (পুত্রত্বেনোৎপন্নাঃ) আসুরীং যোনিং (অসুরজন্ম) অগন্ (অগমন্) তে যোগমায়য়া (ততঃ) নীতাঃ (সন্তঃ) দেবক্যাঃ উদরে জাতাঃ। রাজন্, (হে বলে, তে চ) কংসবিহিংসিতাঃ (কংসেন বিনাশিতাঃ) সা (দেবকী চ) তান্ স্বান্ (স্বকীয়ান্) আত্মজান্ (পুত্রান্ মত্বা) শোচতি, তে ইমে অন্তিকে (তব সমীপে) অধ্যাসতে (ইদানীং বর্ত্তন্তে) ॥ ৪৮-৪৯ ॥

অনুবাদ—তজ্জন্য তৎক্ষণাৎ হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে অসুরজন্ম প্রাপ্ত হইলেন। তথা হইতে যোগমায়াকর্ত্তৃক নীত হইয়া দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে কংস-কর্ত্তৃক নিহত হন। দেবকী তাঁহাদিগকে নিজপুত্রজ্ঞানে তাঁহাদের জন্য শোকপ্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা সম্প্রতি তোমার নিকট বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥ ৪৮-৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—তেনাবদ্যকর্ম্মণা পাপেনাধুনা তৎক্ষণ এব আসুরীং যোনিমগমন্ হিরণ্যকশিপোঃ সকাশাৎ কালনেমিক্ষেত্রে জাতাঃ। তে চ যোগমায়য়া দেবক্যা উদরে কংসহস্তেন ঘাতনার্থং নীতাঃ ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—সা দেবকী ইমে তে ইতি তর্জ্জন্যা তান্ দর্শয়তীতি তে পরমভাগবতেন বলিনা ভগবদ্দর্শনার্থমানীয় স্বদৃষ্টিপথ এব স্থাপিতা ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই পাপদ্বারা তৎক্ষণেই আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া হিরণ্যকশিপুর নিকটে কালনেমীর স্ত্রীর গর্ভে জন্ম হইয়াছিল। তাহারাও যোগমায়াদ্বারা আনীত হইয়া দেবকীর উদরে স্থান পাইয়া কংসের হস্তে নিধন হয় ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মাতা দেবকী, ইহারাই সেই এইরূপ তর্জ্জনী অঙ্গুলিদ্বারা, পরমভাগবত বলি মহারাজ কর্ত্তৃক ভগবৎ দর্শনের নিমিত্ত আনিয়া ভগবানের সম্মুখেই স্থাপন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

ইত এতান্ প্রণেষ্যামো মাতৃশোকাপনুত্তয়ে।
**ততঃ শাপাদ্বিনির্ম্মুক্তা লোকং যাস্যন্তি বিজ্বরাঃ ॥৫০

অন্বয়ঃ—(বয়ং) মাতৃশোকাপনুত্তয়ে (মাতুর্দেবক্যাঃ শোকাপনুত্তয়ে (শোকাপনোদনায়) এতান্ ইতঃ (অস্মাৎ স্থানাদ্ দেবকীসমীপং প্রণেষ্যামঃ (প্রাপয়িষ্যামঃ) ততঃ (পশ্চাৎ তে) শাপাৎ বিনির্ম্মুক্তাঃ বিজ্বরাঃ (বিগতসন্তাপঃ সন্তঃ) লোকং (দেবলোকং) যাস্যন্তি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—আমরা মাতৃদেবীর শোক অপনোদনের জন্য তাঁহাদিগকে এ স্থান হইতে তাঁহার নিকট লইয়া যাইব। অতঃপর তাঁহারা শাপবিমুক্ত এবং সন্তাপশূন্য হইয়া দেবলোকে গমন করিবেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—শাপাৎ পিতা পুত্রান্ বধিষ্যতীতি হিরণ্যকশিপোঃ শাপাদ্বিমুক্তা এবৈতে ততো মন্নয়নানন্তরং লোকং দেবলোকম্ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হিরণ্যকশিপু শাপ দিয়াছিলেন —তোমাদের পিতা তোমাদিগকে বধ করিবে—সেই শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াই ইহারা আমাকর্ত্তৃক লইয়া যাইবার পর দেবলোকে যাইবে ॥ ৫০ ॥

স্মরোদ্গীথঃ পরিষ্বঙ্গঃ পতঙ্গঃ ক্ষুদ্রভৃদ্ঘৃণী ।
ষড়িমে মৎপ্রসাদেন পুনর্য্যাসন্তি সদ্গতিম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—স্মরোদ্গীথঃ (স্মরেণ সহিত উদ্গীথঃ) পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গঃ, ক্ষুদ্রভৃৎ, ঘৃণী, ইমে ষট্ মৎপ্রসাদেন (মহানুগ্রহেণ) পুনঃ সদ্গতিং (মোক্ষং) যাস্যন্তি (প্রাপ্স্যন্তি, স্মরস্যৈব পূর্ব্বং কীর্ত্তিমানিতি নাম, অতঃ কীর্ত্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিরর্পয়ামাসেত্যুক্তম্) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—স্মর, উদ্গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ এবং ঘৃণী নামক পূর্ব্বোক্ত ছয়জন আমার অনুগ্রহে পুনরায় সদ্গতি লাভ করিবেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—স্মরসহিত উদ্গীথ ইত্যাদীনি নামানি মরীচিপুত্রত্বদশায়াম্ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মরীচিপুত্র অবস্থায় ইহাদের নাম ছিল 'স্মর-উদ্গীথ-পরিষ্বঙ্গ-পতঙ্গ-ক্ষুদ্রভৃৎ ও ঘৃণী'—এই ছয়জন ॥ ৫১ ॥

ইত্যুক্ত্বা তান্ সমাদায় ইন্দ্রসেনেন পূজিতৌ ।
পুনর্দ্বারবতীমেত্য মাতুঃ পুত্রানযচ্ছতাম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—(কৃষ্ণরামৌ) ইতি উক্ত্বা তান্ সমাদায় (গৃহীত্বা) ইন্দ্রসেনেন (বলিনা) পূজিতৌ (সন্তৌ) পুনঃ দ্বারবতীং (দ্বারকাম্) এত্য (প্রাপ্য) মাতুঃ (দেবক্যাঃ সমীপে তান্) পুত্রান্ অযচ্ছতাম্ (অর্পিতবন্তৌ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—রামকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক বলি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুনরায় আগমন ও মাতৃসমীপে পুত্রগণকে অর্পণ করিলেন ॥৫২॥

তান্ দৃষ্ট্বা বালকান্ দেবী পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী ।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মূর্দ্ধ্ন্যজিঘ্রদভীক্ষ্ণশঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—দেবী (দেবকী) তান্ বালকান্ দৃষ্ট্বা পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী (পুত্রস্নেহেন ক্ষরিতস্তন্যক্ষীরা সতী) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) অঙ্কং (ক্রোড়ম্) আরোপ্য (চ) অভীক্ষ্ণশঃ (নিরন্তরং) মূর্দ্ধ্নি অজিঘ্রৎ (মস্তকাঘ্রাণমকরোৎ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পুত্রস্নেহে দেবকীর স্তনযুগল ক্ষরিত হইতে থাকিলে তিনি তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক নিরন্তর মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

অপায়য়ৎ স্তনং প্রীতা সুতস্পর্শপরিস্নুতম্ ।
মোহিতা মায়য়া বিষ্ণোর্যয়া সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ—বিষ্ণোঃ (ভগবতঃ) যয়া (মায়য়া) সৃষ্টিঃ (অপ্রাকৃত তল্লীলাপরিকরপ্রাদুর্ভাবময়ী) প্রবর্ত্ততে (প্রবৃত্তা তয়া) মায়য়া (যোগমায়য়া) মোহিতা (মোহং প্রাপিতা সা দেবকী) প্রীতা (সন্তুষ্টা সতী তান্ সুতান্) সুতস্পর্শপরিস্নুতং (পুত্রস্পর্শেন বিগলিতং) স্তনং (স্তন্যদুগ্ধম্) অপায়য়ৎ (পায়য়ামাস) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—ভগবানের যে যোগমায়াবলে অপ্রাকৃত সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, দেবকীদেবী তল্লীলাপরিকর প্রাদুর্ভাবময়ী সেই যোগ মায়ায় মোহিতা হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে পুত্রস্পর্শহেতু ক্ষরিত স্তনদুগ্ধ তাঁহাদিগকে পান করাইতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—মায়য়া যোগমায়য়া যয়া বিষ্ণোঃ

সৃষ্টিরপ্রাকৃতী তল্লীলাপরিকরপ্রাদুর্ভাবময়ী প্রবর্ত্ততে ন তু ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিঃ প্রাকৃতীত্যর্থঃ ।। ৫৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—মায়া অর্থাৎ যোগমায়া কর্ত্তৃক বিষ্ণুর সৃষ্টির অপ্রাকৃত তাহার লীলাপরিকর প্রাদুর্ভাবময়ী লীলা প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মার প্রাকৃত সৃষ্টি যোগমায়াদ্বারা হয় না ।। ৫৪ ।।

পীত্বামৃতং পয়স্তস্যাঃ পীতশেষং গদাভৃতঃ ।
নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শপ্রতিলব্ধাত্মদর্শনাঃ ।। ৫৫ ।।
তে নমস্কৃত্য গোবিন্দং দেবকীং পিতরং বলম্ ।
মিষতাং সর্ব্বভূতানাং যযুর্ধাম দিবৌকসাম্ ।।৫৬।।

অন্বয়ঃ—গদাভৃতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পীতশেষং (পীতাবশিষ্টং অতএব) অমৃতম্ (অমৃতস্বরূপং) তস্যা (দেবক্যাঃ) পয়ঃ (স্তনদুগ্ধং) পীত্বা নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শপ্রতিলব্ধাত্মদর্শনাঃ (নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শেন প্রতিলব্ধং সংপ্রাপ্তং দেবা বয়মিত্যাত্মদর্শনমাত্মজ্ঞানং যৈঃ) তে (ষড় দেবাঃ) গোবিন্দং (শ্রীকৃষ্ণং) দেবকীং পিতরং (বসুদেবং) বলং (রামঞ্চ) নমস্কৃত্য মিষতাং (পশ্যতাঃ) সর্ব্বভূতানাং (পুরত এব) দিবৌকসাং (দেবানাং) ধাম (নিবাসং স্বর্গমিত্যর্থঃ) যযু (গতাঃ) ।। ৫৫-৫৬ ।।

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট ঐ স্তন্যামৃত পান এবং নারায়ণের অঙ্গস্পর্শলাভহেতু তাঁহারা স্বকীয় দেবস্বরূপ অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, দেবকী, বসুদেব এবং বলদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সর্ব্বভূতের সমক্ষে দেবলোকে গমন করিলেন ।। ৫৫-৫৬।।

বিশ্বনাথ—গদাভৃতঃ কৃষ্ণস্য পীতশেষমিতি "পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যো বভুব প্রাকৃতঃ শিশুঃ" ইত্যুক্তের্দেবক্যাং প্রাদুর্ভূয় নন্দগৃহগমনসময়ে যদা শিশুরভূত্তদা দূরগমননিবন্ধনোঽস্য কণ্ঠশোষো মাভূদিতি স্নেহেন শ্রীদেবকী তং স্তনং পায়য়ামাস এবেতি তত্রানুক্তমপ্যত্রোক্তেরবগম্যতে । নারায়ণস্য অঙ্গসংস্পর্শেন প্রতিলব্ধং দেবা বয়মিত্যাত্মদর্শনং যৈস্তে ধাম দেবলোকম্ ।। ৫৫-৫৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—গদাধারী শ্রীকৃষ্ণের পান করিবার পর অর্থাৎ কংসকারাগারে শ্রীকৃষ্ণ যখন পিতামাতার সমক্ষে সদ্য প্রাকৃত শিশু হইলেন, তখন নন্দমহারাজের গৃহে গমনকালে দূরগমনজন্য শিশুর গলা শুকাইয়া না যায়, এই স্নেহবশতঃ শ্রীদেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে স্তনপান করাইয়া ছিলেনই। তখন বলা না থাকিলেও এইখানে উক্তিদ্বারা বুঝা যাইতেছে, নারায়ণের অঙ্গ সংস্পর্শদ্বারা আমরা দেবত্ব পাইলাম, তাহারা এইরূপ আত্মদর্শন লাভ করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন ।। ৫৫-৫৬ ।।

তং দৃষ্ট্বা দেবকী দেবী মৃতাগমননির্গমম্ ।
মেনে সুবিস্মিতা মায়াং কৃষ্ণস্য রচিতাং নৃপ ।।৫৭

অন্বয়ঃ —(হে) নৃপ, দেবী (পূজনীয়া) দেবকী তং (তাদৃশং) মৃতাগমননির্গমং (মৃতানাং সুতানাং স্বসমীপে আগমনং পুনস্ততো নির্গমং দেবলোকপ্রয়াণঞ্চ) দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতা (অতিবিস্ময়গ্রস্তা সতী) কৃষ্ণস্য রচিতাং (কল্পিতাং) মায়াং (স্বশক্তিবিশেষং) মেনে ।। ৫৭ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্, পূজনীয়া দেবকী মৃতগণের তাদৃশ আগমন এবং পুনঃ দেবলোকে প্রস্থান-দর্শনে অতিশয় বিস্ময়গ্রস্তা হইয়া উহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই রচিতা মায়া বলিয়া নির্ণয় করিলেন ।। ৫৭ ।।

এবং বিধান্যদ্ভুতানি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
বীর্য্যাণ্যনন্তবীর্য্যস্য সন্ত্যনন্তানি ভারত ।। ৫৮ ।।

অন্বয়ঃ—ভারত, (হে ভরতকুলনন্দন) অনন্তবীর্য্যস্য (অপরিমেয়প্রভাবস্য) পরমাত্মনঃ কৃষ্ণস্য এবাম্বিধানি অদ্ভুতানি (আশ্চর্য্যাণি) অনন্তানি (অসংখ্যানি) বীর্য্যাণি (বীরচরিতানি) সন্তি (বর্ত্তন্তে) ।।৫৮।।

অনুবাদ —হে ভরতকুলনন্দন, অনন্তপ্রভাবশালী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ আশ্চর্য্যজনক অসংখ্য বীরত্বযুক্ত চরিত বর্তমান রহিয়াছে ।। ৫৮ ।।

শ্রীসূত উবাচ—

য ইদমনুশৃণোতি শ্রাবয়েদ্বা মুরারে-
শ্চরিতমমৃতকীর্ত্তের্বর্ণিতং ব্যাসপুত্রৈঃ ।

জগদঘভিদলং তদ্ভক্তসৎকর্ণপূরং
ভগবতি কৃতচিত্তো যাতি তৎক্ষেমধাম ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে মৃতাগ্রজানয়নং নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূতঃ উবাচ,—যঃ (মানবঃ) ব্যাসপুত্রৈঃ (শুকদেবৈঃ) বর্ণিতং (মহারাজপরীক্ষিৎসমীপে কীর্ত্তিতম্) অমৃতকীর্ত্তেঃ (অমৃতং কীর্ত্তির্যস্য তস্য) মুরারেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অলং (নিঃশেষং যথা ভবতি তথা) জগদঘভিৎ (জগতামঘং পাপং ভিনত্তীতি তৎ, তথা) তদ্ভক্তসৎকর্ণপূরং (তদ্ভক্তানান্তু সৎকর্ণপূরং পরমসুখাবহং, কর্ণাভরণরূপম্) ইদং চরিতং (এতদ্বৃত্তম্) অনুশৃণোতি (নিরন্তরং শৃণোতি) শ্রাবয়েৎ বা (অথবান্যান্ শ্রাবয়েৎ, সঃ) ভগবতি কৃতচিত্তঃ (কৃতমাবেশিতং চিত্তং যেন স তথা ভূত্বা) তৎক্ষেমধাম (তস্য ক্ষেমধাম কালাদিভয়রহিতং লোকং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—শ্রীসূত বলিলেন,—হে মুনিগণ মহর্ষি শুকদেব-কর্ত্তৃক মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট বর্ণিত অক্ষয়কীর্ত্তি-সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের এই চরিতকথা জগতের যাবতীয় পাপবিনাশক এবং তদীয় ভক্তগণের পরম সুখাবহ কর্ণভূষণ স্বরূপ হইয়া থাকে। যিনি ইহা শ্রবণ বা অন্যের নিকট কীর্ত্তন করেন, তিনি তদ্গত চিত্ত হইয়া কালাদিভয়রহিত তদীয় মঙ্গলময় ধাম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—অমৃতমেব কীর্ত্তির্যশো যস্য তস্য অমৃতত্বমাহ,—জগতামেব অঘং সংসাররোগং ভিনত্তীতি তৎ। তদ্ভক্তানাং সংসারোত্তীর্ণানাং তু কর্ণপূরং কর্ণাভরণম্ ॥ ৫৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অমৃতই কীর্ত্তিযশ যাঁহার, তাহার অমৃতত্ব বলিতেছেন—জগতের পাপ অর্থাৎ সংসাররোগ ভেদকারী শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের, যাঁহারা সংসার উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহাদের কর্ণপূর অর্থাৎ কর্ণের আভরণ ॥ ৫৯ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমে পঞ্চাশিতিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৮৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।
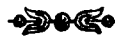
ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

ব্রহ্মন্ বেদিতুমিচ্ছামঃ স্বসারং রাম-কৃষ্ণয়োঃ ।
যথোপযেমে বিজয়ো যা মমাসীৎ পিতামহী ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষড়শীতিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অর্জ্জুনের দম্ভ সহকারে সুভদ্রা হরণ এবং শ্রীকৃষ্ণের মিথিলা গমনপূর্ব্বক বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবকে সদ্গতি প্রদান বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজ পিতামহী সুভদ্রাদেবীর বিবাহবার্ত্তা জানিতে অভিলাষী হওয়ায় শ্রীশুকদেব বলিতে লাগিলেন যে, অর্জ্জুন তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে প্রভাসে গমন করিয়া শুনিলেন, তদীয় মাতুলকন্যা সুভদ্রাকে বলদেব দুর্য্যোধন হস্তে সম্প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; কিন্তু বসুদেবাদির তাহাতে সম্মতি নাই। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিবার অভিলাষে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর বেশে দ্বার-

কায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারকাবাসিগণ এবং বলদেব অর্জ্জুনকে চিনিতে না পারিয়া ত্রিদণ্ডিযোগ্য সম্মান প্রদান করিতে থাকিলে তিনি স্বার্থসিদ্ধি মানসে তথায় কএক মাস অবস্থান করিলেন।

একদিন বলদেব-গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া অর্জ্জুন সুভদ্রাকে দর্শনপূর্ব্বক প্রবল কামবেগে ভ্রান্তচিত্ত হইয়া উঠিলেন। সুভদ্রাও অর্জ্জুনের প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিতে তাঁহাকে প্রাপ্তির অভিলাষ জানাইলেন। অতঃপর একদিন দেবোৎসব উপলক্ষে সুভদ্রা বহির্গতা হইলে অর্জ্জুন বসুদেবাদির অভিপ্রেতানুসারে অবরোধকারী যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সুভদ্রাকে হরণ করিলেন। বলদেব তাহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এবং বান্ধবগণ-কর্ত্তৃক সান্ত্বনা লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বহুমূল্য উপঢৌকন-সমূহ বর বধূকে প্রেরণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণভক্ত শ্রুতদেব-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মিথিলাতে বাস করিতেন; তিনি দৈবক্রমে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী ভোজ্যমাত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে কাল অতিবাহিত করিতেন। শ্রুতদেবের ন্যায় অহঙ্কারশূন্য 'বহুলাশ্ব'-নামক জনকবংশ্য জনৈক রাজা বিদেহরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নারদাদি মুনিগণসহ রথারোহণে উভয় ভক্তের গৃহেই গমন করিয়াছিলেন। বিদেহপুরবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের আগমন শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উপায়ন হস্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমন এবং সানুচর তদীয় শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিয়াছিল।

বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব উভয়েই কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে স্ব-স্ব-গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও উভয়ের প্রীতি বিধানার্থ তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের যথাযোগ্য পূজাপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন এবং ভগবৎপাদোদক দ্বারা কুটুম্বগণসহ নিজেকে অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় সহচর মুনিগণের মাহাত্ম্য খ্যাপনার্থ শ্রুতদেবের নিকট বলিলেন যে, গঙ্গাদি তীর্থসমূহ দীর্ঘকাল সেবায় পবিত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু বিপ্রগণ দর্শনমাত্রই পবিত্র করিয়া থাকেন। তাঁহারা শৌক্রাদি ত্রিবিধ জন্ম দ্বারা নিখিল প্রাণিমধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। পরে যদি শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত হন, তবে তাঁহাদের বিষয় বর্ণনাতীত। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববেদময় এবং কৃষ্ণও সর্ব্ববেদময় বলিয়া বিপ্রগণই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপনির্ণয়ে সমর্থ। অতএব বিপ্রগণের অর্চ্চনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই অর্চ্চনা হইবে, ইহা জানাইলে উভয় ভক্তই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মুনিগণকে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে সন্মার্গের বিষয় উপদেশ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ—(হে) ব্রহ্মন্, যা মম পিতামহী আসীৎ রাম-কৃষ্ণয়োঃ স্বসারং (ভগিনীং সুভদ্রানাম্নীং তাং) বিজয়ঃ (অর্জ্জুনঃ) যথা উপযেমে (যেনোপায়েন পরিণীতবান্ তদ্ বয়ং) বেদিতুং (ভবৎসকাশাজ্ জ্ঞাতুম্) ইচ্ছামঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্, যিনি আমার পিতামহী ছিলেন, রামকৃষ্ণের ভগিনী সেই সুভদ্রাদেবীকে যেরূপে অর্জ্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

যতিবেষোঽর্জ্জুনোঽহার্ষীৎ সুভদ্রাং মিথিলামগাৎ।
ধিন্বন্ বিপ্রনৃপৌ ভক্তৌ ষড়শীতিতমে হরিঃ ॥০॥

অথ কথোপসংহারমুদ্রামালক্ষ্য ননু, ভোঃ প্রভো, বলদেবাদীনামনিরুদ্ধপর্য্যন্তানাং বিবাহাঃ শ্রুতা এব, কিন্তু সুভদ্রাবিবাহো ন শ্রুত ইত্যাহ—ব্রহ্মন্নিতি। বিজয়োঽর্জ্জুনঃ। তদ্বিবাহো মমত্ববশ্য প্রষ্টব্য ইত্যাহ,—যেতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষড়শীতিতম অধ্যায়ে সন্ন্যাসী বেশধারী অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজভক্তদ্বয় রাজা ও মন্ত্রী ব্রাহ্মণকে কৃপা করিবার জন্য মিথিলায় গিয়াছিলেন ॥ ০ ॥

অনন্তর কথা উপসংহার লক্ষণ দেখিয়া মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করিলেন—হে প্রভো! বলদেব হইতে আরম্ভ করিয়া অনিরুদ্ধ পর্য্যন্ত বিবাহ সকল শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু সুভদ্রার বিবাহ শ্রবণ করি নাই। বিজয় অর্থাৎ অর্জ্জুন, তাহার বিবাহ কিন্তু আমার অবশ্যই জিজ্ঞাস্য ॥ ১ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

অর্জ্জুনস্তীর্থযাত্রায়াং পর্য্যটন্নবনীং প্রভুঃ।
গতঃ প্রভাসমশৃণোন্মাতুলেয়ীং স আত্মনঃ॥ ২॥
দুর্য্যোধনায় রামস্তাং দাস্যতীতি ন চাপরে।
তল্লিপ্সুঃ স যতির্ভূত্বা ত্রিদণ্ডী দ্বারকামগাৎ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—প্রভুঃ অর্জ্জুনঃ তীর্থযাত্রায়াং (তীর্থদর্শনপ্রসঙ্গে) অবনীং (পৃথিবীং) পর্য্যটন্ (ভ্রমন্) প্রভাসং গতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) সঃ আত্মনঃ মাতুলেয়ীং (স্বস্য মাতুলকন্যাং) তাং (সুভদ্রাং) রামঃ (বলদেবঃ) দুর্য্যোধনায় দাস্যতি অপরে ন চ (বসুদেবাদয়ো ন দাস্যন্তি) ইতি অশৃণোৎ (লোকমুখাৎ শ্রুতবান্ ততঃ) সঃ (অর্জ্জুনঃ) তল্লিপ্সুঃ (তস্যা মাতুলেয্যা লিপ্সুঃ সন্) ত্রিদণ্ডী যতিঃ ভূত্বা (রামং বঞ্চয়িতুং পূজ্যতমং ত্রিদণ্ডিবেষং বিধায়) দ্বারকাম্ অগাৎ (গতঃ)॥ ২-৩॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—প্রভু অর্জ্জুন তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে এক সময়ে প্রভাসে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার মাতুলকন্যা সুভদ্রাকে বলদেব দুর্য্যোধনের হস্তে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু বসুদেব প্রভৃতি অন্যান্য আত্মীয়গণের তদ্‌বিষয়ে সম্মতি নাই। তখন তিনি ঐ কন্যাগ্রহণে অভিলাষী হইয়া ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর বেশে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন॥ ২-৩॥

বিশ্বনাথ—তাং প্রসিদ্ধাং মাতুলেয়ীং রামো দুর্য্যোধনায় দাস্যতীত্যশৃণোদিত্যন্বয়ঃ। ন চাপরে বসুদেবকৃষ্ণাদয়স্তু ন দিৎসন্তীত্যর্থঃ॥ ২॥

বিশ্বনাথ—তাং লিপ্সুঃ স স্বপ্রিয়সখকৃষ্ণসাহায্যসাহসেন রামং বঞ্চয়িতুং পূজ্যতমং ত্রিদণ্ডিবেষম্ অকরোদিত্যাহ,—যতিরিতি॥ ৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই প্রসিদ্ধা মাতুলেয়ীকে বলদেব দুর্য্যোধনকে দান করিবেন, ইহা শুনিয়াছিলাম—এইভাবে অন্বয় হইবে। বসুদেব কৃষ্ণ প্রভৃতি অন্যেরা দুর্য্যোধনকে দিবার ইচ্ছা নাই॥ ২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সুভদ্রাকে হরণকার্য্যে শ্রীঅর্জ্জুন নিজ প্রিয়সখা কৃষ্ণের সাহায্য ও সাহস দ্বারা বলরামকে বঞ্চনা করিবার জন্য পূজ্যতম ত্রিদণ্ডিবেষ ধারণ করিয়াছিলেন॥ ৩॥

তত্র বৈ বার্ষিকান্ মাসানবাৎসীৎ স্বার্থসাধকঃ।
পৌরৈঃ সভাজিতোঽভীক্ষ্ণং রামেণাজানতা চ সঃ॥৪

অন্বয়ঃ—পৌরৈঃ (পুরবাসিভিঃ) অজানতা (অর্জ্জুনত্বেন তমবিদতা) রামেণ চ অভীক্ষ্ণং (নিরন্তরং) সভাজিতঃ (ত্রিদণ্ডিযতিত্বেন সম্মানিতঃ) স্বার্থসাধকঃ (স্বপ্রয়োজনসাধকঃ কন্যাং প্রেপ্সুঃ) সঃ (অর্জ্জুনঃ) তত্র (দ্বারকায়াং) বার্ষিকান্ (বর্ষাকালীনান্) মাসান্ অবাৎসীৎ বৈ (বাসং কৃতবান্)॥ ৪॥

অনুবাদ—পুরবাসিগণ এবং বলদেবও তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া ত্রিদণ্ডিজ্ঞানে সর্ব্বদা তাঁহার সম্মান করিতে থাকিলে তিনি স্বার্থ-সাধনাভিলাষী হইয়া তথায় বর্ষাকালীন মাসসমূহ অতিবাহিত করিলেন॥৪

একদা গৃহমানীয় আতিথ্যেন নিমন্ত্র্য তম্।
শ্রদ্ধয়োপহৃতং ভৈক্ষ্যং বলেন বুভুজে কিল॥ ৫॥

অন্বয়ঃ—একদা (কদাচিৎ) তম্ (অর্জ্জুনম্) আতিথ্যেন (অতিথিসৎকারধর্ম্মেণ) নিমন্ত্র্য (আহূয়) গৃহম্ আনীয় বলেন শ্রদ্ধয়া (যৎ) উপহৃতং (পরিবিষ্টং তৎ) ভৈক্ষ্যং (ভিক্ষালব্ধং ভোজ্যং) কিল বুভুজে (অর্জ্জুনো ভুক্তবান্)॥ ৫॥

অনুবাদ—একদা বলদেব আতিথ্য বিধানানুসারে তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে যাহা পরিবেশন করিলেন, তিনি তৎসমুদয় ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন॥ ৫॥

বিশ্বনাথ—একদা চাতুর্ম্মাস্যান্তে তং নিমন্ত্র্যানীয় বলদেবেনোপাহৃতং ভৈক্ষ্যং স বুভুজে ইত্যন্বয়ঃ॥৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—একদিন চতুর্ম্মাস্য ব্রতের শেষে বলদেব কর্তৃক অর্জ্জুন নিমন্ত্রিত হইয়া ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন, এইরূপ অন্বয় হইবে॥৫

সোঽপশ্যৎ তত্র মহতীং কন্যাং বীরমনোহরাম্।
প্রীত্যুৎফুল্লেক্ষণস্তস্যাং ভাবক্ষুব্ধং মনোদধে॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—সঃ (অর্জ্জুনঃ) তত্র (বলদেবগৃহে) ধীরমনোহরাং (ধীরাণামপি চিত্তহারিণীং) মহতীম্ (অপূর্ব্বাং) কন্যাম্ (অপরিণীতাং বালিকাম্)

অপশ্যৎ (দৃষ্টবান্ ততঃ সঃ) তস্যাং প্রীত্যুৎফুল্লেক্ষণঃ (প্রীতিপ্রফুল্ললোচনঃ সন্) ভাবক্ষুব্ধং (ভাবেন রত্যভিপ্রায়েণ ক্ষুব্ধং ক্ষুভিতং) মনঃ দধে (ধৃতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তৎকালে তিনি তথায় ধীরজনগণেরও মনোহারিণী এক অপূর্ব্বদর্শনা অপরিণীতা বালাকে দর্শন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে ভাবক্ষুব্ধচিত্তে অবস্থান করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—বীরেতি ধীরেতি চ পাঠে তাদৃশস্যাপ্যর্জ্জুনস্য মনোহরন্তী ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই শ্লোকে বীরমনোহরা ধীরমনোহরা, শ্রীঅর্জ্জুনও উভয়প্রকার বীর ও ধীর ॥ ৬ ॥

সাপি তং চকমে বীক্ষ্য নারীণাং হৃদয়ঙ্গমম্ ।
হসন্তী ব্রীড়িতাপাঙ্গী তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সা (কন্যা) অপি নারীণাং হৃদয়ঙ্গমং (রমণীজনমনোরমং) তম্ (অর্জ্জুনং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ব্রীড়িতাপাঙ্গী (সলজ্জকটাক্ষা) তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণা (তস্মিন্নেব ন্যস্তং হৃদয়মীক্ষণঞ্চ যয়া সা তথা) হসন্তী (সতী) চকমে (তমভিলষিতবতী) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সেই কন্যাও রমণীজনমনোরম অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া সলজ্জকটাক্ষে তাঁহার প্রতিই হৃদয় এবং দৃষ্টি সমর্পণপূর্ব্বক সহাস্যবদনে তাঁহাকে অভিলাষ করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তং নারীণাং হৃদয়ঙ্গমং বীক্ষ্য তাদৃশলক্ষণৈর্নিশ্চিত্য নায়ং যতিঃ, কিন্তু মম প্রেয়ানেবেতি স্বমন এব প্রমাণীকৃত্য চকমে ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুনকে নারীগণের হৃদঙ্গম দেখিয়া ঐরূপ লক্ষণের দ্বারা নিশ্চয় করিয়া ইনি যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসী নহেন কিন্তু আমার প্রীতির পাত্রই ইহা নিজমনেই প্রমাণ করিয়া কামনা করিতেছে ॥ ৭ ॥

তাং পরং সমনুধ্যায়ন্নন্তরং প্রেপ্সুরর্জ্জুনঃ ।
ন লেভে শং ভ্রমচ্চিত্তঃ কামেনাতিবলীয়সা ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—পরং (কেবলং) তাং (কন্যাং) সমনুধ্যায়ন্ (অনুক্ষণং সম্যক্ চিন্তয়ন্) অন্তরং (হর্তুমবসরং) প্রেপ্সুঃ (প্রাপ্তুমিচ্ছুঃ সঃ) অর্জ্জুনঃ অতিবলীয়সা (মহাবলেন) কামেন ভ্রমচ্চিত্তঃ (ভ্রমৎ চিত্তং যস্য স তথাভূতঃ সন্) শং (রামাদিসম্মাননিমিত্তং সুখং) ন লেভে (ন প্রাপ্তবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তখন অর্জ্জুন সর্ব্বদা ঐ কন্যার চিন্তায় নিরত হইয়া তাঁহাকে হরণ করিবার কোনরূপ অবসর লাভ না করায় প্রবল কামবেগে তাঁহার চিত্তভ্রম উপস্থিত হইল এবং তিনি বলদেব প্রভৃতির নিকটে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াও কোনরূপেই সুখলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তরং হর্ত্তুমবসরং শং সুখম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্তর অর্থাৎ হরণ করিবার অবসর, শং সুখ ॥ ৮ ॥

মহত্যাং দেবযাত্রায়াং রথস্থাং দুর্গনির্গতাম্ ।
জহারানুমতঃ পিত্রোঃ কৃষ্ণস্য চ মহারথঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ কদাচিৎ) মহারথঃ (অর্জ্জুনঃ) পিত্রোঃ (দেবকী-বসুদেবয়োঃ) কৃষ্ণস্য চ অনুমতঃ (কন্যাহরণে তৈরনুজ্ঞাতঃ সন্) মহত্যাং (সমৃদ্ধায়াং কস্যাঞ্চিৎ) দেবযাত্রায়াং (দেবতোৎসবে) দুর্গনির্গতাং (দুর্গাদ্ বহির্গতাং) রথস্থাং (তাং কন্যাং) জহার (হৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর একদিন ঐ কন্যা কোন দেবোৎসব উপলক্ষে রথারোহণে দুর্গ হইতে বহির্গতা হইলে মহারথ অর্জ্জুন দেবকী, বসুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে হরণ করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—দেবযাত্রায়াং দেবোত্থানোৎসববিহিতরথযাত্রায়াং জহারেত্যত্র হেতুঃ। পিত্রোঃ কৃষ্ণস্য চ অনুমতঃ প্রাপ্তানুমতিঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবযাত্রাতে অর্থাৎ শ্রীভগবানের উত্থান উৎসব চাতুর্ম্মাস্য শেষে বিহিত রথযাত্রাদিনে হরণ করিলেন, ইহার কারণ পিতা মাতা ও শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ॥ ৯ ॥

রথস্থো ধনুরাদায় শূরাংশ্চারুন্ধতো ভটান্ ।
বিদ্রাব্য ক্রোশতাং স্বানাং স্বভাগং মৃগরাড়িব ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—মৃগরাট্ (সিংহঃ) স্বভাগং ইব (যথা মৃগানাং মধ্যাৎ স্বভাগং হরতি তথা) রথস্থঃ (রথস্থিতঃ সঃ) ধনুঃ আদায় (গৃহীত্বা) আরুন্ধতঃ (আ সমন্তাদ্ রুন্ধত আবরণং কুর্ব্বতঃ) শূরান্ (রথাদিস্থিতান্ যাদববীরান্ তথা) ভটান্ (পদাতিকান্ চ) বিদ্রাব্য (ভঙ্গং প্রাপয্য) স্বানাং (বন্ধূনাং) ক্রোশতাম্ (উচ্চৈরার্ত্তনাদং কুর্ব্বতাং, তাননাদৃত্যেত্যর্থঃ ; অথবা তেষু ক্রোশৎসু সৎসু জহার) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সিংহ যেরূপ অন্যান্য পশুগণের মধ্য হইতে স্বকীয় আহার্য্য হরণ করে, সেরূপ তিনিও উচ্চ আর্ত্তনাদরত কন্যা-সখীগণকে উপেক্ষা করিয়া রথে আরোহণ ও ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক স্বয়ং চতুর্দ্দিকে অবরোধকারী যাদববীরগণ এবং পদাতিকগণকে পরাভূত করিয়া কন্যাকে হরণ করিয়াছিলেন ॥১০॥

বিশ্বনাথ—ক্রোশতামিত্যনাদরে ষষ্ঠী ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ক্রোশতাং উচ্চ আর্ত্তনাদরত সখীগণকে উপেক্ষা করিয়া। এস্থলে অনাদরে ষষ্ঠী ॥ ১০ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ক্ষুভিতো রামঃ পর্ব্বণীব মহার্ণবঃ ।
গৃহীতপাদঃ কৃষ্ণেন সুহৃদ্ভিশ্চানুসান্ত্বিতঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (ভগিনীহরণং) শ্রুত্বা পর্ব্বণি (পর্ব্বদিবসে ইতি অনেন ক্ষোভস্যাধিক্যমপি ধ্বনিতং) ক্ষুভিতঃ (ক্ষোভং প্রাপ্তঃ) মহার্ণবঃ (মহাসমুদ্রঃ) ইব (ক্ষুভিতঃ) রামঃ (বলদেবঃ) কৃষ্ণেন গৃহীতপাদঃ (অনুনয়েন গৃহীতৌ পাদৌ যস্য স তথা) সুহৃদ্ভিঃ চ (বান্ধবৈশ্চ) অনুসান্ত্বিতঃ (অনুক্রমেণ সান্ত্বিতঃ সাম্যং প্রাপিতো বভূব সুহৃদাং শ্রীকৃষ্ণস্য চানুমত্যৈব তেন সা হৃতেত্যবুদ্ধ্যত ইতি ভাবঃ) ॥১১

অনুবাদ—বলদেব পর্ব্বদিবসে তাদৃশ বৃত্তান্ত শ্রবণে অমাবস্যায় ক্ষুভিত মহাসমুদ্রের ন্যায় ক্ষুভিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চরণধারণ এবং বান্ধবগণ অনেক সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা তাঁহাকে স্থির করিয়াছিলেন ॥১১॥

প্রাহিণোৎ পারিবর্হাণি বর-বধ্বোর্মুদা বলঃ ।
মহাধনোপস্করেভ-রথাশ্বনরযোষিতঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) বলঃ মুদা (হর্ষেণ) মহাধনোপস্করেভ-রথাশ্বনরযোষিতঃ (মহাধনান্ মহামূল্যান্ উপস্করান্ উপকরণানি, ইভান্ হস্তিনো রথান্ অশ্বান্, নরান্, পদাতিকান্, যোষিতো দাসীশ্চ) বরবধ্বোঃ পারিবর্হাণি (উপহারত্বেন) প্রাহিণোৎ (প্রেরিতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি হৃষ্টচিত্তে বর-বধূর উপহারস্বরূপ মহামূল্য উপকরণসমূহ হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক এবং দাসীসকল প্রেরণ করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—পারিবর্হাণি প্রীতিদেয়ানি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পারিবর্হ সমূহ অর্থাৎ প্রীতিপূর্ব্বক দেয় উপহার সমূহ ॥ ১২ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

কৃষ্ণস্যাসীদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রুতদেব ইতি শ্রুতঃ ।
কৃষ্ণৈকভক্ত্যা পূর্ণার্থঃ শান্তঃ কবিরলম্পটঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—শ্রুতদেবঃ ইতি শ্রুতঃ (নাম্না খ্যাতঃ) কৃষ্ণৈকভক্ত্যা (কৃষ্ণস্য একয়া অনন্যয়া ভক্ত্যা) পূর্ণার্থঃ (সিদ্ধমনোরথঃ, অতঃ) শান্তঃ অলম্পটঃ (বিষয়ানাসক্তঃ) কবিঃ (বিবেকী কশ্চিৎ) দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণস্য (ভক্তঃ) আসীৎ (অভূৎ) ॥১৩॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, কৃষ্ণৈকভক্তিহেতু পূর্ণমনোরথযুক্ত, শান্ত, বিষয়ে অনাসক্ত শ্রুতদেব নামে প্রসিদ্ধ এক বিবেকী ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অথ স্বয়মেব স্মৃতিপথমাগতং তচ্চরিতবিশেষং স্বসাক্ষাদ্দৃষ্টমপৃষ্টমপ্যাহ,—কৃষ্ণস্যেতি। কৃষ্ণস্বামিক ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংই স্মৃতিপথে আগত বহুলাশ্ব রাজা ও শ্রুতদেব প্রসিদ্ধ বিবেকী ব্রাহ্মণের চরিত্র বিশেষ নিজের সাক্ষাৎভাবে দৃষ্ট, জিজ্ঞাসা না করিলেও বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত কৃষ্ণই একমাত্র যাঁহাদের প্রভু ॥ ১৩ ॥

স উবাস বিদেহেষু মিথিলায়াং গৃহাশ্রমী ।
অনীহয়াগতাহার্য্য-নির্ব্বর্ত্তিতনিজক্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—গৃহাশ্রমী সঃ (শ্রুতদেবঃ) অনীহয়া (অনায়াসেন) আগতাহার্য্যনির্ব্বর্ত্তিতনিজক্রিয়ঃ (আগতং প্রাপ্তঃ যদাহার্য্যং তেন নির্ব্বর্ত্তিতাঃ সম্পাদিতা নিজাঃ ক্রিয়া যেন স তথাভূতঃ সন্) বিদেহেষু (বিদেহরাজ্য) মিথিলায়াং (তদাখ্যনগর্য্যাম্) উবাস (বাসং কৃতবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ঐ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অনায়াসলব্ধ আহার্য্য বস্তু দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ সহকারে বিদেহরাজ্যে মিথিলা নগরীতে বাস করিতেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিদেহেষু দেশেষু মিথিলায়াং পূর্য্যামনীহয়া অনুদ্যমেনৈবাগতং যদাহার্য্যং ভোজ্যং তেনৈব নির্ব্বর্ত্তিতা নিজাক্রিয়া ভগবৎপরিচর্য্যাপি যেন সঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিদেহ দেশে মিথিলাপুরীতে উদ্যমব্যতীতই আগত যে আহার্য্য অর্থাৎ ভোজ্য তাহার দ্বারাই নিজভগবৎ পরিচর্য্যাদি ক্রিয়া যিনি সমাধান করেন সেই গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ঐ শ্রুতদেব ॥১৪

যাত্রামাত্রং ত্বহরহর্দৈবাদুপনমত্যুত ।
নাধিকং তাবতা তুষ্টঃ ক্রিয়াশ্চক্রে যথোচিতাঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ—অহরহঃ (প্রতিদিনং) তু দৈবাৎ (দৈবক্রমেণৈব) যাত্রামাত্রং (শরীরাদিনির্ব্বাহমাত্রং ভোজ্যম্) উপনমতি (তং প্রত্যাগচ্ছতি) উত ন অধিকং (তদতিরিক্তন্তু নোপনমতীত্যর্থঃ, স চ) তাবতা (তাবৎ পরিমিতেনৈব) তুষ্টঃ (প্রীতঃ সন্) যথোচিতাঃ (যথাবিহিতাঃ) ক্রিয়াঃ (কার্য্যাণি) (অনুষ্ঠিতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—প্রতিদিন দৈবক্রমে তাঁহার শরীরযাত্রানির্ব্বাহের উপযোগী ভোজ্যমাত্রই উপস্থিত হইত। তিনিও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যসমূহের অনুষ্ঠান করিতেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদপ্যাহার্য্যং দৈবাদ্ভগবদিচ্ছাবশাদ্‌যাত্রামাত্রং সপরিকরস্বশরীরনির্ব্বাহো যাবতা ভবতি তাবন্মাত্রমেবাহরহরুপনমতি মিলতি নত্বধিকম্ ॥১৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই আহার্য্য দ্রব্যও দৈবাৎ ভগবৎ ইচ্ছাবশে আগমনমাত্রই সপরিকর সশরীর নির্ব্বাহ যাহার দ্বারা হয়, সেই পর্য্যন্তই প্রতিদিন মিলে, তাহার অধিক নহে ॥ ১৫ ॥

তথা তদ্রাষ্ট্রপালোহঙ্গ বহুলাশ্ব ইতি শ্রুতঃ ।
মৈথিলো নিরহম্মান উভাবপ্যচ্যুতপ্রিয়ৌ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে বৎস, পরীক্ষিৎ,) তথা (শ্রুতদেববৎ) বহুলাশ্বঃ ইতি শ্রুতঃ (নাম্না খ্যাতঃ) মৈথিলঃ (মিথিলস্য জনকস্য বংশ্যঃ) তদ্‌রাষ্ট্রপালঃ (বিদেহরাজ্যাধিপতিরপি) নিরহম্মানঃ (অহঙ্কারশূন্য আসীৎ) উভৌ অপি অচ্যুতপ্রিয়ৌ (কৃষ্ণভক্তৌ বভূবতুঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে বৎস পরীক্ষিৎ, তৎকালে শ্রুতদেবের ন্যায় অহঙ্কারশূন্য বহুলাশ্বনামক জনকবংশজাত জনৈক রাজা বিদেহরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহারা দুইজনেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—মিথিলস্য জনকস্য বংশ্যো মৈথিলঃ মিথিলায়াং ঈশ্বর ইতি বা। নিরহম্মানঃ রাজত্বাভিমানশূন্যঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মিথিল জনকের বংশে জাত মৈথিল অথবা মিথিলার রাজা নিরহংকার অর্থাৎ রাজত্ব অভিমান শূন্য ॥ ১৬ ॥

তয়োঃ প্রসন্নো ভগবান্ দারুকেণাহৃতং রথম্ ।
আরুহ্য সাকং মুনিভির্বিদেহান্ প্রযযৌ প্রভুঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—তয়োঃ (শ্রুতদেব-বহুলাশ্বয়োঃ সম্বন্ধে) প্রসন্নঃ (সন্তুষ্টঃ সন্) প্রভুঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দারুকেণ আহৃতম্ (আনীতং) রথম্ আরুহ্য মুনিভিঃ সাকং (সহ) বিদেহান্ প্রযযৌ (গতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—প্রভু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দারুক-কর্তৃক উপনীত রথে আরোহণপূর্ব্বক মুনিগণের সহিত বিদেহরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তয়োঃ প্রসন্ন ইতি। তৌ স্বেষ্টদেবশ্রীবিগ্রহপরিচর্য্যানুরোধবশাদেবাগন্তুমসমর্থ্যাবালক্ষ্যা-

তিদিদৃক্ষুভ্যাং তাভ্যাং স্বয়মেব দর্শনং দাতুঃ প্রযযৌ মুনিভিঃ সহৈবারুহ্যেত্যন্যথা তেষাং শ্রমমালক্ষ্য বলাদেব মুনয়ঃ স্বরথমারোহিতা ইতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ রাজা ও মন্ত্রী ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহারা উভয়ে নিজ ইষ্টদেব শ্রীবিগ্রহের পরিচর্য্যা অনুরোধে ভগবৎ দর্শনে আসিতে না পারায় তাহাদের দুইজনকে অতিশয় দর্শনের ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ নিজেই শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে দর্শন দানের জন্য মুনিগণের সহিত সহসা রথে আরোহণ করিয়া, তাহা না হইলে মুনিগণের শ্রম হইবে দেখিয়া বলপূর্ব্বক মুনিগণকে নিজরথে আরোহণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ মিথিলায় চলিলেন ॥ ১৭ ॥

নারদো বামদেবোঽত্রিঃ কৃষ্ণো রামোঽসিতোঽরুণিঃ।
অহং বৃহস্পতিঃ কণ্বো মৈত্রেয়শ্চ্যবনাদয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—নারদঃ বামদেবঃ অত্রিঃ কৃষ্ণঃ (ব্যাসঃ) রামঃ (ভার্গবঃ) অসিতঃ অরুণিঃ অহং (শুকঃ) বৃহস্পতিঃ কণ্ব মৈত্রেয়ঃ চ্যবনাদয়ঃ (এতৈঃ সহ *প্রযযৌ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ*) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তৎকালে নারদ, বামদেব, অত্রি, ব্যাসদেব, ভার্গব, অসিত, অরুণি, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয়, চ্যবন প্রভৃতি অন্যান্য মুনিগণ এবং আমি তাঁহার সহচর হইয়াছিলাম ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণো ব্যাসঃ রামো ভার্গবঃ অহং শুকঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ ব্যাসদেব, রাম অর্থাৎ পরশুরাম, আমি অর্থাৎ শ্রীশুকদেব ॥১৮

তত্র তত্র তমায়ান্তং পৌরা জানপদা নৃপ।
উপতস্থুঃ সার্ঘ্যহস্তা গ্রহৈঃ সূর্য্যমিবোদিতম্ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, পৌরাঃ (নাগরিকাঃ) জানপদাঃ (গ্রামবাসিনশ্চ) সার্ঘ্যহস্তাঃ (অর্ঘ্যযুক্তহস্তাঃ সন্তঃ) গ্রহৈঃ (সহ) উদিতং সূর্য্যং ইব (মুনিভিঃ সহ) আয়ান্তং (সমাগতং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) তত্র তত্র (সর্ব্বত্র গমনমার্গে) উপতস্থুঃ (অভিনন্দয়ামাসুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, নাগরিকগণ ও গ্রামবাসিগণ অর্ঘ্য হস্তে গ্রহের সহিত উদিত সূর্য্যের ন্যায় মুনিগণসহ সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে গমনপথে সর্ব্বত্র অভিনন্দিত করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

আনর্ত্তধন্বকুরুজাঙ্গলকঙ্কমৎস্য-
পাঞ্চাল-কুন্তি-মধুকেকয়কোশলার্ণাঃ।
অন্যে চ তন্মুখসরোজমুদারহাস-
স্নিগ্ধেক্ষণং নৃপ পপুর্দৃশিভির্নৃনার্য্যঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, আনর্ত্তধন্বকুরুজাঙ্গলকঙ্কমৎস্য-পাঞ্চাল-কুন্তি-মধুকেকয়কোশলার্ণাঃ (আনর্ত্তাদ্যর্ণান্তাস্তত্তদ্দেশবর্ত্তিনস্তথা) অন্যে চ (অন্যদেশস্থাশ্চ) নৃনার্য্যঃ (পুরুষস্ত্রীজনাঃ) দৃশিভিঃ (নেত্রৈঃ) উদারহাসস্নিগ্ধেক্ষণম্ (উদারহাসঃ স্নিগ্ধমীক্ষণঞ্চ যস্মিন্ তৎ) তন্মুখসরোজং (শ্রীকৃষ্ণবদনপঙ্কজং) পপুঃ (সরাগমবলোকয়ামাসুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আনর্ত্ত, ধন্ব, কুরু, জাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল ও *অর্ণদেশবাসিগণ এবং অন্যান্য দেশস্থিত নরনারীগণ* নিজ নিজ নেত্রদ্বারা তৎকালে অনুরাগ সহকারে তদীয় বদনকমল নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—আনর্ত্তাদিদেশীয়াঃ মার্গসন্নিকৃষ্টা এবান্যে মার্গবিপ্রকৃষ্টা অপি জনাস্তত্র তত্রাগত্য দৃশিভির্নৈত্রৈর্ম্মুখসরোজং পপুস্তন্মাধুর্য্যমাস্বাদয়ামাসুঃ ॥২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আনর্ত্ত আদি দেশবাসীগণ পথের নিকটেই পড়ে, অন্য জনগণ পথের দূরে হইলেও পথের নিকটে আসিয়া নয়ন সমূহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম পান করিল অর্থাৎ নিজ মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করাইলেন ॥ ২০ ॥

তেভ্যঃ স্ববীক্ষণবিনষ্টতমিস্রদৃগ্ভ্যঃ
ক্ষেমং ত্রিলোকগুরুরর্থদৃশঞ্চ যচ্ছন্।
শৃণ্বন্ দিগন্তধবলং স্বযশোঽশুভঘ্নং
গীতং সুরৈর্নৃভিরগাচ্ছনকৈর্বিদেহান্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রিলোকগুরুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্ববীক্ষণবিনষ্টতমিস্রদৃগ্ভ্যঃ (স্বস্য বীক্ষণং কৃপাবলোক-

বর্ত্তনবিনষ্টং তমিস্রং অজ্ঞানং যাসু তথা ভূতা দৃশো নেত্রাণি যেষাং তেভ্যঃ) তেভ্যঃ (মার্গস্থজনেভ্যঃ) ক্ষেমম্ (অভয়ম্) অর্থদৃশং (তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ) যচ্ছন্ (দদন্) সুরৈঃ নৃভিঃ (চ) গীতম্ অশুভঘ্নং (পাপ-নাশনং) দিগন্তধবলং (দিঙমণ্ডলনির্ম্মলজনকং) স্বযশঃ শৃণ্বন্ শনকৈঃ (ক্রমেণ) বিদেহান্ অগাৎ (গতঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ত্রিলোকগুরু ভগবান্ তৎকালে নিজ দৃষ্টিপাতদ্বারা অজ্ঞানান্ধকারবিমুক্তদৃষ্টি জনগণকে অভয় ও তত্ত্বজ্ঞান বিতরণপূর্ব্বক সুর-মানব-কীর্ত্তিত, পাপবিনাশন, দিঙমণ্ডল-প্রকাশক স্বীয় যশোগান শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে বিদেহরাজ্যে উপস্থিত হইলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পরব্রহ্মবিগ্রহস্য তস্য মাধুর্য্যা-স্বাদনং কথং তেষাং প্রতি স্বনেত্রৈস্তত্রাহ,—তেভ্যঃ। "পুমান্ স্ত্রিয়া" ইত্যেকশেষাৎ নৃভ্যো নারীভ্যশ্চে-ত্যর্থঃ। স্ববীক্ষণং স্বকৃপাবলোকস্তেন বিনষ্টং তমি-স্রমজ্ঞানং যাসু তথাভূত্বা দৃশো নেত্রাণি যেষাং তেভ্যঃ। অর্থদৃশং পরমার্থবস্ত্বনুভবং ক্ষেমং স্বভক্তিযোগং চ স্বমাধুর্য্যবিশেষগ্রাহকং যচ্ছন্ "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি তদুক্তেঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে পরব্রহ্ম বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন কিরূপে প্রজাবৃন্দের তাহাদের নিজ নিজ নয়ন দ্বারা সফল হয়। পুরুষ ও স্ত্রী একসঙ্গে সমাসবদ্ধ হইয়া নরনারীগণ এইরূপ অর্থ হইবে নিজদর্শন অর্থাৎ নিজকৃপাদ্বারা দর্শনদান, তাহার দ্বারা দর্শনকারীগণের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া পরমার্থবস্তু অনুভব যোগ্য মঙ্গল নিজভক্তি-যোগ ও নিজ মাধুর্য্যবিশেষ গ্রহণ করিবার শক্তিদান করিয়া 'ভক্তিদ্বারাই আমি একমাত্র গ্রহণযোগ্য হই' ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ॥ ২১ ॥

তেঽচ্যুতং প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরা জানপদা নৃপ।
অভীয়ুর্মুদিতাস্তস্মৈ গৃহীতার্হণপাণয়ঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তে (বিদেহরাজ্যস্থাঃ) পৌরাঃ জানপদাঃ (চ) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) প্রাপ্তং (সমাগতম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) মুদিতাঃ (প্রীতাঃ) গৃহীতার্হণপাণয়ঃ (উপায়নহস্তাশ্চ সন্তঃ) তস্মৈ অভীয়ুঃ (প্রত্যুজ্জগ্মুঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে বিদেহরাজ্যস্থিত পুরবাসী এবং গ্রামবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের আগমন শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উপহার হস্তে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অভীয়ুঃ প্রত্যুজ্জগ্মুঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভীয়ু' হে মহারাজ। সেই কালে বিদেহরাজ্যবাসী পুরবাসীগণ ও গ্রামবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের আগমন শ্রবণ করিয়া উপহার হস্তে সন্তুষ্ট-চিত্তে তাহার অগ্রে গমন করিয়াছিল ॥ ২২ ॥

দৃষ্ট্বা ত উত্তমঃশ্লোকং প্রীত্যুৎফুল্লাননাশয়াঃ।
কৈর্ধৃতাঞ্জলিভির্নেমুঃ শ্রুতপূর্ব্বাংস্তথা মুনীন্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—তে (জনাঃ) উত্তমঃশ্লোকং (শ্রীকৃষ্ণং) দৃষ্ট্বা প্রীত্যুৎফুল্লাননাশয়াঃ (প্রীতিপ্রফুল্লবদনহৃদয়াঃ সন্তঃ) ধৃতাঞ্জলিভিঃ (ধৃতা বদ্ধা অঞ্জলয়ো যেষু তৈঃ) কৈঃ (শিরোভিস্তং) তথা শ্রুতপূর্ব্বান্ (পূর্ব্বশ্রুতান্ তান্) মুনীন্ নেমুঃ (অভিবাদয়ামাসুঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তাহারা পুণ্যশ্লোকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে এবং পূর্ব্বোক্ত মুনিগণকে প্রণাম করিয়াছিল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—কৈঃ শিরোভিঃ ধৃতা অঞ্জলয়ো যেষু তৈঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৈঃ অর্থাৎ মস্তক সমূহে প্রজাগণ অঞ্জলিধারণ করিয়া কৃষ্ণকে ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়াছিল ॥ ২৩ ॥

স্বানুগ্রহায় সম্প্রাপ্তং মন্বানৌ তং জগদ্গুরুম্।
মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ পাদয়োঃ পেততুঃ প্রভোঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ—মৈথিলঃ (বহুলাশ্ব) শ্রুতদেবঃ চ তং জগদ্গুরুং (শ্রীকৃষ্ণং) স্বানুগ্রহায় (স্বয়োরাত্মনোরনু-গ্রহায়ানুগ্রহং কর্ত্তুং) সম্প্রাপ্তং (সমাগতং) মন্বানৌ (নির্দ্ধারয়ন্তৌ সন্তৌ) প্রভোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদয়োঃ পেততুঃ (পতিতৌ বভূবতুঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—বহুলাশ্ব এবং শ্রুতদেবও নিজেদের অনুগ্রহার্থেই জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের আগমন নির্দ্ধারণ করিয়া প্রভুর পদযুগলে পতিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

ন্যমন্ত্রয়েতাং দাশার্হমাতিথ্যেন সহ দ্বিজৈঃ ।
মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ যুগপৎ সংহতাঞ্জলী ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—মৈথিলঃ শ্রুতদেবঃ চ সংহতাঞ্জলী (কৃতাঞ্জলী সন্তৌ) দ্বিজৈঃ (মুনিভিঃ) সহ দাশার্হং (শ্রীকৃষ্ণং) যুগপৎ (সমকালম্) আতিথ্যেন (আতিথ্য-নিয়মানুসারেণ) ন্যমন্ত্রয়েতাং (নিমন্ত্রিতবন্তৌ) ॥২৫॥

অনুবাদ—অনন্তর উভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া এক সময়ে মুনিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আতিথ্য বিধানানুসারে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ন্যমন্ত্রয়েতামিত্যার্ষম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন্যমন্ত্রয়েতাম্' ইহা ঋষি প্রয়োগ। নিমন্ত্রিতবন্তৌ অর্থাৎ মহারাজ ও শ্রুতদেব উভয়ে একইস্থলে পথদ্বয়ের সংযোগে দুইজনেই মুনিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে একই সময়ে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য দ্বয়োঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
উভয়োরাবিশদ্‌গেহমুভাভ্যাং তদলক্ষিতঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ তৎ (নিমন্ত্রণদ্বয়ম্) অভিপ্রেত্য (স্বীকৃত্য) তৎ (তদা) দ্বয়োঃ (এব) প্রিয়চিকীর্ষয়া (প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছয়া) উভাভ্যাম্ অলক্ষিতঃ (মদ্‌গেহাদন্যস্য গেহং যাতীত্যবিদিতঃ সন্) উভয়োঃ গেহং (গৃহম্) আবিশৎ (প্রবিষ্টঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তখন ভগবান্ উভয়েরই নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক উভয়েরই প্রীতি সম্পাদনাভিলাষে তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন; অথচ তাঁহাদের কেহই জানিতে পারিলেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজের গৃহের ন্যায় অন্যের গৃহেও প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তদভিপ্রেত্য মদ্‌গৃহমেবায়াত্বিতি দ্বয়োরেব বাঞ্ছিতং জ্ঞাত্বা উভয়োরাবিশদিতি স্বস্য মুনীনাঞ্চ প্রকাশদ্বয়ীকরণাৎ। তত্তদা উভাভ্যাম্ অলক্ষিত ইতি মমৈব নিমন্ত্রণমঙ্গীকৃত্য মদ্‌গৃহমেব কৃপালুঃ প্রভুরায়াতি শ্রুতদেবস্তু প্রভুরহিত এবায়মেকাকী স্বগৃহং যাতীতি রাজা যথা বিচারয়তি স্ম তথা শ্রুতদেবোঽপ্যতস্তয়োরপি দ্বৌ দ্বৌ প্রকাশাবিবাভূতাম্। একঃ কৃষ্ণসংযুক্তো হৃষ্টঃ, অন্যঃ কৃষ্ণবিযুক্তো বিষণ্ণ ইতি। কৃষ্ণসংযুক্তরাজপ্রতিবেশিজনৈঃ শ্রুতদেবগৃহং গতৈঃ শ্রুতদেবঃ কৃষ্ণবিযুক্তো বিষণ্ণো দৃশ্যতে স্ম। তথৈব কৃষ্ণসংযুক্তশ্রুতদেবপ্রতিবেশিজনৈঃ রাজাপি কৃষ্ণবিযুক্তো বিষণ্ণ ইতি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাদের অভিমত জানিয়া অর্থাৎ দুইজনেই বলিতেছেন—'আমার গৃহেই আগমন করুন' এইরূপ উভয়ের মনোবাঞ্ছা জানিয়া উভয়ের গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিজের ও মুনিগণের দুইটি করিয়া প্রকাশ আবির্ভূত করিলেন। তখন তাহারা উভয়ের অলক্ষিতে, আমারই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া আমার গৃহেই কৃপালু প্রভু যাইতেছেন, শ্রুতদেব কিন্তু প্রভুব্যতীতই একাকী নিজগৃহে যাইতেছেন, এইরূপ রাজা যেমন বিচার করিতেছেন, সেইরূপ শ্রুতদেবও বিচার করিতেছেন। তাহাদের দুইজনের দুইটি দুইটি প্রকাশ আবির্ভূত হইয়াছিল, একটি প্রকাশ কৃষ্ণসংযুক্ত ও আনন্দিত, অন্য শ্রীকৃষ্ণ বিযুক্ত প্রকাশ বিষণ্ণচিত্ত। কৃষ্ণসংযুক্ত রাজপ্রতিবেশীগণ শ্রুতদেব-গৃহে গিয়া শ্রুতদেব কৃষ্ণবিযুক্ত বিষণ্ণ দেখিতেছিলেন, সেইরূপ কৃষ্ণসংযুক্ত শ্রুতদেবের প্রতিবেশী জনগণ রাজাও কৃষ্ণবিযুক্ত বিষণ্ণ এইরূপ দেখিতেছিল ॥২৬

শ্রান্তানপ্যথ তান্ দূরাজ্জনকঃ স্বগৃহাগতান্ ।
আনীতেষ্বাসনাগ্র্যেষু সুখাসীনান্ মহামনাঃ ॥২৭॥
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা উদ্ধর্ষহৃদয়াস্রাবিলেক্ষণঃ ।
নত্বা তদঙ্ঘ্রীন্ প্রক্ষাল্য তদপো লোকপাবনীঃ ॥২৮
সকুটুম্বো বহন্ মূর্দ্ধ্না পূজয়াঞ্চক্র ঈশ্বরান্ ।
গন্ধমাল্যাম্বরাকল্প-ধূপদীপার্ঘ্যগোবৃষৈঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) মহামনাঃ (মহামতিঃ) জনকঃ (বহুলাশ্বঃ) দূরাৎ স্বগৃহাগতান্ অপি (অপি চ) শ্রান্তান্ (শ্রমযুক্তান্) আনীতেষু (উপনীতেষু) আসনাগ্র্যেষু (উত্তমাসনেষু) সুখাসীনান্ (সুখোপবিষ্টান্) তান্ (সকৃষ্ণমুনিজনান্) প্রবৃদ্ধভক্ত্যা (সহ) নত্বা (প্রণম্য) উদ্ধর্ষহৃদয়াস্রাবিলেক্ষণঃ

(উদ্ধর্য্যমুদ্গতহর্ষং হৃদয়ং যস্য, অস্রৈরাবিলে ক্লিন্নে ঈক্ষণে নেত্রে যস্য সঃ, স চ স চ তথা সন্) তদঙ্ঘ্রীন্ (তেষাং পাদান্) প্রক্ষাল্য লোকপাবনীঃ (জগৎ-পবিত্রতাকারিণীঃ) তদপঃ (পাদক্ষালনজলানি) স-কুটুম্বঃ (সপরিবারঃ) মূর্দ্ধ্না (মস্তকেন) বহন্ (ধারয়ন্) ঈশ্বরান্ (তান্ প্রভূন্) গন্ধমাল্যাম্বরাকল্প ধূপদীপার্ঘ্য-গোবৃষৈঃ (গন্ধৈর্মাল্যৈরম্বরৈর্বস্ত্রৈরাকল্পৈর্ভূষণৈর্ধূপৈর্দী-পৈরর্ঘ্যের্গোভির্ধেনুভির্বৃষৈশ্চ) পূজয়াঞ্চক্রে (অর্চ্চিত-বান্) ।। ২৭-২৯ ।।

অনুবাদ—অনন্তর মহামতি বহুলাশ্ব দূর হইতে নিজগৃহে সমাগত শ্রান্ত অতিথি মুনিগণ এবং শ্রীকৃষ্ণকে উত্তম আসন প্রদানপূর্ব্বক সুখে উপবিষ্ট তাঁহাদিগকে অতিশয় ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন। পরে হৃষ্টচিত্তে অশ্রুসিক্তনয়নে তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন করিয়া সেই লোকপাবন পাদবারি সপরিবারে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য, ধেনু এবং বৃষ দ্বারা প্রভুগণের অর্চ্চন করিলেন ।। ২৭-২৯ ।।

বিশ্বনাথ—অস্রাবিলেক্ষণঃ অশ্রুক্লিন্ননয়নঃ ।।২৮।।

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরঃ কৃষ্ণশ্চ ঈশ্বরতুল্যা মুনয়শ্চ তান্ ঈশ্বরান্ ।। ২৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—নয়ন জল পূর্ণদৃষ্টি অর্থাৎ অশ্রুপূর্ণনয়ন ।। ২৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও ঈশ্বর-তুল্য মুনিগণকেও ঈশ্বর ভাবিয়াছিল ।। ২৯ ।।

বাচা মধুরয়া প্রীণন্নিদমাহান্নতর্পিতান্ ।
পাদাবঙ্কগতৌ বিষ্ণোঃ সংস্পৃশং শনকৈর্মুদা ।।৩০।।

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) অঙ্কগতৌ (স্বস্য ক্রোড়ে কৃতৌ) বিষ্ণোঃ (কৃষ্ণস্য) পাদৌ মুদা (হর্ষেণ) সংস্পৃশন্ (সম্যক্ স্পৃশন্) অন্নতর্পিতান্ (ভোজ্যেন পরিতৃপ্তান্ তান্) মধুরয়া বাচা (বাক্যেন) প্রীণন্ (প্রীণয়ন্) শনকৈঃ (ধীরম্) ইদং (বক্ষ্যমাণবচ-নম্) আহ (উক্তবান্) ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—অতঃপর তাঁহারা ভোজন দ্বারা পরি-তৃপ্ত হইলে বহুলাশ্ব হৃষ্টচিত্তে ভগবানের পদযুগল ক্রোড়ে ধারণ ও বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহার প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ।। ৩০ ।।

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ—

ভবান্ হি সর্ব্বভূতানামাত্মা সাক্ষী স্বদৃগ্‌বিভো ।
অথ নস্ত্বৎপদাম্ভোজং স্মরতাং দর্শনং গতঃ ।।৩১।।

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, ভবান্ হি সর্ব্বভূতানাম্ আত্মা (চেতয়িতা) সাক্ষী (প্রকাশকঃ) স্বদৃক্ (স্বপ্রকা-শশ্চ ভবতি) অথ (অতঃ কারণাৎ) তৎপদাম্ভোজং (তব পাদপদ্মযুগলং) স্মরতাং (ধ্যায়তাং) নঃ (অস্মাকং) দর্শনং (দৃষ্টিপথং) গতঃ (প্রাপ্তো ভবতি) ।। ৩১ ।।

অনুবাদ—রাজা বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে বিভো, আপনি সমস্ত প্রাণিগণের চেতনকর্ত্তা, প্রকাশক ও স্বপ্রকাশস্বরূপ, অতএব আমরা ভবদীয় চরণকমল ধ্যান করায় আপনি আমাদের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইয়াছেন ।। ৩১ ।।

বিশ্বনাথ—আত্মা চেতয়িতা অতো জড়ং মাং চেতনীকৃত্য কৃপয়া স্বভক্তৌ প্রবর্ত্তয়সীতি ভাবঃ। সাক্ষী ভদ্রাভদ্রকর্ম্মদ্রষ্টা অতো মদনুষ্ঠিতাং স্বভক্তিং স্বয়মেব নিত্যং পশ্যসীতি ভাবঃ। স্বদৃগিতি। ত্বয়ি ন কাপি বিজ্ঞাপনাপেক্ষেতি ভাবঃ। অথ অতএব স্মরতামিতি যদি প্রভুরেব স্বয়মাগত্য দর্শনং দদাতি তদৈব দর্শনপ্রাপ্তিরস্মাকমন্যথা তু স্বগৃহে তদীয়-শ্রীবিগ্রহপ্রাত্যহিকপরিচর্য্যাং ক্ষণমাত্রমপি ত্যক্ত্বা ক্বাপি গন্তুমশক্নুবতামস্মাকং ন তদ্ভাগ্যসম্ভব ইতি সততং চিন্তয়তামিত্যর্থঃ ।। ৩১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আত্মা চেতন প্রদাতা, অত-এব জড় আমাকে চেতন দান করিয়া কৃপাপূর্ব্বক নিজভক্ত করিয়াছেন। ইহাই ভাবার্থ। সাক্ষী অর্থাৎ মঙ্গল ও অমঙ্গল কর্ম্ম দ্রষ্টা। অতএব আমার অনুষ্ঠিত নিজভক্তি স্বয়ংই নিত্য দর্শন করিতেছেন, যেহেতু আপনি স্বদৃক্ আপনাকে জানাইবার কোন অপেক্ষা নাই। অতএব স্মরণকারী ভক্তগণের যদি প্রভুই স্বয়ং আসিয়া দর্শনদান করেন, তখনই দর্শন প্রাপ্তি আমাদের হয়। তাহা না হইলে নিজগৃহে তোমার শ্রীবিগ্রহ প্রতিদিন পরিচর্য্যাতে ক্ষণমাত্রও

ত্যাগ করিয়া কোথাও গমনে শক্তি নাই। আমাদের সেই ভাগ্য অসম্ভব এইরূপ সতত চিন্তাকারী আমরা ॥ ৩১ ॥

স্ববচস্তদৃতং কর্ত্তুমস্মদ্দৃগ্‌গোচরো ভবান্।
যদাত্থৈকান্তভক্তান্মে নানন্তঃ শ্রীরজঃ প্রিয়ঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—মে (মম) একান্তভক্তাৎ (অনন্যভক্তিযুক্তাৎ পুরুষাৎ) অনন্তঃ (বন্ধুরপি) শ্রীঃ (লক্ষ্মীর্ভার্য্যাপি) অজঃ (ব্রহ্মা পুত্রোঽপি) প্রিয়ঃ (অধিকপ্রীতিভাক্) ন (ন ভবতীতি) যৎ (যদ্‌বাক্যম্) আত্থ (স্বয়মেব কথিতবান্) তৎ স্ববচঃ (নিজবাক্যম্) ঋতং (সত্যং) কর্ত্তুম্ (এব) ভবান্ অস্মদ্দৃগ্‌গোচরঃ (অস্মাকং দৃষ্টিমার্গং প্রাপ্ত ইতি নূনম্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—"আমার একান্ত ভক্ত অপেক্ষা বন্ধু অনন্ত, ভার্য্যা লক্ষ্মী এবং পুত্র ব্রহ্মাও অধিক প্রিয় নহে"—এই নিজ বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্যই আপনি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন ॥৩২

বিশ্বনাথ—অনন্তো ভ্রাতাপি শ্রীর্ভার্য্যাপি অজঃ পুত্রোঽপি দ্বারকাতোঽতিদূরেঽত্রান্যপ্রয়োজনাসম্ভাবেঽপি যদাগত্য স্বদর্শনমদাঃ অতো মম স্বস্য তদেকান্তভক্তত্বে যঃ সংশয় আসীৎ স সংছিন্ন ইতি ভাবঃ। যদ্বা, যস্মাদেবং যস্মাদস্মানপি দৃগ্‌গোচরীভূয় একান্তভক্তান্ কর্ত্তুমিচ্ছসীতি ভাবঃ। এবম্বিদ্ এতৎপ্রকারকজ্ঞানবান্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্ত ভ্রাতাও, শ্রী ভার্য্যাও, অজ পুত্রও, দ্বারকা হইতে অতিদূরে এখানে অন্য প্রয়োজন না থাকিলেও, এখানে আসিয়া নিজের দর্শন দান করিলেন। অতএব আমার নিজের আপনার একান্তভক্তরূপে যে আমার সংশয় ছিল তাহা নষ্ট হইল। অথবা যেহেতু এইপ্রকার আমাদিগেরও দৃষ্টিগোচর হইয়া একান্তভক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন এবম্বিধ অর্থাৎ এইপ্রকার জ্ঞানবান্ রাজা ॥৩২॥

কো নু ত্বচ্চরণাম্ভোজমেবংবিদ্বিসৃজেৎ পুমান্।
নিষ্কিঞ্চনানাং শান্তানাং মুনীনাং যস্ত্বমাত্মদঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ— যঃ ত্বং নিষ্কিঞ্চনানাং শান্তানাং মুনীনাম্ আত্মদঃ (বশ্য ভবসি) এবংবিৎ (ঈদৃশং জানন্) কঃ পুমান্ নু ত্বচ্চরণাম্ভোজং (ত্বদীয়পাদপদ্মং) বিসৃজেৎ (ত্যক্তুং শক্নুয়ান্ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি নিষ্কিঞ্চন, শান্তচিত্ত মুনিগণকে আত্মপ্রদানে অনুগৃহীত করিয়া থাকেন, একথা জানিয়া কোন্ পুরুষ ভবদীয় পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে পারে? ৩৩ ॥

যোঽবতীর্য্য যদোর্বংশে নৃণাং সংসরতামিহ।
যশো বিতেনে তচ্ছান্ত্যৈ ত্রৈলোক্যবৃজিনাপহম্ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ভবান্) যদোঃ বংশে অবতীর্য্য (অবতীর্ণো ভূত্বা) ইহ (জগতি) সংসরতাং (সংসরণশীলানাং) নৃণাং (নরাণাং) তচ্ছান্ত্যৈ (সংসারনিবৃত্তয়ে) ত্রৈলোক্যবৃজিনাপহং (ত্রিলোক-পাপবিনাশনং) যশঃ (স্বকীয়ং যশঃ) বিতেনে (বিস্তারিতবান্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনি যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া ইহলোকে সংসারদশাগ্রস্ত মানবগণের সংসারনিবৃত্তির জন্য ত্রিলোকপাপবিনাশন স্বকীয় যশোরাশি বিস্তার করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তচ্ছান্ত্যৈ সংসারোপশমায় ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎ শান্তির জন্য অর্থাৎ সংসার ক্ষয়ের জন্য ॥ ৩৪ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
নারায়ণায় ঋষয়ে সুশান্তং তপ ঈয়ুষে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—সুশান্তং (হিংসাদ্যভাবাচ্ছান্তিযুক্তং) তপঃ (তপস্যাম্) ঈয়ুষে (প্রাপ্তবতে) ঋষয়ে (মুনয়ে) নারায়ণায় (সর্ব্বলোকহিতার্থমদ্যাপি বদরিকাশ্রমে নিজরূপেণৈক্যেন তপস্তপ্যমানায় যদ্বা, সর্ব্বজীবাশ্রয়ায় বেদদ্রষ্ট্রে অতএব শান্তায় নির্ব্বিকারায় সুখঘনায় বা তথাপি লোকশিক্ষার্থং তপঃ ক্ষাত্রগৃহিধর্ম্মমাচরত ইত্যর্থঃ) অকুণ্ঠমেধসে (অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানায়) ভগবতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, হিংসাদিধর্ম্মরহিত, শান্ত, লোকশিক্ষার্থ বদরিকাশ্রমে তপস্যাযুক্ত, অপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানী নারায়ণ ঋষি আপনার অভিন্ন, তাদৃশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্বগৃহে কতিচিদ্দিনানি বাসয়িতুং স্তৌতি। অকুণ্ঠা মেধা যত ইতি তবাত্র নিবাসেনাস্মাকমপি বুদ্ধিরকুণ্ঠা বিষয়শরৈর্ভেত্তুমশক্যা ভবত্বিতি ভাবঃ। ঋষয়ে নারায়ণায়েতি যথা বদরিকাশ্রমে ভারতভূমিভাগ্যেন বর্ত্তসে তথৈবাত্র মিথিলাভূভাগ্যং প্রকটয়ন্ কিয়ন্তি দিনানি বর্ত্তস্বেতি ভাবঃ। সুশান্ততপ ঈয়ুষে ইতি দ্বারকাসমুচিতভোগ্যবস্তুবর্জ্জিতেঽত্র মদ্গৃহে বসতস্তব তপশ্চরণমেব ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজগৃহে কিছুদিন বাস করাইবার জন্য স্তব করিতেছেন—অকুণ্ঠবুদ্ধি যাহা হইতে সেই আপনার এস্থলে নিবাসদ্বারা আমাদিগের বুদ্ধির *কুণ্ঠা বিষয় শরসমূহদ্বারা ভেদ করিতে অসমর্থ* হউক। ঋষি নারায়ণের নমস্কার যেমন বদরিকা আশ্রমে ভারতভূমির ভাগ্যে অবস্থান করিতেছেন। সেইরূপ মিথিলা ভূমির ভাগ্য প্রকট করিয়া কিছুদিন অবস্থান করুন। সুশান্ত তপ ইচ্ছুক অর্থাৎ দ্বারকা সদৃশ ভোগ্যবস্তু বিহীন হইলেও এইযে গৃহে বাসকালে আপনার তপস্যাচরণই হইবে ॥ ৩৫ ॥

দিনানি কতিচিদ্ভূমন্ গৃহান্ নো নিবস দ্বিজৈঃ।
সমেতঃ পাদরজসা পুনীহীদং নিমেঃ কুলম্ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—ভূমন্, (হে সর্ব্বব্যাপিন্,) সমেতঃ (সমাগতস্ত্বং) দ্বিজৈঃ (মুনিভিঃ সহ) কতিচিৎ দিনানি (ব্যাপ্য) নঃ (অস্মাকং) গৃহান্ (গৃহেষু) নিবস (তিষ্ঠ) পাদরজসা (শ্রীচরণধূলিনা) ইদং নিমেঃ (জনকস্য) কুলং (বংশং) পুনীহি (পবিত্রীকুরু) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে ভূমন্, আপনি এই মুনিগণের সহিত কতিপয় দিবস আমাদের গৃহে বাস করিয়া এই জনকরাজবংশকে পদধূলিদ্বারা পবিত্র করুন্ ॥৩৬

বিশ্বনাথ—সমেতঃ সহিতঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমেত অর্থাৎ মুনিগণের সহিত ॥ ৩৬ ॥

ইত্যুপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা ভগবান্ লোকভাবনঃ।
উবাস কুর্ব্বন্ কল্যাণং মিথিলানরযোষিতাম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—রাজ্ঞা (বহুলাশ্বেন) ইতি (এবম্) উপামন্ত্রিতঃ (সাদরং প্রার্থিতঃ) লোকভাবনঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) মিথিলানরযোষিতাং (মিথিলাস্থিতনরনারীণাং) কল্যাণং কুর্ব্বন্ (সম্পাদয়ন্ তত্র) উবাস (স্থিতবান্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—রাজা বহুলাশ্বের এইরূপ সাদর প্রার্থনায় লোকভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মিথিলাবাসী নরনারীগণের কল্যাণ সম্পাদন করিয়া তথায় অবস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

শ্রুতদেবোঽচ্যুতং প্রাপ্তং স্বগৃহান্ জনকো যথা।
নত্বা মুনীন্ সুসংহৃষ্টো ধুন্বন্ বাসো ননর্ত্ত হ ॥৩৮

অন্বয়ঃ—জনকঃ যথা (বহুলাশ্ব ইব) শ্রুতদেবঃ (অপি) স্বগৃহান্ প্রাপ্তং (নিজগৃহাগতম্) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং, তথা) মুনীন্ (চ) নত্বা (প্রণম্য) সুসংহৃষ্টঃ (অতীব সন্তুষ্টঃ সন্) বাসঃ (উত্তরীয়বস্ত্রং) ধুন্বন্ (শিরোপরি পরিভ্রময়ন্) ননর্ত্তহ (আনন্দেন নৃত্যং চকার) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বহুলাশ্বের ন্যায় শ্রুতদেবও নিজগৃহে সমাগত শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত মস্তকোপরি উত্তরীয় বস্ত্র সঞ্চালন সহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ধুন্বন্নানন্দেন বাসঃ করাভ্যাং ধৃত্বা স্বমূর্দ্ধোপরি ভ্রাময়ন্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হে মহারাজ! পরীক্ষিত! বহুলাশ্বের ন্যায় শ্রুতদেবও নিজগৃহে আগত শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়া আনন্দের সহিত নিজ উত্তরীয়বস্ত্র মস্তকোপরে উড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

তৃণপীঠবৃষীষ্বেতানানীতেষূপবেশ্য সঃ ।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যাঙ্ঘ্রীন্ সভার্য্যোঽবনিজে মুদা ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—সঃ (শ্রুতদেবঃ) আনীতেষু (স্বগৃহাৎ পরগৃহাচ্চ সংগৃহীতেষু) তৃণপীঠবৃষিষু (তৃণময়পীঠেষু বৃষিষু কুশাসনেষু চ) এতান্ (সকৃষ্ণমুনিজনান্) উপবেশ্য স্বাগতেন (শুভাগমনপ্রশ্নেন) অভিনন্দ্য সভার্য্যঃ (ভার্য্যয়া সহ) মুদা (হর্ষেণ, তেষাম্) অঙ্ঘ্রীন্ অবনিজে (পাদপ্রক্ষালনং কৃতবান্) ॥৩৯॥

অনুবাদ—তিনি স্বগৃহ এবং পরগৃহ হইতে সংগৃহীত তৃণময় পীঠ ও কুশাসনসমূহে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া স্বাগতপ্রশ্নে অভিনন্দনপূর্ব্বক সস্ত্রীক হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—বৃষির্দর্ভাসনং কেষুচিৎ স্বগৃহাভ্যন্তরাৎ কেষুচিৎ প্রতিবেশিগৃহাদানীতেষু অবনিজে অবনিনিজে প্রক্ষালয়ামাস ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রুতদেব ব্রাহ্মণ 'বৃষি' কুশাসন কিছু নিজগৃহের ভিতরে ছিল, কিন্তু প্রতিবেশীর গৃহ হইতে আনিয়া তাহাতে বসাইয়া নিজভার্য্যার সহিত মুনিগণের পাদপ্রক্ষালন করিলেন ॥৩৯

তদম্ভসা মহাভাগ আত্মানং সগৃহান্বয়ম্ ।
স্নাপয়াঞ্চক্র উদ্ধর্ষো লব্ধসর্ব্বমনোরথঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—লব্ধসর্ব্বমনোরথঃ (লব্ধাঃ সর্ব্বমনোরথা নিখিলাভিলাষা যেন স ততঃ উদ্ধর্ষঃ (অতিহর্ষযুক্তঃ) মহাভাগঃ (মহাপুণ্যশীলঃ সঃ) তদম্ভসা (তেন পাদোদকেন) সগৃহান্বয়ং (গৃহকুটুম্বকৈঃ সহিতম্) আত্মানং (স্বং) স্নপয়াঞ্চক্রে (অভিষিক্তবান্) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সর্ব্ববিধ মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় মহাভাগ শ্রুতদেব অতি হর্ষে উক্ত পাদোদক দ্বারা গৃহ এবং কুটুম্বগণের সহিত নিজকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৪০ ॥

ফলার্হণোশীরশিবামৃতাম্বুভি-
র্মৃদা সুরভ্যা তুলসীকুশাম্বুজৈঃ ।
আরাধয়ামাস যথোপপন্নয়া
সপর্য্যয়া সত্ত্ববিবর্দ্ধনান্ধসা ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) ফলার্হণোশীরশিবামৃতাম্বুভিঃ (ফলৈরামলকাদিভিঃ, অর্হণেন উশীরৈস্তৃণবিশেষমূলৈঃ সুবাসিতৈঃ শিবৈরমৃতবৎস্বাদুভিরম্বুভিঃ) সুরভ্যা (সুগন্ধযুক্তয়া) মৃদা (কস্তুরীপ্রমুখয়া) তুলসীকুশাম্বুজৈঃ (তুলসীকুশপদ্মৈঃ) যথোপপন্নয়া (অনায়াসসম্পন্নয়া) সপর্য্যয়া (পূজয়া) সত্ত্ববিবর্দ্ধনান্ধসা (সত্ত্ববিবর্দ্ধনং যদন্ধঃ অন্নং তেন চ) আরাধয়ামাস (তান্ পূজিতবান্) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তিনি আমলকী প্রভৃতি ফল, উশীর নামক তৃণমূল দ্বারা সুবাসিত অমৃততুল্য স্বাদু উত্তম পানীয় জল, কস্তুরী প্রভৃতি সুরভি মৃত্তিকা, তুলসী, কুশ, পদ্ম ও ভূতদ্রোহরহিত অনায়াস-সম্পন্ন অন্যান্য উপহার এবং সত্ত্বগুণবর্দ্ধক অন্নদ্বারা তাঁহাদের আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ফলান্যামলকাদীনি অর্হণানার্ঘ্যাদীনি উশীরেণ বীরণমূলেন শিবং সুগন্ধশীতঞ্চ যদমৃততুল্যমম্ভস্তেন যথোপপন্নয়া অনায়াসলব্ধয়া সত্ত্ববিবর্দ্ধনং যদন্ধঃ পবিত্রমন্নং তেন ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমলকীফলসমূহ পূজার অর্ঘ্যরূপে বেনামূলে করিয়া, যেহেতু বেণামূল পবিত্র সুগন্ধি ও শীতল, অমৃততুল্য জলসহ এবং অনায়াসলব্ধ সত্ত্বগুণবৃদ্ধিকারক পবিত্র অন্নদ্বারা তাঁহাদের আরাধনা করিলেন ॥ ৪১ ॥

স তর্কয়ামাস কুতো মমান্বভূদ্-
গৃহান্ধকূপে পতিতস্য সঙ্গমঃ ।
যঃ সর্ব্বতীর্থাস্পদপাদরেণুভিঃ
কৃষ্ণেন চাস্যাত্মনিকেতভূসুরৈঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) সঃ (শ্রুতদেবঃ) তর্কয়ামাস স্বমনস্যেবং বিচারিতবান্) কৃষ্ণেন (সহ, তথা) সর্ব্বতীর্থাস্পদপাদরেণুভিঃ (সর্ব্বেষাং তীর্থনামাস্পদান্যাশ্রয়াঃ পাদরেণবো যেষাং তৈঃ) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) আত্মনিকেতভূসুরৈঃ (আত্মা মূর্ত্তিস্তস্য নিকেতৈঃ স্থানভূতৈর্ভূসুরেরেতৈর্ম্মুনিভিঃ) চ (সহ) গৃহান্ধকূপে পতিতস্য মম কুতঃ (কথম্) অনু (ইতি বিস্ময়সূচকং পদং) যঃ সঙ্গমঃ (সমাগমঃ) অভূৎ (জাতঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন, "এই মুনিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থানস্বরূপ এবং ইঁহাদের পদরেণু সর্ব্বতীর্থের আশ্রয় স্বরূপ। আমার ন্যায় গৃহান্ধকূপে নিপতিত ব্যক্তির কিরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাদৃশ মাহাত্ম্য-শালী মুনিগণের সহিত সমাগম হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—স শ্রুতদেবঃ কৃষ্ণেন সহ সঙ্গমো মন কুতো হেতোরভূদিতি তর্কয়ামাস। আ ইতি স্মরণে। নু ইতি বিস্ময়ে। যশ্চ সঙ্গমঃ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আত্মা মূত্তিস্তস্যা নিকেতৈর্ভূসুরৈঃ সহিতঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই শ্রুতদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন কি-হেতু হইল চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে আ স্মরণে আসিল, নু ইহা বিস্ময়ে, এই শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে মিলন, আত্মমূত্তি শ্রীকৃষ্ণের নিজ-মূত্তির নিবাস গৃহ ব্রাহ্মণগণের সহিত তাহা বুঝিতে পারিলাম না, আমি গৃহরূপ অন্ধকূপে পতিত ॥ ৪২ ॥

সূপবিষ্টান্ কৃতাতিথ্যান্ শ্রুতদেব উপস্থিতঃ।
সভার্য্যস্বজনাপত্য উবাচাঙ্ঘ্র্যভিমর্শনঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) সভার্য্যস্বজনাপত্যঃ (ভার্য্যা ভর্ত্তব্যাঃ স্বজনা অপত্যানি চ তৈঃ সহিতঃ) উপস্থিতঃ (সমীপং আগত্য) অঙ্ঘ্র্যভিমর্শনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য পাদ-সম্মর্দ্দনরতঃ সঃ) শ্রুতদেবঃ কৃতাতিথ্যান্ (কৃতম্ আতিথ্যং যেষাং তান্) সূপবিষ্টান্ (সুখোপবিষ্টান্ তান্) উবাচ (উক্তবান্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্বকীয় পোষ্য, আত্মীয় এবং সন্তানগণের সহিত সমীপে উপস্থিত হইয়া ভগবানের পাদমর্দ্দন করিতে করিতে আতিথ্যক্রিয়ায় সম্মানিত ও সুখোপবিষ্ট মুনিগণ সহ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—সভার্য্যঃ ভার্য্যয়া সহিতঃ স্বজনাঃ স্বসুতা এব অমাত্যা যস্য সচ সচ সঃ। অঙ্ঘ্রিম্ অভিমৃশতি সংমর্দ্দয়তীতি সঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতঃপর ব্রাহ্মণ নিজপোষ্য আত্মীয় পুত্র ভার্য্যা নিজের উপদেষ্টা সকলের সহিত আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ মর্দ্দন করিতে করিতে কৃষ্ণের ও মুনিগণের আতিথ্য ক্রিয়া করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রুতদেব উবাচ—

নাদ্য নো দর্শনং প্রাপ্তঃ পরং পরমপুরুষঃ।
যহীদং শক্তিভিঃ সৃষ্ট্বা প্রবিষ্টো হ্যাত্মসত্তয়া ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—শ্রুতদেবঃ উবাচ—পরমপুরুষঃ (ভবান্) যর্হি (যদা) শক্তিভিঃ (সত্ত্বাদিস্বশক্তিভিঃ) ইদং (বিশ্বং) সৃষ্ট্বা (প্রকল্প্য) আত্মসত্তয়া (স্বসত্তয়া) প্রবিষ্টঃ (অনুপ্রবিষ্টঃ তত্রানুগতস্তদৈব) নঃ (অস্মান্) প্রাপ্তঃ (প্রাপ্তবান্) হি (নিশ্চিতং) ন অদ্য (কেবল-মদ্যৈব প্রাপ্ত ইতি ন) পরম্ (অদ্য কেবলং তব) দর্শনং (প্রাপ্তম্) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—শ্রুতদেব বলিলেন,—"হে পরমপুরুষ, আপনি যে কালে সত্ত্ব প্রভৃতি গুণাত্মক নিজ শক্তিদ্বারা এই বিশ্বের রচনা করিয়া আত্মসত্তা দ্বারা তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই সময়েই আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা কেবল অদ্য আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভো ভো ভূসুরবর্য্য, শ্রুতদেব, যুষ্মদ্দর্শন-মহং কেনাতিভাগ্যেনৈবাদ্য প্রাপ্ত ইতি বদন্তং ভগবন্তং সবৈদগ্ধীভঙ্গিকমাহ,—নাদ্যেতি। ভোঃ পরমপুরুষ, নোঽস্মাকং দর্শনং পরং কেবলং ন অদ্য প্রাপ্তঃ, পরন্তু ইদং জগৎ সৃষ্ট্বা স্বসত্তয়া যর্হি অনুপ্রবিষ্টস্তদারভ্যাপি বয়ং কিল জীবাস্ত্বদীয়তটস্থশক্তিবৃত্তয়ঃ স্বকর্ম্মফল-ভোজিনস্তদারভ্য অদ্যপর্য্যন্তং ত্বদ্দৃষ্টা এব বর্ত্তামহ এব কিন্তু বয়মেবাদ্যৈব ত্বদ্দর্শনং প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ। উত্তরালঙ্কারোঽয়ং "প্রশ্নস্যোন্নয়নং যত্র তদুত্তরমুদা-হৃতম্" ইতি তল্লক্ষণম্ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রুতদেব বলিতেছেন ওহে ওহে! ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের দর্শন আমার কি অতিভাগ্যের ফলে হইল, ইহা বলিতে বলিতে ভগবানকে নিজ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও রসাল বাক্য বলিতে লাগিলেন—ওহে পরমপুরুষ! আমাদের পরস্পর দর্শন কেবল অদ্য পাইলাম—ইহা নহে, পরন্তু এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বসত্ত্ব দ্বারা যখন বিশ্বে প্রবেশ করিলেন, তখন হইতে আরম্ভ করিয়াই আমরা জীব,

আপনার তটস্থাশক্তির বৃত্তিসমূহ নিজ কর্ম্মফলভোগকারী, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত আপনার দৃষ্টিদ্বারাই বাঁচিয়া আছি, কিন্তু আমরা অদ্যই আপনার দর্শন পাইলাম। এস্থলে এই বাক্যটি 'উত্তর' অলংকার যুক্ত, তাহার লক্ষণ এই যে, বাক্যের মধ্যে প্রশ্ন উঠিবার কালে তাহার উত্তর উদাহরণরূপে বলা হইয়া যায় ॥ ৪৪ ॥

যথা শয়ানঃ পুরুষো মনসৈবাত্মমায়য়া।
সৃষ্ট্বা লোকং পরং স্বাপ্নমনুবিশ্যাবভাসতে ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—শয়ানঃ (নিদ্রিতঃ) পুরুষঃ যথা মনসা আত্মমায়য়া (স্বাবিদ্যয়া যদ্বা, আত্মনস্তব মায়য়া) এব পরং (কেবলং) স্বাপ্নং (স্বপ্নকল্পিতং) লোকং (গ্রামনগরাদিকং) সৃষ্ট্বা (তম্) অনুবিশ্য (অনুপ্রবিষ্টো ভূত্বা) অবভাসতে (তত্তদ্দর্শনাদিকমনুভবতি তথা ভবানপি সাম্প্রতমস্মদ্দর্শনং প্রাপ্তঃ ইতি ভাবঃ) ॥৪৫॥

অনুবাদ—নিদ্রিত পুরুষ যেরূপ মনে মনে আপনার মায়া দ্বারা কেবলমাত্র স্বপ্নকল্পিত লোকের সৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তত্তদ্দর্শনাদি অনুভব করে, সেইরূপ আপনিও সম্প্রতি আমাদিগের দৃষ্টিমার্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভোঃ ভগবংস্ত্বং স্বমনঃ সঙ্কল্পমাত্রেণৈবেদং সৃষ্ট্বা যত্তদনুপ্রবিষ্টস্তত্রাহং জীব এব দৃষ্টান্ত ইত্যতঃ স্বদৃষ্টান্তস্য জীবস্য মম দর্শনং তবোচিতমেবেতি পূর্ব্ববৎ সবৈদগ্ধীভঙ্গিকমেবাহ,—যথেতি। আত্মমায়য়া স্বাবিদ্যয়া পরং লোকং গ্রামনগরাদিকম্ অবভাসতে তত্তদ্দর্শনাদিকমনুভবতি তথৈব ত্বমপীত্যর্থঃ। তদেব সৃষ্টিমারভ্যাদ্যপর্য্যন্তমস্মদ্দর্শনং ত্বং প্রাপ্নোষ্যেব। বয়ন্তু তামারভ্যাদ্যপর্য্যন্তং ত্বদনুভবস্যাপি গন্ধমপি নৈব প্রাপ্তাঃ, কিন্ত্বদ্যৈব ত্বৎকৃপয়া ত্বদ্দর্শনমপি প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ওহে ভগবন্! আপনি নিজমনে সংকল্প মাত্রেই এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া আছেন, এ বিষয়ে আমি জীবই দৃষ্টান্ত। এই কারণে নিজ দৃষ্টান্তের অর্থাৎ জীব আমার দর্শন আপনার উচিৎই হয়। ইহাও পূর্ব্ববৎ নিজ পাণ্ডিত্য ভঙ্গিদ্বারা বলিতেছেন—নিজমায়া অবিদ্যা দ্বারা ইহলোক গ্রাম নগরাদি যাহা দেখা যাইতেছে, সেই সেই দর্শনাদি অনুভব হইতেছে। সেইরূপ আপনিও। তাহাই সৃষ্টির আরম্ভকাল হইতে অদ্যপর্য্যন্ত আমার দর্শন আপনি পাইতেছেনই কিন্তু আমরা সেইকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আপনার অনুভবের গন্ধও পাই নাই। কিন্তু আজই আপনার কৃপায় আপনার দর্শনও পাইলাম ॥ ৪৫ ॥

শৃণ্বতাং গদতাং শশ্বদর্চ্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্।
নৃণাং সংবদতামন্তর্হৃদি ভাস্যমলাত্মনাম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ত্বং) শশ্বৎ (নিরন্তরং) ত্বা (ত্বাং) শৃণ্বতাং (তব মাহাত্ম্যশ্রবণকারিণামিত্যর্থঃ, তথা) গদতাং (ত্বদ্ভাষণরতানাং, তথা) অর্চ্চতাং (ত্বাং পূজয়তাং) অভিবন্দতাং (স্তবতাং) সংবদতাং (তদ্ভক্তৈঃ সহ সংলাপং কুর্ব্বতাম্) অমলাত্মনাম্ (অমলঃ মৎসরাদিমালিন্যরহিতঃ আত্মা মনো যেষাং তেষাম্) নৃণাম্ অন্তর্হৃদি (হৃদয়মধ্যে) ভাসি (প্রকাশসে) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি নিরন্তর ভবদীয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, বন্দন এবং পরস্পর ভগবৎকথা-সংলাপরত মৎসরাদি মালিন্যরহিতাত্ম পুরুষগণের হৃদয়মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, মদীয়শ্রবণকীর্ত্তনাদিমন্তো ভবদ্বিধা মদ্দর্শনং প্রাপ্নুবন্ত্যেব তত্রাহ,—শৃণ্বতামিতি। সংবদতাং ত্বদ্ভক্তৈঃ সহ সংলাপং কুর্ব্বতাং ভাসি স্ফুরসি। কিন্ত্বমলঃ মৎসরাদিমালিন্যরহিতঃ আত্মা মনো যেষাং তেষামেব বয়ন্তু মলিনাত্মান এব তদপি যদিদং দর্শনমদাঃ তদিদং তে বিচিত্রকৃপাচরিত্রমিতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন করিতে পারেন—আমার শ্রবণ কীর্ত্তনাদিমান আপনার ন্যায় ভক্তগণ আমার দর্শন পাইয়া থাকেনই—তাহার উত্তরে বলি—আপনার ভক্তগণের সহিত সংলাপকালে আপনি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। কিন্তু অমল মৎস্যরাদি মালিন্য রহিত মন যাহাদের তাহাদেরই, কিন্তু আমাদের মলিন মনই, তাহাতে আবার যে এই দর্শন পাই, তাহা এই আপনার বিচিত্র কৃপা ও চরিত্র ॥ ৪৬ ॥

হৃদিস্থোঽপ্যতিদূরস্থঃ কর্ম্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্ ।
আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোঽপ্যন্ত্যুপেতগুণাত্মনাম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—হৃদিস্থঃ (সর্ব্বহৃদয়স্থিতঃ) অপি (ত্বং) কর্ম্মবিক্ষিপ্তচেতসাং (কর্ম্মভির্বিক্ষিপ্তং বিচালিতং চেতো যেষাং তেষাম্) আত্মশক্তিভিঃ (অহঙ্কারাদিভিঃ) অগ্রাহ্যঃ (তথা) অতিদূরস্থঃ অপি (ব্যবহিতোঽপি) উপেতগুণাত্মনাং (উপেতগুণঃ প্রাপ্তশ্রবণকীর্ত্তনাদি-সংস্কার আত্মা অন্তঃকরণং যেষাং তেষাম্) অন্তি (সমীপে অব্যবহিতো বর্ত্তসে) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—আপনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অবস্থান করিলেও কর্ম্মবিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষগণের অহঙ্কার প্রভৃতি আত্মশক্তির দ্বারা অগ্রাহ্য এবং অতি দূরে অবস্থিত হইয়া থাকেন, পরন্ত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সংস্কারযুক্ত বিশুদ্ধ চিত্ত পুরুষগণের নিকটেই বর্ত্তমান থাকেন ॥৪৭

বিশ্বনাথ—কিঞ্চান্যদপি তে বিচিত্রং চরিত্রং দৃষ্টম্ অভক্তানামপি ভক্তানামপি ত্বং হৃদি তিষ্ঠস্যেব প্রথমৈর্নানুভূয়সে দ্বিতীয়ৈরনুভূয়সে ইত্যাহ,—হৃদিস্থ ইতি। ননু, মম হৃদিস্থত্বে দূরস্থত্বং কুতস্তত্রাহ,—আত্মশক্তিভিরবিদ্যাবৃত্তিভির্মৎসরাহঙ্কারাদ্যৈর্ব্যবধায়কৈর্হেতুভিরগ্রাহ্যঃ উপেতগুণস্তৈর্ব্যবহিতোঽপি প্রাপ্তত্বদ্গুণচিন্তন আত্মা অন্তঃকরণং যেষাং তেষাং ভক্তানাং তু অন্তি সমীপ এব বর্ত্তসে তৈরনুভূয়সে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— আর বলি — অন্যরূপও আপনার বিচিত্র চরিত্র দেখিয়াছি—অভক্তগণের ও ভক্তগণেরও আপনি হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেনই। প্রথম বাক্যদ্বারা অনুভব করেন না, দ্বিতীয় বাক্যদ্বারা অনুভব করেন। যদি বলেন—আমার হৃদয়ে থাকিয়া, দূরে থাকিয়া তুমি কিরূপে জানিলে ? তাহার উত্তরে বলি—আপনার আত্মশক্তি অবিদ্যাবৃত্তি সকল দ্বারা মৎসর অহংকার আদিদ্বারা ব্যবধান থাকাহেতু আপনি গ্রহণযোগ্য হন না, আবার ঐ গুণদ্বারা ব্যবধান থাকিয়াও আপনার গুণচিন্তনদ্বারা প্রাপ্ত অন্তঃকরণ যাঁহাদের সেই ভক্তগণের কিন্তু নিকটেই আপনি অবস্থান করেন, ঐ ভক্তগণই অনুভব করেন ॥ ৪৭ ॥

নমোঽস্তু তেঽধ্যাত্মবিদাং পরাত্মনে
অনাত্মনে স্বাত্মবিভক্তমৃত্যবে ।
সকারণাকারণলিঙ্গমীয়ুষে
স্বমায়য়াসংবৃতরুদ্ধদৃষ্টয়ে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—অধ্যাত্মবিদাং (নিবৃত্তদেহাদ্যহঙ্কারাণাং) পরাত্মনে প্রকাশমানায় মোক্ষপ্রদায়) অনাত্মনে (দেহাদ্যভিমানিনে জীবায় পরত্বেনাপ্রকাশ মানত্বাৎ তান্ প্রতীত্যর্থঃ) স্বাত্মবিভক্তমৃত্যবে (স্বাত্মনঃ সকাশাদ্ বিভক্তঃ সমর্পিতো মৃত্যু সংসারো যেন তস্মৈ) সকারণাকারণলিঙ্গং (সকারণং লিঙ্গং বিরাড়্রূপাং মূর্ত্তিং প্রাকৃতীং, অকারণং লিঙ্গং সচ্চিদানন্দময়ীং মূর্ত্তিমপ্রাকৃতীঞ্চ) ঈয়ুষে (প্রাপ্তবতে) স্বমায়য়া অসংবৃতরুদ্ধদৃষ্টয়ে (স্বস্যাসংবৃতা অন্যেষাং রুদ্ধা দৃষ্টির্যেন তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনি দেহাদিতে অহঙ্কারশূন্য পুরুষগণের নিকট পরমাত্মরূপে প্রকাশিত হইয়া মোক্ষপ্রদ এবং দেহাদিতে অহঙ্কারযুক্ত পুরুষগণের সংসার বিধায়ক। আপনি বিরাড়্রূপা প্রাকৃতী এবং সচ্চিদানন্দময়ী অপ্রাকৃতী—উভয়বিধ মূর্ত্তি যুক্ত; আপনার মায়া দ্বারা নিজ দৃষ্টি অপ্রতিহত এবং অপরের দৃষ্টি সংরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আপনাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থং প্রপঞ্চয়ন্নমস্যতি,—নম ইতি। অধ্যাত্মবিদাং শান্তভক্তানাং মতে পরং মায়াতীত আত্মা শ্রীবিগ্রহো যস্য তস্মৈ। অন্যেষাং জ্ঞানিনাম্ অনাত্মনে নিরাকারায়। অন্যেষামসুরাণাং স্বাত্মনা কালরূপেণ বিভক্তঃ বিভজ্য বিভজ্য দত্তো মৃত্যুর্যেন তস্মৈ। বস্তুতস্তু সকারণং লিঙ্গং বিরাড়্রূপাং মূর্ত্তিং প্রাকৃতীং অকারণং লিঙ্গং সচ্চিদানন্দময়ীং মূর্ত্তিমপ্রাকৃতীঞ্চ ঈয়ুষে স্বমায়য়া অসংবৃতা ভক্তানামনাবৃতা রুদ্ধা অভক্তানামাবৃতা দৃষ্টির্যেন তস্মৈ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ সকল অর্থ বিস্তারসহ নমস্কার করিতেছেন—অধ্যাত্মবীৎ শান্তভক্তগণের মতে মায়াতীত শ্রীবিগ্রহ যাঁহার সেই আপনাকে নমস্কার, অন্য জ্ঞানীগণের নিরাকার আপনাকে নমস্কার, অন্য অসুরগণের কালরূপে বিভক্ত বিভাগ করিয়া যিনি মৃত্যুদান করেন, সেই আপনাকে নমস্কার। বস্তুত কিন্তু কারণের সহিত বিরাড়্মূর্ত্তি প্রাকৃতী, অকারণ সচ্চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি অপ্রাকৃতীও নিজ মায়াদ্বারা অনাবৃত ভক্তগণের অনাবৃতা মূর্ত্তি,

অভক্তগণের আবৃতাদৃষ্টি যাহার দ্বারা হয়, সেই আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৮ ॥

স ত্বং শাধি স্বভৃত্যান্ নঃ কিং দেব করবাম হে ।
এতদন্তো নৃণাং ক্লেশো যদ্ভবানক্ষগোচরঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—হে দেব, (বয়ং) কিং করবামঃ (তব প্রীত্যৈ কিং নু করবামঃ সাধয়ামঃ) স ত্বং স্বভৃত্যান্ (স্বস্য সেবকান্) নঃ (অস্মান্) শাধি (তৎ অনুশিক্ষয়) যৎ (যাবৎ) ভগবান্ অক্ষগোচরঃ (দৃষ্টিগোচরো ভবতি) নৃণাং ক্লেশঃ (সংসারকষ্টমপি) এতদন্তঃ (এতস্মিন্ এব অন্তো নাশো যস্য সঃ ; ভবৎসাক্ষাৎকারকাল এব জনানাং সংসারক্লেশো নশ্যতীত্যর্থঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনার ভৃত্য আমরা আপনার প্রীতির জন্য কোন্ কার্য্য করিব, তাহার অনুশিক্ষা প্রদান্ করুন। আপনি মানবগণের দৃষ্টিগোচর হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাদের সংসারকষ্ট অন্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—শাধি অনুশিক্ষয় ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শাধি অর্থাৎ শিক্ষাদান করুন ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
তদুক্তমিত্যুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রণতার্তিহা ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রহসংস্তমুবাচ হ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—প্রণতার্তিহা (প্রণতজনদুঃখবিনাশনঃ) ভগবান্ ইতি (পূর্ব্বোক্তং) তদুক্তং (তস্য শ্রুতদেবস্য উক্তং বচনম্) উপাকর্ণ্য (শ্রুত্বা) পাণিনা (স্বহস্তেন তস্য) পাণিং গৃহীত্বা প্রহসন্ (প্রকৃষ্টং হসন্) তং উবাচ হ (উক্তবান্) ॥৫০॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, প্রণতজনদুঃখহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতদেবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নিজহস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া প্রকৃষ্টহাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—পাণিনা পাণিং গৃহীত্বেতি সবৈদগ্ধ্যতদ্বচঃ শ্রবণেন তং স্বসখ্যরসে নিমজ্জয়িতুমিতি ভাবঃ। প্রহসন্নিতি মত্তত্ত্বং ত্বয়া অবগতমেব তব তত্ত্বমপ্যবগচ্ছতা ময়া ত্বং কিমপ্যুপদেষ্টব্যোঽসীতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে নিজ সখ্যরসে ডুবাইবার জন্য হাস্যসহকারে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার তত্ত্ব তুমি জানিয়াছই, তোমার তত্ত্বও আমি অবগত হইয়াছি, অতএব আমা-কর্ত্তৃক তোমাকে আর কি উপদেশ করিবার আছে ॥৫০॥

শ্রীভগবানুবাচ—
ব্রহ্মংস্তেঽনুগ্রহার্থায় সম্প্রাপ্তান্ বিদ্ধ্যমূন্ মুনীন্ ।
সঞ্চরন্তি ময়া লোকান্ পুনন্তঃ পাদরেণুভিঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) ব্রহ্মন্, (হে দ্বিজবর, এতে মুনয়ঃ) পাদরেণুভিঃ লোকান্ (ত্রিভুবনং) পুনন্তঃ (পবিত্রীকুর্ব্বন্তঃ) ময়া (সহ) সঞ্চরন্তি (ভ্রমন্তি সাম্প্রতং) তে (তব) অনুগ্রহার্থায় (তামনুগ্রহীতুমিত্যর্থঃ) অমূন্ মুনীন্ সম্প্রাপ্তান্ (তব গৃহে সমাগতান্) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে দ্বিজবর, এই মুনিগণ পাদরেণু দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া আমার সহিত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ইহারা তোমাকে অনুগৃহীত করিবার জন্যই এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া জানিবে ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—স্বস্তুতিমাকর্ণ্য স্বসঙ্গিনাং বিপ্রাণাং স্তুতিস্ত্বনাকর্ণ্য ব্রহ্মণ্যদেবো ব্রাহ্মণভক্ত্যুপদেশমিষেণ স্বয়মেব ব্রাহ্মণান্ স্তবন্ তব স্তব্যস্যাপি মম ব্রাহ্মণাস্তব্যা ইত্যভিব্যঞ্জয়তি। ব্রহ্মন্ হে ব্রাহ্মণ, স্বস্য ব্রাহ্মণত্বাদেব স্বজাতিষু তব নাত্যাদর ইতি ভাবঃ ॥৫১

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজের স্তুতি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজসঙ্গী ব্রাহ্মণগণের স্তুতি না শুনিয়া, ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণভক্তি উপদেশছলে নিজেই ব্রাহ্মণগণকে স্তব করিতে করিতে—তোমার স্তুতিযোগ্য আমার ও ব্রাহ্মণগণের স্তব কর্ত্তব্য, ইহাই প্রকাশ করিতেছেন—হে ব্রাহ্মণ ! তুমি নিজেকে ব্রাহ্মণ জানিয়াই নিজজাতিতে বর্ত্তমান তোমার অত্যাদর নাই ॥ ৫১ ॥

দেবাঃ ক্ষেত্রাণি তীর্থানি দর্শনস্পর্শনার্চ্চনৈঃ।
শনৈঃ পুনন্তি কালেন তদপ্যর্হত্তমেক্ষয়া ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—দেবাঃ ক্ষেত্রাণি (পুন্যস্থানানি চ) তীর্থানি (গঙ্গাদীনি চ) দর্শনস্পর্শনার্চ্চনৈঃ (হেতুভিঃ) কালেন (দীর্ঘকালেন) শনৈঃ শনৈঃ (ক্রমশশ্চ) পুনন্তি (সেবকান্ পবিত্রীকুর্ব্বন্তি) তৎ অপি (দেবাদীনি যৎ পুনন্তি তদপি) অর্হত্তমেক্ষয়া (অর্হত্তমানানাং পূজ্যতমানামেতেষাং বিপ্রাণাং ঈক্ষয়া শুভদৃষ্টিবশাদেব, এতে তু সদ্য এব দর্শনমাত্রেনৈব পুনন্তি) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—দেবগণ, পুণ্যক্ষেত্র ও গঙ্গাদি তীর্থসমূহ দর্শন, স্পর্শন এবং অর্চ্চন হেতু দীর্ঘকালে ক্রমশঃ সেবকগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের তাদৃশ অনুগ্রহও এই পূজ্যতম বিপ্রগণের শুভদৃষ্টি বশতঃই ঘটিয়া থাকে, পরন্তু এই মুনিগণ দর্শনমাত্র সদ্যই মানবগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, দেবাদিভ্যোঽপি ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যাহ,—দেবা ইতি। তে শনৈঃ পুনন্তি এতে তু সদ্য এব তদপি তৎপুনানত্বমপি অর্হত্তমানামীক্ষয়া অর্হত্তমকর্ত্তৃকাবলোকনং যদি তে প্রাপ্নুবন্তি তদৈব। যদুক্তং "তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া" ইতি ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর বলিদেবাদিগণ হইতেও ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, দেবগণ ধীরে ধীরে পবিত্র করেন, এই ব্রাহ্মণগণ কিন্তু সদ্যই পবিত্র করেন। তাহা হইলেও তাহাদের পবিত্রকারিত্ব থাকিলেও পূজনীয়গণের দৃষ্টিতে পূজনীয়গণকর্ত্তৃক অবলোকন যদি তুমি পাও, তখনই তুমি যে বলিয়াছ—ব্রাহ্মণগণ যে বিচরণ করেন, তাহা তীর্থসমূহকে পবিত্র করিবার ইচ্ছায় ॥ ৫২ ॥

ব্রাহ্মণো জন্মনা শ্রেয়ান্ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা কিমু মৎকলয়া যুতঃ ॥৫৩॥

অন্বয়ঃ—ব্রাহ্মণঃ জন্মনা (শৌক্রাদিত্রিবিধজন্মনা) ইহ (জগতি) সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং (মধ্যে) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠো ভবতি) তপসা বিদ্যয়া (জ্ঞানেন) তুষ্ট্যা (শান্ত্যা) মৎকলয়া (মম কলা পরিকলনমুপাস্তিস্তয়া চ) যুতঃ (যুক্তশ্চেৎ) কিমু (কিং পুনর্বক্তব্যং সুতরাং শ্রেষ্ঠতম ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণ শৌক্রাদি ত্রিবিধ জন্ম দ্বারা ইহলোকে নিখিল প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকেন, অতঃপর যদি তপস্যা, জ্ঞান, তুষ্টি, এবং মদীয় উপাসনা যুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—মম কলা পরিকলনমুপাসনোত্থঃ সাক্ষাৎকারস্তয়া যুতঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার উপাসনা জাত সাক্ষাৎকার তাহা যুক্ত ব্রাহ্মণগণ ॥ ৫৩ ॥

ন ব্রাহ্মণান্মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্।
সর্ব্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়ো হ্যহম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ ব্রাহ্মণারাধনমেব মম প্রেষ্ঠমিত্যাহ) মে (মম) এতৎ চতুর্ভুজং রূপং ব্রাহ্মণাৎ ন দয়িতং (ব্রাহ্মণাধিকং প্রিয়ং ন ভবতি যতঃ) বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়ঃ ইতি মম সর্ব্বদেবময়ত্বাৎ সর্ব্বেশ্বরস্যাপি প্রমাণং যে বেদাস্তন্ময় এব) ভবতি অহং হি সর্ব্বদেবময়ঃ (ভবামি, অতঃ প্রমাণাধীনত্বাৎ প্রমেয়স্য বেদময়ো বিপ্রো দেবময়াদস্মাদ্ রূপাৎ ভূয়ান্ প্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—মদীয় এই চতুর্ভুজ রূপও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় নহে। যেহেতু ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববেদময় এবং আমি সর্ব্বদেবময় বলিয়া তাঁহাদের দ্বারাই আমার স্বরূপনির্ণয় হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—'সর্ব্ববেদময়ো বিপ্র' ইতি মম সর্ব্বদেবময়ত্বাৎ সর্ব্বেশ্বরস্যাপি প্রমাণং যে বেদাস্তন্ময় এব বিপ্রো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্ববেদময় বিপ্র, ইহাদ্বারা আমি সর্ব্বদেবময়হেতু সর্ব্বেশ্বরেরও প্রমাণ যে বেদসমূহ তন্ময় এই ব্রাহ্মণ হয়েন ॥ ৫৪ ॥

দুষ্প্রজ্ঞা অবিদিত্বৈবমবজানন্ত্যসূয়বঃ।
গুরুং মাং বিপ্রমাত্মানমর্চ্চাদাবিজ্যদৃষ্টয়ঃ ॥৫৫॥

অন্বয়ঃ—অসূয়বঃ (দোষদৃষ্টয়ঃ) অর্চ্চাদৌ

(প্রতিমাদৌ) ইজ্যদৃষ্টয়ঃ (ইজ্যবুদ্ধয়ঃ) দুষ্প্রজ্ঞাঃ (দুষ্টমতয়ঃ) এবং (বিপ্রতত্ত্বং) অবিদিত্বা (অজ্ঞাত্বা) গুরুং (সর্ব্ববর্ণগুরুং) আত্মানং (মদ্‌ভক্তং) মাং (মদধিষ্ঠানং) বিপ্রম্ অবজানন্তি (তুচ্ছীকুর্ব্বন্তি) ॥৫৫॥

অনুবাদ—অসূয়াগ্রস্ত এবং প্রতিমাদিতে পূজ্য-বুদ্ধিযুক্ত দুর্ম্মতিগণ পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতত্ত্ব জানিতে না পারিয়া আমার ভক্ত ও নিবাসস্বরূপ সর্ব্ববর্ণগুরু বিপ্রগণকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—অসূয়বঃ ব্রাহ্মণেষু দোষদর্শিনঃ প্রতি-মাদাবিব ন তু ব্রাহ্মণেষু পূজ্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণসমূহে দোষদর্শিগণ প্রতিমা আদিতে পূজ্যবুদ্ধি করে, ব্রাহ্মণে পূজ্যবুদ্ধি করে না ॥ ৫৫ ॥

চরাচরমিদং বিশ্বং ভাবা যে চাস্য হেতবঃ ।
মদ্রূপাণীতি চেতস্যাধত্তে বিপ্রো মদীক্ষয়া ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিপ্রঃ চরাচরং (স্থাবরজঙ্গমাত্মকং) ইদং বিশ্বং (তথা) অস্য (বিশ্বস্য) হেতবঃ (কারণ-ভূতাঃ) যে ভাবাঃ চ (মহদাদয়ঃ সন্তি তানি সর্ব্বাণি) মদীক্ষয়া (মমৈব সর্ব্বত্রেক্ষয়া) মদ্‌রূপাণি (মম রূপভূতানি) ইতি (বুদ্ধ্যা) চেতসি আধত্তে (সততং জানন্তীত্যর্থঃ) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—বিপ্রগণ এই চরাচর বিশ্ব এবং তাহার কারণরূপী মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি ভাবসমূহকে মদীক্ষণ হেতু আমারই রূপ বলিয়া সর্ব্বদা জ্ঞান করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—ঈদৃশস্য ব্রাহ্মণস্য লক্ষণমাহ,—চরেতি । অস্য বিশ্বস্য হেতবো ভাবাঃ পদার্থাঃ মহদা-দয়ঃ । মদীক্ষয়েত্যস্যার্থপৌনরুক্ত্যান্মদীক্ষয়া মৎ-সাক্ষাদ্দর্শনেন যুক্তো বিপ্রো বিপ্রবিশেষো নারদাদি-রিত্যর্থো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ ব্রাহ্মণ লক্ষণ বলিতে-ছেন—এই বিশ্বের কারণসমূহ ভাব পদার্থ—মহৎ আদি, আমার দৃষ্টি 'ঈক্ষণ' দ্বারাই বিশ্বের কারণ। আমার সাক্ষাৎ দর্শনদ্বারা যুক্ত বিপ্র বিশেষ যেমন শ্রীনারদাদি ॥ ৫৬ ॥

তস্মাদ্‌ব্রহ্মঋষীনেতান্ ব্রহ্মন্ মচ্ছ্রদ্ধয়ার্চ্চয় ।
এবঞ্চেদর্চ্চিতোঽস্ম্যদ্ধা নান্যথা ভূরিভূতিভিঃ ॥৫৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, তস্মাৎ এতান্ ব্রহ্ম-ঋষীন্ (ব্রহ্মর্ষীন্) মচ্ছ্রদ্ধয়া (ময়ি যা শ্রদ্ধা এবম্ভূ-তয়া) অর্চ্চয় (পূজয়) এবং চেৎ (এতেষাং পূজনে-নৈবাহমপি) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) অর্চ্চিতঃ অস্মি, অন্যথা (এতেষামর্চ্চনং বিনা) ভূরিভূতিভিঃ (প্রচুরবিভবৈ-রপি) ন (অর্চ্চিতো ন ভবামি) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর, সুতরাং তুমি আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত পূজা কর, সেইরূপ শ্রদ্ধার সহিত এই ব্রহ্মর্ষিগণেরও অর্চ্চনা কর। তাহা হইলেই সাক্ষাৎ আমার অর্চ্চনা হইবে, অন্যথা প্রভূত বিভব দ্বারাও আমার পূজা সিদ্ধ হইবে না ॥ ৫৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

স ইত্থং প্রভুনাদিষ্টঃ সহকৃষ্ণান্ দ্বিজোত্তমান্ ।
আরাধ্যৈকাত্মভাবেন মৈথিলশ্চাপসদ্‌গতিম্ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—প্রভুনা (শ্রীকৃষ্ণেন) ইত্থম্ (এবম্) আদিষ্টঃ (আজ্ঞপ্তঃ) সঃ (শ্রুতদেবঃ) মৈথিলঃ (বহুলাশ্বঃ) চ একাত্মভাবেন (ঐকান্তিক-তয়া) সহকৃষ্ণান্ (কৃষ্ণেন সহিতান্ তান্) দ্বিজোত্ত-মান্ আরাধ্য (সম্পূজ্য) সদ্‌গতিং (নিত্যধাম) আপ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—প্রভু শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আদেশানুসারে শ্রুতদেব এবং বহুলাশ্ব উভ-য়েই ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মুনি-আরাধনা করিয়া সদ্‌গতি লাভ করিয়াছিলেন ॥৫৮॥

বিশ্বনাথ—ঐকাত্ম্যং একমনস্ত্বং তদ্রূপো যো ভাবস্তেন। যদ্বা, কৃষ্ণতৎসঙ্গিবিপ্রয়োর্যদৈকাত্ম্যমৈক্যং তদ্ভাবনয়া ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—ঐকাত্ম্য অর্থাৎ একমনত্ব, সেইরূপ যে ভাব তাহার দ্বারা, অথবা কৃষ্ণ ও তাহার সঙ্গী ব্রাহ্মণগণের যে ঐক্য সেই ভাবনা দ্বারা ॥ ৫৮ ॥

এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ।
উষিত্বাদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দ্বারবতীমগাৎ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রুতদেবানুগ্রহো নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, ভক্তভক্তিমান্ (ভক্তবৎসলঃ) ভগবান্ এবম্ (অনেন প্রকারেণ) স্বভক্তয়োঃ (তয়োর্গৃহেষু) উষিত্বা (স্থিত্বা) সন্মার্গং (সতাং মার্গম্) আদিশ্য পুনঃ দ্বারাবতীং (দ্বারকাম্) অগাৎ (গতবান্) ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—হে রাজন্, ভক্ত-ভক্তিমান্ ভগবান্ এইরূপে নিজভক্তদ্বয়ের গৃহে অবস্থান এবং সন্মার্গের উপদেশ প্রদান করিয়া পুনরায় দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—সন্মার্গং সতাং ভক্তানাং মার্গং ভগবদ্বিষয়কং ভক্তিযোগম্ ॥ ৫৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সন্মার্গ অর্থাৎ সাধুভক্তগণের পথ অর্থাৎ ভগবৎ বিষয়ক ভক্তিযোগ ॥ ৫৯ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমে ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষড়শীতিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৮৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষড়শীতিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ
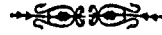
শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে বেদসমূহকর্ত্তৃক নারায়ণের সগুণ-নির্গুণ-স্তুতি বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবস্তু কার্য্যকারণাত্মক জগৎ ও গুণত্রয়ের অতীত বলিয়া অনির্দ্দেশ্য, সুতরাং ত্রিগুণবিষয়ক বেদসমূহ অভিধাবৃত্তি দ্বারা কিরূপে তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করে—শ্রীপরীক্ষিতের এবম্বিধ প্রশ্ন হইলে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তদুত্তরে নারায়ণ-নারদ-সংবাদ উল্লেখপূর্ব্বক বলিলেন যে একদিন দেবর্ষি নারদ নারায়ণ ঋষিকে দর্শনার্থ তদীয় আশ্রমে গমন করেন এবং কলাপগ্রামবাসী ঋষিপরিবেষ্টিত নারায়ণ ঋষিকে প্রণামান্তর পূর্ব্বোক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করায় শ্রীনারায়ণ জনলোকনিবাসী ঋষিগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নের বিষয় উল্লেখ করেন। পূর্ব্বকালে জনলোকে ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ মধ্যে এক ব্রহ্মবিষয়ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই তুল্য জ্ঞানবান্ ও বাগ্মী হইলেও সনন্দনকেই ব্যাখ্যাকর্ত্তৃরূপে নির্ণয় করিয়া সকলেই শ্রবণাভিলাষী হইয়াছিলেন। শ্রীসনন্দন পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের মীমাংসার্থ প্রলয়ান্তে নারায়ণের প্রথম নিঃশ্বাসজাত শ্রুতিগণের ব্রহ্মমাহাত্ম্য বিষয়ক স্তুতিবাক্যসমূহ সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছিলেন।

জনলোকবাসিগণ সনন্দনের নিকট আত্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক পূর্ণমনোরথ হইয়া সনন্দনকে পূজা করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ শ্রীমন্নারায়ণ ঋষি প্রমুখাৎ উক্ত বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক-পরম কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণামানন্তর বেদব্যাসের

নিকট গমন করেন এবং নারায়ণমুখশ্রুত আত্মজ্ঞানের বিষয় দ্বৈপায়নসকাশে বর্ণন করেন। তাহাই সবিস্তারে এই অধ্যায়ে গ্রথিত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ—ব্রহ্মন্, (হে মুনিবর,) সদসতঃ পরে (কার্য্যকারণাভ্যাং পরস্মিন্নসঙ্গে, অতঃ) নির্গুণে (গুণাতীতে, অতশ্চ) অনির্দ্দেশ্যে (কেনাপি প্রকারেণ নির্দ্দেষ্টুমযোগ্যে) ব্রহ্মণি গুণবৃত্তয়ঃ (গুণত্রয়াশ্রয়াঃ) শ্রুতয়ঃ (বেদবচনানি) সাক্ষাৎ (অব্যবধানেন অভিধয়া বৃত্ত্যা) কথং চরন্তি (কথং তৎস্বরূপপ্রতিপাদকতয়া বর্ত্তন্তে তদ্ বদ)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বলিলেন,—হে মুনিবর, ব্রহ্মবস্তু এই কার্য্যকারণাত্মক জগতের এবং গুণত্রয়ের অতীত বলিয়া কোনরূপেই তাঁহার নির্দ্দেশ করা যায় না, সুতরাং ত্রিগুণবিষয়ক বেদবচনসমূহ অভিধাবৃত্তিদ্বারা কিরূপে তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করে, তাহা বর্ণন করুন্॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

শ্রীগোবিন্দো জয়তি।

সপ্তাশীতিতমে কৃষ্ণস্বরূপং সর্ব্বতোঽধিকম্।
বেদৈর্নিরূপিতং জ্ঞাতং নারদেন গুরোর্মুখাৎ॥
মম রত্নবণিগ্‌ভাবং রত্নান্যপরিচিন্বতঃ।
হসন্তু সন্তো জিহ্রেমি ন স্বস্বান্তবিনোদকৃৎ॥
ন মেঽন্তি বৈদুষ্যপি নাপি ভক্তির্বিরক্তিরক্তির্ন
তথাপি লৌল্যাৎ।
সুদুর্গমাদেব ভবামি বেদস্তুত্যর্থচিন্তামণিরাশিগৃধ্নুঃ॥
মাং নীচতায়ামবিবেকবায়ুঃ প্রবর্ত্ততে পাতয়িতুং
বলাচ্চেৎ।
লিখাম্যতঃ স্বামিসনাতন শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিভাস্তম্ভকৃতাবলম্বঃ॥
প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে॥ ০॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "সন্মার্গমাদিশ্য ভগবানগাদি"ত্যুক্তং তত্র সতাং ভক্তানাং মার্গো হি ভক্তিযোগো ভগবদ্বিষয়কোঽবগম্যত এব। এবং সতাং জ্ঞানিনাং জ্ঞানযোগোঽপি ব্রহ্মবিষয়ক এব জ্ঞাতব্যঃ, কিন্তু ব্রহ্মণঃ শ্রুতিপ্রতিপাদিতত্বমেতাবন্নবুধ্যত ইত্যতঃ পৃচ্ছতি,—ব্রহ্মন্নিতি। ব্রহ্মণি শ্রুতয়ঃ কথং সাক্ষাৎ অব্যবধানেন অভিধয়া বৃত্ত্যা চরন্তি যতঃ অনির্দ্দেশ্যে নির্দ্দেষ্টুমশক্যে জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়াসু মধ্যে ব্রহ্ম কিমপি ন ভবতীতি তস্যানির্দ্দেশ্যত্বম্। তথাহি নির্গুণে গুণেভ্যঃ পরস্মিন্ সদসতঃ পরে সৎ পৃথিব্যাদিদ্রব্যং অসৎ অনিষ্পন্নস্বভাবং বস্তু ক্রিয়া তাভ্যাং পরস্মিন্ তথা তত্তদাশ্রিতত্বাজ্জাতেরপি পরস্মিন্। যদ্বা, সৎ দ্রব্যং অসৎ অদ্রব্যং জাতিঃ ক্রিয়া চ ততঃ পরস্মিন্ গুণবৃত্তয়ঃ গুণৈঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তৈর্জাত্যাদিভির্বর্ত্তমানাঃ শ্রুতয়ো নির্জাত্যাদিকে ব্রহ্মণি কথং চরন্তি॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীগোবিন্দোজয়তি। এই সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ে কৃষ্ণের স্বরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইহা বেদসমূহ-কর্ত্তৃক নিরূপিত, শ্রীনারদ শ্রীগুরুমুখ হইতে ইহা জানিয়াছিলেন।

আমার রত্নবণিকভাব, রত্নসমূহ পরিচয়কারী আমি, সাধুগণ হাস্য করুন, আমি লজ্জা পাইতেছি না, নিজ নিজ অন্তরে লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণ। আমার পাণ্ডিত্য নাই, ভক্তিও নাই, বিরক্তিও নাই, অনুরাগও নাই। তথাপি লোভবশতঃ দুর্গম বেদস্তুতির অর্থরূপ চিন্তামণিরাশি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, আমাকে এই নিম্নকার্য্যে বলপূর্ব্বক ফেলাইবার জন্য আমার অজ্ঞতারূপ বায়ু প্রবর্ত্তন করিতেছে। অতএব শ্রীল স্বামিপাদ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণচরণ জ্যোতিস্তম্ভ আমার অবলম্বন। পুনরায় শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া এবং করুণাসাগর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া পরমগুরু শ্রীলোকনাথ গোস্বামীকে প্রণাম করিয়া জগৎ চক্ষু সেই শ্রীশুকদেবকে আশ্রয় করি॥ ০॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে 'ভগবান্ সৎমার্গ উপদেশ করিয়া দ্বারকায় গেলেন' সেস্থলে সাধুভক্তগণের পথই ভক্তিযোগ ভগবৎ বিষয়ক, ইহা জানা যাইতেছেই। এবং জ্ঞানীসাধুগণের জ্ঞানযোগ ও ব্রহ্মবিষয়কই ইহা জ্ঞাতব্য। কিন্তু 'ব্রহ্ম'শ্রুতি প্রতিপাদিত ইহা এ পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে না। এই কারণে পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে ব্রহ্মণ্ ইত্যাদি।

ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রুতিগণ কিরূপে সাক্ষাৎ অর্থাৎ ব্যবধান ব্যতীত অভিধা বৃত্তিদ্বারা প্রতিপাদন করে? যেহেতু ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ নির্দ্দেশের অযোগ্য। জাতি, দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া এই সকলের মধ্যে ব্রহ্ম কিছুই হইতেছেন না। অতএব তিনি অনির্দ্দেশ্য।

তাহাই বলিতেছেন—নির্গুণ ব্রহ্ম গুণসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ সৎ ও অসতের পরে, সৎ পৃথিবী আদি দ্রব্য-সমূহ, অসৎ—অনিষ্পন্নস্বভাব বস্তু ক্রিয়া হইতে ভিন্ন এবং সেই সকলের আশ্রিত জাতিরও পরে।

অথবা সৎ অর্থাৎ দ্রব্য, অসৎ অর্থাৎ অদ্রব্য, জাতি ও ক্রিয়া তাহা হইতে ভিন্ন গুণবৃত্তিসমূহ, গুণ-সমূহের দ্বারা প্রবৃত্তি নিমিত্ত জাতি আদিদ্বারা বর্ত্তমান শ্রুতিসমূহ নির্জাতি আদিকে ব্রহ্মে কিরূপে প্রতিপাদন করে ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ।
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ—প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ) জনানাং (জীবানাং) মাত্রার্থং চ (মীয়ন্ত ইতি মাত্রা বিষয়াস্তদর্থং) ভবার্থং চ (ভবো জন্মলক্ষণং কর্ম্ম তৎপ্রভৃতিকর্ম্মকরণার্থঞ্চ, তথা) আত্মনে (লোকান্তর-গামিনে আত্মনস্তত্তল্লোকভোগায়েত্যর্থঃ, তথা) অকল্প-নায় চ (কল্পনানিবৃত্তয়ে মুক্তয়ে চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ-প্রাণান্ (বুদ্ধ্যাদীনুপাধীন্) অসৃজৎ (সৃষ্ট্যাদৌ কল্পিতবান্, অর্থ ধর্ম্ম-কামমোক্ষার্থমিতি ক্রমেণ পদ-চতুষ্টয়স্যার্থঃ। জনানামিত্যনেন জীবার্থমীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিপ্রবৃত্তিরুক্তা। প্রভোরিত্যনেন তস্যোপাধি-বশ্যতা ভাবেন নিত্যমুক্ততা দর্শিতা। অয়মভিপ্রায়ঃ সগুণমেব গুণৈরনভিভূতং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং সর্ব্বে-শ্বরং সর্ব্বনিয়ন্তারং সর্ব্বোপাস্যং সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদা-তারং সহস্তকল্যাণগুণনিলয়ং সচ্চিদানন্দং ভগবন্তং শ্রুতয়ং প্রতিপাদয়ন্তীতি।)॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, জগদীশ্বর জীবগণের রূপরসাদি বিষয়ের গ্রহণ, উৎ-কৃষ্টজন্মলাভের উপযোগী কর্ম্মসমূহের আচরণ, পার-লৌকিক সুখভোগ এবং মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও প্রাণরূপ উপাধিসমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—উত্তরমাহ,—বুদ্ধীতি। জনানাং জীবা-নাং মাত্রাদ্যর্থং বুদ্ধ্যাদীন্ প্রভুরীশ্বরোঽসৃজৎ। মীয়ন্ত ইতি মাত্রা বিষয়াস্তদর্থং কর্ম্মফলভোগার্থমিত্যর্থঃ। ভবঃ পুনঃপুনর্জন্ম তদর্থং ভববন্ধহেতুকর্ম্মকরণার্থ-মিত্যর্থঃ। আত্মনে ব্রহ্মপরমাত্মভগবৎস্বরূপিণে স্বস্মৈ যৎ কল্পনং বুদ্ধ্যাদীনাং সমর্পণং তদর্থম্। যদ্বা, আত্মনে স্বমুপাসয়িতুং যৎকল্পনং বুদ্ধ্যাদীনাং বিনি-য়োগতস্তদর্থং ত্রয়াণামেব প্রাধান্যবোধকং চকার-ত্রয়ম্। বুদ্ধ্যাদীন্ বিনা ন কর্ম্মফলস্বর্গাদিভোগঃ নাপি কর্ম্মকরণং নাপি শমদমাদ্যঙ্গজ্ঞানং, নাপ্যষ্টাঙ্গ-যোগো, নাপি শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিযোগঃ সিদ্ধ্যতীত্য-তস্তানসৃজৎ।

ননু, ত্বং ক্ব গচ্ছসীতি প্রশ্নে ময়াদ্য দধ্যন্নং ভুক্ত-মিত্যুত্তরং যথা তথৈব শ্রুতয়ঃ কথং ব্রহ্মণি চরন্তীতি প্রশ্নে প্রভুর্মাত্রাদ্যর্থং বুদ্ধ্যাদীনসৃজদিত্যুত্তরমভূৎ।

মৈবং "পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্" ইতি ভগবদুক্তেরত্রাভিধয়া বৃত্ত্যা প্রশ্নে ব্যঞ্জনা-বৃত্ত্যেদমুত্তরং সঙ্গতমেব।

তথাহি শব্দবাচ্যত্বাভাবাদেব ব্রহ্মণঃ খল্বনির্দ্দেশ্য-ত্বং ত্বং ব্রূষে। যদীন্দ্রিয়াণি পরমেশ্বরো নাস্রক্ষ্যৎ তদা শব্দস্পর্শাদয়োঽপ্যনির্দ্দেশ্যা ব্রহ্মতুল্যা এবা-ভবিষ্যন্। অদ্যাদি জন্মান্ধবধিরস্য রূপশব্দৌ ব্রহ্মবদ-নিরূপ্যৌ ভবত এব, তেনাস্মদাদিভ্যো যেন গ্রাহকা-নীন্দ্রিয়াণি দত্ত্বা শব্দাদয়ো নির্দ্দেশ্যাঃ সুগমাঃ কৃতাস্তে-নৈব পরমেশ্বরেণ কস্মৈচিৎ কৃপয়া ব্রহ্মণোঽপি গ্রাহকং কিমপি সামর্থ্যং দত্ত্বা জাতিদ্রব্যগুণক্রিয়াতিরিক্তং কিমপি শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তং সৃষ্ট্বা অসৃষ্টৈব বা ব্রহ্ম অপি শব্দনির্দ্দেশ্যং করিষ্যতে। যতঃ স প্রভুঃ অনির্ব্ব-চনীয়মপি নির্ব্বচনীং কর্ত্তুং সমর্থঃ। ততশ্চ শ্রুতয়োঽপি তত্র সুখং চরেয়ুরিতি যদুক্তং ভগবতা মৎস্যদেবেন—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি" ইতি। অস্যার্থঃ মম মহিমানং মহত্ত্বরূপং সর্ব্বব্যাপকত্বলক্ষণং যদ্ব্রহ্ম তৎ ত্বং বেৎস্যসি, কথং বেৎস্যামি, সংপ্রশ্নৈর্ব্রহ্ম কীদৃশমিতি তৎপ্রশ্নৈর্ব্রহ্ম ঈদৃশমিতি মুনিদত্তৈরুত্তরৈশ্চ শব্দিতং সাক্ষাৎ শব্দ-নির্দ্দিষ্টীকৃতং ব্রহ্মবেৎস্যসি তত্র হেতুঃ। মে ময়া অনুগ্রহীতং প্রসাদীকৃতম্। মদত্যন্তপ্রসাদং বিনা ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ শব্দনির্দ্দিষ্টত্বং ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ। অত্র মদনুকম্পিতত্বরূপহেত্বন্যথানুপপত্তের্ব্যবধানেন শব্দ-নির্দ্দিষ্টত্বং ন ব্যাখ্যেয়ম্।

তথা এতদ্ব্যাখ্যানাভ্যুপগমে শব্দিতমিতি পদস্য বৈয়র্থ্যং স্যাদিত্যপি জ্ঞেয়ম্। যথা মে ময়া অনুগৃহীতং প্রসাদীকৃতং পরং ব্রহ্ম হৃদি অপরোক্ষং বেৎস্যসীতি ভগবৎকৃপয়া শ্রীমদর্জ্জুনেনাপি ব্রহ্ম সাক্ষাদ্দৃষ্টম্। যথা শ্রীহরিবংশে বিপ্রকুমারাহরণপ্রসঙ্গে তৎপ্রতি ভগবদ্বাক্যং—"ব্রহ্ম তেজোময়ং দিব্যং মহদ্‌যদ্দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনম্। প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী। তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ। সা সাঙ্খ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাম্। তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্‌ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত॥" ইতি

যদ্বা, ভো রাজন্! নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মণি শ্রুতয়ো নৈব চরন্তি। "শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থঃ" ইতি ব্রহ্মোক্তেস্তথা সবিশেষে সচ্চিদানন্দাকারে ব্রহ্মণ্যপি শ্রুতয়ো ন চরন্তি। তস্য প্রাকৃতজাত্যাদিপদার্থাতীতত্বাৎ। কিঞ্চ "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণা" ইতি বৈষ্ণবোক্তৌ প্রাকৃতা ন সন্তীত্যুক্তে অপ্রাকৃতাঃ সন্তীতি লভ্যতে, "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ইতি শ্রুতৌ, নির্গুণত্বেঽপ্যপ্রাকৃতসাক্ষিত্বাদিগুণোক্তেশ্চ, "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চাপ্রাকৃতানন্তগুণান্বয়ে তস্মিন্ শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তানামপ্রাকৃতজাত্যাদীনাং সত্ত্বাৎ সাক্ষাদেব শ্রুতয়স্তত্র চরন্তীত্যাহ, বুদ্ধীতি। বুদ্ধিপদেন মহত্তত্ত্বমিন্দ্রিয়পদেন শব্দ্যাদ্যাকাশাদিকার্য্যজাতং চ বোধ্যতে, মাত্রার্থং শব্দাদীনাং ব্রহ্মণ্যপি প্রবৃত্ত্যর্থং বুদ্ধ্যাদীন্ অসৃজৎ "মাত্রা পরিচ্ছদে দেশে প্রবৃত্তৌ কর্ণভূষণে" ইত্যনুশাসনাৎ, প্রাণাদিকং বিনা বচনস্যাসম্ভবান্মন আদি সৃষ্টিরপি শব্দপ্রবৃত্ত্যর্থা জ্ঞেয়া। সৃষ্টেঃ ফলান্তরমপ্যাহ,—ভবার্থং জীবানাং কল্যাণার্থং "ভবো ভদ্রে হরে প্রাপ্তৌ" ইত্যনুশাসনাৎ। তথা আত্মনে স্বস্মৈ, বুদ্ধ্যাদীনামপ্রাকৃতানাং প্রাকৃতানাঞ্চ কল্পনং স্বমুপাসয়িতুং বিনিয়োগস্তস্মৈ। যথা গোপালতাপনী শ্রুতিঃ "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্" ইতি। অত্র সিদ্ধভক্তানামপ্রাকৃতবুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরপ্রাকৃত-পুণ্ডরীক-মেঘবিদ্যুতাংশুগ্রাহ্যত্বাত্তাভিরুপামতেষু ভগবন্নয়ন-বপুর্বসনেষ্বপ্রাকৃতী তাপনী শ্রুতির্ভগবন্নয়নাদিবর্ণয়িত্রী সুখেনৈব চরতি। সাধকভক্তানান্তু বুদ্ধ্যাদিভিরগ্রাহ্যত্বেঽপি তত্র প্রাকৃতপুণ্ডরীকাদিসাদৃশ্যারোপেণৈব তে যথা কথঞ্চিদেব বুদ্ধিং প্রবেশয়ন্তশ্চিত্তৈকাগ্র্যেণাপি বস্তুতোঽস্পৃষ্টতদ্রূপভাসা অপি ভগবন্তং প্রভুং ধ্যায়াম ইত্যভিমানিনো হৃষ্যন্তি, ভগবানপ্যপারকৃপা তরঙ্গবশাদেব এভির্ভক্তৈরহং ধ্যাত ইত্যভিমন্যমানস্তদ্ভক্তিপরিপাকে সতি তান্ স্বভক্তান্ স্বচরণান্তিকং সেবার্থমানয়তীতি ভগবৎস্বরূপস্য শ্রুতিগম্যত্বং তৎকৃপয়ৈব সিদ্ধম্ ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উত্তর বলিতেছেন শ্রীশুকদেব বুদ্ধি ইত্যাদি। জনগণের অর্থাৎ জীবগণের বিষয়-ভোগ আদির জন্য প্রভু অর্থাৎ ঈশ্বর বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন সমূহকে সৃজন করিয়াছেন। যাহারা পরিমাণ করে তাহাই মাত্রা, অর্থাৎ বিষয়-সমূহ সেই কর্ম্মফলভোগ নিমিত্ত বুদ্ধি আদির সৃষ্টি এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম। সেইজন্য ভববন্ধহেতু কর্ম্মকরণের জন্য, আত্মনে অর্থাৎ ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবৎ স্বরূপ যিনি তাহার প্রয়োজনে যে কল্পনা অর্থাৎ বুদ্ধি আদির সমর্পণ সেইজন্য ইন্দ্রিয়াদির সৃজন।

অথবা নিজেকে উপাসনা করাইবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক জীবগণের বুদ্ধি আদির যে বিনিয়োগ তাহার জন্য তিনেরই প্রাধান্য বোধক তিনটি চকার দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন প্রাণ ব্যতীত কর্ম্মফল স্বর্গআদি ভোগ হয় না, কর্ম্মও করান যায় না, শমদমাদির অঙ্গ জ্ঞানও করান যায় না, অষ্টাঙ্গযোগও করান যায় না, শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগও সিদ্ধ হয় হয় না। এই কারণে ঈশ্বর জীবগণের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিকে সৃজন করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—তুমি কোথায় যাইতেছ? ইহার উত্তরে আমি দধি অন্ন খাইতে যাইতেছি, ইহা যেমন, সেইরূপ শ্রুতিসমূহ কিরূপে ব্রহ্মে বিচরণ করে? এই প্রশ্নের ঈশ্বর জীবের কর্ম্মফল ভোগাদির জন্য বুদ্ধি আদির সৃষ্টি করিয়াছেন এইরূপ উত্তর হইল।

এইরূপ হয় না, বেদসমূহ পরোক্ষভাবে বলেন, ভগবান বলিতেছেন, পরোক্ষবলাই আমার প্রিয় এই-অভিধা বৃত্তির দ্বারা প্রশ্ন, ব্যঞ্জনা বৃত্তিদ্বারা উত্তর যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। তাহাই বলিতেছেন—শব্দের দ্বারা বাচ্য না হইলে ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য হইয়া পড়েন, ইহা আপনি বলিতেছেন। যদি ইন্দ্রিয়সমূহকে

পরমেশ্বর সৃষ্টি না করেন, তাহা হইলে শব্দ স্পর্শ আদি গুণসমূহও ব্রহ্মের ন্যায় অনির্দেশ হইতই। আজ পর্য্যন্ত জন্মান্ধ ও বধিররূপ শব্দদ্বয় ব্রহ্মের ন্যায় অনিরূপিত হইতই, তাহার দ্বারা আমাদিগের যে গ্রাহক ইন্দ্রিয়সমূহ দান করিয়া শব্দাদির নির্দ্দেশ্য সুগম করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃকই কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মেরও গ্রাহক কোন একটি সামর্থ্য দান করিয়া জাতি দ্রব্যগুণ ক্রিয়া ইহাদের অতিরিক্ত কোন একটি শব্দ-প্রবৃত্তি-নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়া, অথবা সৃষ্টি না করিয়াই ব্রহ্মকে শব্দনির্দ্দেশ্য করিবেন ? যেহেতু তিনি প্রভু অনির্ব্বচনীয় বস্তুকেও নির্ব্বচনী করিতে সমর্থ। অতএব শ্রুতিসমূহও সেই ব্রহ্মে সুখে বিচরণ করুক, ইহা ভগবান মৎস্যদেব বলিয়াছেন—আমার মহিমা-কেও 'পরব্রহ্ম' এই শব্দদ্বারা আমার অনুগ্রহে জানিতে পারিবে প্রশ্ন উত্তর দ্বারা হৃদয়ে বিস্তার লাভ করিবে। ইহার অর্থ আমার মহিমাকে মহত্বরূপ সর্ব্বব্যাপকত্ব লক্ষণ যে ব্রহ্ম তাহাকে তুমি জানিবে, প্রশ্ন কিরূপে জানিব ? ব্রহ্ম কিরূপ ? এই প্রশ্নদ্বারা ব্রহ্ম এইরূপ মুনি-গণ উত্তর দিবেন—সাক্ষাৎ শব্দ নির্দ্দেশদ্বারা ব্রহ্মকে জানিবে, তাহার কারণ আমার অনুগ্রহরূপ প্রসাদ লাভ করিয়া, আমার অত্যন্ত প্রসাদ ব্যতীত ব্রহ্মের সাক্ষাৎ শব্দ নির্দ্দিষ্টত্ব সম্ভব হয় না। এস্থলে আমার অনুকম্পারূপ অন্যকোন কারণ না থাকায় ব্যবধান দ্বারা শব্দনির্দ্দিষ্টত্ব—এইরূপ ব্যাখ্যা করিবে না এবং এইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার না করিলে 'শব্দিত' এই পদের ব্যর্থতা হয়, ইহাও জানিবে। শ্রীধরস্বামী-পাদ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যেমন আমাকর্ত্তৃক অনুগৃহীত অর্থাৎ প্রসাদীকৃত পরং ব্রহ্ম হৃদয়ে সাক্ষাৎভাবে জানিবে। ইহা ভগবৎ কৃপায় শ্রীমৎ অর্জ্জুনও ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন, যেমন শ্রীহরিবংশে বিপ্রকুমারগণকে আহরণ প্রসঙ্গে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য—দিব্য মহৎ তেজময় ব্রহ্ম যাহা তুমি দর্শন করিলে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই আমি। আমার তেজ সেই সনাতন ব্রহ্ম, সেই পরাপ্রকৃতি আমার ব্যক্ত ও অব্যক্ত সনাতনী নিত্যা, মুক্তগণ যোগবিৎ উত্তম ব্যক্তিগণ ঐ পরাপ্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাই সাংখ্যবিৎগণের গতি, পার্থ ! যোগীগণের তপস্বিগণেরও তাহাই গতি। তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ পরমব্রহ্ম যাহাদ্বারা এইসকল জগৎ বিভক্ত হইয়াছে। তাহা আমারই ঘনতেজ, হে ভারত ! তুমি জানিতে পার।

অথবা হে মহারাজ ! নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে শ্রুতিগণ বিচরণ করিতে পারে না। ব্রহ্মা বলিয়াছেন—যেখানে শব্দসমূহ পুরুষকারযুক্ত ক্রিয়া অর্থ সমূহ যেখানে যাইতে পারে না। সেইরূপ সবিশেষ সচ্চিদানন্দ আকার ব্রহ্মেও শ্রুতিসমূহ বিচরণ করে না, তিনি প্রাকৃতজাতি আদি পদার্থ সমূহের অতীত বলিয়া। আর বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—ঈশ্বরে সত্ত্ব আদি প্রাকৃত গুণসমূহ নাই, এই কথা বলার দ্বারা প্রাকৃতগুণ নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত গুণসমূহ আছে, ইহাই পাওয়া যায়। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম সাক্ষী চেতা কেবলও নির্গুণ, নির্গুণ হইলেও অপ্রাকৃত সাক্ষী-ত্বাদিগুণ বলা হইয়াছে।

গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন—আমি বেদসমূহের দ্বারাই জ্ঞাতব্য অপ্রাকৃত অনন্তগুণবান ভগবানে শব্দ প্রবৃত্তি নিমিত্ত অপ্রাকৃত জাতি আদি বর্ত্তমান থাকায় সাক্ষাদ্ভাবেই শ্রুতিগণ তাহাতে বিচরণ করে, ইহা বলিতেছেন—বুদ্ধি ইত্যাদি।

বুদ্ধি পদদ্বারা মহৎতত্ত্ব ইন্দ্রিয়পদদ্বারা শব্দাদি আকাশাদি কার্য্য সমূহও বুঝা যায়। মাত্রার্থ শব্দ-ব্রহ্মেও প্রবৃত্তির জন্য বুদ্ধি আদির সৃজন। মাত্রাশব্দের অর্থ—পরিচ্ছদে, দেশ প্রবৃত্তি, কর্ণভূষণ এইরূপ অভিধানে পাওয়া যায়। প্রাণাদি ব্যতীত বাক্য অসম্ভব, এইহেতু মন আদি সৃষ্টিও শব্দ প্রবৃত্তির জন্য জানিবে। সৃষ্টির অন্য ফলও বলিতেছেন—ভব অর্থাৎ জীবগণের কল্যাণের জন্য, ভবশব্দের অর্থ—ভদ্র, মহাদেব, পাওয়া যায়। সেইরূপ আত্মা-শব্দের অর্থ নিজের জন্য বুদ্ধি আদি অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সৃষ্টির নিজেকে উপাসনা করাইবার জন্য ঈশ্বরের বিনিয়োগ। যেমন গোপালতাপনী শ্রুতি বলিতেছেন—উত্তম শ্বেতপদ্মের ন্যায় তাঁহার নয়ন যুগল, তিনি মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বিদ্যুতের ন্যায় পীতাম্বরধারী, দ্বিভুজ, জ্ঞানমুদ্রাযুক্ত, বনমালী ঈশ্বর। এস্থলে সিদ্ধভক্তগণের অপ্রাকৃত বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা অপ্রাকৃত পুণ্ডরীক, মেঘ, বিদ্যুৎকিরণ গ্রহণ-যোগ্য হয়। ইহা উপমাদ্বারা বলিতেছেন—ভগবানের

নয়ন শ্রীবিগ্রহ বসন অপ্রাকৃত, তাপনীশ্রুতি ভগবানের নয়নাদি বর্ণন করিয়া সুখেই ভগবৎ বিষয়ে বিচরণ করিতেছেন। সাধক ভক্তগণের কিন্তু বুদ্ধি আদি দ্বারা অগ্রাহ্য হইলেও সেখানে প্রাকৃত পদ্ম আদি সাদৃশ্য আরোপ দ্বারাই তাহারা যৎকিঞ্চিৎ বুদ্ধি প্রবেশ করাইয়া চিত্তের একাগ্রতা দ্বারাও বস্তুত অস্পষ্ট ভগবৎরূপের আভাসও ভগবানকে—প্রভুকে ধ্যান করিতেছি, এই অভিমানে আনন্দিত হন, ভগবানও অপার কৃপাতরঙ্গ বশেই ইঁহাদের ভক্তিদ্বারা আমি ধ্যান যোগ্য হইতেছি এই অভিমানযুক্ত, সেই ভক্তি পরিপাক হইলে পর সেই নিজ ভক্তগণকে নিজ চরণের নিকট সেবার জন্য আনয়ন করিব—এই-ভাবে ভগবৎ স্বরূপের শ্রুতিগম্যতা ভগবৎ কৃপায়ই সিদ্ধ হইল ॥ ২ ॥

সৈষা হ্যুপনিষদ্ব্রাহ্মী পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈর্ধৃতা।
শ্রদ্ধয়া ধারয়েদ্‌যস্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অত্র চানাদিশিষ্টপরম্পরাগতত্বান্ন সন্দেহো যুক্ত ইত্যাহ) সা এষা (যথোক্তাবলম্বনা) ব্রাহ্মী (ব্রহ্মপরা) উপনিষৎ (শ্রুতিঃ) পূর্ব্বেষাং (শ্রীনারদাদীনাং) পূর্ব্বজৈঃ (শ্রীসনকাদিভিরপি) হি (নূনং) ধৃতা (হৃদি ন্যস্তা, অতঃ সাম্প্রতমাবাভ্যাং সা কেবলমাবির্ভূতৈব ন তু কৃতেত্যর্থঃ) যঃ (পুরুষঃ) শ্রদ্ধয়া (আদরেণ বৈতণ্ডিকতর্কানভিনিবেশেন) তাং (উপনিষদং) ধারয়েৎ (শ্রবণাদিনা স্বীকুর্য্যাৎ সঃ) অকিঞ্চনঃ (নিরস্তদেহাদ্যুপাধিঃ সন্) ক্ষেমং গচ্ছেৎ (পরং পদং প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—এই ব্রহ্মবিষয়িণী উপনিষদ্‌বিদ্যা নারদ প্রভৃতি পূর্ব্বমুনিগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। আমরা সম্প্রতি উক্ত সনাতনী বিদ্যার কেবলমাত্র প্রকাশ করিতেছি। যে ব্যক্তি বিতণ্ডবুদ্ধিরহিত শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা এই বিদ্যা ধারণ করেন, তিনি দেহাদি যাবতীয় উপাধিসম্বন্ধশূন্য হইয়া পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সা প্রসিদ্ধ এষা শ্লোকদ্বয়ী প্রশ্নোত্তরময়ী ব্রাহ্মী উপনিষদ্ভবতি আবাভ্যামাবির্ভূতৈব নত্বাবাভ্যামেব কৃতেত্যর্থঃ। যতঃ পূর্ব্বেষাং শ্রীনারদাদীনাং পূর্ব্বজৈঃ সনকাদিভিঃ স্বান্তঃকরণেষু ধৃতা ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই প্রসিদ্ধ এই শ্লোকদ্বয়ী প্রশ্নোত্তরময়ী ব্রাহ্মী উপনিষদ। আমাদের দুইজন-দ্বারা আবির্ভূত হইলেন কিন্তু আমাদের কর্ত্তৃক কৃত নহে, যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীনারদাদির পূর্ব্বজাত সনকাদি কর্ত্তৃক নিজ অন্তঃকরণে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি গাথাং নারায়ণান্বিতাম্।
নারদস্য চ সংবাদমৃষের্নারায়ণস্য চ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে অহং) তে (তব সমীপে) নারায়ণান্বিতাং (নারায়ণঃ অন্বিতঃ প্রবক্তৃত্বেন সম্বন্ধো যস্যাং তাং) গাথাং (ইতিহাসং) ঋষেঃ নারদস্য চ নারায়ণস্য চ সংবাদম্ (অন্যোন্যালাপং) বর্ণয়িষ্যামি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এ বিষয়ে আমি তোমার নিকট নারদ ঋষি এবং নারায়ণ ঋষির সংবাদরূপ নারায়ণবর্ণিত প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থং দ্রঢ়য়িতুমিতিহাসমবতারয়তি, —অত্র অস্মিন্নর্থে গাথামিতিহাসং নারায়ণঃ প্রতিপাদ্যত্বেনান্বিতো যস্যাং তাং সংবাদরূপাম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ বিষয়টি দৃঢ় করিবার জন্য ইতিহাসের অবতারণা করিতেছেন এই বিষয়ে ইতিহাস নারায়ণ প্রতিপাদ্যরূপে যুক্ত যাহাতে, সেই সংবাদরূপ 'গাথা' ॥ ৪ ॥

একদা নারদো লোকান্ পর্য্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।
সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবৎপ্রিয়ঃ (শ্রীহরিসেবকঃ) নারদঃ লোকান্ (ত্রিলোকীং) পর্য্যটন্ (স্বেচ্ছয়া ভ্রমন্) একদা সনাতনম্ (আদ্যম্) ঋষিং (নারায়ণং) দ্রষ্টুং নারায়ণাশ্রমম্ (ঋষের্নারায়ণস্যাশ্রমং তপোভূমিং) যযৌ (গতবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্‌ভক্ত দেবর্ষি নারদ ত্রিলোক-পর্য্যটন করিতে করিতে এক সময়ে সনাতন ঋষি

নারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সনাতনং নিত্যমূর্ত্তিং ঋষিং ধর্ম্মপুত্রং শ্রীনারায়ণম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সনাতন অর্থাৎ নিত্যমূর্ত্তি ঋষি ধর্ম্মপুত্র শ্রীনারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

যো বৈ ভারতবর্ষেঽস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম্ ।
ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেতমাকল্পাদাস্থিতস্তপঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ঋষির্ণারায়ণঃ) বৈ (খলু) অস্মিন্ (কর্ম্মক্ষেত্রে) ভারতবর্ষে নৃণাং (ক্ষেমায় (ঐহিকায় মঙ্গলায়) স্বস্তয়ে (আমুষ্মিকায় সুখায় চ) আকল্পাৎ (ব্রহ্মপ্রথমদিনপ্রথমভাগমারভ্য) ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেতং (ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমোচিতাচাররূপো, জ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং, শমো ভগবন্নিষ্ঠচিত্ততা তৈরুপেতং যুক্তং) তপঃ আস্থিতঃ (অনুতিষ্ঠতি, তং দ্রষ্টুং প্রযযাবিতি-পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—উক্ত নারায়ণ ঋষি এই কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে মানবগণের ঐহিক মঙ্গল এবং পারত্রিক সুখলাভের জন্য কল্পপ্রারম্ভ হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবন্নিষ্ঠাযুক্ত তপস্যার অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষেমায় ঐহিকায় স্বস্তয়ে আমুষ্মিকায় মঙ্গলায় আকল্পাৎ ব্রহ্মপ্রথমদিনপ্রথমভাগমারভ্য ॥৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ক্ষেম অর্থাৎ ঐহিক, স্বস্তি পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য, ব্রহ্মার প্রথমাদি দিন হইতে অর্থাৎ প্রথমভাগ আরম্ভ হইতে ॥ ৬ ॥

তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ ।
পরীতং প্রণতোঽপৃচ্ছদিদমেব কুরূদ্বহ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ, (নারদঃ) তত্র (তস্মিন্ ক্ষেত্রে) কলাপগ্রামবাসিভিঃ ঋষিভিঃ পরীতং (বেষ্টিতম্) উপবিষ্টং (তমৃষিং প্রতি) প্রণতঃ (সন্) ইদম্ এব (ত্বৎপৃষ্টং বিষয়মেব) অপৃচ্ছৎ (পৃষ্টবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে কুরুবংশধর, নারদ উক্ত আশ্রমে কলাপগ্রামনিবাসী ঋষিগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত নারায়ণ ঋষিকে প্রণামপূর্ব্বক তোমার এই জিজ্ঞাস্য বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—উপবিষ্টং শ্রীনারায়ণং ইদমেব ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্য ইত্যেব বদন্নিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আশ্রমে উপবিষ্ট শ্রীনারায়ণকে শ্রীনারদঋষি প্রণাম করিয়া হে ব্রহ্মণ্ ইহাই অনির্দ্দিশ্য ব্রহ্ম বিষয়ে এরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

তস্মৈ হ্যবোচদ্ভগবানৃষীণাং শৃণ্বতামিদম্ ।
যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্ব্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—(অথ) জনলোকনিবাসিনাং (জনলোকস্থিতানাং) পূর্ব্বেষাং (সনকাদীনাং) যঃ ব্রহ্মবাদঃ (ব্রহ্মবিষয়কো বিচারো বর্ত্ততে) ভগবান্ (নারায়ণোঽপি) শৃণ্বতাম্ ঋষীণাং (মধ্যে) তস্মৈ (নারদায় তং ব্রহ্মবাদমবলম্ব্যৈব) ইদং (বক্ষ্যমাণবচনম্) অবোচৎ হি (কথয়ামাস) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—জনলোকনিবাসিগণের মধ্যে পূর্ব্বে যে ব্রহ্মবিষয়ক বিচার হইয়াছিল, ভগবান্ নারায়ণ ঋষি সেই ব্রহ্মবাদই শ্রবণকারী ঋষিগণের সাক্ষাতে নারদকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—যো ব্রহ্মবাদো জনলোকনিবাসিনামাসীৎ। ইদমেব ঋষিণাং মধ্যস্থিতো ভগবাংস্তস্মৈ নারদায় হ্যবোচদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে ব্রহ্মবাদ জনলোক নিবাসীগণের সভায় হইয়াছিল। ভগবান ইহাই ঋষিগণের মধ্যস্থিত সেই নারদকে বলিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মসত্রং জনলোকেঽভবৎ পুরা ।
তত্রস্থানাং মানসানাং মুনীনামূর্দ্ধ্বরেতসাম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ (নারায়ণঃ) উবাচ,—স্বায়ম্ভুব, (হে ব্রহ্মতনয়, নারদঃ,) পুরা (পূর্ব্বকালে) জনলোকে তত্রস্থানাং (তত্রত্যানাং জনলোকবাসিনাম্) উর্দ্ধ্বরেতসাং মানসানাং (ব্রহ্মমনোজাতানাং) মুনীনাং

(জ্ঞানপরাণাং) ব্রহ্মসত্রং (যথা যজমানা) এব সমানা ঋত্বিগাদিরূপেণ যত্র কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি তৎ কর্ম্মসত্রং প্রসিদ্ধং, তথা যত্র সমানা এব বক্তৃশ্রোতৃভাবেন ব্রহ্ম মীমাংসন্তে তদ্‌ব্রহ্মসত্রং তৎ) অভবৎ (জাতম্) ॥৯॥

অনুবাদ—শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মসুত নারদ, পুরাকালে জনলোকে উক্তলোকনিবাসী উর্দ্ধ্‌রেতা ব্রহ্মার মানসপুত্র মুনিগণের এক ব্রহ্মসত্র অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক বিচার উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্বায়ম্ভুব হে স্বয়ম্ভুপুত্র ! ব্রহ্মসত্রমিতি যজমানা এব সমানা ঋত্বিগাদিরূপেণ যত্র কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি তৎকর্ম্মসত্রমিতি প্রসিদ্ধম্ । তথা যত্র সমানা এব বক্তৃশ্রোতৃভাবেন ব্রহ্ম মীমাংসন্তে তৎ ব্রহ্মসত্রম্ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে ব্রহ্মপুত্র ! এই ব্রহ্মযজ্ঞ যেখানে যজমানগণই সমান জ্ঞানবিশিষ্ট ঋত্বিক আদিরূপে কর্ম্ম করেন, সেই কর্ম্মকে 'সত্র' বলা হয়। যে স্থলে বক্তা ও শ্রোতাগণ উভয় মিলিয়া ব্রহ্ম মীমাংসা করেন, তাহাই ব্রহ্মযজ্ঞ ॥ ৯ ॥

শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরম্ ।
ব্রহ্মবাদঃ সুসংবৃত্তঃ শ্রুতয়ো যত্র শেরতে ।
তত্র হায়মভূৎ প্রশ্নস্ত্বং মাং যমনুপৃচ্ছসি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(অহো তর্হি ময়া কথং ন তজ্জ্ঞাতমিত্যত আহ) শ্রুতয়ঃ যত্র শেরতে (কল্পান্তে যস্মিন্ বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ) তদীশ্বরং (শ্বেতদ্বীপাধিপতিং তমেবানিরুদ্ধমূর্ত্তিং) মাং, দ্রষ্টুং ত্বয়ি (নারদে) শ্বেতদ্বীপং গতবতি (গতে সতি তদানীং জনলোকে) ব্রহ্মবাদঃ সুসংবৃত্তঃ (সম্যগারব্ধ আসীৎ) ত্বং মাং যম্ অনুপৃচ্ছসি (ইদানীং পুনঃ পৃচ্ছসি) তত্র হ (তস্মিন্ তদানীম্) অয়ং প্রশ্নঃ অভূৎ (আসীৎ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—প্রলয়ে শ্রুতিসকল যথায় অবস্থান করেন, তথায় আমার অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি শ্বেতদ্বীপাধিপতিকে দর্শন করিবার অভিলাষে তুমি শ্বেতদ্বীপে গমন করিলে জনলোকে এই ব্রহ্মবাদ আরম্ভ হইয়াছিল। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তথায়ও এই বিষয়েই প্রশ্ন হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অহো তর্হি ক্বাহমগমং কথং তন্নাবগতবাংস্তত্রাহ,—শ্বেতদ্বীপমিতি। হ স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো ! তাহা হইলে আমি কোথায় গিয়াছিলাম তাহা আমি জানিলাম না কেন ? তাহার উত্তরে বলি—তুমি শ্বেতদ্বীপপতিকে দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলে সেইসময় জনলোকে এই ব্রহ্ম মীমাংসা হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ ।
অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র) তুল্যশ্রুততপঃশীলাঃ (তুল্যশাস্ত্রজ্ঞান-তপস্যা-স্বভাবযুক্তাঃ) তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ (অরিমিত্রোদাসীনহীনত্বেন নিরুপমকরুণা অতঃ সর্ব্বে প্রবচনযোগ্যাঃ) অপি (কেনাপি কৌতুকেন) একং (সনন্দনমেব) প্রবচনং (প্রবক্তারং) চক্রুঃ (কল্পয়ামাসুঃ) অপরে (অন্যে সর্ব্বে শুশ্রূষবঃ (শ্রবণাভিলাষিণোঽভবন্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ— তত্রত্য মুনিগণ তুল্যশাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা ও সৎস্বভাবসম্পন্ন এবং শত্রু, মিত্র, উদাসীন—সকলের প্রতি সমভাবযুক্ত বলিয়া প্রত্যেকেই প্রবচনসমর্থ হইলেও এক সনন্দনকেই প্রবক্তা অর্থাৎ ব্যাখ্যাকর্ত্তৃরূপে নির্ণয় করিয়া অপর সকলে শ্রবণাভিলাষী হইলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, সর্ব্বজ্ঞা এব তে তত্র কঃ প্রষ্টা কো বা বক্তা তত্রাহ,—তুল্যেতি। শ্রুতাদিভিরবিশেষাং স্বপক্ষবিপক্ষতটস্থপক্ষরহিতাঃ। অতঃ সর্ব্বেঽপি বক্তৃত্বে যোগ্যা অপি কেনাপি কৌতুকেনৈকং প্রবচনং প্রবক্তারং চক্রুঃ। কর্ত্তরি ল্যুঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে, ঐ ব্রহ্ম মীমাংসাতে মুনিগণ সকলেই সর্ব্বজ্ঞ, তাহার মধ্যে কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বক্তা ছিলেন ? তাহার উত্তরে বলি সকলই সমান বেদাদিশাস্ত্রে নিপুণ সপক্ষ, বিপক্ষ ও তটস্থপক্ষ রহিত। অতএব সকলেই বক্তার যোগ্য হইলেও কৌতুকবশতঃ একজনকে বক্তা করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

শ্রীসনন্দন উবাচ—

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ ।
তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্ ॥ ১২ ॥

যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ।
প্রত্যূষেঽভ্যেত্য সুশ্লোকৈর্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসনন্দনঃ উবাচ—অনুজীবিনঃ (সম্রাড়নুবর্ত্তিনঃ) বন্দিনঃ (স্তুতিপাঠকাঃ) যথা (যদ্বৎ) প্রত্যূষে (প্রাতঃকালে) অভ্যেত্য (সমীপমাগত্য) তৎপরাক্রমৈঃ (তস্য সম্রাজঃ পরাক্রমসূচকৈঃ) সুশ্লোকৈঃ (সুবচনৈঃ) শয়ানং (নিদ্রিতং) সম্রাজং বোধয়ন্তি (জাগ্রতং কুর্ব্বন্তি তথা) স্বসৃষ্টং (স্বরচিতম্) ইদং (বিশ্বং প্রলয়কালে) আপীয় (স্বস্মিন্ সংহৃত্য) শক্তিভিঃ (স্বশক্তিভিঃ) সহ শয়ানং (যোগেন নিদ্রামিব বর্ত্তমানং) পরং (পরমেশ্বরং) তদন্তে (প্রলয়ান্তে) তল্লিঙ্গৈঃ (তৎপ্রতিপাদকৈর্বাক্যৈঃ সৃষ্টিসময়ে) শ্রুতয়ঃ (প্রথমনিঃশ্বাসভূতাঃ শ্রুতয়ঃ) বোধয়াঞ্চক্রুঃ (প্রবোধয়ামাসুঃ)॥ ১২-১৩॥

অনুবাদ—শ্রীসনন্দন বলিলেন,—হে মুনিগণ, সম্রাটের অনুবর্ত্তী স্তুতিপাঠকগণ যেরূপ প্রাতঃকালে তৎসমীপাগত হইয়া তদীয় পরাক্রমসূচক সুবচনসমূহ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করে, সেইরূপ প্রলয়ে পরমেশ্বরও স্বরচিত বিশ্বকে নিজের মধ্যে সংহারপূর্ব্বক শক্তিগণের সহিত যোগবলে নিদ্রিততুল্য অবস্থান করিলে প্রলয়ান্তে তদীয় প্রথমনিঃশ্বাসজাত শ্রুতিসকল তাঁহার মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক বাক্যসমূহদ্বারা তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন॥ ১২-১৩॥

বিশ্বনাথ—পরীতং প্রণতোঽপৃচ্ছদিদমেব কুরূদ্বহেতি শ্রীশুকোক্তেস্তত্রায়মভূৎ প্রশ্নস্ত্বং মাং যমনুপৃচ্ছসীতি শ্রীনারায়ণোক্তেশ্চ সনকাদয়ঃ সনন্দনং প্রতি 'ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে' ইতি বদন্তঃ প্রথমং পপ্রচ্ছুঃ। ততশ্চ শ্রীসনন্দনস্তদুত্তরত্বেন বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ প্রাণানিতি ব্রহ্মোপনিষদুত্তরভাগমুক্ত্বা, অত্রার্থে তা এব শ্রুতয়ঃ স্বয়ং প্রমাণমিতি প্রপঞ্চয়িতুমিতিহাসমবতারয়তি,—স্বসৃষ্টমিতি। স্বয়ং নির্ম্মিতং বিশ্বং প্রলয়সময়ে আপীয় সংহৃত্য শয়ানং যোগেন নিদ্রাণমিব বর্ত্তমানং তদন্তে প্রলয়ান্তে তল্লিঙ্গৈস্তৎপ্রতিপাদকৈর্বাক্যৈঃ পরং পরমেশ্বরং তদা সৃষ্টিসময়ে প্রথমনিশ্বাসপ্রসূতাঃ শ্রুতয়ঃ প্রবোধয়ামাসুঃ। সর্ব্বজ্ঞমপি তং স্বীয়স্তুত্যর্থেষূৎসাহবশাদেবাববোধয়ামাসুঃ॥ ১২-১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চতুর্দ্দিকে প্রণত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেব এইরূপ বলিলে পর সেইখানে এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছিল তুমি আমাকে যাহা এখন জিজ্ঞাসা করিতেছ। শ্রীনারায়ণ এইরূপ বলিলে সনকাদি মুনিগণ সনন্দনকে বলিবার জন্য প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মণ! অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মে শ্রুতিগণ কিরূপে বিচরণকরে। ততঃপর শ্রীসনন্দন তাহার উত্তররূপে—'বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মনপ্রাণ সমূহ ঈশ্বর জীবের ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সৃষ্টি করিলেন—ইহাই উত্তর। এ বিষয়ে শ্রুতিগণই স্বয়ং প্রমাণ। ইহা বিস্তাররূপে বলিবার জন্য এই ইতিহাস বলিতেছেন—নিজ নির্ম্মিত বিশ্বকে প্রলয় সময়ে নিজ শরীরমধ্যে আহরণ করিয়া যোগনিদ্রাতে শয়নকালে বর্ত্তমান এবং প্রলয়ের অন্তে ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য সমূহদ্বারা পরমেশ্বরকে সৃষ্টিসময়ে প্রথম নিশ্বাসে প্রসূত শ্রুতিগণ ভগবানকে জাগাইতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ হইলেও ভগবানকে নিজস্তুতির অর্থসমূহে উৎসাহ বশে ভগবানকে শুনাইতেছেন॥ ১২-১৩॥

শ্রীশ্রুতয়ঃ উচুঃ—

জয় জয় জহ্যজামজিতদোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশ্রুতয়ঃ উচুঃ—(হে) অজিত, (মায়াদ্যনভিভূত,) জয় জয় (নিজোৎকর্ষমবশ্যমাবিষ্কুরু, কথং বা ন করোষীতি আদরে বীপ্সা) দোষগৃভীতগুণাং (দোষায় আনন্দাদ্যাবরণায় গৃভীতা গৃহীতাঃ গুণাঃ যয়া তাম্) অগজগদোকসাং (অগানি স্থাবরাণি জগন্তি জঙ্গমানি ওকাংসি শরীরাণি যেষাং তেষাং জীবানাম্) অজাং (মায়াম্ অবিদ্যাং) জহি (নাশয়—যথা পুনরেষা সৃষ্টাদৌ প্রবৃত্তান্ জীবান্ ন দুনোতীতি ভাবঃ) যৎ (যস্মাৎ) ত্বম্ আত্মনা (স্বরূপভূতেন পরমানন্দেনৈব তদভিন্নয়ৈব শক্ত্যা) সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ (সম্প্রাপ্তসমগ্রৈশ্বর্য্যঃ) অসি (বশীকৃতমায়ত্বাৎ ত্বমেব) অখিলশক্ত্যববোধকঃ (অখিলাঃ প্রাকৃতাপ্রাকৃতাঃ যাঃ শক্তয়ঃ তাসাং সর্ব্বাসাম্ অববোধকঃ ভোক্তা অধীশ্বরঃ ইতি যাবৎ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে) অজয়া (মায়য়া) আত্মনা

(অঙ্গাভাসেন, স্বয়ং তু নির্লিপ্তঃ) চরতঃ (ঈক্ষণ-ক্রীড়তঃ) তে (তব ত্বাং কর্ম্মণি ষষ্ঠী) নিগমঃ (বেদঃ) অনুচরেৎ (প্রতিপাদয়েৎ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি, তস্মৈ", "য আত্মনি তিষ্ঠন্", "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ) ॥১৪॥

অনুবাদ—শ্রুতিগণ বলিলেন,—যাঁহার দ্বারা সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ দোষরূপে গৃহীত হইয়াছে, হে অজিত, সেই চরাচর অজাকে (মায়াকে) তুমি বিনষ্ট করিয়া তোমার জয় দেখাও, জয় দেখাও ; কেন না, আত্ম-শক্তিক্রমে মায়াতীত তোমাতে (স্বরূপতঃ) সমস্ত ঐশ্বর্য্য অবরুদ্ধ আছে ; তুমিই জগতের অখিল শক্তির অববোধক (উদ্বোধক অন্তর্য্যামী), তুমি আত্মশক্তি-তেই বিপুল চিজ্জগতে লীলা করিয়া থাক এবং কোন কারণবশতঃ তোমার ছায়াশক্তি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া তদ্দ্বারে (সৃষ্ট্যাদি) লীলা করিয়া থাক,—বেদ তোমার এই দুই প্রকার লীলাই বর্ণন (পূর্ব্বক প্রতিপাদন) করেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—জয়জয়েতি। ভো অজিত, জয় জয় সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তস্ব স্বীয়সর্ব্বোৎকর্ষমাবিষ্কুরু ইত্যর্থঃ। দ্বিরুক্তিরাদরেণ হর্ষেণ বা ; কেন প্রকারেণোৎকর্ষমা-বিষ্কুর্য্যামিতি চেজ্জীবেষু করুণয়া স্বচরণমাধুর্য্য-প্রাপণেনৈবেত্যাহুঃ। অগজগদোকসাম্ অগানি স্থাব-রাণি জগন্তি জঙ্গমানি ওকাংসি শরীরাণি যেষাং তেষাং জীবানামজামবিদ্যাং ত্বৎপ্রাপ্তি প্রতিকূলাং জহি নাশয়। ননু, গুণবতী সা কথং মৎপ্রাপ্তিপ্রতিকূলে-ত্যত আহুঃ। দোষগৃভীতগুণাং দোষায় জ্ঞানাদ্যা-বরণায় দেহাদিষু দুরভিমানপ্রাপণায় চ গৃভীতা গুণা যয়া তাম্। যদ্বা, দোষৈস্তুদস্ফূর্ত্তিরূপৈর্গৃভীতা গ্রস্তা গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি যস্যাস্তাম্। "হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি" ইতি ভকারঃ। তস্যা গুণা এবানর্থকারিণস্ত্বৎপ্রাপ্তি-প্রতিকূলা ইতি ভাবঃ। অজিতেতি ত্বমেবৈকস্তয়া জেতুমশক্যঃ অন্যে তু ব্রহ্মাদ্যা অপি তয়া স্বগুণৈর্জিতা এবেতি ভাবঃ। ননু তয়াহমজিত ইত্যত্র কিং চিহ্ন-মিত্যত আহুঃ,—ত্বমিতি। যৎ যস্মাৎ ত্বম্ আত্মনা স্বরূপেণৈব সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ সম্প্রাপ্তসমস্তৈশ্বর্য্যোঽসি বশীকৃতমায়াত্বাদিতি ভাবঃ। নন্ববিদ্যোপরমে সত্যপি ভক্ত্যা বিনা ন মে প্রাপ্তির্ভবেৎ। "ভক্ত্যাহ-মেকয়া গ্রাহ্যঃ"-ইতি মদুক্তেস্তত্রাহুঃ—হে অখিল-শক্ত্যববোধক, বুদ্ধীন্দ্রিয়াদীন্ সৃষ্ট্বা জীবানাং অখিলাঃ শক্তীঃ কর্ম্মকরণশক্তীঃ কর্ম্মফলভোগশক্তীশ্চ যথোদ্বো-ধয়সি। তথৈব ব্রহ্মপরমাত্মভগবৎস্বরূপিণং স্বং প্রাপয়িতুং জ্ঞানযোগভক্তিকরণশক্তীঃ কৃপয়া ত্বমেব উদ্বোধয়সি তত্তৎপরিপাকে সতি ব্রহ্মপরমাত্মভগবদনু-ভবশক্তীশ্চোদ্বোধয়সীত্যর্থঃ। অত্র কিং প্রমাণমিতি চেদ্বয়মেবেতি সবিনয়মাহুঃ—ক্বচিদজয়া কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে মায়য়া বহিরঙ্গশক্ত্যা সহ আত্মনা চ সর্ব্বকালমেব স্বরূপশক্ত্যা চ সহ চরত ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যার্যী। চরন্তং ক্রীড়ন্তং ত্বাং নিগমোঽস্মল্লক্ষণঃ শ্রুতিকদম্বঃ অনুচরেৎ পরিচরেৎ। তত্তৎপ্রতিপাদক-রূপপ্রমাণীভবনমেবাস্মাকং ত্বৎপরিচরণমিত্যর্থঃ।

তেন সৃষ্ট্যাদিসময়ভবং কর্ম্মাদিকং সার্ব্বকালিক ত্বদনুভবঞ্চ বয়মেব প্রতিপাদয়াম ইত্যতঃ সাধূক্তং বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণানিতি ব্রহ্মোপনিষদ্বাক্যম্। অত্র প্রমাণানি "নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যামন্তরঃ। সোঽকাময়ত বহুস্যাং স ঈক্ষত তত্তেজোঽসৃজৎ' "সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি সর্ব্বজ্ঞ ইতি সম্পূর্ণং জ্ঞানম্। সর্ব্ববিদিতি অখিল-শক্ত্যুদ্বোধকত্বলক্ষণস্বচিচ্ছক্তিঃ স্বত এব লাভঃ। জ্ঞান-ময়ং তপ ইতি জ্ঞানং পরামর্শস্তন্ময়ং তপঃ প্রতা-পাত্মকমৈশ্বর্য্যম্। বশীতি সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বম্। ঈশান ইতি সর্ব্বকর্ম্মফলদাতৃত্বং সর্ব্বোপাস্যত্বে পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্নিতি সর্ব্বব্যাপকত্বম্ অন্তরঃ অন্তর্ভূতঃ তেন পৃথিবী তন্ন জানাতীতি সর্ব্বদুর্জ্ঞেয়ত্বং সোঽকাময়-তেতি প্রকৃতিক্ষোভাৎ পূর্ব্বস্য কামস্যাপ্রাকৃতত্বাৎ কল্যাণগুণময়ত্বম্। ঈক্ষতেত্যড়াগমাভাবশ্ছান্দসঃ। তত্তেজ ইতি তদংশরূপস্য তেজসঃ পুরুষস্যেব জগৎ-স্রষ্টৃত্বম্। তথৈব তত্তেজ এব ব্যাপকং সত্যেত্যা-দিলক্ষণং ব্রহ্ম। "যস্য প্রভা প্রভবত" ইতি ব্রহ্মসং-হিতোক্তেঃ। "মদীয়ং মহিমানং চ পরব্রহ্ম" ইত্যষ্টমোক্তেঃ "ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্" ইতি দশ-মোক্তেঃ "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইতি গীতোক্তেশ্চ

ইত্যেবমেতা ব্রহ্মত্বপরমাত্মত্বভগবত্ত্বপ্রতিপাদিকাঃ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদ্যাঃ সৃষ্ট্যাদি প্রতিপাদিকাঃ। "অক্ষয্যং হ বৈ চতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" ইতি কর্ম্মপ্রতিপাদিকাঃ। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদ্যাঃ জ্ঞানপ্রতিপাদিকাঃ। "শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা তয়োর্দ্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি" ত্যাদ্যাযোগপ্রতিপাদিকাঃ। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইত্যাদ্যা ভক্তিপ্রতিপাদিকাঃ শ্রুতয়ঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রুতিগণ বলিতেছেন — জয় জয় ইতি হে অজিত! জয় জয় সর্ব্ব উৎকর্ষের সহিত বিরাজ করুন অর্থাৎ নিজ সকল উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন। দুইবার জয় জয় বলার উদ্দেশ্য আদর পূর্ব্বক বা আনন্দের সহিত। কি প্রকারে উৎকর্ষ আবিষ্কার করিব? ইহা যদি বল জীবসমূহের প্রতি করুণা করিয়া নিজ চরণমাধুর্য্য প্রাপ্তি করানদ্বারা স্থাবর জঙ্গম শরীরসমূহ যাহাদের সেই জীবগণের অবিদ্যাকে তোমার প্রাপ্তির প্রতিকূল ঐ অবিদ্যাকে নাশ কর। যদি বলেন অবিদ্যা গুণবতী, সে কিরূপে আমার প্রাপ্তির প্রতিকূল হইল? তাহার উত্তরে বলি—জীবের জ্ঞানাদি আবরণের জন্য দেহাদিতে দূরভিমান প্রাপ্তিকরার জন্য ঐ গুণসমূহ ধারণ যে অবিদ্যা তাহাকে নাশ কর। অথবা দোষসমূহদ্বারা অপ্রকাশরূপ গুণসমূহ সত্ত্বরজতম গুণসমূহ যাহাতে তাহা গুণসমূহই অনর্থকারী তোমাকে পাইবার প্রতিকূল—ইহাই ভাবার্থ।

অজিত! তুমি একমাত্র। তোমা কর্তৃকই মায়াকে জয় করা সম্ভব, অন্যসকলে সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মাদিও মায়ার গুণসমূহের দ্বারা পরাজিতই, যদি বল মায়া দ্বারা আমি অজিত ইহাতে কি চিহ্ন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তুমি আত্মস্বরূপদ্বারাই সমস্ত ঐশ্বর্য্য সংপ্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি মায়াকে নিজবশে রাখিয়াছ। যদিবল অবিদ্যা চলিয়া গেলেও ভক্তিবিনা আমার প্রাপ্তি সম্ভব হইবে না, 'আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য হই'। তাহার উত্তরে বলি—হে **অখিল শক্তির প্রকাশক**, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিকে সৃজন করিয়া জীবগণের অখিল ইন্দ্রিয়শক্তি ও কর্ম্মকরণ শক্তি এবং কর্ম্মফল ভোগশক্তিও যেমন সৃষ্টি করেন। সেইরূপ ব্রহ্ম পরাত্ম ভগবৎস্বরূপ নিজেকে পাওয়াইবার জন্য জ্ঞান, যোগ, ভক্তি করার শক্তি, কৃপাদ্বারা তুমিই উদ্বোধন কর। সেই সেই সাধন পরিপাক হইলে পরব্রহ্ম পরমাত্ম ভগবানের অনুভব শক্তিও বোধ করান। ইহাতে কি প্রমাণ ইহা যদি বল, ইহার উত্তরে বিনয় সহকারে বলিতেছি—কোনসময় অর্থাৎ সৃষ্টি আদি সময়ে বহিরঙ্গশক্তি সহিত ও সর্ব্বকালেই স্বরূপশক্তির সহিত বিচরণকারী তুমি ক্রীড়া কর। তোমাকে নিগম অর্থাৎ শ্রুতিরূপ আমরা পরিচর্য্যা করি। সেই সেই প্রতিপাদক রূপ প্রমাণ স্বরূপ আমাদিগকে তোমার সেবা করানই অর্থ।

সেইহেতু সৃষ্টি আদি সময়ে উদ্ভুত কর্ম্মাদি সার্ব্বকালিক ও তোমার অনুভব আমরাই প্রতিপাদন করিতেছি। এই কারণে যথাযথ বলিয়াছেন—বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন প্রাণাদি, ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই ব্রহ্ম উপনিষদ্‌বাক্য। এ বিষয়ে প্রমাণসমূহ— 'নিত্য বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম' 'একমাত্রদেব সর্ব্বভূতেতে গূঢ়রূপে থাকিয়াও সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা' 'কর্ম্মের অধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সাক্ষীচেতয়িতা কেবল ও নির্গুণ।' 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ' 'যাঁহার জ্ঞানময় তপস্যা' 'সকলের বশকারী সকলের পরিচালক, 'যিনি পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর্য্যামী'। 'তিনি কামনা করিলেন আমি বহু হইব' 'তিনি ঈক্ষণ করিলেন' তাহা হইতে তেজ সৃষ্টি হইল' 'সত্য বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম' ইহাই 'সর্ব্বজ্ঞ', ইহাই সম্পূর্ণ জ্ঞান 'সর্ব্ববিৎ' অর্থাৎ অখিলশক্তির উদ্বোধকরূপ নিজ চিৎশক্তি স্বাভাবিকীই আছে। 'তাহার জ্ঞানময় তপস্যা' অর্থাৎ জ্ঞান অর্থে পরামর্শ তন্ময় অর্থাৎ প্রতাপরূপ ঐশ্বর্য্য, বশী অর্থাৎ সর্ব্ব নিয়ন্তা ঈশান—সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা, সকলের উপাস্য, পৃথিবীতে থাকিয়া সর্ব্বব্যাপক, অন্তর অর্থাৎ অন্তর্ভূত অতএব পৃথিবী তাহাকে জানে না, সর্ব্বদুর্জ্ঞেয়, তিনি কামনা করিলেন, প্রকৃতি ক্ষোভের পূর্ব্বে ঐ কাম অপ্রাকৃত কল্যাণগুণময়, তাহার তেজ তাহার অংশরূপতেজ পুরুষেরই জগৎ স্রষ্টিত্ব, সেইরূপ তাহার তেজই ব্যাপক, সত্য জ্ঞানং ইত্যাদি ব্রহ্ম লক্ষণ, প্রভাবশালী কৃষ্ণের প্রভা ব্রহ্ম—ইহা ব্রহ্মসংহিতাতে বলা হই-

য়াছে। 'আমার মহিমা পরব্রহ্ম' অষ্টমস্কন্ধে বলা হইয়াছে। 'ব্রহ্মজ্যোতি সনাতন' ইহা দশমস্কন্ধে বলা হইয়াছে। 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আশ্রয়' ইহা গীতাতে বলা হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত শ্রুতিসকল ব্রহ্মত্ব পরমাত্মত্ব ও ভগবৎতত্ত্ব প্রতিপাদিকা।

'যাহা হইতে এই প্রাণী সকল জন্মগ্রহণ করে, এই সকল শ্রুতি সৃষ্টি আদি প্রতিপাদিকা। অক্ষয্যং হ বৈ অর্থাৎ চাতুর্ম্মাস্য যাজিগণ অক্ষয় সুকৃতি লাভ করে, ইহা কর্ম্ম প্রতিপাদক শ্রুতি। ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়, পরব্রহ্মকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে— এই সকল শ্রুতি জ্ঞান প্রতিপাদিকা, হৃদয়ের মধ্যে একশত একটি নাড়ী আছে, তাহার মধ্যে একটি মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহার উপরে গেলে অমৃতত্ব লাভ হয়, এই সকল শ্রুতি যোগপ্রতিপাদিকা। 'ভক্তি'সাধককে লইয়া যায়, সচ্চিদানন্দরসে ভক্তিযোগে ভগবান থাকেন—এই সকল শ্রুতি ভক্তিপ্রতিপাদিকা ॥ ১৪ ॥

— ——

বৃহদুপলব্ধমেতদবযন্ত্যবশেষতয়া
যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্ম্মৃদি বাবিকৃতাৎ।
অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং
কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ— (ননু "ইন্দ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজে"ত্যাদিভিরিন্দ্রো যাতো জঙ্গমস্যাবসিতস্য স্থাবরস্য চ রাজেতি প্রতিপাদ্যতে, তথা "অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ" ইত্যাদিভিশ্চৈবম্ভূতত্বেনাগ্ন্যাদয়ঃ প্রতিপাদ্যন্তে, তৎকথমেতা মামেবং প্রতিপাদয়ন্তীত্যাহুঃ) মৃদি (মৃত্তিকায়াং) বিকৃতেঃ বা (বিকারস্য ঘটাদের্যথোদয়াস্তময়ৌ ভবতস্তথা) অবিকৃতাৎ (স্বয়ং বিকাররহিতাৎ) যতঃ (যস্মাদ্ বৃহতঃ সকাশাৎ সর্ব্বস্য) উদয়াস্তময়ৌ (উৎপত্তি-লয়ৌ ভবতঃ) অবশেষতয়া (তস্য বৃহত এবাবশিষ্যমাণত্বেন) উপলব্ধং (দৃষ্টম্) এতৎ (ইন্দ্রাদি চ সর্ব্বং) বৃহৎ (ব্রহ্মত্বমিত্যেব) অবযন্তি (বেদা জানন্তীত্যর্থঃ) অতঃ (অস্মাদেব) ঋষয়ঃ (মন্ত্রাস্তদ্দ্রষ্টারো বা) ত্বয়ি (ত্বাং প্রত্যেব) মনোবচনাচরিতং (মনসা চরিতং তাৎপর্য্যং বচনাচরিতমভিধানঞ্চ) দধুঃ (ধৃতবন্তঃ, ন পৃথগ্‌বিকারেষ্বিত্যর্থঃ, অত্র নিদর্শনং) নৃণাং (ভুচরাণাং যত্র কুত্রাপি) দত্তপদানি (নিক্ষিপ্তানি পদানি) ভুবি (ভূমৌ) কথম্ অযথা ভবন্তি (অদত্তানি ভবন্তি, কথমপি নেত্যর্থঃ। তস্মান্মৃৎপাষাণেষ্টকাদিষু দত্তানি পদানি যথা ন ভুবং ব্যভিচরন্তি, তথা যৎ কিমপি বিকারজাতং বদন্তো বেদাস্ত্বামেব সর্ব্বকারণং পরমার্থভূতং প্রতিপাদয়ন্তীত্যর্থঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, ঘটাদি বিকৃত পদার্থের যেরূপ মৃত্তিকাতেই উৎপত্তি এবং লয় হইয়া থাকে, সেইরূপ যে, অবিকৃত ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি-প্রলয়াদি সাধিত হইতেছে, সেই ব্রহ্মবস্তু (আপনি) একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন; অতএব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আপনার প্রতিই যাবতীয় মনোবাক্য চরিত অর্থাৎ মন্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য এবং অভিধানসমূহ নির্ণয় করিয়াছেন, পরন্তু বিভিন্ন বিকার-সমূহের উদ্দেশ্যে তাহা নির্ণয় করেন নাই। যেহেতু, মানবগণ মৃত্তিকা, পাষাণ, ইষ্টক প্রভৃতি যে স্থানেই পদার্পণ করে, সে সমস্ত যেরূপ ভূমিতেই নিহিত হয়, সেইরূপ বেদমধ্যে কোন কোন স্থলে বিকারী দেবগণের মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকিলেও উহা বস্তুতঃ সর্ব্বকারণকারণস্বরূপ আপনারই প্রতিপাদক হইয়া থাকে ॥১৫॥

বিশ্বনাথ—ননু চ যূয়ং ন কেবলং মামেব পরমেশ্বরং ব্রূধ্বে অপি তু "ইন্দ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজেতি যাতো জঙ্গমস্য অবসিতস্য স্থাবরস্য চ ইন্দ্র এব রাজেন্দ্রমপি অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ" ইত্যগ্নিমপীতি চেৎ সত্যং জগৎকারণস্যৈব পরমেশ্বরত্বনিয়মনাদিন্দ্রাদীনাঞ্চ জগৎকারণত্বাদর্শনাৎ ত্বমেব সর্ব্বজগৎকারণং পরমেশ্বর ইন্দ্রাদয়স্তু ত্বদ্দত্ত যৎকিঞ্চিদৈশ্বর্য্যা এবেত্যাহুঃ,—বৃহদিতি। এতদুপলব্ধং শ্রোত্রনেত্রাদিভিরবগতমিন্দ্রাদিকং সর্ব্ব বৃহদ্ব্রহ্মৈব অবযন্তি জানন্তি। কুতঃ অবশেষতয়া ব্রহ্মণস্তবৈবাবশিষ্যমাণত্বেনেত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্ত বা শব্দ উপমার্থঃ। বিকৃতের্ঘটাদের্যথা মৃদি উদয়াস্তময়ৌ তথৈব যতস্ত্বত্ত এবোপাদানকারণাদস্য বিশ্বস্য উদয়াস্তময়ৌ ভবতঃ। তর্হি মম বিকারিত্বমায়াতং ন অবিকৃতাৎ বিকারশূন্যাৎ। এতদদ্ভুতমেব যত্ত্ববোপাদানত্বেঽপি বিকারাভাবঃ যদুক্তং গজেন্দ্রেণ "নমো নমস্তেঽখিলকারণায় নিষ্কারণায়াদ্ভুতকারণায়" ইতি। ব্যাখ্যাস্যতে চ শ্রীধরস্বামিভিঃ।

উপাদানত্বেনাপি মৃদাদিকদ্বিকারাভাব ইতি। অত এবেদমবিক্রিয়মাণ এব সৃজসি হরসি পাসীতি। দেবৈরপ্যুক্তং, বয়মপি ব্রূমঃ। যদ্বা, প্রকৃতেস্তুচ্ছক্তিত্বাভাবাত্তস্যা জগদুপাদানত্বাদেব, তব জগদুপাদানত্বং যদুক্তং ত্বয়ৈব "প্রকৃতির্য্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্রিতয়ন্ত্বহম্"। ইতি কিন্তু, তস্যাবিকারত্বেঽপি ন তে বিকারিত্বং তস্যাস্তৃৎস্বরূপশক্তিত্বাভাবাৎ। ত্বৎস্বরূপস্য মায়াতীতত্বেন সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধিঃ। অতঃ কারণাদৃষয়স্তুয্যেব মনোবচনাচরিতং ধ্যানকীর্ত্তনপরিচর্য্যাং দধুঃ। ন তু পৃথগ্বিকারেষ্বিন্দ্রাদিষ্বিত্যর্থঃ।

অত্র খল্বর্থান্তরন্যাসঃ কথমযথেতি নৃণাং ভূতলবর্ত্তিনাং পদানি যত্র কুত্রাপি দত্তানি নিক্ষিপ্তানি ভুবি কথমযথা ভবন্তি অদত্তানি ভবন্তি অতো যথা মৃৎপাষাণেষ্টকাদিষু দত্তানি পদানি ভুবং ন ব্যভিচরন্তি তথৈব যৎ কিমপি বিকারজাতং বদন্তো বেদাস্ত্বামেব সর্ব্বকারণং পরমেশ্বরং প্রতিপাদয়ন্তীত্যর্থঃ। অত্র বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। অত্র সত্যশব্দেন কারণমেব ব্যাখ্যাতম্। যদুক্তং ভগবতা "যদুপাদায় পূর্ব্বস্তু ভাবো বিকুরুতে পরম্। আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে" ইতি। ততশ্চাস্যাঃ শ্রুতেরয়মর্থঃ। আরম্ভণং বিকারঃ কার্য্যং ভবতি। বাচা যস্য নামধেয়ং ঘটাদিকং ভবতি মৃত্তিকেত্যেব সত্যং কারণং ভবতীতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল তোমরা শ্রুতিগণ কেবল পরমেশ্বর আমাকেই বলিতেছ, কিন্তু ইন্দ্র গমন করে, একত্র অবস্থান করে, ইনি রাজা, জাত অর্থাৎ জঙ্গমপ্রাণীর অবসিতস্য অর্থাৎ স্থাবর প্রাণীর ইন্দ্রই রাজেন্দ্র হইয়াও অগ্নির মস্তকে স্বর্গ, ইত্যাদি অগ্নিকেও বর্ণন করিতেছ---ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলি সত্য, জগৎকারণের পরমেশ্বরত্ব নিয়মনাদি। ইন্দ্রাদির জগৎ কারণত্ব দেখা যায় না, তুমিই সর্ব্ব জগৎকারণ পরমেশ্বর, কিন্তু ইন্দ্রাদি তোমার প্রদত্ত যৎ কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যবান— ইহাই বলিতেছেন-- এতৎ উপলব্ধম্ চক্ষুকর্ণ আদিদ্বারা অবগত ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে বৃহৎ ব্রহ্মকেই জানেন, কিরূপে? ব্রহ্ম তোমারই অবশেষরূপে, এস্থলে দৃষ্টান্ত বা শব্দ উপমা দেখাইবার জন্য, ঘটাদি মাটির বিকার বস্তুসমূহ মৃত্তিকা হইতে উদয় ও মৃত্তিকাতেই মিশাইয়া যায়। সেইরূপ যে তোমা হইতে অর্থাৎ উপাদান কারণ হইতে এই বিশ্বের উদয় ও অন্ত হয়। তাহা হইলে আমার বিকারিত্ব দোষ হয়? উত্তরে, না—অবিকৃত অর্থাৎ বিকার শূন্য আপনা হইতে এই বিশ্ব যেহেতু উদ্ভূতই হইয়াছে, যে তোমার উপাদান কারণতা থাকিলেও বিকার নাই। যাহা গজেন্দ্র বলিয়াছেন—অখিল কারণ তোমাকে নমস্কার নমস্কার, নিষ্কারণ তোমাকে নমস্কার, অদ্ভুত কারণ তোমাকে নমস্কার, শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন — ভগবান উপাদান কারণ হইলেও মৃত্তিকার ন্যায় বিকার অভাব। অতএব এই অবিক্রিয়মান বিশ্বই সৃজন করিতেছেন, সংহার করিতেছেন, পালন করিতেছেন। দেবগণও বলিয়াছেন—আমরাও বলিতেছি।

অথবা প্রকৃতি তোমার শক্তিহেতু তাহারাই জগৎ উপাদানত্ব, তোমার জগৎ উপাদানত্ব যাহা বলা হইয়াছে—তোমা কর্ত্তৃকই প্রকৃতি যে বিশ্বের উপাদান, আধার পরমপুরুষ সদ্‌বস্তুর প্রকাশক, কাল ও ব্রহ্ম এই তিনই আমি, কিন্তু ব্রহ্মের অবিকারিত্ব হইলেও তোমার বিকারত্ব নাই। প্রকৃতি তোমার স্বরূপশক্তি না হওয়ায়, তোমার স্বরূপ মায়াতীত ইহা সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধি।

অতএব কারণ তোমাতেই ঋষিগণ মন বাক্য ও আচরণ অর্থাৎ ধ্যান কীর্ত্তন পরিচর্য্যা ধারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু পৃথক বিকার ইন্দ্রিয়াদিতে নহে। এস্থলে অর্থান্তরন্যাস অলংকার। অযথা কেমন? ভূতলবাসী মনুষ্যগণ তাহাদের চরণ যে কোন জায়গায় দিলেও ভূমিতেই পড়িবে ইহার অযথা হয় না, অতএব মৃত্তিকা পাষাণ ইষ্টকাদি যেখানেই চরণ রাখুকনা কেন সকলই ভূমি। সেইরূপ যে কিছুই বিকার বস্তু বেদসমূহ বলুন না কেন, তোমাকেই সর্ব্বকারণ পরমেশ্বর প্রতিপাদন করিতেছেন। এস্থলে বাক্যদ্বারা উক্ত মৃত্তিকার বিকারসমূহ ঘট পট আদি নাম মাত্র, কিন্তু মৃত্তিকার বিকার ইহাই সত্য, এই বিশ্ব ব্রহ্ম, ইত্যাদি শ্রুতিগণ প্রমাণ। এস্থলে 'সত্য' শব্দ দ্বারা কারণই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভগবান

বলিয়াছেন যে—পূর্ব্বে যে ভাববস্তু সুবর্ণ লইয়া, পরে বিকার বস্তু অলংকার উৎপন্ন করে, আদিঅন্তে যখন যাঁহার অবস্থান, তাহা সত্যই সুবর্ণ বলা হয়, অতএব এই শ্রুতির এইরূপ অর্থ—আরম্ভণং বিকার কার্য্য হয়, বাক্যদ্বারা যাহার নাম ঘটাদি হয় ইহা মৃত্তিকাই, সত্য কারণ হয় ॥ ১৫ ॥

———

ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেঽখিললোকমল-
ক্ষপণকথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ।
কিমুত পুনঃ স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ
পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(তমেব সর্ব্বনিগমগোচর ইতি সতাং প্রবৃত্ত্যা দ্রঢ়য়ন্তি) ত্র্যধিপতে, (হে ত্রিগুণমায়ামৃগীনর্ত্তক,) ইতি (ত্বমেব সর্ব্বকারণত্বেন পরমার্থ ইতি কৃত্বা) সূরয়ঃ (বিবেকিনঃ) তব অখিললোকমলক্ষপণকথামৃতাব্ধিং (সকলজনবৃজিননিরসনহেতুং কীর্ত্তিসুধাসিন্ধুম) অবগাহ্য (নিষেব্য) তপাংসি (তপন্তীতি তপাংসি পাপানি দুঃখানি বা) জহুঃ (ত্যক্তবন্তঃ, ততো হে) পরম, (পরমপুরুষ,) যে পুনঃ স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ (স্বধাম্না স্বরূপস্ফুরণেনৈব বিধূতাস্ত্যক্তা আশয়গুণা অন্তঃকরণধর্ম্মা রাগাদয়ঃ কালগুণা জরাদয়শ্চ যৈস্তে তথা তব) অজস্রসুখানুভবম্ (অখণ্ডানন্দানুভবং) পদং (স্বরূপং) ভজন্তি (সেবন্তে তথাভূতা দুঃখানি ত্যজন্তীতি) কিমুত (কিং পুনর্বক্তব্যম্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে ত্রিগুণমায়ামৃগীনর্ত্তক, বিবেকবন্ত মহাপুরুষগণ পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ ভবদীয় অখিল পাপবিনাশন কীর্ত্তিসুধাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া যাবতীয় সন্তাপ দূরীভূত করিয়াছেন, অতএব হে পরমপুরুষ, যাঁহারা স্বরূপস্ফূর্ত্তি-নিবন্ধন রাগাদি অন্তঃকরণ-ধর্ম্মসমূহ এবং জরাব্যাধি প্রভৃতি কালধর্ম্মসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক অখণ্ডানন্দানুভব-স্বরূপ আপনার সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে পাপমুক্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেশ্বরত্বাত্ত্বমেবোপাস্যত্বমিতি সতাং প্রবৃত্ত্যা নিশ্চিন্বন্তি, ইতীতি। হে ত্র্যধিপতে, উর্দ্ধাধো মধ্যবর্ত্তিনাং সর্ব্বেষামধীশ্বর, ইত্যতো হেতোঃ সূরয়ো বিবেকিনোঽখিললোকমলস্য বাসনাপর্য্যন্তকর্ম্মদোষস্য নিরসনী কথৈবামৃতাব্ধিস্তমবগাহ্য তপাংসি জ্ঞানাঙ্গতপঃকৃচ্ছ্রাণি সাংসারিকসর্ব্বদুঃখানি বা জহুরিতি সাধকা উক্তাঃ, কিমুত কিং পুনর্বক্তব্যং যে স্বধাম্না স্বপ্রভাবেনৈব বিধূতা বিধ্বস্তা আশয়গুণা অন্তঃকরণধর্ম্মা রাগাদয়ঃ কালগুণা জরাদয়শ্চ যৈস্তে সিদ্ধভক্তাঃ হে পরম ! তে পদং অজস্রসুখানুভবং যথা স্যাত্তথা ভজন্তি। তে তপাংসি জহতীতি। অত্র "বিষ্ণোর্নুকং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি" ইত্যাদ্যা লীলাপ্রতিপাদিকাঃ। কমিতি ক ইত্যর্থঃ। প্রবোচং প্রাবোচদিত্যর্থঃ "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি। তং পীঠগং যেঽনুযজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্" ইত্যাদ্যা ভজনপ্রতিপাদিকা শ্রুতয়ঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বেশ্বরহেতু তুমিই উপাস্য, ইহা সাধুগণের প্রবৃত্তি দ্বারা নিশ্চয় করিতেছে শ্রুতিগণ 'ইতি' ইত্যাদি। হে ত্রিলোকের অধিপতি অর্থাৎ উর্দ্ধ্ অধ ও মধ্যবর্ত্তী লোকসমূহের অধীশ্বর, এই কারণে বিবেকীগণ অখিল লোকের বাসনা পর্য্যন্ত কর্ম্মদোষের নিরসনী তোমার কথামৃত সমুদ্রে অবগাহন করিয়া জ্ঞানের অঙ্গরূপ কষ্টসাধ্যতপাদি বা সাংসারিক সর্ব্বদুঃখ ত্যাগ করে, ইহারাই সাধক, উক্ত হইল। ইহার পর আর কি বলিব—যাঁহারা নিজ প্রভাবদ্বারাই অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বিষয় রাগ আদি কালগুণসমূহ ও জরা আদি ধৌত করিয়াছেন—সেই সিদ্ধভক্তগণ। হে পরমপুরুষ ! তোমার চরণকে অজস্রসুখের অনুভবস্থান—সেইরূপেই ভজন করেন, তাহারা তপস্যা আদি ত্যাগ করেন।

এস্থলে 'বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্য সমূহ' কে বলিতে পারে ? যিনি পৃথিবীর ধূলিকণা সমূহ গণনা করিতে পারেন তিনিও আপনার লীলা সমূহ গণনা করিতে পারেন না। ইহা লীলা প্রতিপাদক শ্রুতি 'প্রবোচং' অর্থাৎ বলিয়াছেন। 'একমাত্র সকলের বশকারী সর্ব্বত্র গমনকারী কৃষ্ণই আরাধ্য। এক হইয়াও তিনি বহু প্রকারে প্রকাশিত হন, তাহাকে যোগপীঠে যাহারা সর্ব্বক্ষণ যাজন করেন, তাহারাই ধীর, তাহাদের নিত্যসুখ, অন্যের সুখ নিত্য নহে। এই সকল ভজন প্রতিপাদিকা শ্রুতি ॥ ১৬ ॥

———

দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা
মহদহমাদয়োঽণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ।
পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ
সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(পূর্ব্বশ্লোকোক্তোভয়বিধভজনহীনান্ নিন্দন্তি) অসুভৃতঃ (প্রাণধারিণো নরাঃ) যদি তে (তব) অনুবিধাঃ (অনুবর্ত্তিনো ভক্তা ভবন্তি তর্হি) শ্বসন্তি (জীবন্তি সফলজীবনা ভবন্তি, নোচেৎ) দৃতয়ঃ ইব (ভস্ত্রা ইব বৃথাশ্বাসা ইত্যর্থঃ) মহদহমাদয়ঃ (মহদহঙ্কারাদয়ঃ) যদনুগ্রহতঃ (যস্যানুপ্রবেশেন লব্ধসামর্থ্যাঃ সন্তঃ) অণ্ডম্ অসৃজন্ (সমষ্টিব্যষ্টিরূপং দেহং সৃষ্টবন্তঃ) অত্র (এষু) অন্নময়াদিষু (সৃষ্টকোষেষু পঞ্চসু) অন্বয়ঃ (অন্বেতি ইতি অন্বয়ঃ অনুপ্রবিষ্টঃ) পুরুষবিধঃ (পুরুষস্যান্নময়াদেবিধেব বিধা আকারো যস্য স তত্তদাকারশ্চ) যঃ চরমঃ (অন্নময়াদিষূপদিশ্যমানেষু যশ্চরমো ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি পুচ্ছত্বেনোক্তঃ) অথ (অপি চ) সদসতঃ (স্থূলসূক্ষ্মাদেঃ) পরং (ব্যতিরিক্তং) যৎ এষু (অন্নময়াদিষু) অবশেষম্ (অবশিষ্যমাণম্) ঋতং (সত্যঞ্চ তৎ) ত্বং (ত্বমেব ভবসি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—প্রাণিগণ আপনার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইলেই বস্তুতঃ সার্থক জীবন ধারণ করে, অন্যথা তাহারা ভস্ত্রাতুল্য কেবলমাত্র বৃথা শ্বাসযুক্ত হইয়া থাকে। হে দেব, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি যাঁহার অনুপ্রবেশে সামর্থ্য লাভ করিয়া সমষ্টিব্যষ্টিরূপ দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং যিনি অন্নময়াদি পঞ্চকোষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তত্তদাকারে পরিলক্ষিত ও সর্ব্বান্তে কোষ-পঞ্চকের আশ্রয়স্বরূপ পুচ্ছরূপে (আনন্দময়রূপে) উপদিষ্ট হইয়াছেন, পরন্তু স্বরূপতঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-পদার্থসমূহের অতীত ও পঞ্চকোষের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আপনিই সেই সত্যপদার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বশ্লোকোক্তভজনব্যতিরেকে জনাঃ কীদৃশাঃ স্যুরিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—দৃতয় ইবেতি। তে জনাঃ দৃতয় ইব শ্বসন্তি ত্বদ্ভক্তিহীনত্বেন মৃতকসাধর্ম্ম্যান্নিষ্প্রাণত্বেঽপি ভস্ত্রা ইব বৃথাশ্বাসা ইত্যর্থঃ। যদি তু তে তব অনুবিধা অনুবিদধত্যানুকূল্যং কুর্ব্বন্তীত্যনুচরা ভক্তা ইতি যাবৎ তদৈবাসুভৃতঃ প্রাণধারিণো জীবন্তো নরা উচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। নন্বভজতামপি সূক্ষ্মঃ স্থূলশ্চ দেহো জীবন্নেব দৃশ্যতে নতু ম্রিয়মাণস্তত্রাহুঃ। মহদহমাদয়শ্চিত্তাহঙ্কারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রচক্ষুরাদয়ো দেহদ্বয়ারম্ভকাঃ যদনুগ্রহতঃ যদ্ভজনপ্রাপ্তানুগ্রহাদেব অণ্ডং সমষ্টিব্যষ্টিশরীরম্ অসৃজন্। "নমাম তে দেব পদারবিন্দং প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্" ইত্যাদি তৃতীয়োক্তেস্তে চিত্তাহঙ্কারাদয়ো ভজনে প্রবৃত্তা এব দৃষ্টা অতো যেষাং চিত্তশ্রোত্রাদয়ো নৈব ভজনে প্রবর্ত্তন্তে তে দেহা নৈব চিত্তশ্রোত্রাদিমন্তঃ অতএব দেহাভাসা এব মৃতা এবেতি ভাবঃ। নন্বহং কীদৃশাকারঃ যং মাং তে ভজেরন্নিত্যত আহুঃ পুরুষবিধঃ পুরুষস্য বিধেব বিধা আকারো যস্য সঃ তস্মাদেবম্ভূতো ভগবানেব ত্বং সর্ব্বভূতেষু পরমাত্মা সর্ব্ববৃহত্তমানন্দরূপং ব্রহ্ম চ ভবসীত্যাহুঃ। অন্নময়াদিষু অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াঃ স্থূলদেহপ্রাণান্তঃ-করণজীবপরমাত্মানঃ ক্রমেণ বস্তিপুচ্ছপৃথিবীপুচ্ছাথর্বাঙ্গির-পুচ্ছমহঃপুচ্ছ ব্রহ্মপুচ্ছা যে পঞ্চপুরুষাঃ শ্রুতাবুক্তাস্তেষু মধ্যে যশ্চরমঃ আনন্দময়ঃ স ত্বমিতি সম্বন্ধঃ। ননু, তর্হ্যন্নময়াদ্যাঃ কিমহং ন ভবামি তত্র বিশিংসন্তি অন্নময়োঽত্র অত্র এষ্বন্নময়াদিষু অন্বেতি অনুপ্রবিশতীত্যন্বয়ঃ. স ত্বং তব কারণত্বাদন্নময়াদীনান্ত তৎকার্য্যত্বাদেতেঽপি ত্বমেব ভবসি, কিন্তু ন স্বরূপেণ, স্বরূপেণ তু ত্বমানন্দময় এব সর্ব্বকারণং পরমাত্মেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যৎ এষু সর্ব্বেষ্বপি মধ্যে অবশেষং পরমচরমং "রসো বৈ সঃ" ইতি শ্রুত্যা রসত্বেন প্রতিপাদিতং "স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্" ইতি শ্রীভাগবতবিবৃতং সদসতঃ পরম্ অন্নময়াদিস্থূলসূক্ষ্মসর্ব্ববিলক্ষণম্। যদ্বা, সতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠাদানন্দময়াদসতস্ততোঽপি নিকৃষ্টাদ্বিজ্ঞানময়াদেশ্চ পরমন্যৎ। "যোঽসৌ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিমতীত্য তুর্য্যাতীতো গোপালঃ" ইতি শ্রীগোপালতাপনীশ্রুত্যুক্তম্। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইতি গীতাস্পষ্টীকৃতং সর্ব্বোৎকৃষ্টং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপং বস্তু তদপি ঋতম্ অস্মাভিঃ শ্রুতিভিস্তপঃ প্রাপ্তস্বরূপাভিঃ প্রাপ্তমনুভূতং বা। অর্তের্গত্যর্থত্বাদ্গত্যর্থানাঞ্চ প্রাপ্ত্যর্থত্বাজ্জ্ঞানার্থত্বাচ্চ অত্র—"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" ইত্যাদ্যাঃ ভক্ত্যভাবে দোষপ্রতিপাদিকাঃ অসূর্য্যা— "দ্বৌ ভূত-

সর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তি-পরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥" ইত্যাগ্নেয়বিষ্ণু-ধর্ম্মোক্তেরসুরাণাং বিষ্ণুভক্তিহীনানাং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তং পীঠগং যে তু যজন্তি ধীরা-স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্" ইত্যাদ্যা ভক্তিসত্ত্বে গুণপ্রতিপাদিকাঃ শ্রুতয়ঃ। "স বা এষ পুরুষোঽন্ন-রসময়স্তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ অয়-মুত্তরঃ পক্ষঃ অয়মাত্মা ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যেব-মন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়পুরুষনিরূপণা-নন্তরং পঞ্চম আনন্দময়ো নিরূপিতো যথা (তৈঃ ২।৫।১) "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দ-ময়স্তস্য প্রিয়মেব শিরো মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষ আনন্দ আত্মা ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি তৈত্তিরীয়কশ্রুতির্জীবাত্মপরমাত্মব্রহ্মপ্রতিপাদিকাঃ।

অত্র "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানান্তরো যস্য বিজ্ঞানং শরীরম্" ইতি জীবান্তর্য্যামিপ্রতিপাদকশ্রুতে-রাত্মনি তিষ্ঠন্নিতি শ্রুত্যন্তরবাচ্য বিজ্ঞানময়ো জীবাত্মৈ-বোক্তস্তদনন্তরোক্ত আনন্দময়ঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী পর-মাত্মৈব পরমোপাস্য ইতি বৈষ্ণবমতে ব্যাখ্যা।

ততোঽত্র পুত্রদর্শনজানন্দাদিকং প্রিয়াদিশব্দৈর্ন ব্যাখ্যেয়ং, কিন্ত্বেকস্যৈব পরমানন্দরূপস্য পরমাত্মন আনন্দোদয়োৎকর্ষতারতম্যাদেব প্রিয়াদীনাং চতুর্ণাং তত্তন্নামভেদঃ, ব্রহ্মণস্তু সর্ব্বতোঽপি বৃহত্তমানন্দত্বাদা-নন্দপ্রতিষ্ঠাত্বম্। প্রতিষ্ঠীয়তেঽস্যামিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইত্যুক্তেঃ। "রসো বৈ সঃ" ইতি সর্ব্বান্তিমশ্রুত্যুক্তেশ্চ তস্যাপি প্রতিষ্ঠত্বাৎ কৃষ্ণঃ সর্ব্ববৃহত্তমানন্দস্তদবধিরূপো গোপালতাপনী-শ্রুত্যা তুরীয়াদপি বিলক্ষণত্বেন প্রতিপাদিতঃ প্রেম-রসময়বপুরুপাস্যেষু পরমাবধিরুক্তঃ। "বিষ্টভ্যাহ-মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যুক্তে-রন্তর্য্যাম্যানন্দময়ঃ খলু যস্যৈক এবাংশঃ। অতএব প্রেক্ষাবচ্ছিরোমণীনাং শ্রুতীনাং কৃষ্ণস্যৈবোপাসনা বৃহদ্বামনে দৃষ্টা। প্রাপ্তিশ্চ গোপীত্বেন "স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগভুজদণ্ড" ইতি পদ্যেন বক্ষ্যতে। অতো ভগবৎ-স্বরূপেষ্বপি মধ্যে কৃষ্ণমেব সর্ব্বোৎকৃষ্টতয়া শ্রুতিভিঃ প্রতিপাদিতমবধার্য্য নারদঃ শ্রীনারায়ণস্যাপি পুরস্থিতো "নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্ত্তয়ে" ইত্যুচ্চারয়ন্ কৃষ্ণমেব নমস্করিষ্যতে॥ ১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত ভজন বিহীন জনগণ কেমন হয় ইহাই বলিতেছেন—'দৃতয় ইব'। ভজনহীন জনগণ কামারের ভস্ত্রার ন্যায়ই শ্বাসগ্রহণ করে, তোমার ভক্তিহীন হেতু মৃতব্যক্তির সমান ধর্ম্ম প্রাণহীন হইলেও ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা শ্বাস গ্রহণ করে। কিন্তু যদি তাহারা তোমার ভক্তির আনুকূল্য করে তাহা হইলে তাহাদিগকে ভক্ত বলা হয়, তখনই প্রাণধারী জীবগণ 'নর' বলিয়া কথিত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে অভজনকারীগণও সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহে জীবন ধারণ করে দেখা যায়, কিন্তু ম্রিয়মান নহে। মহৎ অহংকার—চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি, মন, চক্ষু, কর্ণ আদি দেহদ্বয়ের আরম্ভক যাহার অনুগ্রহ হইতে অর্থাৎ যাহার ভজন প্রাপ্ত অনুগ্রহ হইতেই অণ্ড অর্থাৎ সমষ্টি ব্যষ্টি শরীর সৃজন হয়। তৃতীয় স্কন্ধ ভাগবতে বলা হইয়াছে—হে দেব! তোমার চরণ-কমলকে নমস্কার করি, উহা ছত্রের ন্যায় প্রণতগণের তাপ দূর করে। তাহাদের চিত্ত অহংকার আদি ভজনে প্রবৃত্তই দেখা যায়, অতএব যাহাদের চিত্ত কর্ণ আদি ভজনে প্রবৃত্ত হয় না, সেই দেহসমূহই চিত্তকর্ণাদিহীন। অতএব দেহাভাস অতএব মৃত।

যদি বল আমি কিরূপ আকার বিশিষ্ট, আমাকে তাহারা ভজন করে? ইহার উত্তরে বলি—পুরুষের আকৃতির ন্যায় আকার যাঁহার তিনি, অতএব এই প্রকার ভগবানই তুমি সর্ব্বভূতের পরমাত্মা, সর্ব্ব বৃহত্তম আনন্দরূপ ব্রহ্মও হও। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, স্থূলদেহ, প্রাণ, অন্তঃকরণ, জীব ও পরমাত্মা এই ক্রমে—বস্তি পুচ্ছ, পৃথিবী পুচ্ছ, অথর্ব্ব আঙ্গিরস পুচ্ছ, মহঃ পুচ্ছ, ব্রহ্ম পুচ্ছ, এইরূপে যে পঞ্চপুরুষ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে চরম আনন্দময়—সেই তুমি এই-রূপ অন্বয়। প্রশ্ন হইতে পারে তাহা হইলে অন্ন-ময়াদি কি আমি হই না? তাহার উত্তরে বিশেষণযুক্ত করিয়া বলিতেছেন—অন্নময় এস্থলে অন্নময় আদির মধ্যে তুমি অনুপ্রবেশ করিয়াছ, সেই তুমি তোমার কারণতা হেতু অন্নময়াদিও তোমার কার্য্যত্বহেতু, তুমিই হও। কিন্তু স্বরূপতঃ নহে, স্বরূপে তুমি

আনন্দময়ই সর্ব্বকারণ পরমাত্মা। আর বলি—এই সকলের মধ্যে অবশেষ পরম চরম 'রস বৈ সঃ' এই শ্রুতিদ্বারা রসরূপে প্রতিপাদিত, শ্রীভাগবতে বর্ণিত 'স্ত্রীগণের তুমি মূর্ত্তিমান কামদেব'। সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন অন্নময় আদি স্থূল সূক্ষ্ম হইতে সর্ব্ব বিলক্ষণ।

অথবা সৎ হইতে অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দময় হইতে, অসৎ হইতে নিকৃষ্ট বিজ্ঞানময় আদি হইতে অন্য। যিনি এই জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির অতীত তুরীয়ের অতীত 'শ্রীগোপাল' ইহা শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। শ্রীগীতাতে ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা আশ্রয় আমি। সর্ব্ব উৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বস্তু। তাহাও সত্য, আমরা শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক তপস্যা প্রাপ্তস্বরূপদ্বারা অনুভব করিয়াছি। ঋ ধাতুর অর্থ গতি, আর গতি অর্থক ধাতু সমূহের প্রাপ্তি অর্থ এবং জ্ঞান অর্থও। এস্থলে অসূর্য্য অর্থাৎ আলোক বিহীন যে সকল লোক অন্ধকার দ্বারা আবৃত সেইসকল লোকে তাহারা মৃত্যুর পর গমন করে, যাহারা আত্মঘাতী ব্যক্তি। এইসকল শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—ভক্তি অভাবে দোষ প্রতিপাদক অন্ধকার লোক। অগ্নিপুরাণ ও বিষ্ণু ধর্ম্মে বলা হইয়াছে—এই লোকে দুইপ্রকার প্রাণী সৃষ্টি হইয়াছে—দৈব ও আসুর। যাহারা বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ তাহারা দৈব, তাহার বিপরীত বিষ্ণুভক্তিহীন তাহারা আসুর। অতএব বিষ্ণুভক্তি-হীন অসুরগণের প্রাপ্য অন্ধকার লোক।

যিনি নিত্য জীবগণের মধ্যে পরম নিত্য, যিনি চেতনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠচেতন, বহু মধ্যে যিনি এক এবং সকলের বাসনা পূরণ করেন, যোগপীঠস্থ তাহাকে যাঁহারা যজন করেন, তাঁহারা ধীর ব্যক্তি, তাঁহাদের নিত্য শান্তি লাভ হয়। অন্যের নহে। ইত্যাদি ভক্তি থাকায় গুণ প্রতিপাদক এই শ্রুতিগণ।

সেই এই পুরুষ অন্নরসময় তাহার ইহাই মস্তক, ইহাই দক্ষিণবাহু, ইহাই বামবাহু, ইহাই আত্মা, ইহাই পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়, এইরূপে অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় পুরুষ নিরূপণের পর পঞ্চম আনন্দময় পুরুষ নিরূপিত হইয়াছেন। যেমন সেই এই বিজ্ঞানময় হইতে অন্য অন্তরাত্মা আনন্দময়, তাহার প্রিয়ই মস্তক, মোদ দক্ষিণ বাহু, প্রমোদ বাম বাহু, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা—এই তৈত্তি-রীয়ক শ্রুতি জীবাত্মা, পরমাত্মা ও ব্রহ্মপ্রতিপাদিকা এস্থলে যিনি বিজ্ঞানে থাকিয়া বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন, বিজ্ঞান যাহার শরীর, ইহা জীবের অন্তর্য্যামী প্রতি-পাদক শ্রুতি। যিনি আত্মাতে থাকিয়া এই শ্রুতি বাচ্য বিজ্ঞানময় জীবাত্মা উক্ত হইয়াছে। তাহার পর আনন্দময় সকলের অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই পরম উপাস্য। ইহা বৈষ্ণবমতে ব্যাখ্যা অতএব এস্থলে পুত্র দর্শনজাত আনন্দ আদি প্রিয়াদি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা উচিৎ নহে। কিন্তু এক পরমানন্দরূপ পর-মাত্মার আনন্দ উদয়ের উৎকর্ষতার তারতম্য হেতুই প্রিয়াদি চারিটি ঐ ঐ নামে উক্ত ব্রহ্মের, কিন্তু সর্ব্ব হইতে বৃহত্তম আনন্দ হেতু আনন্দ প্রতিষ্ঠা, ইহাতে যাহা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই আশ্রয়, 'ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা আমি' এইরূপ উক্তি থাকায় সর্ব্ব অন্তিম শ্রুতিতে 'রস বৈ সঃ' তিনিই রসস্বরূপ তাহারও প্রতিষ্ঠা হেতু কৃষ্ণ সর্ব্ব বৃহত্তম আনন্দ, তিনিই সর্ব্বশেষরূপ। গোপালতাপনী শ্রুতিদ্বারা 'ইনি চতুর্থ হইতেও বিল-ক্ষণ প্রতিপাদিত, প্রেমরসময় বিগ্রহ, ইহাদের মধ্যে পরম চরমরূপ বলা হইল। শ্রীগীতাতে আমার একাংশদ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আমি থাকি ইহা বলা থাকায়, অন্তর্য্যামী আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের একাংশই। অতএব এস্থলে শ্রুতিসমূহের শিরোমণি কৃষ্ণেরই উপাসনা বৃহৎ বামন পুরাণে দেখা যায়—তাহাদের কৃষ্ণরূপ প্রাপ্তিও গোপীভাবে একটি পদ্যে পরে বলা হইবে 'স্ত্রিয় উরগেন্দ্র' ইত্যাদি। অতএব ভগবৎ স্বরূপগণের মধ্যেও কৃষ্ণকেই সর্ব্বউৎকৃষ্ট-রূপে শ্রুতিগণ প্রতিপাদিত করিয়াছেন। শ্রীনারদ ইহা অবধারণ করিয়া শ্রীনারায়ণের সম্মুখে থাকিয়াও 'নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায় অমলকীর্ত্তয়ে'। ইহা উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণকেই নমস্কার করিবেন ॥ ১৭ ॥

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনন্ত, ঋষিবর্ত্মসু (ঋষীণাং

সম্প্রদায়মার্গেষু) যে কূর্পদৃশঃ (স্থূলদৃষ্টয়স্তে) উদরম্ (উদরালম্বনং মণিপূরস্থং ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) আরুণয়ঃ (আরুণিসম্প্রদায়াস্তু সাক্ষাৎ) পরিসরপদ্ধতিং (পরিতঃ সরন্তীতি পরিসরা নাড্যস্তাসাং পদ্ধতিং মার্গং) হৃদয়ং (হৃদয়স্থং) দহরং (সূক্ষ্মমেবোপাসতে) ততঃ (হৃদয়াৎ) তব ধাম (উপলব্ধিস্থানং সুষুম্নাখ্যং) পরমং (শ্রেষ্ঠং জ্যোতির্ম্ময়ং) শিরঃ (মূর্দ্ধানং প্রতি) উদগাৎ (উদসর্পৎ, মূলাধারাদারভ্য হৃদয়মধ্যাদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রত্যুদ্গতমিত্যর্থঃ) যৎ (ধাম) সমেত্য (প্রাপ্য) পুনঃ ইহ কৃতান্তমুখে (মৃত্যুমুখে সংসারে) ন পতন্তি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে অনন্ত, ঋষিসম্প্রদায়-মার্গাবলম্বিগণের মধ্যে স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মণিপুরস্থিত ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আরুণিসম্প্রদায় যাবতীয় নাড়ীসমূহের মার্গস্বরূপ হৃদয়স্থ (জ্ঞানশক্তিদায়ক) সূক্ষ্ম বস্তুরই উপাসনা করেন। সেই হৃদয় হইতে ভবদীয় উপলব্ধি-স্থান সুষুম্না নাড়ী পরম জ্যোতির্ম্ময় মস্তকে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রাভিমুখে উদ্গত হইয়াছে, উক্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়া পুরুষ পুনরায় মৃত্যুমুখে অর্থাৎ এই সংসারে পতিত হয় না ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—"তদেবম্ ইতি তব সূরয়ঃ" ইতি শ্লোকদ্বয়েন ভক্তানাং ভগবদ্বিষয়িকাং ভক্তিমুক্ত্বা যোগিনাং পরমাত্ম বিষয়কং যোগমাহ,—উদরমিতি। "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্" ইতি শ্রীগীতোক্তেরুদরং উদরস্থবৈশ্বানরান্তর্য্যামিণং ক্রিয়াশক্তিদায়কং যে উপাসতে তে ঋষিবর্ত্মসু ঋষীণাং সম্প্রদায়মার্গেষু কূর্পদৃশঃ কূর্পং শর্করা রজো দৃক্ষু অক্ষিষু যেষাং তে রজঃপিহিতদৃষ্টয়ঃ স্থূলদৃষ্টয়ঃ ইতি যাবৎ। উদরস্য হৃদয়াপেক্ষয়া স্থূলত্বাৎ যদ্বা, কূর্পং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মদৃশ ইত্যর্থঃ। তদা হৃদয়স্থং সূক্ষ্মমেবালক্ষ্য তৎপ্রবেশায় প্রথমমুদরস্থমুপাসত ইতি ভাবঃ। আরুণয়স্তু হৃদয়ং হৃদয়স্থিতজীবান্তর্য্যামিণং বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তনয়া জ্ঞানশক্তিদায়কম্। দহরং দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ সূক্ষ্মং পরিতঃ সরন্তি প্রসর্পন্তীতি পরিসরা নাড্যস্তাসাং পদ্ধতিং মার্গং প্রসরণস্থানমিতি হৃদয়বিশেষণম্। বিশেষণস্য ফলমাহ,—তত ইতি। ততো হৃদয়াৎ ভো অনন্ত, তব পরমাত্মনো ধাম উপলব্ধিস্থানং জ্যোতির্ম্ময়ং শিরঃ প্রতি উদগাৎ উদসর্পৎ। মূলাধারাদারভ্য হৃদয়মধ্যাদ্ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রত্যুদ্গতমিত্যর্থঃ। ধামৈব স্থলত্রয়গতং বভূবেতি বস্তুর্থঃ। যৎ সমেত্য শিরস্থং পরমং ধাম প্রাপ্য পুনরিহ কৃতান্তমুখে সংসারে ন পতন্তি। অত্র উদরং ব্রহ্মেতি শার্করাক্ষা উপাসত ইতি। হৃদয়ং ব্রহ্মেত্যারুণয় ইতি "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈব প্রবর্ত্তকঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" ইতি। "শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি" ইতি শ্রুতয়ঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত 'ইতি তব সূরয়ঃ' ইত্যাদি দুইটী শ্লোকদ্বারা ভক্তগণের ভগবৎ বিষয়িকা ভক্তি বলিয়া, এই শ্লোকে যোগীগণের পরমাত্মবিষয়ক যোগ বলিতেছেন—'উদরম্' ইত্যাদি। আমি বৈশ্বানর অগ্নি স্বরূপ হইয়া প্রাণীগণের দেহ আশ্রয় পূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুযুক্ত হইয়া চতুর্ব্বিধ অন্নপাক করিয়া থাকি, ইহা শ্রীগীতাতে বলিয়াছেন। এস্থলে উদর শব্দে উদরস্থ বৈশ্বানর নামক অন্তর্য্যামী ক্রিয়াশক্তিদায়ক যাহারা ইহাকে উপাসনা করেন, তাহারা ঋষিগণের মার্গে 'কূর্পদৃশ' কূর্প অর্থাৎ শর্করা বা রজ চক্ষুতে যাহাদের, তাহারা ধূলি আচ্ছাদিত দৃষ্টি অর্থাৎ স্থূল দৃষ্টি সম্পন্ন। হৃদয় অপেক্ষায় উদর স্থূল হেতু, অথবা কূর্প অর্থাৎ সূক্ষ্মদর্শীগণ। হৃদয়স্থ সূক্ষ্মকেই লক্ষ্য করিয়া তাহাতে প্রবেশের নিমিত্ত প্রথম উদরস্থ বৈশ্বানরকে উপাসনা করে। আরুণ আদি ঋষিগণ হৃদয়স্থিত জীবের অন্তর্য্যামীকে বুদ্ধি আদি প্রবর্ত্তন দ্বারা জ্ঞান শক্তিপ্রদ 'দহর' অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় হেতু সূক্ষ্ম, চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় অতএব পরিসরনাড়ীসমূহ, তাহাদের পথে, এস্থলে প্রসরণস্থান বলিতে হৃদয়ের বিশেষণ, বিশেষণ দেওয়ার ফল বলিতেছেন—সেই হৃদয় হইতে হে অনন্ত! তোমার পরমাত্মরূপের ধাম অর্থাৎ উপলব্ধিস্থান জ্যোতির্ম্ময় মস্তক পর্য্যন্ত উত্থিত, মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয় মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্থিত, ধামই স্থল তিনটি হইয়াছিল, ইহাই প্রকৃত অর্থ, যাহার সহিত মিলিত হইয়া মস্তকস্থিত পরমধাম প্রাপ্ত হইয়া পুনঃরায় এই সংসারে পতিত না হয়। এস্থলে উদরব্রহ্ম শার্করাক্ষগণ

উপাসনা করে, হৃদয়ব্রহ্মকে আরুণিগণ উপাসনা করে, 'মহাপ্রভু যিনি সত্ত্বগুণের প্রবর্ত্তক অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ পুরুষ অন্তরাত্মা, যিনি সর্ব্বদা জনগণের হৃদয়ে অবস্থিত। একশত এক নাড়ী হৃদয়ের মধ্যে থাকে, তাহাদের মধ্যে একটি নাড়ী মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উহাদের মধ্য দিয়া জীবাত্মা উত্থিত হইলে, অমৃতত্ব লাভ করে আর অন্যসমূহ নাড়ী প্রাণবায়ু উৎক্রমণের দ্বার ॥ ১৮ ॥

———

স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়া
তরতমতশ্চকাস্স্যনলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ।
অথ বিতথাস্বমূম্ববিতথং তব ধাম সমং
বিরজধিয়োঽনুযন্ত্যভিবিপণ্যব একরসম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে দেব, ত্বং) স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু (স্বয়ং কৃতাসু বিচিত্রাসু উচ্চনীচমধ্যমাসু যোনিষু অভিব্যক্তিস্থানেষু কার্য্যেষু দেহাদিষু) হেতুতয়া (উপাদানতয়া) বিশন্ ইব (প্রাগেব বিদ্যমানত্বেন মুখ্যপ্রবেশাসম্ভবাদ্ বিশন্ ইব বর্ত্তমানঃ) স্বকৃতানুকৃতিঃ (স্বকৃতা যোনীরনুকরোতীতি স্বকৃতানুকৃতিঃ সন্) অনলবৎ তরতমতঃ অগ্নির্যথা স্বতস্তারতম্যহীনোঽপি কাষ্ঠানুসারেণ তথা তথা প্রকাশতে তদ্বৎ ন্যূনাধিকভাবেন) চকাস্সি (প্রকাশসে) অথ (অতঃ) অভিবিপণ্যবঃ (ঐহিকামুষ্মিকফলরহিতাঃ) বিরজধিয়ঃ (নির্ম্মলমতয়ঃ) বিতথাসু (মিথ্যাভূতাসু) অমূষু (যোনিষু) সমম্ (অবিশেষম্) অবিতথং (সত্যম্) একরসং (সন্মাত্রং) তব ধাম (স্বরূপম্) অনুযন্তি (জানন্তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনি স্বকৃত বিচিত্র উচ্চ নীচ মধ্যম যোনি অর্থাৎ অভিব্যক্তি স্থান দেহাদিতে উপাদানরূপে প্রবিষ্টের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদের অনুকরণ সহকারে কাষ্ঠভেদে তারতম্যানুসারে প্রকাশমান অগ্নির ন্যায় ঐসকল স্থানভেদে তারতম্যক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অতএব ইহলৌকিক এবং পারত্রিক ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নির্ম্মলচিত্ত পুরুষগণ ঐ সমস্ত মিথ্যাভূত যোনিসমূহের মধ্যে যাহা তুল্যভাবে অবস্থিত, তাদৃশ ভবদীয় সন্মাত্রস্বরূপকেই সত্যরূপে অবগত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পরমাত্মনঃ প্রতিদেহগতত্বেন বহুত্বাদ্দেহতারতম্যেন তারতম্যাচ্চ জীবসাম্যে সতি কথমুপাস্যত্বমিত্যত আহুঃ—স্বকৃতাসু স্বসৃষ্টাসু বিচিত্রাসু বিবিধাসু যোনিষু স্বাভিব্যক্তিস্থানেষু দেবাদিদেহেষু হেতুতয়া প্রযোজকতয়া অন্তর্য্যামিতয়ৈবেত্যর্থঃ। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি" শ্রুতেঃ। বিশন্নিবেতি মুখ্যপ্রবেশাসম্ভবাদিবশব্দঃ। তরতমশ্চকাস্সি তারতম্যেন তত্র তত্র স্বশক্তিং প্রকাশয়সি তদেবাহুঃ—স্বকৃতাসু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তযোনিষু অনুকৃতিস্তদনুরূপশক্তিপ্রকাশো যস্য সঃ অনলবৎ অগ্নির্যথা উল্মুকাদিষু তদনুরূপামেব স্বশক্তিমুপাদত্তে তদ্বৎ। অথ বিতথাসু বিনষ্টাসু অমূষু যোনিষু অবিতথমনশ্বরং পরমসত্যং তব ধাম স্বরূপং স মম বিশেষং বিরজধিয়ো নির্ম্মলমতয়ঃ অনুযন্তি জানন্তি। তে এব কে ? অভি সর্ব্বতো ভাবেন বিপণ্যবো বিগতব্যবহারাঃ। 'পণ ব্যবহারে' ইত্যস্য রূপং পুণ্যরিতি। ঐহিকামুষ্মিক-কর্ম্মফলশূন্যা ইত্যর্থঃ। একরসং কেবলানন্দাস্বাদস্বরূপম্ অতস্তব সর্ব্বকারণত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যাদুপাধিকৃততারতম্যাভাবাদপ্রচ্যুতৈশ্বর্য্যাচ্চোপাস্যত্বমিতি ভাবঃ। অত্র 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদি'তি। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল পরমাত্মা প্রতিদেহে থাকাহেতু বহু দেহ তারতম্যে তাহারও তারতম্যহেতু জীবের সহিত সমান হওয়ায় তিনি উপাস্য হন কিরূপে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—নিজকৃত সৃষ্টির মধ্যে বিচিত্র বিবিধ জন্মে নিজপ্রকাশের স্থান সমূহে দেবাদি দেহে কারণরূপে এবং প্রয়োগকর্ত্তারূপে অন্তর্য্যামীরূপে থাকেন। শ্রুতি বলিতেছেন—'দেহ সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশের মত কিন্তু মুখ্য প্রবেশ অসম্ভব, এই কারণে 'ইব' শব্দ দিয়াছেন। তরতমরূপে প্রকাশ হন, সেই সেই দেহে তারতম্যবশতঃ নিজশক্তি প্রকাশ কর তাহাই বলিতেছেন। নিজকৃত ব্রহ্মাআদি স্থাবর পর্য্যন্ত প্রাণীগণের আকৃতি, তদনুরূপ শক্তিপ্রকাশ যাঁহার, সেই তুমি অগ্নির ন্যায়, অগ্নি যেমন উল্কার অনুরূপ ছোটবড় নিজশক্তি ধারণ করেন সেইরূপ।

অতঃপর ঐ সকল প্রাণীদেহ বিনষ্ট হইলে অবিনশ্বর পরমসত্য তোমার ধাম অর্থাৎ স্বরূপ তিনি আমার বিশেষরূপ নির্ম্মলমতিগণ জানেন, তাহারা কে? যাহারা সর্ব্বভাবে ব্যবহার শূন্য, ঐহিক আমুষ্মিক কর্ম্মফল শূন্য, তাহারা একরস অর্থাৎ কেবল আনন্দ আস্বাদরূপ, অতএব তুমি সর্ব্ব কারণ হেতু স্বতন্ত্র উপাধিকৃত তারতম্য অভাবহেতু—অক্ষীণ ঐশ্বর্য্যহেতু তুমি উপাস্য, ইহাই ভাবার্থ। এইস্থলে শ্রুতিগণ প্রমাণ যথা—'বিশ্বসৃষ্টি করিয়া পরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।' 'তিনি এক দেব সর্ব্বভূতের অন্তরে গূঢ়রূপে বর্ত্তমান, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা কর্ম্মের সাক্ষী, সর্ব্বভূতের মধ্যে স্থিত, সাক্ষী চেতয়িতা কেবলও নির্গুণ' ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসম্বরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥২০

অন্বয়ঃ—স্বকৃতপুরেষু (স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতেষু পুরেষু দেহেষু) অমীষু (নরাদিষু বর্ত্তমানম্) অবিহিরন্তর-সম্বরণং (কার্য্যকারণাবরণশূন্যং) পুরুষং অখিল-শক্তিধৃতঃ (সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়স্য) তব (পূর্ণস্য) অংশ-কৃতম্ (অংশ ইবাংশঃ কৃত ইব কৃতস্তদ্রূপং) বদন্তি, ইতি (ইত্যেবং) নৃগতিং (জীবতত্ত্বং) বিবিচ্য (বিশোধ্য) বিশ্বসিতাঃ (কৃতবিশ্বাসাঃ) কবয়ঃ (মনীষিণঃ) ভুবি (মর্ত্ত্যলোকে) নিগমাবপনং (নিগমোক্ত-কর্ম্মণামাবপনম্ আ সমন্তাৎ উপান্তেঽস্মিন্নিত্যাবপনং ক্ষেত্রং সর্ব্বকর্ম্মার্পণবিষয়মিত্যর্থঃ) অভবং (ভবনি-বর্ত্তকং) ভবতঃ (তব) অঙ্ঘ্রিং (পদমূলম্) উপাসতে (অর্চ্চনবন্দনাদিভিঃ সেবন্তে) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শাস্ত্রসকল স্বকর্ম্মোপার্জিত নরাদি-বিভিন্ন শরীরে কার্য্যকারণরূপ আবরণশূন্য দশায় বর্ত্তমান জীবকে সর্ব্বশক্তিধর পরিপূর্ণস্বরূপ আপনারই অংশ ও কার্য্যতুল্য বলিয়া থাকেন; মনীষিগণ এতাদৃশ জীবতত্ত্ব আলোচনা পূর্ব্বক বিশ্বাস সহকারে এই পৃথিবীতে যাবতীয় বৈদিক কর্ম্মসমূহের সমর্পণক্ষেত্রস্বরূপ ভবদীয় সংসারভয়-নিবর্ত্তক পাদমূলের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—পরমাত্মানমুপাস্যং নিরূপ্য জীবাত্মানং তদুপাস্যকঞ্চ তদংশতুল্যত্বেন নিরূপয়ন্তি,—স্বকৃতেতি। স্বকর্ম্মোপার্জিতেষু পুরেষু অমীষু নরদেহাদিষু পুরুষং ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানং জীবং জাত্যা একবচনম্। অখিলশক্তিধৃতস্তব অংশকৃতং অংশমিব কৃতং বদন্তি। বস্তুতস্তটস্থশক্তিত্বেন প্রসিদ্ধমপি তম্ অংশতুল্যং বদন্তীত্যর্থঃ। যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা" ইতি। গীতাসু চ—"প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাম্"—ইতি। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ "যত্তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥" ইত্যেবং তস্য তটস্থশক্তিত্বেঽপি "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি ভগবদ্বচনাৎ "স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে। অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎস্বরূপং যথা স্থিতিঃ। তদেব নাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ। বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্" ইতি মহাবরাহবচনাচ্চাংশতুল্যত্বং কীদৃশং? ন বিদ্যতে বহির্বহিরঙ্গমায়াশক্ত্যা অন্তরেণান্তরঙ্গচিচ্ছক্ত্যা চ সম্যগ্বরণং সর্ব্বথা স্বীয়ত্বেন স্বীকারো যস্য তম্। যদ্বা, ন বিদ্যতে বহিরন্তশ্চ অসম্বরণমনাবরণং যস্য তম্। স্থূলসূক্ষ্মোপাধিভ্যাং মায়য়া বহিরন্তরাবৃতমিত্যর্থঃ। ইতি এবং নৃগতিং নুর্জীবস্য গতিং তাটস্থ্যং মায়াবন্ধনাবস্থত্বং বা বিবিচ্য বিচার্য্য নিগমাবপনং নিগমো বেদস্তদ্রূপে ক্ষেত্রে আ সম্যক্তয়া বপনং যস্য তথাভূতম্ অঙ্ঘ্রিং ভবচ্চরণকল্পতরুম্ অভবং ভববন্ধনিবর্ত্তকং ভুবি স্থিত্বা উপাসতে বিশ্বসিতাঃ "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইতি ভগবদ্বাচি কৃতবিশ্বাসাঃ। অত্র "ব্রহ্মণোঽংশভূতস্তথেতরো ভোক্তা ভবতি" ইতি। "দ্বৌ সুপর্ণৌ ভবতো ব্রহ্মণোঽংশভূতস্তথেতরো ভোক্তা ভবতি অন্যো হি সাক্ষী ভবতি" ইতি ভোক্তারো বৃক্ষধর্ম্মে তিষ্ঠত ইতি। "মথুরামণ্ডলে যস্তু জম্বুদ্বীপে স্থিতোঽথ বা। যোঽর্চ্চয়েৎ প্রতিমাং প্রতি স মে প্রিয়তরো ভুবি" ইতি গোপালতাপন্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ প্রতিমাং প্রতি প্রতিমায়ামিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপাস্য পরমাত্মাকে নিরূপণ করিয়া তাহার উপাসক জীবাত্মাকে তাহার অংশ

তুল্যরূপে নিরূপণ করিতেছেন—নিজকর্ম্ম উপার্জ্জিত নরদেহাদি এই দেহ সমূহে বর্ত্তমান জীবকে ভোক্তা-নিরূপণ করিতেছেন। এস্থলে জীব জাতিতে এক-বচন। অখিলশক্তিধারী হে ভগবন্! জীবকে তোমার অংশের ন্যায় বলা হইতেছে। বস্তুত তটস্থ শক্তিরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও জীবকে অংশতুল্য বলা হয়। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে--বিষ্ণুশক্তি অর্থাৎ স্বরূপ শক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞা-নাম্নী জীবশক্তিকে অপরাশক্তি বলিয়া জানিবে। গীতাতেও আমার পরাচেতন প্রকৃতিকে জীব বলিয়া নারদপঞ্চরাত্রেও 'যে চিৎরূপ তটস্থাশক্তি ভগবানের জ্ঞানশক্তি হইতে বহির্গত হইয়া প্রকৃতির গুণত্রয়ের দ্বারা বঞ্চিত হয়, তাহাই জীব বলিয়া কথিত হয়। এইভাবে জীব তটস্থাশক্তি হইলেও, এই জীবলোকে সনাতন নিত্য আমারই অংশ জীবস্বরূপ—এই শ্রী-ভগবানের বাক্য হইতে এবং এক স্বাংশ, দুই বিভিন্নাংশ, এইরূপে দ্বিবিধ অংশ কথিত হয়। এই অংশী হইতে যে সামর্থ্য যে স্বরূপ এবং যেমন স্থিতি সেইরূপ বিন্দুমাত্রও স্বাংশ অংশীর মধ্যে ভেদ নাই। বিভিন্নাংশ অল্পশক্তি হয় এবং কিঞ্চিৎ সামর্থ্য মাত্র যুক্ত হয়। এইরূপ মহাবরাহ পুরাণের বচন হইতে। অংশ তুল্যত্ব কেমন? বহিরঙ্গমায়াশক্তি ব্যতীত থাকিতে পারে না, অন্তরঙ্গ চিৎশক্তিদ্বারাও সম্পূর্ণ আবরণ এবং সর্ব্বপ্রকারে নিজরূপে স্বীকার যাহার তাহাই 'জীব', অথবা যাহার বাহির ও অন্তর নাই, যাহার আবরণ নাই, সেইস্থূল সূক্ষ্ম উপাধিদ্বারা মায়াদ্বারা বাহির এবং অন্তর আবৃত। এইরূপ জীবের গতি তটস্থ ধর্ম্ম, মায়াবন্ধন অবস্থা, সম্যক্-রূপে জানিয়া, তোমার চরণ কল্পতরুকে সংসার বন্ধন নিবর্ত্তক জানিয়া, এই সংসারে থাকিয়া দৃঢ়-বিশ্বাসে উপাসনা করে। গীতাতে শ্রীভগবদ্বাক্য—আমাকেই যাহারা শরণাগত হইয়াছেন তাহারা এই মায়াকে অতিক্রম করেন। এই ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাসযুক্ত। এস্থলে ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ হইয়াও পৃথক ভোক্তারূপে জীব হয়। দুইটী সোনার পাখী হয়, ব্রহ্মের অংশরূপ দ্বিতীয়টি ভোক্তা হয়, অন্যটি সাক্ষী হয়, এইভাবে ভোক্তাসমূহ বৃক্ষধর্ম্মে অবস্থান করে, মথুরামণ্ডলে যে জম্বুদ্বীপে অবস্থান করিয়া অথবা যে প্রতিমার অর্চ্চন করে সে আমার প্রিয়তর এই জগতে, এই গোপালতাপনী আদি শ্রুতিগণ ॥ ২০॥

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-
শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ্বর, দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় (দুর্ব্বোধাত্মতত্ত্বজ্ঞাপনায়) আত্ততনোঃ (আবিষ্কৃত-মূর্ত্তেঃ) তব চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ (চরিতমেব মহামৃতাব্ধিস্তস্মিন্ পরিবর্ত্তো বিগাহস্তেন পরিশ্রমণা গতশ্রমাঃ) তে (তব) চরণসরোজহংস-কুলসঙ্গ বিসৃষ্টগৃহাঃ (চরণসরোজে হংসা ইব রম-মাণা যে ভক্তাস্তেষাং কুলং তেন সঙ্গস্তেন বিসৃষ্টা গৃহা যৈস্তে তথা) কেচিৎ অপবর্গং (মুক্তিম্) অপি ন পরিলষন্তি (নেচ্ছন্তি, কিং পুনরিন্দ্রাদিপদমিত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ্বর, জীবকুলকে দুর্ব্বোধ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞাপনের জন্য প্রকটিত-মূর্ত্তি ভবদীয় চরিতরূপ মহামৃতসমুদ্রে যাঁহারা অবগাহন দ্বারা শ্রান্তি দূর করিয়াছেন এবং আপনার পাদপদ্মে হংসতুল্যবিচরণ-শীল ভক্তগণের সঙ্গবশতঃ গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ মহাপুরুষগণ মুক্তি পদও কামনা করেন না ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবদ্বিষয়কস্য ভক্তিযোগস্য সর্ব্বোৎ-কর্ষং স্বাভিধেয়ত্বঞ্চ দ্যোতয়িতুং তমেব পুনরপ্য-ভ্যস্যন্তি,—দুরবগমেতি চতুর্ভিঃ। হে ঈশ্বর, দুরব-গমং জীবৈর্জ্ঞাতুমশক্যং যদাত্মতত্ত্বং স্বীয়রূপগুণলীলা-কৃপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যং তস্য নিগমায় জ্ঞাপনায় আত্তত-নোরাবিষ্কৃতশ্রীমূর্ত্তেস্তব চরিতান্যেব মহামৃতাব্ধয়স্তেষু যে পরিবর্ত্তাস্তরঙ্গভ্রমিপুঞ্জাস্তেষু নিমজ্জনোন্মজ্জনোত্থং পরিশ্রমণমতিশ্রমো যেষাং তে কেচিদ্বিরলপ্রচারা ভক্তা অপবর্গং মোক্ষসুখমপি নেচ্ছন্তি কিমুত ত্রৈবর্গিক-সুখম্। কিন্তু, তদেব ত্বচ্চরিতমহামৃতাব্ধিতরঙ্গেষু নিমজ্জনোন্মজ্জন পরিশ্রমসুখমেবেতি ভাবঃ। যথা বিষয়লম্পটাঃ পরমসুকুমারাঃ শ্রমলেশাসহনা অপি সাংপ্রযোগিকং পরিশ্রমমেব সর্ব্বসুখাধিকং সুখং মন্যন্তে তথৈব ত্বদ্ভক্তাস্তল্লীলাকথামাধুর্য্যপানোত্থং

নর্ত্তন-কীর্ত্তনক্রোশনমিথঃপাদতলপ্রপতনমূর্চ্ছনপ্রবোধন-হাহাকরণরোদনদ্রবণাদিপরিশ্রমমেব পরমং সুখং মানয়ন্তো ব্রহ্মাস্বাদসুখং পশূনাং তৃণচর্ব্বণসুখমিব মন্যন্তে। তদুক্তং শ্রীস্বামিচরণৈরপি—"ত্বৎকথামৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্" ইতি। ত্বৎসুখপ্রাপ্তি-কারণং বদন্তো বিশিংষন্তি। তে তব চরণসরোজ-মাধুর্য্যাস্বাদিনো হংসা যে পরমভাগবতাস্তেষাং কুলস্য সঙ্গেন বিসৃষ্টং গৃহং স্ত্রীপুত্রাদিসঙ্গসুখং যৈস্তে শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি,—যথাহ—"যৎ সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" ইতি। অত্র মধ্বাচার্য্যধৃতা অন্যাঃ শ্রুতয়শ্চ—"মুক্তা হ্যেতমুপাসতে। মুক্তানামপি ভক্তির্হি পরমানন্দরূপিণী" ইত্যাদ্যাঃ। "অমৃতস্য ধারা বহুধা দোহমানঞ্চরণং নো লোকে সুধিতাং দধাতু। ওঁ তৎসৎ" ইত্যাদ্যাশ্চ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবৎ বিষয়ক ভক্তিযোগের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা ও ভগবানের উপাসনা ইহা প্রকাশ করিবার জন্য পুনঃরায় ভক্তিযোগের কথা চারিটী শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—হে ঈশ্বর দুরবগম অর্থাৎ জীবগণ কর্ত্তৃক জানিতে অসমর্থ যে আত্মতত্ত্ব নিজ-রূপগুণলীলা কৃপা ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য তাহা জানাইবার জন্য নিজ শ্রীমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া আপনার চরিত-সমূহই মহা অমৃত সমুদ্র তাহাতে যে পরিবর্ত্ত অর্থাৎ তরঙ্গ ভ্রমীপুঞ্জ তাহাতে ডোবা উঠারূপ অতিশয় পরি-শ্রম যাহাদের তাহারা অতি অল্প এবং তাহাদের প্রচার অল্প, ঐরূপ ভক্তগণ মোক্ষ সুখকেও ইচ্ছা করেন না, ধর্ম্ম অর্থ কামরূপ সুখ আর কি ইচ্ছা করিবেন? সেই আপনার চরিত অমৃত সমুদ্রের তরঙ্গ সমূহের নিমজ্জন ও উন্মজ্জন পরিশ্রম সুখকেই অভিলাষ করেন। যেমন বিষয় লম্পট পরম সুকুমার ব্যক্তি-গণ পরিশ্রম লেশও সহিতে পারেন তথাপি স্ত্রীসম্ভোগরূপ পরিশ্রমকেই সর্ব্বসুখের অধিক সুখই মনে করেন, সেইরূপই আপনার ভক্তগণ আপনার লীলাকথা মাধুর্য্য-পান হইতে জাত নর্ত্তন কীর্ত্তন ক্রন্দন পরস্পর পদ-তলে পতন মূর্চ্ছা জ্ঞান লাভ হাহাকারে রোদন ঘর্ম্মাক্ত আদি পরিশ্রমকেই পরমসুখ মনে করিয়া ব্রহ্মানন্দ-সুখকে পশুগণের তৃণ চর্ব্বণ সুখের ন্যায় মনে করেন।

তাহাই শ্রীস্বামীচরণও বলিয়াছেন—আপনার কথা-রূপ অমৃত সমুদ্রে মহা আনন্দে বিহারকারী ভক্তগণ তাহারাই সুকৃতিবান, তাহারা চতুবর্গ সুখকে তৃণের সমান জ্ঞান করেন। আপনার সুখপ্রাপ্তির কারণ বলিতে গিয়া বিশেষণ দিতেছেন, তাহারা আপনার —চরণ কমল মাধুর্য্য আস্বাদনকারী অংশগণ যাহারা পরমভাগবত, তাহাদের সঙ্গপ্রভাবে স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গ গৃহসুখ ত্যাগ করিয়াছেন তাহারা। শ্রুতি ও মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিতে অধিক সুখ দেখাইতেছেন, যাহাকে দেবগণ নমস্কার করেন, মুমুক্ষুগণ ব্রহ্মবাদিগণও নমস্কার করেন (নৃসিংহতাপনী), ইহার ব্যাখ্যাতে সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—মুক্ত ব্যক্তিগণও অনায়াসে বিগ্রহ ধারণ করিয়া বা ভগ-বানের বিগ্রহকে ভজন করেন। এস্থলে মধ্বাচার্য্য—ধৃতা অন্য শ্রুতিসকলও—এই মুক্তগণই উপাসনা ভক্তিমুক্তগণেরও পরম আনন্দরূপিণী ইত্যাদি অমৃতের ধারা বহুপ্রকারে প্রবাহমান হইয়া এই জগতে ভক্তগণকে সুখদান করুন। ওঁ তৎ সৎ ইত্যাদিও ॥ ২১ ॥

ত্বদনুপথং কুলায়মিদমাত্মসুহৃৎপ্রিয়ব-
চ্চরতি তথোন্মুখে ত্বয়ি হিতে প্রিয় আত্মনি চ।
ন বত রমন্ত্যহো অসদুপাসনয়াত্মহনো
যদনুশয়া ভ্রমন্ত্যরুভয়ে কুশরীরভৃতঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে প্রভো,) ত্বদনুপথং (ত্বদনুবর্ত্তিত্বাৎ ত্বৎসেবৌপয়িকম্) ইদং কুলায়ং (কৌ পৃথিব্যাং লীয়ত ইতি কুলায়ং শরীরম্) আত্মসুহৃৎপ্রিয়বৎ (আত্মা চ সুহৃচ্চ প্রিয়শ্চ তদ্বৎ) চরতি (স্বাধীনতয়া বর্ত্তত ইত্যর্থঃ) তথা (তথাপি) যদনুশয়াঃ (যস্যা-মসদুপাসনায়ামনুশয়ো বাসনা যেষাং তে) কুশরীর-ভৃতঃ (হীনদেহধারিণঃ সন্তঃ) উরুভয়ে (মহাভয়ে সংসারে) ভ্রমন্তি (পরিবর্ত্তন্তে তয়া) অসদুপাসনয়া (দেহাদ্যুপলালনেন) আত্মহনঃ (প্রমাদিনঃ) উন্মুখে (কৃপাপ্রদানোন্মুখে) হিতে প্রিয়ে আত্মনি চ (পর-মাত্মনি) ত্বয়ি বত অহো (কষ্টং) ন রমন্তি (ন সখ্যাদিনা ভজন্তি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনার অনুবর্ত্তী এবং সেবার উপযোগী এই বিনশ্বর দেহ আত্মা, সুহৃৎ এবং প্রিয়তুল্য স্বাধীনভাবে আচরণ করিতেছে, তথাপি যে অসদুপাসনায় আসক্ত হইয়া নীচদেহ ধারণ পূর্ব্বক মহাভয়সঙ্কুল সংসারে ভ্রমণ করিতে হয়, জীবগণ দেহাদির উপলালনরূপ সেই অসদুপাসনায় প্রমত্ত হইয়া নিরন্তর কৃপাপ্রদানোন্মুখ, প্রিয় ও হিতকারী পরমাত্মরূপী আপনাকে সখ্যাদিভাবে সেবা করিতেছে না ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—বিসৃষ্টগৃহা ইত্যুক্তমতো গৃহাসক্তান্ ভক্তিযোগমকুর্ব্বতো জীবান্ শোচন্তি। ত্বদনুপথং তব পন্থানং ভক্তিযোগমনুগতং শ্রোত্ররসনাদিমত্ত্বাৎ ত্বচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাদ্যুপযোগিকুলায়ং জীবাত্মপক্ষিণো নীড়ম্। যদ্বা, কুং পৃথিবীং লীয়তে শ্লিষ্যতীতি কর্ম্মণ্যণ্। কুলায়ং শরীরমিদম্ আত্মা চ সুহৃচ্চ প্রিয়শ্চ তদ্বৎ চরতি ভাতি। মৃতশরীরে আত্মাদি-ভানাদর্শনাৎ যৎসম্বন্ধেনৈব আত্মাদিবদিদং ভাতি তস্মিংস্ত্বয়ি কৃপালুত্বাদুন্মুখে সৌহার্দ্দবত্ত্বাদেব হিতে হিতকারিণি দেহজীবাভ্যাং সকাশাদপ্যতিপ্রীতিবিষয়-ত্বাৎ প্রিয়ে আত্মনি পরমাত্মনি পরমসুসেব্যেঽপি বত অহো কষ্টং ন রমন্তি দাস্যাদিনা ন ভজন্তি। অসদু-পাসনয়া অসচ্ছাস্ত্রাধ্যয়নাধ্যাপনাদিলক্ষণাভ্যাসেন যদ্বা, পুত্রকলত্রগেহদেহাদ্যুপলালনেন আত্মহনঃ আত্মঘাতিনঃ কুতঃ যদনুশয়ো যস্যামসদুপাসনায়াম্ অনুশয়ো বাসনা যেষাং তে কুশরীরভৃতঃ শৃগালাদিযোনিগতাঃ সন্তঃ উরুভয়ে সংসারে ভ্রমন্তি পরিবর্ত্তন্তে অত আত্ম-হন ইতি ভাবঃ। অত্র 'আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যন্তি কশ্চন। ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যৎ যুষ্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাশ্চা-সুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি" ইতি। অর্থশ্চ অস্য পর-মেশ্বরস্য আরামমধিষ্ঠানং ঘটপটাদিময়ং জগদেব পশ্যন্তি অরে জল্প্যা জল্পপরাস্তার্কিকা ন তং বিদাথ যূয়ং তং ন জানীধ্বে য ইমা ইমানি জজান সসর্জ্জ অন্যৎ সৃজ্যেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্যঃ যুষ্মাকমন্তরং বভূব যুষ্মত্তঃ পরমাণুকারণবাদিভ্যঃ সকাশাদন্তর্ভূতো বভূব। যতো যূয়ং নীহারেণাবিদ্যয়া প্রকর্ষেণৈবাবৃতা অত-এবাসুতৃপঃ স্বপ্রাণাংস্তর্পয়ন্তঃ ইতস্ততঃ উক্থশাসঃ কর্ম্মপ্রবর্ত্তকা ভ্রমন্তীতি—"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গৃহত্যাগী ভক্তিমানগণের কথা বলিয়া গৃহাসক্ত ভক্তিযোগ আচরণহীন জীব-গণের প্রতি শোক করিতেছেন—আপনার ভক্তিযোগ পথকে অনুগত কর্ণরসনাদি ইন্দ্রিয়যুক্তহেতু আপনার শ্রবণকীর্ত্তনাদি উপযোগী জীবাত্মারূপ পক্ষীর বাসা অর্থাৎ দেহ পাইয়াও অথবা কু অর্থাৎ পৃথিবীতে লয় প্রাপ্ত হয় কুলায় এই শরীর আত্মা বন্ধু প্রিয়ব্যক্তি সেইরূপ প্রকাশিত হয়, মৃতশরীরে আত্মা আদি ভান না দেখিয়া যাহার সম্বন্ধেই আত্মাদির ন্যায় ইহা প্রকাশিত সেই দেহে তুমি কৃপালুহেতু উন্মুখজীবে সৌহার্দ্দবান হেতু তাহার হিতকারী দেহজীব হইতে অতিশয় প্রীতির বিষয় হেতু প্রিয় আত্মা অর্থাৎ পর-মাত্মাতে পরমসুখসেব্য হইলেও অহো কষ্ট দাস্যাদি ভক্তিদ্বারা ভজন করে না। অসৎ উপাসনাদ্বারা অর্থাৎ অসৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদিরূপ অভ্যাস দ্বারা অথবা পুত্র কলত্র গৃহ দেহাদি লালনদ্বারা আত্ম-ঘাতিগণ কিরূপে ? যে অসৎ উপাসনাতে বাসনা যাহাদের, তাহারা কুশরীরধারী শৃগালাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া মহাভয় সংসারে ভ্রমণ করিতেছে, অতএব আত্মঘাতী—ইহাই ভাবার্থ ! এস্থলে শ্রুতি সমূহ—গৃহকেই অধিক দর্শন করে, হে ভগবন্। তোমাকে কেহ দর্শন করে না, তোমাকে কেহ জানে না, তোমাকে ইহারা জানে না, তোমা হইতে ইহারা পৃথক থাকে অন্ধকার দ্বারা আবৃত ব্যবহারিক প্রজল্প করে, ইন্দ্রিয় পোষণ করে। ইহার অর্থও—এই পরমে-শ্বরের অধিষ্ঠান ঘটপটাদিময় দেহকেই দেখে, ওরে তার্কিকগণ ! পরমেশ্বর কে তোমরা জান না ? যিনি এই প্রাণীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্য সৃষ্ট প্রাণী হইতেও অন্য তোমরা ভিন্ন হও, তোমরা পরমাণু কারণবাদী, তোমাদের নিকট হইতে ভগবান লুক্কায়িত থাকেন যেহেতু তোমরা নীহার অর্থাৎ অবিদ্যাদ্বারা প্রকৃষ্টরূপে আবৃত। অতএব নিজপ্রাণ পোষণে ইতস্ততঃ কর্ম্ম করিয়া ভ্রমণ করিতেছ। তোমাদের জন্য সূর্য্যহীন গাঢ় অন্ধকার দ্বারা আবৃত ঐ লোক। তোমরা মৃত্যুর পর ঐ লোকে যাইবে এবং আত্মঘাতী ব্যক্তি তাহারাও যাইবে ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ—(হে প্রভো,) নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়-যোগযুজঃ (নিভৃতানি সংযমিতানি মরুৎ প্রাণশ্চ, মনশ্চ, অক্ষাণীন্দ্রিয়াণি চ যৈস্তে, দৃঢ়ং যোগং যুঞ্জন্তীতি দৃঢ়যোগযুজস্তে চ তে চ) মুনয়ঃ হৃদি তৎ (তত্ত্বম্) উপাসতে (চিন্তয়ন্তি) অরয়ঃ (শত্রবঃ) অপি স্মরণাৎ (তব স্মরণহেতোঃ) তৎ (তত্ত্বং) যযুঃ (প্রাপুঃ) উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ (অহীন্দ্রদেহ-সদৃশয়োর্ভুজদণ্ডয়োর্বিষক্তা ধীর্যাসাং তাঃ পরিচ্ছিন্ন-দৃষ্টয়ঃ) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীজনাশ্চ তথা) অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ (অঙ্ঘ্রিসরোজং সুষ্ঠু ধারয়ন্ত্যঃ) সমদৃশঃ (সমম-পরিচ্ছিন্নং ত্বাং পশ্যন্ত্যঃ) বয়ম্ অপি (শ্রুতয়স্তদ-ভিমানিন্যো দেবতা বা) তে (তব সমীপে) সমাঃ (কৃপাবিষয়তয়া তুল্যা এব) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, মুনিগণ প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি নিরোধপূর্ব্বক দৃঢ়যোগযুক্ত হইয়া হৃদয়ে যে তত্ত্বের উপাসনা করেন, শত্রুগণও আপনার স্মরণ-হেতু উক্ত তত্ত্ব লাভ করিয়াছে। হে দেব, যে সকল রমণী সর্পরাজদেহসদৃশ ভবদীয় ভুজদণ্ড যুগলের প্রতি লালসাবশতঃ পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিসম্পন্না, তাঁহারা এবং ভবদীয় পদকমলের সুষ্ঠু ধারণশীল অপরিচ্ছিন্ন আমরা সকলেই আপনার নিকট তুল্য কৃপাপাত্রী ॥২৩

বিশ্বনাথ—ভগবৎস্বরূপেষ্বপি মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্বিষয়কসর্ব্ববিলক্ষণভক্তিযোগস্য চ সর্ব্বোৎকর্ষং বক্তুং প্রথমং ব্রহ্মবিষয়কং জ্ঞানযোগমপকর্ষকক্ষায়াং নিক্ষিপন্ত্য আহুঃ,—নিভৃতৈঃ সংযমিতৈর্মরুন্মনোঽ-ক্ষৈর্যো দৃঢ়ো নিশ্চলো যোগস্তং যুঞ্জন্তীতি তে তথাভূতা মুনয়ো হৃদি পরমশুদ্ধে ব্রহ্মাকারীভূতে যদ্ব্রহ্মস্বরূপ-মুপাসতে, তদরয়ঃ কৃষ্ণাবতারসময়গতাঃ অসুরা অপি অরিভাবময়াদপি স্মরণাদ্‌যযুঃ। অহো কৃষ্ণাকারস্য মাহাত্ম্যং তাদৃশা অপি মুনয়োঽপরিচ্ছিন্নদৃষ্টয়োঽপি যাবদ্ব্রহ্ম কেবলমুপাসীনা এব তিষ্ঠন্তি, তন্মধ্য এব কংসাদয়োঽসুরাঃ পরিচ্ছিন্নদর্শিনঃ পাপাত্মত্বাদশুদ্ধ-চিত্তা অপি অরিভাববত্ত্বাৎ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমাধুর্য্যস্যাপরো-ক্ষানুভবরহিতা অপি কেবলতদাকারমাত্রস্মরণাৎ তদেব ব্রহ্ম প্রাপ্যৈব স্থিতাঃ। মুনয়স্তু ন জানীমহে কিয়তা কালেন তৎ প্রাপ্স্যন্তীতি ভাবঃ। এবঞ্চ তচ্ছত্রুগণ-প্রাপ্তং ব্রহ্মরসাস্বাদং মুনয়ো যত্নেন প্রাপ্নুবন্তীতি পূর্ব্বার্দ্ধেনোক্ত্যা তন্মিত্রগণপ্রাপ্তং প্রেমরসাস্বাদং বয়ং শ্রুতয়ো যত্নেন প্রাপ্নুম ইত্যাহুঃ,—স্ত্রিয়ো ব্রজদেব্য উরগেন্দ্রস্য ভোগো দেহস্তৎসদৃশয়োস্ত্বদীয়ভুজদণ্ডয়ো-রতিরাগেণৈব বিষক্তা ধীর্যাসাং তা হৃদি স্ববক্ষঃস্থলে "যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু" ইত্যুক্তিরীত্যা অঙ্ঘ্রিসরোজয়োর্যাঃ সুধা উপাসতে সেবন্তে অনু-ভবন্তীতি যাবৎ। তা এব বয়ং শ্রুতয়োঽপি যথিমঃ সমাঃ প্রাপ্নুতেতি, তপসা গোপীত্বপ্রাপ্ত্যা তত্তুল্যরূপাঃ সত্যঃ কথং তত্রাহুঃ—সমদৃশঃ সমদৃষ্টয়ঃ তাসাং যস্মিন্ বর্ত্মনি দৃষ্টিস্তস্মিন্নেব বর্ত্মনি তদনুগত্যা দৃষ্টি দদানা ইত্যর্থঃ।

অত্র চত্বারো গণা বর্ণিতাস্তত্র পূর্ব্বার্দ্ধগতৌ মুনি-গণদৈত্যগণৌ যথাসমপ্রাপ্যৌ, তথৈবোত্তরার্দ্ধগতৌ গোপীগণশ্রুতিগণৌ সমপ্রাপ্যৌ পৃথক্ পৃথগপিশব্দা-ভ্যামবগম্যতে। ইতিহাসশ্চাত্র বৃহদ্বামনে উত্তরস্থানে খিলে—'ব্রহ্মানন্দময়ো লোকো ব্যাপী বৈকুণ্ঠ-সংজ্ঞিতঃ। তল্লোকবাসী তত্রস্থৈঃ স্তুতো বেদৈঃ পরাৎ পরঃ ॥ চিরং স্তুত্যা ততস্তুষ্টঃ পরোক্ষং প্রাহ তান্ গিরা। তুষ্টোঽস্মি ব্রূত ভো প্রাজ্ঞা বরং যন্মন-সীপ্সিতম্ ॥ শ্রুতয় উচুঃ—যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষা-জনি নস্তথা ॥ শ্রীভগবানুবাচ। দুর্ল্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সমনোরথঃ। ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ আগামিনি বিরঞ্চৌ তু জাতে সৃষ্ট্যর্থ-মুদ্যতে। কল্পং সারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ ॥ পৃথিব্যাং ভারতে ক্ষেত্রে মাথুরে মম মণ্ডলে। বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে ॥ জারধর্ম্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকম্। ময়ি সংপ্রাপ্য সর্ব্বেঽপি কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথ ॥ ব্রহ্মোবাচ। শ্রুত্বৈতচ্চিন্তয়ন্ত্যস্তা রূপং ভগবতশ্চিরম্। উক্তকালং সমাসাদ্য গোপ্যো ভূত্বা হরিং গতাঃ ॥" ইতি।

অত্র "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি। অর্থশ্চ—দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যঃ, অস্য সাধনান্যাহ,—শ্রোতব্যঃ শ্রীগুরোর্মুখা-দুপক্রমাদিভিস্তাৎপর্য্যেণাবধারয়িতব্যঃ, মন্তব্যঃ—

অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনা নিবারণায় স্বয়ং পুনর্বিচারণীয়ঃ, নিদিধ্যাসিতব্যো নিশ্চয়েন ধ্যাতব্য ইতি অত্র জ্ঞানিনাং মতে সবিশেষ নির্ব্বিশেষভেদেহপি নির্ব্বিশেষ এব তাৎপর্য্যম্। বৈষ্ণবানাং মতে তু অপ্রাকৃতবিচিত্রবিবিধবিশেষবতি শ্রীভগবদাকার এব "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ইতি শ্রুতেঃ। কল্যাণগুণময়তনুমানাত্মা শ্রীভগবান্ দ্রষ্টব্যঃ তস্য সাধনান্যাহ—শ্রোতব্য ইতি। শ্রীগুরোর্ম্মুখাৎ তন্মন্ত্রশ্রবণং মন্ত্রময়বপুষ ইতি ক্রমদীপিকাদ্যুক্তেস্তন্মন্ত্রস্য তৎস্বরূপত্বোক্তেঃ। মন্তব্য ইতি মন্ত্রশব্দার্থয়োঃ সম্যঙ্মননলক্ষণং স্মরণং, নিদিধ্যাসিতব্য ইতি—"নির্ব্বর্ণনন্তু নির্দ্ধ্যানং দর্শনালোকনেক্ষণম্" ইত্যমরোক্তের্নির্দ্ধ্যানং দর্শনং তস্যেচ্ছা নিদিধ্যাসনং মন্ত্রার্থসম্যঙ্মননপূর্ব্বকজপাভ্যাসাৎ স্বেষ্টদেবঃ স দিদৃক্ষিতব্য ইত্যর্থঃ। দিদৃক্ষাভ্যাসাৎ দ্রষ্টব্য ইতি। বেদানাং কামভাবেচ্ছায়াং তু "যং মাং স্মৃত্বা নিষ্কামঃ সকামো ভবতি" ইতি কৃষ্ণোক্তিরূপা গোপালতাপনীশ্রুতিঃ। "ব্রজস্ত্রীজন সংভূতশ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গতঃ" ইতি চ। অর্থশ্চ ব্রজস্ত্রীজনেষু সংভূতা বৃহদ্বামনপুরাণদৃষ্টতপোভিরুৎপন্না যাঃ শ্রুতয়স্তাভ্যো হেতুভ্যঃ তাঃ প্রাপ্যেতি বা কৃষ্ণো ব্রহ্মসঙ্গতঃ প্রাপ্তবেদাঙ্গসঙ্গোহভূৎ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবৎস্বরূপগণের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণেরও তদ্বিষয়ক সর্ব্ব বিলক্ষণ ভক্তিযোগের সর্ব্ব উৎকর্ষ বলিবার জন্য প্রথমে ব্রহ্মাবিষয়ক জ্ঞানযোগকে নিম্ন কক্ষায় নিক্ষিপ্ত করিয়া বলিতেছেন—নিভৃত অর্থাৎ সংযমিত প্রাণ মন ইন্দ্রিয় সমূহেরদ্বারা নিশ্চল যে যোগ, সেই যোগ করিতে করিতে ঐ মুনিগণ পরমশুদ্ধ হৃদয়ে ব্রহ্ম আকারে আকারিত যে ব্রহ্মস্বরূপকে উপাসনা করেন, কৃষ্ণ অবতার সময়ে অসুরগণও শত্রুভাবে স্মরণ করিয়া ঐ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অহো! আশ্চর্য্য কৃষ্ণমূর্ত্তির মাহাত্ম্য দৃঢ়যোগ যুক্ত মুনিগণ অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি হইয়াও যে পর্য্যন্ত কেবল ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যেই কংস আদি অসুরগণ পরিচ্ছিন্নদর্শী পাপাত্মা অতএব অশুদ্ধচিত্ত হইয়াও, শত্রুভাবযুক্তহেতু কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গমাধুর্য্যের অপরোক্ষ অনুভব রহিত হইয়াও, কেবল তাহার আকার মাত্র স্মরণহেতু মুনিগণের উপাস্য ব্রহ্ম পাইয়াই থাকেন। মুনিগণ কিন্তু না জানি কোন্ কালে তাহাকে পাইবেন। এই প্রকারে কৃষ্ণের শত্রুগণ প্রাপ্ত ব্রহ্মরসাস্বাদমুনিগণ যত্নের সহিত প্রাপ্ত হন, ইহা পূর্ব্বশ্লোকার্দ্ধের দ্বারা উক্তি করিয়া, কৃষ্ণের মিত্রগণ প্রাপ্ত প্রেমরসাস্বাদ আমরা শ্রুতিগগ যত্নের সহিত পাইব, ইহাই বলিতেছেন—স্ত্রীগণ অর্থাৎ ব্রজদেবীগণ সর্পরাজের দেহ সদৃশ কৃষ্ণের বাহুযুগলের অনুরাগ দ্বারাই আসক্তচিত্ত যাহাদের, সেই ব্রজদেবীগণ নিজবক্ষস্থলে যে আপনার উত্তম জাতীয় চরণকমল স্তনসমূহে ধারণ করি—এই উক্তির রীতি অনুসারে চরণকমলদ্বয়ের যে সুধা সেবা অনুভব করেন, তাহাই আমরা শ্রুতিগণও পাইয়া থাকি তপস্যাদ্বারা গোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ গোপীগণ হইয়া। কিরূপে তাহা বলিতেছেন—সমান দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া, গোপীগণের যে পথে দৃষ্টি সেইপথেই তাহাদের অনুগতিদ্বারা দৃষ্টি ধারণ করিয়া।

এইস্থলে চারিটীগণ বর্ণিত হইয়াছেন তন্মধ্যে পূর্ব্ব অর্দ্ধশ্লোকে মুনিগণ ও দৈত্যগণের যেমন সমান প্রাপ্তি, সেইরূপ উত্তরার্দ্ধ শ্লোকে গোপীগণ ও শ্রুতিগণের সমান প্রাপ্তি। পৃথক পৃথক হইলেও শব্দ দুইটী দ্বারা জানা যাইতেছে। এস্থলে ইতিহাস ও বৃহৎ বামনপুরাণে উত্তরভাগে বর্ণিত আছে 'ব্রহ্মানন্দময়'-লোক, যাহার নাম—ব্যাপীবৈকুণ্ঠ, সেই লোকবাসীগণ সেইস্থলে বেদগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া পরাৎপর দীর্ঘকাল স্তুতি দ্বারা তুষ্ট হইয়া পরোক্ষভাবে তাহাদিগকে বলিতেছেন—তোমাদের স্তুতিদ্বারা তুষ্ট হইয়াছি—হে প্রাজ্ঞগণ! বল, কি বর তোমাদের মনের বাঞ্ছিত? শ্রুতিগণ বলিতেছেন—আপনার লোকবাসী গোপিকাগণ প্রেমভাবে যেরূপ আপনাকে রমণ মনে করিয়া ভজন করে, আমাদেরও ঐ প্রকার বাঞ্ছা জন্মিয়াছে। শ্রীভগবান বলিতেছেন—তোমাদের ঐ মনোরথ দুর্ল্লভ ও দুর্ঘট, তথাপি আমি অনুমোদন করি, ইহা সর্ব্বপ্রকারে সত্য হইতে পারে আগামী ব্রহ্মার দিনে সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা উদ্যত হইলে সারস্বতকল্প আসিলে তোমরা ব্রজেগোপী হইবে, পৃথিবীতে ভারতবর্ষে আমার মথুরামণ্ডলে বৃন্দাবনে তোমাদের প্রিয়তম রাসমণ্ডলে আমাকে পাইবে পরকীয়াভাবে, উত্তমস্নেহ ও সুদৃঢ় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আমাতে ঐ

ভাব পাইয়া, সকলেই কৃতকার্য্য হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন ঐ শ্রুতিগণ ভগবানের ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবানের ঐরূপ বহুকাল ধ্যান করিবার পর ঐ সময় আসিলে গোপী হইয়া শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইলেন।

এস্থলে আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য—ইত্যাদি মৈত্রেয় ঋষি কথিত—হে মৈত্রেয়ী! তুমি ভগবৎ দর্শন করিতে চাও? প্রথমে শ্রবণ কর, পরে মনন কর, শেষে নিরন্তর ধ্যানরূপ উপাসনা কর। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি।

ইহার অর্থ, দ্রষ্টব্য—সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য? ইহার সাধন সমূহ বলিতেছেন শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে উপক্রম আদি ষড়্‌বিধ গ্রন্থ তাৎপর্য্য অবধারণ কর্ত্তব্য। মন্তব্য—অসম্ভাবনা বিপরীত-ভাবনা নিবারণের জন্য স্বয়ং পুনঃরায় বিচার কর্ত্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য—নিশ্চয়রূপে ধ্যান কর্ত্তব্য। এস্থলে জ্ঞানীগণের মতে বিশেষ নির্ব্বিশেষ ভেদ থাকিলেও নির্ব্বিশেষেই তাৎপর্য্য।

বৈষ্ণবগণের মতে কিন্তু অপ্রাকৃত বিচিত্র বিবিধ বিশেষযুক্ত শ্রীভগবৎ আকারেই—শ্রীভগবান যে ভক্তকে বরণ করেন তৎকর্ত্তৃক এই ভগবান লভ্য হন, ভগবান নিজবিগ্রহ তাহার নিকট প্রকাশ করেন—কল্যাণ গুণময় বিগ্রহবান শ্রীভগবান দ্রষ্টব্য, তাহার সাধন সমূহ বলিতেছেন—শ্রোতব্য—শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র শ্রবণ মন্ত্রময় বিগ্রহ ইহা 'ক্রমদীপিকাদি' শাস্ত্রে তাহার মন্ত্রকেই তাহার স্বরূপ বলা হইয়াছে। মন্তব্য—এই মন্তব্য শব্দের অর্থও সম্যক্ মননরূপ স্মরণ, নিদিধ্যাসিতব্য—মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণরূপে মননপূর্ব্বক জপ অভ্যাস হইতে নিজ ইষ্টদেব তিনি দর্শনে আসেন, দেখিবার ইচ্ছা অভ্যাসের নাম দ্রষ্টব্য। বেদগণের কামভাবে ইচ্ছা প্রমাণ যে আমাকে স্মরণ করিয়া নিষ্কাম ব্যক্তি সকাম হয়—কৃষ্ণের উক্তিরূপ—শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতি। ব্রজস্ত্রীগণরূপে জাত শ্রুতিগণ পরব্রহ্মসঙ্গে। অর্থ—ব্রজস্ত্রীজনগণের মধ্যে জন্মগ্রহণকারিণী বৃহৎ বামনপুরাণ দৃষ্ট তপস্যাদ্বারা উৎপন্ন যে শ্রুতিগণ, সেই কারণে তাহারা প্রাপ্ত হইয়া অথবা কৃষ্ণরূপ ব্রহ্মসঙ্গে প্রাপ্ত বেদাঙ্গের সঙ্গ হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

— —

ক ইহ নু বেদ বতাবরজন্মলয়োঽগ্রসরং
যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে।
তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং নচ কালজবঃ
কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদা ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—বত (অহো ভগবন্,) যতঃ (যস্মাৎ ত্বত্তঃ) ঋষিঃ (ব্রহ্মা তথা) যম্ (ব্রহ্মাণম্) অনু (পশ্চাৎ) উভয়ে (আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাঃ) দেবগণাঃ (চ) উদগাৎ (এতে উৎপন্না ইত্যর্থঃ) ইহ (জগতি) অবরজন্মলয়ঃ (অর্ব্বাচীনোৎপত্তিনাশবান্) কঃ নু (কো নাম জনঃ) অগ্রসরং (তাদৃশং পূর্ব্বসিদ্ধং ত্বাং) বেদ (জানাতি, কোঽপি ন জানাতীত্যর্থঃ) যদা (ভবান্) অবকৃষ্য (সর্ব্বমুপসংহৃত্য) শয়ীত (যোগনিদ্রাং গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ) তর্হি (তদা) সৎ (স্থূলমাকাশাদি) ন (বর্ত্ততে) অসৎ (সূক্ষ্মং মহদাদি) ন চ (ন বর্ত্ততে) উভয়ং ন চ (সদসদ্ভ্যামারব্ধং শরীরমপি ন বর্ত্ততে,) কালজবঃ (তন্নিমিত্তভূতং কালবৈষম্যং চ ন বর্ত্ততে এবং সতি) তত্র (তদা) কিম্ অপি (ইন্দ্রিয়প্রাণাদ্যপি) ন (ন জ্ঞাপকং তথা) শাস্ত্রম্ (অপি ন জ্ঞাপকং ভবতি, সুতরাং তদা অনুশয়িনাং জীবানাং জ্ঞানসাধনং নাস্তি) অয়মভিপ্রায়ঃ—অর্ব্বাক্ সৃষ্টিগতানাং দেহাদ্যুপাধিকৃতান্তরাণাং কালবশেন চ মলিনসত্ত্বানাং ন তাবৎ ভগবজ্ জ্ঞানসামর্থ্যম্। তথা চ শ্রুতিঃ,—ন তং বিদাম য ইমা জজানান্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূবেত্যাদ্যাঃ। যদা তু প্রলয়সময়ে ন বস্ত্বন্তরমপি তদপি সাধনাভাবান্ন ভগবজ্‌জ্ঞানসামর্থ্যম্ অতস্ত্বদেকশরণতয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিরেব সুকরোতি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, যাহা হইতে ব্রহ্মা এবং তৎপশ্চাৎ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই পূর্ব্বসিদ্ধ পুরুষোত্তম আপনাকে এ-জগতে উৎপত্তি বিনাশশীল পশ্চাদ্‌বর্ত্তী কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারে? আপনি যে সময়ে যাবতীয় সৃষ্টপদার্থের সংহারপূর্ব্বক যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন, তৎকালে আকাশাদি স্থূলপদার্থ, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সূক্ষ্মপদার্থ এতদুভয়ের সৃষ্ট স্থূলশরীর, কালবেগ, ইন্দ্রিয়প্রাণাদিজ্ঞাপক পদার্থ কিম্বা শাস্ত্র—এ-সকলের কিছুই বর্ত্তমান না থাকায় জীবগণের কোনরূপ জ্ঞান সাধন থাকে না ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদ্ভক্তিরেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুঘটা চ, ভক্তিবিষয়স্য তব জ্ঞানং তু সদৈব দুর্ঘটমিত্যাহুঃ,—ক ইহেতি। বত অহো ভগবন্, ইহ জগতি অগ্রসরং পূর্ব্বসিদ্ধং ত্বাম্ অবরজন্মলয়ঃ অর্ব্বাচীনোৎপত্তিনাশবান্ কো নু পুমান্ বেদ সম্যক্তয়া জানাতি। যতস্ত্বত্তঃ ঋষির্বেদঃ "বেদগুহ্যানি হৃৎপতেঃ" ইতি শ্রুতিমৃগ্যমেবেত্যাদ্যুক্তেস্তব যৎ কিঞ্চিন্মাত্রতত্ত্বজ্ঞাপকং প্রথমমুদগাৎ প্রাদুর্বভূব। যং বেদম্ অনু উভয়ে দেবাঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দিগ্বাতার্কাদয়ঃ ব্রহ্মলোকাদ্যধিষ্ঠাতারো ব্রহ্মাদয়শ্চ উদগুঃ তস্মাত্তেভ্যোঽপ্যবরজন্মলয়াস্ত সুতরামেব ন বেদেত্যর্থঃ। যদা তু ভবান্ সর্ব্বমবকৃষ্য উপসংহৃত্য শয়ীত। তদা ন সৎ স্থূলমাকাশাদি, ন চাসৎ সূক্ষ্মং মহদাদি, ন চোভয়ং সদসদ্ভ্যাং প্রারব্ধং শরীরং, ন চ কালজবঃ, তন্নিমিত্তভূতং কালবৈষম্যং ন কিমপি ইন্দ্রিয় প্রাণাদ্যপি, ন চ জ্ঞাপকং শাস্ত্রমপি।

অয়মভিপ্রায়ঃ সৃষ্টিসময়ে দেহাদ্যুপাধিকৃতবহুব্যবধানে সত্যপি জ্ঞাপকশাস্ত্রসত্ত্বাৎ সাধনসম্ভবাচ্চ বরং যৎ কিঞ্চিত্ত্বজ্জ্ঞানং সম্ভবেদপি প্রলয়সময়ে তু বহুতরব্যবধানাভাবেঽপি শাস্ত্রাভাবাৎ সাধনাভাবাচ্চ ন কিঞ্চিন্মাত্রমপি ত্বজ্জ্ঞানমতস্ত্বজ্জ্ঞানাগ্রহং পরিত্যাজ্য ত্বদ্ভক্তিরেব কর্ত্তুং যুজ্যতে ইতি। অত্র "কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আয়াতাঃ কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্ব্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আ বভূব" ইত্যাদ্যাঃ। অর্থশ্চ অদ্ধা সাক্ষাৎ কো জানাতি নাপি কশ্চিৎ জ্ঞাপয়িতেত্যাহুঃ—কঃ প্রবোচৎ অস্য বিসর্জ্জনেন এতৎ কর্ত্তৃকবিবিধসৃষ্ট্যা এব দেবা অর্ব্বাক্ অভবন্নিতি অথেত্যর্থে অথা আদন্তঃ তস্মাৎ যত ইদং বিশ্বমাবভূব তং কো বেদেতি॥ ২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সহজসাধ্যা, ভক্তির বিষয় আপনার জ্ঞান কিন্তু সর্ব্বদাই দুর্ল্লভ ইহাই বলিতেছেন—অহো! হে ভগবন্! এই জগতে পূর্ব্বসিদ্ধ আপনাকে অর্ব্বাচীন উৎপত্তি ও নাশবান কোন্ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে জানে? যেহেতু আপনা হইতেই ঋষি অর্থাৎ বেদ, শ্রুতি বলিতেছেন আপনি বেদসমূহের মধ্যে গূঢ় এবং হৃদয়পদ্মে অবস্থিত, শ্রুতিগণের অন্বেষণীয়, এই কথা বলায় আপনার যৎকিঞ্চিৎ মাত্র তত্ত্বজ্ঞাপক প্রথম শ্রুতিগণ উদ্ভূত হইয়াছেন। যে বেদকে উভয় দেবতাগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দিক্ বায়ু সূর্য্য প্রভৃতি এবং ব্রহ্মলোকাদির অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাআদি দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, অতএব বেদ হইতেও অর্ব্বাচীন জন্মলয় যুক্ত দেবগণ সুতরাং আপনাকে জানে না। যখন আপনি সর্ব্ববিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া নিজমধ্যে লইয়া শয়ন করেন, তখন সৎ অর্থাৎ স্থূল আকাশাদি ছিল না, অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম মহদাদিও ছিল না, সৎ ও অসৎ দুই হইতে জাত প্রারব্ধ শরীরও ছিল না, কালবেগও ছিল না, তাহার কারণরূপ কালের বৈষম্যও ছিল না, ইন্দ্রিয় প্রাণাদিও ছিল না, এই সকলের জ্ঞানপ্রদ শাস্ত্রও ছিল না। এস্থলে অভিপ্রায় এই সৃষ্টি সময়ে দেহাধি উপাধি সমূহ বহু ব্যবধানে থাকিলেও, জ্ঞাপক শাস্ত্র থাকায় সাধন সম্ভব হেতু বরং যথকিঞ্চিৎ আপনার জ্ঞান হইলেও, প্রলয়সময়ে কিন্তু বহু ব্যবধান অভাবেও শাস্ত্রাভাবহেতু ও সাধন অভাব হেতু আপনার জ্ঞান কিঞ্চিৎ মাত্রও ছিল না। অতএব আপনার জ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার ভক্তিই করাই যুক্তিযুক্ত। এস্থলে প্রমাণ—শ্রুতিগণ, তার অর্থ—সাক্ষাৎ আপনাকে কে জানিতেছে? কোন জানাইবার ব্যক্তিও নাই—ইহাই বলিতেছেন—কে বলিবে? এই ভগবান কর্ত্তৃক বিবিধ সৃষ্টিদ্বারাই দেবগণ পরবর্ত্তীকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাহারা আদি ও অন্তময়, আপনা হইতে যেহেতু এই বিশ্ব আবির্ভূত হইয়াছে সেই আপনাকে কে জানে॥ ২৪॥

জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং
বিপণমৃতং স্মরন্ত্যুপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ।
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা
ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদববোধরসে॥২৫॥

অন্বয়ঃ—(ইতোঽপি জ্ঞানং ন সুকরম্ উপদিশতামপি ভ্রমবাহুল্যাদিত্যাহ) জনিং (জগত উৎপত্তিং যে বৈশেষিকাদয়ো বদন্তি) অসতঃ (এব ব্রহ্মত্বস্য উৎপত্তিং যে চ পাতঞ্জলাদয়ঃ) সতঃ (একবিংশতিপ্রকারস্য দুঃখস্য) মৃতিং (নাশং মোক্ষং বদন্তি যে নৈয়ায়িকাঃ) উত (অপি) যে চ (সাংখ্যাদয়ঃ)

আত্মনি ভিদাং (ভেদঞ্চ তথা যে চ মীমাংসকাঃ) বিপণং) কর্ম্মফলব্যবহারম্) ঋতং (সত্যং) পরম-পুরুষার্থং স্মরন্তি (বদন্তি) তে (সর্ব্বে) আরো-পিতৈঃ (ভ্রমৈরেব) উপদিশন্তি (ন তু তত্ত্বদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ) ত্রিগুণময়ঃ পুমান্ ইতি (ইত্যনেন হেতুনা) ভিদা (যো ভেদঃ সা) যৎ (যস্মাৎ) অবোধকৃতা (তদ্-বিষয়কাজ্ঞানবিজৃম্ভিতা) ততঃ (অবোধাৎ) পরত্র (পরেঽসঙ্গে) অববোধরসে (জ্ঞানঘনে পুংসি) ত্বয়ি সঃ (ভেদাঃ) ন ভবেৎ (ন সম্ভবতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে দেব, বৈশেষিক প্রভৃতি মতাবলম্বি-গণ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, পাতঞ্জলাদি মতাবলম্বিগণ অসৎ হইতে ব্রহ্মত্বের উৎপত্তি কীর্ত্তন করেন, নৈয়ায়িকগণ একবিংশতি প্রকার দুঃখ-নাশ-কেই 'মুক্তি' বলিয়া থাকেন, সাংখ্যকারগণ আত্ম-বস্তুতে ভেদ বর্ণন করেন, এবং মীমাংসকগণ কর্ম্ম-ফল-ব্যবহার অর্থাৎ কর্ম্মফলজাত স্বর্গাদির সত্যত্ব ও পরম-পুরুষার্থত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, পরন্তু তাহাদের পূর্ব্বোক্ত উপদেশসমূহ ভ্রমজনিতই হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তত্ত্বদৃষ্টিজাত নহে। পুরুষ ত্রিগুণময় বলিয়া তন্মধ্যে যে ভেদ বর্ত্তমান, তাহা অজ্ঞানেরই বিলাসমাত্র বলিয়া তাদৃশ অজ্ঞানের অতীত অসঙ্গ চিদ্ঘনস্বরূপ আপনার মধ্যে তাদৃশ অজ্ঞানজনিত ভেদ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং ভগবতস্তবৈব তত্ত্বং দুর্জ্ঞেয়-মপি তু বিদুষামৈকমত্যাভাবাৎ পরমপুরুষার্থতয়া জীবাত্মনোঽপি তত্ত্বতো জ্ঞানং প্রায়ো দুঃশকমিত্যাহুঃ,—জনিমসত ইতি। অসত এব ব্রহ্মত্বস্যোৎপত্তিং মোক্ষং যে পাতঞ্জলাদয়ো বদন্তি, ষড়িন্দ্রিয়াণি ষড়ূর্ম্ময়ঃ ষড়্বিষয়াঃ সুখং দুঃখং শরীরঞ্চেত্যেকবিংশতিপ্রকা-রস্য দুঃখস্য সত এব মৃতিং নাশং মোক্ষং বদন্তি যে নৈয়ায়িকাঃ, উত অপি আত্মনি ভিদাং তস্য অগুণ-ময়াত্মনি ভিদাং তস্য অগুণময়াত্মতামেব মোক্ষং বদন্তি যে সাঙ্খ্যাদয়ঃ।

বিপণং ব্যবহারং কর্ম্মফলং স্বর্গাদ্যেব ঋতং সত্যং পরমপুরুষার্থং স্মরন্তি বদন্তি যে চ মীমাংস কাস্তে, সর্ব্বে আরুপিতৈঃ আরোপিতৈরেবোপদিশন্তি, ন তত্ত্বদৃষ্ট্যা, যতঃ পুরুষস্য জীবাত্মনস্ত্রিগুণময়ত্বে সর্ব্বমিদং সঙ্গচ্ছেত, ন তু তদস্তি, স তু বস্তুতো নির্গুণ এবেতি দ্যোতয়ন্ত্য আহুঃ,—ত্রিগুণময়ঃ পুমান্ জীব ইতি যা ভিদা জীবস্য ত্রিগুণময়ত্বরূপো যে ভেদ ইত্যর্থঃ। সা যৎ যস্মাৎ অবোধকৃতা যা ত্বদীয়া অবিদ্যাশক্তিস্তৎকল্পিতৈব, ন তু বস্তুত ইত্যর্থঃ। সা চ জীবাত্মন্যেব প্রভবতি, ন তু ত্বয়ি পরমাত্মনীত্যাহুঃ। স অবোধস্ত্বয়ি ন জীবস্যেবাবিদ্যয়া আবরণং প্রতীতং ন তু ভবেত্যর্থঃ। কুতঃ ততঃ পরত্র তব মায়াতীতত্বাৎ, অবিদ্যায়াশ্চ মায়াবৃত্তিত্বাৎ ত্বন্নিয়ম্যত্বাচ্চেতি ভাবঃ। কীদৃশে অববোধরসে সম্পূর্ণচিদেকরসে। যথান্ধ-কারস্তেজঃপুঞ্জং সূর্য্যমাবরীতুমসমর্থস্তেজঃকণং স্বর্ণ-রজতাদিকং স্বব্যাপ্তং করোত্যেবেতি ভাবঃ। অত্র "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্য-মানাঃ জংঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়-মানা যথান্ধাঃ" ইত্যাদ্যাঃ। অর্থশ্চ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ পণ্ডিতম্মন্যাঃ জংঘন্যমানাবাদবিবাদৈরিত্যর্থঃ। পীড্য-মানাঃ পরিযন্তি ভ্রমন্তি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে ভগবন্ ! কেবল তোমার তত্ত্বই দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু পণ্ডিতগণের ঐকমত্য অভাব-হেতু পরমপুরুষার্থরূপে জীবাত্মারও তত্ত্বত জ্ঞান প্রায়ই দুর্ল্লভ, ইহাই বলিতেছেন—পাতঞ্জল প্রভৃতি শাস্ত্র বলেন—অসৎ হইতেই ব্রহ্মত্বের ও মোক্ষের উৎপত্তি। ছয় ইন্দ্রিয়, ষড়্বিধ তরঙ্গ, ছয় প্রকার বুদ্ধি, ছয়টি বিষয়, সুখ দুঃখ শরীর এই একবিংশতি প্রকার দুঃখের সৎ হইতেই মৃত্যু অর্থাৎ নাশ বা মোক্ষ—ইহা নৈয়ায়িকগণ বলেন। আর আত্মাতে ভেদ সেই অগুণময় আত্মাতে ভেদসমূহের অগুণময় আত্মতাই মোক্ষ বলেন, যে সাংখ্য সম্প্রদায়।

বিপণ অর্থাৎ ব্যবহার কর্ম্মফল স্বর্গাদিই সত্য পরমপুরুষার্থ, বলেন মীমাংসকগণ। সকলে নিজ নিজ ভাব আরোপণ করিয়াই উপদেশ করেন, তত্ত্ব-দৃষ্টিদ্বারা নহে, যেহেতু জীবাত্মা পুরুষের ত্রিগুণময়, সকলেই সম্ভব হয়, কিন্তু তাহা নাই, তিনি কিন্তু বস্তুত নির্গুণই—ইহা বলিয়া থাকেন। ত্রিগুণময় পুরুষ জীব যে ভেদ, জীবের ত্রিগুণময়ত্বরূপ ভেদ। সেই ভেদ যাহা হইতে অজ্ঞানকৃত, আপনার অবিদ্যা-শক্তি যাহার কল্পিতই, বস্তুত নহে। সেই অবিদ্যা জীবাত্মাতেই উদ্ভব হয়, প্রভাব বিস্তার করে। পর-মাত্মা তোমাতে নাই, ইহা বলিয়া থাকেন সেই অজ্ঞান

তোমাতে নাই, জীবেরই অবিদ্যা দ্বারা আবরণ জ্ঞান হয় না, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ তোমাতে অবিদ্যার আবরণ হইবে না, তুমি মায়াতীত বলিয়া, অবিদ্যাও একটি মায়ার বৃত্তি। হে ভগবন্! ঐ অবিদ্যা আপনার অধীন, আপনি কেমন? সম্পূর্ণ চিদেকরস। যেমন অন্ধকার তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যকে আবরণ করিতে অসমর্থ, তেজের কণা স্বর্ণরজতাদিকে নিজদ্বারা ব্যাপ্ত করে। এইস্থলে প্রমাণ শ্রুতিগণ অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ নিজেই পণ্ডিত মনে করেন, পরস্পর বিবদমান মূঢ়গণ, যেমন এক অন্ধ অন্য অন্ধকে লইয়া যায়। ইত্যাদি ইহার অর্থ—পণ্ডিতমানী ব্যক্তিগণ বাদবিবাদের দ্বারা পীড়িত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে ॥ ২৫ ॥

———

সদিব মনস্ত্রিবৃৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ
সদভিমৃশন্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ।
নহি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া
স্বকৃতমনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবসিতম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু যদ্যসন্নোৎপদ্যতে যদি চ ত্রিগুণময়ঃ পুরুষো ন ভবতি তর্হীদং প্রপঞ্চজাতং পুরুষশ্চ পৃথঙ্ নাস্তীত্যুক্তং স্যাৎ কথং তর্হি তয়োঃ সত্ত্বেন প্রতীতিরিত্যাহ) মনঃ (মনোমাত্রবিলসিতমিদং) ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণাত্মকং প্রপঞ্চজাতম্) অসৎ (অপি) ত্বয়ি (অধিষ্ঠানে) আমনুজাৎ (মনুজমভিব্যাপ্য) সৎ ইব বিভাতি (সদ্বৎ প্রতীয়তে) আত্মবিদঃ (আত্মতত্ত্বজ্ঞাস্তু) অশেষম্ ইদং (ভোক্তৃভোগ্যাত্মকং বিশ্বম্) আত্মতয়া (এব) সৎ অভিমৃশন্তি (সদিতি জানন্তি, আত্মকার্য্যত্বাৎ পৃথঙ্নেত্যর্থঃ) কনকস্য (সুবর্ণস্য) বিকৃতিং (কুণ্ডলাদিকং) তদাত্মতয়া (কনকরূপত্বেন হেতুনা কনকার্থিনঃ) ন ত্যজন্তি হি (পরন্তু গৃহ্নাত্যেব, অতো যৎকার্য্যং যদুপাদনকং তৎ তেনৈব রূপেণ প্রতীয়তে উপাদীয়তে চ ততঃ) স্বকৃতং ইদং (বিশ্বম্) অনুপ্রবিষ্টং (পুরুষরূপঞ্চ) আত্মতয়া (এব) অবসিতং (নিশ্চিতম্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ত্রিগুণাত্মক এই প্রপঞ্চ-সমূহ মনঃকল্পিত এবং অসৎস্বরূপ হইয়াও আপনার মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবগণের নিকট সৎএর ন্যায় প্রতীত হইতেছে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভোক্তৃ-ভোগ্যস্বরূপ এই নিখিল বিশ্বকে পরমাত্মরূপ সদ্‌বস্তুর কার্য্য বলিয়াই সদ্‌রূপে দর্শন করেন, পরন্তু পরমাত্মসম্বন্ধ-ব্যতিরেকে ইহাদের পৃথক্ সত্তা জ্ঞান করেন না। কনকাভিলাষী ব্যক্তিগণ কুণ্ডলাদি-বস্তুকে পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু উহাও কনকেরই কার্য্য বলিয়া কনকরূপে তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব আপনার রচিত এই বিশ্ব এবং তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট পুরুষ বা জীবাত্মাও আপনার স্বরূপজ্ঞানেই নিশ্চিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদেত্যত্র জ্ঞানিনাং মতে জীবাত্মনস্ত্রিগুণময়ত্বেন ভিদা পরমাত্মনঃ সকাশাদ্ভেদোঽজ্ঞানকল্পিত এব, জ্ঞানেন তু তস্মিন্নজ্ঞানে নষ্টে সতি ভেদে চ তিরোহিতে স পরমাত্মৈব ভবতি, অতো জীবাত্মা নাম পরমাত্মতো ন পৃথগবস্তুরূপ ইতি তত্ত্বম্। বন্ধমোক্ষৌ ত্বজ্ঞানবিজৃম্ভিতাবেব কিঞ্চৈবমিদঙ্কারাস্পদং বিশ্বমপি ততঃ পৃথক্প্রতীতমজ্ঞানাদেব ইত্যাহুঃ—সদিবেতি। ইদমশেষং ত্রিবৃৎ ত্রিগুণাত্মকং প্রপঞ্চজাতম্ আ মনুজাৎ মনুজঃ পুরুষো জীবস্তমপ্যভিব্যাপ্য সদিব ন তু সৎ, যতো মনঃ মনোমাত্রবিলসিতমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ —"অসতোঽধিমনোঽসৃজ্যত মনঃ প্রজাপতিমসৃজৎ, প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজৎ, তদ্বা ইদং মনস্যেব পরমং প্রতিষ্ঠিতং যদিদং কিঞ্চ" ইতি। অর্থশ্চ "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইতি শ্রুতেরসতো ব্রহ্মণো নিমিত্তাৎ অধি ন বিদ্যতে ধীর্য্যস্মাদিত্যজ্ঞানমেব মনোরূপেণ ব্যবর্ত্ততেত্যর্থঃ। তচ্চ সমষ্ট্যাত্মকং মনঃ প্রজাপতিং তদভিমানিনং অসৃজৎ ব্যক্তমকরোদিত্যর্থঃ। নন্বাত্মবিদামপি বিশ্বং সদেব স্ফুরতি অতঃ কথমসৎ স্যাদত আহুঃ—সৎ অভিমৃশন্তি সদিতি জানন্তি—আত্মকার্য্যত্বান্ন ততঃ পৃথগিত্যর্থঃ। তথাহি যদুপাদানকং যৎ কার্য্যং ভবতি তত্তেনৈব রূপেণ প্রতীয়তে উপাদীয়তে চেতি লোকাচারেণ দর্শয়ন্তি নহি বিকৃতিমিতি। কনকস্য বিকৃতিং কুণ্ডলাদিকং কনকার্থিনো ন ত্যজন্তি। তত্র হেতুঃ তদাত্মতয়া কনকরূপত্বেনেত্যর্থঃ। অত স্বকৃতমিদং বিশ্বং তদনুপ্রবিষ্টং পুরুষস্বরূপঞ্চ আত্মতয়ৈব অবসিতং নিশ্চিতং জ্ঞানিভিঃ এতদেবাপরোক্ষজ্ঞানং সংসারবন্ধমোচকমিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এস্থলে ত্রিগুণময় জীব পরস্পর ভিন্ন ইহা জ্ঞানীগণের মতে, জীবাত্মাগণ ত্রিগুণময়হেতু পরমাত্মার নিকট হইতে ভিন্ন অজ্ঞান কল্পিতই, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা পরমাত্মাতে অজ্ঞান নষ্ট হইলে পর, ভেদও চলিয়া গেলে, সেই জীব পরমাত্মাই হয়, অতএব জীবাত্মা বলিয়া পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বস্তুরূপ নাই—ইহাই তত্ত্ব, বন্ধ ও মোক্ষ অজ্ঞান কল্পিতই। আর এই বিশ্ব অহংকারাত্মক তাহা হইতে পৃথক্ বিশ্বও অজ্ঞান হইতেই—এইরূপ বলেন। এই অশেষ বিশ্ব ত্রিগুণাত্মক, প্রপঞ্চজাত মনুষ্য হইতে, মনুষ্য অর্থাৎ পুরুষজীব তাহাকে ব্যাপ্ত হইয়া সতের ন্যায় কিন্তু সৎ নহে, যেহেতু সবই মন কল্পিত। এবিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ—অসৎ হইতে মন পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয়, মন প্রজাপতিকে সৃজন করিয়াছিল, প্রজাপতি প্রজাগণকে সৃজন করিয়াছিল। অতএব এইসকল মনেতেই প্রতিষ্ঠিত যাহা কিছু। ইহার অর্থ—এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল, এই শ্রুতির অসৎ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ নিমিত্তকারণ হইতে অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে মনরূপে ব্যবস্থিত হয়, তাহা সমষ্টিরূপ মন প্রজাপতিকে অর্থাৎ ঐ অভিমানী জীবকে সৃষ্টি করিয়াছিল। যদি বল আত্মবিদ্‌গণেরও এই বিশ্ব সদ্ বলিয়া জ্ঞান হয়, অতএব কিরূপে অসৎ হয়? তাহার উত্তরে বলে সৎ বলিয়া জানে, আত্মার কার্য্যহেতু, তাহা হইতে পৃথক নহে তথাপি—যাহা যে উপাদান হইতে যে কার্য্য হয় তাহা সেইরূপেই জ্ঞান হয়। লোকে গ্রহণও করে, ইহাই লোকাচার, স্বর্ণের বিকৃতি কুণ্ডল আদিকে স্বর্ণপ্রার্থীগণ স্বর্ণ বলিয়াই গ্রহণ করে, তাহা ত্যাগ করে না। তাহার কারণ স্বর্ণের বিকৃতিও স্বর্ণরূপ। অতএব নিজকৃত এই বিশ্বকে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট পুরুষস্বরূপকেও আত্মা বলিয়াই জ্ঞানীগণ কর্ত্তৃক নিশ্চিত, ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান, সংসার বন্ধ মোচক ॥ ২৬ ॥

তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া
ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নির্ঋতেঃ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাং-
স্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥২৭

অন্বয়ঃ—যে অখিলসত্ত্বনিকেততয়া (সর্ব্বভূতাবাসতয়া) তব পরিচরন্তি (ত্বাং সেবন্তে) তে উত (তে এব) অবিগণয্য (তিরস্কৃত্য) পদা (পাদেন) নির্ঋতেঃ (মৃত্যোঃ) শিরঃ (মূর্ধানম্) আক্রমন্তি (তং তরন্তীত্যর্থঃ) যে (পুনঃ) বিমুখাঃ (অভক্তাঃ) তান্ বিবুধান্ অপি (বিদুষোঽপি) গিরা (বাচা) পশূন্ ইব পরিবয়সে (বধ্নাসি) ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ (কৃতপ্রেমানঃ) খলু (নূনং) পুনন্তি (আত্মানমন্যাংশ্চ পবিত্রয়ন্তি) ন (ইতরে ন পুনন্তীত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা নিখিল জীবের অধিষ্ঠান-জ্ঞানে আপনার সেবা করেন, তাঁহারাই নিঃশঙ্কভাবে মৃত্যুর মস্তকে পদাচারণপূর্ব্বক তাহাকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভক্তিশূন্য, তাঁহারা পণ্ডিত হইলেও আপনি কর্ম্মকাণ্ডীয় স্বর্গাদি-ফলশ্রুতি-বচন-সমূহ দ্বারা পশুগণের ন্যায় তাহাদিগকে কর্ম্মমার্গেই আবদ্ধ করিয়া থাকেন। যাঁহারা আপনার প্রতি প্রেমভাবাপন্ন, তাঁহারাই নিজেকে এবং অপরকে পবিত্র করিয়া থাকেন; অন্য কেহ তাহাতে সমর্থ হয় না ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বস্মিন্ শ্লোকদ্বয়ে পরমপুরুষার্থনিরূপণমধিকৃত্য অসদুৎপত্তিবাদিনঃ, সদ্বিনাশবাদিনঃ, সগুণত্বভেদবাদিনঃ বিপণবাদিনঃ বিবর্ত্তবাদিন ইত্যেবং পঞ্চবাদিন উক্তাঃ। অত্র শ্লোকে তু পরিচর্য্যাবাদিন উচ্যন্তে। এষাং বৈষ্ণবানাং মতে জীবাঃ খলু চিৎকণঃ অল্পজ্ঞঃ অল্পব্যাপী অস্বতন্ত্রো নির্গুণ এব, তস্য সংসারদুঃখনিবৃত্তয়ে ভগবৎপ্রাপ্তয়ে চ ভক্তিরেব ঘটতে, নত্বন্যো জ্ঞানাদিকঃ কোঽপ্যুপায়ঃ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইতি।

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি চ ভগবদুক্তেস্তদ্ভক্তিরেবোপায়ো দুরবগমাত্যাদ্যস্মদুক্তেশ্চ সৈবোপায়ঃ পরমপুরুষার্থ ইতি বৈষ্ণবমতস্যৈব সর্ব্বমতেষু মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপাদয়ন্ত্যো বৈষ্ণবানেবোৎকর্ষয়ন্ত্যোঽন্যান্ সর্ব্বানেব বাদিন আক্ষিপন্তি,—তবেতি। দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী। ত্বাং যে পরিচরন্তি "ছন্দসি ব্যবহিতাশ্চ" ইতি যচ্ছব্দেন ব্যবধানমদোষঃ। অখিলানাং লোকানাং সত্ত্বং সত্যত্বমেব নিকেত আশ্রয়ো যেষাং তেঽখিলসত্ত্বনিকেতাস্তেষাং ভাবস্তত্তা তয়োপলক্ষিতাঃ "সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৃজত" ইতি মাধ্ব-

ভাষ্যপ্রমাণিতশ্রুতেঃ। প্রধানপুংভ্যাং নরদেব সত্যকৃদিতি সপ্তমোক্তেশ্চ দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য সত্যত্বমিতি মতমাশ্রিত্য বর্ত্তমানা ইত্যর্থঃ। শ্লেষেণ খিলং নিকৃষ্টমশুদ্ধম্ অখিলং শ্রেষ্ঠং শুদ্ধং যৎ সত্ত্বং তদেব নিকেতো বৈকুণ্ঠাদিধাম যস্য তত্তয়া উপলক্ষিতং ত্বামিত্যর্থঃ। তে উত তে এব অবিগণয্য তিরস্কৃত্য নির্ঋতের্মৃত্যোঃ শিরঃ পদা স্বপাদেন আক্রমন্তি অবহেলামাত্রেণৈব সংসারং তরন্তীত্যর্থঃ। ননু, পূর্ব্বে বাদিনোঽপি শ্রুত্যক্তজ্ঞানাদ্যুপায়েন তরন্ত্যেব তত্র নেত্যাহঃ,—পরিবয়সে ইতি। গিরা তত্তন্মতপ্রতিপাদিকয়া বেদবাচৈব "অসতো মনোঽধিসৃজ্যত মনঃ প্রজাপতিমসৃজৎ" ইত্যাদিকয়া রজ্জ্বা তান্ বিশিষ্টবুধান্ দার্শনিকানপি পশূনিব বধ্নাসি ন চ সোপপত্তিকং বক্তুমপারয়ন্ত্যো বৈষ্ণবা এব ন জ্ঞানবন্ত ইতি বাচ্যং—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ইতি শ্রুতেস্ত এব সম্যগ্‌জ্ঞানবন্তো জ্ঞেয়াঃ। তস্মাত্ত্বয়ি কৃতং সৌহৃদং প্রেম যৈস্তে খলু নিশ্চিতং পুনন্তি স্বয়ং পূতাঃ অন্যানপি স্বোপদেশ্যান্ পবিত্রয়ন্তীত্যর্থঃ। যে বিমুখা অভক্তাস্তে তু নাত্র "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তং পীঠগং যে নু যজন্তি বিপ্রাস্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্" ইতি। "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ। ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্, যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ" ইত্যাদ্যাঃ। অর্থশ্চ যদা স্বেন জুষ্টং প্রীত্যা সেব্যমানং পশ্যতি তদাস্য মহিমানঞ্চ পশ্যত্যনুভবতি ইতি। অনেন প্রকারেণ বীতশোকো জিতমৃত্যুর্ভবতি। কুত্র পরমে ব্যোমন্ পরমব্যোমাভিধে মহাবৈকুণ্ঠে অক্ষরে নিত্যরূপে ঋচ ইতি ঋচঃসম্বন্ধিনি তৎপ্রতিপাদ্য ইত্যর্থঃ। যস্মিন্ দেবাঃ পার্ষদা বিশ্বে সর্ব্বে অধিনিষেদুরধিরূঢ়াঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্ব শ্লোক দুইটিতে পরম পুরুষার্থ নিরূপণ করিতে গিয়া কেহ অসৎ উৎপত্তিবাদীগণ, সৎ বিনাশবাদীগণ, সগুণত্বভেদবাদীগণ, ব্যবহারবাদীগণ, বিবর্ত্তবাদীগণ এই পঞ্চবাদীগণ বলা হইল। এই শ্লোকে কিন্তু পরিচর্য্যাবাদীগণের কথা বলা হইতেছে—এই বৈষ্ণবগণের মতে জীবগণ চিৎকণ, অল্পজ্ঞ, অল্পব্যাপী, অস্বতন্ত্র, নির্গুণই, তাহার সংসার দুঃখ নিবৃত্তির জন্যও ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য ভক্তিই একমাত্র সমর্থ, অন্য জ্ঞানাদি কোন উপায়ই সমর্থ নহে। ভগবান বলিয়াছেন—এই দৈবীগুণময়ী আমার মায়া জীব কর্তৃক দুরত্যয়া আমাতেই যাহারা প্রপন্ন হয় তাহারা এই মায়াকে তরিয়া যায়।

'আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারা গ্রাহ্য হই' ইহাও শ্রীভগবানের উক্তিহেতু তাঁহার ভক্তিই তাঁহাকে পাইবার উপায়, দুর্গম আত্মতত্ত্ব—এই কথা বলায়, সেই উপায় পরমপুরুষার্থ—ইহা বৈষ্ণবমতেরই সকলমতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া বৈষ্ণবগণকেই শ্রেষ্ঠ করিয়া এবং অন্য সকলবাদীগণকে তিরস্কার করিতেছেন—দ্বিতীয়া অর্থে ষষ্ঠী। আপনাকে যাঁহারা পরিচর্য্যা করেন। ছন্দসিবেদে ব্যবহিতাশ্চ—এই সূত্রবলে যৎ শব্দের ব্যবধান দোষ নহে। অখিল লোকের সত্যত্বই নিকেত অর্থাৎ আশ্রয় যাহাদের সেই অখিলসত্ত্ব-নিকেতা তাহাদের ভাব, তাহাদ্বারা উপলক্ষিত সত্যই—এই বিশ্ব সৃজন করেন, ইহা মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যে প্রমাণিত শ্রুতি। প্রধান ও পুরুষের মধ্যে হে নরদেব! 'সত্যকৃৎ' দ্বৈতপ্রপঞ্চ সত্যই, এই মত অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান যে সকল ভক্ত। অন্য অর্থে খিল অর্থাৎ নিকৃষ্ট অশুদ্ধ, অখিল অর্থাৎ শ্রেষ্ঠশুদ্ধ, যে সত্ত্ব তাহাই নিকেত বৈকুণ্ঠাদি ধাম যাঁহার, সেই তাহার দ্বারা উপলক্ষিত আপনাকে। তাহারাই অবিগণয্য তিরস্কার করিয়া নির্ঋতি অর্থাৎ মৃত্যু, তাহার মস্তকে নিজপদদ্বারা আক্রমণ করিয়া অবহেলাক্রমেই সংসার তরিয়া যায়।

যদিবল পূর্ব্বে বাদীগণও শ্রুতি উক্ত জ্ঞানাদি উপায় দ্বারা সংসার তরিয়া যায়? তাহার উত্তরে বলিলেন—না; সেই সেই মত প্রতিপাদক বেদবাক্যসমূহদ্বারা যেমন—অসৎ হইতে মন সৃজন করিলেন, মন হইতে প্রজাপতিকে সৃজন করিলেন, এই সকল বাক্য রজ্জুস্থানীয়, তাহার দ্বারা বিশিষ্ট দার্শনীকগণকেও পশুর ন্যায় বাধিয়া, যুক্তিসহ নহে, বলিতে পারেন। বৈষ্ণবগণ জ্ঞানবন্ত নয় ইহা বলিতে পার না—শ্রুতি—'যাঁহার দেবতাতে পরাভক্তি এবং যেমন ইষ্টদেবে সেইরূপ গুরুদেবেও ভক্তি তাঁহার নিকটই

বেদবাক্যগণ নিজের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেন, সেই মহাত্মাগণের নিকট ইহা শ্রুতিবাক্য অর্থ। অতএব বৈষ্ণবগণই পরিপূর্ণ জ্ঞানবান জানিতে হইবে। অতএব আপনাতে যাঁহারা সৌহৃদ অর্থাৎ প্রেমভক্তি করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বয়ং পবিত্র হইয়া অন্যসকলকেও নিজ উপদেশ দান করিয়া পবিত্র করেন। যাহারা বিমুখ অভক্ত তাহারা কিন্তু পারেন না। এস্থলে শ্রুতি প্রমাণ—নিত্য ভক্তগণের মধ্যে নিত্য পরমভগবান, চেতনগণের মধ্যে পরমচেতন ভগবান, বহুর মধ্যে এক ভগবান সকলের বাসনা পূরণ করেন, তাহাকে যোগপীঠে যে বিপ্রগণ যজনা করেন, তাহাদের নিত্যসিদ্ধি, অন্যদের নহে পরমভক্তগণ ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া উপাস্যদেবকে পৃথক ঈশ্বর মহিমাবান দেখিয়া শোক রহিত হন, ঋক্‌বেদের প্রত্যক্ষে পরমব্যোম বৈকুণ্ঠ, যে বৈকুণ্ঠে দেবগণ, এখানে তাহাদের বিভুতিগণ থাকেন। ইহার অর্থ যে সকল ব্যক্তি যখন নিজ প্রীতির দ্বারা সেব্যমানকে দেখেন তখন তাহার মহিমাও অনুভব করেন, এই প্রকারে বীতশোক অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করেন, কোথায় পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠে অক্ষর নিত্যরূপে ঋক্‌বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু। যেখানে দেবগণ অর্থাৎ পার্ষদগণ অধিরূঢ় হইয়া বাস করেন ॥ ২৭ ॥

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর-
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—(হে প্রভো,) স্বরাট্ (স্বেনৈব রাজতে দীপ্যতে ইতি স্বরাট্) ত্বম্ অকরণঃ (প্রাকৃতজীবেন্দ্রিয়সম্বন্ধরহিত এব) অখিলকারকশক্তিধরঃ (অখিলানাং প্রাণিনাং যানি কারকানীন্দ্রিয়াণি তেষাং শক্তীর্ধারয়তি প্রবর্ত্তয়তীতি তথা ভবসি) বর্ষভুজঃ (স্বপ্রজাদত্তবলিভুজঃ খণ্ডমণ্ডলপতয়ঃ) অখিলক্ষিতিপতেঃ ইব (যথা মহামণ্ডলেশ্বরস্য বলিমুদ্বহন্তি তথা) অজয়া (অবিদ্যয়া সহ) অনিমিষাঃ (দেবা অপি) বিশ্বসৃজঃ (বিশ্বকর্ত্তুঃ) তব বলিং উদ্বহন্তি (পূজাং কুর্ব্বন্তি) সমদন্তি (মনুষ্যদত্তং হব্যকব্যাদিরূপং বলিং ভক্ষয়ন্তি চ) ভবতঃ (ত্বত্তঃ) চকিতাঃ (ভীতাঃ সন্তঃ) যত্র (যস্মিন্ কর্ম্মণি) যে অধিকৃতাঃ (নিযুক্তাস্তে) তু বিদধতি (তৎ কুর্ব্বন্তি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনি প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সম্বন্ধরহিত স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইয়াও নিখিল প্রাণিগণের যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তির পরিচালন করিয়া থাকেন। খণ্ডরাজ্যাধিপতিগণ যেরূপ মহামণ্ডলেশ্বরকে উপহার প্রদান করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং নিজ নিজ প্রজাগণের প্রদত্ত উপহার ভোগ করেন, সেইরূপ অবিদ্যার সহিত সমস্ত দেবগণ বিশ্বকর্ত্তা আপনার উদ্দেশে পূজোপহার ধারণ করিয়া স্বয়ং মনুষ্যপ্রদত্ত হব্য-কব্য প্রভৃতি উপহার ভোগ করিয়া থাকেন এবং আপনা হইতে ভীত হইয়াই প্রত্যেকে নিজ নিজ অধিকারোচিত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদস্বতন্ত্রৈরীশিতব্যৈর্জীবৈস্ত্বমেব স্বতন্ত্র ঈশ্বরঃ সেব্য ইতি চেন্নৈবং নেত্রশ্রোত্রভুজাদিমত্ত্বাদহমপি জীব ইব করণপরতন্ত্র ইত্যতঃ কুতো মে স্বাতন্ত্র্যমৈশ্বর্য্যং বেত্যত আহুঃ,—ত্বম্ অকরণঃ আহঙ্কারিকমনোনেত্রশ্রোত্রাদিরহিতঃ তর্হীমানি মন্নেত্রশ্রোত্রাদীনি কুতস্ত্যানি তত্রাহুঃ—স্বরাট্। স্বৈঃ স্বস্বরূপভূতৈরেব নেত্রশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ৈঃ রাজসে ইতি স্বরাট্। অতএব অখিলকারকশক্তিধরঃ খিলানি তুচ্ছানি প্রাকৃতানীত্যর্থঃ। অখিলানি খিলভিন্নানি চিদানন্দময়ত্বৎস্বরূপভূতানীন্দ্রিয়াণি শক্তিঃ "চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইতি শ্রুতেঃ। প্রাকৃতেন্দ্রিয়শক্তীশ্চ ধরতীতি তথা সঃ ন ত্বং প্রাকৃতেন্দ্রিয়ঃ নাপ্যনিন্দ্রিয়ঃ, কিন্তু পরাখ্যস্বরূপশক্তিময়েন্দ্রিয়ঃ প্রত্যুত প্রাকৃতেন্দ্রিয়েষ্বপি শ্রবণাদিশক্ত্যাধায়ক ইত্যর্থঃ। "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বহুধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি শ্রুতে। মহৈশ্বর্য্যমাহুঃ—তব বলিং পূজোপহারম্ অনিমিষাঃ ব্রহ্মাদ্যা দেবা উদ্বহন্তি প্রাপয়ন্তি তুভ্যং সমর্পয়ন্তীত্যর্থঃ। অজয়া সহেতি যা তেষামধিকারিণী খল্বজা মায়া সাপি তে বলিহারিণীত্যর্থঃ। সমদন্তি চ মনুষ্যৈর্দত্তং হব্যকব্যাদিলক্ষণং ত্বং প্রসাদাদ্ভক্ষয়ন্তি চ অত্র দৃষ্টান্তঃ বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিবেতি। যথা বর্ষভুজঃ খণ্ডমণ্ডলপতয়ঃ অখিলক্ষিতিপতেঃ সমস্তমণ্ডলেশ্বরস্য

বলিমুদ্বহন্তি প্রজাভির্দত্তং বলিমদন্তি চ তদ্বৎ কীদৃশা ভূত্বেত্যত আহুঃ,—যত্র কর্ম্মণি যেঽধিকৃতা নিযুক্তাস্তে তৎকর্ম্মণি ত্বত্তশ্চকিতা ভীতা এব সন্তো বিদধতি অত্র "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" ইত্যাদ্যাঃ। ভীষা ভীত্যা পবতে বাতি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব অস্বতন্ত্র অনীশ্বর জীবগণ কর্ত্তৃকই স্বতন্ত্র ঈশ্বর সেব্য, ইহা যদি বল, না এইরূপ বলিও না। চক্ষু কর্ণ বাহু আদি যুক্তহেতু আমিও জীবের ন্যায় ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র, অতএব কোথায় আমার স্বাতন্ত্র্য বা ঐশ্বর্য্য। ইহার উত্তরে শ্রুতিগণ বলিতেছেন—আপনি ইন্দ্রিয়হীন অর্থাৎ অহংকার হইতে জাত প্রাকৃত মন নয়ন কর্ণ আদি রহিত। তাহা হইলে এই মন নেত্র কর্ণ আদি কোথা হইতে আসিল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—স্বরাট্, নিজ স্বরূপভূতই নয়ন কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত বিরাজ করিতেছেন। অতএব স্বরাট্ অখিল কারক শক্তিধর। তুচ্ছ প্রাকৃত ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন চিদানন্দময় তোমার স্বরূপভূত ইন্দ্রিয় সমূহ। শক্তি চক্ষুরও চক্ষু, কর্ণেরও কর্ণ, এই সকল শ্রুতি প্রমাণ। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় শক্তিধারণ করিতেছে, সেইরূপ ভগবান্ আপনি নন, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় আপনার নয়, কিন্তু পরানাম্নী-স্বরূপশক্তিময় ইন্দ্রিয়সকল। বস্তুত প্রাকৃত ইন্দ্রিয় সমূহেও শ্রবণাদিশক্তি দান করেন, ঈশ্বরের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, তাহার সমান ও অধিক কেহ দেখা যায় না। ইহার পরাশক্তি বহুপ্রকারেই শুনা যায়—স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল, ক্রিয়া—ইত্যাদি শ্রুতি। মহা ঐশ্বর্য্য বলিতেছেন আপনার পূজার উপহার সমূহ ব্রহ্মা আদি দেবগণ মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাকে সমর্পণ করে, অজা অর্থাৎ মায়াশক্তির সহিত। যে মায়াশক্তি ব্রহ্মাদির অধিকারিণী, নিশ্চয়ই মায়া সেও আপনার পূজার উপহার প্রদান করে। মনুষ্যগণ প্রদত্ত হব্যকব্যাদি লক্ষণ আপনার প্রসাদ ভক্ষণ করায়, এইস্থলে দৃষ্টান্ত 'ক্ষুদ্র রাজগণ অখিলক্ষিতি পতী সম্রাটকে যেরূপ উপহার দেয়, প্রজাগণ প্রদত্ত উপহার তিনি ভক্ষণও করেন, সেইরূপ। কিরূপ প্রাণীগণ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যে কর্ম্মদ্বারা যে অধিকারে নিযুক্ত সেই কর্ম্মসমূহ আপনার ভয়ে ভীত হইয়াই, আপনার প্রসাদে ভক্ষণ করে। সেইরূপ আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াই ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার ভয়ে ভীত হইয়া সেই সকল কার্য্য করেন। এই স্থলে শ্রুতি পবনদেব যাহার ভয়ে ভীত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য ইহার ভয়ে উদিত হইতেছে, অগ্নিদেব, চন্দ্রমা ও মৃত্যু যাহার ভয়ে ভীত হইয়া ধাবিত হইতেছে ও পবনদেব ভয়ে প্রবাহিত হইতেছে ॥ ২৮ ॥

স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থনিমিত্তযুজো
বিহর উদীক্ষয়া যদি পরস্য বিমুক্ত ততঃ।
নহি পরমস্য কশ্চিদপরো ন পরশ্চ ভবেদ্-
বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—হে বিমুক্ত, (নিত্যমায়াকার্য্যসঙ্গরাহিত্যং তত্র চ 'বি'-শব্দেন মুক্তজীবেভ্যোঽপি বৈলক্ষণ্যং সূচিতং সত্যনিত্যসর্ব্বৈশ্বর্য্যবত্ত্বাৎ) যদি ততঃ পরস্য (অজায়া দূরে বর্ত্তমানস্যাসঙ্গস্য তব) অজয়া (মায়য়া সহ) উদীক্ষয়া (ঈক্ষণলেশেন) বিহরঃ (বিহারঃ ক্রীড়া ভবতি তদা) উত্থনিমিত্তযুজঃ (ঈক্ষয়ৈব উত্থিতান্যাবির্ভূতানি নিমিত্তানি কর্ম্মাণি তদ্‌যুক্তানি লিঙ্গশরীরাণি বা তৈর্যুজ্যন্ত ইতি তথা) স্থিরচরজাতয়ঃ (স্থিরাশ্চ চরাশ্চ জাতয়ো জাত্যা লিঙ্গিতা দেহা যেষাং তে জীবাঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) পরমস্য (উত্তমস্য পরমকারুণিকস্য) বিয়তঃ ইব (আকাশ-সদৃশস্য সমস্যেত্যর্থঃ) শূন্যতুলাং দধতঃ (শূন্যস্য আকাশস্য তুলাম্ উপমাং দধতঃ) অপদস্য (আকাশবন্নির্লেপত্বাদ্বৈষম্যানাস্পদস্য) তব কশ্চিৎ (কোঽপি) অপরঃ (স্বীয়ঃ) পরঃ চ (অস্বীয়শ্চ) ন ভবেৎ হি (নৈব সম্ভবতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে নিত্যমুক্ত (মায়াসঙ্গরহিত), আপনার ঈক্ষণ-লেশমাত্র দ্বারা যখন মায়ার সহিত আপনার ক্রীড়া হইয়া থাকে, তখন কর্ম্মরূপ-নিমিত্ত-হেতুর সহিত চরাচরাত্মক জীবসমূহের আবির্ভাব হয়। আপনি পরমকারুণিক আকাশতুল্য সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত বলিয়া আকাশোপম এবং তত্তুল্য নির্লেপ বলিয়া বৈষম্যের অনাস্পদ; অতএব আপনার আত্মীয় বা পর কেহ নাই ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—পরমেশ্বরস্যোপাস্যত্বে স্বাতন্ত্র্যমৈশ্বর্য্যঞ্চ কারণমুক্ত্বা জীবানামপি তদুপাসকত্বে তদুৎপন্নত্বাৎ তৎপারতন্ত্র্যমনৈশ্বর্য্যঞ্চ কারণমাহুঃ,—স্থিরেতি। হে বিমুক্ত, যদি তব অজয়া মায়য়া সহ উদীক্ষয়া উদ্‌গতেন ঈক্ষণেনৈব কাদাচিৎকেন বিহরঃ বিহারঃ ক্রীড়া ভবতি তদা স্থিরচরজাতয়ঃ স্থিরাশ্চ চরাশ্চ জাতয়ঃ জাত্যালিঙ্গিতা দেহা যেষাং তে জীবাঃ স্যুঃ। কথম্ভূতস্য ততোঽজাতঃ পরস্য দূরে বর্ত্তমানস্য অসঙ্গস্যেত্যর্থঃ। ননু, ময়ি লীনানাং পুনঃ কথং জন্ম স্যাত্তত্রাহুঃ,—উত্থনিমিত্তযুজঃ। ঈক্ষয়ৈব উত্থানি উত্থিতানি নিমিত্তানি কর্ম্মাণি ততশ্চ তদ্‌যুক্তানি লিঙ্গ-শরীরাণি চ তৈর্যুজ্যন্ত ইতি তে তথেতি। কার্য্যোপাধীনাং লয়াদেব জীবানাং লীনত্বং তেষাং জন্মনৈব জন্ম ব্যবহ্রিয়ত ইতি ভাবঃ। এবঞ্চ কর্ম্মনিয়ম্যত্ব-লক্ষণমনৈশ্বর্য্যত্বমুক্তম্। ননু, কিং নিমিত্তোত্থানেন মদিচ্ছয়ৈব ভবন্ত ন ত্বয়ি বৈষম্যাভাবাদ্বিষমসৃষ্টের-যোগাদিত্যাহুঃ,— পরমস্য নির্দ্দোষপুরুষোত্তমস্য কশ্চিদপরঃ আত্মীয়ঃ পরোঽনাত্মীয়শ্চ ন ভবেৎ ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—বিয়ত ইবাপদস্য আকাশবন্নির্লেপত্বাদ্বৈষম্যানাস্পদস্যেত্যর্থঃ। ন চাত্র আকাশতুল্যস্ত্বং অপি ত্বাকাশমেব ত্বত্তুল্যমিত্যাহুঃ,—শূন্যস্যাকাশস্যাপি তুলামুপমাং দধতঃ। অত্র শ্রুতয়ঃ—"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবা-স্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে এত আত্মানো ব্যুচ্চরন্তি" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমেশ্বরের উপাস্যত্ব হইলে স্বাতন্ত্র্য ও ঐশ্বর্য্য কারণ হয়—ইহা বলিয়া, জীব-গণেরও পরমেশ্বরের উপাসকত্ব, তাহা হইতে উৎপন্ন হেতু ভগবৎ পরতন্ত্রত্ব অনৈশ্বর্য্যত্বকারণ বলিতেছেন—হে বিমুক্ত! যদি আপনার মায়ার সহিত উৎপন্ন বলিয়া ঈক্ষণ দ্বারাই কদাচিৎ মায়ার সহিত ক্রীড়া হয়, তখন স্থাবর জঙ্গম জাতীয় দেহসমূহ যাহাদের সেই জীবগণ সৃষ্টি হয়। কিরূপ আপনা হইতে? উত্তর—অজাত পরমেশ্বরের দূরে বর্ত্তমান অসঙ্গ আপনা হইতে। যদি বল আমাতে লীন জীবগণের পুনরায় জন্ম কিরূপে হয়? উত্তরে বলি—আপনার ঈক্ষণ প্রভাবেই জীবের উৎপত্তির কর্ম্মসমূহ জাগিয়া উঠে, তৎপরে ঐ কর্ম্মসমূহ যুক্ত হইয়া জীবের লিঙ্গ-শরীর সমূহ তাহাদের সহিত যুক্ত হয়। তাহারা ঐরূপ কার্য্য উপাধি জীবগণের লয়হেতু জীবেরও লয়, আর ঐ উপাধির জন্মহেতু জীবগণেরও জন্ম—এই ব্যবহার হয়। এইরূপে কর্ম্মের নিয়ম্যত্ব লক্ষণ ও অনৈশ্বর্য্যত্ব বলা হইল। যদিবল কি নিমিত্ত উত্থান দ্বারা, যে ইচ্ছায়ই হউক আপনাতে বৈষম্য না থাকায় বিষমসৃষ্টির যোগ নাই। ইহাই বলিতেছেন—পর-মেশ্বর নির্দ্দোষ পুরুষোত্তম, তাঁহার কখনও আত্মীয় পর অনাত্মীয় সম্ভব নহে, তাহাতে দৃষ্টান্ত—আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তহেতু বৈষম্য পাত্র নহেন। এস্থলে আকাশের তুলনাও সম্ভব নয়, বস্তুত আকাশই আপনার তুল্য, ইহাই বলিতেছেন—শূন্য আকাশেরও তুল্য উপমা ধারণ কর। এইস্থলে শ্রুতিগণ প্রমাণ—যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসমূহ ঊর্দ্ধদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেই রূপই পরমাত্মা হইতে প্রাণী সকল, লোকসমূহ, দেবগণ, ভূতসমূহ, সকলেই এই পরমাত্মা হইতে বিবিধভাবে উৎপত্তি হয় ॥ ২৯ ॥

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—হে ধ্রুব, (নিত্যস্বরূপ) অপরিমিতাঃ (অনন্তাঃ) তনুভৃতঃ (জীবাঃ) যদি ধ্রুবাঃ (তদ্রূপেণ নিত্যা এব ন তু ত্বজ্জন্যাঃ) সর্ব্বগতাঃ (ব্যাপকাঃ এব স্যুঃ) তর্হি (তদা) শাস্যতা ইতি ন (তেষাং তৎসাম্যাৎ তবাধীনতা ন ভবেৎ) ইতরথা ন (ত্বজ্জন্যত্বে সতি ত্বচ্ছাস্যতাভাবো ন স্যাৎ কিন্তু ত্বচ্ছাস্যতৈব ঘটতে ইত্যর্থঃ। কথম্?) যন্ময়ং (যদ্বহ্নিময়ং বিস্ফুলিঙ্গাদিকম্) অজনি (জাতঞ্চ) অবিমুচ্য (তদ্বহ্নিরূপং স্বীয়তয়া স্বীকৃত্য তস্য বিস্ফু-লিঙ্গাদেঃ) নিয়ন্তৃ (নিয়ামকং) ভবেৎ (নিজাংশত্বাৎ ক্ষুদ্রত্বাচ্চ) তৎ (ব্রহ্ম এব) সমং (সর্ব্বান্ জীবান্ প্রতি অন্তর্য্যামিত্বেন তুল্যম্ ইত্যর্থঃ), মতদুষ্টতয়া (মতস্য জ্ঞাতস্য দুষ্টতয়া দোষশ্রবণাৎ) অনুজানতাং (জানীম ইতি বদতাং জনানাং) যৎ অমতম্ (অজ্ঞানম্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে নিত্যস্বরূপ, অনন্ত জীবগণ যদি স্বরূপতঃ (আপনা হইতে জাত না হইয়া) নিত্য এবং সর্ব্বগত হয়, তাহা হইলে তাহারা আপনার দ্বারা শাসিত অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না, অন্যথা আপনা হইতে জাত হইলে শাসন এবং নিয়মন সম্ভব হইতে পারে। জীবগণ বহ্নিরূপ আপনা হইতে বিস্ফুলিঙ্গরূপে জাত বলিয়া আপনিই তাহাদের অপরিত্যাজ্য কারণ, নিয়ন্তা এবং সর্ব্বত্র অন্তর্য্যামি-রূপে সমভাবে অবস্থিত। মতদুষ্টতাহেতু যাহারা আপনাকে 'জানি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা বস্তুতঃই অজ্ঞান ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র স্থিরচরজাতিজীবতত্ত্ববিচারবাদিনাং নানাবিধান্যেব মতানি। তত্র যদ্যেকৈবাবিদ্যা এক এব জীব ইতি মতং তর্হ্যেকমুক্তৌ সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ। যদি চ নানা অবিদ্যাস্তর্হি তস্যৈবাংশান্তরেণ সংসারা-নপাগমাদনির্ম্মোক্ষস্তস্মাদ্বহব এবাত্মনস্তত্র তেষামণু-পরিমাণত্বে দেহব্যাপিচৈতন্যং ন স্যাৎ। দেহমাত্র-ব্যাপিত্বে মধ্যমপরিমাণত্বে নানিত্যত্বং স্যাৎ তস্মাত্তে সর্ব্বগতা নিত্যাশ্চ ন তু জন্যাস্তত্র ন তাবদুক্তদোষ-প্রসঙ্গঃ। অবিদ্যাভেদেন তচ্ছক্তিভেদেন বা বদ্ধমুক্ত-ব্যবস্থাসম্ভবাদিত্যেতন্মতমপ্যন্যে ন সহন্ত ইতি তন্মত-মনুবদন্তি। অপরিমিতা অসখ্যা এব তনুভৃতো জীবা যদি ধ্রুবা নিত্যা এব নতু ত্বজ্জন্যা সর্ব্বগতা এব চ স্যুস্তর্হি তেষাং ত্বৎসাম্যাদেব শাস্যতেতি নিয়মো ন স্যাৎ জীবাস্তুচ্ছাসনীয়া এবেত্যবধারণং সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদিতং ন ঘটত ইত্যর্থঃ। হে ধ্রুব, হে নিত্য-স্বরূপ, নেতরথা ইতরথা তেষাং ত্বজ্জন্যত্বে সতি জন্যত্বাদেবাসর্ব্বগতত্বে চ সতি ত্বচ্ছাস্যত্বাভাবো ন স্যাৎ, কিন্তু ত্বচ্ছাস্যতেতি ঘটত ইত্যর্থঃ। কথং ? যন্ময়ং যৎ কার্য্যং জীবাখ্যং বস্তুজনি তৎ কিল ব্রহ্ম তেষাং জীবানাং নিয়ন্তৃ শাস্তৃ ভবেদেব কিং কৃত্বা তদবিমুচ্যাকারণতয়া তান্ জীবান্ অপরিত্যজ্য তদ্ব্রহ্মৈব কিং তত্রাহঃ,—সমং যৎ সর্ব্বান্ জীবান্ প্রতি অন্তর্য্যামিত্বাংশেন সমং তুল্যমিত্যর্থঃ। ননু, কিং যত্তচ্ছব্দৈর্জ্ঞায়তে চেদুচ্যতামিদং তদিতি তত্রাহুঃ,—অনুজানতাং যদমতমিতি। জানীম ইতি বদতাং যদ্ব্রহ্ম অমতং অজ্ঞাতপ্রায়ং কিঞ্চ, মতস্য জ্ঞাতস্য দুষ্টতয়া দোষশ্রবণাচ্চ। অত্র শ্রুতয়ঃ—"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজা-নতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" ইতি। "অবচনেনৈব প্রোবাচেতি সহ তূষ্ণীং বভূব" ইতি "যদি মন্যসে সুবেদেতিদভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষু" ইত্যাদ্যাঃ। অর্থশ্চাস্য ব্রহ্মণো যদ্রূপং তৎ যদি সুবেদ সুবেদ্মীতি মন্যসে তর্হি ত্বং দভ্রমেব অল্পমেব বেত্থ ইত্যন্বয়ঃ। যদস্য দেবেষ্বধিদেবাদিষু রূপং ত্বং মন্যসে তদপ্যল্পমেবেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এস্থলে স্থাবর জঙ্গম জাতীয় জীবতত্ত্ব বিচারবাদীগণের নানা—বিধিমত। তার মধ্যে যদি অবিদ্যারদ্বারা জীব এক হয়—এই মত স্বীকার করিলে একজনের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হইয়া পড়ে। যদি নানাবিধ অবিদ্যা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অবিদ্যার এক অংশের সংসার না চলিয়া গেলে কাহারও মোক্ষ হয় না। তাহা হইলে বহু আত্মা স্বীকার করিতে হয়। ঐ আত্মাসমূহের অণুপরিমাণ স্বীকার করিলে, দেহ ব্যাপী চৈতন্য হয় না, দেহমাত্র ব্যাপী মধ্যম পরিমাণ স্বীকার করিলে অনিত্যত্ব হয় না। অতএব তোমা হইতে সর্ব্বগত নিত্যজীবসমূহ জন্মরহিত ও ঐ সকল দোষ পড়ে না। অবিদ্যা ভেদদ্বারা বা সেই শক্তিভেদেরদ্বারা বদ্ধমুক্ত ব্যবস্থা সম্ভবহেতু এইমতও অন্যে সহ্য করে না। না করিয়া তাহাদের মত বলিতে থাকে—অসংখ্য দেহধারী জীবগণ যদি নিত্যই হয়, তাহা হইলে তাহারা আপনা হইতে জাত সর্ব্বগতই হয়, তাহা হইলে তাহাদের আপনার সাম্যহেতু আপনার অধীন ইহা হয় না, জীবগণ আপনার শাসনের অধীনই, এই নিশ্চয় সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদিত, ইহা হয় না। হে ধ্রুব! নিত্যস্বরূপ! ইহার অন্যপ্রকারে জীবগণের আপনা হইতে জন্ম স্বীকার করিলে জন্যত্ব হেতু অসর্ব্বগত হইলে, আপনার শাসনাধীন হয় না। কিন্তু আপনার শাসনাধীনই হইয়া থাকে। কিরূপে ? যে কার্য্যটি যে উপাদানে ঘটিত জীব নামক বস্তু জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, সেই জীবগণের তিনিই শাস্তা হইবেন। কি করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া অকারণরূপে, সেই জীবগণকে পরিত্যাগ না করিয়া। সেই ব্রহ্মই বা কিরূপ ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

সেই ব্রহ্ম সম, যাহা সর্ব্বজীবের প্রতি অন্তর্য্যামীরূপে সম, অর্থাৎ তুল্য। যদি বল তাহা কি? যৎ তৎ শব্দদ্বারা জানা যায়? তাহা হইলে বল—এই সেই, তাহার উত্তরে বলি—জ্ঞানীগণের মধ্যে যাহা অমত ইত্যাদি, যাহারা বলেন আমরা জানি যাহা ব্রহ্ম, তাহাদের মত অজ্ঞাত প্রায়। আর ঐ মতও দুষ্ট-মত বলিয়া দোষ শুনা যায় না, এস্থলে শ্রুতিগণ প্রমাণ 'যাহার অমত তাহার মত মত, যাহার সে জানে না, অবিজ্ঞাত বস্তুকে যাহারা জানে বলে, তাহাদের জ্ঞানই অজ্ঞানীগণের মত। মৌনভাবেই বলিলেন অর্থাৎ মৌন থাকিলেন।

যদি মনে কর 'উত্তম জান' বিন্দুমাত্র নিশ্চয় তাহাকে জান। ব্রহ্মেররূপ যাহা তুমি জান, তাহা বেদেই আছে, এই সকল শ্রুতি। ইহার অর্থ, এই ব্রহ্মের যে রূপ তাহা যদি 'উত্তমরূপে জান' এই মনে কর তাহা হইলে তাহাকে তুমি অল্পই জান, যদি এই ব্রহ্মের দেবতাসমূহের অধিঃদেবতা এইরূপে তুমি মনে কর, তাহাতেও তুমি অল্পই জান ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয় ॥ ৩০ ॥

———

ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োরজয়ো-
রুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্‌বুদবৎ।
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু যদি চ পরমাত্মনো জীবা জায়ন্ত ইতি নিয়ন্তৃনিয়ম্যভাব উচ্যতে তথা সতি জীবানাম-নিত্যত্বপ্রসঙ্গেন প্রতিদিনং কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ কিঞ্চ তদা মোক্ষো নাম জীবস্য স্বরূপহানিরেব স্যাৎ ন চৈতদ্‌যুক্তং স্বপ্রকাশানন্দাত্মনোঽবিদ্যাকৃতা-নর্থনিবৃত্তিমাত্রস্য মোক্ষত্বাভ্যুপগমাদিত্যাশঙ্ক্যোপাধি-জন্মনৈব জীবানাং জন্মোচ্যতে ন স্বতঃ অঘটনা-দিত্যাহ,—) অজয়োঃ (অজামেকামিত্যাদিশ্রুতেরজ-ত্বেন সিদ্ধয়োঃ) প্রকৃতিপুরুষয়োঃ উদ্ভবঃ (প্রকৃতের্বা পুরুষস্য বা জীবরূপেণ জন্ম) ন ঘটতে (ন সম্ভবতি) **উভয়যুজা** (তয়োঃ যোগেন, যোগস্তাবৎ প্রকৃতৌ পুরুষস্যেক্ষারূপেণ) জলবুদ্‌বুদবৎ (যথা কেবলেন জলেনানিলেন বা বুদ্‌বুদা ন ভবন্তি, কিন্তু মিলিতাভ্যাং তথা) অসুভৃতঃ (জীবাঃ তেষাম্ উপাধিজন্মনা এব জন্ম ন স্বতঃ ইত্যুক্তম্) ভবন্তি। ততঃ (যতো ন বাস্তবং জন্ম তস্মাৎ) তে ইমে (জীবাঃ) বিবিধ-নামগুণৈঃ (অনেকপ্রকারকার্য্যোপাধিভিঃ সহ) অশেষ-রসাঃ (সকলকুসুমরসাঃ) মধুনি ইব (মধুনি যথা বিশেষতোঽনুপলক্ষ্যমাণা অপি সামান্যেনোপলক্ষ্যন্তে তথা সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ) ত্বয়ি (কারণাত্মনি) লিল্যুঃ (লীনা বভূবুঃ, সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ কার্য্যোপাধীনামেব লয়ঃ, মুক্তৌ তু কারণস্যাপি লয়াৎ) অর্ণবে (সমুদ্রে) সরিতঃ (নদ্য ইব) পরমে (নিরুপাধৌ ত্বয়ি লীয়ন্তে) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—(পরমাত্মা হইতেই জীবগণের জন্ম হয়—যদি এইরূপ নিয়ন্তৃনিয়ম্য-ভাব বলা যায়, তাহা হইলে জীবগণের অনিত্যত্ব প্রসঙ্গের দ্বারা উহা-দের প্রতিদিন কৃতহানি-অকৃতাভ্যাগম-প্রসঙ্গ ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু স্বপ্রকাশানন্দাত্ম জীবের অবিদ্যাকৃত অনর্থনিবৃত্তি-মাত্রই তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তি এবং উপাধির জন্ম দ্বারাই তাহাদের জন্ম ঘটিয়া থাকে, কিন্তু স্বতঃ নহে। তজ্জন্যই বলিতেছেন,—) প্রকৃতি এবং পুরুষ উভ-য়েই জন্মরূপ বিকার রহিত বলিয়া জীবরূপে তাহারা উৎপন্ন হইতে পারে না; পরন্তু কেবল জল বা বায়ু-দ্বারা যেরূপ বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হয় না, কিন্তু উভয়ের মিশ্রণে উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের পরস্পর সংযোগে (প্রকৃতিতে পুরুষের ঈক্ষণপ্রভাবে) প্রাণিগণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অত-এব যেহেতু জীবগণের জন্ম বাস্তব নহে, সেই জন্য সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে তাহারা, মধুর মধ্যে সকলপ্রকার পুষ্পের রস যেরূপ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান না হইয়াও সামান্যরূপে পরিলক্ষিতাবস্থায় লীন হয়, সেইরূপ কারণাত্মরূপী আপনার মধ্যে লীন হইয়া থাকে, (তৎকালে তাহাদের কার্য্যোপাধির মাত্র লয় ঘটে) মুক্তিকালে কারণাত্মারও লয়-হেতু সমুদ্রে নদীগণের মিশ্রণের ন্যায় নিরুপাধিক আপনার মধ্যে তাহারা সর্ব্বতোভাবে লীন হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—এতন্মতমপ্যন্যে দূষয়ন্তো দৃষ্ট্যাঃ তথাহি ননু, যদি পরমাত্মনো জীবা জায়ন্ত ইত্যুচ্যতে তথা সতি জীবানামনিত্যত্বপ্রসঙ্গেন প্রতিদিনং কৃত-

নাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। কিঞ্চ, তদা মোক্ষো নাম জীবস্য স্বরূপহানিরেব স্যাৎ। তস্য স্বরূপন্ত ব্রহ্মৈব তস্মাৎ যথা অনবচ্ছিন্নমাকাশমেব ঘটাবচ্ছিন্নং ভবেৎ ঘটভঙ্গে সতি তন্মহাকাশমেব এবমেবাবিদ্য-কোপাধের্ভঙ্গ এব মোক্ষস্তজ্জন্মন্যেব সতি জন্ম জীবানা-মুচ্যতে ন তু স্বত ইতি যে বদন্তি তন্মতমপ্যনুবদন্ত্যঃ শ্রুবন্তি, ন ঘটত ইতি। অত্র কিং প্রকৃতের্জীব-রূপেণোদ্ভবঃ স্যাৎ পুরুষস্য বা উভয়োর্বা আদ্যে জীবানাং জড়ত্বাপত্তিঃ, দ্বিতীয়ে পুরুষস্য বিকারিত্ব-প্রসঙ্গঃ। অতএব ন তৃতীয়ঃ ইত্যাশয়েনোক্তং প্রকৃতি-পুরুষয়োরুদ্ভবো ন ঘটত ইতি। শ্রুত্যা অজত্বপ্রতি-পাদনাদপীত্যাহুঃ—অজয়োরিতি। তথা চ শ্রুতিঃ —"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনু-শেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইতি। অর্থশ্চ লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং রজঃসত্ত্বতমঃ-স্বরূপাঃ রজ আদ্যাত্মিকাঃ অনুশেতে নিরন্তরং মুহ্যতি জহাত্যেনাম্ অস্যাং নাসজ্জতীত্যর্থঃ। ভুক্তভোগাং ভুক্তো ভোগো যস্যাং জীবরূপেণাজেন তাম্। অন্যঃ পরমাত্মেতি তস্মাদুভয়স্য প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ যুজা যোগেনৈব তনুভৃতঃ প্রাণাদিমহদুপাধয়ো জায়ন্তে ইত্যর্থঃ। জলবুদ্বুদবদিতি যথা কেবলেন জলেনানিলেন বা জলবুদ্বুদা ন ভবন্তি, কিন্তু তাভ্যাং মিলিতাভ্যামেব তদ্বৎ তস্মাজ্জীবানামুপাধিজন্মনৈব জন্ম ন স্বত ইত্যু-ক্তম্। উপাধিলয়েনৈব পুনর্ব্রহ্মণি লয়শ্রবণাদপি ন বাস্তবং জন্মেত্যাহুঃ—ত্বয়ীতি। ত ইমে জীবাঃ তত ইতি যতো ন বাস্তবং জন্ম তস্মাদ্বিবিধনামগুণৈঃ সহিতাঃ ত্বয়ি লিল্যুর্লীনা বভূবুঃ। তেষাং লয়ো দ্বিবিধঃ। তত্র মুক্তৌ স্থূলসূক্ষ্মাণাং কার্য্যোপাধীনাম-বিদ্যায়াঃ কারণোপাধেশ্চ লয়াদাত্যন্তিকো লয়স্তত্র দৃষ্টান্তঃ সরিতো নদ্যঃ অর্ণবে লীনা ইব সুষুপ্তি-প্রলয়য়োস্ত কার্য্যোপাধীনামেব লয়ঃ ন তু কারণস্যা-বিদ্যায়া অতস্তত্র বিশেষমাত্রস্যৈব লয়ঃ সামান্যন্ত বর্ত্তত এব তত্র দৃষ্টান্তঃ মধুনি অশেষরসাঃ সকল-কুসুমরসাঃ বিশেষতোঽনুপলক্ষ্যমাণা অপি সামান্যত উপলক্ষ্যন্ত এব। অত্র শ্রুতয়ঃ—"যথা নদ্যঃ স্যন্দ-মানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ইতি "যথা সৌম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি। নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি। তে যথা ন তত্র বিবেকং লভন্তে অমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্ম্যমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে" ইত্যাদ্যাঃ। অর্থশ্চ নিস্তিষ্ঠন্তি নিষ্পাদয়ন্তি নানাত্যয়ানাং নানাবিধপরিণতিমতাং রসান্ সমবহারং সমাহৃত্য একতাং রসং একরসতা-মিত্যর্থঃ। যথা নদ্যঃ ইত্যাদ্যা মুক্তিব্যঞ্জিকা যথা সৌম্যেত্যাদ্যাঃ শ্রুতিঃ প্রলয়ব্যঞ্জিকা ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই মতকে অন্যে দোষণ করিতেছে দেখা যায়, তাহা এই—যদি বল পরমাত্মা হইতে জীবসমূহ জন্মগ্রহণ করে, এইকথা বলে তাহা হইলে জীবগণের অনিত্যতা প্রসঙ্গহেতু প্রতিদিন কৃত-নাশ ও অকৃত আগম এই প্রসঙ্গও হয়। আর তখন মোক্ষ বলিয়া জীবের স্বরূপ হানি হইয়া থাকে, তাহার অর্থাৎ জীবের স্বরূপ কিন্তু ব্রহ্মই সেহেতু যেমন অনবচ্ছিন্ন আকাশই ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঐ ঘটাকাশ মহা আকাশই হয়, এই-রূপ অবিদ্যা উপাধি ভঙ্গ হইলে পরই মোক্ষ, তাহা জন্মেই, জীবসমূহের জন্ম বলা হয় কিন্তু স্বভাবিক নয়, যাহারা এইরূপ বলেন সেই মতও পরে বলিয়া শ্রুতিগণ ভগবানকে স্তব করিতেছেন,—

এইখানে কি প্রকৃতির জীবরূপে উদ্ভব হয়? অথবা পুরুষের, অথবা উভয়ের মিলনে? প্রথম পক্ষ মতে জীবগণের জড়ত্বাপত্তি, দ্বিতীয় পক্ষে পুরুষের বিকারিত্ব প্রসঙ্গ, অতএব তৃতীয় পক্ষও নহে—এই মনোভাব লইয়া বলিতেছেন—প্রকৃতি ও পুরুষের উৎপত্তি হয় না, শ্রুতিতে ঐ দুইকে 'অজ' বলা হই-য়াছে সেই শ্রুতি এই—অজা এক রক্ত শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণা বহুপ্রজা নিজের মত সৃষ্টি করে। অজ জীব এক প্রকৃতিকে ভোগ করিয়া তাহার সঙ্গেই থাকে, অন্য ভুক্তভোগা প্রকৃতিকে ত্যাগ করে ইহার অর্থ লোহিত শুক্লকৃষ্ণা রজঃ সত্ত্ব তম স্বরূপা রজ আদ্যা-ত্মিকা নিরন্তর মোহ প্রাপ্ত হয় অন্যে ইহাকে ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত আসক্ত হয় না যাহাতে ভোগ হয় জীব স্বরূপদ্বারা ঐ অজাকে ত্যাগ করে। অন্য পরমাত্মা সেহেতু প্রকৃতি ও পুরুষের যোগ্যতাই প্রাণআদি

মহৎ উপাধি সমূহ দেহধারীগণের জন্ম হয়, জলের বুদ্‌বুদ্ এর ন্যায়, যেমন কেবল জলদ্বারা বা বায়ুদ্বারা জল বুদ্‌বুদ্ হয় না। কিন্তু উভয় মিলিয়া হয়। সেইরূপ জীবগণের উপাধি জন্মদ্বারাই জন্ম, স্বাভাবিক নহে। উপাধি লয় দ্বারাই পুনঃরায় ব্রহ্মে লয় শুনা যায়, অতএব জন্ম বাস্তব নহে, ইহাই বলিতেছেন—সেই এই জীবসকল ঐরূপ, তাহাদের বাস্তব জন্ম নাই, সেইহেতু বিবিধ নামগুণের সহিত আপনাতে লীন হয়। তাহাদের লয় দুইপ্রকার তন্মধ্যে মুক্তিতে স্থূল সূক্ষ্ম কার্য্য উপাধি অবিদ্যার কারণ উপাধিরও লয় হেতু আত্যন্তিক লয়, তাহাতে দৃষ্টান্ত নদীসমূহের সমুদ্রে লীনের ন্যায়। গাঢ় নিদ্রা ও প্রলয়ের কিন্তু কার্য্য উপাধি সমূহেরই লয়, কারণ উপাধি অবিদ্যার লয় নহে, অতএব সেস্থানে বিশেষ মাত্রেরই লয় সামান্য কিন্তু থাকে। তাহাতে দৃষ্টান্ত মধুতে সকলপ্রকার পুষ্পরসের মিলন। বিশেষভাবে লক্ষ না হইয়াও সামান্যভাবে লক্ষিত হয়। এস্থলে শ্রুতি সমূহ প্রমাণ—যেমন নদীসমূহ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রে গিয়া নামরূপ ত্যাগ করে, সেইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষে মিলিত হয়, যেমন হে সৌম্য! মৌমাছিগণ মধুসংগ্রহ করিয়া চাকে রাখে। নানা বৃক্ষ হইতে পুষ্পরস সমূহ নিজ নিজ নাম ত্যাগ করিয়া একটি রসরূপে নিজেকে জানায়, অন্যে তাহাদের পার্থক্য জানিতে পারে না, আমি অমুক বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস কিন্তু বৃক্ষের রস ইহাই মাত্র জানে। সেইরূপ এই সকল প্রজা ব্রহ্মে লীন হওয়ার পর নিজের পার্থক্য না জানিয়া মিলিতই থাকে। যথা নদী সকল। এই শ্রুতিসমূহ মুক্তিপ্রকাশিকা, 'যথা সৌম্য' ইত্যাদি শ্রুতি প্রলয় প্রকাশিকা ॥ ৩১ ॥

———

নৃষু তব মায়য়া ভ্রমমমীষ্ববগত্য ভৃশং
ত্বয়ি সুধিয়োঽভবে দধতি ভাবমনুপ্রভবম্।
কথমনুবর্ত্ততাং ভবভয়ং তব যদ্ভ্রূকুটিঃ
সৃজতি মুহুস্ত্রিনেমিরভবচ্ছরণেষু ভয়ম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—সুধিয়ঃ (বিবেকিনঃ) অমীষু নৃষু (জীবেষু) তব মায়য়া অনুপ্রভবম্ (অনুপ্রভবো যস্মিংস্তং) ভৃশং ভ্রমম্ (উক্তলক্ষণম্) অবগত্য (জ্ঞাত্বা) অভবে (ভবনিবর্ত্তকে) ত্বয়ি ভাবং (স্বভাবমনুবৃত্তিং) দধতি (কুর্ব্বন্তি, ততঃ কিমিত্যাহঃ) যৎ (যস্মাৎ) তব ভ্রূকুটিঃ (ভ্রূভঙ্গরূপঃ) ত্রিনেমিঃ (তিস্রো নেময় ইবাবচ্ছেদাঃ শীতোষ্ণবর্ষাঃ কালা যস্য সংবৎসরাত্মকস্য সঃ) অভবচ্ছরণেষু (ন ভবান্ শরণং রক্ষিতা যেষাং তেষ্বেব) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) ভয়ং (জন্মমরণাদিলক্ষণং) সৃজতি (করোতি ততঃ) অনুবর্ত্ততাম্ (অনুবর্ত্তমানানাং ত্বামেব শরণং ভজতাং জনানাং) ভবভয়ং (সংসারভয়ং) কথং (ভবেৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—বিবেকিগণ এই জীবগণের মধ্যে উত্তরোত্তর জন্মগ্রহণের হেতুস্বরূপ এবং ভবদীয় মায়া প্রভাবহেতুভ্রম দর্শন করিয়া সংসার-নিবারক আপনার প্রতি চিত্তের অনুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষারূপ পরিচ্ছেদত্রয়বিশিষ্ট ভবদীয় ভ্রূভঙ্গরূপ সংবৎসরাত্মক কাল আপনার অনাশ্রিত জনেরই পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপ ভয়ের উৎপাদন করে, পরন্তু আপনার শরণাগতগণের ভবভয় সম্ভবপর হয় না ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং নানামতান্যনূদ্য দূষয়ন্ত্যো বৈষ্ণবমতমেব স্থাপয়ন্তি, নৃষু বিদ্বন্মানিষু অমীষু পূর্ব্বশ্লোকদ্বয়ার্থাবগমিতেষু নানাবাদিষু ভ্রমমবগত্য ভ্রান্ত্যৈব নানামতকল্পনং জ্ঞাত্বা ত্বয়ি অভবে ভবনিবর্ত্তকে ভাবং দাস্যসখ্যাদিকমেব কেবলম্ অনুপ্রভবম্ অনু প্রতিক্ষণং প্রভব উল্লাসো যস্য তম্। যদ্বা, প্রতিজন্মৈব দধতি কুর্ব্বন্তি যথোক্তং বৈষ্ণবে—"নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ভ্রমাম্যহম্। তত্র তত্রাচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু দৃঢ়া ত্বয়ি" ইতি। ননু, তর্হি ত্বম্পদার্থতৎপদার্থয়োর্জ্ঞানাভাবাৎ সংসারে দ্বেষাভাবাচ্চ তেষাং সংসারস্তু নৈব নিবর্ত্তেত তত্রাহং,—কথমিতি। ভবভয়ং তেষাং কথমনুবর্ত্ততাম্ অনুবৃত্তং ভবতু ত্বদ্দাস্যারম্ভদশায়ামেব তস্যাপগমাৎ, কিন্তু নিষ্কামত্বাতিশয়াৎ ভজনোত্থদৈন্যাচ্চ স্বেষু তেষাং সংসারিত্বাভিমানঃ। যৎ যস্মাৎ তব ভ্রূকুটির্ভ্রূভঙ্গরূপস্ত্রিনেমিস্ত্রিগুণঃ তীক্ষ্ণধারঃ কালঃ অভবচ্ছরণেষু তচ্চরণাপত্তিরহিতেষ্বেব ভয়ং জন্মমরণাদিলক্ষণং সৃজতি। যদুক্তং ত্বয়ৈব—"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা

তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম" ইতি। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইতি। অয়ং ভাবঃ—অন্যেষাং বাদিনামিব পরমতখণ্ডনে স্বমতস্থাপনে চ নাত্যাগ্রহঃ। অত্যাগ্রহস্তু ত্বদ্ভজন এব বৈষ্ণবানাং তত্র চ ন কেষামপি বাদিনাং বিপ্রতিপত্তিরিতি তন্মতমেব সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারং বিচিত্ররূপগুণলীলামহোদধৌ ত্বয়ি কৃষ্ণরামাদিস্বরূপে উপাস্যবুদ্ধিঃ স্বেষূপাসকবুদ্ধিরিত্যেব তেষাং তৎপদার্থ ত্বম্পদার্থয়োর্জ্ঞানং সূর্য্যোপমস্য ভগবতো বাহ্যপ্রভোপমাঃ জীবা অতএব ততো ভিন্নত্বেনাভিন্নত্বেনাপি ব্যপদিশ্যন্তে। "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" ইতি ভগবদুক্তেঃ। "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" ইতি। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ—" ইতি। "আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ তেষাং পরমাণুপরিমাণত্বমেব তদপি সম্পূর্ণদেহব্যাপিশক্তিমত্ত্বং তু ভ্রূটিতস্য মহামণের্মহৌষধখণ্ডস্য চ শিরস্যুরসি বা ধৃতস্য সম্পূর্ণদেহপুষ্টীকরিষ্ণুশক্তিমত্ত্বমিব নাসমঞ্জসম্। স্বর্গনরকনানাযোনিষু গমনঞ্চ তেষামুপাধিপারবশ্যাদেব যদুক্তং প্রাণমধিকৃত্য দত্তাত্রেয়েণ—"যেন সংসরতে পুমান্" ইতি। তেষাং বহুত্বং নিত্যত্বঞ্চ "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইতি শ্রুত্যা প্রতিপাদিতং সমুদিতানাং তেষাং ভগবতস্তটস্থশক্তিত্বেনৈকত্বঞ্চ জ্ঞেয়ং তে চ মেঘোপময়া অবিদ্যয়া আবৃতা বদ্ধজীবা একে অন্যে ভক্তিমজ্জ্ঞানেন তদাবরণোন্মুক্তা মুক্তজীবাঃ। অন্যে কেবলয়া প্রধানীভূতয়া বা ভক্ত্যা তদাবরণোন্মোচিতপ্রাপিতচিদানন্দময়ভজনোপযোগিশরীরাঃ সিদ্ধভক্তাঃ অন্যে অবিদ্যাযোগরহিতা এব নিত্যপার্ষদা ইতি চতুর্ব্বিধাঃ—তল্লক্ষণঞ্চ নারদপঞ্চরাত্রে—"যত্তটস্থন্তু বিজ্ঞেয়ং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে" অস্যার্থঃ—যত্তটস্থং বিশেষতো জ্ঞেয়ং চিদ্বস্তু স জীবঃ। "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। স্বসংবেদ্যাচ্চিৎপুঞ্জাদ্ভগবতঃ সকাশাদ্বিনির্গতং চেত্তদা গুণরাগেণ রঞ্জিতং বহিরঙ্গয়া মায়াশক্ত্যা স্বীয়ানাং গুণানাং রাগেণ রঞ্জিতং মায়িকাকারং স্যাদিত্যর্থঃ। যদা তু কেবলয়া প্রধানীভূতয়া বা ভক্ত্যা মায়োত্তীর্ণং স্যাত্তদা অন্তরঙ্গয়া চিচ্ছক্ত্যা স্বীয়কল্যাণগুণেন রঞ্জিতং ভগবত্যনুরক্তীকৃতং চিন্ময়াকারযুক্তং স্যাদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ মায়াচিচ্ছক্ত্যোস্তটস্থবর্ত্তিত্বাত্তটস্থমিতি তন্নামকৃতং যদা তু ভক্তিমজ্জ্ঞানেন মুক্তং স্যাত্তদা তু ব্রহ্মণ্যপৃথগ্‌ভূয় স্থিতং নৈব গুণরাগেণ রঞ্জিতমিত্যুপাসকনিরূপণং অতএব রাজকীয়পুরুষোঽপি রাজপুরুষ ইতিবৎ তৎপদার্থসম্বন্ধী ত্বম্পদার্থ ইতি "তত্ত্বমসী"তি মহাবাক্যার্থং কেচিত্তু তস্য ত্বমিতি ষষ্ঠী, তৎপুরুষেণাপি বদন্তি। অথোপাস্যনিরূপণং সূর্য্যোপমস্য ভগবতঃ প্রসৃমরসান্দ্রজ্যোতিঃপুঞ্জোপমং ব্রহ্ম "ব্রহ্মসংজ্ঞমভূদেকং জ্যোতির্যৎ সর্ব্বকারণম্" ইতি নারসিংহোক্তেঃ। "মমৈব তদ্‌ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত" ইতি হরিবংশোক্তেশ্চ। তস্যান্তর্মণ্ডলোপমঃ পরমাত্মা রথসারথ্যাদিপরিকরবিশিষ্টবদন-নয়ন-পাণি-পাদাদি-সুন্দরসূর্য্যোপমঃ সপরিকরঃ শ্রীভগবান্ যথা নগরস্যাতিদূরস্থা জনা বিশেষমনুপলভমানা ইদমগ্রে স্থিতং কান্তিময়ং বস্তুমাত্রমিতি তদেব নগরং পশ্যন্তি। অনতিদূরস্থা ধ্বজপতাকাদিবিশিষ্টং বৃক্ষষণ্ডমিতি অতিসমীপস্থাস্তু পুর-গোপুর-নিষ্কুটরথ্যাপ্রাসাদাদিযুক্তং নগরমিতি। তথৈবাতিদূরস্থা ভগবন্তমেব জ্যোতির্ম্ময়ং ব্রহ্মেতি অনতিদূরস্থা অনতিচিদ্বিশেষময়ঃ পরমাত্মেতি। অতিসমীপস্থাঃ নানানন্তচিদ্বিশেষময়ো ভগবানিতি। তত্রাপ্যন্তঃপ্রবিষ্টা অপারমাধুর্য্যানুভাবিনঃ কৃষ্ণ ইতি বদন্তি যথাহুঃ,—প্রাঞ্চোঽপি। "চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্। বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ" ইত্যেবমেতাবন্মাত্রমপি স্বমতং বৈষ্ণবাঃ কেঽপি জ্ঞাতুমপেক্ষন্তে কেঽপি নাপেক্ষন্তে চ সদৈবাপেক্ষতে ভজনপ্রকারমেবেতি। অত্র শ্রুতয়ঃ "এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে নিত্যোদ্যুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামাৎ। তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়েদাত্মপদং তদৈব" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে নানা মত সমূহ উল্লেখ করিয়া দোষ প্রদর্শন করাইয়া বৈষ্ণবমতই স্থাপন করিতেছেন—মনুষ্যগণের মধ্যে অর্থাৎ পণ্ডিতমানীগণের মধ্যে পূর্ব্ব শ্লোক দুইটীর অর্থ নানা বাদীগণের ভ্রম জানাইয়া ঐ মত সকল নানা ভ্রম বশতঃ

কল্পনা জানিয়া, সংসার নিবর্ত্তক আপনাতে দাস্য-সখ্যাদি ভাবই কেবল প্রতিক্ষণ উল্লাসের সহিত, অথবা প্রতিজন্মেই উল্লাস করিয়া থাকেন। যেমন বিষ্ণুপুরাণে হে প্রভু! সহস্র সহস্র জন্মে যেখানে ভ্রমণ করি না কেন, হে অচ্যুত! সেই সেই জন্মে আপনাতে দৃঢ়রূপে অচ্যুতাভক্তি লাভ করি। যদি বল, তাহা হইলে ত্বং পদার্থ ও তৎ-পদার্থ ইহাদের জ্ঞান অভাব-হেতু সংসারে দ্বেষ না থাকায়, তাহাদের সংসার নাশ হয় না। ভব ভয় তাহাদের কিরূপে অনুবর্ত্তন করুক? আপনার দাস্য আরম্ভ দশাতেই সংসার চলিয়া যাওয়ায়, কিন্তু নিষ্কামহেতু ভজন-উত্থ দৈন্য বশতঃ নিজেতে তাহাদের সংসারিত্ব অভিমান। যেহেতু আপনার ভ্রুভঙ্গরূপ ত্রিগুণ তীক্ষ্ণধারকাল আপনার চরণের শরণাগতি রহিত জনগণেরই জন্ম মরণ আদি লক্ষণ ভয় সৃজন করে, যেহেতু হে ভগবন্ আপনিই বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি একবার তোমাতে প্রপন্ন হইলাম—এই প্রকার প্রার্থনা করে, তাহাকে সর্ব্বদা আমি অভয় দান করি, ইহাই আমার ব্রত। গীতাতে—এই গুণময়ী দৈবী আমার মায়া ছিন্ন করা যায় না। যাহারা আমাতেই শরণাগত হয়, তাহারাই এই মায়াকে তরিয়া যায়। ভাবার্থ এই বৈষ্ণবগণের অন্যবাদীগণের ন্যায় পরমত খণ্ডন ও নিজ মত স্থাপনে অতিশয় আগ্রহ নাই। তাহাদের অতিশয় আগ্রহ আপনার ভজনেই তাহাতে কাহারও বিসম্বাদ নাই ঐ মতই সর্ব্বশাস্ত্রার্থসার। বিচিত্ররূপ গুণ-লীলা মহাসমুদ্র আপনাতে কৃষ্ণ ও রাম আদি স্বরূপে উপাস্য বুদ্ধি নিজেদেরকে উপাসকবুদ্ধি। ইহাই তাহাদের তৎপদার্থ ও ত্বং পদার্থ উভয়ে জ্ঞান। সূর্য্যস্বরূপ ভগবানের বাহ্যপ্রভার সমান জীবগণ অতএব তাহা হইতে ভিন্নরূপে ও অভিন্নরূপেও ব্যবহার হয় বা উপদেশ আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—সূক্ষ্মবস্তু সমূহের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম জীব আমি। এই জীবাত্মা অণুপরিমাণ চিত্তের দ্বারা জানিবে। যাহাতে প্রাণ পঞ্চবিধ প্রবিষ্ট হয়। কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া একভাগকে পুনঃরায় শতভাগ কল্পনা করিলে ঐরূপ সূক্ষ্ম জীবস্বরূপ জানিবে। তীরের অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব দেখা যায়। ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ জীবসমূহের পরমাণু পরিমাণই বলিয়াছেন। তাহা হইলেও সম্পূর্ণ দেহ ব্যাপিয়া তাহার শক্তি আছে। যেমন—মহামণি ও মহৌষধ খণ্ড গালায় সম্পুট দিয়া মস্তকে বা বক্ষে বাধিলে সম্পূর্ণ-দেহ পুষ্টিকারীশক্তিমত্তা অসঙ্গত নহে। স্বর্গ নরক নানা যোনিতে ভ্রমণ তাহাদের উপাধি অধীনে হইয়া থাকেই, যাহা প্রাণ অধিকরণে দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন—পুরুষ যাহার সহিত সংসার প্রাপ্ত হয় জীবের বহুত্ব ও নিত্যত্ব শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে—বহু নিত্য গণের মধ্যে পরম নিত্য এক পরমেশ্বর। বহুচেতনের মধ্যে পরমচেতন এক। বহু ভক্তগণের যিনি বাসনা পূরণ করেন। এই শ্রুতিসমূহ প্রতিপাদিত। সমস্ত শ্রুতির মিলিত অর্থ জীবসমূহ ভগবানের তটস্থ শক্তি-রূপে এক জানিবে, তাহারাও মেঘরূপ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত বদ্ধজীবগণ অন্য ভক্তিমত জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা আবরণ মুক্ত জীবগণ। অন্যে কেবল বা প্রধানী-ভূতা ভক্তিদ্বারা অবিদ্যা আবরণ মুক্ত হইয়া, চিদানন্দময় ভজন উপযোগী শরীর লাভ করিয়া থাকে সিদ্ধভক্তগণ। অন্যে অবিদ্যা সংযোগহীনই ইহারা নিত্যপার্ষদ এই চতুর্ব্বিধভক্ত।

জীবের লক্ষণ নারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে—ভগবানের তটস্থশক্তি নিজ সম্বিৎ স্বরূপ হইতে বহির্গত হইয়া মায়াশক্তির ত্রিগুণময় রঙ্গের দ্বারা রঞ্জিত জীব বলিয়া কথিত হয়। ইহার অর্থ—ভগবানের তটস্থাশক্তিকে বিশেষভাবে জানা উচিৎ, তাহা চিদ্‌-বস্তু যেমন অগ্নির ক্ষুদ্রকণাসমূহ উর্দ্ধদিকে উত্থিত হয় সেইরূপ স্বসংবেদ্য চিৎপুঞ্জ ভগবান্ হইতে নির্গত যদি হয়। তখন গুণরাগদ্বারা রঞ্জিত অর্থাৎ বহি-রঙ্গা মায়াশক্তিদ্বারাও নিজগুণসমূহের রাগদ্বারা রঞ্জিত মায়িক আকার হয়। কিন্তু যখন কেবলা ভক্তি বা প্রধানীভূতা ভক্তিদ্বারা মায়া উত্তীর্ণ হয়, তখন অন্ত-রঙ্গা চিৎশক্তিদ্বারা নিজ কল্যাণগুণের সহিত রঞ্জিত ভগবানে অনুরক্তীকৃত চিন্ময় আকার যুক্ত হয়।

এইরূপে মায়াশক্তি ও চিৎশক্তির মধ্যস্থলে থাকে বলিয়া তাহাকে তটস্থ এই নাম করা হইয়াছে, কিন্তু যখন ভক্তিময় জ্ঞানদ্বারা মুক্ত হয়, তখন কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া থাকে, গুণরাগের দ্বারা বঞ্চিত হয় না। ইহাই উপাসকগণের তত্ত্বনিরূপণ। অত-এব রাজকীয় পুরুষ ও রাজপুরুষ এই আখ্যা লাভ

করে। তৎ-পদার্থ সম্বন্ধী ত্বং পদার্থ ইতি তত্ত্বমসি এই মহা বাক্যার্থ। কিন্তু কেহ কেহ ভগবানের তুমি এইরূপ ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাসও বলেন।

এখন উপাস্য নিরূপণ—সূর্য্য সদৃশ ভগবানের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়া ঘন জ্যোতিপুঞ্জ সদৃশ ব্রহ্ম। নারসিংহ পুরাণে বলা হইয়াছে সর্ব্বকারণ যে এক জ্যোতি তাহাকেই ব্রহ্ম নামে বলা হয়। হরিবংশে বলা হইয়াছে—হে অর্জ্জুন! তাহা আমারই ঘনতেজ জানিতে পার। তাহার অন্তর মণ্ডল সদৃশ পরমাত্মা, রথ সারথি আদি পরিকরগণ বিশিষ্ট মুখ নয়ন হস্ত-পদ আদি সুন্দর সূর্য্যসদৃশ পরিকরগণের সহিত শ্রীভগবান। যেমন নগরসমূহ অতিদূরস্থ জনগণ বিশেষ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া এই সম্মুখে অবস্থিত জ্যোতির্ম্ময় বস্তুমাত্র এইভাবে নগরকে দেখে। অল্পদূরস্থ ব্যক্তিগণ ধ্বজ পতাকাদি বিশিষ্ট বৃক্ষাদি সমন্বিত নগর মনে করে, অতিশয় নিকটস্থ ব্যক্তিগণ পুরগোপুর রথের চূড়া রথ প্রাসাদযুক্তনগর জানে। সেইরূপ অতিদূরস্থিত ব্যক্তিগণ ভগবানকেই জ্যোতি-র্ম্ময় ব্রহ্মরূপে দেখে। অল্পদূরস্থ ব্যক্তিগণ অল্পচিৎ বিশেষময় পরমাত্মারূপে দেখে। অতিনিকটস্থ ভক্ত-গণ অনন্তচিৎ বিশেষময় ভগবানরূপে দেখে। তাহা হইতেও ভিতরে প্রবিষ্ট ভক্তগণ অপার মাধুর্য্য অনু-ভবকারীগণ 'কৃষ্ণ' এইরূপ বলেন। প্রাচীন গ্রন্থকার মাঘকাব্যে বলিয়াছেন—'শ্রীনারদ ঋষি যখন দ্বারকায় অবতরণ করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে প্রথম কেবল তেজপুঞ্জরূপে অবধারণ করিয়াছিলেন। তৎ-পরে শরীরধারী অবয়ব বিশিষ্ট পুরুষ দেখিলেন। তৎপরে সাক্ষাৎ নারদরূপে দেখিলেন। ক্রমটি এই-রূপ—প্রথমে বিভুচিৎ, তৎপরে অবয়ব বিশিষ্ট, তৎপরে পুরুষ, ক্রমে শেষে শ্রীনারদ। এইরূপেই অবধারণ করিয়াছিলেন। নিজমত বৈষ্ণবগণ কেহ কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, কেহ কেহ অপেক্ষা করেন না। সর্ব্বদাই ভজনের প্রকার জানিতে ইচ্ছা করেন। এস্থলে শ্রুতি প্রমাণ—এই শ্রীবিষ্ণুর পরম-পদ যাহারা নিত্য যুক্ত হইয়া সম্যক্‌রূপে নিষ্কামভাবে ভজন করে তাহাদের নিকট এই শ্রীকৃষ্ণ যত্নপূর্ব্বক গোপরূপ প্রকাশ করেন এবং নিজচরণ তখনই প্রকাশ করেন, ইত্যাদি ॥ ৩২ ॥

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অজ, যে গুরোঃ চরণং সম-বহায় (অনাশ্রিত্য) অতিলোলম্ (অতিচঞ্চলং) বিজিতহৃষীকবায়ুভিঃ (বিজিতানি হৃষীকানীন্দ্রিয়াণি বায়ুশ্চ প্রাণো যৈস্তৈরপি) অদান্তমনস্তুরগম্ (অদান্তং অদমিতম্ মন এব তুরগঃ তং) যন্তুং যতন্তি (নিয়ন্তুং প্রযতন্তে তে) উপায়খিদঃ (উপায়েষু খিদ্যন্তে ক্লিশ্যন্তীত্যুপায়খিদঃ) ব্যসনশতান্বিতাঃ (বহুব্যসনা-কুলাশ্চ সন্তঃ) জলধৌ (সমুদ্রে) অকৃতকর্ণধরাঃ (অস্বীকৃতনাবিকাঃ) বণিজঃ ইব ইহ (সংসারসমুদ্রে) সন্তি (তিষ্ঠন্তি, দুঃখমেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ) ॥৩৩॥

অনুবাদ—হে অজ, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও যাহার দমন সম্ভবপর নহে, সেই মনোরূপ তুরঙ্গকে যাঁহারা গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত সংযত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা উপায়-বিষয়ে খিদ্যমান এবং শত শত বিঘ্ন-দ্বারা আকুল হইয়া সমুদ্রমধ্যে অস্বীকৃতকর্ণধার বণিকের ন্যায় এই সংসার-সমুদ্রে কেবলমাত্র দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু চ তৈরপি মদ্ভজনে মনোনিশ্চলী-করণার্থমষ্টাঙ্গযোগঃ খল্বনুষ্ঠেয় এব। মৈবং তেষাং শ্রীগুরুচরণদৃঢ়ভক্ত্যৈব মনোনৈশ্চল্যমনায়াসেনৈব ভবেৎ। যদুক্তং "সর্ব্বঞ্চৈতদ্‌গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ" ইতি। গুরুভক্তিং বিনা তু মনো-জয়ার্থকা অপি যোগা অকিঞ্চিৎকরা এবেত্যাহুঃ—বিজিতৈরপি হৃষীকৈরিন্দ্রিয়ৈর্বায়ুভিঃ প্রাণৈঃ অদান্তঃ অপ্রাপ্তদমনঃ মন এব তুরঙ্গস্তং যন্তুং নিয়ন্তুং যে যতন্তি প্রযতন্তে তে গুরোশ্চরণং চরণপরিচরণং সম-বহায় বিহায় উপায়খিদঃ অন্যেষূপায়েষু খিদ্যমানাঃ সন্তঃ ব্যসনশতান্বিতা বহুবিপদ্ব্যাকুলা ইহ সংসার-সিন্ধৌ সন্তি তিষ্ঠন্তি। হে অজ অকৃতকর্ণধরা অস্বী-কৃতনাবিকা বণিজ ইব তত্র শ্রুতয়ঃ—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম-নিষ্ঠম্। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদঃ" ইতি। "যস্য

দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ইত্যাদ্যাঃ ॥৩৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে বৈষ্ণবগণেরও আমার ভজনে মনকে নিশ্চল করার জন্য অষ্টাঙ্গযোগ নিশ্চয়ই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? উত্তর—এইরূপ নহে। বৈষ্ণবগণের শ্রীগুরুচরণে দৃঢ়ভক্তিদ্বারাই মনের নিশ্চলতা অনায়াসেই হইবে, যাহা বলা হইয়াছে। এই শ্রীগুরুতে ভক্তিদ্বারা ভক্ত, সকলকিছু অনর্থই অনায়াসে জয় করিবে। গুরুভক্তি ব্যতীত কিন্তু মনের জয়ের জন্য যোগও অকিঞ্চিৎকর, ইহা বলিতেছেন—ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা অর্থাৎ প্রাণ বায়ু সমূহের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করিলেও অদমিত মনই অশ্বের ন্যায়ই অদমিত থাকিয়া যায়। তাহাকে দমন করার জন্য যাহারা প্রযত্ন করেন, যাহারা গুরুচরণ সেবা পরিত্যাগ করিয়া যোগাদি অন্য উপায় সমূহদ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়াও সাধুগণ শত শত বিঘ্নদ্বারা এই সংসার সিন্ধুতেই থাকেন। হে অজ! ভগবন্ এই সাধকশরীরে যাহারা গুরুকে কর্ণধাররূপে স্বীকার করেন নাই, তাহারা নাবিক বিহীন সমুদ্রে পথভ্রান্ত বণিকের ন্যায়। এস্থলে শ্রুতিসমূহ প্রমাণ ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞানের জন্য সাধক শ্রীগুরুচরণের নিকটে গমন করিবে—উপায়ন হস্তে, সেই গুরুদেব কেমন? যিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও ভগবৎ উপাসনা নিষ্ঠ। গুরুচরণসেবা নিষ্ঠ ব্যক্তিই ভগবৎতত্ত্ব জানিতে পারেন। যাহার ইষ্টদেবে পরাভক্তি, সেইরূপ শ্রীগুরুদেবে পরাভক্তি, তাঁহার নিকট শাস্ত্রগণ নিজ নিজ অর্থ প্রকাশ করেন, ইত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

স্বজনসুতাত্মদারধনধামধরাসুরথৈ-
স্ত্বয়ি সতি কিং নৃণাং শ্রয়ত আত্মনি সর্ব্বরসে।
ইতি সদজানতাং মিথুনতো রতয়ে চরতাং
সুখয়তি কো ন্বিহ স্ববিহতে স্বনিরস্তভগে ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—শ্রয়তঃ (ত্বাং সেবমানস্য পুংসঃ) আত্মনি (আত্মস্বরূপে) সর্ব্বরসে (পরমানন্দে) ত্বয়ি সতি (বর্ত্তমানে) নৃণাং স্বজনসুতাত্মদারধনধামধরাসুরথৈঃ (স্বজনাশ্চ, সুতাশ্চ, আত্মা দেহশ্চ, দারাঃ স্ত্রী চ, ধনানি চ, ধাম গৃহঞ্চ, ধরা ক্ষিতিশ্চ, অসুঃ প্রাণশ্চ, রথা যানানি চ তৈরতিতুচ্ছৈঃ) কিং (ক উপযোগঃ) ইতি সৎ (সত্যং পরমার্থতত্ত্বম্) অজানতাম্ (অতএব) মিথুনতঃ (স্ত্রিয়া মিথুনীভূয়) রতয়ে (মায়াসুখায়) চরতাং (প্রবর্ত্তমানানাং কর্ম্মণি ষষ্ঠী, তান্ জনানিত্যর্থঃ) স্ববিহতে (স্বত এব নশ্বরে) স্বনিরস্তভগে (স্বত এব গতসারে) ইহ (সংসারে) কঃ নু (কো নামার্থঃ) সুখয়তি (আনন্দয়তি, ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো শরণ্য, পরমানন্দময়, পরমাত্মরূপী আপনি বর্ত্তমান থাকিতে, স্বজন, সুত, দেহ, স্ত্রী, ধন, গৃহ, ভূমি, প্রাণ এবং যানাদির কোন প্রয়োজন নাই,—এই পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ অতএব মৈথুনরতিরূপ মায়াসুখরত মানবগণকে স্বভাবতঃ বিনশ্বর ও গত-সার সংসারে কিছুতেই আনন্দ দান করিতে পারে না অর্থাৎ কোন প্রকারেই তাহারা আনন্দ লাভ করিতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং যোগাদ্যমিশ্রা কেবলৈব ভক্তির্বৈষ্ণবানামিত্যুক্তম্ ইদানীং সা খলু কামনান্তররহিতৈব ভবিতুমর্হতীত্যুপপাদয়তি,—স্বজনেতি। নৃণাং মধ্যে শ্রয়তস্ত্বাং সেবমানস্য জনস্য ত্বয়ি সতি আত্মনি পরমাত্মনি ত্বয্যবশ্যপ্রাপ্তব্যে সতি স্বজনাদিভিঃ কিং স্বজনাঃ স্বীয়সেবকজনাঃ। সুতা গুণবন্তঃ পুত্রাঃ আত্মসুন্দরং শরীরং দারাঃ সুন্দর্য্যঃ কামিন্যঃ ধনানি স্বর্ণরত্নাদিসম্পদঃ ধামানি দিব্যাদিব্যা গৃহাঃ ধরা ভূয়সী পৃথ্বী অসবঃ শারীরবলানি রথাস্তদুপলক্ষিতা হস্ত্যশ্বাদয়ঃ এতৈঃ কামিতৈঃ কিং ফলমিত্যর্থঃ। ত্বয়ি কীদৃশে সর্ব্বে রসা আনন্দা যত্র তস্মিন্। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। ইতি তৎ সত্যং পরমার্থসুখমজানতাম্। অতএব মিথুনতঃ মিথুনীভূয় রতয়ে রত্যর্থং চরতাং জনানাম্ ইহ সংসারে কো নু অর্থঃ। স্বজনাদিকঃ সুখয়তি সুখদায়কো ভবতীত্যর্থঃ। ননু, কথমর্থস্য সুখদত্বাভাবস্তত্রাহ,—স্ববিহতঃ স্বতএব বিহতঃ কালগ্রস্তত্বান্নশ্বর ইত্যর্থঃ। তথা স্বনিরস্তভগঃ উৎপত্তিসময়মারভ্যৈব স্বতএব মাহাত্ম্যরহিতঃ। "ভগং শ্রীকাম-মাহাত্ম্য-বীর্য্য-যত্নার্ক-কীর্ত্তিষু" ইত্যমরঃ। পরিণামদর্শিভিঃ সাধুভির্বিগীতত্বাদিতি ভাবঃ। স্ববিহতে স্বনিরস্তভগে ইতি সপ্তম্যন্তপাঠে ইহেত্যস্য বিশে-

ষণদ্বয়ম্। অত্র শ্রুতয়ঃ "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইত্যাদ্যাঃ। উপাধিঃ সকামত্বম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে যোগাদিদ্বারা অমিশ্রা কেবলা ভক্তিই বৈষ্ণবগণের—ইহাই বলা হইল। এক্ষণে অন্য কামনা বিহীন হইবার জন্য উপদেশ করিতেছেন—মনুষ্যগণের মধ্যে আপনাকে আশ্রয়কারী সেবা পরায়ণ ব্যক্তির পরমাত্মা আপনাতেই অবশ্য প্রাপ্তব্য থাকায় স্বজনাদির কি প্রয়োজন? অর্থাৎ নিজসেবকগণের কি প্রয়োজন। গুণবন্ত পুত্রগণ নিজ সুন্দর শরীর, সুন্দরী ভার্য্যাগণ, ধনরত্ন আদি সম্পদ সমূহ, দিব্য দিব্য গৃহসমূহ, অগাধ ভূমি সম্পত্তি, শারীরিক বল, রথ হস্তী অশ্ব আদি এই সকল কামনায় কি ফল? হে ভগবান্! তুমি কেমন? সর্ব্ব আনন্দরস যাহাতে সেই আপনার আনন্দের বিন্দুমাত্র দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণীগণ জীবিত আছে। ইহা সত্য, পরমার্থসুখ যাহারা জানেন। অতএব সংসার ধর্ম্মে গৃহস্থ হইয়া বিচরণকারী জনগণের এই সংসারে কি প্রয়োজন? স্বজনাদি সুখদায়ক নয় ইহাই অর্থ। প্রশ্ন হইতে পারে কিরূপে এই অর্থ সমূহের সুখপ্রদত্ত অভাব, তাহা বলিতেছেন—সহজেই কালগ্রস্ত নশ্বর এই জগতের সম্পদ, সেইরূপ উৎপত্তি সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই স্বাভাবিকই এই জগতের সম্পদের মাহাত্ম্য হীনতা। অমরকোষে 'ভগ' শব্দের অর্থ শ্রী, কাম, মাহাত্ম্য, বীর্য্য, যত্ন, সূর্য্য, কীর্ত্তি—এই সকলে ব্যবহার হয়। পরিণামদর্শী সাধুগণ এই জগতের সম্পদকে নিন্দা করিয়াছেন। স্বাভাবিক ভাবে এই জগতের সম্পদের মহিমা নষ্ট হয়। এস্থলে সপ্তমীযুক্তপাঠে 'ইহ' ইহার বিশেষণ দ্বয়। এইস্থলে শ্রুতিগণ বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের ভজনই ভক্তি, তাহা এই জগতে ও পরজগতে কামনা রহিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণে মনো অভিনিবেশই নিষ্কামতা, ইত্যাদি। উপাধি অর্থাৎ সকামতা ॥ ৩৪ ॥

ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যৃষয়ো বিমদা-
স্ত উত ভবৎপদাম্বুজহৃদোঽঘভিদঙ্ঘ্রিজলাঃ।
দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে
ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অতএব স্বজনসুতাত্মদারগৃহাংস্ত্যক্ত্বা সাধবো ভজনানুকূলেষু তীর্থেষু বসন্তীত্যাহু—) ভবৎপদাম্বুজহৃদঃ (ভবতঃ পদাম্বুজং হৃদি মনসি যেষাং তে তথা, অতএব) অঘভিদঙ্ঘ্রিজলাঃ (অঘং ভিদন্তি অঙ্ঘ্রিজলং পাদোদকং যেষাং তে) বিমদাঃ (বিগতগর্ব্বাঃ) তে (উক্তলক্ষণাঃ) ঋষয়ঃ উত (মুনয়োঽপি) ভুবি (পৃথিব্যাং) পুরুপুণ্যতীর্থসদনানি (পুরূণি বহূনি পুণ্যানি তীর্থানি সদনানি চ ক্ষেত্রাণি তান্যেব) উপাসতে (সেবন্তে তত্রৈব মহৎসঙ্গো ভবতীতি ভাবঃ। অথবা পুরু অধিকং ভগবদ্ভজনলক্ষণং পুণ্যং যেষাং তানি চ তানি তীর্থানি চ গুরবো মহান্ত ইত্যর্থঃ, তেষাং সদনানি আশ্রমানুপাসতে) যে নিত্যসুখে (নিত্যসুখময়ে) ত্বয়ি আত্মনি (পরমাত্মনি) সকৃৎ (একবারমপি) মনঃ দধতি (ধারয়ন্তি তে) পুনঃ পুনঃ পুরুষসারহরাবসথান্ (পুরুষাণাং সারং বিবেকস্থৈর্য্য-ক্ষমা-শান্তিপ্রমুখং হরন্তীতি তথা তে চ তে আবসথা গৃহাস্তান্) ন (নোপাসতে) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে দেব, ভবদীয় পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণহেতু যাঁহাদের পাদোদক—সর্ব্বপাপবিনাশন, তাদৃশ বিগতাহঙ্কার মুনিগণও পৃথিবীতে বহু পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্রসমূহের সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহারা একবারমাত্র নিত্যসুখময় পরমাত্মরূপী আপনার প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা পুনরায় পুরুষগণের বিবেক, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, শান্তি প্রভৃতি সারহরণকারী গৃহের সেবা করেন না ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব স্বজনসুতাত্মদারগৃহাংস্ত্যক্ত্বা সাধবো ভজনানুকূলেষু তীর্থেষু বসন্তীত্যাহুঃ—ভুবি পুরুপুণ্যানি তীর্থানি চ সদনানি ভগবদ্ধামানি চ ঋষয়ো ভক্তা অধিবসন্তীতি শেষঃ। বিমদা বিগতগর্ব্বাঃ। উত যতস্তে ভবৎপাদাম্বুজহৃদঃ মনসি ত্বৎপদাম্বুজং দধানাঃ অতএবাঘং ভিন্দন্তি অঙ্ঘ্রিজলানি যেষাং তে। তাদৃশাঃ কদাপি স্বজনসুতাত্মদারগৃহান্নোপাসন্তে ইতি কিং বক্তব্যং যে জনাঃ সকৃদপি ত্বয়ি নিত্যসুখময়স্বরূপে মনো দধতি তেঽপি পুনঃ পুরুষাণাং সারং বিবেকধৈর্য্য-ক্ষান্ত্যাদিকং হরন্তীতি তথাভূতান্ আবসথান্ গৃহান্ নোপাসতে। অত্র শ্রুতয়ঃ—"সকাম্যা মেরোঃ শৃঙ্গে যথা সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি। তথা নিষ্কাম্যাঃ সকাম্যাশ্চ ভূগোলচক্রে সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি

তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ ব্রহ্মগোপালপুরী হি" ইতি। "মথুরায়াং স্থিতির্ব্রহ্মন্ সর্ব্বদা মে ভবিষ্যতি। চিৎস্বরূপং পরং জ্যোতিঃ স্বরূপং রূপবর্জিতম্। হৃদি মাং সংস্মরন্ ব্রহ্মন্ মৎপদং যাতি নিশ্চিতম্" ইতি শ্রীগোপালতাপন্যঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব স্বজন, পুত্র, আত্ম, ভার্য্যা, গৃহাদি ত্যাগ করিয়া সাধুগণ ভজন অনুকূল তীর্থ সমূহে বাস করেন, ইহাই বলিতেছেন—এই জগতে বহু পুণ্য তীর্থ, গৃহ ও ভগবৎ ধাম সমূহে ঋষি ভক্তগণ গর্ব্বহীন হইয়া বাস করেন। যেহেতু তাঁহারা ভগবৎ চরণকমল, মনে আপনার পাদপদ্ম ধারণ করিয়াছেন। অতএব আপনার চরণ কমল ধৌতজলদ্বারা পাপসমূহ দূরীভূত হইয়াছে। সেইরূপ ভক্তগণ কখনও আত্মীয় স্বজন পুত্র ভার্য্যা গৃহ মধ্যে থাকিয়া আপনার উপাসনা করেন না, ইহা আর কি বলিব। ঐরূপ যে সকল ব্যক্তি একবারও নিত্যসুখস্বরূপ আপনাতে মন অর্পণ করিয়াছে, তাহারাও পুনরায় পুরুষের সার হরণকারী অর্থাৎ বিবেক ধৈর্য্য ক্ষমা আদি হরণকারী গৃহসমূহে উপাসনা করেন না—এই বিষয়ে শ্রুতিগণ প্রমাণ যথা—সকাম ব্যক্তিগণ সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে যেমন সপ্তপুরী হয়, সেইরূপ নিষ্কাম ও সকাম ব্যক্তিগণ এই ভূলোকে সপ্তপুরী বিদ্যমান, তাহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরী শ্রীমথুরা। হে ব্রহ্মণ! ঐ মথুরাতে আমার সর্ব্বদা স্থিতি হইবে। চিৎস্বরূপ পরমজ্যোতি স্বরূপ প্রাকৃত রূপবর্জ্জিত, আমাকে হৃদয়ে শরণ করিতে করিতে হে ব্রহ্মণ! নিশ্চিতই আমার ধামে যায়—শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি ॥ ৩৫ ॥

———

সত ইদমুত্থিতং সদিতি চেন্ননু তর্কহতং
ব্যভিচরতি ক্ব চ ক্ব চ মৃষা ন তথোভয়যুক্।
ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোঽন্ধপরম্পরয়া
ভ্রময়তি ভারতী ত উরুবৃত্তিভিরুক্থজড়ান্ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—(বৈরাগ্যার্থং তীর্থসেবনমুক্তং তচ্চ বৈরাগ্যং প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বে ঘটেতেতি সন্ন্যায়ং তদুপপাদয়ন্তি) সতঃ (সত্যাৎ ত্বদবতারবিশেষাৎ) উত্থিতং (জাতম্) ইদং (বিশ্বং) সৎ (সত্যং ভবতি, কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য) ইতি চেৎ (উক্তং ভবেৎ তদা তৎ) ননু (নিশ্চিতং) তর্কহতং (তর্কেণ হতং ভবতি যতঃ) ক্ব চ ব্যভিচরতি (কুত্রচিৎ পূর্ব্বন্যায়স্য ব্যভিচারো দৃশ্যতে, যথা সত্যাদৈন্দ্রজালিকাদুৎপন্নস্যেন্দ্রজালস্য মিথ্যাত্বং ভবতি, নন্বত্র নিমিত্তকারণোৎপন্নো ব্যভিচারো দৃষ্টঃ পরন্তু নোপাদানকারণস্থলে ব্যভিচারঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহুঃ) ক্ব চ মৃষা (কুত্রচিৎ মরীচিকোপাদানকস্যাপি জলস্য মৃষাত্বং দৃশ্যতে, ননু তত্র চেদজ্ঞানযোগেনৈব মরীচিকায়াং মিথ্যা জলপ্রতীতিরুচ্যতে, ইহ চ তদভাবাৎ সত্যত্বং তদাহুঃ) ন (নেদং যুক্তং পরন্তু অত্রাপি) তথা (মরীচিকাদৃষ্টান্তবদেব) উভয়যুক্ (অজ্ঞানযুক্তস্যৈব কারণত্বমিত্যর্থঃ। ননু দৃষ্টান্তস্তু সাদৃশ্যে ভবতি অত্র তু মহদ্ বৈসাদৃশ্যং তথাহি বিশ্বমিদং বহুবৈচিত্র্যযুক্তং কারণাদতিবিলক্ষণং ন তথা মরীচিকাজলমিত্যাহুঃ) বিকল্পঃ (বিবিধকল্পনা) অন্ধপরম্পরয়া (শতমপ্যন্ধা ন পশ্যন্তীতিন্যায়েন) ব্যবহৃতয়ে (ব্যবহারার্থম্) ইষিতঃ (ইষ্টঃ, ন তু বস্তুতো বিকল্প ইত্যর্থঃ। ননু তর্হি কথং পণ্ডিতা অপি ব্যবহারমাত্রার্থেষু কর্ম্মস্বাসক্তা দৃশ্যন্ত ইত্যাহুঃ) তে (তব) ভারতী (বেদলক্ষণা বাণী) উরুবৃত্তিভিঃ (বহ্বীভির্গৌণলক্ষণাপ্রভৃতিবৃত্তিভিঃ) উক্থজড়ান্ (কর্ম্মশ্রদ্ধাভরান্তমন্দমতীন্) ভ্রময়তি (মোহয়তি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে দেব, এই জগৎ সদ্‌বস্তুর কার্য্য বলিয়া যদি তাহাকেও 'সৎ' বলা হয়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত তর্কদ্বারা বাধিত হইয়া থাকে; যেহেতু সত্য ঐন্দ্রজালিকের কার্য্য ইন্দ্রজাল-বিদ্যা মিথ্যা হইতে দেখা যায়; সুতরাং এতাদৃশস্থলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের ব্যভিচার হইতেছে। যদি বলেন, ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল-বিদ্যার নিমিত্ত-কারণ, নিমিত্ত-কারণস্থলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের ব্যভিচার হইতে পারে, কিন্তু উপাদান-কারণস্থলে তাদৃশ ব্যভিচার হয় না, সুতরাং সৎপদার্থ জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া উক্তস্থলে সিদ্ধান্তের কোন ক্ষতি হইতেছে না, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, উপাদান-কারণ-স্থলেও উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যভিচার লক্ষিত হয়; যেমন, মরীচিকা হইতে মিথ্যা জলের প্রতীতি হইয়া থাকে। যদি বলেন, মরীচিকাজাত জলদর্শন-স্থলে অজ্ঞানই কারণ বলিয়া তথায়

মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উত্তর এই যে, এ স্থলেও অজ্ঞান-সহকৃত সৎপদার্থই জগতের কারণ বলিয়া জগতের মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হয়। যদি বলেন, মরীচিকা-জল-স্থলে কার্য্য-কারণের সারূপ্য দেখ যায়, সুতরাং তথায় কার্য্য-কারণভাব স্বীকার করা যায়; কিন্তু এই বিবিধ-বৈচিত্র্যযুক্ত জগৎ সদ্‌বস্তু হইতে অতিশয় বৈরূপ্যযুক্ত বলিয়া উভয়ের কার্য্যকারণভাব স্বীকার করা যাইতে পারে না, সুবর্ণজাত কুণ্ডল, মৃত্তিকাজাত ঘট প্রভৃতি স্থলে সর্ব্বত্র উপাদান-কারণ এবং কার্য্যের সারূপ্যই দৃষ্ট হইতেছে, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, জগতের বৈচিত্র্য কেবল অন্ধপরম্পরা-কল্পিত মাত্র, বস্তুতঃ কোন বৈচিত্র্য নাই। যদি বলেন, এইরূপ কল্পিত বিষয়ে পণ্ডিতগণেরও আসক্তি দেখা যায় কেন? তাহা হইলে উত্তর এই যে, আপনার বেদরূপা বাণী গৌণ লক্ষণা প্রভৃতি বিবিধ বাক্যবৃত্তি-দ্বারা কর্ম্মে শ্রদ্ধাযুক্ত মন্দমতিগণকে মোহিত করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বাবসথানাং পুরুষসারহরত্বসার-প্রদত্বাভ্যাং কে ইমে নিন্দাস্তুতী। ন হি মরীচিকা-জলমিদং বিরসং সুরসং বেত্যুচ্যত ইত্যসৎকার্য্যবাদি-মতাশ্রয়িণীভিঃ শ্রুতিভিঃ সহ সৎকার্য্যবাদিমতা-শ্রয়িণ্যঃ শ্রুতয়ঃ সংবদন্তে সত ইতি। ইদং বিশ্বং সত উত্থিতমিতি সৎ নতু স্বতঃ সৎ। যথা কারণগত-মেব সত্ত্বং স ন ঘট ইত্যত্র ঘটনিষ্ঠতয়া ভাসতে তদ্বদি-ত্যর্থঃ। তত্র সতঃ কারণস্য কার্য্যাভেদঃ সাধ্যতে যদি তদা অপাদান নির্দ্দেশেনৈব ভেদপ্রতীতের্বিরুদ্ধো হেতুরিত্যত আহ,—ননু তর্কহতমিতি। চিজ্জড়য়োর-ভেদস্য সর্ব্বপ্রমাণবাধিতত্বাদিতি ভাবঃ। ননু, নাভেদং সাধয়ামঃ, কিন্তু তদুৎপন্নত্বেন কুণ্ডলাদিব-দ্ভেদং প্রতিষেধামঃ। নহি কারণসত্তাতিরিক্তা ক্বাপি কার্য্যস্য সত্তেত্যত আহ,—ব্যভিচরতি ক্বচ ক্বচেতি পিতৃপুত্রাদিষু ভেদস্যৈব দর্শনাৎ। ননু, যথা শুক্তি-সত্তাতিরিক্তসত্তারূপ্যস্য নাস্তি তথা অধিষ্ঠানরূপ-পর-মেশ্বরসত্তাতিরিক্তা সত্তা প্রপঞ্চস্য নাস্তীত্যত আহ,—নেতি। যথা শুক্তিরূপ্যাদি মৃষা তথেদং বিশ্বং মৃষা ন ভবতি, কিন্তু সত্যম্ উভয়যুক্ কারণ-কার্য্যয়ো-রুভয়স্মিন্ যুজ্যত ইতি উভয়যুক্। "তৎ সত্যম্" ইতি শ্রুত্যুক্তং সত্ত্বম্ উভয়ত্রাস্তীত্যর্থঃ। কিন্তু, কারণস্য সত্ত্বং সার্ব্বকালিকং কার্য্যস্য সত্ত্বং কৈঞ্চিৎকালিকং তথা দৃষ্টেরিতি। কার্য্যস্য সত্যত্বং বিনা ব্যবহারো-ঽপি ন সিদ্ধ্যতীত্যাহ,—ব্যবহৃতয়ে ব্যবহারসিদ্ধ্যর্থং বিকল্পঃ কার্য্যম্ ইষিত ইষ্টঃ। স চ সত্য এব সত্যেনৈব ঘটাদিনা ব্যবহারসিদ্ধেঃ। অসতা ঘটা-দিনা জলাহরণাদ্যসিদ্ধেঃ। ননু, কূটকার্য্যাপণাদিনাপি ব্যবহারসিদ্ধির্দৃশ্যত ইত্যত আহ,—অন্ধপরম্পরয়েতি। সা সিদ্ধিরন্ধপরম্পরয়ৈব অজ্ঞপরম্পরয়ৈব ন তু বিজ্ঞ-পরম্পরয়া। ন হি ভ্রান্তানামিব বিজ্ঞানাং কূটকার্য্যা-পণাদ্যৈঃ ক্রয়বিক্রয়াদিব্যবহারঃ সিদ্ধ্যতি। ন চ তৈ রসায়নপ্রয়োগো নাপি পুণ্যার্থিনাং তদ্দানাদিকং সন্ত-বেত্তস্মাজ্জগদিদং সত্যমেব বিজ্ঞানাং নারদ-দত্তাত্রেয়া-দীনামপ্যর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ ন যদেবং ন তদেবং যথা শুক্তি-রজতমিত্যনুশাসনেনৈব জগৎ সত্যমেব, কিন্তু নশ্বরত্বাদনিত্যম্। যত্তু কস্মিংশ্চিৎ খলু "অপামসোম-মমৃতা অভূম" ইত্যাদিভির্ব্বেদবাক্যৈঃ কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বপ্রতিপাদনাৎ নিত্যমেব ন কদাচিদনীদৃশং জগ-দিতি শ্রুবতে সৃষ্টি-প্রলয়ৌ চ ন মন্যন্তে তন্মতমস-দিত্যাহুঃ,—ভ্রময়তীতি। হে ভগবন্, তব ভারতী বেদলক্ষণা উরুবৃত্তিভির্ব্বহ্বীভির্মুখ্যলক্ষণাদিবৃত্তি-ভিরুকথজড়ান্ কর্ম্মশ্রদ্ধাজাড্যাক্রান্তমতীন্ ভ্রময়তি মোহয়তি। অয়ং ভাবঃ—ন হি বেদঃ কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বমভিপ্রৈতি, কিন্তু লক্ষণয়া প্রাশস্ত্যমাত্রং বিধ্যেক-বাক্যত্বাৎ অন্যথা বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। "তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" এবমেবামুত্র 'পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে' ইতি ন্যায়োপবৃংহিতশ্রুত্যন্তরবিরো-ধাচ্চ। অতঃ কর্ম্মজড়ানামিদং ভ্রমমাত্রমিতি। অত্র শ্রুতয়ঃ—"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ। যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি। তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ইত্যাদ্যাঃ। অত্রাক্ষরশব্দাদ্দার্ষ্টান্তিকস্য কারণস্য নিত্যত্বং কার্য্যস্য তু সত্যত্বমেব ন তু মিথ্যাত্বং নাপি নিত্যত্বমিতি বৈষ্ণবানাং মতমেবোক্তং শ্রুতিভিঃ ॥৩৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে গৃহসমূহ পুরুষের সার হরণ করে ও পুরুষকে সার প্রদান করে। কেন এই নিন্দাও স্তুতি? মরুভূমিতে যে মরীচিকার জল—ইহা বিরস বা সুরস নহে। এই অসৎকার্য্যবাদী মতকে আশ্রয়কারিণী শ্রুতিগণের

সংবাদ বলা হইতেছে—এই বিশ্ব সৎ, যেহেতু সৎ হইতে উত্থিত হইয়াছে, কিন্তু স্বাভাবিক সৎ নহে। যেমন কারণগত সত্ত্বই। সেই ঘট ঘট নয়, ঘট-নিষ্টরূপে সৎ প্রতিভাত হইতেছে, সেইরূপ। তন্মধ্যে সৎকারণের সহিত কার্য্যের অভেদ সাধন করা হইতেছে। যদি তখন অপাদান কারণ নির্দ্দেশ দ্বারাই ভেদজ্ঞান বিরুদ্ধহেতু, এই কারণে বলিতেছেন। যদি তর্ক পরাহত হইল, চিৎ জড়ের অভেদের সর্ব্বপ্রমাণ বাধিতহেতু। ইতি ভাবার্থ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, আমরা অভেদ সাধন করিতেছি না কিন্তু ঐ উপাদান হইতে উৎপন্নহেতু কুণ্ডলাদির ন্যায় ভেদকে নিষেধ করিতেছি। 'কারণ সত্ত্বা'র অতিরিক্ত কার্য্যের কোন সত্তা নাই। এই কারণে বলিতেছেন—কোথাও কোথাও ইহার ব্যবিচার হয়, যেমন পিতা ও পুত্রাদির মধ্যে ভেদদর্শন হেতু।

যদি বল, যেমন শুক্তি সত্তার অতিরিক্ত সত্তারূপাতে নাই, সেইরূপ অধিষ্ঠানরূপ পরমেশ্বরের সত্তা হইতে অতিরিক্ত কোন সত্তা এই জগতের নাই। যেমন শুক্তিরজত ইত্যাদি মিথ্যা সেই প্রকারে এই বিশ্ব মিথ্যা নয়, কিন্তু সত্য উভয়যুক্। 'তাহা সত্যং' এই শ্রুতির উক্তি সত্ত্ব উভয়স্থলে আছে কিন্তু কারণের সত্ত্ব সার্ব্বকালিক, কার্য্যের সত্ত্ব কিঞ্চিৎ কালিক। সেইরূপ দেখা যায়। কার্য্যের সত্যত্ব ব্যতীত ব্যবহারও সিদ্ধ হয় না। ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত বিকল্পরূপ কার্য্য স্বীকার করা হয়। তাহাও সত্যই সত্য-ঘটাদিদ্বারাই জল আনয়নাদি ব্যবহার সিদ্ধি হয়, অসৎ ঘটাদি দ্বারা জল আহরণ আদি সিদ্ধ হয় না। যদি বল নকল কড়িদ্বারাও ব্যবহার সিদ্ধি হইতে দেখা যায়। যেমন অন্ধপরম্পরাতে, সেই সিদ্ধি অন্ধ অর্থাৎ অজ্ঞ পরম্পরাতে সিদ্ধ হয় না। ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যেমন নকল জিনিষ গ্রহণ করে, সেইরূপ বিজ্ঞগণ পরম্পরাতে নকল অর্থদ্বারা ক্রয় বিক্রয় আদি ব্যবহার সিদ্ধ হয় না এবং ঐ নকল দ্রব্যদ্বারা ঔষধ নির্ম্মাণ হয় না, সেইরূপ পুণ্যার্থীগণের দানও সম্ভব হয় না। অতএব এই জগৎ সত্যই, বিজ্ঞসম্প্রদায় যেমন শ্রীনারদ দত্তাত্রেয় আদিগণেরও ব্যবহার কার্য্য সিদ্ধ হয়। 'যেমন ইহা হয় না সেইরূপ ইহাও হয় না', যেমন শুক্তিরজত জ্ঞান, এই অনুশাসন দ্বারাই জগৎ সত্যই কিন্তু নশ্বর হেতু অনিত্য। এবং যাহা কর্ম্মিগণের মতে 'সোমরস পান করিয়াই অমর হইব ইত্যাদি বেদবাক্যসমূহদ্বারা কর্ম্মফলের নিতান্ত প্রতিপাদন হেতু নিত্যই এই জগৎ, কোন কালেই ইহার অন্যরূপ হইবে না—এইরূপ বলেন সৃষ্টি ও প্রলয় তাহারা স্বীকার করেন না। সেই মত অসৎ, ইহাই বলিতেছেন—হে ভগবন্। তোমার ভেদলক্ষণা বাণী বহুপ্রকার মুখ্য লক্ষণাদি বৃত্তিসমূহদ্বারা কর্ম্মে শ্রদ্ধা জাড্যদ্বারা আক্রান্ত চিত্তগণকে মোহ জালে ভ্রমণ করাইতেছে। এস্থলে ভাবার্থ এই বেদ কর্ম্মফলের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না কিন্তু লক্ষণা বৃত্তির দ্বারা বিধির প্রশংসামাত্র স্বীকার করেন। একবাক্যরূপে তাহা না হইলে বাক্যভেদ দোষ উপস্থিত হয়। তাহা এই যেমন কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জিত ইহলোক ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সেইরূপই পুণ্যের দ্বারা উপার্জ্জিত পরলোকও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এই ন্যায় দ্বারা অন্য শ্রুতির বিরোধ-হেতু। অতএব কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ইহা ভ্রম মাত্র। এইস্থলে শ্রুতিগণ প্রমাণ—যেমন 'ঊর্ণনাভি' মাকড়সা নিজ হইতে সূত্র বাহির করিয়া জাল তৈরী করে আবার গুটাইয়া লয়, যেমন ভূমিতে নানা বৃক্ষলতা উদ্ভূত হয়, যেমন পুরুষের দাড়িগোপ হয়, সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উদ্ভব হইতেছে। ইত্যাদি শ্রুতিগণ।

এস্থলে অক্ষর শব্দ হইতে দ্রাষ্টর্াান্তিক কারণের নিত্যত্ব কিন্তু কার্য্যের সত্যত্বই, কিন্তু মিথ্যাত্ব নয় নিত্যত্বও নয়—ইহাই বৈষ্ণবগণের মত শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইল ॥ ৩৬ ॥

ন যদিদমগ্র আস ন ভবিষ্যদতো নিধনা-
দনুমিতমন্তরা ত্বয়ি বিভাতি মৃষৈকরসে।
অত উপমীয়তে দ্রবিণজাতিবিকল্পপথৈ-
বিতথমনোবিলাসমৃতমিত্যবযন্ত্যবুধাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) ইদং (বিশ্বম্) অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ন আস (নাসীৎ) নিধনাৎ (প্রলয়াৎ) অনু (পশ্চাচ্চ) ন ভবিষ্যৎ (ন ভবিষ্যতি) অতঃ (কারণাৎ) অন্তরা (মধ্যেঽপি) একরসে

(কেবলে) ত্বয়ি মৃষা বিভাতি (মিথ্যাত্বেনৈব প্রতীয়ত ইতি) মিতম্ (অনুমিতম্) অতঃ (যত এবং তস্মাৎ শ্রুত্যা) দ্রবিণজাতিবিকল্পপথৈঃ (দ্রবিণজাতীনাং দ্রব্যমাত্রাণাং মৃল্লোহকার্ষ্ণায়সরূপাণাং বিকল্পা ভেদা ঘটাদয়স্তেষাং পন্থানো মার্গাঃ প্রকারাস্তৈঃ) উপমীয়তে (সদৃশতয়া নিরূপ্যতে, যথা তত্র কার্য্যাকারাণাং নামধেয়মাত্রতা কারণং মৃদাদ্যেব তু সত্যং তথাত্রাপি কার্য্যাণামাকাশাদীনাং নামধেয়মাত্রতা বস্তুতঃ কারণং ব্রহ্মৈব সত্যং, তস্মাৎ) অবুধাঃ (অজ্ঞা এব) বিতথমনোবিলাসং (বিতথং মনোবিলাসমাত্রমেতৎ) ঋতম্ ইতি অবযন্তি (সত্যত্বেনাবগচ্ছন্তি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—যেহেতু এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না, প্রলয়ের পরেও থাকিবে না, সুতরাং মধ্যকালে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়েও যে কেবল-ভাবাশ্রিত আপনার মধ্যে মিথ্যারূপেই প্রতীত হইতেছে, তাহা অনুমান্ করা যাইতে পারে। অতএব ঘটাদি বিকারী বস্তু যেরূপ কেবল নাম মাত্রেই মৃত্তিকাদি কারণ হইতে ভিন্ন, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, সেইরূপ এই আকাশাদি কার্য্যবস্তুরও কেবল নামমাত্রেই পৃথক্ সত্তা প্রতীত হইতেছে, বস্তুতঃ উহারা ব্রহ্ম ব্যতীত পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট নহে। যাহারা অজ্ঞ, কেবলমাত্র তাহারাই এই মনঃকল্পিত মিথ্যাবস্তুকে সত্যরূপে অবগত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ— উক্তমেবার্থং সৎকার্য্যবাদিমতাশ্রয়িণ্যঃ শ্রুতয়ঃ স্পষ্টতয়া সোপপত্তিকমাহুঃ,—নেতি! যদিদং প্রসিদ্ধং বিশ্বং তৎ অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাক্ নাসন্ নাসীৎ অতোহস্মাদ্ভাবিনঃ প্রলয়াদনু পশ্চাৎ ন ভবিষ্যৎ ন ভবিষ্যতি কিন্তু অন্তরা মধ্য এব মিতং প্রমাণবিষয়ীভূতং বিভাতি। কুত্র মৃষ্যতে পরামৃষতীতি মৃষ জগদেবং সৃজামীতি পরামর্ষবান্ যঃ পরমেশ্বরস্তস্মিংস্ত্বয়ি, কিঞ্চ প্রাগভাবধ্বংসবত্ত্বাদিদং যস্মান্নিত্যত্বেন ন প্রমিতং অতো দ্রবিণজাতীনাং মৃৎসুবর্ণাদীনাং বিকল্পা ভেদা ঘটকুণ্ডলাদয়স্তেষাং পন্থানো মার্গাঃ প্রকারাস্তৈরুপমীয়তে তৎসদৃশতয়া সত্যত্বেনৈব ন তু শুক্তি-রজত-রজ্জুসর্পাদিপ্রকারৈর্মিথ্যাত্বেন নিরূপ্যত ইত্যর্থঃ। অতএব বিভাতীতি বিশিষ্টভানার্থং বিশব্দঃ প্রযুক্তঃ। কিঞ্চ, তথাপি বিতথ মনোবিলাসমিদং মিথ্যেতি যে বিগীতজ্ঞানিনঃ যে চ ঋতং সার্ব্বকালিকসত্তাকমিদমিতি বিগীতকর্ম্মিণোঽবযন্তি জানন্তি তে অবুধাঃ অপণ্ডিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত মত সমূহই সৎকার্য্যবাদী মতের আশ্রয়িণী শ্রুতিগণ স্পষ্টরূপে যুক্তি সহিত বলিতেছেন। এই যে প্রসিদ্ধ বিশ্ব তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না, অতএব আমাদের পর প্রলয়ের পরেও থাকিবে না, কিন্তু এই মধ্যকালেই প্রমাণ বিষয়রূপে দৃষ্ট হইতেছে। কোথাও পরামর্শ করা হইতেছে—মিথ্যা জগৎ ইহা সৃজন করিতেছি, এইরূপ পরামর্শযুক্ত যে পরমেশ্বর সেই তোমাতে, আর প্রাগভাব ধ্বংসবৎহেতু এই বিশ্ব যেহেতু নিত্যরূপে জ্ঞান হয় না, অতএব দ্রব্যজাতীয় মৃত্তিকা সুবর্ণাদির বিকারভেদ ঘটকুণ্ডলাদি, তাহাদের পথ অর্থাৎ প্রকার সমূহ, তাহা দ্বারা অনুমান করা যায় সেইরূপ বলিয়া সত্যরূপেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়। কিন্তু শুক্তি-রজতরূপে বা রজ্জুসর্পাদি প্রকারদ্বারা মিথ্যারূপে নিরূপণ হয় না, এই কারণেই বিভাতি অর্থাৎ বিবিধরূপে দৃশ্য হয়, এই কারণে 'বি' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর, তথাপি 'মনের কল্পিত মিথ্যা এই ঈশ্বর, ইহা যে নিন্দিত জ্ঞানীগণের এবং 'সত্য সার্ব্বকালীক সত্তা এই জগতের'—ইহা নিন্দিত কর্ম্মিগণের মত, যাহারা স্বীকার করে, তাহারা অপণ্ডিত ॥৩৭॥

স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি স্বরূপতাং তদনুমৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—(ইদানীং সংসারস্য মিথ্যাত্বেঽপি জীবেশ্বরয়োর্ভেদং প্রদর্শয়ন্তি) সঃ তু (জীবঃ) যদ্ (যস্মাৎ) অজয়া (মায়য়া) অজাম্ (অবিদ্যাম্) অনুশীয়ত (আলিঙ্গেৎ ততঃ) গুণান্ (দেহেন্দ্রিয়াদীন্) চ জুষন্ (সেবমান আত্মতয়া অধ্যস্যন্) তদনু (তদনন্তরং) সরূপতাং (তদ্ধর্ম্মযোগঞ্চ জুষন্) অপেতভগঃ (পিহিতানন্দাদিগুণঃ সন্) মৃত্যুং (সংসারং) ভজতি (প্রাপ্নোতি) আত্তভগঃ (নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্য্যঃ) ত্বম্ উত (ত্বন্তু) অহিঃ ত্বচং ইব (যথা ভুজঙ্গঃ স্বগতমপি কঞ্চুকং গুণবুদ্ধ্যা নাভিমন্যতে তথা

নিরন্তরাহ্লাদিসংবিৎকামধেনুপতেরজয়া কৃতমিতি) তাম্ (অজাং) জহাসি (উপেক্ষসে অপি চ) অপরিমেয়ভগঃ (অপরিমিতৈশ্বর্য্যঃ) অষ্টগুণিতে (অণিমাদ্যষ্টবিভূতিমতি) মহসি (পরমৈশ্বর্য্যে) মহীয়সে (পূজ্যসে বিরাজস ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—এই জীব মায়াবশতঃ অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করায় দেহেন্দ্রিয়াদিগুণজাত পদার্থে আত্মাভিমানগ্রস্ত হইয়া থাকে এবং তাহার আনন্দাদি গুণসমূহ আচ্ছাদিত হইয়া সংসারদশা ঘটিয়া থাকে, পরন্তু নিত্যৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন আপনি সর্পের কঞ্চুক-ত্যাগের ন্যায় অবিদ্যাকে উপেক্ষা করিয়া অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের অধিকারিরূপে অণিমাদি অষ্টবিধ বিভূতিযুক্ত পরম ঐশ্বর্য্যপদে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবমিদঙ্কারাস্পদস্য মায়িকগুণময়স্য জগতঃ সত্যত্বমুক্ত্বা তদ্বর্ত্তিনো জীবস্য চিদ্রূপস্যাপি মায়াগ্রস্তত্বাদেব তথাগুণময়তো রূপমনুত্তমত্বমিত্যাহুঃ,—স তু জীবঃ যৎ যস্মাদজয়া অবিদ্যয়া অজাং মায়াং অনুশীয়ত আলিঙ্গেত উপাধিলিপ্তো ভবেদিত্যর্থঃ। অতএব গুণানাং দেহেন্দ্রিয়াদীংশ্চ জুষন্ সরূপতাং তৎ সাধর্ম্ম্যং ভজতি। তদনু তদনন্তরং অপেতগঃ পিহিতানন্দাদিগুণঃ সন্ মৃত্যুং সংসারং ভজতি প্রাপ্নোতি। ননু, চিদ্রূপত্বাবিশেষাদহমপি কথমবিদ্যয়া লিঙ্গিতো ন ভবেয়মিতি চেৎ নৈবং জীবঃ খলু চিৎকণঃ ত্বন্তু চিন্মহাপুঞ্জঃ তাম্রপিত্তলস্বর্ণাদিতেজ এব তমসা আবৃতং ভবেন্নতু সূর্য্যতেজ ইত্যাহুঃ,—ত্বমুত ত্বং পুনস্তাৎ জহাসি। অয়মর্থঃ—মায়াশক্তির্হি তব স্বরূপভূতযোগমায়োত্থা তদ্বিভূতিরেব নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদে—"অস্যা আবরিকাশক্তির্ম্মহামায়াঽখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ" ইতি সা অংশভূতা তয়া স্বস্বরূপত্বেনানভিমন্যমানা স্বতঃ পৃথক্কৃত্য ত্যক্তা ভবতি, সৈব বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ অহিরিব ত্বচং অহির্যথা স্বতঃ পৃথক্কৃত্য ত্যক্তাং ত্বচং কঞ্চুকাখ্যাং স্বস্বরূপত্বেন নৈবাভিমন্যতে তথৈব তাং ত্বং জহাসি যত আত্তভগঃ নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্য্যঃ এতদেবোক্তপোষন্যায়েনাহুঃ—মহসি পরমৈশ্বর্য্যে অষ্টগুণিতে স্বতঃসিদ্ধাণিমাদ্যষ্টবিভূতিমতি মহীয়সে পূজ্যসে কথম্ভূতঃ অপরিমেয়ভগঃ অপরিমিতৈশ্বর্য্যঃ ন হ্যন্যেষামিব দেশকালাদিপরিচ্ছিন্নং তবৈশ্বর্য্যম্ অপি তু স্বরূপানুবন্ধিত্বাদপরিমিতমিত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতয়ঃ—"অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে সম্মুখে দৃষ্ট মায়িক গুণময় জগতের সত্যত্ব বলিয়া সেই মতবাদীগণের জীবের চিদ্রূপ স্বরূপও মায়াগ্রস্তহেতু সেইরূপ অগুণময়রূপহেতু ইহা উত্তম নয়, ইহাই বলিতেছেন—কিন্তু সেই জীব যেহেতু অবিদ্যাদ্বারা মায়াকে আলিঙ্গন করিয়া উপাধির সহিত লিপ্ত হয়। অতএব গুণ সমূহের অর্থাৎ দেহ ইন্দ্রিয় আদিকে সেবা করিয়া তাহাদের স্বরূপ সমান ধর্ম্মপ্রাপ্ত হয়, তার পরে আনন্দ আদি গুণশূন্য হইয়া মৃত্যুর সংসারকে প্রাপ্ত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে চিদ্রূপতা অবিশেষ হেতু ও কিরূপে অবিদ্যাদ্বারা লিপ্ত হইবে না ? ইহা যদি বল তাহাও বলিতে পার না, জীব নিশ্চয়ই চিৎকণ, হে ভগবন্ আপনি কিন্তু মহা চিৎপুঞ্জ তাম্র পিতল স্বর্ণাদির তেজই অন্ধকারে আবৃত হয়, কিন্তু সূর্য্যের তেজ অন্ধকারে আবৃত হয় না। সেইরূপ আপনি পূর্ব্ব হইতেই মায়াকে ত্যাগ করিয়াছেন। এখানে অর্থ হইতেছে—মায়াশক্তি নিশ্চয়ই তোমার স্বরূপভূত যোগমায়া শক্তি হইতে তাহার বিভূতিরূপে উদ্ভূত, শ্রুতিবিদ্যা সংবাদে বলা হইয়াছে। ইহার আবরিকা শক্তিমহামায়া যিনি অখিলেশ্বরী এইসকল জগৎ যাহার দ্বারা মুগ্ধ এবং সকলে দেহ অভিমানযুক্ত ইত্যাদি। সেই অংশভূতা তাহার দ্বারা স্বস্বরূপ রূপে অভিমান কারিণী নিজ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এইরূপ বলা হয়। সেস্থলে দৃষ্টান্ত সর্প যেমন নিজের চর্ম্মকে নিজ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে জামার ন্যায়, নিজের স্বরূপ বলিয়া অভিমান করে না। হে পরমেশ্বর ! সেইরূপ আপনিও এই মায়াকে দূরে ত্যাগ করিয়াছেন, যেহেতু নিত্যপ্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য আপনি ইহাই উক্ত পোষন্যায় দ্বারা বলিতেছেন—পরম ঐশ্বর্য্যে অষ্টগুণিত স্বতসিদ্ধ অনিমাদি অষ্ট বিভূতিযুক্ত মহিমাতে আপনি পূজিত হন। কেমন ? অপরিমিত ঐশ্বর্য্যে, অন্যের ন্যায় দেশ কালাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন আপনার ঐশ্বর্য্য নহে। কিন্তু স্বরূপের অনুবন্ধি হেতু অপরিমিত

ঐশ্বর্য্য। এস্থলে শ্রুতিসমূহ—এক নিত্য জীব কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতে করিতে নিদ্রা যায়। অন্য পরমেশ্বর এই মায়াকে ভোগ করিয়া ত্যাগ করেন ইত্যাদি ॥ ৩৮ ॥

যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা
দুরধিগমোঽসতাং হৃদি গতোঽস্মৃতকণ্ঠমণিঃ।
অসুতৃপ্‌যোগিনামুভয়তোঽপ্যসুখং ভগব-
ন্ননপগতান্তকাদনধিরূঢ়পদাদ্ভবতঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, (যে) যতয়ঃ হৃদি-কামজটাঃ (হৃদিস্থিতকামমূলানি) যদি ন সমুদ্ধরন্তি (যদি নোৎপাটয়ন্তি তদা তেষাম্) অসতাং হৃদি গতঃ (অপি ভবান্) অস্মৃতকণ্ঠমণিঃ (বিস্মৃতো যঃ কণ্ঠমণিস্তৎতুল্যঃ, সঃ যথা কণ্ঠস্থোঽপি বিস্মৃতশ্চেৎ তদাপ্রাপ্ত ইব ভবতি তথা) দুরধিগমঃ (দুষ্প্রাপঃ, কিঞ্চ) অসুতৃপ্‌যোগিনাম্ (ইন্দ্রিয়তর্পণপরাণাং যোগচ্ছদ্মানাং) অনপগতান্তকাৎ (অনিবৃত্তান্মৃত্যো লোকারাধন-ধনার্জ্জনাদিক্লেশাদ্ভোগবৈভবাপ্রাকট্যভয়াচ্চ ইহ তাবদ্দুঃখং তথা) অনধিরূঢ় পদাৎ (অনধিরূঢ়ম্ অপ্রাপ্তং পদং স্বরূপং যস্য তস্মাৎ) ভবতঃ (ভবচ্ছকাশাদিতি) উভয়তঃ অপি অসুখং (দুঃখমেব ভবতি, ত্বৎ স্বরূপপ্রাপ্ত্যভাবাৎ অবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বেন প্রাপ্তনিজ-ধর্ম্মাতিক্রমনিবন্ধনত্বাদ্দণ্ডরূপনরকপ্রাপ্তেরমূত্রাপি অসুখমিত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, লোকে যদি নিজ কণ্ঠস্থ মণির কথা বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে উহা যেরূপ অপ্রাপ্য বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ আপনি যতিগণের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত থাকিলেও তাঁহাদের হৃদয়স্থ কামসমূহের মূলোৎপাটন না হইলে আপনি তাঁহাদিগের নিকট দুষ্প্রাপ্য হইয়া থাকেন। তাদৃশ ইন্দ্রিয়তর্পণরত কপট যোগিগণের মৃতিধর্ম্ম অবগত না হওয়ায় লোকারাধন-ধনার্জ্জনাদি ক্লেশহেতু ইহকালে ভোগবৈভবাপ্রাকট্য ভয়রূপ দুঃখ এবং ভবদীয় স্বরূপ অপ্রাপ্ত হওয়ায় নিজধর্ম্ম অতিক্রম-নিবন্ধন আপনার নিয়ন্ত্রিত দণ্ড নরকপ্রাপ্তি দ্বারা পরকালেও দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং শ্লোকত্রয়েণ প্রতিপাদিতমাবস্থানাং পুরুষসারহরত্বং তত্র যে ঋষয় উক্তাস্তে দ্বিবিধাঃ নির্গুণব্রহ্মোপাসকা জ্ঞানিপদবাচ্যাঃ, সগুণব্রহ্মোপাসকা ভক্তপদবাচ্যাশ্চ তে যদি বিমদাঃ সদাচারাঃ স্যুস্তদা তে উভয়ে এব কৃতার্থাঃ। যদি তু দুরাচারাঃ স্যুস্তদা তেষাং কা গতিরিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ,—যদীতি দ্বয়েন। হে ভগবন্, যতয়ঃ সন্ন্যাসিনো নির্গুণব্রহ্মোপাসকা হৃদিস্থিতাঃ কামজটাঃ কামস্য মূলানি বাসনা যদি ন সমুদ্ধরন্তি নোৎপাটয়ন্তি তদা তেষাম্ অসতাং ভবান্ হৃদি গতোঽপি দুরধিগমো দুষ্প্রাপঃ কথম্ অস্মৃত-কণ্ঠমণিঃ বিস্মৃতো যঃ কণ্ঠমণিস্তত্তুল্যঃ। স যথা কণ্ঠে বর্ত্তমানোঽপ্যস্মৃতশ্চেদপ্রাপ্ত ইব ভবতি তদ্বদিতি। ন কেবলমেতাবদেব, কিন্তু তেষামসুতৃপযোগিনামিন্দ্রিয়তর্পণপরাণাং যোগচ্ছদ্মনামুভয়তোঽপ্যসুখম্ ইহামুত্র চ দুঃখমেব তত্রৈহিকং দুঃখমাহুঃ—অনপগতোঽনিবৃত্তোযোঽন্তকস্তস্মাৎ। লোকারাধনাদিক্লেশধনার্জ্জনাদিক্লেশবিষয়ভোগাচ্ছাদনাদিক্লেশ-রূপমৃত্যুত্রিতয়াৎ প্রাপ্তাদিত্যর্থঃ। পারত্রিকং দুঃখমাহুঃ,—ন অধিরূঢ়ং পদং স্বরূপং যস্য তথাভূতাৎ ভবতঃ সকাশাৎ যৎ দুঃখং তৎ ত্বৎস্বরূপপ্রাপ্ত্যভাবাৎ। প্রত্যুত ত্বদ্দত্তনরকযাতনাতিশয়াচ্চেত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতয়ঃ—"কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র" ইত্যাদ্যাঃ। মন্যমানঃ মননপরায়ণোঽপি যতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে তিনটি শ্লোকদ্বারা গৃহসমূহের পুরুষসারহরত্ব প্রতিপাদিত হইল। তন্মধ্যে যে ঋষিগণ বলিয়াছেন, তাহারা দ্বিবিধ নির্গুণ-ব্রহ্ম উপাসক জ্ঞানীগণ ও সগুণ-ব্রহ্ম উপাসক ভক্তগণ। তাহারা যদি গর্ব্বহীন হইয়া সদাচার সম্পন্ন হন তাহা হইলে তাহারা উভয়েই কৃতার্থ হন। কিন্তু যদি দুরাচার গ্রস্ত হন, তখন তাহাদের কি গতি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন দুইটি শ্লোকদ্বারা—হে ভগবন্! সন্ন্যাসী নির্গুণ-ব্রহ্ম-উপাসকগণ, হৃদয়স্থিত কামজটা অর্থাৎ কামনার মূলসমূহ বাসনা যদি না উৎপাটন করেন তখন তাহাদের সেই অসৎগণের হৃদয়ে হে ভগবান! আপনি থাকিলেও দুষ্প্রাপ্য হন, কিরূপে? বিস্মৃত কণ্ঠমণির ন্যায়, কণ্ঠমণি যেমন কণ্ঠে থাকিয়াও যদি স্মরণ না হয় সেইরূপ। কেবল তাহাই নহে, কিন্তু তাহাদের ইন্দ্রিয় তর্পণ পরায়ণ

যোগীগণের যোগচ্ছদ্ম, উভয়দিক্ হইতেই সুখহীন ইহলোকে দুঃখই পরলোকেও দুঃখ বলিতেছেন—মৃত্যু না যাওয়ায় মৃত্যু হইতে দুঃখ, লোকগণের আরাধনা ক্লেশ, ধনউপার্জ্জনাদি ক্লেশ, বিষয় আচ্ছাদনাদি ক্লেশ—এই তিন প্রকার মৃত্যুই প্রাপ্ত হইতে হয়। পরলোকে দুঃখ বলিতেছেন জীবের নিজস্বরূপ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার নিকট হইতে যে দুঃখ আপনার স্বরূপ প্রাপ্তি অভাবে যে দুঃখ। বস্তুত তোমার দত্ত নরকযাতনা হইতে অতি দুঃখ। এই বিষয়ে শ্রুতিগণ প্রমাণ, যাহারা কামনা বাসনা প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করে সেই ব্যক্তি কামনা সহিত জন্মলাভ করিয়া সেই সেই জন্মে দুঃখ ভোগ করে। মন্যমান্ অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইলেও মনে বাসনা থাকার জন্য দুঃখ ভোগ করে ॥ ৩৯ ॥

ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থশুভাশুভয়ো-
র্গুণবিগুণান্বয়াংস্তর্হি দেহভৃতাঞ্চ গিরঃ।
অনুযুগমন্বহং সগুণগীতপরম্পরয়া
শ্রবণভৃতো যতস্ত্বমপবর্গগতির্মনুজৈঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সগুণ, (হে ষড়্গুণৈশ্বর্য্যযুক্ত) ত্বদবগমী (ত্বয়ি মগ্নমনাঃ) ভবদুত্থশুভাশুভয়োঃ (ভবতঃ কর্ম্মফলদাতুরীশ্বরাদ্ধেতোরুত্থয়োঃ আবির্ভূতয়োঃ শুভাশুভয়োঃ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মণোঃ ফলভূতান্) গুণবিগুণান্বয়ান্ (গুণদোষসম্বন্ধান্) ন বেত্তি (নানুসন্ধত্তে) তর্হি (তদানীঞ্চ) দেহভৃতাং (দেহাভিমানিনাং) গিরঃ (বিধিনিষেধলক্ষণাশ্চ ন বেত্তি বিগতদেহাভিমানতয়া কার্য্যাকার্য্যবোধাভাবাৎ ন নিযুজ্যত ইত্যর্থঃ) যতঃ (যস্মাৎ) মনুজৈঃ অন্বহং (প্রতিদিনম্) অনুযুগমং গীতপরম্পরয়া (প্রতিযুগং যা গীতপরম্পরা উপদেশসন্ততিরূপা তয়া) শ্রবণভৃতঃ (কর্ণয়োঃ ধৃতঃ) ত্বং (তেষাম্) অপবর্গগতিঃ (অপবর্গরূপা গতির্ভবসি এতদুক্তং ভবতি,—যে তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানিনো ন তেষাং কর্ম্মাধিকারশঙ্কাপি; যে চ অনবরতং ত্বৎকথাশ্রবণাদিনিষ্ঠাস্তেষামপ্যাসন্নভবৎপদানাং বিধিনিষেধবাধঃ ইতরেষাস্তু যোগচ্ছদ্মনা ইন্দ্রিয়লালসানামুভয়তোঽপ্যসুখমিতি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্, আপনাতে মগ্নচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ম্মফলদাতা আপনার নিকট হইতে জাত অর্থাৎ আপনার সৃষ্ট পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মের ফলভূত গুণ-দোষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন না এবং তাঁহাদের দেহাভিমান বিগত হওয়ায় দেহাভিমানিগণের কথিত বিধিনিষেধপর বাক্যসকলেরও বহুমানন করেন না। যেহেতু যুগে যুগে সতত আপনার কথাগানকারী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আপনার গুণসূচক কথা শ্রবণে ধারণ দ্বারা তাঁহারা অপবর্গগতি আপনারই আশ্রয় লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—যে তু ঋষয়ো ভক্তাঃ দুরাচারাস্তে যতয় ইব নোভয়লোকভ্রষ্টাঃ, কিন্তু কৃতার্থা এবেত্যাহুঃ—ত্বদবগমী ত্বাং ভজনীয়ত্বেনাবগন্তুং শীলং যস্য স ভবদুত্থশুভাশুভয়োর্গুণবিগুণান্বয়ান্ন বেত্তি "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইতি শ্রুতের্ভক্তস্য ভজনে সত্যেব নৈষ্কর্ম্ম্যে জাতেঽপি যে শুভাশুভে দৃশ্যেতে তে খলু ন কর্ম্মফলে, কিন্তু ভবদুত্থে এব স্বভক্তিযোগস্য রহস্যত্বরক্ষণার্থং বহির্ম্মুখমতোৎখাতাভাবার্থঞ্চ ভক্তৌৎকণ্ঠ্যবর্দ্ধনার্থং বা ভবতৈব কল্পিতে, স্বভক্ত্যপরাধফলে এব বা তে ভবতা কর্ম্মফলে ইব দর্শিতে ইতি ভাবঃ। তয়োর্গুণবিগুণান্বয়ান্ গুণদোষসম্বন্ধান্ ন বেত্তি, অয়ং ভক্তো দয়ালুঃ ক্ষমাশীলো বদান্য ইত্যাদিগুণানামন্বয়ান্ অয়ং ভক্তো বিষয়াসক্তো ধনলুব্ধো দম্ভীত্যাদিদোষাণামপ্যন্বয়াংশ্চ লোকৈরুক্তান্ স্বস্মিন্ন জানাতি নাধিকমনুসন্ধত্তে ইত্যর্থঃ। তর্হি তস্মিংস্তস্মিন্ সময়ে দেহভৃতাং মনুষ্যাণামুত্তমাধমানাং গিরশ্চ স্তুতিনিন্দাবতীর্বাচশ্চ নানুসন্ধত্তে। মামমী জনা মিথ্যাগুণদৃষ্ট্যৈব স্তুবন্তি চেৎ স্তুবন্তু। মামমী জনা বিষয়াসক্ত্যাদীন্ ময়ি সত্যানেব দৃষ্ট্বা নিন্দন্তি চেদেতদুচিতমেব নিন্দন্ত্বিতি মনসি বিমৃশন্তীতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ অনুযুগং যুগে যুগে অবতীর্ণস্য ভবেত্যর্থঃ। অন্বহমহন্যহনি মনুজৈর্যা সগুণস্যাপ্রাকৃতগুণসিন্ধোস্তব গীতিপরম্পরা তাদৃশনামগুণসঙ্কীর্ত্তনপ্রবাহস্তয়া ত্বং শ্রবণভৃতঃ তৎকর্ণয়োঃ পরিপূর্ণঃ সন্ অপবর্গগতিঃ পঞ্চমস্কন্ধগদ্যদৃষ্ট্যা প্রেমভক্তিপ্রদঃ অপকৃষ্টা বর্গাশ্চত্বারোঽপি যতস্তথাভূতা বা গতির্ভবসীত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতয়ঃ—"তৈরহং পূজনীয়ো বৈ ভদ্রকৃষ্ণনিবাসিভিঃ। তদ্ধর্ম্মগতিহীনা যে

তস্যাং ময়ি পরায়ণাঃ ।। কলিনা গ্রসিতা যে বৈ তেষাং তস্যামবস্থিতিঃ। যথা ত্বং সহ পুত্রৈশ্চ যথা রুদ্রো গণৈঃ সহ। যথা শ্রিয়াভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ" ইতি শ্রীগোপালতাপন্যঃ। তদ্ধর্ম্মগতিহীনা ইতি কলিনা গ্রস্তা ইতি দুরাচারত্বব্যঞ্জকং তস্যাং মথুরায়াং তদেবং দুরাচারত্বে সতি দ্বয়োরুপাসকয়োর্মধ্যে "যস্ত্বসংযতষড়্‌বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি। সুরানামাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা। অবিপক্বকষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে" ইতি। ভগবতা যতিনিন্দিতঃ —"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ।।" ইতি স্বভক্তোঽভিনন্দিতো যথা তথৈব স্বস্তবান্তে শ্রুতিভিরপি তদনুবর্ত্তিনীভিঃ সমবাদীতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৪০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে ঋষিগণ ভক্ত, অথচ দুরাচার, তাহারা যতিগণের ন্যায় উভয়লোক ভ্রষ্ট নহে, কিন্তু কৃতার্থই। আপনাকে ভজনীয়রূপে জানিতে চেষ্টাশীল, তাহারা আপনা হইতে জাত শুভ ও অশুভ তাহার গুণ ও অগুণ জানিতে পারে না। প্রমাণ যথা শ্রীকৃষ্ণের ভজনই ভক্তি, ইহ ও পরলোকে উপাধি রূপ বাসনারহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণেই মননিবেশ করেন, নিষ্কর্ম্ম ভাব—ইহা গোপাল তাপনী শ্রুতি। ভক্তের ভজন থাকিলেই নিষ্কর্ম্ম আপনা হইতেই হয়, শুভ ও অশুভ যাহা দেখা যায়, তাহা কিন্তু কর্ম্মফল নহে, কিন্তু ভগবৎ প্রদত্তই, নিজ ভক্তিযোগের রহস্য লুকাইয়া রাখিবার জন্য এবং বহির্ম্মুখ মতও এই জগতে থাকুক, ভক্তগণের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের জন্য, অথবা ভগবৎ কর্ত্তৃক কল্পিত নিজ ভক্তির অপরাধ ফলেই ঐগুলি কর্ম্মফলের ন্যায় আপনি দেখাইয়া থাকেন, ইহাই ভাবার্থ। ঐ শুভ হইতে গুণ অশুভ হইতে দোষ সম্বন্ধ ঐ ভক্ত জানিতে পারে না। ঐ ভক্ত দয়ালু ক্ষমাশীল বদান্য ইত্যাদি গুণ সমূহ যুক্ত, এই ভক্ত বিষয়াসক্ত ধনলুব্ধ দম্ভযুক্ত এই সকল দোষের কথা লোকে বলিলেও নিজে জানে না, অধিক অনুসন্ধানও করে না। তাহা হইলে তাহাতে তাহাতে সময়ে দেহধারী মনুষ্যগণের উত্তম অধম ব্যক্তিগণের স্তুতি নিন্দারূপ বাক্যসমূহও অনুসন্ধান করেন না। আমাকে এই জনগণ মিথ্যা গুণ দেখিয়াই স্তব করিতেছে করুক। এই সকল লোক বিষয়াসক্তি আদি আমাতে দেখিয়া দুষ্টগণ আমাকে নিন্দা করিতেছে, যদি ইহা উচিৎ হয় নিন্দা করুক—এইরূপ মনে বিচার করিতেছেন। ইহার কারণ প্রতিযুগে অবতীর্ণ, আপনার প্রতিদিন মনুষ্যগণের যে সগুণ অপ্রাকৃত গুণসিন্ধু, আপনার ঐরূপ নাম গুণ সংকীর্ত্তন প্রবাহ তাহাতে আপনি তাহাদের কর্ণদ্বয় পরিপূর্ণ করিয়া আছেন, অপবর্গগতি! পঞ্চম স্কন্ধ গদ্য অনুসারে প্রেমভক্তিপ্রদ! অপকৃষ্ট চতুবর্গ যাহা হইতে লাভ হয় আপনি সেই হন।

এস্থলে শ্রুতি প্রমাণ সমূহ 'ভক্তগণ কর্ত্তৃক আমি পূজনীয় হই ভদ্রকৃষ্ণ নিবাসীগণ কর্ত্তৃক সেই ধর্ম্মগতি হীন যাহারা তাহাতে আমা পরায়ণ ভক্তগণ। যাহারা কলিদ্বারাগ্রস্ত তাহাদের সেস্থলে অবস্থিতি। যথা— যেমন তুমি পুত্রগণের সহিত, যেমন রুদ্রগণের সহিত, যেমন লক্ষ্মীগণের সহিত, আমি সেইরূপ আমার প্রিয় ভক্তগণের সহিত অবস্থান করি। ইহা গোপাল তাপনী শ্রুতি। ভগবৎ ধর্ম্মগতিহীন কলিগ্রস্তজন ইহা দুরাচারার্থবোধক সেই মথুরাতে ঐরূপ দুরাচার থাকিবে দুই উপাসকের মধ্যে যাহারা ষড়বর্গ কাম ক্রোধাদি জয় করিতে না পারিয়া প্রচণ্ড ইন্দ্রিয় সারথি, জ্ঞান বৈরাগ্যহীন ত্রিদণ্ড উপজীবি দেবগণকে আত্মস্থিত লুক্কায়িত রাখে আমাকেও ধর্ম্মহীনগণ লুকাইয়া রাখে, অবিপক্ক কষায়গণ এইলোক ও পরলোক হইতে বিযুক্ত। ভগবান যতিগণকে নিন্দা করিয়াছেন সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে অনন্যভাবে ভজন করে তিনিই সাধু, তাহাকে সম্মান করিবে, তিনিই পরিপূর্ণরূপে নিষ্ঠাবান—এইভাবে নিজভক্তকে প্রশংসা করিয়াছেন। সেইরূপ নিজ স্তবের অন্তে শ্রুতিগণ কর্ত্তৃকও সাধুগণের অনুগামী শ্রুতিগণও ঐরূপ বলিয়াছেন ।। ৪০ ।।

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ।। ৪১ ।।

অন্বয়ঃ—(হে ভগবন্,) যদন্তরা (যস্য তব

অন্তরা এক রোমকূপমধ্যে) ননু (অহো) সাবরণাঃ (উত্তরোত্তরং দশগুণসপ্তাবরণযুক্তাঃ) অণ্ডনিচয়াঃ (ব্রহ্মাণ্ডসমূহাঃ) যে (আকাশে) রজাংসি (ধূলিকণাঃ) ইব বয়সা (কালচক্রেণ) সহ (একদৈব ন তু পর্য্যায়েণ) বান্তি (পরিভ্রমন্তি) অনন্ততয়া (অন্তাভাবেন তস্য) তে (তব) অন্তম্ (অবধিং) দ্যুপতয়ঃ (স্বর্গাদিলোকপতয়ো ব্রহ্মাদয়ঃ) এব ন যযুঃ (ন প্রাপুঃ, যদন্তবদ্বস্তু তৎ কিমপি ত্বং ন ভবসি, কিঞ্চ) ত্বম্ অপি (আত্মনোঽন্তং ন যাসি) যৎ (যস্মাৎ) হি (এবমতঃ) ভবন্নিধনাঃ (ভবতি ত্বয়ি নিধনং সমাপ্তির্যাসাং তাস্তথাভূতাঃ) শ্রুতয়ঃ অতন্নিরসনেন (অস্থূলমনণ্বিত্যাদিক্রমেণ নিষেধমুখেনৈব) ত্বয়ি ফলন্তি (তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা পর্য্যবস্যন্তি, নতু সাক্ষাদ্‌বদন্তি অয়মেতাবানিতি, সগুণস্য গুণানন্ত্যান্নির্গুণস্য চাগোচরত্বাৎ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনার প্রতি লোমকূপে উত্তরোত্তর দশগুণবিশিষ্ট সপ্তাবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ আকাশে ধূলিকণার ন্যায় এককালে কালচক্রের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছে। আপনার অনন্তত্বহেতু ব্রহ্মাদি লোকপালগণও আপনার সীমা অবগত হন নাই, আপনিও আপনার সীমা অবগত হইতে পারেন না। অতএব আপনার মধ্যে যাহাদের লয় হয়, তাদৃশ শ্রুতিগণ কেবলমাত্র "অস্থূল অনণু" ইত্যাদি নিষেধক্রমে তাৎপর্য্য-বৃত্তিদ্বারাই আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, পরন্তু "ইহা এইরূপ" এতাদৃশ সাক্ষাদ্‌ভাবে আপনাকে প্রতিপাদন করিতে পারেন না ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং সচ্চিদানন্দমহাসমুদ্রস্য পরমেশ্বরস্য স্তুতিমিষেণ তত্ত্বং নিরূপয়িতুং প্রবৃত্তাঃ শ্রুতয়ঃ ইয়ত্তামপ্রাপ্য পরাবৃত্তাস্তত্র স্বসামর্থ্যমভিব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ স্তুতিমুপসংহরন্তি,—দ্যুপতয় ইতি। স্বর্গাদিলোকপতয়ো ব্রহ্মাদ্যা অপি তে তবান্তং ন যযুঃ ন প্রাপুঃ। তত্র বয়ং কাঃ ননু, যূয়ং তেভ্যঃ সকাশাদপি সূক্ষ্মদর্শিন্যোঽন্তং প্রাপ্স্যথ মা বিরমত তত্রাহঃ,—ত্বমপি তবান্তং ন যাসি আসতাং দূরে তাবদন্যে ইতি ভাবঃ। কুতস্তর্হি সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিতা বা তত্রাহুঃ,—অনন্ততয়া অন্তাভাবেন নহি শশবিষাণাজ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞ্যং তদপ্রাপ্তির্বা শক্তিবৈভবং বিহন্তি অনন্তত্বমেবাহুঃ,—যদন্তরেতি। যস্য তব অন্তরা মধ্যে ননু, অহো সাবরণা উত্তরোত্তরং দশগুণসপ্তাবরণযুক্তা অণ্ডনিচয়া ব্রহ্মাণ্ডসমূহা বান্তি পরিভ্রমন্তি বয়সা কালচক্রেণ খে রজাংসীব সহ একদৈব ন তু পর্য্যায়েণ যদ্‌যস্মাদেবং তস্মাৎ ত্বয়ি বিষয়ে শ্রুতয়োঽস্মদাদ্যাঃ ফলন্তি ত্বাং স্ববিষয়ীকৃত্য সফলা ভবন্তি। ত্বত্তত্ত্বনিরূপণাসামর্থ্যেঽপি শ্রুতয়ঃ খলু ভগবদ্বিষয়িন্য ইতি প্রথয়ৈবাস্মাকং সাফল্যমভূদিতি ভাবঃ। কথমেবমতিবিষণ্ণা ভবথেতি তত্রাহুঃ,—অতন্নিরসনেন ভবন্নিধনা ইতি। ব্রহ্মতত্ত্ব-পরমাত্মতত্ত্ব-ভগবত্তত্ত্বানি সমাসেনোক্ত্বা পুনর্ব্যাসেন বিবরীতব্যানাং তেষাং মধ্যে যদ্ব্রহ্ম তস্মিংস্তৎপদার্থে প্রথমং নিরূপয়িতব্যে আদাবতন্নিরসনং কার্য্যম্। তত্র এতৎপদার্থো মায়া মায়িকবস্তূনি চেত্যত্রাপ্যভ্যাপতন্তো নানাবাদাঃ সমাহিতা এব যথা মণিক্ষেত্রে মৃৎপাষাণজলাদিষু দূরীকৃতেষ্বেব মণিলাভস্তথৈবাতৎপদার্থেষু দূরীকৃতেষ্বেব ব্রহ্মলাভঃ অতোঽত্র মায়িকবস্তূনাং নিরসনেনৈব ভবৎ বর্ত্তমানং নিধনং মরণং যাসাং তাঃ বয়ং সৃষ্টিকালমারভ্য প্রলয়কালপর্য্যন্তমপি অতদ্বস্তূনাং স্থাবরজঙ্গমানাং প্রত্যেকং জাতি-ব্যক্তি-গুণ-কর্ম্মণামেতাবতী সংখ্যেতি গণয়িতুমপ্যশক্যত্বাত্তন্নিরসনানন্তরং ব্রহ্মপরমাত্মভগবত্ত্বানি ততোঽপ্যতিদুর্গমানি ততোঽপ্যনন্তানি কথং বিবৃত্য নিরূপয়িতুং প্রভবেমেতি ভাবঃ। তস্মাৎ যদি ত্বৎকৃপাং বয়ং লভেমহি অন্যো বা কশ্চনাপি লভেত তদৈব দুর্গমমপি তত্ত্বং সুগমং ভবেদিতি প্রথম এব শ্লোকে "অখিলশক্ত্যববোধকতে" ইতি তদনন্তরমপি তব পরি যে চরন্তীত্যত্র নৃষু তব মায়য়েত্যত্রাপি বুদ্ধীন্দ্রিয়েত্যত্রাপি ব্যঞ্জিতমেব। অত্রাতন্নিরসনে শ্রুতয়ঃ "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায্বাকাশমসঙ্গ-মরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমসুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যম্" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে সচ্চিদানন্দ মহাসমুদ্র পরমেশ্বরের স্তুতিচ্ছলে তত্ত্বনিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রুতিগণ সীমাপ্রাপ্ত না হইয়া ফিরিয়া আসিয়া ঐ বিষয়ে নিজসামর্থ্য প্রকাশ করিয়া স্তুতি শেষ করিতেছেন— স্বর্গাদি লোকপতিগণ ব্রহ্মা আদিও আপনার অন্তঃ প্রাপ্ত হন নাই। সে বিষয়ে আমরা অতিতুচ্ছ, যদি বল তোমরা ব্রহ্মাদি হইতেও সূক্ষ্ম-

দর্শিনীগণ আমার স্তুতির অন্তঃ পাইবে, খেদ করিও-না ও বিরত হইও না। তাহার উত্তরে শ্রুতিগণ বলিতেছেন—আপনিও জানেন না, অন্যের কথা দূরে থাকুক। তাহা হইলে আমার সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিতা কোথায়? তাহার উত্তরে বলি অনন্তরূপে অন্তঅভাব-হেতু, শশকের শৃঙ্গ না জানার জন্য, সর্ব্বজ্ঞতার হানি হয় না শশ শৃঙ্গ না পাওয়ার জন্যও সর্ব্বজ্ঞতার হানি হয় না। শক্তি বৈভব দুরগম অনন্তত্বই বলিতেছেন —যে আপনার মধ্যে, যদি বল, অহো! আবরণসহ পর পর দশগুণ সাতটি আবরণযুক্ত এই ব্রহ্মাণ্ডসমূহ যার কালচক্রের দ্বারা পরিভ্রমণ করিতেছে ধূলিকণা সমূহের ন্যায় একইকালে পর্য্যায়রূপে নহে, যাহা হইতে এইরূপ সেই আপনাতে শ্রুতিগণ আমরা আপনাকে নিজ বিষয় করিয়া সফলা হইতেছি। আপনার তত্ত্ব নিরূপণে অসামর্থ্য হইলেও শ্রুতিগণ নিশ্চয়ই ভগবৎ বিষয়িণী ইহা প্রথমেই আমাদের সাফল্য হইয়াছে। এইভাবে অতি বিষন্ন কেনই বা হইয়াছ? তাহার উত্তরে বলি—আপনি ভিন্ন বস্তু সকলকে নিরসন করিতে করিতে আপনাতেই আশ্রয় লইয়াছি। ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবৎতত্ত্বসমূহ সংক্ষেপে বলিয়া পুনঃরায় বিস্তৃতরূপে বলিবার জন্য তাহাদের মধ্যে যে ব্রহ্ম তাহাতে তৎপদার্থের প্রথম নিরূপণের বিষয় হইলে প্রথমে অব্রহ্ম বিষয়ক পদার্থের নিরসন কর্ত্তব্য, সেই বিষয়ে এইসকল পদার্থ মায়া মায়িক বস্তুতে আগত অন্যান্য বিষয় নানা বাদসমূহ সমাধান করিয়া, যেমন মণিক্ষেত্রে মৃত্তিকা পাষাণ জলাদির মধ্যে ঐ সকলকে দূরে সরাইয়া মণি লাভ করা অতি কঠিন, সেইরূপ তৎপদার্থের মধ্যে নানা বিষয় ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলাভ, অতঃপর এইস্থলে মায়িক বস্তুগণের নিরসন দ্বারাই আপনার বর্ত্তমান আশ্রয় যাহাদের সেই আমরা সৃষ্টিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্তও স্থাবর জঙ্গমাদি প্রত্যেক অতদ্‌বস্তু, জাতি ব্যক্তি গুণ কর্ম্ম সমূহের এত এত সংখ্যা গণনা করিতে অসক্ত হইলেও তাহা নিরসন করিবার পর ব্রহ্ম পরমাত্ম ভগবৎ তত্ত্বসমূহ তাহা হইতেও অতিদুর্গম, তাহা হইতেও অনন্তগুণ বিস্তার-রূপে নিরূপণ করিতে কে পারিবে? ইহাই ভাবার্থ। অতএব যদি আপনার কৃপায় আমরা লাভ করি, অন্য বা কেহ লাভ করে, তখনই দুর্গম হইলেও তাহা সুগম হইবে। প্রথম শ্লোকে 'অখিলশক্তির অববোধক', তৎপরে আপনার পরিচর্য্যারত মনুষ্যগণে আপনার মায়াদ্বারা ইত্যাদি বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ইহাতেও প্রকাশিত হন, এস্থলে অতৎ নিরসনে শ্রুতিগণ প্রমাণ যথা—অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, আলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়ে, অতম্, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অশ্রোত্র, অগমন, অতেজস্ক, অপ্রাণ, অসুখ, অমাত্র, অনন্তর, অবাহ্য, ইত্যাদি ॥ ৪১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ইত্যেতদ্‌ব্রহ্মণঃ পুত্রা আশ্রুত্যাত্মানুশাসনম্।
সনন্দনমথানর্চ্চুঃ সিদ্ধা জ্ঞাত্বাত্মনো গতিম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(শ্রীনারায়ণঋষি-রুবাচ) ব্রহ্মাঃ পুত্রাঃ (জনলোকস্থা মুনয়ঃ) ইতি (এবং ক্রমেণ) এতৎ আত্মানুশাসনম্ (আত্মতত্ত্বোপ-দেশম্) আশ্রুত্য (সম্যক্ শ্রুত্বা) আত্মনঃ গতিং (জ্ঞানঞ্চ) জ্ঞাত্বা (লব্ধ্বা) সিদ্ধাঃ (পূর্ণমনোরথাঃ সন্তঃ) অথ (অনন্তরং) সনন্দনম্ আনর্চ্চঃ (পূজয়া-মাসুঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারায়ণঋষি বলিলেন,—হে নারদ, জনলোকস্থিত মুনিগণ তৎকালে এইরূপে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ এবং আত্মজ্ঞান লাভপূর্ব্বক পূর্ণমনোরথ হইয়া সনন্দকে পূজা করিয়াছিলেন ॥৪২

বিশ্বনাথ—ইত্যেতদষ্টাবিংশত্যা বেদস্তবশ্লোকৈ-র্বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণানিতি ব্রহ্মোপনিষদ্বিবরণময়মাত্মানু-শাসনম্ আত্মনঃ স্বস্য গতিং প্রাপ্য ভগবৎপ্রেমাণম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে এই অষ্টাবিংশতি 'বেদস্তব' শ্লোকসমূহদ্বারা 'বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন প্রাণ' ইত্যাদি ব্রহ্ম উপনিষদ্ বিবরণময় আত্ম-রনুশাসন অর্থাৎ আত্মার প্রাপ্য ভগবৎ প্রেমকে লাভ করিয়া, জনলোকবাসী মুনিগণ পূর্ণমনোরথ হইয়া সনন্দনকে পূজা করিয়াছিলেন—ইহা শ্রীনারায়ণঋষি শ্রীনারদকে বলিলেন ॥ ৪২ ॥

ইত্যশেষসমাম্নায়পুরাণোপনিষদ্রসঃ ।
সমুদ্ধৃতঃ পূর্ব্বজাতৈর্ব্যোমযানৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—ব্যোমযানৈঃ (ব্যোমবিহারিভিঃ) পূর্ব্বজাতৈঃ (পুরাতনৈঃ) মহাত্মভিঃ (পূজ্যতমৈর্মুনিভিঃ) ইতি (এবং রূপেণ) অশেষসমাম্নায়পুরাণোপনিষদ্‌রসঃ (সর্ব্বশ্রুতিপুরাণরহস্যতাৎপর্য্যভূতমাত্মজ্ঞানং) সমুদ্ধৃতঃ (সংগৃহীতঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—আকাশচারী প্রাচীন পূজ্যতম মুনিগণ এইরূপে নিখিল শ্রুতি ও পুরাণসমূহের রহস্যের তাৎপর্য্যভূত আত্মজ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

ত্বঞ্চৈতদ্‌ব্রহ্মদায়াদ শ্রদ্ধয়াত্মানুশাসনম্ ।
ধারয়ংশ্চর গাং কামং কামানাং ভর্জ্জনং নৃণাম্ ॥৪৪

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মদায়াদ, (ব্রহ্মৈব দায়মিবাযত্নপ্রাপ্যমতি সেবতে ইতি তথা, কিম্বা হে ব্রহ্মপুত্র, নারদ,) ত্বং চ (ত্বমপি) শ্রদ্ধয়া (ভক্ত্যা) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) কামানাং (বিষয়রাগাণাং) ভর্জ্জনং (বিনাশনম্) এতৎ আত্মানুশাসনং (পরমাত্মোপদেশং) ধারয়ন্ কামং (স্বেচ্ছাবিহারং) গাং (পৃথিবীং) চর (বিচর) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে নারদ, তুমিও ভক্তির সহিত মনুষ্যগণের বিষয়রাগ-বিনাশক এই পরমাত্মোপদেশ ধারণপূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে পর্য্যটন কর ॥৪৪॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মদায়াদ ব্রহ্মাত্মজ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মদায়াদ অর্থাৎ হে ব্রহ্মপুত্র ! শ্রীনারদ ! তুমিও ভক্তির সহিত মনুষ্যগণের বিষয়ে অনুরাগ বিনাশক এই পরমাত্ম উপদেশ ধারণপূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে পর্য্যটন কর ॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং স ঋষিণাদিষ্টং গৃহীত্বা শ্রদ্ধয়াত্মবান্ ।
পূর্ণঃ শ্রুতধরো রাজন্নাহ বীরব্রতো মুনিঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্ আত্মবান্ (প্রশস্তচিত্তঃ) পূর্ণঃ (কৃতকৃত্যঃ) বীরব্রতঃ (নৈষ্ঠিকঃ) সঃ মুনিঃ (নারদঃ) শ্রুতধরঃ (শ্রুতার্থধারণশীলঃ) ঋষিণা (নারায়ণেন) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) আদিষ্টম্ (উপদিষ্টমাত্মতত্ত্বোপদেশং) শ্রদ্ধয়া গৃহীত্বা আহ (উক্তবান্) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, তখন উদারমতি, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কৃতকৃত্য শ্রুতবিষয়ের ধারণপূর্ব্বক নারদ মুনি নারায়ণঋষির পূর্ব্বোক্তরূপে আদিষ্ট আত্মতত্ত্বোপদেশসমূহ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া বলিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রুতধরঃ শ্রুতমর্থং মনসি ধারয়ন্ বীরব্রতঃ বীরস্যেব ব্রতং প্রতিজ্ঞা যস্য সঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্ ! উদারমতি শ্রুতধর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কৃতকৃত্য নারদমুনি বীরব্রত অর্থাৎ বীরের ন্যায় প্রতিজ্ঞা যাঁহার সেই নারদ নারায়ণ ঋষির উপদিষ্ট তত্ত্বসমূহ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া বলিলেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্ত্তয়ে ।
যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—যঃ সর্ব্বভূতানাম্ অভবায় (সংসারনিবৃত্ত্যর্থম্) উশতীঃ (জগন্মঙ্গলাঃ) কলাঃ (রূপাণি) ধত্তে (ধৃত্বা ভূতলমবতরতি) অমলকীর্ত্তয়ে (পুণ্যশ্লোকায়) ভগবতে তস্মৈ কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ বলিলেন,—যিনি সর্ব্বভূতের সংসারনিবৃত্তির জন্য জগন্মঙ্গলপ্রদ রূপসমূহ ধারণ করেন, সেই পুণ্যশ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—বেদস্তুত্যর্থতাৎপর্য্যং নির্দ্ধার্য্য সপ্রতিজ্ঞমেব শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষমভিব্যঞ্জয়তি—নমস্তস্মৈ ইতি । অত্র মার্গেষু জ্ঞানযোগভক্তিষু মধ্যে ভক্তিরেব শ্রেষ্ঠা, উপাসকেষু জ্ঞানিপ্রভৃতিষু ভক্ত এব শ্রেষ্ঠঃ । উপাস্যেষু ব্রহ্মস্বরূপাদিষু ভগবানেব শ্রেষ্ঠ ইতি সকলশ্রুতিবাক্যৈরেব নির্দ্ধারিতং ভগবত্যপি সদসতঃ পরং "ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতম্" ইতি "স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ড" ইতি বাক্যাভ্যাং কৃষ্ণ এব শ্রেষ্ঠো নিশ্চিত ইত্যভিজ্ঞায়ৈব সাক্ষাদপরোক্ষস্য শ্রীনারায়ণস্যাগ্রেঽপি নমস্তুভ্যং নারায়ণায়েত্যপ্রযুজ্য

নমস্তস্মৈ কৃষ্ণায়েত্যুচ্চৈরুচ্চারয়ামাস। অমলা অসুরেভ্যোঽপি মোক্ষপ্রদত্বাদবিদ্যামালিন্যনিবর্ত্তিকা কীর্ত্তিরেব যস্য তস্মৈ। ননু, কিং তমেব নমস্করোষি পুরঃসন্তং শ্রীনারায়ণং স্বগুরুং মামেব ন প্রণমসি তত্রাহ,—ব ইতি। অভবায় ভবনিবৃত্তয়ে উশতীঃ কমনীয়াঃ কলাঃ ভবদ্বিধানবতারান্ ধত্তে ইতি। তন্নমস্কারেণৈব তন্নমস্কারোঽপ্যভূদিতি ভাবঃ। শ্লোকোঽয়মশেষসমাম্নায়পুরাণোপনিষৎ-সমুদ্রমথনোত্থবেদস্তবামৃতাদপি সারভূত আকৃষ্টঃ শ্রীনারদেন। তথাচ শ্রুতিঃ "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েত্তং ভজেত্তং যজেদিতি,—ওঁ তৎ সৎ" ইতি শ্রীগোপালতাপনী ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বেদস্তুতির অর্থ অর্থাৎ তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞার সহিতই কৃষ্ণেরই সর্ব্ব উৎকর্ষ প্রকাশ করিতেছেন, শ্রীনারদঋষি বলিতেছেন—এস্থলে জ্ঞান, যোগ, ভক্তির মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠা, উপাসকগণের জ্ঞানী প্রভৃতির মধ্যে ভক্তই শ্রেষ্ঠ, উপাস্য ব্রহ্মপরমাত্মা ও ভগবানের মধ্যে ভগবানই শ্রেষ্ঠ, এইসকল শ্রুতিবাক্যদ্বারা ভগবানেই সৎ ও অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ আপনি যাহা অবশেষ পরমসত্য, 'ব্রজদেবীগণ সর্পরাজ অনন্তের শরীরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগলে আসক্তচিত্ত' এই দুইটি বাক্যদ্বারা কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ এবং নিশ্চিত এই সাক্ষাৎভাবে শ্রীনারায়ণের অগ্রে ও নারায়ণকে নমস্কার না করিয়া 'সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি' এইভাবে উচ্চস্বরে প্রণাম করিলেন। অমলা অর্থাৎ অসুরগণকেও মোক্ষপ্রদান হেতু অবিদ্যা মালিন্য নিবর্ত্তিকা কীর্ত্তিই যাহার সেই কৃষ্ণকে নমস্কার।

যদি বল তাহাকে কেন নমস্কার করিতেছ? সম্মুখে বর্ত্তমান শ্রীনারায়ণ নিজগুরু আমাকেই কেন প্রণাম করিতেছ না? তাহার উত্তরে বলি অভবায় অর্থাৎ ভবসংসার নিবৃত্তির জন্য কমনীয় কলাসমূহ আপনার ন্যায় অবতার সমূহকে যিনি ধারণ করেন, তাঁহাকেই নমস্কার দ্বারাই আপনার নমস্কারও হইল। এই শ্লোক অশেষ বেদপুরাণ উপনিষদ্ সমুদ্রমন্থন হইতে উত্থিত বেদস্তবামৃত হইতে 'সারস্বরূপ' শ্রীনারদ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইল। ইহাতে শ্রুতি প্রমাণ—'অতএব কৃষ্ণই পরমদেব তাঁহাকে ধ্যান করিবে, তাহাকেই আস্বাদন করিবে, তাঁহাকে ভজন করিবে, তাহাকে পূজন করিবে, ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীগোপাল তাপনী ॥ ৪৬ ॥

ইত্যাদ্যমৃষিমানম্য তচ্ছিষ্যাংশ্চ মহাত্মনঃ।
ততোঽগাদাশ্রমং সাক্ষাৎপিতুর্দ্বৈপায়নস্য মে ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ—(নারদঃ) ইতি (এবম্) আদ্যং (সনাতনম্) ঋষিং (নারায়ণং তথা) মহাত্মনঃ (মহাপ্রভাবান্) তচ্ছিষ্যান্ চ (তস্য শিষ্যান্ চ) আনম্য (প্রণম্য) ততঃ (অস্মাৎ স্থানাৎ) মে (মম) সাক্ষাৎ পিতুঃ (যোনিব্যবধানং বিনা জনকস্য) দ্বৈপায়নস্য (ব্যাসদেবস্য) আশ্রমম্ অগাৎ (গতবান্) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—নারদমুনি এইরূপে সনাতন নারায়ণঋষি এবং তদীয় মহাপ্রভাবশালী শিষ্যগণকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে, (যিনি আমাকে যোনি ব্যবধান ব্যতীত সাক্ষাদ্ভাবে উৎপাদিত করিয়াছেন সেই) মম জনক ব্যাসদেবের আশ্রমে গমন করিলেন ॥৪৭॥

বিশ্বনাথ—ইতি শব্দঃ প্রকারে সমাপ্তৌ বা। ইতি প্রকারেণৈব আদ্যম্ আনম্য আনতো ভূত্বা যদ্বা, ইতিকৃষ্ণপ্রণামসমাপ্তৌ বৃত্তায়াম্ আদ্যং তমৃষিমানম্য ততো নারায়ণাশ্রমাৎ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইতি শব্দ প্রকার অর্থে বা সমাপ্তি অর্থে। এই প্রকারেই আদ্যহরি শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ নমস্কার করিয়া অথবা এই কৃষ্ণপ্রণাম সমাপ্তি হইলেই আদ্য সেই ঋষিকেই প্রণাম করিয়া সেখান হইতে অর্থাৎ নারায়ণ আশ্রম হইতে ব্যাসদেবের আশ্রমে চলিয়া গেলেন ॥ ৪৭ ॥

সভাজিতো ভগবতা কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
তস্মৈ তদ্বর্ণয়ামাস নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র) ভগবতা (দ্বৈপায়নেন) সভাজিতঃ (সম্মানিতঃ) কৃতাসনপরিগ্রহঃ (আসনোপবিষ্টশ্চ সন্ সঃ) তস্মৈ (দ্বৈপায়নায়) নারায়ণমুখাৎ শ্রুতম্ (অবগতং) তৎ (আত্মজ্ঞায়ং) বর্ণয়ামাস (উপদিষ্টবান্) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—তিনি সেস্থানে ভগবান্ দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক সম্মানিত ও স্বয়ং আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নারায়ণমুখশ্রুত আত্মজ্ঞান বর্ণন করিলেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতা ব্যাসেন তস্মৈ ব্যাসায় ॥৪৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান ব্যাসদেব কর্ত্তৃক সম্মানিত ও স্বয়ং আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে নারায়ণ মুখ হইতে শ্রুত আত্মজ্ঞান বর্ণন করিলেন ॥ ৪৮ ॥

ইত্যেতদ্বর্ণিতং রাজন্ যন্ন প্রশ্নঃ কৃতস্ত্বয়া ।
যথা ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্য নির্গুণেঽপি মনশ্চরেৎ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, নির্গুণে (গুণাতীতে ততঃ) অনির্দ্দেশ্যে (সর্ব্বথা নির্দ্দেশাযোগ্যে) অপি ব্রহ্মণি মনঃ (চিত্তং) যথা চরেৎ (প্রবিশেৎ ইতি বিষয়ে) যৎ (যস্মাৎ) ত্বয়া নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রশ্নঃ (জিজ্ঞাসা) কৃতঃ (তস্মাৎ) ইতি (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) এতৎ (ইদং তত্ত্বং) বর্ণিতং (ময়া কথিতম্) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ব্রহ্ম নির্গুণ এবং সর্ব্বথা নির্দ্দেশের অযোগ্য হইলেও তাঁহাতে কিরূপে মন প্রবেশ করে, এ বিষয়ে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তদুত্তরে এই আখ্যান্ বর্ণিত হইল ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—যথা ভগবৎপ্রসাদোত্থভক্তিপ্রভাবেণেত্যর্থঃ ॥

যোঽস্যোৎপ্রেক্ষক আদিমধ্যনিধনে
যোঽব্যক্তজীবেশ্বরো
যঃ সৃষ্ট্বেদমনুপ্রবিশ্য ঋষিণা
চক্রে পুরঃ শাস্তি তাঃ ।
যং সম্পদ্য জহাত্যজামনুশয়ী
সুপ্তঃ কুলায়ং যথা
তং কৈবল্যনিরস্তযোনিমভয়ং
ধ্যায়েদজস্রং হরিম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে বেদস্তুতির্নাম সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অস্য (বিশ্বস্য) উৎপ্রেক্ষকঃ (অনুশায়িনাং জীবানাং সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধয়ে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদিপ্রাপণীয়মিত্যালোচকঃ সন্ অস্য) আদিমধ্যনিধনে (সৃষ্টিস্থিতিসংহারেষু বর্ত্ততে) যঃ অব্যক্তজীবেশ্বরঃ (কারণত্বেনাবগতয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরপি ঈশ্বরঃ কারণং ভবতি) যঃ ইদং (বিশ্বং) সৃষ্ট্বা ঋষিণা (যদর্থং সৃষ্টং তেন ঋষিণা জীবেন সহ) অনুপ্রবিশ্য (অনুপ্রবিষ্টঃ বিশ্বেষু প্রবিষ্টঃ সন্) পুরঃ (শরীরাণি তস্য ভোগায়তানি) চক্রে (কৃতবান্) তাঃ (পুরঃ) শাস্তি (তস্য ভোগং দদৎ পরিপালয়তি) যং সম্পদ্য (প্রাপ্য) অনুশয়ী (জীবঃ) সুপ্তঃ কুলায়ং যথা (যথা নিদ্রিতো স্বশরীরং ন পশ্যতি তথা সন্তমপি শরীরসম্বন্ধমপশ্যন্) অজাম্ (অবিদ্যাং কার্য্যকারণরূপাং) জহাতি (ত্যজতি) কৈবল্যনিরস্তযোনিং (কৈবল্যনাপ্রচ্যুতস্বরূপাবস্থানেন নিরস্তা তিরস্কৃতা যোনির্মূলকারণং মায়া যেন তম্) অভয়ং (ভয়নিবর্ত্তকং) তং হরিম্ অজস্রং (নিরন্তরং) ধ্যায়েৎ (চিন্তয়েৎ) ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—যিনি জীবগণের সর্ব্ববিধ পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি কার্য্যে নিমিত্তরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যিনি জগতের কারণরূপে অবগত প্রকৃতি এবং পুরুষেরও কারণস্বরূপ, যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া ভোক্তা জীবের সহিত তথায় প্রবেশপূর্ব্বক জীবভোগায়তন শরীরসমূহ রচনা করিয়াছেন এবং তাহার ভোগ সম্পাদনপূর্ব্বক উহার পালন করিতেছেন, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীব নিদ্রিত ব্যক্তির নিজ শরীরসম্বন্ধ অদর্শনের ন্যায় স্বকীয় শরীরসম্বন্ধ লক্ষ্য না করিয়া অবিদ্যাকে পরিত্যাগ করেন এবং যিনি স্বীয় অচ্যুতস্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক মূলকারণ মায়াকে তিরস্কার করিতেছেন, সেই ভয়হারী শ্রীহরিকে নিরন্তর ধ্যান করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—সমস্তবেদস্তুত্যর্থং সংগৃহ্যানুস্মারয়তি,—য এব অস্য বিশ্বস্য উৎপ্রেক্ষকঃ মষ্যনুশায়িনাং জীবানাং কর্ম্মিণাং কর্ম্ম প্রোদ্বোধ্য কর্ম্মফলস্য সাধ-

নার্থং ভোগার্থঞ্চ তথা জ্ঞানিনাং জ্ঞানফলস্য সাযুজ্যস্য সাধনার্থং তথা ভক্তানাং ভক্তিফলস্য প্রেমবৎ পারিষদত্বস্য সাধনার্থং বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকং সৃষ্ট্বা এবমেবং তত্র তত্র প্রেরয়িষ্যামীত্যালোচক ইত্যর্থঃ। ত্রৈকালিকীং সত্তামাহ,—অস্য বিশ্বস্যাদিমধ্যনিধনেষু য এব বর্ত্ততে ইতি বিশ্বসৃষ্টেঃ পূর্ব্বং বিশ্বমধ্যে বিশ্বনাশেঽপি যদুক্তং ভগবতৈব। "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥" ইতি। সর্ব্বকারণত্বং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বঞ্চাহ—যোঽব্যক্তেতি। সর্ব্বজগদিদং যন্ময়ং তয়োর্মায়া জীবয়োরপি য এবেশ্বরঃ কারণং নিয়ন্তা চ। তয়োস্তচ্ছক্তিত্বাচ্ছক্তীনাঞ্চ শক্তিমতোঽনন্যত্বাদব্যক্তজীবাবপি স এবেত্যতস্তস্যৈবোপাদানত্বং নিমিত্তত্বং নিয়ন্তৃত্বঞ্চ সিদ্ধম্। প্রবেশ-বিসর্গাবপি করোতীত্যাহ—য এবেদং সৃষ্ট্বা অনুপ্রবিশ্য ঋষিণা ব্রহ্মণা পুরঃ দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদিশরীরাণি চক্রে। তথা ঋষিণেতি ঋষেরিব নির্লেপত্বাদৃষিরন্তর্য্যামী তেন স্বস্বরূপভূতাংশেন তাঃ পুরঃ শাস্তি। যদ্ভক্ত্যৈব জীবঃ সংসারং তরতীত্যাহ—যং সংপদ্য প্রপদ্য অনুশয়ী অবিদ্যাশ্লিষ্টো জীবঃ। অন্বনু দণ্ডবৎপ্রণামৈশ্চরণমূলে শেতে ইতি স্বামিচরণাঃ। অজাং কার্য্যকারণরূপাং মায়াং ত্যজতি। ননু ভগবৎপ্রপন্নস্যাপি মায়িকং শরীরং দৃশ্যত এব তত্রাহ—সুপ্তো জনঃ কুলায়ং স্বশরীরং জহাতি যথা বর্ত্তমানমপি তন্নানুসন্ধত্তে তদ্বদিতি। ভগবৎপ্রপন্নানাং শরীরাভিমানত্যাগ এবাবিদ্যাত্যাগ উচ্যতে ইত্যর্থঃ। কৃচিত্তদ্ত্যাগস্ত সম্যক্প্রপত্ত্যভাবমূলক এব জ্ঞেয়ঃ। কিঞ্চ, সাধননিরপেক্ষমপি তস্য কৃচিৎ সংসারনিস্তারকত্বমাহ,—কৈবল্যেতি। কেবলস্য ভাবঃ কৈবল্যমেকাকিত্বং তেন জীবানুষ্ঠিতমোক্ষসাধনং বিনাভূতেনাপি নিরস্তা দূরীকৃতা যোনির্জীবাবিদ্যা যেন তম্। "যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপম্" ইতি ভীষ্মোক্তেরঘবক-কেশ্যাদীনামন্যেষাঞ্চ মোক্ষসাধনং বিনাপি মোক্ষদর্শনাদিতি ভাবঃ। বিশেষণেনানেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো দ্যোতিতঃ। হরিং স্বমাধুর্য্যেণ প্রেমবতাং মনোহারকং তম্ অভয়ং যথা স্যাত্তথেতি। স্বীয় কর্ম্মকালকূটবিবিধবাদিভ্যো ভয়ং পরিত্যজ্যৈব নিরন্তরং ধ্যায়েদিতি বিধিরুক্তঃ—

"হে ভক্তা দ্বার্য্যয়ঞ্চদ্বালধী রৌতি বো মনাক্।
প্রসাদং লভতাং যস্মাদ্বিশিষ্টঃ শ্বেব নাথতি॥"

ইতি চঞ্চতী চঞ্চলা বালা জড়া ধীর্যস্য সা পক্ষে চঞ্চল বালধীঃ পুচ্ছো যস্য সঃ "বালহস্তস্ত বালধীঃ" ইত্যমরঃ। ইতি বিশ্বনাথপদব্যুৎপত্তিঃ॥ ৫০॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমস্ত বেদস্তুতির অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—যিনি এই বিশ্বের উৎপ্রেক্ষক, তাঁহাতে অনুশায়ী জীবগণের অর্থাৎ কর্ম্মিগণের কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিয়া কর্ম্মফলের সাধনের জন্য ও ভোগ করানোর জন্য, সেইরূপ জ্ঞানীগণের জ্ঞানফল সাযুজ্য মুক্তিসাধনের জন্য এবং ভক্তগণের ভক্তিফল পারিষদরূপ সাধনের জন্য বুদ্ধি ইন্দ্রিয় আদিকে সৃজন করিয়া এবং সেই সেই স্থলে ইহাদিগকে প্রেরণ করিব, ইত্যাদিরূপ আলোচনা করিয়া এই বিশ্বের ত্রৈকালিকী সত্ত্বা বলিতেছেন—এই বিশ্বের আদি মধ্য ও অবসানে যিনি বর্ত্তমান থাকেন। এইরূপে বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে, বিশ্বমধ্যে ও বিশ্বনাশের পর ও যাহা ভগবানই বলিয়াছেন—'আমিই এই বিশ্বের অগ্রে ছিলাম অন্য কেহ ছিল না, কি সৎ স্থূল, কি অসৎ সূক্ষ্ম, কি তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। পরে আমি এই যাহা কিছু সব হইয়াছি এবং ধ্বংসের পর যাহা অবশেষ থাকিবে তাহাও আমি। সর্ব্বকারণ সর্ব্বনিয়ন্তাও আমি, ইহাই বলিতেছেন—যিনি অব্যক্ত ইত্যাদি। সর্ব্ব জগৎ এই যে উপাদানে রচিত সেই মায়াশক্তি ও জীবশক্তি যিনি, ঈশ্বর কারণ ও নিয়ন্তা ঐ মায়া ও জীবের ভগবানের শক্তিরূপ হেতু শক্তিগণের ও শক্তিমানের সহিত অনন্যত্ব হেতু অব্যক্ত জীবও তিনিই। এই হেতু তিনিই উপাদান কারণ, তিনিই নিমিত্ত কারণ এবং তিনি নিয়ন্তা ইহা সিদ্ধ হইল। তিনি এই বিশ্বে প্রবেশ ও বিবিধ সৃষ্টিও করেন, ইহাই বলিতেছেন—যিনিই এই বিশ্বকে সৃজন করিয়া পরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঋষি ব্রহ্মা দ্বারা এই সকল লোক দেব মনুষ্য তির্য্যক আদি

শরীর সমূহ সৃষ্টি করিলেন। সেইরূপ ঋষিকর্ত্তৃক ঋষির ন্যায় নির্লেপহেতু ঋষি অর্থাৎ অন্তর্য্যামী ঐ স্বরূপদ্বারা অর্থাৎ নিজস্বরূপভূত অংশদ্বারা ঐ সকল দেহকে পরিচালনা করিতেছেন। যাহার ভক্তিদ্বারাই জীব সংসার তরিয়া যায়, তাহাই বলিতেছেন— যাঁহার চরণে প্রপন্ন হইলে অবিদ্যাযুক্তজীব বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম দ্বারা চরণতলে শয়ন করে ইহা স্বামীপাদ বলিয়াছেন। 'অজা' অর্থাৎ কার্য্য ও কারণরূপা মায়াকে ত্যাগ করে। যদি বল, ভগবৎ প্রপন্ন জীবেরও মায়িক শরীর দেখা যায়ই তাহার উত্তরে বলি— ঘুমন্ত ব্যক্তি নিজশরীরকে ত্যাগ করে, যেমন বর্ত্তমানকেও অনুসন্ধান করে না, সেইরূপ। ভগবৎ শরণাগত ব্যক্তিগণের শরীরে অভিমান ত্যাগই অবিদ্যা ত্যাগ বলা হয়। কখনও সেই ত্যাগ কিন্তু সম্যক্ শরণাগতের অভাব মূলকই জানিবে। আর বলি, সাধন নিরপেক্ষ হইয়াও জীবের কখনও সংসার নিস্তারকত্ব বলিতেছেন—কৈবল্য ইত্যাদি। কেবলের ভার কৈবল্য অর্থাৎ একাকীত্ব তাহার দ্বারা জীব অনুষ্ঠিত মোক্ষ সাধন ব্যতীতই জীবের অবিদ্যা দূরীভূত হয়, যাহার দ্বারা সেই ভগবানকে। 'যে ভগবানকে এই জগতের অসুরগণও দেখিয়া মৃত্যুকালে ভগবৎ স্বরূপ মোক্ষ লাভ করে—ইহা ভীষ্মদেবের উক্তি। অঘ বক কেশী ইত্যাদি অসুরগণেরও মোক্ষসাধন ব্যতীত মোক্ষ দর্শন হেতু।

এই বিশেষণ দ্বারা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হইলেন। এই শ্রীহরিকে যিনি নিজমাধুর্য্যদ্বারা প্রেমবতীগণের মনোহারক তাহাকে যাহাতে, অভয় হয়। সেইরূপ নিজকর্ম্মকালকূট বিবিধবাদীগণ হইতে ভয় পরিতাগ করিয়াই নিরন্তর ধ্যান করিবে' ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রের বিধি বলা হইল।

হে ভক্তগণ! আপনাদের দ্বারদেশে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি আপনাদের বিশিষ্ট কুকুররূপে লেজ নাড়িয়া শব্দ পূর্ব্বক কাঁদিতেছে, আপনাদের কৃপা লাভ করুক। যেহেতু এই আপনাদেরই পালিত। এইরূপে চঞ্চলা বালিকা জড়বুদ্ধি যাহার, সেই বালিকা চক্রবর্ত্তী আপনাদের দ্বারদেশে ফিরিতেছে। অপর পক্ষে চঞ্চলপুচ্ছ যাহার বা চঞ্চলমতি যাহার, সেই বিশ্বনাথ ইহাই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পদের ব্যুৎপত্তি। অমরকোষে বালধী শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র হস্ত ॥ ৫০ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশম স্কন্ধে সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০-৮৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
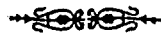
অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

দেবাসুরমনুষ্যেষু যে ভজন্ত্যশিবং শিবম্।
প্রায়স্তে ধনিনো ভোজা ন তু লক্ষ্ম্যাঃ পতিং হরিম্ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বিষ্ণুভক্তের মুক্তি এবং অন্য দেবভক্তের বিভূতি-প্রাপ্তির বিষয় কথিত হইয়াছে।

সর্ব্বভোগাস্পদ শ্রীহরির সেবকগণের ভোগরাহিত্য এবং ভোগরহিত শঙ্করের উপাসকগণের বিভূতি-প্রাপ্তির কারণ কি, তদ্বিষয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন হইলে শ্রীশুকদেব বলেন যে, শঙ্কর ত্রিবিধ অহঙ্কার-রূপে বর্ত্তমান। সেই অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূতাদি ষোড়শসংখ্যক বিকার-পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে ঔপস্থ্য, জৈহ্ব বা মানস-সুখের উদ্দেশ্যে শিবের আরাধনা করিলে প্রার্থনানুরূপ বিভূতিই লাভ করা যায়; কিন্তু শ্রীহরি 'গুণাতীত' বলিয়া তাঁহার উপাসকগণও গুণাতীত হইয়া থাকেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞ-সমাপনান্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে

বলেন যে, তিনি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহার ধন অপহরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার পুত্রকলত্রাদি স্বজনগণ ঐ নির্দ্ধন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। উক্ত ব্যক্তি বন্ধুগণের প্ররোচনায় পুনর্বার অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেও ভগবদনুগ্রহে বিফলমনোরথ হইয়া নির্ব্বেদগ্রস্ত-চিত্তে ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা করেন ; তখন শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ অনুগ্রহ তৎপ্রতি প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং তৎফলে উক্ত ব্যক্তি সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাহারা মোক্ষ-বাঞ্ছাশূন্য ও বিষয়াসক্ত, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা ও অনুগ্রহলাভ দুষ্কর জানিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আশু তুষ্ট দেবতাগণের নিকট হইতে রাজ্য শ্রী লাভ করে এবং তৎফলে উদ্ধত গর্ব্বিত ও অসাবধান হইয়া বরদাতৃগণকেও অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে সকলেই অনুগ্রহ-নিগ্রহে সমর্থ হইলেও ব্রহ্মা ও শিব যেরূপ শীঘ্র তুষ্ট বা রুষ্ট হন, শ্রীহরি সেরূপ নহেন। এতৎ প্রসঙ্গে পৌরাণিকগণ একটী আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ;—একদা বৃকাসুর দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে কোন্ দেবতা—আশুতোষ, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি শঙ্করের কথা উল্লেখ করেন। তদনুসারে ঐ বৃকাসুর মহাদেবের উদ্দেশে স্বগাত্রমাংস আহুতি প্রদানপূর্ব্বক তাহার আরাধনা করিয়াছিল। তাহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় কেদারতীর্থের জলে মস্তকের কেশ সমস্ত অভিষিক্ত করিয়া নিজ শিরচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে মহাদেব যজ্ঞানল হইতে উত্থিত হইয়া তাহা নিবারণ করেন এবং উহাকে বর প্রদানে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন ঐ পাপাত্মা অসুর এই বর প্রার্থনা করিল যে, সে যাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিবে, তাহারই যেন মৃত্যু হয়। শঙ্কর তাহাতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় ঐ দুরাত্মা বরের সত্যতা পরীক্ষার জন্য মহাদেবের মস্তকে হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইল। শঙ্কর ভীত ও কম্পিত কলেবরে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও দিক্সমূহের সীমা পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিলেন। তত্তৎস্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ কোন প্রতিকার অবগত না হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে শঙ্কর শ্বেতদ্বীপে শ্রীহরির নিকট গমন করিলেন। সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীহরি মহাদেবকে তদবস্থা দর্শনে বালব্রহ্মচারীর বেশে বৃকাসুরের সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক মধুর বাক্যে তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, শঙ্কর দক্ষশাপে পিশাচ-বৃত্তি লাভ করিয়া কেবল প্রেতগণেরই আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার বাক্যে কেহ শ্রদ্ধা করেন না। তাহার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকিলে সে নিজ মস্তকে হস্ত অর্পণ করিয়া উহার পরীক্ষা করিতে পারে। ভগবানের তাদৃশ বচনে দুর্ব্বুদ্ধি অসুর ভ্রষ্ট-চিত্ত হইয়া নিজ মস্তকে হস্ত প্রদান করিল এবং তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ মস্তকে ভূপতিত হইল। তদ্দর্শনে দেব, ঋষি, পিতৃ ও গন্ধর্বগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ—(হে ব্রহ্মন্) দেবাসুর-মনুষ্যেষু (মধ্যে) যে অশিবং (চিতাভস্মকপাল-পাত্রাদিযোগাদ্বহির্দ্দশিজনৈরমঙ্গলত্বেন প্রতীয়মানং ভোগরহিতং) শিবং (শঙ্করং) ভজন্তি (সেবন্তে) তে প্রায়ঃ (আধিক্যেন) ধনিনঃ (ধনাঢ্যা ভবন্তি, অপি চ যে) লক্ষ্ম্যাঃ পতিং (সর্ব্বভোগাস্পদং) হরিং (ভজন্তি তে) তু ভোজাঃ ন (ভোগিনো ন ভবন্তি)।।১।।

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে রাজন্ দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা ভোগরহিত শঙ্করের উপাসক, তাহারাই প্রায়শঃ ধনাঢ্য এবং যাহারা সর্ব্বভোগের আশ্রয় লক্ষ্মীকান্ত শ্রীহরির সেবক, তাহারা প্রায়ই ভোগহীন হইতে দেখা যায় ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টাশীতিতমে বিষ্ণুরেব সেব্যঃ স নির্গুণঃ।
সগুণস্তু বৃকাচ্ছম্ভুঃ স্বভক্তাদপি সঙ্কটম্ ॥
নির্গুণৌ বিষ্ণুতদ্ভক্তৌ মিথোঽবাপ্তমুদৌ সদা।
সগুণেষু মিথঃ ক্লেশো মহেশ-বৃকয়োরিব ॥০॥

ব্রহ্মপরমাত্মভগবৎস্বরূপেষু মধ্যে ভগবৎস্বরূপস্যৈব তদুপাসকস্য চ শ্রুতিবাক্যৈরেব সর্ব্বোৎকর্ষমুক্ত্বা ইদানীং সার্দ্ধেনাধ্যায়েন ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেষ্বপি মধ্যে বিষ্ণুরেব সর্ব্বোৎকর্ষাৎ তস্যৈব সেব্যত্বমাহ,—ননু 'ধ্যায়েদজস্রং হরি'মিতি ত্বং হরিভজনমেব বিদধাসি। তদপি হরিভজনে দারিদ্র্যমাশঙ্ক্য কিমিতি হরমেব সর্ব্বে ভজন্তীতি পৃচ্ছতি—দেবেতি। অশিবং চিতাভস্মকপালপাত্রাদিযোগাদ্বহির্দ্দশিজনৈরমঙ্গলত্বেন প্রতীয়মানম্। ভোজা ভোগবন্তশ্চ তে ভবন্তি

নন্বিতি লক্ষ্ম্যাঃ পতিং ভজন্তস্তু ন ধনিনো নাপি ভোগবন্তো ভবন্তি কুত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ে বিষ্ণুই সেব্য, তিনি নির্গুণ। শম্ভু কিন্তু সগুণ, নিজ-ভক্ত বৃকাসুর হইতে বিপদে পড়িয়াছিলেন। নির্গুণ বিষ্ণু ও তাহার ভক্ত পরস্পর সর্ব্বদা আনন্দ লাভ করিতেছেন। সগুণের মধ্যে মহেশ ও বৃকাসুর উভয়েই পরস্পর ক্লেশ পাইতেছিলেন ॥ ০ ॥

ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবৎ স্বরূপের মধ্যে, ভগবৎ স্বরূপেরই ও তাঁহার উপাসকের শ্রুতিবাক্য সমূহের দ্বারা সর্ব্বোৎকর্ষ বর্ণন করিয়া এখন অর্দ্ধেক অধ্যায় দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের মধ্যে বিষ্ণুই সর্ব্বোৎকর্ষ-হেতু তাহারই সেব্যত্ব বলিতেছেন— প্রশ্ন হইতে পারে, 'শ্রীহরিকে অজস্রভাবে ধ্যান করিবে'। সেই তুমি হরিভজনকেই অবলম্বন করিবে, সেই হরিভজনে দারিদ্র আশঙ্কা করিয়া কি হর-মহাদেবকেই সকলে ভজন করিতেছে? ইহাই জিজ্ঞাসা। অশিব অর্থাৎ চিতা ভস্ম, মৃতমানুষের মাথার খুলি এই পাত্র যুক্ত দেখিয়া, বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন জনগণ শিবকে অমঙ্গল মনে করেন, ভোগী ব্যক্তিগণ তাহারাই তাহাকে ভজন করেন, কিন্তু লক্ষ্মীপতীকে ধনীগণ ভজন করেন না এবং ভজনকারী ভোগীও হয়েন না কেন? ১ ॥

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সন্দেহোঽত্র মহান্ হি নঃ।
বিরুদ্ধশীলয়োঃ প্রভ্বোর্বিরুদ্ধা ভজতাং গতিঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাৎ) বিরুদ্ধশীলয়োঃ (ভোগিত্বাভোগিত্বরূপবিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ) প্রভ্বোঃ (শ্রীহরেঃ শিবস্য চ) ভজতাং (সেবকানাং) বিরুদ্ধাঃ গতিঃ (বিলক্ষণা গতিরবস্থা দৃশ্যতে, সর্ব্বভোগাস্পদশ্রীহরেঃ সেবকানাং ভোগরাহিত্যং তথা ভোগরহিতশিবস্য সেবকানাং ভোগিত্বমেবং বিরুদ্ধা গতির্দৃশ্যতে ততঃ) অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে) নঃ (অস্মাকং) মহান্ হি সন্দেহঃ (সংশয়ো বর্ত্ততে তস্মাত্তবৎসকাশাদ্ বয়ম্) এতৎ (কারণং) বেদিতুং (জ্ঞাতুম্) ইচ্ছামঃ (অভিলষামঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—বিরুদ্ধ-স্বভাব-বিশিষ্ট প্রভুদ্বয়ের সেবকগণের মধ্যে এইরূপ গতি বিপর্য্যয় (সর্ব্বভোগাস্পদ শ্রীহরির সেবকগণের ভোগরাহিত্য এবং ভোগরহিত শিবের ভক্তগণের ভোগিত্ব) দর্শনে এ-বিষয়ে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় আপনার নিকট ইহার কারণ জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—বিরুদ্ধেতি। ভিক্ষুকং শিবং ভজন্তঃ সম্পন্নাঃ স্যুঃ। লক্ষ্মীপতিং বিষ্ণুং ভজন্তস্তু ভিক্ষবো ভজন্তীতি বৈপরীত্যমনুচিতমিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভিক্ষুক শিবকে ভজনকারীগণ সম্পদশালী হইতেছে, লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুকে ভজন কারীগণ কিন্তু ভিক্ষুক হইতেছে, এই বিপরীত ভাব অনুচিৎ ॥ ২ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—শশ্বৎ (নিরন্তরং) শক্তিযুতঃ (শক্ত্যা মায়য়া যুতঃ সংসৃষ্টঃ) গুণসংবৃতঃ (গুণৈঃ সংবৃতঃ কৃপয়াস্মান্ স্বীকুর্ব্বিতি বৃতত্বাৎ) ত্রিলিঙ্গঃ (ত্রিগুণময়ঃ ন তু জীব ইব তৈর্বলাদ্ বদ্ধঃ) শিবঃ বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকঃ) তৈজসঃ (রাজসঃ) চ তামসঃ চ অহম্ (অহঙ্কারাত্মকঃ) ইতি (এবং) ত্রিধা (ত্রিবিধো ভবতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, শঙ্কর নিরন্তর শক্তি অর্থাৎ মায়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং গুণত্রয় কর্ত্তৃক সম্যগ্‌রূপে বৃত হইয়া ত্রিগুণময়-রূপে অবস্থিত। তিনি সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কাররূপে বর্ত্তমান ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—শক্ত্যা মায়য়া যুতঃ সংসৃষ্টঃ। গুণৈঃ সংবৃতঃ অস্মান্ কৃপয়া স্বীকুর্ব্বিতি বৃতত্বাৎ ত্রিলিঙ্গঃ ত্রিগুণময়ঃ ন তু জীব ইব তৈর্বলাদ্বদ্ধ ইতি ভাবঃ। ত্রিগুণময়ত্বং বিবৃণোতি—বৈকারিক ইতি। অহং ত্রিধেতি অহঙ্কারাত্মকঃ স এবং ত্রিবিধো ভবত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শিব মায়াশক্তিযুক্ত গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক স্বীকার করিবেন, এইরূপে বরণ করা হেতু ত্রিলিঙ্গ অর্থাৎ ত্রিগুণময় শিব কিন্তু জীবের ন্যায় মায়াগুণসমূহ দ্বারা বল-

পূর্ব্বক বদ্ধ নহেন, মহাদেবের ত্রিগুণত্ব বিবৃত করিতেছেন অহংকার ত্রিধা, অতএব মহাদেবও ত্রিবিধ হন ॥ ৩ ॥

ততো বিকারা অভবন্ ষোড়শামীষু কঞ্চন।
উপধাবন্ বিভূতীনাং সর্ব্বাসামশ্নুতে গতিম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অহঙ্কারাৎ) ষোড়শ (ষোড়শসংখ্যকাঃ) বিকারাঃ (মন ইন্দ্রিয়ভূতরূপাঃ) অভবন্ (জাতাঃ) অমীষু (বিকারেষু মধ্যে) কিঞ্চন (ঔপস্থ্যং জৈহ্ব্যং মানসং বা সুখমুদ্দিশ্য শিবং) উপধাবন্ (ভজন্) সর্ব্বাসাং বিভূতীনাং (সম্পদাং) গতিম্ অশ্নুতে (স্বরূপং প্রাপ্নোতি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সেই অহঙ্কার হইতে মনঃ, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত—এই ষোড়শ সংখ্যক বিকার-পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিকারসমূহের মধ্যে ঔপস্থ্য, জৈহ্ব্য বা মানস সুখের উদ্দেশ্যে শিবের আরাধনা করিয়া প্রার্থনানুরূপ সর্ব্বপ্রকার বিভূতি লাভ করা যায় ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিকারাঃ ষোড়শেতি। ইন্দ্রিয়াণাং দেবানাঞ্চাভেদাত্তানি দশ, মন একং, ভূতানি পঞ্চ ইতি ষোড়শ, অমীষু মধ্যে কিঞ্চনেতি ঔপস্থ্যং জৈহ্ব্যং মানসং বা সুখমুদ্দিশ্য উপাধাবন্ শিবং ভজন্ সর্ব্বাসামেব বিভূতীনাং সম্পত্তীনাং গতিং স্বরূপং প্রাপ্নোতি। তেষাং পরস্পরসাপেক্ষত্বাদেব প্রাপ্তাবপি সর্ব্ববিষয়সুখানি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তৎসুখ এব সর্ব্বসম্পত্তীনাং পর্য্যাপ্তের্ভজনতারতম্যাত্তত্তারতম্যং প্রাপ্নোতি। অতঃ শিবস্য গুণময়ত্বাৎ সম্পদামপি ত্রিগুণময়ত্বাত্তদ্ভজনে তৎপ্রাপ্তিরিতি ন ত্বদুক্তো বিরোধ ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহংকার হইতে ষোড়শ বিকার, ইন্দ্রিয়গণের ও দেবগণের ভেদ হেতু তাহারা দশ, মত এক, ভূত পঞ্চ, এই ষোড়শ, ইহাদের মধ্যে কিছু ঔপস্থ্য জৈহ্ব্য মানস সুখ উদ্দেশ্যে উপধাবিত হইয়া শিবকে ভজন করিয়া সকল বিভূতি অর্থাৎ সম্পত্তির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। বিভূতিসমূহের পরস্পর সাপেক্ষ হেতুই প্রাপ্তিতেও সকল বিষয়সুখ প্রাপ্ত হয়, সেই সুখই সর্ব্বসম্পত্তির শেষ সীমা। ভজন তারতম্যহেতু সম্পত্তিরও তারতম্য প্রাপ্ত হয়। অতএব শিবের গুণময়ত্বহেতু সম্পদ সমূহেরও ত্রিগুণময়ত্বহেতু তাঁহার ভজনে সম্পত্তি তারতম্যভাবে প্রাপ্তি কিন্তু তোমার উক্তির বিরোধ নাই ॥ ৪ ॥

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—সঃ হরিঃ হি সর্ব্বদৃক্ (সর্ব্বদর্শী) প্রকৃতেঃ পরঃ (অতীতঃ) উপদ্রষ্টা (সাক্ষী) সাক্ষাৎ নির্গুণঃ (গুণাতীতঃ) পুরুষঃ (পুরুষোত্তমো ভবতি ততঃ) তং (হরিং) ভজন্ (আরাধয়ন্ জনোঽপি) নির্গুণঃ (তাদৃগ্ গুণাতীতঃ) ভবেৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—পরন্তু শ্রীহরি সর্ব্বদর্শী, প্রকৃতির অতীত, সাক্ষী ও সাক্ষাদ্ গুণাতীত পুরুষোত্তম বলিয়া তাঁহার আরাধনা করিলে পুরুষও তাদৃশ গুণাতীতই হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—কুতো নির্গুণঃ যতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ স্বতএব গুণানতিক্রম্য স্থিতঃ অতো গুণাতীতস্য ভজনাৎ কথং গুণময়ীং সম্পদং প্রাপ্নুয়ুরিতি ভাবঃ। সর্ব্বেষাং শিবাদীনামপি জ্ঞানং যতঃ স ইতি। তং ভজন্ জ্ঞানচক্ষুঃ প্রাপ্নোতি ন তু সম্পদুদ্ভূতমজ্ঞানান্ধ্যমিতি ভাবঃ। উপদ্রষ্টা গুণলেপাভাবাদৌদাসীন্যেন কেবলং সাক্ষীতি তং ভজন্নপি গুণলেপরহিতো নির্গুণো ভবেৎ। অতএবাগ্রে বক্ষ্যতে—"যতঃ শান্তির্যতোঽভয়ং ধর্ম্মঃ সাক্ষাদ্যতো জ্ঞানং বৈরাগ্যঞ্চ তদন্বিতম্" ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরি কেন নির্গুণ? যেহেতু তিনি প্রকৃতির পর, তিনি স্বভাবতঃই গুণসমূহকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। অতএব গুণাতীত বিষ্ণুর ভজন হইতে কিরূপে গুণময়ীসম্পদ পাইতে পারে। শিবাদি সকলের জ্ঞান যাহা হইতে সেই শ্রীহরি, তাহাকে ভজন করিলে জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সম্পদ উদ্ভূত অজ্ঞান অন্ধকার প্রাপ্ত হয় না। শ্রীহরি উপদ্রষ্টা, গুণলেপের অভাব হেতু উদাসীন্যদ্বারা কেবল সাক্ষী। অতএব তাহার ভজনও গুণলেপরহিত নির্গুণ হইবে। অতএব অগ্রে বলা হইবে—যাহা হইতে শান্তি, যাহা হইতে অভয়, যাহা হইতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য সেই যুক্ত হরি ॥ ৫ ॥

নিবৃত্তেষ্বশ্বমেধেষু রাজা যুষ্মৎপিতামহঃ ।
শৃণ্বন্ ভগবতো ধর্ম্মানপৃচ্ছদিদমচ্যুতম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যুষ্মৎপিতামহঃ (যুষ্মাকং পিতামহঃ) রাজা (যুধিষ্ঠিরঃ) অশ্বমেধেষু নিবৃত্তেষু (স্বকৃতাশ্বমেধযজ্ঞসমাপ্তৌ সত্যাং) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) ধর্ম্মান্ শৃণ্বন্ (আকর্ণয়ন্) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণম্) ইদং (ভবৎপৃষ্টং তত্ত্বম্) অপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভবদীয় পিতামহ রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপনান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ধর্ম্মসমূহ-শ্রবণপ্রসঙ্গে তাঁহার নিকট তোমার পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

স আহ ভগবাংস্তস্মৈ প্রীতঃ শুশ্রূষবে প্রভুঃ ।
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥৭॥

অন্বয়ঃ—যঃ নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় (পরমমঙ্গলবিধানার্থং) যদোঃ কুলে (যদুবংশে) অবতীর্ণঃ সঃ প্রভুঃ (জগদীশ্বরঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রীতঃ (সন্) শুশ্রূষবে (শ্রোতুমিচ্ছবে) তস্মৈ (যুধিষ্ঠিরায়) আহ (বক্ষ্যমাণবচনমুক্তবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—জগতে মানবগণের পরম মঙ্গল বিধানার্থ যদুকুলে অবতীর্ণ জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণার্থী রাজাকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—অহং যস্য (যম্) অনুগৃহ্ণামি শনৈঃ (ক্রমশঃ) তদ্ধনং হরামি (অয়মর্থঃ—যো বিষয়ান্ পরিজিহীর্ষুরপি কথঞ্চিদ্ বিদ্যামানেষু সজ্জতে ক্লিশ্যতি চ অহং তস্য বিষয়াপহারেণানুগ্রহং করোমীতি তস্য বিষয়াপহার এবানুগ্রহ ইতি । অন্যথা যথাশ্রুতার্থকল্পনে তু ধ্রুবাদীনামৈশ্বর্য্যশ্রবণমেব বাধকং ভবেৎ) ততঃ (তস্মাৎ পরং হেতোর্বা) তস্য স্বজনাঃ (পুত্রকলত্রাদয়ঃ) দুঃখদুঃখিতং (দুঃখাদনু পুনর্দুঃখিতমিব প্রতীয়মানং) তং (তাদৃশম্) অধনং (ধনহীনং জনং) ত্যজন্তি (পরিহরন্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজন্, আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি অর্থাৎ যে ব্যক্তি-পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইয়াও কোন ক্রমে বিদ্যমান বিষয়সমূহে কথঞ্চিৎ লিপ্ত হইয়া ক্লেশগ্রস্ত হয়, আমি তাহার বিষয় হরণ করিয়া থাকি, তাহার পক্ষে ঐ বিষয়-হরণই অনুগ্রহস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব পুত্রকলত্রাদি স্বজনগণ তাদৃশ পুনঃ পুনঃ দুঃখিতের ন্যায় প্রতীয়মান পূর্ব্বোক্ত নির্দ্ধন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—দুঃখাৎ ধনবিগমজন্যাদপি পুনর্দুঃখিতং স্বজনকর্ত্তৃকত্যাগাৎ দুঃখমিদং ভগবদ্দত্তত্বাত্তস্য ন কর্ম্মফলং সুখমপি ভগবদ্ভক্তানাং ন কর্ম্মফলং, কিন্তু ভক্তেরনুসংহিতং ফলমিতি। প্রথমস্কন্ধে—"ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য" ইত্যত্র ভীষ্মোক্তাবপি প্রতিপাদিতং ভক্তানাং ভক্তিমাত্রে প্রবৃত্ত এবাপ্রারব্ধকূটবীজপ্রারব্ধ কর্ম্মাণাং ক্রমেণ নাশ উৎপলসহস্রদলভেদবদিতি ভক্তিশাস্ত্রমতম্। তথা চ শ্রুতির্গোপালতাপনী—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইতি। অর্থশ্চ উপাধিনৈরাস্যেন কামনারাহিত্যেন মনঃকল্পনং কৃষ্ণে মন আদিসর্ব্বেন্দ্রিয়বিনিয়োগো যস্তদেব ভজনমেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি ভবতি হি তাৎপর্য্যাত্তাচ্ছব্দ্যমতঃ সামানাধিকরণ্যাত্তজনে প্রবৃত্তে এব ভক্তানাং নৈষ্কর্ম্ম্যং সর্ব্বকর্ম্মধ্বংসো ভবতি। দেহস্থিতিস্তু ভজনাধিক্যতৎফলপ্রতিপাদকভগবদচিন্ত্যশক্তেরেবেতি। যে তু প্রারব্ধে ফলে ইব সুখদুঃখে দৃশ্যেতে তে ভগবদ্দত্তে এব। যদুক্তং শ্রুতিভিঃ,—"ভবদুখশুভাশুভয়োঃ" ইতি ভক্তবৎসলো ভগবান্ ভক্তেভ্যঃ কথং দুঃখং দদাতীতি চেৎ সত্যং পুত্রবৎসলোঽপি পিতা পুত্রেভ্যো ভোগদূরীকরণেনাধ্যয়নাদিকৃচ্ছ্রং যদ্দদাতি তদ্বাৎসল্যং স এব জানাতি নতু তদানীং তৎপুত্রা অপীতি। ন চ প্রহলাদ-ধ্রুবাদিভ্যো ভোগসম্পত্তিসুখমাত্রদানাৎ সাধকেভ্য এব হিতার্থিনা ভগবতা দুঃখং দীয়তে ইতি বাচ্যং সিদ্ধশিরোমণীনাং যুধিষ্ঠিরাদীনামপি "যত্র ধর্ম্মসুতো রাজ" ইত্যত্র "সুহৃৎ কৃষ্ণস্ততো বিপৎ" ইতি। ভীষ্মোক্তৌ দুঃখশ্রবণাৎ। তস্মাৎ "ন হ্যস্য

কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদবিধিৎসিতম্" ইতি ভীষ্মোক্তে-স্তস্য বিধিৎসিতং স এব ভক্তবৎসলো বেদ নান্য ইতি সিদ্ধান্তঃ। কিঞ্চিত্তত্র সমাহিতং যত্তদপি তত্রৈব দৃশ্যং ননু চ স্বকর্ম্মোত্থয়োর্ভগবদুত্থয়োশ্চ সুখদুঃখয়োর্ভোগ্যত্বেন তুল্যত্বাৎ কো বিশেষঃ উচ্যতে কর্ম্মোত্থানাং সুখ-দুঃখানাং ভোগেনাপি তদ্বীজং তিষ্ঠত্যেব তদ্বতাং নরকপাতশ্চ কর্ম্মতারতম্যবতাং সুখদুঃখতার-তম্যঞ্চেতি ত্রিতয়ং ভবেৎ। ভগবদুত্থানাং তু ভগ-বদিচ্ছয়ৈব বীজং সা চ প্রয়োজনপর্য্যন্তৈব ন তদুত্তরা —"জিহ্বা ন বক্তি ভগবদগুণনামধেয়ম্" ইত্যাদি যমোক্তেস্তদ্বতাং ন নরকপাতঃ ভগবতঃ স্নেহপাত্রত্বাৎ ন দুঃখাতিশয়শ্চেতি। কর্ম্মোত্থভগবদুত্থয়ো শত্রুকৃত-মাতৃকৃততাড়নোত্থয়োরিব দুঃখয়োর্বিষামৃতয়োরিব কুতস্তুল্যতেতি বিবেচনীয়ম্। ননু চ সর্ব্বসমর্থস্য ভগবতো ভক্তদুঃখদানং বিনা কিং তৎপ্রয়োজনং ন সিধ্যেৎ সত্যং লীলানিধেস্তস্য ন সিদ্ধ্যেদেব ভক্তি-যোগস্য রহস্যত্বরক্ষার্থং নানান্যমতানামুৎখাতা-ভাবার্থং ভক্তৌৎকণ্ঠ্যাদিবর্দ্ধনার্থঞ্চ কৃচিৎ প্রিয়েভ্যো দুঃখদানমপি তৎসুখোদর্কমেব যথা নয়নাভ্যাং কটুত-রাঞ্জনদানমিতি। তথাহি যদি ভক্তাঃ সদা সুখিন এব কৃতাঃ স্যুস্তদা "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" ইতি গীতোক্তনিমিত্তাভাবে সতি কৃষ্ণরা-মাদ্যবতারা অপি ন স্যুঃ। যদি চ ন স্যুস্তদা রাসাদি-লীলামৃতসিন্ধৌ ভক্তানাং খেলনং কথং স্যাদিতি। ননু চ সাধু দুঃখত্রাণাত্মকং নিমিত্তং বিনাপি তস্যাবতারে কো দোষঃ স্যাৎ? সত্যং ভো ভ্রাতস্ত্বং ন রসা-ভিজ্ঞোহপি শ্রূয়তাং যামিন্যাং সত্যামেব সূর্য্যোদয়ঃ শোভতে গ্রীষ্মে সত্যেব শীতলাম্ভঃ সুখদং শীতে সত্যে-বোষ্ণাম্ভঃ তমস্যেব দীপঃ শোভতে ন তু প্রকাশে ক্ষুৎ-পীড়ায়াং সত্যামেবান্নমতি স্বাদু ভবতীত্যলমতিবিস্ত-রেণ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা হইলে পর যুধিষ্ঠির মহারাজ ভগবৎ ধর্ম্ম শুনিবার ইচ্ছায় শ্রীহরিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যদুকূলে অবতীর্ণ ভগবান শ্রীহরি বলিতেছেন—হে মহারাজ! আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাঁহার ধনসম্পদ ধীরে ধীরে হরণ করি, অনন্তর সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে তাহার আত্মীয়গণ ঐ দুঃখিত ব্যক্তিকে ত্যাগ করে।

দুঃখ দুঃখিত অর্থাৎ দুঃখ হইতে ধন নষ্টহেতুও পুনঃরায় দুঃখিত, স্বজনকর্তৃক ত্যাগহেতু এই দুঃখ ভগবৎ দত্ত হেতু, উহা কর্ম্মফল নহে। সুখও ভগবৎ ভক্তগণের কর্ম্মফল নহে, কিন্তু ভক্তির আনুসঙ্গিক-ফল। প্রথম স্কন্ধে ভীষ্মদেবের উক্তিতেও প্রতিপাদিত ভক্তগণের ভক্তিমাত্রে প্রবৃত্তিতেই অপ্রারব্ধ, কূট, বীজ, প্রারব্ধ, কর্ম্মসমূহের ক্রমে বিনাশ—সহস্রদল পদ্মের ভেদের ন্যায় হয়। ইহা ভক্তিশাস্ত্রের মত। শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিও বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণের ভজনই ভক্তি, তাহা ইহ পরলোকের উপাধি অর্থাৎ ভোগ আশারহিত শ্রীকৃষ্ণে মন অভিনিবেশ, ইহাই নিষ্কর্ম্মভাব। ইহার অর্থ—উপাধি নিরাশদ্বারা অর্থাৎ কামনারহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে মন আদি সকল ইন্দ্রিয় আবিষ্ট করা, তাহাই ভজন ও তাহাতেই নিষ্কাম হওয়া যায়। ভজনে প্রবৃত্ত হইলেই ভক্তগণের সর্ব্বকর্ম্ম ধ্বংস হয়। দেহ অবস্থিতি কিন্তু ভজন আধিক্য তাহার ফল প্রতি-পাদক ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিদ্বারাই হয়। যেসকল প্রারব্ধ ফলের ন্যায় সুখ দুঃখ দেখা যায়, তাহা সকলই ভগবৎ দত্ত। যেহেতু শ্রুতিগণ বলিয়াছেন—হে ভগবন্! আপনা হইতে উত্থিত, ভগবানের প্রদত্ত শুভ ও অশুভ ইহা ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তগণকে কেন দুঃখ দান করেন? ইহা যদি বল, উত্তরে বলি সত্য—পুত্রবৎসল হইয়াও পিতা পুত্রগণকে ভোগ দূরীকরণের জন্য অধ্যয়নাদি যে সকল কষ্টদান করেন, তাহা বাৎসল্য তিনি জানেন, তখন তাহার পুত্রগণ জানে না। প্রহলাদ ধ্রুবাদিকে ভোগ সম্পত্তি সুখমাত্র দান করিয়াছিলেন, সাধকভক্তগণকেই হিতার্থি হইয়া ভগবান দুঃখ দান করেন ইহা বলিও না। সিদ্ধ শিরোমণি যুধিষ্ঠিরাদিকেও 'যেখানে ধর্ম্মপুত্ররাজা যুধিষ্ঠির, সুহৃদ কৃষ্ণ সেইখানেই বিপদ' —ভীষ্মদেবের উক্তিতে এই দুঃখ শ্রবণ করা যায়। অতএব এই ভগবানের অভিপ্রায় মনুষ্যগণের দুরধি-গম্য। ভীষ্মদেবের এইরূপ উক্তিতে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের বিধান তিনিই জানেন, অন্যে জানে না, ইহাই সিদ্ধান্ত।

এস্থলে কিঞ্চিৎ সমাধান যাহা তাহাও সেইস্থলেই দেখা যায়। প্রশ্ন নিজ কর্ম্মজাত ও ভগবৎ প্রদত্ত সুখ ও দুঃখের ভোগ্য ফল তুল্যহেতু কি বিশেষ

তাহাই বলিতেছেন—নিজ কর্ম্মফলজাত সুখ দুঃখ সমূহের ভোগের পরও তাহার বীজরূপ বাসনা থাকিয়া যায়ই, ঐ বাসনাযুক্ত ব্যক্তিগণের নরকপাতও কর্ম্মতারতম্যে, সুখদুঃখ তারতম্যও এই তিনভাবে হয়। ভগবৎপ্রদত্ত কর্ম্মফলের বীজ ভগবৎ ইচ্ছায়ই, তাহাও প্রয়োজন পর্য্যন্তই থাকে, তৎপরে নহে। জিহ্বা ভগবৎ গুণও নামকীর্ত্তন করে না—ইহা যমরাজের উক্তি থাকায় তাহাদের নরকপাত—ভগবৎ স্নেহ পাত্রহেতু অতিশয় দুঃখের কারণ নহে, কর্ম্মজাত ভগবৎজাত শত্রুকৃত মাতৃকৃত তাড়নজাত দুঃখদ্বয়ের ন্যায়, বিষ ও অমৃতের ন্যায় কোথায় তুল্যতা—ইহা বিচার্য্য।

প্রশ্ন? সর্ব্ব মমর্থ ভগবান দুঃখদান ব্যতীরেকে ভক্তগণদ্বারা কি তাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না? উত্তর—সত্য, লীলাসমুদ্র ভগবানের তাহা সিদ্ধ হয় নাই, ভক্তিযোগের রহস্য গোপনীয়তা রক্ষার জন্য, নানাবিধ অন্যমতসমূহ এই জগৎ হইতে উৎখাত না হউক, ভক্তের ভক্তি উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হউক, এই সকল অর্থে ভগবান কখনও প্রিয় ভক্তগণকে দুঃখদানও করেন, তাহার সুখের উৎকর্ষেই। যেমন নয়নদ্বয়ে কটুরসদ্বারা অঞ্জন প্রদান। তথাহি—যদি ভক্তগণকে সর্ব্বদা সুখীই করেন তাহা হইলে সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীগণের বিনাশ করিবার জন্য এই জগতে কৃষ্ণ ও রাম আদি অবতার প্রয়োজন হয় না, যদি তাহাদের অবতার না হয়, তাহা হইলে রাসাদিলীলামৃত সিন্ধুতে ভক্তগণের ক্রীড়া কিরূপে হয়। প্রশ্ন—সাধুগণের দুঃখ হইতে ত্রাণরূপ নিমিত্ত ব্যতীত তাহার এই জগতে অবতারে কি দোষ হয়? উত্তর—সত্য, হে ভ্রাত! তুমি রসবিষয়ে অভিজ্ঞ না হইয়াও শ্রবণ কর—রাত্রি হইলেই পরে সূর্য্যোদয়ের শোভা হয়, গ্রীষ্মকাল থাকার জন্যই শীতলজল সুখপ্রদ হয়, শীত থাকিলেই গরমজল সুখপ্রদ হয়, অন্ধকারেই প্রদীপ শোভা পায়, দিবসে নহে। ক্ষুধার পীড়া থাকিলেই অন্ন অতি সুস্বাদু হয়। ইহার অধিক বিস্তারে প্রয়োজন নাই॥ ৮॥

———

স যদা বিতথোদ্‌যোগো নির্ব্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনেহয়া।
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্॥ ৯॥

অন্বয়ঃ—সঃ (তাদৃশঃ পুরুষঃ পুনর্বন্ধুনামাগ্রহেণ) ধনেহয়া (ধনচেষ্টয়া প্রবৃত্তোঽপি মদনুগ্রহেণ) যদা বিতথোদ্‌যোগঃ (নিষ্ফলোদ্যমঃ সন্) নির্ব্বিণ্ণঃ (নির্ব্বেদযুক্তঃ) স্যাৎ (ভবতি ততশ্চ) মৎপরৈঃ (মদ্‌ভক্তৈঃ সহ) কৃতমৈত্রস্য (কৃতং মৈত্রং যেন তস্য তথাভূতস্য সতস্তস্য তদা) মদনুগ্রহং (মমাসাধারণমনুগ্রহং) করিষ্যে (করিষ্যামি)॥ ৯॥

অনুবাদ—ঐ ব্যক্তি বন্ধুগণের আগ্রহে পুনরায় অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেও আমার অনুগ্রহে উক্ত বিষয়ে বিফলপ্রযত্ন হইয়া নির্ব্বেদগ্রস্তচিত্তে আমার ভক্তগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলে আমি তাহার প্রতি মদীয় অসাধারণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি॥ ৯॥

বিশ্বনাথ—করিষ্যে মদনুগ্রহমিতি। দ্বিতীয়োঽয়মনুগ্রহোঽসাধারণো ভক্তিরসামৃতবর্ষী যদর্থমেব মে প্রথমানুগ্রহো দুঃখসন্তাপফলোঽভূদিতি ভাবঃ। অতএবানুগ্রহং করিষ্যে ইত্যপ্রযুজ্যমদনুগ্রহমিতি মামিবানুগ্রহং করিষ্যে ইত্যর্থঃ॥ ৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান বলিতেছেন—আমার ভক্তগণের সহিত ঐ দুঃখী ব্যক্তি মিত্রতা স্থাপন করিলে আমি তাহার প্রতি আমার অসাধারণ অনুগ্রহ প্রকাশ করি। এই দ্বিতীয় অনুগ্রহ ভক্তিরসামৃত বর্ষণকারী যাহার জন্যই আমার প্রথম অনুগ্রহ দুঃখ সন্তাপ প্রদ হইয়াছিল, ইহাই ভাবার্থ। অতএব অনুগ্রহ করিব, ইহা 'আমার ন্যায় ব্যক্তিকে ভগবান অনুগ্রহ করিবেন' এই আশায় থাকেন ঐ দুঃখীসাধক॥ ৯॥

———

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে॥১০॥

অন্বয়ঃ—(তমেবানুগ্রহমাহ) ধীরঃ (বিবেকী পুরুষস্তদা) সৎ (সত্যম্) অনন্তকম্ (অনন্তং কং সুখং জলং বা যস্মিন্ তং যদ্বা অপরিচ্ছিন্নং) চিন্মাত্রং (জ্ঞানস্বরূপং) পরমং সূক্ষ্মম্ (অত্যন্তাব্যক্তং) তৎ ব্রহ্ম আত্মতয়া (স্ব-স্বরূপেণ) বিজ্ঞায় (বিশেষতো জ্ঞাত্বা) সংসারাৎ পরিমুচ্যতে (বৈকুণ্ঠধামলাভাৎ সংসার-পরিমুক্তো ভবতি)॥ ১০॥

অনুবাদ—তৎকালে মদীয় কৃপাযুক্ত তাদৃশ

বিবেকী ব্যক্তি সত্য, চিন্ময়, অনন্ত, পরম অব্যক্ত ব্রহ্মবস্তুকে নিজ আত্মরূপে অবগত হইয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হওয়ায় সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অতএবানুগ্রহং স্বতুল্যত্বেন বিশিনষ্টি,—তদ্‌ব্রহ্মেতি। বৃহত্তমত্বাৎ বহিরঙ্গলোক-দুর্ল্লক্ষ্যত্বাচ্চ ব্রহ্মতুল্যং পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্ অনুগ্রাহ্যস্য ভক্তস্যাপ্যগম্যত্বাৎ সূক্ষ্মং প্রেমরসানুভাবকত্বাৎ চিন্মাত্রং প্রাকৃতসুখরাহিত্যান্মাত্রপদপ্রয়োগঃ। সৎ সর্ব্বকালসত্তাকম্ অনন্তকং নাস্ত্যন্তকভয়ং যত ইত্যননুসংহিতফলরূপঃ সংসারক্ষয়শ্চোক্তঃ। কুচিদত্র বিজ্ঞায়েতার্দ্ধপদ্যমধিকং তদসাম্প্রদায়িকমিতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী। ব্যবহারিকসুখবিনাশকত্বাৎ সুদুরারাধ্যম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব অনুগ্রহকে শ্রীকৃষ্ণ নিজতুল্যরূপে বিশেষিত করিতেছেন—ভগবৎ অনুগ্রহই ব্রহ্ম, যেহেতু তিনি বৃহত্তম, বহিরঙ্গলোক কর্তৃক দুর্ল্লক্ষ্য হেতু। ব্রহ্মতুল্য পরম, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অনুগ্রহ প্রাপ্ত ভক্তেরও অগম্যহেতু সূক্ষ্ম, প্রেমরস অনুভাবকহেতু চিন্মাত্র, প্রাকৃত সুখরাহিত্য হেতু মাত্রপদ দেওয়া হইয়াছে। সৎ—সর্ব্বকাল স্থিতি, অনন্তক অর্থাৎ নাই অন্ত, বা ভয় যাহা হইতে আনুসঙ্গিকফলে সংসারক্ষয়ও বলা হইল। কোন কোন স্থলে বিজ্ঞায় ইত্যাদি অর্দ্ধপদ্য অধিক দৃষ্ট হয়, তাহা অসাম্প্রদায়িক ইহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণী বলিয়াছেন। ব্যবহারিক সুখ বিনাশকহেতু সুদুরারাধ্য ॥ ১০ ॥

অতো মাং সুদুরারাধ্যং হিত্বান্যান্ ভজতে জনঃ।
ততস্ত আশুতোষেভ্যো লব্ধরাজ্যশ্রিয়োদ্ধতাঃ।
মত্তাঃ প্রমত্তা বরদান্ বিস্মরন্ত্যবজানতে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ (পশ্চাদপি মোক্ষমরোচয়ন্) জনঃ (অত্যাসক্তঃ পুরুষঃ) সুদুরারাধ্যং (বহুপ্রয়াসেন চিরকালেন চ প্রসাদ্যং) মাং হিত্বা (ত্যক্ত্বা) অন্যান্ (দেবান্) ভজতে (সেবতে) ততঃ তু (ভজনাৎ) আশুতোষেভ্যঃ (শীঘ্রসন্তুষ্টেভ্যস্তেভ্যঃ) লব্ধরাজ্যশ্রিয়া (প্রাপ্তরাজ্যসম্পদা) উদ্ধতাঃ (অতিক্রান্তমর্য্যাদাঃ) মত্তাঃ (গর্ব্বিতাঃ) প্রমত্তাঃ (অনবহিতাশ্চ সন্তঃ) বরদান্ (বরদাতৃন্ তান্ দেবানপি) বিস্মরন্তি (প্রভুত্বেন ন চিন্তয়ন্তি অপি চ তান্) অবজানতে (লঙ্ঘয়ন্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পক্ষান্তরে যাহারা পূর্ব্বেও বিষয়সমূহে আসক্ত এবং পশ্চাতেও মোক্ষবিষয়ে অন্যাভিলাষী, তাদৃশ অত্যাসক্ত পুরুষ আমার আরাধনা ও অনুগ্রহলাভ দুষ্কর জানিয়া আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেবতাগণকে সেবা করিয়া থাকে এবং উক্ত ভজনহেতু শীঘ্র-সন্তুষ্ট তাদৃশ দেবতাগণের নিকট হইতে রাজ্যশ্রী লাভ করিয়া উদ্ধত, গর্ব্বিত ও অসাবধান হইয়া বরদাতৃগণকেও বিস্মরণপূর্ব্বক অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রমত্তাঃ পরামর্শশূন্যাঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রমত্তগণ অর্থাৎ পরামর্শশূন্য ব্যক্তিগণ ॥ ১১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

শাপপ্রসাদয়োরীশা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
সদ্যঃ শাপপ্রসাদোঽঙ্গ শিবো ব্রহ্মা ন চাচ্যুতঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অঙ্গ, (হে রাজন্) ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ (ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবস্তথান্যে ইন্দ্রপ্রভৃতয়শ্চ) শাপপ্রসাদয়োঃ (শাপে প্রসাদে অনুগ্রহে চ) ঈশাঃ (প্রভবো ভবন্তি, পরন্তু) শিবঃ ব্রহ্মা (চ) সদ্যঃ শাপপ্রসাদঃ (সদ্যঃ তৎক্ষণমেবাপরাধকাল এব শাপস্তথা যৎকিঞ্চিৎ সেবনকাল এব প্রসাদোঽনুগ্রহো যস্য তথাভূতঃ সদ্যস্তুষ্টঃ সদ্যোরুষ্টশ্চেত্যর্থঃ) অচ্যুতঃ (হরিঃ) ন চ (তথা ন ভবতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ সকলেই শাপ এবং অনুগ্রহপ্রকাশে সমর্থ, পরন্তু ব্রহ্মা ও শঙ্কর যেরূপ শীঘ্র সন্তুষ্ট কিম্বা শীঘ্রই রুষ্ট হইয়া থাকেন, শ্রীহরি সেরূপ হন না ॥ ১২ ॥

অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বৃকাসুরায় গিরিশো বরং দত্ত্বাপ সঙ্কটম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—গিরিশঃ (শিবঃ) বৃকাসুরায় (তন্নামকাসুরায়) বরং দত্ত্বা সঙ্কটং (কৃচ্ছ্রম্) আপ (প্রাপ্তঃ)

ইমম্ (এতদ্ বিষয়কং) পুরাতনম্ ইতিহাসম্ অত্র (অস্মাকমুক্তবিষয়ে পৌরাণিকাঃ) উদাহরন্তি চ (দৃষ্টান্তত্বেনোল্লিখন্তি চ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শঙ্কর এক সময়ে বৃক নামক অসুরকে বরপ্রদান করিয়া যেরূপ সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন, পৌরাণিকগণ প্রস্তাবিত বিষয়ে উদাহরণরূপে সেই প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

বৃকো নামাসুরঃ পুত্রঃ শকুনেঃ পথি নারদম্ ।
দৃষ্ট্বাশুতোষং পপ্রচ্ছ দেবেষু ত্রিষু দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শকুনেঃ (তন্নামকাসুরস্য) পুত্রঃ দুর্ম্মতিঃ (দুর্ব্বুদ্ধিঃ) বৃকঃ নাম অসুরঃ পথি নারদং দৃষ্ট্বা ত্রিষু দেবেষু (ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেষু মধ্যে) আশুতোষং পপ্রচ্ছ (কো নামাশুতোষঃ শীঘ্রসন্তোষস্তং ব্রূহীতি পৃষ্টবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শকুনি নামক অসুরের পুত্র দুর্ম্মতি বৃকাসুর এক সময়ে পথে নারদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মাদিদেবত্রয়ের মধ্যে কোন্ দেবতা সেবকগণের প্রতি সত্বর সন্তুষ্ট হন,— এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ॥ ১৪ ॥

স আহ দেবং গিরিশমুপাধাবাশু সিধ্যসি ।
যোঽল্পাভ্যাং গুণদোষাভ্যামাশু তুষ্যতি কুপ্যতি ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—সঃ (নারদঃ) আহ (তমুক্তবান্) যঃ অল্পাভ্যাং গুণদোষাভ্যাং (যথাক্রমম্) আশু (সত্বরং) তুষ্যতি (তুষ্টো ভবতি) কুপ্যতি (কুপিতশ্চ ভবতি) তং দেবং গিরিশং (শিবম্) উপাধাব (আরাধয় তেন) আশু (সত্বরং) সিধ্যসি (প্রাপ্তমনোরথো ভবিষ্যসি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তখন নারদ বলিলেন যে, যিনি সামান্য গুণ বা দোষ-বশতঃই সত্বর তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া থাকেন, সেই শঙ্করকে আরাধনা কর, তাহা হইলে সত্বর অভীষ্টলাভে সমর্থ হইবে ॥ ১৫ ॥

দশাস্য-বাণয়োস্তুষ্টঃ স্তুবতোর্বন্দিনোরিব ।
ঐশ্বর্য্যমতুলং দত্ত্বা তত আপ সুসঙ্কটম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) বন্দিনোঃ (স্তুতিপাঠকয়োঃ) ইব স্তুবতোঃ (স্তুতিং কুর্ব্বতোঃ) দশাস্যবাণয়োঃ (রাবণ-বাণরাজয়োস্তৌ প্রতীত্যর্থঃ) তুষ্টঃ (সন্) অতুলম্ ঐশ্বর্য্যং দত্ত্বা ততঃ (তাভ্যাং) সুসঙ্কটং (কৈলাসোৎপাটনরূপং পুরপালনরূপঞ্চ মহৎ কৃচ্ছ্রম্) আপ (প্রাপ্তঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—রাবণ এবং বাণাসুর বন্দিযুগলের ন্যায় স্তুতি করিলে শিব তাহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া একজনের নিকট হইতে কৈলাস উৎপাটন-রূপ এবং অপরের নিকট হইতে তাহার পুরপালন-রূপ মহাসঙ্কট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সুসঙ্কটম্ ক্রমেণ কৈলাসোৎপাটনং পুরচালনঞ্চ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সুসংকটম্ ক্রমে কৈলাশ উৎপাটন ও পুরীকে চালন ॥ ১৬ ॥

ইত্যাদিষ্টস্তমসুর উপাধাবৎ স্বগাত্রতঃ ।
কেদার আত্মক্রব্যেণ জুহ্বানোঽগ্নিমুখং হরম্ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—(নারদেন) ইতি আদিষ্টঃ (উপদিষ্টঃ) অসুরঃ (স বৃকঃ) কেদারে (কেদারক্ষেত্রে) স্বগাত্রতঃ আত্মক্রব্যেণ (গাত্রাৎ স্বমাংসং গৃহীত্বা তেন) অগ্নি-মুখম্ (অগ্নিরেব মুখং যজ্ঞভাগপ্রাপক যস্য তং) তং হরং (শিবং) জুহ্বানঃ (অগ্নিমুখেন শিবায়াহুতিং দত্ত্বেত্যর্থঃ) উপাধাবৎ (আরাধিতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—নারদের এইরূপ উপদেশে বৃকাসুর কেদারক্ষেত্রে নিজগাত্র হইতে মাংস গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মহাদেবের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া আরাধনা করিয়াছিল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্বগাত্রতঃ সকাশাৎ আত্মক্রব্যেণ আত্ম-নৈব ছিন্নেন মাংসেনেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজগাত্র হইতে নিজের অস্ত্র-দ্বারা নিজেই ছিন্ন করিয়া ঐ মাংস দ্বারা অগ্নিতে আরাধনা ॥ ১৭ ॥

দেবোপলব্ধিমপ্রাপ্য নির্ব্বেদাৎ সপ্তমেঽহনি ।
শিরোঽবৃশ্চৎ সুধিতিনা তত্তীর্থক্লিন্নমূর্দ্ধজম্ ॥ ১৮ ॥

তদা মহাকারুণিকঃ স ধূর্জ্জটি-
র্যথা বয়ঞ্চাগ্নিরিবোত্থিতোঽনলাৎ ।
নিগৃহ্য দোর্ভ্যাং ভুজয়োর্ন্যবারয়ৎ
তৎস্পর্শনাদ্ভূয় উপস্কৃতাকৃতিঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(স এবমপি) দেবোপলব্ধিং (দেবস্য শিবস্যোপলব্ধিং দর্শনম্) অপ্রাপ্য নির্ব্বেদাৎ (দুঃখাৎ) সপ্তমে অহনি (দিবসে) সুধিতিনা (খড়্গেন) তত্তীর্থ-ক্লিন্নমূর্দ্ধজং (তত্তীর্থেন কেদারতীর্থজলেন ক্লিন্নাঃ সিক্তা মূর্দ্ধজাঃ কেশা যস্য তৎ) শিরঃ (স্বস্য মস্তকম্) অবৃশ্চৎ (ছেত্তুমুদ্যত ইত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (তৎক্ষণমেব) মহাকারুণিকঃ (পরমদয়ালুঃ) সঃ ধূর্জটিঃ (শিবঃ) অনলাৎ (যজ্ঞাগ্নি-মধ্যাৎ) অগ্নিঃ (সাক্ষাদনলঃ) ইব উত্থিতঃ (সন্) দোর্ভ্যাং (স্বীয়বাহুভ্যাং) ভুজয়োঃ (তস্য হস্তদ্বয়ে) নিগৃহ্য (ধৃত্বা) বয়ং যথা (অধুনাতনা বয়ং যদ্বৎ কিঞ্চিদ্দুঃখেন মর্ত্তুকামং বারয়ামস্তথা তং) ন্যবারয়ৎ চ (শিরশ্ছেদান্নিবারিতবান্ স চ) তৎস্পর্শনাৎ (মহাদেবস্য স্পর্শাৎ) ভূয়ঃ (পুনরপি) উপস্কৃতাকৃতিঃ (পরিপূর্ণদেহোঽভবৎ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপ আরাধনেও দেবদর্শন লাভ করিতে না পারিয়া উক্ত অসুর সপ্তম দিবসে কেদার-তীর্থের জলে মস্তকের কেশসমূহ অভিষিক্ত করিয়া খড়্গদ্বারা স্বীয় মস্তক ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ পরমকারুণিক শঙ্কর যজ্ঞানলমধ্য হইতে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়া হস্তযুগলদ্বারা তদীয় হস্ত-দ্বয় ধারণপূর্ব্বক আমরা যেরূপ কোন প্রকার দুঃখ-বশতঃ মৃত্যুকামনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুচেষ্টা হইতে নিবারিত করি, সেইরূপ তিনিও তাহাকে শিরশ্ছেদ-চেষ্টা হইতে বারণ করিলেন। তখন বৃকাসুরও তদীয়-স্পর্শ লাভ করিয়া পুনরায় পরিপূর্ণকলেবর হইয়া উঠিল ॥ ১৮-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অবৃশ্চৎ ছেত্তুমুদ্যতঃ সুধিতিনা খড়্গেন তত্তীর্থ এবাক্লিন্নাঃ সম্যগার্দ্রীভূতা মূর্দ্ধজাঃ যস্য তৎ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—বয়মধুনাতনা, যথা দুঃখেন মর্ত্তুকামং জনং বারয়ামস্তদ্বৎ। স চ উপস্কৃতাকৃতিঃ পরিপূর্ণ-দেহোঽভূৎ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—খড়্গদ্বারা নিজের মস্তক ছিন্ন করিতে উদ্যত বৃকাসুরকে মহাদেব ঐ কার্য্য হইতে বিরত করিলেন ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা আধুনিক ব্যক্তিগণ যেমন দুঃখ দ্বারা মৃত্যুকাম ব্যক্তিকে বারণ করি সেইরূপ। সেও মহাদেবের স্পর্শে পরিপূর্ণ দেহপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

তমাহ চাঙ্গালমলং বৃণীষ্ব মে
যথাভিকামং বিতরামি তে বরম্ ।
প্রীয়েয় তোয়েন নৃণাং প্রপদ্যতা-
মহো ত্বয়াত্মা ভৃশমর্দ্দ্যতে বৃথা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) তম্ (অসুরম্) আহ চ (উক্ত-বান্) অঙ্গ, (হে বৎস,) অলম্ অলং (শিরশ্ছেদেন প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ) মে (মম সমীপে) যথাভি-কামং (যথাভিলাষং) বরং বৃণীষ্ব (প্রার্থয়) তে (তুভ্যমহং তমেব বরং) বিতরামি (দাস্যামি) প্রপদ্যতাং (শরণাগতানাং) নৃণাং (নরাণাং প্রদত্তেন) তোয়েন (জলেনৈবাহং) প্রীয়েয় (তুষ্যেয়ম্) অহো ত্বয়া (তথাপি) বৃথা (নিরর্থকমেব) আত্মা (শরীরং) ভৃশং (তপঃকৃচ্ছ্রেণাতিশয়ম্) অর্দ্দ্যতে (পীড্যতে তত আত্মপীড়নং মাস্তু) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শঙ্কর তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, —হে বৎস, শিরশ্ছেদে আর কোন প্রয়োজন নাই, তুমি আমার নিকট যে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদান করিব। আমি শরণাগত পুরুষগণের জলমাত্র প্রদানেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকি; তথাপি তুমি নিরর্থক অতিশয় কষ্টকর তপস্যাদ্বারা শরীরকে পীড়া প্রদান করিয়াছ, অতএব আর আত্মপীড়নের প্রয়োজন নাই ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অলমলং শিরশ্ছেদেনেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শঙ্কর তাহাকে সম্বোধন করিয়া 'আর প্রয়োজন নাই, আর প্রয়োজন নাই, মস্তক ছেদনের' ॥ ২০ ॥

দেবং স বব্রে পাপীয়ান্ বরং ভূতভয়াবহম্ ।
যস্য যস্য করং শীর্ষ্ণি ধাস্যে স ম্রিয়তামিতি ॥২১॥

অন্বয়ঃ—(অথ) পাপীয়ান্ (পাপাত্মা) সঃ (বৃকাসুরঃ) দেবং (দেবস্য শিবস্য সমীপে) যস্য যস্য (প্রাণিনঃ) শীর্ষ্ণি (মস্তকেঽহং) করং (স্বহস্তং) ধাস্যে (অর্পয়িষ্যামি) সঃ (স স প্রাণী) ম্রিয়তাং (মৃত্যুং প্রাপ্নুয়াৎ) ইতি (এবং) ভূতভয়াবহং (নিখিলপ্রাণিভীষণং) বরং বব্রে (প্রার্থয়ামাস) ।।২১।।

অনুবাদ—অনন্তর পাপাত্মা অসুর শিবসন্নিধানে এইরূপ নিখিলপ্রাণি-ভয়ঙ্কর বর প্রার্থনা করিল যে, আমি যাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিব, সেই ব্যক্তিই যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।। ২১ ।।

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ রুদ্রো দুর্ম্মনা ইব ভারত ।
ওমিতি প্রহসংস্তস্মৈ দদেঽহেরমৃতং যথা ।। ২২ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, ভগবান্ রুদ্রঃ তৎ শ্রুত্বা (ক্ষণকালং) দুর্ম্মনাঃ (দুঃখিতঃ) ইব (স্থিত্বা ততঃ) প্রহসন্ (প্রকৃষ্টং হাসং কুর্ব্বন্) অহেঃ অমৃতং যথা সর্পায় প্রদত্তমমৃতমাত্মন এব দুঃখকরং ভবেত্তথেত্যর্থঃ) ওম্ ইতি (তথাস্তু ইতি) তস্মৈ (বৃকায় তদভীষ্টং বরং) দদে (দত্তবান্) ।। ২২ ।।

অনুবাদ—হে ভরতকুলনন্দন, ভগবান্ শঙ্কর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল দুঃখিতচিত্তের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক অনন্তর প্রকৃষ্ট হাস্যসহকারে সর্পকে অমৃত প্রদান করার ন্যায় তাহাকেও "তথাস্তু" বলিয়া অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন ।। ২২ ।।

(ইত্যুক্তঃ সোঽসুরো নূনং গৌরীহরণলালসঃ ।)
স তদ্বরপরীক্ষার্থং শম্ভোর্মূর্দ্ধ্নি কিলাসুরঃ ।
স্বহস্তং ধাতুমারেভে সোঽবিভ্যৎ স্বকৃতাচ্ছিবঃ ।।২৩

অন্বয়ঃ—(ততঃ) সঃ অসুরঃ তদ্‌বরপরীক্ষার্থং (তস্য বরস্য সত্যত্বং পরীক্ষিতুং) শম্ভোঃ (শিবস্যৈব) মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) স্বহস্তং ধাতুম্ (অর্পয়িতুম্) আরেভে (প্রবৃত্তঃ) কিল, সঃ শিবঃ (তদানীং) স্বকৃতাৎ (স্বস্য প্রদত্তাদেব তদ্‌বরাৎ) অবিভ্যৎ (ভীতো বভূব) ।।২৩।।

অনুবাদ—অতঃপর ঐ অসুর বরের সত্যতা পরীক্ষার জন্য মহাদেবেরই মস্তকে নিজহস্ত প্রদানে উদ্যত হইলে তিনি নিজপ্রদত্ত সেই বরহেতু ভীত হইলেন ।। ২৩ ।।

বিশ্বনাথ—স্বকৃতাৎ স্বদত্তবরাৎ অবিভেৎ ভয়ং প্রাপ । অবিভ্যদিতি পাঠ আর্ষঃ ।। ২৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বকৃত অর্থাৎ নিজদত্তবর হইতে মহাদেব নিজেই ভয় পাইলেন, অবিভ্যৎ এই পাঠটি আর্ষপ্রয়োগ ।। ২৩ ।।

তেনোপসৃষ্টঃ সন্ত্রস্তঃ পরাধাবন্ সবেপথুঃ ।
যাবদন্তং দিবো ভূমেঃ কাষ্ঠানামুদগাদুদক্ ।। ২৪ ।।

অন্বয়ঃ—(অথ) তেন (অসুরেণ) উপসৃষ্টঃ (অনুগতঃ) সন্ত্রস্তঃ (অতিভীতঃ) সবেপথুঃ (কম্পিত-কলেবরঃ সঃ) পরাধাবন্ (পরাঙ্মুখতয়া পলায়মানঃ সন্) উদক্ (উত্তরত আরভ্য) দিবঃ (স্বর্গস্য) ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) কাষ্ঠানাং (দিশাঞ্চ) অন্তম্ (অবধিং) যাবৎ উদগাৎ (অধাবৎ) ।। ২৪ ।।

অনুবাদ—অনন্তর ঐ অসুর তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলে তিনি অতিশয় ভীত ও কম্পিত-কলেবরে পরাঙ্মুখ হইয়া ধাবমান হইলেন। এইরূপে তিনি উত্তর দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং দিক্-সমূহের সীমা পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিলেন ।। ২৪ ।।

বিশ্বনাথ—তেনাসুরেণ উপসৃষ্টঃ অনুদ্রুতঃ পরাধাবন্ পলায়মানঃ সন্ দিবো ভূমেঃ কাষ্ঠানাঞ্চ যাবদন্তম্ অন্তপর্য্যন্তং উদগাৎ উৎকর্ষেণাগাৎ অধাবৎ উদক্ উত্তরতো দিশঃ সকাশাৎ ।। ২৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহাদেব ঐ বৃকাসুর হইতে ভয় পাইয়া পলায়মান হইয়া এই ভূলোকে ও স্বর্গের অন্ত পর্য্যন্ত উত্তর দিক্ হইতে ধাবন করিলেন ।।২৪

অজানন্তঃ প্রতিবিধিং তূষ্ণীমাসন্ সুরেশ্বরাঃ ।
ততো বৈকুণ্ঠমগমদ্ভাস্বরং তমসঃ পরম্ ।। ২৫ ।।
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ ।
শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবর্ত্ততে গতঃ ।।২৬।।

অন্বয়ঃ—(তত্র তত্র) সুরেশ্বরাঃ (ব্রহ্মাদয়ো দেবেন্দ্রাঃ) প্রতিবিধিম্ (অস্য সঙ্কটস্য প্রতিক্রিয়াম্) অজানন্তঃ (সন্তঃ) তূষ্ণীম্ আসন্ (মৌনমবলম্ব্য স্থিতাঃ) ততঃ (পশ্চাৎ সঃ) যত্র (যস্মিন্ লোকে) সাক্ষাৎ নারায়ণঃ (শ্রীহরিরেব) ন্যস্তদণ্ডানাং (রাগ-

দ্বেষাদিশূন্যানাং) শান্তানাং (হিংসাধর্ম্মশূন্যানাং) ন্যাসিনাং (পরমভক্তানাং সাধূনাং) পরমা গতিঃ (পরম আশ্রয়ো বর্ত্ততে) যতঃ (যস্মাল্লোকাচ্চ) গতঃ (তল্লোকপ্রাপ্তঃ পুনঃ) ন আবর্ত্ততে (ন পুনঃ সংসার-দশাং গচ্ছতি তং) তমসঃ পরং (তমোগুণাতীতং) ভাস্বরং (সমুজ্জ্বলং শুদ্ধসত্ত্বাশ্রয়মিত্যর্থঃ) বৈকুণ্ঠং (শ্বেতদ্বীপম্) অগমৎ (গতবান্) ॥ ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ—ঐ সমস্ত স্থানে ব্রহ্মাদিদেবগণ সকলেই এবিষয়ে কোন প্রতিকার অবগত না হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে তিনি যেস্থানে সাক্ষাৎ শ্রীহরি রাগদ্বেষরহিত, শান্তচিত্ত পরমভক্ত সাধুগণের পরম-গতিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যেস্থান একবার লাভ করিতে পারিলে তাহা হইতে জীবের পুনরায় সংসার-দশায় পতিত হইতে হয় না, সেই তমোগুণাতীত শুদ্ধ-সত্ত্বাশ্রিত সমুজ্জ্বল শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন ॥২৫-২৬

বিশ্বনাথ—সুরেশ্বরাঃ ব্রহ্মাদ্যাঃ। তমসঃ প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মা আদি দেবগণ এই বিষয়ে কোন প্রতিকার জানিতে না পারিয়া মৌন থাকিলেন। শ্রীহরি শান্তচিত্ত পরম ভক্ত সাধুগণের পরমগতিরূপে যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন সেই তমোগুণের অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত শুদ্ধ সত্ত্বসমুজ্জ্বল শ্বেতদ্বীপে মহাদেব গমন করিলেন ॥ ২৫-২৬ ॥

তং তথা ব্যসনং দৃষ্ট্বা ভগবান্ বৃজিনার্দ্দনঃ।
দূরাৎ প্রত্যুদিয়াদ্ভূত্বা বটুকো যোগমায়য়া ॥ ২৭ ॥
মেখলাজিনদণ্ডাক্ষৈস্তেজসাগ্নিরিব জ্বলন্।
অভিবাদয়ামাস চ তং কুশপাণির্বিনীতবৎ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—বৃজিনার্দ্দনঃ (সর্ব্বদুঃখহরঃ) ভগবান্ (নারায়ণঃ) দূরাৎ তং (শিবং) তথা ব্যসনং (তাদৃক্-সঙ্কটযুক্তং) দৃষ্ট্বা (যোগমায়য়া বটুকঃ (বালব্রহ্ম-চারী) ভূত্বা মেখলাজিনদণ্ডাক্ষৈঃ (মেখলয়া অজিনেন দণ্ডেন অক্ষমালয়া চোপলক্ষিতঃ) কুশপাণিঃ (কুশহস্তঃ সন্) তেজসা (ব্রহ্মবর্চ্চসা) অগ্নিঃ ইব জ্বলন্ (প্রকাশ-মানঃ) প্রত্যুদিয়াৎ (সম্মুখমাগতস্তথা) বিনীতবৎ (শিষ্যবৎ) তং (বৃকাসুরম্) অভিবাদয়ামাস চ (নমস্কৃতবান্) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীহরি দূর হইতেই তাঁহাকে তাদৃশ সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া যোগমায়ায় বাল-ব্রহ্মচারীর বেশধারণপূর্ব্বক মেখলা, অজিন, দণ্ড এবং অক্ষমালায় সজ্জিত হইয়া হস্তে কুশগ্রহণ সহকারে ব্রহ্মতেজে অগ্নিতুল্য প্রদীপ্তকলেবরে বৃকাসুরের সম্মুখে আগমন করিয়া শিষ্যের ন্যায় তাহাকে অভিবাদন করিলেন ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যুদিয়াৎ সম্মুখমাগতঃ ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অভিবাদয়ামাস আশিষং ব্রুবন্ স্বং নমস্কারয়ামাস। যদ্বা, অভিবাদয়ামাসেতি অস্মাকং ব্রহ্মদর্শিনাং সর্ব্বভূতান্যেবাভিবাদ্যানি ভবাংস্তু শকুনেঃ পুত্রো জ্ঞানী তপস্বী মম বটোরভিবাদ্য এবেতি দ্যোতয়ামাস ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীহরি দূর হইতে সঙ্কটাপন্ন মহাদেবকে আসিতে দেখিয়া ॥২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগমায়াবলে বালব্রহ্মচারীর বেশধারণ করতঃ বৃকাসুরের সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক বৃকাসুরকে আশীর্ব্বাদ বাক্য বলিতে বলিতে নিজেকে নমস্কার করাইলেন অথবা আমাকে ব্রহ্মদর্শিগণের, সর্ব্বভূতের নমস্য কিন্তু তুমি শকুনীর পুত্র, জ্ঞানী তপস্বী, আমি ব্রহ্মচারী তোমাকে আশীর্ব্বাদে যোগ্য —ইহা প্রকাশ করিলেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

শাকুনেয় ভবান্ ব্যক্তং শ্রান্তঃ কিং দূরমাগতঃ।
ক্ষণং বিশ্রম্যতাং পুংস আত্মায়ং সর্ব্বকামধুক্ ॥২৯

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) শাকুনেয়, (হে শকুনিনন্দন,) ভবান্ ব্যক্তং (স্ফুটং) শ্রান্তঃ (শ্রমযুক্তঃ প্রতীয়তে) কিং (কিমর্থং) দূরম্ আগতঃ (সমাগতস্তদ্ বদতু) ক্ষণং বিশ্রম্যতাং (বিশ্রামঃ কার্য্যঃ) পুংসঃ অয়ং (দৃশ্যমানঃ) আত্মা (শরীরং) সর্ব্বকামধুক্ (সর্ব্বাভীষ্টপ্রদস্ততঃ সর্ব্বথা তদ্রক্ষণং কার্য্যমিত্যর্থঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে শকুনিনন্দন, আপনাকে দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছেন। আপনি কি জন্য এত দূরে আসিয়াছেন, তাহা বলুন। সম্প্রতি ক্ষণকাল এখানে

বিশ্রাম করুন ; যেহেতু পুরুষের এই শরীর সর্ব্ব-প্রকার অভীষ্টপ্রদানে সমর্থ ; সেইজন্য এই শরীরের রক্ষা বিশেষরূপে কর্ত্তব্য ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মা দেহঃ সর্ব্বকামপ্রপূরকঃ অতস্তম-ভিদ্রব শ্রমেণ মা পীড়য় ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার এই আত্মা অর্থাৎ দেহ সর্ব্বকাম পরিপূরক। অতএব পরিশ্রমদ্বারা এই তোমার শরীরকে কষ্ট দিও না ॥ ২৯ ॥

———

যদি নঃ শ্রবণায়ালং যুষ্মদ্ব্যবসিতং বিভো।
ভণ্যতাং প্রায়শঃ পুম্ভির্ধৃতৈঃ স্বার্থান্ সমীহতে ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—বিভো, (হে প্রভো,) যুষ্মদ্ব্যবসিতং (ভবৎ সঙ্কল্পিতং কার্য্যং) যদি নঃ (অস্মাকং) শ্রবণায় অলং (শ্রবণযোগ্যং ভবতি তদা তৎ) ভণ্যতাং (কথ্যতাং যতো জনঃ) প্রায়শঃ (প্রায়েণৈব) ধৃতৈঃ (সহায়ৈঃ) পুম্ভিঃ (জনৈঃ) স্বার্থান্ সমীহতে (স্বকার্য্যাণি সাধয়তি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, ভবদীয় সঙ্কল্পিত কার্য্য আমাদের শ্রবণযোগ্য হইলে তাহা বলুন। যেহেতু, পুরুষগণ প্রায়ই অপর পুরুষগণের সাহায্যে নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ধৃতৈঃ পুংভিঃ স্বসহায়ীকৃতৈঃ পুরুষৈঃ স্বার্থান্ সমীহতে সাধয়তি তেন মাং প্রতি স্বব্যবসিত-মুচ্যতাং যথা ময়াপি ব্রজতেজোবলেনাপি তত্র সাহায্যং কর্ত্তুং শক্যং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ অসুর বলিল—প্রায়ই অন্যপুরুষগণের সাহায্যে পুরুষগণ নিজ স্বার্থসাধন করে, অতএব আমার প্রতি নিজ কর্ত্তব্য বলুন যে প্রকারে আমিও ব্রহ্মতেজবলদ্বারা সেই বিষয়ে সাহায্য করিতে পারি ॥ ৩০ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—
এবং ভগবতা পৃষ্টো বচসামৃতবর্ষিণা।
গতক্লমোঽব্রবীৎ তস্মৈ যথাপূর্ব্বমনুষ্ঠিতম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভগবতা (নারায়ণেন) অমৃতবর্ষিণা (মধুরেণ) বাচা (বাক্যেন) এবং পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) গতক্লমঃ (বিগতশ্রমঃ সঃ) তস্মৈ (নারায়ণায়) যথাপূর্ব্বম্ অনুষ্ঠিতং (যথাক্রমং সর্ব্বং কার্য্যম্) অব্রবীৎ (জ্ঞাপয়ামাস) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—শ্রীহরির সুমধুর বাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে বৃকাসুর শ্রান্তি-শূন্য হইয়া তাঁহার নিকট যথাক্রমে যাবতীয় অনুষ্ঠিত কার্য্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিল ॥ ৩১ ॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—
এবং চেৎ তর্হি তদ্বাক্যং ন বয়ং শ্রদ্দধীমহি।
যো দক্ষশাপাৎ পৈশাচ্যং প্রাপ্তঃ প্রেতপিশাচরাট্ ॥৩২

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—যঃ (শিব) দক্ষ-শাপাৎ পৈশাচ্যং (পিশাচানামিব বৃত্তিং) প্রাপ্তঃ (সন্) প্রেতপিশাচরাট্ (প্রেতপিশাচানামেবাধিপতির্জাতঃ) তদ্‌বাক্যং (তস্য শিবস্য বাক্যম্) এবং (ত্বদুক্তপ্রায়ং) চেৎ (যদি ভবেৎ) তর্হি (তদা) বয়ং ন শ্রদ্দধীমহি (শ্রদ্ধয়া ন ধারয়ামঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যিনি দক্ষ-শাপে পিশাচ-বৃত্তি লাভ করিয়া কেবলমাত্র প্রেত-পিশাচ-গণেরই আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শিব যদি তোমাকে এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাদৃশ বাক্যে শ্রদ্ধা করিতে পারি না ॥ ৩২ ॥

———

যদি বস্তত্র বিশ্রম্ভো দানবেন্দ্র জগদ্‌গুরৌ।
তর্হ্যঙ্গাশু স্বশিরসি হস্তং ন্যস্য প্রতীয়তাম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ দানবেন্দ্র, (হে দানবশ্রেষ্ঠ,) যদি বঃ (যুষ্মাকং) তত্র জগদ্‌গুরৌ বিশ্রম্ভঃ (তং জগদ্‌-গুরুং মত্বা তদ্‌বাক্যে বিশ্বাসো বর্ত্ততে) তর্হি (তদা) আশু (শীঘ্রং) স্বশিরসি (স্বস্যৈব মস্তকে) হস্তং ন্যস্য (স্থাপয়িত্বা) প্রতীয়তাং (বাক্যস্য যথাতথ্যং পরীক্ষ্যতাম্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে দানবরাজ যদি শঙ্করকে জগদ্‌-গুরুজ্ঞানে তদীয়বাক্যে তোমার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র নিজ-মস্তকে হস্ত অর্পণপূর্ব্বক ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখ ॥ ৩৩ ॥

———

যদ্যসত্যং বচঃ শম্ভোঃ কথঞ্চিদ্দানবর্ষভ ।
তদৈনং জহ্যসদ্বাচং ন যদ্বক্তানৃতং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দানবর্ষভ, (হে দানপ্রবর) যদি শম্ভোঃ (শিবস্য) বচঃ (বাক্যং) কথঞ্চিৎ (কথমপি) অসত্যং (মিথ্যা প্রতীয়তে) তদা যৎ (যথা) পুনঃ (ইতঃপরং সঃ) অনৃতং (মিথ্যা) ন বক্তা (ন বদিষ্যতি তথা) অসদ্‌বাচং (মিথ্যাবাদিনম্) এনং (শিবং) জহি (নাশয়) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে দৈত্যবর, যদি তাঁহার বাক্য কিঞ্চিন্মাত্রও মিথ্যারূপে প্রতীত হয়, তাহা হইলে পুনরায় এরূপ মিথ্যাবাক্য না বলিতে পারে, সেইরূপে এই মিথ্যাবাদীকে বিনষ্ট কর ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ যথা ন বক্তা কাপি যোগবলেনোৎপদ্যাপি ন বদিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান বলিতেছেন—হে দৈত্যবর ! যদি মহাদেবের বাক্য কিঞ্চিৎমাত্র মিথ্যারূপে প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে পুনঃরায় যাহাতে এইরূপ মিথ্যাবাক্য বলিতে না পারে, যোগবল উৎপাদন করিয়াও না বলিতে পারে ॥ ৩৪ ॥

ইত্থং ভগবতশ্চিত্রৈর্বচোভিঃ স সুপেশলৈঃ ।
ভিন্নধীবিস্মৃতঃ শীর্ষ্ণি স্বহস্তং কুমতির্ন্যধাৎ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতঃ ইত্থম্ (এবং) সুপেশলৈঃ (অতিরম্যৈঃ) চিত্রৈঃ (অদ্ভুতৈঃ) বচোভিঃ (বচনৈঃ) ভিন্নধীঃ (ভ্রংশিতমতিঃ) সঃ কুমতিঃ (দুর্ব্বুদ্ধিঃ) বিস্মৃতঃ (বরতত্ত্বং বিস্মরন্) শীর্ষ্ণি (স্বমস্তকে) স্বহস্তং ন্যধাৎ (নিহিতবান্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ভগবানের এবম্বিধ মনোরম বিচিত্র বচনবিন্যাসে দুর্ব্বুদ্ধি বৃকাসুর ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া বরতত্ত্ব বিস্মরণপূর্ব্বক নিজমস্তকে স্বীয় হস্ত সমর্পণ করিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিস্মৃতঃ বিস্মৃতিযুক্তঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ বৃকাসুর ভগবানের এইরূপ বিচিত্র বাক্য বিন্যাস শ্রবণ করিয়া নিজের প্রতি মহাদেবের বরতত্ত্ব বিস্মৃতিযুক্ত হইয়া নিজের মস্তকে নিজহস্ত অর্পণ করিল ॥ ৩৫ ॥

অথাপতদ্ভিন্নশিরাঃ বজ্রাহত ইব ক্ষণাৎ ।
জয়শব্দো নমঃশব্দঃ সাধুশব্দোঽভবদ্দিবি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং সঃ) ক্ষণাৎ (তৎক্ষণমেব) ভিন্নশিরাঃ (বিদীর্ণমস্তকঃ সন্) বজ্রাহতঃ ইব অপতৎ (ভূপতিতো বভূব) দিবি (আকাশে তদা) জয়শব্দঃ নমঃশব্দঃ সাধুশব্দঃ (জয়ধ্বনিঃ প্রশংসাধ্বনিঃ প্রণামশব্দধ্বনিশ্চ) অভবৎ (জাতঃ) ॥৩৬॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ অসুর তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণমস্তকে বজ্রাহতের ন্যায় ভূপতিত হইলে আকাশে জয়ধ্বনি, প্রণাম-বাক্য-ধ্বনি এবং প্রশংসা বচন-ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ৩৬ ॥

মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি হতে পাপে বৃকাসুরে ।
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বা মোচিতঃ সঙ্কটাচ্ছিবঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—পাপে (দুরাচারে) বৃকাসুরে হতে (সতি) দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্বাঃ (দেবা ঋষয়ঃ পিতরো গন্ধর্বাশ্চ ভগবদুপরি) পুষ্পবর্ষাণি মুমুচুঃ (পুষ্পবৃষ্টিং চক্রুঃ) শিবঃ (শঙ্করশ্চ) সঙ্কটাৎ (কৃচ্ছ্রাৎ) মোচিতঃ (পরিত্রাতোঽভবৎ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—দুরাচার বৃকাসুর নিহত হইলে দেব, ঋষি, পিতৃ ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং শিবও সঙ্কটমুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

মুক্তং গিরিশমভ্যাহ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।
অহো দেব মহাদেব পাপোঽয়ং স্বেন পাপ্মনা ॥৩৮॥
হতঃ কো নু মহৎস্বীশ জন্তুর্বৈ কৃতকিল্বিষঃ ।
ক্ষেমী স্যাৎ কিমু বিশ্বেশে কৃতাগস্কো জগদ্‌গুরৌ ॥৩৯

অন্বয়ঃ—ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ (নারায়ণঃ) মুক্তং (সঙ্কট-পরিমুক্তং) গিরিশম্ অভ্যাহ (সমীপমাগত্য কথয়ামাস হে) দেব মহাদেব, অহো অয়ং পাপঃ (দুরাচারো বৃকঃ) স্বেন পাপ্মনা (স্বকীয় পাপেনৈব) হতঃ (বিনষ্টো বভূব) ঈশ, (হে ঈশ্বর) মহৎসু (মহাজনেষু) কৃতকিল্বিষঃ (কৃতাপরাধঃ) কঃ নু বৈ (কো নাম) জন্তুঃ (জীবঃ) ক্ষেমী (কল্যাণযুক্তঃ) স্যাৎ (ভবেৎ, কোঽপি নেত্যর্থ ততঃ) জগদ্‌গুরৌ (জগদারাধ্যে) বিশ্বেশে (বিশ্বাধিপতৌ ত্বয়ি) কৃতা-

গস্কঃ (কৃতাপরাধঃ) কিমু (কথং নাম ক্ষেমী স্যাৎ। ভবদপরাধিনঃ ক্ষেমপ্রাপ্তিঃ সুতরাং সুদুর্ল্লভেতি ভাবঃ) ॥ ৩৮-৩৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীহরি সঙ্কটমুক্ত শঙ্করের সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—হে জগদ্গুরো মহাদেব, এই দুরাচার অসুর নিজ-পাপদ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছে। হে ঈশ্বর, কোন মহাজনের প্রতি অপরাধ করিয়া কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না, সুতরাং জগদ্গুরুরূপী আপনার প্রতি যে অপরাধ করে, তাহার কল্যাণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ৩৮-৩৯

বিশ্বনাথ—অহো দেবেতি। ভো অপরিণামদর্শিন্, ঋজুবুদ্ধে এবং দুষ্টেভ্যো বরো ন দেয়ঃ স্বয়ং যন্মরিষ্যসি তদপি ন পরামৃশসি ত্বামহমরক্ষমপরস্মিন্ দিনে কিং ভবিষ্যতীত্যুপালম্ভো যত্নতঃ এতৎ খলু ভগবত এব মহত্ত্বমসাধারণমিতি দর্শিতম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান পুরুষোত্তম ভয়মুক্ত মহাদেবের নিকট গিয়া বলিলেন—হে দেব! হে অপরিণামদর্শি! সরলবুদ্ধি আপনি, এইরূপ দুষ্টগণকে বর দিবেন না যাহার দ্বারা নিজের প্রাণ সংশয় হয়, তাহাও বিচার করিতেছেন না, অদ্য আমি আপনাকে রক্ষা করিলাম অন্যদিনে কি হইবে? এইরূপ তিরস্কার করিলেন। যত্নপূর্ব্বক ইহা ভগবানেরই মহত্তমত্ব-সাধারণ ইহা দেখাইলেন ॥ ৩৯ ॥

———

য এবমব্যাকৃতশক্ত্যুদন্বতঃ
পরস্য সাক্ষাৎ পরমাত্মনো হরেঃ।
গিরিত্রমোক্ষং কথয়েচ্ছৃণোতি বা
বিমুচ্যতে সংসৃতিভিস্তথারিভিঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রুদ্রমোক্ষণং নাম অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যো মানবঃ) অব্যাকৃতশক্ত্যুদন্বতঃ (অব্যাকৃতানাং প্রপঞ্চাতীতানাং শক্তীনাং স্বরূপশক্তিবৃত্তীনাম্ উদন্বতঃ সমুদ্রস্য) পরস্য (পরমপুরুষস্য) সাক্ষাৎ পরমাত্মনঃ হরেঃ এবং (পূর্ব্বোক্তক্রমেণানুষ্ঠিতং) গিরিত্রমোক্ষং (শিবমোচনরূপং চরিতং) শৃণোতি কথয়েৎ বা (অন্যস্মৈ বা বর্ণয়েৎ সঃ) সংসৃতিভিঃ (জন্মমৃত্যুলক্ষণসংসরণৈঃ) তথা অরিভিঃ (শত্রুভিঃ) বিমুচ্যতে (পরিত্যক্তো ভবতি) ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—যিনি প্রপঞ্চাতীতস্বরূপ শক্তিসমূহের আধারস্বরূপ পরমাত্মা, পুরুষোত্তম শ্রীহরির অনুষ্ঠিত এই শিবমোচনরূপ চরিত শ্রবণ বা অন্যের নিকট কীর্ত্তন করেন, তিনি জন্মমৃত্যুরূপ সংসার-প্রবাহ এবং শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অব্যাকৃতানাং প্রপঞ্চাতীতানাং শক্তীনাং স্বরূপশক্তিবৃত্তীনাং নদীরূপাণামুদন্বতঃ সমুদ্রস্য ॥৪০

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—মায়াতীত শক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি বৃত্তি-সমূহের আশ্রয় শ্রীহরি, সমুদ্র যেমন নদী-সমূহের আশ্রয় ॥ ৪০ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীতে দশমস্কন্ধে অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০।৮৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

সরস্বত্যাস্তটে রাজন্ ঋষয়ঃ সত্রমাসত।
বিতর্কঃ সমভূৎ তেষাং ত্রিষ্বধীশেষু কো মহান্ ॥১

গৌড়ীয় ভাষ্য

একোননবতিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কোন্ দেবতা শ্রেষ্ঠ—এতদ্বিষয়ে সংশয়চিত্ত মুনিগণের নিকট ভৃগু কর্ত্তৃক (পরীক্ষা দ্বারা) বিষ্ণুর উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে সরস্বতী-তীরে যজ্ঞানুষ্ঠানরত মুনিগণের মধ্যে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—তদ্বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা ব্রহ্মপুত্র ভৃগুকে যথার্থ তত্ত্ব অবগতির জন্য প্রেরণ করেন। ভৃগু ব্রহ্মার প্রভাব পরীক্ষার্থ তৎসভায় গমনপূর্ব্বক কোন প্রণামাদি না করায় ব্রহ্মা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ভৃগু তথা হইতে মহেশ্বরের নিকট গমন করিলে শঙ্কর আসন হইতে উত্থিত হইয়া ভৃগুকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ভৃগু শঙ্করকে 'উন্মার্গগামী' বলিয়া সম্বোধন করিলে শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া শূলহস্তে ভৃগুকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। ভৃগু তখন নারায়ণ-সমীপে গমনপূর্ব্বক লক্ষ্মীর অঙ্কে শায়িত শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। ভগবান্ লক্ষ্মীর সহিত উত্থিত হইয়া মুনিকে প্রণাম-পুরঃসর উপবেশনার্থ অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহার আগমন-বার্ত্তা পূর্ব্বে জানিতে না পারায় তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে যে ত্রুটী হইয়াছে, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভৃগু তথা হইতে পুনর্ব্বার মুনিগণের নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত জ্ঞাপন করিলে সকলে বিষ্ণুকেই 'শ্রেষ্ঠ'রূপে নির্ণয় করিলেন এবং তাঁহারই আরাধনা দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

একদা দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণপত্নীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ব্রাহ্মণ মৃত-শিশুকে গ্রহণপূর্ব্বক রাজদ্বারে গমন করিয়া 'রাজারই বিকর্ম্ম-বশতঃ তাঁহার পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়াছে'—এরূপ বলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ঐরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের মৃত্যুতে রাজদ্বারে গমনপূর্ব্বক রাজনিন্দা করিয়াছিলেন।

ঐ ব্রাহ্মণের নবম পুত্রের মৃত্যুকালে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণনিকটে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের তাদৃশ আক্ষেপ বচন শ্রবণ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণের সন্তান-রক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে ব্রাহ্মণ তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অর্জ্জুন পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণকে জানাইলেন যে, তিনি অদ্বিতীয় গাণ্ডীবধন্বা এবং যুদ্ধে শঙ্করকে তুষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং তিনি কৃতান্তকেও পরাজিত করিয়া ব্রাহ্মণপুত্রগণকে আনয়ন করিবেন, তদন্যথায় অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ স্বীয় ভার্য্যার আসন্ন-প্রসবকালে অর্জ্জুনকে সংবাদ প্রদান করিলে অর্জ্জুন বাণরাশিতে সূতিকাগারের চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নীর পুত্র জন্মগ্রহণমাত্রই রোদন করিতে করিতে আকাশপথে অদৃশ্য হইল। তখন ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে বিবিধ তিরস্কার করিতে থাকিলে অর্জ্জুন যমরাজ-সমীপে গমন করিলেন। কিন্তু তথায় ব্রাহ্মণপুত্রকে না পাইয়া ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনের সর্ব্বত্রই গমন করিলেন, এবং কোথাও ব্রাহ্মণপুত্রের সন্ধান না পাইয়া অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক স্ব-প্রতিজ্ঞা রক্ষায় চেষ্টিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিলেন এবং দিব্যরথে আরোহণ করিয়া উভয়ে সসাগর সপ্তদ্বীপ ও লোকালোক পর্ব্বত প্রভৃতি অতিক্রমপূর্ব্বক ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করিলেন। সেই অন্ধকারে অশ্বের গতি প্রতিহত হওয়ায় সুদর্শনচক্রকে রথাগ্রে রক্ষা করিয়া গমন করিতে থাকিলেন। ক্রমে জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহাকালপুরে উপস্থিত হইয়া সহস্রফণাবিশিষ্ট অনন্তদেবকে এবং তাঁহার শরীরে অবস্থিত বিরাটপুরুষ বিভুকে দর্শন করিলেন। বিরাট-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের অবতার-কারণ বর্ণন করিয়া বলিলেন যে, তিনিই কৃষ্ণার্জ্জুনের দর্শনার্থী হইয়া বিপ্র-কুমারগণকে আনয়ন করিয়াছেন।

অতঃপর তাঁহারা বিপ্রতনয়গণকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের নিকট প্রদান করিলেন। অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব অবগত হইয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং জীবগণের যাবতীয় পৌরুষ সকলই শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পাজাত বলিয়া নির্ণয় করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ,—(হে) রাজন্, (পুরা) সরস্বত্যাঃ (তন্নাম্ন্যা নদ্যাঃ) তটে ঋষয়ঃ সত্রম্ আসত (যজ্ঞমনুষ্ঠিতবন্তঃ, তত্র) ত্রিষু অধীশেষু (ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশ্বরেষু মধ্যে) ক মহান্ (শ্রেষ্ঠো ভবতীতি বিষয়ে) তেষাম্ (ঋষীণাং) বিতর্কঃ (বিবাদঃ) সমভূৎ (জাতঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, পুরাকালে সরস্বতী-তীরে ঋষিগণ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শঙ্করের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—এবিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

নবাশীতিতমে বিষ্ণোঃ শ্রৈষ্ঠ্যং ভৃগু-পরীক্ষয়া।
ত্রিষু তত্রাপি বিপ্রার্ভাহৃতেঃ কৃষ্ণস্য ভূমতঃ ॥

বিষ্ণোরেব সর্ব্বোৎকর্ষাৎ সেব্যত্বে ইতিহাসানন্তর-মাহ—সরস্বত্যা ইতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একোননবতিতমোঽধ্যায়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই তিন দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব ভৃগুমুনি পরীক্ষাদ্বারা নিরূপণ করেন এবং এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভূমাপুরুষের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ পুত্রগণকে আহরণ করিয়া দিলেন ॥ ০ ॥

বিষ্ণুরই সর্ব্বোৎকর্ষহেতু তিনিই সেব্য ইহা ইতিহাস দ্বারা বলিতেছেন সরস্বতী নদীর তটে ইত্যাদি ॥১

তস্য জিজ্ঞাসয়া তে বৈ ভৃগুং ব্রহ্মসুতং নৃপ।
তজ্জ্ঞপ্ত্যৈ প্রেষয়ামাসুঃ সোঽভ্যগাদ্ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥২

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তে (ঋষয়) তস্য জিজ্ঞাসয়া (শ্রেষ্ঠং দেবং জ্ঞাতুমিচ্ছয়া) ব্রহ্মসুতং (ব্রহ্মণঃ পুত্রং) ভৃগুং তজ্জ্ঞপ্ত্যৈ (তজ্জ্ঞানায়) প্রেষয়ামাসুঃ (প্রেরিতবন্তঃ) সঃ (ভৃগুস্তদা) ব্রহ্মণঃ সভাম্ অভ্যগাৎ (উপস্থিতো বভূব) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তখন তাঁহারা এ বিষয় জানিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুকে যথার্থ তত্ত্ব অনুসন্ধানার্থ প্রেরণ করিলে তিনি প্রথমতঃ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলেন ॥ ২ ॥

ন তস্মৈ প্রহ্বণং স্তোত্রং চক্রে সত্ত্বপরীক্ষয়া।
তস্মৈ চুক্রোধ ভগবান্ প্রজ্বলন্ স্বেন তেজসা ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) সত্ত্বপরীক্ষয়া (তস্য ব্রহ্মণঃ প্রভাব পরীক্ষণার্থং) তস্মৈ (ব্রহ্মণে) প্রহ্বণং (প্রণামং) স্তোত্রং (স্তবঞ্চ) ন চক্রে (ন কৃতবান্) ভগবান্ (ব্রহ্মা তস্মাদ্ধেতোঃ) স্বেন তেজসা প্রজ্বলন্ তস্মৈ (ভৃগবে) চুক্রোধ (ক্রোধং কৃতবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ভৃগু তৎকালে ব্রহ্মার প্রভাব পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম বা কোনরূপ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ না করায় তিনি স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইয়া ভৃগুর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৩॥

বিশ্বনাথ—তজ্জ্ঞপ্ত্যৈ স অগাদিত্যন্বয়ঃ। প্রহ্বণং নতিং সত্ত্বস্য মহত্ত্বস্য তদ্ধেতোঃ সত্ত্বগুণস্য বা পরীক্ষার্থম্ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরাকালে সরস্বতী নদীর তটে ঋষিগণ জ্ঞানযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেখানে বিতর্ক উঠিয়াছিল—তিন দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতা মহান্? ইহা জানিবার জন্য ঋষিগণ ব্রহ্মপুত্র ভৃগুকে পাঠাইয়াছিলেন তিনি ইহা জানিবার জন্য ব্রহ্মার সভায় গিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া ভৃগু সত্ত্বগুণ ও মহত্ত্ব পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মাকে নমস্কার আদি কিছুই করিলেন না ॥ ২-৩ ॥

স আত্মন্যুত্থিতং মন্যুমাত্মজায়াত্মনা প্রভুঃ।
অশীশমদ্যথা বহ্নিং স্বযোন্যা বারিণাত্মভূঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) সঃ প্রভুঃ আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) আত্মজায় (আত্মজং ভৃগুমুদিশ্য) আত্মনি (স্বচিত্তে) উত্থিতং (জায়মানং তং) মন্যুং (ক্রোধং) স্বযোন্যা (স্বং বহ্নিরেব যোনিঃ উৎপত্তিকারণং যস্য তেন) বারিণা বহ্নিং যথা (স্বযোন্যা স্বস্যৈব রূপান্তরেণাভিব্যক্তিস্থানেন স্বকার্য্যভূতেন জলেন যথা কশ্চিদ্‌বহ্নিং শময়তি তথা) আত্মনা (স্বয়মেব) অশীশমৎ (নিবারয়ামাস) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—বহ্নি যে জলের উৎপত্তি-কারণ, সেই জলদ্বারাই লোকে যেরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত করে, তদ্রূপ ব্রহ্মাও পুত্রের প্রতি সঞ্জাত ক্রোধকে স্বয়ংই সংবরণ করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মজায় আত্মজং তং হন্তুমিত্যর্থঃ। স্বযোন্যা স্বং বহ্নিরেব যোনিরুৎপত্তিকারণং যস্য তেন বারিণা স্ত্রীত্বমার্ষং বারিণা বহ্নিকার্য্যেণ যথা বহ্নিং শময়তি তথা স্বকার্য্যেণ পুত্রেণ নিমিত্তেন স্বাকারীভূতং ক্রোধং শময়ামাস। যদ্বা, স্বস্য বহ্নের্যোন্যা কারণেন বারিণেব ক্রোধস্য কারণেনাত্মনৈব ক্রোধং শময়ামাস। অশুযোনিঃ কৃপীটযোনিরিত্যাদি বহ্নিনামদর্শনাৎ কচিজ্জলাদপি বহ্নির্জায়ত ইতি প্রসিদ্ধেঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভৃগুর আচরণে ব্রহ্মা নিজ পুত্র সেই ভৃগুকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। অগ্নি যে জলের উৎপত্তির কারণ, সেই জলদ্বারা বহ্নিরূপ কার্য্যের যেমন সংযম হয় সেইরূপ, নিজ-কার্য্যের পুত্রের নিমিত্ত নিজ ক্রোধকে দমন করিলেন। অথবা নিজ হইতে জাতবহ্নির বারিদ্বারা যেমন সেই-রূপ ক্রোধের কারণ দ্বারা নিজের ক্রোধকে দমন করিলেন। অগ্নির নাম অভিধানে—অশুযোনি কৃপীটযোনি ইত্যাদি দেখা যায়। কোথায়ও জল হইতে অগ্নি জন্মগ্রহণ করিয়াছে ইহা প্রসিদ্ধিহেতু ॥৪॥

ততঃ কৈলাসমগমৎ স তং দেবো মহেশ্বরঃ।
পরিরব্ধুং সমারেভ উত্থায় ভ্রাতরং মুদা ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তস্মাৎ) সঃ (ভৃগুঃ) কৈলাসম্ অগমৎ (গতঃ) দেবঃ মহেশ্বরঃ (শিবঃ) উত্থায় মুদা (হর্ষেণ) ভ্রাতরং তং (ভৃগুং) পরিরব্ধুম্ (আলিঙ্গিতুং) সমারেভে (প্রবৃত্তো বভূব) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ভৃগু তথা হইতে কৈলাসধামে গমন করিলে মহেশ্বর আসন হইতে উত্থিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—এবং ব্রহ্মণ্যবজ্ঞারূপং মানসমপরাধং কৃত্বা তত্র রজোগুণং দৃষ্ট্বা তং পরীক্ষয়া বস্তুতস্তনুত্তীর্ণং জ্ঞাত্বা ততোঽপি শ্রেষ্ঠে মহেশ্বরে মানসাদধিকং বাচিকমপরাধমকরোদিত্যাহ,—তত ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে ব্রহ্মাতে অবজ্ঞারূপ 'মানস' অপরাধ করিয়া সেখানে রজগুণ দেখিয়া তাহাকে পরীক্ষাদ্বারা বস্তুত উত্তীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া ভৃগুমুনি সেখান হইতে শ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের নিকটে মানস হইতে অধিক 'বাচিক' অপরাধ করিলেন—ইহাই দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন ॥ ৫ ॥

নৈচ্ছৎ ত্বমস্যুৎপথগ ইতি দেবশ্চুকোপ হ।
শূলমুদ্যম্য তং হন্তুমারেভে তিগ্মলোচনঃ ॥ ৬ ॥
পতিত্বা পাদয়োর্দেবী সান্ত্বয়ামাস তং গিরা।
অথো জগাম বৈকুণ্ঠং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বম্ উৎপথগঃ (উন্মার্গগামী) অসি ইতি (ভবসীত্যুক্ত্বা ভৃগুস্তদালিঙ্গনং) ন ঐচ্ছৎ (ন স্বীকৃতবান্ ততঃ) দেবঃ (শিবঃ) চুকোপ হ (ক্রুদ্ধো বভূব, কিঞ্চ) তিগ্মলোচনঃ (তীক্ষ্ণনয়নঃ সন্) শূলম্ উদ্যম্য (উদ্যতং কৃত্বা) তং (ভৃগুং) হন্তুম্ আরেভে (প্রবৃত্তোঽভূৎ) (তদানীং) দেবী (পার্ব্বতী) পাদয়োঃ পতিত্বা গিরা (বিনয়বাক্যেন) তং (শিবং) সান্ত্বয়ামাস (শান্তং কৃতবতী) অথো (অনন্তরং সঃ) যত্র (যস্মিন্) দেবঃ জনার্দ্দনঃ (বিষ্ণুর্বর্ত্ততে তং) বৈকুণ্ঠং জগাম (গতবান্) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—তখন ভৃগু "তুমি অতিশয় উন্মার্গগামী" —এই কথা বলিয়া তদীয় আলিঙ্গন-গ্রহণে সম্মত হইলেন না। মহাদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ-নয়নে হস্তে ত্রিশূল উদ্যত করিয়া ভৃগুকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পার্ব্বতী তাঁহার পদযুগলে পতিতা হইয়া বিনয় বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিলেন। তদনন্তর ভৃগু ভগবান শ্রীহরির আবাসস্থান বৈকুণ্ঠধামে গমন করি-লেন ॥ ৬-৭ ॥

বিশ্বনাথ—মহেশ্বরে তমোগুণং দৃষ্ট্বা তদর্দ্ধভূতায়াং পার্ব্বত্যাং সত্ত্বগুণঞ্চ দৃষ্ট্বা তমপি পরীক্ষয়া বস্তু-তস্তনুত্তীর্ণং দৃষ্ট্বা ততোঽপ্যতিশ্রেষ্ঠে বিষ্ণৌ বাচিকাদ-প্যধিকং কায়িকমপরাধমকরোদিত্যাহ,—অথো ইতি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহেশ্বরে তমগুণ দেখিয়া তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী পার্ব্বতীতে সত্ত্বগুণও দেখিয়া তাহাকেও পরীক্ষাদ্বারা বস্তুত উত্তীর্ণ হইয়া তাহা হইতেও অতিশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর নিকট 'বাচিক' হইতেও অধিক 'কায়িক' অপরাধ ইহাই বলিতেছেন ॥ ৭ ॥

শয়ানং শ্রিয় উৎসঙ্গে পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ ।
তত উত্থায় ভগবান্ সহ লক্ষ্ম্যাঃ সতাং গতিঃ ॥৮॥
স্বতল্পাদবরুহ্যাথ ননাম শিরসা মুনিম্ ।
আহ তে স্বাগতং ব্রহ্মন্ নিষীদাত্রাসনে ক্ষণম্ ।
অজানতামাগতান্ বঃ ক্ষন্তুমর্হথ নঃ প্রভো ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(স তত্র) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে) শয়ানং (বিষ্ণুং) পদা (স্বপদেন) বক্ষসি অতাড়য়ৎ (প্রহৃতবান্) ততঃ (তস্মাৎ) সতাং গতিঃ (সাধুজনাশ্রয়ঃ) ভগবান্ লক্ষ্ম্যা সহ উত্থায় স্বতল্পাৎ (স্বস্য শয্যাতঃ) অবরুহ্য (অবতীর্য্য) অথ শিরসা (নতমস্তকেন) মুনিং (ভৃগুং) ননাম (নমস্কৃতবান্) আহ (উক্তবান্ চ হে) ব্রহ্মন্, তে (তব) স্বাগতং (শুভাগমনং কিম্ ?) অত্র আসনে ক্ষণং নিষীদ (উপবিশ, হে) প্রভো, আগতান্ বঃ অজানতাং (যুষ্মৎ-সমাগমমজানতামিত্যর্থঃ) নঃ (অস্মাকমপরাধং) ক্ষন্তুম্ অর্হথ (প্রভবথ) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—তিনি তথায় লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়দেশে শয়ান ভগবান্ শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলে সাধুজনশরণ ভগবান্ লক্ষ্মীদেবীর সহিত উত্থিত এবং শয্যা হইতে অবতীর্ণ হইয়া অবনত মস্তকে মুনিকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—"হে মুনিবর, আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত ? হে ব্রহ্মন্, এই আসনে ক্ষণকাল উপবেশন করুন। হে প্রভো, আমরা আপনার আগমন জানিতে না পারায় যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ক্ষমা করুন ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ—পুষ্পপর্য্যঙ্কোপরি শয়ানমপি তত্রাপি শ্রিয়ঃ স্বপত্ন্যা উৎসঙ্গে তত্রাপি বক্ষসি তত্রাপি পদা ন তু হস্তাদিনেত্যপরাধপরাবধিঃ কৃত ইতি ভাবঃ। বিষ্ণৌ তাবানপরাধঃ সত্ত্বগুণদিদৃক্ষয়া কৃতঃ। বস্তুতস্তু তত্র বিষ্ণৌ শুদ্ধসত্ত্বমেব দৃষ্টং নতু সত্ত্বমপীত্যাহ, তত ইতি চতুর্ভিঃ। সহ লক্ষ্ম্যেতি লক্ষ্ম্যা। অপীতি তাদৃশসময়েঽপি তাদৃশবিবিক্তেঽপ্যাগন্তরি স্বাঙ্গাবলোকনসম্ভবিষ্ণাবপি তস্মিন্ মুনৌ ন কোপগন্ধোঽপীতি সত্ত্বগুণধর্ম্মঃ। প্রিয়তমচিত্তাভিপ্রায়জ্ঞত্বেন তত্তিরস্কারদর্শনেঽপি নান্তঃকোপ ইতি শুদ্ধসত্ত্বধর্ম্মঃ। সতাং গতিরিতি বৈকুণ্ঠস্থানাং পার্ষদানামপি তাদ্ধর্ম্ম্যমেব ॥৮॥

বিশ্বনাথ—ত্বয়া অভিগমনাভ্যুত্থানাদিনা মৎ-সম্মাননাকরণাত্তবেদমাসনং ন স্বীকরোমীতি চেৎ সত্যং মন্মহাপরাধঃ খল্বভূদেব তত্র ত্বৎকৃপৈব মে গতিরিত্যাহ,—অজানতামিতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুষ্পশয্যার উপর শয়নকারী শ্রীবিষ্ণুকে, তাহাতে আবার নিজপত্নী লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়ে, তাহাতে আবার বক্ষের উপর, তাহাতে আবার পদ দ্বারা, হস্তাদির দ্বারা নয়। এইরূপে অপরাধের শেষ সীমা করিলেন—ইহাই ভাবার্থ। শ্রীবিষ্ণুতে ঐরূপ অপরাধ, সত্ত্বগুণ দেখিবার জন্য করিলেন। বস্তুত সেখানে বিষ্ণুতে শুদ্ধ সত্ত্বগুণই দেখিলেন, সাধারণ সত্ত্বগুণ নহে—ইহাই বলিতেছেন 'তত ইত্যাদি' চারিটী শ্লোকদ্বারা। লক্ষ্মীদেবীর সহিত ইহাদ্বারা লক্ষ্মীদেবীরও ঐরূপ সময়েও এবং ঐরূপ পৃথকভাবেও আসিবার কালে নিজ অঙ্গ-অবলোকনও সম্ভব কালেও সেই মুনিতে ক্রোধের গন্ধও হীন সত্ত্বগুণ ধর্ম্ম দেখিলেন। লক্ষ্মীদেবী প্রিয়তম বিষ্ণুর মনের অভিপ্রায় জানিয়াছিলেন, সেইহেতু ভৃগুমুনির স্বামীর প্রতি ঐরূপ তিরস্কার দর্শনেও অন্তরে ক্রোধ হয় নাই—ইহাও শুদ্ধ সত্ত্বগুণ ধর্ম্ম। 'সতাং গতি' ইহা দ্বারা বৈকুণ্ঠবাসী পার্ষদগণেরও ঐরূপ ধর্ম্ম জানিলেন ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভৃগুমুনি যদি বলেন 'আমি আসিতেছি আমার সম্মুখে আগিয়ে যাওয়া, আর আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়ান ইত্যাদি দ্বারা আমার সম্মান না করার জন্য তোমার প্রদত্ত এই আসন গ্রহণ করিব না, সত্য, আমার মহা অপরাধ নিশ্চয়ই হইয়াছে, সে বিষয়ে আপনার কৃপাই আমার গতি, ইহাই বিষ্ণু বলিতেছেন—আমি জানিতে পারি নাই ॥ ৯ ॥

পুনীহি সহলোকং মাং লোকপালাংশ্চ মদ্গতান্ ।
পাদোদকেন ভবতস্তীর্থানাং তীর্থকারিণা ॥ ১০ ॥
অদ্যাহং ভগবন্ লক্ষ্ম্যা আসমেকান্তভাজনম্ ।
বৎস্যত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তীর্থানাম্ (অপি) তীর্থকারিণা (বিশুদ্ধিজনকেন) ভবতঃ পাদোদকেন সহ লোকং মাং (মাং মদীয়বৈকুণ্ঠলোকঞ্চ) মদ্গতান্ (মদাশ্রিতান্) লোকপালান্ (চ) পুনীহি (পবিত্রীকুরু হে) ভগবন্, অদ্য

অহং লক্ষ্ম্যাঃ একান্তভাজনম্ (অনন্যশরণম্) আসম্ (অভবং) ভবৎপাদহতাহংসঃ (ভবৎপদস্পর্শেন বিনষ্টপাপস্য) মে (মম) উরসি (বক্ষসি) ভূতিঃ (লক্ষ্মীঃ) বৎস্যতি (নিশ্চলতয়া স্থাস্যতি) ।।১০-১১।।

অনুবাদ—আপনার পাদোদক প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহ-কেও বিশুদ্ধ করে, আপনি তাদৃশ পাদোদক দ্বারা আমাকে, এই বৈকুণ্ঠলোককে এবং আমার আশ্রিত লোকপালগণকে পবিত্র করুন। হে ভগবন্. অদ্য আমি লক্ষ্মীদেবীর একমাত্র আশ্রয় হইলাম, আপনার পাদস্পর্শে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী অতঃ-পর আমার বক্ষঃস্থলে নিশ্চলা হইয়া বাস করিবেন ।। ১০-১১ ।।

বিশ্বনাথ—যদি চেমং মহাপরাধমপি ক্ষান্তবানে-বাসি তর্হি দেহি পাদোদকমিত্যাহ,—পুনীহীতি। তীর্থানাং গঙ্গাদীনামপি তীর্থত্বকারিণেতি এতৎপ্রাপ্ত্যৈব গঙ্গাদীনি তীর্থান্যভূবন্নিত্যর্থঃ। অত্র ভৃগুকৃতে এতা-বত্যপ্যপরাধে ক্ষমৈব সত্ত্বগুণধর্ম্মঃ। প্রত্যুত স্বস্যাপ-রাধিত্বমননেন তৎপ্রসাদনং যদেতৎ শুদ্ধসত্ত্বধর্ম্মো জ্ঞেয়ঃ ।। ১০ ।।

বিশ্বনাথ—ননু চ তুভ্যং ত্বৎপ্রিয়ায়ৈ প্রেমবত্যৈ লক্ষ্ম্যৈ চ দুঃখং দদানস্য মমাকল্পং নরকেষ্বেব বাসো ভবিষ্যতি যদস্য পামরবিপ্রস্য মহাপাপিনো মমাপবিত্র-পাদস্ত্বদ্বক্ষসি লগ্ন ইত্যানুতাপজর্জ্জরে সতি তস্মিন্ ভো মুনে, কৃপাসিন্ধো, আবয়োস্তং পরমমুৎসবমেব কৃত-বানসীত্যাহ,—অদ্যেতি ।। ১১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও এইরূপ মহা অপরাধও ক্ষমা করিলেন, তাহা হইলে পাদোদক দান করুন—ইহাই শ্রীবিষ্ণু বলিতেছেন—আমাকে পবিত্র করুণ ইত্যাদি গঙ্গাদি তীর্থ সমূহেরও পবিত্রকারী এই চরণোদক পাইয়াই, গঙ্গাদি তীর্থ হইয়াছেন। এস্থলে ভৃগুমুনিকৃত এই পর্য্যন্ত অপরাধ করিলেও শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক ক্ষমাই সত্ত্বগুণ ধর্ম্ম। বস্তুতঃ নিজেকে অপ-রাধমনন দ্বারা তাঁহার যে প্রসন্নতা ইহা শুদ্ধসত্ত্ব ধর্ম্ম জানা উচিত ।। ১০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে—আপনাতে আপনার প্রিয়াপ্রেমবতী লক্ষ্মীদেবীতেও, যে দুঃখ দানকারী আমার আকল্প নরকসমূহে বাস হইবে, যাহা অদ্য পামর ব্রাহ্মণ মহাপাপী আমার অপবিত্র পদ তোমার বক্ষে লাগিয়াছে। এইরূপ অনুতাপে জর্জ্জরিত মুনি, তাহাকে সম্বোধন করিয়া বিষ্ণু বলিতেছেন—হে মুনিবর! আপনি কৃপাসিন্ধু আমাদের দুইজনকে আপনি—পরম আনন্দিতই করিয়াছেন ইহাই বলিতেছেন অদ্য ইত্যাদি ।। ১১ ।।

শ্রীশুক উবাচ—

এবং ব্রুবাণে বৈকুণ্ঠে ভৃগুস্তন্মন্দ্রয়া গিরা।
নির্বৃতস্তর্পিতস্তূষ্ণীং ভক্ত্যুৎকণ্ঠোঽশ্রুলোচনঃ ।।১২।।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—বৈকুণ্ঠে (নারায়ণে) এবং ব্রুবাণে (কথয়তি সতি) তন্মন্দ্রয়া (তস্য মন্দ্রয়া গম্ভীরয়া) গিরা (বাচা) নির্বৃতঃ (আনন্দিতঃ) তর্পিতঃ (সন্তোষিতঃ) ভৃগুঃ ভক্ত্যুৎকণ্ঠং (ভক্তি-বিহ্বলঃ) অশ্রুলোচনঃ (অশ্রুপূর্ণনেত্রশ্চ সন্) তূষ্ণীং (মৌনীভূতো জাতঃ) ।। ১২ ।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ এই-রূপ বলিলে তদীয় গম্ভীর বচনে আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করিয়া ভৃগু অশ্রুপূর্ণনয়নে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন ।। ১২ ।।

বিশ্বনাথ—মন্দ্রয়া গম্ভীরয়া তূষ্ণীমিত্যশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠত্বেন স্তুত্যসামর্থ্যাৎ অত্র ভগবল্লীলাবিনোদসূত্রধার-ণর্ত্তিতস্য ভৃগোরেতৎ কর্ম্মণি নাপরাধো বাচ্যঃ ইতি প্রাঞ্চঃ ।। ১২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—ভগবান এইরূপ বলিলে তাহার গম্ভীর বাক্যদ্বারা আনন্দে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠহেতু স্তুতি করিতে না পারিয়া মুনি মৌন অবলম্বন করিলেন। এস্থলে ভগবৎলীলা বিনোদ সূত্রধার কর্ত্তৃক নর্ত্তীত ভৃগুমুনির এইসকল কর্ম্মে অপরাধ বলিবে না—ইহা প্রাচীনগণ বলিয়াছেন ।। ১২ ।।

পুনশ্চ সত্রমাব্রজ্য মুনীনাং ব্রহ্মবাদিনাম্।
স্বানুভূতমশেষেণ রাজন্ ভৃগুরবর্ণয়ৎ ।। ১৩ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, ভৃগুঃ (ততঃ) পুনঃ চ সত্রম্ আব্রজ্য (যজ্ঞস্থানমাগত্য) ব্রহ্মবাদিনাং (বেদ-জ্ঞানাং) মুনীনাং (সমীপে) স্বানুভূতং (স্বেনানুভূত-

মুপলব্ধং সর্ব্বম্) অশেষেণ (সাকল্যেন) অবর্ণয়ৎ (বর্ণিতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অনন্তর ভৃগু তথা হইতে পুনরায় যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মবাদী মুনিগণের নিকট নিজের অনুভূত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন ॥ ১৩ ॥

তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ ।
ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ শান্তির্যতোঽভয়ম্ ॥১৪॥
ধর্ম্মঃ সাক্ষাদ্যতো জ্ঞানং বৈরাগ্যঞ্চ তদন্বিতম্ ।
ঐশ্বর্য্যঞ্চাষ্টধা যস্মাদ্যশশ্চাত্মমলাপহম্ ॥ ১৫ ॥
মুনীনাং ন্যস্তদণ্ডানাং শান্তানাং শমচেতসাম্ ।
অকিঞ্চনানাং সাধূনাং যমাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥১৬॥
সত্ত্বং যস্য প্রিয়া মূর্ত্তির্ব্রাহ্মণাস্ত্বিষ্টদেবতাঃ ।
ভজন্ত্যনাশিষঃ শান্তা যং বা নিপুণবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) মুনয়ঃ তৎ (ভৃগুবাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) বিস্মিতাঃ মুক্তসংশয়াঃ (পূর্ব্বসন্দেহবিমুক্তাশ্চ সন্তঃ) যতঃ (যস্মাৎ) শান্তিঃ (জীবানাং শান্তির্জায়তে তথা) যতঃ (যস্মাৎ) অভয়ং (ভয়রাহিত্যং ভবতি) যতঃ (যস্মাৎ) সাক্ষাৎ ধর্ম্মঃ জ্ঞানং তদন্বিতং (জ্ঞানযুতং) বৈরাগ্যং চ (বিষয়াসক্তিশ্চ জায়তে) যস্মাৎ অষ্টধা ঐশ্বর্য্যং চ (অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যাণি চ) আত্মমলাপহং (নিখিলপাপনাশনং) যশঃ চ (কীর্ত্তিশ্চ জায়তে) যং (চ) ন্যস্তদণ্ডানাং (রাগাদিশূন্যানাং) সমচেতসাং (সর্ব্বত্র সমবুদ্ধীনাং) শান্তানাং (স্বস্থচিত্তানাং) মুনীনাং (মুনিধর্ম্মযুক্তানাম্) অকিঞ্চনানাম্ (অকাময়মাণানাং) সাধূনাং (ভক্তানাং) পরমাং গতিম্ (অনন্যশরণম্) আহুঃ (শাস্ত্রাণি বুধা বা বদন্তি) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ এব) যস্য প্রিয়া মূর্ত্তিঃ (যো বিশুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ ইত্যর্থঃ, ব্রাহ্মণাঃ তু যস্য ইষ্টদেবতাঃ প্রিয়তয়া ইষ্টদেবতুল্যত্বেন আদরণীয়াঃ) অনাশিষঃ (নিষ্কামাঃ) শান্তাঃ নিপুণবুদ্ধয়ঃ বা (বিবেকিনশ্চ) যং ভজন্তি (সেবন্তে তং) বিষ্ণুম্ (এব) ভূয়াংসং (ত্রিষ্বধীশেষু শ্রেষ্ঠং) শ্রদ্দধুঃ (শ্রদ্ধয়া নির্দ্ধারয়ামাসুঃ) ॥ ১৪-১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মুনিগণ ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও সংশয়শূন্য হইয়া যাঁহা হইতে শান্তি, অভয়, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য ও নিখিল পাপবিনাশন যশঃ উৎপন্ন হয়, যিনি রাগদ্বেষাদি শূন্য, সমবুদ্ধিসম্পন্ন, শান্তচিত্ত, মুনিধর্ম্মযুক্ত অকিঞ্চন সাধুগণের পরমগতিরূপে শাস্ত্রাদিতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়বিগ্রহাশ্রিত, ব্রাহ্মণগণ যাঁহার প্রিয়ত্বহেতু ইষ্টদেবতুল্য আদরণীয় ; এবং নিষ্কাম, শান্তবুদ্ধি বিবেকীগণ যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণুকেই দেবত্রয়ের মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ'রূপে নির্ণয় করিলেন ॥ ১৪-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—সাক্ষাদ্ধর্ম্মঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণো যতঃ সাক্ষাৎ পাদস্য সর্ব্বত্রান্বয়াৎ জ্ঞানং ভগবদনুভবঃ । তদন্বিতমিত্যস্য জ্ঞানেঽপ্যন্বয়াৎ ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরিতি ত্রিকস্য যোগপদ্যমেকাদশোক্তমিবাত্রাপি দ্রষ্টব্যম্ । চতুর্ব্বিধমিতি পাঠে চতুর্বর্গোপেক্ষালক্ষণমেব চতুর্ব্বিধং বৈরাগ্যং নতু শুষ্কম্ । অষ্টধৈশ্বর্য্যমিতি ভক্তেরননুসংহিতং ফলং যদুক্তং শ্রীকপিলদেবেন—"অথো বিভূতিং মম মায়য়া চিতামৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্ । শ্রিয়ং ভাগবতীম্বা স্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং পরস্য মে তেঽশ্নুবতে হি লোকে" ইতি যশশ্চ শ্রোতুর্জনস্যাত্মনো মনসো মলং মৎসরমপহন্তীতি তৎ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—মুনীনামিতি । অত্র মুনিশান্তসাধব একৈকবিশেষণযুক্তা মুমুক্ষু মুক্তভক্তা জ্ঞেয়াঃ ॥১৬॥

বিশ্বনাথ—তস্য ত্রিগুণাতীতত্বেঽপি সত্ত্বং প্রিয়া মূর্ত্তিরিতি সাত্ত্বিকলোকাঃ প্রিয়া ইত্যর্থঃ । তত্রাপি ব্রাহ্মণাঃ প্রিয়তরাঃ ইষ্টদেবতুল্যত্বেনাদরণীয়াঃ যং বা যমেব যে ভজন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাক্ষাৎ ধর্ম্ম শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ যাহা হইতে সেই সাক্ষাৎ চরণের সর্ব্বত্র অন্বয়হেতু জ্ঞান ভগবৎ অনুভব । তদ্যুক্ত জ্ঞানেও অন্বয়হেতু ভক্তি পরমেশ্বরের অনুভবও বিরক্তি—এই তিনটী একইকালে ইহা একাদশস্কন্ধে উক্ত পদ্যের ন্যায় এখানেও দর্শন করা উচিৎ । চতুর্ব্বিধ এই পাঠ ধরিলে চতুর্ব্বর্গ উপেক্ষা রূপ চতুর্ব্বিধ বৈরাগ্য অর্থ হয়, শুষ্কবৈরাগ্য নহে । অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য ইহা ভক্তির আনুসঙ্গিক ফলও নয়, যাহা শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—অনন্তর আমার বিভূতিকে আমার মায়াদ্বারা উপার্জ্জিত অষ্টাঙ্গ ঐশ্বর্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া অথবা

ভগবতী লক্ষ্মীকে ইচ্ছা যাঁহারা করেন, তাহারা মঙ্গলময়ী পরমেশ্বর আমার ভক্তিকে আমার লোকে সেবা করে, যশও শ্রবণকারীজনের আত্ম ও মনের মল মৎসরতা খণ্ডন করে—ইহা সেই ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুনিগণের ইত্যাদি এইস্থলে মুনি শান্ত সাধুগণই একএকটি বিশেষণযুক্ত মুমুক্ষু, মুক্ত, ভক্তগণ জানিবেন ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিনি ত্রিগুণাতীত হইলেও সত্ত্ব প্রিয়ামূর্ত্তি, সাত্ত্বিক লোকসকলও প্রিয়া, তাহাতে আবার ব্রাহ্মণগণ প্রিয়তর ইষ্টদেব তুল্যহেতু আদরণীয়, যাহাকে বা যাহাকেই যাহারা ভজন করেন ॥১৭

———

ত্রিবিধাকৃতয়স্তস্য রাক্ষসা অসুরাঃ সুরাঃ ।
গুণিন্যা মায়য়া সৃষ্টাঃ সত্ত্বং তৎতীর্থসাধনম্ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—(যদ্যপি) তস্য (ভগবত এব) গুণিন্য (সত্ত্বাদিগুণত্রয়যুক্তয়া) মায়য়া রাক্ষসাঃ অসুরাঃ সুরাঃ (ইতি) ত্রিবিধাঃ আকৃতয়ঃ (মূর্ত্তয়ঃ) সৃষ্টাঃ (তথাপি) তৎ (তাসু মধ্যে) সত্ত্বম্ (এব) তীর্থসাধনং (পুরুষার্থহেতুর্ভবতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যদিও সেই ভগবানেরই ত্রিগুণযুক্তা মায়াকর্ত্তৃক রাক্ষস, অসুর, সুর—এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি রচিত হইয়াছে, তথাপি তন্মধ্যে সত্ত্বগুণই পুরুষার্থসাধক হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু নির্গুণস্য তস্য গুণে কথং প্রীতিঃ সংভবেত্তত্র তস্যৌদাসীন্যমেবোচিতং তত্রাহ,—ত্রিবিধা যদ্যপি তস্যৈব সম্যক্তয়া কৃতয়ঃ সৃজ্যাঃ তত্তদপি সত্ত্বং তীর্থসাধনং পুরুষার্থহেতুরিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। জগৎপালকস্য কৃপালোস্তস্য জীবহিতদৃষ্ট্যৈব সত্ত্বং প্রিয়বদ্ভাসমানত্বাদেব প্রিয়ং ন তু বস্তুত ইতি গুণেষ্বৌদাসীন্যমেব ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে নির্গুণ শ্রীভগবানের গুণে প্রীতি সম্ভব নয় ? সেখানে তাহার উদাসীন থাকাই উচিৎ তাহার উত্তরে বলিতেছেন—এই ত্রিবিধ কৃতি সৃজন যদিও ত্রিবিধ তাহারই কৃত, সেই সেইগুলি সত্ত্ব অর্থাৎ তীর্থসাধন পুরুষার্থহেতু, ইতি শ্রীস্বামিচরণ বলিয়াছেন—জগৎ পালক কৃপালু ভগবানের জীবহিতের জন্য সত্ত্ব প্রিয়বৎ ভাসমানহেতুই প্রিয়। কিন্তু বস্তুত তিনি গুণসমূহে উদাসীনই ॥ ১৮ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্থং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়নুত্তয়ে ।
পুরুষস্য পদাম্ভোজ-সেবয়া তদ্‌গতিং গতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—সারস্বতাঃ (সরস্বতীতীরবাসিনঃ) বিপ্রাঃ (মুনয়ঃ) নৃণাং সংশয়নুত্তয়ে, (সংশয়নাশায়) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তরূপং নিশ্চিত্য) পুরুষস্য (বিষ্ণোঃ) পদাম্ভোজসেবয়া (পাদপদ্মসেবনেন) তদ্‌গতিং গতাঃ (মুক্তিং প্রাপুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—সরস্বতী-তীরবাসী মুনিগণ মানবগণের সংশয়-নিরাসের জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া পুরুষোত্তম বিষ্ণুর পাদপদ্ম-সেবাদ্বারা মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—সংশয়নুত্তয়ে সংশয়াপনোদনায় প্রবৃত্তাঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সংশয়নুত্তয়ে অর্থাৎ সংশয় নিরসনের জন্য প্রবৃত্ত সরস্বতী তীরবাসী মুনিগণ সাধারণ মানবগণের সংশয় নিবারণের জন্য এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া বিষ্ণুর পাদপদ্ম সেবাদ্বারা ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

———

শ্রীসূত উবাচ—

ইত্যেতন্মুনিতনয়াস্যপদ্মগন্ধ-
পীযূষং ভবভয়ভিৎ পরস্য পুংসঃ ।
সুশ্লোকং শ্রবণপুটৈঃ পিবত্যভীক্ষ্ণং
পান্থোঽধ্বভ্রমণপরিশ্রমং জহাতি ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূতঃ উবাচ,—পান্থঃ (যঃ সংসারপথিকঃ) ইতি (এবং ক্রমেণ) শ্রবণপুটৈঃ (কর্ণরূপপাত্রৈরিত্যর্থঃ) অভীক্ষ্ণং (নিরন্তরং) মুনিতনয়াস্যপদ্মগন্ধপীযূষং (ব্যাসদেবনন্দনস্য মুখপঙ্কজাদুদ্‌গতং গন্ধযুক্তপীযূষতুল্যং) ভবভয়ভিৎ (সংসারভয়নাশনং) পরস্য পুংসঃ (পুরুষোত্তমস্য শ্রীহরেঃ) সুশ্লোকং (প্রশস্তযশোযুক্তম্) এতৎ (চরিতং) পিবতি (সানুরাগং শৃণোতীত্যর্থঃ সঃ) অধ্বভ্রমণ-পরিশ্রমং (সং-

সারমার্গভ্রমণক্লেশং) জহাতি (ত্যজতি, মুক্তো ভবতী-ত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত বলিলেন,—হে মুনিগণ, শ্রীব্যাস-দেবনন্দন শ্রীশুকদেবের বদনকমলবিনির্গত সুরভি-পীযূষতুল্য ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীহরির উদার-কীর্ত্তি-যুক্ত এই সংসারভয়নাশন চরিত যে সংসারপথিক মানব কর্ণরূপ পাত্রদ্বারা সর্ব্বদা পান করেন, তিনি সংসার-মার্গে ভ্রমণজনিত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—পদ্মগন্ধপীযূষমিত্যুপাখ্যানস্যাস্য পীযূষত্বাদ্ভবরোগনিবর্ত্তকত্বং পদ্মগন্ধবত্ত্বাৎ ভক্তমধুকরা-কর্ষকত্বঞ্চ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পদ্মগন্ধ পীযূষম্ এই উপা-খ্যানের পীযূষত্বহেতু ভবরোগনিবর্ত্তক, পদ্মগন্ধবৎহেতু ভক্তমধুকর আকর্ষক ॥ ২০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

একদা দ্বারবত্যান্তু বিপ্রপত্ন্যাঃ কুমারকঃ।
জাতমাত্রো ভুবং স্পৃষ্ট্বা মমার কিল ভারত ॥২১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) ভারত, একদা তু (কদাচিৎ) দ্বারবত্যাং বিপ্রপত্ন্যাঃ (কস্যাশ্চিৎ ব্রাহ্মণ্যাঃ) কুমারকঃ (পুত্রঃ) জাতমাত্রঃ (জন্মক্ষণ এব) ভুবং স্পৃষ্ট্বা (ভূমিষ্ঠো ভূত্বা) মমার কিল (মৃতো বভূব) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে ভরতকুল-নন্দন, একদা দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণ-পত্নীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং ভগবত এব সর্ব্বোৎকর্ষমুক্ত্বা ভগবত্ত্বেঽপি কৃষ্ণস্য সর্ব্বমহোৎকর্ষং বক্তুং কিমপি তচ্চরিতমাহ,—একদেতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইভাবে ভগবানেরই সর্ব্বোৎ-কর্ষ বলিয়া ভগবত্তামধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বমহোৎকর্ষ বলিবার জন্য তাহার একটি চরিত্র বলিতেছেন—একদা ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

বিপ্রো গৃহীত্বা মৃতকং রাজদ্বার্য্যুপধায় সঃ।
ইদং প্রোবাচ বিলপন্নাতুরো দীনমানসঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বিপ্রঃ মৃতকং (মৃতশিশুং) গৃহীত্বা রাজদ্বারি (রাজসভাদ্বারে) উপধায় (উপস্থিত্যা) আতুরঃ (কাতরঃ) দীনমানসঃ (দুঃখিতচিত্তশ্চ) বিলপন্ (বিলাপং কুর্ব্বন্) ইদং (বক্ষ্যমাণবচনং) প্রোবাচ (উক্তবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—উক্ত ব্রাহ্মণ মৃতশিশু গ্রহণপূর্ব্বক রাজ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া কাতর ও দুঃখিত-চিত্তে বিলাপ করিতে করিতে এরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মদ্বিষঃ শঠধিয়ো লুব্ধস্য বিষয়াত্মনঃ।
ক্ষত্রবন্ধোঃ কর্ম্মদোষাৎ পঞ্চত্বং মে গতোঽর্ভকঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মদ্বিষঃ (ব্রাহ্মণদ্বেষিণঃ) শঠধিয়ঃ (কুটিলমতেঃ) লুব্ধস্য (লোভপরস্য) বিষয়াত্মনঃ (বিষয়াসক্তস্য) ক্ষত্রবন্ধোঃ (রাজ্ঞঃ) কর্ম্মদোষাৎ (পাপাচারাদেব) মে (মম) অর্ভকঃ (সদ্যোজাতঃ পুত্রঃ) পঞ্চত্বং গতঃ (মৃতো ন তু ময়ি কশ্চিদ্ দোষো বর্ত্ততে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ-দ্বেষী, কুটিলমতি, লোভী, বিষয়া-সক্তচিত্ত রাজার পাপকর্ম্মবশতঃই আমার এই শিশুর মৃত্যু হইয়াছে, এ-বিষয়ে আমার কোন দোষ ঘটে নাই ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষত্রবন্ধোরিতি ময়ি ন কোঽপি দোষঃ অতো রাজদোষেণৈব মৎপুত্রো মৃতঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ক্ষত্রবন্ধু অর্থাৎ ক্ষত্রিয় অধম। আমাতে কোনও দোষ নাই, অতএব রাজদোষের দ্বারাই আমার পুত্র মরিল ॥ ২৩ ॥

হিংসাবিহারং নৃপতিং দুঃশীলমজিতেন্দ্রিয়ম্।
প্রজা ভজন্ত্যঃ সীদন্তি দরিদ্রা নিত্যদুঃখিতাঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—হিংসাবিহারং (হিংসারতম্) অজি-তেন্দ্রিয়ং দুঃশীলং নৃপতিং ভজন্ত্যঃ (আশ্রিতাঃ) প্রজাঃ (অধীনজনাঃ) দরিদ্রাঃ নিত্যদুঃখিতাঃ (সত্যঃ) সীদন্তি (ক্লিশ্যন্তি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হিংসাশীল অজিতেন্দ্রিয়, দুঃস্বভাব নৃপ-তির আশ্রয়ে প্রজাগণ দরিদ্র নিত্যদুঃখিত ও ক্লেশগ্রস্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

এবং দ্বিতীয়ং বিপ্রর্ষিস্তৃতীয়ন্ত্বেবমেব চ।
বিসৃজ্য স নৃপদ্বারি তাং গাথাং সমগায়ত ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বিপ্রর্ষিঃ (ব্রাহ্মণবরঃ) এবম্ (ইত্থং) নৃপদ্বারি (রাজদ্বারে) দ্বিতীয়ং (মৃতদ্বিতীয়সুতম্) এবম্ এব চ (ইত্থং) তৃতীয়ং তু (মৃততৃতীয়পুত্রঞ্চ) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) তাং (পূর্ব্বোক্তাং) গাথাং (বাক্যং) সমগায়ত (উচ্চৈঃ কীর্ত্তয়ামাস) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সেই ব্রাহ্মণ এইরূপে রাজদ্বারে ক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মৃত-পুত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক ঐরূপ রাজনিন্দা-বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তাং 'ব্রহ্মদ্বিষ' ইত্যাদিকাং গাথাম্ ॥২৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমাকে ব্রহ্মদ্বেষী, এইসকল গাথা উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিলেন ॥ ২৫ ॥

তামর্জ্জুন উপশ্রুত্য কর্হিচিৎ কেশবান্তিকে।
পরেতে নবমে বালে ব্রাহ্মণং সমভাষত ॥ ২৬ ॥
কিংস্বিদ্ব্রহ্মংস্ত্বন্নিবাসে ইহ নাস্তি ধনুর্দ্ধরঃ।
রাজন্যবন্ধুরেতে বৈ ব্রাহ্মণাঃ সত্র আসতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—কর্হিচিৎ (কদাচিৎ) নবমে বালে (বালকে) পরেতে (মৃতে সতি) কেশবান্তিকে (কৃষ্ণ-সমীপে স্থিতঃ) অর্জ্জুনঃ তাং (পূর্ব্বোক্তাং গাথাম্) উপশ্রুত্য (আকর্ণ্য) ব্রাহ্মণং সমভাষত (উক্তবান্) ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, (দ্বিজবর) কিং স্বিৎ (কিমর্থং বৃথা রোদিষি) ইহ ত্বন্নিবাসে (তব গৃহে) ধনুর্দ্ধরঃ (ধনুর্দ্ধরমাত্রোঽপি) রাজন্যবন্ধুঃ (অধমঃ কশ্চিৎ ক্ষত্রিয়োঽপি) নাস্তি (রক্ষকতয়া ন বর্ত্ততে, ব্রাহ্মণ্যস্য তু কা বার্ত্তেতি ভাবঃ) এবে ব্রাহ্মণাঃ বৈ (এতে খলু ক্ষত্রিয়াঃ কেবলং ব্রাহ্মণা ইব) সত্রে আসতে (যাগে মিলিতা ভবিতুমর্হন্তীত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—কদাচিৎ তাঁহার নবম বালকের মৃত্যু হইলে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থাকিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ আক্ষেপ-বচন শ্রবণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—হে **দ্বিজবর**, আপনি কি জন্য বৃথা রোদন করিতেছেন ? এখানে কি এমন একজন অধম ক্ষত্রিয়ও নাই, যিনি আপনার গৃহে ধনুর্দ্ধারী রক্ষকরূপে উপস্থিত হইতে পারেন ? ইঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় কেবলমাত্র যজ্ঞেই সম্মিলিত হইতে পারেন ? ২৬-২৭ ॥

বিশ্বনাথ—রাজন্যবন্ধুরিতি নিকৃষ্টঃ ক্ষত্রিয়োঽপি কিং নাস্তি ব্রহ্মণ্যস্য কা বার্ত্তেতি গর্ব্বাৎ তত্রত্যান্ প্রতি কটাক্ষঃ। ননু, রাজন্যা অত্র সঙ্কটে বদ কিং কর্ত্তু-মর্হন্তি তত্র তর্জ্জন্যা দর্শয়ন্নাহ—এতে ব্রাহ্মণাঃ অত্র সত্রযাগমাসতে কুর্ব্বন্ত্যেব তৎ কিল পাল্যমানা ইমে এব নাশমর্হন্তীতি বক্রোক্তিঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজন্যবন্ধু এই নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় হইলেও ইহাতে কি ব্রহ্মণ্যগুণ নাই ? এই কি কথা ? ইহা সর্ব্ববশতঃ তত্রস্থিত জনগণের প্রতি কটাক্ষ। যদি বল রাজন্যগণ এখানে সঙ্কটে পড়িয়াছে, বল কি করিতে পারে ? তাহার উত্তরে তর্জ্জনী অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিতেছেন—এই ব্রাহ্মণগণ এখানে সত্রযাগ আরম্ভ করিতেছেনই, তাহা দ্বারা নিশ্চয়ই পাল্যমান এই প্রজাগণ নাশ পাইতেছে ইহা বক্রোক্তি ॥ ২৭ ॥

ধনদারাত্মজাপৃক্তা যত্র শোচন্তি ব্রাহ্মণাঃ।
তে বৈ রাজন্যবেষেণ নটা জীবন্ত্যসুম্ভরাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যেষু রাজন্যেষু জীবৎসু) ব্রাহ্মণাঃ ধনদারাত্মজাপৃক্তাঃ (ধনাদিবিযুক্তাঃ সন্তঃ) শোচন্তি (শোকং কুর্ব্বন্তি) অসুম্ভরাঃ (আত্মপ্রাণতর্পণপরাঃ) তে নটাঃ (নর্ত্তকাঃ) বৈ (নূনঃ) রাজন্যবেষেণ (রাজ-বেষচ্ছলেন) জীবন্তি (জীবিকাং নির্ব্বাহয়ন্তি) ॥২৮॥

অনুবাদ—যাহারা বর্ত্তমান থাকিতে ব্রাহ্মণগণ স্ত্রী-পুত্র-ধন-বিয়োগে শোকগ্রস্ত হন, সেই আত্মপ্রাণতর্পণ-রত নটগণ কেবলমাত্র জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্যই রাজবেশ গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অত্রত্যানাং রাজন্যবন্ধুত্বে প্রমাণং শৃণ্বিত্যাহ,—ধনাদিভিরপৃক্তাঃ বিযুক্তাঃ যত্র যেষু জীবৎসু শোচন্তি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইখানে স্থিত ব্যক্তিগণের রাজন্য বন্ধুতা বিষয়ে প্রমাণ শ্রবণ কর—ধনাদিদ্বারা বিযুক্ত যেসকল জীবিত থাকিয়াও শোক পাইতেছে ॥ ২৮ ॥

অহং প্রজা বাং ভগবন্ রক্ষিষ্যে দীনয়োরিহ।
অনিস্তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽগ্নিং প্রবেক্ষ্যে হতকল্মষঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, অহম্ ইহ দীনয়োঃ (দুঃখগ্রস্তয়োঃ) বাং (যুবয়োঃ) প্রজাঃ (সন্ততীঃ) রক্ষিষ্যে (রক্ষয়িষ্যামি) অনিস্তীর্ণপ্রতিজ্ঞঃ (যদি প্রতিজ্ঞাপালনাসমর্থো ভবামি তদা) হতকল্মষঃ অগ্নিং প্রবেক্ষ্যে (অগ্নিপ্রবেশেন ব্রাহ্মণবিলাপশ্রবণপাপাৎ পূতো ভবেয়মিত্যর্থঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আমি এস্থানে দুঃখগ্রস্ত আপনাদের সন্তান রক্ষা করিব; যদি প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হই, তাহা হইলে অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের বিলাপশ্রবণ-জনিত পাপ হইতে বিশুদ্ধ লাভ করিব ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বামিতি মহাশোকেন ব্রাহ্মণ্যা অপি মৌনবত্যাস্তত্রাগমনাৎ ন নিস্তীর্ণা, কিন্তু ভগ্নৈব প্রতিজ্ঞা যস্য তথাভূতশ্চেদহং স্যাম্ অগ্নিং প্রবেক্ষ্যামীতি তত এব হতকল্মষঃ, প্রতিজ্ঞাভঙ্গলক্ষণদোষরহিতঃ স্যাম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহাশোকহেতু ব্রাহ্মণ ভক্তগণও মৌনব্রতধারণ করিয়া সেখানে আসিলেও নিস্তার পায় নাই, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে যাহার, সেইরূপ যদি হয় আমি সেইরূপ হইব, অগ্নিতে প্রবেশ করিব, তাহার দ্বারাই পাপশূন্য হইব—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গলক্ষণ দোষ রহিত হইব ॥ ২৯ ॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—

সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ।
অনিরুদ্ধোঽপ্রতিরথো ন ত্রাতুং শক্নুবন্তি যৎ ॥৩০॥
তৎ কথং নু ভবান্ কর্ম্ম দুষ্করং জগদীশ্বরৈঃ।
ত্বং চিকীর্ষসি বালিশ্যাৎ তন্ন শ্রদ্দধ্মহে বয়ম্ ॥৩০

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—সঙ্কর্ষণঃ (বলদেবঃ) বাসুদেবঃ (কৃষ্ণঃ) ধন্বিনাং বরঃ (ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠঃ) প্রদ্যুম্নঃ অপ্রতিরথঃ (সমযোধরহিতঃ) অনিরুদ্ধঃ (চ এতে) যৎ (যস্মাৎ) ত্রাতুং (মৎপুত্রান্ রক্ষিতুং) ন শক্নুবন্তি (ন সমর্থা ভবন্তি) তৎ (তস্মাৎ) ভবান্ কথং নু (কেন প্রকারেণ ত্রাতুং শক্নোতি কথমপি ন ভবান্ সমর্থ ইত্যর্থঃ) ত্বং বালিশ্যাৎ (মূর্খত্বাদেব) জগদীশ্বরৈঃ (সঙ্কর্ষণাদিভিরপি) দুষ্করং কর্ম্ম চিকীর্ষসি (তৎ কর্ত্তুমিচ্ছসি) তৎ (তস্মাত্তব বচনং) বয়ং ন শ্রদ্দধ্মহে (ন বিশ্বসিবঃ) ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন,—সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন এবং অদ্বিতীয় রথী অনিরুদ্ধ, ইঁহারা যেস্থলে আমার পুত্র রক্ষণে সমর্থ হন নাই, সেস্থলে তুমি কিরূপে সমর্থ হইবে? তুমি কেবলমাত্র মূর্খতা-বশতঃ জগদীশ্বরগণেরও দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা করিতেছ, সুতরাং আমরা ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারি না ॥ ৩০-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ন শ্রদ্দধ্মহে ন বিশ্বসিমঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস করি না ॥ ৩১ ॥

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ—

নাহং সঙ্কর্ষণো ব্রহ্ম ন কৃষ্ণঃ কার্ষ্ণিরেব চ।
অহং বা অর্জ্জুনো নাম গাণ্ডীবং যস্য বৈ ধনুঃ ॥৩২

অন্বয়ঃ—শ্রীঅর্জ্জুনঃ উবাচ—(হে) ব্রহ্মন্, অহং সঙ্কর্ষণঃ ন কৃষ্ণঃ কার্ষ্ণিঃ এব চ (প্রদ্যুম্নো বা) ন (তৈস্তুল্যো নির্বীর্য্যো ন ভবামীত্যর্থঃ, পরন্তু) যস্য বৈ (খলু) গাণ্ডীবং (তন্নামকমদ্বিতীয়ং) ধনুঃ (বর্ত্ততে) অহং বৈ (নূনং সঃ) অর্জ্জুনঃ নাম (অর্জ্জুনো ভবামি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীঅর্জ্জুন বলিলেন—হে ব্রহ্মন্, আমি সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন বা অনিরুদ্ধ নহি। পরন্তু যাঁহার গাণ্ডীবনামক অদ্বিতীয় ধনু বর্ত্তমান, আমাকে সেই অর্জ্জুন বলিয়া জানিবেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—গাণ্ডীবমিতি তদ্ধনুর্দর্শয়তি ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন গাণ্ডীব দেখাইয়া বলিতেছেন ॥ ৩২ ॥

মাবমংস্থা মম ব্রহ্মন্ বীর্য্যং ত্র্যম্বকতোষণম্।
মৃত্যুং বিজিত্য প্রধনে আনেষ্যে তে প্রজাঃ প্রভো ॥৩৩

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, ত্র্যম্বকতোষণং (মহাদেবস্যাপি সন্তোষকরণং) মম বীর্য্যং (প্রভাবং) মাবমংস্থাঃ (নাবজানীহি হে) প্রভো, (অহং) প্রধনে

(সংগ্রামে) মৃত্যুং (কৃতান্তং) বিজিত্য (পরাজিত্য) তে (তব) প্রজাঃ (পুত্রান্) আনেষ্যে (আনয়িষ্যামি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, আমার বীর্য্য মহাদেবেরও সন্তোষ উৎপাদনকারী, সুতরাং আপনি তাহা অবজ্ঞা করিবেন না। আমি সাক্ষাৎ কৃতান্তকেও পরাজিত করিয়া আপনার পুত্রগণকে আনয়ন করিব ॥ ৩৩ ॥

———

এবং বিশ্রম্ভিতো বিপ্রঃ ফাল্গুনেন পরন্তপ।
জগাম স্বগৃহং প্রীতঃ পার্থবীর্য্যং নিশাময়ন্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পরন্তপ, (হে শত্রুদুঃখকর, রাজন্,) ফাল্গুনেন (অর্জ্জুনেন) এবং বিশ্রম্ভিতঃ (বিশ্বাসং প্রাপিতঃ সঃ) বিপ্রঃ পার্থবীর্য্যং নিশাময়ন্ (শৃণ্বন্) প্রীতঃ (সন্) স্বগৃহং জগাম (গতবান্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে শত্রুসন্তাপকর রাজন্, অর্জ্জুনের বাক্যে এরূপ বিশ্বাসপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার বীর্য্য শ্রবণে প্রীত হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

———

প্রসূতিকাল আসন্নে ভার্য্যায়া দ্বিজসত্তমঃ।
পাহি পাহি প্রজাং মৃত্যোরিত্যাহার্জ্জুনমাতুরঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—(অথ) ভার্য্যায়াঃ প্রসূতিকালে (প্রসবসময়ে) আসন্নে (উপাগতে সতি) দ্বিজসত্তমঃ (বিপ্রবরঃ) আতুরঃ (সন্) মৃত্যোঃ (সকাশাৎ) প্রজাং (মম সন্ততিং) পাহি পাহি (রক্ষ রক্ষ) ইতি (এবম্) অর্জ্জুনম্ আহ (উক্তবান্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভার্য্যার প্রসবকাল আসন্ন হইলে দ্বিজবর কাতর-চিত্তে অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"হে অর্জ্জুন, মৃত্যু হইতে আমার সন্তানকে রক্ষা কর ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রসূতিকাল ইতি তদর্থমেকাব্দমর্জ্জুনস্য দ্বারকায়ামেব বাসঃ স্বপুরাদেব গর্ভপূর্ত্তিং জ্ঞাত্বা পুনস্তত্রাগমো বা জ্ঞেয়ঃ অনয়ার্জ্জুনমিতি ভার্য্যাবচনাদ্রাত্রাবাগত্যাহ,—পাহীতি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রসূতিকাল অর্থাৎ সেজন্য একবৎসর অর্জ্জুনের দ্বারকাতেই বাস, বা নিজপুর হইতে গর্ভ পূর্ত্তি জানিয়া পুনঃরায় সেখানে আগমন। ব্রাহ্মণের ভার্য্যার বাক্য—'অর্জ্জুনকে আনয়ন কর' ভার্য্যার বচনে রাত্রিতেই আসিয়া ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—'রক্ষা কর' ॥ ৩৫ ॥

———

স উপস্পৃশ্য শুচ্যম্ভো নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্।
দিব্যান্যস্ত্রাণি সংস্মৃত্য সজ্যং গাণ্ডীবমাদদে ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—(তদা) সঃ (অর্জ্জুনঃ) শুচি (পবিত্রম্) অম্ভঃ (জলম্) উপস্পৃশ্য (আচম্যেত্যর্থঃ) মহেশ্বরং (শিবং) নমস্কৃত্য (মনসা প্রণম্য) দিব্যানি অস্ত্রাণি (মহাপ্রভাবযুক্তান্যস্ত্রাণি) সংস্মৃত্য (সম্যক্ স্মৃত্বা, তেষাং, প্রয়োগপ্রণালী স্মৃত্বেত্যর্থঃ) সজ্যং (জ্যাসংযুক্তং) গাণ্ডীবং (স্বকীয়ং ধনুঃ) আদদে (জগ্রাহ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তৎকালে অর্জ্জুন পবিত্র জলে আচমন, মহাদেবের প্রণাম এবং দিব্যাস্ত্র সকলের স্মরণপূর্ব্বক জ্যাসংযুক্ত গাণ্ডীব ধারণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—মহেশ্বরং নতু কৃষ্ণমিতি তত্র সখ্যাদেব ব্রাহ্মণোপেক্ষকত্বদোষদর্শনাৎ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন পবিত্র জলে আচমন করিয়া মহাদেবের প্রণাম এবং দিব্য অস্ত্রসকলের স্মরণপূর্ব্বক গাণ্ডীবকে জ্যাসংযুক্ত করিয়া ধারণ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন না। তাহার কারণ কৃষ্ণে সখ্যভাবহেতু, ব্রাহ্মণ উপেক্ষা করিয়াছেন এই দোষ দেখিয়া ॥ ৩৬ ॥

———

ন্যরুণৎ সূতিকাগারং শরৈর্নানাস্ত্রযোজিতৈঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পার্থশ্চকার শরপঞ্জরম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থঃ নানাস্ত্রযোজিতৈঃ (নানাবিধেষু অস্ত্রেষু ক্ষেপনায়ুধেষু যোজিতৈঃ) শরৈঃ (বাণৈঃ) সূতিকাগারং (প্রসবগৃহং) ন্যরুণৎ (নিরুদ্ধবান্ তথাহি) তির্য্যক্ (বক্রভাবেণ) উর্দ্ধম্ অধঃ (চ শরসংস্থাপনেন) শরপঞ্জরং (শরকোষং) চকার (কৃতবান্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—তিনি নানাবিধ ক্ষেপণ-যোগ্য অস্ত্রসমূহে সংযোজিত বাণরাশি দ্বারা সূতিকাগারকে

আবদ্ধ করিয়া উর্দ্ধ, অধঃ ও বক্রভাবে শরসমূহ সংস্থাপনপূর্ব্বক শর পিঞ্জর নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

ততঃ কুমারঃ সঞ্জাতো বিপ্রপত্ন্যা রুদন্ মুহুঃ।
সদ্যোঽদর্শনমাপেদে সশরীরো বিহায়সা ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) মুহুঃ (পুনরপি) বিপ্রপত্ন্যাঃ সঞ্জাতঃ কুমারঃ রুদন্ (ক্রন্দন্) সদ্যঃ (তৎক্ষণমেব) সশরীরঃ (শরীরেণ সহৈব) বিহায়সা (আকাশমার্গেণ) অদর্শনম্ আপেদে (অদৃশ্যো বভূব) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পুনরায় ব্রাহ্মণ-পত্নীর কুমার জন্মমাত্রই রোদন করিতে করিতে সশরীরে আকাশ-পথে অদৃশ্য হইল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—সশরীরমিতি। কৃষ্ণেচ্ছয়া বিনা দিব্যাস্ত্রাণি তানি স মহেশ্বরশ্চ বালকস্য শরীরমপি রক্ষিতুং নাশকন্নিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সশরীরে, কৃষ্ণের ইচ্ছা বিনা দিব্য অস্ত্রসমূহ সেইসকলও সেই মহাদেব বালকের শরীরও রক্ষা করিতে পারিলেন না, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩৮ ॥

তদাহ বিপ্রো বিজয়ং বিনিন্দন্ কৃষ্ণসন্নিধৌ।
মৌঢ্যং পশ্যত মে যোঽহং শ্রদ্দধে ক্লীবকত্থনম্ ॥৩৯

অন্বয়ঃ—তদা (তস্মিন্ কালে) বিপ্রঃ (ব্রাহ্মণঃ) বিজয়ম্ (অর্জ্জুনং) বিনিন্দন্ (তিরস্কুর্ব্বন্) কৃষ্ণসন্নিধৌ (কৃষ্ণস্য সমীপে) আহ (উক্তবান্) যঃ অহং ক্লীবকত্থনম্ (এতস্য ক্লীবস্য দুর্ব্বলস্য কত্থনমাত্মশ্লাঘাবচনং) শ্রদ্দধে (শ্রদ্ধয়া গৃহীতবান্ তস্য) মে (মম) মৌঢ্যং (মূর্খত্বং) পশ্যত (যূয়মবলোকয়ত) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—তখন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের নিকটে অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—অহো, আমার কি মূর্খতা! আমি এই ক্লীব অর্জ্জুনের বাক্যে বিশ্বাসযুক্ত হইয়াছিলাম ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণসন্নিধাবিতি স্বগৃহান্তিকে রহসি তন্নিন্দনে রসালাভাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণের নিকটে ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। নিজের গৃহে বা নির্জ্জনে তাহার নিন্দা করিলে রস পাওয়া যাইবে না—ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩৯ ॥

ন প্রদ্যুম্নো নানিরুদ্ধো ন রামো ন চ কেশবঃ।
যস্য শেকুঃ পরিত্রাতুং কোঽন্যস্তদবিতেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (জনস্য প্রজাঃ) পরিত্রাতুং (রক্ষিতুং) প্রদ্যুম্নঃ ন অনিরুদ্ধঃ ন রামঃ ন কেশবঃ চ ন শেকুঃ (সমর্থা বভূবুঃ) তৎ (তত্র) অন্যঃ কঃ (অপরঃ কঃ) অবিতেশ্বরঃ (রক্ষণসমর্থো ভবেৎ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—যাহার সন্তান-রক্ষায় প্রদুম্ন, অনিরুদ্ধ রাম এবং স্বয়ং কৃষ্ণও সমর্থ হন নাই, তাহার ঐকার্য্যে অপর কে সমর্থ হইতে পারে? ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য যম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহার অর্থাৎ যাহাকে ॥৪০॥

ধিগর্জ্জুনং মৃষাবাদং ধিগাত্মশ্লাঘিনো ধনুঃ।
দৈবোপসৃষ্টং যো মৌঢ্যাদানিনীষতি দুর্ম্মতিঃ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—যঃ দুর্ম্মতিঃ মৌঢ্যাৎ (মূর্খত্বাৎ) দৈবোপসৃষ্টং (দৈবেন কালেনোপসৃষ্টং লোকান্তরনীতং মম পুত্রম্) আনিনীষতি (আনেতুমিচ্ছতি তং) মৃষাবাদং (মিথ্যাবাদিনম্) অর্জ্জুনং ধিক্ আত্মশ্লাঘিনঃ (আত্মশ্লাঘাপরস্য তস্য) ধনুঃ (গাণ্ডীবঞ্চ) ধিক্ (বৃথাস্তু) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যে দুর্ম্মতি মূর্খতা-বশতঃ দৈব-কর্ত্তৃক লোকান্তরে নীত মদীয় পুত্রকে আনয়ন করিতে ইচ্ছুক হয়, তাদৃশ মিথ্যাবাদী অর্জ্জুন এবং তাদৃশ আত্মশ্লাঘারত ব্যক্তির গাণ্ডীবকে ধিক্ ॥ ৪১ ॥

এবং শপতি বিপ্রর্ষৌ বিদ্যামাস্থায় ফাল্গুনঃ।
যযৌ সংযনীমাশু যত্রাস্তে ভগবান্ যমঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—বিপ্রর্ষৌ (ব্রাহ্মণোত্তমে) এবং শপতি (নিন্দতি সতি) সঃ ফাল্গুনঃ (অর্জ্জুনঃ) বিদ্যাম্

আস্থায় (বিদ্যা প্রভাবেন) যত্র ভগবান্ যমঃ আস্তে (বর্ত্ততে তাং) সংযমনীং (তন্নাম্নীং পুরীম্) আশু (শীঘ্রং) যযৌ (গতঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ এইরূপ নিন্দা করিতে থাকিলে, অর্জ্জুন বিদ্যাবলে যে স্থানে ভগবান্ যম বর্ত্তমান আছেন সেই সংযমনী পুরীতে সত্বর উপস্থিত হইলেন ॥ ৪২ ॥

বিপ্রাপত্যমচক্ষাণস্তত ঐন্দ্রীমগাৎ পুরীম্ ।
আগ্নেয়ীং নৈর্ঋতীং সৌম্যাং বায়ব্যাং বারুণীমথ ।
রসাতলং নাকপৃষ্ঠং ধিষ্ণ্যান্যন্যান্যুদায়ুধঃ ॥ ৪৩ ॥
ততোঽলব্ধদ্বিজসুতো হ্যনিস্তীর্ণপ্রতিশ্রুতঃ ।
অগ্নিং বিবিক্ষুঃ কৃষ্ণেন প্রত্যুক্তঃ প্রতিষেধতা ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র সংযমন্যাং) বিপ্রাপত্যং (ব্রাহ্মণসুতম্) অচক্ষাণঃ অপশ্যন্ সঃ) ততঃ (তৎস্থানাৎ) ঐন্দ্রীং পুরীম্ (ইন্দ্রলোকমেবংক্রমেণ) আগ্নেয়ীম্ (অগ্নিপুরীং) নৈর্ঋতীং (নৈর্ঋতপুরীং) সৌম্যাং (সোমপুরীং) বায়ব্যাং (বায়ুপুরীং) বারুণীং (বরুণপুরীম্) অথ (অনন্তরং) রসাতলং (পাতালং) নাকপৃষ্ঠং (স্বর্গলোকম্) অন্যানি ধিষ্ণ্যানি (ধামানি চ) উদায়ুধ (উদ্যতাস্ত্রঃ সন্) অগাৎ (গতবান্)॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—তত (তত্র তত্র সর্ব্বত্রানুসন্ধানেনাপি) অলব্ধদ্বিজসুতঃ (অলব্ধো দ্বিজসুতো যেন সঃ ততঃ) অনিস্তীর্ণ প্রতিশ্রুতঃ (অনুত্তীর্ণপ্রতিজ্ঞঃ সঃ) অগ্নিং বিবিক্ষুঃ (অনলপ্রবেশকামঃ সন্) প্রতিষেধতা (ততো নিবারয়তা) কৃষ্ণেন প্রত্যুক্তঃ হি (এবং কথিতো বভূব) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন সেখানে ব্রাহ্মণের পুত্রকে না দেখিয়া উদ্যত অস্ত্র ধারণসহকারে ক্রমে ইন্দ্রলোক, অগ্নিলোক, নির্ঋতলোক, চন্দ্রলোক বায়ুলোক বরুণলোক, রসাতল, স্বর্গ এবং অন্যান্য লোকসমূহে গমন করিলেন, কিন্তু কোথাও দ্বিজ-পুত্রের সন্ধান না পাইয়া, প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া অগ্নি-প্রবেশে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণপূর্ব্বক বলিলেন ॥৪৩-৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—সৌম্যামুত্তরদিগ্বর্ত্তিনীং চন্দ্রপুরীং ঐশান্যামগমনং স্বগুরুণা শিবেন তন্নয়নাসম্ভবমননাৎ ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যুক্তঃ বারিতঃ প্রতিষেধং কুর্ব্বত ॥৪৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—উত্তর দিক্‌বর্ত্তী চন্দ্রপুরী, ঈশানদিকে গেলেন না নিজ গুরু মহাদেব কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণপুত্রকে নেওয়া অসম্ভব মনে করিয়া ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন অগ্নিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, কৃষ্ণ তাহা বারণ করিলেন ॥ ৪৪ ॥

দর্শয়ে দ্বিজসূনূংস্তে মাবজ্ঞাত্মানমাত্মনা ।
যে তে নঃ কীর্ত্তিং বিমলাং মনুষ্যাঃ স্থাপয়িষ্যন্তি ॥৪৫

অন্বয়ঃ—(হে সখে, অহং) তে (তুভ্যং) দ্বিজসূনূন্ (বিপ্রসুতান্) দর্শয়ে (প্রদর্শয়িষ্যামি) আত্মনা (স্বয়মেব মনসা) আত্মানং (নিজং) মাবজ্ঞ (মাবজানীহি) যে (যে মনুষ্যা ইদানীং নিন্দন্তি) তে (এব) মনুষ্যাং (অতঃপরং) নঃ (অস্মাকং) বিমলাং কীর্ত্তিং (নির্ম্মলং যশঃ) স্থাপয়িষ্যন্তি (নিশ্চলাং করিষ্যন্তি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে সখে, আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে দেখাইব, তুমি স্বয়ং নিজকে অবজ্ঞা করিও না। যাহারা এখন আমাদের নিন্দা করিতেছে, তাহারাই পরে আমাদের বিমল কীর্ত্তি স্থাপন করিবে ॥৪৫

বিশ্বনাথ—মাবজ্ঞে মাবজানীহি ননু, মাবারয় লোকা মাং ক্ষত্রিয়ং নিন্দিষ্যন্তি তত্রাহুঃ,—যে নিন্দিষ্যন্তি তে এব নঃ আবয়োঃ কীর্ত্তিং স্থাপয়িষ্যন্তি ; যদ্বা, যে তেঽপি মনুষ্যা আবয়োঃ কীর্ত্তিমেব স্থাপয়িষ্যন্তি যেনেহ কীর্ত্তিং বিমলাং মনুষ্যাঃ স্থাপয়ন্তি ন ইতি পাঠান্তরং ছন্দোভঙ্গভয়াদাগন্তুকমিতি স্বামিচরণাঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমাকে ব্রাহ্মণপুত্র দেখাইব, আমাকে অবজ্ঞা করিও না, যদিবল আমাকে বারণ করিও না, লোকগণ আমাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নিন্দা করিবে, তাহার উত্তরে বলি—যাহারা নিন্দা করিবে, তাহারাই তোমার আমার কীর্ত্তিস্থাপন করিবে, অথবা যাহারা তাহারাই মনুষ্যগণ স্থাপনা করিবে। এস্থলে ন একটি পাঠান্তর ছন্দ ভঙ্গ ভয়ে আগন্তুক ইহা স্বামিচরণ বলিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

ইতি সম্ভাষ্য ভগবানর্জ্জুনেন সহেশ্বরঃ ।
দিব্যং স্বরথমাস্থায় প্রতীচীং দিশমাবিশৎ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ— ভগবান্ ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি (এবং) সম্ভাষ্য (উক্ত্বা) অর্জ্জুনেন সহ দিব্যং স্বরথং (নিজ-রথম্) আস্থায় (আশ্রিত্য) প্রতীচীং (পশ্চিমাং) দিশম্ আবিশৎ (গতবান্) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ— ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুনের সহিত স্বকীয় দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক পশ্চিম দিকে গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

সপ্তদ্বীপান্ সসিন্ধূংশ্চ সপ্তসপ্তগিরীনথ ।
লোকালোকং তথাতীত্য বিবেশ সুমহত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং সঃ) সপ্তসপ্তগিরীন্ (সপ্তসপ্তসংখ্যা গিরয়ো যেষু দ্বীপেষু তান্ তথা) সসিন্ধূন্ (সপ্তসমুদ্রযুক্তান্) সপ্তদ্বীপান্ তথা লোকা-লোকং (চক্রবালম্) অতীত্য (অতিক্রম্য) চ সুমহৎ (ঘোরং) তমঃ (অন্ধকারং) বিবেশ (প্রবিষ্টঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি সপ্ত পর্ব্বত ও সপ্ত সমুদ্র-যুক্তসপ্তদ্বীপ এবং লোকালোক পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

তত্রাশ্বাঃ শৈব্যসুগ্রীব-মেঘপুষ্পবলাহকাঃ ।
তমসি ভ্রষ্টগতয়ো বভূবুর্ভরতর্ষভ ॥ ৪৮ ॥
তান্ দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণো মহাযোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং স্বচক্রং প্রাহিণোৎ পুরঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভরতর্ষভ, তত্র তমসি (অন্ধ-কারে) অশ্বাঃ শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ (তত্তন্নাম-কাশ্চত্বারো রথাশ্বাঃ) ভ্রষ্টগতয়ঃ (গতিভ্রষ্টাঃ) বভূবুঃ (জাতাঃ) ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—মহাযোগেশ্বরেশ্বরঃ (মহাযোগেশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনামপ্যধিপতিঃ) ভগবান্ কৃষ্ণঃ তান্ (ভ্রষ্ট-গতীনশ্বান্) দৃষ্ট্বা পুরঃ (রথাগ্রে) সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং (সহস্রসূর্য্যপ্রদীপ্তং) স্বচক্রং (সুদর্শনং) প্রাহিণোৎ (প্রেরয়ামাস) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, সেই অন্ধকারে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক রথাশ্ব চতুষ্টয় গতিভ্রষ্ট হইলে মহাযোগেশ্বরাধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের তাদৃশ ভাব দর্শনপূর্ব্বক সহস্রসূর্য্যতুল্য প্রভাবশালী সুদর্শনচক্রকে রথাগ্রে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪৮-৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—তমসি ভ্রষ্টগতয় ইতি । বৈকুণ্ঠিয়া-নামশ্বানাং গুণাতীতানামপি তেষাং যত্তমসি ভ্রষ্ট-গতিত্বং তদ্ভগবতো নরলীলত্ববত্তেষামপ্যশ্বলীলত্ব-মর্জ্জুনাদীনাং দ্রষ্টৃশ্রোতৃ্ণাং চমৎকারপোষণার্থমেব জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্ধকারে রথের গতি রুদ্ধ হইল। বৈকুণ্ঠ হইতে আগত রথের অশ্বগুলি গুণা-তীত হইলেও তাহাদের প্রকৃতির অন্ধকারে যে গতি-ভ্রষ্ট হইল, তাহা ভগবানের নরলীলার ন্যায় তাহা-দেরও সাধারণ অশ্বলীলত্ব—অর্জ্জুনাদি দ্রষ্টা ও শ্রোতা-গণের চমৎকার পোষণের জন্যই জানিবেন ॥ ৪৮ ॥

তমঃ সুঘোরং গহনং কৃতং মহদ্-
বিদারয়দ্ভূরিতরেণ রোচিষা ।
মনোজবং নির্ব্বিবিশে সুদর্শনং
গুণচ্যুতো রামশরো যথা চমূঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) গুণচ্যুতঃ রামশরঃ চমূঃ যথা (রামস্য ধনুর্গুণাচ্চ্যুতঃ শরো যথা রাবণবাহিনীং নির্ব্বিবিশে তথা) মনোজবম্ (অতিশীঘ্রগামি) সুদর্শনং ভূরিতরেণ (প্রভূতেন) রোচিষা (প্রভয়া) কৃতং (প্রকৃতিপরিণামরূপং, নালোকাভাবমাত্রং) সুঘোরম্ (অতিভীষণং) গহনং (নিবিড়ং) মহৎ (প্রভূতং তৎ) তমঃ (অন্ধকারং) বিদারয়ৎ (বিদীর্ণং কুর্ব্বৎ) নির্ব্বিবিশে (তন্মধ্যে প্রবিষ্টং বভূব) ॥৫০॥

অনুবাদ—অনন্তর রামচন্দ্রের গুণচ্যুত বাণ যেরূপ রাবণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপ অতি দ্রুতগামী সুদর্শনও প্রভূত তেজে প্রকৃতির পরিণাম-সম্ভূত উক্ত নিবিড় ঘোর অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ— গহনং নিবিড়ং কৃতং প্রকৃতিপরিণাম-রূপম্ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গহণ অর্থাৎ নিবিড় প্রকৃতির পরিণামরূপ অন্ধকার ॥ ৫০ ॥

দ্বারেণ চক্রানুপথেন তত্তমঃ-
পরং পরং জ্যোতিরনন্তপারম্ ।
সমশ্নুবানং প্রসমীক্ষ্য ফাল্গুনঃ
প্রতাড়িতাক্ষোঽপি দধেঽক্ষিণী উভে ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—ফাল্গুনঃ (অর্জ্জুনঃ) চক্রানুপথেন (চক্রমনুগতেন) দ্বারেণ তত্তমঃ পরং (তস্মাত্তমসঃ পরং দূরস্থং) সমশ্নুবানং (ব্যাপ্নুবৎ) অনন্তপারম্ (অসীমং) পরং (শ্রেষ্ঠং ভাগবতং) জ্যোতিঃ প্রসমীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রতাড়িতাক্ষঃ প্রতিহত দৃষ্টিঃ সন্) উভে অক্ষিণী (নেত্রদ্বয়ম্) অপিদধে (ন্যমীলয়ৎ) ॥৫১

অনুবাদ—অর্জ্জুন চক্রের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দ্বারপথে উক্ত অন্ধকারের দূরে অবস্থিত সুবিস্তৃত অনন্ত অপার উত্তম ভাগবত-জ্যোতিঃ দর্শনপূর্ব্বক প্রতিহত দৃষ্টি হওয়ায় নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—চক্রানুপথেন চক্রমনুগতেন দ্বারেণেতি। চক্রেণৈব সপ্তাবরণভেদো জ্ঞেয়ঃ যত্তদনন্তরং গচ্ছন্ ফাল্গুনঃ তমঃ পরং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং প্রাকৃত্যাবরণাদষ্টমাৎ পরমিত্যর্থঃ। পরং শ্রেষ্ঠং চিন্ময়ং জ্যোতিঃ সমশ্নুবানমতিব্যাপকং বীক্ষ্য তেন প্রতাড়িতাক্ষো নেত্রে ন্যমীলয়ৎ। তথাচ হরিবংশে এতচ্চরিতসমাপ্তৌ—"ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহৎ যদ্দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনম্ ॥ প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী। তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ ॥ সা সাঙ্খ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাম্। তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ ॥ মমৈব তদ্‌ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥" ইতি। অত্র মত্তেজ ইতি তদ্‌ব্রহ্ম মত্তেজোঽপি অহং স ইতি সোঽহমেব তদ্‌ব্রহ্মতেজস্তেজস্বিনোরভেদাৎ প্রকৃতিঃ সা মম পরেতি তচ্চিন্ময়ং ব্রহ্ম মমৈব স্বরূপশক্তিঃ পরেতি মায়াতীতা ব্যক্তা চিন্ময়নেত্রগ্রাহ্যা অন্যথা অব্যক্তেত্যর্থঃ ॥৫১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সুদর্শন চক্রের পশ্চাৎ অর্থাৎ চক্র দ্বারাই সপ্তআবরণ ভেদ জানিবে, তাহার পর যাইতে যাইতে অর্জ্জুন প্রকৃতির অন্ধকারের পর শ্রেষ্ঠ যে চিন্ময় জ্যোতি তাহাকে অতিশয় ব্যাপক দেখিয়া তাহার দ্বারা তাড়িত হইয়া নেত্রদ্বয় বন্ধ করিলেন। হরিবংশে এই চরিত্রের শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—ব্রহ্মতেজময় দিব্যমহা যে জ্যোতি দেখিতেছ হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই আমি আমার তেজ তাহা সনাতন। সেই পরাপ্রকৃতি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপা সনাতনী। তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে যোগবিৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ মুক্ত হন, তাহা সাংখ্যগণের গতি, হে পার্থ! তাহা যোগী ও তপস্বিগণেরও গতি তাহাই পরব্রহ্ম, সমস্ত জগৎ তাহা দ্বারাই বিভক্ত। সেই তেজকে আমারই ঘন তেজ—হে ভারত! জানিতে পার। এই শ্লোকে আমার তেজ, সেই ব্রহ্ম আমার তেজও আমি সেই এইপ্রকার, সেই আমিই সেই ব্রহ্মতেজ তেজস্বিগণের অভেদহেতু তাহা আমার পরাপ্রকৃতি সেই চিন্ময় ব্রহ্ম, আমারই স্বরূপশক্তি পরা অর্থাৎ মায়াতীত। ব্যক্তা অর্থাৎ চিন্ময় নেত্রগ্রাহ্যা, অন্যথা অব্যক্তা ॥ ৫১ ॥

ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা
বলীয়সৈজদ্‌বৃহদূর্ম্মিভূষণম্ ।
তত্রাদ্ভুতং বৈ ভবনং দ্যুমত্তমং
ভ্রাজন্মণিস্তম্ভসহস্রশোভিতম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তস্মাদন্ধকারাৎ স শ্রীকৃষ্ণঃ) বলীয়সা (মহাবেগেন) নভস্বতা (বায়ুনা) এজদ্‌বৃহদূর্ম্মিভূষণম্ (এজন্ত উচ্চলন্তো বৃহন্তো মহান্ত ঊর্ম্ময়ো ভূষণং যস্য তৎ) সলিলং (জলমধ্যং) প্রবিষ্টঃ (বভূবেতি শেষঃ) তত্র (সলিলে) ভ্রাজন্মণিস্তম্ভসহস্রশোভিতং (ভ্রাজদ্ভির্দীপ্তিময়ৈর্মণিময়স্তম্ভসহস্রৈঃ শোভিতং) দ্যুমত্তমং (দ্যুতিমৎসু শ্রেষ্ঠম্) অদ্ভুতং (বিচিত্রং) ভবনং বৈ (মহাকালপুরং দদর্শেতি পরেণান্বয়ঃ) ॥৫২

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ তথা হইতে প্রবল বায়ুবেগে সঞ্চালিত মহাতরঙ্গশালী জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় দীপ্তিময় মণি-রচিত সহস্র-স্তম্ভশোভিত উত্তম দ্যুতিবিশিষ্ট বিচিত্র মহাকালপুর দর্শন করিলেন ॥৫২

বিশ্বনাথ—সলিলমিতি। কারণার্ণবোদকম্ এজন্ত উচ্চলন্তো বৃহদূর্ম্ময় এব ভূষণং যস্য তৎ। অদ্ভুতং ভবনমিতি মহাকালপুরমিতি শ্রীস্বামিচরণাস্তচ্চ মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রাৎ জ্ঞেয়ম্। যথা—"ব্রহ্মাণ্ডস্যোর্দ্ধ্বতো দেবি ব্রহ্মণঃ সদনং মহৎ। তদূর্দ্ধ্বং দেবি বিষ্ণুনাং তদূর্দ্ধ্বং রুদ্ররূপিণাম্ ॥ তদূর্দ্ধ্বঞ্চ মহাবিষ্ণোর্মহাদেব্যাস্তদূর্দ্ধ্বগম্। পারে পুরি মহাদেব্যা কালঃ সর্ব্বভয়াবহঃ। ততঃ শ্রীব্রহ্মপীযূষবারিধির্নিত্যনূতনঃ! তস্য তীরে

মহাকালঃ সর্ব্বগ্রাহকরূপধৃক্” ইতি। অত্র ব্রহ্মণঃ সদনং সত্যলোকঃ বিষ্ণূনাং বিকুণ্ঠাসুতানাং বৈকুণ্ঠঃ, রুদ্ররূপিণামিত্যহঙ্কারাবরণস্থো রুদ্রলোকঃ, মহাবিষ্ণোরিতি মহত্তত্ত্বাবরণস্থো মহাবিষ্ণুলোকঃ মহাদেব্যা ইতি প্রকৃত্যাবরণস্থো মহাদেবীলোকঃ, ব্রহ্মপীযূষবারিধিঃ কারণার্ণবঃ মহাকালঃ পরব্যোমস্থো মহাবৈকুণ্ঠনাথস্তস্যৈব কারণার্ণবজলান্তর্গতং ভবনং মহাকালপুরং ফাল্গুনো দদর্শেতি পূর্ব্বস্যোত্তরস্য চানুষঙ্গঃ তদ্বর্ণয়তি দ্যুমত্তমং দ্যুতিমৎসু শ্রেষ্ঠম্ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কারণ সমুদ্রের জল উচ্ছ্বলিত হইয়া মহাতরঙ্গই ভূষণ, যাঁহার অদ্ভুত ভবন ইহা মহাকালপুর শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন—ইহা মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র হইতে জানিবে যথা—ব্রহ্মাণ্ডের উপরদিকে হে দেবি ! ব্রহ্মের মহান্ গৃহ, তাহার উপরে বিষ্ণুগণের, তাহার উপরে রুদ্রগণের, তাহার ঊর্দ্ধে মহাবিষ্ণু ও মহাদেবীর, তাহার ঊর্দ্ধে পরপারে মহাদেবীর পুরী কাল সর্ব্বভয়াবহ, তাহা হইতে শ্রীব্রহ্ম অমৃতবারি সমুদ্র নিত্যনূতন তাহার তীরে মহাকাল সর্ব্বগ্রাহকরূপ। ইহার অর্থ—এস্থলে ব্রহ্মার লোক সত্যলোক, পরে বিষ্ণুগণের অর্থাৎ বিকুণ্ঠাসুতগণের বৈকুণ্ঠ, রুদ্ররূপী অহংকার আবরণস্থিত রুদ্রলোক, মহাবিষ্ণু অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব আবরণস্থিত মহাবিষ্ণুলোক, মহাদেবী অর্থাৎ প্রকৃতির আবরণস্থিত মহাদেবীর ও ব্রহ্ম পীযূষবারিধি কারণ সমুদ্র, মহাকাল অর্থাৎ পরব্রহ্মস্থিত মহাবৈকুণ্ঠনাথ, তাহারই কারণ সমুদ্র জলের মধ্যগত গৃহ মহাকালপুর অর্জ্জুন দেখিলেন। পূর্ব্বের ও উত্তরের সম্বন্ধ বর্ণন করিতেছেন জ্যোতির্ম্ময়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৫২ ॥

তস্মিন্ মহাভোগমনন্তমদ্ভুতং
সহস্রমূর্দ্ধন্যফণামণিদ্যুভিঃ।
বিভ্রাজমানং দ্বিগুণেক্ষণোল্বণং
সিতাচলাভং শিতিকণ্ঠজিহ্বম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (ভবনে) সহস্রমূর্দ্ধন্যফণামণিদ্যুভিঃ (সহস্রং মূর্দ্ধি ভবাঃ ফণাস্তাসু মণয়স্তেষাং দ্যুতিভিঃ) বিভ্রাজমানং (বিরাজমানং) দ্বিগুণেক্ষণোল্বণং (দ্বিসহস্রনেত্রৈরূর্জ্জিতং) শিতিকণ্ঠজিহ্বং (নীলবর্ণকণ্ঠজিহ্বাযুক্তং) সিতাচলাভং (স্ফটিকগিরি-সঙ্কাশং) মহাভোগং (বিশালদেহম্) অদ্ভুতম্ অনন্তং (শেষাখ্যং দদর্শ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ পুর মধ্যে সহস্র মস্তকোপরি বিরাজিত ফণাসমূহে অবস্থিত মণিরাশির প্রভায় বিরাজমান দ্বিসহস্র নয়নযুক্ত, নীলবর্ণ কণ্ঠ ও জিহ্বাবিশিষ্ট স্ফটিকগিরিসঙ্কাশ, বিশালদেহ অদ্ভুত অনন্তদেবকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্ ভবনে প্রথমং মহাভোগমনন্তং দদর্শ সিতাচলঃ কৈলাশস্তদ্বদাভং শিতয়ো নীলাঃ কণ্ঠা জিহ্বাশ্চ যস্য তম্ “শিতী ধবলমেচকৌ” ইত্যমরঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই গৃহে প্রথমে মহাশরীর অনন্তকে দেখিলেন—শ্বেতপর্ব্বত কৈলাস তাহার মত আভা শ্বেত নীলকণ্ঠ জিহ্বাসমূহ যাহার তিনি ॥৫৩॥

দদর্শ তদ্ভোগসুখাসনং বিভুং
মহানুভাবং পুরুষোত্তমোত্তমম্।
সান্দ্রাম্বুদাভং সুপিশঙ্গবাসসং
প্রসন্নবক্ত্রং রুচিরায়তেক্ষণম্ ॥ ৫৪ ॥
মহামণিব্রাতকিরীটকুণ্ডল-
প্রভাপরিক্ষিপ্তসহস্রকুন্তলম্।
প্রলম্বচার্ব্বষ্টভুজং সকৌস্তুভং
শ্রীবৎসলক্ষ্মং বনমালয়াবৃতম্ ॥ ৫৫ ॥
সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ স্বপার্ষদৈ-
শ্চক্রাদিভির্মূর্ত্তিধরৈর্নিজায়ুধৈঃ।
পুষ্ট্যা শ্রিয়া কীর্ত্ত্যজয়াখিলর্দ্ধিভি-
র্নিষেব্যমানং পরমেষ্ঠিনাং পতিম্ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) তদ্‌ভোগসুখাসনং (তস্যানন্তস্য ভোগো দেহঃ সুখকরমাসনং যস্য তং) সান্দ্রাম্বুদাভং (ঘনজলদনীলং) সুপিসঙ্গবাসসং (সুরম্য পিঙ্গলবসনং) প্রসন্নবক্ত্রং (প্রসন্নবদনং) রুচিরায়তেক্ষণং (সুরম্যবিস্তৃতলোচনং) মহামণিব্রাতকিরিটকুণ্ডল প্রভাপরিক্ষিপ্তসহস্রকুন্তলং (মহান্তো মণিব্রাতা যেষু তেষাং কিরিটকুণ্ডলানাং প্রভাতয়া পরিক্ষিপ্তাঃ সর্ব্বতঃ স্ফুরন্তঃ সহস্রপরিমিতাঃ কুন্তলাঃ কেশা যস্য তং) প্রলম্বচার্ব্বষ্টভুজম্ (আজানুলম্বিতসুন্দরভুজাষ্টক-

যুক্তং) সকৌস্তুভং (কৌস্তুভমণিধরং) শ্রীবৎসলক্ষ্মং (শ্রীবৎসচিহ্নযুক্তং) বনমালয়া আবৃতম্ (আচ্ছাদিতং) সুনন্দ-নন্দপ্রমুখৈঃ স্বপার্ষদৈঃ (স্বস্য পার্ষদগণৈস্তথা) মূর্ত্তিধরৈঃ (মূর্ত্তিমদ্ভিঃ) চক্রাদিভিঃ নিজায়ুধৈঃ (স্বীয়াস্ত্রগণৈস্তথা) পুষ্ট্যা শ্রিয়া কীর্ত্ত্যজয়া (কীর্ত্তি সহিতয়া অজয়া তথা) অখিলর্দ্ধিভিঃ (মূর্ত্তিধরাভিরণিমাদিবিভূতিভিঃ) নিষেব্যমানং (সমারাধ্যমানং) পরমেষ্ঠিনাং (ব্রহ্মাদিলোকপতীনামপি) পতিম্ (ঈশ্বরং) মহানুভাবং (মহাপ্রভাবং পুরুষোত্তমোত্তমং (ত্রিষু পুরুষেষু উত্তমো মহৎ স্রষ্টা তস্মাদপ্যুত্তমং) বিভুং দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥ ৫৪-৫৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ঐ অনন্তদেবের শরীররূপ সুখপ্রদ আসনে ব্রহ্মাদি লোকপালকগণেরও অধীশ্বর মহাপ্রভাবশালী এবং পুরুষোত্তম মহত্তত্ত্বস্রষ্টারও ঈশ্বর বিভুকে দর্শন করিলেন। তাঁহার বর্ণ ঘনজলদসদৃশ, পরিধানে সুরম্য পিঙ্গলবস্ত্র, নয়ন সুন্দর ও সুবিস্তৃত, অপরিমিত কেশরাশি, মহামণিগণযুক্ত কিরীট ও কুণ্ডলের প্রভায় সর্ব্বত্র সমুজ্জ্বল, তদীয়-বিগ্রহ আজানুলম্বিত সুরম্য অষ্টভুজযুক্ত, কৌস্তুভমণি, শ্রীবৎসচিহ্ন ও বনমালায় বিভূষিত ছিল। তৎকালে সুনন্দনন্দ প্রমুখ পার্ষদগণ, মূর্ত্তিমান্ চক্রাদি নিজ আয়ুধরাশি, পুষ্টি, শ্রী, কীর্ত্তি, অজা এবং অণিমাদি বিভূতিসকল তাঁহার আরাধনা করিতেছিলেন ॥ ৫৪-৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যানন্তস্য ভোগো দেহ এব সুখকরমাসনং যস্য তং ত্রিষু পুরুষেষূত্তমো বিষ্ণুস্তস্মাদপি মহৎস্রষ্টা তস্মাদপীতি পুরুষোত্তমোত্তমম্ ॥৫৪-৫৫॥

বিশ্বনাথ—চক্রাদিভির্ম্মূর্ত্তিধরৈরিতি স্বস্ব-মস্তকোপরি তত্তচ্চিহ্নযুক্তৈঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই অনন্তের দেহই সুখকর আসন যাহার তিনি পুরুষের উত্তম বিষ্ণু, তাহা হইতেও মহৎ স্রষ্টা, তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমোত্তম ॥ ৫৪-৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চক্রাদির সহিত মূর্ত্তিধর নিজ নিজ মস্তক উপরে সেই সেই চিহ্নযুক্ত ॥ ৫৬ ॥

ববন্দ আত্মানমনন্তমচ্যুতো
জিষ্ণুশ্চ তদ্দর্শনজাতসাধ্বসঃ।
তাবাহ ভূমা পরমেষ্ঠিনাং প্রভু-
র্বদ্ধাঞ্জলী সস্মিতমূর্জ্জয়া গিরা ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তদ্দর্শনজাতসাধ্বসঃ (তস্য দর্শনেন জাতং সাধ্বসং সম্ভ্রমো যস্য সঃ) জিষ্ণুঃ চ (অর্জ্জুনশ্চ) অনন্তম্ (অপরিচ্ছিন্নপ্রভাবং তম্) আত্মানং (পরমপুরুষং) ববন্দ (প্রণনাম) পরমেষ্ঠিনাং প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ সঃ) ভূমা (বিরাটপুরুষঃ) ঊর্জ্জয়া (সমৃদ্ধয়া) গিরা (বাক্যেন) সস্মিতং (সহাসং) বদ্ধাঞ্জলী (কৃতাঞ্জলী) তৌ (কৃষ্ণার্জ্জুনৌ) আহ (উবাচ) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষের দর্শনে সম্ভ্রমযুক্ত অর্জ্জুন ঐ অনন্তপ্রভাবসম্পন্ন পরমপুরুষকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিসহকারে অবস্থান করিলে পরমেষ্ঠিগণের অধিপতি বিরাট্ পুরুষ সহাসবদনে সমৃদ্ধ বচনে বলিতে লাগিলেন ॥৫৭

বিশ্বনাথ—আত্মানং ববন্দ ইতি গোবর্দ্ধনপূজায়াং "তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ স চক্রে আত্মনাত্মনে" ইতিবল্লীলাকৌতুকমাত্রার্থমেব অনন্তমিত্যাত্মনোঽসংখ্যস্বরূপেণানন্ত্যাৎ সোঽপ্যষ্টভুজ এক আত্মেত্যর্থঃ। অচ্যুতনরলীলত্বচ্যুতিরহিত ইতি বন্দনে হেতুরুক্তঃ। কৃষ্ণস্যাস্য নরলীলত্বরক্ষণার্থমেব সোঽষ্টভুজ ঈশ্বরলীল এতদংশোঽপি তং ন বন্দিতবানিতি ভাবঃ। জাতসাধ্বসঃ প্রাপ্তসম্ভ্রম ইতি কৃষ্ণাদপ্যয়মধিকৈশ্বর্য্যবানিতি লব্ধপ্রতীতিক ইত্যর্থঃ। ভূমেতি গোবর্দ্ধনপূজাগ্রাহী যঃ কৃষ্ণঃ স ইব কৃষ্ণাদপ্যাধিক্যেন দর্শিতাত্মমহত্ব ইত্যর্থঃ। পরমেষ্ঠিনাং কোটিব্রহ্মাণ্ডস্থচতুর্ম্মুখানাম্ ঊর্জ্জয়া প্রগল্ভয়েতি শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ানুরূপয়া তয়ৈবার্জ্জুনং মোহয়িতুমিতি ভাবঃ। সস্মিতমিতি ত্বদভিপ্রায়েণৈব ত্বদংশোঽপ্যহং স্বস্যাধিক্যং স্ববাক্যেন প্রকটীকরোমি বস্তুতস্তু তস্মিন্নেব বাক্যে তবৈব রূপগুণৈশ্বর্য্যাধিক্যং মদংশিত্বঞ্চ দ্যোতয়ামি পশ্য মে চাতুর্য্যং ত্বয়াপি পশ্চাদর্জ্জুনায় স্বতত্ত্বমবশ্য জ্ঞাপ্যমিতি স্মিতেন প্রার্থনা চ দ্যোতিতা ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজেকে বন্দনা করিলেন—ইহা গোবর্দ্ধন পূজাতে গোবর্দ্ধন নাথকে ব্রজবাসীগণের সহিত কৃষ্ণ নিজেকে নিজের দ্বারা প্রণাম করিলেন। সেইরূপ এই লীলা কৌতুকমাত্র জন্যই অনন্তকে নিজের অসংখ্যস্বরূপ দ্বারা অনন্তহেতু তিনিও অষ্ট-

ভুজ এক আত্মা। অচ্যুতনরলীল অর্থাৎ চ্যুতিরহিত ইহাই বন্দনার কারণ বলা হইল এই কৃষ্ণের নরলীলা রক্ষার জন্যই, তিনি অষ্টভুজ ঈশ্বর লীলা, কৃষ্ণের অংশ হইলেও তিনি কৃষ্ণকে বন্দনা করিলেন না। সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ হইতেও ইনি অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ এইরূপ দেখাইলেন। ভূমা অর্থাৎ গোবর্দ্ধনপূজা গ্রহণকারী যে কৃষ্ণ তিনিই কৃষ্ণ হইতেও অধিকরূপে নিজের মহত্ত্ব দেখাইলেন। পরমেষ্ঠি অর্থাৎ কোটি ব্রহ্মাণ্ডস্থিত চতুর্ম্মুখগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুরূপ তাহার দ্বারাই অর্জ্জুনকে মোহিত করিবার জন্য, ইহাই ভাবার্থ। মৃদুহাস্য অর্থাৎ তোমার অভি-প্রায়েই তোমার অংশ হইয়াও আমি নিজের আধিক্য নিজ বাক্যদ্বারা প্রকট করিতেছি। বস্তুতঃ সেই বাক্যেই তোমারই রূপগুণ ঐশ্বর্য্যের আধিক্য আমার অংশীতত্ত্ব প্রকাশ করিব, দেখ আমার চাতুরী, তুমিও পরে অর্জ্জুনকে নিজতত্ত্ব অবশ্য জানাইবে, এইরূপ হাস্য সহিত প্রার্থনাও প্রকাশ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—যুবয়োঃ দিদৃক্ষুণা (যুবাং দ্রষ্টুমিচ্ছুনা) ময়া দ্বিজাত্মজাঃ (ব্রাহ্মণস্য পুত্রাঃ) উপনীতাঃ (সমী-পমানীতা যুবাং) ধর্ম্মগুপ্তয়ে (ধর্ম্মরক্ষার্থং) ভুবি (ভূমৌ) মে কলাবতীর্ণৌ (কলাভির্মৎসর্ব্বাংশৈঃ আবির্ভূতৌ যদ্বা, কলাভিঃ স্বশক্তিভিঃ সহৈবাবতীর্ণৌ) ততঃ অবনেঃ (পৃথিব্যাঃ) ভরাসুরান্ (ভারভূতান্ অসুরান্) হত্বা (বিনাশ্য) ভূয়ঃ (পুনঃ) ত্বরয়া (শীঘ্রম্) ইহ (অত্র) মে (মম) অন্তি (সমীপে) ইতম্ (আগচ্ছতম্) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণার্জ্জুন, আমি তোমাদের দর্শ-নাভিলাষেই বিপ্রসুতগণকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছি। তোমরা দুইজন ধর্ম্মরক্ষার্থ মম সর্ব্বাংশে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছ, সুতরাং পৃথিবীর ভারভূত অসুর-গণের বিনাশপূর্ব্বক পুনরায় সত্বর এস্থানে আমার সমীপে আগমন কর ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—যুবয়ো বাং মে কলয়া অবতীর্ণাবিতি সম্বোধনং শীঘ্রং মে অন্তি সমীপম্ ইতমাগচ্ছত-মিত্যর্জ্জুনমোহপ্রয়োজকোঽর্থঃ। বাস্তবার্থস্তু হে কলা-বতীর্ণৌ, কলাভিঃ স্বশক্তিভিঃ সহৈবাবতীর্ণৌ ভূয়ঃ পুনরপি যুবাং অবনের্ভরান্ অসুরান্ হত্বা মে অন্তি মমান্তিকে তান্ প্রস্থাপয়িতুং ত্বরয়েতম্। ণ্যন্তাল্লিঙি রূপম্। অন্তীত্যব্যয়ং চতুর্থ্যন্তম্। অত্রাগত্য তে মুক্তা ভবন্ত্বিতি তদ্ধাম্নো মুক্তগম্যত্বেন হরিবংশোক্তত্বাৎ দ্বিতীয়স্কন্ধেঽপি ক্রমমুক্তিসৃতৌ অষ্টাবরণভেদান্তর-মেব মোক্ষশ্রবণাৎ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমরা দুইজন আমার কলায় অবতীর্ণ হইয়াছ, সম্বোধন—শীঘ্র আমার নিকটে আসিবে ইহা অর্জ্জুনের মোহের কারণ, বাস্তব অর্থ কিন্তু কলা অবতীর্ণদ্বয়! নিজ শক্তিগণের সহিত অবতীর্ণ, পুনরায় তোমরা দুইজন পৃথিবীর ভার অসুরগণকে হত্যা করিয়া আমার নিকটে তাহাদিগকে পাঠাইতে সত্বর করিবে। অন্তি শব্দের অর্থ অব্যয় চতুর্থী বিভক্তি। এখানে আসিয়া অসুরগণমুক্ত হউক। ইহা ঐ মুক্তিধামের মুক্তগণের গতি। ইহা হরি-বংশেও উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্কন্ধেও ক্রমমুক্তির পথে অষ্ট আবরণভেদের পরই মোক্ষ শ্রবণহেতু ॥৫৮

পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী।
ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—নরনারায়ণৌ (নররূপধরৌ নারায়ণৌ) ঋষী (পূজ্যতমৌ) ঋষভৌ (সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠৌ) পূর্ণ-কামৌ অপি যুবাং স্থিত্যৈ (ধর্ম্মরক্ষার্থং) লোকসংগ্রহং (লোকশিক্ষা যথা ভবতি তথা) ধর্ম্মম্ আচরতাম্ (আচরতম্) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—তোমরা সর্ব্বলোকোত্তম, পূর্ণকাম, নর-নারায়ণ ঋষি হইয়াও ধর্ম্মরক্ষার্থ লোক-শিক্ষা প্রদান-ক্রমে ধর্ম্মাচরণ কর ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—আচরতাম্ আচরতম্ ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আচরতাম্ অর্থাৎ আচরতম্ ধর্ম্ম আচরণ কর ॥ ৫৯ ॥

ইত্যাদিষ্টৌ ভগবতা তৌ কৃষ্ণৌ পরমেষ্ঠিনা।
ওমিত্যানম্য ভূমানমাদায় দ্বিজদারকান্ ॥ ৬০ ॥
ন্যবর্ত্তেতাং স্বকং ধাম সম্প্রহৃষ্টৌ যথাগতম্।
বিপ্রায় দদতুঃ পুত্রান্ যথারূপং যথাবয়ঃ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—পরমেষ্ঠিনা (সর্ব্বলোকাধীশ্বরেণ) ভগবতা ইতি আদিষ্টৌ তৌ কৃষ্ণৌ (কৃষ্ণার্জুনৌ) ওম্ ইতি (তথাস্ত্বিতি) ভূমানং (বিভুম্) আনম্য (প্রণম্য) দ্বিজদারকান্ (বিপ্রপুত্রান্) আদায় (গৃহীত্বা) সম্প্রহৃষ্টৌ (সম্যক্ সন্তুষ্টৌ সন্তৌ) যথাগতম্ (আগমনমার্গানুসারেণ) স্বকং ধাম (দ্বারকাং) ন্যবর্ত্তেতাং (প্রত্যাবৃত্তৌ কিঞ্চ) বিপ্রায় যথারূপং যথাবয়ঃ (প্রত্যেকং রূপং বয়শ্চানতিক্রম্য) পুত্রান্ দদতুঃ (দত্তবন্তৌ) ॥ ৬০-৬১ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বলোকাধীশ্বর ভগবান্ এইরূপ আদেশ প্রদান করিলে কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন "তথাস্তু" বাক্যে তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক দ্বিজবালকগণকে লইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট-চিত্তে আগমন-মার্গানুসারে নিজধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ব্রাহ্মণের নিকট যথাযথ বয়োরূপশালী পুত্রগণকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৬০-৬১ ॥

নিশাম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতম্ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থঃ বৈষ্ণবং ধাম (শ্রীকৃষ্ণস্য প্রভাবং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) পরমবিস্মিতঃ (সন্) পুংসাং (জীবানাং) যৎকিঞ্চিৎ (যাবতীয়ং) পৌরুষং (প্রভাবমেব) কৃষ্ণানুকম্পিতং (কৃষ্ণস্যৈবানুকম্পাযুক্তং) মেনে (নির্ণীতবান্) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাব-দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়া জীবগণের যাবতীয় পৌরুষই শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পাজাত বলিয়া নির্ণয় করিলেন ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—পরমবিস্মিত ইতি। প্রথমমাত্যন্তিকমহৈশ্বর্য্যদর্শনেনাহো তাবদহং পাণ্ডুপুত্রো মর্ত্ত্যোঽপি কৃষ্ণপ্রসাদাদেব সর্ব্বমূলভূতং পরমেশ্বরমিমমপশ্যামিতি বিস্মিতঃ। যতঃ ক্ষণং পরামৃশ্যাহো তেন কথং যুবয়োর্দিদৃক্ষুণেত্যুক্তং সর্ব্বাদিপরমেশ্বরস্য তস্য স্বাংশে কৃষ্ণে দিদৃক্ষা কথং সম্ভবেৎ সম্ভবতু বা সা কাদাচিৎকী, কিন্তু দিদৃক্ষতেত্যনুক্ত্বা দিদৃক্ষুণেতি তাচ্ছীল্যপ্রত্যয়েন দিদৃক্ষায়াঃ সার্ব্বদিকত্বং বুধ্যতে। ভবতু বা সার্ব্বদিকী দিদৃক্ষা দ্বারকাস্থং কৃষ্ণং বিভুত্বাৎ স্বসৃজ্য বিশ্বস্য করামলকতুল্যত্বাচ্চ তত্র স্থিত্যৈব কথং ন পশ্যতি। মাস্তু বা বিভুত্বং বিপ্রাপত্যাহরণার্থং প্রতিবর্ষং দ্বারকাং গচ্ছত্যেব তত্রত্য তৈলিকতাম্বুলিকাদিভিরপি দৃশ্যমানং কৃষ্ণং কথং ন পশ্যতি। কৃষ্ণস্যেচ্ছাং বিনা কৃষ্ণদর্শনং ন ভবেদিতি চেন্মাস্তু কৃষ্ণদর্শনম্। ব্রহ্মণ্যদেবো ভূত্বাপি ব্রাহ্মণং প্রতিবর্ষং কথং দুঃখয়তি ত্বন্মন্যে কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠং ত্যক্তুমপি ন শক্নোতি যদর্থমকৃত্যমপি কুরুতে। করোত্বকৃত্যমপি তদর্থং, কিন্তু বিপ্রাপত্যাহরণার্থং কমপি সেবকং কিং ন প্রহিণোতি স্বয়ং কথং যাতি তন্মন্যে দ্বারকাতস্তদাহরণমপ্যন্যৈর্দুঃশকম্। তস্মাৎ কৃষ্ণনগরস্থং বিপ্রং তথা দুঃখয়ামি যথা তদ্দুঃখং সোঢ়ুমসমর্থঃ। কৃষ্ণো মহ্যং দর্শনং দাস্যতীতি তদভিপ্রায়োঽবগম্যতে। অতএবান্তর্য্যামিস্বরূপেণ তেনৈব প্রেরিতো মুখরো বিপ্রঃ কৃষ্ণসন্নিধাবেবাগত্য প্রতিবালকনাশান্তে তাং গাথাং গায়তি। তস্মাত্ততোঽপ্যস্য কৃষ্ণস্যৈব পারমৈশ্বর্য্যমধিকমনুমীয়তে ইতি বিভাব্য পরমবিস্মিতঃ ততশ্চ কৃষ্ণমেব পৃষ্ট্বা তত্ত্বমত্রাবধারয়ামীতি বিমৃশ্যার্জ্জুনেন পৃষ্টে সতি কৃষ্ণেনোক্তং যথা হরিবংশে,—"মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা। বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো মৎসমীপং, ন চান্যথা" ইতি। ময়া তু বিপ্রার্থমপি ন গতং তৎসমীপং, কিন্তু সখ্যুস্তব প্রাণরক্ষার্থমেব যদি বিপ্রার্থমহমগমিষ্যং তদা প্রথমবালকহরণানন্তরমেব খল্বগমিষ্যং নবমে বালে হৃতে সত্যেব যস্মাদগমং তস্মান্ন তস্যানুরোধাৎ, কিন্তু ত্বদনুরোধাদেবেতি সর্ব্বং তত্ত্বং কৃষ্ণমুখাৎ শ্রুত্বাঽর্জ্জুনো যৎ কিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং পরব্যোমনাথপর্য্যন্তানামপি পুরুষাণাং তৎসর্ব্বং কৃষ্ণানুকম্পিতং কৃষ্ণানুকম্পাসম্পাদিতমেব মেনে ইত্যেবং বেদস্তবমারভ্যৈব তৎকথাপর্য্যন্তমত্র দশমস্কন্ধান্তে দশমস্যাশ্রয়তত্ত্বস্য কৃষ্ণস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষবিবরণমভূদিতি জ্ঞেয়ম্। ইদন্তু ভারতযুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব কৃতমপি শ্রেষ্ঠকথনপ্রস্তাবেনাত্রোক্তমিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ঊন-নবতিতমোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোননবতিতমো-ঽধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরম বিস্মিত ইত্যাদি প্রথমে আত্যন্তিক মহা ঐশ্বর্য্য দর্শনদ্বারা অহো! এই আমি পাণ্ডুপুত্র নরলোকবাসী হইয়াও কৃষ্ণের প্রসাদ সর্ব্ব-মূলস্বরূপ পরমেশ্বর ইঁহাকে দেখিলাম—ইহা বিস্মিত। যেহেতু ক্ষণকাল বিচার করিয়া অহো! ইনি কেন তোমাদের দর্শন করিবার জন্য এইরূপ বলিলেন! সর্ব্ব আদি পরমেশ্বর তাহার নিজ অংশ কৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছা কিরূপে সম্ভব হয়, যদি বা সম্ভব হয় তাহা কিছু সময়ের জন্য, তাহা না বলিয়া দেখিবার ইচ্ছায় এই শব্দ বলায় এই দর্শন ইচ্ছা সার্ব্বকালিক মনে হইতেছে, যদি বা সার্ব্বকালিক দেখিবার ইচ্ছা থাকে, দ্বারকাস্থিত কৃষ্ণকে ইনি বিভু বলিয়া নিজ সৃষ্ট বিশ্বের মধ্যে স্থিত দ্বারকা হস্তমধ্যস্থিত আমলকীর ন্যায় সেইখানে থাকিতেই কেন দেখিতেছেন না। যদিবা ইঁহার বিভুত্ব না থাকে ব্রাহ্মণপুত্রগণকে আহরণের জন্য প্রতিবৎসর দ্বারকাতে গমন করেনই, সেইস্থলে তেলী ও পানুয়াদি কর্ত্তৃক দৃশ্যমান কৃষ্ণকে কেন দেখিতেছেন না? কৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত কৃষ্ণকে দর্শন করা যায় না। ইহাই যদি হয়, কৃষ্ণদর্শন নাই হউক। ব্রহ্মণ্যদেব হইয়াও ব্রাহ্মণকে প্রতি বৎসর দুঃখ দিতেছেন কেন? অতএব মনে করি কৃষ্ণ-দর্শনের উৎকণ্ঠা ত্যাগ করিতেও পারিতেছেন না, যে কারণ অকার্য্যও করিতেছেন। সেইজন্য অকার্য্যও করুন, কিন্তু ব্রাহ্মণের অবঘাত ও হরণের জন্য কোনও সেবককে কেন পাঠাইতেছেন না? স্বয়ং কেন গমন করিতেছেন? তাহাতে মনে করি দ্বারকা হইতে ব্রাহ্মণপুত্র হরণ অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। সে কারণ কৃষ্ণনগরস্থিত ব্রাহ্মণকে দুঃখ দিব, যাহাতে তাহার দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দান করিবেন এই প্রকার এই ভূমা পুরুষের অভিপ্রায় জানা যাইতেছে। অতএব অন্তর্য্যামীস্বরূপ দ্বারাই প্রেরিত হইয়া ঐ মুখর ব্রাহ্মণ কৃষ্ণনিকটে গিয়া প্রতি বালকনাশের পর ঐরূপগাথা গান করিতে-ছেন। সেইহেতু ভূমা পুরুষ হইতেও এই কৃষ্ণেরই পরম ঐশ্বর্য্য অধিক অনুমান করি—ইহা ভাবিয়া পরমবিস্মিত অর্জ্জুন অতঃপর কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই স্থলের তত্ত্ব নির্ণয় করিব—এইরূপ বিচার করিয়া অর্জ্জুন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃষ্ণ হরিবংশে যাহা বলিয়াছেন—আমার দর্শনের জন্য ঐ মহাপুরুষ ব্রাহ্মণ বালকগণকে হরণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের জন্য কৃষ্ণ আমার নিকটে আসিবেন অন্যপ্রকারে আসিবেন না ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি কিন্তু ব্রাহ্মণের জন্য সেইখানে যাই নাই, পরন্তু সখা তোমার প্রাণরক্ষার জন্যই, যদি ব্রাহ্মণের জন্য আমি যাইতাম তাহা হইলে প্রথম বালক হরণের পরই যাইতাম, নবম বালক হরণের পরই যখন গেলাম তখন ভূমা পুরুষের অনুরোধে যাই নাই, কিন্তু তোমার অনু-রোধেই। এইরূপ সর্ব্বতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন পরব্যোমনাথ পর্য্যন্ত পুরুষগণের যে সকল ঐশ্বর্য্য দেখিলেন তাহা সকলই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-তেই সম্পাদিতই মনে করিলেন। এই রূপে 'বেদস্তব' —আরম্ভ হইতেই সেই কথা পর্য্যন্ত এই দশমস্কন্ধ শেষে দশম 'আশ্রয়'-তত্ত্ব কৃষ্ণেরই সর্ব্বোৎকর্ষ বিশেষ-রূপে বর্ণিত হইল ইহা জানিবেন। ইহা কিন্তু ভারত-যুদ্ধের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল, তথাপি শ্রেষ্ঠকথা প্রস্তাবে এইখানে বলা হইল—ইহা শ্রীস্বামিচরণ বলিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

ইতি ভক্তগণের চিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনীতে দশমে ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত হইলেন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ঊননবতিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১০-৮৯ ॥

ইতীদৃশান্যনেকানি বীর্য্যাণীহ প্রদর্শয়ন্।
বুভুজে বিষয়ান্ গ্রাম্যানীজে চাত্যূর্জিতৈর্মখৈঃ ॥৬৩॥

অন্বয়ঃ—(স শ্রীকৃষ্ণঃ) ইহ (মর্ত্ত্যলোকে) ইতি (অনেন ক্রমেণ) ঈদৃশানি (এতৎসদৃশানি) অনেকানি বীর্য্যাণি (বীর্য্যযুক্তচরিতানি) প্রদর্শয়ন্ (প্রকাশয়ন্) গ্রাম্যান্ (লৌকিকান্) বিষয়ান্ বুভুজে (উপভুক্তবান্ অপি চ) অত্যূর্জিতৈঃ (মহাসমৃদ্ধৈঃ) মখৈঃ (যজ্ঞৈঃ) ঈজে চ (আরাধয়ামাস) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এই মর্ত্ত্যলোকে এইরূপে ঈদৃশ

অনেক বীর্য্যযুক্ত চরিত প্রকাশ করিয়া লৌকিক-বিষয়-সকলের ভোগ এবং মহাসমৃদ্ধ যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

প্রববর্ষাখিলান্ কামান্ প্রজাসু ব্রাহ্মণাদিষু ।
যথাকালং তথৈবেন্দ্রো ভগবান্ শ্রৈষ্ঠ্যমাস্থিতঃ ॥৬৪॥

অন্বয়ঃ—(যথা) ইন্দ্রঃ যথাকালং (যথাসময়ং সর্ব্বলোকে বারি বর্ষতি) তথা এব শ্রৈষ্ঠ্যং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-পদম্) আস্থিতঃ (আশ্রিতঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ব্রাহ্মণাদিষু প্রজাসু অখিলান্ (সর্ব্বান্) কামান্ (অভিলাষান্) প্রববর্ষ (বিতরিতবান্) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র যেরূপ যথাকালে সর্ব্বত্র বারি বর্ষণ করেন, সেইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-পদারূঢ় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণের মধ্যে যাবতীয় অভীষ্ট বিতরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

হত্বা নৃপানধর্ম্মিষ্ঠান্ ঘাতয়িত্বার্জ্জুনাদিভিঃ ।
অঞ্জসা বর্ত্তয়ামাস ধর্ম্মং ধর্ম্মসুতাদিভিঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ—(স্বয়ম্) অধর্ম্মিষ্ঠান্ (অধার্ম্মিকান্) নৃপান্ (কংসাদীন্) হত্বা (বিনাশ্য তথা) অর্জ্জুনাদিভিঃ ঘাতয়িত্বা (কতিপয়ান্ তাদৃশান্ নৃপান্ নাশয়িত্বা) ধর্ম্মসুতাদিভিঃ (যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ) অঞ্জসা ধর্ম্মং (সাক্ষাদ্ বৈষ্ণবং ধর্ম্মং) বর্ত্তয়ামাস (ভূমৌ প্রচারয়ামাস) ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোননবতিতমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—তিনি স্বয়ং কংসাদি কতিপয় অধার্ম্মিক নরপতির বিনাশ করিয়া এবং অর্জ্জুনপ্রমুখ অনুগত বীরগণদ্বারা তদ্রূপ ব্যক্তিগণের বিনাশসাধন করাইয়া যুধিষ্ঠিরাদি দ্বারা সাক্ষাৎ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্বিজ-কুমারানয়নং নাম একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোননবতিতম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

সুখং স্বপুর্য্যাং নিবসন্ দ্বারকায়াং শ্রিয়ঃ পতিঃ ।
সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধায়াং জুষ্টায়াং বৃষ্ণিপুঙ্গবৈঃ ॥ ১ ॥
স্ত্রীভিশ্চোত্তমবেষাভির্নবযৌবনকান্তিভিঃ ।
কন্দুকাদিভির্হর্ম্ম্যেষু ক্রীড়ন্তীভিস্তড়িদ্দ্যুভিঃ ॥ ২ ॥
নিত্যং সঙ্কুলমার্গায়াং মদচ্যুদ্ভির্মতঙ্গজৈঃ ।
স্বলঙ্কৃতৈর্ভটৈরশ্বৈ রথৈশ্চ কনকোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৩ ॥
উদ্যানোপবনাঢ্যায়াং পুষ্পিতদ্রুমরাজিষু ।
নির্ব্বিশদ্ভৃঙ্গবিহগৈর্নাদিতায়াং সমন্ততঃ ॥ ৪ ॥
রেমে ষোড়শসাহস্র-পত্নীনামেকবল্লভঃ ।
তাবদ্বিচিত্ররূপোঽসৌ তদ্গেহেষু মহর্দ্ধিষু ॥ ৫ ॥
প্রোৎফুল্লোৎপলকহ্লার-কুমুদাম্ভোজরেণুভিঃ ।
বাসিতামলতোয়েষু কূজদ্দ্বিজকুলেষু চ ॥ ৬ ॥
বিজহার বিগাহ্যাম্ভো হ্রদিনীষু মহোদয়ঃ ।
কুচকুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গঃ পরিরব্ধশ্চ যোষিতাম্ ॥ ৭ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

নবতিতম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পুনর্ব্বার সংক্ষেপে কৃষ্ণলীলা এবং যদুবংশের সকারণ অনন্তত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসম্পদ্‌যুক্ত দ্বারকাপুরীতে যদুগণ এবং স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। তিনি কখনও

ভার্য্যাগণের মন্দিরে, কখনও বা জলে অবগাহনপূর্ব্বক স্ত্রীগণ-সহ যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতেন। তৎকালে গন্ধর্ব্ব-গণ তাঁহার চরিত কীর্ত্তন এবং বন্দিগণ স্তুতি পাঠ করিতেন। তিনি কামিনীগণকে জল সেচন করিয়া ও তাঁহাদিগের দ্বারা স্বয়ং অভিষিক্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেন। কামিনীগণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেন। তিনি গমন-ভঙ্গী, সপ্রেম-সম্ভাষণ কটাক্ষ-বীক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা কামিনীগণের চিত্ত হরণ করিতেন। কৃষ্ণৈকগতচিত্তা রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সতত নিমগ্ন থাকিয়া কুররী, চক্রবাকী, সমুদ্র, চন্দ্র জলধর, কোকিল, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিবিধ প্রলাপ-বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণাসক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র অষ্টোত্তরশত ভার্য্যার প্রত্যেকের গর্ভে দশটী করিয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অষ্টাদশজন মহারথ ছিলেন। তন্মধ্যে প্রদ্যুম্নই সর্ব্বগুণে পিতৃতুল্য ছিলেন। তিনি রুক্মীকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধ রুক্মীরই পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার গর্ভে বজ্র নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই কেবল মুষল-যুদ্ধে রক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহা হইতে প্রতিবাহু প্রভৃতি ক্রমে তাঁহার বংশ বিস্তৃত হইয়াছিল। যদু-বংশের সকলের গণনা করা দূরে থাকুক, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ চরিত্রবানগণের গণনা করাও অসম্ভব ছিল। যদুবংশে তিনকোটি অষ্টশত অধ্যাপকের কথা শ্রুত হইয়া থাকে।

পুরাকালে অসুরগণ মনুষ্যগণকে উৎপীড়িত করিতে থাকিলে তাহাদের দমনের নিমিত্ত শ্রীহরির আদেশে দেবগণ যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া একশত এক বংশে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে 'ঈশ্বর' বলিয়া তৎপ্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। সেই যাদবগণ শয়ন, উপবেশন গমন প্রভৃতি সর্ব্বকালেই শ্রীকৃষ্ণসমীপে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে ভুলিয়া যাইতেন। মানবগণ এতাদৃশ সুরম্য কৃষ্ণকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনযুক্ত চিন্তার দ্বারা ভগবানের নিত্যলোক লাভ করিয়া থাকেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে রাজন্) শ্রিয়ঃ পতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বৃষ্ণিপুঙ্গবৈঃ (যাদবপ্রধানৈস্তথা) হর্ম্ম্যেষু (প্রাসাদেষু) কন্দুকাদিভিঃ (ক্রীড়াসাধনৈঃ) ক্রীড়ন্তীভিঃ (ক্রীড়ারতাভিঃ) তড়িদ্দ্যুভিঃ (তড়িদ্-দ্যুতিভিঃ) উত্তমবেষাভিঃ নবযৌবনকান্তিভিঃ (নব-যৌবনসৌন্দর্য্যসম্পন্নাভিঃ) স্ত্রীভিঃ চ জুষ্টায়াং (সেবিতায়াং তথা) মদচ্যুদ্ভিঃ (মদস্রাবিভিঃ) মতঙ্গজৈঃ (হস্তিভিঃ) স্বলঙ্কৃতৈঃ ভটৈঃ (পদাতিকৈঃ) অশ্বৈঃ কনকোজ্জ্বলৈঃ (কনকপরিচ্ছদসমুজ্জ্বলৈঃ) রথৈঃ চ নিত্যং সঙ্কুলমার্গায়াং (পরিবৃতমার্গায়াং তথা) উদ্যানোপবনাঢ্যায়াম্ (উদ্যানৈরুপবনৈশ্চাঢ্যায়াং সমৃদ্ধায়াং তথা) সমন্ততঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) পুষ্পিতদ্রুমরাজিষু (কুসুমিত-তরুশ্রেণিষু) নির্ব্বিশদ্ভৃঙ্গবিহগৈঃ (উপবিষ্টভ্রমরপক্ষিভিঃ) নাদিতায়াং (নিনাদযুক্তায়াং তথা) সর্ব্বসম্পদ্সমৃদ্ধায়াং স্বপুর্য্যাং দ্বারকায়াং সুখং নিবসন্ (সুখেন নিবাসং কুর্ব্বন্) ষোড়শসাহস্রপত্নীনাং একবল্লভং (অসামান্যপ্রেমাস্পদীভূতঃ) তাবদ্বিচিত্ররূপঃ (ষোড়শসহস্রবিচিত্রবিগ্রহধরঃ) অসৌ মহোদয়ঃ (মহাপ্রভাবঃ) প্রোৎফুল্লোৎপলকহ্লার-কুমুদাম্ভোজরেণুভিঃ (প্রোৎফুল্লানামুৎপলাদিজলজ-পুষ্পাণাং রেণুভিঃ পরাগৈঃ) বাসিতামলতোয়েষু (সুর-ভিযুক্তবিমলজলান্বিতেষু) কূজদ্দ্বিজকুলেষু চ (বিহঙ্গগণকূজনযুক্তেষু চ) মহর্দ্ধিষু (মহাসমৃদ্ধি-শালিষু) তদ্গেহেষু (তাসাং পত্নীনাং মন্দিরেষু) রেমে (চিক্রীড়) হ্রদিনীষু (তথা নদীষু চ) যোষিতাং (কামিনীজনানাং) পরিরব্ধঃ (আলিঙ্গনযুক্তস্তথা কুচকুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গঃ (সন্) অন্তঃ (সলিলং) বিগাহ্য (যথাকামমালোড্য) বিজহার (বিহারং কৃতবান্) ॥ ১-৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুশ্রেষ্ঠগণ এবং প্রাসাদসমূহস্থিত কন্দু-কাদি-ক্রীড়ারতা, বিদ্যুৎসদৃশ দ্যুতিবিশিষ্টা, উত্তম-বেশ-সম্পন্না, নবযৌবন সৌন্দর্য্যযুক্তা কামিনীগণের দ্বারা পরিসেবিত, মদস্রাবী হস্তী, সুভূষিত পদাতিক অশ্ব ও স্বর্ণপরিচ্ছদ-সমুজ্জ্বল রথসমূহে নিত্যসঙ্কুল-মার্গযুক্ত উদ্যান ও উপবনসমূহে সমৃদ্ধ, চতুর্দ্দিকে কুসুমিত তরুরাজিস্থিত ভৃঙ্গ ও বিহগকুলের নিনাদ-মুখরিত সর্ব্বসম্পদ্যুক্ত স্বীয় দ্বারকাপুরীমধ্যে সুখে

অবস্থান করিতেন। ষোড়শসহস্র পত্নীর অসাধারণ প্রেমভাজন হইয়া ষোড়শ-সহস্র-বিচিত্র বিগ্রহে উক্ত মহা-প্রভাবশালী মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ প্রস্ফুটিত উৎপল, কহলার, কুমুদ, পদ্ম প্রভৃতি কুসুমরেণু-সুবাসিত বিমল জলযুক্ত, বিহঙ্গকূজনসম্পন্ন এবং মহাসমৃদ্ধিশালী, ভার্য্যাগণের মন্দিরসমূহে ক্রীড়া করিতেন এবং নদীসমূহে কামিনীগণের আলিঙ্গন ও কুচকুঙ্কুমরাগ ধারণপূর্ব্বক যথেচ্ছ অবগাহন পূর্ব্বক বিহার করিতেন ॥ ১-৭ ॥

বিশ্বনাথ—

নবতিতমে জলকেলৌ মহিষীণাং প্রেমবৈচিত্রী।
যাদবগণনাশক্তির্লীলানাং নিত্যতা চোক্তা ॥০॥

অথ "মধুরেণ সমাপয়েৎ" ইতি ন্যায়েন কৃষ্ণস্য জলবিহারং বর্ণয়ন্ প্রথমমুদ্দীপনত্বেন নগররামণীয়কমাহ,—সুখমিত্যাদিনা। তদগৃহেষু তাসাং গৃহেষু রেমে ইত্যন্বয়ঃ। গৃহেষু রমণমুক্ত্বা জলেষু রমণমাহ,—প্রোৎফুল্লেতি। বাসিতান্যমলানি যানি তোয়ানি তেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ১-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নবতিতম অধ্যায়ে মহিষীগণের জলকেলীতে প্রেমবৈচিত্রী, যাদবগণনাশক্তি, লীলাসমূহের নিত্যতাও বলা হইয়াছে ॥ ০ ॥

অনন্তর 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এই ন্যায় অনুসারে কৃষ্ণের জলবিহার বর্ণন করিতে গিয়া প্রথম উদ্দীপনরূপে নগরের রমণীয়তা বলিতেছেন—সুখ ইত্যাদি দ্বারা। দ্বারকার গৃহসমূহের মধ্যে মহিষীগণের গৃহে কৃষ্ণক্রীড়া করিতেন, এইরূপ অন্বয় হইবে। গৃহে রমণের কথা বলিয়া, জলে রমণের কথা বলিতেছেন—প্রোৎফুল্ল ইত্যাদি। অমলজল তাহাতে আবার সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা সুবাসিত করা হইয়াছে, তাহাতে জলক্রীড়া করিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১-৬ ॥

**উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্মৃদঙ্গপণবানকান্।
বাদয়দ্ভির্মুদা বীণাং সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ৮ ॥
সিচ্যমানোঽচ্যুতস্তাভির্হসন্তীভিঃ স্ম রেচকৈঃ।
প্রতিসিঞ্চন্ বিচিক্রীড়ে যক্ষীভির্যক্ষরাড়িব ॥ ৯ ॥**

অন্বয়ঃ—(তত্র) মৃদঙ্গপণবানকান্ (এতানি বাদ্যযন্ত্রাণি) বাদয়দ্ভিঃ গন্ধর্ব্বৈঃ উপগীয়মানঃ (পরিকীর্ত্তিতচরিতস্তথা) মুদা (হর্ষেণ) বীণাং (বাদয়দ্ভিঃ) সূত-মাগধবন্দিভিঃ (স্তুতঃ) হসন্তীভিঃ (হাস্যরতাভিঃ) তাভিঃ (যোষিদ্ভিঃ) রেচকৈঃ (উদকনোদনযন্ত্রৈঃ) সিচ্যমানঃ (জলেনাভিষিক্তঃ) চ অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রতিসিঞ্চন্ (জলেন তাঃ সিঞ্চন্) যক্ষীভিঃ (সহ) যক্ষরাট্ (কুবেরঃ) ইব (তাভিঃ সহ) বিচিক্রীড়ে স্ম (ক্রীড়াং কৃতবান্) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ মৃদঙ্গ, পণব ও আনকযন্ত্রধ্বনি-সহকারে তাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন এবং সূত-মাগধ-বন্দিগণ বীণা-বাদ্য-সহকারে তদীয় স্তুতি পাঠ করিত। তিনি স্বয়ং কামিনীগণ-কর্ত্তৃক জলসেচনযন্ত্র-নিক্ষিপ্ত জলদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি জলসেচনপূর্ব্বক যক্ষীগণপরিবৃত কুবেরের ন্যায় ক্রীড়া করিতেন ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ—তড়াগাদিতোয়সামান্যেষু রমণমুক্ত্বা নদীষু রমণমাহ,—বিজহারেতি। পরিরম্ভশ্চ অর্থাত্তাভিঃ ॥ ৭-৮ ॥

বিশ্বনাথ—রেচকৈর্জলক্ষেপকযন্ত্রবিশেষৈঃ যক্ষীভিরিতি ধার্ষ্ট্যাংশে দৃষ্টান্তঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পদ্ম পুষ্করিণীসমূহের জলে সামান্যভাবে ক্রীড়া বলিয়া নদীতে ক্রীড়া বলিতেছেন—বিজহার ইত্যাদি মহিষীগণের সহিত আলিঙ্গনাদিদ্বারা ॥ ৭-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জলক্ষেপণ যন্ত্রবিশেষ—যাহাদিগকে 'রেচক' বলা হয় ॥ ৯ ॥

**তাঃ ক্লিন্নবস্ত্রবিবৃতোরুকুচপ্রদেশাঃ
সিঞ্চন্ত্য উদ্ধৃতবৃহৎকবরপ্রসূনাঃ।
কান্তং স্ম রেচকজিহীর্ষয়োপগুহ্য
জাতস্মরোৎস্ময়লসদ্বদনা বিরেজুঃ ॥ ১০ ॥**

অন্বয়ঃ—(তদা) সিঞ্চন্ত্যঃ (জলসেচনরতাঃ) ক্লিন্নবস্ত্রবিবৃতোরুকুচপ্রদেশাঃ (ক্লিন্নানি সিক্তানি বস্ত্রাণি যাসাং তাঃ সুতরাং বিবৃতঃ সম্যক্ প্রকাশিত উরুকুচপ্রদেশো বৃহৎস্তনমণ্ডলং যাসাং তাঃ) উদ্ধৃতবৃহৎকবরপ্রসূনাঃ (উদ্ধৃতানি স্খলিতানি বৃহৎকবরাৎ মহাকেশবন্ধনাৎ প্রসূনানি পুষ্পানি যাসাং তাঃ) তাঃ (যোষিতঃ) রেচকজিহীর্ষয়া (তস্য জলক্ষেপণযন্ত্রং

হর্ত্তুমিচ্ছয়া তং) কান্তং (প্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণম্) উপগুহ্য (আলিঙ্গ্য) জাতস্মরোৎস্ময়লসদ্‌বদনাঃ (জাতঃ সঞ্জাতো যঃ স্মরোৎস্ময়ঃ কামবেগজনিতোৎকৃষ্টস্মিতং তেন লসন্তি শোভমানানি বদনানি যাসাং তাঃ তথা সত্যঃ) বিরেজুঃ স্ম (শোভিতা বভূবুঃ) ॥১০॥

অনুবাদ—জলসেচনরত কামিনীগণের পরিধেয় বসন সিক্ত হওয়ায় তাঁহাদের সুবৃহৎ স্তনমণ্ডল সম্যগ্‌ভাবে প্রকাশিত এবং প্রশস্ত কেশবন্ধন হইতে কুসুমরাশি স্খলিত হইলে তাঁহারা জলসেচনযন্ত্র হরণাভিলাষে প্রিয়তমকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কামবেগ নিবন্ধন সঞ্জাত উৎকৃষ্ট হাস্যযুক্ত বদনে শোভিত হইতেন ॥১০

বিশ্বনাথ—উদ্ধৃতানি বিস্রস্তানি বৃহৎকবরেভ্যঃ প্রসূনানি যাসাং তাঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ সকল যন্ত্রদ্বারা— জলসেচন যন্ত্র দ্বারা। যক্ষসুন্দরীগণের সহিত কুবেরের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন ইহা ধৃষ্টতা অংশে দৃষ্টান্ত। মহিষীগণের বৃহৎ কবরী মধ্যে পুষ্পধৃত যাহাদের, তাহাদের সঙ্গে ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণস্তু তৎস্তনবিষজ্জিতকুঙ্কুমস্রক্
ক্রীড়াভিষঙ্গধুতকুন্তলবৃন্দবন্ধঃ।
সিঞ্চন্ মুহুর্যুবতিভিঃ প্রতিষিচ্যমানো
রেমে করেণুভিরিবেভপতিঃ পরীতঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণঃ তু (অপি) তৎস্তনবিষজ্জিতকুঙ্কুমস্রক্ (তাসাং স্তনেভ্যো বিষজ্জিতকুঙ্কুমা স্রগ্ যস্য স তথা) ক্রীড়াভিষঙ্গধুতকুন্তলবৃন্দবন্ধঃ (ক্রীড়ায়া অভিষঙ্গেনাভিনিবেশেন ধুতঃ কম্পিতঃ কুন্তলবৃন্দবন্ধঃ যস্য স তথা) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) সিঞ্চন্ (তা যোষিতঃ প্রতি জলসেচনং কুর্ব্বন্ তথা তাভিঃ) যুবতিভিঃ প্রতিষিচ্যমানঃ (জলসেচনেনাভিষিক্তঃ সন্) করেণুভিঃ (হস্তিনীভিঃ) পরীতঃ (বেষ্টিতঃ) ইভপতিঃ (ইভরাট্ করিযূথপতিঃ ইব) রেমে (বিহারং কৃতবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও নিজমাল্য কামিনীগণের কুচকুঙ্কুমরাগলিপ্ত এবং ক্রীড়াভিনিবেশহেতু তদীয় কুন্তলের বন্ধনসকল কম্পিত হইতে থাকিলে কামিনীগণকর্ত্তৃক জলদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি জলসেচন সহকারে করিণীগণ-বেষ্টিত করিযূথপতির ন্যায় বিহার করিতেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তাসাং স্তনেভ্যো বিষজ্জিতকুঙ্কুমা স্রগ্ যস্য সঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাদের স্তনসমূহে লিপ্ত কুঙ্কুম পুষ্পমালা যাহার সেই কৃষ্ণ ॥ ১১ ॥

নটানাং নর্ত্তকীনাঞ্চ গীতবাদ্যোপজীবিনাম্।
ক্রীড়ালঙ্কারবাসাংসি কৃষ্ণোঽদাৎ তস্য চ স্ত্রিয়ঃ ॥১২

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণঃ তস্য স্ত্রিয়ঃ চ (তদা) গীতবাদ্যোপজীবিনাং নটানাং নর্ত্তকীনাং চ (তেভ্য ইত্যর্থঃ) ক্রীড়ালঙ্কারবাসাংসি (ক্রীড়োপযোগিভূষণবস্ত্রাণি) অদাৎ (দত্তবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ এবং তদীয় মহিষীগণ তৎকালে গীতবাদ্যোপজীবী নট-নটীগণকে ক্রীড়ার উপযোগী বসনভূষণ প্রদান করিতেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—নটানামিতি চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠ্যঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নটগণের এস্থলে চতুর্থী অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণস্যৈবং বিহরতো গত্যালাপেক্ষিতস্মিতৈঃ।
নর্ম্মক্ষ্বেলিপরিষ্বঙ্গৈঃ স্ত্রীণাং কিল হৃতা ধিয়ঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—এবং বিহরতঃ (ক্রীড়ারতস্য) কৃষ্ণস্য গত্যালাপেক্ষিতস্মিতৈঃ (গত্যা গমনভঙ্গ্যা, আলাপেন সপ্রেমসম্ভাষণেন, ঈক্ষিতেন সকটাক্ষনিরীক্ষণেন, স্মিতেন মধুরমন্দহাসেন চ তথা) নর্ম্মক্ষ্বেলিপরিষ্বঙ্গৈঃ (নর্ম্মনা পরিহাসেন, ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়য়া, পরিষ্বঙ্গেনালিঙ্গনেন চ) স্ত্রীণাং ধিয়ঃ (চেতাংসি) হৃতাঃ কিল (আকৃষ্টা বভূবুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপে বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণ গমনভঙ্গী, সপ্রেমসম্ভাষণ, সকটাক্ষ-নিরীক্ষণ, মন্দমধুর হাস্য, পরিহাসবচন, ক্রীড়া এবং আলিঙ্গনে কামিনীগণের চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

ঊচুর্মুকুন্দৈকধিয়ো গির উন্মত্তবজ্জড়ম্।
চিন্তয়ন্ত্যোঽরবিন্দাক্ষং তানি মে গদতঃ শৃণু ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—(তদানীং) মুকুন্দৈকধিয়ঃ (কৃষ্ণৈকগতচিত্তাস্তাঃ) অরবিন্দাক্ষং (তমেব পদ্মপলাশায়তলোচনং শ্রীকৃষ্ণং) চিন্তয়ন্ত্যঃ (ধ্যায়ন্ত্যঃ সত্যঃ) উন্মত্তবৎ (ক্ষিপ্তচিত্তবৎ) জড়ং (বিচারশূন্যং যথা স্যাত্তথা) গিরঃ (বাক্যানি) ঊচুঃ (কথিতবত্যঃ) গদতঃ (কথয়তঃ) মে (মম সমীপাৎ) তানি (বাক্যানি) শৃণু (আকর্ণয়) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তৎকালে কৃষ্ণৈকগতচিত্তা রমণীগণ পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণেরই চিন্তা সহকারে উন্মত্তের ন্যায় যে-সকল বিচারশূন্য বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—উন্মত্তবৎ হৃতবুদ্ধিত্বাৎ ধুস্তুরাদিবিক্ষিপ্তচিত্তা ইব 'অরবিন্দাক্ষমপি পরোক্ষতয়া চিন্তয়ন্ত্যো জড়ং বিচারশূন্যং যথা স্যাত্তথা যানূচুস্তানি মে মত্তঃ শৃণু ইয়ং প্রেম্নঃ ষষ্ঠী ভূমিকা অনুরাগভেদঃ প্রেমবৈচিত্র্যাখ্যস্তল্লক্ষণমুজ্জ্বলনীলমণাবুক্তং যথা—"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎপ্রেমবৈচিত্র্যমুচ্যতে" ইতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উন্মত্তের ন্যায় বুদ্ধিহারা হইয়া ধুতুরাদি দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তের ন্যায় অরবিন্দাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকেও পরোক্ষভাবে চিন্তা করিয়া জড় অর্থাৎ বিচারশূন্য যেমন হয়, সেইরূপ যেসকল বাক্য বলিয়াছিল, আমা হইতে শ্রবণ কর ইহা প্রেমের ষষ্ঠী ভূমিকা অনুরাগভেদ 'প্রেমবৈচিত্রী' নামক তাহার লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হইয়াছে—প্রিয়তমের নিকটেও প্রেম উৎকর্ষ স্বভাববশতঃ যে বিচ্ছেদবুদ্ধিতে আর্ত্তি, তাহাকে প্রেমবৈচিত্রী বলা হয় ॥ ১৪ ॥

মহিষ্য ঊচুঃ—

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমহিষ্যঃ ঊচুঃ। (হে) কুররি, গুপ্তবোধঃ (অজ্ঞেয়তত্ত্বঃ) ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) জগতি রাত্র্যাম্ (ইদানীং রজনীকালে) স্বপিতি (নিদ্রাং গচ্ছতি) বীতনিদ্রা (বিগতনিদ্রা) ত্বং (তু নিদ্রাভঙ্গং কুর্ব্বতী) বিলপসি (বিলাপং করোষি, পরন্তু) ন শেষে (ন স্বপিষি তদনুচিতমিত্যর্থঃ, কিম্বা নাপরাধস্তবাপীত্যাশয়েনাহঃ হে) সখি, নলিন-নয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন (নলিন-নয়নস্য ভগবতো হাসেন সহিতমুদারং যল্লীলেক্ষিতং তেন ত্বমপি) বয়ং ইব গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতাঃ কচ্চিৎ (কিমতিশয়েন নির্ব্বিদ্ধচিত্তাসি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—মহিষীগণ বলিলেন,—হে কুররি, অজ্ঞাততত্ত্ব ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জগতে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছেন, তুমি নিদ্রাশূন্যা হইয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বিলাপ করিতেছ, পরন্তু শয়ন করিতেছ না, ইহা উচিত নহে। অথবা হে সখি, নলিন-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যসহকৃত উদার লীলাদৃষ্টিপাতে আমাদের ন্যায় তোমার চিত্তও কি অতিশয় বিদ্ধ হইয়াছে ? ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ আত্মনো ভাবমুন্মাদবশাৎ প্রায়ঃ সর্ব্বত্র পশ্যন্ত্যঃ কুরর্য্যাদীনাহঃ,—দশভিঃ। হে কুররি, যস্য বিরহেণ ত্বং বিলপসি বীতনিদ্রা গতনিদ্রা সতী স তু ত্বয়ি প্রেমশূন্যঃ ঈশ্বরোঽস্মাকং পতিঃ স্বপিতি অতস্ত্বদ্বিলাপং ন শৃণোতি, অতএব ত্বদ্বিলাপ শ্রবণোত্থা কৃপাপ্যস্য ন সম্ভবেৎ যতস্ত্বৎসঙ্গং কুর্য্যাৎ কিং যুষ্মাভিঃ সহ স্বপিতি নহি নহি গুপ্তবোধঃ অস্মাভিরজ্ঞাততত্ত্ব এব জগত্যস্মিন্ ক্বাপি রাত্র্যাং তদন্বেষণবিরোধিন্যাং শেতে। অতস্ত্বং বা কিং করিষ্যসি বয়ং বা কিং কুর্ম্ম ইতি ভাবঃ। শিব শিব ত্বং পক্ষিজাতিরপি হে সখি, বয়মিব গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা অভূরবশ্যমেবমেতৎ সঙ্গো ভবত্বিতি নির্ব্বন্ধং ত্যক্তুং কিং ন শক্নোষীতি ভাবঃ। নির্ব্বন্ধে তু হেতুর্নলিনেত্যাদি ॥১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহিষীগণ বলিতেছেন দশটি শ্লোকদ্বারা নিজেদের ভাব উন্মাদবশতঃ প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। তাহাই কুররীপক্ষীদিগকে বলিতেছেন —হে কুররি! নিদ্রাহীন হইয়া যাহার বিরহে তুমি বিলাপ করিতেছ, তিনি তোমাতে প্রেমশূন্য ঈশ্বর আমাদিগের পতি নিদ্রা যাইতেছেন। অতএব তোমার বিলাপ শ্রবণ করিতেছেন না। অতএব তোমার বিলাপ শ্রবণ হইতে জাত কৃপাও সম্ভব হইতেছে না। যে কৃপাদ্বারা তোমার সঙ্গ করিবেন ? তোমাদের সহিত কি নিদ্রা যাইতেছেন ? না না, আমাদের অজ্ঞাততত্ত্বই, এই জগতের কোনও রাত্রিতে তাহার

অন্বেষণ বিরোধিনী রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছেন। অতএব তুমিই বা কি করিবে? আমরাই বা কি করিব? ইহাই ভাবার্থ। ভাল ভাল, তুমি পক্ষীজাতি হইয়াও তুমি আমাদের সখি, আমাদের ন্যায় গাঢ় আসক্তচিত্তা হও, অবশ্যই ইহার সঙ্গ হউক, এই প্রকার আশা ত্যাগ করিতে কি পারিবে না? নির্ব্বন্ধের হেতু কমল নয়ন কৃষ্ণের উদার হাস্যসহ চঞ্চল দৃষ্টিদ্বারা ॥ ১৫ ॥

নেত্রে নিমীলয়সি নক্তমদৃষ্টবন্ধু-
স্ত্বং রোরবীষি করুণং বত চক্রবাকি।
দাস্যং গতা বয়মিবাচ্যুতপাদজুষ্টাং
কিংবা স্রজং স্পৃহয়সে কবরেণ বোঢুম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) চক্রবাকি, বত (অহো) ত্বং নক্তং (রাত্রৌ) অদৃষ্টবন্ধুঃ (অদৃষ্টোঽদর্শনং গতো বন্ধুঃ প্রিয়ো যস্যাঃ সা তথাভূতা প্রিয়বিরহগ্রস্তা সতী কিং) করুণং (কাতরং) রোরবীষি (রোদনং করোষি, কিঞ্চ তস্মাৎ) নেত্রে (লোচনযুগলং) নিমীলয়সি (ন মুদ্রিতং করোষি, বিনিদ্রা তিষ্ঠসীত্যর্থঃ) কিম্বা (অথবা) বয়ম্ ইব দাস্যং গতা (শ্রীকৃষ্ণদাসীভূতা সতী) অচ্যুতপাদজুষ্টাং (শ্রীকৃষ্ণপাদসেবিতং) স্রজং (মালাং) কবরেণ (কেশপাশেন) বোঢুং (ধারয়িতুং) স্পৃহয়সে (বাঞ্ছসি, তদর্থং রোদিষীত্যর্থঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে চক্রবাকি, তুমি রাত্রিকালে প্রিয়তমকে না দেখিয়াই কি করুণস্বরে অতিশয় রোদন করিতেছ এবং নয়নযুগল নিমীলিত করিতেছ না? অথবা আমাদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের দাসী হইয়া তদীয় শ্রীপাদসেবিত মাল্য কেশপাশে ধারণ করিবার স্পৃহায় এরূপ রোদন করিতেছ? ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অদৃষ্টবন্ধুঃ কিমদৃষ্টস্বভর্ত্তৃকাসি অহো বত ঈদৃশ আর্ত্তনাদঃ স্বাপত্যাদর্শনেন সম্ভবেদিতি পক্ষান্তরমাহুঃ,—দাস্যং গতা ইতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অদৃষ্টবন্ধু! তুমি কি নিজস্বামী কর্ত্তৃক অদৃষ্ট হইয়াছ? অহো! এইপ্রকার আর্ত্তনাদ নিজ পতিকে না দেখিলেই সম্ভব হয়। অন্যপক্ষে বলিতেছেন—আমাদের ন্যায় দাস্যভাবে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবারত পুষ্পমাল্য চাহিতেছ? কবরীতে বাঁধিবার জন্য? আমরা দাসী ॥১৬॥

ভো ভোঃ সদা নিষ্টনসে উদন্ব-
ন্নলব্ধনিদ্রোঽধিগতপ্রজাগরঃ।
কিংবা মুকুন্দাপহৃতাত্মলাঞ্ছনঃ
প্রাপ্তাং দশাং ত্বঞ্চ গতো দুরত্যয়াম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ ভোঃ উদন্বন্, (হে জলধে ত্বং কিম্) অলব্ধনিদ্রঃ (অপ্রাপ্তনিদ্রস্ততশ্চ) অধিগতপ্রজাগরঃ (প্রাপ্তজাগরণঃ সন্) সদা নিষ্টনসে (ক্রোশসি) কিম্বা (অথবা) ত্বং চ (যথা বয়ং সম্ভোগেন মুকুন্দাপহৃত কুঙ্কুমাদিলাঞ্ছনাস্তথা ত্বমপি) মুকুন্দাপহৃতাত্মলাঞ্ছনঃ (মুকুন্দেনাপহৃতানি গৃহীতানি আত্মলাঞ্ছনানি শ্রীকৌস্তুভাদি-নিজচিহ্নানি যস্য স তথাভূতঃ সন্) প্রাপ্তাম্ (উপস্থিতাং) দুরত্যয়াং (দুরতিক্রমণীয়াং) দশাম্ (অবস্থাং) গতঃ (প্রাপ্তোঽসি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে জলনিধে, তোমার কি স্বভাবতঃই নিদ্রা হয় না বলিয়া জাগ্রতভাবে সর্ব্বদা গর্জ্জন করিতেছ? অথবা সম্ভোগকালে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ আমাদের কুঙ্কুমাদি-চিহ্ন হরণ করিয়াছেন, সেইরূপ তোমারও লক্ষ্মী, কৌস্তুভ প্রভৃতি চিহ্ন হরণ করায় এইরূপ দুর্ল্লঙ্ঘ্য দশা প্রাপ্ত হইয়াছ? ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভো উদন্বন্, গাম্ভীর্য্যং পরিত্যজ্যাতিতরললোক ইব নিষ্টনসে শব্দায়সে নিন্নিদ্রঃ সন্নুচ্চৈঃ ফুৎকৃত্য রোদিষি অত্র কারণং বদ। অথবা অলং কারণকথনেন জ্ঞাতমস্মাভিরিত্যাহুঃ,—কিং বেতি। যথা সম্ভোগমিষেণাপহৃতাস্মৎকুঙ্কুমহারমালাকঃ স চোরঃ তথৈব ত্বমপি তেনৈবাপহৃতশ্রীকৌস্তুভাদিলাঞ্ছনঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে সমুদ্র! গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অতিচঞ্চল ব্যক্তির ন্যায় শব্দ করিতেছ। নিদ্রাহীন হইয়া অতি উচ্চৈস্বরে ফুৎকার করিয়া রোদন করিতেছ, ইহার কারণ বল। অথবা কারণ কথনে প্রয়োজন নাই, আমরা সকলই জানিয়াছি। যথা—সম্ভোগছলে অপহৃত আমাদের কুঙ্কুম-হার-

মালা তিনি চুরি করিয়াছেন সেইরূপ তুমিও তৎকর্ত্তৃক অপহৃত শ্রীকৌস্তুভ আদি চিহ্ন ॥ ১৭ ॥

ত্বং যক্ষ্মণা বলবতাসি গৃহীত ইন্দো
ক্ষীণস্তমো ন নিজদীধিতিভিঃ ক্ষিণোষি।
কচ্চিন্মুকুন্দগদিতানি যথা বয়ং ত্বং
বিস্মৃত্য ভোঃ স্থগিতগীরুপলক্ষ্যসে নঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ ইন্দো, (হে চন্দ্র) ত্বং বলবতা (প্রবলেন) যক্ষ্মণা (ক্ষয়রোগেণ) গৃহীতঃ (আক্রান্তস্ত-তস্য) ক্ষীণঃ অসি (শীর্ণকলেবরোঽসি, ততশ্চ) নিজদীধিতিভিঃ (ক্ষীয়কিরণৈঃ) তমঃ (অন্ধকারং) ন ক্ষিণোষি কচ্চিৎ (ন নাশয়সি কিং, কিম্বা,) বয়ং যথা (বয়মিব) ত্বং (ত্বমপি) মুকুন্দগদিতানি (শ্রীকৃষ্ণরহস্যানি) বিস্মৃত্য (বিস্মরণাদেবেত্যর্থঃ) নঃ (অস্মাকমস্মাভিরিত্যর্থঃ) স্থগিতগীঃ (স্তব্ধবাক্) উপলক্ষ্যসে (প্রতীয়সে) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে চন্দ্র, তুমি কি প্রবল যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়ায় ক্ষীণ হইয়াছ এবং নিজ কিরণসমূহ দ্বারা অন্ধকার নষ্ট করিতে পারিতেছ না? অথবা তুমিও আমাদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের রহস্যোক্তি-সকল বিস্মরণ হেতুই আমাদের নিকট স্তব্ধবাক্‌রূপে প্রতীত হইতেছ? ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বং যক্ষ্মণেতি। অথবা নেদং কারণং, তু জ্ঞাতমস্মাভিরিত্যাহুঃ,— মুকুন্দগদিতানি বিস্মৃত্যেতি তস্য বিশ্লেষারম্ভে তেন যঃ খল্ববধি-সময়ঃ। সচাটু সবহু শপথমুক্তস্তত্র তদানীং বৈক্লব্যাতিশয়াৎ ত্বয়া মনো ন দত্তমত ইদানীং তানি মুকুন্দগদিতানি বিস্মৃত্য মহানুতাপাদেব স্থগিত-গীর্নোঽস্মাভিরুপলক্ষ্যসে। কুরর্য্যাদিবদাক্রোশনা-দেতৎ প্রশ্নেঽপ্যুত্তরাদানাদিতি ভাবঃ। যথা বয়মিতি বয়মপি তদ্বিশ্লেষাত্তথা তদ্বচনবিস্মরণোত্থানুতাপাৎ স্থগিতগিরো বিশীর্য্যাম ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে চন্দ্র! তুমি বলবান যক্ষ্মা রোগদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছ অথবা এই কারণ নয়, কারণ আমরা জানিয়াছি—মুকুন্দের বাক্যসমূহ বিস্মৃত হইয়া তাঁহার বিশ্লেষ আরম্ভে তিনি যে শেষ সময় চাটুবাক্যসহ শপথ করিয়াছিলেন তাহা তখন অতিশয় বিকলতা বশত তুমি মনোযোগ দাও নাই। অতএব এখন সেই মুকুন্দবাক্যসমূহ বিস্মৃত হইয়া মহান্ অনুতাপহেতুই বাক্য রুদ্ধ হইয়া আমাদের ন্যায় তোমাকে দেখা যাইতেছে। কুররী পক্ষীর ন্যায় ক্রন্দন এই প্রশ্নেও উত্তর না পাওয়া হেতু। যেমন আমরা তাহার বিচ্ছেদহেতু তাহার বাক্য বিস্মরণ জাত অনুতাপ বশতঃ বাক্যহীন হইয়া অবশ হইয়া পড়িয়াছি ॥ ১৮ ॥

কিং ন্বাচরিতমস্মাভির্মলয়ানিল তেঽপ্রিয়ম্।
গোবিন্দাপাঙ্গনির্ভিন্নে হৃদীরয়সি নঃ স্মরম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মলয়ানিল, (মলয়পবন,) অস্মাভিঃ তে (তব) কিং নু (কিং নাম) অপ্রিয়ম্ (অনিষ্টম্) আচরিতং (কৃতং, যতস্ত্বং) গোবিন্দা-পাঙ্গনির্ভিন্নে (শ্রীকৃষ্ণকটাক্ষপাতবাণবিদীর্ণে) নঃ (অস্মাকং) হৃদি (চিত্তে) স্মরং (কামম্) ঈরয়সি (প্রেরয়সি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে মলয়ানিল, আমরা তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষপাতরূপ বাণদ্বারা আমাদের চিত্ত বিদীর্ণ হওয়ায় তুমি ঐ রন্ধ্র-পথে আমাদের চিত্তে কামকে প্রেরণ করিতেছ ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—হে মলয়ানিল, তে কিম্ অপ্রিয়ং বৈরং অস্মাভিরাচরিতম্। যদস্মিন্ বিপৎসময়ে ত্বং বৈর-পরিশোধনং করোষীত্যাহুঃ,—গোবিন্দেতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মলয় পবন! আমরা তোমার কি অপ্রিয় বৈরভাব আচরণ করিলাম, যেহেতু এই বিপদ সময়ে তুমি বৈরভাবের পরিশেষধন করি-তেছ—ইহাই বলিতেছেন গোবিন্দ ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

মেঘ শ্রীমংস্ত্বমসি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনং
শ্রীবৎসাঙ্কং বয়মিব ভবান্ ধ্যায়তি প্রেমবদ্ধঃ।
অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়োঽস্মদ্বিধো বাষ্পধারাঃ
স্মৃত্বা স্মৃত্বা বিসৃজসি মুহুর্দুঃখদস্তৎপ্রসঙ্গঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—(হে) শ্রীমন্, মেঘ, ত্বং নূনং (নিশ্চিতং) যাদবেন্দ্রস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) দয়িতঃ (আতপার্ত্তিহরণাদি সাম্যাৎ সখা) অসি (ভবসি ততঃ) ভবান্ প্রেমবদ্ধঃ

(তস্য প্রেম্না বদ্ধ আসক্তঃ সন্) বয়ম্ ইব (যথা বয়ং প্রেমবদ্ধাস্তং ধ্যায়ামস্তদ্বৎ) শ্রীবৎসাঙ্কং (শ্রীকৃষ্ণং) ধ্যায়তি (চিন্তয়তি যতঃ) অস্মদ্বিধঃ (বয়মিব ত্বমপি) স্মৃত্বা স্মৃত্বা (নিরন্তরং তং স্মৃত্বা) শবলহৃদয়ঃ (মলিনচিত্তঃ) অত্যুৎকণ্ঠঃ (চ সন্) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) বাষ্পধারাঃ (ধারাকারেণ নয়নজলানি) বিসৃজসি (বর্ষসি, অহো কিমিতি ত্বয়া সখ্যং কৃতং যতঃ) তৎপ্রসঙ্গঃ (তস্য প্রসঙ্গঃ সম্বন্ধঃ) দুঃখদঃ (অতীব-দুঃখপ্রদঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে শ্রীমন্, জলধর, তুমি নিশ্চয়ই লোকের আতপজনিত দুঃখহরণহেতু শ্রীকৃষ্ণের সখা হইয়াছ এবং সেই জন্যই তদীয় প্রেমে আসক্তচিত্ত হইয়া আমাদের ন্যায় শ্রীবৎসলাঞ্ছন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছ ও নিরন্তর স্মরণহেতু আমাদেরই ন্যায় মলিনচিত্তে অত্যুৎকণ্ঠিতভাবে পুনঃ পুনঃ ধারা-রূপে নয়নজলরাশি বিসর্জ্জন করিতেছ। হায়! তুমি কি-জন্য তাঁহার সহিত সখ্য-স্থাপন করিয়াছিলে? যেহেতু তদীয় প্রসঙ্গ অতিশয় দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—দয়িতঃ সখা ত্বমসি প্রেমবদ্ধঃ প্রেম্না প্রাপ্তবন্ধনঃ সন্ তং ধ্যায়তি,—শ্রীবৎসাঙ্কমিতি। তস্য চ বর্ণেন সাম্যেঽপি তস্য শ্রীবৎসাঙ্কোঽধিক ইতি তত্র তবাসক্তিকারণমবগতমিতি ভাবঃ। শবলহৃদয়ঃ বিষাদমলিনচেতাঃ বৃষ্টিমিষেণ বাষ্পধারাঃ বিসৃজসি বৃষ্টিমিষেণ রোদিষি। অহো, কিমিতি ত্বয়া তত্রাসক্তিঃ কৃতা যতস্তৎ প্রসঙ্গোঽপি দুঃখদ এব ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মেঘ! তুমি যাদবেন্দ্রের নিশ্চয়ই প্রিয়সখা হও, 'প্রেমবদ্ধ' প্রেমদ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া তুমি আমাদের ন্যায় ধ্যান করিতেছ? তাহার বর্ণের সহিত তুমি সমান হইলেও তাহার শ্রীবৎস-চিহ্ন, অধিক সেখানে তোমার আসক্তির কারণ জানিলাম। তুমি বিষাদ মলিনচিত্ত বৃষ্টিচ্ছলে অশ্রুধারা ত্যাগ করিতেছ, বৃষ্টিছলে কাঁদিতেছ। আশ্চর্য্য! তোমা-কর্ত্তৃক তাহাতে আসক্তি কিভাবে হইল? যেহেতু তাহার প্রসঙ্গও দুঃখপ্রদই ॥ ২০ ॥

প্রিয়রাবপদানি ভাষসে
মৃতসঞ্জীবিকয়ানয়া গিরা।
করবাণি কিমদ্য তে প্রিয়ং
বদ মে বল্গিতকণ্ঠ কোকিল ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বল্গিতকণ্ঠ, (রমণীয়কণ্ঠ) কোকিল, (ত্বং) মৃতসঞ্জীবিকয়া (মৃতান্ সঞ্জীবয়-তীতি তথা তয়া) অনয়া গিরা (কোমলয়া বাচা) প্রিয়রাবপদানি (প্রিয়রাবস্য প্রিয়ম্বদস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদানীব পদানি শব্দান্) ভাষসে (উচ্চারয়সি ততঃ) অদ্য তে (তব) কিং (কিং নাম) প্রিয়ং করবাণি (তৎ) মে বদ (মামাদিশ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে রমণীয়কণ্ঠ, কোকিল, তুমি এই মৃতসঞ্জীবনবাক্যে প্রিয়ম্বদ শ্রীকৃষ্ণের শব্দতুল্য মধুর শব্দসমূহের উচ্চারণ করিতেছ, সুতরাং অদ্য আমরা তোমার কোন্ প্রিয়কার্য্য সাধন করিব আদেশ কর ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হে প্রিয়রাব কোকিল, অনয়া গিরা পদানি অস্মদ্বিরহদুঃখত্রাণান্যেব ভাষসে "পদং ব্যব-সিতি-ত্রাণ-স্থানলক্ষ্মাঙ্ঘ্রিবস্তুষু" ইত্যমরঃ। বল্গিতঃ বল্গুকৃতঃ কণ্ঠো যেন। হে তাদৃশ, অত্র বিরহে কোকিলশব্দস্য দুঃখদত্বাৎ প্রিয়রাবেত্যাদ্যাঃ সর্ব্বা এব বিপরীতলক্ষণয়া বক্রোক্তয় এব তেন স্বশব্দেন মাং জ্বালয়তস্তব কিং প্রিয়ং কর বাণি তুণ্ডমেব ধক্ষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে অখিল প্রিয় কোকিল? এই বাক্যদ্বারা আমাদের বিরহ দুঃখ পরিত্রাণের জন্যই ভাষণ করিতেছ। অমরকোষে—'পদ' শব্দের অর্থ—বাসগৃহ, পরিত্রাণ, স্থান, লক্ষ্মীর চরণবস্ত্রসমূহ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিচিত্র সুন্দর কণ্ঠ যে তোমার ঐরূপ এই বিরহে কোকিল শব্দের দুঃখপ্রদহেতু প্রিয়কণ্ঠ ইত্যাদি সকলই বিপরীত লক্ষণাদ্বারা বক্রোক্তিময়। তাহাদ্বারা সেই শব্দদ্বারা আমাকে জ্বালাইতেছ তোমার কি প্রিয় করিব বল। তোমার সুখকেই বলিতেছি ॥ ২১ ॥

ন চলসি ন বদস্যুদারবুদ্ধে
ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্।
অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং
বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্ত্তুম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) উদারবুদ্ধে, (মহামতে,) ক্ষিতিধর, (পর্ব্বত, ত্বং) ন চলসি ন বদসি (অতো নূনং) মহান্তং অর্থং (কিঞ্চিন্মহৎ প্রয়োজনমেব) চিন্তয়সে বত অপি (তর্হি কিং) বয়ম্ ইব (বয়ং যথা স্তনৈর্বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং ধারয়ামস্তথা ত্বমপি) স্তনৈঃ (স্তনতুল্যৈঃ শৃঙ্গৈঃ) বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং (শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মং) বিধর্ত্তুং (বোঢ়ুং) কাময়সে (অভিলষসি, তথা চেত্তবাপ্যস্মদবস্থা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ) ।।২২।।

অনুবাদ—হে মহামতে, পর্ব্বত, যেহেতু তুমি নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতেছ, সেই জন্য মনে হয়, কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়েরই চিন্তা করিতেছ। তাহা হইলে কি তুমিও আমাদেরই ন্যায় উন্নত স্তনসদৃশ শৃঙ্গসমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মধারণে ইচ্ছুক হইয়াছ ? যদি তাহা হয়, তবে পরিণামে তোমারও আমাদেরই ন্যায় অবস্থা সংঘটিত হইবে ।। ২২ ।।

বিশ্বনাথ—হে ক্ষিতিধর, রৈবতকপর্ব্বত, নূনং ত্বং মহান্তমর্থং স্বাভীপ্সিতং চিন্তয়সি অপি বতেতি। ইদং বা তবাভীপ্সিতমিত্যর্থঃ বয়ং যথাস্তনৈর্দ্ধর্ত্তুং কাময়ামহে তথা ত্বং স্তনৈঃ কিং বোঢ়ুং কাময়সে। ওমিতি চেৎ তর্হি তবাপ্যস্মদবস্থা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ।।২২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে রৈবতক পর্ব্বত ! নিশ্চয়ই তুমি মহান অর্থ নিজের অভীপ্সিতবস্তু চিন্তা করিতেছ। অথবা তোমার অভীপ্সিত এইরূপ আমরা যেমন স্তনদ্বারা প্রিয়তমকে ধারণ করিবার জন্য কামনা করি সেইরূপ তুমিও কি তাঁহাকে স্তনসমূহদ্বারা বহন করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? যদি বল হ্যাঁ, তাহা হইলে তোমারও আমাদের ন্যায় অবস্থা হইবে ।। ২২ ।।

শুষ্যদ্ধ্রদাঃ করশি(র্শি)তা বত সিন্ধুপত্ন্যঃ
সম্প্রত্যপাস্তকমলশ্রিয় ইষ্টভর্ত্তুঃ।
যদ্বদ্বয়ং মধুপতেঃ প্রণয়াবলোক-
মপ্রাপ্য মুষ্টহৃদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম ।। ২৩ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) সিন্ধুপত্ন্যঃ, (হে নদ্যঃ,) সম্প্রতি (গ্রীষ্মে সিন্ধুর্মেঘদ্বারামৃতবৃষ্ট্যা যুষ্মান্ নানন্দয়তি) বত (অহো কষ্টমতো যূয়ং) মুষ্টহৃদয়াঃ (হৃতচিত্তাঃ) বয়ং যদ্বৎ (বয়ং যথা) ইষ্টভর্ত্তুঃ (প্রিয়তমস্য ভর্ত্তুঃ) মধুপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রণয়াবলোকং (প্রেমদৃষ্টিম্) অপ্রাপ্য (অলব্ধ্বা) পুরুকর্শিতাঃ স্ম (অতিকৃশা জাতাস্তথা) শুষ্যদ্ধ্রদাঃ (শুষ্যন্তো হ্রদা যাসাং তাস্তথা) অপাস্তকমলশ্রিয়ঃ (কমলশোভাহীনাস্তথা) করশিতাঃ (কৃশদেহাশ্চ জাতাঃ) ।। ২৩ ।।

অনুবাদ—হে সিন্ধুপত্নী নদীগণ, সম্প্রতি এই গ্রীষ্মকালে প্রিয়তম সমুদ্র মেঘদ্বারা অমৃতবর্ষণে তোমাদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছে না। অহো ! সেইজন্যই আমরা যেরূপ প্রিয়তম স্বামী শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়দৃষ্টির অভাবে অতিশয় কৃশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ তোমাদেরও চিত্ত অপহৃত হওয়ার হ্রদসমূহ শুষ্ক, কমলশোভা দূরীভূত এবং শরীর কৃশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ।। ২৩ ।।

বিশ্বনাথ—ভোঃ সিন্ধুপত্ন্যো নদ্যঃ, সম্প্রতি যূয়ং শুষ্যদ্ধ্রদাঃ স্থ তত্র কারণমাহুঃ,—ইষ্টভর্ত্তুঃ সিন্ধুপত্নীনামপি যোঽভীষ্টসুখপ্রদো ভর্ত্তা যদুপতিস্তস্য প্রণয়াবলোকমপ্রাপ্যৈব যদ্বদ্বয়ং প্রণয়াবলোকমপ্রাপ্য মুষ্টহৃদয়া বঞ্চিতচিত্তাঃ স্ম তদ্বদেব যূয়ম্ ।। ২৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ওহে সাগরের পত্নী নদীসমূহ ! সম্প্রতি তোমরা শুষ্ক হ্রদ হইয়াছ, তাহার কারণ বলিতেছি—অভিলষিত ভর্ত্তা সিন্ধুপত্নীগণেরও যে অভীষ্টসুখপ্রদ ভর্ত্তা যদুপতি তাঁহার প্রণয়দৃষ্টি পাইয়াই, যেমন আমরা প্রণয়দৃষ্টি না পাইয়া বঞ্চিত চিত্তা হইয়াছি সেইরূপ তোমরাও ।। ২৩ ।।

হংস স্বাগতমাস্যতাং পিব পয়ো
ব্রূহ্যঙ্গ শৌরেঃ কথাং
দূতং ত্বাং নু বিদাম কচ্চিদজিতঃ
স্বস্ত্যাস্ত উক্তং পুরা।
কিংবা নশ্চলসৌহৃদঃ স্মরতি তং
কস্মাদ্ভজামো বয়ং
ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং শ্রিয়মৃতে
সৈবৈকনিষ্ঠা স্ত্রিয়াম্ ।। ২৪ ।।

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, হংস, (হে হংস,) স্বাগতম্ আস্যতাং (তব শুভাগমনমস্তু) পয়ঃ (জলং দুগ্ধং বা) পিব শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) কথাং (বার্ত্তাং) ব্রূহি ত্বাং

নু (নূনং) দূতং (শ্রীকৃষ্ণস্য বার্ত্তাবহং) বিদাম (বিদামঃ) অজিতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বস্তি আস্তে কচ্চিৎ (কিং সুখেনাস্তে) চলসৌহৃদঃ (চলং সৌহৃদং যস্য স শ্রীকৃষ্ণঃ) নঃ (অস্মাকং) পুরা উক্তং (পূর্ব্বং রহসুক্তং) স্মরতি কিং বা (স্মরতি কিং হে) ক্ষৌদ্র, (ক্ষুদ্রস্য দূত,) বয়ং কস্মাৎ (কেন হেতুনা) তং (শ্রীকৃষ্ণম্) ভজামঃ (কামার্থম্ হ্বয়তি যুষ্মানিতি চেদহো তর্হি) শ্রিয়ম্ ঋতে (যা অস্মান্ বঞ্চয়িত্বা একাকিনী সেবতে তাং শ্রিয়ং বিনা) কামদং (কামপ্রদং তমেবাত্র) আলাপয় (আকারয়, ননু সা তদেকনিষ্ঠা কথং পরিহর্ত্তুং শক্যত ইতি চেদত আহুঃ) স্ত্রিয়াং (স্ত্রীষ্বস্মাসু মধ্যে কিং) সা এব (সা শ্রীরেব) একনিষ্ঠা (তদনন্যচিত্তা ভবতি, বয়ং কিং নেত্যর্থঃ) ॥২৪॥

অনুবাদ—হে হংস, তোমার সুখে আগমন হইয়াছে ত'? সম্প্রতি দুগ্ধ পান কর এবং শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা বল। আমরা তোমাকে তাঁহারই দূত বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। তিনি সুখে আছেন কি? আমাদের পূর্ব্বকালীন গোপনীয় বচন তাঁহার মনে আছে কি? হে ক্ষুদ্র বার্ত্তাবহ, আমরা কি জন্য তাঁহার সেবা করিব? যদি রতির জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা হইলে যে লক্ষ্মী আমাদিগকে বঞ্চিতা করিয়া একাকিনী তাঁহার সেবা করেন, সেই লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সেই কামপ্রদ প্রিয়তমকে এস্থানেই আনয়ন কর। যদি বল, লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি একনিষ্ঠচিত্তা বলিয়া তাঁহার পরিত্যাগ অসম্ভব, তাহা হইলে স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই কি একনিষ্ঠচিত্তা, আমরা কি সেরূপ নহি? ২৪॥

বিশ্বনাথ—কমপি হংসং দূতং প্রকল্প্যাহুঃ,—হংসেতি। ননু, ভবতীর্বিনা স কথং স্বস্ত্যাস্তামিতি চেৎ উক্তং পুরেতি "ন ত্বাদৃশীং প্রণয়িনীং গৃহিণীং গৃহেষু পশ্যামি" ইত্যাদি স্বপ্রেমবাক্যং স্মরতি কিং কিম্বাচলসৌহৃদঃ সন্ স্মরতি। ননু, স্মৃত্বৈব মাং প্রস্থাপিতবানতস্তদন্তিকং চলত তং ভজতেতি তত্রাহুঃ,—কস্মাদিতি। স চেদস্মান্ ন ভজতে নাপ্যাগচ্ছতি তর্হি বয়ং কস্মাত্তজামঃ কস্মাদ্বা যামঃ ভোঃ করুণাসিন্ধুবস্তর্হি কামপীড়িতস্য কথং নিস্তারস্তত্রাহুঃ,—হে ক্ষৌদ্র, ক্ষুদ্রস্য দূত, আলাপয় অত্রৈব তং কামদং কামপীড়িতমপি দর্শনমাত্রেণৈব কামপীড়াপ্রদম্ আকারয় স এবাস্মান্ আয়াতু নতু গর্ব্ববত্যো বয়ং তং যাম ইতি ভাবঃ। ওমিতি গচ্ছন্তং তং মত্বা পুনরাহুঃ,—যাহ্যস্মান্ বঞ্চয়িত্বা একাকিনী রমতে তাং শ্রিয়মৃতে তমেব কেবলমাকারয়। ননু, সা তদেকনিষ্ঠা কথং পরিহর্ত্তুং শক্যা স্যাদত আহুঃ,—স্ত্রিয়ামিতি। জাতাবেকবচনম্। স্ত্রীষ্বস্মাসু মধ্যে সা এব কিমেকনিষ্ঠা ঐকান্তিকী নতু বয়মিত্যর্থঃ। ক্ষৌদ্রালাপমকামদমিতি পাঠে ক্ষৌদ্রং মধু তদ্বন্মধুরালাপমাত্রং যস্য তম্ অকামদং অরতিপ্রদং তং শ্রিয়মৃতে বয়ং কস্মাত্তজামঃ। কিন্ত্বনাদৃতা সতী সৈব পুনঃ পুনর্ভজতু। যতোহস্মাদৃশ্যো মানিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ স্ত্রিয়াং স্ত্রীষু মধ্যে একনিষ্ঠাঃ একত্রৈব স্বমানসিদ্ধৌ নিষ্ঠা যাসাং তাঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন একটি হংসকে দূত কল্পনা করিয়া মহিষীগণ বলিতেছেন—হে হংস! তোমার সুখে আগমন হইয়াছে ত', এস দুগ্ধ পান কর, হে অঙ্গ! শ্রীকৃষ্ণের কথা বল, তোমাকে দূত বলিয়া জানিতেছি, অজিত ভগবান কুশলে আছেন ত'? যদি বল আপনাদিগকে ছাড়া তিনি কি করিয়া সুখে থাকিবেন? ইহার উত্তরে বলি তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন—তোমাদের ন্যায় প্রণয়িনী গৃহিণী গৃহসকলে দেখি না, ইত্যাদি নিজ প্রেমবাক্য তিনি স্মরণ করিতেছেন কি? অথবা চঞ্চল সৌহার্দ্দবশতঃ স্মরণ করিতেছেন না, যদি বল স্মরণ করিয়াই আমাকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন, অতএব তাহার নিকটে চল তাহাকে ভজন কর, তাহার উত্তরে বলি—কেন? তিনি যদি আমাদিগকে ভজন না করেন, না আসেন, তাহা হইলে আমরা কেন ভজন করিব, কেন বা যাইব, ভো করুণা সিন্ধুগণ তাহা হইলে প্রেমপীড়িত শ্রীকৃষ্ণের কিরূপে নিস্তার হইবে? তাহার উত্তরে বলি—হে ক্ষুদ্র! ক্ষুদ্রের দূত আলাপ কর এইস্থলেই প্রীতিপদ, তাহাকে প্রেমপীড়িত হইলেও দর্শনমাত্রেই কামপীড়া প্রদ, তাহাকে আহ্বান কর, তিনিই আমাদিগের নিকট আসুন, গর্ব্ববতী আমরা তাহার নিকট যাইব না, স্বীকৃতি দিয়া হংসকে গমন করিতে দেখিয়া তাহাকে পুনঃরায় বলিতেছেন— যাও আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া একাকিনী লক্ষ্মীর সহিত রমণ করিতেছেন সেই লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া কেবল তাহাকেই আহ্বান করিয়া আন। প্রশ্ন—লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণ একনিষ্ঠা কিরূপে তাহাকে

ছাড়িতে পারেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—স্ত্রীজাতি আমাদের মধ্যে তিনিই কি একনিষ্ঠা ঐকান্তিকী, আমরা কি নহি ? ক্ষুদ্র আলাপ প্রেমপ্রদ নহে ক্ষুদ্র পাঠে মধু অর্থ সেইরূপ মধুর আলাপমাত্র যাহার সেই কৃষ্ণ প্রেমপ্রদ নহে, অরতি প্রদ তাহাকে লক্ষ্মীব্যতীত আমরা কিহেতু ভজন করিব ? কিন্তু অনাদৃতা সতী তিনিই পুনঃ পুনঃ ভজন করুন, যেহেতু আমাদের ন্যায় মানিনী স্ত্রীগণের মধ্যে একনিষ্ঠা একত্রই নিজেদের মান সিদ্ধি হওয়ায় যাহাদের নিষ্ঠা সেই আমরা ।। ২৪ ।।

———

শ্রীশুক উবাচ—

ইতীদৃশেন ভাবেন কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে ।
ক্রিয়মাণেন মাধব্যো লেভিরে পরমাং গতিম্ ।।২৫।।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—মাধব্যঃ (শ্রীকৃষ্ণপত্ন্যঃ) যোগেশ্বরেশ্বরে (ব্রহ্মাদীনামপীশ্বরে) কৃষ্ণে ইতি (এবং ক্রমেণ) ক্রিয়মাণেন (অনুষ্ঠীয়মানেন) ঈদৃশেন ভাবেন (প্রেমবৈচিত্র্যাখ্যেনানুরাগেণ) পরমাং গতিং (পরমপদং) লেভিরে (প্রাপুঃ) ।। ২৫ ।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ ব্রহ্মাদি-যোগেশ্বরগণেরও অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈদৃশ অনুরাগের আচরণ করিয়া পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন ।। ২৫ ।।

বিশ্বনাথ—তাসামেতাদৃশশ্রীকৃষ্ণবিষয়কভাববতীনাং কিং প্রাপ্যং বস্তু ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—ইতীতি । বৈষ্ণবীং বৈষ্ণবপ্রাপ্যাং প্রেমভক্তিমেব তাসামপ্রাকৃতীনাং ভগবন্নিত্যপ্রেয়সীনাং সচ্চিদানন্দবপুষাং ব্রহ্মরসাস্বাদাধিকভগবন্মাধুর্য্যাস্বাদবতীনাং পুনর্মোক্ষাদিফলপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ প্রেমাধিক্যমেবেত্যর্থঃ। যদ্বা বৈষ্ণবীং বিষ্ণোস্তস্যৈব কৃষ্ণস্য ভাবোন্মাদপ্রৌঢ়িম্না তাদাত্ম্যময়ীং রাসান্তর্দ্ধানে ব্রজসুন্দর্য্যো নানাপ্রশ্নাদ্যনন্তরমুন্মাদস্য প্রৌঢ়িম্না যথা "কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিম্" ইতি কৃষ্ণতাদাত্ম্যময়ীং গতিং লেভিরে তথৈবৈতা অপি কুরর্য্যাদিপ্রশ্নানন্তরং তামেবেত্যর্থঃ। প্রেমবৈচিত্র্যাদি-কৃষ্ণতাদাত্ম্যাদিদশা অনুরাগবিলাসা এব পট্টমহিষীণামনুরাগপর্য্যন্তা দশাঃ শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ ব্যাখ্যাতা এব ।। ২৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—মহিষীগণের এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিষয়কভাব, তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কি এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—বৈষ্ণবগণের প্রাপ্য প্রেমভক্তিই, তাঁহাদের ন্যায় অপ্রাকৃত ভগবানের নিত্য প্রেয়সীগণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহবতীগণের ব্রহ্ম আস্বাদ হইতেও অধিক ভগবৎ মাধুর্য্যাস্বাদবতীগণের পুনঃরায় মোক্ষ আদিফল প্রাপ্তি অসম্ভব হেতু প্রেমাধিক্যই তাহাদের প্রাপ্য বস্তু অথবা বৈষ্ণবী বিষ্ণু সেই শ্রীকৃষ্ণের ভাবোন্মাদ চরমসীমা তাদাত্ম্যময়ী রাসঅন্তর্ধানে ব্রজসুন্দরীগণ নানা প্রশ্নাদিপর উন্মাদের চরমসীমাতে যেমন কৃষ্ণ আমি দেখ আমার গতি কেমন এই কৃষ্ণতাদাত্ম্যময়ী গতি লাভ করিয়াছিলেন সেইরূপই এই মহিষীগণও কুররী আদি প্রশ্নের পর তাহাদের এই অবস্থা প্রেমবৈচিত্র্যাদি কৃষ্ণতাদাত্ম্যাদিদশা অনুরাগবিলাসী পট্টমহিষীগণের অনুরাগ পর্য্যন্ত দশা শ্রীমৎ উজ্জ্বলনীলমণিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন ।। ২৫ ।।

———

শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ ।
উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাঞ্চ কিং পুনঃ ।।২৬।।

অন্বয়ঃ—(তাসাং কৃষ্ণে এবম্ভূতো ভাবো নাতিচিত্রমিত্যাহ) যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) উরুগায়োরুগীতঃ বা (উরুভির্গায়ৈর্গীতৈরুরুধা গীতো বা, যৈঃ কৈশ্চিদপি গীতৈঃ কথাভিঃ যথাকথঞ্চিদপি গীতো বা) শ্রুতমাত্রঃ অপি (শ্রবণগোচরঃ সন্নেব) স্ত্রীণাং মনঃ প্রসহ্য (বলেন) আকর্ষতে (অপহরতি, তং) পশ্যন্তীনাং চ (সাক্ষাদবলোকয়ন্তীনাং তদীয় স্ত্রীণাং) পুনঃ কিং (মন আকর্ষতে ইত্যত্র কিং পুনর্বক্তব্যম্) ।। ২৬ ।।

অনুবাদ—যে শ্রীকৃষ্ণের বিষয় কোন উচ্চ সঙ্গীতে বিবিধ সুরম্যভাবেই কীর্ত্তিত হউক অথবা কোন সাধারণ সঙ্গীতে সামান্যভাবেই কীর্ত্তিত হউক, পরন্তু শ্রবণমাত্রই বলপূর্ব্বক কামিনীগণের চিত্ত হরণ করিয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া তদীয় ভার্য্যাগণের যে পূর্ব্বোক্তভাবে চিত্ত অপহৃত হইবে, এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি ? ২৬ ।।

বিশ্বনাথ—উরুভির্গায়ৈর্গানপ্রবন্ধৈরুরু যথা স্যাত্তথা গীতঃ স পশ্যন্তীনান্তু কুত ইতি। বা শব্দস্ত্বর্থে ।।২৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—উরুগায় অর্থাৎ গান প্রবন্ধ-সমূহদ্বারা শ্রেষ্ঠ যেমন হয় সেইরূপ গীত তিনি কৃষ্ণ তাহাকে দর্শনকারিণী মহিষীগণের এইরূপভাব ইহাতে আশ্চর্য্য কি ॥ ২৬ ॥

যাঃ সম্পর্য্যচরন্ প্রেম্না পাদসংবাহনাদিভিঃ ।
জগদ্‌গুরুং ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ—যাঃ (রমণ্যঃ) ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা (স্বামি-জ্ঞানেন) প্রেম্না পাদসংবাহনাদিভিঃ (পাদমর্দ্দনাদি ক্রিয়াভিঃ) জগদ্‌গুরুং (ত্রিজগদধীশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং) সম্পর্য্যচরন্ (তস্য সম্যক্ পরিচর্য্যাং চক্রুঃ) তাসাং তপঃ (পুণ্যমিত্যর্থঃ) কিং বর্ণ্যতে (কথং বর্ণনীয়ং ভবেৎ, তাস্তুতীব পুণ্যবত্য ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যে সকল রমণী স্বামিজ্ঞানে প্রেমবশতঃ পাদমর্দ্দনাদি-ক্রিয়াদ্বারা জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের সম্যগ্-ভাবে পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্যের কথা আর কি বলিব ? ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—তাসাং কিং তপো বর্ণ্যতে নৈব বর্ণ্যতে, কিন্তু নিত্যসিদ্ধা এব তা ইতি ভাবঃ। যদ্বা, তাসু মধ্যে কাসাঞ্চিৎ সাধনসিদ্ধানাং কীদৃশং তপ ইতি চেত্তত্রাহ,—যা ইতি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহিষীগণের কি তপস্যা বর্ণন করিব, বর্ণন করা সামর্থ্য নহে কিন্তু নিত্যসিদ্ধাই তাহারা অথবা তাহাদের মধ্যে কোন কোন সাধন-সিদ্ধাগণেরও কিরূপ পূর্ব্বজন্মের তপস্যা ইহা যদি কেহ প্রশ্ন করেন, তাহাই বা কিরূপ তাহাই বলিতেছেন —যাঁহারা জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী বুদ্ধিতে প্রেমের সহিত পাদসম্বাহণাদি পরিচর্য্যা করিতেছেন তাহাদের আর তপস্যা কি বলিব ॥ ২৭ ॥

এবং বেদোদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ সতাং গতিঃ ।
গৃহং ধর্ম্মার্থকামানাং মুহুশ্চাদর্শয়ৎ পদম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—সতাং গতিঃ (সজ্জনাশ্রয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) মুহুঃ (নিরন্তরম্) এবম্ (অনেন প্রকারেণ) বেদো-দিতং (বেদবিহিতং) ধর্ম্মম্ অনুতিষ্ঠন্ (আচরন্) গৃহম্ (এব) ধর্ম্মার্থকামানাং (ত্রিবর্গস্য) পদং (স্থানমিতি) অদর্শয়ৎ চ (প্রদর্শিতবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সজ্জনগতি শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর এইরূপে বেদবিহিত ধর্ম্মসমূহের আচরণ সহকারে গৃহকেই ধর্ম্ম, অর্থ কাম—এই ত্রিবর্গের স্থানরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—পদং স্থানম্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পদ অর্থাৎ স্থান ॥ ২৮ ॥

আস্থিতস্য পরং ধর্ম্মং কৃষ্ণস্য গৃহমেধিনাম্ ।
আসন্ ষোড়শসাহস্রং মহিষ্যশ্চ শতাধিকম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—গৃহমেধিনাং (গৃহস্থানাং) পরম্ (উত্তমং) ধর্ম্মম্ আস্থিতস্য (সম্যক্ পালয়তঃ) শ্রীকৃষ্ণস্য শতা-ধিকং ষোড়শসাহস্রং (চ অষ্টোত্তরশতাধিকষোড়শ-সহস্রসংখ্যকাঃ) মহিষ্যঃ আসন্ (বভূবুঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—গৃহমেধিগণের পরমধর্ম্মাবলম্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ-সহস্র অষ্টোত্তরশত ভার্য্যা বর্ত্তমান ছিলেন ॥ ২৯ ॥

তাসাং স্ত্রীরত্নভূতানামষ্টৌ যাঃ প্রাগুদাহৃতাঃ ।
রুক্মিণীপ্রমুখা রাজংস্তৎপুত্রাশ্চানুপূর্ব্বশঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, স্ত্রীরত্নভূতানাং তাসাং (মধ্যে) রুক্মিণীপ্রমুখাঃ যাঃ অষ্টৌ (মহিষ্য আসন্ তাস্তথা) তৎপুত্রাঃ চ (তাসাং পুত্রাশ্চ) প্রাক্ (পূর্ব্ব-মেব) অনুপূর্ব্বশঃ (যথাক্রমম্) উদাহৃতাঃ (উক্তাঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, কামিনীরত্নস্বরূপ সেই সকল মহিষীর মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি যে অষ্ট মহিষী প্রধানা ছিলেন, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পুত্রগণের কথা পূর্ব্বেই যথাক্রমে উল্লেখ করিয়াছি ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—যা রুক্মিণীপ্রমুখা অষ্টৌ তা উদাহৃতা উক্তাস্তৎপুত্রাশ্চ উদাহৃতা উক্তাঃ প্রাগেব ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহারা রুক্মিণী প্রমুখা অষ্ট-মহিষী তাহাদের উদাহরণ বলা হইয়াছে এবং তাহা-দের পুত্রগণের কথাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

একৈকস্যাং দশ দশ কৃষ্ণোঽজীজনদাত্মজান্ ।
যাবত্য আত্মনো ভার্য্যা অমোঘগতিরীশ্বরঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অমোঘগতিঃ (অব্যর্থজ্ঞানঃ) ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ আত্মনঃ (স্বস্য) যাবত্যঃ (যাবৎসংখ্যকাঃ) ভার্য্যাঃ (আসন্ তাসু) একৈকস্যাং (প্রত্যেকং) দশ দশ আত্মজান্ (পুত্রান্) অজীজনৎ (উপপাদিতবান্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অমোঘজ্ঞান জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় ভার্য্যাগণের প্রত্যেকের গর্ভে দশ দশটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অমোঘরতিঃ অব্যর্থকামঃ অব্যর্থ-সঙ্কল্প ইতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অমোঘরতীতি অর্থাৎ অব্যর্থ কাম অব্যর্থ সঙ্কল্প ॥ ৩১ ॥

তেষামুদ্দামবীর্য্যাণামষ্টাদশ মহারথাঃ ।
আসন্নুদারযশসস্তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—উদ্দামবীর্য্যাণাম্ (অপ্রতিরুদ্ধপ্রভাবানাং) তেষাং (পুত্রাণাং মধ্যে) উদারযশসঃ (মহাকীর্ত্তয়ঃ) অষ্টাদশমহারথাঃ (মহাযোদ্ধারঃ) আসন্ (বভূবুঃ) মে (মম সকাশাৎ) তেষাং নামানি শৃণু ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সেই সকল অপ্রতিহত-প্রভাব পুত্রগণের মধ্যে মহাকীর্ত্তিশালী যে অষ্টাদশ জন মহারথ ছিলেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥

প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ দীপ্তিমান্ ভানুরেব চ ।
সাম্বো মধুর্বৃহদ্ভানুশ্চিত্রভানুর্বৃকোঽরুণঃ ॥ ৩৩ ॥
পুষ্করো বেদবাহুশ্চ শ্রুতদেবঃ সুনন্দনঃ ।
চিত্রবাহুশ্চবিরূপশ্চ কবির্ন্যগ্রোধ এব চ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রদ্যুম্নঃ চ অনিরুদ্ধঃ চ (অত্রানিরুদ্ধ-গণনাৎ পুত্রেষু সপ্তদশ এব মহারথা জ্ঞেয়াঃ, কিম্বা অনিরুদ্ধনামাপি কশ্চিৎ কৃষ্ণপুত্র আসীদিতি) দীপ্তিমান্ ভানুঃ এব চ সাম্বঃ মধুঃ বৃহদ্ভানুঃ চিত্রভানুঃ বৃকঃ অরুণঃ পুষ্করঃ বেদবাহুঃ চ শ্রুতদেবঃ সুনন্দনঃ চিত্রবাহু বিরূপঃ চ কবিঃ ন্যগ্রোধঃ এব চ (এতে অষ্টাদশ মহারথা আসন্নিত্যর্থঃ) ॥ ৩৩-৩৪ ॥

অনুবাদ—প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, চিত্রভানু, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবাহু, বিরূপ, কবি, ন্যগ্রোধ—এই অষ্টাদশজন মহারথ ছিলেন। ৩৩-৩৪

বিশ্বনাথ—অনিরুদ্ধনামাপি কশ্চিৎপুত্র এব জ্ঞেয়ঃ পুত্রপ্রকরণাৎ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনিরুদ্ধ আদিপুত্রগণেরও কোনপুত্রই জানিবে পুত্র প্রকরণ হইতে ॥ ৩৩ ॥

এতেষামপি রাজেন্দ্র তনুজানাং মধুদ্বিষঃ ।
প্রদ্যুম্ন আসীৎ প্রথমঃ পিতৃবৎ রুক্মিণীসুতঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র, মধুদ্বিষঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) এতেষাং তনুজানাং (মধ্যে) অপি রুক্মিণীসুতঃ প্রদ্যুম্নঃ (এব) পিতৃবৎ (শ্রীকৃষ্ণতুল্যঃ) প্রথমঃ (সর্ব্বগুণৈঃ প্রধানঃ) আসীৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের এই সকল পুত্রের মধ্যে রুক্মিণী-সুত প্রদ্যুম্নই সর্ব্বগুণে পিতৃতুল্য প্রধান হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

স রুক্মিণো দুহিতরমুপযেমে মহারথঃ ।
তস্যাং ততোঽনিরুদ্ধোঽভূৎ নাগাযুতবলান্বিতঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ—সঃ মহারথঃ (প্রদ্যুম্নঃ) রুক্মিণঃ দুহিতরং (কন্যাম্) উপযেমে (পরিণীতবান্) তস্যাং (ভার্য্যায়াং) ততঃ (প্রদ্যুম্নাৎ) নাগাযুতবলান্বিতঃ (দশসহস্রমাতঙ্গবীর্য্যঃ) অনিরুদ্ধঃ অভূৎ (জাতঃ) ॥৩৬

অনুবাদ—মহারথ প্রদ্যুম্ন রুক্মীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারই গর্ভে প্রদ্যুম্নের দশসহস্র-হস্তি-বলধারী অনিরুদ্ধ-নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ॥৩৬॥

স চাপি রুক্মিণঃ পৌত্রীং দৌহিত্রো জগৃহে ততঃ ।
বজ্রস্তস্যাভবদ্যস্তু মৌষলাদবশেষিতঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—রুক্মিণঃ দৌহিত্রঃ (কন্যাসুতঃ) সঃ (অনিরুদ্ধঃ) অপি চ পৌত্রীং (রুক্মিণ এব পৌত্রীং) জগৃহে (পরিণীতবান্) ততঃ (তস্যাং ভার্য্যায়াং) তস্য (অনিরুদ্ধস্য) বজ্রঃ (তন্নামকঃ পুত্রঃ) অভবৎ (জাতঃ) যঃ তু (য এব) মৌষলাৎ (মৌষল-যুদ্ধাৎ) অবশেষিতঃ (রক্ষিত আসীৎ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—রুক্মীর দৌহিত্র উক্ত অনিরুদ্ধও রুক্মী-রই পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, অনিরুদ্ধের ঐ পত্নীর গর্ভে বজ্রনামক পুত্র উৎপন্ন হন, একমাত্র ঐ বজ্রই মুষলযুদ্ধ হইতে রক্ষিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

প্রতিবাহুরভূৎ তস্মাৎ সুবাহুস্তস্য চাত্মজঃ ।
সুবাহোঃ শান্তসেনোঽভূচ্ছতসেনস্তু তৎসুতঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (বজ্রাৎ) প্রতিবাহুঃ (তন্নামকঃ পুত্রঃ) অভূৎ তস্য (প্রতিবাহোঃ) আত্মজঃ চ (পুত্রশ্চ) সুবাহুঃ (আসীৎ) সুবাহোঃ (পুত্রঃ) শান্তসেনঃ অভূৎ, শতসেনঃ তু তৎসুতঃ (তস্য শান্তসেনস্য সুত আসীৎ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—বজ্র হইতে প্রতিবাহু, প্রতিবাহু হইতে সুবাহু, সুবাহু হইতে শান্তসেন এবং শান্তসেন হইতে শতসেন জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩৮ ॥

নহ্যেতস্মিন্ কুলে জাতা অধনা অবহুপ্রজাঃ ।
অল্পায়ুষোঽল্পবীর্য্যাশ্চ অব্রাহ্মণ্যাশ্চ জজ্ঞিরে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—এতস্মিন্ কুলে (অস্মিন্ কৃষ্ণবংশে) অধনাঃ (দরিদ্রাঃ) অবহুপ্রজাঃ (অল্পতনয়াশ্চ কেচিৎ) ন জাতঃ হি অল্পায়ুষঃ (অল্পকালজীবিনঃ) অল্পবীর্য্যঃ চ অব্রাহ্মণ্যাঃ (ব্রাহ্মণাভক্তাঃ) চ ন জজ্ঞিরে (কেচিন্ন জাতাঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এই কৃষ্ণবংশে দরিদ্র, অল্প-সন্তানযুক্ত, অল্পায়ুঃ, অল্পবীর্য্য বা ব্রাহ্মণবিদ্বেষী কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই ॥ ৩৯ ॥

যদুবংশপ্রসূতানাং পুংসাং বিখ্যাতকর্ম্মণাম্ ।
সংখ্যা ন শক্যতে কর্ত্তুমপি বর্ষাযুতৈর্নৃপ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, বর্ষাযুতৈঃ অপি (দশসহস্র-বর্ষৈরপি সুদীর্ঘকালেনাপীত্যর্থঃ) যদুবংশপ্রসূতানাং বিখ্যাতকর্ম্মণাং (প্রথিতচরিতানাং) পুংসাং (পুরুষাণাং) সংখ্যা কর্ত্তুং (গণনা কর্ত্তুং) ন শক্যতে ॥৪০॥

অনুবাদ—হে নৃপ, যদুবংশীয় সকলের গণনা দূরে থাকুক, তন্মধ্যে যাঁহারা প্রসিদ্ধ চরিত্রসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাদের গণনা করিতে হইলে দশসহস্রবর্ষেও তাহা শেষ করা যায় না ॥ ৪০ ॥

তিস্রঃ কোট্যঃ সহস্রাণামষ্টাশীতিশতানি চ ।
আসন্ যদুকুলাচার্য্যাঃ কুমারাণামিতি শ্রুতম্ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—কুমারাণাং (যদুকুলজাতকুমারাণাং মধ্যে) তিস্রঃ কোট্যঃ সহস্রাণাম্ অষ্টাশীতিশতানি চ যদুকুলাচার্য্যাঃ (যদুবংশীয়ানামধ্যাপকাঃ) আসন্ ইতি শ্রুতম্ (অস্মাভির্বৃদ্ধমুখাদিতি শেষঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যদুবংশীয় কুমারগণের মধ্যে তিন কোটি অষ্টসহস্র অষ্টশত জন অধ্যাপকের কথাই আমরা শুনিতে পাইয়াছি ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—যদুকুলস্থা আচার্য্যাঃ অধ্যাপকাঃ অষ্টাশীতিশতাধিকাস্তিস্রঃ কোট্যঃ ৩০০০৮৮০০ । সহস্রাণামসংখ্যানাং কুমারাণামিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

যদুকুলস্থিত অধ্যাপকগণ তিনকোটি অষ্টাশিশত । সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য কুমারগণের এইসকল অধ্যাপক আমরা পাইয়াছি ॥ ৪১ ॥

সংখ্যানং যাদবানাং কঃ করিষ্যতি মহাত্মনাম্ ।
যত্রাযুতানামযুতলক্ষেণাস্তে স আহুকঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যেষু যাদবগণেষু মধ্যে) সঃ (প্রসিদ্ধনামা) আহুকঃ (উগ্রসেনঃ) অযুতানাম্ অযুতলক্ষেণ (পদ্মসংখ্যকপরিজনৈর্বৃতঃ) আস্তে (তেষাং) মহাত্মনাং যাদবানাং সংখ্যানং (গণনং) কঃ করিষ্যতি (কোঽপি ন কর্ত্তুং শক্তঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—যে যাদবগণের মধ্যে পদ্মসংখ্যক পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ উগ্রসেন বিরাজমান ছিলেন, তাঁহাদের গণনা করিতে কেহই সমর্থ নহেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—অযুতানামিতি বহুবচনং কপিঞ্জলাধিকরণন্যায়েন ত্রিত্ববিশিষ্টায়াং সংখ্যায়াং পর্য্যবসায়িতম্ অযুতানাম্ অযুতলক্ষেণ বিন্দুত্রয়োদশযুক্তেনাঙ্কত্রয়েণ শঙ্খত্রয়েণেত্যর্থঃ । আসীদিতি বক্তব্যে আস্ত ইতি নিত্যলীলাস্ফূর্ত্ত্যা উক্তম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুকদেব বর্ণনকালে নিত্য-লীলা স্ফূর্ত্তিতে বলিতেছেন—যাদবগণের মধ্যে অযুতলক্ষ বিন্দুত্রয়োদশযুক্ত শঙ্খত্রয় ছিলেন ॥৪২॥

দেবাসুরাহবহতা দৈতেয়া যে সুদারুণাঃ ।
তে চোৎপন্না মনুষ্যেষু প্রজা দৃপ্তা ববাধিরে ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—যে সুদারুণাঃ (অতিক্রূরাঃ) দৈতেয়াঃ (দৈত্যাঃ পুরা) দেবাসুরাহবহতাঃ (দেবদানবয়োর্যুদ্ধে হতা অভবন্) তে চ (তে এব) মনুষ্যেষু উৎপন্নাঃ (রাজরূপেণ জাতাস্তথা) দৃপ্তাঃ (গর্ব্বিতাঃ সন্তঃ) প্রজাঃ (জনান্) ববাধিরে (পীড়য়ামাসুঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—পুরাকালে দেবাসুরযুদ্ধে নিহত অতি ক্রূর দৈত্যগণই মনুষ্যমধ্যে নরপতিরূপে উৎপন্ন হইয়া প্রজাগণকে উৎপীড়িত করিয়াছিল ॥ ৪৩ ॥

তন্নিগ্রহায় হরিণা প্রোক্তা দেবা যদোঃ কুলে ।
অবতীর্ণাঃ কুলশতং তেষামেকাধিকং নৃপ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ— (হে) নৃপ, তন্নিগ্রহায় (তেষাং রাজরূপাসুরাণাং নিগ্রহায় দমনার্থং) হরিণা প্রোক্তাঃ (আদিষ্টাঃ) দেবাঃ যদোঃ কুলে অবতীর্ণাঃ (বভূবুঃ) তেষাম্ একাধিকং কুলশতম্ (একাধিক কুলশতেন তে বিভক্তা জাতা ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তাঁহাদের দমনের জন্য শ্রীহরিকর্ত্তৃক আদিষ্ট দেবগণ যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া এক শত এক বংশে বিভক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—একাধিকং কুলশতমিতি কুলস্যৈব সঙ্খ্যা কৃতা নতু ব্যক্তীনাম্ অসংখ্যত্বাদিতি ভাবঃ । যে চ তস্য ভগবতঃ অনুবর্ত্তিনঃ নিত্যপার্ষদাঃ সর্ব্বযাদবরূপা ববৃধুস্তেষাং সঙ্খ্যানস্য প্রভুত্বে ভগবান্ হরিরেব প্রমাণমভূদিত্যর্থঃ । তৎসংখ্যায়া ব্রহ্মাদীনামপি বুদ্ধ্যগোচরত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—একাধিক শত কুল ইহার অর্থ কুলেরই সংখ্যা করা হইয়াছে, ব্যক্তিগণের সংখ্যা করা হয় নাই, কারণ অসংখ্যহেতু যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগত নিত্যপার্ষদ যাদবগণরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যা করিতে প্রভু ভগবান শ্রীহরিই সমর্থ তাহাদের সংখ্যা করিতে ব্রহ্মাদিরও বুদ্ধির অগোচর হেতু ॥ ৪৪ ॥

তেষাং প্রমাণং ভগবান্ প্রভুত্বেনাভবদ্ধরিঃ ।
যে চানুবর্ত্তিনস্তস্য ববৃধুঃ সর্ব্বযাদবাঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণশ্চ) তেষাং (যাদবানাং) প্রভুত্বেন (ঈশ্বরত্বেন) প্রমাণং (বেদাদিবদ্ বিশ্বাসাস্পদম্) অভবৎ (আসীৎ) যে চ (যে তু) তস্য (হরেঃ) অনুবর্ত্তিনঃ (সমীপে সদা প্রেমসেবাপরাস্তে) সর্ব্বযাদবাঃ (সর্ব্বে যাদবাঃ) ববৃধুঃ (অন্যেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো বৃদ্ধিং প্রাপুঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বেদাদির ন্যায় তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন ; তন্মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার সমীপস্থ হইয়া সেবারত ছিলেন, সেই সকল যাদবগণ সর্ব্বতোভাবে অন্য সকলের অপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

শয্যাসনাটনালাপ-ক্রীড়াস্নানাদিকর্ম্মসু ।
ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণচেতসঃ (কৃষ্ণৈকচিত্তাস্তে) বৃষ্ণয়ঃ (যাদবাঃ) শয্যাসনাটনালাপক্রীড়াস্নানাদিকর্ম্মসু (শয্যাদিকৃত্যেষু) সন্তং (বর্ত্তমানমপি) আত্মানং ন বিদুঃ (কিং কুর্ম্মঃ কুত্র বা স্ম ইত্যাদ্যানুসন্ধানে ন শেকুরিত্যর্থঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণৈকগত-চিত্ত সেই যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, আলাপ, ক্রীড়া, স্নান, প্রভৃতি কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়াও নিজদিগকে ভুলিয়া যাইতেন ॥৪৬॥

তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি যদুষু
স্বঃসরিৎপাদশৌচং
বিদ্বিট্স্নিগ্ধাঃ স্বরূপং যযুরজিতপরা
শ্রীর্যদর্থেঽন্যযত্নঃ ।
যন্নামামঙ্গলঘ্নং শ্রুতমথ গদিতং
যৎকৃতো গোত্রধর্ম্মঃ
কৃষ্ণস্যৈতন্ন চিত্রং ক্ষিতিভরহরণং
কালচক্রায়ুধস্য ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, যদুষু যৎ অজনি (ইদানীং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তিরূপং যৎ তীর্থং জাতং তদেতৎ) স্বঃসরিৎপাদশৌচং (স্বঃসরিদ্রূপং গঙ্গারূপং স্বকীয় পাদশৌচজাতং প্রাচীনং) তীর্থং ঊনম্ (অল্পং) চক্রে (স্বয়মেব সর্ব্বতীর্থোপরি বিরাজত ইত্যর্থঃ) বিদ্বিট্স্নিগ্ধাঃ (বিদ্বিষঃ স্নিগ্ধাশ্চ) স্বরূপং যযুঃ (তৎসারূপ্যং প্রাপুঃ, কিঞ্চ) যদর্থে (যস্যাঃ কৃপা লাভার্থম্) অন্যযত্নঃ (অন্যেষাং ব্রহ্মাদীনামপি যত্ন আসীৎ সা) শ্রীঃ

(লক্ষ্মীঃ) অজিতপরা (অজিতা কৈশ্চিদপ্যপ্রাপ্তা পরা সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণা যা তথা সতী শ্রীকৃষ্ণস্যৈব নান্যস্যাসীৎ) যন্নাম (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নাম) শ্রুতম্ অথ গদিতং (কত্তিতং সৎ) অমঙ্গলঘ্নং (অমঙ্গলনাশকং, কিঞ্চ) গোত্রধর্ম্মঃ (গোত্রেষু তত্তদৃষিবংশেষু ধর্ম্মঃ) যৎকৃতঃ (যেন প্রবর্ত্তিতঃ, তস্য) কালচক্রায়ুধস্য (সর্ব্বসংহারক-কালমূর্ত্তেবিশেষতো দুরন্তপ্রভাব চক্রায়ুধস্য) কৃষ্ণস্য এতৎ ক্ষিতিভরহরণং (ভূভারহরণকার্য্যং) ন চিত্রং (বিচিত্রং ন ভবতি) ।। ৪৭ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্, সম্প্রতি যদুকুলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তিরূপ যে তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা গঙ্গারূপ স্বকীয় পাদশৌচজাত প্রাচীন তীর্থকেও লঘু করিয়া সর্ব্বতীর্থোপরি বিরাজিত হইয়াছেন। শত্রুমিত্র সকলেই তৎস্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাঁহার কৃপা লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণেরও যত্ন ছিল, সেই লক্ষ্মীদেবী অন্যের অপ্রাপ্তা হইয়া একমাত্র কৃষ্ণসেবায়ই রতা ছিলেন। যাঁহার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল নষ্ট হয় এবং যাহাকর্ত্তৃক ঋষিবংশ-সমূহে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, সেই সর্ব্বসংহারক কালমূর্ত্তি ও দুরন্তপ্রভাবযুক্ত চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই ভূভারহরণকার্য্য বিচিত্র নহে ।। ৪৭ ।।

বিশ্বনাথ—শ্রীকৃষ্ণনিত্যলীলারত্নাকরং শ্রীদশমস্কন্ধমুপসংহরন্ শ্রীকৃষ্ণস্যান্যাবতারবৈলক্ষণ্যপঞ্চকমাহ, —তীর্থমিতি। যৎ যদুষু অজনি জাতং তীর্থং কৃষ্ণকীর্ত্তিরূপং তৎকর্ত্তৃ স্বঃসরিদ্রূপং পাদশৌচং তীর্থং ঊনং চক্রে ইতঃ পূর্ব্বং গঙ্গৈব সর্ব্বতীর্থাধিকা আসীৎ, অতঃ, পরন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তিরেব ততোহপ্যধিকা অভূদিতি ভাবঃ। ইদমেকং চিত্রং তথা যৎ যস্য বিদ্বিষঃ কংসাদয়ঃ স্নিগ্ধা গোপ্যাদয়শ্চ স্বরূপং ক্রমেণ সাযুজ্যং প্রাপুঃ তদীয়শ্রীবিগ্রহঞ্চ সংভোক্তুং প্রাপুঃ ইদং দ্বিতীয়ং চিত্রম্। যদর্থে যস্যাঃ কৃপালবপ্রাপ্ত্যর্থং অন্যেষাং ব্রহ্মাদীনাং পরিচারকাণাং যত্নঃ সা শ্রীরজিতঃ জয়াভাবস্তৎপরৈব অভূৎ। বহুতপোভিরপি ব্রজস্ত্রীশ্রেণিরিব যৎ যং জেতুং বশীকৃত্য রাসাদিভিঃ রময়িতুং ন শশাকেত্যর্থঃ। ইদং তৃতীয়ং চিত্রম্। যদ্‌যস্য নাম কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরং নারায়ণাদিনিখিলতদংশনামোৎকৃষ্টম্ অমঙ্গলমবিদ্যাপর্য্যন্তং হন্তীতি তৎ। যদ্বা, মুক্তপ্রগ্রহয়া বৃত্ত্যা মঙ্গলঃ সর্ব্বোৎকর্ষঃ অমঙ্গলং তদভাবঃ তং হন্তীতি তৎ। শ্রুতান্ অবিশেষেণ সর্ব্বসাধনফলোৎকর্ষান্ মথ্নাতীতি স্বীয়সর্ব্বোৎকর্ষেণ বিলোড়য়তীতি শ্রুতমথ গদিতং যস্য তৎ। নারায়ণাদিনিখিলতদংশানামোৎকৃষ্টমিত্যর্থঃ। সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্। একাবৃত্ত্যৈব কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি" ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্তেঃ। ইদং চতুর্থং চিত্রম্। গাং সর্ব্বামপি পৃথ্বীং ত্রায়তে চতুর্ভিরেব পাদৈর্নিরন্তরং সর্ব্বত্রৈবাভিদ্রুত্য পালয়তি স চাসৌ ধর্ম্মশ্চেতি স তাদৃশো যেনৈব কৃতঃ। দ্বাপরান্তে ত্রিপাদহীনোঽপি ধর্ম্মো যেন চতুষ্পাদেব কৃত ইত্যর্থঃ। "চতুর্ভির্বর্ত্তসে যেন পাদৈর্লোকসুখাবহৈঃ" ইতি পৃথিব্যুক্তেঃ। ইদং পঞ্চমং চিত্রং বিস্ময়াবহং বৈলক্ষণ্যং তস্য কৃষ্ণস্য এতৎ ক্ষিতিভারহরণন্তু ন চিত্রং যেনৈব লোকা বিস্মিতা ভবন্তীতি ভাবঃ ।।৪৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা রত্নাকর শ্রীদশমস্কন্ধ, তাহার উপসংহার করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্যসকল অবতার হইতে বিলক্ষণ ইহা পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন—যিনি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তিরূপ নিজ পাদধৌতগঙ্গাদি তীর্থকে নীচু করিয়াছেন ইহার পূর্ব্বে গঙ্গাই সর্ব্বতীর্থের অধিক ছিলেন অতঃপর কৃষ্ণকীর্ত্তিই গঙ্গা হইতে অধিক হইলেন। ইহা একটি প্রথম আশ্চর্য্য সেইরূপ দ্বিতীয় আশ্চর্য্য বলিতেছেন—যাহার শত্রু কংসাদি এবং স্নিগ্ধ গোপী প্রভৃতি স্বরূপক্রমে সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার শ্রীবিগ্রহকে সম্ভোগ করিবার জন্য ইহা দ্বিতীয় আশ্চর্য্য, যাহার কৃপা লব প্রাপ্তির জন্য অন্য ব্রহ্মাদির পরিচারকগণের যত্ন তাহা শ্রীঅজিত যাহার জয় নাই তাহা হইতে শ্রেষ্ঠই হইয়াছে বহু তপস্যা দ্বারাও শ্রীব্রজস্ত্রীগণের শ্রেণীর ন্যায় যাহাকে জয় করিতে অর্থাৎ বশীভূত করিতে রাসাদিলীলায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই ইহা তৃতীয় আশ্চর্য্য।

যাহার নাম কৃষ্ণ এই দুইটী অক্ষর নারায়ণ আদি নিখিল ভগবৎ অংশগণের নাম হইতে উৎকৃষ্ট অমঙ্গল অবিদ্যাপর্য্যন্ত বিনাশ করে অথবা মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিদ্বারা মঙ্গলের সর্ব্বোৎকর্ষ অমঙ্গল তাহার অভাব তাহাকে বিনাশ করে। নামসকল শ্রুত হইয়া অবিশেষে সর্ব্বসাধন ফলের উৎকর্ষকে মন্থন করিয়া

শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা নিজ সর্ব্বোৎকর্ষদ্বারা বিলোড়ন করে।

নারায়ণাদি নিখিল ভগবৎ অংশগণ হইতেও উৎকৃষ্ট। পবিত্র বিষ্ণু সহস্রনাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল, কৃষ্ণের একটি নাম একবার আবৃত্তি করিলে সেই ফল প্রদান করেন, ইহা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হইয়াছে—ইহা চতুর্থ আশ্চর্য্য। সমগ্র পৃথিবীকেও ত্রাণ করে, চারিটি পদের দ্বারা সর্ব্বদা ভয়ে পলায়ণ করিয়া এবং ধর্ম্মও ঐরূপ যাঁহার সহিত পালন করিয়াছেন, দ্বাপরযুগের শেষে তিনপদহীন হইয়াও ধর্ম্ম চতুষ্পদের ন্যায়ই কার্য্য করিয়াছেন, পৃথিবীর উক্তি অনুসারে হে ধর্ম্ম! আপনি যেন লোকের হিতের জন্য চারিটি পদসহিতই বর্ত্তমান আছেন ইহা পঞ্চম আশ্চর্য্যরূপ বিস্ময়কারী সেই কৃষ্ণের পক্ষে এই পৃথিবীর ভারহরণ কিন্তু আশ্চর্য্য নহে। যাহার দ্বারা লোকগণ বিস্মিত হইতেছে ॥৪৭

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো-
যদুবরপরিষৎস্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—জননিবাসঃ (জনেষু গোপযাদবাদিমধ্যেষু এব নিবাসো যস্য সঃ, যদ্বা, জনানাং জীবানাং যো নিবাসঃ আশ্রয়ঃ জীবেষু বা নিবসতি অন্তর্য্যামিতয়া তথা সঃ) দেবকীজন্মবাদঃ (দেবক্যাং জন্ম ইতি বাদমাত্রং যস্য সঃ অথবা দেবক্যোর্নন্দবসুদেবগৃহিণ্যোর্জন্মৈব বাদঃ সিদ্ধান্তো যত্র সঃ, বস্তুতঃ অজন্মা) যদুবর-পরিষৎ (যদুবরাঃ গোপাঃ ব্রজস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুরস্থাঃ চ পরিষৎ সভাসেবকরূপা যস্য সঃ) স্বৈঃ দোর্ভিঃ (ইচ্ছামাত্রেণ নিরসনসমর্থোঽপি ক্রীড়ার্থং দোর্ভিঃ দোস্তুল্যৈঃ স্বভক্তজনৈঃ অর্জ্জুনাদিভির্ব্বা) অধর্ম্মং (ধর্ম্মপ্রতিপক্ষমসুরসংঘম্) অস্যন্ (ক্ষিপ্যন্, দূরীকুর্ব্বন্, নিঘ্নন্) স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ (স্থিরচরাণাং স্থিরাণাং স্থাবরাণাং চরাণাং জঙ্গমানাং, বৃজিনং সংসার-দুঃখং, ব্রজপুরস্থানাং তেষাং সেবকানাং স্ববিয়োগদুঃখং বা হন্তি যঃ সঃ) ব্রজপুরবনিতানাং (ব্রজবনিতানাং পুরবনিতানাঞ্চ মথুরা-দ্বারকা-পুরস্থানুরাগিণীনাং তাসাং যোষিতাং) কামদেবং (কামশ্চাসৌ দিব্যতীতি বিজিগীষতে সংসারমিতি দেবশ্চ, যদ্বা, দেবঃ অপ্রাকৃতস্তৎস্বরূপভূতঃ তং স্বপ্রকাশস্বরূপং) সুস্মিতশ্রীমুখেন (শোভনং স্মিতং তদুপলক্ষিতং প্রসাদবিলাসাদিকং যত্র, তেন স্বভাবত এব শ্রীমতা শোভনহাস্যযুতেন মুখেনৈব) বর্দ্ধয়ন্ (উদ্দীপয়ন্ সন্ এবম্ভূতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) জয়তি (সর্ব্বোত্তমত্বেন বর্ত্ততে) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—জনগণের অন্তর্য্যামিরূপে যাঁহার নিবাস অথবা গোপ-যাদবাদি-জনমধ্যে যাঁহার নিবাস কিম্বা যিনি জনগণের (জীবগণের) নিবাস অর্থাৎ আশ্রয়, দেবকীর উদরে জন্ম যাঁহার পক্ষে বাদমাত্র, বস্তুতঃ যিনি অজন্মা, যদুশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সেবক অথবা যিনি যদুদিগের সভাপতি, ইচ্ছামাত্র নিরসন-সমর্থ হইয়াও যিনি নিজ বাহুবলে অথবা স্বতুল্য অর্জ্জুনাদি ভক্তগণ দ্বারা ধর্ম্ম-প্রতিপক্ষ অসুর-সঙ্ঘের বিনাশকারী, যিনি স্থাবর-জঙ্গমগণের সংসার-দুঃখহারী অথবা যিনি ব্রজপুরস্থ নিজ সেবকগণের তদীয় বিরহজনিত দুঃখনাশকারী এবং সুস্মিত শ্রীমুখের দ্বারা ব্রজপুরবনিতাগণের (অথবা মথুরা, দ্বারকা, ব্রজপুরস্থা বনিতাগণের) কামবর্দ্ধনকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন্ ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্তৈতাদৃশঃ কৃষ্ণ এতাবৎকালপর্য্যন্তং ন তস্থাবিতি মা শোচেত্যাহ,—জয়তীতি। জনেষু মনুষ্যেষু গোপ-যাদবাদিমধ্যেঽেব নিবাসো যস্য সঃ। জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। বর্ত্তমাননির্দ্দেশঃ সবিশেষণস্যৈব কৃষ্ণস্য সার্ব্বকালিকীং স্থিতিং বক্তি। শুকস্য তদ্ভক্তত্বাৎ তত্রাশীর্বাদাযোগাল্লোট্ প্রয়োগো নৈবাশঙ্ক্যঃ। আশীর্ব্বাদোঽপি তদাশিষঃ সার্ব্বদিকসত্যত্বাদ্বিবক্ষিতসিদ্ধিরেব। দেবক্যোর্নন্দবসুদেব-গৃহিণ্যোর্জন্মৈব বাদঃ সিদ্ধান্তো যত্র সঃ তথা চ—"দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ" ইত্যাদিপুরাণম্। দেবক্যামিব যশোদায়াং শুকোক্তেঃ "বাদঃ প্রবদতামহ"মিতি ভগবদুক্তিঃ। আরম্ভবাদপরিণামবাদাদিষ্বপি বাদশব্দস্য সিদ্ধান্তবাচিত্বং দৃষ্টম্। যদুবরা গোপাঃ ব্রজস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুরস্থা চ পরিষৎ সভারূপা যস্য সঃ। স্বৈর্দোর্ভিঃ অধর্ম্মং ধর্ম্মপ্রতিপক্ষমসুরসংঘং নিরস্যন্ নিঘ্নন্। দোস্তুল্যৈরর্জ্জুনাদিভির্ব্বা। অতএব স্থিরচরাণাং বৃজিনং সংসার-

দুঃখং ব্রজপুরস্থানাং তেষাং স্ববিয়োগদুঃখং চ হন্তীতি সঃ ব্রজবনিতানাং পুরবনিতানাং মথুরাদ্বারকাপুরস্থানুরাগিণীনাং সুস্মিতেন শ্রীমতা মুখেনৈব কামদেবং কামশ্চাসৌ দিব্যতীতি দেবোঽপ্রাকৃতস্তৎস্বরূপভূতস্তং বর্দ্ধয়ন্ সন্ জয়তীতি। ব্রজ-মথুরা-দ্বারকাস্থলীলানাং সর্ব্বাসামেব দশমস্কন্ধবর্ণিতানাং নিত্যত্বমুক্তম্। এতৎপ্রকারশ্চ সপ্রমাণকঃ সর্ব্ব এবোজ্জ্বলনীলমণি টীকায়াং সাধু বিবৃত এব। অত্রাপ্যেকাদশান্তে ভগবদন্তর্দ্ধানপ্রসঙ্গে ব্যাখ্যাস্যতে এব ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায় হায়! এইরূপ কৃষ্ণ এতকাল পর্য্যন্ত থাকিলেন না, এইরূপ শোক করিও না, ইহাই বলিতেছেন—শ্রীশুকদেব জয়তি ইত্যাদি। মনুষ্যগণের মধ্যে গোপ ও যাদবগণের মধ্যেই যাহার নিবাসতিনি জননিবাস, তাহার সর্ব্বোৎকর্ষে জয় বর্ত্তমান, ইহা দ্বারা বিশেষণের সহিত কৃষ্ণের সার্ব্বকালিক স্থিতি বলা হইল। শ্রীশুকদেব কৃষ্ণের ভক্তহেতু এবিষয়ে তাঁহার আশীর্ব্বাদ অযোগ্য, অতএব লোট্ প্রয়োগ, এইরূপ আশঙ্কা করিত না। আশীর্ব্বাদও তাহার আশীষ সার্ব্বকালিক সত্যত্বহেতু বক্তব্যসিদ্ধিই। দেবকী বসুদেবের নন্দ যশোদার উভয় হইতে জন্মই সিদ্ধান্ত যেখানে তাহার প্রমাণ আদি পুরাণে নন্দভার্য্যার দুইটি নাম ছিল যশোদা ও দেবকী। দেবকীর ন্যায় যশোদাতেও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তিতে বাদ অর্থাৎ যত বাদ আছে তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইহা শ্রীভগবানের উক্তি একাদশস্কন্ধে।

আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ এইসকলের মধ্যেও এই বাদ শব্দটি সিদ্ধান্তবাচি দেখা যায়। যদুবরগণ গোপগণ ব্রজস্থিত ক্ষত্রিয়গণ পুরস্থিত সভামধ্যে যিনি নিজ বাহুসমূহ দ্বারা অধর্ম্ম ধর্ম্ম প্রতিপক্ষ অসুর সমূহকে নাশ করিয়াছেন অথবা নিজ বাহুতুল্য অর্জ্জুনাদি দ্বারা, অতএব স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীগণের সংসার দুঃখ ব্রজ ও পুরবাসীগণের নিজ বিচ্ছেদ দুঃখ যিনি হরণ করেন সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবণিতাগণের পুরবণিতাগণের মথুরা দ্বারকা পুরবাসিনী অনুরাগিনীগণের প্রেমবৃদ্ধি করিয়াছেন সুমধুর মৃদুহাস্যযুক্ত শ্রীমুখদ্বারা। যিনি অপ্রাকৃত কামদেব স্বরূপ তাহাকে বৃদ্ধি করাইয়া সর্ব্বদা জয়লাভ করিতেছেন ব্রজ-মথুরা দ্বারকাস্থিত লীলাসমূহে সকলেরই দশমস্কন্ধ বর্ণিত লীলাসমূহের নিত্যতা বলা হইল। এই প্রকারেও প্রমাণ সহিত উজ্জ্বলনীলমণির টীকাতে সর্ব্ব সিদ্ধান্ত উত্তমরূপে বর্ণন করা হইয়াছেই এই শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধের অন্তে ভগবানের অন্তর্দ্ধান প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হইবেই ॥ ৪৮ ॥

ইত্থং পরস্য নিজবর্ত্ম রিরক্ষয়াত্ত-
লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।
কর্ম্মাণি কর্ম্মকষণানি যদূত্তমস্য
শ্রূয়াদমুষ্য পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—অমুষ্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) পদয়োঃ অনুবৃত্তিং (ভক্তিম্) ইচ্ছন্ (অভিলষন্ জনঃ) ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণ) নিজবর্ত্ম রিরক্ষয়া (স্বপ্রবর্ত্তিতধর্ম্মপথরক্ষার্থম্) আত্তলীলাতনোঃ (তত্তৎকার্য্যবিশেষৈঃ স্বীকৃতমৎস্য-কূর্ম্মাদিনানামূর্ত্তেৰ্বিশেষতঃ) যদূত্তমস্য (শ্রীকৃষ্ণরূপস্য) পরস্যে (পরমপুরুষস্য) তদনুরূপবিড়ম্বনানি (তদনুরূপানুকারীণি) কর্ম্মকষণানি (জীবানাং কর্ম্মবন্ধন নাশনানি) কর্ম্মাণি (চরিতানি) শ্রূয়াৎ (শৃণুয়াদিত্যর্থঃ)। ৪৯ ॥

অনুবাদ—যিনি এই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে ভক্তি কামনা করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বপ্রবর্ত্তিত-ধর্ম্মপথরক্ষার্থ মৎস্যকূর্ম্মাদি বিবিধ মূর্ত্তিধারী যদুপ্রবর পরমপুরুষের তত্তদ্রূপানুযায়ী জীবকর্ম্মবন্ধন নাশক চরিতসমূহ শ্রবণ করিবেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণচরিতস্য নিত্যতাং ব্যবস্থাপ্য তৎশ্রবণং বিধত্তে,—ইত্থমিতি। নিজধর্ম্মো ভক্তিধর্ম্মস্তস্য রিরক্ষিষয়া প্রকটিতলীলাময়তনোস্তদনুরূপাণি তৎসদৃশানি যান্যবতারান্তরকর্ম্মাণি তান্যপি বিড়ম্বয়ন্তি স্বস্মাদতিহীনী কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি শ্রূয়াৎ শৃণুয়াৎ কর্ম্মকষণানি নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রতিপাদকানি ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— শ্রীকৃষ্ণচরিতের নিত্যতা ব্যবস্থা করিয়া তাহার শ্রবণ বিধান দিতেছেন ইত্থং ইত্যাদি নিজ ধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তিধর্ম্ম তাহার রক্ষার ইচ্ছায় লীলাময় বিগ্রহ প্রকট করিয়া তদনুরূপ তৎসদৃশ যে সকল অন্য অবতারের কর্ম্মসমূহকে নিজ কর্ম্ম হইতে নীচু করে এমন কর্ম্মসমূহ শ্রবণ করিবে যাহার ফলে কর্ম্মের যে কষায় তাহাকে নাশ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য ভাব প্রতিপাদন করিবে। ৪৯ ॥

মর্ত্যস্তয়ানুসবসেধিতয়া মুকুন্দ-
শ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্ত্তনচিন্তয়ৈতি ।
তদ্ধাম দুস্তরকৃতান্তজবাপবর্গং
গ্রামাদ্বনং ক্ষিতিভুজোঽপি যযুর্যদর্থঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে মহিষী-গীতং নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

অন্বয়ঃ—(অনুরক্তেঃ ফলমাহ) যদর্থাঃ (যস্য লাভায়) ক্ষিতিভুজঃ (নৃপতয়ঃ) অপি গ্রামাৎ (রাজ্যং বিসৃজ্যেত্যর্থঃ) বনং যযুঃ (পুরা বনং গতাঃ) মর্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) মুকুন্দ-শ্রীমৎকথা-শ্রবণকীর্ত্তনচিন্তয়া (মুকুন্দস্য শ্রীমত্যাঃ কথায়াঃ শ্রবণকীর্ত্তনযুক্তয়া চিন্তয়া) অনুসবং এধিতয়া (ক্রমশো বর্দ্ধমানয়া) তয়া (অনুবৃত্ত্যা) দুস্তরকৃতান্তজবাপবর্গং (দুস্তরো দুর্ল্লঙ্ঘ্যো যঃ কৃতান্তজবঃ কালবেগস্তস্যাপবর্গো যত্র তৎ তাদৃশং তৎ) তদ্ধাম (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধাম নিত্যলোকং বৈকুণ্ঠম্) এতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবতিতম-
মোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য নৃপতিগণও পুরাকালে রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করিয়াছেন, মানবগণ সুরম্য কৃষ্ণকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনযুক্ত চিন্তা-দ্বারা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তিবলে দুর্ল্লঙ্ঘ্য কালপ্রভাবকে অতিক্রমপূর্ব্বক সেই ভগবানের নিত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবতিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—অনুরক্তেঃ ফলমাহ,—তয়া অনুবৃত্ত্যা তদ্ধাম এতি কীদৃশ্যা শ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্ত্তনাভ্যাং জনিতা চিন্তা কেন প্রকারেণ কদা বা কৃষ্ণং প্রাপ্স্যামীতি, যা ভাবনা তয়া এধিতয়া বর্দ্ধিতয়া ধাম্নঃ কালানাকলিতত্বমাহ । দুস্তরো যঃ কৃতান্তজবস্তস্যাপবর্গো নাশো যত্র তৎপ্রাপ্তিপ্রকারমপি কমপ্যাহ,—গ্রামাদিতি । ক্ষিতিভুজো মনুপ্রিয়ব্রতাদ্যা অপি ॥৫০॥

নবতিতমোঽত্রাধ্যায়ো দশমে সারার্থদর্শিন্যাম্ ।
সঙ্গত এষ স্কন্ধোঽপ্যস্তু সতাং সঙ্গতো হৃদি মে ॥
মদ্‌গবীরপি গোপালঃ স্বীকুর্য্যাৎ কৃপয়া যদি ।
তদৈবাসাং পয়ঃ পীত্বা হৃষ্যেয়ুস্তৎ প্রিয়া জনাঃ ॥
মাঘস্য কৃষ্ণদ্বাদশ্যাং রাধাকৃষ্ণসরিত্তটে ।
দশমস্কন্ধটীকেয়মপূরি কৃপয়া প্রভোঃ ॥
দশমস্কন্ধঃ মূল ৪৮৬২ । শ্রীধরস্বামী টীকা ৫৭৯৬ ॥
শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি টীকা ১১৮০২ ।

ওঁ তৎ সৎ

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনঃ পুনঃ শ্রবণের ফলে তাহার ধাম প্রাপ্ত হয় কিরূপ অনুবৃত্তিদ্বারা ? শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা জাত যে চিন্তা কি প্রকারে বা কখন কৃষ্ণকে পাইব এইরূপ যে ভাবনা তাহার দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া ধাম কাল সমূহের বশ হয় না, দুস্তর যে যমের বেগ তাহার নাশ যেখানে তাহার প্রাপ্তির প্রকারও বলিতেছেন—বনে গিয়া মনুপ্রিয়ব্রত আদি ক্ষিতিপতি রাজগণও যাহা লাভ করিবার জন্য বনে গিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

এই দশমস্কন্ধে নবতিতম অধ্যায় সারার্থদর্শিনীতে সাধুগণের সঙ্গে আমার হৃদয়ে এই দশমস্কন্ধও সমাপ্ত হইলেন ॥

আমার বাক্যরূপগাভীকেও গোপাল কৃষ্ণ যদি কৃপা পূর্ব্বক স্বীকার করেন তাহা হইলেই ইহাদের দুগ্ধপান করিয়া তাঁহার প্রিয়জনগণ আনন্দ লাভ করিবেন । মাঘমাসের কৃষ্ণদ্বাদশীতে রাধাকৃষ্ণ কুণ্ডের তটে দশমস্কন্ধের এই টীকা প্রভুর কৃপায় পূর্ণ হইলেন । দশমস্কন্ধ মূলশ্লোক অংকে ৪৮৬২ । শ্রীধরস্বামির টীকা ৫৭৯৬ । শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকা ১১৮০২ ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবতিতম অধ্যায়ের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃতা সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইলেন ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবতিতম অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।